বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
আশীর্ব্বাণী	৩
আমাদের কথা	১১
১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের আর্থিক অবস্থা	১৩
ভারতের কৃষি	১৭
ভারতে সমবায় আন্দোলন অধ্যাপক ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে, এম, এ, ডি, এস-সি (ইকন) (লণ্ডন)	২২
আমাদের অন্ন সমস্যা শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ	২৪
ভারতের অর্থনীতি ও তাহার পরিচালনা শ্রীমতী সাধনা গুপ্তাএম-এ	২৫
অসংলগ্ন শ্রী······ পথচারী	২৭
বাঙ্গালা দেশে বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ শ্রীসুধীন্দ্র লাল রায়	৩০
বস্ত্রশিল্পে অতীত বঙ্গের গৌরব শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৩২
বাঙ্গলায় বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, (ব্যবসায়ে বাঙ্গলী প্রণেতা)	৩৩
ব্যবসায়ে বাঙ্গালী অধ্যাপক ডাঃ প্রমথরঞ্জন দত্ত এম-এ, পি, এইচ, ডি;	৪০
বাঙ্গলার লবণ শিল্প শ্রীমন্মথেন্দ্র দত্ত	৪৪
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সমস্যা শ্রীজিতেন্দ্র মোহন দত্ত প্রেসিডেণ্ট, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ	৪৬
ভারতীয় বস্ত্র শিল্প শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম-এ;	৪৭
বৈদিক যুগেরশিল্প	৫৫
হিন্দু রাজত্বের আমলে রাজস্ব নীতি শ্রীশিশিরকুমার বসাক	৫৭
চায়ের কথা জনৈক চা-কর	৬০
বাঙ্গালীর বাণিজ্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এম, এল, এ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৫
চিরস্থায়ী বন্দবস্তের রদ বদল; তাহার আর্থিক ফলাফল শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৬৭
২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা	৭০
খনিজ পদার্থ ও বিশ্ব-রাজনীতি শ্রীহিমাংশুকুমার ঘোষ	৭২
ধন বৈষম্য নিবারণে করের প্রভাব অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন	৭৮
বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি	৮২
ভারতের আবাদী ফসল শ্রীকালীচরণ ঘোষ, কিউরেটর কমার্শিয়াল মিউজিয়াম	৮৭
মধ্য[illegible] বেকার সমস্যার একটা দিক ডাঃ নবগোপা[illegible] দাস, পি, এইচ, ডি, আই, সি এস	৯৫
কৃষক আন্দোলনের গোড়ার [illegible] শচীন সেন, এম, এ; বি, এল,	৯৬
বাঙ্গালী জীবনে বিপর্যয় শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেব	[illegible]
দেশ বিদেশে দাদনী ব্যবসা সংক্রান্ত আইন	১০৩
ভারতের সিনেমা শিল্প শ্রীরজনী দত্ত	১০৬
শর্করা শিল্পে বাংলা শ্রী···	১০৮
নবাবী আমলে ময়মনসিংহ জেলার বাজার দর	১১১
ভারতবর্ষে জমাট ও গুড়া দুগ্ধ-শিল্পের সম্ভাবনা ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, বি;	১১৪
ভারতের লৌহ শিল্প শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার সন্ন্যাল, এম, এ	১১৯
ভারতের বীমা ব্যবসায় শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়, এম, এ, বি, এল	১২১
শেয়ার বাজারের গঠন ও কর্ম্ম প্রণালী শ্রীঅতুল কৃষ্ণ সুর, এম, এ	১২৩
বাংলায় লবণ ও লবণ-জাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা পি, চৌধুরী	১২৬
জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ও কৃষি শ্রীঅনিলকুমার বসু	১২৯
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় শর্করা-শিল্পের অবস্থা মিঃ এম্, পি, গান্ধী	১৩১
সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষি ও কৃষক	১৩৪
বাংলায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা	১৩৭

বিজ্ঞাপন-সূচী

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
অক্ষয়কুমার লাহা	৪১	...
আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ	২৭	১৪১
ইণ্ডিয়া এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক লিঃ	১১৮	...
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট লিঃ	৭৬	...
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোঃ লিঃ	৫৭	১৫৩
ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড	১২৭	...
ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ	১২২	১৫২
ইণ্ডিয়ান সল্ট মেন্নুফ্যাক্চারার্স লিঃ	২য় কভার	১৩৭
ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিঃ	৫৫	১৪৮
ইউনাইটেড্ এসিওরেন্স লিঃ	৯২	[illegible]
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস্ লিঃ	১২৬	১৫০
ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোং লিঃ	৬৪	১৪৪
ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রাভেলস্ লিঃ	৮৭	...
[illegible]মিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১০৭	১৫২
[illegible] এসিওরেন্স কোং লিঃ	১৩৬	১৫৮
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৩৩	...
ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী	১০৯	...
ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক	৫৯	১৫৭
এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ লিঃ	১ম কভার	১৪৩
এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ	৪৭	১৫০
এসোসিয়েটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৫	১৫৩
এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোঃ লিঃ	৯৯	১৪৮
এসিয়াটিক নিটিং কমার্শিয়াল কর্পোরেসন্ লিঃ	১১১	...
এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ	৩৭	...
এসোসিয়েটেড্ ব্যাঙ্ক অফ্ ত্রিপুরা লিঃ	৭৮	..
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স	৭৫	১৪২
এ্যাজমোলিন	১০২	১৪৬
ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স লিঃ	১৯	১৫৬
ওয়ার্কার্স ইন্সিওরেন্স লিঃ	৫৯	১৫২
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ	১২৫	১৫০
ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫২	...
ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৪	...
কর্পোরেটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৩য় কভার	১৬০
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ	৪৩	১৫৭
ক্লাইভ্ ফ্যান কোং লিঃ	১২৮	১৫৮
কমার্শিয়াল মিউজিয়াম	২৩	১৫৪
কমনওয়েলথ ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ	১৩৩	১৫০
ক্যালকাটা কেমিকেল কোঃ	১২০	১৪১
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৯	...
কোঠারী ষ্টোর্স	১১৬	১৪৯
গ্রেট্ হোম লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ	১০৩	১৫৮
জাতীয় শিল্প ভাণ্ডার	৪৬	...
ডি, এন, বসুর হোসিয়ারী	৪৯	১৪৪
ডোমিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৫২	...
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ	২য় কভার	...
ডাক্তার বসুর লেবরেটরি লিঃ	৬৩	১৪২
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৩	...
ন্যাশানাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ	৯১	১৩৯
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ	১৬	১৪০
ন্যাশানাল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১০৫	১৫৭
নিউ মডেল কটন মিল্স্ লিঃ	১৩৫	...
নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ	৬৫	১৫১
নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১২৪	১৪৯
[illegible] নিডাট্রমেণ্টস্ লিঃ	১১৫	১৩৮
ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স লিঃ	১৩২	...
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ	৬১	১৪৩
প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ	৭৭	১৪৫
পাইওনিয়ার সল্ট মেন্নুফ্যাকচারিং কোং লিঃ	৪৫	১৩৩
প্রিমিয়ার সল্ট মেন্নুফ্যাকচারিং কোং লিঃ	৭১	...
পড়িবার মত তু'খানা বই	৯৫	...
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৩	১৪৬
বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ	৬২	১৫৯
বম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ	২৯	১৩৮
ব্যাঙ্ক অফ্ এসিয়া লিঃ	৭৭	...
বৃটিস্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৯৪	...
বীকন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৬৯	১৫৮
বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	১০১	১৩৯
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট	১৩৪	১৫৯
বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রোপার্টি	২১	...
বসন্ত ব্রাদার্স	১৬০	...
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ	৬৭	১৫১
ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ	১২১	১৫৭
ভলকান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	২য় কভার	...
মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং	৯৩	...
মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ	৫২	১৪৮
মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৯৭	১৫৬
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস	১৬০	...
লিলি বিস্কুট	৪র্থ কভার	১৪২
লোকমান্য সল্ট ওয়ার্কস্ লিঃ	১০৬	...
লাইট্ অফ্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১৩০	১৫৫
লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৮৬	১৪৬
সেলস্ ম্যানসিপ্ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	৪৬	১৫৪
সিন্ধিয়া ষ্টিম্ নেভিগেসন কোং লিঃ	৮৩	১৩৭
সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৯	...
হিন্দুস্থান কো-অপারিটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ	১১৩	১৫৪
হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ	৩৯	১৪৭
হুগ্লী ব্যাঙ্ক লিঃ	১১৭	১৪৫
হোটেল রয়েল	৫৩	...
হোটেল সেভয়	৩৫	...

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ৮ই মে, সোমবার ১৯৩৯ | ১ম সংখ্যা

আশীর্ব্বাণী

"আর্থিক জগতে"র এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাহিরের বিশিষ্ট জননায়ক, অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়িগণ যে সমস্ত আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করিয়াছেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :—

'আর্থিক জগৎ' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করায় আমি ইহার পরিচালকবর্গ ও বিশেষ করিয়া ইহার সম্পাদককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গলা দেশের সাধারণ পাঠক সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক জ্ঞান অধিক লোকের নাই, এ অবস্থায় 'আর্থিক জগতে'র ন্যায় পুরাপুরি একখানি অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পরিচালনা করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। যে গুরুতর সমস্যাসমূহ আজ পৃথিবীর, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের সম্মুখে দেখা দিয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমাদের জীবন মরণের সমস্যা, ঐগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার দিন চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং অনায়াসে বলিতে পারি অতি উপযুক্ত সময়ে এই পত্রিকাখানি বাংলা সংবাদপত্র-জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভারতের সাধারণ আর্থিক সমস্যা ব্যতীতও বাঙ্গলা দেশের কতকগুলি নিজস্ব সমস্যা আছে, যাহাকে ভারতীয় সমস্যা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হয়। 'আর্থিক জগৎ' ঐ সকল বিষয়ে অন্ধ নহে এবং ঐ সকল সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায়গুলির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নির্ভীক মত প্রকাশ করিয়া এই অতি-শিশু পত্রিকাখানি যথেষ্ট সাহস ও চিন্তাশীলতার প্রমাণ দিয়াছে।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকাখানির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

* * *

'আর্থিক জগতের' প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে এই কাগজ সম্পর্কিত প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। একবৎসর আয়ুষ্কালে ইহা একটী প্রকৃত অভাবমোচন করিয়া বাংলার জনসাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে। এই বাংলা সাপ্তাহিকখানা অর্থনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যপূর্ণ। ইহা যোগ্যতার সহিত স্বাধীন এবং নির্ভীকভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে উহা আরও সফলতা অর্জ্জন করিবে।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম এল এ (সেণ্ট্রাল)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো অধ্যাপক

* * *

ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে আর্থিক জগৎ ইতিমধ্যেই জনসেবার গৌরবজনক স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত বিশেষ যোগসূত্র রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান জগতের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সহজ ও প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি এবং জনমত গঠনের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় পত্রিকাখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং উহার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণিত হইয়াছে। আর্থিক জগতের সুযোগ্য সম্পাদকের পরিচালনায় পত্রিকাখানি যে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া দেশের সমূহ উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইবে এতদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্,
বার-এট-ল', ডি, লিট, এম্, এল্, এ।

* * *

'আর্থিক জগতের' প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আমি উহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। ইহা সর্ব্বদাই সংবাদপত্র পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার আলোচনা সমূহ মনোমত ও দৃঢ়তাপূর্ণ এবং বর্ত্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহে উহা প্রায়ই চিত্তাকর্ষক চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়াছে।

আমি এই কাগজখানার উত্তরোত্তর উন্নতি এবং সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ জে, পি, নিয়োগী
এম, এ, ডি, এস, সি (ইকন)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো অধ্যাপক

* * *

এক বৎসর পূর্ব্বে যখন "আর্থিক জগৎ' জন্মলাভ করে, আমি বলিয়াছিলাম যে, এই সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ গৌরবময় এবং ইহা বাঙ্গলার অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ হইবে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী যে আজ বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা সকলেই আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গলাদেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ "আর্থিক জগতে" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বহু বাঙ্গালীর চিন্তাধারা গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। কেন্দ্রিক সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয়ের মূলনীতি, রেলপথসমূহের ইতিহাস ও বর্ত্তমান সমস্যা, বীমা ব্যবসায় ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক, সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা, ভারতীয় শিল্প, মহাজনী আইন ইত্যাদি বিষয়ে "আর্থিক জগৎ"-এ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল প্রবন্ধ ভাষার প্রাঞ্জলতায়, যুক্তিসম্পদে ও তথ্যবিশ্লেষণে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমার মনে কোন সন্দেহই নাই যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে "আর্থিক জগৎ" এ দেশের সংবাদীয় সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল বিধান করিবে। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা বিশ্বাস করি। আমি "আর্থিক জগৎ"-এর সমধিক উন্নতি কামনা করিতেছি।

ডাঃ এইচ, এল, দে,
এম-এ, ডি এস্-সি (ইকন) (লণ্ডন)
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* * *

"আর্থিক জগতে"র বয়স এক বছর হ'ল, এই খবর পেয়ে আনন্দিত হলুম। দেশে আর্থিক সমস্যার অন্ত নেই। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে এমন বিশিষ্ট শ্রেণীর কাগজ খুবই কম। আপনাদের পত্রিকা এই বিশিষ্ট শ্রেণীর। মাত্র এক বছরে আপনারা যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তা' খুবই আশাপ্রদ। আমি "আর্থিক জগতে"র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

অধ্যাপক দ্বারকানাথ ঘোষ
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়

* * *

'আর্থিক জগৎ' দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছে, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। আমাদের দেশে গুরু সাহিত্যের সুপ্রচলন এক দুরূহ ব্যাপার। শুধু আর্থিক বিষয়ের আলোচনাকে অবলম্বন করিয়া কোন পত্রিকা চালান আরও দুরূহ। 'আর্থিক জগতে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সপ্তাহে সপ্তাহে বাঙ্গালী পাঠককে জগতের আর্থিক তত্ত্ব ও তথ্য বণ্টন করিয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দেশসেবার অঙ্গ। এজন্য আমি সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

এক সময়ে বাংলা ভাষায় আর্থিক পুস্তক ও পত্রিকার অত্যন্ত অভাব ছিল। সুখের বিষয়, গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানাবিধ অর্থনৈতিক গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুস্তিকার প্রকাশদ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিতেছে। গুরু সাহিত্যের পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে আমি বহু দিন যাবৎ কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। যতীন্দ্রবাবুকে সেই দিকেও অগ্রসর হইতে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি।

'আর্থিক জগতে'র যে কোন সংখ্যা খুলিলেই বুঝা যাইবে, সম্পাদক মহাশয় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত বাংলা ও ভারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক আর্থিক নানা চলতি সমস্যা ও কিরূপে তাহার সমাধান হইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহার বহু লেখা পড়িয়া আমি প্রীত হইয়াছি। প্রার্থনা করি, তাঁহার পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক।

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা
এম্, এ; বি, এল; পি আর, এস; পি, এইচ, ডি
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি

* *

"আর্থিক জগতে"র প্রথম বৎসরে উহাকে আপনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিয়াছেন এবং এই সময়ের মধ্যে উহা দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। এজন্য উহার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। বাঙ্গলা ভাষায় এই ধরণের একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হওয়াতে এই সহরের বাণিজ্যিক জীবনের একটী বহুদিনের অভাব দূরীভূত হইল। উহার পৃষ্ঠাগুলি সর্ব্বদা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বিবরণে পূর্ণ থাকে। সংবাদ পত্র সেবায় আপনি যে উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন আমি তাহার সাফল্য কামনা করি। এই উদ্যমের মধ্যে আপনার দূরদৃষ্টি, সাহস এবং নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাওয়ার ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছি।

শ্রীগগনবিহারী মেহতা
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি

*

বাঙ্গলা দেশের এই সঙ্কটকালে "আর্থিক জগতে" যতীন্দ্রনাথের পক্ষপাতশূন্য অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি পরম নিষ্ঠার ও নির্ভীকতার পরিচায়ক। "আর্থিক জগৎ" তাই এত শীঘ্র পাঠকবর্গের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে। এদেশে বাণিজ্য বুদ্ধির উদ্বোধন এক মহাব্রত। এই শুভ প্রচেষ্টার শৈশবে আমার ঐকান্তিক কামনা, যতীন্দ্রনাথের "আর্থিক জগৎ" প্রখ্যাত, সমাদৃত ও সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হোক্।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত
সভাপতি, কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ

* * *

"আর্থিক জগৎ" দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

বাঙ্গলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক সমস্যার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল—"আর্থিক জগৎ" প্রকাশে সে অভাব চলিয়া গিয়াছে। দেশের জ্ঞান-বৃদ্ধিকল্পে আপনি যেরূপ পরিশ্রম সহকারে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গগুলির আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে দেশবাসী আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ

থাকিবে—পত্রিকাখানিও যে ঘরে ঘরে উত্তরোত্তর সমাদর লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ ; বি, এল
ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স
অফিসেস এসোসিয়েশনের সভাপতি

* * *

প্রথম প্রকাশের সময় হইতেই আমি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পাদিত "আর্থিক জগৎ" পত্রিকা গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন প্রথমশ্রেণীর ইংরাজী পত্রিকা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই জাতীয় পত্রিকাসমূহের মধ্যে ইহা অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "আর্থিক জগৎ" আমাদের দেশের একটি বহু অনুভূত অভাব দূর করিয়াছে।

আমি এই পত্রিকার বহুল প্রচার ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
সভাপতি, বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি

* * *

'আর্থিকজগৎ' যে প্রকার প্রশংসনীয় ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং অল্প সময় মধ্যে উহা যে ভাবে জনসাধারণের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে উহার এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উহার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানার একজন নিয়মিত পাঠক এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় উহাতে তাহার নিয়মিত ও নিখুঁত সমালোচনা থাকে। এই দেশের উপযোগী যে সামান্য কয়েকটী পত্রিকা রহিয়াছে তাহার মধ্যে "আর্থিক জগৎ" স্থায়ী আসন গ্রহণ করুক, উহাই আমি কামনা করি।

আই. বি, সেন
প্রেসিডেন্ট, ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট্

* * *

আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা সৃষ্টিরহস্যের মূলে দ্রব্য, জ্ঞান আর ক্রিয়াশক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই তিনের মিলিত মূর্ত্তিই সৃষ্টি। ইহারা পরস্পর ভাবাভাব অবলম্বন করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি মূর্ত্তি ধারণ করে।

দ্রব্য প্রপঞ্চময় জগৎ। সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃত—দ্রব্যজগৎ মন্থন করিয়া মানুষ তেমনি অর্থশক্তি সৃষ্টি করে। একের অভাব হইলে অন্য নিঃশক্তি হয়। জাতির অর্থসঙ্গতি যত খর্ব্ব হইবে, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ততই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।

'আর্থিক জগৎ' গোড়ার কথাটা জাতিকে তলাইয়া বুঝিতে বলে। সম্পাদক যতীন্দ্রবাবুর লেখনী-মুখে অর্থ-বিজ্ঞানের যে মৌলিক চিন্তাধারা অনর্গল নিঃসৃত হয়, তাহা আমাদের উৎসাহ দেয়, বুকে আশার সঞ্চার করে। 'আর্থিক জগৎ' এক প্রকার অমৃত বিতরণ করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি নব বৎসরে 'আর্থিক জগতে'র শুভ কামনা করি। শ্রীভগবান 'আর্থিক জগতে'র শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমতিলাল রায়
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর

* * *

"আর্থিক জগতে"র এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার সংবাদ জানিয়া সত্য সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বাংলার সংবাদপত্র জগতে 'আর্থিক জগৎ' এক অতি দুরূহ ব্রত—যথা ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনীতি সম্পর্কিত জটিল তত্ত্বগুলি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া পরিবেশন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আর্থিক জগতই বাংলাদেশের পথ প্রদর্শক হিসাবে গৌরব দাবী করিতে পারে। এতদিন পর্য্যন্ত এদেশে অর্থনীতিক ক্ষেত্রের জটিল সমস্যাগুলি ইংরাজী ভাষায় আলোচিত হইত। ফলে কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা ব্যবসাক্ষেত্রে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই দেশী বিদেশের বাজারের হালচাল সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা সম্ভবপর হইত না। আপনার সুসম্পাদিত পত্রিকাখানি অর্থনীতিক ক্ষেত্রের জরুরী তথ্য বাংলার [illegible] মফঃস্বলেও পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেশের বহুদিনের একটী অভাব পূরণ করিয়াছে।

আর্থিক জগতে সাধারণতঃ যে সমস্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা আমি নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া থাকি এবং এই সব প্রবন্ধে ভারতীয় ব্যবসাজগতের মৌলিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আপনার যে জ্ঞানের পরিচয় পাই তজ্জন্য আপনাকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। বর্ত্তমানের এই দারুণ প্রতিযোগিতা এবং দুর্লঙ্ঘ্য বাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার মত আপনি শক্তিলাভ করুন উহাই আমি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি

* * *

'আর্থিক জগৎ' বাঙ্গলা ভাষায় অর্থনীতি সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিয়া দেশের একটী গুরুতর অভাব দূর করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন যে কোন জাতি স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এতদিনে বাঙ্গালীরা তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সময়ে 'আর্থিক জগৎ' পত্রিকাখানি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশে সহায়তা করিবে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
এম, এ, পি, এইচ, ডি
ভাইস-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* * *

শ্রীযুক্ত, যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনায় 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হওয়ার সময় জনসাধারণ ভবিষ্যতে ইহার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিয়াছিল। উহার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় যে ইহা জনসাধারণের সেই আশা পূর্ণ করিয়াছে। অর্থনৈতিক এবং কৃষি

ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক জটিল সমস্যাসমূহ যোগ্যতার সহিত আলোচনা করার বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া যতীন বাবু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই কাগজে যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। বর্তমান সময়ের নানারূপ অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বাংলার জনসাধারণের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়া—কাগজখানি দেশসেবায় ব্যাপৃত আছে। আমি ইহার সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

এ. সি. সেন্
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিউরেন্স কোং

* * *

আপনার "আর্থিক জগৎ" বাংলার আর্থিক সমস্যাকে [illegible] চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে জাগ্রত ও আত্মস্থ হইতে সহায়তা করুক, তাহার অন্নবস্ত্রের নিদারুণ সমস্যা পূরণের দিকে তাহার আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, ইহা প্রথম হইতেই আশা [illegible] করিয়া আসিতেছি। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহার লক্ষণ ইতিমধ্যেই অনুভব করিতে পারিয়া শিশুর সাফল্যমণ্ডিত দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
মহারাজা, কাশিমবাজার

* * *

বন্ধুর পথে যেদিন আপনার পত্রিকাখানি চলা সুরু করেছিল, সেদিন তার বাঁচা-মরা সবটুকুই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা ছিলো, কিন্তু বড়ই আনন্দের কথা যে, পথের সকল ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে সে আজ দু'বছরের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন না জানিয়ে থাকতে পাচ্ছি না এই জন্য যে, দুর্যোগ রাত্রির ভ্রূকুটী উপেক্ষা করে নির্ভয়ে আপনি পত্রিকাখানিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। দেশের সামনে আজ যে সমস্যা সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা' হচ্ছে আমাদের বাঁচার সমস্যা। এর সমাধান কত্তে হোলে, সব কিছু ভুলে যন্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠায় যে আমাদের আত্ম-নিবেদন কত্তে হবে, জাতির মর্ম্মদ্বারে তার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন আপনার এই পত্রিকা মারফতে। আমি তার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীআলামোহন দাশ
দাশ ব্রাদার্স

* * *

ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্যাভিমুখী করিবার শুভ সঙ্কল্প লইয়া আপনি এক বৎসর পূর্ব্বে 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশের যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ 'আর্থিক জগৎ' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করাতে তাহার সার্থকতারই পরিচয় দিতেছে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে যে নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়াছে, আপনার প্রেরণা তাহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবে।

বাংলার ঘরে ঘরে 'আর্থিক জগৎ' সমাদৃত হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই পত্রিকাখানা মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত।

জে, সি, দাশ
বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

* * *

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গতি এখন পর্য্যন্তও স্বল্প-পরিসর। এই পথের জটিল সমস্যা সমাধানের কাজে আপনার "আর্থিক জগৎ" যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। আশা করি, আপনার পত্রিকার সংস্পর্শে আর্থিক জগৎ সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং সম্বলিত সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি আমাদিগকে নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছে। বাস্তবিকই এইরূপ কঠিন বিষয়গুলি সহজ ও সরল ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিবার ক্ষমতা আপনার অপারসীম। আপনার পত্রিকার সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ দালাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

* * *

আর্থিক জগতের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এই কাগজ খানা অতি চমৎকার ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং বিভিন্ন প্রকার নির্ভুল তথ্য সমাবেশ ও উহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের যুক্তিপূর্ণ মতবাদের দ্বারা উহা জনসাধারণের মহদুপকার সাধন করিতেছে। আমি উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন
এম-এস-সি, বি-এল, এটর্ণী-এট-ল

* * *

আর্থিক জগতের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি এবং আনন্দের সহিত উহার মঙ্গল কামনা করিতেছি। আপনি এই কাগজ খানার মধ্যে আগাগোড়া যে প্রকার উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই ধরনের একখানা কাগজের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা আমাদের মধ্যে যাহারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত রহিয়াছি তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। আর্থিক জগৎ যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহার পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

শ্রীঅমৃতলাল ওঝা
এম্, আই, এম্, ই; এফ্, আর্, এস্, এ (লণ্ডন)

* * *

আর্থিক জগতের এক বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং পত্রিকাখানার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

বাঙ্গলা দেশে সংবাদ পত্র পাঠকের সংখ্যা যে প্রকার বেশী সে সেরূপ আর কোন প্রদেশে নাই। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে বাঙ্গলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য পরিকল্পিত ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় রত "আর্থিক জগৎ"

কেবল যে দ্রুত উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইবে এরূপ নহে উহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত ভাবধারার প্রচার ও উন্নতির কাজেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে।

আমার মতে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে অর্থনীতিক চিন্তাধারার প্রসার ও উন্নতির সমস্যাই বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা। ভারতবর্ষের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ সমগ্র জগতের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ এমন একটী স্থান যেখানে প্রকৃতি দেবী অপরিমিতভাবে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যেখানে প্রকৃতি দেবী প্রচুর সম্পদ ঢালিয়া দিয়াছেন সেখানে মানুষ তাহার আলস্য ও অজ্ঞতা বশতঃ তাহার সম্পদের পূর্ণ সুফল ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশের এই অজ্ঞতা ও আলস্য দূরীভূত হইলে বাঙ্গলায় ঐশ্বর্য্যের স্রোত বহিতে থাকিবে।

আর্থিক জগতের ন্যায় পত্রিকাই এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে পারে। পত্রিকাখানা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ পাইবে কারণ আপনার এই বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা রহিয়াছে।

সি, এস, রঙ্গস্বামী
'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স'পত্রের পরিচালক

* * *

'আর্থিক জগৎ' এক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার অর্থনীতি বিষয়ে যে শিক্ষাদান করিয়াছে তাহা সত্যই ইহার পক্ষে গৌরবের কথা। অর্থনীতি সম্বন্ধে একখানা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার অভাব বাঙ্গলায় সত্যই ছিল। এক বৎসর 'আর্থিক জগৎ' যেরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে সে অভাব দূর হইয়াছে এবং সেজন্য সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ধন্যবাদার্হ। একখানা এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা পরিচালনা করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা অনেকের জানা নাই। আমি আশা করি বাঙ্গলার সাধারণ পাঠকবর্গ এই পত্রিকাখানিকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। আর্থিক দুর্গতিক্লিষ্ট বাঙ্গালীর ইহাতে যে মহৎ উপকার সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি 'আর্থিক জগতে'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

শ্রীমাখনলাল সেন
আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

বিশেষ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আর্থিক ব্যাপারে বাঙ্গালীর জ্ঞান অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। ইহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, এতকাল শুধু ইংরেজীতেই এইসব বিষয়ের আলোচনা হইত এবং ঐসব আলোচনা বিশেষত্বপূর্ণ, জটিল ও শব্দবহুল হওয়ায় এতদ্দেশীয় পাঠক-সাধারণের বোধগম্য হইত না। অতএব দেশের লোকের মনে ব্যবসায়ের প্রতি আসক্তি জন্মাইতে হইলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ক্রমে তাহাদিগকে আর্থিক ব্যাপারসমূহ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন।

আমি আজ আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, সপ্তাহান্তে নিয়মিতভাবে চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা "আর্থিক জগৎ" বহুকাল-অনুভূত সেই অভাব প্রশংসনীয়ভাবে পূরণ করিয়াছে। বাঙ্গলার সংবাদপত্র সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলে জানেন যে, মাতৃভাষায় প্রকাশিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলির চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে।

প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইলে ইহাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা উচিত এবং অযোগ্য কার্য্যে এমন কি গৌণভাবেও উৎসাহ প্রদর্শনে সর্ব্বদা বিরত থাকা প্রয়োজন।

"আর্থিক জগৎ" স্বল্প এক বৎসর কালের মধ্যে যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গলার জনসাধারণ ইহার আদর্শ বিশেষ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। আমি ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি এবং আশা করি, বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রশংসা বা ভয় প্রদর্শনে বিচলিত না হইয়া এই পত্রিকা সর্ব্বদাই নিষ্ঠার সহিত সাংবাদিকের উচ্চ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে।

জে সি সেন
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

* * *

বাংলা দেশে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একখানা সুসম্পাদিত সপ্তাহিক কাগজের অভাব ছিল। "আর্থিক জগৎ" সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

আমি আপনার কাগজের অনেকগুলি সংখ্যা পাঠ করিয়াছি। আপনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এম, পি, গান্ধী
ডালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ-র চিফ কমার্শিয়াল অফিসার

* * *

বাংলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ে একখানা সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা আর্থিকক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নতি চাহেন এই সম্পর্কে আর্থিক জগতের দানের কথা নিশ্চয়ই তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। আর্থিক জগতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বেই অর্থনীতি বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকে তাঁহার এই নূতন প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। বর্ত্তমানে কাগজখানার এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমি এই পত্রিকাখানার ভবিষ্যতে আরও উন্নতি কামনা করি।

এস, বি, দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ব্যারিষ্টার,
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

* * *

"আর্থিক জগৎ" জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নির্ভীক মত প্রকাশ করিয়া থাকে এবং বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে প্রচার কার্য্য করে। পত্রিকা

খানির বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইল। প্রার্থনা করি উহা চিরজীবী হউক এবং নির্ভীক মত প্রকাশ দ্বারা উহা অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করুক।

ডি, এন, মুখার্জ্জি এম, এল, এ
হুগলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

* * *

"আর্থিক জগৎ" দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করায় অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। আশা করি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা জনপ্রিয়তা লাভ করিবে। এই কাগজখানা বাংলায় বহুদিনের একটী অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ভরসাকরি জাতির সেবায় নিজকর্ম্মক্ষেত্রে উহা স্বকীয় কর্ত্তব্যসাধন করিবে।

জে সি ঘোষ দস্তিদার
বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিউরেন্স কোং

* * *

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জ্ঞানানুসন্ধিৎসায় সেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রণ ও শেলী সম্বন্ধে বিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন এবং পুঁথিগত বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার সম্মুখীন হইলে তাঁহারা বিস্ময়কর অজ্ঞতার পরিচয় দেন।

'আর্থিক জগৎ' প্রকৃত তথ্য এবং তালিকা প্রকাশ করিয়া শুধু বি-এ, এম-এ, পাশ ব্যক্তিদেরই নয় ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিকগণের পক্ষেও সহায়ক হইয়াছে। এই কাগজখানা অর্থনীতিবিষয়ক এবং ভারতবর্ষের সহিত জগতের আর্থিক তুলনার পক্ষে সাহায্যকারী। অর্থনৈতিক বিষয়ে নিয়মিত পাঠকদের পক্ষে 'আর্থিক জগৎ' একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের অর্থনীবিদ্‌গণের নিকট 'আর্থিক জগতের' প্রত্যেকটী সংখ্যাই মূল্যবান্। আমি কাগজখানার জন্য শুভেচ্ছা, সাফল্য এবং দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আব্দুর রসিদ চৌধুরী
এম এল এ (সেণ্ট্রাল)
শ্রীহট্ট।

* * *

আপনার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "আর্থিক জগতের" প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে কাগজখানার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। বিচারস্পৃহা এবং অনুসন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা শিল্প ব্যবসা সম্বন্ধে জনমতকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

মনোযোগ সহকারে আমি ইহার অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মোন্নতির পথে আপনার সুযোগ্য সম্পাদনায় এই শিশু মুখপত্রখানা, সুদৃঢ় জনমত গঠন করিয়া, মূল্যবান্ তথ্য সরবরাহ করিয়া এবং দেশের আর্থিক উন্নতির পথে রত্নস্বরূপ হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

শ্রীকানাইলাল দত্ত
ন্যাশন্যাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস

* * *

আজ এক বৎসর পূর্ব্বে "আর্থিক জগৎ" প্রথম যখন প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র জগতে উহার আবির্ভাবে আমি তখন অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। আর্থিক জগতের প্রতি পৃষ্ঠায় যে সকল কার্য্যকরী এবং উৎসাহপূর্ণ নির্দ্দেশের পরিবেশন হইয়া আসিতেছে তৎপ্রতি আমি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছি। এই পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ গতানুগতিকতা বিহীন; কারণ বাঙ্গলা সংবাদ পত্র জগতে এতদিন ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত পত্রিকার উল্লেখযোগ্য রূপ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। আর্থিক জগৎ প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টায় উহার উদ্যোক্তাগণের যে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা, উদ্যম এবং আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমি দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি যে এই এক বৎসরের পত্রিকাখানি উহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার পথে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। আর্থিক জগৎ ইহার [illegible] যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহা উহার পক্ষে সত্যই গৌরবের বিষয়। আর্থিক জগতের প্রথম বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। প্রার্থনা করি গৌরবময় সাফল্যের পথে আর্থিক জগতের দ্রুত অগ্রগতি হোক্ এবং উহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকত্বে আর্থিক জগৎ অর্থনৈতিক সংবাদপত্র সমূহের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত হোক্।

এস সি মিত্র
(বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর)

* * *

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, বাণিজ্য সম্পাদক হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক আপনার যে সকল প্রবন্ধ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইত তাহা লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, নাগপুর এবং বোম্বাইএর শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। একজন অভিজ্ঞ বার্ত্তাজীবি হিসাবে আপনার সুগভীর জ্ঞান, স্বাধীন মতবাদ এবং সহজ লেখনীশক্তি—সমস্ত মিলিয়া এরূপ অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার সাপ্তাহিকখানাকে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে অদূরভবিষ্যতে দেশের ভিতর উহা একটী সম্মানজনক এবং শক্তিশালী স্থান অধিকার করিবে।

এস, এন, গুপ্ত

* * *

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পক্ষে 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশ করা বাস্তবিকই একটী অনন্যসাধারণ, সাহসিকতাপূর্ণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয়। যদিও বহুদিন হইতে বাংলা ভাষায় এরূপ একখানি কাগজের বিশেষ অভাব ছিল, এবং যদিও ইহার শুভাগমন আমি অভিনন্দিত করিয়াছিলাম—তবুও, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল এই প্রকারের কাগজের প্রতি জনসাধারণের বিরাগহেতু, এই কাগজখানার স্থায়িত্ব এবং উন্নতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। কাজেই ইহার প্রথম বার্ষিকীর প্রকাশের সংবাদ আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

আমি 'আর্থিক জগতের' নিয়মিত পাঠক এবং ইহার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত 'পাটের বাজার' সম্বন্ধীয় বিভাগ হইতে আমার নিজের কার্য্যসম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য পাইয়া থাকি। 'আর্থিক জগৎ'

যে প্রকৃতই বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ এবং শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে নয় অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষেও যে খুবই সহায়ক ইহা কেবল আমার মত নয়, দেশের বিত্তসম্পত্তির উন্নতিতে যাঁহারা উৎসাহী তাহাদেরও এই মত। ইহার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে উহা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করুক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র (রায়বাহাদুর)
স্পেশিয়াল অফিসার, জুট রেষ্ট্রিকশন স্কিম

* * *

আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় কাগজখানি অল্পসময়ের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আপনার কর্ম্মক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তার ফলস্বরূপ সত্বরই উহা গৌরবময় সাফল্য অর্জ্জন করিবে।

বি, কে মিত্র
পাইয়োনিয়ার সল্ট ম্যানুফেকচারিং কোং

* * *

জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে 'আর্থিক জগৎ' একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া উহার প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবে। আমি ইহার ন্যায্য প্রাপ্য সফলতা কামনা করি এবং ভরসা করি ভবিষ্যতে বাংলা সংবাদপত্রজগতে কাগজখানি উহার প্রয়োজনীয় স্থান হইতে বিচ্যুত হইবে না।

এস, গুহঠাকুরতা এম, এ,
ডিপুটী ইনফরমেশন অফিসার, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া

* * *

'আর্থিক জগতের' প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আপনি যে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত স্থাপনা অবধি কাগজখানা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন তজ্জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের দেশের জনসাধারণের ভিতর ব্যবসাবাণিজ্যের জটিল সমস্যা সমূহের সহিত পরিচিত হইবার আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য বাংলা ভাষায় একটী উপযুক্ত কাগজের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। আপনিই এই অভাব মোচন করিয়াছেন।

আর্থিক এবং ব্যবসাবাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সুলেখক হিসাবে বহুপূর্ব্বে আপনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং 'আর্থিক জগতের' প্রত্যেকটী সংখ্যাই আপনার প্রতিভা এবং কর্ম্মশক্তির পরিচয় দেয়।

আপনার অগণিত বন্ধু এবং কল্যাণকামীদের সহিত আমিও কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার সাফল্য কামনা করি।

এস, সি, রায় এম-এ, বি, এল
আয়াস্থান ইন্সিওরেন্স কোং

*

"আর্থিক জগৎ" বাংলার একটী অতি উচ্চশ্রেণীর সাপ্তাহিক। বাংলায় কাল ও দেশের অবস্থা অনুযায়ী এমন প্রয়োজনীয় কাগজ আর নাই—একদিকে বাংলায় শিল্পের উন্নতিকল্পে Capital কাগজের মত মূল্যবান তথ্য এবং নির্দ্দেশপূর্ণ। জাতীয়তার সংজ্ঞায় প্রণোদিত হইয়া দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্যার বিচার, আলোচনা এবং নির্দ্দেশ আর কোন বাংলা কাগজে আমরা পাই না—যেমন আমরা পাই আপনার "আর্থিক জগতে"।

"আর্থিক জগৎ" দেশে একটী বিশেষ অভাব দূর করিতেছে। গোড়ায় এ জাতীয় কাগজের আদর বা কদর কিছু কম হইয়া থাকে এবং আজ বাংলার যে আবহাওয়া, তাহাতে এজাতীয় গবেষণাপূর্ণ কাগজ টিকিয়া থাকা শক্ত সন্দেহ নাই। তবু বিশেষ অনুরোধ, সকল অভাব ও অভিযোগের মধ্যে আর কিছুদিন যুঝুন—সাধ্যমত সেবা করুন। দেশ আপনার কাগজকেই লুফে নিতে বাধ্য হবে, কারণ আর্থিক জগতে বাংলাকে আবার স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে আর কেহ সাহায্য ও প্রেরণা দিতে পারিবে না, যেমন পারিবে আপনার "আর্থিক জগৎ"। ভগবান সাধনা ও সেবাকে সার্থক করুন।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী
কমার্শিয়েল মিউজিয়ম, কলিকাতা করপোরেশন

* * *

"আর্থিক জগৎ"-এর মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক কাগজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গলার অর্থনীতি বিভাগের উন্নতি সাহায্য করিতেছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

বাঙ্গলা অর্থনীতি আলোচনায় স্বর্গীয় নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শন' পত্রে নৃসিংহবাবুর পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন,তাহার পর ব্যবসা ও কৃষি বিষয়ে বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির নাম করিলাম—তাহেরপুর হইতে "কৃষি পত্রিকা", কাশীপুর হইতে নৃত্যগোপাল বাবুর "কৃষিতত্ব" (১২৮৫), শ্রীনাথ দত্ত সম্পাদিত "ব্যবসায়ী" (১২৯০), বঙ্গবাসী কলেজের স্থাপয়িতা গিরীশ বসুর "কৃষি গেজেট" (১২৯২), শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর "ভারত শ্রমজীবী" (১২৯২), বিহারী ঘোষের "কারিকর দর্পণ" (১২৯২), শরৎচন্দ্র দেবের "শিল্প পুষ্পাঞ্জলি" (১২৯৮), সারদা চক্রবর্ত্তীর "কাজের লোক" (১৩০৭), "স্বাধীন জীবিকা" (১৩০৭), "শিল্প ও সাহিত্য" (১৩০৭), "কৃষক" (১৩০৮), "বঙ্গলক্ষ্মী" (১৩১৫) প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। সন্তোষনাথ শেঠের "মহাজন বন্ধু", শ্রীযুত শচীন বসুর "ব্যবসা ও বাণিজ্য", "বণিক", "আর্থিক উন্নতি" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দৃঢ়তর আশা, "আর্থিক জগতে"র সম্পাদক মহাশয়ও আমাদের বাঙ্গলার আর্থিক ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস্ লিঃ

* * *

"আর্থিক জগৎ" গত এক বৎসর ধরিয়া দেশের শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় পত্রিকার অভাব ছিল। চাকুরিজীবী বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ চাকুরীর মোহ কাটাইয়া উঠিতে হইতেছে। বাঙ্গালীর এই জাতীয় জীবনের মহাপরিবর্ত্তনের দিনে "আর্থিক জগৎ" বাঙ্গলার ঘরে ঘরে

যে বার্ত্তা বহন করিতেছে, তাহাতে আমি আশা করিতে পারি, এক দিন বাঙ্গালী তাহার লুপ্ত শিল্প-বাণিজ্য কৌশলের সন্ধান পাইবে।

ব্যবসায় জাতীয় জীবনকে সত্যিকার ভাবে গঠন করিতে পারে—জাতিকে মহাজাতির সন্ধান দেয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি করিতে "আর্থিক জগৎ" সেবায় নিযুক্ত থাকিবে—ইহাই কামনা করিতেছি।

শ্রীদেবেশচন্দ্র ঘোষ
চা-কর, জলপাইগুড়ি

* * *

"আর্থিক জগতে"র বয়স আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বাংলা ভাষায় যথার্থই এইরূপ পত্রিকার অভাব ছিল। যতীন্দ্রবাবুর তত্ত্বাবধানে সেই অভাব পূর্ণ হইয়াছে। "আর্থিক জগৎ" বাংলার শিল্পোন্নতির একটী সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের বর্ত্তমান সমস্ত খবরই এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। আজকাল শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সকলেই চায় নূতন শিল্পের, নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান। "আর্থিক জগতে"র প্রতি সংখ্যাতেই তাহার যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। তা' ছাড়া যে সমস্ত ব্যবসায় সাধারণের চক্ষুর আড়ালে অবাঙ্গালীদ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে, "আর্থিক জগতে"র দৃষ্টি তাহাও অতিক্রম করে না। "আর্থিক জগতে"র প্রচলনে অনেক বেকার যুবকের সম্মুখে কর্ম্মানুসন্ধানের নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে। আমরা "আর্থিক জগতে"র উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীমন্মথেন্দ্র দত্ত
ম্যানেজিং এজেন্ট—বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

এতকাল অর্থনীতিকে আমরা অবহেলা না সংশয়ের চক্ষে দেখিতাম জানি না, যাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীটী কোনক্রমে আদায় হইয়া গেলে আর ঐ বিষয়ে আলোচনায় উৎসাহ বোধ করিতাম না। জানিয়া সুখী হইলাম এবং দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে। সুন্দর, পরিষ্কার এবং মার্জ্জিত রুচিমাফিক ও যোগ্য ব্যক্তির সম্পাদনায় "আর্থিক জগতে"র মত কাগজ বাহির হইয়াছে। আরও অধিক আনন্দিত হইলাম যে, ইহা বাংলা ভাষাকেই বাহন করিয়া চলিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, "আর্থিক জগৎ" তাহার এক বৎসর পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। আমি বৃদ্ধ, তাই ক্ষুদ্রব্যক্তি হইলেও আশীর্ব্বাদের পর্য্যায়ে উঠিয়াছি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, বাংলার ছেলে, বাঙ্গালীর ছেলে যেন 'আর্থিক জগৎ' হইতে আত্মসম্মানবোধ, স্বাধীন বৃত্তির অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি প্রকৃত অর্থনৈতিক জ্ঞান লাভে নব জীবন লাভ করে। "আর্থিক জগৎ" বাংলার ঘরে ঘরে নিত্য পাঠ্য হউক—এই প্রার্থনা করি।

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি,

* * *

"আর্থিক জগৎ" প্রকাশিত হইবার পর হইতেই আমি নিয়মিত-ভাবে উহা পাঠ করিতেছি। আমাদের দেশে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা বড় একটা নাই; অথচ জীবন-সংগ্রাম দিন দিন যে প্রকার কঠোর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ না করিলে জাতির বাঁচিবার কোন আশা নাই। এরূপ অবস্থায় "আর্থিক জগৎ" মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে প্রচার-কার্য্য করিতেছে, তাহার মূল্য খুব বেশী বলিয়াই আমি মনে করি। উহাতে প্রকাশিত প্রত্যেকটী প্রবন্ধ ও সমালোচনাই দেশের লোকের সমক্ষে নূতন সমস্যা ও নূতন চিন্তাধারা উপস্থিত করিতেছে। বর্ত্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে এই ধরণের একখানা কাগজের প্রয়োজন খুবই বেশী।

"আর্থিক জগতে"র মারফৎ আপনি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যেভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। আপনার এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চা-কর, শিলচর

* * *

আমাদের সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকত্বে 'আর্থিক জগৎ' যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা' খুবই সুখের ও আনন্দের কথা। বাংলাদেশে এরূপ একখানি কাগজের খুব অভাব ছিল। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এই কাগজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘ

* * *

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য আর ধন-বিজ্ঞানের নানা প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলা বাঙালী লেখক থাকিলে বাঙালী জাতের ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে, ততগুলা লেখক আজও দেখা যাইতেছে না। "আর্থিক জগৎ" পত্রিকার মতন বহুসংখ্যক পত্রিকা চলিতে থাকিলে নানা মতের আর নানা পথের বাঙালী লেখক মাথা খাড়া করিয়া চলিতে পারিবে।

তাহা ছাড়া লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীকে খাদে-কারখানায়, চাষে-বাণিজ্যে, বিনিময়ের কারবারে, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে, শেয়ারের বাজারে, আর বীমার দালালীতে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া ঢুকাইবার জন্যও "আর্থিক জগৎ" পত্রিকার মতন পত্রিকা যারপরনাই জরুরী।

চাই মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা।

অধ্যাপক ডাঃ বিনয়কুমার সরকার

* * *

আপনার কাগজে প্রকাশিত মত সম্বন্ধে সব সময় একমত না হইলেও আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে আপনার প্রবন্ধ সমূহ বিশেষ তথ্যপূর্ণ এবং অধ্যয়নযোগ্য হইয়া থাকে।

ডাঃ এন, জি, দাস পি, এইচ, ডি; আই, সি, এস
বাঙ্গলা সরকারের এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার

আমাদের কথা

আর্থিক জগতের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। বাঙ্গলা দেশে প্রতিনিয়ত বুদ্বুদের মত কত সংবাদপত্র জন-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া বুদ্বুদের মতই লীন হইয়া যাইতেছে। সেই হিসাবে কোন কাগজের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া কম কথা নহে। বিশেষতঃ আর্থিক জগতের ন্যায় একখানা কাগজ—যাহাতে নীরস অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা ভিন্ন আর কোন আলোচনা স্থান পায় না, তাহার পক্ষে এক বৎসরকাল টিকিয়া থাকাও একটা গৌরবের কথা।

কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যে আদর্শ লইয়া আর্থিক জগৎ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, সেই আদর্শের একখানা কাগজ দেশের লোকের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না—এরূপ আশঙ্কা আমাদের কোনদিন ছিল না, এখনও নাই। আর্থিক জগৎ প্রকাশ করিবার কালে আমাদের অনেক হিতৈষী ও বন্ধুব্যক্তি নিছক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কাগজ দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু গত এক বৎসরে আমরা বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ও পাঠক বর্গের নিকট হইতে আশাতীতরূপ সাহায্য পাইয়াছি। অথচ আমরা উহা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, যে ভাবে আর্থিক জগৎ পরিচালনা করিলে উহা দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইত, সেরূপভাবে আমরা তাহা পরিচালনা করিতে পারিতেছি না। অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন সংবাদ-পত্র পরিচালনা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল ব্যাপার। বর্ত্তমানে আর্থিক জগৎ যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে—বিষয়বস্তু ও কলেবরের দিক হইতে উহাকে আরও সমৃদ্ধ করিতে হইলে আরও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। সেরূপ অর্থসঙ্গতি আমাদের নাই। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দেশবাসী এবং বিশেষভাবে দেশের জননায়কবর্গ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌গণ এবং ব্যবসায়িপ্রধানগণ আর্থিক জগৎকে যে প্রকার সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহাতে আমরা ক্রমে ক্রমে উহার উন্নতি বিধান করিতে পারিব সেই আশা রাখি। ইংলণ্ডের 'ইকনমিষ্ট' এবং ভারতবর্ষের 'ক্যাপিটাল' 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংবাদপত্র বহু বৎসরের সাধনার ফলে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করিয়াই বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। আমরাও সেইরূপ সাধনাতেই ব্রতী হইয়াছি। দেশবাসীর নিকট হইতে স্বল্পসময়ের মধ্যে আর্থিক জগৎ যে স্নেহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে আর্থিক জগতও এক দিন 'ইকনমিষ্ট', 'ক্যাপিটাল' প্রভৃতি পত্রের সমান মর্য্যাদার অধিকারী হইতে পারিবে বলিয়া আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি।

আর্থিক জগৎ যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা উহার উদ্দেশ্য কি, তাহা ঘোষণা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আর্থিক জগৎ পাঠ করিয়া দেশের সকলেই নূতন নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার পথের সন্ধান পাইবে, সেরূপ দুরাশা আমাদের নাই। এই ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সামান্য যে টুকু সম্ভবপর, তাহা আমরা করিব। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে যে প্রকার দারুণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং যাঁহাদের হাতে কিছু মূলধন রহিয়াছে, তাঁহারা নূতন নূতন ব্যবসার সন্ধানে এরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন যে, কোন সংবাদপত্রের পক্ষে উহাদিগকে নূতন করিয়া কোন তথ্যের সন্ধান দেওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে স্থান কাল পাত্রভেদে এই ব্যবসায়ের এত খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় যে, কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই তাহা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই দিক দিয়া আমরা যে দেশবাসীকে খুব বেশী সাহায্য করিতে পারিব, সেরূপ আশা রাখি না।

তাহা হইলে আর্থিক জগতের প্রয়োজন কোথায়? এই সম্পর্কে আর্থিক জগতের প্রথম সংখ্যায় আমরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানে তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। আমরা তখন বলিয়াছিলাম—"যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, তাহা হইতেছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে দেশের ভিতরে, ইংরাজীতে যাহাকে enlightened public opinion বলে, সেইরূপ একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত সৃষ্টি করা। একথা স্বীকার্য্য যে, বাঙ্গলায় কেবল ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নহেন, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে অর্থ-নীতির স্থূল তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। টাকার মূল্য, টাকার বাজার, স্বর্ণমান, ইনফ্লেশন, র‍্যাশনেলাইজেশন প্রভৃতি শব্দ অনেকের নিকট হেঁয়ালীর মত শুনায়। ওরিয়েণ্টাল ও নিউ ওরিয়েণ্টাল কোম্পানীতে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও নিউ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পার্থক্য বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা অনেকের বুদ্ধির অতীত। কিরূপ বীমা কোম্পানীতে বীমা করিতে হইবে, কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখা নিরাপদ, কোন্ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা উচিত, নিরাপদ ও লাভজনকভাবে টাকা দাদনের কি পন্থা রহিয়াছে, শেয়ার হোল্ডার অথবা বীমাকারীর দায়িত্ব ও অধিকার কি ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই পরের কথার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করেন। এই অজ্ঞতা যে কেবল ব্যক্তিগতভাবে বহু ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হইয়াছে এরূপ নহে, উহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির পক্ষে অসাধু উপায়ে ব্যবসা চালাইয়া—যাঁহারা সততা ও কার্য্য-দক্ষতার সহিত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কলকারখানা ইত্যাদি পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তোলা সম্ভবপর হইতেছে। কেননা একের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস অযথা অন্যের প্রতি সংক্রামিত হইতেছে এবং অনেক যোগ্য ব্যক্তিও সাধারণের সহানুভূতি পাইতেছেন না। আইনদ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যে আজ যে হীনাবস্থা বর্ত্তমান তাহার যতগুলি কারণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে জনসাধারণের এই অজ্ঞতাকে অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায়। আর্থিক জগৎ দেশের মধ্য হইতে এই অজ্ঞতাকে দূরীভূত করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে।"

আমরা গত এক বৎসর এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই কাজ করিয়াছি। গত এক বৎসরে আমরা প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি কাগজের দ্বিগুণ আকারের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার মধ্য দিয়া দেশ-বিদেশের আর্থিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংবাদ বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি এবং ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবসা, কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, যান-বাহন নীতি প্রভৃতি অর্থনীতিক বিষয়ে তিন শতাধিক প্রবন্ধ এবং ছয় শতাধিক সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়া দেশে অর্থনীতিক ব্যাপারে জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে আমাদের ঘোষিত আদর্শ কতদূর সফল হইয়াছে, তাহার বিচার-ভার পাঠক সমাজের উপর অর্পণ করিলাম।

আর্থিক জগৎ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কেহ কেহ এরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, আর্থিক জগৎ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কাগজ—কাজেই ব্যবসায়ী ছাড়া আর কাহারও এই কাগজের সহিত কোন স্বার্থ সম্পর্ক নাই। আমরা বিনীতভাবে এই ধারণার প্রতিবাদ করিতে চাহি। আর্থিক জগতকে কোন একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর কাগজ হিসাবে গণ্য না করিয়া উহাকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় একখানা কাগজে পরিণত করাই প্রথম হইতে আমাদের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ব্যবসায়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা, বীমাকারী, যৌথ কোম্পানীর অংশীদার, ট্যাক্সদাতা, ব্যাঙ্কে আমানতকারী, মহাজন, ভূম্যধিকারী, কৃষক, চাকুরীপ্রার্থী ইত্যাদি কোন না কোন হিসাবে পরোক্ষভাবে অর্থনীতির সহিত জড়িত নহেন—এরূপ ব্যক্তি দেশে কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। দেশ বর্ত্তমানে যে যুগ-সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে উঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে জড়াইয়া পড়িবেন, সেই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ইঁহাদের চিন্তার খোরাক দেওয়া এবং জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে উঁহাদিগকে সাহায্য করাই আর্থিক জগতের ব্রত। এই কারণে আর্থিক জগতের প্রবন্ধগুলিকে আমরা সর্ব্বসময়েই যতদূর সম্ভব জটীলতাবর্জ্জিত ও সাধারণের বোধগম্য উপায়ে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং উহাতে গবেষণা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশনের উপর অধিকতর জোর দিয়াছি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নাই। আমাদেরও দুরাকাঙ্ক্ষা এই যে, আর্থিক জগতে কাব্য, সাহিত্য, রাজনীতি, সিনেমা, খেলাধূলা প্রভৃতি উন্মাদনা বহুল বিষয়ের স্থান না থাকিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণ নিছক উদরের তাড়নায় এক সময়ে উহাকেই অপরিহার্য্য প্রয়োজন হিসাবে গ্রহণ করিবে। আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার এখনও কিছুই পূরণ হয় নাই। কিন্তু এমন দিন যে আসিবে, তদ্বিষয়েও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। গত এক বৎসর কালের মধ্যে আমরা তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছি।

উপসংহারে আর্থিক জগতের প্রকাশ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশের যে সমস্ত বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং ব্যবসায়ী আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন এবং নানাভাবে আর্থিক জগতকে যাঁহারা সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিনয় প্রকাশ হিসাবে নহে—আমাদের আন্তরিক প্রত্যয় হইতেই একথা স্বীকার করিতেছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত একখানা কাগজ যেরূপভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, নানা প্রতিবন্ধকের জন্য আমরা আর্থিক জগতকে সেরূপভাবে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। উহা সত্ত্বেও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ও ব্যবসায়িগণ আর্থিক জগতের যেরূপভাবে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা হইতে এই কাগজখানার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক দরদের পরিচয় পাইতেছি। উঁহাদের সহানুভূতি আমাদের মনে বল দিতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিকতর উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রবণতার দিকে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। উঁহাদের এই সদিচ্ছা ও সহানুভূতির একাংশেরও যদি আমরা মূল্য দিতে পারি, তাহা হইলে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

ব্যবসায়ের আকর্ষণ ও যোগ্যতা

"লেভার ব্রাদার্সের বিরাট ব্যবসা একজনের চেষ্টায় পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু আজ এই ব্যবসায়ে বহুসংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তি উচ্চ বেতনে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হইতেছেন। সাড়ে ৯ কোটী পাউণ্ড মূলধনের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ২ কোটী পাউণ্ড মূলধনের ডানলপ রবার কোম্পানী, ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী, ৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের কোর্টল্ড কোম্পানী, ১ কোটী পাউণ্ড মূলধনের ফাইন কটন স্পিনার্স কোম্পানী, ১ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের গেষ্ট কীন এণ্ড নেটল ফোর্ডস কোং, ২ কোটী ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের ভাইকার্স কোং এবং ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের হ্যারল্ড ষ্টোরস কোং প্রভৃতি বিরাট বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও এই একই কথা সত্য।

এই সব বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এমন এমন চাকুরী রহিয়াছে যাহার জন্য দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ লালায়িত। এদেশের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক ও স্বাধীন উপজীবিকায় লিপ্ত ব্যক্তি রাজনীতি ও স্বাধীন উপজীবিকা ছাড়িয়া দিয়া এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকতর অর্থকরী চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ড এবং ম্যানেজারগণ এক একটী দেশের মন্ত্রীসভার সমতুল্য। উঁহাদের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া থাকেন।

এই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে কি কি যোগ্যতা অর্জ্জন করা প্রয়োজন আজিকার দিনের উচ্চাকাঙ্খী সম্পন্ন যুবকগণকে তাহার খোঁজ খবর লইতে হইবে। একটী ছোট ব্যবসা চালাইতে হইলে মূলগতভাবে যে সমস্ত নীতি মানিয়া চলিতে হয় বড় ব্যবসায়েও সেই সব নীতিই প্রযোজ্য। যাহারা সামান্য ভাবে ব্যবসার প্রবর্ত্তন করিয়া আজ এক একটী বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থায় সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি লইয়া খুটীনাটী সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইয়াছিল। আজিকার দিনের উচ্চাকাঙ্খী সম্পন্ন যুবকদিগের প্রতিও আমাদের উপদেশ এই যে তাহাদিগকে প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হইতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের খুটীনাটী সমস্ত সমস্যা নিজের নখদর্পণে রাখিতে হইবে।"

—স্যার ফ্রাঙ্ক লিউনেস, বেরনেট

১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের আর্থিক অবস্থা

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়া গেল তাহাতে নানাদিক দিয়া দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। কোন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অবনতি ঐ দেশের সরকারী রাজস্ব, অন্তর্ব্বাণিজ্য, বহির্ব্বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন, পণ্যমূল্য, বেকারের কর্ম্মের সংস্থান প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই সব ব্যাপারের কোন দিকেই দেশের সমষ্টিগত আর্থিক অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

সরকারী রাজস্ব

প্রথমে সরকারী রাজস্বের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের বাজেটে যে আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল তদনুসারে বৎসরের শেষে গবর্ণমেন্টের হাতে ৯লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ঐ বৎসরের বাজেটে অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বৎসরে শুল্ক বিভাগের আয় ৩ কোটী টাকার মত কম হওয়াতে এবং সামরিক বিভাগের ব্যয় এক কোটী টাকা বাড়িয়া যাওয়াতে গবর্ণমেন্টের হাতে উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াও গবর্ণমেন্টের তহবিলে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। অবশ্য এই ঘাটতির টাকা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মজুদ টাকা হইতে পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি চলতি আয় হইতে চলতি ব্যয় সঙ্কুলান করিতে না পারেন এবং চলতি ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য যদি তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত টাকা ভাঙ্গাইয়া খাইতে হয় তাহা হইলে উক্ত দেশের আর্থিক অবস্থার যে অবনতি ঘটিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগসমূহেই যে রাজস্বের অবনতি ঘটিয়াছে এরূপ নহে। এই বৎসরে ভারত সরকারের রেল বিভাগেরও আর্থিক অবনতি ঘটিয়াছে। রেল বিভাগের উক্ত বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে ভারত সরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছিলেন যে উক্ত বৎসরে এই বিভাগে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে জানান হইয়াছে যে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না! ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগসমূহ এবং রেল বিভাগের রাজস্বের ন্যায় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের রাজস্বেরও গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিশেষ অবনতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উহার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের রাজস্বের সহিতই আমাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলা সরকারের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে গবর্ণমেন্টের আয়ের তুলনায় পৌণে বাইশ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া সংশোধিত হিসাবে জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের রাজস্বের এই অবনতি দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবনতিরই সূচনা করিতেছে। কেননা গর্ণমেণ্টের রাজস্বের এই অবনতির দরুণ বর্ত্তমানে তাঁহারা দেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছেন তাহা দেশবাসীকেই প্রদান করিতে হইতেছে এবং এজন্য দেশের লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে।

বহির্ব্বাণিজ্য

সরকারী রাজস্বের পরেই দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই দিক দিয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের অবনতি আরও শোচনীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ৪১ কোটী টাকা কমিয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছে ২১ কোটী টাকার এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়াছে ২০ কোটী টাকার। এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ এই ভাবে ৪১ কোটী টাকা কমিয়া যাওয়াতে দেশের ভিতরে যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বহির্বাণিজ্যের মারফতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান করিতেছে তাহাদের যে বিশেষ দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশে রপ্তানীর উপর ভারতীয় যে সমস্ত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে এবং ভারতের যে সমস্ত কৃষকের স্বার্থ বিদেশে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, বহির্বাণিজ্যের অবনতিতে তাহাদের ক্ষতিও কম হয় নাই। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২৩ লক্ষ ৮১ হাজার বেল তুলা রপ্তানী হইয়াছে। অথচ গত বৎসর এই ১১ মাসে উহা অপেক্ষা ৮৭ হাজার বেল বেশী তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। এই বৎসরের ১১ মাসে ১৯৩৭-৩৮ সালের ১১ মাসের তুলনায় বিদেশে পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানীও ৭১ হাজার টন কমিয়া ৮ লক্ষ ৮২ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বিদেশে কাঁচা পাটের রপ্তানীও ৬৪ হাজার টন কমিয়া ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের ১১ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে পরিমাণ কাঁচা লোহা রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৩৮-৩৯ সালের ১১ মাসে তাহার রপ্তানী ১ লক্ষ ১৮ হাজার টন কমিয়া ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসরের ১১ মাসে ভারতবর্ষ হইতে কয়লার রপ্তানী ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু ১৯৩৮ সালের মার্চ্চের পর হইতে কয়লার দর ক্রমাগত কমিতে থাকাতে ভারতীয় কয়লার খনির মালিকগণ রপ্তানীর দ্বারা তেমন লাভবান হইতে পারেন নাই। এই বৎসর ১১ মাসে চায়ের রপ্তানীও গতবৎসর উক্ত ১১ মাসের তুলনায় ১ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু কয়লার ন্যায় চায়ের মূল্যও এবার ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। এই বৎসর ১১ মাসে কাঁচা চামড়ার রপ্তানীও গত বৎসর ১১ মাসের তুলনায় ১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার কম হইয়াছে।

অন্তর্ব্বাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্য

১৯৩৮-৩৯ সালের ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে ২।১ ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইলেও সমষ্টিগতভাবে

এই বৎসরে উভয় শ্রেণীর বাণিজ্যেই মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের রেলপথগুলিতে মালগাড়ীতে মালপত্র বোঝাইয়ের বিবরণ হইতে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালের নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের রেলপথগুলিতে বেশীসংখ্যক মালগাড়ীতে মালপত্র বোঝাই হইলেও ১৯৩৮ সালের জুলাই এবং ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই দুই মাসের তুলনায় শতকরা ২ ও ৪ ভাগ কম মালগাড়ীতে মালপত্র বোঝাই হইয়াছে। এই বৎসরে দেশের ভিতরে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের চালানের পরিমাণ হইতে অন্তর্ব্বাণিজ্যের অবনতি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমানে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত কয়মাসে ভারতের অভ্যন্তরে কার্পাস বস্ত্র ও সূতার চালানের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের এপ্রিলে শতকরা ৫ ভাগ, জুনে ৫ ভাগ, জুলাইয়ে ৯ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ২ ভাগ এবং অক্টোবরে ১০ ভাগ কম বস্ত্র ও সূতা দেশের ভিতরে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে দেশের ভিতরে গমের চালান এপ্রিল মাসে শতকরা ৩০ ভাগ, মে'তে ১৩ ভাগ, জুনে ১ ভাগ, অক্টোবরে ১ ভাগ এবং নবেম্বরে ৩৭ ভাগ কম হইয়াছে। কাঁচা চামড়ার চালান এই বৎসরে আরও শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে চামড়ার চালান এপ্রিল মাসে শতকরা ৪৯ ভাগ, মে'তে ৩০ ভাগ, জুনে ২৪ ভাগ, জুলাইয়ে ৩৩ ভাগ, আগষ্টে ২০ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ১২ ভাগ এবং অক্টোবরে ২ ভাগ কম হইয়াছে। লবণ চালানের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে শতকরা ২ ভাগ, মে'তে ৭ ভাগ, জুনে ১৪ ভাগ এবং আগষ্টে ৬ ভাগ কম হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে আলোচ্য বৎসরে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের কি ভাবে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

উপকূল বাণিজ্যেও এবার সন্তোষজনক অবস্থা দেখা যাইতেছে না। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে লবণ রপ্তানীর পরিমাণ মে মাসে শতকরা ৮ ভাগ, জুনে ২৬ ভাগ, জুলাইয়ে ৮৩ ভাগ, আগষ্টে ৭২ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ১১ ভাগ, অক্টোবরে ৭০ ভাগ ও নবেম্বরে ২৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। কেরোসিনের রপ্তানী এই ভাবে এপ্রিলে ৬৭ ভাগ, মে'তে ২৫ ভাগ, জুনে ৯৪ ভাগ, আগষ্টে ৪০ ভাগ এবং সেপ্টেম্বরে ৬৭ ভাগ কমিয়াছে। কাপড়ের রপ্তানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে ৫৮ ভাগ, মে'তে ৪২ ভাগ, জুনে ৫৭ ভাগ আগষ্টে ৩১ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ৩৭ ভাগ, অক্টোবরে ১১ ভাগ এবং ডিসেম্বরে ১৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে ৩০ ভাগ, জুনে ১৩ ভাগ, আগষ্টে ৩৫ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ৩৯ ভাগ, জুনে ৫৭ ভাগ, অক্টোবরে ৪৬ ভাগ, নবেম্বরে ১৪ ভাগ ও ডিসেম্বরে ৩৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। শাল কাঠের রপ্তানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে ২৪ ভাগ, মে'তে ৪৪ ভাগ, জুনে ৫৭ ভাগ, জুলাইয়ে ৪০ ভাগ, আগষ্টে ৭৫ ভাগ, নবেম্বরে ৫ ভাগ এবং ডিসেম্বরে ২২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই সব বিবরণ হইতে আলোচ্য বৎসরে বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের ন্যায় উপকূল বাণিজ্যেও যে বিশেষ মন্দা যাইতেছে তাহা বুঝা যায়। বলাই বাহুল্য যে বহির্ব্বাণিজ্যের ন্যায় উপকূল বাণিজ্যে ও অন্তর্ব্বাণিজ্যে মন্দার দরুণ দেশীয় জাহাজ কোম্পানী-সমূহ এবং যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শ্রেণীর বাণিজ্যের মারফতে জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের বর্ত্তমানে বিশেষ দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

শিল্প

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় কোন কোন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও নানা কারণে এই বৎসরে ভারতীয় শিল্পসমূহের অবনতিই দেখা যাইতেছে। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী এই দশ মাসের তুলনায় ২১ কোটী ৯০ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ কোটী ৬০ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে বটে। কিন্তু দেশে কাপড়ের তেমন চাহিদা না থাকার দরুণ কাপড়ের কল গুলিতে মজুত মালের পরিমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। চটকলগুলিতে এই দশ মাসের উৎপন্ন থলে ও চটের পরিমাণ ৬০ হাজার টন কমিয়া ৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে বটে। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল উৎপাদনের ফলে চট শিল্পে আলোচ্য বৎসরে খুবই মন্দা যাইতেছে। এই দশ মাসে ভারতীয় লৌহ কারখানাগুলিতে পূর্ব্ব বৎসরের এই দশ মাসের তুলনায় কাঁচা লোহার উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯ হাজার টন কমিয়াছে। তবে ইস্পাতের টুকরা এবং খাটী ইস্পাতের উৎপাদন যথাক্রমে ৪৫ হাজার টন ও ৪৭ হাজার টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম ১১ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কাঁচা লোহার রপ্তানী ১৯৩৭-৩৮ সালের ১১ মাসের তুলনায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার টন এবং ইস্পাতের রপ্তানী ৮ হাজার টন কমিয়া গিয়াছে। শর্করা শিল্পে প্রত্যেক বৎসর নবেম্বর মাস হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের অক্টোবর পর্য্যন্ত বৎসর ধরা হইয়া থাকে। এই হিসাবে ভারতীয় চিনির কল সমূহে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটী ৩১ লক্ষ ১১ হাজার হন্দর শর্করা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৫৬ হাজার টন। এবার ভারতে দেশলাইয়ের উৎপাদনও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অনেক কম হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার ভারতের দেশলাইয়ের কারখানাগুলিতে এপ্রিল মাসে শতকরা ৪ ভাগ, মে'তে ৫ ভাগ, জুনে ১৬ ভাগ, জুলাইয়ে ১৩ ভাগ, আগষ্টে ১১ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ২৩ ভাগ এবং অক্টোবরে ৪ ভাগ কম দেশলাই উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা যে খুব সন্তোষজনক নহে তাহা বুঝা যায়।

কৃষি

ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন যদি বেশী হয় এবং উহা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তাহা হইলেই কৃষির উন্নতি হইতেছে বলা চলে। কিন্তু গত বৎসরে ভারতে প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। সরকারী বরাদ্দ অনুসারে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ২ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ কোটী ৩৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন শতকরা ১২ ভাগ কম চাউল

উৎপন্ন হইয়াছে। গমের উৎপাদন (১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ১১ ভাগ বাড়িয়া ১ কোটী ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইক্ষুর উৎপাদন ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ২৪ ভাগ হ্রাস পাইয়া ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। তুলার উৎপাদনও এই দুই বৎসরের মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার বেলে দাঁড়াইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে পাটের উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ কমিয়াছে এবং যে স্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৮৬ লক্ষ ৮১ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল সেইস্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬৬ লক্ষ ৯৬ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে তিলের উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ এবং চীনা বাদামের উৎপাদন শতকরা ১৪ ভ গ কমিয়াছে।

পণ্যমূল্য

দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারাই সম্ভবপর নহে। সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটিতেছে বলা যায়। এই সম্বন্ধে গত এক বৎসরে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা একটী তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা হইতে পণ্যমূল্যের দিক দিয়া গত এক বৎসরে দেশের কৃষি ও শিল্পের কি প্রকার উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে—

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের পাইকারী মূল্যের পার্থক্য—

জিনিষ	ওজন	১৯৩৮ (জানুয়ারী)	১৯৩৯ (জানুয়ারী)
১নং বালাম চাউল	প্রতিমণ	৩৸৶০	৩৸০
গম	”	৩৸৶০	৩॥৵০
খেসারী	”	২৷০	২৷০
অড়হর	”	৬৷০	৫৸০
সোণামুগ	”	১০৷০	১০৲
১নং চিনি	”	৬৸৵০	১০৷০
ভেলীগুড়	”	৩৷০	৫৲
হরিদ্রা	”	৯৲	১০৲-১২৲
সুপারি	”	৮॥০-১১॥০	৯॥০-১০৲
আদা	”	২৭৲	৯৲-১০৲
তেঁতুল	”	৫৲	৪৶০
ঘৃত	”	৫০৲	৪৮৲
লবণ	১০০ মণ	৬২৲	৫২৲
সরিষা	প্রতি মণ	৫৸৶০-৬৶০	৫৷০-৫৸০
সরিষার তৈল	”	১৭৲	১৬৲
পাট	প্রতি বেল	৩২৷০	৩৯৸০
তূলা	প্রতি মণ	১৪৸৶০	১২॥০
কোরা সূতা (দেশী)	প্রতি পাউণ্ড	॥৶৩	॥৵৬
কোরা কাপড় (জাপানী)	প্রতি জোড়া	১৸৶০	১॥৶৬
রেশম	প্রতি সের	১৫৲	১০৲
পশম	প্রতি মণ	২৬৲	২৪৲
লৌহ	প্রতি টন	৮৯৲	৮৯৲
ঢেউটীন (২৪ গেজ)	প্রতি হন্দর	১৫৲	১২॥০
কয়লা (ঝরিয়া)	প্রতি টন	৪॥০-৫৲	৩৲-৩৸০
কেরোসিন তৈল	প্রতি বাক্স	৮৷৵০	৮৷৵০
শাল কাঠ	প্রতি টন	২৩০৲	২৩০৲

গত এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যে যে উঠতিপড়তি দেখান হইল তাহা হইতে ভারতীয় কৃষি এবং বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যাইবে। এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে অধিকাংশ জিনিষের মূল্যই গত বৎসরের তুলনায় কিছু কম রহিয়াছে। তবে পাটের মূল্য গত বৎসরের তুলনায় এবার অনেক বেশী দেখা যাইতেছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই তালিকায় জানুয়ারী মাসের দর দেওয়া হইয়াছে এবং জানুয়ারী মাসের অনেক পূর্ব্বেই কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন পাট বিক্রয় করিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও উহার জন্য গত বৎসরে কৃষক অধিকতর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছে মনে করিলে ভুল করা হইবে। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়চিনির মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। উহার ফলে একদিক দিয়া কৃষকের লাভ হইয়াছে বটে—কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে আখের উৎপাদন কম হওয়ার দরুণ কৃষকের এই লাভ অন্য দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বেকার সমস্যা

প্রত্যেক দেশে কর্ম্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা ঐদেশের আর্থিক অবস্থা মাপিবার একটী প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেশে যদি বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে উহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে দেশে শিল্প প্রচেষ্টার গতিমন্থর হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে যদি কর্ম্মনিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে তাহা হইলে বুঝা যায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজের পরিমাণ বাড়িতেছে। এইজন্য পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহে দেশের কতজন লোক কাজ করিতেছে এবং কতজন লোক বেকার আছে তৎসম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা হয় এবং মাসে মাসে তাহার সংখ্যাবিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বেকারদের কোন সংখ্যাতালিকা সংগ্রহ করা হয় না। কাজেই এক বৎসরের মধ্যে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িল কি কমিল তাহা এদেশে জানিবার কোন উপায় নাই। তবে গত এক বৎসরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ অনেক জনহিতকর কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সব কাজের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকেই বহু সংখ্যক নূতন লোককে চাকুরীতে নিযুক্ত করিতে হইতেছে। উহা হইতে মনে হয় যে গত বৎসরে এদেশে বেকার সমস্যার তীব্রতা সামান্য কিছু উপশম হইয়াছে। কিন্তু দেশে বেকারের সংখ্যা এত বেশী যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মিলিয়া যদি বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যাপক কোন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে দেশে বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে প্রকার মন্থর গতিতে কাজ হইতেছে তাহা দ্বারা দেশের লোক উহার ফল কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না।

ভারতের কৃষি

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এবং এদেশের বার আনা লোক একান্তভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল। এ দেশবাসীদের চেষ্টা যত্ন নিয়োজিত হওয়ার ফলে প্রতিবৎসর বিভিন্নদিক দিয়া সে ধনসম্পদ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগই এক কৃষিদ্বারা সম্ভবপর হইয়া থাকে। কাজেই এদেশে কৃষিজাত আয়ই অগণিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মূল সংস্থান বলা চলে। যে মুষ্টিমেয় লোক কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ বৃত্তি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকেও পরোক্ষভাবে কৃষককুলের আয়ের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। পূর্ব্বে দেশের পল্লী অঞ্চলে নানারূপ শিল্পপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান ছিল। আর ঐসব দিকে কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিয়াও বিস্তর লোক জীবনোপায় বিধানের সুযোগ পাইত। কিন্তু পরে নানাকারণে অনেক দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় দেশের ক্রমবর্দ্ধিত জনসংখ্যা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই জন্যই দেখা যায় ১৮৮১ সালে যেস্থলে এদেশের মোট জনসমষ্টির মাত্র শতকরা ৫৮ ভাগ মুখ্যতঃ কৃষিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, সেস্থলে কৃষিই বর্ত্তমানে দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোকের জীবনযাত্রার অবলম্বনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে কৃষির স্থান এত অগ্রগণ্য হইলেও এদেশে কৃষিকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত সকল দিক দিয়া যেরূপ অব্যবস্থা বর্ত্তমান, সেরূপ আর কোন দেশেই বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। চাষ আবাদের অনুন্নত প্রণালী জমির জলসেচ বিষয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তনে বিলম্ব প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের কৃষি এখনও দেশের উপযুক্ত ধনসম্পদ বৃদ্ধির পথে তেমন সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না। জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশ কৃষিকার্য্যে উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া উহার দ্বারা কৃষক-সমাজের আয় বিশেষরূপ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর ঐ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ থাকিয়া ভারতবর্ষের কৃষকেরা চরম দারিদ্র্য দশায় নিপতিত রহিয়াছে। সংখ্যা-বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত লোকদের মাথাপিছু ২ হাজার ২০১ টাকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১,৯৩১ টাকা, কানাডায় ২ হাজার ৫৫ টাকা ও জাপানে ৩৫২ টাকা আয় ছিল। সেইস্থলে বৃটিশ ভারতে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত লোকদের কৃষিদ্বারা মাথাপিছু আয় হইয়াছিল মাত্র ১৯৬ টাকা। ভারতে মোট ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্য শস্যের চাষ হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ধানের জমিই হইতেছে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর। কিন্তু একরপ্রতি উৎপাদন হার এদেশে কম বলিয়া কথিত ভূমির অনুপাতে ধান্য বিশেষ উৎপন্ন হয় না। ইটালী দেশে প্রত্যেক একর জমিতে ৪ হাজার ৬০১ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড আধ সেরের কিছু কম), জাপানে ২ হাজার ৭৬৭ পাউণ্ড, মিশরে ২ হাজার ৩৫৬ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে সেইস্থলে প্রতি একর আবাদী জমিতে গড়ে ধান্য ফলে মাত্র ১ হাজার ৩৫৭ পাউণ্ড। ইক্ষু, গম ও তুলা প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের দিক দিয়াও ভারতবর্ষ জগতের অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। হাওয়াইতে (Howaii) প্রতি একর জমিতে ১৮ হাজার ৭৯৯ পাউণ্ড, জাভায় ১১ হাজার ৯৮৮ পাউণ্ড ও জাপানে ৩ হাজার ৩৪০ পাউণ্ড ইক্ষু জন্মে। কিন্তু ভারতে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা ইক্ষুর উৎপাদন মাত্র ২ হাজার ৪০০ পাউণ্ড। ইংলণ্ডে প্রতি একর জমিতে ১ হাজার ৮১২ পাউণ্ড, জাম্মানীতে ১ হাজার ৭০০ পাউণ্ড, ও জাপানে ১ হাজার ৫৮০ পাউণ্ড গম জন্মে। কিন্তু ভারতে প্রতি একর জমিতে গম উৎপন্ন হয় মাত্র ৬৬২ পাউণ্ড। এদেশে তুলার চাষ বিষয়ে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ জোর দেওয়া সত্ত্বেও গত দশ বৎসরে প্রতি একরে গড়ে ৯০ পাউণ্ডের বেশী তুলার উৎপাদন সম্ভবপর হয় নাই। অথচ আমেরিকায় বর্ত্তমান সময়ে প্রতি একর জমিতে ২২৬ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইতেছে।

ভারতবর্ষে কৃষির এই অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য কৃষিজিবীদের দুঃখ দৈন্য কিছুতেই দূর হইতেছে না। এই অবস্থায় কৃষির উপর লোকের আত্মনির্ভরতা হ্রাস করিবার জন্য ও ধনাগমের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার জন্য বর্ত্তমানে শিল্পোন্নতির উপর জোর দেওয়া হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু সেদিকে প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পথে এখনও স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক যেরূপ বেশী দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিতে যে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রথমতঃ দেশের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য সংস্থানের নিমিত্ত এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা উন্নত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আজ দেশের কৃষিকে সমুন্নত করিয়া তোলা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষিঋণ

এদেশের কৃষকদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধনের পথে বর্ত্তমানে একটি প্রধান অন্তরায় হইতেছে তাহাদের অতিরিক্ত ঋণভার। বীজশস্য, হালের গরু প্রভৃতি ক্রয় ও কৃষিকার্য্য চালাইবার অন্য বিবিধ প্রয়োজনে কৃষকদিগকে সাধারণতঃই টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। অতীতে এই সমস্ত প্রয়োজনে ত বটেই, অন্য অনেক অনাবশ্যক কারণেও এদেশের কৃষকেরা প্রভূত পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে একদিকে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য অধিক পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় ও অপরদিকে পূর্ব্বকৃত ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়ায় কৃষকেরা সে ঋণের সুদ বা আসল কিছুই আর শোধ করিতে পারিতেছে না। ফলে ঋণের বোঝা আজ পুঞ্জীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি ভারতীয় কৃষকদের এই কৃষিঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করেন। বাঙ্গলা প্রদেশে কৃষিঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির তদন্তের পর যে কতিপয় বৎসর

অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ ঋণের পরিমাণ যে এক্ষণে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের ঋণ এইভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ায় একদিকে কৃষকেরা বিশেষভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে আর অপরদিকে লোন অফিস ও সমবায় সমিতিসমূহ এবং মহাজনেরা প্রদত্ত টাকা আদায় করিতে না পারিয়া অনেকটা অচল দশায় উপনীত হইয়াছে। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কিছু কিছু চেষ্টা করা হইতেছে। দেশে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণমূলক নানারূপ আইন রচিত হইতেছে। অধিকন্তু সালিশী ব্যবস্থায় পূর্ব্বকৃত ঋণ লাঘবের বিধানও অনেক প্রদেশে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের অনুকরণে বাঙ্গলা সরকার 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্ট' নামে একটি ঋণ-সালিশী আইন প্রবর্ত্তন করেন। কৃষকদের বর্ত্তমান ঋণের পরিমাণ হ্রাস এবং পরে দীর্ঘদিনের কিস্তিবন্দীহারে তাহা পরিশোধের ব্যবস্থাই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। সে অনুসারে বর্ত্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে ঋণ সালিশী বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে সরকারীভাবে ঋণ মোচনের চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু নানা কারণে এই ধরণের আইনদ্বারা কোন বিশেষ সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না। এই সালিশী আইনে স্থায়ীভাবে কৃষি ঋণ মোচনের কোন সুচিন্তিত বিবেচনাসম্মত প্রণালী অনুসৃত হয় নাই। আইনে ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে অনেকটা যথেচ্ছভাবে মহাজনদের প্রাপ্য হ্রাস করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আর সে অনুসারে বোর্ডসমূহ কৃষকের ঋণভার লাঘবের এই সহজ পন্থাই অনুকরণ করিতেছেন। অথচ এইরূপভাবে প্রাপ্য টাকার বেশীর ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াও মহাজনেরা খাতকদের নিকট হইতে টাকা প্রদানের দীর্ঘ মিয়াদী কিস্তির প্রতিশ্রুতি ছাড়া নগদ বড় কিছুই আদায় করিতে পারিতেছে না। দেশের মহাজনী প্রথাকে এইভাবে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যতঃ কৃষকদের কি স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে তাহাই বিবেচ্য। কৃষকদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ও তাহাদিগকে নূতন উৎসাহে কাজে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তাহাদিগকে স্বল্পসুদে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ ও অর্থসাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু ঋণ লাঘব আইন প্রণয়নের সঙ্গে অনেক প্রদেশের গভর্ণমেণ্টই সে বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহ ও চেষ্টা কিছু দেখাইতেছেন না। দেশে যে মুষ্টিমেয় সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই আভ্যন্তরীণ দুর্দ্দশার জন্য বর্ত্তমানে ঋণ প্রদানের কার্য্য একরূপ বন্ধ করিয়াছে। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি ২।৩টি প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এখন পর্য্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কও স্থাপিত হয় নাই। সারা বাঙ্গলায় এপর্য্যন্ত মাত্র যে ৫টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। যথোপযুক্ত কার্য্যকরী মূলধনের অভাবে তাহাদের দ্বারাও কৃষিঋণ সরবরাহের বিশেষ কোনই সুবিধা হইতেছে না। কৃষকদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানের কোনরূপ সুব্যবস্থা যেস্থলে নাই, সে বিষয়ে নূতন কোন বিধানও গভর্ণমেণ্ট যেস্থলে করিতেছে না, সেস্থলে মহাজনী প্রথা নিয়ন্ত্রণ আইন ও ঋণসালিশী আইন দ্বারা মহাজনী প্রথাকে নির্ম্মমভাবে খর্ব্ব করিতে যাওয়ার সার্থকতা কোথায়? ইহার ফলে ভবিষ্যতে হালের গরু, যন্ত্রপাতি ও বীজশস্য প্রভৃতি কিনিবার প্রয়োজনেও কৃষকেরা কাহারও নিকট সময়োচিত ধার বা ঋণ পাইবে না। আর তাহাতে কৃষির অধিকতর অবনতির পথই প্রশস্ত হইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এ পর্য্যন্ত একমাত্র ভবনগর রাজ্যের দরবারই কৃষকের ঋণভার মোচন বিষয়ে অনেকটা আদর্শ পন্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐ রাজ্যে সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া কৃষকের মোট ঋণের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস করা হয় এবং ঐরূপভাবে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার পর ভবনগর সরকার উদ্যোগী হইয়া নিজেরাই সে সমস্ত ঋণ কৃষকদের পক্ষ হইতে মহাজনদিগকে পরিশোধ করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা যাহাতে নূতন উৎসাহে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, সেজন্য সরকার প্রয়োজনানুরূপ নূতন ঋণ প্রদানেরও সুব্যবস্থা করেন। সুপরিকল্পিতভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধির আয়োজন চলিতে থাকে। আর আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত সমস্ত টাকা উপযুক্ত কিস্তি হারে পরিশোধ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে ভবনগর দরবারের সহিত কৃষকদের একটা রফা হয়। এই ব্যবস্থায় মহাজনেরা যেরূপ সালিশী ব্যবস্থায় সাব্যস্ত তাহাদের পাওনা নগদ পাইয়া উপকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কেও একটা স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে। ভবনগর সরকারের ন্যায় প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞান নিয়া যদি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ঐরূপভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবেই কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে।

সেচকার্য্য

এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আবাদী জমির পরিমাণ বেশী নহে। এক্ষণে আবার জনবৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু জমির পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইতেছে। ১৯২১ সালে আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনোপযোগী জনপ্রতি জমির পরিমাণ ছিল ·৮৭ একর। ১৯৩১ সালে তাহা কমিয়া জনপ্রতি ·৭৯ একরে দাঁড়াইয়াছে। জমিতে ফসলের ফলন কম হওয়ায় এই সামান্য পরিমাণ জমিতে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতেছে, তদ্দ্বারা যথোচিত পরিমাণে এদেশবাসীদের আহার্য্য সঙ্কুলন হইতেছে না। খাদ্য শস্য ব্যতীত মুখ্যতঃ কেবল অর্থাগমের জন্য যেসকল ফসলের চাষ করা হয়, উৎপাদন হার কম বলিয়া তাহা দ্বারাও কৃষকের উপযুক্তরূপ আয় সম্ভবপর হইতেছে না। এই অবস্থায় বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে দেশের কৃষি তথা কৃষকদের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে সকল দিক দিয়া কৃষিভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা আজ আমাদের সম্মুখে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষিভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়—জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করা। পূর্ব্বে এদেশে নদী-নালা, খাল-বিল প্রভৃতির অভাব ছিল না। ফলে দেশের কৃষিভূমিও অনেক স্থলেই প্রয়োজনানুরূপ সেচের জল পাইত। কিন্তু নদীনালা প্রভৃতি হাজামজা হইয়া পড়ায় সেই স্বাভাবিক সেচ ব্যবস্থার পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আর তাহাতে অনেক স্থলে জমি বিশেষ অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। সেচের অসুবিধা বশতঃ বিপুল পরিমাণ ভূমি একেবারে অনাবাদী হইয়া পড়িয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই অবস্থায় পুরাতন নদী-নালার সংস্কার, নূতন খাল কর্ত্তন ও জলসেচের আধুনিক উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে কৃষিজমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ

প্রয়োজন। মিশর দেশ জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া অনুর্ব্বর এবং পতিত জমিকেও সুজলা সুফলা করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি একর জমিতে বৎসরে ২৫ টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন হইতেছে—সেই স্থলে জাপান সেচকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া গড়ে প্রতি একর জমিতে বৎসরে দেড় শত টাকা মূল্যের ফসল উৎপাদন করিতেছে। এই সকল দৃষ্টান্ত কৃষির আয় বাড়াইবার পক্ষে সেচব্যবস্থার অত্যাবশ্যকতাই প্রদর্শন করিতেছে।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বর্ত্তমানে একটি সেচ-বিভাগ পরিচালিত হইতেছে। প্রতি প্রদেশেও একটি করিয়া সেচবিভাগ কার্য্য করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশে উপযুক্ত সেচব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে কার্য্যধারা মোটেই বেশীদূর অগ্রসর হইতেছে না। ভারতে আবাদী জমির মোট পরিমাণ ২৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার একর। বড়ই দুঃখের বিষয় সেচকার্য্যের দ্বারা এখন পর্য্যন্ত মাত্র ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত সম্ভবপর হইয়াছে। প্রদেশ হিসাবে দেখিতে গেলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, মাদ্রাজ প্রদেশ সেচ বিষয়ে কিছু উন্নতি করিয়াছে কিন্তু বাঙ্গলা ও অন্য কয়েকটি প্রদেশ এখন পর্য্যন্ত এবিষয়ে খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। ১৯৩৬ সালে সিন্ধুতে আবাদী জমির শতকরা ৮৯·৭৬ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৩৫·১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১০·৬০ ভাগ জমি সেচ-কার্য্যের সুবিধা পাইয়াছিল। সেইস্থলে ঐ বৎসর বাঙ্গলায় মোট আবাদী জমির শতকরা ০·৭৪ ভাগ জমি মাত্র জলসেচের সুবিধা পাইয়াছিল। সেচ বিষয়ে ভারতীয় কৃষির এই গলদ দূরীকরণে সরকারী চেষ্টা বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

কৃষি বিষয়ক গবেষণা

সেচকার্য্যের সুব্যবস্থা ব্যতীত নানা দিক দিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অন্য আরও উপায় রহিয়াছে। সেই উপায়গুলি হইতেছে—(১) জমিতে উন্নত ধরণের সার প্রয়োগ, (২) উন্নত শ্রেণীর ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ সরবরাহ (৩) ফসলের রোগ নিবারণ ও পোকার উপদ্রব হইতে ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা, (৪) ভালরূপ চাষ আবাদের উপযোগী উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতির প্রচলন। সুখের বিষয় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ এবং বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃষি ফার্ম্ম সমূহের মারফতে এদেশে ঐ সব বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই গবেষণার ফলে ইতিমধ্যেই ইক্ষু, তুলা, গম প্রভৃতি ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর চারা ও বীজ এবং জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ফসলের পোকা নিবারণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং চাষের জন্য উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ও অন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সালে ভারতবর্ষের জমিতে প্রতি একরে মাত্র ১১ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইত। কোয়েম্বাটোর কৃষিকেন্দ্রের গবেষণার ফলে যে নূতন ধরণের ইক্ষুর চারার প্রচলন হইয়াছে তাহাতে প্রতি একরে প্রায় ১৬ টন ইক্ষু উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলের জমিতে গমের চাষ হয় তাহাতে গড়ে প্রতি একরে গম উৎপন্ন হয় ৭ মণ। পুষার গবেষণা কেন্দ্রে যে উন্নত ধরণের গমের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যথোচিত ভাবে জমিতে বপন করা হইলে গমের উৎপাদন দাঁড়ায় একর প্রতি ৯ মণ।

কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষি গবেষণা

কেন্দ্রে ও সরকারী কৃষি ফার্ম্মে উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ চালাইয়া দেশের সাধারণ কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অনেকগুণ বেশী ফসল উৎপাদন সম্ভবপর করিয়া তোলা হইলেও এই সকল উন্নত প্রণালী দেশে প্রচলন করিবার ব্যবস্থা আজও তেমন কিছু হইতেছে না। কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের আবিষ্কৃত উন্নত প্রক্রিয়াসমূহ কৃষকদের উপকারার্থ নিয়োজিত না হইয়া গবেষণা কেন্দ্রের আওতার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। এই অবস্থায় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের কার্য্য সম্বন্ধে তদন্তে নিযুক্ত হইয়া স্যার জন রাসেল তাঁহার রিপোর্টে এদেশে কৃষির উন্নতির নিমিত্ত কৃষিগবেষণা কেন্দ্রের কর্য্যাদির সহিত দেশের চাষীদের একটা নিকট সংযোগ স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কৃষি বিভাগের মারফতে গবেষণাগারের আবিষ্কৃত উন্নত প্রক্রিয়া চাষ আবাদের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিতে সুচেষ্ট হইবেন ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিতেছে।

কৃষিপণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা

এদেশে কৃষিপণ্যের বিক্রয় সম্পর্কে কোনরূপ সুব্যবস্থা না থাকায় সে কারণেও ফসল উৎপন্ন করিয়া কৃষকেরা তাহার ন্যায্য মূল্য পায় না। পণ্যের মাপ ও ওজন সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়মের অভাব, ফসলের উপযুক্তরূপ শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে অব্যবস্থা, রেলে ও অন্য যানবাহনে মাল চলাচলে অনুচিত রকমের চড়া মাশুল আদায়েররীতি প্রভৃতি কারণে নিয়তই যথামূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটে। ফল-ফলারি ধরণের পণ্য অধিককাল সুসংরক্ষিত রাখিবার সুবিধা না থাকায় অনেক দিক দিয়া তাহাদের বিশেষ অপচয়ও লক্ষিত হয়। তাহাছাড়া ব্যাপারী, ফড়িয়া ও পাইকার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়াদের অতিরিক্ত মুনাফা যোগাইতে গিয়াও কৃষকেরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। এদেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ খুবই দরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত সময়ে বেশী মূল্যে বিক্রয়ের জন্য ফসল ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাহাদের সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। উৎপন্ন কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য লাভের সুযোগ দিয়া দরিদ্র কৃষককুলের আয় যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে হইলে আজ ঐ সমস্ত অব্যবস্থার যথোচিত প্রতিকার প্রয়োজন। সুখের বিষয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে কতক পরিমাণে তাঁহাদের চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট একজন এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসর নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার ও তাঁহারই পরিচালিত বিভাগের উপর কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করিবার ভার দেওয়া হয়। তদবধি সরকারী মার্কেটিং বিভাগ প্রাদেশিক মার্কেটিং অফিসারদের সহযোগিতায় বিভিন্ন কৃষিফসলের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি তিসি, গম, তামাক ও ঘৃত সম্পর্কে ঐ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পাট, লাক্ষা, তুলা, চিনি, কাফি, চামড়া প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে তদন্ত চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। ইতিমধ্যে ঘৃত, ফল-ফলারি, ডিম, চামড়া প্রভৃতির যথাবিধি শ্রেণীবিভাগ ও প্যাকিংয়ের সুবিধার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল কেন্দ্র হইতে গুণানুসারে মার্কাযুক্ত করিয়া জিনিষ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি কেন্দ্রে ডিমের শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ ডিমের তুলনায় শতকরা ১০৲ টাকা, নাগপুরের শ্রেণীবিভাগ কেন্দ্রে কমলালেবুর শ্রেণীবিভাগ করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা ও কোয়েটায় আঙ্গুর ও পীচ ফলের শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া শতকরা ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে।

ফলফলারি, মাছমাংস, ডিম ও ঘৃত প্রভৃতি জিনিষ সুসংরক্ষিত না রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে বিকৃত হইয়া যায়। আর সেজন্য এদেশের কৃষক ও ব্যবসায়িগণকে যে ক্ষতি বহন করিতে হয়, তাহার পরিমাণ কম নহে। ভারত সরকারের মার্কেটিং অফিসার সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলিয়াছেন, এদেশে ফলফলারি ধরণের জিনিষ উপযুক্তভাবে গুদামজাত করিবার ও তাহা যথাযথরূপে প্যাক করিয়া চালান দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় উহাদের শতকরা ২০ ভাগ হইতে ৫০ ভাগই নষ্ট হইয়া যায়। অথচ ভালরকম ঠাণ্ডা গুদামের ব্যবস্থা থাকিলে ও প্যাক করা বিষয়ে আধুনিক সুসঙ্গত নীতি অনুসরণ করা হইলে এই ক্ষতি সহজেই নিবারিত হইতে পারে। এই অবস্থায় ইম্পি-রিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ সম্প্রতি ঐ বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। পুণা গবেষণা কেন্দ্রে কাউন্সিলের উদ্যোগে ফল ফলারি সংরক্ষণ বিষয়ে বর্ত্তমানে গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। এই গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ৪০ ডিগ্রী তাপবিশিষ্ট ঠাণ্ডা গুদামে সুপক্ব নাগপুরী কমলালেবু রাখিলে তাহা তিন মাস পর্য্যন্ত তাজা থাকে এবং এই প্রকার গুদামে মাল্টার কমলালেবু ৪ মাস কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। তাহা ছাড়া বীজের জন্য নির্দ্ধারিত আলু ৩৫ ডিগ্রী তাপ বিশিষ্ট গুদামে রাখিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা এক বৎসরকাল একভাবে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। গবেষণার ফলে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, টিস্যু পেপার দ্বারা কিংবা অন্ততঃ-পক্ষে চাউলের কোরা এবং করাতের গুঁড়া দ্বারা আম প্যাক করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত বেশী সময় তাজা থাকে। গবেষণালব্ধ এইসব সুফল দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইবার ব্যবস্থা হইলে তাহা দ্বারা পণ্য বিক্রয় বিষয়ে যে বিশেষ সুব্যবস্থা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জিনিষপত্রের মাপ ও ওজন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে এদেশে বাঁধাধরা নিয়ম কিছুই নাই। কোথাও ৬০ তোলায়, কোথাও বা ৮০ তোলায় এমন কি কোন কোন স্থানে ৮৪ তোলায় সের গণ্য করা হইয়া থাকে। উহার ফলে পণ্যবিক্রেতাদিগের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থির করিতেও অসুবিধা হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৮০ গ্রেণে এক তোলা, ৮০ তোলায় এক সের ও ৪০ সেরে মণ হিসাবে মাপ ও ওজনের একটা বাঁধাধরা নিয়ম প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প নিয়া ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিল পেশ করিয়াছেন। উহা পাশ হইলে মাপ ও ওজন সম্বন্ধে অব্যবস্থা অনেকটা বিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সমবায়

ভারতে কৃষির উন্নতি সাধিত হওয়ার পথে একটা বিশেষ অন্তরায় এই যে, এদেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নিজেদের ভিতর পারস্পারিক সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করিয়া কিভাবে স্বকীয় সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। আজ সকল দিক দিয়া যদি দেশের কৃষকদের চৈতন্য ফুটাইয়া তোলা যায় এবং

তাহাদের ভিতর যদি প্রকৃত সঙ্ঘশক্তির ভাব সৃষ্টি করার ব্যবস্থা হয় তবে নিজেদের মিলিত চেষ্টা ও সাহায্যে বর্ত্তমান অসহায় অবস্থা কাটিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে। আর সে বিষয়ে সমবায়ই হইতেছে প্রকৃষ্ট পন্থা। কৃষি সম্বন্ধীয় বহু প্রকার অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই আজ সমবায় নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ডেনমার্ক, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশের কৃষকেরা সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া অল্প সুদে কৃষিঋণ পাওয়ার সমস্যা, ফসলের বীজ ও হালের সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহের সমস্যা, লাভজনকভাবে ফসল বিক্রয়ের সমস্যা—সবকিছুই অনেক পরিমাণে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেবিষয়ে ঐসব দেশের গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উৎসাহ-তৎপরতাও দেখাইয়াছেন। অন্যান্য দেশের অনুকরণে ১৯০৪ সালে ভারত সরকার একটি সমবায় আইন বিধিবদ্ধ করেন। ঐ আইনদ্বারা এদেশে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। তৎপর ১৯১২ সালে এই আইনটি সংশোধন করিয়া দেশে ক্রয়-বিক্রয় সমিতি-উৎপাদন সমিতি প্রভৃতি সকল ধরণের সমিতি গঠনেরও অনুমতি, দেওয়া হয়। প্রতি প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসার সাধনের জন্য একজন রেজিষ্ট্রারের অধীনে একটি করিয়া সরকারী সমবায় বিভাগ স্থাপিত হয়। ভারতের কৃষি সম্বন্ধে সকলদিক দিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে অব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সরকারীভাবে সমবায় নীতির প্রসার সম্বন্ধে এইরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় অনেকেই উহাদ্বারা প্রকৃত সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে ঐ প্রকার আশা ভরসা কার্য্যতঃ বিশেষ ফলবতী হয় নাই। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে অতি সামান্য। তাহাছাড়া দেশের অতি সামান্য সংখ্যক লোকই ঐ সব সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কীয় সরকারী বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৬-৩৭ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার সমবায় সমিতি ছিল। উহার মধ্যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নের সংখ্যা ৬২২, সুপারভাইজিং ও গ্যারাণ্টি ইউনিয়নের সংখ্যা ৭১০, কৃষি সমিতি ৯৬ হাজার ২০০ এবং কৃষি ছাড়া অন্য বিষয়ে নিয়োজিত সমিতির সংখ্যা ১৩ হাজার ৪২৬ ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে সমস্ত ধরণের প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১৪১ জন। ভারতে অদ্যাপি সমবায় আন্দোলনের তেমন কিছু প্রসার যে সাধিত হয় নাই, উপরের বিবরণ হইতে তাহা ভালরূপই উপলব্ধি করা যায়। আলোচ্যবর্ষে ভারতের প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩·৮ টি। আর প্রতি ১ হাজার অধিবাসীর ভিতর সমবায় সমিতির সভ্য ছিল মাত্র ১৪·৪ জন। ইহা কোনদিক দিয়াই তেমন ভরসাজনক বলা যায় না। প্রদেশগতভাবে দেখিতে গেলে ভারতে পাঞ্জাব ও অন্য কয়েকটি প্রদেশে সমবায়ের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, বাঙ্গলায় তাহা হয় নাই। ১৯৩৬-৩৭ সালে পাঞ্জাবে প্রতি ১ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩২·৬ জন, বোম্বাইয়ে ২৯·৭ জন, কুর্গে ৯৩·৭ জন সমবায় সমিতির সভ্য ছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি ১ হাজার লোকের ভিতর সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫·৬ জন। সমবায় সমিতির মূলধনের দিক দিয়াও বাঙ্গলার ঐরূপ পশ্চাৎপদ অবস্থাই দৃষ্ট হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে লোকসংখ্যা অনুপাতে মাথাপিছু সমবায় সমতির মূলধন ছিল সিন্ধুতে ৮৵০ আনা, বোম্বাইয়ে ৭৸৵০ ও পাঞ্জাবে ৭৵০ আনা। সেইস্থলে বাঙ্গলায় জনপ্রতি সমবায় সমিতির মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৷৵০ আনা। অধিক পরিতাপের বিষয়, সামান্য মূলধনবিশিষ্ট দেশের ঐ মুষ্টিমেয় সমবায় সমিতি-গুলিরও আজ টিকিয়া থাকিবার উপায় বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না। দাদনী টাকা আটক পড়িয়া যাওয়ায় দেশের সমবায় ঋণ দান সমিতিগুলি আজ চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। অধিকাংশের দ্বারাই আজ প্রকৃত কাজ বিশেষ কিছু হইতেছে না। এই দুর্দ্দশা হইতে বর্ত্তমান সমবায় সমিতিগুলিকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য সমবায়ের ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করা আজ দেশের সমক্ষে এক প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যা ছাড়া কুটীর শিল্প, মাছের চাষ, পশুপক্ষী পালন প্রভৃতির মারফতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষকগণকে আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিবার জন্য শিক্ষাদান প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়। বাহুল্যবোধে এইগুলি সম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ করা হইল না।

ভারতে সমবায় আন্দোলন

[অধ্যাপক ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে এম্-এ, ডি-এস্-সি (ইকন) (লণ্ডন)]

[১]

সমবায় আন্দোলন বর্ত্তমান যুগের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক আন্দোলন। প্রত্যেক দেশের অগণিত চাষী, মজুর, অফিসের কেরাণী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি নানারকমের আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হয়। তাহাদের বিষয় সম্পত্তি নাই, তাহারা চিকিৎসার অভাবে রোগমুক্ত হইতে পারে না, প্রয়োজনে তাহারা অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারে না। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, কর্ম্মপটুতার অভাব, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধীনতা এই কয়টী বিষয় পরস্পরকে ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া দেয় এবং এরূপে এক পাপচক্রের (Vicious Circle) সৃষ্টি করে। এই পাপচক্রের নিষ্পেষণ হইতে অগণিত সর্ব্বহারাদের মুক্ত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সমবায় আন্দোলন। আয়ার্ল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্ম্মানী, ইটালী, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে এই সমবায় আন্দোলন আশাতীতভাবে দারিদ্র্য ও সর্ব্বহারা জনগণের আর্থিক সামর্থ্য এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বাড়াইয়া দিয়াছে।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সমবায় আন্দোলন সরকারীভাবে এদেশে আরম্ভ হয়। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সকল আশাবাদী ভাবিয়া আসিতেছেন যে, সমবায় আন্দোলন দেশের সর্ব্বপ্রকার আর্থিক ও সামাজিক দুর্দ্দশার মোচন করিবে। কিন্তু আজ ভারতের এই মহাযুগসন্ধিক্ষণে দাড়াইয়া সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে না হইলেও বহুল পরিমাণে নিষ্ফল হইয়াছে। দিনের পর দিন এই দরিদ্র ও সর্ব্বহারা জনগণের শোচনীয় দুর্দ্দশার কোনরূপ লাঘব হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে।

বহুব্যাপী নিরক্ষরতা, কার্য্যকুশল কর্ম্মীর অভাব, সমবায় বিভাগে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্ম্মচারীর ন্যূনতা, সরকারী নীতির বহুল ত্রুটী, সমবায় আইনের মূলগত সংকীর্ণতা ও আদর্শহীনতা ইত্যাদি কারণেই এদেশে সমবায় আন্দোলন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কেহ কেহ মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সমবায় আন্দোলনে এদেশে সুফল হইবে না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমবায় আন্দোলন ব্যতীত দরিদ্র ও সর্ব্বহারাদের আর্থিক স্বাধীনতার অন্য কোন পন্থা নাই। অধিকন্তু, প্রত্যেক জিলাতেই অন্ততঃ দুই একটী প্রগতিশীল ও কৃতিত্বসম্পন্ন সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সব মুষ্টিমেয় সমবায় ব্যাঙ্কের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সমস্ত দেশেই ঐরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা কিছুতেই অসম্ভব নহে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান সমবায় আইন ও সরকারী সমবায় নীতির আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে কোনরূপ ফল লাভ করা যাইবে না।

[২]

আমাদের মতে বর্ত্তমান সমবায় আইনের প্রধান ত্রুটী হইতেছে যে, ইহাতে কেবলমাত্র একোদ্দেশ্যমূলক বা Single purpose সমবায় সমিতিরই অনুমোদন করা হয়। বর্ত্তমান আইন অনুসারে কোন সমবায় সমিতি কেবলমাত্র ঋণদান, অথবা জলসেচ, অথবা গৃহনির্ম্মাণ, অথবা ক্রয় বিক্রয়, অথবা ম্যালেরিয়া দূরীকরণ—এইরূপ একটী মাত্র উদ্দেশ্য নিয়াই থাকে। ইহাতে সমিতির কাজ ব্যাপক হইতে পারে না। ঋণদান সমিতির কাজ হয় বৎসরে ২০।২২ দিন, যখন কোন সভ্য ঋণ গ্রহণ করিতে চায়। বৎসরের অন্যান্য দিনে সমিতির সঙ্গে সভ্যদের কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। এইরূপ অন্যান্য একোদ্দেশ্যমূলক সমিতির কাজও গ্রাম্যজীবনের অতি ক্ষুদ্র ভাগ মাত্র স্পর্শ করিতে পারে। কাজেই আমাদের মনে হয়, প্রাথমিক সমিতিগুলি একোদ্দেশ্যমূলক না হইয়া বহুউদ্দেশ্যমূলক বা multi-purpose হওয়া উচিত। কারণ তাহাতে সমিতির সহিত সভ্যদের সম্পর্ক ব্যাপক হইবে। দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র সুদৃঢ় ও সর্ব্বক্ষণস্থায়ী হইবে। ইহাতে সমিতি সজীব ও চিরবর্দ্ধিষ্ণু হইবে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের প্রত্যেককেই এইরূপ সমিতির সভ্য হইতে হইবে। ইহাতে প্রত্যেকেই ঋণদাতারূপে, বা ঋণ গ্রহীতারূপে, বা জলসেচ ব্যাপারে বা ম্যালেরিয়া দূরীকরণে বা বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ে সমিতির দ্বারা উপকৃত হইবে। তাহাতে সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইয়া দিবে এবং সমিতিকে প্রগতিশীল অবস্থায় রাখিবে। কিন্তু, যাহাতে গ্রামের ধনী নির্ধন প্রত্যেকেই ইহাতে যোগ দিতে পারে, তজ্জন্য সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব সসীম (limited liability) হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ সমবায় নীতির মূলসূত্রগুলি যাহাতে অনুসৃত হয়, তজ্জন্য সরকারী ও বে সরকারী কর্ম্মচারী এবং নেতৃবৃন্দের সজাগ থাকিতে হইবে। লাভজনক উৎপাদন কার্য্যের জন্য অর্থ সরবরাহ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণের সুদ ও আসল টাকা আদায় করা, লাভহীন সামাজিক উৎসবাদিতে ব্যয়সংক্ষেপ ও ঋণ সঙ্কোচ, গণতান্ত্রিক প্রণালীতে সমিতির কর্ম্মচারী ও কার্য্যকরী সভার নির্ব্বাচন, অধিকসংখ্যক কার্য্যকরী সমিতি ও সাধারণ সমিতির সভা আহ্বান এবং যাবতীয় ব্যাপারের খোলাখুলি আলোচনা, কঠোরভাবে হিসাব পরীক্ষা, গ্রামের অধিকাংশ উদ্বৃত্ত অর্থ সমিতিতে গচ্ছিত রাখা এবং গ্রামের উদ্বৃত্ত অর্থের উপর সমিতির বহুল পরিমাণে নির্ভর করা, ইত্যাদি প্রণালীতে সমবায় সমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমবায় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সরকারী ও বে-সরকারী কর্ম্মচারীকে সমবায়নীতি, ব্যাঙ্কিং, একাউণ্টেন্সী ও অডিটিং ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ জমি ক্রয়, জমির বিশেষ উন্নতি বিধায়ক ব্যবস্থার অবলম্বন, পৈতৃক ঋণ মোচন, খাল ও কূপ খনন, বাঁধ নির্ম্মাণ, ডোবা জমির জল নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য দীর্ঘকালের মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্য প্রত্যেক জিলায় ৩।৪টী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গলায় যে ৫টী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেইগুলি এই পর্য্যন্ত বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। কারণ, এই সকল ব্যাঙ্কের মূলনীতি অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই সকল ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে কিরূপে নিজেদের লগ্নী টাকা ফেরৎ পাওয়া যাইবে। তজ্জন্য ইহারা এত অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন

করিয়া চলে যে, মনে হয় সতর্কতাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য, কৃষকের ঋণভার লাঘব নহে। ঋণ গ্রহণকারীর কত জমি আছে, তাহার আয় কত, ইত্যাদি বিষয় এত কঠোর-ভাবে পরীক্ষা করা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ঋণ না দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। আমাদের মতে যে পন্থায় এই সকল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে, তাহা ভুল। তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণেও দীর্ঘকালের মেয়াদী ঋণের সমস্যার সমাধান হইবে না। আমাদের বিবেচনায়, এই সকল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র যে সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্যেরা চরিত্র, কর্ম্মকুশলতা, সমবায়-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবায় সমিতির কার্য্যে বিশেষ সহযোগিতা দেখাইয়া নিজেদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই প্রাথমিক সমিতির সুপারীশ অনুযায়ী দীর্ঘকালের মেয়াদী ঋণ দিবে, অন্য কাহাকেও নহে। প্রাথমিক সমিতি ঐ সকল সভ্যের চরিত্র, আয়-ব্যয়, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট দিবে এবং তদনুযায়ী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করিবে। প্রাথমিক সমিতি ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা থাকিলে—উভয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে ও ঋণসমূহ বহুপরিমাণে কার্য্যকরী ও নিরাপদ হইবে।

[৩]

এই গেল ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থার কথা। কিন্তু, অতীতের ত্রুটীপূর্ণ কর্ম্মপ্রণালীর দরুণ বর্ত্তমানে প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। অতীতের বহু আবর্জ্জনা জমিয়া এই সকল ব্যাঙ্কের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে। এই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা আবশ্যক। প্রাথমিক সমিতিগুলি যে টাকা ঋণ দিয়াছে, তাহা আদায় করিতে পারিতেছে না। তদ্দরুণ, উহারা আমানতকারীদের ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায়, কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কগুলিও আমানতকারীদের এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিতে পারিতেছে না। ইহাতে প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা কয়েকটী প্রস্তাব করিতেছি। প্রথমতঃ—প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূহের ঋণকারকদের জমিজমা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া, ঋণের সুদ ও কোন কোন স্থলে আসলের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কসমূহের আমানতকারীদের সঙ্গে ঋণের সুদ ও আসল টাকা কমান সম্বন্ধে একটা আপোষ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—দ্বিতীয়োক্ত দেয় টাকার পরিমাণ ডিবেঞ্চার বাহির করিয়া অল্পসুদে টাকা ধার নিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মারফৎ উক্ত টাকা কেন্দ্রিক ও প্রাথমিক ব্যাঙ্ককে ধার দিবে এবং ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে কিস্তিক্রমে আদায় করিবে। চতুর্থতঃ—প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূহ ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে নিজেদের ঋণকারীদের নিকট হইতে আপোষের দেয় টাকা কিস্তীক্রমে আদায় করিবে এবং উক্ত ডিবেঞ্চারের টাকা কেন্দ্রিক ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মারফৎ শোধ করিবে। পঞ্চমতঃ—প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কসমূহের আপোষ আদায়ী টাকা যদি তাহাদের আপোষ দেয় টাকা হইতে কম হয়, তবে প্রাদেশিক রাজস্বের জামিনে গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকীয় টাকা ধার করিয়া উক্ত ঘাটতি পূরণ করিবে এবং Sinking Fund প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত টাকা শোধ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে অতীতের সঞ্চিত আবর্জ্জনাসমূহ দূর করিয়া সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অচলতার সঙ্কটের অবসান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ও নূতন ব্যাঙ্কগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সজীব ও প্রগতিশীল করিয়া তুলিতে হইবে।

উক্তরূপ দ্বিবিধ প্রণালীতে কাজে অগ্রসর হইলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এদেশের সমবায় আন্দোলন অচিরে অগণিত জনগণকে আর্থিক স্বাধীনতা ও শক্তি আনিয়া দিবে এবং তদ্দারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অগ্রগতির সুদৃঢ় ও প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিবে।

আমাদের অন্ন সমস্যা

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ]

এই প্রবন্ধটি লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য আমি আপনাদের কাগজখানার উন্নতি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি এইটী জ্ঞাপন করা। অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে আমার পরিচয় রাজনৈতিক কর্ম্মী হিসাবে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমাকে খুঁজিতে হইয়াছে জীবনের অতি প্রত্যূষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবস্থানকালীন আমি অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করিয়াছি। গোড়ায়ই এই কথাটা উল্লেখ করিয়া রাখিলাম এই জন্য যে, আমার মন কোন্ দিক হইতে সমস্যাগুলির বিচার করে এবং সমাধান খোঁজে, তাহা বুঝিতে হয়তঃ সুবিধা হইতে পারে।

আজ দেশের যে দিকেই চাই, সমাজের যে স্তরেই যাই—সর্ব্বত্রই দেখি কেবলই অভাব, অভাব আর অভাব। দেশের সর্ব্বত্র এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে এই নিদারুণ অভাববোধের তাড়নায়, মানুষ ক্রমশঃ মরিয়া হইয়া উঠিতেছে। চারিদিক হইতে নানা আশ্বাসবাণী আসিতেছে—যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁরাও আশ্বাস দিতেছেন এই অভাব দূর করিবেন, যাঁরা ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, তাঁরাও আশ্বাস দিতেছেন ক্ষমতা পাইলে তাঁরা এই অভাব দূর করিবেন। আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই, এইখানেই বুঝিতে পারি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না থাকিলে অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায় না।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না থাকিলে কিছুই করা যায় না কিম্বা কিছুই করণীয় নাই তাহা নয়। সামান্য সামান্য সাহায্য, কিছু কিছু উপকার জনসেবার আদর্শ লইয়া করা চলে। যেমন কোথাও একটী কো-অপারেটিভ সোসাইটী করিলাম, কোথাও পল্লী উন্নয়ন সমিতি করিলাম, কোথায় কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান করিলাম, কোথাও চরখা বা তাঁত করিলাম, কোথাও বা একটা কাপড়ের কল বা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে জনসেবার আদর্শও থাকে এবং কোথাও কোথাও ব্যবসা-বুদ্ধিও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দুইটীই একসঙ্গেও থাকে। যিনি যে দিক হইতে যে বুদ্ধি লইয়াই এই সকল কাজে অগ্রসর হইয়া থাকুন না কেন, আমাদের প্রকৃত অভাব দূর এই ভাবে হইতে পারে না, অভাববোধের তাড়নায় আমরা যে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি তাহাও এই ভাবে মীমাংসার পথ খুঁজিয়া পাইবে না, এইটী আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

অভাব ও অভাববোধের তাড়না বলিতে কি বুঝাইতেই চাই, একটু খুলিয়া বলি। আমার ঘরে খাবার নাই, অন্নের অভাব, খাবার বন্দোবস্ত সঙ্গে হইল—সঙ্গে মনে হইল কাপড় নাই, কাপড়ের অভাব। কাপড়ের ব্যবস্থা হইল, মনে হইল জামা নাই। জামার ব্যবস্থা হইল, মনে হইল সিনেমা দেখিবার পয়সা নাই। এই যে অভাববোধের একটানা গতি, ইহাকেই বলিতে চাই অভাববোধের তাড়না। মানুষের অভাব, অভাব পূরণ ও অভাববোধের তাড়না—এই লইয়া চলিতে চলিতে মানুষ কখনও সজ্ঞানে, কখনও অজ্ঞানে আজ বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর যুগে মানুষের অভাববোধ, অভাব পূরণ এবং অভাববোধের তাড়নার সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের যে একটি বিশিষ্ট পার্থক্য আছে, সেইটীর প্রতি আমাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

প্রাচীনকালে যেমন আজও ঠিক তেমনই মানুষ সমাজে বাস করিলেই পরস্পরের শ্রম-বিনিময় না করিয়া সমাজে বাস করা চলে না। মানুষের প্রয়োজন অনেক কিছুরই—সে আলোচনা এখানে তুলিব না, তবে সেই প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষেত্রে একক মানুষ তার নিজের ক্ষমতা ও শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। প্রত্যেকেই মানুষের প্রয়োজনে লাগিবে এমন একটা কিছু করে। সেই বিশিষ্ট কাজ বা বস্তু তার নিজের প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে হয়তঃ অনাবশ্যকও হইতে পারে, কিম্বা আবশ্যকের চাইতে ঢের বেশীই তাকে করিতে হয়। এইভাবে প্রত্যেকেই আপন আপন কাজ করিয়া চলিয়াছে। তারপর তার ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র বিনিময়ের ক্ষেত্র। অদল-বদলের ক্ষেত্র। একজন কাপড় বুনিয়াছে, সে কাপড়ের বদলে চাউল, ডাইল, নুণ, তেল ইত্যাদি আনিল। এই অদল-বদলের কাজ প্রাচীনকালের সমাজেও যেমন ছিল, আজও তেমনই চলিতেছে। প্রভেদ কিছুই কি হয় নাই? অন্যান্য নানা রকমের প্রভেদের কথা এখানে উত্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, শুধু একটি বিশিষ্ট প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্প্রতি আমার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে মানুষের অভাব, অভাব পূরণের scope এবং অভাবের তাড়নায় গতিবেগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। চল্‌তি হিসাবে মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইলেই মানুষ একরকম সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। আর সেই ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা আপন আপন সমাজের ও দেশের ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যেই এক রকমে না এক রকমে হইতে পারিত। সম্পূর্ণ হইতে পারিত সে কথা নয়, মোটামোটীভাবে হইতে পারিত। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সম্পর্ক ঐ ভিত্তিতেই সাধারণভাবে দেখিতে গেলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর যুগে পুরাতনের সেই ভিত্তি ধ্বসিয়া গিয়া সমগ্র জগত একই শিল্প-বাণিজ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পৃক্ত organisation এর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের শ্রম-বিনিময় কার্য্য ও অদল-বদলের কার্য্য ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তাহা বিশ্বের বাজারে চলিতে বাধ্য হইতেছে।

আজ বিশ্ব-মানবের জাগ্রত আত্মা তার অগ্রগতির পথে যে সমস্ত অভাববোধকে জাগাইয়া তুলিতেছে তাহা পূরণের জন্য সে সমস্ত আয়োজন করিতেছে, এবং তাহা হইতে বঞ্চিতের হৃদয়ে যে নিদারুণ ক্ষোভ জাগিয়া উঠিতেছে, সমাজের সর্ব্ব স্তরে, সর্ব্ব দেশে মানুষ ইহার চরিতার্থতা খুঁজিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত সমাজের বুক হইতে এই অশান্তির আগুন নিভাইবার কোন চেষ্টাই সার্থক হইবার নহে।

আমাদের অন্ন সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে বসিলে আজ এই বিংশ শতাব্দীতে এই কথাটী সর্ব্ব প্রথমে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, পৃথকভাবে কোন দেশই আর এই সমস্যার মীমাংসা খুঁজিয়া পাইবে না। এই মূল কথাটী স্মরণ রাখিয়া আমাদের অন্ন সমস্যা ও তাহার মীমাংসার পথ কোন দিকে, সেই সম্বন্ধে পর পর কয়েকটী প্রবন্ধ আপনাদের কাগজে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতীয় অর্থনীতি ও তাহার পরিচালনা

[শ্রীমতী সাধনা গুপ্তা এম, এ]

দেশের প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সঙ্কুচিত করিবার ক্ষমতা যে কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, উহা ব্যাঙ্ক পরিচালনারই একটি প্রধান অংশ। টাকা বৃদ্ধি কিংবা সঙ্কুচিত করা দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার হইলে টাকার চাহিদা বাড়ে এবং ইহা মিটাইতে হইলে, কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ককে bill discount করিয়া টাকার প্রসারতা করিতে হয়। বাজারে প্রয়োজনীয় টাকা না থাকিলে টাকার মূল্য চড়ে এবং ইহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে।

আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর্থিক পরিচালনা নীতির পূর্ব্ব হইতে বহুলাংশে উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বের অর্থনীতিবিদদিগের টাকার মূল্য স্থির রাখাই লক্ষ্য ছিল। উৎপাদনকারী অপেক্ষা যাহারা সেই সকল বস্তু ব্যবহার করে তাহাদের উপরেই লক্ষ্য ছিল বেশী। কিন্তু আধুনিক যুগে উৎপাদনকারীদিগের উপরেই অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এখন 'কীন্‌স' ইত্যাদি মনীষিরা এরূপ মত পোষণ করেন যে টাকার মূল্য স্থির রাখাই মুখ্য নয়। টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। টাকার মূল্য স্থির রাখার অর্থ বাজার দর (prices) একই ভাবে রাখা, কিন্তু বাজার দর উৎপাদন খরচার (cost of production) সমান না হইলে অর্থনীতিক্ষেত্রে নানাপ্রকার দুর্যোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং উৎপাদন খরচাকে বাজার দর হইতে ভিন্ন ভাবে ধরিলে চলিবে না। উহা বাজার দরেরই অঙ্গীভূত।

সচরাচর উৎপাদন খরচার পরিবর্ত্তন হয় না; তাহা বহুকাল অবধি স্থায়ী থাকে। ঋণ-শোধ ও জমির খাজনা বাবদ কৃষকের নিকট হইতে যাহা চলিয়া যায়, তাহাও তাহার উৎপাদন খরচের মধ্যে আসিয়া পড়ে। দরিদ্র কৃষকের কর্ষণ কার্য্যে ইহা আবশ্যকত বটেই, অধিকন্তু ইহা স্থায়ী হয়। কৃষক একবার ঋণগ্রহণ করিলে, তাহা সহজে শোধ করিতে পারে না বলিয়া ঋণশোধও একটি স্থায়ী খরচ বলিয়া গণ্য হয়। বাজার দর যদি কোন কারণে কমিয়াও যায় (যেমন গত অর্থনৈতিক মহাসঙ্কটের সময় হইয়াছিল) তথাপি কৃষকের উৎপাদন খরচা বাজার দরের সহিত কমিতে পারে না। খাজনা কম করিবার কোন অজুহাত জমিদার মানিবে না, আর মহাজন পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্য টাকা চাহিবে। কৃষকের উৎপাদন খরচা ঠিক পূর্ব্বমতই আছে, কিন্তু তাহার আয় পূর্ব্ব হইতে কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ বর্ত্তমানে ঠিক এই অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট পৃথিবীর সমস্ত দেশেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং কৃষিপ্রধান দেশগুলিই বিশেষ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশ। এই বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা বাজার দর বাড়াইয়া উৎপাদন খরচের সমান করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সাফল্যের পথে সমগ্র দেশকে অগ্রসর করিয়াছেন।

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলিয়া থাকেন যে অর্থনৈতিক পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য ধনোৎপাদন যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করা। ধনোৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই দেশেরemloyment বাড়িতে থাকিবে। এই employmentই অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠী। যেদেশে বেকার সংখ্যা অধিক সে দেশের ধন সমষ্টি উচ্চতম সোপানে পৌঁছিতে পারে না। কারণ বেকার হইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ পত্রের চাহিদা কমিয়া যায় এবং ইহা ক্রমশঃ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, আজ যদি কোন কারণে দেশের কাপড়ের কলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোক কমাইতে থাকে তাহা হইলে এই ক্ষতি কেবল বস্ত্রশিল্পেই আবদ্ধ থাকিবে না, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে দেশের অন্যান্য শিল্পগুলিও আক্রান্ত হইবে। যে লোকগুলি বেকারে পরিণত হইল, তাহাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং এই কারণে অন্যান্য শিল্পগুলিও অবনতির পথে অগ্রসর হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেশের উৎপাদন শক্তি একই ভাবে রাখিতে হইলে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে বেকার সমস্যার যতদূর সম্ভব সমাধান করা আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে দেশের ধনসমষ্টি কমিয়া যাইবে।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা আলোচনা করা যাক্। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই বেকার সমস্যার কথা মনে পড়ে। সাধারণতঃ বেকার সমস্যার কথা কিছু বলিতে হইলেই আমরা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার সমস্যা বুঝি। শিক্ষিত বেকার সমস্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই কারণে সমস্যাটি আমাদের সম্মুখে খুব বড় আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্যাটি দেশের মূল সমস্যার অনুপাতে বিশেষ ক্ষুদ্র। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিচালনার ভিত্তি কৃষিজীবি এবং কৃষকের দুরবস্থাই আমাদের সকল সমস্যার মূল। দেশের শতকরা সত্তর জনের জীবিকা যেস্থানে জমির উপর নির্ভর করে সে স্থানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তাহাদেরই ভালমন্দের উপর নির্ভর করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কৃষকের আয় সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের দিক হইতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং ইহার জন্য দেশের শিল্পগুলি উন্নতি করিতে পারিতেছে না। অন্যদিকে ব্যবহারজীবি, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতির পসার সঙ্কুচিত হইবার কারণ কৃষকের অর্থাভাব। এই কারণে যতদিন না কৃষকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে ততদিন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের তথা সমগ্র দেশের কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

গত অর্থনৈতিক মহাশঙ্কটের সময় কৃষিজাত পণ্যের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদিও অন্যান্য দেশের কৃষকেরা ক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে, আমাদের দেশীয় কৃষক আজ অবধি তাহা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ ভারত সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাব। অপর দেশীয় কৃষক সঙ্কট কাটাইতে সফল তো

হইয়াছেই, এমন কি পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের যে উন্নতি হইতেছে তাহারও অংশ লইতেছে। আমাদের দেশীয় কৃষকের উন্নতির অন্তরায় খুঁজিতে হইলে আরও বহুদূর যাইতে হয়। গভর্ণমেন্ট সমস্ত দুর্গতির মূল অর্থ নৈতিক সঙ্কট বলিয়া খালাস হইয়া থাকেন; ইহা অজুহাত দ্বারা মূল কারণ গোপন করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১৯২৯ সালের অর্থ নৈতিক সঙ্কট একটি প্রধান কারণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু কৃষকের দুরবস্থা ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে সুরু হইয়াছে। বিনিময় হার ১৬ পেন্স হইতে ১৮ পেন্স ধার্য্য করিবার পর হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। ১৯২৭ সাল হইতে বিনিময় হার আইনতঃ ১৮ পেন্স স্থির করা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত অপর কোন দেশে বিনিময় হার যুদ্ধের পূর্ব্বের হারের তুলনায় বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয় নাই। ভারত সরকার এই ব্যাপারে নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন।

বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করিলে দেশের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব্বে ১৬ পেনী মূল্যের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করিয়া উহার বিনিময় এক টাকা পাওয়া যাইত, এখন এক টাকা পাইতে ১৮ পেনী মূল্যের পণ্য রপ্তানী করিতে হয়।

বিনিময় হার হইল কৃষকের আয় সঙ্কোচের অন্যতম কারণ। ইহার আনুসঙ্গিক অপরাপর বিষময় প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। বিনিময় হার বৃদ্ধির ফলে বিলাতী মালের দর আমাদের দেশে কমিয়া গিয়াছে এবং অপর দেশে আমাদের দেশীয় মালের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

বিনিময় হার আভ্যন্তরীণ বাজার দরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ফলেই বাজার দর মন্দার দিকে চলিয়াছে; ইহা ১৯২৯ সালের সঙ্কটের বহু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিনিময় হার স্বাভাবিক হারের তুলনায় যদি বেশী হয় তাহা হইলে তাহা স্থির রাখিতে অনেক কৃত্রিম উপায় আবশ্যক হয়। ভারতসরকার ইহা স্থির রাখিবার প্রয়াসে যে অর্থ সঙ্কোচননীতি অবলম্বন করিরাছেন তাহা দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া করা হইয়াছে।

আমরা যদি ভারতের বাজার দরের গতি অপর দেশের সহিত তুলনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, মন্দার গতি প্রায় ১৯২২ সাল হইতে—যখন হইতে কেন্দ্রীয় সরকার বিনিময় হার ১৮ পেন্স রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন তখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২৩-১৯২৫ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ইহার অংশ লইয়াছে, কিন্তু ভারতে ভারত সরকার বিনিময়ের হার স্থির রাখিবার প্রয়াসে যে অর্থ সঙ্কোচন করিয়াছেন, তাহার ফলে বাজার দরের গতি জোর করিয়াই নীচের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডে স্বর্ণমান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বিনিময় হার বৃদ্ধি করিতে হইল এবং ফলে সেখানেও মন্দা আরম্ভ হইল। ভারতেও তাহার অনুরূপ হইল, কেননা টাকা ষ্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় স্বর্ণমান এখানেও পুনরায় স্থাপিত হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে টাকার মূল্য বৃদ্ধি শুধু ১৬ পেন্স হইতে ১৮ পেন্স করিয়াই সরকার ক্ষান্ত হন নাই। টাকার মূল্য ষ্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত হওয়াতে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক স্বর্ণমান গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকার মূল্য আরও এক ধাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে টাকাকে double dose of deflation দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৯ সালে বাজার দর আরও কমিতে থাকে। ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডের সহিত আমাদের স্বর্ণমান পরিত্যাগের ফলে ষ্টার্লিংএর দর স্বর্ণের হিসাবে শতকরা চল্লিশ ভাগ কমিয়াছে, এবং টাকা পেপার ষ্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত হওয়াতে টাকার মূল্যও অনুরূপ পরিমাণে কমিয়াছে বলিয়া ধরা যায়। এই কারণে বাজার দরের কিছু উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু যে স্থানে ইংলণ্ডে ১৯৩২-১৯৩৬ এর মধ্যে বাজার দর প্রায় ১৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে (Economist, 1913), সে স্থানে ভারতে ইহা এক ভাবে আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না (Calcutta, 1914)। সুতরাং বিনিময় হারকেই এ অবস্থার জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী করা যাইতে পারে। বাজার দরের আশাতীত উন্নতি না হইবার ইহা অন্যতম ও প্রধান কারণ।

আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক। অন্যান্য কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের মত ইহার প্রধান কর্ত্তব্য ব্যবসা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে টাকার চাহিদা মেটানো। কিন্তু টাকার প্রসার দূরে থাকুক বিনিময় হার স্থির রাখিতে যে সব কৃত্রিম নীতির অনুকরণ করা হইতেছে তাহাতে বাজার দরের মাথা উঁচু করা একেবারে অসম্ভব। টাকা কতদূর সঙ্কোচন করা হইয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। গত ৩০শে জুলাই তারিখে Indian Finance লিখিতেছেন যে, বিনিময় হার স্থির রাখিবার প্রয়াসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিল হইতে ২২শে জুলাই ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ১৯ কোটী টাকার নোট ও ১৫॥০ কোটী টাকার মুদ্রা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪॥০ কোটী টাকা এই ১৪ মাসে সঙ্কোচন করা হইয়াছে। গত ১৫ই এপ্রিলের Indian Finance বাজার দরের সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে ইহার কোন উন্নতি তো হয়ই নাই বরং মন্দার দিকে গিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এ অবস্থার যদি কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নীতি (অর্থ সঙ্কোচন) পরিহার না করিলে উন্নতির আশা কম। উৎপাদন খরচার সহিত বাজার দর সমান হইবার সহায়তা করিতে হইলে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাজার দরকে যদি একবার এই সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে দেশে কর্ম্মব্যস্ততা নূতন করিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে বেকার সংখ্যা লাঘব হইবে।

এই নীতি অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বিনিময় হার নামান আবশ্যক। ইহার প্রতিক্রিয়া দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের উপর বুঝা যাইবে, কেননা আমাদের দেশীয় মালের দর অন্য দেশে সস্তা হইবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাজার দর উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। ইহা হইলেই কৃষক লাভবান হইবে এবং তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইতে থাকিবে। জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ এই নীতি অবলম্বন করিয়া প্রভূত পরিমাণে উন্নতি করিয়াছে। চির পুরাতন গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া এই নীতি অনুসরণ করিলে আমরাও সর্ব্বদিক হইতে লাভবান হইব।

অসংলগ্ন

শ্রীপথচারী

আধুনিক কালে 'জন্মবার্ষিকী' পালনকরা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু মানুষের নয়, পত্রিকারও। কিন্তু তাহার কারণটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বয়স বাড়া'তে কৃতিত্ব কোন্ খানে? দেনার সুদের মত বয়স আপনিই বাড়ে; তাহার জন্যতো কাহাকেও কোন পরিশ্রম করিতে হয় না! বরং উহা কমানটাই কষ্টকর। লাইফ ইন্সিওরেন্সে নূতন কোষ্ঠী, গভর্ণমেন্ট চাকুরীতে এফিডেফিড ও দ্বিতীয় পক্ষে চুলের কলপ দ্বারা বয়স কমাইতে লোকের চেষ্টার কমতি নাই! সুতরাং একবৎসর বয়স বাড়িলে উৎসব কিসের জন্য? সে-দিনতো বরং ব্যক্তিগত হরতাল করা উচিত!

* * *

মানুষের বাঁচিবার কাল সীমাবদ্ধ। বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া আসে। তাহার বয়সে একটি করিয়া বছর হয় যোগ, আয়ুষ্কাল হইতে হয় বিয়োগ। বয়স বাড়িলে মানুষের দাঁত হইতে সুরু করিয়া সমুদয় গুরুত্ব হ্রাস পায়। একমাত্র বরপণ আদায়ের সময় ছাড়া old fool দের প্রতি ছেলেদের কোন শ্রদ্ধা থাকে না!

কিন্তু পত্রিকার জীবন সীমাহীন। বীমা কোম্পানী ও হুইস্কির মতো বয়সের সঙ্গে তাহার প্রতিপত্তি অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বাড়ে। তাই প্রাচীনতার দোহাই পড়িতে পত্রিকার প্রথম পাতায় উল্লেখ করা হয়—"স্থাপিত এতশ এত সাল"। সুতরাং সে-দিক দিয়া পত্রিকার জন্ম বার্ষিকীর একটা সার্থকতা আছে সন্দেহ নাই!

* * *

সাময়িক পত্রিকার একবর্ষ পূর্ণ হইলে নববর্ষের গোড়াতেই সম্পাদক মহাশয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতা দিগকে (পাওনা বিলের মনোবেদনা বক্ষে চাপিয়া) ধন্যবাদ জানাইয়া থাকেন। 'আর্থিক জগতে'র এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। নিঃসন্দেহে তাঁহারাও উহাতে ক্রটি করিবেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, ধন্যবাদের ধারাটা উল্টা হওয়া উচিত। বাংলা দেশ শিশু মৃত্যুর দেশ। এখানে সন্তান হইতে সুরু করিয়া লিমিটেড কোম্পানী পর্য্যন্ত—বেশীর ভাগই আঁতুড়ে অক্কা পাইয়া থাকে। মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি নিত্য গজাইতেছে, নিত্য পটল তুলিতেছে। কাহারও বা প্রথম সংখ্যাই অন্তর্জলি সংখ্যায় পরিণত হইতেছে। নূতন কাগজের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া গ্রাহকদিগকে বারোটা মাস পার না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বেগেই কাটাইতে হয়! সুতরাং "আর্থিক জগৎ" যে কোন গ্রাহকের আর্থিক ক্ষতি ঘটান নাই এজন্য গ্রাহকদের নিকট হইতেই কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ প্রাপ্য!

* * *

বিষয়টিকে পাঠকের দিক দিয়া ভাবিয়া দেখা যাউক। বাংলাদেশে বেশীর ভাগ সাময়িক পত্রিকা যাঁদের জন্য চলে—তাঁহারা দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর মাদুরে দেহ এলাইয়া, বুকের উপর কাগজ খুলিয়া, সাহিত্যরস আস্বাদন করিতে করিতে নাক ডাকাইতে থাকেন। চায়ের সঙ্গে গরম কচুরী, জিলিপীর মত সাময়িক পত্রিকাগুলি গৃহলক্ষ্মীদের দিবানিদ্রার একটি উৎকৃষ্ট অনুপান মাত্র। কাজেই কয়েকটা প্রেমের গল্প, খানকয়েক সিনেমা নটীর ছবি ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস না থাকিলে কাগজ কাটে না। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে একখানা কাগজের এক বৎসর পরমায়ু—কিছুটা বিস্ময়ের কথাই বটে!

* * *

তবে কি বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ Business-minded হইতেছে? কেহ কেহ বলেন তাই। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—স্বদেশী যুগের পরে বাঙ্গালীর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন কি? আমি উত্তর করিয়াছিলাম—সিনেমা। তিনি ভারি চটিয়া গিয়া বলিলেন—ধ্যাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দেওয়া। বটে! কি জানি হইতেও পারে বা। কিন্তু হাত দেওয়া এক কথা, আর হাতে আনা আর। হাত কাঁচা বলিয়াই বাঙ্গালীর ব্যবসা বেশীর ভাগ হয় অংশীদারের সঙ্গে হাতা-হাতিতে শেষ অথবা মাড়োয়ারীর হাতে বেহাত হইয়া যায় এবং উদ্যোক্তারা তখন হাত গুটাইয়া চাকুরীর জন্য হাতড়াইতে থাকেন!!

* * *

কিন্তু বাঙ্গালীর ব্যবসা বলিতে আমরা বুঝি কি? প্রাইভেট ওনারশিপ হিসাবে আমরা করি হয় ডাইং ক্লিনিং না হয় শব্দশৃঙ্খল অর্থাৎ cross word puzzle; লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে আগে করিতাম এক টাকার প্রভিডেন্ট কোম্পানী, এখন করি ব্যাঙ্ক। আগে পরিবারের যে ছেলেটীর কিছুই হওয়ার আশা থাকিত না সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইত। এখন তাহারা একটি সাইনবোর্ড, একটা পিতলের শিকওয়ালা কাউন্টার এবং কয়েকটা পিতলের নম্বরী চাকতী লইয়া বাড়ীর বৈঠকখানায় এক একটি ব্যাঙ্ক খুলিয়া বসে!

* * *

তবে কি ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর নাম নাই? নিশ্চয়ই আছে। বরং সত্যকথা বলিতে গেলে ব্যবসায়ে একমাত্র নাম ছাড়া বাঙ্গালীর আর কিছুই নাই। শুধু নাম লইয়াই বাঙ্গালী আছে। যে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ত্রিশ হাজার টাকা, যাহার কেরাণী সংখ্যা তিন ও ম্যানেজারের মাহিনা পঁয়তাল্লিশ, তাহারও নাম "ট্র্যান্স কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ফার ইষ্ট।" নাগের হাট বাজারে যে-ঔষধের দোকানে মথুরচন্দ্র কুণ্ড এল, এম, এফ (প্রাইভেট) মহাশয় শুধু কুইনাইন ও শটীর পালো বেঁচিতেছেন তাঁহার সাইনবোর্ডে লেখা "দি এম্পায়ার মেডিক্যাল হল্‌" এবং আট টাকা ভাড়ার গ্যারেজের মধ্যে একটী ট্রেডল মেসিন ও তিন কেস্‌ ভাঙ্গা টাইপ লইয়া যিনি ছাপাখানা ফাঁদিয়াছেন, তিনিও নাম দিয়াছেন "ইম্পিরিয়েল প্রেস—ফাইন আর্ট প্রিণ্টার্স" !!

কিন্তু প্রাণী-জগতের ন্যায় নাম-জগতেও বিবর্ত্তন আছে। প্রথমে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ইংরাজী নামাকরণ করিতেন। জোসেফ এণ্ড কোং, এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোং প্রভৃতি নামের দেখা-দেখি গোপাল এণ্ড কোং, বিপিন এণ্ড কোং নামে আফিস বা দোকান করিতেন। কিন্তু তাহাতে সেটা যে নেহাৎই দেশীয় ব্যাপার তাহা গোপন করা যায় না। কাজেই শেষ কালে Gopal & Co. সাইন বোর্ডে নাম লিখিলেন—G. O. P. All & Co. এবং বিপিন এণ্ড কোং হইলেন B. Pin. & Coy. দ্বারিক ডোয়ার্কিন, মন্টতোষ mantosh এবং হলধর করেরা—কার এণ্ড কোংতে পরিণত হইলেন।

* * *

দ্বিতীয় অঙ্কে উহারই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। শুধু প্রতিক্রিয়া নয়,—বোধ করি, প্রতিশোধ। মুদীর দোকানের নাম হইয়াছে 'ভাঁড়ার ঘর,' খাবারের দোকানের নাম 'পথের সাথী,' জুয়েলারী দোকানের নাম 'অলঙ্করণ,' জুতার দোকানের মাথায় সাইন বোর্ড ঝুলিতেছে 'শ্রীচরণেষু'!

* * *

অর্থাৎ আমরা ব্যবসা করিতে নামিয়া সাহিত্য করিতে বসি, ফলে সাহিত্য হয় না, ব্যবসাও হয় না। কারণ ব্যবসার জন্য সাহিত্য (if you call it so!) হইতে পারে, যথা,—'পতিতার আত্ম-চরিত'। কিন্তু সাহিত্যের জন্য ব্যবসা হয় না—বিজ্ঞাপন হয়। কারণ ব্যবসাটা সাহিত্য নয়, পুরাপুরি বিজ্ঞানও নয়—দর্শনতো নয়ই। আসলে ব্যবসা জিনিষটা ধর্ম্ম। অন্ততঃ ধর্ম্মের মতো না মজিলে ব্যবসা হয় না, যথা, মাড়োয়ারী। বারো আনা Instinct ও Intuition এবং চার আনা Intellect এর সংমিশ্রণের দ্বারা ধর্ম্ম এবং ব্যবসা দুইই চলিয়া থাকে।

* * *

তবে কি বাঙ্গালীর Instinct, Intuition বা intellect কোনটাই নাই? সে কথা কে বলিবে? বাঙ্গালীর তিনটাই আছে। সে তিনের সংমিশ্রণ যেখানে ঘটিয়াছে, বাঙ্গালীর ব্যবসাও সেখানে সফল হইয়াছে। যথা—বিবাহ। বাস্তবিক, আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, শুধু কুলীন বামুনের নয়, সমস্ত বাঙ্গালীরই নেশন্যাল ব্যবসা,—বিবাহ। মূলধনের প্রয়োজন নাই এমন ব্যবসা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বীমা কোম্পানীর এজেন্ট। কিন্তু নূতন আইনে তাঁহাদিগকেও পয়সা খরচ করিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। কিন্তু বিবাহ? ওসব কিছুরই দরকার নাই। স্রেফ একবার ম্যারেজ মার্কেটে নামিলেই হইল। তাহার পর প্রতিবৎসর একটি করিয়া মুনাফা। ডিস্কাউন্ট নাই, ডিমারেজ নাই, ব্যাড্‌ ডেট্‌ পর্য্যন্ত নাই! একটি গেলে, অথবা থাকিতে থাকিতেও আরও তিনটিতে হাত দেওয়া যায়!!

* * *

ইতিহাস লইয়া যাহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা বলেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ছিল। বর্ত্তমানে দুই চারিটি ছাড়া কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর নামোল্লেখ করা কঠিন। আমি ঐতিহাসিক নহি। তবুও ঐতিহাসিকদের সঙ্গে এবিষয়ে আমার মতের মিল আছে। বর্ত্তমানে দুই একটি ছাড়া বড় ব্যবসায়ী নাই। তাঁহারা কে? বীরেন মুখার্জ্জী? উঁহুঃ। ভাগ্যকুলের রায়েরা? উঁহুঃ। স্যার হরিশঙ্কর, অবিনাশ সেন, নলিনী সরকার? না, তাঁহারা কেহই নহেন। এযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী—স্বনামধন্য হীরালাল (যিনি ১৩টি কুমারীর পানীগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে বাহির হইয়াছে!!)

* * *

সুতরাং আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর জন্য ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক কোন পত্রিকার প্রয়োজন নাই,—প্রয়োজন পঞ্জিকার। অবশ্য আজকালকার দিনে পত্রিকা ও পঞ্জিকায় তফাৎ সামান্যই ! উভয় স্থলেই সংবাদ বা তথ্য অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের অংশ বেশী। উভয়কেই মানুষের সেন্টিমেন্ট লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। পঞ্জিকা exploit করে আমাদের অন্ধ বিশ্বাসকে, তাই কোন এক বিশেষ দিনের বিশেষ লগ্নের উল্লেখ করিয়া পঞ্জিকা লক্ষ লক্ষ লোককে ঘর হইতে গঙ্গায় টানিয়া আনে। যথা চূড়ামণি যোগ। পত্রিকা exploit করে আমাদের অন্ধ বুদ্ধিকে—এক কথায় যাহাকে বলে হুজুগ। তাই কোন একদল বা মানুষের নামে পত্রিকা লক্ষ লক্ষ লোককে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে—যথা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাহিরের নেতাদের উপর গুণ্ডামি। সম্পাদক ও পঞ্জিকাকার উভয়েই সর্ব্বজ্ঞ। প্রথম ব্যক্তিকে জন্মরাশি হইতে সুরু করিয়া কোন তিথিতে বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিলে কি দোষ স্পর্শিবে তাহার বিধান দিতে হয়, দ্বিতীয়জনকে হনলুলুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি হইতে সুরু করিয়া সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধানের দর, বাট্টার হার সব কিছু সম্পর্কে মতামত দিতে হয়। তবে তফাৎ শুধু এই যে পঞ্জিকার কারবার আধ্যাত্মিক। কাজেই তিনি নির্ভয়ে লিখিতে পারেন। কিন্তু সম্পাদকের কারবার আধিভৌতিক। কাজেই পাঠকের মুখ চাহিয়া তাহাকে চলিতে হয়, নতুবা আর্থিক ও শারীরিক উভয় প্রকার বিপদের আশঙ্কা !!

* * *

কাজেই, আর্থিক জগতের প্রথম বার্ষিকী দিনে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ তিনি পত্রিকার বদলে পঞ্জিকা বাহির করুন। ব্রাহ্মণ মানুষ—অনধিকারী হইবেন না। তবে আজকাল সংস্কারের দিন। সব কিছুতেই মডার্নইজমের যুগ চলিতেছে। চানাচুর প্যাকেটে এবং সন্দেশও বাক্সে বিক্রয় করিয়া modernism বজায় রাখিতে হইতেছে। সুতরাং পঞ্জিকায়ও কিছু সংস্কার প্রয়োজন। পুরাতন পঞ্জিকায় বর্ষারম্ভে প্রথমেই লেখা থাকে শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ইত্যাদি। নূতন পঞ্জিকায় লিখিতে হইবে :—এবার মেট্রোগল্ড্উইন রাজা, প্যারামাউন্ট মন্ত্রী ফল: সাড়ে চারি আনার টিকিট ঘরে গুণ্ডা বৃদ্ধি। মহাপুরুষদের জন্মোৎসব ও তিরোভাবও পঞ্জিকায় উল্লেখ করা হয়। এযুগে মহাপুরুষদের পুরাতন আইডিয়া বদল হইয়াছে। সুতরাং modern পঞ্জিকায় লেখা থাকিবে—৬ই আষাঢ় শুক্রবার রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর মৃত্যুতিথি অথবা ১০ই আশ্বিন বুধবার কুন্দনলাল সাইগল বা চন্দ্রাবতীর জন্মবার্ষিকী !!

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়]

১৯৩৮ সালের বীমা-আইন প্রণয়নের পর হইতে এই ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকলেরই ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এ দেশে এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কিরূপ? এই প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা না হইলে পুঁজিওয়ালা তাহার মূলধন ইহাতে খাটাইতে অগ্রসর হইবে না।

আগামী জুলাই মাসে যে আইন অভিযান সুরু করিবে, তাহা এদেশে বীমা ব্যবসায়ের একটা যুগ-প্রবর্ত্তন করিবে। এতাবৎকাল গভর্ণমেণ্ট বীমা-কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নাই। যদিও গভর্ণমেণ্ট বীমা ব্যবসায়কে "পাবলিক ইউটিলিটি" ব্যবসায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তবুও তাঁহারা ইহার কার্য্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করিতে রাজী হন নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা বিলাতী রীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

"পাবলিক ইউটিলিটি" এই ইংরাজী বাক্যটি ব্যবহার করিলাম, কেন না ইহার ঠিক বাংলা তর্জ্জমা এখনও দেখি নাই। যে ব্যবসায় দ্বারা সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের সামাজিক সুবিধা সৃষ্ট হয়, তাহাই পাবলিক ইউটিলিটি ব্যবসায়। এইরূপ ব্যবসায় যদি অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে, তবে জনসাধারণের ক্ষতি খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই সব ব্যবসায় পরিচালনা ব্যাপারে কতকগুলি মূলগত বিষয়ে নিয়মকানুন প্রস্তুত করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডে দেখা গিয়াছে যে, বীমা ব্যবসায়ের বার্ষিক হিসাব প্রভৃতির বহুল প্রচলন দ্বারাই ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। সেদেশে এখন অন্ততঃপক্ষে জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালনা ব্যাপারের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী বিশেষভাবে অনুসরণ করে এবং জনসাধারণের বিশ্বাস আকৃষ্ট করিতে তৎপর।

ভারতবর্ষে উল্টা ফল ফলিয়াছে। ১৯১২ সালের জীবন-বীমা আইনে কোম্পানীগুলিকে গভর্ণমেণ্ট বিরক্ত করিত না। বছরের শেষে দেয় জামীনের টাকা ফেলিয়া দিলে ও বাৎসরিক হিসাব পেশ করিয়া দিলে গভর্ণমেণ্ট কিছুই বলিত না। আইনে জোর-জবরদস্তি করিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাহার ফলে দেখা গিয়াছে যে—কোম্পানীগুলি সময় মত হিসাব দাখিল করে না, জামীনের টাকা দেয় না।

এবার যে আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহা একজন বাঙ্গালীর দৃঢ়তা ও চেষ্টার ফল। সুতরাং বাঙ্গালী হিসাবে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে, এই আইন বাংলার বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতির সহায়ক হইবে—না বিরোধী হইবে।

এবারকার আইনে একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে যে, যদৃচ্ছা বা হাল-ছাড়া পন্থা (লাইসা-ফেয়ার নীতি) বৃটিশ চরিত্রে খাপ খাইতে পারে, ভারতীয় চরিত্রে চাবুকের রীতিমত ব্যবস্থা না থাকিলে জনসাধারণের সেবা কেহ সৎভাবে করে না। ভারতে জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ নিন্দনীয় কথা শুনিতে খারাপ বটে—নূতন বীমা-আইনের ভিত্তি কিন্তু তাহাই। বীমা-আইনদ্বারা একথা প্রথম এদেশে স্বীকৃত হইল যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত।

নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারী দপ্তরখানা নিজেদের কাঠি যখন তখন ঢুকাইয়া ভাত টিপিয়া দেখিতে পারিবেন।

(১) **পরিচালনা** ঃ—(ক) এই কার্য্য ম্যানেজিং এজেণ্ট করিবে, কি ডিরেক্টররা করিবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। ম্যানেজিং এজেণ্ট কত "জল-পানি" তাঁহাদের পরিশ্রমের জন্য আদায় করিতে পারিবেন—আইন তাহারও নির্দ্দেশ দিল।

(খ) বোর্ড অফ ডিরেক্টর গঠনেও এক-চতুর্থাংশ সম্বন্ধে—আইনের অধিকার রহিল।

(গ) পরিচালনার একটা খুব প্রয়োজনীয় অঙ্গ কোম্পানীর টাকা নিয়োগ। ইহারও একটা সুনির্দ্দিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আইন ছক কাটিয়া দিল। ইহাতে পরিচালকদের কাজ হয়ত কমিল; কিন্তু মস্তিষ্ক বিকলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইল।

(২) **পদ্ধতি-বিষয়ক** ঃ—বীমার চুক্তিমূলক যে পলিসি বীমাকারীদের প্রদান করা হয়, এতাবৎকাল সে সম্বন্ধে কোম্পানীগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সাধারণ আইনমূলক বিষয় ছাড়া পলিসি-সর্ত্তাবলী সম্বন্ধে বাহিরের কাহারও কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু এখন নূতন আইনের বিধান অনুসারে কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের ধরাবাঁধা ব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৩) **আভ্যন্তরীণ কার্য্য ক্রম** ঃ—এতাবৎকাল কোম্পানীগুলি বীমার কাজ যোগাড় করিতে যাহার যেরূপ খুসী সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কাজ যোগাড়ের চেষ্টায় খরচের বেলা অনেকেই তালজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু এখন এ বিষয়ে কিছু বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িতে হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি দুই লাখ টাকা মূলধনেই বীমা-কোম্পানী লাভজনক হইয়া উঠিতে পারে, তবে বাংলাদেশে ধনিকরা এ ব্যবসায়ে আসিল না কেন? বাংলাদেশে বহু লোক আছে, যাহারা অনায়াসে বীমা-কোম্পানীর মত চিরস্থায়ী লাভজনক ব্যবসায়ে ২।৩ লক্ষ টাকা লইয়া অবতরণ করিতে পারে। ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, বাংলাদেশে অর্থবান ব্যক্তি আছে বটে; কিন্তু ক্যাপিটালিষ্ট নাই। বৃহৎ ইনডাষ্ট্রি বা শ্রম-শিল্পের মারফত যাহারা বিত্ত সঞ্চয় করে, তাহারাই সত্যকারের ক্যাপিটালিষ্ট। বাংলার যাহারা ধনী, তাহাদের ধন সঞ্চয়ের প্রধান উপায় মহাজনী বা কুসীদবৃত্তি। এই ব্যবসায়ে বুদ্ধির প্রখরতা লাগে না। অথচ ইহাতে দৃষ্টি ও মন সঙ্কুচিত, হীন হইয়া পড়ে। পাই পয়সার হিসাবে অর্থের প্রতি তাহাদের এমন একটা মমতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বড় কারবারের অনিশ্চিত লাভের জন্য ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিবার সাহস তাহাদের থাকে না।

এই সাহসের অভাব আছে বলিয়াই এদেশে ভাগ্যকুল ও

লাহা এবং অনেক ছোট ছোট ভাগ্যকুল ও লাহা সত্ত্বেও বড় বড় শ্রমশিল্পে বাঙ্গালীর মূলধন নিয়োজিত হয় নাই।

এই সঙ্কোচের জন্য আজ দেখিতেছি যে, আইনের উদ্যত তরবারির সম্মুখে কতকগুলি বাঙ্গালী কোম্পানী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে—অনিবার্য্য ধ্বংসের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আজ বাংলাদেশে এমন লোকের অভাব যে ৩।৪টি দুর্ব্বল কোম্পানীকে একত্র করিয়া একটা সবল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে। যদি একজন বা একাধিক ধনী ইচ্ছা করেন, তবে কতকগুলি কোম্পানীকে সংযুক্ত করিয়া একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন।

তবে একটা কথা এখানে না বলিয়া পারি না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক বাঙ্গালী কোম্পানীর কর্ণধার হইয়া থাকায় একত্রীকরণ ব্যাপারও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। যে কোম্পানীর ২৫।৩০ হাজার টাকা প্রিমিয়ামের আয়—তাহার দৌলতে যাহাদের সংসার প্রতিপালন চলিতেছে—পাছে কোম্পানীতে নূতন ধনী আসিলে নিজেদের রুজী বন্ধ হয়, সেই ভয়ে অনেক সময় ক্যাপিটালিষ্ট পাওয়া গেলেও কোম্পানীর পরিচালকরা নানা অসম্ভব সর্ত্ত করিয়া ক্যাপিটালিষ্টকে দূর করিয়া দিতেছেন।

বাংলার বীমা-ব্যবসায়ের মুখে কালিমা লেপন করিতে বাঙ্গালী চরিত্রই বিশেষতঃ দায়ী। বাংলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন দেখিতেছি যে, দক্ষিণ-পন্থা ও বাম-পন্থার মূলনীতি অপেক্ষা আমি-পন্থা উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে, আমাদের বীমা-ব্যবসায়েও সেইরূপই একটা কিছু কাজ করিতেছে। নহিলে গত বৎসর নূতন-বীমা আইন পাশ হইয়াছে, কিন্তু বিনাশের দ্বারপ্রান্তে যে কোম্পানীগুলি ভীড় জমাইয়া মৃত্যুশ্বাস টানিতেছে, সেগুলির কর্ত্তারা নির্লিপ্ত নিশ্চেষ্টতায় দিন গুজরাণ করিতেছেন। ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছেন না।

বীমা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যতে আলোচনা করিতে গেলে নানা দিক হইতে বিষয়টিকে আলোচনা করিতে হইবে। এই প্রবন্ধে আমি গোড়ার দিকটা অর্থাৎ মূলধনীর মনোবৃত্তির দিকটার উল্লেখ করিলাম। আশা আছে, পরে অন্যান্য দিকের আলোচনা করা সম্ভব হইবে।

আইনের এইরূপ নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া সুস্থদেহে জীবন-বীমা ব্যবসায় বাঁচিয়া থাকিবে কিনা সে কথা বিবেচ্য। যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে—ইহার ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ।

একটা কথা এখানে স্বীকার্য্য এবং সে জন্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথেরই কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে এবার আইনে বিদেশী কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কড়া বিধান আছে, যে কারণে স্রেফ ব্রিটেনের কোম্পানী ছাড়া অন্য যে কোনও দেশের কোম্পানিগুলি—এমন কি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হইলেও—এদেশে কাজ করা লাভজনক মনে করিবে না। যাহারা পূর্ব্বেই এদেশে আসিয়া খুঁটা গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহাদের সম্ভবতঃ কাজ গুটাইয়া ডেরাডাণ্ডা তুলিতে হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রবল প্রতিযোগীর অপসারণ হওয়ায় দেশী কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে। দু'একটি খাস ইংরাজ কোম্পানীও আর এদেশে কাজ করিতে চায় না। সুতরাং নূতন কাজ বা "বিজিনেস" সম্বন্ধে দেশী কোম্পানীগুলির আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। সে দিক দিয়া ভবিষ্যৎ খুবই মোহন, মনোরম ও সার্থকতার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

বাংলাদেশের বীমা-কোম্পানী সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার একটা বিষয় আছে। তাহা এই যে, এদেশে সত্যিকারের ক্যাপিটালিষ্ট বা শ্রেষ্ঠী বীমা-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী নিজ অন্নসংস্থানের চেষ্টায় কোম্পানী গঠন করিয়াছেন এবং অল্প বিত্তসম্পন্ন মধ্যবিত্তের অর্থ কুড়াইয়া কোম্পানী গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অথচ মূলতঃ অন্যান্য দেশে বীমা একটি খাঁটি ক্যাপিটালিষ্ট ব্যবসায়। কেননা এই ব্যবসায়ে টাকা বুনিয়া ফসল তুলিতে যথেষ্ট সময় লাগে, বিদ্যাবত্তা লাগে, পরিচালনার শক্তি প্রয়োজন হয়। ক্যাপিটালিষ্টই সবুর করিতে সক্ষম। অল্পবিত্ত ব্যক্তি আশু তাহার টাকার লাভ দেখিতে চায়।

এই যে ধনী বা ক্যাপিটালিষ্টের অভাব—ইহাই বাংলার বীমা-কোম্পানীগুলির দুর্ব্বলতার একটা প্রধান কারণ। যদি কেহ কোনও ব্যবসায়ে এককালীন এক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দেয়, তবে অর্থের অনটন পড়িলে বা অন্যভাবে প্রয়োজন হইলে আরও টাকা দিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে তাহার আগ্রহ হয়। কিন্তু স্বল্প টাকার শেয়ার হোল্ডাররা এতটা ঘনিষ্ঠভাবে কোম্পানীর শুভাশুভের সঙ্গে জড়িত নহেন। যখন এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যেখানে আরও কিছু টাকা লাগাইলে ভবিষ্যতে ব্যবসায় লাভের দাঁড়াইতে পারে, তখন ক্ষুদ্র Capitalist সাহস পায় না। সে ভাবে যাহা গিয়াছে যাউক—আবার অনিশ্চিতের পশ্চাতে ঘরের টাকা পাঠাই কেন?—ক্ষতি যাহা হইয়াছে ৫০।১০০ উহাই যথেষ্ট।

নূতন আইন ২।৩ বৎসর প্রচলিত থাকিলে বীমা-ব্যবসায়ের পদ্ধতি ও পরিচালনা এমন একটা রূপ গ্রহণ করিবে যে, তাহাতে কোনও কোম্পানী শীঘ্র ধায়েল হইয়া পড়িবার সুযোগ পাইবে না। যে সব ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটির জন্য বীমা-ব্যবসায়ে এপর্য্যন্ত আমরা সফল হই নাই, সেগুলি অনেকটা বাধা পাইবে। আপাততঃ অবশ্য আইনের ঠেলায় অনেক কোম্পানী গতাসু হইবে। কিন্তু অতঃপর এই ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর যখন ধনীর আস্থা আসিবে, তখন আশা করা যায় যে, অর্থবান ধনী এই ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে। কেননা পরিচালনা জানিলে বীমা-ব্যবসায়ে অন্ততঃপক্ষে জীবন-বীমা বিভাগে ক্ষতি হইতে পারে না। ধনী যেদিন এই সত্য আবিষ্কার করিবে, সেদিন বীমা-ব্যবসায়ে সে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া উপস্থিত হইবে। কেননা, এই ব্যবসায়ের একটা বিশেষত্ব এই যে ইহার জন্য খুব বেশী টাকার বা মূলধনের দরকার হয় না। একটা পাটের কল, কাপড়ের কল বা চিনির কল দাঁড় করাইতে হইলে ন্যূন-পক্ষে ৮।১০ লক্ষ টাকা না থাকিলে লাভের আশা দুরূহ। এমন কি তাহাকে লাভজনক দাঁড় করান যায় না। কিন্তু একটা বীমা কোম্পানীকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে দুই লক্ষ টাকা লইয়া আরম্ভ করিলেই হয়—অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বকালে শুধু ৫০০০০ টাকা লইয়া আরম্ভ করিয়াই বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আইনের জন্য অত অল্প টাকায় সাফল্য সম্ভব নহে।

বস্ত্রশিল্পে অতীত বঙ্গের গৌরব

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

বাঙালীর মত আত্মবিস্মৃত জাতি ভূভারতে কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। চাকুরী ও পোযাকী বিদ্যাচর্চ্চা সম্বল করিয়া ইংরাজ আমলের এই দুইশত বৎসর যে জাতি কাটাইয়া দিল তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা যে লোপ পাইবে তাহা বিচিত্র কি? জগতের এই বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝে সকল প্রকার জীবিকায় অপটু বাঙালী আজ তাই দিশহারা হইয়া ঘুরিতেছে। একদিন ছিল যখন বাঙালী রাজনীতি করিত, দেশের রাষ্ট্রগুরু হইয়া মুক্তিমন্ত্রে ভারতকে দীক্ষা দিত। আজ তাহার সে ব্যবসাও ঘুচিয়া গিয়াছে কারণ এখন জাতীয় জাগরণ প্রতি প্রদেশে আত্মসম্বিৎ আনিয়াছে, দীক্ষাগুরুর আর আবশ্যকতা নাই।

জিহ্বা ও কলম দুই-ই যাহার অচল সে জাতি এখন কি করিয়া দিনপাত করিবে? ভারত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সতের কোটী টাকার বিদেশী চিনি বহিষ্কার করিয়া দিয়া বিপুল শর্করা শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে; ইহাতে বাঙ্গালীর হাত আদৌ নাই। বাঙালীর তখন স্কুলের গুঁতা হজম করিয়া আব খোরাকী ভলান্টিয়ারী করিতেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের তুচ্ছ কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাহার হয় নাই। ১৯০৬ সালে বাঙালী স্বদেশী আন্দোলন করিয়া দলে দলে মায়ের মন্দিরে শপথ করিয়াছিল স্বদেশী বস্ত্র ছাড়া সে পড়িবে না। তাহার ফলে আহমেদাবাদে বোম্বাইয়ে স্বদেশী ল্যাঙ্কাশায়ার গড়িয়া উঠিয়াছে; বাঙালী জোগাইয়াছে প্রচুর মুখর ভাব, আর ভাটিয়া গুজরাটিরা করিয়াছে নিঃশব্দে কাজ। আজ তাই বাঙালার মাত্র ২৭টি কাপড়ের কল আর বোম্বাই প্রদেশে তাহার সংখ্যা ১৯৪ টি।

ভারতীয়বস্ত্র শিল্পের এই যে অপূর্ব্ব ময়দানবী সৃষ্টি এতদিন ইহার তুলা আসিত মিশর ও মার্কিন দেশ হইতে। লম্বা আঁশের তুলা প্রথমে ভারতে গজাইত না, তাহাও লয়েড ব্যারেজের অনুকম্পায় সিন্ধুদেশে আজ প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হইতেছে। বাংলা অবশ্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই। বাঙালী জাতি হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে যে ঢাকার মসলীন বাংলারই শ্রেষ্ঠ শিরাজ তুলায় প্রস্তুত হইত। ব্রোচ, খান্দেস, মার্কিন, মিশর হইতে তুলা আমদানী করিয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ সরবতী, আবরোঁয়া, মলমলখাস কাসিদা, নয়নসুখ, মেঘডুম্বুর, জামদানী আদি মসলীন হইত না। নারায়ণগঞ্জ হইতে উত্তর দিকে মেঘনার পশ্চিম ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটে যে ভূভাগে মসলীন জন্মিত, সে কেবল চৌযট্টি পঁয়ষট্টি মাইল মাত্র।

মৈমনসিংহে বাজিৎপুর, কাপাসাটিয়া কাটাখালি, জঙ্গলবাড়ী, আবদুল্লাপুর বত্রিশ এই সব জায়গায় সিরাজতুলা পাওয়া যাইত। ফাটিবার পূর্ব্বে তুলার ফল ঘরে তুলিয়া শুকাইয়া লওয়া হইত। তাহারও আবারে উপরের তুলা মোটা কাজে, মাঝের তুলা মাঝারী কাজে এবং বীচির গায়ে জড়ানো নরম তুলায়ই কেবল মসলীনের সূতা প্রস্তুত হইত। বড় বড় বোয়াল মাছের কান্‌কো ও দাঁতের দ্বারা এই তুলার বাছাই বা মিছিল হইত। মাথা ভাঙা খুব পাকা "জাই" বাঁশের ক্ষুদ্র ধনুক দিয়া খুব সতর্ক কোমল হস্তে ইহা বুনিতে হইত। ১৫।২০ বৎসর বয়সের স্বাস্থ্যবতী ধীর স্বভাবা হিন্দু মেয়েরা ছাড়া মসলীনের সূতা কেহ প্রস্তুত করিতে পারিত না। কারণ একাজের জন্য আবশ্যক হইত প্রচুর ধৈর্য্য ও অতিশয় ধীর কোমল স্পর্শ। শেষরাত্রে বিশেষ অনুকূল আবহাওয়া বুঝিয়া দক্ষ বৃদ্ধাদের অধীনে স্নাত শুদ্ধ অবস্থায় মেয়েরা সূতা কটিতে বসিত। এক একটি মসলীন বুনিতে এক বৎসর লাগিত, যাহার ২০ হাত লম্বা একটি সাড়ী সুপারীর খোলায় রাখিতে পারা যাইত।

মার্কো পোলো, র‍্যাল্‌ফ ফিচ, আবুল্‌ ফজল্‌ প্রভৃতি পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকেরা কবিত্বের ভাষায় এই মসলীনের নাম দিয়াছেন "আব্‌ই রাওয়ান্‌ বা প্রবহমান সলিল, বাফ্‌ৎ হাওয়া বা বুনন করা বাতাস, সাবনাম্‌ বা সান্ধ্য শিশির। জলে বা শিশির সিক্ত ঘাসে সে মসলীন দেখা যাইত না এবং আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘের মত মনে হইত। বহু কোটী টাকার মসলীন ঢাকা সোণার গাঁও হইতে রোম তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া ইটালী ও ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত।

ভারতের মসলীনের জগতে তুলনা ছিল না। য়ুরোপের মানুষ ভাবিত এ বস্ত্র বোধ হয় স্বর্গের পরীরা বুনে, মানুষের ইহা সাধ্যের অতীত। সম্রাট আউরঙ্গজেবের কন্যা বেগম জেব উন্নিসা ১০ আউন্স ওজনের ২০ হাত লম্বা একখানি মসলীন ৮ ফেরতা ঘুরাইয়া দেহে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্বেও সম্রাট মনে করিয়াছিলেন কন্যার দেহে বস্ত্র নাই। পারস্যের রাজদূত মহম্মদ আলি বেগম পারস্যের শাহকে ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি কারুকার্য্যখচিত মসলীন একটি ক্ষুদ্র নারিকেলের খোলার ভিতরে করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ৩০ হাত দীর্ঘ ও ২ হাত প্রস্থ মসলীন ওজনে ৪।৫ তোলা মাত্র হইত।

আজ সুভাষচন্দ্র কটন মিলের কর্ণধাররূপে শিল্পক্ষেত্রে আসিয়া আমি ইতিহাসের পাতায় যে বাঙালী শিল্পীর সন্ধান পাইতেছি এ কি সেই বাঙালী জাতি? আগামী পাঁচ বৎসরে বাঙালীর বস্ত্র শিল্পে হয়তো ২৭টির স্থানে তাহার দ্বিগুণ মিল গড়িয়া উঠিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠুক মেদিনীপুর, বাঁকুরা, চট্টগ্রাম বীরভূমের উষর প্রান্তর পুড়িয়া উন্নত তূলার ক্ষেত্র, যাহাতে বাংলার তূলায় বাঙালী মিলে ও তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রে বাঙালার লজ্জা নিবারণ হয়।

লম্বা আঁশের তূলা উৎপাদনে একলপ্তে বিস্তীর্ণ জমি ও ট্র্যাক্টর লইয়া বাঙ্গালীকে কার্য্যে নামিতে হইবে। চাষীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত খামারকে যৌথ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে তূলার আবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে। শিক্ষিত বেকাররা চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরিয়া তূলার আবাদে মন দিন, বাঙ্গালী ধনীরা তাহাদের আনুকূল্য করুণ। আমার বন্ধুবর বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জমিদারী ভেদিয়ায় সাত হাজার বিঘা জমি আখ ও তূলার আবাদের জন্য পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এখানে সোণা ফলাইবার জন্য ডাক পড়িয়াছে ধনী ভাটিয়ার। এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? এ আত্মবিস্মৃত জাতি জাগিবে কবে?

বাংলায় বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক

[শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, "ব্যবসায়ে বাঙ্গালী" প্রণেতা]

বাংলায় বাঙালী পরিচালিত অনেকগুলি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ মূলধন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হইয়াছে, শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা অধিকাংশ ব্যাঙ্কের তাহার ৫'আনা পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পর হইতে বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের উপর দেশের লোকের একটা বিরক্তিভাব জন্মিয়াছে। ইহা যে খুব অন্যায় ও অস্বাভাবিক তাহা বলা চলে না। এজন্য দেশের লোককে দোষ দেওয়াও যায় না; কারণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বাঙালী তাহার সম্বল হারাইয়া বসিয়াছে।

এই সমস্ত নূতন নূতন ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রীত মূলধন যেমন সামান্য, জনসাধারণের আমানতী টাকাও তেমনি কম। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণ নিঃসন্দেহ নয়, তাহাতে টাকা আমানত রাখিতে কেহ সাহস পায় না। বড় বড় ধনী বা ব্যবসায়ীদিগের এই সমস্ত ব্যাঙ্কের সহিত কোন কারবার নাই। অনুরোধ কিংবা খাতিরে পড়িয়া কোন ধনী বা বড় ব্যবসায়ী উহাতে চলতি হিসাব খোলেন, কিন্তু টাকা জমা দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে চেকের দ্বারা উহা উঠাইয়া লন। উক্ত টাকা দুই একদিনের জন্য খাটাইবারও ব্যাঙ্কের সুযোগ হয় না। অনেকে আবার টাকা ধার পাওয়ার সুবিধার জন্যও এই সমস্ত ব্যাঙ্কে হিসাব খোলেন। এই সমস্ত ক্ষুদে ব্যাঙ্কের কৃপায় আজকাল পান বিড়িওয়ালার নিকট তাগাদায় গেলে, তাহারাও ব্যাঙ্কের একখানি চেক বহি বাহির করিয়া চেক দেয়; তাহাও আবার ব্যাঙ্ক হইতে ফেরত হয়। চেকের দ্বারা টাকা আদান প্রদানে এতদিন যে একটা সম্ভ্রম ও সুবিধা ছিল,—কিন্তু এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক সৃষ্টির জন্য তাহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে। ইহাতে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারনের অশ্রদ্ধার ভাব যেন আরও বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যার্থে বাঙালী জাতির ব্যাঙ্কের যে বিশেষ প্রয়োজন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তাহা কি এই দু'দশ হাজারী ক্ষুদে ক্ষুদে ব্যাঙ্ক? অনেকে আবার তর্ক করিয়া থাকেন যে, এই সমস্ত ক্ষুদে ব্যাঙ্কগুলি, একদিন বৃহদাকারে পরিণত হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে। কিন্তু সুদে টাকা খাটানোই যাহাদের প্রধান ব্যবসা, তাহাদের যদি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন না থাকে, তাহা হইলে লাভ করাতো দূরের কথা, পরিচালন ব্যয়ের জন্য মূলধন পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়।

পরিচালন নীতি

ব্যাঙ্কের মূলধন যত সামান্য হউক, কিন্তু পরিচালন ব্যয় কম হয় না এবং ইহার দায়িত্বও অত্যন্ত বেশী। যাহাদের ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের দ্বারা জনসাধারণের টাকায় ব্যাঙ্ক পরিচালন বড়ই বিপজ্জনক। বর্ত্তমান বেকার সমস্যার সুযোগে অনেকগুলি বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক শিক্ষিত, কর্ম্মঠ যুবকদিগকে কিছুকাল বিনা বেতনে এবং পরে সামান্য কিছু ভাতা প্রদানে অল্প ব্যয়ের মধ্যে কার্য্য পরিচালন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তো, ব্যাঙ্কের বিশেষ কোন লাভ দেখা যায় না। কারণ এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন যেমন অপ্রচুর, টাকা খাটানোর সুযোগ সুবিধাও তেমনি কম। মূলধন বেশী না হইলে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ধার দেওয়া চলে না; তজ্জন্য এই সমস্ত ব্যাঙ্ক সামান্য পরিমাণ মূলধন লইয়া যত্র-তত্র টাকা দাদন করেন এবং ঐ সমস্ত দাদনে মামলা মোকদ্দমায় পড়িয়া অনেক স্থলে ব্যাঙ্কের লোকসান হয়।

এই সমস্ত ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ মূলধন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যত্র-তত্র অনেকগুলি শাখা আফিস স্থাপন করেন; তাহার ফলে হয় তো কিছু টাকা সংগ্রহ হয়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন শাখার পরিচালন ব্যয় এত বেশী বাড়িয়া যায় যে উক্ত শাখা হইতে শেয়ার বিক্রয়, আমানতী প্রভৃতির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ খাটাইয়াও পরিচালন ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন ব্যাঙ্ক ভিন্ন স্থানে একটি শাখা অফিস স্থাপন করেন, তাহার অফিস ভাড়া, খাতাপত্র সাজ-সরঞ্জাম, ও কর্ম্মচারীগণের বেতন—বর্ত্তমান বেকার সমস্যার সুযোগে সস্তায় কর্ম্মচারী মিলিলেও, বার্ষিক ৩৫০০ হইতে ৪০০০৲ টাকার কমে কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না। যদি এইরূপ একটি আনুমানিক হিসাব ধরা যায় যে, কোন একটী শাখা আফিস স্থাপনে শেয়ার বিক্রয়, স্থায়ী আমানত ও চলতি হিসাবে এক লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে চলতি হিসাবের আমানতী টাকার অন্ততঃ ১/৩ অংশ চেকের টাকা প্রদানের জন্য সর্ব্বদা মজুত রাখিতে হইবে। যে ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রকারে মূলধন একলক্ষ টাকা, তাহার যদি ত্রিশ-হাজার টাকা সর্ব্বদার জন্য মজুত রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাকী ৭০ হাজার টাকা যদি গড়ে ৮৲ টাকা সুদেও দাদন করা যায়, তবে ব্যাঙ্কের বার্ষিক ৫৬০০৲ টাকা মোট মুনাফা ধরা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে স্থায়ী আমানতকারী দিগের ৪০ হাজার টাকার সুদ যদি শতকরা ৪॥০ টাকা হিসাবে দেওয়া যায়, তাহা

হইলে উক্ত আমানতকারীদিগকে বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা সুদ দিতে হইবে। চলতি হিসাবের আমানতকারীদিগের যদি ৪০ হাজার টাকার সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে গড়ে ৪০০৲ টাকা ব্যয়। ৭০ হাজার টাকা খাটাইয়া যদি ব্যাঙ্কের গড়ে ৫৬০০৲ টাকা মুনাফা হয়, তাহা হইলে আমানতী টাকার সুদে ও পরিচালন ব্যয় ধরিয়া ব্যাঙ্কের লোকসান ছাড়া লাভ থাকে না। বর্ত্তমান দিনে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপনে একলক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করাও একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং বাঙ্গালী পরিচালিত এই সমস্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী শাখা আফিস স্থাপন করা মারাত্মক ভুল বলিয়াই মনে হয়। নবগঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কিছু মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি শাখা আফিস স্থাপন করিয়া পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি করা মোটেই সমীচিন নহে। অল্প বয়সের মধ্যে মূল ব্যাঙ্কটী যাহাতে মূলধন বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়, সেই চেষ্টা করাই উচিত। যদি কোথায় শাখা আফিস স্থাপন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উহা এমন সমস্ত শিল্প-ব্যবসা কেন্দ্রে খোলা উচিত যথায় টাকা আমানত প্রাপ্তির ও দাদনে খাটানোর সুবিধা আছে। কলিয়ারী, বয়ন-শিল্প, শর্করা-শিল্প প্রভৃতি অবস্থিত অঞ্চলে শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপনে টাকা দাদনের পক্ষে অনেকটা সুবিধা ঘটিয়া থাকে। খাটানোর সুযোগ সুবিধা না থাকিলে শুধু টাকা আমানত পাইলে তাহাতে ব্যাঙ্কের লাভ কি? তবে যদি শাখা আফিস কর্ত্তৃক শেয়ার বিক্রয় ও আমানতীতে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হয় এবং ঐ টাকা প্রধান আফিসে নিরাপদে বেশী সুদে খাটানোর সুবিধা থাকে, ও তাহার সুদের দ্বারা শাখা আফিসের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া লাভ থাকিতে পারে, এমন কোন সম্ভাবনা থাকিলে, তবে ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপন করা চলে, নচেৎ উহাতে লোকসান হয়।

বোম্বাই প্রদেশের কতকগুলি ব্যাঙ্ক বাংলার বহুস্থানে শাখা স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাতে তাহারা প্রচুর পরিমাণে বাংলার টাকা আমানত পাইতেছে। ঐ সমস্ত টাকা তাহারা বাঙ্গালীর কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে দাদন করে না। এখানকার সংগৃহীত মূলধন তাহারা নিজেদের প্রদেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে দাদন করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বাংলার কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। ভারতের অন্যান্য দেশের সুচতুর ব্যবসায়ীরা বাংলা হইতে সামান্য সুদে মূলধন সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যে খাটায়; ইহাতে এক দিকে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক যেমন লাভ করে, অন্যদিকে নিজ নিজ প্রদেশের শিল্প-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, অথচ তথায় বাঙ্গালীর এমন কোন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক নাই, যাহার সাহায্যে এ দেশের শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলায় যদি এমন কোন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সাহায্য হইতে পারিত। ভারতের মধ্যে বোম্বে, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বয়ন-শিল্প, শর্করা-শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান যদি তত্রত্য ব্যাঙ্কের সাহায্য না পাইত, তাহা হইলে তাহারা এত দ্রুত কখনই উন্নতিলাভে সক্ষম হইত না।

বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, প্রথম বৎসরে যদি ব্যাঙ্কের সামান্য কিছু লাভ হয়, তাহাই তাঁহারা অংশীদারগণকে লভ্যাংশ (divident) প্রদান করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু এই নীতি সমীচিন নহে। ইহা একপ্রকার ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অন্ততঃ দু'তিন বছরের মুনাফার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে মজুত রাখিয়া, ব্যাঙ্ক একটু শক্তিশালী হইলে, তবে লভ্যাংশ প্রদান করা উচিত। কোন নবগঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রথম ২।৪ বৎসর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান না করিলেও বিশেষ ক্ষতির কারণ হয় না; কিন্তু ২।১ বৎসর লভ্যাংশ প্রদান করিয়া পরে যদি উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে জনসাধারণের মনে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইতে পারে। ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি যদি ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইতে থাকে, তাহার জন্য আর বেশী প্রচারের আবশ্যক হয় না। কোন ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করিতে হইলে, জনসাধারণ প্রথমেই ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তবে কারবার আরম্ভ করে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উকিল, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে টানিয়া লইয়া ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা নিজেদের কাজ লইয়া অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকেন; সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ইহাদের মনোযোগ দিবার বড় একটা অবসর থাকে না। সুতরাং যাঁহারা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, তাঁহাদের যদি আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হওয়া সম্ভব কি? একপ ক্ষেত্রে একমাত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কর্ত্তৃত্বে কোম্পানী পরিচালিত হইতে দেখা যায়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি সৎ ও কর্ম্মঠ লোক হন, তাহা হইলেও অন্যান্য ডিরেক্টরগণের, তাঁহার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং কোম্পানীর হিতার্থে নূতন নূতন যুক্তি পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য। অংশীদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যের কোন প্রকার ত্রুটি বা অবহেলায় ক্ষমা করা চলে না। এজন্য প্রত্যেক সদস্যের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তাঁহাদের যদি জনসাধারণের কার্য্যের দায়িত্ব বহন করিবার ক্ষমতা ও অবসর না ঘটে, তবে সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়াই উচিত নহে।

বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সদস্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কেহ কেহ হয় তো আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতকে প্রতিষ্ঠানের চাকুরী দিতে চেষ্টা করেন, ভক্ত ও অনুরক্তগণকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার দেওয়াইয়া নিজেদের পশার প্রতিপত্তি বাড়াইতে সচেষ্ট থাকেন; এতদুভয় সঙ্কল্প লইয়াও অনেককে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে দেখা যায়। ব্যাঙ্কের যাঁহারা ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, অন্ততঃপক্ষে তাঁহাদের পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার খরিদ করিতে হইবে, এই প্রকার নিয়ম থাকা উচিত। যাঁহারা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিবেন, তাঁহাদের নিজের স্বার্থ যদি উহাতে বেশী থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানও বৃদ্ধি পায়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় করিতে হইলে, ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অভিজ্ঞ এমন দুই তিন জন সদস্য অন্ততঃ তাহার মধ্যে থাকা উচিত; নতুবা একজন তুলা ব্যবসায়ী বা একজন চাউলের ব্যবসায়ী উহার মধ্যে সদস্য হইলে চলিবে না। যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে,

তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, এমন সদস্য ছাড়া, সেই প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়া সম্ভব হয় না।

বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক হইতে যখন কোন চল্‌তি আমানতকারীর হিসাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখন উক্ত আমানতকারীর নিকট হইতে চেক বইয়ের অবশিষ্ট পাতাগুলি ফেরৎ লওয়া হয় না। এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উক্ত আমানতকারী তাহার পাওনাদারকে মিথ্যা চেক দিয়া অনেক সময় প্রতারিত করিয়া থাকে। বিদেশী ব্যাঙ্ক এ সম্বন্ধে হুঁসিয়ার; কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত কোন কোন ব্যাঙ্কের এই সমস্ত ত্রুটির জন্য অনেক সময় দুর্নামগ্রস্ত হইতে হয়। কোন ব্যাঙ্কের শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট হইতে অর্দ্ধেকের বেশী টাকা আদায় করা মোটেই উচিত নহে। উহাতে ব্যাঙ্কের বিপদের দিনে বাকী টাকায় ব্যাঙ্ক তাহার দুঃসময় কাটাইতে পারে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্কের যদি এমন একজন বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী থাকে, যিনি সর্ব্বদা বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া আমানতকারী ও খাতক সংগ্রহ করিবেন এবং যে সমস্ত খাতককে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কাজ কারবারের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ দিবেন। যদি কোন খাতকের টাকা অনাদায়ের সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে উক্ত কর্ম্মচারী আপোষে কিংবা মামলা মকদ্দমায় টাকা আদায়ের জন্য চেষ্টা করিবেন। এই ব্যক্তি ব্যাঙ্কের কোন কর্ম্মচারী হিসাবে পরিচয় না দিয়া যদি দালাল কিংবা গোয়েন্দার ন্যায় কতকটা গোপনভাবে চলে, তাহা হইলে কাজ আরও ভাল হইতে পারে।

সহরাঞ্চলের বড় বড় ব্যবসা কখনও দালাল ভিন্ন চলে না। ব্যাঙ্কও যখন একটী দাদনী ব্যবসায়, তখন ইহার দালাল থাকা আবশ্যক। বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালাল বাজারের যে সমস্ত খরিদ্দারকে ধার দিতে বলে, মহাজনেরা তাহাকেই ধার দিয়া থাকে। সহরাঞ্চলে যদি ব্যবসায়ীদের দালাল না থাকিত, তাহা হইলে বড় বড় সওদাগরী আফিসও চলিত না। ব্যবসার বর্ত্তমান প্রতিযোগীতার দিনে শুধু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া আফিসের চেয়ারে বসিয়া, কখন কোন আমানতকারী বা খাতক আসিবে সে প্রতীক্ষায় থাকিলে আর চলিবেনা। রীতিমত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কাজ যোগাড় করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লওয়া আবার ভাল ভাল খাতকের পক্ষে ও অনেকটা অসুবিধার আছে। কারণ প্রথমতঃ খাতকের দরখাস্ত দিয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন ডিরেক্টর বোর্ডের অবসর মত মিটিং হইবে, তখন উহা বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। এইজন্য এত হাঙ্গামা করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা লইতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। ইহাতে তাহারা পশার প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হইবারও বেশী আশঙ্কা করে। মাড়োয়ারী মহাজনদের টেলিফোনে একটু সংবাদ দিলে, যখন বাড়ী বসিয়া গোপনে হুণ্ডিতে টাকা পাওয়া যায়, তখন ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীরা উহাতে দশ টাকা বেশী সুদ লাগিলেও উহাই সুবিধা মনে করে। ব্যাঙ্কের নিকট দরখাস্ত করিয়া ঐ টাকা মঞ্জুর হইতে যে সুদীর্ঘ সময় লাগে, তাহাতে হয়তো অনেকের টাকার গরজ মিটিয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এই জাতীয় সম্ভ্রান্ত খাতকগণের জন্য তাঁহাদের নিয়মকানুনের কতকটা সহজ পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাহা হইলে যথেষ্ট সুফলের আশা করা যায়।

দাদননীতি

হৃৎপিণ্ডের শক্তি অনুযায়ী মানুষ যেমন সবল ও দুর্ব্বল হয়, ব্যাঙ্কেরও তেমনি দাদননীতির উপরই ইহার জীবনীশক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মূলধন সংগ্রহ করা বরং সহজ, কিন্তু ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালন বড়ই কঠিন। ইহারই জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোকের আবশ্যক। যে ব্যাঙ্কের দাদননীতি ভাল, কর্ত্তৃপক্ষের চুরি ডাকাতি ছাড়া তাহার উন্নতি সুনিশ্চিত।

বাঙালী ব্যাঙ্কের মূলধনও যেমন কম, দাদন নীতিও সুবিধার নয়। এই সামান্য মূলধনে কোন বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে টাকা ধার দেওয়া চলে না। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত হারে সুদ প্রদানে আমানতকারীদিগের নিকট হইতে টাকা জমা লইতে হয়; সুতরাং অল্প সুদেও তাহাকে টাকা ধার দেওয়া চলে না। বড় বড় ব্যবসায়ীরা—যাহারা অল্প সুদে টাকা পায়, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের, উক্ত দাদনে খাটাইবার উপযোগী মূলধন মজুত থাকিলেও, তাহারা কম সুদে দিতে পারে না। তজ্জন্য বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের যত্রতত্র টাকা দাদন করিতে হয়। প্রথমতঃ বাড়ীঘর, সম্পত্তি বন্ধকে টাকা দাদন করা হইলে উহা আটকাইয়া থাকে; ৬ মাস অন্তর সুদের টাকাও আদায় হয় না। অনেক সময় ইহাতে মামলা মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িতে হয়। তবে যদি ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ তাহার চল্‌তি ব্যবসায়ের জন্য বাড়ীঘর, সম্পত্তি

জামিন রাখিয়া সাময়িকভাবে ধার (occassional overdraft) লয়েন, তাহাতে বিপদের আশঙ্কা অনেকটা কম। কারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বদাই টাকা আনাগোনা চলে। সাধারণ গৃহস্থ বা সম্পত্তিশালী লোককে যদি এইভাবে টাকা ধার দেওয়া যায়, তাহাতে ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা আটকাইয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা। মফঃস্বলের ছোট বড় সমস্ত ব্যাঙ্ক ও লোন কোং খাতকের জমীজমা, সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের তহবিলে এমন টাকা মজুত নাই যে, মামলা মোকদ্দমা করিয়া ঐ সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তি নীলাম বিক্রয়ের দ্বারা কতকটা ওয়াশীল করা চলে। খাতকের সম্পত্তি নীলাম বিক্রয়ে ব্যাঙ্কের সমুদয় টাকা ওয়াশীল হইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ বর্ত্তমান সময়ে আগ্রহশীল সম্পত্তির গ্রাহক ও দেশে বিশেষ দেখা যায় না।

কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় বিদেশী ব্যাঙ্ক আছে, তাহারা বাড়ীঘর, সম্পত্তি বন্ধকে টাকা দাদন করিতে রাজী নহে। অথচ ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের এত প্রচুর পরিমাণে রিজার্ভ ফণ্ড আছে, যাহাতে আমানতকারীদিগের চলতি হিসাবের (current account) টাকা প্রদানের জন্য মোটেই আটকায় না, তথাপি যে দাদনে টাকা দীর্ঘকাল আটকাইয়া থাকে, তাহারা তাহা কখনই করে না।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করাই ব্যাঙ্কের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ীদের সর্ব্বদা টাকার আদান প্রদান চলে; তজ্জন্য তাহাদের নিকট একেবারে টাকা আট্কা পড়িয়া থাকে না। সাধারণতঃ সাময়িক ভাবেই ব্যবসায়ীদের টাকার আবশ্যক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যবসায়ী হয়তো তাহার পাওনাদারকে দশ হাজার টাকার চেক্ দিয়াছেন, কিন্তু তাহার ব্যাঙ্কের হিসাবে মাত্র পাচ হাজার টাকা জমা আছে; এরূপক্ষেত্রে যদি উক্ত ব্যবসায়ীকে কয়েকদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সুদে পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয় না। কারণ উক্ত ব্যবসায়ী ক্রমশঃ ২।৪ দিনের মধ্যেই উক্ত টাকা ব্যাঙ্কে পূরণ করিয়া দিতে পারেন। ইহাকে সাময়িক ধার (occassional overdraft) বলে। ব্যবসায়ীদের এ প্রকার টাকার আবশ্যক অনেক সময়ই হইয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের কারবারের অবস্থা কি প্রকার, তাহা ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন (Transaction) হইতেই অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে। এই জাতীয় ব্যবসায়ীদের কারবারের অবস্থা যদি ভাল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন জামিন বা বন্ধক না লইয়াও শুধু একটা হ্যাণ্ডনোটে সাময়িক ধার দেওয়া চলিতে পারে। তাহাতে ব্যাঙ্কের বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। তবে যদি এই জাতীয় লেন্‌দেন প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে, তাহা হইলে একটা জামিন লওয়া নিরাপদ। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর এক এক সময় প্রচুর পরিমানে টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকিতে দেখা যায়, তাঁহাদের হঠাৎ আবশ্যকবোধে শুধু হ্যাণ্ডনোটের উপর সাময়িক ধার দিলে কোন আশঙ্কার হেতু নাই।

ব্যবসায়ীদের কারবারের মালপত্র বন্ধকে (Hypothetic stock in-trade) অনেক বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদা কারবারে বসিয়া মালপত্র খরিদ বিক্রয় করিবে, অথচ সেই জিনিসই কিভাবে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক থাকিতে পারে, ইহা বুঝি না। এই জাতীয় বন্ধকে ব্যাঙ্কের পক্ষে নিরাপত্তাই বা কি! ব্যবসায়ীরা তো ইচ্ছা করিলে কারবারের সমস্ত মালপত্র বিক্রয় করিয়া সরিয়া পড়িতেও পারে। তবে যদি ব্যাঙ্কের কোন কর্ম্মচারী সর্ব্বদা কারবারে উপস্থিত থাকিয়া ক্যাসিয়ারের কাজ করে, তাহা হইলে সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে একপক্ষে উহা ব্যাঙ্কেরই ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায়। সকল কারবারে এই প্রকার পদ্ধতিতে দাদন দেওয়া চলে না। যদি কোন পুরাতন ব্যবসায়ী—যাহার বাজারে বহু টাকা পাওনা আছে, অথচ কার্য্যকরী মূলধনের অভাবে কারবারটী বন্ধ হইয়া যাইতেছে, এরূপক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক টাকা দাদন করিয়া যদি উহা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে এবং ক্রমশঃ তাহার পাওনা টাকা আদায় পত্র করিয়া ব্যাঙ্কের প্রদত্ত দাদনী টাকা ওয়াশীল কাটিয়া লইবার ঝুঁকি ঘাড়ে লয়, তবে এ প্রকার দাদন চলিতে পারে।

ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যবসায়ীদের মজুদ মালের গুদাম বন্ধক করিয়া টাকা দাদন দেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যবসায়ীর চিনির গুদামে যদি এক লক্ষ টাকার মাল মজুত থাকে, তবে উহার শতকরা ২৫৲ টাকা হারে হ্রাসমূল্য (margin) হাতে রাখিয়া উক্ত ব্যবসায়ীকে ৭৫ হাজার টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে উক্ত মাল গুদাম সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের দখলে থাকিবে। ব্যবসায়ী খরিদ্দার সংগ্রহ করিয়া যখন যে পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিবেন, ব্যাঙ্ক তাহাকে সেই পরিমাণ টাকার মাল ছাড়িয়া দিবে। অনেক সময় এই জাতীয় বন্ধক দাতা ব্যবসায়ীরা নিজেরা ব্যাঙ্কে কোন টাকা জমা না দিয়া খরিদ্দারের নামে মালের মূল্যের একখানি বিল করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরণ করে, ব্যাঙ্ক খরিদ্দারের নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় করিয়া মাল ডেলিভারি দিয়া থাকে। এই টাকা আদায়ের জন্যও ব্যাঙ্ক শতকরা একটা কমিশন লইয়া থাকে। বড় বড় ব্যাঙ্ক এই ভাবের শিল্প বাণিজ্যে বেশী বেশী টাকা খাটাইয়া থাকে। ইহাতে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী উভয়ই লাভবান হয়। এই দাদন ব্যাঙ্কের পক্ষেও যেমন নিরাপদ, ব্যবসায়ীদেরও তেমনি সুবিধা। চিনির কলে বৎসরে ৬ মাস মাত্র কাজ চলে, আর ৬ মাস মজুত মাল বিক্রয় হয়; কিন্তু কোন চিনির কলওয়ালাদের এত প্রচুর পরিমাণে টাকা থাকে না যে, তাহারা তাহাদের উৎপন্ন মাল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রাখিতে পারে, তজ্জন্য ব্যাঙ্কের নিকট মজুত মালের গুদাম বন্ধক রাখিয়া তাহারা প্রচুর পরিমাণে মাল মজুত রাখে। সুতরাং ব্যাঙ্কের সাহায্য ভিন্ন এই জাতীয় কোন শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে এই জাতীয় ব্যাঙ্কের যে একান্ত আবশ্যক ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

ব্যাঙ্ক এই ভাবে যে কোন ব্যবসায়ে টাকা দাদন খাটাইতে পারে। যদি কোন ব্যবসায়ী ৪০ হাজার টাকার চাউল মজুত রাখিতে চায়, তাহার নিকট হইতে উহার হ্রাসমূল্য (margin) দশ হাজার টাকা জমা লইয়া ত্রিশ হাজার টাকা ধার দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু উক্ত মাল গুদাম সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের দখলে থাকা চাই এবং উহা বীমা করিয়া রাখাও আবশ্যক।

যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন করিতে হইলে ব্যাঙ্কের প্রথমেই লক্ষ্য রাখা উচিত, উক্ত কারবারে ব্যবসায়ীর

নিজস্ব-মূলধন কত এবং বাজারে দেনা-পাওনার পরিমাণ, মাসিক খরিদ বিক্রী, ব্যাঙ্কের সহিত কত টাকা পরিমাণ লেনদেন (Transaction) চলে, ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইয়া যদি বোঝা যায় যে, ব্যবসায়ীর নিজস্ব দশ হাজার টাকা পুঁজি কারবারে খাটিতেছে, তাহাকে দুই এক হাজার টাকা সাময়িকভাবে (occasional overdraft) দিলে ব্যাঙ্কের বিশেষ ক্ষতির কারণ হয় না। তবে ব্যবসায়ীর চরিত্র, কারবারের সুনাম এবং মহাজনের লেনদেন্ কি ভাবে হয়, তাহা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান লইতে হইবে। এই প্রকার দাদনেও সম্ভব হইলে জামিন লওয়া কিংবা অন্ততঃপক্ষে একটা হ্যাণ্ডনোট লওয়া আবশ্যক। মোট কথা যে কোন দাদনে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত। কাবুলীওয়ালা মহাজনেরা যেমন টাকা ধারও দেয় তেমনি লাঠি লইয়া দরজায় ধর্না দিয়া আদায় করিতেও ছাড়ে না। বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির সামান্য পুঁজিপাটা লইয়া যখন বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন খাটাইবার সুবিধা নাই, তখন তাহাদিগকে কাবুলী মহাজনের নীতি অবলম্বন ছাড়া উপায় কি ?

ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাদন নীতির সুবিধা এই যে, তাঁহারা আজ দুই হাজার টাকা ধার লইয়া মাল খরিদ করিলেন, কাল হয়তো উক্ত মাল বিক্রয় করিয়া ২০০৲ টাকা হাতে পাইলে সেই দিনে সেই পরিমাণ টাকা তাঁহারা ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করিতে পারেন। কিন্তু কোন গৃহস্থ বা সম্পত্তিশালী লোকের পক্ষে এ সুবিধা ঘটে না, তাঁহারা বিশেষ দায়গ্রস্ত হইয়াই বাড়ীঘর সম্পত্তি বন্ধকে টাকা ধার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা সর্ব্বদা টাকা আদান প্রদানের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং দাদনের সময় ব্যাঙ্কের পক্ষে এইটা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত দাদনে সর্ব্বদা টাকার আদান প্রদান চলে, সেই ঝোঁক রাখা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার অনেক মাড়োয়ারী মহাজন লক্ষ টাকা হুণ্ডি বা হ্যাণ্ডনোটে বাঙালী ব্যবসায়ীদিগকে ধার দিয়া থাকে। ইহারা কোন প্রকার জামিন বা বন্ধক রাখে না। ব্যবসায়ীর লেন্ দেন্ চলতি কারবারের অবস্থা বুঝিয়াই টাকা ধার দেয়। সাধারণতঃ হুণ্ডিতে টাকা দাদনের প্রতি ইহাদের ঝোঁক বেশী, কারণ যদি কোন খাতককে ৬০ কিংবা ৯০ দিনের চুক্তিতে টাকা ধার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহারা সমুদয় সুদের টাকা অগ্রিম কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা খাতককে প্রদান করে। যাঁহারা ইহাদের নিকট প্রথম টাকা ধার লয়েন, তাঁহাদের নিকট হইতে শতকরা ১৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত গদী সেলামী (কমিশন) লয়। এই গদী সেলামীর নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই, খাতকের টাকার গরজ বুঝিয়া যাঁহার নিকট যাহা লইতে পারে। এই সমস্ত মাড়োয়ারী মহাজনদের দালাল থাকে; তাহারাই খাতক সংগ্রহ করে এবং খাতকের অবস্থার বিষয় জানিয়া শুনিয়া মহাজনকে সংবাদ দেয়। এজন্য দালাল খাতকের নিকট হইতে শতকরা চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত দালালী পায়। অবশ্য মহাজনেরাও এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া থাকে। তাহারা শুধু দালালের কথায় নির্ভর করিয়া টাকা ছাড়ে না। ইহাতে দালালেরা যে বিশেষ কোন ভুল সংবাদ দেয় তাহা নহে। কারণ যাহারা এই ভাবে দালালী করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করে, তাহাদের কর্ত্তৃক কোন মহাজনের টাকা নষ্ট হইলে, কোন মহাজনই আর সে দালালকে বিশ্বাস করে না। এজন্য দালালও বিশেষ সাবধানতার সহিত খোঁজ খবর লয়। ইহাদের সুদের হারও কম নয়, শতকরা ১২৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। মাড়োয়ারী মহাজনেরা কলিকাতার ব্যবসায়ীদের নিকট এই ভাবে বহু টাকা খাটাইতেছে। এই সমস্ত দাদনে অতি অল্পক্ষেত্রেই কদাচিৎ দুই একটী নষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু সে প্রকার লোকশান ব্যাঙ্ক বা মহাজনের বাঁধন, কষণ, জামিন বা বন্ধকী দলিলেও হইয়া থাকে। মাড়োয়ারী মহাজনেরা বাঙালী ব্যবসায়ীদিগের নিকট অতিরিক্ত সুদে লক্ষ লক্ষ টাকা দাদনে খাটাইয়া প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেছে, আর বাংলার ব্যাঙ্কগুলিকে এই সমস্ত দাদনের প্রতি কোন ঝোঁক দিতে দেখা যায় না। বর্ত্তমানে বাংলার ব্যাঙ্কগুলি যে নীতিতে দাদন করিতেছেন তাহা অপেক্ষা এই দাদন অনেক ভাল।

কোন ব্যবসায়ীর মজুত মাল বন্ধক রাখিয়া টাকা দাদন দিতে হইলে, প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উহা বাজার চলতি মাল কি না। নতুবা কতকগুলি লোহার আলমারি, ইলেক্‌ট্রীক পাখা, ইলেক্‌ট্রীক ব্যাটারী প্রভৃতি জাতীয় মাল বন্ধক রাখিলে, খাতক যদি উহার টাকা পরিশোধ করিতে না পারে, তবে উহাতে লোকসান হয়। উহা যত হ্রাসমূল্য (margin) রাখিয়া দেওয়া হউক না কেন, ঐ সমস্ত মাল বিক্রয়ে মূল্য উদ্ধার করা কষ্টকর। সামান্য কিছু দর খাটতি দিলে যে সমস্ত মালের বহুসংখ্যক

খরিদ্দার জোটে, এমন জিনিষ বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া আবশ্যক।

কোম্পানীর কাগজ—বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক খাতককে টাকা ধার দিয়া থাকেন, এই দাদন যে সব চেয়ে নিরাপদ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতীয় খাতক খুব বেশী পাওয়া যায় না এবং বর্ত্তমান দিনে সময় সময় ইহাতেও বিপদে পড়িতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাহার নামীয় কাগজ, তাহাকে প্রতারণা করিয়া অপর লোক উহা বন্ধক দিয়াছে; সুতরাং ব্যাঙ্কের পক্ষে অপরিচিত লোকের কাগজ বন্ধক রাখা কখনই উচিত নহে। একান্ত রাখিতে হইলে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে Renew করিয়া তবে বন্ধক রাখিতে হইবে। প্রত্যেক বন্ধকে একখানি করিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লওয়া আবশ্যক। এবং বন্ধকী জিনিষ তাহার জামিন স্বরূপ থাকিবে। এই প্রকার হ্যাণ্ডনোট না থাকিলে, কোন খাতককে কত সুদে কত টাকা ধার দেওয়া হইল, তাহা ব্যাঙ্কের অডিটারগণ নিরূপণ করিতে পারেন না। কোম্পানীর কাগজের দরও অনেক সময় হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য খাতকের সহিত এমন ভাবে লিখিত চুক্তি থাকা আবশ্যক যে, কোন সময় বাজার দর হ্রাস পাইলে খাতক উহা পূরণ করিয়া দিবেন, যদি না দেন তবে ব্যাঙ্ক উহা ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া দিবেন।

শেয়ার বন্ধকে দাদন—উপযুক্ত হ্রাসমূল্য (margin) হাতে রাখিয়া এই দাদন ভাল। বর্ত্তমান দিনে শেয়ার বাজারের অবস্থা খারাপ। তজ্জন্য ইহাতে অন্ততঃ বাজার দরের শতকরা ৬০৲ টাকার বেশী ধার দেওয়া চলে না। ইহাতেও খাতকের সহিত এমন চুক্তি থাকা আবশ্যক যে, যদি বাজার দর হ্রাস পায়, তবে খাতককে উক্ত হ্রাসমূল্য পূরণ করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ব্যাঙ্ক উক্ত শেয়ার বিক্রয় করিয়া নিজেদের দাদনের টাকা ওয়াশীল করিয়া লইবেন। কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার বন্ধকে টাকা ধার দেওয়া অবশ্য অনেকটা নিরাপদ এবং ইহার আর একটা সুবিধা এই যে, হঠাৎ যদি ব্যাঙ্কের কোন টাকার আবশ্যক হয়, তবে ইহা যে কোন ব্যাঙ্কে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা মজুত তহবিলেরই সমতুল্য। এই জাতীয় দাদনের খাতক বেশী জুটিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সুবিধা।

গহনা বন্ধকে দাদন—এই দাদনও খুব ভাল, তবে রীতিমত ভাবে জিনিষ যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক, নচেৎ ঠকিতে হয়। গহনা বন্ধক রাখিতে হইলে খাতকের নিকট হইতে লিখিত চুক্তি করিয়া রাখা উচিত যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদের টাকা পরিশোধ না হইলে, ব্যাঙ্ক নিজের ইচ্ছামত উহা বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবে। এই প্রকার লিখিত চুক্তি থাকিলেও, বিক্রয়ের পূর্ব্বে খাতককে একটা নোটিশ দিতে হয়। নতুবা খাতক মামলা আনিতে পারে, কারণ গহনা বন্ধকের তামাদিকাল ৩০ বৎসর।

জীবন বীমাপত্র—বন্ধক রাখিয়া বাংলার অনেক ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিতে দেখা যায়; কিন্তু উহা করিতে হইলে, বন্ধক রাখার সময় উক্ত বীমায়, নগদ কত টাকা পাওয়া যাইতে পারে, বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে উহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। তদনুযায়ী উহা হইতে কতকাংশ হ্রাসমূল্য (margin) হাতে রাখিয়া দাদন করা উচিত। যে সমস্ত বীমা অতি অল্পদিন করা হইয়াছে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া চাঁদা (Premium) দিতে হইবে, যদি বীমাকারী উহার চাঁদা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে বিশেষ লোকসান। বীমা বন্ধক রাখিয়া উহার চাঁদার নোটিশ ব্যাঙ্কের নিকট আসে এবং ব্যাঙ্ক তাহার টাকা বন্ধক দাতার চল্‌তি হিসাবে খরচ লিখিয়া দিতে পারে, যদি এমন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে জীবনবীমা বন্ধকে টাকা ধার দেওয়া নিরাপদ নহে। খাতক ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে, কিংবা তাহার মৃত্যু ঘটিলে, বীমা কোম্পানীর প্রদত্ত টাকা যাহাতে আইনতঃ ব্যাঙ্ক পাইতে পারে, এমন ভাবে দলিল পত্র লিখিয়া লওয়া উচিত। যদি ঐ জাতীয় দলিল পত্র লিখিয়া লওয়া সব সময় সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোন তৃতীয় পক্ষ উপযুক্ত জামিন-দারের নিকট হইতে লিখিত চুক্তিপত্র লইতে হইবে যে, যদি খাতক যথাসময়ে তাহার ঋণ পরিশোধ না করে, তবে জামিন-দারই টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন।

বিল ডিস্‌কাউণ্টিং—এ টাকা দাদন করাই ব্যাঙ্কের পক্ষে ভাল এবং অনেকটা নিরাপদ। তবে যাহাদের নিকট টাকা আদায় হইবে, তাহাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, জনৈক কণ্ট্রাক্টার কর্পোরেশন আফিস, মার্চ্চেণ্ট অফিস, কিংবা কোন কারখানায় মাল সরবরাহ করেন; কিন্তু উহার মূল্য বাবদ কণ্ট্রাক্টার ঐ সমস্ত অফিসের নামে একটি বিল করিয়া উহা আদায়ের জন্য উক্ত বিল ব্যাঙ্কের নিকট পাঠাইলেন। কণ্ট্রাক্টরের উক্ত বিল পাশ হইয়া টাকা আদায় হইতে হয় তো ২।৩ মাস দেরী হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কণ্ট্রাক্টরের পাওনাদার উক্ত বিল যদি স্বীকার (accept) করিয়া লয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক উক্ত কণ্ট্রাক্টরকে শতকরা ৩০-৪০৲ টাকা হ্রাসমূল্য (margin) হাতে রাখিয়া নির্দ্ধারিত সুদে টাকা দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত টাকা আদায় করিয়া, তাহা হইতে নিজেদের অগ্রিম প্রদত্ত টাকার সুদ, আসল কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা কণ্ট্রাক্টরের চল্‌তি হিসাবে জমা করিয়া থাকে। কণ্ট্রাক্টর নিজে পাওনাদারকে উক্ত বিল দিলে চলিবে না। উহা ব্যাঙ্কের মারফতে দিতে হইবে এবং উক্ত টাকা আদায়ের জন্য কণ্ট্রাক্টর ব্যাঙ্কের উপর ভারার্পণ করিয়া লিখিত ক্ষমতা প্রদান করিবেন। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি বিল-ডিসকাউন্টিং বিল অব লেডিং বিল এক্সচেঞ্জ লইয়াই বেশী টাকা খাটায় এবং উহাতেই তাহারা খুব বেশী লাভ করিয়া থাকে। বিদেশ হইতে ভারতে যত মাল আমদানী হয় এবং ভারত হইতে তথায় যত রপ্তানী হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই ব্যাঙ্কের মারফতে টাকার আদান-প্রদান চলে; সুতরাং এই কোটী কোটী টাকার লেন-দেনের লাভ যাহা, তাহা বিদেশী ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতীয় ব্যাঙ্ক তাহার কোনই অংশ পায় না; কাজেই উহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। বাংলার ব্যাঙ্কগুলি বড় জোর চুন-সুরকিওয়ালাদের 'বিল ডিসকাউণ্ট' পায়, কারণ আজকাল আবার অনেক বড় বড় মার্চ্চেণ্ট আফিস ধূয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা কোন ব্যাঙ্কের মারফতে তাহাদের কোন কণ্ট্রাক্টরের বিল লইবে না।

ব্যাঙ্কের দাদননীতি এই প্রকার হওয়া উচিত, যে টাকা বেশীদিন আটকা পড়িয়া না থাকে, শীঘ্র শীঘ্র আদায় হয় এবং তাহাতে সুদের হার অল্প হইলেও সেই সমস্ত দাদন প্রশস্ত। কিন্তু

বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের পক্ষে কম সুদে টাকা খাটানোর সুবিধা নাই; কারণ বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি বর্ত্তমানে স্থায়ী আমানতী (Fixed deposit) টাকায় বার্ষিক শতকরা মাত্র ১৷০ টাকা হারে সুদ দেয়. কিন্তু তাহাতেও তাহারা এত বেশী পরিমাণ টাকা আমানত পায় যে, অনেক সময় ব্যাঙ্ক টাকা আমানত রাখিতেও অস্বীকার করে। অথচ বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি ১৷০ টাকার স্থলে বার্ষিক শতকরা ৪৷০ হারে সুদ দিয়াও টাকা আমানত পায় না। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি চলতি হিসাবে (current account) যেখানে শতকরা বার্ষিক ৷৷০ আনা হিসাবে সুদ প্রদান করে, বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলি চল্তি হিসাবে সেখানে ১৲ টাকার অধিক সুদ দিতেছে। তথাপি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতকারীর ভীড় লাগিয়াই আছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক শতকরা মাত্র ১৷০ টাকা সুদে স্থায়ী আমানত পায়, কাজেই তাহারা অল্প সুদে টাকা ধার দিতে পারে। কিন্তু বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কের তিনগুন সুদ দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে আমানতকারীর টাকা পায় না। কাজেই অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া বিদেশী ব্যাঙ্কের সহিত তাহারা প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয় না।

বিদেশী ব্যাঙ্কের চলতি আমানত হিসাবে দৈনিক যদি পঞ্চাশ জন আমানতকারী গড়ে এক লক্ষ টাকা জমা দেয়, আর তাহাদের মধ্যে যদি পঁচিশজন আমানতকারী চেকের দ্বারা দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠাইয়া লয়, তাহা হইলেও চলতি আমানতকারী দিগের দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত থাকে। উক্ত টাকায় বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে আমানতকারীদিগকে সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক যদি বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে সুদে খাটাইয়া লইতে পারে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের বার্ষিক ৫৷৷০ টাকা হিসাবে লাভ থাকে। বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি যদি চলতি হিসাবে ৷৷০ আনার স্থলে বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকা হারে সুদ দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আমানত পাইত, তাহা হইলেও ঐ পরিমাণ সুদে টাকা খাটাইয়া না হয় ৫৷৷০ টাকার স্থলে তাহারা ৫৲ টাকা লাভ করিত বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকার অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিয়া কোন উন্নতি প্রদর্শনে সক্ষম হইতেছে না। টাকার অভাবে বাঙালীর ব্যবসা বাণিজ্যেও এই সকল ব্যাঙ্ক কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিতেছে না।

লাভের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণ মজুত তহবিল না থাকিলে কোন ব্যাঙ্ক শক্তিশালী হয় না। উক্ত রিজার্ভ ফণ্ডে যদি যথেষ্ট পরিমাণে টাকা মজুত থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কতকটা নির্ভয়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্যে সাহায্য করিতে পারে। এমন কি যদি কোন সময় কিছু টাকা আদায়ও না হয়, তাহাতেও ক্ষতির কারণ ঘটে না। বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের তহবিল প্রায় সমস্ত আমানতকারীগণের, কাজেই উক্ত তহবিল নিঃশঙ্কচিত্তে খাটাইতে সাহস করা চলে না।

বর্ত্তমানে বাংলায় যতগুলি বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে, উহার মধ্যে ৪।৫টী ছাড়া অন্যান্য গুলি আসলে লোন্ কোম্পানীর আকারেও পরিচালিত হইতেছে না। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে যদি কোন একটী নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সে দুর্নাম বাঙালী পরিচালিত সমস্ত ব্যাঙ্কের উপরই পড়িবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন চারিটী ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া যদি এক একটী শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, তাহা হইলে সহজেই জনসাধারণের বিশ্বাস আসিবে। কিন্তু ইহাতে হয়তো কতকগুলি লোকের কর্ত্তৃত্ব চলিয়া যাইবে। সুতরাং বাঙালী যে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিবে, ইহা বর্ত্তমানে আশা করা চলে কি?

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

[অধ্যাপক ডাঃ প্রমথরঞ্জন দত্ত এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি]

ব্যবসাতে বাঙ্গালী সবার পশ্চাতে ; এই রব বাঙ্গালার আকাশ পাতাল মুখর করিয়া তুলিয়াছে। সত্য হৌক্, মিথ্যা হৌক্, এই ভাব বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছে। নৈরাশ্যের মত শত্রু নাই। এই জাতীয় নৈরাশ্য বাঙ্গালীকে দিন দিন পশ্চাতে টানিয়া নিতেছে। এই নৈরাশ্যও যেমন বাঙ্গালার শত্রু, যাহারা এই নৈরাশ্যের প্রচারক তাহারও বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর কম শত্রু নহে।

এই নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। যাহারা বাঙ্গলার বাহির হইতে আগত ব্যবসায়ীকে দেখিয়া ভয়ে আৎকাইয়া গিয়াছেন তাহারা বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর খবর রাখেন না। এখনও বাঙ্গালার হাট বাজারে, সহর বন্দরে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অভাব নাই। ইহারা বাঙ্গলা দেশ হইতে কোন দিনই মুছিয়া যাইবে না।

বাঙ্গালী না খাইয়া দাইয়া মরিয়া যাইবে, আর অন্য সকলে সেখানে ঐশ্বর্য্যের বিপণি সাজাইয়া বসিবে, একথা অসম্ভব। ক্রেতা দরিদ্র হইলে বিক্রেতাকেও দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিতে হইবে, ইহা চিরন্তন সত্য। প্রজা মারিয়া যেমন জমিদার রাজা হয় না ; খরিদ্দার মারিয়া দোকানদার মহাজন হয় না। যাহারাই এখানে ব্যবসা করুক, বাঙ্গালীকে মারিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। ব্যবসাদারেরা বোকা নয় ; একথা তাহারা বোঝে।

এই বলিয়া যাহারা মনে করে, বাঙ্গালীকে ব্যবসাতে দাঁড়াইতে হইলে অবাঙ্গালীকে তাড়াইতে হইবে, তাহারা ততোধিক ভুল করে। যাহারা আজ এখানে ব্যবসাতে সফল হইয়াছে, বাঙ্গালীই হৌক অবাঙ্গালীই হৌক, তাহারা নিজের চেষ্টা ও গুণে সফল হইয়াছে। তাহাদিগকে জোর করিয়া তাড়ানো, রাজনৈতিক দিক দিয়াও যেমন অন্যায়, অর্থনৈতিক দিক দিয়াও তেমন দিবাস্বপ্নমাত্র। তাড়াইবার সামর্থ্য ও চালাইবার সামর্থ্য এক নহে। তাড়ানো অনেক সময় সুকর হইলেও, চালানো অধিকাংশ সময় দুষ্কর। এক জোট হইয়া দশজনে একজনকে খেদাইয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু একমত হইয়া দশজনে ভাগাভাগি করিতে গিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া অনেক সময় নিজের নাক কাণ কাটিয়া ফেলে।

বাঙ্গালী যদি আজ ব্যবসাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, এবং তাহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তবে তাহাকে ভাবিতে হইবে কোথায় তাহার গলদ ? কোথায় তাহার দৈন্য ? এই দৈন্য চিন্তা বা কর্ম্মে দৈন্যতা আনিবার জন্য নহে। কর্ম্মে-বিচক্ষণতা আনিবার জন্য। নৈরাশ্য যেমন কর্ম্মশত্রু, অন্ধ আশা ও আত্মম্ভরিতাও তেমনই শত্রু। চোখ থাকিতে চোখ বুজিয়া বা উন্নতশির হইয়া বলা বুদ্ধিমানের কথা নহে। একথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালীর সামনে আজ নূতন নূতন দেশ হইতে প্রতিযোগী আসিয়া হাজির। এই প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইলে প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের জাতি ও চরিত্রগত কোন গুণে আজ তাহারা জয়ের পথে যাত্রা করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরও, জাতিগত ও চরিত্রগত গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—কোন্ চরিত্র বৈগুণ্যে তাহাকে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইতে পারে।

বাঙ্গালীর ব্যবসা বৃদ্ধি করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সাধারণতঃ দুইটি বিষয়ের দিকে ঝোঁক দেওয়া হয় :—শিক্ষা এবং পুঁজি। অনেকেই বলেন, ব্যবসা-বৃদ্ধি প্রণোদিত করিবার জন্য টেক্‌নিকাল শিক্ষা বা কার্য্যকরী শিক্ষা প্রচার কর। তাহার ফলে হইয়াছে আজ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায়তন, সার্ভে বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, এমন কি সাধারণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এই প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষার একটা ল্যাজ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; অন্যদিকে কলিকাতার অলিগলিতে কমার্শিয়েল কলেজ নামধারী কতকগুলি সর্টহ্যাণ্ড, টাইপ রাইটিং, একাউন্ট বা টেইলারিং শিক্ষা দিবার আখড়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

পুঁজির কথা উঠিলেই অনেকে হা-হুতাশ করেন। বাঙ্গালীর পুঁজি নাই ; যাদের কাছে টাকা আছে তাহারা হয় জমিতে খাটায়, না হয় মহাজনী করে, কিন্তু ব্যবসা করে না। টাকা থাকলে বাঙ্গালী কি না করিত ! অনেক আত্মম্ভরি আছে যাহারা মনে করে, তাহারা বিদ্যা-বুদ্ধির জাহাজ ; তবে টাকার অভাবে তাহারা অকুল সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতেছে।

এই দুই কারণই বিচার করা যাউক। ব্যবসার জন্য শিক্ষার দরকার, তবে যে সে শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা হইতেই হইবে, বা স্কুল কলেজে লাভ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবসা শিক্ষা ব্যবসার গদিতেই হইতে পারে। কৃষি বিদ্যা শিখিয়া, বা শিল্প বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া কয়জনেই বা কৃষি জীবি বা শিল্পজীবি হইয়াছে। বোধ হয় হাজার করা একজনও নহে। যাহারা এই সব বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে তাহারা গতানুগতিক চাকুরীই চাহিয়াছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীর ছেলে সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবসায়ে থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই সে পৈতৃক ব্যবসা রক্ষা করিয়া বা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। কলিকাতার সাবেকী স্বর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক, প্রভৃতি বাঙ্গালী বণিকবৃন্দ, ও আধুনিক অবাঙ্গালীবৃন্দই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাহা হইলেই বলিতে হইবে শিক্ষার দান যতই থাকুক না কেন, ব্যবসা শিক্ষার অভাবে ব্যবসা হয় না, ঐ শিক্ষা হইলেই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবে ইহা অলীক কল্পনা মাত্র। গলদ যদি কোথাও থাকে তবে তাহা অন্যত্র।

যাহারা পুঁজির অভাবে পুঁজিওয়ালাদের উপর দোষারোপ করে তাহাদের দৃষ্টি অদূর প্রসারী ; তাহাদের লক্ষ্য শুধু নির্ব্বিবাদে টাকাটা হস্তগত করা ; তজ্জন্য তাহারা কোন বিশেষ দায়িত্ব নিতে বা কোন সম্পত্তি দায়ী করিয়া রাখিতে যে প্রস্তুত তাহা বড় নহে। পুঁজির স্বভাব দুইটা—প্রথমতঃ যেখানে লাভ সেদিকেই পুঁজি ঝুঁকিয়া পড়ে ; দ্বিতীয়তঃ যেখানে নির্ভরতা আছে সেখানে সে মাথা গুঁজিতে চাহে। সুতরাং কেউ যদি অন্যের পুঁজি নিয়া কারবার চালাইতে চাহে তবে তাহাকে তাহার ব্যবসায়ের লাভালাভের খতিয়ান দিতে হইবে এবং তাহার নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ দিতে হইবে। ইহা যদি তাহার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে

সে অন্যের দৌলতে ব্যবসা চালাইবে এই আশা ও কল্পনা না করিলেই ভাল।

শিক্ষার অভাবে ব্যবসা হয় না, বা পুঁজির অভাবে শিল্প গড়িয়া উঠে না, ইহা সম্যক বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের কথা। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ ব্যবসার একটা ঝোঁক আসিয়াছে। কারণ শিক্ষার প্রসারে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ রাজদ্বারে তাহাদের আর স্থান সঙ্কুলান বড় হইতেছে না বলিয়া তাহারা আত্মসংস্থানের জন্য ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক আবার পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিয়া পুঁজিগত শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়াছে। অধিকন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের সমাজে শিল্পীরা কুলীন; তাই মধ্যবিত্তদের কাছে তাহার আকর্ষণ। এই সবই সুলক্ষণ। কিন্তু যতদিন মধ্যবিত্ত তাহাদের সামাজিক মনোভাব ও আর্থিক অভাব দূর না করিতেছে, ততদিন তাহারা নিজেরাও যেমন ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, তেমন অন্যেও তাহাদের বড় সাহায্যে আসিবে না।

আমি আজ এই গলদের কথাই বলিব, উদ্দেশ্য তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার জন্য নহে; বরঞ্চ তাহাদের চক্ষুরুন্মিলন করাইবার জন্য।

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক জাত-ব্যবসায়ী নয়। তাহাদের সমাজে ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর স্থান বড় উচ্চে নয়। নেহাৎ যে খুব বড় ব্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছে তাহার সম্মান আছে। অন্যথা যে একটা দোকান দিয়া মাসে ৭০৲।৮০৲ টাকা রোজগার করে, তাহাকে সাধারণতঃ দোকানী বলিয়া সমাজের নিম্নস্তরের সম্মান দেওয়া হয়; তাহাকে মেয়ে বিয়ে দিতে মেয়ের বাপ দশবার ভাবে; অথচ যে ৪০৲।৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী করে তাহার দিকে লোভ বেশী। চাকরী করিয়া মাসের শেষে নির্দ্দিষ্ট মাহিনা পাইয়া মাসখরচ চালানো এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, ব্যবসাসম্ভূত অনির্দ্দিষ্ট আয়ে যে কি ভাবে সংসার চলিতে পারে তাহা কল্পনারও অতীত। সমাজের এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

তাই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত চাকরী চায়; চাকরীর জন্য লেখাপড়া শেখে; চাকরীর জন্য বছরের পর বছর দুশ্চেষ্টা করিয়া যখন হতাশ হইয়া পড়ে, তখনই ব্যবসার দিকে ঝোঁকে। হতাশ হৃদয়ে কাজ করিলে কোন কাজে সফলকাম হওয়া সুদূর পরাহত। আশা, আকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতাই সফলতার অগ্রদূত। তাই এই মনোভাবে যাহারা ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহারা সব সময়ই সুযোগ খুঁজে; যদি কোথাও একটা চাকরী পাওয়া যায় তবে চলিয়া যায়। ব্যবসার দৈনন্দিন সঙ্কটের ও উত্থান পতনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া তাহার সমাধান করিবার সেই সাহস ও প্রবৃত্তি তাহার বড় হয় না। সহজেই হাল ছাড়িয়া দেয়।

যাহারা বি, এ; এম, এ, পাশ করিয়া ও তিন চার বছর চাকরীর খোঁজে ঘুরিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে তাহাদের মানসিক দৈন্য আরও বেশী। সাধারণতঃ বি, এ; এম, এ, পাশ করিতে ২০।২২ বৎসর বয়স হয়। তার উপর চাকরী খুঁজিবার জন্য আরও ৩।৪ বছর যোগ দিলে ২৪।২৫ বছরে এই মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকেরা ব্যবসা গ্রহণ করে। এই সময় জীবনকে নূতন ধারায় ও সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট ধারায় চালাইয়া নেওয়ার সময় নয়। তখন বিবাহাদি করিয়া, রোজগার করিয়া সংসারের ভার নিজের কাঁধে নিবারই সময়। তখন কিছু না কিছু রোজগার চাইই। আরও ৪।৫ বছর অপেক্ষা করিবার সময় নহে। অথচ কোন নূতন ব্যবসায়েই ৪।৫ বছর অপেক্ষা না করিলে নির্ভরযোগ্য আয় করা বড় সম্ভব হয় না! তাই এই সব লোক পুঁজি ভাঙ্গিয়া খায় ও ব্যবসা ছাড়ে।

অন্যপক্ষে যদি এসব লোক ১২।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষালাভ করিয়া কোন ব্যবসাতে শিক্ষানবীশী করিত, তখন তাহার রোজগারের অপেক্ষায় কেউ থাকিত না। এই ভাবে সে যখন ২০।২২ বছরে পড়িবে, তখন সে কোন না কোন ব্যবসায়ে ৮।১০ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়া বেশ কিছু রোজগার করিতেছে। তবে একথা সকলের মনে রাখা উচিত যে লেখাপড়ায়ও যেমন কেউ বেশী পাশ করিতেছে, কেউ কম পাশ করিতেছে, এবং কেউ ফেল করিতেছে, তেমন ব্যবসায়েও কেউ বেশ ভাল করিবে, কেউ সাধারণ দোকানীই থাকিয়া যাইবে, আবার কেউ কিছুই করিতে না পারিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবে। সেই প্রকার বৈষম্যের জন্য সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

ব্যবসাটা জাতিগত ও মজ্জাগত হওয়া চাই। ইহাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও সারবস্তু না করিলে ব্যবসাতে সফল হওয়া সুদূর পরাহত। যাহারা হতাশ ও নৈরাশ্যের মধ্যে ব্যবসা অবলম্বন করে, যাহারা অন্যত্র চাকরী করিয়া একটি ব্যবসাকে গৌণ কর্ম্ম হিসাবে লয়, যাহারা ব্যবসাকে জীবনের এক নূতন অদৃষ্ট পরীক্ষা মাত্র ভাবে, মনে করে, তাহাদের মন প্রাণ ব্যবসাতে বড় থাকে না। ব্যবসার সঙ্কটে তাহারা যোদ্ধার ন্যায় সঙ্কটের সহিত লড়িতে পারে না। এই প্রকার লোক ব্যবসাতে বড় সফল হয় না। বরঞ্চ তাহারা ব্যবসাতে নামিয়া এমন ভাবেই বাজার নষ্ট করিয়া দেয়, যে যাহারা জাত-ব্যবসাদার তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের ব্যবসা করিতে হইলে তাহাদের ব্যবসাকে সসম্মানে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—ব্যবসার মধ্যে ঝাঁপ দিতে হইবে, যেন ঘাড়ে রোক চাপিয়াছে।

এই মধ্যবিত্তরা সাধারণতঃ কল্পনাপ্রিয়। তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইহারই অনুকূল। ব্যবসা জাতিগত নয় বলিয়া ব্যবসার ভিতরের খবর ইহারা বড় রাখে না। বাহিরে দুই একজন ব্যবসাদারের কর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া মনে করে অমুক ব্যবসাতে খুব লাভ। বাজারের খবর না রাখিয়া, খরিদ্দারের খবর না রাখিয়া, পদে পদে ইহাকে কি ভাবে পরিচালনা করিতে হয় ইহার খবর

না রাখিয়া, হয়ত কেউ ঐ ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। যখন সে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তখন মনে করে এই ব্যবসায়ে এখন আর লাভ নাই, অমুক ব্যবসাতে লাভ, আবার ওখানে গেল; সেই খানেও তাহার সেই দুরবস্থা। একবার ভাবিয়াও দেখে না—সব ব্যবসাতে লাভও আছে, ক্ষতিও আছে; কেউ লাভ করিতেছে, কেউ ক্ষতি দিতেছে; সুতরাং শুধু পল্লবগ্রাহী হইয়া লাভ করিবার আশা বৃথা। যদি কেউ ১৫।১৬ বছরে কোন ব্যবসাতে শিক্ষানবীশী করিয়া ব্যবসা গ্রহণ করে, তাহার ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। অন্ততঃ তাহাকে এই অজ্ঞতার জন্য আর ভুগিতে হয় না।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা একটু উঁচুস্তরের; তাহাদের চলাফেরা, খাওয়া পরার খরচ খুব বেশী। ব্যবসাতেও তাহাদের এই স্বভাব প্রতিফলিত হয়। একদিকে যেমন ব্যবসার দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহক খরচের মাত্রা অত্যধিকভাবে হয়, তেমন স্বীয় খরচের জন্যও তাহারা এত মাসহারা নেয় যে ব্যবসার পুঁজির উপর টান পড়ে। সোজা কথায় তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজি ভাঙ্গিয়া খায়। যে ব্যবসাতে ১০০০৲।২০০০৲ টাকা পুঁজি দেওয়া হয়, সেই ব্যবসা হইতে শতকরা বার্ষিক ১০৲ হারে লাভ হইলেও বছরে ১০০৲।২০০৲ টাকা বা মাসে ৮৲।১৬৲ টাকা লাভ হইতে পারে। সুতরাং সেই ব্যবসা হইতে কর্ম্মকর্ত্তা যদি মাসে ৩০৲।৪০৲ হারে তুলিয়া নেয়, তাহার সামান্য পারিশ্রমিক ধরিলেও তাহাকে পুঁজি হইতে ভাঙ্গিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রথম কয়েক বছর লাভ মোটেই হয় না, তখন কর্ম্মকর্ত্তার কিছুই নেওয়া সঙ্গত নয়। এই জন্যই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ব্যবসা সহসা পটল তুলে। আর বাঙ্গলার বাহির হইতে আগত হিন্দুস্থানীরা ৫০৲ টাকার পুঁজি দিয়া দুই তিন বছরে ৫০০৲ বা ৫০০০৲ টাকার পুঁজি করিয়া বসে। তাহারা থাকে ঐ দোকানের খোপে বা ফুটপাথে; ভাড়াটে বাড়ী বা মেসে নহে; তাহারা খায় দু'চার পয়সায়। এই ভাবে ৪৲।৫৲ টাকায় মাসখরচা চালাইয়া তাহারা বড় হয়। বাঙ্গালীকে ব্যবসা করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে অল্প বয়সে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া, অল্প খরচে থাকিতে হইবে।

কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে খুব বেশী। ব্যবসার রোজগার রক্ত জল মাটি করা রোজগার। ১০টা হইতে ৫টা কাজ করিয়া ব্যবসা করা যায় না। দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয়। সাধারণ-ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিলে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, কাজ করিতে হয়। তখন তাহার অবস্থা—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে। ব্যবসা কৃচ্ছ্র সাধনা।

ব্যবসাতে পুঁজি লাগে বটে। কিন্তু অল্প পুঁজিতে অল্প আয়ের ব্যবসা হয়। আমাদের আশে পাশে যত সব দোকান পাট দেখি সকলেই যে খুব বড় বড় টাকাওয়ালা তাহা নহে। তবে আরম্ভে সামান্য কিছু চার পাঁচশো টাকা দিতে হবে। আরও কম দিলেও ব্যবসা হয়। লেখা পড়ার ঝোঁক আছে বলিয়াই যেমন অনেক গরীব যে প্রকারেই হৌক, সে টাকা যোগাড় করে, ব্যবসার ঝোঁক থাকিলেও ব্যবসার টাকা সে তুলিয়া নিতে পারিবে।

অন্যজনে হাতে টাকা তুলিয়া দিবে, আর একজনে তাহা নিয়া আরামের সহিত ব্যবসা করিবে, ইহা আশা করা বৃথা। অন্যের টাকা পাইতে হইলে হয় ধন সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে, নয় পূর্ব্বাপর এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে, অমুক প্রকার বা অমুক সমাজের ব্যবসাদারের মহাজনের টাকা মারে না। যাহাদের এই পূর্ব্বাপর সুনাম নাই, তাহারা কি প্রকারে শুধু হাতে টাকা পাইবে?

শিল্পী ও ব্যবসায়ীর অর্থ সমস্যা খুব গুরুতর। যে টাকা ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে খাটিবে সে টাকা হয় ব্যবসায়ী নিজে দিবে, নয় সে দশজনকে ব্যবসায়ের অংশ দিয়া দশজন হইতে টাকা তুলিয়া নিবে, নয় সে ধার করিবে।

শিল্প ও ব্যবসায়ের যে উদ্যোক্তা, তাহার হয় সম্পূর্ণ টাকা, নয় অন্ততঃ কিছু টাকা দেওয়া দরকার। ব্যবসাতে টাকার মার পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে ব্যবসায়ে চার হয় না। যাহারা ছোট ব্যবসা করে, তাহাদের সম্পূর্ণ টাকাই যথাসম্ভব নিজের হওয়া দরকার।

অনেক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ব্যবসায় ও শিল্পে নামিয়া অর্থের অভাবে যৌথ কারবার খুলিয়া বসে। তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনর্থ ঘটায়। যেখানে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন, সুতরাং একার পক্ষে সেই মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না, সম্ভব হইলেও সমস্ত অর্থ একই ক্ষেত্রে নিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেখানে দশজন হইতে টাকা তুলিবার জন্য যৌথ কারবারের ব্যবস্থা। এইভাবে টাকা তুলিতে হইলে উদ্যোক্তার খুব সুনাম থাকা দরকার। যাহার বাজারে ভাল ব্যবসাদার বলিয়া সুনাম আছে, তাহার হাতেই, সেই অপরিচিত অথচ সর্ব্বজনবিদিত লোকের হাতেই, লোকে দেশবিদেশ হইতে টাকা তুলিয়া দিতে পারে। অন্যথা নহে। সুতরাং তাহার প্রাথমিক সাফল্যের নজীর থাকা দরকার। অন্যথা যে কোন দিন ব্যবসা করে নাই, অথচ আজ কিছু পদার্থ-বিজ্ঞান বা রসায়ন-বিজ্ঞান শিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই যে সে ব্যবসাতে সফল হইতে পারিবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং কে তাহার হাতে হাজার হাজার টাকা তুলিয়া দিবে? বন্ধুবান্ধবকে ধরিয়া জোর করিয়া বা ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া কতই বা টাকা তোলা যাইবে? আর পাঁচ দশ হাজার টাকা তুলিতে যদি দেড় বছর দুই বছর কাটিয়া যায়, তবে ঐ দেড় বছর দুই বছরে অফিস খরচাদি বাবদ দুই তিন হাজারের উপর খরচ হইয়া গিয়া বাকী সামান্য টাকাই থাকে। যে দারিদ্র্য সে দারিদ্র্যই থাকিয়া যায়।

যৌথ কারবারে নানা সাজ পোষাকে বহু টাকা খরচ করিতেই হয়। ঐ খরচ পাঁচ দশ হাজারের কারবার হইতে তোলাও সব সময় সম্ভব হয় না। ঐদিকেও উহা দারিদ্র্যবর্দ্ধক।

তদুপরি যাহারা দশজনের টাকা নিয়া কারবার করে তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্যানুরাগ ও সততা খুব উঁচুদরের না হইলে তাহারা পরের টাকা নিয়া শুধু ছিনিমিনিই খেলিবে, কারবার গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। যে সব বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত আজ যৌথ কারবারের স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের প্রথমে নিজের অর্থেই অল্পের মধ্যে ব্যবসা আরম্ভ করা উচিত। পরে দরকার হইলে যৌথ কারবার করিতে পারিবে। বহু উড়ো যৌথ কারবারী বাঙ্গলার বহু অর্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং পশ্চাতে যে দুর্নাম

রাখিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে তাহার ফলভোগ করিতে, হইতেছে।

কারবার করিতে মহাজন হইতে টাকা ধার করিতে হয় বটে, তবে মহাজন হইতে সব টাকা ধার করিয়া কোন কারবার করা সম্ভব না। সব মহাজনই দেখিবে কারবারী ও তাহার কারবারকে। এই দুই বিচারে যদি কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে তবেই সে টাকা পাইতে পারে। সুতরাং ব্যবসায়ীকে আগে ঘর হইতে টাকা দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইবে, তারপর মহাজনের কাছে হাত পাতিতে হইবে। ব্যবসার দায় ব্যবসায়ীকেই নিতে হইবে, মহাজন তাহা নিবে না।

মহাজন হইতে সরাসরি টাকা না পাইয়া, অথবা টাকা পাইলেও তাহার সুদের হার বেশী বলিয়া অনেকে মহাজনকে নিন্দা করে; তাহারা যদি একটু ধীরভাবে চিন্তা করে তবে তাহারা দেখিবে মহাজন কম হারেও টাকা ধার দেয়; তবে তাহার নিকট যদি বেশী হারে সুদ চাহে তবে তাহার কাছে টাকা লগ্নী করিতে টাকা মারা যাইবার ভয় বেশী বলিয়া। এই অবস্থা দূর করিতে হইলে মহাজনদের শোধরাইবার আগে ব্যবসায়ীকেই শোধরাইতে হইবে।

অনেকে এইজন্য গভর্ণমেণ্টকে গালিগালাজ করে। তাহাদের ধারণা, গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও ব্যবসায়ের টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অনেক কর্ত্তব্য আছে সত্য, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের টাকাও দেশবাসীর টাকা; কোন দায়িত্বশীল সরকার সেই টাকা যেখানে সেখানে ধার দিতে পারে না; দেশবাসীরাও তাহা স্বীকার করিবে কেন? এই দিক দিয়া দেখিতে গেলেও শিল্পী ও ব্যবসায়িগণকে আগে কিছু টাকা দিয়া ব্যবসাকে চালু করিতে হইবে; তখনই যদি দরকার হয় সরকারী সাহায্য আগাইতে পারে। শিল্প ও বাণিজ্যের অর্থ সমস্যা সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ আর বাড়াইতে চাহি না। সুযোগ পাইলে পরে বিশদ আলোচনা করিতে পারি। এই প্রবন্ধে শুধু এই কথা বলিতে চাহি যে, ব্যবসা ও ব্যবসায়ীকে সমাজে স্থান দিতে হইবে; আত্মবিশ্বাসে ও আত্মগৌরবে কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই যদি মন প্রাণ দিয়া ব্যবসাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা যায়, কায়মনোবাক্যে ব্যবসার সেবা করিয়া যদি ব্যবসা করা যায়, তবে ব্যবসায়ে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যদি বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালী ব্যবসাদারেরা আজ ব্যবসায়ে সফলকাম হইয়া থাকে, তবে তাহাদের সাধনার গুণে। তাহাদের ঈর্ষা করিয়া লাভ নাই; শুধু নিজে জ্বলিয়া পুড়িবে মাত্র। তাহার আগে বাঙ্গালীকে আত্মসংশোধন করিতে হইবে। আজ সেই দিন আসিয়াছে। দারিদ্র্যের দ্বারে বসিয়া আজ আমাদের আত্মসংশোধন হইতেছে। হতাশ হইবার কারণ নাই। ব্যবসাতে বাঙ্গালী সফলকাম হইবেই।

বাংলার লবণ-শিল্প

[শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত]

বাংলার লবণ শিল্পের গৌরবময় অতীত আজ ত্রিশ বৎসর কাল নিবিড় তমসায় ডুবিয়া গিয়াছিল ; বাংলার এমন একদিন ছিল যখন বাংলার লবণ শুধু বাংলার নয়, বিহার, আসাম, নেপাল, ভূটান ও অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশের চাহিদা মিটাইত—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু ১৮৯৮ সাল হইতে সেই বাংলার লবণ প্রস্তুত আইন দ্বারা বন্ধ হইল, তৎপরে বাংলা লবণ প্রস্তুত ভুলিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ দ্বাত্রিংশ বৎসর পরে যখন মহাত্মা গান্ধী ধর্ষনার লবণ গোলার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে যাত্রা করেন, তখন বাংলার যুবহৃদয়ে সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। বাংলার শত শত সহস্র সহস্র যুবক লবণাম্বুধৌত বেলাসৈকতে লবণ প্রস্তুত করিয়া কারাবরণ করিল, তাহারই ফলে গান্ধী-আরউইন চুক্তিমূলে বহুকাল বিস্মৃত মলঙ্গী প্রথা পুনর্জীবন লাভ করিল, উপকূলবর্ত্তী জনপদসমূহের অধিবাসিগণ অবসর সময়ে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

১৯৩০ সালের পর হইতে বাংলার লবণ শিল্পের ইতিহাসের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ১৯৩১ সালে বিদেশাগত লবণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবার জন্য আইন প্রস্তুত হইল। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্থির হইল, এই অতিরিক্ত শুল্ক বাবদ অনুমান বাৎসরিক ৩৪ লক্ষ টাকার ৫/৮ অংশ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে অর্থাৎ বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয়িত হইবে।

এই আইন প্রবর্ত্তনের পর ভারত সরকারের লবণ খনির ম্যানেজার সি, এইচ্, পীট সাহেব বাংলায় আসিলেন বাংলার সমুদ্রোপকূল পরিদর্শন করিতে, তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার কয়েকটী সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান ও চিল্কা হ্রদ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এক রিপোর্ট দেন, তাহাতে বাংলা বা উড়িষ্যায় কোথাও লাভজনক ভাবে সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে না—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তবে তিনি ছোট ছোট কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু বাংলার এমনি দুর্ভাগ্য যে, ভারত সরকার হইতে অতিরিক্ত লবণ শুল্ক বাবদ প্রাপ্য ১৭০০০০০্ সতর লক্ষ টাকার এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত লবণ শিল্পোন্নতির সাহায্যার্থ বাংলায় ব্যয়িত হয় নাই।

এদিকে ভারত সরকারের শিল্পোন্নতির আশ্বাসে আশান্বিত হইয়া বাংলায় কয়েকটী লবণের জন্য যৌথ কোম্পানী গঠিত হইল, ইহাদের কতকগুলি নাম দেওয়া হইল, যথা ন্যাশন্যাল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, পাইওনিয়র সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ, লোকমান্য সল্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেড্। এই কোম্পানীগুলির মধ্যে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী ও প্রিমিয়ার সল্ট কোম্পানী মেদিনীপুর জেলায় কাঁথির সমুদ্রোপকূলে এবং বক্রী কোম্পানীগুলি ২৪পরগণার সুন্দর বন অঞ্চলে লবণ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

উপরোক্ত পীট সাহেবের রিপোর্ট বাহির হইবার পর ভারত সরকার অথবা বাংলা সরকার উভয়েই লবণ শিল্প সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব স্খালন হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিলেন, লবণ শিল্পের উন্নতি বা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোন চেষ্টার প্রয়োজনই স্বীকার করিলেন না। ইহাতে যে সকল কোম্পানী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদিগকেই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে লাগিল, গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি না পাইয়া তাহারা জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে সাফল্যের আশা কম থাকায় শেয়ার বিক্রয় করিতেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল, এইরূপে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত চলিল, ১৯৩৭ সালে বাংলা সরকার নিজেদের এই শিল্পের উপর ঔদাসীন্যের কারণ দেখাইতে গিয়া যে সকল কোম্পানী কার্য্য করিতেছে, তাহাদের উপর কটাক্ষ করিলেন, সেই বিবৃতি প্রচারে সমস্ত কোম্পানী সম্মিলিত হইয়া তাহাদের আপত্তি জ্ঞাপন করিল, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী বাংলা সরকারের লবণ বিভাগের তৎকালীন কমিশনার মিঃ ডোনাল্ড ম্যাকফারসন সাহেবকে কারখানা পরিদর্শনে আহ্বান করিলেন। কমিশনারের আদেশে মেদিনীপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এম্ হোসেন, এম, এ কারখানা পরিদর্শন করিলেন, কিন্তু তিনি যা রিপোর্ট দিলেন তাহা খুবই আশাপ্রদ, সরকারী বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই রিপোর্টে তিনি বলিলেন, বাংলায় লবণ শিল্প লাভজনকভাবে পরিবর্দ্ধিত না হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহার রিপোর্ট প্রচার হইলে ব্যবস্থাপক সভায় এই লইয়া আলোচনা হয়, প্রশ্নের উত্তরে আবগারী বিভাগের মন্ত্রী মিঃ প্রসন্নদেব রায়কত মহাশয় ৵০ আনা মণে করকচ লবণ প্রস্তুত হইতেছে স্বীকার করেন, এবং লবণ শিল্প সম্বন্ধে ভালরূপে গবেষণা করিবার প্রতিশ্রুতি জানান। পরবৎসর আবগারী বিভাগের অপর এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ডি, এন্ মুখার্জ্জি ও বন বিভাগের ডেপুটী কনসারভেটর এই দুইজন রাজকর্ম্মচারী সুন্দরবন অঞ্চলে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার তথ্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যে সমস্ত কোম্পানী কার্য্য করিতেছে তাঁহাদের পরীক্ষিত তথ্য-সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ও নিজেরা জ্বালানি কাঠ সম্বন্ধে ও জলের লবণ ভাগ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এক রিপোর্ট দিলেন, ঐ রিপোর্ট ১৯৩৮ সালে মে মাসে বাংলা সরকারে দাখিল হইল। পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। রায় সাহেব মুখার্জ্জি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত তাঁহাদের রিপোর্টে দিয়াছেন। বাংলার মধ্যে একমাত্র ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বৎসর ৪৭ লক্ষ মণ জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় এবং ঐ জ্বালানি কাঠ দ্বারা ৩৭ লক্ষ মণ লবণ প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইতে পারে। খাস বাংলায় বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজন হয়। উহার প্রায় অর্দ্ধেক লবণ এক সুন্দরবন অঞ্চলে প্রস্তুত হইতে পারে।

পীট সাহেব বাংলার লবণ জল তটসমূহ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই, বাংলার সমুদ্র জলে বা সমুদ্র নিকটবর্ত্তী নদী

বা খালসমূহের জলে শতকরা ২ ভাগ হইতে ৩ ভাগ লবণ আছে, লবণ প্রস্তুতের পক্ষে উহা যথেষ্ট।

বাংলায় ব্রহ্মদেশীয় প্রথায় লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশের আমহার্ষ্ট জেলায় যেখানে লবণ কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত, তথাকার বার্ষিক বারিপাত অপেক্ষা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের বারিপাত খুবই কম। অতএব ব্রহ্মের ন্যায় বাংলাতেও ঐ প্রথা খুবই প্রচলনীয় হইতে পারে।

এই লবণ প্রস্তুতের খরচ প্রথম বৎসরে কিছু বেশী পড়িতে পারে কিন্তু ৩।৪ বৎসর পরে উহার বিদেশাগত লবণের দরে পড়তা পড়িবে এবং উহাতে লাভও হইবে। সুন্দরবনের লবণ কারখানাগুলির সুবিধা হইবে এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে খুব কম রাহা খরচে লবণ পৌঁছান যাইবে। নারায়ণগঞ্জ বা বরিশাল কিম্বা কাছাড়ের ষ্টিমার পথের উপরেই কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং বিদেশাগত লবণের দর অপেক্ষা বাংলায় প্রস্তুত লবণের দরের সুবিধা হইবে।

এই রিপোর্ট দৃষ্টে গত মার্চ্চ মাসে বাজেট অধিবেশনে বাংলা সরকার সুন্দরবনের ঐ অঞ্চলে একটী লবণ কারখানা গঠনের জন্য ১২০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

এতদিন পরে দীর্ঘ ৭ বৎসর চেষ্টার পর বাংলা সরকারের লবণ শিল্পের উৎসাহদ্দীপক রিপোর্ট বাহির হইল, এবং এতদুদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুরীকৃত হইল।

বাংলায় যে করকচ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে না ইহাই ছিল সকলের অভিমত। কেহ কোনদিনই স্বীকার করেন নাই বাংলায় করকচ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। পীট সাহেব করকচ লবণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—বাংলায় করকচ লবণ প্রস্তুত অসম্ভব। কিন্তু বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ তাঁহাদের কারখানায় গত দুই বৎসর সিমেণ্ট করা 'বেড'-এ করকচ লবণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন, রায় সাহেব মুখার্জ্জি তাহার রিপোর্টে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এ সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা যায় না। আরও কয়েক বৎসর পরীক্ষা করা উচিৎ, যতদিন না একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পরিদর্শন রিপোর্টে রায় সাহেবের ঐ উক্তি সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, বাংলার এতদঞ্চলে করকচ লবণের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর উৎপাদনের পরিমাণ খুবই সন্তোষজনক।

বাংলা সরকারও তাঁহাদের ১৯৩৬-৩৭ সালের Administrative রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ তাঁহাদের কারখানায় যে করকচ লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে পড়তা অনেক কম পড়িয়াছে, ফল ভালই হইয়াছে।

করকচ লবণের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে জ্বালের খরচ নাই, সূর্য্যতাপে দানা বাঁধে, ইহা ৵০ আনা মণে প্রস্তুত হইতে পারে। যদি বাংলায় এই করকচ লবণ প্রস্তুত প্রণালী ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় তবে বাংলার লবণের পড়তার সহিত বিদেশী লবণ কখনই প্রতিযোগিতা করিয়া পারিবে না। বাংলার লবণ-শিল্প নিশ্চয়ই লাভজনক হইবে। বাংলা সরকারও আজ লবণ প্রস্তুতকারক—অতএব লবণ প্রস্তুতের যতগুলি অসুবিধা, যাহা এই কোম্পানীগুলি ভোগ করিয়াছে, তাহা এইবার দূরীভূত হইবে। অতএব বাংলার লবণ-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ।

গত ১লা এপ্রিল (১৯৩৯) হইতে ভারত সরকার লবণানুশাসন বিভাগটী কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত করিয়া লইলেন। বাংলার জনসাধারণ উহাতে আপত্তি করিয়াছিল, বাংলা সরকারও অবশেষে উহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু সে আপত্তি বিলম্বে হইয়াছিল। এক্ষণে কলিকাতায় ভারত সরকারের লবণ বিভাগের ডেপুটী কমিশনার আফিস খুলিয়াছেন।

আমরা আশা করি, বাংলা সরকারের ন্যায় ভারত সরকারও এখন বাংলায় লবণ-শিল্পের সম্ভাবনা স্বীকার করিবেন এবং অকাতরে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দানে এই শিল্পের পুনর্জীবন আনয়নে সহায়তা করিবেন।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সমস্যা

[শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত, প্রেসিডেন্ট, ক্যালকাটা ষ্টক একশেচঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ]

অর্থনৈতিক জগতে বাঙ্গালীর দুরবস্থা এবং তার প্রতিকারকল্পে ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সকলেই একমত। এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্ব্বত্র একটা সাড়া দেখা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েন্টমেন্ট বোর্ড মারফৎ নানাপ্রকারের কেরিয়ার বক্তৃতা দ্বারা যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট। এই সমস্যার সমাধান সহজ নয় এবং সমাধান করিতে হইলে যুবকদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধেও বিবেচনা করা দরকার। কারণ চারিদিকের ব্যবসার কথা বলিলেই ছেলেরা ব্যবসায়ী হইয়া উঠিবে না। তাহাদিগকে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী পথ দেখানই সর্ব্বাগ্রে দরকার। ব্যবসা বলিতে গেলে অনেক প্রকারের ব্যবসা আছে—যথা কলকারখানা তৈয়ারী করা, দোকানদারী করা, দালালী করা, দেশে বিদেশে মাল চালান দেওয়া ইত্যাদি। এই সব ব্যবসায়ে আমাদের ছেলেদের কিভাবে স্থান হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। আমাদের যুবকদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল ধনীর সন্তান, তাদের নানাপ্রকারের শিল্প শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা আছে এবং কাজ শিক্ষা করিলে উপযুক্ত মূলধনও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে—দ্বিতীয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, যাদের শিক্ষার সুযোগ আছে, কিন্তু মূলধন পাওয়ার সুবিধা নাই—তৃতীয় গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; শিক্ষারও সুবিধা নাই মূলধনের ত কথাই নাই। আমি এই প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের লোকের কথা কিছু বলিব না, কারণ প্রথম স্তরের লোকদিগকে fortune's favourite বলা যায় এবং দ্বিতীয় স্তরের লোকও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আমি তৃতীয় স্তরের লোকের কথাই বলিব, কারণ ইহাদেরই সংখ্যা বেশী এবং বেকার সমস্যা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে এই স্তরের লোকই বেশী ক্লিষ্ট।

এই স্তরের লোক দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যে যাহাতে স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। ইহা অন্যান্য শিল্প বাণিজ্য হইতে সহজসাধ্য এবং কম অর্থের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে।

বাঙ্গলা দেশে ২৮টা জেলা আছে। প্রত্যেক জেলায়ই ছোট বড় নানারকমের বন্দর আছে। এমন অনেক বন্দর আছে, যেখানে ৩।৪ লক্ষ মণ মাল (পাট, সুপারী, চাল, তিল, লঙ্কা) বাহিরে যায়। অনেক বন্দরে দেখা যায় বোম্বাই, রেঙ্গুন, চীন প্রভৃতি স্থান হইতে মহাজন আসিয়া ব্যবসা করে। এদেশবাসী অনেক মহাজনও কতক কারবার করে। ইহার একটী বিশেষ অংশ শিক্ষিত লোক নিতে পারে। যুবকদের অনেকে দেশের নিকট এই সব সুযোগ থাকা সত্বেও কলিকাতা সহরে আসিয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কিম্বা ব্যবসা ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বাড়ীর নিকটে এই সব কারবারে মন দেয় না। ওদিকে ১০০০।১২০০ মাইল দূরের লোক আসিয়া এই সব দখল করে। এসব কথা বলা বা লেখা যত সহজ—কার্য্যতঃ করা তত সহজ নহে, ইহা স্বীকার করি। সব কাজেই শিক্ষা দরকার এবং শিক্ষানবীশের মতন কাজ না শিখিলে কোনও যুবকই কাজের উপযুক্ত হইবে না।

একটী বন্দরে থাকিয়া কাজ শিখিতে হইলে অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষানবীশ থাকা দরকার। এই সব বন্দরে মাসে ৮৲।১০৲ খরচ করিলেই একটী ছেলের খাওয়া পরার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই টাকা অনেক ছেলে যোগাড় করিতে পারে। না পারিলেও চাঁদা তুলিয়া যোগ্য ছেলেদের এই সামান্য বৃত্তি দেওয়া বোধ হয় বেশী কষ্টকর হইবে না। এইভাবে ১০০টী ছেলে পাঠাইলে যদি ১০টী ছেলেও ৩।৪ বৎসরে কৃতকার্য্য হয়, তবে সব খরচ আমি সার্থক মনে করি। একটী প্রশ্ন হইতে পারে, এই জাতীয় কার্য্যে আমাদের বাঙ্গালী ত কতক আছে। যেসব লোক আছে, তারা অনেকেই সেকেলে ধরণে কাজ করে, তারা progressive নয়। বুদ্ধিমান শিক্ষিত ছেলেরা যদি তাহাদের কতকাংশ সরিয়েও দেয়, তবে দুঃখের কারণ নাই। কারণ এই জাতীয় যুবকগণ এই সব ব্যবসাকে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নূতন রূপ দিবে এবং এই জাতীয় যুবকদলই ভবিষ্যতে আমাদের শিল্প বাণিজ্য প্রসারের মেরুদণ্ডজাতীয় হইবে। ভিত্তি ঠিক না করিয়া কখনও সৌধ গড়া যায় না। বাঙ্গালীর ব্যবসা জগতে বড় হইতে হইলে তার ব্যবসার গোড়াপত্তন দৃঢ় করিতে হইবে। এই ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যই আমার এই প্রস্তাব। অবশ্য যাঁদের সুযোগ-সুবিধা আছে এবং যাঁরা লক্ষ্মীর বরপুত্র, তাঁরা শিল্প গড়ে তুলুন, ব্যাঙ্ক করুন, ইনসিওরেন্স কোম্পানী করুন, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি যে স্তরের লোকের কথা বলিলাম, তাদের সুবিধার জন্য আমি দেশের লোককে ও নেতৃস্থানীয় লোককে ও দেশের যুবকগণকে এই কথা ভাবিয়া দেখিতে বলি।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

[শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম, এ]

১। **প্রাথমিক ইতিহাস** —সভ্যতার আলোক পাইবার পূর্ব্বে মানুষ বস্ত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত না। নগ্নতাই ছিল স্বাভাবিক; কোথাও বা লজ্জা নিবারণের জন্য বৃক্ষের বল্কল কিংবা পশুর চর্ম্ম ব্যবহৃত হইত। এখনও পৃথিবীর অনেক স্থানে নগ্ন এবং বল্কলধারী আদিম অধিবাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সভ্যতার জন্মভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষেই বস্ত্রশিল্পের প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ভারতে তুলার চাষ বা বস্ত্রশিল্পের সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকিলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যে চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থলে কার্পাসের উল্লেখ আছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, ঋগ্বেদ রচনার পূর্ব্বেও ভারতে বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব ছিল। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণসমূহেও কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ আছে। খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীরও পূর্ব্বে রচিত 'মনুসংহিতায়' ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের উপাদান বলিয়া তুলার কথা লিখিত আছে। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ হইতে তুলা রপ্তানী হইত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের (খ্রীঃ পূঃ ৩২১—২৯৭) রাজত্বকালে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিশেষ আলোচনা এবং প্রশংসা আছে। মহেঞ্জোদরো আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও সুসভ্য ভারতবর্ষে উন্নতশ্রেণীর বস্ত্রের প্রচলন ছিল।

ঢাকাই মস্‌লিনের বৃত্তান্ত অনেকেই জানেন। ঢাকা ব্যতীত গুজরাট, লক্ষ্ণৌ, আহম্মদাবাদ, মাদুরা, তেলিঙ্গানা, কোরমণ্ডল উপকূল, কাম্বে, ব্রোচ, মালাবার, সুরাট, মছ্‌লিপট্টম এবং পাটনা প্রভৃতি স্থানও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো-পলো (১২৯০-৯৫), টেভার্নিয়ার এবং আরব দেশীয় ভ্রমণকারী সুলাইমান (৯ম শতাব্দী) তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতীয় বস্ত্রের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। সুলাইমান লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে প্রস্তুত একখানি বস্ত্র একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কের ভিতর প্রবেশ করাইয়া নিয়া আসা যায়।" টেভার্নিয়ারের মতে এক পাউণ্ড তুলা হইতে আড়াই শত মাইল দীর্ঘ সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইত। মস্‌লিন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কোন কন্যা সাতখানি মস্‌লিন বস্ত্র পরিধান করিয়াও লজ্জাহীনতার জন্য পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের বস্ত্রাদি ইউরোপীয় ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। রোম, আরব, সিরিয়া, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় বস্ত্রের বিশেষ আদর ছিল।

২। **মোগল এবং কোম্পানীর আমলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প**—স্মরণাতীত কাল হইতেই কুটীর শিল্প হিসাবে ভারতবর্ষে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্দ্ধের পূর্ব্বে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বকালে বাদশাহ, নবাব এবং ওমরাহগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কুটীর শিল্প উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক পরিবারই নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিত। যানবাহনের অসুবিধা হেতু কেবল বহুমূল্য বস্ত্রাদি দূরদেশে রপ্তানি হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও কুটীর শিল্পে প্রস্তুত বস্ত্রদ্বারা রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান হইতেন। প্রতি গৃহেই হাতে সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন হইত। পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিত। খাদ্যশস্যের মত সর্ব্বত্রই তুলার চাষ হইত। মস্‌লিন প্রভৃতি বস্ত্রের জন্য উন্নতধরণের তুলা পূর্ব্ববঙ্গেই উৎপন্ন হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তুলা এবং বস্ত্র উভয়ই রপ্তানি করিতেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান কাপড় রপ্তানির খাতে প্রতি খণ্ড ৭ শিলিং দরে ভারতবর্ষে ক্রয় করিয়া কোম্পানী ২০ শিলিং দরে ইংলণ্ডে বিক্রয় করেন। ১৬৩৯ সালে ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ডে বস্ত্র রপ্তানি করিয়া ভারতের বস্ত্র-শিল্পীরা কোম্পানীর মারফত ৩ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। ১৬৯৭ হইতে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০৫৩৭২৫ পাউণ্ড ৫½ পেন্স মূল্যের ছাপান

কাপড় (calico) ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮১৫ সালে সমস্ত ভারতবাসীর বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়াও ভারতবর্ষ হইতে ১,৩০০,০০০ পাউণ্ডের তুলা ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হইয়াছিল।

৩। **বস্ত্রশিল্পের অবনতি**—কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতির সূচনা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বস্ত্রশিল্পের এই গৌরবময় যুগের সম্পূর্ণ অবসান হইল। যে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশের অগণিত লোক সংখ্যার বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইয়া দেশ বিদেশে বহু লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি রপ্তানি করিত, কালক্রমে সেই ভারতবাসী-দিগকেই নিজেদের পরিধেয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল। এই অবনতির মূলে প্রধান কারণ দুইটি। সস্তা দরের মিলের মিহি বস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রবল প্রতিযোগিতা। এতদ্ব্যতীত ইংরেজাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গের অবস্থান্তর ঘটায় দেশীয় শিল্পে তাঁহাদের সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ ব্যবসা-বাণিজ্যেও দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্যমের হ্রাস হয়। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কর্তৃক শিল্পীদের উপর নানারূপ অত্যাচারও বস্ত্রশিল্পের অবনতির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

ল্যাঙ্কাশায়ারের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে সোরগোল উঠে। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পশম শিল্পীরা প্রথম এই প্রতিবাদ উত্থাপন করে। ইংলণ্ডের বহু অর্থ অখ্রীষ্টান ভারতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বুলিয়নিষ্ট্ (Bullionist) সম্প্রদায়ও ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিশেষ বিরোধী হইলেন। ফলে তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে পার্লামেন্টে ভারতীয় রেশম এবং ছাপান কাপড় আমদানী বন্ধ করার জন্য এক আইন পাশ হয়। ১৭২১ এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেও অনুরূপ আইনদ্বারা ভারতীয় বস্ত্র আমদানী একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়।

ল্যাঙ্কাশায়ারের আন্দোলনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের উপর বর্দ্ধিত হারে শুল্ক ধার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরো লিখিয়াছিলেন, "বিলাতী বস্ত্রের ভারতবর্ষে শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক দিতে হয়; কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রকে ইংলণ্ডে পৌছিলে সাড়ে সতর টাকা শুল্ক বহন করিতে হয়।" ১৮১৫ সাল হইতে এই শুল্ক নীতির ফলে ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর হ্রাস আরম্ভ হয় এবং ভারতবর্ষে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে:—

	ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি বস্ত্র	ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আমদানী বস্ত্র
১৮১৪	১,২৬৬,৬০৮ খণ্ড	৮১৮,২০৮ গজ
১৮২১	৫৩৪৪৯৫ খণ্ড	১৯,১৩৮,৭২৬ গজ
১৮২৮	৪২২৫০৪ খণ্ড	৪২,৮২২,০৭৭ গজ
১৮৩৫	৩০৬০৮৬ খণ্ড	৫১,৭৭৭,২৭৭ গজ

নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ডের শিল্পজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার এই সুযোগে জগতের বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালাগণের উদ্দেশ্য হইল ভারতের বস্ত্রশিল্পকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি ভারতের বাজারে বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করা এবং ভারতবর্ষ হইতে শুধু তুলা আমদানী করা। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক প্রাধান্যের অস্ত্রদ্বারা ল্যাঙ্কাশায়ার এই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইল। ব্রিটীশ মন্ত্রিসভা এবং ভারত গভর্ণমেন্টের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ১৭৫৭ সাল হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ভারতবর্ষ শিল্পজগতে প্রাধান্য হারাইয়া কাঁচামাল রপ্তানিকারক একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি কোম্পানীর একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল। ইউরোপে ভারতীয় বস্ত্রের বিশেষ আদর হওয়ায় কোম্পানী এই বস্ত্র রপ্তানি ব্যবসা একচেটিয়া করিবার প্রয়াস পান এবং সস্তাদরে মাল পাওয়ার জন্য বস্ত্রশিল্পী-দিগকে অগ্রিম টাকা দাদন দিয়া রাখিতেন। কোম্পানী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মাল বিক্রয় করিবার অধিকার এই শিল্পীদের ছিল না। উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইলে কিংবা বেশী লাভে অন্যত্র বিক্রয় করিলে তাহাদের উপর কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অমানুষিক অত্যাচার করিত। ওয়াইজ্ সাহেব পূর্ব্ব বঙ্গসম্বন্ধীয় তাঁহার পুস্তকে এই অত্যাচারের একটি নমুনা দিয়াছেন। টমাস কেলসল্ নামক কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী সন্দেহ করেন যে, এক তন্তুবায় তাহার প্রস্তুত বস্ত্র ফরাসীদের গুদামে বিক্রয় করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। ভীত তন্তুবায় ফরাসীদের আশ্রয়ে পলায়ন করিল। ইহাতে তাহার পরিবারবর্গকে কারারুদ্ধ করিয়া অত্যাচার করা হইল এবং তাহাদের বাসগৃহ অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হয়। তন্তুবায় দেওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে দেওয়ান তাহার উপর বেত্রাঘাতের আদেশ দেন এবং অতঃপর ১১ দিন গুদামে আটক রাখা হয়। কেলসল্ সাহেব তাহার চুলদাড়ি কর্ত্তন করিয়া মুখমণ্ডলে চুণকালি মাখাইয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে বসাইয়া নবাবপুরের প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরাইয়া আনিলেন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে' উদ্ধৃত উইলিয়ম বোল্টস্ নামক একজন ইংরাজের উক্তি হইতে অত্যাচারের আর একটি নিষ্ঠুর নমুনার পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অনেক তন্তুবায়ের হস্তাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিত। ১৯৩০ সালে বস্ত্রশিল্প-রক্ষা আইন প্রণয়নকালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার ডারসি লিণ্ডসেও তাঁহার বক্তৃতায় ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

এইভাবে ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপে ব্রিটীশ এবং ভারত সরকার ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় শিল্পকে খর্ব্ব করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিলেন।

৪। **ভারতে কাপড়ের কলের প্রসার**—ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং দুইটী শক্তিশালী গভর্ণমেন্টের সমবেত বিরোধিতায়ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের জীবনীশক্তি নষ্ট হয় নাই। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনের রক্তসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। ভারতবাসী এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যে অন্তর্নিহিত চিরন্তন শক্তি ফল্গুধারার ন্যায় বিদ্যমান ছিল উনবিংশ শতাব্দীর

দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতেই ভারতে কাপড়ের কলের দ্রুত বিস্তৃতিতে তাহা প্রকাশিত হইয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের সম্মুখে পুনরায় এক নূতন অন্তরায়ের সৃষ্টি করিল। ১৮৩২ সালে বিলাতী মূলধনে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ফোর্ট গ্লষ্টার নামক স্থানে একটী কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ইহাই বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল। পরবর্ত্তীকালে এই মিলটী বাউরিয়া কটন মিল্‌স্ নামে পরিচিত হইয়াছে এবং মেসার্স কেটলীওয়েল বুলেন এণ্ড কোং ইহার বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্টস্। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতী মূলধনে ঘুসারী কটন মিল্‌স্ স্থাপিত হয়। ইহা হস্তান্তরিত হইয়া মেসার্স সাধুরাম তুলারাম কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কটন মিল্‌স্ নাম ধারণ করিয়াছে। ভারতীয় মূলধনে সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল বোম্বে স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল স্থাপিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী কাওয়াস্‌জী দাদার ইহার প্রতিষ্ঠাতা। লেনডেন্ নামক এক ইংরেজ ব্যবসায়ীও এই সময়ে বরোচে একটী মিল প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ রনছোরলাল্ ছোটলাল্ সি, আই, ই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল স্থাপন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়। দেশে শান্তি স্থাপিত হইল; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও উৎসাহের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে বস্ত্রশিল্পেও প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৬০ সালে বোম্বাইয়ে আরও ৬টী কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। এই সময়ে বস্ত্রশিল্প কিরূপ দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছিল নিম্নের তালিকা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

বৎসর			ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা
১৮৫১	...	...	১
১৮৬৬	...	...	১৩
১৮৭৬	...	...	৪৭
১৮৭৭			৫১
১৮৮৪	...	...	৬৩
১৮৮৮	...	...	৯৩
১৮৯৪	...	...	১২৭
১৮৯৯	...	...	১৫৬
১৯০০	...	...	১৯৫
১৯০৬	...	...	২০৪

১৯০৫-৬ সাল হইতে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতে বস্ত্রশিল্পের আরও দ্রুত উন্নতি হইল।

	১৯০৫-৬	১৯০৯-১০	১৯১২-১৩
মিলের সংখ্যা	২০৪	২২৩	২৪১

মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বস্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষের স্থান ছিল চতুর্থ। মহাযুদ্ধ আরও এক অভূতপূর্ব্ব সুযোগ আনয়ন করিল। ল্যাঙ্কাশায়ার যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতেই ব্যাপৃত রহিল। জাপান তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের বাজারে ভারতীয় মিলের বস্ত্রের চাহিদা অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পাইল এবং মূল্যবৃদ্ধি হেতু কলওয়ালারাও বিশেষ লাভবান হইতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাঞ্চলের যুদ্ধের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য সরকার হইতে ভারতীয় মিল্‌স্‌সমূহেও অর্ডার দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানীর অসুবিধা হওয়ায় মিলের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯২১ সাল হইতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির পথ আরও অগ্রসর করিয়া দিল। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির মূলে স্বদেশী আন্দোলনের দান অমূল্য। ১৯২৬ সালে উৎপাদন শুল্ক রহিত হয় এবং ১৯৩০ সালে বস্ত্রশিল্প আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত হইল। ১৯৩০-৩১ সালের দ্বিতীয় গান্ধী আন্দোলন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে আরও এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দিল।

১৯১৪ সালের পর বস্ত্রশিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান গতি নিম্নতালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে:—

বৎসর	মিলের সংখ্যা (হাজার হিসাবে)	তাঁতের সংখ্যা (হাজার হিসাবে)	বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা (হাজার বেল হিসাবে)	কাপড়ের কলে তুলা কাটতির পরিমাণ
১৯১৪	২৭১	১০৪	২৬০	২১৪৩
১৯২২	২৯৮	১৩৪	৩৪৩	২২০৩
১৯২৩	৩৩৬	১৪৪	৩৪৭	২১৫১
১৯২৯	৩৪৪	১৭৪	৩৪৬	২১৬১
১৯৩০	৩৪৮	১৭৯	৩৮৪	২৫৭৩
১৯৩৪	৩৫২	১৯৪	৩৮৫	২৭০৪
১৯৩৫	৩৬৫	১৯৯	৪১৫	৩১১৩
১৯৩৬	৩৭৯	২০০	৪১৮	৩১১০
১৯৩৭ (ক)	৩৭০	১৯৮	৪১৭	৩১৪৭

(ক) ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর।

১৯৩১-৩২ সালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা নিম্নের তুলনামূলক তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

দেশ	মিলের সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	তুলার কাটতি (বেল)	বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা
ইংলণ্ড (১৯৩২)	১৬০৯	৬২৪৬২৯	২৫৮০৬৫০	৬০,০০০
উঃ আমেরিকা (১৯৩১)	৫৫৯	৩০৭৬৪১	১৫৫১৪৭৫	২৩০,০০০
দঃ ,, (১৯৩২)	৯০১	৩৩৯১২৩	৪২৫০২৮০	১৮৫,০০০
মিশর (১৯৩১)	২	×	১০২৬৯	৫৫০০
ভারতবর্ষ (১৯৩১)	৩৪৯	১৮২০০০	২৬৬৩৩০০০	৩৯৫,০০০
জাপান (১৯৩২)	২৬৩	×	২৭২০২১৫	২১১১৫৪

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ৩৮০টী কাপড়ের কল আছে। তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ২০৮টী, বাংলায় ২৮টী, যুক্তপ্রদেশে ২৫টী এবং মাদ্রাজে ৪৭টী। সারা ভারতবর্ষে মোট তাঁতের সংখ্যা ২০০,০০০, টেকোর সংখ্যা ৯৭৩১০০০। প্রায় ৪০ কোটী টাকার উপর মূলধন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত আছে। ১ লক্ষ ৫০ হাজার নারী ও ২ লক্ষ ৫০ হাজার পুরুষ কাপড়ের কলের কাজে নিযুক্ত আছে। এই হিসাবে বস্ত্রশিল্প দ্বারা ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। ভারতে উৎপন্ন ৫৭ লক্ষ বেল (৪০০ পাউণ্ডের বেল) তুলার মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বেল অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫৪·৫ ভাগ ভারতীয় কাপড়ের কলের মারফত ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মাথাপিছু গড়পড়তা ১৫·৫৪ গজ বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই হিসাবে সারা ভারতবর্ষে ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫৭৫ কোটী গজ বস্ত্রের চাহিদা ছিল। তন্মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ ৩৪৭ কোটী গজ অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনের শতকরা ৬১ ভাগ বস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ টেকোর সংখ্যায় ৫ম, কাচাতুলার কাটতি হিসাবে ৪র্থ, বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যায় তৃতীয় এবং তুলার চাষে ২য় স্থান অধিকৃত করিয়া আছে। ভারতীয় মিলসমূহের মধ্যে বোম্বাইয়ের 'বম্বে ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ' নামক কাপড়ের কাটতিই সর্ব্ববৃহৎ। নওরোজী ওয়ালিয়া এণ্ড সন্স ইহার ম্যানেজিং এজেন্টস্। তাহাতে ১০৯৫৫২টী টেকো এবং ৩১১৬টী তাঁত আছে।

৫। ভারতীয় তুলা—আমাদের বস্ত্রশিল্প আরও দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিত যদি, সুদূর আমেরিকা, মিশর এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে লম্বা আশযুক্ত তুলা আমদানী করিতে না হইত। বস্ত্রশিল্পের শৈশবাবস্থা হইতেই বহু টাকার তুলা আমদানী করিতে হইতেছে; তদুপরি ১৯৩২ সাল হইতে বৈদেশিক তুলার জন্য আমদানী শুল্ক বহন করিতে হইতেছে। ইহাতে জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের ভারতের বাজার দখল করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে দাবাইয়া রাখারও সুবিধা হইতেছে। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক তুলা আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ মিহি সূতা এবং মিহি বস্ত্র উৎপাদন আমদানীকৃত তুলা দ্বারাই সম্ভব হইতেছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে সাড়ে ৩ কোটী টাকার উপর বিদেশী তুলা আমদানী হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে আমদানী তুলার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটী টাকার উপর।

সারা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয় আমেরিকায়। ইহার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। ইহা সত্ত্বেও ভারতে তুলা আমদানী করার কারণ ভারতীয় তুলা ক্ষুদ্র আশযুক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ভারতীয় তুলা হইতে মিহি সূতা এবং বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় না। ১৯৩৪-৩৫ সালে ১ ইঞ্চির উপর আশযুক্ত তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল মাত্র ৫১ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডের বেল)। ১৯৩৫-৩৬ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৮৫ হাজার বেল হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ⅞ হইতে ১ ইঞ্চি আশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ১২ লক্ষ বেল এবং ⅞ ইঞ্চিরও কম আশযুক্ত উৎপাদিত তুলার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ বেল।

দ্বিতীয়তঃ একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেও ভারতের স্থান অনেক নিম্নে। প্রতি একরে আমেরিকার যে স্থলে ২০০ পাউণ্ড এবং মিশরে ৪০০ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হয়, সে স্থলে ভারতবর্ষে প্রতি একরে ৮০ হইতে ১০০ পাউণ্ডের বেশী তুলা পাওয়া যায় না।

ভারতীয় তুলা দ্বারা মোটা মাঝারী রকমের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রায় ৩০ লক্ষ বেলের উপর তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়। জাপান এবং ইংলণ্ড ইহার প্রধান ক্রেতা।

ভারতে তুলার চাষ উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভারতের জল-মাটীতে আমেরিকার অনুকরণে তুলাচাষের গবেষণা বিফল হয়। মিহি সূতা এবং বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বিদেশী তুলা এবং উচ্চমূল্যের কলকব্জা উভয়ই আমদানী করিতে হয়। দেশীয় তুলার উৎকর্ষ হইলে এই ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন হইবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রস্তাব মতে ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে একটী কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে উন্নতশ্রেণীর তুলা উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান, তুলাচাষের জমি বৃদ্ধি করা, ভারতে উৎপন্ন তুলা যাহাতে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

কমিটীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৯২৩ সালের তুলার সেস্ আইন মতে রপ্তানীকৃত এবং ভারতীয় মিল সমূহ কর্ত্তৃক ক্রীত ৪০০ পাউণ্ডের প্রতি বেল তুলাতে এক আনা হারে সেস্ দিতে হয়। ১৮ বৎসর হইল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম ভারতেই কমিটীর কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে বলিতে হইবে। সিন্ধু, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে কমিটীর চেষ্টায় তুলার চাষ বিশেষ উন্নত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্ত স্থানে লম্বা আশযুক্ত তুলার চাষ সম্ভব হইবে আশা করা যায়। দুঃখের বিষয় উর্ব্বরা বাঙ্গলার দিকে কমিটীর সদস্যদের নজর পড়ে নাই। ভাবনার বিষয় এই যে, সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট এবং বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রাম, নওগাঁও, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে উন্নত ধরনের তুলা উৎপাদনের একটী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট বীজ বিতরণ করা হইবে এবং যাঁহারা এই সমস্ত স্থানে কিংবা অন্যত্র তুলা উৎপাদনে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত উপদেশ এবং তথ্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

৬। গবর্ণমেন্ট এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্প—ভারতের এই সর্ব্বপ্রধান জাতীয়শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাসে গবর্ণমেন্টের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিগত ১৯২৪-২৫ সাল পর্য্যন্তও বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের নীতি ছিল নিতান্ত অবজ্ঞা-মূলক—পরন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইংরেজ কলওয়ালা-গণের প্ররোচনায় শিল্পের প্রসারের পথে নানারূপ অযৌক্তিক

বিধিনিষেধ অর্পণ করিতে ভারত গবর্ণমেন্ট কখনই দ্বিধা করেন নাই। পরিবর্ত্তিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৯২৪-২৫ সাল হইতে সরকারী নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু তবুও শিল্পব্যবসা সম্বন্ধে যে কোন আইন, চুক্তি কিংবা শুল্কধার্য্য হয় তাহাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংলণ্ডের প্রতি বৈষম্যমূলক বিশেষ অনুগ্রহের ব্যবস্থা থাকিবেই।

১৮৫৩ সালে ইংলণ্ডে প্রস্তুত পণ্যের ভারতে পৌঁছিয়া শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৫৲ মাত্র শুল্ক দিতে হইত কিন্তু অন্যান্য দেশের পণ্য আমদানীর উপর ইহার দ্বিগুণ হারে শুল্ক ধার্য্য ছিল। ১৮৭৪ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকসভা ভারত সচিবের নিকট ভারতে আমদানীশুল্ক একেবারে রহিত করার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ইংলণ্ড তখন শিল্পব্যবসায়ে প্রাধান্য লাভ করিয়া অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক হইয়া পড়িয়াছে। এই আবেদনের ফলে গবর্ণমেন্ট আমদানী-শুল্ক হ্রাস করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ উন্নতশ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া যাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগী না হইতে পারে, তজ্জন্য আমেরিকান এবং মিশরীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উপর অতিরিক্ত ৫৲ টাকা হারে আমদানী-শুল্ক ধার্য্য করেন। ভারত সচিব লর্ড সল্‌সবেরী অবাধ বাণিজ্যনীতির পূর্ণ সমর্থক ছিলেন এবং তাঁহার প্রেরণায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঁচা তুলার উপর এই আমদানীশুল্ক রহিত হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রবল আন্দোলনে ১৮৭৯ সালে ইংলণ্ড হইতে আমদানীকৃত বস্ত্রের উপর আমদানী-শুল্ক আরও হ্রাস করা হয়। জয়ের উল্লাসে ম্যাঞ্চেষ্টার নূতন উদ্যমে পুনরায় আন্দোলন সুরু করে এবং ১৮৮২ সালে গবর্ণমেন্ট কাপড়ের উপর আমদানী-শুল্ক একেবারে রহিত করিয়া দেন। ইংলণ্ডের পণ্য আমদানী বৃদ্ধির জন্য ১৮৮২ হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণরূপে অবাধ-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ১৮৯৪ সালে সূতা এবং কাপড়ের উপর শতকরা ৫৲ হারে আমদানী-শুল্ক এবং ভারতীয় কলে প্রস্তুত সূতার উপর শতকরা ৫৲ হারে উৎপাদন শুল্ক চাপাইয়া দেওয়া হইল। ১৮৯৬ সালে ভারত সরকার ভারতীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর ৩৷৷০ আনা হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করেন এবং সূতার উপর উৎপাদন শুল্ক রহিত করা হয়। এই উৎপাদন শুল্ক বস্ত্রশিল্পের উন্নতির পথে মারাত্মক অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং বহুকালব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৯২৬ সালে এই বহুনিন্দিত উৎপাদন শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৯১৩-১৪ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত এই উৎপাদন শুল্ক বাবদ প্রায় ১৮ কোটী টাকা আদায় হয়। এই বিপুল পরিমাণ করভার যদি বস্ত্রশিল্পকে বহন করিতে না হইত, তবে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আজ অন্যরূপ ধারণ করিত।

১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে সরকারী নীতির আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯১৮ সালে বিদেশী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক ৩৷৷০ আনা হইতে ৭৷৷০ আনা এবং ১৯২১-২২ সালে আরও বর্দ্ধিত করিয়া ১১৲ টাকা করা হয়। কাপড়ের কলের কলকব্জার উপর শতকরা ২৷৷০ হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য হয়। মহাযুদ্ধের পর হইতেই বস্ত্রশিল্পে জাপান ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের প্রাক্কালেও অধিকাংশ ভারতীয় কাপড়ের কলে কেবল সূতা কাটা হইত। এবং এই সূতার প্রায় অর্দ্ধেক চীন, ষ্ট্রেট্‌ সেটেল্‌মেণ্ট, রুমানিয়া প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই জাপান এই সূতার বাজার দখল করিয়া ফেলে এবং ১৯২১-২২ সাল হইতে বস্ত্রব্যবসায়েও ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। জাপানী বস্ত্র আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিয়া ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না ইত্যাদি নির্দ্ধারণের জন্য ১৯২৬ সালে ভারত সরকার টেরিফ বোর্ড নিযুক্ত করেন। ১৯২৭ সালে বোর্ডের রিপোর্ট বাহির হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বোর্ডের নির্দ্দেশ না মানায় দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ফলে গবর্ণমেন্ট ১৯৩০ সালের মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার আমদানীকৃত সূতার উপর প্রতি পাউণ্ডে দেড় আনা হারে শুল্ক ধার্য্য করেন। ১৯২৮-২৯ সালে ঘন ঘন শ্রমিকবিক্ষোভ এবং টাকার মূল্য ১৮ পেন্স নির্দ্ধারিত হওয়ায় পশ্চিম ভারতে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। জাপানের প্রতিযোগিতাও প্রবলতর আকার ধারণ করিতে থাকে।

১৯২৯ সালে গবর্ণমেন্ট কলিকাতার শুল্ক বিভাগের মিঃ জি, এস, হার্ডিকে জাপানী প্রতিযোগিতা এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে নিযুক্ত করেন। হার্ডির রিপোর্টানুসারে বস্ত্রশিল্পকে রক্ষণশুল্ক দ্বারা সাহায্য করার নীতি গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া নিলেন। আমদানী শুল্ক ১১৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা করা হইল এবং ১৯৩০ সালের বস্ত্রশিল্প রক্ষা আইন দ্বারা অব্রিটীশ বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত ৫৲ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হয়। দেশব্যাপী মন্দার ফলে বাজেটে যে ঘাটতি দেখা যায়, তাহা পূরণের জন্য ১৯৩১ সালের বাজেটে ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর শতকরা ২০৲ টাকা এবং অন্যান্য দেশ হইতে আমদানীকৃত কাপড়ের উপর ২৫৲ টাকা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইল। ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ব্রিটিশ এবং অব্রিটীশ বস্ত্র আমদানীর উপর যথাক্রমে শতকরা ২৫৲ টাকা ও ৩১৷০ আনা হারে মূল্যানুযায়ী শুল্ক ধার্য্য হয়। ১৯৩১ সালে জাপান স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে এবং ১৯৩২ সাল হইতে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এবং ভারতীয় টাকার তুলনায় জাপানী মুদ্রা ইয়েনের মূল্য অপ্রত্যাশিত ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার ফলে অল্পদামের জাপানী কাপড় ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে। এতৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৩২ সালে পুনরায় টেরিফ বোর্ডের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। বোর্ড জাপানী মুদ্রামূল্য হ্রাসের আলোচনা করিয়া শুল্কহার বৃদ্ধি অনুমোদন করেন। বোর্ডের সহিত একমত হইয়া ভারত সরকার শুল্ক আইন দ্বারা ১৯৩৩ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত অব্রিটিশ বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক ৩১৷০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া মূল্যানুযায়ী ৫০৲ টাকা ধার্য্য করেন। এদিকে ইয়েনের মূল্য আরও হ্রাস পাওয়ার ফলে ৫০৲ হারে শুল্ক দিয়াও জাপানী বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৩০ লক্ষ গজ, নবেম্বরে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটী গজ। সেথুন, করিমভাই এবং ফিন্‌লে কোম্পানীর মত কাপড়ের কলও অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব মনে করিয়া কারবার গুটাইবার মনস্থ করেন। আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভবপর হইল না। জাপান ল্যাঙ্কাশায়ারকেও বিতাড়িত করিবার উপক্রম করিল। ১৯৩৩ সালে বাণিজ্য বিভাগের ঘোষণা দ্বারা টুক্‌রা কাপড় ব্যতীত অব্রিটিশ সকল প্রকার বস্ত্রের উপর অস্থায়ীভাবে শতকরা ৭৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য হয়। ১৯৩৪ সালে

ভারতবর্ষ এবং জাপানের মধ্যে চুক্তি হয় যে, শুল্ক ধার্য্য ব্যাপারে অন্যান্য দেশের তুলনায় একে অন্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। জাপানের কার্য্যকলাপে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই চুক্তি বাতিল করিবার নোটীশ দেন। প্রত্যুত্তরে জাপানও ভারতীয় তুলা বয়কট করে। এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বস্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে একটী বাণিজ্য চুক্তি হয় এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এই চুক্তি পরিবর্ত্তিত আকারে নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় ১০ লক্ষ বেল কাচা তুলা আমদানীর পরিবর্ত্তে টুক্‌রা কাপড় ব্যতীত জাপান ভারতে ২৮৩ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিবে। টুকরা কাপড় রপ্তানার পরিমাণও ৮,৯৫ কোটী গজ বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। প্রায় একই সময়ে ল্যাঙ্কাশায়ার ও বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির মধ্যে একটী চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহা মোদী-লিজ চুক্তি নামে খ্যাত। ইহাতে স্থির হয়, ইংলণ্ডে প্রস্তুত সূতার উপর আমদানী-শুল্ক মূল্যানুযায়ী ৫৲ টাকার বেশী হইবে না এবং ১৯৩১ সালের ২৫৲ টাকা হারে অতিরিক্ত শুল্ক যত সত্বর সম্ভব রহিত করা হইবে এবং ভবিষ্যতে বিলাতী বস্ত্রের উপর কোন নূতন শুল্ক ধার্য্য হইবে না। প্রতিদানে ভারতবর্ষকে ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষ হইতে কয়েকটী মৌখিক আশ্বাস মাত্র দেওয়া হইল—যথা, সাম্রাজ্যের ভিতরে কিংবা বাহিরে বিলাতী কাপড় কোন সুবিধা পাইলে ভারতীয় বস্ত্রও তদনুরূপ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে এবং ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সভা বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের কাটতির সুবিধা করিয়া দিবেন।

১৯৩৪ সালের পরিবর্ত্তিত শুল্ক আইনে এই দুইটী চুক্তি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। জাপ-ভারত চুক্তি জনসাধারণের মোটামুটি সমর্থন লাভ করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে ফাঁকা আশ্বাসে পূর্ণ মোদী-লিজ্ চুক্তি দেশের স্বার্থের প্রতিকূল হইয়াছে বলিয়া সকলেই মনে করেন। ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে আমদানী আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় ১৯৩৫ সালে পুনরায় একটী বিশেষ টেরিফ্ বোর্ড গঠিত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট বোর্ডকে ল্যাঙ্কাশায়ারের বক্তব্য শ্রবণ করিবার নির্দ্দেশ দেন। বোর্ডের রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার জনসাধারণ, ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ এবং আইন সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালে বিলাতী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৫৲ টাকা হ্রাস করিয়া দেন। এই বৎসরই কেন্দ্রীয় আইন সভা অটোয়া চুক্তি বাতিল করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের একটী নূতন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডজাত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য কি প্রকার সুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সকলেই জানেন। কাজেই এই বিষয়ে এখানে আর কিছু উল্লেখ করিলাম না।

১৯৩১ সালে ভারত সরকার বিদেশাগত তূলার উপর পাউণ্ড প্রতি ছয় পাই হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করেন। বর্ত্তমানে ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে ইহা বৃদ্ধি করিয়া পাউণ্ড প্রতি শুল্কের হার এক আনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাংলার কলসমূহের ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বিশেষ হ্রাস পাইবে।

৭। **হস্তচালিত তাঁতশিল্প**—হস্তচালিত তাঁত সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাপড়ের কলের প্রসার এবং জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে বস্ত্র আমদানী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে হস্তচালিত তাঁত হইতেই রপ্তানী বাণিজ্য এবং দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র উৎপন্ন হইত।

১৯০৯ সালেও ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছিল তদপেক্ষা ১৯২ কোটী গজ বেশী কাপড় সরবরাহ হইয়াছিল হস্তচালিত তাঁতসমূহ হইতে। বর্ত্তমান সময়েও সারা ভারতের বস্ত্রের চাহিদার শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ হস্তচালিত তাঁত হইতে পাওয়া যায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে ৫৭৫ কোটী গজ বস্ত্রের চাহিদা ছিল। তন্মধ্যে ১৪৯ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল হস্তচালিত তাঁতসমূহে।

সারা ভারতবর্ষে প্রায় ২৮ লক্ষের উপর হস্তচালিত তাঁত আছে। তন্মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ তাঁত বাংলা প্রদেশে। প্রতি তাঁত পিছু চারিজন করিয়া ধরিলে হস্তচালিত তাঁতশিল্প হইতে প্রায় ১ কোটী ভারতবাসার জীবিকা-সংস্থান হইতেছে।

কাপড়ের কলের দ্রুত উন্নতি এবং প্রসার হওয়া সত্ত্বেও হস্তচালিত তাঁতশিল্প যে এখনও ধ্বংস হয় নাই তাহার কারণ মিলের কাপড়ের সঙ্গে হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রের সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা নাই। হস্তচালিত তাঁতে সৌখীন মিহি এবং অত্যন্ত মোটা কাপড় উৎপাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত সাড়ী, লংক্লথ, টুইল পাগড়ীর কাপড়, রুমাল, বিছানার চাদর, তোয়ালে, লুঙ্গি ইত্যাদিও

প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ হস্তচালিত তাঁতে ব্যক্তি কিংবা শ্রেণী বিশেষের পছন্দাপছন্দ অনুসারে কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। কাপড়ের কলের এই সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁতে প্রস্তুত মোটা কাপড়ের মূল্যও অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং টেকসই বলিয়াও খ্যাতি আছে।

ভারতীয় কাপড়ের কলে প্রস্তুত সূতা পূর্ব্বে রুশিয়া, চীন, মালয় প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। জাপান বহু পূর্ব্বেই এই রপ্তানী বাণিজ্য কবলিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে হস্তচালিত তাঁতসমূহে যে সূতা ব্যবহার হয়, তাহার শতকরা ৯০।৯৫ ভাগই ভারতীয় কলে প্রস্তুত। এই হিসাবে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের উন্নতির সহায়ক। তাঁতশিল্পীরা অজ্ঞ কৃষক। তাহাদের সঙ্ঘশক্তি নাই এবং তাহাদের অভাব অভিযোগও দেশবাসী কিংবা সরকারের নিকট এতদিন পৌঁছে নাই। সুখের বিষয় কিছুদিন যাবত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং জাতীয় কংগ্রেস হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে সমাধান হইবে।

৮। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ—উন্নত ধরণের কলকব্জা, উপযুক্ত মূলধন, বিশেষজ্ঞের অভাব, ঘন ঘন শ্রমিকবিক্ষোভ, উচ্চহারে টাকার বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারণ এবং জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্বেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে স্বীকার করিতে হইবে। তৈয়ারী বস্ত্রের উৎকর্ষতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাপড়ের কলের সংখ্যা, তাঁত, টেকো এবং বস্ত্রের পরিমাণও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩১-৩২ সালে ১৯২৬-২৭ সাল অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ বেশী বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩১ সালের পর কাপড় এবং সূতার উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগ ও ১৫ ভাগ বাড়িয়াছে। রক্ষণশুল্ক ধার্য্য হওয়ার পূর্ব্বে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ২৪০ কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইত। বর্ত্তমানে ৩৬০ হইতে ৩৭০ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। ইহা আলোচনা করিলে আমাদের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিতে হইবে।

আমাদের চাহিদার শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ বস্ত্র এখনও জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ার সরবরাহ করিয়া থাকে। ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ ভারতীয় কলসমূহে উৎপন্ন হয়। এই আমদানী বন্ধ করিয়া এখনও ১৩৯ হইতে ১৪০ টী অতিরিক্ত কাপড়ের কল ভারতে চলিতে পারে।

সারা পৃথিবীতে মাথা পিছু কাপড়ের চাহিদা ৫০ গজের উপর। ভারতবর্ষে ১৮৯৯-১৯০০ সালে মাথা পিছু চাহিদা ছিল ১১.১০ গজ, ১৯১৩-১৪ সালে ১৬.২৮ গজ, ১৯২৭-২৮ সালে ১৬.৯৬ গজ। কালক্রমে এই চাহিদা যদি ৩০ গজও হয়, তবে ভবিষ্যতে ৫।৬ লক্ষ লোকের জীবিকা-সংস্থান করিয়া আরও ৪০০ শত কাপড়ের কল ভারতবর্ষে চলিতে পারে। এই হিসাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

৯। বস্ত্রশিল্প ও বাংলা—ভারতের সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল বাংলাতেই স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া উন্নতির পন্থা দেখাইয়া দেয়। ইহা সত্বেও বোম্বাই, মধ্যভারত, এমন কি মাদ্রাজের তুলনায়ও বস্ত্রশিল্পে বাংলার স্থান অনেক নিম্নে। তুলা চাষের অবনতি, মূলধনের অভাব, বোম্বাইএর প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ী মহলের ঔদাসীন্যের জন্যই বাংলায় বস্ত্রশিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ভারতের ৩৮০টি কাপড়ের কল এবং ২ লক্ষ তাঁতের মধ্যে বাংলায় মাত্র ২৮টি কাপড়ের কল এবং ৫০০০ তাঁত আছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতীয় কলসমূহে ২৯৪.৫ কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে বাংলায় কলসমূহ প্রস্তুত করে মাত্র ४২.২১ কোটী গজ। ১৯৩৩-৩৪ সালে বাংলায় ৩১ কোটী ২০ লক্ষ টাকার কাপড় আমদানী হয়। ১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৫-৩৬ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭ কোটী ১০ লক্ষ এবং ৪৪ কোটী ৯ লক্ষ টাকার। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে সমগ্র ভারতে যে পরিমাণে জমিতে তুলার চাষ হয়, এই সময়ে বাংলায় তাহার শতকরা ০.৩ ভাগ জমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সালে বাংলায় ৫৯.৩ হাজার একর জমিতে তুলা উৎপন্ন হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ৫৭.৯ হাজার একর।

সুখের বিষয় যে, দেশবাসী এবং ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি পড়ায় বাংলার বস্ত্রশিল্প ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯৩১ সালে বাংলায় ২১টী কাপড়ের কল ছিল। বর্ত্তমানে আরও ৭টী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় বাংলার কলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। বাংলার জলীয় আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের পক্ষে খুবই উপযোগী। বাংলায় একর প্রতি তুলার উৎপাদনও সমগ্র ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। বঙ্গদেশে প্রতি একরে ১৫৫ পাউণ্ড তুলা পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র ভারতে একর প্রতি ৮০ হইতে ১০০ পাউণ্ডের বেশী পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কয়লা অঞ্চল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বাংলার কলসমূহের কয়লার জন্য প্রতি টনে ৫।৬৲ টাকার বেশী ব্যয় পড়ে না। আমেদাবাদ এবং কাণপুরে প্রতি টন কয়লাতে ১২৲ হইতে ১৪৲ টাকার মত খরচ পড়ে। বাংলায় গড়পড়তা মাথাপিছু বস্ত্রের চাহিদাও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। ১৯৩৩-৩৪ সালের মত মন্দার বৎসরেও বাংলার ৫ কোটী অধিবাসীর জন্য ৫৩.৬৭ কোটী গজ বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই চাহিদার মাত্র ১১.৬৭ কোটী গজ বাংলার কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিয়াছিল। এই হিসাবে বঙ্গদেশে অন্ততঃ ৫০টী বৃহদাকার কাপড়ের কল ভালভাবেই চলিতে পারে।

রেল পথের সুবিধা

ভারতবর্ষে রেল লাইন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বেনারসে সরকারী ডাকগাড়ী পৌঁছিতে ৫ দিন সময় লাগিত, পাল্কীতে যাইতে ৮জন বেহারার এক মাস সময় লাগিত, গরু বা মহিষের গাড়ীতে মাল পাঠাইতে ৩৫ দিন সময় অতিবাহিত হইত এবং নৌকাযোগে ৪০ দিনের কমে বেনারসে পৌঁছান যাইত না। এই উভয় স্থানের দূরত্ব ৪২৮ মাইল।

বৈদিক যুগের শিল্প

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায়ে শিল্পকারের উৎপত্তি বিষয় এইরূপ কথিত আছে, আঙ্গিরাপুত্র সুরাচার্য্য বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী বরস্ত্রীর গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসজাত দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাতে বীর্য্যাধান করায় তাঁহার নয়টী শিল্পকারী পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক অর্থাৎ কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়টী প্রধান। আর সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার এই তিনটী। ইঁহারা ব্রহ্মশাপ হেতু পতিত হওয়ায় অজাতি নিবন্ধন বর্ণসঙ্কর। অপিচ, অমরকোষের ভরত টীকায় শিল্পের অর্থ এইরূপ :—"বাৎস্যায়নোক্ত-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিশ্চতুঃষষ্টি বাহ্যক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচুম্বনাদি চতুঃষষ্টি অভ্যন্তর ক্রিয়াঃ কলাঃ! আদিনা স্বর্ণকারাদিকারুকর্ম্মগ্রহঃ। এতৎ সর্ব্বং শিল্পং কথ্যতে।"

অতএব ভরত প্রস্থান অনুসারে আমাদিগকে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি আলিঙ্গনচুম্বনাদি ১২৮টী বাহ্যাভ্যন্তর ক্রিয়াগুলিকেও শিল্প বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রে শিল্প বা শিল্পকারের এইরূপ একটা আখ্যাবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু শিল্পার্থ বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইহাতে আমরা বৈদিক যুগের শিল্পের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

আর্য্যজাতি অতি সুপ্রাচীন কালেই সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইয়া শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে, ভারতে শিল্পোন্নতি বিষয়ে যথেষ্টই চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বৈদিক আর্য্যগণ অপেক্ষা আধুনিক ভারতবাসিগণ যে শিল্প বিষয়ে অধিক উন্নতি করিয়াছেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আজকাল, কতকগুলি কলকারখানা লইয়াই আমাদের শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ কলকারখানা ব্যতীত আমাদের শিল্পোন্নতির উপায়ান্তর নাই। এ বিষয়ক উন্নতি চেষ্টাও আবার বৈদেশিক প্রকারে। যাহা হউক যৎকালে জগতের তাবৎ জাতি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া বন্য পশুর ন্যায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল,—যৎকালে বর্ণমালার সৃষ্টি বিষয়ে অন্য কোন জাতি কল্পনাও করে নাই; তৎকালে আর্য্যজাতি যে কত শিল্পোন্নতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্যজাতির শিল্পকীর্ত্তি-কলাপের চিহ্নমাত্রও অধুনা দৃষ্টিগোচরের সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের যাবতীয় কীর্ত্তিনিচয়ের জ্বলন্ত ইতিহাস—আমাদের প্রাচীনতম অবলম্বন "বেদ" অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সুপ্রাচীন আর্য্য শিল্পালোচনার পক্ষে বৈদিক যুগের শিল্পানুশীলনই সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক মৃৎ কুটীর বড় একটা ব্যবহৃত হইত না। সাধারণতঃ তাঁহারা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাসাদ রচনা করিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের গৃহগুলি ছাদযুক্ত এবং গবাক্ষ ও দ্বারবিশিষ্ট হইত (১।১১৩।৪)। গৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত হইত এবং সবিশেষ প্রচলিত ছিল। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চূণ, সুরকি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত (৪।৪৭।২)। বেদে "ইষ্টকাস্তম্ভ" অট্টালিকা ইত্যাদি বহুশব্দ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার অস্তিত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। ঋগ্বেদে "সহস্রদ্বার বিশিষ্ট গৃহ" (৭।৪৪।৫) "সহস্রস্তম্ভরক্ষিত প্রাসাদ" (২।৪১।৫), "বিস্তৃত বাসস্থান" (১।৩৬।৪) "প্রস্তরগৃহ", "বক্রপ্রস্তর" ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান। তৎকালে গৃহ নানারূপে ও নানা উপাদানে নির্ম্মিত হইত। গৃহ রচনা পদ্ধতি যে তৎকালে বিশেষ উন্নত ছিল তাহার একটি কারণ আমরা দেখিতেছি। তৎকালে আর্য্যগণ এরূপ ভাবে গৃহ রচনা করিতেন যে, রচনা দোষে বায়ু-পিত্ত-কফ কোন ধাতুই যেন বক্র বা দূষিত হইয়া গৃহবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত না করে (৬।৪৯।৯)। গৃহগুলি একতল হইতে ত্রিতল পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইত। অধিকন্তু, অধিক স্তম্ভযুক্ত থাকায় উহা যে অতি সৌন্দর্য্যময় ছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই (২।১।৫।৫।৬২।২)। বশিষ্ঠ-ঋষি একটী ত্রিতল বাসভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই বাক্য ত্রিতল গৃহের বিদ্যমানতার বিষয়ে সাক্ষী।

আর্য্যগণ পরিচ্ছদ বিষয়েও যথোচিত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও আজকালকার পরিচ্ছদে বড় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। তৎকালীন বস্ত্রবয়ন-পটুতার বিষয় ঋগ্বেদে বহুবার কথিত হইয়াছে। (২।৩৮।৪; ১।৩।৬;

৬।৯।১ ; ৪।৪০।৬ ; ৩।৩।৬ ; ১০।১০৭।৯০ ; ৫।২৯।১৫) যজুঃ ও সামবেদে বস্ত্রের অনেক উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) স্বর্ণখচিত কার্পেটের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক কালে বস্ত্র বয়নের চারিটি মাত্র উপাদান ছিল। পশম, চর্ম্ম, কার্পাস, মেষলোম, (৩।৫।৪)। সূত্রগুলি কখন কখন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করাও হইত। প্রত্যুতঃ শ্বেত বস্ত্রই তৎকালে বিশেষ আদৃত হইত (৩।৩৯।২)। সচরাচর তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র, পিরাণ অথবা তনুত্রাণ (আঙ্গা) ও উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।২।১।৮ ; অথর্ব্ববেদ ১৫।২।১) স্ত্রীলোকগণ টানা ও পড়েন দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন (৬।৯।২)। তাঁহারা সর্ব্বশরীরে সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতেন এবং পরিধেয়ের উপর কঞ্চুক ব্যবহার করিতেন ও সর্ব্বপ্রকার উষ্ণীষ ধারণ করিতেন। বিবাহ কালে মেষলোমের বস্ত্র ব্যবহৃত এবং যৌতুকস্থলে উহা উপহার প্রদত্ত হইত। আর্য্যগণ চর্ম্মের অতি পরিষ্কার কার্য্য জ্ঞাত ছিলেন। ভিস্তিরা চর্ম্ম দ্বারা পথ জলসিক্ত করিত। আর্য্য স্বয়ং বহুবিধ জুতা ব্যবহার করিতেন (আর্য্য সভ্যতা গ্রন্থোদ্ধৃত (Buhler's Apastamba, p 14)। এই সমস্ত জুতা চর্ম্মে প্রস্তুত হইত। ঋগ্বেদে নাপিত ও ক্ষৌরকার্য্যের বিষয় উল্লিখিত আছে (১।১৬৪।৪৪ ; ১।৯২।৪ ; ১০।১৪২।৪ ;)। সুতরাং স্থির হইতেছে যে, ক্ষৌরকার্য্যোপযোগী দ্রব্যেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অলঙ্কার ধারণ প্রথা অস্মদ্দেশে বোধ করি চিরকালই প্রচলিত আছে। বোলনা, সুদূর প্রাচীন বৈদিক যুগেও আমরা বহুবিধ সুন্দর অলঙ্কারের ব্যবহার-বাহুল্য দেখিতে পাই। বৈদিক যুগেও স্বর্ণালঙ্কার (১।৩৪।৪) বলয়, (৪।৫৩।৪), অঙ্গুরীয় ও চিত্রিত কণ্ঠমালা (২।৩৩।১০), সুবর্ণকুণ্ডল, মেখলা, মল (২।১২২।১৪) ইত্যাদি অলঙ্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল। মুক্তাদি খচিত স্বর্ণ অলঙ্কারের যে খুব প্রচলন ছিল, তাহা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৬৬৫) ও যজুর্ব্বেদের নানা স্থানে উক্ত আছে। "মালা" ব্যতীত বক্ষে "রুক্ম" নামে এক প্রকার অলঙ্কারও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক কালে শঙ্খ প্রবালাদি নানা কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ইহাও উক্ত আছে যে, স্ত্রীলোকেরাও নানারূপ নৈপুণ্যে তাঁহাদের কেশ-বন্ধন করিতেন (৪।৮৬) কিন্তু সে নিপুণতা কিরূপ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমোদ-প্রমোদের জন্য তাঁহারা শালগুঞ্জিক (৩।৩২।২৩) ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও তৎকালে প্রচলিত ছিল। বৈদিক আর্য্যগণ শিশু বা খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ ও গাড়ী ব্যবহার করিতেন (৪।৬৩।৫ ; ৩।৫৩।১৯)। অশ্ব ও গর্দ্দভ এই গাড়ী ও রথ বহন করিত। চক্রগুলি পিত্তল নির্ম্মিত, রথস্তম্ভাদি লৌহময়। বোধ হয়, ঐ সময়ে দু একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রথেরও প্রচলন ছিল।—এই রথগুলির বসিবার স্থান সকলও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। রথের সম্মুখে কাঠনির্ম্মিত অশ্বাদির সন্নদ্ধ থাকিত। সাধারণতঃ চর্ম্মতন্তু, চর্ম্মরশ্মি (লাগাম) ব্যবহৃত হইত। ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক রথ চালন বা গঠন বিদ্যা বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা হীন ছিল না। ঋগ্বেদে "ত্রিস্তম্ভাবিশিষ্ট ত্রিকোণ যান" (১।৪৭।২), "তিনটি বসিবার স্থানযুক্ত যান" (২।২৮৩।১) ইত্যাদি প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। মনোহরদৃশ্য জলযান (জাহাজ) ও নৌকা ব্যবহার বিষয় বেদে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যগণ শুধু যে শিল্পী ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা বীরও ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বর্ম্ম, হস্তঘ্ন, চর্ম্ম (ঢাল) প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় তাঁহারা বর্শা, পরশু, বাশী (বাইশ), ধনুর্ব্বাণ ও লৌহাগ্র কাষ্ঠময় বিষাক্ত বাণ ব্যবহার করিতেন। রণবাদ্য মধ্যে দুন্দুভি, ক্ষৌণী, কর্করী ও ঢক্কা তাঁহাদের ব্যবহারে আসিত। এই বস্তুগুলি যেমন তাঁহারা নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতেন, তেমনই তাঁহারা দক্ষতার সহিত নিম্মাণ করিতেন। এ সমস্ত নিম্মাণ বিষয়ে তাঁহারা আধুনিকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে অবনত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদিক শিল্প বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। আর্য্যদিগের পরিচ্ছদ, যুদ্ধাস্ত্র, অলঙ্কার ও গৃহাদি নিম্মাণ বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল, তাহা হইতে তাঁহাদের তৎকালীন শিল্প বিষয়ের যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাঁহারা যে শিল্পোন্নতি বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের এই আভাষ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে। যাহা হউক, বৈদিক যুগের শিল্পালোচনা করিতে গিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মৃণ্ময় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রময় দ্রব্য তৎকালে নির্ম্মিত হইত। সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায়গণ যথাক্রমে কাষ্ঠ কার্য্য, অলঙ্কার গঠন এবং বহুমূল্য সূক্ষ্মবস্ত্রবয়নে বিলক্ষণ পটু ছিল। তৎ-কালে গজদন্তের কারুকার্য্যেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বোধ হয় কাচ ও রেশম ব্যবহার করিতে জানিতেন না। সে যাহা হউক, সুদূর প্রাচীন বৈদিক শিল্পনিচয় আলোচনা করিলে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, শুধু দু'একটী শিল্প বিষয়ে কেন, সমগ্র শিল্প বিষয়েই আর্য্যগণ এক কালে সর্ব্ব জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন।

[অধুনালুপ্ত 'কমলা' পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের লিখিত একটী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।]

পৃথিবীর নূতন জাহাজ

গত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাহাজের কারখানা হইতে মোটমাট ৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৯৩ টনের ১১১৯টী নূতন বাণিজ্য জাহাজ জলে ভাসান হইয়াছে। উহার মধ্যে ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জাহাজের কারখানা হইতে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৭৫ টনের, জার্ম্মাণীর কারখানাসমূহ হইতে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৯৭ টনের, জাপানে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৭২০ টনের, হলাণ্ডে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৪৫ টনের, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২ লক্ষ ১ হাজার ২৫১ টনের, সুইডেনে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৬৪ টনের, দেনমার্কে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৩০ টনের এবং ইটালীতে ৯৩ হাজার ৫০৩ টনের জাহাজ ভাসান হয়। এই বৎসরে ইংলণ্ড ৫৫টী, জার্ম্মাণী ৪৭টী, সুইডেন ২৩টী, দেনমার্ক ১৯টী, ইটালী ৭টী, হলাণ্ড ৫৩টী এবং জাপান ৪টী জাহাজ অন্য দেশের জন্য তৈয়ার করিয়া দিয়াছে।

হিন্দুরাজত্বের আমলে রাজস্বনীতি

[শ্রীশিশিরকুমার বসাক]

অতি প্রথমে সর্ব্বসাধারণের স্বেচ্ছায় দেয় চাঁদা হইতে সম্ভবতঃ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু দেশে উন্নত ধরণের শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বসাধারণ সরকারী রাজস্ব দিতে বাধ্য হইল। তৎকালে রাজস্ব প্রথা অত্যন্ত সাধারণ রকমের ছিল। কথিত আছে যে, খৃষ্ট জন্মের চারি শতাব্দী পূর্ব্বে সরকারী রাজস্বের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজ্যের আয় বহু ক্ষেত্র হইতে হইত। প্রাচীনকালে রাজকর অত্যন্ত অল্প ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ যতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল, মানুষের উপর ততই করের বোঝা চাপিতে লাগিল। সেকালের আইন প্রণেতা গৌতম বলিয়াছেন—কৃষকেরা তাহাদের জমির উর্ব্বরতা অনুসারে কেহ উৎপন্ন দ্রব্যের দশম ভাগ, কেহ অষ্টম ভাগ, কেহ বা ষষ্ঠ ভাগ রাজাকে কর দিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, গবাদি ও স্বর্ণের উপর পঞ্চাশৎ ভাগ, বাণিজ্য দ্রব্যের উপর বিংশ ভাগ এবং পুষ্প, ফল, মূল, ঔষধীয় গাছ গাছড়া, মধু, মাংস, ঘাস ও জ্বালানি কাষ্ঠের উপর ষোড়শ ভাগ রাজকর ধার্য্য ছিল। পরবর্ত্তী কালে উহা আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময় রাজস্ব কি প্রকারে আদায় হইত চাণক্যের উল্লিখিত বিস্তৃত বিবরণ হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। তাঁহার মতে দুই প্রকার উপায়ে রাজস্ব আদায় করা হইত। প্রথম উপায় অনুসারে নিম্নোক্ত শাখাসমূহ হইতে রাজস্ব আদায় হইত, যথা—মূলধন, দেশের নানা ভাগ, খনি, বন-বিভাগ, গোচারণ-ভূমি, বাণিজ্য-পথ প্রভৃতি। রাজধানীতে নানারকমের কর ধার্য্য ছিল, যথা—তুলাজাত জিনিষ, তৈল, লবণ, মদ এবং ধাতব পদার্থজাত (Metallic manufactures) দেশীয় দ্রব্যের উপর মাশুল ধার্য্য ছিল; মালগুদাম, শিল্পী ও মন্দিরের উপর কর ধার্য্য ছিল; নগর দ্বারে কর আদায় করা হইত; পণ ও জুয়ার উপর জরিমানা আদায় করা হইত। কোন দ্রব্যের প্রকৃতি ও উৎপত্তি স্থল বিবেচনা করিয়া উহার উপর কর ধার্য্য হইত। মনু বলিয়াছেন—খরিদ দর ও বিক্রয় দর, পথের দূরত্ব, খোরাকী ও পাথেয় এবং পাঠাইবার খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বণিকের উপর রাজার কর ধার্য্য করা উচিত। সুতরাং বিংশ হইতে দশম ভাগ পর্য্যন্ত কর ধার্য্য হইত। অনিষ্টকর দ্রব্যের উপর কর ছাড়াও জরিমানা আদায় করা হইত। কিন্তু মূল্যবান বীজ, বিবাহ ও পূজার সামগ্রী প্রভৃতি সমাজের কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর আদায় করা হইত না। সরকারের অধীন প্রত্যেক জমির মালিক হইতে এবং খেয়াঘাট ও জলপথ প্রভৃতি হইতে কর আদায় করা হইত। এইরূপে খনি হইতে সরকার একটা মোটা রাজস্ব আদায় করিত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিত, সেই সকল ব্রাহ্মণের জমির জন্য কোন কর দিতে হইত না। ইহা ছাড়া শিশু, অন্ধ, স্ত্রীলোক, ছাত্র, বোবা, বধির, রোগী প্রভৃতির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা হইত না। তবে আর্থিক দুর্গতি উপস্থিত হইলে শাসনকর্ত্তারা কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করিত। মহাভারতে লিখিত আছে যে, রাজা এমন ভাবে কর ধার্য্য করিবেন, যেন প্রজার উহা দিতে কষ্ট না হয় এবং তথায় রাজাদের আরও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, লোভবশতঃ ও অন্যায়ভাবে ধনাগার পূর্ণ করিতে যেন তাহাদের বাসনা না হয়। কৌটিল্যের মতে রাজস্ব নিম্নলিখিত বিষয়ে খরচ হওয়া উচিত, যথা—যাগযজ্ঞ, পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ, দান, সরকারী প্রাসাদসমূহের সংস্কারাদি, বিদেশী প্রচারকদের ক্রিয়াকলাপ, সৈন্যের রক্ষণাদি ও সেনা পাঠাইবার কাজ, সর্ব্বসাধারণের কাজ, বন-বিভাগ। শুক্রনীতির মতে রাজস্বের অর্দ্ধেক শাসনবিভাগের নিম্নোক্ত ছয়টি কার্য্যে ব্যয়িত হইত; যথা—প্রধান কর্ম্মচারীদের বেতন—দ্বাদশ ভাগ, সৈন্য—চতুর্থ ভাগ, দান—চতুর্বিংশ ভাগ, সর্ব্বসাধারণের আবশ্যকীয় কোন খরচ চতুর্বিংশ ভাগ, কর্ম্মচারীদের বেতন—চতুর্বিংশ ভাগ, রাজার ব্যক্তিগত ও রাজপরিবারের খরচ চতুর্বিংশ ভাগ। শুক্রনীতির মতে বিশ বৎসরের সরকারী খরচ যাহাতে চলিতে পারে তজ্জন্য ধনাগারে যথেষ্ট অর্থ জমা থাকিত। সেইজন্য কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবাধ্যক্ষকে এরূপভাবে রাজ্যের আয়, ব্যয় ও বরাদ্দ নির্দ্ধারিত করিতে হইত যেন সরকারী বেসরকারী সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়াও সরকারী তহবিলে প্রতি বৎসর বহু অর্থ

জমা থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইত।

সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য একজন হিসাব-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁহার অধীনে আবার কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তি কাজ করিত। তাহার মধ্যে কেহ টাকা গণিত, কেহ যোগ দিত, কেহ বা মুদ্রা পরীক্ষা করিত। হিসাব-তত্ত্বাবধায়ককে হিসাবের খাতাপত্র ভালভাবে রক্ষা করিতে হইত এবং রাজস্বের কোন অংশ যেন অতিরিক্ত বাজে খরচ না হয় তজ্জন্য তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। তিনি তাঁহার অধীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে হিসাব বুঝিয়া লইতেন এবং উহা পরীক্ষা করিতেন। একজন খনির তত্ত্বাবধায়কও থাকিতেন। তিনি দেশের খনিজ দ্রব্যের খোঁজ রাখিতেন এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রণয়ন, ধাতুর মূল্য নিরূপণ করিতেন। এইরূপে কোষাগার, টাকশাল, ব্যবসায় বাণিজ্য, জঙ্গল, অস্ত্রাগার, তুলা ও ওজন Weight and Measure), শুল্ক-ঘর (Toll-house), নৌবহর, কৃষিকার্য্য, বয়ন, রথ, আবগারী বিভাগ ও বধ্যভূমি (Slaughter- house) প্রভৃতি বিষয়ের জন্য বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন। কৌটিল্য তাঁহার অর্থ শাস্ত্রে সমাজ-তন্ত্রনীতির উপর রাষ্ট্রের অধিকার কায়েমী করিতে যাইয়া নিম্নোক্ত ষ্টেটের অধ্যক্ষের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক লক্ষ্য করিবার বিষয় — রাষ্ট্রপালনে পণ্যাধ্যক্ষ (Superintendent of commerce), কুপ্যাধ্যক্ষ (Superintendent of forest produce), শুল্কাধ্যক্ষ (Superintendent of tolls,) সূত্রাধ্যক্ষ (Superintendent of weaving), সীতাধ্যক্ষ (Superintendent of Agriculture), সুরাধ্যক্ষ (Superintendent of liquor), নাবধ্যক্ষ Superintendent of ships), অশ্বাধ্যক্ষ (Superintendent of horses), গোহধ্যক্ষ (Superintendent of cows), হস্ত্যধ্যক্ষ (Superintendent of elephants), মুদ্রাধ্যক্ষ (Superintendent of passports), সূনাধ্যক্ষ (Superintendent of slaughter-house), গণিকাধ্যক্ষ (Superintendent of porstitutes).

ধনোৎপাদনের বৃহৎ উপায়গুলি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যাহাতে উৎপাদিত ধন সমগ্র সমাজের স্বার্থে ব্যয়িত হয় তজ্জন্য কৌটিল্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পণ্যাধ্যক্ষ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা, মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি নিরূপণ করিবেন; পণ্যাদির বিক্ষেপের (distribution) ও সংক্ষেপের (centralisation) এবং ক্রয় বিক্রয়াদির উপযোগী সময় নির্দ্ধারণ করিবেন, যে সমস্ত পণ্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত উহাদের একীকৃত করিয়া মূল্য স্থির করিবেন এবং রাজার স্বভূমিজ পণ্য local merchandise of the crown) একত্র করিয়া ও পরভূমিজ পণ্য (imported merchandise) বিক্ষেপ করিয়া যাহাতে প্রজাদের নিকট সুবিধা দরে বিক্রয় করা হয় এবং প্রজাদের ক্ষতি করিয়া পবিশেষ লাভ না লওয়া হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের অনুজ্ঞাপত্র (license) ছাড়া কেহ কোন ব্যবসায় করিতে পারিত না, যদি ষ্টেটের অনুজ্ঞাত ব্যবসায়ী ব্যতীত অপর কেহ নিজ প্রয়োজনের বেশী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত, তবে তাহার দ্রব্যাদি ষ্টেট লইয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ বণিকদিগের লাভের হার রাষ্ট্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, স্বভূমিজের উৎপাদন ব্যয়ের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হার এবং পরভূমিজের ক্রয় মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকা হারের অধিক কেহ লাভ করিতে পারিত না; যে ব্যক্তি অধিক লাভ করিত তাহাকে জরিমানা দিতে হইত। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত নিয়মগুলি যাহাতে কেহ লঙ্ঘন না করে তজ্জন্য নির্দ্ধারিত বাজার ব্যতীত অন্য কোথাও জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে দেওয়া হইত না; এমন কি জিনিষের উৎপত্তি-স্থলেও বিক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। চতুর্থতঃ বণিক্‌গণ যাহাতে একত্র হইয়া ইচ্ছামত মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের এই উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সমিতিকে শাস্তি দেওয়া হইত। পঞ্চমতঃ পণ্য-বাহুল্য (over supply) হইলে ঐ পণ্য একস্থানে বিক্রয় করিবার এবং যে পর্য্যন্ত ঐ স্থানের মাল শেষ না হইত, সে পর্য্যন্ত সেই পণ্য অন্যত্র বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতা পণ্যাধ্যক্ষের ছিল। অন্তর্ব্বাণিজ্য ছাড়া বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধেও রাষ্ট্রের দায়িত্ব কম ছিল না। বহির্ব্বাণিজ্য যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেশের সুখ সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে পারে তজ্জন্য পণ্যাধ্যক্ষকে বিদেশী বাণিজ্য-প্রধান সহরসমূহের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইত; বাণিজ্য করিতে যানবাহনের ও পথে খোরাকী খরচ কত হইবে এবং পথে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিলে কিভাবে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে প্রভৃতি সম্বন্ধে খোঁজ রাখিতে হইত; স্বদেশী পণ্যের মূল্যের বিনিময়ে যে বিদেশী পণ্য পাওয়া যাইত, তাহার মূল্য তুলনা করিয়া এবং বিদেশী রাষ্ট্রকে শুল্ক (toll), বর্ত্তনী (road-cess), আতিবাহিক (conveyance-cess), গুল্মদেয় (tax payable at military station), তরদেয় (ferry charges) ও ভাগ (portion of merchandise payable to the foreign kings) ইত্যাদি ব্যয়ের পর সর্ব্বশুদ্ধ কোন লাভ হইবে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইত। উপরন্তু বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত, রাষ্ট্র হইতে তাহারা অনেক সুবিধা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইত।

দেশের কৃষি সম্বন্ধেও রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত থাকে অর্থাৎ যাহাতে এক গ্রামের কৃষকগণের বাহুল্য ও অন্য গ্রামে অভাবহেতু তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনে অসাম্য না হয় তজ্জন্য ষ্টেটের emigration ও immigrationএর উপর লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্র কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষকদিগকে এক পুরুষের জন্য বর্ত্তমান Takavi Loanএর ন্যায় অর্থ, শস্য ও গবাদিদ্বারা সাহায্য করিত; কিন্তু কোন কৃষক কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিলে হয় রাষ্ট্র যথাবিধি তাহার শাস্তি বিধান করিত অথবা তাহার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্য কাহাকেও দিত। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কৃষিতন্ত্রগুল্ম-বৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞ (possessed of the knowledge of the science of agriculture dealing with the plantation of bushes and trees) সীতাধ্যক্ষ ও অন্যান্য এরূপ লোকদ্বারা পরিচালিত কৃষি-বিভাগ ছিল এবং রাষ্ট্রকে একটি আবহতত্ত্ব-বিভাগ Meteorological Department) ও কর্ম্মবহুল একটি সেচ-বিভাগও (Irrigation Department) পুষিতে হইত। কোন্ ঋতুতে কোন্ বীজবপন করিতে হইবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও পূর্ব্বাভাষ ইত্যাদি রাষ্ট্র কৃষকদিগকে জানাইয়া দিত। উপযুক্ত গোচারণ-ভূমি নির্দ্দেশ

করিতে ও উৎকৃষ্ট গবাদি জননের (cattle-breeding) উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অত্যন্ত যত্নপর ছিল। অধিকন্তু কৃষিবিভাগের সহিত গো-শালাও (dairy farming) যুক্ত ছিল।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও শ্রেণী (guilds), শ্রম (labour). ও বেতন (wages) সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা ছিল। শ্রেণী-সমূহ যাহাতে এ বিধি ভঙ্গ করিতে না পারে এবং উহাদের উপর যাহাতে রাষ্ট্রের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য কৌটিল্য তিনজন কমিশনার অথবা তিনজন মন্ত্রীদ্বারা গঠিত একটী বোর্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বোর্ড শ্রেণীর গঠন ও কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং বেতন, কার্য্যকাল ও জরিমানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় আইন-বিধি প্রস্তুত করিত। ইহা ছাড়া ডাক্তার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতির সমস্ত ব্যবসায়ী রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে রাষ্ট্র হইতে তাহাদের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। দেশের আমোদ-প্রমোদাদিও রাষ্ট্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং উহাদের আয়ের পঞ্চদশ ভাগ amusement tax স্বরূপ ধার্য্য ছিল। দ্যূত-ক্রীড়াদি অধ্যক্ষের দ্বারা নিরূপিত স্থান ব্যতিরেকে হইতে পারিত না ও উহাদের আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা gambling tax স্বরূপ ধার্য্য ছিল। এমন কি গণিকাগমনের উপরেও রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। গণিকাগণের গণিকাধ্যক্ষকে (superintendent of prostitutes) তাহাদের দৈনিক ভোগ (fees) ও যে সকল পুরুষ তথায় গমন করিত তাহাদের নামধামাদি জানাইতে হইত এবং তাহাদের আয়ের শতকরা পঞ্চদশ ভাগ রাষ্ট্র গ্রহণ করিত। প্রাচীন ভারতে সমাজতন্ত্রনীতির উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায় রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল যে কতখানি সাধিত হইয়াছিল, কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্রের' উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি পাঠেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

বিভিন্ন কর্ম্মচারীরা তাহাদের কর্ম্মের জন্য যে বেতন পাইত চাণক্য-প্রদত্ত নিম্নোক্ত তালিকা হইতে তাহা বেশ জানা যায়। প্রধান পুরোহিত, রাজকীয় শিক্ষক, প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, যুবরাজ (crown-prince), রাণীমাতা (queen-mother), রাণী (The queen-consort), প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৪৮,০০০ ; নগর ও রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ, পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, কালেক্টর জেনারেল, কোষাধ্যক্ষ প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ২৪,০০০ ; রাজকুমার, রাজকুমারদের মাতা, (Mother of princes), নগরের প্রধান কর্ম্মচারী, বিচারক, প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি (The heads of the departments), কাউন্সিলের সভ্য, প্রধান প্রান্তপাল (The chief officers of boundaries), পুলিশের অধ্যক্ষ, প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ১২,০০০ ; কর্পোরেশনের নেতা, অশ্ব ও হস্তীর অধ্যক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীবৃন্দের (inspecting officers), প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৮,০০০ ; পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও বন বিভাগের অধ্যক্ষ, প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৪,০০০ পণ (সম্ভবতঃ তৎকালীন রৌপ্য মুদ্রা) বেতন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। মুদ্রা ও শস্যের দ্বারা বেতন দেওয়া হইত, অথবা অর্দ্ধেক মুদ্রা ও অবশিষ্ট অর্দ্ধেক শস্যের দ্বারা দেওয়া হইত। কোন কোন সময় ষ্টেটের কর্ম্মচারীবৃন্দের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সরকার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে জমি দান করিতেন। দীর্ঘকাল কাজ করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পরও সরকারী কর্ম্মচারীরা পেন্‌সন্ ভোগ করিতেন, এমন কি উপার্জ্জন-শীল কোন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পরিবার সরকার হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ প্রাপ্ত হইত।

[এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত বসাকের প্রণীত "প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের রাজ্যশাসন প্রণালী"নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। পুস্তকখানার মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—২৩৭নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।]

চায়ের কথা

(জনৈক চা-কর*)

মাদকতা বিহীন পানীয় হিসাবে চায়ের শ্রেষ্ঠতা ও ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে উহার প্রাধান্যের বিষয় চিন্তা করিলে পাঠকবর্গ চায়ের উৎপত্তি, চাষ এবং উহা বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিবার প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আগ্রহশীল হইবেন।

পানীয়রূপে ব্যবহারের জন্য চায়ের চাষ যে সর্ব্বপ্রথম চীন দেশে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদিসম্মত। অতঃপর ক্রমশঃ জাপান, ভারতবর্ষ ও সিংহলে চায়ের চাষ প্রসারলাভ করে। অন্যান্য কতিপয় দেশেও সামান্যভাবে চাষ আরম্ভ হয়।

চীনদেশে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দৈব শক্তির প্রভাবে কোন এক ভারতীয় নৃপতির চোখের পাতা হইতে চায়ের সৃষ্টি হয়। এই আখ্যায়িকার মর্ম্মাংশ এই যে, উক্ত নৃপতি যোগ সাধনার উদ্দেশ্যে চীনদেশে গমন করেন এবং রাত্রিতে নিদ্রার জন্য তাঁহার যোগ সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। নিদ্রার হাত হইতে রেহাই পাইবার অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি তাঁহার চোখের পাতা দুইটি কাটিয়া ফেলেন। ধর্ম্মাধিপতি নৃপতির এই আকৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত চোখের পাতাদ্বয় হইতে চা গাছ সৃষ্টির আদেশ দেন। এই দৈবাদেশের প্রমাণ সাপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে, নিদ্রা জয় করা সম্পর্কে সাধকগণের পক্ষে চা পান বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কড়া চা নিদ্রা দূরীকরণে সহায়তা করে।

চীনদেশে চা গাছ সাধারণতঃ আবাদী অবস্থায় দেখা যায়; জঙ্গলা গাছ কখনও দেখা যায় না। কিন্তু 'আসামিকা' নামক এক শ্রেণীর দেশী চা গাছ আসাম প্রদেশে উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণ এই শ্রেণীর চা গাছ সমস্ত আবাদী চা গাছের জনক বলিয়া মনে করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তবিংশ শতাব্দীর জনৈক চীনা গ্রন্থকারের গ্রন্থে চা গাছের উল্লেখ ছিল; খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উক্ত গ্রন্থের টীকাসমূহ হইতে জানা যায় যে, চায়ের সহিত গরম জল সংমিশ্রণে এই পানীয় প্রস্তুত হইতে পারে। ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চা গাছ সম্পূর্ণভাবে ঔষধি হিসাবে ব্যবহৃত হইত; ইহার পর হইতেই উহা একটি জনপ্রিয় পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

চীন ও জাপানে এইরূপ একটি ধর্ম্মোৎসব প্রবর্ত্তিত হয়, যাহাতে চা পান ও চা বিতরণ উহার একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইত। এই উৎসব চা উৎসব বলিয়া অভিহিত হইত এবং উক্ত উৎসবে কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইত। নিমন্ত্রিতেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান হিসাবে তাহাতে চা পান করিত। এখনও চীন ও জাপানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের বিবরণ অতিশয় মনোরম। উৎসবের উদ্যোক্তা জনৈক চীন সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি সত্য এবং শান্তির সন্ধানে পার্থিব কোলাহল ও মোহাবিষ্টতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়-স্বরূপ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

উৎসবে যোগদানেচ্ছুগণ উৎসবোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন এবং উৎসব গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে গীতবাদ্য এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উৎসবের জন্য যে চা ব্যবহৃত হয়, তাহা বিশেষভাবে গৃহীত চা পাতা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যে কেবলমাত্র চা পাতার নির্য্যাস পান করেন তাহা নহে; তাঁহারা সিক্ত চা পাতাও আহার করিয়া থাকেন। এই উৎসবে জাপানে যে চা ব্যবহৃত হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর চা পাতা হইতে প্রস্তুত হয় এবং উহা 'মুক্তাবিন্দু' বা 'পার্লডিউ' বলিয়া অভিহিত হয়। পরিশেষে এই উৎসবের উদ্যোক্তা উক্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল সন্দেহে তাঁহার বিরাগভাজন হয়। বর্ত্তমানকালেও কোন কোন চা অনুষ্ঠানে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করা হইয়া থাকে, তাহার সহিত উপরোক্ত চা উৎসবের সন্দেহজনক কার্য্য ও রাজরোষ সম্পর্কিত প্রবাদের কোন সংস্রব আছে কি না—যদিও তাহার স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অবশেষে এই হতভাগ্য রাজপুরুষ 'হরাকিরি' বা দেশের জন্য আত্মহত্যা করে। এই গল্পের সহিত চীন দেশের কোন সংস্রব নাই। কেবলমাত্র জাপানেই এই গল্পের প্রচলন আছে।

চা গাছের আদিম উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে মতদ্বৈধতার এখনও মীমাংসা হয় নাই। আসামের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ কিংবা চীনদেশই উহার সত্যিকার উৎপত্তি স্থান কি না ইহাই বর্ত্তমানে মীমাংসার বিষয় দাঁড়াইয়াছে। ডি, ক্যাণ্ডোলে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বিচার করিয়া আসাম উপত্যকা অঞ্চলে জঙ্গলা ধরণের চা গাছ পর্য্যটকদের দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া উল্লেখ আছে বলিয়া উহার উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর চা গাছের ফলনের প্রাচুর্য্য চীন সাম্রাজ্যের চা গাছ অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী। তিনি আরও বলেন যে, চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহেই হয়তো চা গাছ অধিক পরিমাণে জন্মিত। তবে চা পাতার ব্যবহার যে চীনদেশ হইতেই ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রমাণাদি হইতে তিনি ইহাই মনে করেন; ইউরোপে চা ব্যবহারের প্রচলন সম্পর্কে যদিও অধিকতর তথ্যাদি পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশ হইতেই ইউরোপে চায়ের প্রবর্ত্তন হয়, ইহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা যাইতে পারে। ঠিক এই সময়েই মস্কোর দরবারে এই পানীয় প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসএর মহিষী রাণী ক্যাথরাইনকে দুই পাউণ্ড চা উপহার প্রদান করা হয়; ইহা হইতেই চা একটি উপাদেয় পানীয়রূপে গণ্য হইয়াছে।

ইহার চৌদ্দ বৎসর পরে কোম্পানী ৫ শত পাউণ্ড চা ইংলণ্ডে প্রেরণ করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে চা একটি সাধারণ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

*বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক আসামের একজন বিশিষ্ট চা-কর। ইনি অনেকগুলি চা বাগানের মালিক এবং পুরুষানুক্রমে চা-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

চা গাছ এক প্রকার ঝোপ জাতীয়। সময় সময় ছাঁটিয়া না দিলে উহা একটা ছোট রকম বৃক্ষে পরিণত হয়। আবাদী অবস্থায় প্রত্যেক বৎসর চা গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং প্রত্যেক ঝোপের উপরিভাগ যাহাতে প্রশস্ত ও মেঝের ন্যায় সমান থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন রাখিতে হয়। চা পাতা অতি সহজে সংগ্রহের জন্য চা গাছের উচ্চতা সর্ব্বোচ্চে ৪২ ইঞ্চির বেশী হইতে দেওয়া চলে না। চা গাছের জাত হিসাবে চা পাতার আকারের তারতম্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। চা পাতার মধ্যে এক প্রকার তৈলগ্রন্থি থাকে; উক্ত তেলের পরিমাণের উপর চায়ের সুগন্ধ অনেকখানি নিহিত থাকে। কচি চা পাতার নীচভাগে অতি ঘন এবং সূক্ষ্ম বহু কাঁটা আছে। পাতা পোক্ত হইলে এই সূক্ষ্ম কাঁটাগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, কচিপাতা হইতে প্রস্তুত 'গোল্ডেন টিপ' শ্রেণীর চা বাজারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম কাঁটাগুলির উপরও চায়ের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে। গোল্ডেন টিপ শ্রেণীর চা প্রস্তুত করিতে রোলিং মেশিনে (জাঁতার ন্যায় যন্ত্র) পেষণ করিয়া উহার রস নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে হয়। ফলে পাতাগুলি সোনালী রং ধারণ করে। এই ধরণের চা বাজারে অতিশয় মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ধারণা ছিল যে, একমাত্র চীন দেশ হইতেই ব্যবসা পরিচালনার উপযুক্ত পরিমাণে চায়ের উৎপাদন সম্ভব। উক্ত বৎসর স্যার জোসেফ ব্যাঙ্ক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষে চায়ের চাষ সম্পর্কে অবহিত হইতে পরামর্শ প্রদান করেন, কিন্তু ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কার্য্যতঃ এতৎসম্পর্কে কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হয় না। উক্ত স্থানে কুমায়ন জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে চা চাষের কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। চীন দেশ হইতে চায়ের জন্য বীজ আমদানী করা হয়। এই পরীক্ষামূলক চায়ের আবাদ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিরাম দেওয়ান নামক জনৈক বিশিষ্ট অসমীয়া জানান যে, ভদ্রলোক আসামে এক প্রকার দেশী চা গাছ আছে এবং উহা এতদ্দেশে চাষের পক্ষে চীন দেশের চা গাছ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী বলিয়া তিনি মনে করেন। প্রথমে এইরূপ চা চাষ সম্পর্কে ইতস্ততঃ করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলে শীঘ্রই দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর চা বাজারে বিশেষ সমাদরলাভ করিতে সক্ষম হইবে। ১৮৬৫ সালের অক্টোবর মাসের Produce Markets Review পত্রিকায় নিম্নোক্ত সমালোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, ইউরোপে আসাম দেশজাত চা কিরূপ সমাদরলাভ করিয়াছিল:— "* * * আসামে চা চাষের প্রবর্ত্তন কেবল মাত্র সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহা নহে, উহার স্বভাবজাত শ্রেষ্ঠতার ফলে বাজারে এই শ্রেণীর চা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। বর্ত্তমানে ইউরোপের বাজারে আসামের চা মূল্যবান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; এমন কি কোন কোন চীনা চা-ব্যবসায়িগণকে চীনদেশজাত চা সম্পর্কে বাজারে প্রশংসালাভ করিবার উদ্দেশ্যে 'আসাম পিকো সুসং অব্ কোস' নাম দিয়া চালাইবার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়"। বর্ত্তমানকালে আসাম, বাঙ্গলা, সংযুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষের প্রধান চা

উৎপাদনকারী কেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছে। সিংহলেও প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। সিংহলের চা চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা ভারতবর্ষের চাষ ও প্রস্তুত প্রণালীর অনুরূপ। চীন ও জাপানের চাষ ও প্রস্তুত প্রণালীর সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সিংহল ও ভারতবর্ষের চাষ ও প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

নূতন চা বাগান দিতে হইলে প্রথমতঃ চারা উৎপন্নের জন্য নার্শারী স্থাপন করা আবশ্যক। নার্শারীর স্থান নির্ব্বাচনের পর তথাকার জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া বীজ রোপনের জন্য উহা অতিশয় যত্ন সহকারে খুঁড়িতে হয় এবং নিড়াইয়া দিতে হয়। অতঃপর আইল দ্বারা জমি ভাগ করিয়া উহার মধ্যে মধ্যে সামান্য গভীর নালা কাটিতে হয়। জমি তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইলে 'সীড বেড্' বা বীজ গৃহ হইতে অঙ্কুরিত চারাগুলি তুলিয়া আনিয়া নার্শারীতে রোপণ করিতে হয়। প্রখর রৌদ্রের তাপে যাহাতে চারাগুলি বিনষ্ট না হইতে পারে তজ্জন্য উহার উপর খড়ের ছাউনী দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। গরু বাছুর বা বন্য জন্তু যাহাতে ক্ষতি না করে তজ্জন্য নার্শারীর চতুর্দ্দিকে খুব ভাল করিয়া বেড়া দিতে হয়। বীজ সংগ্রহের জন্য পৃথক একটি বীজের বাগান দেওয়া প্রয়োজন। এই বাগানের গাছ ছাঁটিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। উহাকে স্বাভাবিকভাবে উঠিতে দিতে হয়। নার্শারীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে বাগানের কাজও চলিতে থাকিবে। বাগানের জমি তৈয়ারী হইলে প্রায় চার ফুট পর পর চিহ্ন করিয়া সারি বাঁধিতে হয়। এই সকল সারিতে চারা রোপণ করিতে হয়। বাগানের ভিতরে রাস্তা এবং নর্দ্দামা প্রস্তুত করা আবশ্যক। চা বাগানের কুলীরাই ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। অতঃপর নার্শারীর চারাগুলি এক ফুট আন্দাজ উচ্চ হইলেই উহা তুলিয়া আনিয়া বাগানে রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি তুলিবার সময় উহার গোড়াতে মাটির স্তূপ রাখিতে হয়। তুলিবার সময় বা পুঁতিবার সময় এই মাটির স্তূপ যাহাতে না ভাঙ্গে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই ভাবে চারা রোপণ শেষ হইলে চা প্রস্তুতের বিভিন্ন কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত ফ্যাক্টরীগৃহ প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন। ফ্যাক্টরীগৃহে 'ধূপ ঘর,' 'ঠাণ্ডা ঘর' এবং বিভিন্ন প্রকার মেসিন স্থাপন করিতে হয়। ষ্টীম ইঞ্জিন বা অয়েল ইঞ্জিন হইতেছে মেসিনসমূহের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। এতদ্ব্যতীত যথেষ্ট সংখ্যক রোলিং, ড্রাইং, কাটিং, সর্টিং ও প্যাকিং মেসিনেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

তিন বৎসর পরেই গাছগুলি বড় হইয়া উঠে এবং উহা পাতা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। তাহা না হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতে পারে। পরিণত চা গাছে প্রচুর পরিমাণে কচিপাতা জন্মে। চা প্রস্তুতের জন্য এই সকল কচিপাতা তোলা হইয়া থাকে। ইহার পর হইতে নিয়মিত কাল পর পর পাতা সংগৃহীত হয়। ইহার ফলে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে কচিপাতা জন্মে এবং সুবিধাজনক উপায়ে পাতা সংগ্রহের পক্ষে চা গাছের বৃদ্ধি যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই কার্য্য ধারায় তাহারও সহায়তা করিয়া থাকে। উত্তর পূর্ব্ব ভারতের চা বাগানসমূহে মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগ হইতে ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কচিপাতা জন্মে। চীন ও জাপানে শীতের প্রারম্ভে কচিপাতা হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। সিংহল দ্বীপের বিশেষ প্রকার জলহাওয়া এবং উষ্ণ ও আর্দ্র উভয়বিধ অবস্থার জন্য বৎসরের সব সময়েই কচিপাতা জন্মে। সিংহলের চা বাগান-সমূহে প্রতি দশ বার দিন অন্তর অন্তর কচিপাতা সংগৃহীত হয়।

পাতা তুলিবার বিভিন্ন রকম উপায় অবলম্বন করা হয়। উহা দ্বারা চায়ের শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়। প্রথমে কুঁড়ি পাতা ও উহার নিম্নস্থ তৃতীয় ও চতুর্থ পাতাটি তোলা হয়। পাতার আকারের উপর চায়ের শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে। কুঁড়ি পাতা এবং উহার নিম্নস্থ মাত্র দুইটি পাতা তুলিয়া যে চা প্রস্তুত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট চা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কুঁড়ি পাতা ও তন্নিম্নস্থ তিনটি পাতা তুলিয়া যে চা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাঝারি শ্রেণীর চা এবং কুঁড়ি ও তন্নিম্নস্থ চারিটি পাতা তুলিয়া যে চা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোটা ধরনের চা বলা হয়। কচিপাতা হইতে প্রস্তুত চা অরেঞ্জ পিকো বা অরেঞ্জ ফ্যানিংস শ্রেণীর চা বলা হয়। ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো খুব কচিপাতা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর চা প্রস্তুত করিতে হইলে পাতা সাত দিনের হইলেই উহা তুলিতে হয়। তৃতীয় পাতা হইতে সাধারণ পিকো চা এবং বড় পাতা হইতে সুসং শ্রেণীর চা প্রস্তুত হয়। পিকো ও সুসং শ্রেণীর চায়ের মাঝামাঝি যে শ্রেণী তাহাকে পিকো সুসং বলে।

চা বাগানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর শ্রমিক ঝুড়িতে কচিপাতা সংগ্রহ করে। ঝুড়িগুলি পাতা দ্বারা পূর্ণ হইলে উহা ওজন করিবার জন্য ফ্যাক্টরীতে লইয়া যাওয়া হয়। ওজনের পর 'পাতা ঘরে' তাক বা চাঙ্গের উপর পাতাগুলি বিছাইয়া দেওয়া হয়। রৌদ্র ও হাওয়া ভাল থাকিলে ১৭।১৮ ঘণ্টার মধ্যে পাতাগুলি শিথিল হইয়া পড়ে। বৃষ্টি বাদল থাকিলে পাতাঘরে কৃত্রিম উপায়ে গরম হাওয়া প্রবেশ

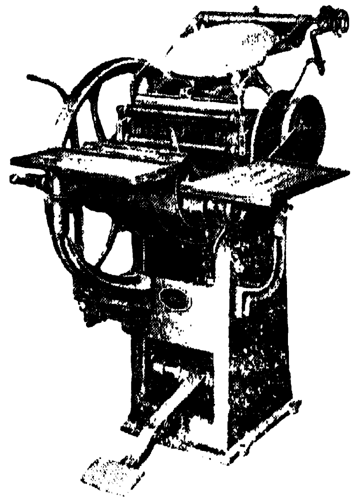
করাইতে হয়। শিথিল পাতাগুলি হইতে রস নিঙরাইবার জন্য উহা মেসিনে দেওয়া হয়। পাতাগুলি পাকানও উহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই মেসিনকে রোলিং মেসিন বলে। রোলিং মেসিনে বা জাঁতাতে পাকান পাতাগুলি চালুনি দ্বারা ঝাড়িয়া মোটা ও সরু তুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর উহা ঠাণ্ডা ঘরে লইয়া যাওয়াহয়। এই ঠাণ্ডা ঘরের প্রতিক্রিয়ার উপর চায়ের গুণানুগুণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। মোটা ও সরু পাতাগুলি এই ঘরে পৃথকভাবে বিছাইয়া রাখিতে হয়। ঠাণ্ডা ঘরের তাপের পরিমাণ যতদূর সম্ভব অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রচুর পরিমাণ মুক্ত হাওয়ার প্রয়োজন হইলেও উষ্ণ হাওয়া যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এই ঘরের হাওয়া আর্দ্র হওয়া প্রয়োজন। চা পাতাগুলি এই ঠাণ্ডা ঘরে স্ফীত করিবার পক্ষে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে। প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে সম্পন্ন হইলে চা পাতার পূর্ব্বের সবুজ রঙ উজ্জ্বল তামাটে রঙে পরিণত হয় এবং উহার সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর স্ফীত চা পাতাগুলি শুষ্ক করিবার জন্য উহা 'ড্রাইং' মেসিনে দিতে হয়। চা পাতাগুলি আর্দ্র হাওয়া লাগিয়া যাহাতে আর স্ফীত হইতে না পারে তজ্জন্য একটি পাত্রে পাতলা করিয়া মেলিয়া দিয়া প্রায় ২ মিনিট কাল ১৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হাওয়া দ্বারা উহা শুষ্ক করিতে হয় এবং ক্রমশঃ এই উত্তাপ ১৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে পাতাগুলি এই ভাবে ভাজা শেষ হইয়া যায়। এইরূপে ভাজিবার ফলে পাতাগুলি মটকা হইয়া পড়ে। অতঃপর বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণের জন্য চায়ের শ্রেণীবিভাগ ও প্যাকিংএর কাজ শেষ করিতে হয়। পাতা ভাজার কাজ একপ্রকার মেসিন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সিরোক্কস, এম্পায়ার, প্যারাগন, হ, সি, পি নামক মেসিনগুলিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

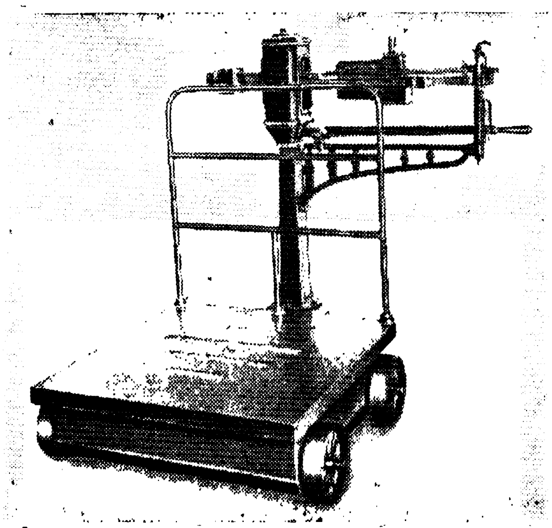
চায়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নানাপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। পাতা চা হইতে ধূলা বালি দূর করিবার জন্য উহা কুলা দ্বারা ঝাড়াও প্রয়োজন হয়। 'সর্টিং' ঘরে এই কাজ পরিচালনা করা হয়। চা পাতাগুলি এই ভাবে চালা শেষ হইলে উহা 'ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো', 'অরেঞ্জ পিকো', 'পিকো', 'ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো, অরেঞ্জ ফ্যানিংস, ব্রোকেন পিকো, পিকো ফ্যানিংস, ব্রোকেন পিকো, সুসঙ্গ ও গুঁড়া চা রূপে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। যে সকল পাতা কাটিং মেসিনে দেওয়া হয় না তাহা কাটিং মেসিনে কাটা চা পাতা অপেক্ষা কড়া। কাটিং মেশিনে পাতা কাটা হইলে উহা হইতে ভাল গুঁড়া চা পাওয়া যায়।

'কালো চা' প্রস্তুত সম্পর্কেই এই সকল প্রণালী প্রযোজ্য। তবে সবুজ চা প্রস্তুত সম্পর্কে সিংহল ও ভারতবর্ষে কালো চা প্রস্তুত প্রণালীই অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়। চালুনী দ্বারা চালিবার পর সবুজ চায়ের শ্রেণীবিভাগ এবং উহার নামকরণ ভিন্ন-প্রকারে করা হয়। সবুজ চায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ইয়ং, ১নং হাইসন, ২নং হাইসন, গান পাউডার ও ডাষ্ট বলিয়া পরিচিত হয়। পরিশেষে কোম্পানীর শিলমোহরযুক্ত এই সকল সিসা বা এ্যালু-মিনামের বাক্সে ভর্ত্তি করিয়া ইংলণ্ডে রপ্তানী করিবার জন্য কলিকাতা, চট্টগ্রাম অথবা কলম্বো প্রেরণ করা হয়। কলিকাতা, কলম্বো ও লণ্ডনই ভারতীয় ও সিংহলীয় চায়ের প্রধান বাজার।

জটীল প্রশ্ন ! জটীল উত্তর !



বিশ্বের বুকে যে ঝড় উঠেছে…
তাতে কে বাঁচ্‌বে বল্‌তে পার ?…
সৃষ্টির মাঝে যেমন আছে আনন্দ
ভাঙার মাঝেও কী নেই তেমনি আনন্দ ?…
কিন্তু কোন্ জাতি এই আনন্দ পাবার
দাবী রাখে তা জান ?……



যে জাতির যন্ত্র-শিল্প আছে…
সেই শুধু বেঁচে থাক্‌বে…
বিশ্বের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে…
নূতন অধ্যায় রচনা ক'র্‌তে।…
যে জাতি জীবন্ত—
যার চলার পথের একমাত্র দর্শন হচ্ছে 'যন্ত্র-শিল্প',
ভাঙা-গড়ার গান গাইবার দাবী ক'র্‌তে
পারে শুধু সেই জাতি।……

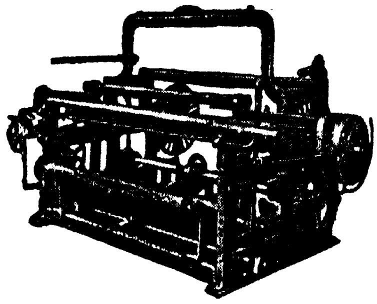
অবাঙালীরা বলে—"বাঙালী অকর্ম্মণ্য—বিলাসী !
শুধু চাকুরী ক'র্‌তে জানে কিন্তু সমগ্র ভারতের হয়ে
আজ বাঙালীই নিয়েছে যন্ত্র-শিল্প সাধনার সকল দায়িত্ব।

তার সাক্ষী—

দি ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং লিঃ

(দাস ব্রাদার্স পরিচালিত)

দাশ নগর, হাওড়া।
আফিস—৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা



বাঙ্গালীর বাণিজ্য

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এম এল এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ]

গত কয়েক বৎসর হইতে চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর মধ্যে এক মহা পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালার মুকুটমণি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীকে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিবার জন্য বহু বক্তৃতায় ও বিস্তর প্রবন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। কতকটা তাহার ফলে, কতকটা আজকালকার বাজারে চাকুরি পাওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব বলিয়াও বটে, বাঙ্গালীর জীবনাদর্শে ও জাতীয় চরিত্রে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে,—বাঙ্গালী আবার তাহার সাত ডিঙ্গা লইয়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই আজ দিকে দিকে দেখিতে পাইতেছি,—বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ছোট বড় বহু ব্যবসায় গড়িবার প্রচেষ্টা।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বহুবৎসরের অনভিজ্ঞতার ফলে অধিকাংশ স্থলে আমরা এখনও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই; ইহাতে আমাদের বিশেষ লজ্জা বা ক্ষোভের বিষয় নাই। ব্যবসাবাণিজ্য একদিনে আমাদের আয়ত্তে আসিতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে বহু লোক ব্যবসা করিলে এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকিলে তবেই জাতীয় দিক হইতে ব্যবসার প্রসার হয়। কয়েক বৎসরে ইহা সম্ভব নহে। তবে আমরা যেভাবে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে মনে হয় যে আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমরা নিশ্চিত সুফলের আশা করিতে পারি।

এখন দেখা যাউক, কি ভাবে অগ্রসর হইলে আমরা সহজে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিব। ব্যবসায় করিতে হইলে ব্যবসায়ীর পক্ষে কয়েকটী ব্যক্তিগত অভ্যাস অর্জ্জন করা আবশ্যক,—(১) নিজের কার্য্যে মনঃসংযোগ। (২) কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস। (৩) হিসাব দক্ষতা। (৪) ধৈর্য্য। (৫) উপস্থিত-বুদ্ধি। (৬) সততা ও লোকসেবার ইচ্ছা (Service)। (৭) উদ্যমশীলতা।

কাজ করিতে করিতে আরও কতকগুলি গুণ অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহাদের সাহায্যে ভবিষ্যতে ব্যবসায় বৃহত্তর রূপ ধারণ করিতে পারে। সে জন্য মনকে সর্ব্বদাই শিক্ষার্থী-ভাবে রাখিতে হয়; অহঙ্কার ব্যবসাক্ষেত্রেও পতনের মূল।

সাধারণ লোক মনে করেন যে, ব্যবসা করিতে গেলে মূলধন অর্থাৎ নগদ টাকা আবশ্যক। অবশ্য টাকা থাকিলে ব্যবসায়ে সুবিধা হয়, তবে মূলধন বলিতে কেবল টাকা বোঝায় না. উপরোক্ত গুণগুলি মূলধনের মুখ্য অংশ। অধিকাংশ সময়ে দেখা গিয়াছে যে, টাকা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত গুণের অভাবে ব্যবসায়ী দেউলিয়া হইয়াছে। সত্যকার ব্যবসায়ী টাকার অভাবে অসুবিধায় হয়ত

কিছু সময়ের জন্য পড়িতে পারে কিন্তু সে সর্ব্বদাই তাহা কাটাইয়া উঠিবে। তাহার হিসাব-দক্ষতা তাহাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিবে না। যদিও বা কখনও সেরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে তাহার সততা ও সেবার ফলে যাহাদের সংসর্গে ব্যবসায় সূত্রে আসিয়াছে, তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাহা কাটাইয়া উঠিতে হইবে। যে ব্যাঙ্কের সহিত তাহার বরাবর কারবার তাহারা নিঃসঙ্কোচে তাহাকে এরূপ অবস্থায় অর্থ সাহায্য করিবে।

আমাদের সাধারণতঃ ধারণা ব্যবসা বলিতে গেলেই বড় একটা কিছু—বহুলোক আফিসে বা কারবারে কাজ করিতেছে। এই প্রবন্ধে এই প্রকার বড় কিছুর কথা বলিতে চাই না। আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রথম দরকার যে, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যে সব ছোট ছোট ব্যবসা আছে তাহা এমন পরিকল্পনা লইয়া পরিচালনা করা, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর ব্যবসার সহিত যোগসূত্র সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এখন কথা হইতে পারে যে, এখনও ত কতক লোক ব্যবসা করিতেছে, তাহাদের বৃত্তি হইতে বিতাড়িত করিয়া লাভ কি। যাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত পূর্ব্বাচরিত প্রথায় সুচারুভাবেই কাজ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভাবধারার সহিত সংযুক্ত না থাকায়, তাহার সহিত সংযুক্ত হইবার চেষ্টা না করার ফলে তাঁহারা কালোপযোগী হইতেছেন না ও ফলে মাড়োয়ারী বা বঙ্গের বাহিরের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত পাল্লা দিতে পারিতেছেন না ও ক্রমশঃই পরাজিত হইতেছেন।

আমাদের আশা, যাঁহারা একাজে ব্রতী হইবেন তাঁহাদের দৃষ্টি সতত এদিকে থাকিবে। তাঁহারা কেবল যে নিজের ব্যবসার কথা ভাবিবেন তাহা নয়, তাঁহারা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কথা ভাবিয়া যাহাতে সেই সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। সম-ব্যবসায়ীর মধ্যে অহিতকর প্রতিযোগিতা যাহাতে বন্ধ হয়, গ্রাহকগণ তাহাদের মূল্যের পুনঃ প্রতিদান পায় ও যাহাতে করিয়া পণ্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস ও বহুল প্রচার হয়, সে দিকে মন দিবেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি ছোট ছোট ব্যবসা আমাদের দেশের মধ্যেও সর্ব্বত্র গড়িয়া উঠে তবেই তাহাকে বনিয়াদ করিয়া কোনদিন হয়ত আমরা কলকারখানা স্থাপন করিয়া বহু বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব ও তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির বহুল পরিমাণে কাটান সম্ভব হইবে। এই বনিয়াদ যদি না গড়িয়া প্রথমাবস্থায় কেবল শিল্পের দিকে ঝোঁক দিই, মনে হয় আমাদের উন্নতি দ্রুত হইবে না—শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত দ্রব্যাদি যাহাতে দেশের লোক ক্রয় করিতে পারে এরূপ অর্থনৈতিক অবস্থা যদি সৃষ্টি না করা যায়, তাহা হইলে আমাদের কলকারখানার তৈরী মাল কাটিবে না। ছোট ছোট সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা দ্বারা আমরা কাঁচামাল ন্যায্য দামে বিক্রয়ের শুধু যে ব্যবস্থা করিতে পারিব তাহা নয়, এই মাল থেকে প্রস্তুত নানা জিনিষ পুনরায় বাজারে ছড়াইয়া দিতে পারিব।

আমাদের দেশের লোক স্বভাবতঃই সহজে টাকা বাহির করিতে চায় না। কলকারখানার উপর নির্ভর শিল্পের প্রসারে প্রথমাবস্থায় বহু অর্থব্যয়ও করিতে হয়। সাধারণ লোকও সহজে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে চাহে না, তাছাড়া এসম্পর্কে অভিজ্ঞতাও আবশ্যক। সত্য বলিতে কি আমাদের এখনও এবিষয়ে যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা হয় নাই। ফলে একটা কার্য্যে নামিলে লোকসানের সম্ভাবনাও বেশী ও তাহাতে সাধারণের বিশ্বাসও বহু পরিমাণে নষ্ট হইবে। তাই বিশেষ করিয়া কেবলমাত্র ছোট শিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহা করাই উপস্থিত অবস্থায় সমীচীন। এবিষয়ে একটি ছোট উদাহরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বাংলার পাট বাংলার বাঙ্গালী চাষী প্রস্তুত করে। তাহার জমি বাঙ্গালী জমিদারের হাতে। তাহাকে চাষের কাজ চালাইবার অর্থও বাঙ্গালী মহাজনই যোগায়। এই চাষের প্রথম স্তরের কেনা বেচা এখনও বাঙ্গালী ফড়িয়ার হাতে আছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব ও তাহাদের অর্থনৈতিক সংগঠন আর তার উপরে বহির্জ্জগতের সহিত সংযোগের সুবিধা পাইয়া উপরের স্তরের ব্যবসা গত ২৫ বৎসরে আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তারা এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। দালালী কাজ করিয়া ও সাধারণ কেনা বেচা করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জনের পর তাহারা এই ব্যবসার প্রভুত্ব দাবী করিতেছে,—বিলাতী ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়াছে ও কি পরিমাণে তাহাদের স্থান সেই ব্যবসায়ে করিয়াছে তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। আমাদের দৃষ্টি এইরূপ ভবিষ্যতের আদর্শে নিবদ্ধ রাখিয়া নিম্ন স্তরে প্রথম সংগঠন করিতে হইবে। বিদেশী জিনিষের ব্যবহার আমাদের এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা সম্ভবপর নহে। এখন যে ব্যবস্থা দ্বারা মফঃস্বলে ও সমস্ত দেশে এই সব জিনিষ ছড়াইয়া পড়ে সেই কেন্দ্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ও তাহা দখল করিতে হইবে। স্থানীয় পণ্য আমাদেরই হাত দিয়া যাহাতে বিক্রয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে কেনা বেচা বাঙ্গালীর মধ্য দিয়া যথাসম্ভব করা যায় তাহার সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকলের উপর এই সংগঠনের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া প্রতি কার্য্য করিতে হইবে ও সাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে। এই আদর্শবাদ ব্যবসার প্রথমাবস্থায় যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলেও আমাদের প্রতিষ্ঠা হইতে বহু সময় লাগিবে।

ভারতীয় শর্করা শিল্প

ভারতবর্ষে রক্ষণশুল্কের আওতায় বহুসংখ্যক চিনির কল স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে এদেশে ১৫ কোটী হইতে ২২ কোটী টাকার চিনি আমদানী হইত। বর্ত্তমানে এই চিনির আমদানী একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া ভারত সরকারের বৎসরে ৭ কোটী টাকার মত আয় হইত। এখন এই আয় একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে সত্য—কিন্তু ভারতীয় চিনির কলগুলির উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া ভারত সরকার বৎসরে ৩॥ কোটী টাকা আয় করিতেছেন, চিনির কলগুলির জন্য ভারতীয় রেলপথগুলির ২ কোটী টাকা বেশী আয় হইতেছে এবং ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের আয় বৎসরে অর্দ্ধ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় চিনির কলগুলি এখন প্রতি বৎসর দেশের আখচাষীগণকে ৯ কোটী টাকা এবং চিনির কলে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বেতন হিসাবে ৩ কোটী টাকা প্রদান করিতেছে। শর্করা শিল্পে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ২ হাজার ব্যক্তি এবং প্রায় এক লক্ষ মজুর জীবিকার সংস্থান করিতেছে। আনুষঙ্গিক অন্য সমস্ত ধরিলে শর্করা শিল্পের মারফতে এখন দেশের মোট ৩ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রদবদল ও তাহার আর্থিক ফলাফল

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

কিছুদিন হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বাংলাদেশ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ভূমিরাজস্ব কমিশন নামে একটী কমিশন নিয়োগ, বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব, তাহার সম্বন্ধে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, তাহার উত্তরে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পত্র, জলপাইগুড়ি সম্মেলনে অনুরূপ প্রস্তাব—ইত্যাদি নানা ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বাংলার বর্ত্তমান ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার হিতাহিত ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ভাবিতে সুরু করিয়াছি। বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশেও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য্য করা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের কোন কোনওটীতে এইরূপ কর ধার্য্য হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও কর ধার্য্য করার কথা হইতেছে। সেইজন্য বর্ত্তমান ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কি ফলাফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থার কি কি পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় একথা বিশেষভাবে চিন্তা করার সময় আসিয়াছে।

এই ব্যবস্থা সংক্রান্ত যে সব পরিবর্ত্তনের কথা চলিতেছে, তাহার মধ্যে অনেক জিনিষ ভাবিবার আছে। প্রথমতঃ ইহার একটী রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দিক্ আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আমাদের দেশে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সভ্যতার বিবর্ত্তনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে পড়ে। বর্ত্তমানে আমাদের ভূমিব্যবস্থা যেরূপ রহিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ ফিউডল সমাজের পরিচায়ক; কিন্তু এখানে যে শিল্প ও বাণিজ্যজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা পশ্চিমের সমান না হইলেও তাহার গোষ্ঠীভুক্ত। সাধারণতঃ বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে সমাজের বিবর্ত্তনের যে ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ এই দুই ব্যবস্থা পরস্পর-বিরোধী! যে কোন কারণেই হোক, ভারতবর্ষে তথা বাংলায় এই দুইটী সমাজ ব্যবস্থাই নির্ব্বিবাদে চলিতেছে এবং জনমতের চাপ না পড়িলে যে আরও কিছুদিন চলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক, এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশের সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যাইতেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইহার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দিক্ আলোচনা না করিয়া ইহার আর্থিক দিক্‌টাই আলোচনা করিব। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কৃষিই আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জীবিকা এবং ইহার উপরেই কোটী কোটী লোকের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। সেইজন্য যদি এই বিপুল জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির কোন পরিকল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে যে বর্ত্তমান ভূমি ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক সমস্যাসমূহের উদ্ভব প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যা হইতেই এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন জিনিষই রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কি কি পরিবর্ত্তন হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটী কথা আলোচনা করিব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

যখন ১৭৯৩ সালে বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে এই বন্দোবস্তের দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ সরকারের আয়ের একটা স্থিরতা সাধন করা সে সময় নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর বা পাঁচ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত করায় আয়ের কোন স্থিরতা ছিল না; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া সেই স্থিরতা আনার চেষ্টা করা হইল। দ্বিতীয়তঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশের আশা ছিল যে, এই বন্দোবস্তের ফলে রাজস্বের পরিমাণ স্থির থাকায় জমিদারগণ তাঁহাদের নিজেদের জমিদারীর উন্নতি করিবেন এবং যে সমস্ত যায়গা জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত যায়গা পরিষ্কার করিয়া চাষের ব্যবস্থা করিবেন—ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে। দেড় শত বৎসর পরে আমরা আবার এই দুইটী প্রশ্নেরই সম্মুখীন হইয়াছি। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে আমরা ব্যক্তিতন্ত্রের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াছি এবং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত জনমতে গঠিত রাষ্ট্রদ্বারা দেশের যে উপকার সম্ভব, নিজের লাভের আশায় ব্যক্তিবিশেষ যে কাজ করিবেন, তাহা তাহার সমান হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ১৭৯৩ সালে বাংলা দেশের অবস্থা ও ১৯৩৯ সালে বাংলা দেশের অবস্থা এক নহে; সমাজ বিবর্ত্তনের এক অধ্যায় হইতে আর একটী অধ্যায়ে যাইবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির জন্য সে ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা বহু সময়েই দুর্লঙ্ঘ্য। আর দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে সরকারের যেটুকু আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, বর্ত্তমানে যে তাহা তাহার চেয়ে বেশী, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এইরূপে দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল

না, এখন যে তাহা আর অসম্ভব নহে, একথা হয়তো নিঃসঙ্কোচে বলা চলিতে পারে। সেইজন্য এখন আমাদের দেখিতে হইবে—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের উন্নতি সম্ভব কি না; এবং তাহা যদি না হয়, তবে কি উপায়ে সে উন্নতি সম্ভব।

বর্ত্তমান সমস্যা

কিছুদিন আগে ভূমিরাজস্ব কমিশন যে প্রশ্নাবলী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে এইরূপ কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য ছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজারা যাহা খাজনা দেয়, তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ সরকারের হাতে পৌঁছায় না। এখন এই ক্ষতি দূর করিবার জন্য জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন দরকার, না চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করা উচিত, না কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য্য করিলেই চলিবে?

ইহার উত্তরে আমাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে সরকারের আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথাটাই সবটা নয়, কারণ যদি সরকারী তহবিলে টাকা না যাওয়া সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা অবশ্যই বরণীয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সরকার যদি সমস্ত জমি খাসে আনিয়া চাষের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে এই চাষের ব্যবস্থা করা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্ব আদায় করা পর্য্যন্ত যে খরচা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে লভ্যাংশের অনেক টাকাই যাইবে এবং সে হিসাবে হয়ত কেবলমাত্র কৃষি আয়ের উপর করধার্য্য করিলেই তাহা অপেক্ষা কম হাঙ্গামায় আয় বৃদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর হইলে আমরা বেশীদূর পৌঁছিতে পারিব না। কেবলমাত্র সরকারী তহবিলে কিছু টাকা আমদানিই আমাদের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা নহে, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা। সেইজন্য যখন কোথায়ও কোথায়ও বলা হইয়া থাকে যে, অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে সব জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, সেখানে খাজনার হার অপেক্ষাকৃত কম, তখন আমরা ভুলিয়া যাই যে, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা খাজনার হার কম হইলেও তাহাই যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই ও বাংলার কৃষিজীবীর অবস্থা যদি অন্যান্য প্রদেশের কৃষিজীবীর চেয়ে কিছু ভালও হয়, তাহা হইলেও তাহা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নহে।

বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থায় আমাদের ভূমিরাজস্ব পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বাংলার কৃষির উন্নতির জন্য কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নাই। ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশনে কৃষি উন্নতির জন্য কেবলমাত্র অনুরোধ উপরোধ আছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে খাজনা বৃদ্ধির যে কয়টী ধারা আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, জমিদার জমির উন্নতি করিলে খাজনা বৃদ্ধি পাইবেন; কিন্তু তিনি জমির উন্নতি না করিলে যে কি হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। প্রজাস্বত্ব আইনেও প্রজার কর্ত্তব্যপালনের ও কৃষির উৎকর্ষের সর্ত্ত নাই। এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না থাকায় ও কৃষির উন্নতির কোনও সর্ব্বাঙ্গীন সুপরিকল্পিত নীতি না থাকায় আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান উপজীবিকার কোন প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, বহুস্থানে যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। সেইজন্য এতদিন পর্য্যন্ত আমরা বাংলা দেশের কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধে যে 'চল্‌তে দাও' নীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহা হইতে উন্নতির আশা বড়ই ক্ষীণ; এবং যদি ভবিষ্যতে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা সুপরিচালিত করিতে হয়, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা

কিন্তু এইসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের উন্নতি অবনতি প্রধানতঃ নির্ভর করিবে পরিবর্ত্তন সাধনের পর কি ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করা হয় তাহার উপরে। যদি মুষ্টিমেয় জমিদারবর্গের বিলোপসাধন করিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার অন্যান্য সব অঙ্গ বজায় রাখা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির কথা বলিয়াছি, তাহার পরিচয় মিলিবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সরকার যদি জমিদারের ভার গ্রহণ করেন ও বর্ত্তমানে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধে যে আইন আছে, তাহা বজায় রাখেন, তাহা হইলে কৃষি ও কৃষিজীবনের যে পরিকল্পনার কথা বলিয়াছি, তাহা সম্ভব হইবে না ও আইনের উপর আইনের বন্ধনে যে কোন উন্নতিমূলক কার্য্য ঠেকিয়া যাইবে। তেমনই যদি সরকার অকুপ্যান্সি রায়তদিগের সহিত বর্ত্তমানের অনুরূপ আর একটী বন্দোবস্ত করেন, তাহাতেও ফল শুভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার জাতিগত দিক্‌টা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, একদিকে যেমন অকুপ্যান্সি রায়তেরা অধিকাংশক্ষেত্রেই নিজে হাতে জমি চাষ করেন না, তেমনি ইঁহাদের আর্থিক সামর্থ্যও জমিদারদের চেয়ে অনেক কম। তাহা ছাড়া এখন যেমন জমির উন্নতির জন্য দায়িত্ব কাহারও নাই, তেমনি এই ব্যবস্থাতেও তাহা থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান অবস্থায় যতটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইতে মনে হয় যে, যদি সরকার সমস্ত জমি খাসে আনিয়া তাহা এক এক জন চাষীকে ভাগ করিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে (আর আমাদের যাহা জনসংখ্যা তাহাতে ইহা কতদূর সম্ভব হইবে জানি না) যৌথ চাষের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে এই সমস্ত অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বিচিত্র নয়। যদি প্রত্যেক মহকুমায় সমস্ত চাষের জমি কয়েকটী বড় বড় সমিতির হাতে থাকে এবং সেই সমিতিই কৃষকদিগের সহিত দিন মজুরীর ব্যবস্থা করিয়াই হোক্ বা ভাগ চাষের ব্যবস্থা করিয়াই হোক্, সেই জমি চাষ করাইয়া লাভ হইতে সরকারের রাজস্ব দেয় ও বাকী অংশ সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে বিতরণ করে, তাহা হইলে যে কেবল কৃষিতে উন্নততর ব্যবস্থা সম্ভব তাহা নহে, সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায় করা ও কৃষি সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহাতে যে আমাদের রাশিয়াতে প্রচলিত 'কোলখোস' বা যৌথ চাষসমিতির অন্ধ অনুকরণ করিতে হইবে তাহা নহে, আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইহার যে অসুবিধা নাই তাহা নহে, ইহার নজিরস্বরূপ রাশিয়াতেই কোন কোন সময়ে যে সমস্ত অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা চলিতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থার সুবিধার কথাও মনে রাখিতে হইবে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাতে যে আমাদের আর্থিক অবস্থার বহু উন্নতি ঘটিতে পারে এইরূপ আশা করা হয়তো অসঙ্গত হইবে না।

সাময়িক কয়েকটী অসুবিধা

পরিশেষে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে। কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে কিছু কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে—তাহা মনে রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। যেমন এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে এখন যাঁহারা ভূমির উপর নির্ভর করিতেছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিবার কথা। মুষ্টিমেয় বৃহৎ জমিদারবর্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধ্যস্বত্ব ইত্যাদিতে কত লোককে যে জমির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার সংখ্যা বড় কম নয় এবং কেহ কেহ বলেন, ইহাদের মোট সংখ্যা মোটামুটি ৬৭৮,০০০। ইহা ছাড়া এই ভূমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমাতে বহু উকীলের জীবিকা নির্ভর করে ও এই ব্যবস্থা উঠিয়া গেলে মফঃস্বল আদালতগুলিতে উকীলদের দুরবস্থা প্রকট হইবে। ইহা ছাড়াও খাজনা আদায় প্রভৃতিতে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বড় কম নহে, ১৯২১ সালের সেন্সাসে ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৮,০০০, কাজেই যতদিন না আমাদের চাষের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া জাতীয় আয় পুনরায় আরও সুষ্ঠুভাবে বিভক্ত হয়, ততদিন বিভিন্ন শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে চোখ বুজিয়া থাকা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব না হইতে পারে। বর্ত্তমানে মামলা মোকদ্দমা হইতে ও দলিল প্রভৃতি রেজেষ্টারি হইতে সরকারের কিছু আয় হয়। ইহাতে তাহা কমিবার সম্ভাবনা। এখন শিল্প-বাণিজ্যের মূলধন বাংলাদেশে অনেক সময় জমিদার ও মধ্যস্বত্বধারীদিগের নিকট হইতে আসে। ইহাতে তাহারও কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অসুবিধাগুলি চিরস্থায়ী হইবার কোন কারণ নাই এবং যদি দেশের আর্থিক অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তাহা হইলে এই সমস্যাগুলির সমাধান বোধ হয় দুরূহ হইবে না।

ইহা ছাড়া এই মধ্যবর্ত্তী সময়টার জন্য সরকারের তহবিলের দিক্‌টাও খতাইয়া দেখিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎ বসু যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক পরিকল্পনা থাকিলেও তাহা সরকারের অর্থসামর্থ্যের দিক্ দিয়া কতদূর সম্ভব তাহা চিন্তনীয়। ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবের রাজনৈতিক দিক্ ছাড়িয়া দিলেও অর্থসাকুল্যের প্রশ্ন তো আছে; পরন্তু যদি কোন সংস্কারের আগ্রহে আমরা এমন কিছু করিতে যাই, তাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইবে। সেইজন্য যতদিন না জাতীয় আয় ও সরকারের আয় উন্নততর ব্যবস্থা হইতে বৃদ্ধি পায়, ততদিন পর্য্যন্ত কি আয় ব্যয় হইতে পারে তাহার একটা মোটামুটি খতিয়ান চোখের সামনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সাধারণতঃ বলা হয়, জমিদারগণ পনের কোটী টাকা আদায় করেন, তিন কোটী টাকা রাজস্ব দেন; ফলে আন্দাজ বার কোটী টাকা তাহাদের হাতে থাকে, কাজেই জমিদারী প্রথার বিলোপ হইলে এই বার কোটী টাকা সরকারের হাতে আসিবে। কিন্তু ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আয় বার কোটী টাকা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ এই বার কোটী টাকার হিসাবের মধ্যে এই টাকা আদায়ের জন্য কোন খরচার হিসাব নাই, এবং নিট আয়বৃদ্ধির হিসাবের মধ্যে তাহা ধরিতে হইবে। অবশ্য ইহাতে সরকারের কি পরিমাণ খরচা বাড়িবে, তাহা বলা কঠিন এবং ইহা অংশতঃ নির্ভর করে সরকারের নীতির উপর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটা আনুমানিক হিসাব অসম্ভব নয়। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের বাৎসরিক রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ আয়ের শতকরা দশভাগ এইরূপ খরচায় যায় এবং সে হিসাবে এই বার কোটীর মধ্যে শতকরা দশভাগ বাদ দিয়া রাখা বোধ হয় বেশী নয়। ইহা ছাড়া যতদিন চাষ হইতে আয় না বাড়িবে, ততদিন বহুস্থানে করভার লঘু করিতে হইবে। বাংলার সব জায়গায় করভার অবশ্য সমান নহে এবং পূর্ব্ববঙ্গের করভার ও পশ্চিমবঙ্গের করভার এক নহে। ইহা ছাড়া ইহার ভার নির্ভর করে জমির উর্ব্বরতা, পরিবার প্রতি লোক সংখ্যা ও পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ, ফসলের বাজার দাম ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর। কিন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে না গিয়াও একথা বলিতে পারা যায় যে, সরকার অদূর ভবিষ্যতে জনমতের চাপে পড়িয়া করভার লঘু করিতে বাধ্য হইবেন। ইহা ছাড়া সরকার যদি জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে মনস্থ করেন, তাহা হইলে তাহার জন্য খরচ আছে। এই সমস্ত নানাকারণে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যে কোন পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, ইহাতে সাময়িক যে অসুবিধা আছে, সে সম্বন্ধে আমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ না থাকি, তবে এই সাময়িক অসুবিধার প্রতিষেধক ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করিলে চিরস্থায়ী উন্নতির ব্যাঘাত হওয়া বিচিত্র নয়।

২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা

(সুবিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার কর্তৃক বর্ণিত)

[শাহাজাহান বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার মোগল রাজধানীতে আসেন এবং এদেশে দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত তৎকালের একখানি অতি সুন্দর ও মূল্যবান ছবি। ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রামাণ্য। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এবং আশে পাশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্য কি ছিল, কি হইয়াছে, পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন।]

ইয়ুরোপীয়েরা মিশর রাজ্যের শোভা এবং সমৃদ্ধির সুখ্যাতি সকল সময়েই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না; এমন কি আধুনিক লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে মিশরের ন্যায় সুন্দর স্থান আর থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমি দুইবার বঙ্গদেশে গমন করিয়া ঐ দেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, মিশরের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের প্রতি সেইরূপ সুখ্যাতি প্রদত্ত হইলে উপযুক্ত হইত।

বাঙ্গলায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গলার চাউল কেবল পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অভাব পূরণ করে না, পরন্তু দূরদেশে রপ্তানী হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদের জীবন রক্ষা করে। বাঙ্গালার ধান্য ভাগীরথী দিয়া পাটনায় এবং সমুদ্র পথে মসলীপটন এবং করমণ্ডল উপকূলে প্রেরিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ভারতবর্ষ ব্যতীত সিংহল দ্বীপ এবং মালয়দ্বীপেও বঙ্গদেশীয় ধান্যের রপ্তানী হয়।

বঙ্গদেশে ধান্যের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে চিনি জন্মে। গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাটক প্রদেশে চিনি বড়ই অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়; ঐই নিমিত্ত ঐ সকল স্থানে বঙ্গদেশের চিনি প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত মোকা এবং বসোরা নগর দিয়া আরব ও মেসোপোটো-মিয়া প্রদেশে এবং আববাস পথে পারস্য দেশে বঙ্গদেশ হইতে চিনি রপ্তানী হয়।

বাঙ্গলা নানাবিধ মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধ, বিশেষ যেখানে পোর্ত্তুগীজেরা বাস করে সেখানকার মিষ্টান্ন উৎকৃষ্ট। পোর্ত্তুগীজেরা ইহা প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত, আর তাহারা এ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। মিষ্টান্ন ছাড়া তাহারা জারিত করিয়া বা মোরব্বা করিয়া নানাবিধ ফলমূল রক্ষা করিতে পারে। এইরূপে রক্ষিত বাতাবী লেবু ঠিক বিলাতী দ্রব্যের ন্যায় উপাদেয়। অনন্তমূলের ন্যায় আকারের এক প্রকার মূল (?) আম্র, আনারস, আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা অতি উৎকৃষ্ট। তা ছাড়া পাতি লেবু ও আদা এরূপ রক্ষিত হয়।

মিশরের ন্যায় বাঙ্গলাদেশে অধিক পরিমাণে গম জন্মে না, কৃষকদের ঔদাস্যবশতঃ যে সেরূপ হয় তাহা নহে। ভাতই বাঙ্গলার প্রধান খাদ্য সামগ্রী, এখানকার লোকে কচিৎ রুটি খায়, সেজন্য গমের প্রয়োজন তত বেশী নাই। তবে দেশে যে পরিমাণ গম খরচ হয়, তাহা সমস্তই দেশে জন্মে। এই গম হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও সস্তা বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ইংরেজ, ওলন্দাজ, পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাহাজে ব্যবহার জন্য ইহার প্রচুর কাটতি আছে।

দেশের লোকের খাদ্য, চাল, ঘি আর ৩।৪ রকম তরী-তরকারী এত সস্তায় মিলে যে, তাহা বিনা মূল্যেই বলিলেই হয়। এক টাকায় বেশ ভাল মুরগী ২০টার অধিকও পাওয়া যায়, রাজহাঁস ও পাতিহাঁসও সেই অনুযায়ী সস্তা। ছাগ, মেষ প্রচুর আর শূকরের সংখ্যা এত অধিক যে, এখানকার অধিবাসী পোর্ত্তুগীজদের শূকর মাংসই প্রধান আহার। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা শূকর মাংস লবণাক্ত করিয়া রাখে; ইহার ব্যয় অতি অল্প এবং তাহা তাহাদের জাহাজের লোকের জন্য ব্যবহার হয়। টাট্‌কা অথবা লবণাক্ত মাছও এইরূপ প্রচুর ও সস্তা। এক কথায়, বাঙ্গলায় মানুষের প্রয়োজনীয় সমুদয় সামগ্রী এত সস্তা যে, সেই কারণেই পোর্ত্তুগীজ সঙ্করবর্ণ ও খৃষ্টানগণ ওলন্দাজ কর্তৃক অন্যান্য স্থান হইতে দূরীভূত হইয়া এত অধিক সংখ্যায় এখানে বাস করিয়াছে। এখানে জেস্যুট ও অগষ্টিন সম্প্রদায়ের বড় বড় গির্জ্জা আছে, বিধর্মী বলিয়া তাহারা কোনরূপ উপদ্রুত হয় না। তাহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, এক হুগলাতেই ৮।৯ হাজার খৃষ্টান আছে, আর এদেশের অন্যান্য স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ তাহাদের সংখ্যা ২৫ হাজারেরও অধিক হইবে। পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, বাঙ্গলাদেশে প্রবেশের শত দ্বার, কিন্তু তাহা হইতে বাহির হইয়া যাইবার একটীও দ্বার নাই। এ দেশের ধনধান্যের প্রাচুর্য্য এবং এখানকার রমণীদের সৌন্দর্য্য এবং কোমল স্বভাবই এই প্রবাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সমস্ত মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের লোভে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদেশীয় বণিকগণ আসেন, তাহা এদেশে এত প্রচুর এবং এত বিচিত্র যে, জগতে আর কোথাও সেরূপ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। শর্করার কথা উপরে বলা হইয়াছে, এই শর্করা একটা মূল্যবান পণ্যদ্রব্য। তা ছাড়া বাঙ্গলায় কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র এত জন্মে যে, এদেশকে ঐ দুই দ্রব্যসম্বন্ধে জগতের ভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র হিন্দুস্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত দেশগুলি ছাড়া, ইয়ুরোপেও এই দুই দ্রব্য চালান যায়। একা ওলন্দাজেরাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ জাপান ও ইয়ুরোপে এত রকম ও এত অধিক পরিমাণে কার্পাসবস্ত্র চালান করে যে, তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে অবাক্ হই। এই বস্ত্রের মধ্যে মোটা, মিহি, শাদা, রঙ্গীন—সর্ব্বপ্রকারই দেখা যায়। ওলন্দাজ ছাড়া ইংরেজ ও পোর্ত্তুগীজ এবং দেশীয় বণিকেরাও এই পণ্যের বিস্তৃত বাণিজ্য করে। এই যে কথা বলিলাম, সর্ব্বপ্রকার রেশম ও রেশমী বস্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। লাহোর এবং কাবুল পর্য্যন্ত সমগ্র

মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং বিদেশে প্রতি বৎসর কার্পাসবস্ত্র কত পরিমাণে রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণ করা সম্ভবপর নহে। এদেশের রেশমী বস্ত্র পারস্য, সিরিয়া, সৈয়দ এবং বেরটের বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম নয় বটে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা দাম অনেক সস্তা। আর আমি একজন দক্ষলোকের নিকট শুনিয়াছি যে, যদি রেশম ভাল করিয়া বাছাই করিয়া আরও অধিক যত্নের সহিত বয়ন করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টতর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। কাশিমবাজারে ওলন্দাজ-দিগের যে কুঠি আছে, তাহাতে ৭০০।৮০০ দেশী কারিকর কাজ করে। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদের কুঠিতেও ঐরূপ বহু লোক কাজ করে।

বাঙ্গলা সোরার প্রধান আড়ং। পাটনা হইতে প্রভূত পরিমাণে এই দ্রব্য আমদানী হয়। নৌকাযোগে গঙ্গা নদী দিয়া এই দ্রব্য অতি সহজে আইসে। ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকেরা ইহা ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং ইয়ুরোপে রপ্তানী করে।

বাঙ্গলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালা, অহিফেন, মোম, মৃগনাভি, লঙ্কা ও নানাবিধ মশলা ও ঔষধ পাওয়া যায়। ঘৃত ও মাখন সামান্য দ্রব্য মনে হয়, কিন্তু ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহার আধার বৃহদাকারের হইলেও সমুদ্রযানে নানা দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

বাঙ্গলা এরূপ ধনধান্যশালী হইলেও ইহার আবহাওয়া বড় ভাল নহে, বিশেষতঃ বিদেশীগণের পক্ষে বড়ই মারাত্মক। যখন ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা প্রথমে এদেশে বাস করে, তখন তাহাদের মধ্যে ভয়ানক মড়ক হয়। আমি বালেশ্বরে দুইখানি সুন্দর জাহাজ দেখিয়াছি। হলন্দের সহিত যুদ্ধ বাধায় উহা এক বৎসর ঐ বন্দরে থাকিতে বাধ্য হয়। ঐ সময়ের পর যুদ্ধাবসানে লোকাভাবে আর উহা সমুদ্রে ভাসিতে পারিল না। ঐ জাহাজের অধিকাংশ লোকই রোগে মরিয়া গিয়াছিল। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সাবধান থাকায় উহাদের মধ্যে মড়ক অনেক কমিয়াছে।

জাহাজের কর্ত্তারা এখন নাবিকদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় "পঞ্চ" মদ্য পান করিতে দেন না বা বাজারে বেড়াইতে দেন না। গুড় চোলাই করা "এরাক" নামক মদ্য, লেবুর রস, জায়ফল এবং জল মিশাইয়া এই "পঞ্চ" প্রস্তুত হয়। ইহা খাইতে সুস্বাদু বটে, কিন্তু বড়ই অনিষ্টকর।

বাঙ্গলার শোভা বর্ণনা করিতে হইলে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের খালগুলির উল্লেখ করিতে হয়। রাজমহল হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য খাল আছে। এই খালগুলি বহু পরিশ্রমে খাত। এগুলির উভয় পার্শ্বে বহু জনাকীর্ণ নগর ও জনপদ অবস্থিত। মধ্যে ধান, আখ, সরিষা, তিল, তুঁত প্রভৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্র।

খনিজ পদার্থ ও বিশ্বরাজনীতি

শ্রীহিমাংশুকুমার ঘোষ

কোন্ আদিম যুগে মানুষ প্রথম মাটী খুঁড়িয়া খনিজ-পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। প্রথমে মানুষ পাথর হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র এবং ব্যবহারের পাত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিত। ইহার পর বিভিন্ন যুগে কাঁসা, তামা প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর সন্ধান তাহারা পায়। এই ধাতুগুলির মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক ইত্যাদি বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও স্বল্পতার জন্য মানুষের অতি আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই বহুমূল্য ধাতুগুলি প্রথমে শুধু অলঙ্কারাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। পরে এইগুলি 'অর্থ' হিসাবে ব্যবহার হওয়ায় দ্রব্য বিনিময়ের সুবিধা হয়। কিন্তু তথাপি 'অর্থ' হিসাবে ইহাদের ব্যবহার খুবই কম ছিল। সকল স্থানেই দ্রব্য বিনিময় (Barter Economy) চলিত। মানুষ আদিম কাল হইতে এই ধাতুগুলির জন্য যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে। ভারতের স্বর্ণ রৌপ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য মুসলমান আক্রমণের একটী প্রধান কারণ।

ইউরোপে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবহার অর্থ হিসাবে খুবই কম ছিল। কিন্তু পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়দের ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্য প্রচেষ্টা, সমগ্র ইউরোপে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনিল। তাহারা এই সব দেশ হইতে মশলা, রেশম, তুলার কাপড়, বহুমূল্য ধাতু ও প্রস্তর ইত্যাদি আনিয়া ইউরোপে বিক্রয় আরম্ভ করিল। ইহার ফলে ইউরোপে প্রায় প্রত্যেক দেশেই অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল। নূতন জলপথ ও স্থলপথ এই বিস্তৃতিকে সাহায্য করিল। এই সময় রেনেসাঁ ইউরোপের ভাব-জগতে এক বিদ্রোহের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে feudalism ও দ্রব্য বিনিময়ে গঠিত ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য চারিদিকে স্বর্ণ-রৌপ্যের চাহিদা বাড়িল এবং নূতন 'অর্থ বিনিময়ে'র (Money economy) যুগ আসিল। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা (১৪৯২ খৃঃ অব্দে), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৪৮৬) ও অষ্ট্রেলিয়া (১৬৪২) প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য আসিতে লাগিল। এই সময় অন্য কতকগুলি কারণে স্বর্ণের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ইউরোপে অনেকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইল। ধর্ম্মযাজক ও জমীদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে শক্তিশালী শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বহুমূল্য ধাতুগুলির পরিমাণ বাড়াইয়া রাজাকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহারা নানা উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা ইতিহাসে Mercantile System বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন (যদিও সকলের নয়) যে, যদি দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হয়, তাহা হইলে যেটুকু রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা বেশী হইল, তাহার মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যে লওয়া হইবে এবং এইরূপে রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা সর্ব্বদাই অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের স্বর্ণ রৌপ্যের পরিমাণ প্রচুর হইবে এবং দেশের সম্পদ ও শক্তি বাড়িবে। এই ধাতুগুলিকেই তাঁহারা সম্পদ (Wealth) মনে করিতেন, কেননা ইহাদের বিনিময়ে সব কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থ—স্বর্ণ বা রৌপ্য—সম্পদ নয়, অর্থের দ্বারা শুধু সম্পদের (Wealth) অধিকারী হওয়া যায়। ইহা ছাড়া কোন দেশ কখনো অন্য দেশের কিছু না লইয়া চিরকাল অন্য দেশকে নিজের দ্রব্য লইতে বাধ্য করিতে পারে না। যাহা হউক, তাঁহাদের এই সব ভ্রান্ত ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি আহরণের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেগুলি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

এই সময় এই বহুমূল্য ধাতুগুলি অন্য এক ক্ষেত্রেও এক বিরাট আলোড়ন আনিয়াছিল। নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ইউরোপ হইতে শত শত লোক এই ধাতুগুলির লোভে ছুটিয়া গিয়াছিল। এখন এই দেশগুলি এক একটী শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর স্বর্ণের গুরুত্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই সময় জার্ম্মানী স্বর্ণমান গ্রহণ করে। ইংলণ্ড ইহা পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিল। শীঘ্রই পৃথিবীর প্রবীণ রাষ্ট্রসমূহ নামে না হউক, কার্য্যতঃ ইহা গ্রহণ করে। স্বর্ণমান গ্রহণের ফলে পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্য বলে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। মহাযুদ্ধের সময় স্বর্ণমানের পতন হয়। প্রায় ১৯২৯ সালে ইহা আবার সর্ব্বত্রই স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৩১ সালে পুনরায় ইহার পতন হয়। কিন্তু স্বর্ণমানের পতন হইলেও স্বর্ণের গুরুত্ব এখনো রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুই কমে নাই। ভবিষ্যতে ইহা পুনরায় স্থাপিত হইবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ভিতরও মতভেদ আছে। বিখ্যাত সুইডিস্ অর্থনীতিবিদ্ Gustav Cassel ইহার পুনঃ স্থাপনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইংলণ্ডের Dr. Gregory ইহা পুনঃ স্থাপিত করিতে চাহেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নানা উপায়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। ভবিষ্যতে যুদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কা ও হয়ত স্বর্ণমান পুনঃ স্থাপিত হইবে এই চিন্তা, তাঁহাদের এইরূপ কার্য্যের কারণ।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সভ্যতার সূচনা হয়। এই সভ্যতার মূলে রহিল, লোহা এবং কয়লা। এই দুইটী ধাতুকে কেন্দ্র করিয়া নূতন যন্ত্রসভ্যতা গড়িয়া উঠিল। যে সকল দেশে এই দুইটী খনিজপদার্থ পাশাপাশি ছিল, সেই সকল দেশ শীঘ্রই জগতের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের প্রাধান্যের একটী প্রধান কারণ তাহার খনিজ সম্পদ। ইউরোপে ইংলণ্ডের পর ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর খনিজ সম্পদ সর্ব্বাধিক। ইহারাও বাণিজ্য বলে শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া উঠে। প্রায় সমগ্র আফ্রিকাকে ইউরোপের শক্তিশালী জাতিগুলি ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মানী, ইতালীয়ান্, পর্ত্তুগীজ, বেলজিয়ান্ নিজেদের ভিতর ভাগ করিয়া লয়। নবগঠিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অতুল খনিজ সম্পদ আছে এবং যুক্তরাষ্ট্র শীঘ্রই একটা

শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানও পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতা গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই নিজের লোহা এবং কয়লার সাহায্যে নানারূপ শিল্প গড়িয়া তুলিয়া একটী শক্তি-শালী রাষ্ট্র হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধে সামরিক ব্যাপারে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পায়। জার্ম্মানী এবং তাহার মিত্রশক্তিরা তামা, মেঙ্গানিজ, নাইট্রেট, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিল। এই সময়ে সমস্ত জাতি যুদ্ধে খনিজপদার্থের গুরুত্ব সম্যক বুঝিতে পারে। সেই জন্য মহাযুদ্ধের পর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের পর প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির উপর নিজের অধিকার বিস্তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন ধাতু, এলুমুনিয়ম্, রেডিয়ম্, প্লেটিনম্ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের ভিতর কয়লা, লোহা, খনিজ তৈল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহার পর তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার খুব বেশী এবং ফস্‌ফেট, পটাস, নাইট্রেট প্রভৃতির ব্যবহারও অল্প নহে। এইগুলি জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। নিকেল, মেঙ্গানিজ্ প্রভৃতি ধাতু, ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ রৌপ্য কোন দেশকে এখন শিল্প কিংবা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান করে না।

সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে খনিজ সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই এক মাত্র দেশ যাহার প্রচুর কয়লা, লোহা, তৈল, তামা, সীসা, এলুমুনিয়ম্, জিঙ্ক্ প্রভৃতি ধাতু আছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক কয়লা জমা আছে। পেনসিলভনিয়া অঞ্চল হইতে পৃথিবীর শতকরা ৯৫ ভাগ এনথ্রাসোইট কয়লা আসিয়া থাকে। খনিজ তেলের শতকরা ৬৯ ভাগ আসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে, বাকি ২৪ ভাগ আসে রাশিয়া, মেক্সিকো, ভেনিযুয়েলা, পারস্য (ডাচ্), পূর্ব্ব-ভারত এবং কলম্বিয়া হইতে এবং অবশিষ্ট ৭ ভাগ অন্য সকল দেশ হইতে। মেক্সিকোর তেলখনিগুলি এতদিন ইংরাজ ও আমেরিকানদের অধিকারে ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাস্ সেগুলি আমেরিকান ও ইংরেজদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। এই ব্যাপারে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সহিত মেক্সিকো সরকারের বিশেষ মনোমালিন্য হয়। পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ তামা যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। এইরূপ প্রচুর ঐশ্বর্য্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখন শিল্প ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে আমেরিকার তিনগুণ মাল তৈরী হইত কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের তিনগুণ মাল তৈরী হয়। কিন্তু তথাপি যুক্তরাষ্ট্রকে মেঙ্গানিজ, নিকেল, টিন, পারা, অভ্র প্রভৃতির জন্য অন্য দেশের দিকে চাহিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ প্রচুর; তথাপি আমেরিকানরা বিদেশে অনেক খনি নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছে। পৃথিবীর খনিজ সম্পদের তিন-চতুর্থাংশ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অধান। কানাডার সাডবেরী হইতে পৃথিবীর সমস্ত নিকেল, প্রচুর তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি পাওয়া যায় কিন্তু এই সব খনির অধিকাংশ ব্রিটেনের ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে। এইরূপ বিপুল খনিজ সম্পদের অধিকারী হইয়া ইংরাজ ও আমেরিকান্ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যে ইংরাজ ও আমেরিকান্ কর্ত্তৃক খনিজ সম্পদ অধিকার, একটী বিরাট সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই সব খনির লভ্যাংশ সেই দেশের লোকে পায় না, ইংরাজ ও আমে-রিকানরা তাহা লইয়া যায়। মেক্সিকোর অধিবাসীরা তেলের খনির কাজ করিতে যথেষ্ট যোগ্য হইয়াছে, তথাপি দেশের মঙ্গলের জন্য কার্ডেনাস্ যদি বলপূর্ব্বক আমেরিকান ও ইংরাজদের না তাড়াইতেন, স্বেচ্ছায় তাহারা কখনো যাইত না। ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও গুরুতর হইবে। আমেরিকায় খনি জমা দিবার আইনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, কোন বিদেশী আমেরিকায় খনির কার্য্যে কোনরূপ অংশ লইতে পারিবে না। যদি সেই বিদেশীর স্বদেশে আমেরিকানদের সেই অধিকার থাকে তবেই তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইবে, নচেৎ নয়। ভবিষ্যতে এইরূপ আইন অন্য দেশেও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

ব্রিটেনের নিজের খনিজ সম্পদ অধিক নয়। এলুমুনিয়ম্, সীসা, তামা, নিকেল, মেঙ্গানিজ ইত্যাদি এখানে একেবারেই পাওয়া যায় না। নিম্ন শ্রেণীর লোহা কিছু আছে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোহা সুইডেন ও স্পেন হইতে আনিতে হয়। ১৯৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে লোহা আমদানীর শতকরা ২৬ ভাগ স্পেন হইতে আসিত। কিন্তু ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক বিলবাও খনিগুলি অধিকার করার পর ইংলণ্ড স্পেন হইতে খুব অল্পই লোহা পায়। পূর্ব্বে জার্ম্মানী সুইডেনের লোহার রপ্তানীর শতকরা ৭৩ ভাগ আমদানী করিত। এখন এই আমদানী কমিতেছে এবং ইংলণ্ড স্পেনের জায়গায় সুইডেন হইতে অধিক লোহা লইতেছে। ইহার ফলে সুইডেনে ইংরাজ ও জার্ম্মানের জোর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ইংলণ্ডে উচ্চ শ্রেণীর কয়লা প্রচুর পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বে ইহা সমগ্র রপ্তানীর দুই-তৃতীয়াংশ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে খনির কাজে অধিক খরচ ও প্রতিযোগিতার জন্য কয়লার রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ব্যবসায়ের খাতিরে ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা বিভিন্ন দেশের খনি নিজের আয়ত্তে আনিত, এখন রাজনৈতিক কারণে খনিগুলি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আইনের দ্বারা বিদেশীদের কোন খনি—বিশেষতঃ তেলের খনি আবিষ্কার করিতে অথবা খনন করিতে বাধা দেওয়া হয়। এই আইন জাতি-সঙ্ঘের গচ্ছিত প্রদেশগুলিতেও (Mandated territories) চালু করা হইয়াছে, যদিও ইহাতে জাতি-সঙ্ঘ আপত্তি জানাইয়াছে। ব্রিটেন ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর

অংশীদার এবং বর্ত্তমানে Turkish Petroleum Companyতে অংশ লইতে চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটেন Royal Dutch Shellএর সহিত লেখা পড়া করিয়াছে এবং এইরূপে বৃটেনের তৈল-ভাণ্ডার প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমান হইয়া উঠিয়াছে, যদিও বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের বহু গুণ তৈল পাইয়া থাকে। কানাডার নিকেলের কিছু অংশ এবং ভারত ও আফ্রিকার গোল্ডকোষ্টের মেঙ্গানিজ ইংরাজের আয়ত্তে।

গ্রেট বৃটেনের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের সমস্ত খনি একত্রীভূত করিয়া স্বাবলম্বী (self sufficient) হওয়া। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং ইহার প্রত্যেক সমষ্টির স্বার্থও এক নয়। উপনিবেশগুলি নিজেদের খনির উপর অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। কানাডা ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অধিক ঝুঁকিতেছে ও আপন খনি ও শিল্পগুলিকে সাহায্য করিতেছে। ফ্রান্সের খনিজ সম্পদ তেমন অধিক নয়। এখানে প্রচুর এলুমুনিয়ম, লোহা এবং পটাস পাওয়া যায়। ফ্রান্স প্রচুর লোহা রপ্তানী করে। ফ্রান্সে তামা, সীসা, মেঙ্গানিজ,তৈল ইত্যাদি একেবারেই পাওয়া যায় না। কয়লাও এখানে প্রচুর নহে। ফ্রান্স তাহার সাম্রাজ্য হইতে অনেকগুলি ধাতু পাইয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকা হইতে লোহা, মেঙ্গানিজ, সীসা অল্প বিস্তর আসিয়া থাকে। জার্ম্মানী ফ্রান্সের নিকট হইতে লোহা ও পটাসের জন্য আল্‌সেস্ ও লোরেন কাড়িয়া লয়। মহাযুদ্ধে ফ্রান্স প্রদেশ দুইটী ফিরিয়া পাইয়াছে। এখন লোরেনের লোহার জার্ম্মানী একজন প্রধান ক্রেতা। কিন্তু এই আদান প্রদান সত্ত্বেও এই খনিগুলি ইউরোপের শান্তির পথে একটী প্রধান অন্তরায়। হিটলার তাঁহার Mein kampf-এ ফ্রান্সের নিকট হইতে এই দুইটী প্রদেশ কাড়িয়া লইবার সঙ্কল্প জানাইয়াছেন। কিছুদিন আগে ডক্টর গোয়েবল্‌স্ বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মানী এক হাতে হিটলারের Mein kampf ও অন্য হাতে তরবারি লইয়া অগ্রসর হইবে।" তাহা ছাড়া হিটলার তাঁর আত্মজীবনীতে যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। মিউনিক চুক্তির পর জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ না করিবার একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ চুক্তির রাজনৈতিক ফলাফল বিশেষজ্ঞরা বিচার করিয়া বুঝিবেন। জার্ম্মানীতে প্রচুর কয়লা এবং পটাস আছে। জার্ম্মানীকে লোহা, তামা, অভ্র প্রভৃতি আমদানী করিতে হয়। জার্ম্মানীর এলুমুনিয়ম, তৈল, টিন প্রভৃতি একেবারেই নাই। এত অভাব সত্ত্বেও জার্ম্মানী মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক ইস্পাত প্রস্তুত করিত এবং অন্য সব ধাতুগুলির উপর তাহার প্রভাবও অসামান্য ছিল। মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী লোরেনের লোহা এবং সাইলেসিয়ার কিছু কয়লা পোলাণ্ডের নিকট হারায়। পটাসের শতকরা ৩০ ভাগ ফ্রান্স আল্‌সেস্ প্রদেশে ফিরিয়া পায়। পূর্ব্বে জার্ম্মানী অষ্ট্রেলিয়া Broken Hill-এর জিঙ্ক নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। মহাযুদ্ধের পর সে জিঙ্ক (zinc) এখন ব্রিটেন ও বেলজিয়মে যায়। জার্ম্মানী গণ-ভোটের (Plibiscity) ফলে 'সার' (saar) কয়লা খনি ফিরিয়া পাইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানী নিজের শিল্পগুলি পুনরায় গড়িয়া তুলিয়াছে। হিটলারের নেতৃত্বে জার্ম্মানী পূর্ব্ব সম্মান ও উপনিবেশগুলি উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। জার্ম্মানী অস্ত্র সজ্জায় তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানীতে এক হাজার মেট্রিক টন এলুমুনিয়ম ব্যবহার হইত। আজ সে জায়গায় ৭১ হাজার মেট্রিক টন ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার কারণ যুদ্ধের জন্য উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণ। যুদ্ধ-বিমুখ, নিজের সম্পদে সন্তুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ও ফরাসীকে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া হিটলার ইউরোপে যতদূর সম্ভব খনিজ সম্পদ ও কাচামাল যোগাড়ে লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁর আদর্শ দেশকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল করা। প্রথমে হিটলারের নজর পড়িল মধ্য-ইউরোপে। ইহার ফলে অষ্ট্রিয়া ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা পড়িল। এখানে প্রচুর গ্রাফাইট, কয়লা ও লোহা আছে। হিটলার কর্ত্তৃক সুদেতন অংশ অধিকার, হাঙ্গেরী ও পোলাণ্ড কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্য কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিবার ফলে এই দেশ অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার খনি ও শিল্পের কিছু অংশ জার্ম্মানী পাইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে জার্ম্মানী মধ্য ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলিকে নিজের আর্থিক জালে জড়িত করিয়াছিল। জার্ম্মান বিরোধী চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীর ক্ষমতা মধ্য ইউরোপে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন মধ্য-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপর আর ভরসা না রাখিয়া জার্ম্মানীর শরণ লইয়াছে। জার্ম্মানীর পেট্রল খুব অল্প। Vernon Bartlett লিখিয়াছিলেন যে, অষ্ট্রিয়া অধিকারের সময় ওই অঞ্চলের Private মোটর পেট্রলের অভাবে কয়দিন চলিতেই পারে নাই। এখন জার্ম্মানী রুমানিয়া হইতে তৈল পাইতে পারে। রুমানিয়ায় অনেক ধাতু জমা আছে, এখানে বর্ত্তমানে মোট খনিজ সম্পদের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ কাজে লাগান হইয়া থাকে। হিটলারের ইরাকের তেলের উপরেও নজর আছে এবং সেই জন্য এই অঞ্চলের আরবদিগকে ইংরাজ ও ফরাসীর বিপক্ষে সাহায্য দিতেছেন। নাৎসী জার্ম্মানী লোহা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। হিটলারের স্পেনে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিবার কারণ বিলবাওর লোহার খনি। এই খনিগুলির জন্য তিনি স্পেনে সমরাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন।

ইউরোপের আর একটী প্রধান রাষ্ট্র—ইতালী—এই সব ব্যাপারে একেবারেই পশ্চাদপদ নয়। ইতালীর এলুমুনিয়ম্ ও পারা প্রচুর আছে। পারায় স্পেন ও ইতালীর বিশ্বের একচেটিয়াত্ব আছে। ইতালীর কিছু লোহা এবং সীসা আছে, কিন্তু অন্য ধাতু একেবারেই নাই। ইতালীর আবিসিনিয়া অধিকারের একটি প্রধান কারণ তাহার খনিজ সম্পদ। আবিসিনিয়ায় লোহা এবং কিছু কয়লা আছে।

বর্ত্তমানে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়াকে এখন গঠনমূলক কার্য্য কমাইয়া অস্ত্র সজ্জায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। রাশিয়ার খনিজ সম্পদ খুব পর্য্যাপ্ত নহে। রাশিয়ার কয়লা, লোহা, তামা, সীসা, সোনা নিজের ব্যবহারের মত আছে। রাশিয়ার তৈলের খনিগুলি এক বিশেষ সম্পদ এবং এই সুবিধার জন্য রাশিয়া উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণে অধিক নজর দিয়াছে। রাশিয়ার সামরিক শক্তি তাহার খনিগুলির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। কাজেই খনিজ সম্পদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

এসিয়ার জাপান নিজের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তারের আশায় চীনের খনিজ সম্পদ ও কাঁচা মাল অধিকার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের ইহাই প্রধান কারণ। জাপানের নিজের প্রয়োজনমত তামা আছে কিন্তু কয়লা এবং লোহা একেবারেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই জন্য জাপান কোরিয়া এবং ফরমোসা অধিকার করিয়াছে। পরে মাঞ্চুরিয়া এবং বর্ত্তমানে চীন অধিকার করিতে ব্যস্ত। জাপান সাখালিন ও ফরমোসা হইতে কিছু তৈল পাইয়া থাকে। মাঞ্চুরিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোহা এবং কয়লা পাওয়া যায়। চীনে প্রচুর উৎকৃষ্ট কয়লা এবং কিছু লোহা পাওয়া যায়। অন্য সকল ধাতুই চীনে কিছু কিছু আছে।

এই বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, মহাযুদ্ধের পর যে সব যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের একটি প্রধান কারণ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি কর্ত্তৃক দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির খনিজ সম্পদ ও কাঁচা মাল অধিকারের চেষ্টা।

কিন্তু খনিজ সম্পদ এক হিসাবে বিশ্বমৈত্রী বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। পৃথিবীতে কোন একটি মাত্র দেশে সর্ব্বপ্রকার খনিজ সম্পদ নাই। প্রত্যেক জাতিকে অন্য জাতির প্রতি কোন না কোন ধাতুর জন্য চাহিতে হয়। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেলের এবং তামার জোগানদাতা। যদি যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে যুদ্ধপিপাসু জার্ম্মান ও ইতালীয়ানদিগকে জানাইয়া দেয় যে, এই দুইটী পদার্থ জার্ম্মানী ও ইতালীতে পাঠাইবে না—তাহা হইলে হিটলার, মুসোলিনীর গরম রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। ইতালী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, তখন জাতিসঙ্ঘ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Sanction) অবলম্বন করিয়াছিল, এবং এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ইংরাজ ও ফরাসী যদি ইতালীকে পেট্রল না দিত, তাহা হইলে মুসোলিনীর আবিসিনিয়া জয় দুরূহ ব্যাপার হইত। ইংলণ্ডের টীনের একচেটিয়া ব্যবসা, জার্ম্মানীর পটাসে, (শতকরা ৭০ ভাগ) কানাডার নিকেলেও প্রায় তাই। যুদ্ধে ইহাদের শত্রুপক্ষের এই ধাতুগুলি পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। কতকগুলি ধাতু প্রায় একটা কিংবা কয়েকটী কোম্পানীর সমষ্টি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। নিকেল, পটাস, এলুমুনিয়ম, চীরা প্রভৃতিতে এই অবস্থা। এই কোম্পানীগুলি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, যেহেতু যুদ্ধে তাহাদের ক্ষতি। কতকগুলি কোম্পানীতে অনেকগুলি জাতি একত্রিত হইয়াছে—যেমন ইরাকের তেলের খনিতে ইংরাজ ও ফরাসী, আলসেস, লোরেনের পটাস খনিতে ফরাসী ও জার্ম্মান। এই জাতিগুলি একত্রে কাজ করিরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিতে পারে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই শুল্ক ইত্যাদি বসাইয়া এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক কোম্পানীগুলিকে অসুবিধায় ফেলিতেছে। তথাপি ইহাদের বিশেষ ক্ষতি এখনও হয় নাই। অনেকে মনে করেন, যদি এইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন খনিগুলির সম্পূর্ণ একত্রীকরণ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে খনিজ সম্পদের জন্য আর বিবাদ ঘটিবে না। কিন্তু এই একত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি কাহার অধীনে থাকিবে তাহাই সমস্যা। আজকাল যুদ্ধে নানা ধাতুর প্রয়োজন; এগুলি সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট সময় লাগিয়া থাকে, সেই জন্য ভবিষ্যতে হয়ত যুদ্ধের সংখ্যা কম হইবে, কিন্তু যুদ্ধ অধিকতর ভয়ঙ্কর হইবে।

সমাজতন্ত্রীরা খনিগুলিকে রাষ্ট্র পরিচালিত করিতে চাহেন। ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রীদের জয় হইলে খনির মালিক এবং অন্যান্য পুঁজিবাদীদের সর্ব্বনাশ হইবে। এই দুর্ভাবনা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শাসক ও ধনী সম্প্রদায়ের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। তাই আজ ধনিক সম্প্রদায় শাসিত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

যদি ভবিষ্যতে নূতন আবিষ্কারের ফলে বা কোন দেশের খনি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার ফলে খনিজ পদার্থগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপ বিরাট পরিবর্ত্তনের আশা অচির ভবিষ্যতে নাই।

অনেকে আবার ভাবিয়া থাকেন ভবিষ্যতে খনির গুরুত্ব একেবারেই কমিয়া যাইবে। Teachnologyর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমস্ত জিনিষই Synthetic কাঁচামালের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ Synthetic মাল কয়েকটী বিষয়ে সম্ভবপর হইবে এরূপ আশা করা কঠিন। কতকগুলি ধাতুর বদলী (Substitute) পাওয়ারও চেষ্টা হইতেছে। গ্যাস ও জল হইতে প্রাপ্ত বিজলীর দ্বারা কয়লার কাজ করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ১৯১৮ সালে কয়লা হইতে সমগ্র শক্তির (energy) শতকরা ৮৫ ভাগ পাওয়া গিয়াছিল। এখন কয়লা হইতে শতকরা ৬৭ ভাগ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে তেলের ভাণ্ডার কয়লা হইতে কম। সমগ্র 'শক্তি'র শতকরা সাত ভাগ বিজলী এবং আট ভাগ গ্যাস হইতে পাওয়া যায়। কাজেই কয়লার গুরুত্ব কমিবে এমন আশা বড় নাই। কয়লা হইতে তেল তৈরী করিতে পারা যায়; কিন্তু ইহা ব্যয় সাপেক্ষ, সুতরাং নিকট ভবিষ্যতে তেলের খনির গুরুত্ব কমিবে, সে আশা খুবই কম। সাধারণ মাটী হইতে এলুমুনিয়ম তৈরী করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহারও খরচ অত্যধিক। আজকাল জার্ম্মানী ও ইতালীতে সমস্ত লোহার টুকরো সংগ্রহ কাজে লাগান হইতেছে। কিন্তু এই সব চেষ্টা সত্ত্বেও খনির গুরুত্ব কিছুই কমে নাই।

খনিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই

সমস্যাকে পৃথিবীর সমস্ত জাতির একত্রে সমাধান করা উচিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই খনিগুলির ভার একটী আন্তর্জ্জাতিক সমিতির উপর ন্যস্ত করা হউক। কিন্তু ইহাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজের sovereigntyর কিছু অংশ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে কেহ রাজী নহেন। অন্য অনেকে বলিয়া থাকেন যে, খনিজ পদার্থ ও কাঁচামালের বিষয়ে প্রত্যেক জাতি নিজের sovereignty বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিবে। মহাযুদ্ধের পরে শান্তি সম্মেলনে (Peace Conference) ফরাসী প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব আনেন যে, সমস্ত মিত্রশক্তি' শিল্পের জন্য কাঁচামালের আমদানী কিংবা রপ্তানীর উপর কোনরূপ শুল্ক বসাইবে না। কারণ এই সব কাঁচামাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়ান, কোথাও অধিক, কোথাও কম এবং এইগুলির জন্য প্রতিযোগিতা শত্রুতা বাধায়। ১৯২০ সালে জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক খনি-মালিকদের সম্মেলনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, শীঘ্রই বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও কাঁচামাল বিতরণ করিবার জন্য একটী আন্তর্জ্জাতিক অফিস খোলা হউক। ১৯২৭ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে খনিজ পদার্থ এবং কাঁচামালের রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব করা হয়। প্রায় এই সময়ে ফ্রান্সের মন্ত্রী মঁসিয়ে ব্রঁয়া (Briand) সমগ্র ইউরোপের একটী যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) প্রস্তাব করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এইরূপ যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের কবল হইতে আত্ম-রক্ষার সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব স্বপ্ন সকলেরই ভাঙ্গিয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত জেনেভার জাতিসঙ্ঘই শুধু এ বিষয়ে আন্ত-র্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিয়াছে। প্রতি বৎসর জাতিসঙ্ঘ খনিজ পদার্থ, কাঁচামাল প্রভৃতির আমদানী রপ্তানীর বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার অধিক জাতিসঙ্ঘ বিশেষ কিছুই করে না।

জাতিসঙ্ঘ আজ নামেই বাঁচিয়া আছে। যদি ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাষ্ট্রের স্বপ্ন সফল হয়, তবেই কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থের সমস্যা সমাধান হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্রের কোনই আশা নাই। যখন প্রত্যেক বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজের সার্ব্বভৌমত্বের কিছু অংশ ত্যাগ করিবে, শুধু তখনই বিশ্বরাষ্ট্র সম্ভব হইবে। যতদূর দেখা যায়, কাঁচামাল, খনিজ পদার্থ লইয়া প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজনীতিকে প্রভাবিত ও বিশ্ব-শান্তিকে ব্যাহত করিবেই।

ধন-বৈষম্য নিবারণে করের প্রভাব

[অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন]

দেশের ধনোৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার করের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র (আনন্দবাজার পত্রিকা—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৫ বাংলা) আলোচনা করিয়াছি। কর নির্দ্ধারণে দূরদৃষ্টি ও সামঞ্জস্য-জ্ঞানের অভাব ঘটিলে মানুষের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম-ক্ষমতা, সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা কি ভাবে প্রতিহত হইয়া দেশের আর্থিক ক্ষতি-সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেশের ধন-বণ্টনের উপর বিভিন্ন প্রকার করের ফলাফল আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধন-বৈষম্য অতি গুরুতররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বহুকাল হইতেই একটা গভীর অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল ; তাহা বর্ত্তমান সময়ে আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। যে বৈষম্যের মূলে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক কারণগুলি যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে, যাহাকে অনেকে মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে করেন, কর-নির্দ্ধারণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সেই বৈষম্যকে দূর করিবার প্রয়াস শুধু নিস্ফল নহে, অসঙ্গত—এইরূপ অভিমত উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন পণ্ডিত পোষণ করিলেও বর্ত্তমান যুগে তাহা অচল। এইরূপ মতবাদ-দ্বারা পরিপুষ্ট কর-নীতি বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যদি জগতে ধন-বৈষম্য বিদ্যমান না থাকিত, সকলেই আমরা সমান ধনবান বা নির্ধন হইতাম, তাহা হইলে সকলের উপর সমভাবে কর-নির্দ্ধারণ করিলেই চলিতে পারিত, অত বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু অবস্থা যখন অন্যরূপ, তখন কর-নির্দ্ধারণ ব্যাপারে আমাদিগকে এরূপ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা আমরা এই ধন-বৈষম্যের অন্ততঃ খানিকটা উপশম করিতে পারি। অবশ্য এরূপ নীতি অনুসরণ করিবার সময়ে আমাদিগকে ইহাও ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনীদের উপর অত্যধিক কর ধার্য্য করিতে যাইয়া আমরা তাহাদের ধনোৎপাদনের বা ধন-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া না বসি। সুতরাং আদর্শ কর-নীতি বলিতে আমরা বর্ত্তমান সময়ে ইহাই বুঝিব, যে, দেশের ধনোৎপাদনে বি স্থৃষ্টি না করিয়া এরূপভাবে কর-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে সমাজের ভিতরকার ধন-বৈষম্য প্রশ্রয় না পাইয়া যথাসম্ভব প্রশমিত হইতে পারে ; বলা বাহুল্য, শাসনের কলকাঠিটি অধিকাংশ দেশে ধনীদের হাতে থাকায় এই আদর্শ পূর্ণভাবে আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে না—গণ-জাগরণের ফলে অবস্থার চাপে স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় খানিকটা স্বীকৃত ও অনুসৃত হইতেছে মাত্র।

বর্ত্তমান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ধনী নির্ধন সকলকে একই হারে কর দিবার প্রথা (Proportional taxation)* প্রচলিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, যাহার আয় যত বেশী তাহাকে তত কম নিরিখে কর দিতে হইবে—এই (regressive taxation)* নীতিও বহু ক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল। এই অদ্ভুত নীতির মূলে সম্ভবতঃ এই যুক্তি নিহিত ছিল যে, নিম্ন হারে কর দিলেও মোটের উপর ধনীব্যক্তিকে দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী টাকা দিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই উভয় নীতি (Proportional and regressive—আনুপাতিক ও ক্রম-হ্রাসমান) সর্ব্বদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎস্থলে যাহার আয় যত অধিক, অথবা যিনি যত বেশী ধনী তাঁহাকে তত অধিক উচ্চ হারে কর দিতে হইবে—এই (Progressive taxation) ক্রমবর্দ্ধমান নীতি আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া, ধনোৎপাদনের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কর নির্দ্ধারণ দ্বারা মানুষের ধন-বৈষম্য দূর করাই যদি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আয়ের উর্দ্ধ ও নিম্ন এই দুইটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া নিম্ন সীমার নীচের সকল আয়কে কর হইতে একেবারে মুক্তি দিয়া, উর্দ্ধ সীমার উপরের সকল আয় করের নামে কাড়িয়া লইলেই চলিত। যথা পাঁচ হাজার টাকার অনধিক বার্ষিক আয় যাহাদের, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করের হার হইতে একেবারে রেহাই দিয়া, বিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সম্পূর্ণ টা রাজ-করস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যাইত। ইহা শুনিতে ভাল ; কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করিলে ইহা উচ্চাভিলাষী, শক্তিমান পুরুষের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিয়া দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করিবে—ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন যদি নাও উত্থাপন করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও পুঁজিবাদমূলক সমাজে এতটা বাড়াবাড়ি কল্পনাতীত। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা ক্রমেই যেরূপ জটিল ও ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশের কর্ত্তৃপক্ষকেও উচ্চ আয়ের উপর ক্রমেই উচ্চতর কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত ; কিন্তু নিম্ন আয়কে অধিকতর রেহাই দেওয়া যাইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কর-নীতির আরও একটি আদর্শ আমাদিগকে এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে এই যে, কর সংখ্যায় বহু হইলে

* সংহতি (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫) পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের "কর নির্দ্ধারণ" নীতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চলিবে না। কারণ তাহা আদায় করা যেমন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়-সাপেক্ষ, তেমনি করদাতাগণের পক্ষেও বিরক্তিকর। অপর পক্ষে, করের সংখ্যা খুব কম হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ মাত্র দুই চারিটী করের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয় এবং সে চেষ্টা করিতে গেলে এক শ্রেণীর উপর অত্যধিক জুলুম হইবে ও অপর অনেকেই একেবারে বাদ পড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত মূল নীতি বজায় রাখিয়া পরিমিত সংখ্যক কতকগুলি করের সাহায্যে আমাদিগকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমরা এক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত করগুলি আমাদের মূল আদর্শের কতখানি পরিপোষক, তাহা একে একে আলোচনা করিব। করকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ যথা, প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর যাহার উপর ধার্য্য করা হয় তাহাকেই দিতে হয়। পক্ষান্তরে, পরোক্ষ কর অপরের উপর পরিচালনা করিয়া দেওয়া চলে। আয়কর, উত্তরাধিকার কর, সম্পত্তির উপর নানাবিধ কর প্রত্যক্ষ করের সামিল। পণ্য ও কেনা-বেচা লেনদেনের উপর নির্দ্ধারিত কর পরোক্ষ করের অন্তর্গত ; কারণ পণ্য উৎপাদনকারীরা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উহা পণ্যভোগীদের উপর চালনা করিয়া দিতে পারেন।

প্রথমতঃ আমরা কয়েকটি প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল হইতেছে "পোল ট্যাক্স" (মাথাপিছু কর)। পূর্ব্বকালে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রত্যেকের নিকট হইতে এই কর বাবদ আদায় করা হইত। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে বাদশাহগণ হিন্দুদের নিকট হইতে এইরূপ কর আদায় করিতেন। "জিজিয়া কর" নামে ইহা ইতিহাসে কুখ্যাত। আকবর ন্যায় বিগর্হিত বিবেচনায় ইহা প্রত্যাহার করিয়া হিন্দু-সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। কর হিসাবে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল এবং বর্ত্তমান যুগে অচল। কারণ ইহার মারফতে ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়। সকলের অবস্থা যদি সমান হইত, তাহা হইলে এইরূপ করের উপযোগিতা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে পারিতাম। আমাদের দুর্ভাগ্য, সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবিকার্জ্জনের উপর নির্দ্দিষ্ট ৩০৲ টাকা হিসাবে একটি কর ধার্য্য করিয়া পোল ট্যাক্সের নূতন সংস্করণের অবতারণা করিয়াছেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ইহাও একপ্রকার "জিজিয়া" কর। ইহার ফলে রাজার কড়ি যোগাইবার বেলায় দুই হাজার ও দুই লক্ষ টাকার মালিক একই পংক্তিতে স্থান পাইলেন। যুক্তপ্রদেশেও সম্প্রতি এইরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে সত্য ; কিন্তু বাংলা দেশের মত সেখানে সকলকে একই পরিমাণ টাকা (৩০৲ টাকা) এই বাবদ দিতে হইবে না—যাহার আয় যত বেশী তাহাকে আনুপাতিক কর-নীতি (Proportional taxation) অনুযায়ী তত বেশী টাকা কর দিতে হইবে। সুতরাং বাংলা দেশের মত মানুষের আর্থিক অবস্থার বিভিন্নতাকে উঁহারা একেবারে উপেক্ষা করেন নাই।

আয়কর আদর্শকর হিসাবে সর্ব্বদেশে সর্ব্বাগ্রগণ্য ; কারণ ইহার সাহায্যে একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই করদাতাদের অবস্থানুযায়ী করের হার নির্দ্ধারণ করিয়া আয়ের বৈষম্যকে অনেকটা খর্ব্ব করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণী বা স্তর ভাগ করিয়া কোন্ স্তরে কি হারে আয়কর নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত, ইহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। আধুনিক যুগে ধনীরা লজ্জার খাতিরে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হারে কর দিতে সম্মত হইলেও, ইচ্ছামত ইহাকে বাড়িতে দিতে রাজী নয়। অন্যদিকে সাধারণ অবস্থার করদাতাগণ ধনীদের তুলনায় অধিকতর অনুগ্রহ ও সুবিবেচনা দাবী করেন। এদিকে দেশশাসন, দেশরক্ষা, নূতন যুদ্ধ-ভীতি ও পুরাতন যুদ্ধের জের ইত্যাদি বাবদ রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় বিভিন্ন অবস্থার করদাতাগণের পরস্পর-বিরোধী দাবীগুলির সামঞ্জস্য সাধন সহজ নহে। তারপর কতটা আয়কে করের হাত হইতে একেবারে রেহাই দেওয়া যাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা লইয়াও বেশ মতভেদ রহিয়াছে। আমাদের দেশে করধার্য্যের যোগ্য সর্ব্বনিম্ন বার্ষিক আয় ২,০০০৲ টাকা। ইহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দাহেতু ১৯৩১ সালের পর গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ঘাটতি উপস্থিত হইলে কয়েক বৎসরের জন্য বার্ষিক এক হাজার টাকা (১,০০০৲) পর্য্যন্ত আয়কর ধার্য্যের যোগ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি যে নূতন সংশোধিত আয়কর আইন পাশ হইয়াছে, তাহাদ্বারা বার্ষিক ৮,০০০৲ টাকা আয়ের উপর করের নিরিখ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস ও ২৪,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধে উহা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ৫০,০০০ ধনী ব্যক্তির করভার বৃদ্ধি পাইবে ; কিন্তু আনুমানিক ২,৫০,০০০ লোকের করভার লাঘব হইবে ; অথচ কেবলমাত্র ইহা হইতেই গবর্ণমেণ্টের মোটের উপর অন্যূন দুই কোটী টাকা আয় অধিক হইবে ! ইচ্ছা করিলে আয়-করের সাহায্যে ধন-বৈষম্য লাঘব করিয়াও সরকারী আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজসাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ধনীদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাইবার দরুণ দেশের ধনোৎপাদন যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

উত্তরাধিকার কর (Inheritance Tax)ও আধুনিক কালের

একটি বিশেষ উপযোগী কর। ইহার সাহায্যেও যথেষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং সম্পত্তির মূল্যানুযায়ী উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী হারে কর আদায় করিয়া আমাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে। অধিকন্তু সাধারণ অবস্থার লোকদিগকে আমরা ইহার হাত হইতে একেবারেই মুক্তি দিতে পারি। সুতরাং এই করের সাহায্যে সাম্যবাদের মর্য্যাদা রক্ষা ও অর্থ সংগ্রহ দুইই চলিতে পারে; তবে আয়করের বেলায় যেমন, এইখানেও তেমনি "সাপও মারা যাইবে, লাঠিও ভাঙিবে না"—ইহা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই কর কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কালে কয়েকটী বিষয়ের উপর আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ আমরা যদি এই নিয়ম অনুসরণ করি যে, যে যত অধিক সম্পত্তি বা অর্থ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে তত অধিক কর দিতে হইবে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি একবার একজনের নিকট হইতে ১০,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইবে তাহাকে, যে ব্যক্তি দুইবারে দুইজনের নিকট হইতে ৫,০০০৲ টাকা করিয়া ১০,০০০৲ হাজার টাকা পাইবে, তাহা অপেক্ষা অধিক কর দিতে হইবে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি এই নিয়ম করি যে, কোন মালিকের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন হইবার পূর্ব্বেই উহার মূল্যানুযায়ী কর আদায় করা হইবে, তাহা হইলে যেখানে সম্পত্তির মূল্য সমান; কিন্তু এক ক্ষেত্রে মাত্র একজন ওয়ারিশ ও অন্য ক্ষেত্রে একাধিক ওয়ারিশ বর্ত্তমান, সেখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ পাইলেও উভয় পক্ষকে সমান কর দিতে হইবে। ইহাও ন্যায়সঙ্গত নহে। উত্তরাধিকারীগণের দূরত্ব অনুযায়ী উচ্চ হারে কর দিবার যে রীতি ইংলণ্ডে প্রচলিত, তাহাও অসঙ্গত এবং প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ সাধারণতঃ দূর-আত্মীয়গণ নিকট-আত্মীয় অপেক্ষা কম সম্পত্তি পাইয়া থাকে। তদুপরি তাহাদিগকে যদি বেশী কর দিতে হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহাকে প্রগতি-বিরোধী (anti progressive অর্থাৎ regressive) বলিব। এই সকল অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া অনেকে মনে করেন যে, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সহিত উত্তরাধিকারীগণের পূর্ব্ব সম্পত্তির মূল্য যোগ করিয়া তাহার উপর কর নির্দ্ধারণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্যাগুলির হাত হইতে সহজেই রেহাই পাওয়া যাইবে।

সম্পত্তির উপর নির্দ্ধারিত প্রত্যক্ষ করও ক্রমবর্দ্ধমান নীতি অনুসারে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। আয়করের ন্যায় পরিমিত সম্পত্তির মালিককে এই কর হইতে মুক্ত রাখিয়া অধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর মূল্যানুসারে ইহা ধার্য্য করা যাইতে পারে। মূল্যের উপর কর নির্দ্ধারণ করিয়া এককালীন উহা আদায় করিয়া লওয়া অপেক্ষা বার্ষিক আয়ের উপর নির্দ্ধারণ করিয়া প্রতি বৎসর উহা আদায় করাই অধিকতর সুবিধাজনক। তবে এইরূপ অভিমতও অনেকে পোষণ করেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর বহুদেশের ঋণের বোঝা এরূপ সহনাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ সব দেশের ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের বিপুল সম্পত্তির একটা অংশ করস্বরূপ আদায় করিয়া লইলে এই বিরাট ঋণ অনায়াসে পরিশোধ হইয়া যাইতে পারে এবং আর সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারে। এইরূপ অভিমত হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ধনবানদের কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই।

আধুনিক কালে যৌথ কারবারের লভ্যাংশের উপর নির্দ্ধারিত কর হইতে একটা মোটা টাকা আয় হইয়া থাকে। ইহা আয়-করেরই অন্তর্গত; কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, লভ্যাংশানুযায়ী করের নিরিখ স্থির করিলেই ক্রমবর্দ্ধমান নীতি অনুসরণ করা হইবে, তাহা হইলে তিনি ভ্রম করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্, দুইটি কারবার যথাক্রমে মূলধনের উপর শতকরা ১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকা লাভ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং প্রথমোক্ত কারবারের লাভের উপর শেষোক্ত কারবারের তুলনায় দ্বিগুণ হারে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এদিকে রামবাবু প্রথমোক্ত কারবারে এক হাজার টাকার অংশীদার এবং শ্যামবাবু দ্বিতীয় কারবারের পাঁচ হাজার টাকার অংশীদার—তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, রামবাবুকে কম টাকার উপর অধিক হারে কর দিতে হইতেছে এবং শ্যামবাবু মোটের উপর অধিক টাকা লাভ করিয়াও নিম্ন হারে কর দিয়া রেহাই পাইতেছেন। সুতরাং এইরূপ কর নির্দ্ধারণ বাহ্যতঃ ক্রমবর্দ্ধমান বা প্রগতিশীল মনে হইলেও কার্য্যতঃ প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষে অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণের পূর্ব্বেই কোম্পানীর মোট লাভ হইতে সর্ব্বোচ্চ নিরিখে আয়কর কাটিয়া রাখা হয়। অধিকাংশ অংশীদারের সমষ্টিগত আয় উচ্চতম হারে কর দিবার মত নহে। তাহারা ইচ্ছা করিলে পরে প্রমাণ দিয়া এইরূপ অতিরিক্ত কর গবর্ণমেণ্ট হইতে ফেরৎ পাইতে পারেন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকের পক্ষেই ব্যয় ও হাঙ্গামার জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। ফলে নগণ্য অংশীদারগণকে শেষ পর্য্যন্ত ধনী অংশীদারের সমতুল্য হারে কর বহন করিতে হয়।

আমরা এতক্ষণ যে সকল কর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহারা সকলেই প্রত্যক্ষ কর। এই সব কর কর-দাতাদের অবস্থানুযায়ী ইচ্ছানুরূপ বাড়ান কমান যায় এবং এই উপায়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে খানিকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা পরোক্ষ করের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, নিত্য ব্যবহার্য্য সাধারণ জিনিষের উপর নির্দ্ধারিত শুল্কের ফল প্রতিক্রিয়াশীল। আহার্য্য দ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিত শুল্কও বিশেষরূপে সাম্যনীতির বিরোধী। কারণ সুস্থ দেহ ধারণের জন্য পুষ্টিকর আহার্য্যের প্রয়োজন ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান। What is sauce for the gander is not sauce for the goose—ধনীর দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য যে সব জিনিষের প্রয়োজন, দরিদ্র বলিয়া তাহার দেহের জন্য উহার প্রয়োজন নাই—একথা বলা চলে না। সুতরাং যদি নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিষের উপর একই হারে কর ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে আয়ের স্বল্পতা হেতু দরিদ্রের উপর চাপ বেশী পড়িবে, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ একই প্রকারের পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে কর নির্দ্ধারণের উপায়ও নাই। এই অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য, জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য ও সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর কর ধার্য্য না করিয়া কিংবা যথাসম্ভব কম ধার্য্য করিয়া ধনীদের দামী বিলাস-সামগ্রীর উপর উচ্চ হারে

শুল্ক বা কর ধার্য্য করা। এই উপায়ে পরোক্ষ করের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আপত্তি উঠিতে পারে, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে শুধু বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভবপর কিনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আয়করের বেলায় আমরা দেখিয়াছি, অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের উপর করের হার হ্রাস করিয়া দিয়াও উচ্চতর আয়ের উপর কর-হার সামান্য বাড়াইয়া দিয়া ১ কোটী টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা যাইতেছে। গরীবের ।৶০ আনা মূল্যের লবণের উপর ১৷৷০/১৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য না করিয়া বিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের রেশম, পশম, সেন্ট-পমেটম, যান-বাহন ইত্যাদি নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের মধ্য হইতে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বাছাই করিয়া কতকগুলি বিলাস-সামগ্রীর উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য্য করিলে সব দিক বজায় রাখিয়া সহজেই সরকারী আয় বাড়ান যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পণ্যশুল্ক বা পরোক্ষ করের প্রতিক্রিয়াশীল পরিণাম প্রতিরোধ করিতে হইলে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর একটি উপায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত কোথাও অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সেটি হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি যত অধিক ব্যয় করিবে, তাহাকে তত উচ্চ হারে কর দিতে হইবে। সাধারণ অবস্থার লোকের তুলনায় ধনী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেশী টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য জিনিষ খরিদের বেলায় দরিদ্র ব্যক্তির সহিত একই হারে কর দিলেও পরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হওয়ার দরুণ ধনী ব্যক্তিকে অধিক কর দিতে হইবে এবং এইরূপে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে। কিন্তু ব্যয়ের হিসাব চেক করা যাইবে কোন উপায়ে? তাই বিষয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক হইলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু বিবেচনা সাপেক্ষ।

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে পরোক্ষ কর বা পণ্যশুল্কের ফলাফল আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহারই একটি শাখা আমদানী বা রক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাও পণ্যশুল্কই—তবে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত বিদেশী পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক। ইহা দ্বারা, যথেষ্ট রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে—যদি দেশের ধনীরা অত্যধিক স্বার্থপর না হয়। কিন্তু এই সংরক্ষণমূলক আমদানী শুল্ক নির্ব্বাচনে দুইটী বিষয়ে খেয়াল বা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ যে সব কৃষি ও শ্রম-শিল্পের সম্ভাব্যতা প্রচুর, তাহাদের রক্ষার জন্যই শুধু এইরূপ আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে হিতকারী ও প্রয়োজনীয় পণ্যকে যথাসম্ভব আমদানী শুল্ক হইতে রেহাই দিয়া ধনীর বিলাস-সামগ্রীর উপরই ইহা প্রধানতঃ আরোপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা শুধু পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দরিদ্র-সাধারণের কষ্টই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অন্যদিকে কৃষি-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের সাধারণ শ্রীবৃদ্ধির কোন উপায় হইবে না। আমাদের দেশে এযাবৎ কাল আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক নির্দ্ধারণে কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানতঃ কাজ করিয়া আসিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে হিতকর কর-নীতির সহিত তাহার সম্পর্ক অতি সামান্য। এই বিষয়ে আমি অন্যত্র (জয়শ্রী—ফাল্গুন, ১৩৪৫) বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার সারাংশ তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, প্রত্যক্ষ করগুলির সাহায্যে ধন-বৈষম্য প্রতিরোধ করা অনেকটা সম্ভবপর; কিন্তু পরোক্ষ কর এ বিষয়ে অনেকটা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। অবশ্য প্রত্যেক দেশেই কতকগুলি কর অল্পবিস্তর প্রতিক্রিয়াশীল (regressive); কিন্তু আমাদের দেখিতে হইবে সমষ্টিগত করের প্রভাব যাহাতে প্রগতিশীল (progressive) হয় অর্থাৎ যে যত বেশী ধনবান, তাহাকে যেন তত উচ্চ হারে কর দিতে হয়। এই নীতি অনুসরণ করিতে পারিলেই যে বৈষম্য দূর হইয়া সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশ্বে সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা অত সহজ ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান কালে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এতই জটিল ও জটপাকানো যে, ইচ্ছা থাকিলেও সামান্য সামান্য বিষয়ে সুবিচার করাও সহজসাধ্য নহে। যথা, করের হার নির্দ্ধারণের সময় উভয় ব্যক্তির আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করি; কিন্তু উভয়ের আশ্রিত বা পোষ্য-সংখ্যা বিবেচনার মধ্যে আনি না। বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা আজও করি না। উভয়ের আয়ের দিকেই শুধু নজর দেই; কিন্তু তাহাদের শ্রমের পার্থক্য বিচার করি না। এইরূপ বহু অন্যায় বহুক্ষেত্রে আজও আত্মগোপন করিয়া টিকিয়া আছে ভবিষ্যৎ প্রতিকারের অপেক্ষায়।

আমরা আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ন্যায় ধনতান্ত্রিক দেশে বিগত ২৫ বৎসরে, বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের পরে ধনীদের উপর করের হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার একটি সরকারী হিসাব নিম্নে দিতেছি। ভারতবর্ষের এরূপ একটি হিসাব সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের দেশ ধনবানদের পক্ষে কিরূপ স্বর্গরাজ্য হইয়া আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

কর বাবদ প্রদত্ত আয়ের অংশ (শতকরা)।

করদাতার আয় বার্ষিক	স্বোপার্জ্জিত আয়ের অংশ				সম্পত্তির আয়ের অংশ			
£ পাউণ্ড	১৯০৪	১৯১৪	১৯১৯	১৯২৬	১৯০৪	১৯১৪	১৯১৯	১৯২৬
৫০	৯.১	৮.৭	×	×	৯.১	৮.৭	×	
২০০	৫.৬	৪.৮	১০.৩	১০.২	৭.৮	৭.০	১২.৪	
১০০০	৭.৪	৬.৬	১৯.৪	১১.০	১০.৩	১২.২	২৬.৫	
৫০০০	৫.৬	৬.৮	৩৭.২	২৩.২	৯.৬	১২.৬	৪৩.৫	
১০,০০০	৫.১	৮.১	৪২.৬	৩১.২	৯.৫	১৫.১	৫০.৩	
২০,০০০	৪.৯	৮.৩	৪৭.৬	৩৭.৫	১০.০	১৬.০	৫৮.১	
৫০,০০০	৪.৮	৮.৪	৫০.৬	৪৪.৪	১০.২	১৮.১	৬৩.৯	

মোটর যানের প্রচলন

গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশে মোট ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার ২৬৪ টী মোটর যান প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৪৮ লক্ষ ৯ হাজার ৫১৫, ইংলণ্ডে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৭৪৯, জার্ম্মানীতে ৩ লক্ষ, ফ্রান্সে ২ লক্ষ এবং সোভিয়েট রুশিয়াতে ২ লক্ষ মোটর যান নির্ম্মিত হয়। ১৯৩৭ সালের শেষে পৃথিবীর সকল দেশে মোট ৪ কোটি ২৪৯৪৬ হাজার ৯১৪টী মোটর যান ছিল। উহার মধ্যে কোন দেশে কতগুলি মোটর যান ছিল তাহার হিসাব— আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২, কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৪৭, ইংলণ্ডে ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৩৩, কানাডা ১৩ লক্ষ ৬ হাজার ৩৮৫, জার্ম্মানী ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার, ফ্রান্স ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৩। আমেরিকায় শতকরা ৫৪ টী পরিবারের গড়ে একখানা করিয়া মোটর গাড়ী আছে।

বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব

[শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি]

একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি বলিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গের যথাযোগ্য উন্নতি হইয়াছে এইরূপই বুঝাইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি বিশেষের দেহের কোনও অঙ্গ বিশেষ পটু হইলে তাহাকে স্বাস্থ্যবান বলা যাইতে পারে না। দেহের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টিই স্বাস্থ্য। দেহের কোন অংশে কোনরূপ ব্যাধি প্রবেশ করিলে অপর অংশ যে শীঘ্রই অক্ষম করিয়া দিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্যষ্টির পক্ষে যাহা সত্য সমষ্টির পক্ষেও তাহাই সত্য। যেমন ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টি, তেমন ব্যষ্টির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও সমষ্টি বা সমাজ চাই। মানুষের পক্ষে একা চলা সম্ভবপর নয় বলিয়া পরস্পরে মিলিয়া সমষ্টির সংস্পর্শে আসিয়া দল, সোসাইটি, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া লয়। এই দলটা একটু বড় হইলে তাহাকে বলা হয় নেশন বা জাতি। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে জীবনে উন্নতি করিতে হইলে যেমন তাহার দেহ-মন সুস্থ ও সবল থাকা দরকার সমাজ, সোসাইটি, সম্প্রদায় বা জাতির পক্ষেও তাহাই। আমরা বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের সমাজ-দেহে কোন ব্যাধি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল তাহার বিচার করিতে চাই। আমরা ভাষার বিভেদ ধরিয়াই বিচার করিব। অর্থাৎ যাঁহারা বাঙ্গলায় কথা বলেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরিয়া বিচার করিব। প্রথম প্রশ্ন—আমরা বাঁচিতে চাই কি না? ইহার অবিসম্বাদি উত্তর—আমরা বাঁচিতে চাই, দেহে মনে সুস্থ সবল স্বাধীন জাতি হিসাবে পৃথিবীর অপরাপর জাতির সহিত আদান প্রদান দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বাঁচিতে চাই। তার পরেই প্রশ্ন আসে বাঁচিতে হইলে কি দরকার? চাই দেহরক্ষার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য। সমাজে চলিবার জন্য পরিচ্ছন্ন পোষাক। মনের তৃপ্তির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষা বলিতে বুঝাইবে যদ্দারা দেহ এবং মনের সম্যক ও সুষ্ঠু অনুশীলন হয়। সুস্থ সবল দেহ মন থাকিলে ধর্ম্ম আসিয়া তাহাকে আপনি ধারণ করে। ধর্ম্মের জন্য দ্বন্দ্ব করা প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্ম মানুষের প্রাথমিক necessity নহে একথা বলিলে আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সকল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন না। যাহা হউক, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর আলোচনার দরকার নাই। আমাদের প্রশ্ন বাঁচা-মরা লইয়া। পৃথিবীতে দেখিতে পাই অধার্ম্মিকেরাও বাঁচে এবং বাঁচার মতই বাঁচে। আমাদের মত মরিয়া বাঁচে না। আবার সেই প্রশ্ন বাঁচিতে হইলে চাই—(১) দেহের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য। (২) সমাজে চলিবার জন্য 'সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন পোষাক'। দেহ ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফুরণের জন্য 'শিক্ষা'। এখন এই অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার জন্য চাই অর্থ এবং আর্থিক ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যের জন্য চাই রাষ্ট্রীয় অধিকার। অর্থ না থাকিলে, আমাদের দেহ মন সুস্থ সবল না হইলে, আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইব না। বাঁচা-মরার প্রশ্নে অর্থকে অনর্থ ভাবিলে চলিবে না। সস্তা 'পরমার্থের চিন্তা'র যে বিকৃত ভাব মরা দেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে একটী বিরাট অন্তরায় স্বরূপ। পরমার্থ চিন্তাকারীরা আমাকে পাষণ্ড বলিবেন, বলুন। আমি একটী জবাব দিব যে—আগে অর্থ পরে পরমার্থ। বস্তুজ্ঞান না হইলে যেমন অবস্তুর জ্ঞান হয় না। তদ্রূপ অর্থের সহিত পরিচয় না হইলে 'পরমার্থের' সহিত পরিচয় হয় না। অর্থের সহিত পরিচয় করিতে হইলে চাই পূর্ণ আত্ম বিশ্বাস। পরমার্থ চিন্তাতেও আত্মবিশ্বাস চাই তবে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। যে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের অপব্যয় হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের জ্ঞানলাভের পরই আমরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ হই, তাহাতে আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। জাতটা বহুদিনের পরাধীনতা হেতু বহুবিধ কুসংস্কারকে বরণ করিয়া লইয়াছে। জাতির প্রাচীনত্ব হেতু সুসংস্কার আনিলেই শোভনও সঙ্গত হইত। ইতিহাস বহু প্রাচীন জাতি সম্বন্ধেই এইরূপ সাক্ষ্য দেয়। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কিরূপে আমরা আত্মবিশ্বাস হারাই, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করিবার ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে তাহার কিছু পরিচয় দিব।

শৈশবে আমাদের বংশ-পরিচয় লিখিতে হইত। পিতৃপক্ষের নামের পরিচয়ের পরই নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্নোত্তর শিখান হইত,—হে বালক তুমি কে? ব্রাহ্মণ; কোন বেদ? সামবেদ; কোন শাখা? কৌথুকী শাখা; বঙ্গে আসিলে কিরূপে? আদিশূরের পঞ্চযজ্ঞে। প্রথমেই বাঙ্গালী হইয়াও বঙ্গের বাহিরের আভিজাত্যে দীক্ষিত হইলাম। এইরূপ বহু প্রকার কিম্বদন্তী মুসলমান সমাজেও আছে। তাহার পর স্কুলে পড়ার সময় ইতিহাসের ভিতর দিয়াও বাঙ্গালীর শৌর্য্যের কোন পরিচয় আমাদের মনে বদ্ধমূল হইল না। পালরাজত্বের সামান্য পরিচয়ে, গৌড়ের ছিটে-ফোটা বিবরণে আমাদের মনে কোন সাড়া দেয় না। তারপর দেখুন যাত্রা গান, পুরাণপাঠ, বা কথকথার ভিতর দিয়া আমরা বহু কিছুর সহিত পরিচিত হই, যেখানে বঙ্গের নামগন্ধও থাকে না। পক্ষান্তরে রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত বঙ্গের বাহিরের দেশ, নগর, রাজত্বের বিবরণসমূহ আমাদের চিত্ত বেশ অধিকার করে। বর্ত্তমান মহাকবির কাব্যেও কাশী কোশলের কথাই হয়, রাজপুত, মারাঠা, শিখের শৌর্য্যবীর্য্যেরই পরিচয় দেয়। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের ক্রিয়াদিতে, ব্রত পার্ব্বণের মন্ত্রাদিতে কোথাও বাঙ্গলার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি বাঙ্গলার নদ-নদীর জলে আচমন পর্য্যন্ত হয় না। একমাত্র দেখতে পাই মাতৃহন্তা তাঁহার কুড়ালের রক্তের দাগ ধুইতে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়াছিলেন। যে সব তীর্থস্থান এবং মাহাত্ম্য আমাদের চিন্তা অধিকার করিয়া আছে, তাহা প্রায় সবই বাঙ্গলার বাহিরে। এক কথায় বলিতে গেলে আমরা আমাদের কৃষ্টি বা culture বঙ্গের বাহির হইতে আমদানী করিয়াছি। একথা হিন্দুর পক্ষেও যেমন, বাঙ্গলার মুসলমানদের পক্ষেও তেমন। ইহার কারণও আছে। হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম-সভ্যতায় বাঙ্গলার যাহা কিছু বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাহা সবই তাঁহাদের পুরাণো ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া।

এখন এই পুরাণো ঐতিহ্য যত বেশী করিয়া 'আঁকড়াইয়া'

ধরিতে চাই, ততই আমরা দেশের মাটীর সহিত আলগা হইয়া উঠি। কথাটা খুলিয়া বলা যাউক। আদিশূরের যজ্ঞ উপলক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে আজও তাঁহারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য দাবী করেন। দেশের মাটিতে তাঁহাদের শিকড় গজায় নি'। যাঁহারা তাঁহাদের অন্ন-বস্ত্র যোগাইয়াছে, ধমকাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিদানে কিছুই দেন নাই।

হিন্দুর অনেক পরে মুসলমান বাঙ্গলায় আসিয়াছে। হিন্দুর গুণ পাউক না পাউক, দোষটুকুন পাইতে বেশ আগ্রহশীল। প্রবন্ধ লেখক প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সিরাজগঞ্জে কোনও পাটের অফিসে রান্নার কাজ করিতেন। সেখানকার একজন যাচনদারের ছেলে আসিয়া বলিল, ভাই জানিস্ এখন হইতে আমরা নামের পরে 'সিরাজী' লিখিব। কেন তোরা সিরাজগঞ্জের লোক বলিয়া? যাঃ! তুই একেবারে বোকা, সিরাজগঞ্জ কিরে? আমরা যে 'সিরাজ' হইতে আসিয়াছি।

হিন্দুরা যেমন উচ্চশ্রেণীর মাহাত্ম্যে নিম্ন শ্রেণীর উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছে—বাঙ্গলা মায়ের অপর সন্তানদের সহিত যোগাযোগ না রাখিয়া নিজেরা বড় হইতে চেষ্টা করিয়া আজ মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়াছে—মুসলমানেরাও আজ সেই একই ভূয়া ঐতিহ্যে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি, বাঙ্গলা দেশে বহু সংখ্যক সিরাজী, ইস্পাহানি, ফারুকি, গজনভি ইত্যাদিতে পরিণত হইতেছে; যদিও ইসলামিক বিধানে নামের পিছনে বংশ পরিচয় দিবার রীতি ছিল না।

প্রশ্ন হইতে পারে, আর্থিক আলোচনা করিতে বসিয়া 'ধান ভানিতে' শিবের গীত কেন? কথাটা হইতেছে আমরা কারা! এই প্রশ্নটা মীমাংসার জন্যই 'শিবের গীত' দরকার হইয়াছে। ব্যক্তির জীবনে যেমন ব্যাধি তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়, সমষ্টির জীবনেও কুসংস্কার একই কাজ করে। বিক্রমপুরে চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি মেঘনা নদীর পূর্ব্বপারে বিবাহের সম্বন্ধাদি করা হয় না, কারণ উহা 'পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ'। একটা 'ভূয়া কথা' সমাজের উপর কতখানি আধিপত্য করে, একবার ভাবিয়া দেখুন। পাণ্ডববর্জ্জিত দেশের গুটিকয়েক লোক আজ বাঙ্গলার আর্থিক দুর্দ্দিনের দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে যে বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহাও কি আমরা বর্জ্জন করিব? পাণ্ডব-পর্য্যুদস্ত দেশের লোকদের কি উচিৎ নয় যে এইসব অন্ত্যজদের !!! পদ-চিহ্নের অনুসরণ করা—এই প্রশ্নটী এখানে তুলিবার প্রয়োজন হইয়াছে বিজিতের মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার জন্য। বিজিতের বিকৃত আত্মশ্লাঘার নিদর্শন দেখাইবার জন্য। এই প্রকারের ভূয়া আত্মশ্লাঘা কি আত্মবিশ্বাসের পরিপন্থী নহে?

আমাদের শৈশবে বাউল সুরের একটী গান শুনিতাম, তাহার একটী চরণে এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—

হা'রে মন তুই আপনি অবশ হ'লে পরে
বল দিবি তুই কারে?

কথাটা খুবই সত্য, আমাদের বিকৃত ঐতিহ্যের বস্তাপচা সংস্কার আমাদের মনকে অবশ করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমদেশে তীর্থযাত্রা একটী রোগ বিশেষ। আমরা শৈশবে দেখিয়াছি, দল বাঁধিয়া

পাণ্ডা ঠাকুররা আসিয়া আধিপত্য করিত এবং ধর্ম্মলিপ্সু নরনারী-গণ তাহাদের কষ্টসঞ্চিত অর্থ দ্বারা ইহাদের পরামর্শে স্বর্গের সিঁড়ির ধাপ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা পাইতেন। ইঁহারা নিজেদের সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। আমরাও ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বভাবতঃই মানিয়া লইতাম। ইঁহারা আমাদের 'ছোঁয়া জল'টুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। নিজেরা স্বপাকে খাইতেন। এই সব স্বপাকভোজীর নিকট যতই আমরা মাথা নত করিয়াছি, ততই আমরা বিপাক ডাকিয়া আনিয়াছি। কথাটা খুলিয়া বলি,—বহির্জ্জগতে যত প্রকার ক্রিয়ার আমরা বিকাশ দেখিতে পাই, উহা বাহিরে প্রকাশের পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদের মনে অনুষ্ঠিত হয়। যেদিন হইতে আমরা তীর্থগুরুরূপে আবির্ভূত দীর্ঘদেহ পাগড়ীওয়ালা লাঠিধারীর নিকট মাথা নত করিয়াছি, সেই দিন হইতেই উঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমাদের হীনত্বের বীজ পাশাপাশি বপন করিয়াছি। এবং তাহারই ফলস্বরূপ জমীদার-বাড়ীতে খাজনা দিতে যাইয়া পাড়েজীর গলাধাক্কা খাই। খেয়াঘাটে আগে পয়সা দিয়া পরে নৌকায় উঠিয়া নিজেরা লগি মারিয়া নদী পার হই। নোংরা রান্নাঘরে অপূর্ব্ব স্বাদের ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া 'জাত' রক্ষা করি একই পণ্য বিক্রয়ের বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানীর পাশাপাশি দুইখানা দোকান থাকিলে আমরা হিন্দুস্থানীর দোকানে প্রবেশ করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। ধন-সম্পত্তি এবং মান-সম্ভ্রম রক্ষার মৌলিক অধিকার পাঁড়ে মিছির কোম্পানীর হাতে বহুদিন হইতে অবিচারিত চিত্তে সঁপিয়া দিয়াছি।

কবি শিখাইলেন—

'পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে,
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ,
নির্ম্মম নির্ভীক।'

তের শত মাইল দূরের তিন শত বৎসরের পুরাতন এই ঐতিহ্য লইয়া গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আমরা আমাদের সভাসমিতিতে কত লম্ফঝম্ফ দিয়াছি, এখনও দিতেছি। শিখকে না চিনিয়াও শিখের শৌর্য্যে দীক্ষিত হইয়াছি। মনে মনে শিখের শ্রেষ্ঠত্ব বরণ করিয়া লইয়াছি।

গত দশ পনর বৎসরের কথা—সস্তা পেট্রোলের সাহায্যে মোটর-যান যাতায়াত এবং তৎসংক্রান্ত শিল্প বাঙ্গালী শিল্পীরাই গড়িয়া তুলিলেন। কিন্তু পঞ্চনদবাসী আসিয়া যখন নির্ম্মম নির্ভীক ধমক দিল, আমরা তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া জ্যেষ্ঠের আসনে বসাইয়া দিলাম। কনিষ্ঠেরা 'ধর লক্ষণ' হইয়া দিন কয়েক বাসে বাসে ঘুরিয়া টিকিট বিক্রয় করিলেন। এখন Survival of the fittest (জোর যার মুল্লুক তার) হইয়াছে। ক্রমশঃ আমরা নির্ম্মম নির্ভীক ব্যবহার হজম করিয়া লইতেছি। উহার কারণও আছে, ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এক গুরু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বিকৃত অনুকরণ করিয়া আমরা শিখিলাম—

'মেরেছে মেরেছে কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দিব না।'

প্রেম-ধর্ম্ম দুর্ব্বলের নয়। শান্তির নামে যদি শক্তি হরণ করে, সে শান্তি যেমন কাম্য নহে, তদ্রূপ দুর্ব্বলের প্রেম যাহা আমাদের সবল না করিয়া দীন হইতে দীনতর দীনতম করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, সেই প্রেমও কাম্য নহে। প্রেম সে ত মাত্র সবলের ধর্ম্ম। প্রেমের অধিকারী হইতে হইলে আগে বাঁচিবার পথ খুঁজিতে হইবে। পাঞ্জাবের গুরু হাতে দিলেন কৃপাণ, বলে দিলেন বাঁচতে হলে যাহা দরকার তাই কর। আমাদের গুরুর উপদেশ হইল ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ কর, জীর্ণ কন্থায় শয়ন কর। মার খাইয়াও নাম বিলাও। ফলে হইল, আমরা সব দীনহীন বেশ ধরিলাম। আমরা সব আবিষ্কার করিলাম—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনাং মানদেয়' ইত্যাদি নামের পেছনে ভূষণ হইল 'দাস'। বিনয় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম, আমার নাম শ্রীঅমুকচন্দ্র ঘোষদাস, বসুদাস। বঙ্গের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন দাস মনোভাবে ভরপূর, তখনই মারাঠীরা আসিয়া বারবার খুব পিটাইয়া ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল, মা-বোনের সম্মান রক্ষা করিতে পারিলাম না। দুর্ব্বলের ধর্ম্ম পরের শরণ লওয়া। শরণ লইলাম 'মদনমোহনের'। তিনি 'দল মাদল' লইয়া যুদ্ধ করিয়া আমাদের রক্ষা করিবেন। ফল যা হইল ইতিহাস তাহা সাক্ষ্য দেয়। পশ্চিম বঙ্গ, বিশেষ করিয়া বাঁকুড়াবাসীরা হাড়ে হাড়ে আজ তাহা বুঝিতেছেন। স্বয়ং ভগবান আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের জয়ী করিয়া দিবেন—এইরূপ আত্মপ্রতারণা বা সরল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্ল্লভ।

আমাদের পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের অভাবেই জীবন সংগ্রামে ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসীর নিকট পরাজিত হইতেছি। পুরাণো ঐতিহ্য ধরিয়া থাকাতে আমাদের আত্মবিশ্বাসে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন যাহা আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও আমাদের আত্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গলার যে সমস্ত ব্রত, নিয়ম, পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা, বহুসংখ্যক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে, বর্ত্তমানে এইসব অনুষ্ঠানের যেমন অপ-প্রয়োগ আমরা করিতেছি তাহাতে প্রায় সবই আত্মবিশ্বাসের পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে।

শিবরাত্রি একটী প্রধান ব্রত। ব্রতের উপদেশ হইল—জনৈক গৃহস্থ তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের জন্য 'শিকারী'র বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন কিছু সংগ্রহ করিতে না পারায় রাত্রি পর্য্যন্ত শিকার খুঁজিলেন। অবশেষে এক কণ্টকময় বিল্ব বৃক্ষে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইলেন। মঙ্গলময় শিব তাঁহার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন। ঠিক কথা ব্যাধের পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেরূপ কষ্ট-সহিষ্ণু তিনি ছিলেন, পুত্র-কন্যার জন্য কিছু আহরণ না করিয়া বাড়ী ফিরিব না এইরূপ দৃঢ়পণ তাঁহার ছিল এবং বাঁচিবার আগ্রহে তিনি কণ্টকময় বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি বাঁচিবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির পথ পাইলেন।

আর এখন আমরা শিবরাত্রির তিথিতে থিয়েটার-বায়স্কোপের বিজ্ঞাপনগুলা ১০ দিন পূর্ব্ব হইতে মুখস্থ করি। মায়ের বাক্স ভাঙ্গিয়া গোপনে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সারারাত জাগি। শরীর শোধরাইতে আরও তিন দিন যায়। ঘরে আমাদের নিত্য হাহাকার লাগিয়া থাকে। ইহা কি ধর্ম্মানুষ্ঠান?

নিয়ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি, লিখিতে গেলে এত বিরক্তিকর হইবে, যাহা না লিখা ভাল।

পার্ব্বণ—সরস্বতী পূজা একটী বড় পার্ব্বণ। বাহিরের মূর্ত্তির রং ফলাইবার জন্য আমাদের আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, অন্তরের

'বিজ্ঞান' ততই কমিতেছে। পক্ষান্তরে মা অমূর্ত্তিপূজক, অহিন্দুর বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত করেন—মা শুভ্র, 'ছোঁয়াচ মানেন না'।

শ্রাদ্ধ—একমাত্র 'বৎসতরী চতুষ্টয়সহ বৃষোৎসর্গ' ভিন্ন অপরাপর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা সব পণ্ডশ্রম।

বিচার করিলে দেখিতে পাইব আমরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের নামে যাহা কিছু করি, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মপ্রতারণা করি। বর্ত্তমান যুগের ছেলেদের এই সব আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে মনের খোরাক জোটে না বলিয়া এইসব অনুষ্ঠানে ইহারা আন্তরিকতার সহিত যোগ দেয় না অথবা যোগ দিতে পারে না। আমরা সমাজে অনেকেই অনেক কিছু অন্তরে বিশ্বাস করি না, অথচ কলের পুতুলের মত বাহিরে তাহার অনুষ্ঠান করি। অন্তরে বাহিরে যোগাযোগের অভাবে আমরা প্রতিদিন অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছি, এবং আমাদের ভবিষ্যতের অবলম্বন যুবক সম্প্রদায় কেন ভারতের অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয় তাহার পথ খোলসা করিয়া দিতেছি।

এখানে প্রশ্ন হইবে, ভারতের অপর প্রদেশের লোকেরা যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহারাও তথাকথিত ধর্ম্মে বিশ্বাসী; তাহাদের কেন আত্মবিশ্বাসের অভাব হয় না? তাহাদের বিশ্বাসটা অটুট, 'বাঙ্গারাম' মনে করে, "সারাজীবন যে ভাবেই অর্থের ধ্যান করি না কেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে মায়াপুরীতে একটা 'ধর্ম্মশালা' গড়িতে পারিলেই স্বর্গপুরী হইতে বিষ্ণুদূত হাত বাড়াইবে।" অন্ধবিশ্বাস বহু কিছু কাজের জনক হয়। বর্ত্তমান যুগের নায়কগণ যদি অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগাইতে না পারিতেন, তবে লেনিন, ষ্টালিন, হিটলার, মুসোলিনীর উদ্ভব হইত না। আমার এই প্রবন্ধে আমি সাধারণ ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বাঙ্গালীদের সাধারণ মনোভাব এই যে, তাহারা 'অক্ষম দুর্ব্বল।' এই ধারণাটা যে কতটা বদ্ধমূল তাহা দেখাইবার জন্য আমি আপনাদের বাঙ্গলার অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হাটে-বাজারে লইয়া যাইতেছি। হাটে-বাজারে আমাদের যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, যাহা আমরা রোদে বৃষ্টিতে ভিজিয়া জন্মাই, তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যটীকে আমরা আমাদের বলিয়া পরিচয় দেই না। উহার গুণের উৎকর্ষ প্রচারের জন্য বিলাতি লাউ, বিলাতি কুমড়া, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে, বিলাত বলিয়া একটা যায়গা আছে, সেখানকার দ্রব্যানিচয় যখন গুণে শ্রেষ্ঠ, নিশ্চয়ই সেখানকার লোকেরাও জ্ঞানে গুণে উৎকৃষ্ট, দেখিলেই সেলাম করিতে হইবে। ঢাকা জেলার রামপাল প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানে অতি উৎকৃষ্ট কলা মূলা আক এবং আখের গুড় জন্মায়। রামপালের সীমানার বাহির হইলেই এই সব জিনিষ বোম্বাই কলা, বোম্বাই মূলা, বোম্বাই গেণ্ডেরী, বোম্বাই গুড় নাম ধরিয়া পল্লী-বিপণিতে আসর জমাইয়া বসে। ক্রেতা বিক্রেতা নিশ্চয়ই এই নব-লব্ধ নামে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ঘরের জিনিষকে এইরূপে পরের নামে পরিচয় দিতে বাঙ্গালীরা ভিন্ন আর কেহ পারে কিনা জানি না। বঙ্গের অশিক্ষিত জনসাধারণ জানে যে, বোম্বাই অতি প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানকার লোকেরা বড় কারবারী। কচিৎ কদাচিৎ যদি কখনও হাটে-বাজারে বড় পাগড়ী দেখে, অমনি তাহাকে জ্যেষ্ঠের আসনে বসাইয়া কনিষ্ঠেরা আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করে। ইহা আমার কল্পনা নহে। সিরাজগঞ্জে দেখিয়াছি একই বেপারী তাহার পাটের মূল্য বাবদে সমান দর পাইয়া বাঙ্গালী আড়তদারকে পাট বিক্রয় না করিয়া 'কাইয়া বাবুদের' নিকট পাট বিক্রয় করিয়াছে। এখনও দেখিতে পাই, নিমতলাতে কাষ্ঠ ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ক্রেতারা একই দর হইলেও পাগড়ীওয়ালাদের বেশী মর্য্যাদা দেন, পক্ষান্তরে হিন্দুস্থানী ক্রেতারা বাঙ্গালীর দোকানে পা বাড়াইতেই চান না। বাঙ্গালী তাহার নিজের জিনিষকে বোম্বাইর নামে পরিচিত করিয়া ঘরে নেন, তাহার একটী অতি আধুনিক পরিচয় দিতেছি।

ফার্ণিচার বা আসবাব প্রস্তুতের ব্যবসা প্রথম ফরাসী ও ওলন্দাজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসডাঙ্গা বা চন্দননগরে পত্তন হয়। কলিকাতা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ব্যবসায়ের বিস্তার ঘটে। ইংলিস pattern-এর ফার্ণিচারই সর্ব্বত্র বিক্রয় হইতেছিল। বাঙ্গালীদের একটী প্রসিদ্ধ ফারম ফার্ণিচারের 'গথিক' type একটু পরিবর্ত্তন করিয়া একটু হালকা ধরণের খাট বাজারে বাহির করিতেই ক্রেতা-সাধারণ উহার নাম দিল 'বোম্বাই খাট'। ক্রমশঃ কতগুলি ফার্ণিচারের নাম 'Bombay pattern' হইয়াছে। যাহার সহিত বোম্বাইয়ের কোন সম্বন্ধই নাই। ইহাতে বম্বেওয়ালা ব্যবসায়ীদের সুবিধা হইতেছে।

বঙ্গদেশের নানাস্থানে তৈয়ারী সিল্ক এবং সুতি কাপড়ের সুবিখ্যাত নানাপ্রকার শাড়ী থাকিতেও বোম্বাই শাড়ী বাঙ্গলার মেয়েদের মন অনেকদিন অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল। বোম্বাই আম কলিকাতায় সকলেই আস্বাদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষি

বিভাগ বহু গবেষণার পর এক জাতীয় পাট আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সখ করিয়া নাম রাখিয়াছেন কাকিয়া বোম্বাই পাট, যেন বাঙ্গলায় পাটের সহিত বোম্বাই নামটুকু যোগ না করিলে সে তাহার মর্য্যাদা পাইত না। এইসব তুচ্ছ করিবার ব্যাপার নহে। মানুষের মহত্ব বিচার করিতে হইলে যেমন তাহার দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপের ভিতর দিয়া করিতে হয়, ভাবপ্রবণতার প্রভাবে হঠাৎ অনুষ্ঠিত একটী কাজ দ্বারা বিচার করা তাহা সঙ্গত নহে। তদ্রূপ জাতির ভাবধারা বিচার করিতে হইলে জাতির প্রাণস্বরূপ সাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া 'খুঁটি-নাটি' বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত পৌছিতে হইবে। ইহুদীরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছে কিন্তু বাহুবলের পরিচয় দেয় নাই বলিয়া জাতি হিসাবে তাহাদের যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং লাঞ্ছনাও ভোগ করিতেছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত কবি, বৈজ্ঞানিক, সমাজ সেবক, আইনজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই জাতি হিসাবে উন্নত হয় নাই। ঘরে যাহারা আজ ভোজ্যের আস্বাদে বঞ্চিত, কবিতা আস্বাদন তাহাদের নিকট ব্যঙ্গ স্বরূপ হইয়া উঠিবে নাকি? বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক 'গোরু-মহিষানী'তে ভূনিম্নস্থ লোহের সন্ধান দিয়াছিল—বাঙ্গালী জাতি হিসাবে তাহার কতটুকু সদ্ব্যবহার করিয়াছে? বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া কলিকাতা বন্দর তৈয়ার হইয়াছে। এসিয়া মহাদেশে কলিকাতার সমকক্ষ বন্দর আর নাই। এই বন্দরের ভিতর দিয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ, যুক্ত-প্রদেশ, আসাম, দিল্লীর অধিবাসীদের—এক কথায় সমগ্র ভারতের অর্দ্ধাংশের ব্যবহৃত যাবতীয় পণ্যের বহির্ব্বাণিজ্য এবং অন্তর্ব্বাণিজ্য হইয়া থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে বাঙ্গালীর অংশ নগণ্য।

বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হওয়ার একমাত্র কারণ পূর্ব্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরিয়া পশ্চিমাগত হিন্দু-মুসলমানের প্রতি অকারণ অত্যধিক শ্রেষ্ঠত্বের ভাব পোষণ করা। কলিকাতা বন্দরের মারফতে বহু কোটী টাকার চামড়া রপ্তানী হয় এবং বহু কোটী টাকার খেলনা ও মনোহারী দ্রব্য আমদানী হয়। হিন্দুর সংস্কৃতিতে আটকায় বলিয়া তাহারা চামড়ার কারবার করে না। বাঙ্গালী মুসলমান ব্যাপারীরা দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া চামড়া সংগ্রহ করিয়া যোগান দেয়। বিদেশে রপ্তানীর লাভজনক ব্যবসাটী অবাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে। দীর্ঘকাল এই একই ব্যবস্থা চলিতেছে বলিয়া একথা ভাবা কি অস্বাভাবিক যে, বাঙ্গালী মুসলমানরাও পশ্চিমাগত মুসলমানদের জ্যেষ্ঠের আসনে বসাইয়া নিজেরা অনুজ্ঞার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরেও অন্নের অভাব আছে, জীবনধারণোপযোগী বৃত্তির অভাবে বেকার সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িতেছে। মুর্গীহাটায় মনোহারী দ্রব্যের বাজারেও বাঙ্গালী মুসলমানদের সেলাম করিতেই দেখি। দিল্লীওয়ালাদের পাশে বসিবার যোগ্যতা কি কোন বাঙ্গালী মুসল-মানের নাই?

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সব পরহস্তগত হইলে, সেই দেশ দিন দিন নিরন্ন হইবে। তাহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি কোন কাজে আসিবে না। ক্লাইভের দরবারে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়-দুর্লভ বাঙ্গালী ছিল না কিন্তু বাঙ্গালীর নামে বাঙ্গলাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। গত পঁচিশ বৎসরের বাঙ্গালীর প্রাণপাত সাধনায়, আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পাওয়ার অবস্থা আসন্ন হইয়া আসিতেছে, সেই আসন্ন মীমাংসা-সভায়ও অবাঙ্গালী বাঙ্গালীর নামে মোড়লি করিবে। বাঙ্গালী যতদিন আত্মবিশ্বাসী না হইবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই।

ভারতের আবাদী ফসল

[শ্রীকালীচরণ ঘোষ, কিউরেটর, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, কলিকাতা কর্পোরেশন]

কি বিরাট এই দেশ! কি মহান্ ইহার সম্পদ! যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক, দেখা যায়, ইহার এক এক শ্রেণীর কাঁচা মালের যে বহির্ব্বাণিজ্য আছে, তাহা অপর বড় বড় স্বাধীন দেশ পাইবার জন্য লালায়িত; আর তাহারই অধিকার লইয়া জগতে যত হানাহানি।

ভারতের পণ্য,—যে সকল কাঁচা মাল রপ্তানী হইয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই ভাগ কখনই বাঁধাবাঁধি ধরণের হইতে পারে না। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা স্বতন্ত্র হইলেও, কতকগুলি বিষয়ে একের সহিত অপরের যোগ হইয়া পড়ে। তণ্ডুল ও দ্বিদল, তৈলবীজ, আবাদী ফসল, বনস্পতিজাত দ্রব্যাদি, মূল, তন্তু, খনিজ পদার্থ, সামুদ্রিক বস্তু এবং অপরাপর জৈব পদার্থ বলিলে কয়েকটী ভাগ হইতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়াও "অপরাপর" বলিয়া এক স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, আজ আমার বিষয়বস্তু—আবাদী ফসল; ইংরাজীতে যাহাকে "Plantation Crops" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয় তাহাই। আমার মনে হয়, যাহা ওষধি নয়, যাহা প্রয়োজন হইলে বৎসরকালের উপর বাঁচাইয়া রাখা যায় বা সাধারণতঃ বাঁচিয়া থাকে, লোকে সাধারণতঃ আবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার পণ্য হিসাবে মূল্য বুঝিয়া একস্থানে জন্মাইয়া থাকে বা "আবাদ" করে এবং যাহাকে "চাষ" হইতে ভিন্ন করিয়া একটা মানসিক পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিবার ইচ্ছা। সাধারণতঃ ইক্ষু বা আক, তামাক চাষ রবারের সহিত কেন যে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইল, তাহা বিশেষজ্ঞেরা আলোচনা করুন, আমি গতানুগতিক প্রথামত, চা, তামাক, ইক্ষু, রবার, কফি, নারিকেল ও নীল লইয়া ভারতের আবাদী পণ্যের তালিকা শেষ করিব।

বাণিজ্য

নামের তালিকা খুব বেশী না হইলেও বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখ করিলে অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। এই কয়টী বস্তু ও পণ্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়, প্রতি বৎসরে ৩৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকার; আমদানী পাঁচ কোটী টাকার এবং এই আমদানী করা মাল পুনরায় রপ্তানী (re-exports) হয় আন্দাজ ১০ লক্ষ টাকার। আমদানী করা মালের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত মাল বা finished goods এবং ইহার মধ্যে রবার জাত দ্রব্যের স্থান প্রধান; তৎপরে নারিকেল। যথাস্থানে ইহাদের সবিশেষ বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল। মোট কথা সকল রকম মিলিয়া বৎসরে ৪০ কোটী টাকার মাল আসা যাওয়া করে। এই ৪০ কোটী টাকার মাল নাড়াচাড়া করিতে, রেল, জাহাজ এবং অন্যান্য অনেক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইতে, আড়তে দোকানে পড়িয়া ক্রেতার নিকট পৌঁছাইতে এবং এই সকল বস্তু হইতে নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে আরও কত কোটী টাকার খেলা গিয়াছে, তাহার হিসাব বলা শক্ত।

চায়ের কথা

এই যে হিসাবের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, বলা বাহুল্য, চা তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সে আজ বেশীদিনের কথা নয়, চায়ের বাণিজ্য ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে। চায়ের ব্যবহার চীন দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল এবং এককালে জগতের সমঝদার লোকে জানিত, চীনই চায়ের জন্মস্থান। ওলন্দাজেরা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম চা আমদানী করে এবং আন্দাজ ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম চা আমদানী সুরু হয়। পরে ভারতবর্ষে তাহার নিজস্ব চা আবিষ্কৃত হয় এবং চায়ের বাণিজ্য নূতন আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষ হইতে ১৮৩৮ সালের মে মাসে ইংলণ্ডে চা প্রথম রপ্তানী হয় এবং ১৮৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে প্রকাশ্য নীলামে তথায় চা বিক্রীত হয়। গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় চায়ের ব্যবসায়ীরা এই বাণিজ্যের শতবার্ষিকী উৎসব সমাধা করিয়াছে।

এখন ভারতের চা জগতের বাজারে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে এবং লোকের প্রয়োজনের আন্দাজ শতকরা ৪০ ভাগ একা সরবরাহ করিয়া থাকে। ভারতের ইহা এক মহা সুবিধার কথা। কিন্তু চা বাগানের নূতন পত্তনের সহিত কুলীদের যে দুর্দ্দশার কাহিনী জড়িত আছে, তাহা বিদেশী বণিকের এবং তাহার স্বদেশীয় শাসকবর্গের এক মহা কলঙ্কের ইতিহাস।

চীনের চায়ের বহির্ব্বাণিজ্য লোপ পাইল ভারতের আবাদের প্রভাবে। আজ চীন, জাপান, সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, ফরমোসা প্রভৃতি স্থান ভারতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। ১৯৩৭ সালে কয়দেশে মিলিয়া মোট ১০৪ কোটী ১৭ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদন করিয়াছে; তবে এক কথা ইহার সহিত চীনের অংশ জমা পড়ে নাই। লোকে মনে করে, এখনও চীন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সেখানে কমবেশী ৬৪ কোটী পাউণ্ড চা প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ফেলে এবং অন্য স্থানের চা ভাল বলিয়া রপ্তানী বাণিজ্যে চীনের স্থান একেবারে অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে বৎসরে চল্লিশ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়া থাকে;

ইহার জন্য "বাগান" আছে ৫,৮১৪, এবং দৈনিক লোক খাটে প্রায় নয় লক্ষ। মোট চায়ের জমির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার একর। ব্রিটিশ ভারত ও করদ রাজ্যে এই জমি ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। মোট জমির শতকরা ৮৮·৭ ভাগ ব্রিটিশ ভারতে আর বাকী ১১·৩ (৯,৪,০০০ একর) করদ রাজ্যে। কিন্তু ফসলের বেলায় বৃটিশ ভারতে পড়ে (৩৬ কোটী পাউণ্ড) ৯১·৪%, অপর করদ রাজ্যে (সাড়ে ৩ কোটী পাউণ্ড) ৮·৬%। দেখা যাইতেছে জমির অনুপাতে ব্রিটিশ ভারতে ফলন অনেক বেশী হইয়া থাকে।

ব্রিটিশ ভারতে আসামের স্থান প্রথম, সেখানে মোট জমির অর্দ্ধেকের বেশী (৪,৩৯,০০০ একর বা ৫২% আর ফলনের ৫৬·৪%) তারপর বাঙ্গলা (জমি ২৪·৩% আর ফলন ২৫·১%) এবং মদ্রের স্থান। পঞ্চনদ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, কুর্গ প্রভৃতি স্থানেও চা জন্মে। করদ রাজ্যের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরই প্রধান। জমির শতকরা ৯·৩% আর ফলনের ৭·৭% সেখানে পড়ে। ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং মহীশূরের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন মাত্র।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত চা পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়াতে এখন ব্যবসায়ী দেশগুলির মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ ৩২ কোটী ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী করিবার অধিকার পাইয়াছে; ইহা ছাড়া আরও কিছু রপ্তানী হইতে পারে, তাহার স্বতন্ত্র হিসাব আছে।

ইংরাজ ভারতবর্ষের চায়ের প্রধান ক্রেতা; ১৯৩৭-৩৮ সালে সে একা ২১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার চা লইয়াছে, অর্থাৎ মোট রপ্তানীর ৮৮/° ভাগ। পরেই কানাডা এক কোটী টাকার মাল লইয়াছে। ইরাণ, আমেরিকা, ব্রহ্ম, আয়র্লণ্ড, সিংহল প্রভৃতি স্থানের সহিত আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে।

এত চা রপ্তানী হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিছু চা আমদানী করিয়া থাকি; অবশ্য রপ্তানীর তুলনায় তাহা কিছু নহে। এই আমদানীর পরিমাণ সাড়ে ১৮ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে আবার বিশ হাজার টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। আমদানী করা চা আসে চীন, জাপান এবং সিংহল হইতে।

ভারতে চায়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এতদ্‌সংক্রান্ত আর এক প্রয়োজনীয় ব্যবসায় একেবারে উপেক্ষিত হইয়া আছে। চায়ের সহিত তাহার বীজ জন্মে এবং এক সময় এই বীজ বিদেশে রপ্তানী হইত। তৈলের জন্য বীজের প্রয়োজন; ঐ তৈল জ্বালানী-রূপে এবং সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কাজে লাগে। আমেরিকা এই বীজের প্রধান খরিদ্দার ছিল। হংকঙ এই ব্যবসায়ের সন্ধান পাইয়া হঠাৎ বহু পরিমাণ তৈল রপ্তানী করিতে থাকে এবং ভারতীয় বাণিজ্য লোপ পাইতে থাকে; এ সম্বন্ধে কাহারও লক্ষ্য নাই। যাঁহারা এই সকল বিষয়, বিশেষতঃ ভারতীয় তণ্ডুল, দ্বিদল ও তৈলবীজ সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে চান, তাঁহারা মৎপ্রণীত "ভারতের পণ্য" প্রথম খণ্ড পড়িয়া লইবেন (দাম ১।০ মাত্র)।

কফির কথা

আবিসিনিয়ার জঙ্গলে কবে, কোন্ কালে কফি গাছ জন্মিয়াছিল, তাহার হিসাব আর কেহ রাখে না। আবিসিনিয়ার সহিত কেহ কেহ সুদান, মোজাম্বিক ও নিউগিনির নামও যোগ করিয়া দেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আরব দেশই কফির আদি জন্মস্থান এবং তথা হইতে উহা আবিসিনিয়ায় নীত হইয়াছিল। আজ আর এ বিতণ্ডার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে।

নানাস্থানে, বিশেষতঃ মিশর ও আরবের বিভিন্ন প্রদেশে কফি ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু কফি গাছের শুষ্ক বীজের ক্বাথ হইতে কফি পানের যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এদেশে সূত্রপাত হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ঐ স্থান হইতে মক্কা, মদিনা, কায়রো, কন্‌স্টাণ্টিনোপল্ প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

১৬৭৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কফি আসিয়া পৌঁছে নাই, অন্ততঃ বিশেষ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৬৯০ পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কফিই আরব ও আবিসিনিয়া হইতে সরবরাহ হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে বাবা বুদন নামে কোনও ফকির ভারতবর্ষে প্রথম কফির দানা লইয়া আসেন এবং মহীশূরের কাছর জেলায় ঐ বীজ রোপণ করেন—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। কিন্তু ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে নিয়মিত কফির আবাদ হয় নাই। এই দেশের জলহাওয়ার গুণে ১৮৬২ সালে ভারতবর্ষে কফির বিরাট আবাদ গড়িয়া উঠে। ভারতের নানা স্থানে চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত চাষই দক্ষিণ ভারতে গিয়া নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয়, ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে কফি গাছের নানা রকম রোগ আসিয়া জুটে এবং আবাদের ভীষণ ক্ষতি করে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় আবাদের মধ্যে মহীশূরের স্থান প্রধান; তন্মধ্যে কাছর ও হাসান এই দুই জেলাতেই প্রায় সমস্ত কফি জন্মিয়া থাকে। মদ্রের স্থান মহীশূরের পরেই; তন্মধ্যে নীলগিরি, মঙ্গবার এবং সালেমের স্থান যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনেও প্রচুর কফি জন্মে। ভারতের মধ্যে করদরাজ্য ও বৃটিশ ভাতের অংশ প্রায় সমান। বর্ত্তমানে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ব্যবহারোপযোগী প্রস্তুত (cured) কফি জন্মে ৪ কোটী ১২ লক্ষ পাউণ্ড।

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আন্দাজ ৫৫২ কোটী পাউণ্ড কফি জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে এক দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটী স্থানেই অর্দ্ধেকের বেশী ফলে। ইহার মধ্যে ব্রেজিল ও কলম্বিয়ার স্থানই প্রধান। এক ব্রেজিলেই ৩৫৫ কোটী পাউণ্ড, অর্থাৎ জগতের মোট ফলনের মধ্যে ব্রেজিলের অংশ সর্ব্বপ্রধান; অপর সকল দেশ সম্মিলিত হইয়া ব্রেজিলের নিকট পৌঁছিতে পারে না। অপর কয়েকটী দেশের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফলনের পরিমাণে যথাক্রমে উহাদের নাম :—কলম্বিয়া, ভারত-দ্বীপপুঞ্জ, গুয়েটেমালা, ভেনেজুয়েলা, সালভাডর, মেক্সিকো, কষ্টারিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের স্থান ইহাদেরও পরে। আফ্রিকার মাডাগাস্কার, কেনিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে।

ভারতীয় বাণিজ্যের কথা বলিতে গেলে অনেক কথা মনে আসে। ১৮৫৩-৫৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে কফির রপ্তানী সুরু হয় এবং কেবলমাত্র ইংলণ্ডে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার কফি চালান যায়। এই রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৮৩-৮৪ সালে এক কোটী টাকার উপরে চলিয়া যায়; পরে ইংরাজের সহিত বাণিজ্য হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯০১-২ সাল হইতে মোট রপ্তানী বহুদিন পর্য্যন্ত দেড় হইতে পৌনে দুই কোটী টাকার উপরই ছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালেও ২ লক্ষ ১৬ হাজার পাউণ্ড কফি ১ কোটী ২ লক্ষ টাকায় বাহিরে গিয়াছে। তাহার পর রপ্তানী দারুণ হ্রাস

পাইতেছে ; কিন্তু এদিকে মন দিবার কি লোক আছে ? ১৯৩৬-৩৭ সালেই ২ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড ৮৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। আর ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা কমিয়া ১ লক্ষ ৩৫ হাজার পাউণ্ড হয় এবং মূল্য আন্দাজ ৫৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মধ্যে ১৯৩৬-৩৭ সাল গিয়াছে, ইহাতেই রপ্তানী এক কোটী ২ লক্ষ টাকা হইতে ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়া গেল। চলতি মাসে হয়ত আরও কম হইবে।

রপ্তানীর শতকরা ৯৮ ভাগ এক মদ্র হইতেই হইয়া থাকে ; বোম্বাই অতি সামান্যই করিয়া থাকে, বাঙ্গলার অংশ কিছুই নয়।

ক্রেতার মধ্যে ফরাসীর স্থান প্রধান ; তাহার অংশ ২৮·২% (১৫,৩৮,০০০ টাকা), তাহার পর ইংরাজ, মোট সিকি লয় (১৩,-৬৭,০০০), নরওয়ে, বেলজিয়ম, ইরাক, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশও কিছু কিছু কিনিয়া থাকে। পূর্ব্বে কিন্তু ইংরাজই আমাদের প্রধান ক্রেতা ছিল।

আমরা ৩৩ হাজার টাকার কফি আমদানী করিয়া থাকি। ঔষধার্থে কফির ব্যবহার বহুদিন জানা ছিল, কিন্তু আজ যে মৃদু-মাদক বা উত্তেজক হিসাবে পানের রীতি প্রচলিত হইয়াছে, ইহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এখনও বৃক্ষের ছাল, পাতা এবং বীজ হইতে কোনও কোনও ঔষধ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কফি খাইলে নিদ্রা কম হয় ; সেকারণে নিদ্রাহীনতা রোগে হোমিওপ্যাথি মতে কফিয়া একটী প্রধান ফলদায়ক ঔষধ।

তামাকের কথা

আজ যে ভাবে তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা খুব বেশী দিনের নয়। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপের কোনও স্থানে ধূমপান হিসাবে তামাকের ব্যবহার ছিল না। আজ যে ভাবে তামাকের নানা ব্যবহার চলিতেছে, আমেরিকা ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। ১৫৫৮ সালে স্পেনায়রা আমেরিকা হইতে স্বদেশে তামাক আনিয়া উপস্থিত করে। জিন নিকো আমেরিকায় পোর্ত্তুগালের রাজ প্রতিনিধি ছিলেন ; তিনি স্বদেশেই তামাক চাষের প্রবর্ত্তন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা সমাদরে গৃহীত হইল। ১৫৮৬ সালে ড্রেক ও তাহার সঙ্গীরা ভার্জিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসেন ; সার ওয়াল্টার র‍্যালে নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করিলে, তামাকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে বহু দিক হইতে ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়া যায় ; উচ্চহারে শুল্ক স্থাপিত হয়, পাদ্রীরা চীৎকার করিতে থাকে, চিকিৎসকেরা ইহার বিষক্রিয়া প্রচারে ব্যস্ত হয়। কিন্তু নেশার ঝোঁকে সকলেই ভাসিয়া যায়, এবং তামাকের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পর্ত্তুগীজরা ভারতবর্ষে আন্দাজ ১৫০৮ সালে তামাকের আমদানা করে এবং তামাকের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। যতদূর জানা যায়, ভারতবর্ষের অপর প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের লোকেরা অন্ততঃ এক শত বৎসর তামাক ব্যবহার করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলে, পরে গুজরে তামাকের চাষ হইতে থাকে। পরে অপর দেশে আবাদ হইতে থাকে।

বর্ত্তমানে ভারতের নানাস্থানে তামাক চাষ হয় এবং ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে আবাদ হইয়া ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়। করদরাজ্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদকে বাদ দিলে মহীশূরের নাম করা চলে। হায়দ্রাবাদে ১৭ হাজার টন, অর্থাৎ ভারতের মোট ৩·৪% ফলে। ব্রিটিশ ভারতে বাঙ্গলার স্থান প্রধান ; ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টন অর্থাৎ মোট ফলনের ২৯% পাওয়া যায়। তৎপরেই মদ্র ২৬·৬%, যুক্তপ্রদেশ ১১·২%, বিহার ১০·২, বোম্বাই, পঞ্চনদ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশেও তামাক চাষ হয়। এক কথায় বলিতে গেলে ভারতের সর্ব্বত্রই এখন তামাক চাষ হইতেছে ; যে কয়টী স্থানে বেশী হয়, তাহারও উল্লেখ করা গেল। পৃথিবীর চাষের মোট পরিমাণ সাড়ে ২৪ লক্ষ টন। সেদিন পর্য্যন্ত ভারতের স্থান প্রথম ছিল ; এখন আমেরিকা আগাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন শুক্না তামাক পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরই ভারতবর্ষের স্থান। চীন, রুষ গণতন্ত্র, ব্রেজিল, জাপান, গ্রীস, ইটালী, ভারতদ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্ম, ফিলিপাইন, বুলগেরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে তামাকের বিরাট চাষ হইয়া থাকে।

তামাক ভারতবর্ষের নূতন সম্পদ, তাহার বহির্ব্বাণিজ্য আরও নূতন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১২৫ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে উল্লেখযোগ্য রপ্তানী ছিল না, তাহার পর তালিকাভুক্ত হইয়াছে। যতদূর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, ১৮২৫ সালে মসলীপট্টমের নস্য বিদেশে রপ্তানী হইত এবং ঐ স্থানের তামাক পাতা গুণে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ পাই। ১৮৬৬-৬৭ সালে আন্দাজ ৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইল। ১৮৭৬-৭৭ সালে রপ্তানীর নামের ভাগ হইয়া যায় এবং অসংস্কৃত (unmanufactured) সিগার ও "অপরাপর" নামে চলিতে থাকে। ১৯০৬-৭ সালে

সম্মিলিত রপ্তানীর পরিমাণ ৩১ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ দুই কোটী টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে কাঁচা বা অসংস্কৃত মাল গিয়াছে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার বা শতকরা ৫৯% আর তৈয়ারী মাল ৮২ লক্ষ বা ৪১%।

কাঁচামালের প্রধান খরিদ্দার ইংরাজ। তাহারা চতুর, ঐ মাল হইতে তাহারা নানাপ্রকার তামাকের জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। ইংরাজ একাই লয় ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার মালের মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা বা শতকরা ৬৩.৫। পরেই এদেনের স্থান। ব্রহ্ম, জাপান, মালয়, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে কাঁচা তামাকপাতা চলিয়া যায়।

বাঙ্গলাদেশে খুব বেশী তামাক জন্মাইলেও মদ্র হইতে রপ্তানী হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার। বোম্বাই, বাঙ্গলা, সিন্ধুর বন্দর হইতেও চালান যায়।

সংস্কৃত বা তৈয়ারী মাল যায় ৮১ লক্ষ টাকার, তন্মধ্যে সিগারেট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বা ৭০ লক্ষ টাকার; সিগারও কিছু কিছু যায়। এখানে ব্রহ্ম আমাদের প্রধান খরিদ্দার অর্থাৎ সাড়ে ৭৫ লক্ষ টাকার মাল লয়। সিংহল, ইংলণ্ড, ষ্ট্রেটস সেটেল্‌মেন্টস্ প্রভৃতি দেশও আমাদের ক্রেতা।

মাল যায় দেখিয়া কেবল আনন্দ করিলে হয় না; আন্দাজ ৮৬ লক্ষ টাকার মাল আমরা আমদানী করি। তন্মধ্যে কাঁচা তামাক ৪৫ লক্ষ টাকা (৫২.৪%); ইহার বিক্রেতা আমেরিকা। তাহার পরিমাণ ৪২ লক্ষ টাকা। তৈয়ারী মালের মধ্যে সিগারেটই বেশী অর্থাৎ সাড়ে ৩৪ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে ইংরাজ একা দেয় ৩৩ লক্ষ টাকার সিগারেট।

আমদানী করা মাল ফেরত যায় দেড় লক্ষ টাকার।

তামাকের আদর উত্তেজক শক্তির জন্য। অভ্যাসগ্রস্ত-দিগের সাময়িক উত্তেজনার জন্য ইহার আদর। তামাকে নিকোটিন নামক বিষ থাকায় এই ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সাধারণ পাতা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইবার কালে (curing) ইহাতে তামাকের নিজস্ব মৃদু মধুর গন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই curing একটা বিশেষ কাজ; এবং যাহারা যত ভালরূপে করিতে পারে, জগতের তামাকের বাণিজ্যে তাহাদের স্থান তত উপরে। সিগার, সিগারেট, বিড়ি, গুড়ুক তামাক, নস্য, খৈনী প্রভৃতি নানা আকারে তামাক ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার রাসায়নিক উপাদান নিকোটিন অতিশয় তীব্র বিষ, কিন্তু তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য নরনারী অনেক অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তামাক সেবন তাহার মধ্যে একটী।

রবারের কথা

তামাকের ন্যায় রবারের ব্যবহারের জ্ঞানও অনেক দেশ অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই আমেরিকার ছিল। কলম্বসের মতে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দেই আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যস্থিত মেক্সিকো হ্রদ ও ক্যারিবিয়ান সাগরের অন্তঃপাতী দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে রবার কাজে লাগাইত। ১৭৩৫ সালে La Condomine আমেরিকা হইতে ইউরোপে রবার (caoutchouce) পাঠাইয়া দেন এবং সেখানে রবারের কি কি ব্যবহার হয়, তাহাও জানাইয়া দেন। ঘষিয়া দিলে (rub) পেন্সিলের দাগ উঠিয়া যায়, অনেকদিন পর্য্যন্ত ইউরোপে রবার সম্বন্ধে এই এক ব্যবহারই জানা ছিল। ১৮২৩ সালে ম্যাকিন্টস্ (Mackintosh) রবার দিয়া কাপড়কে বর্ষাতি (waterproof)তে পরিণত করেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত রবারের আসল রূপ লোকের জানা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গুডইয়ার (Goodyear) আমেরিকাতে রবারকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন, অর্থাৎ গন্ধক প্রভৃতি যোগ করিয়া তাহাকে স্থিতিস্থাপক করাতে সমর্থ হন। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ যোগ করাতে (vulcanising) রবারের আঠাল ভাব দূর হওয়া, টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, শক্তস্থানে পড়িলে লাফাইয়া উঠা প্রভৃতি গুণগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আসামের জঙ্গলে বহুদিন আপনা হইতেই রবার গাছ আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান কেহ করে নাই। ১৮৭৬ সালে বিলাতের কিউ গার্ডেন (Kew gardens) হইতে হাজার দুই রবারের চারা সিংহলে আবাদ করিবার জন্য প্রেরিত হয়। সাধারণতঃ লোক মনে করে, ভারতের আবাদ ঐ চারা হইতে তৈয়ারী হইয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে সিংহল হইতে নূতন চারা ব্রহ্ম, ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেন্টস প্রভৃতি স্থানে যায় এবং মালয় এখন জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রবার সরবরাহ করিয়া থাকে।

জগতে প্রতিবৎসর মোট আন্দাজ ৯ লক্ষ টন আবাদী রবার জগতের বাণিজ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে মালয় অর্দ্ধেক সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহার পর ওলন্দাজ অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সিংহল, ফরাসী অধিকৃত ইন্দো-চীন, ইংরাজ অধিকৃত বোর্ণিও, ভারত, শ্যাম, কঙ্গো, ব্রেজিল প্রভৃতির স্থান পরে পরে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত রবার উৎপাদিত হওয়ায় এখন উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে এবং তাহার ফলে রবারের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ভারতে প্রায় ১৪ হাজার টন শুষ্ক রবার উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম যখন একসঙ্গে ছিল, তখন প্রায় ২৭ হাজার টনের হিসাব দেখান হইত। বর্ত্তমানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যই ভারতের প্রধান আবাদ; বৎসরের মোট রবারের আয় ৭৯% সেখানেই হয়। অন্যান্য করদরাজ্যের মধ্যে কোচিনের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ভারতে মদ্রের স্থান প্রধান; কুর্গেও কিছু রবার হয়। আসামের জঙ্গলী রবারের হিসাব কেহ রাখে না। তাহা ছাড়া আবাদ নয় বলিয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া আছে। সুতরাং আঠা সংগ্রহ করার কিছু অসুবিধা আছে এবং খরচও অনেক পড়িয়া যায়। আসাম সরকারের এদিক দিয়া কিছু করিবার আছে।

বর্ত্তমানে রবারের প্রথম আমদানী রপ্তানীর অঙ্ক দেওয়া গেল না। আসামের ভিতর দিয়া বাহিরের রবার আসিত (১৯০-১২ সালে) আন্দাজ দেড় লক্ষ টাকার; ১৯০৬-৭ সাল নাগাদ তাহা তিন লক্ষেরও অধিক হয়। কিন্তু এ সময় ইউরোপীয় দেশ হইতে রবারজাত দ্রব্যাদি বহুপরিমাণে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে যতদিন না রবারের কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে, ততদিন আমরা সকলেই রবারজাত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়াছি।

১৯০৩-৪ সালেও আমরা অন্ততঃ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ভারতীয় রবার রপ্তানী করিয়াছি। ক্রমশঃই এই অঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে (১৯৩৭-৩৮) আমাদের কাচা রবারের রপ্তানী হয় (১ কোটী ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড) প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকার, পূর্ব্ব বৎসর ইহা ১ কোটী টাকার উপর ছিল। আমাদের কাচা রবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কেনে ইংরাজ; প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকার (৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার পাউণ্ড)। তাহার পর আমেরিকা, চেকোশ্লোভাকিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশ। মদ্র বন্দর হইতেই সমস্ত রবার রপ্তানী হয়। সম্প্রতি আমরা কিছু কিছু রবারজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যদি সরকার পক্ষ হইতে নূতন অসুবিধা করা না হয়, ইহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা সওয়া দুই লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

এই রপ্তানীর সহিত অনেক দুঃখ জড়াইয়া আছে। কাচা রবার বিক্রয় করিয়া আমরা আন্দাজ দুই কোটী টাকার (১,৮৯,০০,০০০৲) দ্রব্যাদি আনিয়া থাকি। ইহা ছাড়া কাচা (শুষ্ক) রবার আসে ২১ লক্ষ টাকার। এক কোটী টাকার রবার পাঠাইয়া দিই। আমাদের দেশে আমরা এতদিন ইহার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করি নাই। চেষ্টা করি নাই বলিলে ভুল হয়; কারণ এ বিষয়ে আমাদের কোনও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই বা শিল্প সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। এই দেশেই ঐ সংক্রান্ত সকল শিল্প সম্ভব ছিল, কারণ আজ সব বিদেশী ভারতীয় খোলস ধরিয়া এইখানেই নানা কারখানা খুলিয়া মনের আনন্দে দিনযাপন করিতেছে। কয়েকটা কুলী খাটাইয়া ভারতীয় সাজিয়াছে, আর মূর্খ ভারতবাসী তাহাতে মজিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সাহায্য করিতেছে।

আমদানী করা মালের মধ্যে প্রধান স্থান মোটর গাড়ীর চাকার বা টায়ারের অর্থাৎ মোট টাকা (১,৮৮,৯৮,০০০৲)র মধ্যে এক কোটী ২৩ লক্ষ টাকার অর্থাৎ ৪৬·৩%। সাইকেলের টায়ার প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যাদিও যথেষ্ট আছে। টায়ারের প্রধান বিক্রেতা ইংরাজ; মোট বেসাতির সিকি সেই লইয়া যায়। তাহার পর আমেরিকা, জার্ম্মানী। টায়ারের ব্যবসায়ের মধ্যে জাপানীর স্থান নাই। তবে সেও ভারতে রবারজাত পণ্যে বিরাট ব্যবসা করে।

রবারের ব্যবহারের কথা লিখিয়া তালিকা শেষ করা চলিবে না। এক কথায় বলা চলে, রবার আর কাচ না লইলে আধুনিক সভ্যতা, শুধু সভ্যতা কেন—জীবনযাত্রা অচল হইয়া যায়। রবার রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে রবার কাজে লাগাইতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিলে, অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

নারিকেলের কথা

বাঙ্গালীর কাছে নারিকেলের বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন নাই। দেখিতে সাধাসিধা, ব্যবহারে যাহার গুণের কথা সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়, তাহার বিষয় অপর পণ্যের সহিত বলিতে গেলে অবিচারই করা হইবে। "ভারতের পণ্য" পুস্তকে ইহার সবিস্তার আলোচনা আছে।

নারিকেলের আদি জন্মস্থান লইয়া অনেক বিতর্ক আছে; এ ক্ষেত্রেও ভারতকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। পৃথিবীর মধ্যে কয়েকটী স্থানে মাত্র বাণিজ্যোপযোগী প্রচুর নারিকেল জন্মে; কিন্তু নারিকেলের নানা অংশের যেরূপ প্রচুর ব্যবহার ছিল এবং ক্রমশঃই বাড়িতেছে, তাহাতে নারিকেলের মালিকদের সুবিধা বলিতে হইবে।

সিংহল, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ফিলিপাইন (মানিলা) প্রভৃতি স্থানেই নারিকেল প্রচুর জন্মে। আফ্রিকার মোজাম্বিক, জাঞ্জিবার এবং ওসিয়ানিয়ার ফিজি, নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ এবং পশ্চিম সামোয়া হইতে নারিকেলের শাঁস রপ্তানী হয়।

"বাঙ্গলা, উড়িষ্যা, বোম্বাই এবং মদ্রেই নারিকেল বেশীমাত্রায় ফলে। কেবল মদ্রেই প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে আবাদ হয়; তন্মধ্যে এক মলবারে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একর পড়ে। পূর্ব্বে গোদাবরী, দক্ষিণ কানাড়া, তাঞ্জোর, উত্তর আর্কট, কইম্বাটুর জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা এবং বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটীতে ২৮ হাজার একর জমি আছে। বিহারের পুরী এবং কটক, বোম্বাইয়ের কানাড়া, কোলাপ, রত্নগিরি জেলাই প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলার জমির পরিমাণ মাত্র ১৩ হাজার একর

এবং খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, নোয়াখালি ও ২৪ পরগণা জেলাতেই জমির অংশ বেশী পড়ে।"

"দেশে নানারূপ ব্যবহার ব্যতীত ভারতের পণ্যের তালিকায় নারিকেলের একটী প্রয়োজনীয় স্থান আছে। নারিকেল এবং নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আসে এবং বিদেশে চালান যায়। এই আমদানী আর রপ্তানীর মোট টাকার পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। আমদানীর মধ্যে নারিকেল শাঁস (শুষ্ক) ও নারিকেল তৈল, ইহাতে প্রায় দুই কোটী টাকা পড়িয়া যায়। ডাবও প্রায় ১ লক্ষ টাকার আসে।" (ভারতের পণ্য) তৈলের প্রধান বিক্রেতা ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেণ্টস, তাহার অংশ ৫৮·২% (৪৫,৭৫,০০০৲), পরেই সিংহল ৪১·০% (৩২,২৮,০০০৲)। আমদানী করা শুষ্ক শাঁসের বিক্রেতা সিংহল—প্রায় একা (৯১·৬%) পরিমাণ ৪৯·৩৮৩ টন, মূল্য ৯৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা।

নারিকেল ছোবড়া, তন্তু, সূতলী, দড়ি, পাপোয, ম্যাটিং প্রভৃতি সমস্ত মিলিয়া ১ কোটী টাকার উপর রপ্তানী হয়। নারিকেল তৈল ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, শুষ্ক শাঁস ৪৫ হাজার টাকা, খইল ৬ লক্ষ টাকার আর নারিকেল ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার বিদেশে যায়। তন্তু প্রভৃতির প্রধান ক্রেতা জার্ম্মানী; তাহার অংশ ২৩·০% (মোট ১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা)। বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ভারতীয় ছোবড়া প্রভৃতি লয়। পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতির প্রধান ক্রেতা ইংলণ্ড; ৪৪ হন্দর মাল ১৯ লক্ষ টাকায় লইয়া ৭২·৭% অংশ পড়ে। আমেরিকার স্থান পরেই।

নারিকেলের প্রতি অংশের ব্যবহার আছে। গাছ, পাতা, ফল প্রভৃতি সকল অংশেরই বিশেষ দাম আছে। সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিষাক্ত বাষ্প হইতে আত্মরক্ষা করিবার যে মুখোস আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে ছোবড়ার কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেহ ব্যবসা করিলে চলিতে পারে।

ইক্ষু বা আকের কথা

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আকের প্রচলন স্ব স্ব দেশের মধ্যেই নিবদ্ধ। আক বাহিরে কোথাও চালান যায় না। যাহা কিছু ব্যাপার, তাহা হইতেছে প্রস্তুত চিনি বা গুড় লইয়া। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গুড়কেও বাদ দেওয়া যায়, কারণ বহির্ব্বাণিজ্যে গুড়ের স্থান নাই। তবে ভারতীয় সরকারী হিসাবে আকের এবং চিনির হিসাব রাখা হয়, গুড়ের মারফতে। সকল বিষয়েই ফলনের হিসাব হয়, ফল বা চায আবাদ হইতে সদ্যঃ প্রাপ্ত বস্তুর হিসাবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গুড় ধরিয়া উৎপন্ন আকের বা মোট চিনির পরিমাণ ধরিয়া লইতে হয়।

সুতরাং আমাদের আকের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া লওয়া চলিতে পারে। ভারতবর্ষে কত আক হয়, তাহার নিশ্চিত হিসাব পাওয়া কঠিন। ফলে যত আক মাড়াই হয়, তাহার একটা আন্দাজ-মৌজে হিসাব থাকে। কিন্তু লোকে চিবাইয়া যত আক খাইয়া ফেলে, তাহার হিসাব রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে আন্দাজ ৭ কোটী টন আক জন্মে, এ অনুমান বোধ হয় একেবারে খুব ভুল নহে। তন্মধ্যে গুড় করিতে ৪॥ কোটী, কারখানায় লাগে এক কোটী হইতে সওয়া এক কোটী টন, আর লোকে কাঁচা খাইয়া ফেলে এক হইতে সওয়া কোটী টন আক।

জমির পরিমাণ ৪৬ লক্ষ একর। তন্মধ্যে সাড়ে ৩৪ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধরণের আক জন্মে। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জন্মে যুক্তপ্রদেশে, মোটামুটি ২২ লক্ষ একর। যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার স্থান প্রথম, সেখানে অন্ততঃ দুই লক্ষ একর জমিতে চায হয়। প্রদেশ হিসাবে পঞ্চনদ, বিহার, বাঙ্গলা, মদ্র, বোম্বাই প্রভৃতির স্থান পরে পরে।

সারা পৃথিবীতে আক ও বীট মিলিয়া মোট ২ কোটী ৮৮ লক্ষ টন চিনি জন্মে; তন্মধ্যে ভারতবর্ষে কেবল চিনি হইয়াছে সাড়ে ১১ লক্ষ টন। আর যদি গুড় প্রভৃতি সমস্ত ধরা যায়, তাহাতে মোট ৩২ লক্ষ টন চিনি হইতে পারে। সে হিসাবে ভারতের স্থান প্রধান। কিউবা, জাভা, ফিলিপাইন, ব্রেজিল, ফরমোসা, হাওয়াই, পুয়োর্টোরিকো প্রভৃতি স্থানই চিনি প্রস্তুত করিয়া জগতকে সরবরাহ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়াবাসী সকলের অপেক্ষা বেশী চিনি খায়; মাথাপিছু বৎসরে ১১৩ পাউণ্ড করিয়া পড়ে; এসিয়ায় ১৪ পাউণ্ড, ভারতবর্ষে ৩৪ পাউণ্ড।

এক সময় ভারতবর্ষে প্রচুর চিনি আমদানী করা হইত, অর্থাৎ ২৭ কোটী টাকার; কিন্তু আমদানী করা চিনির উপর রক্ষণশুল্ক বসাইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষে চিনির কারখানা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছে; এখন ২৭ কোটী টাকার আমদানী স্থলে ২৭ লক্ষ টাকার চিনিরও আমদানী নাই। দেশের মধ্যে আকের চায বৃদ্ধি পাইয়াছে, চাষীরা খাইতে পাইতেছে, বেকার মজুর এখন দু'পয়সা পাইতেছে এবং আরও অন্যান্য বহুলোকে জীবিকার্জ্জনের সুবিধা পাইতেছে।

সকল চিনি বিক্রয়কারী দেশের মধ্যে এক চুক্তি হইয়া যাওয়ায় ইচ্ছামত চিনি রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ এখন নিজ প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী চিনি প্রস্তুত করিতে পারে এবং রপ্তানী করিতে পারে; কিন্তু "শ্বেত-চর্ম্ম" জাতির মধ্যে এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে চিনি রপ্তানী করিতে নামমাত্র সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এটা আমাদের পরাধীনতার পাপ। ভারতের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে চিনি পাঠাইয়া আর অনেক পয়সা পাওয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানী আছে। ইংলণ্ড, সিংহল প্রভৃতি দেশ আমাদের ক্রেতা। চিনি এখনও আসে ১৯ লক্ষ টাকার; ইহা আরও কম হইতে পারে। চিনিটা প্রায় সবই সিন্ধু বন্দরে আসিয়া নামে।

নীলের কথা

আজ যাহার বিষয় প্রবন্ধের শেষভাগে আনিয়া উপস্থিত করা

হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কিছুকাল পূর্ব্বেও তাহার স্থান এমন নিম্নে ছিল না। তাহা ছাড়া নীলের আবাদ লইয়া ভারতে যে হৃদয়-বিদারক অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে গেলেও একখানি পুস্তিকা রচনা করা প্রয়োজন। অতীতের সে করুণ কাহিনীর কথা না বলিয়া তাহার বাণিজ্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

নীলের চাষ ভারতের একটী পুরাতন কৃষি। ইংরাজ আসিবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই লোকে ইহার ব্যবহার জানিত এবং নীলগাছ গামলায় ভিজাইয়া তাহার মধ্য হইতে নীল সংগ্রহ করিত। ভারত এবং ভারতের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে, বিশেষতঃ জাভা, পরে নাটাল প্রভৃতি স্থানে নীলের প্রচলন ছিল।

ইংরাজ ইহার রঙের সন্ধান পায় এবং ব্যবসা সুরু করে। তাহার দুর্দ্দমনীয় সীমাহীন লোভ চাষীর উপর অকথ্য অত্যাচার সাধন করিয়াছে। মাটীর গুণে যাহাই হউক, বাঙ্গলায় নীলকুঠীর মালিকদের ব্যবসায় বুদ্ধি ও অর্থপিপাসা একই আবাদ হইতে বহুগুণ ফলন দিয়াছে এবং সম্মিলিত কারণে এক সময় বাঙ্গলাদেশ ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। অবশ্য সেই সময় বিহারও বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল।

বিদেশীদের ভারত আগমনের পরবর্ত্তী কালেই মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের নীলের আবাদ পর্ত্তুগীজদের হস্তগত হয়। কিন্তু ১৭৭৮ সাল নাগাদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Company) বাঙ্গলায় ভাল করিয়া নীলের আবাদ চালাইতে থাকে, তখন এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিহারের ত্রিহুত বিভাগে এবং যুক্ত-প্রদেশের অন্যস্থানে যখন নীলকুঠী স্থানান্তরিত হয়, তখন জগতের মধ্যে ভারতের স্থান প্রধান হইয়া উঠে।

এই সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতের নীলের বাণিজ্য প্রবলাকার ধারণ করে। ১৮৯৪-৯৫ সালে ভারতবর্ষে ২,৩৭,৫৯৪ হন্দর নীল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১৮৯৫-৯৬ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১,৮৭,৩৩৭ হন্দর নীল ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকায় রপ্তানী হইয়া যায়। কিন্তু এ সুদিন,—সুদিন বলা ঠিক নহে, কারণ এ রপ্তানী বাণিজ্যে এক বিদেশী কুঠীওয়ালা ব্যতীত চাষী প্রভৃতির কোনও লাভ ছিল না—শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৯৭ সালে যৌগিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায়, এই ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দশ বারো বৎসরের মধ্যেই (১৯০৬-৭) পরিমাণ কমিয়া ৩৫,১০১ হন্দর ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যে পৌঁছে। বর্ত্তমানে উহা ৪০৪ হন্দরে দাঁড়াইয়াছে, মূল্য মাত্র ৬৮ হাজার টাকা। সেস্থলে আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত নীল (রঙ) আমদানী করে ৯ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড এবং ১৩ লক্ষ টাকা তাহার দাম।

নীলের আবাদ একেবারে লোপ পায় নাই, কিন্তু এই বাণিজ্যের উন্নতি আশা করা যায় না। যৌগিক নীল যেভাবে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে উদ্ভিজ্জ নীল লোপ পাইবে। এখনও যে পরিমাণ নীলের ব্যবসা বা আবাদ আছে, তাহা কেবল স্বভাবজাত নীলের বিশেষ গুণের উপর। রাসায়নিক নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই; যৌগিক পদার্থে এই সামান্য উন্নতি সাধন করিতে পারিলে, হয়ত নীলের আবাদ আর প্রয়োজন হইবে না।

বর্ত্তমানে আন্দাজ ৪৩ হাজার একরে নীল আবাদ হইয়া ৭,২০০ হন্দর রঙ উৎপন্ন করে। এই ৪৩ হাজারের মধ্যে এক মদ্রে ৩০ হাজার একর জমি পড়ে। রঙের বেলায় দেখা যায় ৭,২০০র মধ্যে ৪,৭০০ হন্দর এক মদ্রেই হয়। পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থানে এখনও নীল আবাদ বাঁচিয়া আছে। করদ-রাজ্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদে নীল চাষ হয়। এখন যে রপ্তানী আছে, তাহা উপেক্ষা করা চলে। তবে যদি ভাল করিয়া চেষ্টা করা যায়, চাষের উন্নতির সঙ্গে নীল বাহির করিবার সহজ ও সুলভ পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং বিদেশী নীল আমদানী করা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে চাষীরা আবার কিছু পাইতে পারে।

আজ যাহার বিবরণ দিলাম, তাহা ভারত বাণিজ্যের একাংশ মাত্র। ভারতের কাঁচামাল লইবার জন্য জগতের সমস্ত জাতি লোলুপ। ভারতের অফুরন্ত ভাণ্ডার ইংরাজের হাতে আসার পর ইংরাজ জগতে ধনী হইয়াছে; ভারতের শিল্প নষ্ট করিয়া দিয়া ভারতের কাঁচামাল নিজ দেশ হইতে রূপান্তরিত করিয়া এখানে পাঠাইয়াছে; ভারত ক্রমেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। আবাদী ফসল যাহা যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য জড়ীভূত আছে; একটু সহায়তা পাইলে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারে; এখনও প্রতি ফসলের জন্য অহেতুক অনেক খরচ হয়, সামান্য অনুসন্ধানে তাহার উন্নতি সম্ভব। তামাক এখনও ঢের আসে, তাহা ভাল জাতীয় করিতে পারিলে আসা বন্ধ করা যাইতে পারে। আকের সামান্য উন্নতি হইয়াছে, তাহাতেই লোকের আয় বাড়িয়াছে। রবার কাজে লাগাইতে পারিলে বৎসরে দুই কোটী টাকা রক্ষা হইতে পারে। এখনও অনেক বাকী। ১৭৫ বৎসর সুশাসনে থাকিয়া দেখিতেছি, আমাদের জীবনযাত্রা নূতন করিয়া সুরু করিবার সময় আসিয়াছে মাত্র।

মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যার একটা দিক

[ডাঃ নবগোপাল দাস, পি-এইচ্-ডি, আই-সি-এস্]

প্রায়ই আমরা শুনিতে পাই, বেকার সমস্যাটা আমাদের দেশের নিজস্ব—পাশ্চাত্যদেশে ইহার অনুরূপ কোন সমস্যাই নাই। কথাটা আংশিকভাবে মিথ্যা হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতেও একটা বেকার সম্প্রদায় আছে, তবে সেখানে যাহাদের কাজ জোটে না, তাহারা আমাদের দেশের বেকারদের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের বেকারশ্রেণীর অধিকাংশই কোন না কোন টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত। আমাদের দেশের বেকার যুবকদের মত তাহারা শুধু বি-এ, এম্-এ ডিগ্রীধারী নহে।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার সমস্যা যে আজকাল এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য আমরা নিজেরাই অনেকখানি দায়ী। বাঙ্গলাদেশের বুকের উপর বসিয়া কত অবাঙ্গালী তাহাদের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতেছে, তাহার হিসাব অনেকেই রাখেন না, অথচ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মিথ্যা আত্ম-সম্মানবোধ এবং দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষমতার জন্য জীবনযুদ্ধে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইতেছে।

বাঙ্গালী যুবকদের মিথ্যা আত্ম-সম্মানবোধ এবং শ্রম-বিমুখতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে আমাদের শিক্ষার রীতি ও নীতি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে হইবে এবং তাহার পর কলেজে ঢুকিয়া বি-এ, এম্-এ ডিগ্রী লইতে হইবে—ইহাই আমাদের যুবকদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বি-এ, বা এম্-এ ডিগ্রী লইয়া কি ফল হইবে, জীবন-পথ এই সহজলভ্য ডিগ্রীর চাপে কতখানি সুগম হইয়া উঠিবে, তাহা কোন যুবক বা তাহার অভিভাবক পাঠদ্দশায় ভাবিয়া দেখেন না। তাহার ফল হয় এই যে, একুশ বাইশ বা তাহারও বেশী বয়স পর্য্যন্ত আমাদের যুবকেরা ধরাবাধা একটানা পথে চলিতে থাকেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরের বাহিরে যখন আসিয়া তাঁহারা দাঁড়ান, তখন দেখিতে পান্ এতদিনের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় একেবারে বৃথা হইয়াছে এবং অন্নসংস্থানের ক্ষেত্রে রোমের ইতিবৃত্ত বা জার্ম্মাণীর জাতীয় সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য কোনই কাজে আসিতেছে না।

গত আট নয় বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপধারী যুবকদের সংখ্যা যে কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা অনেকেই হয়ত' জানেন না। ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে (আসাম বাদে) ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল ৯,৫৪১ জন ছাত্রছাত্রী; ১৯৩৭ সালে অর্থাৎ মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই এই সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ১৫,১৬৭। ১৯২৯ সালে আই-এ ও বি-এ পাশ করিয়াছিল যথাক্রমে ১,৫৪৪ জন এবং ১,৬৯৬ জন ছাত্রছাত্রী; ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যাদ্বয় বাড়িয়া হইয়াছে ৩,০০৯ এবং ২,২৭৪। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় বাড়ে নাই বলিলেই চলে—যথা, আই, এস-সি ও বি, এস্-সিতে ১৯২৯ সালে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রাছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,৭৪৮ এবং ৬১৫; ১৯৩৭ সালে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,৭২১ এবং ৬৩৩।

উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, সহজ একটা ডিগ্রী পাইবার লোভ আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায় কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরঞ্চ এই নেশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধার, তাঁহারাও শিক্ষাসংস্কারের কোন প্রকার প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখিতে পারেন না, তাঁহারা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইবার পথটাকে অপেক্ষাকৃত দুর্গম করিয়া দেওয়াটা দেশের পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা ভাবিবার আছে। সাধারণতঃ একুশ বাইশ বৎসর বয়সে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সমাপ্ত করিয়া আমাদের যুবক সম্প্রদায় কর্ম্মান্বেষণে বাহির হন্। সেই বয়সে তাঁহাদের শ্রমক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার শক্তি অনেকখানি কমিয়া আসে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া ষোল বৎসরের একটি ছেলে যেরূপ অবলীলাক্রমে কোন ফ্যাক্টরি বা মিলে কাজ লইতে পারে, এম্-এ ডিগ্রীধারী বাইশ বৎসরের যুবক কিছুতেই সেই জাতীয় কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে না। শুধু তাহা নয়; ফ্যাক্টরি বা মিলের কাজেও শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। তিন চার বা পাঁচ বৎসর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কাজ না করিলে সেখানে স্থায়ী আসন পাওয়া সম্ভবপর নয়। বাইশ বৎসরের যুবকের—যাহার ছয়টি সুদীর্ঘ বৎসর কাটিয়াছে অধ্যয়নে—আরও চার বা পাঁচ বৎসর ছাত্র হিসাবে ফ্যাক্টরি বা মিলে কাজ করার মত প্রেরণা বা ক্ষমতা তাহার থাকে কি?

তাই আমার মনে হয়, আমাদের এই ডিগ্রী পাইবার লোভটা ঘুচাইতেই হইবে। এই নেশা না কাটা পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যার কোনই সুসমাধান সম্ভবপর হইবে না।

কৃষক আন্দোলনের গোড়ার কথা

[শচীন সেন এম্-এ, বি-এল]

অনেকগুলি লোক একসঙ্গে এককথা জোর গলায় বললে, তা' কিছুদিনের মধ্যে সত্যের আসন অধিকার করে। যাঁরা আধুনিক জগতের প্রোপাগাণ্ডার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা এই সহজ কথাটা অতি সহজেই বিশ্বাস করবেন। সেই সত্যের বিরুদ্ধে যাঁরা যেতে চেষ্টা করেন, দেশদ্রোহী বলে তাঁরা বাখ্যাত হ'ন। সেই সত্যকে মেনে নেওয়াই দেশভক্তির শ্রেষ্ঠ নিশানা। মানুষের মনের ও মতের যখন এই অবস্থা, তখন আলোচনা বলে যা' গৃহীত হয়, তা' হ'ল প্রশংসার নামান্তর মাত্র।

আমাদের কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমরা আলোচনার অধিকার হারিয়ে ফেলেছি —যেটুকুন অধিকার আছে, তা' হ'ল প্রশংসা করা। যদি কেউ কৃষক আন্দোলনকে অপ্রশংসার চোখে দেখেন, তাঁদের আমরা ভাবি ভীরু ও দেশদ্রোহী। এতো সহজে যেখানে বিরুদ্ধবাদীদের পরাস্ত করা যায়, সেই আন্দোলনের সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তবুও কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে যে দু' একটা কথা বলতে চাই, তা' নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত। যে-কথা বললে সহজে করতালি অর্জ্জন করা যায়, তা' এই প্রবন্ধে কেউ অনুসন্ধান করবেন না।

আমি আন্দোলনের পক্ষপাতী, কারণ তাতে গতি আছে। কিন্তু গতি যখন লক্ষ্যহীন হয়, তখন সেই গতিতে বহু দুর্গতি ঘটে। আমাদের দেশে কৃষক আন্দোলন আছে, তা' আমি জানি ও মানি। কিন্তু সেই কৃষক আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি, তা' আমি জানি না, তাই বোধ হয় তাদের উদ্দেশ্য মানি না। কৃষকের যা' ব্যথা ও বাধা আছে, তা' দূর করতে হবে—এবম্বিধ কথায় যে অস্পষ্টতা আছে, তা' অপসারণ করতে হ'লে কৃষকের সমস্যার রূপ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা সমস্যাকে অবলম্বন করে আন্দোলন করতে চান নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে, তাঁরা কৃষক আন্দোলনের নেতা হ'তে পারেন এবং সদস্য-সভার দ্বার তাঁদের কাছে উন্মুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু সেই আন্দোলনে কৃষকবর্গের ব্যথা ও বাধা দূরীভূত হবার কোন হেতু নেই। আমাদের কৃষক আন্দোলনও সেই "দোষে" দুষ্ট অথবা সেই "গুণে" পুষ্ট।

কথাটাকে একটু সহজ ভাবেই ধরা যাক্। কৃষকের ব্যবসা জমির সঙ্গে। যিনি সত্যিকারের চাষী, তিনি চাষীই থাকতে চান। চাষীর উন্নতি করতে হ'লে চাষের উন্নতি সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উন্নতির পক্ষে যা' কিছু অন্তরায় আছে, তা' দূর করতে হ'বে। চাষীরা চাষ করে যদি অনাহারে কাটান, তাঁদের মুখে অন্ন যোগাতে হ'বে এবং তা' বন্ধ করতে হ'লে, তার হেতু দূর করার প্রয়োজন। কৃষক আন্দোলনের সার্থকতা এইখানে। যাঁরা অনাহারের সুযোগ নিয়ে কৃষকবর্গকে উত্তেজিত করে গবর্ণমেণ্টকে বিপদে ফেলতে চান, তাঁদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। সেই হিসাবে আমাদের কৃষক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলা চলে। যাঁরা ধনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী, তাঁদের পক্ষে এই শ্রেণীসঙ্ঘাত অতি প্রয়োজনীয়।

এই রাজনৈতিক আন্দোলনের আশ্রয় নিয়ে এক বৃহত্তর আন্দোলন সৃষ্টি করে শ্রেণী-হীন সমাজের গোড়াপত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন কথা না বলে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে, যাঁরা এই কৃষক অন্দোলনের সাহায্যে কৃষকের ব্যথা দূর করেন বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা সমস্যা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ না হ'লেও সমাধানের রূপ-সম্বন্ধে সচেতন নন্। একথা ঠিক্ যে, আমাদের কৃষির অবস্থা অনুন্নত এবং কৃষকের অবস্থা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কিন্তু আমরা কলহ করি জমির মালিকানাস্বত্ব নিয়ে—জমির উন্নতি প্রথা নিয়ে নয়। জমির মালিক "রাম" না হ'য়ে "রহিম" হ'লে চাষের উন্নতি হ'বে, কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য বাড়বে এবং কৃষকের ঋণ প্রশমিত হ'বে ইত্যাদি, তা' হলে সমস্যায় কোন জটীলতা থাকত না এবং "রামকে" নিঃসঙ্কোচে ও নিশ্চিন্তে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়ে দেশের ঐশ্বর্য্যে ভাসমান থাক্‌তে পারা যেত। অযোধ্যার প্রজাবর্গ রামের নির্ব্বাসন কামনা করলেও, সত্যিই কি অযোধ্যার সমস্যার সঙ্গে সেই নির্ব্বাসনের কোন যোগ ছিল?

কৃষকের দুর্দ্দশায় কাতর হ'য়ে আমরা না কি আন্দোলন করি, সদস্য-সভায় বক্তৃতা করি এবং সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত করি। একথা বলা যত সহজ, বিশ্বাস করা যদি অত সহজ হ'ত, তবে কৃষক আন্দোলনে উৎফুল্ল হ'বার হেতু যথেষ্ট থাকত। কৃষকের সম্পর্ক জমির সঙ্গে। জমি দেশের সম্পদ—কারুর সম্পত্তি নয়। এই সরল কথাটা স্বীকার করলে কৃষকের, তথা জমিদারদের এবং গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হ'বে। ভূমি-সমস্যার প্রথম ও প্রধান কথা ভূমির অধিকারী নির্ণয় বা স্থাপন করা নয়—তার সমস্যা হ'ল জমির উন্নতি সাধন করা। এই উন্নতি সাধন প্রচেষ্টার কাছে অন্যসব প্রশ্ন গৌণ এবং সেই সব সমস্যাসমাধানের উপায় জমিকে অস্বীকার করে কোনদিন স্থিরীকৃত হতে পারে না। জমিকে বাদ দিয়ে যাঁরা জমি-সমস্যাসমাধানে ব্যগ্র হবেন, তাঁদের ব্যগ্রতা লোকচক্ষু আকর্ষণ করতে পারে, এবং নেতৃত্বের পক্ষে তা' সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের পক্ষে না এগিয়ে জটিলতার দিকে ধাবিত হবে। এই ধাবমান গতিকে আমরা সমাধানের গতি বলে ভুল করি, এবং তাই ভেবে তৃপ্তি লাভ করি এবং জন-সমাজে নিজেদের কৃতিত্ব প্রচার করতে কুণ্ঠিত হই না। ভুলের চোরাবালিতে যাঁরা সৌধ গড়তে চেষ্টা করেন, তাঁদের মত অসহায় জাতি বোধ হয় আর কোথাও নেই।

আমরা জমি-সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে জমিদার সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। জমিদারকে আঘাত করতে চাই অন্য জমিদার সৃষ্টি করার জন্য—সর্ব্বহারা দুর্গত কৃষকবর্গের দোহাই দিই নিজেদের দেশ-প্রেম প্রচার করবার জন্য। যে-জমি সম্পদ্ ছিল, তা' আজ সমস্যার আকর হয়েছে—তার

দিকে দৃষ্টি নেই অথবা দৃষ্টি থাকলেও সমাধানের ব্যগ্রতা নেই। কারণ সমাজকে প্রচার ও ব্যাখ্যা করা যত সহজ, সমাধান বিধান করা এবং তদনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা তত সহজ নয়। তাই, আমরা জমিদারকে আঘাত করতে চাই জমিদারের সংখ্যা বাড়াবার জন্য। আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা বাড়ালে চাঁদের আলোর প্রয়োজন হবে না, এই বিশ্বাস যারা করেন, তারা এই রূপ, রস ও গন্ধময় ধরণীতে জ্যোৎস্নার প্লাবন দেখেন নি। জমিদারের সংখ্যা বাড়ালে জমির ঐশ্বর্য্য বাড়বে না। জমিদারকে আঘাত করলে জমিদারী অবশ্য অচল হ'বে, কিন্তু সচল জমিদারীকে অচল করতে পারলে, বাংলার জমিতে আবার সোনা ফলতে থাকবে, এই বিশ্বাস যাঁদের আছে, তাঁদের বিশ্বাসকে তারিফ করতে হবে। বাংলার ঐশ্বর্য্যকে এতো সহজে ফেরাতে পারলে গুটিকতক জমিদারকে আঘাত করবার পৌরুষ দেশপ্রেমের অঙ্গ বলে গণ্য করায় অপরাধ থাকত না।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য জমিদারী-প্রথার ওকালতি করা নয়—কিন্তু তবুও যদি কেউ সেই ভুল করেন, বুঝতে হবে, আমার লেখা সার্থক হয়েছে। কারণ লেখার নিপুণতা নির্ভর করে না কি নিজের বক্তব্যকে লুকিয়ে রাখায়। আমাকে ভুল বুঝলে অন্ততঃ আমার এই সান্ত্বনা থাকবে যে, আমার লেখায় নিপুণতা আছে। তবুও নিজের বক্তব্যকে আর একটু স্পষ্ট করবার চেষ্টা করব। জমি থাকলেই জমিদার ও কৃষক থাকবে, জমি হ'ল সোনার খনি—সোনা তুলতে হ'লে শ্রম, অর্থ ও ব্যবসাবুদ্ধি, সব কিছুরই প্রয়োজন। জমিকে চাষ করতে হ'বে, এই কথাটাই সব কথা নয়। সেই কৃষিকর্ম্মে অর্থের প্রয়োজন, উন্নততর কৃষি প্রণালীর সাহায্য প্রয়োজন, কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য থাকা প্রয়োজন ইত্যাদি। কৃষক যাঁর অধিনায়কত্ব ও সাহায্য গ্রহণ করবেন, তিনিই জমিদার। গবর্ণমেণ্ট জমিদার হ'বেন, না কোন ব্যক্তি বিশেষ জমিদার হবেন, সে প্রশ্ন ঐতিহাসিক অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি হ'ল জমিদারবর্গের অধিকারগুলি তথাকথিত রায়তবর্গের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়া। এতে জমিদারবর্গের ধ্বংস সহজ হবে, কিন্তু ভূমি-সমস্যার সমাধান সহজ হ'বে না। আমাদের দেশে কৃষক চাষ না করে চাষী হতে পারেন, কর্ম্মস্থলে অবস্থান না করে রায়ত-ধর্ম্ম বিচ্যুত হন না, এবং প্রকৃত চাষীকে শোষণ করে রায়তের নানা অধিকার ও সুযোগের দাবী করতে পারেন। রসশাস্ত্রে এবম্বিধ ব্যবহারকে স্বৈরচারিতা বলে—অর্থাৎ প্রেমের বস্তুকে প্রেম না দিয়ে জবরদস্তি করে শোষণ করা। অথচ এর বিরুদ্ধে যদি কেউ বলেন, তিনি কৃষক আন্দোলনের শত্রু হ'বেন, দেশের শত্রু হ'বেন। তাই বলছিলাম যে, "রামকে" জমিদার না করে "রহিমকে" জমিদার করলে ভূমি-সমস্যা সহজ হবে, একথা বিশ্বাস করবার মত "উদারতা" যাঁদের আছে, তাঁদের সঙ্গে অনেকের মতের সংযোগ হওয়া মুস্কিল, এবং সেই সংযোগের অভাবে দেশে দুর্য্যোগই ঘটবে, জমির উন্নতির পক্ষে জমিদার, তথা কৃষকের, যার অধিকার বা ব্যবহারই আসুক না কেন, তাকে সংস্কৃত করতে হ'বে। জমিদারবর্গ যদি অচল হয়ে থাকে, তাঁদের সচল করা কর্ত্তব্য। তাঁদেরকে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে অচল করে সচলতা আশা করা অসঙ্গত। কিন্তু যদি তাঁরা সচল হ'তে না চান, জমিদারের কর্ত্তব্য আর কারুর দ্বারা সাধিত হ'বে। কৃষক জমির মালিক হলেও

জমিদারের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। কৃষক জমির মালিক হওয়ার মানে হ'ল গবর্ণমেণ্টের জমিদার হওয়া, এবং যিনিই জমিদার হবেন, তাঁর হাতে কতকগুলি অধিকার ও কর্ত্তব্য ন্যস্ত থাকবে। তাই কৃষক মালিক হ'লে জমির উপর অধিকার তাঁর সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করবে, এই মিথ্যা বিশ্বাস যাঁরা পোষণ ও প্রচার করেন, তাঁরা সমস্যার সমাধান চান না। চাষের জমির সঙ্গে যে-সব সমস্যা আছে, তা' মালিকানা স্বত্বের সঙ্গে জড়িত নয়। কারণ, কারুর অধিকার যখন জমির ঐশ্বর্য্যের পথে অন্তরায় হ'বে, সেই অধিকারকে জমির স্বার্থে বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যে কৃষক আন্দোলন এই সব গোড়ার কথাকে অস্বীকার করে পুষ্ট হচ্ছে, তার গতি যতই বাড়বে, সমাধানের পথ ততই জটিলতর হ'বে; এই জটিলতা জাতীয় জীবনে কাম্য নয়—কারুর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় হ'তে পারে।

কৃষক আন্দোলনের একটা রাজনৈতিক দিক্ আছে। জমির অবনতি অপসারিত না হ'লেও, এবং কৃষকের আর্থিক অবস্থা দূরীভূত না হ'লেও জমিদারবর্গের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের হালচালের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আজ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে শক্তি আছে, তা' নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে যাবে। প্রথম কথা, কৃষক আন্দোলন কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অধিকার বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। আমাদের এই দৃষ্টি-ভঙ্গী নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, এবং ভোটাধিকার এখনও সংকীর্ণ; এই ভোটাধিকার যাদের হাতে বেশী থাকবে, গবর্ণমেণ্টের শক্তি সাধারণতঃ তাঁদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্যই তৎপর হবেন। কিন্তু সেই শ্রেণীর স্বার্থের খাতিরেও জমির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ উৎপাদনশক্তির উন্নতি সাধিত না হ'লে সেখানে অসন্তোষ সহজেই আসবে এবং সেই অসন্তোষের বহ্নিতেই শ্রেণীগত স্বার্থ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমাদের কৃষক আন্দোলন অসন্তোষের বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করতে সচেষ্ট না থেকে সেই বহ্নির তেজকে বাড়াবার জন্য উদ্যত। যাঁরা শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা করেন, তাঁদের কাছে অগ্নিতে অগ্নি-সংযোগ আয়োজন অর্থহীন নয়। কিন্তু যাঁরা অসন্তোষের বেগ রুদ্ধ করতে চান মঙ্গল ও সন্তোষ সৃষ্টি করে, তাঁদের কাছে আমাদের কৃষক আন্দোলন গতিহীন না হ'লেও লক্ষ্যহীন, অর্থহীন না হ'লেও সম্পদহীন। আন্দোলনের গতি ও লক্ষ্য বুঝে যদি কেও সমর্থন করেন সে কথা আলাদা। কারণ বিভিন্ন মতানুবর্ত্তিতাকে আমি অপ্রশংসার চোখে দেখি না। কিন্তু যখন দেখি যে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কৃষক আন্দোলনকে পুষ্টি সাধন করছেন, তখন স্বতঃই মনে হয় যে, তাঁরা কৃষক আন্দোলনে নিজেরাই আন্দোলিত হয়েছেন—আন্দোলনকে সম্যকরূপে বিচার করবার মত স্থৈর্য্য ও সংহতি অর্জ্জন করতে পারেন নি। অযোগ্য ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতির হাতে ক্ষমতা গেলে ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার সেখানে হয় না। গবর্ণমেণ্ট যখন জমিদারবর্গকে আঘাত করেন, সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য তাঁদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করতেন, তা' হ'লে আঘাতের বিষাদছায়া দেশের ঐশ্বর্য্যের আলোতে মিলিয়ে যেত। কিন্তু যাঁরা দেশের আর্থিক ঐশ্বর্য্য বাড়াবার চেষ্টা না করে শুধু জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করবার জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করে অন্য কোন শ্রেণীর প্রভাব বাড়াতে চেষ্টা করেন, তাতে সাময়িক উত্তেজনা ও প্রশংসা সৃষ্টি করতে পারলেও মূলতঃ কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। বাংলার গবর্ণমেণ্টের "টেনেন্সি-আইন" কৃষক আন্দোলনের ধ্বংসের দিকটাকেই সাহায্য করবে—অসন্তোষের কারণ তেমনিভাবে বর্ত্তমান থেকে সমস্যাকে আরও জটিল করে দিচ্ছে। শাসন-সংস্কারে "ডেমোক্রেসি" এখনও প্রবর্ত্তিত হয়নি, কারণ ভোটের অধিকার আমাদের দেশে বিস্তৃত নয়। অথচ এই "ডেমোক্রেসির" বর্ণচোর হ'তে গিয়ে আমরা সাহস করে কৃষক আন্দোলনের ধ্বংসের দিকটাকে বাধা দিচ্ছি না—কারণ সেই চেষ্টাতে নাকি ভীরুতা প্রমাণিত হয়, দেশপ্রেমের দৈন্য প্রচারিত হয়। কিন্তু কৃষকের দুর্গতির পথ যে ক্রমশঃই ভীষণতর হচ্ছে, সেদিকে কেউ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে "সংস্কারক" বলে আমরা বিদ্রূপ করে উঠি। সংস্কার করা নাকি অপরাধ, বিদ্রোহ সৃষ্টি করাই না কি বীরের ধর্ম্ম। আমরা সেই বীরের বেশে সবাই মেতে উঠেছি—তাই কৃষক আন্দোলনে কৃষকের দুর্গতি-মোচনের চেষ্টা নেই। তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে যাঁরা শীতল জল চেয়েছিলেন, বীর সেজে আমরা তাঁদের রাশিয়ার "ভোট্‌কা" দিচ্ছি। তৃষ্ণা তাতে মেটেনি—শুধু মত্ততা এনে দিয়েছে। কৃষক আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করলে এই কথাটাই সবার আগে মনে পড়ে।

জাপানে মাছের ব্যবসা

পৃথিবীর মধ্যে জাপানীরাই সব চেয়ে অধিক পরিমাণে মৎস্য খাইয়া থাকে এবং ঐ দেশ হইতেই সব চেয়ে বেশী টাকা মূল্যের মৎস্য ও মৎস্যজাত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। জাপানের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে প্রত্যেক বৎসর ৫০ লক্ষ টন ওজনের মাছ ধরা পড়ে। উহা পৃথিবীর সমস্ত দেশে ধৃত মাছের শতকরা ৪০ ভাগ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টন ওজনের মাছ ধরা হয়। গত ১৯৩৬ সালে জাপান হইতে বিদেশে ১০ কোটী ইয়েন (বর্ত্তমানে ১০০ ইয়েন = ৭৮৷৷০ আনা) মূল্যের মাছ ও মৎস্যজাত জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে জাপান হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে মাছ ও মৎস্যজাত জিনিষের রপ্তানীর স্থান ছিল চতুর্থ। জাপান হইতে যে সমস্ত মাছ বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা প্রধানতঃ টীনে সংরক্ষিত করিয়া পাঠান হইয়া থাকে। উহার মধ্যে বিস্তর পরিমাণ টাকার কাঁকড়ার মাংসও রপ্তানী হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকাই এই সব জিনিষের বড় ক্রেতা। গত ১৯৩৭ সালে জাপান হইতে ইংলণ্ড ৩ কোটী ১০ লক্ষ ইয়েন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য ২ কোটী ৮০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের মাছ ও মৎস্য-জাত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল। এই বৎসর জাপান হইতে মাঞ্চুকুতে ১ কোটী ৩০লক্ষ ইয়েন, জার্ম্মানীতে ৮০লক্ষ ইয়েন, চীনে ৭০লক্ষ ইয়েন, বেলজিয়মে ৪০লক্ষ ইয়েন, ফ্রান্সে ৩৬লক্ষ ইয়েন, অষ্ট্রেলিয়ায় ৩০লক্ষ ইয়েন এবং মালয় ও হলাণ্ডে ২২লক্ষ ইয়েন মূল্যের মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানী হয়। গত ২০ বৎসরের মধ্যে জাপানের মাছ ও মৎস্যজাত জিনিষের রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় আড়াইগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাই-বেরিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলবর্ত্তী সমুদ্রেই জাপানীগণ বেশী পরিমাণে মাছ ধরিয়া থাকে। এই অঞ্চলে বৎসরে ৪ হইতে ৫ কোটী ইয়েন মূল্যের মাছ ধরা হয় এবং এখানে প্রায় ২০ হাজার জাপানী ধীবর জীবিকা সংস্থান করিয়া থাকে। এজন্য জাপান গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ৩০ লক্ষ ইয়েন করিয়া নজর দিয়া থাকেন।

বাঙ্গালী জীবনে বিপর্য্যয়

[শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব]

পৃথিবী জুড়িয়া একটা ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের শরীরে নিত্য ক্ষয় হয় যেমন, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ একটা ক্রিয়া চলে। প্রকৃতির এই বিধানের নিকট মাথা পাতিয়া চলিতে হয়, এবং এই ক্ষয় পরিপূরণের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টা জীবমাত্রেরই করিতে হয়—বাঁচিয়া থাকিতে হইলে। সহজাত সংস্কারের তাড়নায় জীবমাত্রেই তাহা করিয়া যায়; মানুষও তাহা করে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নানা অবস্থার অভিজ্ঞতার ও কল্পনার বিচার করিয়া, লাভ ক্ষতির হিসাব করিয়া, কয়জন আমরা ব্যক্তিগত জীবন বা সামাজিক জীবন ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলি? বেশীর ভাগ লোকই আমরা স্বভাবের দাস। কিন্তু, মাঝে মাঝে এমন অবস্থা ঘটে, এমন পরীক্ষা দেখা দেয়, যখন ব্যক্তিকে ও সমাজকে জীবনের নানা ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তির সাহায্যে অনেক ভাঙ্গাগড়ার কাজ করিতে হয়। আজ পৃথিবী জুড়িয়া এই কাজই চলিতেছে! রাজনীতিক, অর্থনীতিক যে কাঠামোর আশ্রয়ের মধ্যে লোকে দৈনন্দিন জীবনের নানা কার্য্য করিয়া যাইতেছিল, তাহা আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেই জন্য সকলের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—কেন এমন হইল এবং কি উপায়ে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া অভ্যস্ত পথে ফিরিয়া যাওয়া যায়? এবং যদি পুরাতন জীবনযাত্রাপ্রণালী আজ বাতিল করিয়াই দিতে হয়, তাহা হইলে কোন্ নূতন পথে আমাদের চলিলে জীবনে সুখশান্তি ফিরিয়া আসিবে? অথবা সুখ অপেক্ষা যাহা আমাদের জীবনে বেশী কাম্য, সেই শান্তি ফিরিয়া আসিবে?

এই সমস্যার আলোচনা করিতে গেলে চীন দেশ—পূর্ব্বাঞ্চলের চীন দেশ হইতে পশ্চিমাঞ্চলের পেরু দেশের কথা আলোচনা করা যায়। কিন্তু সমস্যাটিকে এইরূপ বৃহদাকারে না দেখিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমাদের বাঙ্গলা দেশের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার পরিচয় লাভ করা যায়, এবং এই পরিচয় লাভ করিতে গেলে প্রথমে শুনিতে পাওয়া যায় নানা দিক হইতে নিরাশার কথা, নানাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের ভগ্নাবস্থার নানা পরিচয়, এবং এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়, শোনা যায় এই কথা যে, বাঙ্গালী তার মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়াছে, পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নিজের মনকে ডুবাইয়া দিয়া বাস্তব জীবনে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফলস্বরূপ পাইয়াছে দান, ব্যর্থতা। এই নিরাশার, এই ব্যর্থতার কথা প্রতিনিয়ত শোনা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা, বাঙ্গালী অপারগ এই কথা সকাল-বিকাল শুনিলে আমাদের জাতি শক্ত-সবল হইয়া গড়িয়া উঠিবে কিনা এই সন্দেহ মনে জাগিতে পারে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পরাধীনতার সহস্র দীনতার মধ্যেও বাঙ্গালী নিজের হীনতার কথা এমন করিয়া শুনে নাই, এমন করিয়া প্রচার করে নাই। তখন "স্বদেশী সমাজ"-এর পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিবার, প্রচার করিবার সাহস বাঙ্গালী ভাবুকের, বাঙ্গালী চিন্তা-নায়কের ছিল; তখন সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী দেশের কথা কহিতে গিয়া "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" এই বন্ধনের স্বীকার করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী সম্পাদক, সংবাদপত্র-সম্পাদক, স্বরাজের কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (autonomy—freedom from British control) আর বাঙ্গালী যুবক ভারতবর্ষের চূড়ায় দাঁড়াইয়া স্বাধীনতার জন্য অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে নাই। আজ সে স্মৃতি ম্লান; সে ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে অনেকেই ব্যগ্র; আজ বাঙ্গালী দার্শনিক "রাষ্ট্রের মোহ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ইঙ্গিত করিতে চান যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু ঠকিয়াছে, বোকা বনিয়া গিয়াছে।

এই রাজনীতিক ভাব বিপর্য্যয়ের কথা আলোচনা করিতে গেলে নানা তর্ক উঠিবে। সুতরাং সেই তর্কে জড়াইয়া পড়িতে চাই না। আজ বক্তৃতায়, সংবাদপত্রে, বৈঠকখানায় বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতি ও তার প্রতিকারের কথা উপলক্ষ করিয়া যে সব কথা প্রতিনিয়ত শুনিতেছি, পড়িতেছি, তৎসম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করিতে চাই। এই উপলক্ষে এক দিনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিলে আলোচনাটা পরিষ্কার হইবে, আশা করি। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে (University Institute) সভা। সভায়

বাঙ্গালী-প্রধান অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি। বক্তৃতা দিতে দিতে বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ব্যর্থতার কথা আলোচনা হইল এই যুক্তি ধরিয়া যে, ইহাতে বাঙ্গালীর ভাত-কাপড় জোটে না, বাঙ্গালীর ঘরের মাথায় খড় উঠে না ইত্যাদি। তখন বক্তৃতা দিতে উঠিলেন ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে না কত বড় লেখক ও বক্তা ছিলেন পাঁচকড়ি বাবু। তিনি সভায় যে ব্যর্থতার কথা আলোচনা হইয়াছে, তার সূত্র ধরিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, কে বলে বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে? "লেখা-পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—এই পাঠ বাঙ্গালী পড়িয়াছে, এই বিশ্বাসে বাঙ্গালী যুবক মাথা গুঁজিয়া বই পড়িয়াছে, বিদ্যার সাধনা করিয়াছে। সেই সাধনায়—লেখা-পড়া করিয়া গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার চেষ্টায়—বাঙ্গালী সাফল্য লাভ করিয়াছে; এই সভায় যে সব বাঙ্গালী-প্রধান উপস্থিত আছেন, তাঁহারা, তাঁদের জীবন, সেই সাফল্যের সাক্ষী, তার জীবন্ত প্রমাণ। অন্যান্য প্রদেশেও তার সাক্ষী আছে—সেই যুগের বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বাবু কয়েকজনের নামও করিয়াছিলেন, যথা—মুথুস্বামী আয়ার, ভাস্যাম আয়েঙ্গার, মহাদেও গোবিন্দ রাণাড়ে, ফিরোজসা মেটা, বিপিনকৃষ্ণ বসু, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দ্দে, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, সৈয়দ আলী ইমাম, মতিলাল নেহরু, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন মালব্য, কালীপ্রসন্ন রায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি। আজ যদি এই সাধনা করিয়া গাড়ী-ঘোড়া না চড়া যায়, বই পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করিয়া মোটর গাড়ী চড়া না যায়, তবে অন্য পাঠ নিতে হয়, অন্য সাধনার কথা বলিতে হয়। অভাব মাষ্টারের—পাঠশালায় সেই পড়ুয়া তৈয়ার হয়, যে পাঠশালায় তৈয়ার হইয়াছিলেন বাঙ্গালী বটকৃষ্ণ, বাঙ্গালী রাজেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আর অবাঙ্গালী ওঙ্কারমল জেঠিয়া, গোয়েঙ্কা ও ঝুনঝুনওয়ালা পরিবার। মাড়ওয়ারী বালক সাত-আট বৎসর হইতেই কি করিয়া ব্যবসায়ের অলিগলি ঘুরিয়া করিৎকর্ম্মা হইয়া উঠে, তাহা বর্ণনা করিয়া পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। এই জীবন্ত বর্ণনার প্রতিবাদ কেহ করেন নাই।

আজ এইরূপ বিশ্বাসের কথা, সাহসের কথা কেহ বড় বলেন না বলিয়াই বাঙ্গালী যুবক শুষ্কমুখে নিরাশার কথা শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে অপদার্থ মনে করিতেছেন। নিজের সমাজের, ৪০।৫০ বৎসরের পূর্ব্বে সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাস জানেন না বলিয়া, ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে যে বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তার কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁহারা নিজের উপর বিশ্বাস হারাইতেছেন। এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। সকল দেশেই উচ্চশ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের ধ্যানধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি এই দুইয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম-শাসিত সমাজের কথা না-ই বলিলাম। বিলাতেও এই পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া একসময়ে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ইহুদী-বংশোদ্ভব বেঞ্জামীন ডিসরেলী প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—বিলাতে দুইজাতি (two nations) বাস করে। সুতরাং আমাদের দেশেও উচ্চ শ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যদি পার্থক্য থাকে, তবে ইহা অদ্ভুত নয়। কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এই পার্থক্যটা কোন উৎকট আকারে দেখা দেয় নেই। অধিকাংশ লোকেই তখন গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের—উচ্চ নীচ সকলের জীবন ছিল সহজ ও সরল; জামা-জুতার বাহ্য আড়ম্বর সেই জীবনে ছিল না। পোষাক-পরিচ্ছদে আজ যতটা পার্থক্যের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা তখন ছিল না। বিবাহাদি, পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে মাত্র লোকের শাল-দোশালা, তসর-গরদের ব্যবহার দেখা যাইত। না হইলে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৫০ দিন উভয় শ্রেণীর মধ্যে চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে দৃষ্টিকটু কোন পার্থক্য ছিল না। কারণ ক্ষেতের ধান, ঘরের দই দুধ, পুকুর খাল বিলের মাছ সকলের পক্ষেই সহজপ্রাপ্য ছিল; নিম্নশ্রেণীর পক্ষে অধিক সহজপ্রাপ্য ছিল।

তারপর আসিল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরেজের চাকুরীতে নিযুক্ত ভারতীয় জীবনের "কাঁচা পয়সার" যুগ। এই যুগে উচ্চশ্রেণী ও জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টির হইয়াছে, বিলাসের নানা অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের উৎপত্তি হইয়াছে। তার ফলে বাড়িয়াছে অভাব; যে অভাবের তাড়নায় উচ্চশ্রেণী আজ গ্রাম ছাড়া। বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনও এই শ্রেণীকে সহরবাসী করিয়াছে। ইংরাজ শাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অকস্মাৎ অনেক বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশই গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন। আজ এই সকল বৃত্তির জন্য উমেদারের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং সেই পথে ভীড় জমিয়াছে।

বাঙ্গালী, ভারতবাসী, উচ্চশ্রেণীর অভাব-অনটনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই ভীড়ের মধ্যে, এবং এই এক কারণেই শিক্ষিত বাঙ্গালী, শিক্ষিত মারাঠি, শিক্ষিত তামিল, শিক্ষিত অন্ধ্র, শিক্ষিত বেহারী, শিক্ষিত পাঞ্জাবী, শিক্ষিত অযোধ্যাবাসী, শিক্ষিত আসামী, শিক্ষিত কর্ণাট গত এক শত বৎসরের মধ্যে জীবনযাত্রার যে ঠাট গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আজ তাঁদের চক্ষুর সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সর্ব্বত্র শিক্ষিত সমাজের জীবনে এইজন্য চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালার জীবনে ইহা নিত্য দেখিতেছি, এবং তজ্জনিত উত্তাপ অনুভব করি বলিয়া ইহা আমাদের চক্ষে বড় হইয়া দেখা দিতেছে। অন্যান্য প্রদেশের খবর নিলে ইহা অত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে না। শ্রীযুক্ত নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার লোকমান্য তিলকের একখানি প্রামাণ্য জীবনচরিত লিখিয়াছেন; তাতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পরে, মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মারাঠা সমাজে যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়, তার করুণ বর্ণনা আছে। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি তামিল, তেলেগু ভাষাভাষী শিক্ষিত লোক পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছেন। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য-প্রমুখ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোক অভাবের তাড়নায় জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং কাঞ্চনমূল্যে নিজেদের বেচিতেছেন। হিন্দুস্থানের বাহির হইতে শুনিতে পাই, সসাগরা

পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরেজের দেশে আজ কুড়ি বৎসর কুড়ি লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছেন; কুবেরের দেশে, মার্কিণ মুলুকে আজ আট বৎসর এক কোটি দেড় কোটি লোক বেকার বসিয়া আছেন।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে কথাটা আর একটু তলাইয়া দেখা যাক্। বাঙ্গলার অভাব অনটনের কথা ত নিত্য শুনিতেছি। কিন্তু সেই সময়েই প্রায় কুড়ি লক্ষ ভারতবর্ষীয় অবাঙ্গালী বাঙ্গলা দেশের সীমানার মধ্যে বাস করিয়া, পরিশ্রম করিয়া প্রতি বৎসর এক শত কুড়ি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে এই কুড়ি লক্ষ লোকের আবির্ভাবের কারণ কেবল বাঙ্গালীর অক্ষমতা বা দুর্ব্বলতা নহে; এবং দশ লক্ষ অবাঙ্গালী ও অ-আসামী যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের চা-বাগিচায় কাজ কর্ম্ম করিতেছে, তার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এই সব অঞ্চলের বাহিরে। তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্বন্ধ আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশে একটা ভাঙ্গাগড়ার সূত্রপাত হয়; মুঘল শাসন-ব্যবস্থার কল্যাণে যাঁরা নানারূপে অর্থোপার্জ্জন করিতেন—ওমরাহ হউন, সৈন্য-সামন্ত, পাইক-বরকন্দাজ হউন, কবি-শিল্পীই হউন, কেহই এই ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। কত গোষ্ঠী, কত পরিবার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তার ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখেন নাই। কিন্তু দেশের ভগ্ন দালান-কোঠা-প্রাসাদ, মন্দির-মসজিদ তার সাক্ষ্য দিতেছে। বিত্ত ও বৃত্তি যখন এই ভাবে লোকের হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করা ছাড়া লোকের আর কোন গত্যন্তর রহিল না। এই গৃহত্যাগী জনসমষ্টির অধিকাংশই শ্রমজীবী, যারা গতর খাটাইয়া ডালরুটির ব্যবস্থা করে। বাঙ্গলা দেশ হইতে, বাঙ্গালী সমাজের বুক হইতে যাঁরা ছিটকিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁরা উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, সংখ্যায় কম। বাঙ্গালী শ্রমজীবী, যারা গতর খাটাইয়া ডালভাতের ব্যবস্থা করে, তারা গ্রামছাড়া হয় নাই। কারণ, তখনও বাঙ্গালীর পল্লীসমাজের ব্যবস্থা অটুট ছিল; বাঙ্গলার মাঠ বাঙ্গালীর ডালভাতের ব্যবস্থা করিতে পারিত; বাঙ্গালী জনসাধারণের অর্থনৈতিক ঠাট তখনও বজায় ছিল। অযোধ্যা, বিহার—এই দুই প্রদেশের, সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির ব্যবস্থা তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই দিকে দিকে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে, সেই অঞ্চলের লোকেরা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এবং সৌভাগ্যক্রমে তখন ইংরেজের প্রয়োজনে, বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনে নানা প্রতিষ্ঠান, নানা-বৃত্তির সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের কথাই বলি। কলিকাতা সহর ভাগীরথীর জলাভূমির বুকে রাজধানী ও বন্দররূপে, এই মহাদেশের প্রধান বন্দররূপে গড়িয়া উঠিতেছে; রেলপথ খুলিল; বনজঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করিয়া কয়লার খনি সব প্রকাশ পাইতে লাগিল; তুলার কল, পাটের কল সব আকাশের গায় চিমনীর ধূম্রলোকের সৃষ্টি করিল; চা বাগান সব ফুটিয়া উঠিল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বতের গায়ে। এই বিরাট সৃষ্টির কাজ—তার অধিকাংশই কলিকাতার এক শত দেড় শত মাইলের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনে এই অঞ্চলের লোকেই এই নূতন সৃষ্টির কাজে নিজেদের গতর খাটাইয়া

অর্থনৈতিক জীবনের নূতন একটা গোড়াপত্তন করিতে পারিত। কিন্তু এই সময়েই পশ্চিম বঙ্গ, মধ্য বঙ্গ ম্যালেরিয়ায় উজার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালী যারা গতর খাটাইয়া রেল-লাইনে, কয়লার খনিতে, পাটের কলে নূতন অর্থোপার্জ্জনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিত, তারা আরম্ভ করিল মরিতে, এবং তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে শ্রমিক আসিল "পশ্চিম" হইতে, বিহার হইতে, উৎকল হইতে, ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা হইতে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, এই বার তের বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া-কলেরায় মরিয়াছে, এবং মরিয়া অ-বাঙ্গালী শ্রমিকের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছে। হাওড়া হইতে আসানসোল, হাওড়া হইতে খড়্গপুর, রেল ষ্টেশনে ষ্টেশনে তার সাক্ষী সব বিদ্যমান। কলিকাতার হাটে, ঘাটে, পথে ঝাঁকা মাথায়, বস্তা মাথায় গরু-মহিষ-ঘোড়ার গাড়ীর উপর শারীরিক পরিশ্রমের মূর্ত্তি সব হাটিয়া বসিয়া চলিয়াছে। বৃত্তি সব একাকার হইয়া গিয়াছে। দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী, ক্ষত্রিয়, ছত্রী, বর্ণচোরা আমের মতন এই জনারণ্যে লুকাইয়া আছে। বৃত্তির গৌরব, জাতির গৌরব, হিন্দু-মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থার উচ্চনীচ বিভাগের চিহ্ন সব মুছিয়া গিয়াছে।

এখনও সহস্র অনটনের মধ্যেও, বাঙ্গালী শ্রমিক তার গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে চায় না বর্ত্তমান যুগের কলকারখানার মধ্যে কর্ম্ম করিতে। কেন? চা-বাগান প্রতিষ্ঠায়ও বাঙ্গালী আসামী স্থানীয় শ্রমজীবীর কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ইহার এক কারণ হইতে পারে যে, জমি-জমার উপার্জ্জনে তাহারা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিত। হয়ত তাদের অভাব কম ছিল; অভাববোধ ছিল কম। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে বাপ পিতামহের ভিটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া তারা থাকিত। আর এক কারণ তাদের সঙ্গে কথা বলিয়া শুনিয়াছি। তারা "গিরমিট" (agreement) দিয়া কাজ করিতে চায় না; আজও করে না। জাতীয় প্রকৃতি তার কারণ একটা হইতে পারে। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় বলিতে হয়—"The Irish people would never have been willing to endure the horrible slavery that went to the making of England in the firsth alf of the 19th century"—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে ইংরেজ জাতির বহু-জনকে যে দাসত্বের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, আইরিশ জাতি সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে কখনই স্বীকার করিত না। বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা বা আলস্য ইহার কারণ নয়। চা-বাগিচার খাটুনি আমি দেখিয়াছি। বাঙ্গালী কৃষককে পাটের ক্ষেতে চৈত্র-বৈশাখ মাসের রৌদ্রে পুড়িয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি; আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে ভিজিয়া, গলা জলে দাঁড়াইয়া ডুব দিয়া পাট কাটিতে, পাট ধুইতে দেখিয়াছি। বর্ষার অনিশ্চিত রৌদ্রে পাট শুকাইবার পরিশ্রম আমি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বলিয়া এই পরিশ্রমের তুলনা করিতে পারি, এবং বলিতে পারি বাঙ্গালী শ্রমজীবী পরিশ্রমকে ভয় করে না।

বাঙ্গালী উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্য্যয় দেখা গিয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়। দেশে দেশে আজ এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। সেইজন্য সকল দেশেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে। প্রতি দেশে সমাজ-ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথা হইতেছে, এবং তার চেষ্টা চলিতেছে। বাঙ্গালীকেও তাহা করিতে হইবে; এইরূপ ভাঙ্গাগড়ার কাজে হাত দিতে হইবে। সেইজন্য নিরাশার কথা তার কাণে তুলিবার প্রয়োজন নাই। নিরাশার কথা শুনিয়া নিরুৎসাহিত হইবার অবসর বাঙ্গালীর নাই। যুগে যুগে সমাজ-জীবনে এই পরিবর্ত্তন দেখা দেয়; এবং লোকেও এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিয়া থাকে। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য এই বিষয়ে আশার কথাই শুনায়। এই বিশ্বাসে ও এই ভরসায় বাঙ্গালীকে চলিতে হইবে। বর্ত্তমান জগতের প্রতিযোগিতায় সাহস করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

ফলের ব্যবহার

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বর্ত্তমানে ফলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯০৯ সালে ঐ দেশে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ২০৯·৭ পাউণ্ড ময়দা, ১৪৯·২ পাউণ্ড মাংস, ২৩৯·৪ পাউণ্ড গোলআলু, ৭২·৪২ পাউণ্ড আপেল, ২১·৩ পাউণ্ড কলা, ১০·৯৯ পাউণ্ড কমলালেবু, ২·৯৪ পাউণ্ড পাতিলেবু, এবং ২·৯৪ পাউণ্ড আঙ্গুর আহার করিত। ১৯৩৮ সালে তথায় প্রতি ব্যক্তির এই শ্রেণীর বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের গড়পড়তা পরিমাণ নিম্নলিখিত মত দাঁড়াইয়াছে:—ময়দা ১৭৩·৩ পাউণ্ড, মাংস ১২০·৩ পাউণ্ড, গোলআলু ১২৫·৬ পাউণ্ড, আপেল ৩৭·২ পাউণ্ড, কলা ১৪ পাউণ্ড, কমলালেবু ২৭·০৯ পাউণ্ড, পাতিলেবু ৩·৯১ পাউণ্ড, আঙ্গুর ৬·৫৯ পাউণ্ড। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমেরিকান লোকেরা বর্ত্তমানে ময়দা, মাংস, গোলআলু, আপেল ও কলার ব্যবহার কমাইয়া দিয়াছে এবং পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ কমলালেবু, পাতিলেবু ও আঙ্গুর জাতীয় অম্ল স্বাদবিশিষ্ট ফল ব্যবহার করিতেছে। গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি ব্যক্তি গড়ে ২৮·৩ পাউণ্ড কমলালেবু খাইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল ২৭ পাউণ্ড।

১

দেশ-বিদেশে দাদনী ব্যবসা সংক্রান্ত আইন

অর্থ দান করিয়া তাহার উপর চড়া হারে সুদ আদায়ের ব্যবসা অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেশে ও নানা সম্প্রদায়ের ভিতর চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মের অনুশাসন ও সরকারী বিধিব্যবস্থা-দ্বারা অতীতে এই ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং উহার বিভিন্ন প্রকার কুফল নিবারণ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও ঐরূপ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধান আজও হইতেছে না। প্রাচীন যুগের সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুদূর অতীতের সভ্যদেশগুলিতেও মহাজনী প্রথা কমবেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বেবিলন, মিশর ও আসিরিয়া প্রভৃতি দেশে ঐ প্রকারের দাদনী কারবার চলিত। হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ ঋক্ বেদে মহাজনী প্রথার উল্লেখ রহিয়াছে। খ্রীষ্টানদের উপর প্রযোজ্য ধর্ম্মগত অনুশাসনের ভিতরও টাকা লগ্নি করা সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসের রাজারা টাকা কর্জ্জ দিয়া চড়া সুদ আদায়ের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজার আদেশ মত অতিরিক্তরূপ ঋণগ্রস্তদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন রোমে মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে এমনসব কড়া বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, যাহার ফলে বিদ্রোহের পর্য্যন্ত সূচনা দেখা গিয়াছিল। এরিষ্টটোল অর্থ ধার দিয়া সুদ আদায়ের ব্যবসাকে ধন উপার্জ্জনের একটি অস্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। কেটো উহাকে হত্যাপরাধের সমশ্রেণীয় মনে করিতেন। মধ্যযুগে সুদ লওয়ার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে লোকের মতভেদ বজায় ছিল। মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণে সুদ লওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে টাকা খাটাইয়া সুদ আদায় করা যে কোন মুসলমানের পক্ষে পাপ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। খ্রীষ্টান রাজাদের অনেকে অতিরিক্ত সুদ গ্রহণকারীদিগকে নানভাবে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে রাজা দশম গ্রেগরী সুদখোরদিগকে বাড়ী ভাড়া না দেওয়ার জন্য আদেশ জারী করিয়াছিলেন। ফলে খ্রীষ্টানদের পক্ষে টাকা লগ্নির ব্যবসা কার্য্যতঃ নিষিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তবে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ ব্যবসাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করে। মহাকবি দান্তে সুদ গ্রহণকারীদিগকে নরকগামী জীব বলিয়া বর্ণনা করেন।

পুরাকালে অর্থ ধার দিয়া সুদ আদায় করিবার আর্থিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইত না। আর ঐ কারণেই উহার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম ও আইনগত কড়া নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা খুবই চলিত। কিন্তু পরে সুদ আদায়ের সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার একটা বাণিজ্যগত ও ব্যবসাগত প্রয়োজনীয়তা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই রাজা পঞ্চম চার্লস্ সুদ পাওয়ার রীতি আইনগতভাবে সমর্থন করেন। তবে মহাজনেরা যাহাতে খাতকদের উপর বেশী জুলুম না করিতে পারে, সেজন্য সুদের হার আসল টাকার শতকরা ১২ ভাগ হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তানায়ক বেন্থাম ও টারগট সুদ লওয়ার সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার রীতি সমর্থন করেন। তবে গরীব লোকদিগকে শোষণ করিয়া তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধিরই সাহায্য করে বলিয়া প্রাউডন (Proudhon) ও থোর (Thore) মহাজনী প্রথার নিন্দা করেন। নেপোলিয়নের সময়ে মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে কতকগুলি আইন জারী করা হয়; কিন্তু তাহা উদ্দেশ্যের দিক দিয়া মোটেই সফল হয় নাই।

গত শতাব্দী হইতে মহাজনী ব্যবসার গলদ দূর করিবার জন্য এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন প্রণয়নের একটী সুস্পষ্ট গতি লক্ষিত হইতে থাকে। ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড দি কনফেসরের আমলে সুদ লওয়ার প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই নিষেধ কার্য্যতঃ মোটেই বলবৎ হয় নাই। বিশেষ ইহুদী সম্প্রদায় রীতিমতভাবে এই ব্যবসা চালাইতে থাকে। তৃতীয় হেনরী ইহুদীদের এই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি ২০ শিলিংয়ের উপর আদায়ী সুদের হার সপ্তাহে ২ পেনী হারে নির্দ্দেশ করেন। পরবর্ত্তীকালে প্রথম এডওয়ার্ড ইহুদী-দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করেন। তথাপি লণ্ডনে লোম্বার্ড জাতির লোকদের মারফতে ইহুদীদের এই দাদনী কারবার পরিচালিত হইতে থাকে। লণ্ডন সহরের যে কেন্দ্রে উহারা অবস্থান করিত, বর্ত্তমানে তাহা লোম্বার্ড ষ্ট্রীট নামে খ্যাত হইয়াছে। একদিকে লোম্বার্ডদের ও অপরদিকে স্বর্ণকারদের দাদনী ব্যবসাকে অবলম্বন করিয়াই শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনের বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। দাদনী অর্থের উপর প্রাপ্তব্য সুদের হার সর্ব্বোচ্চে শতকরা দশভাগ নির্দ্ধারিত করিয়া ১৫৪৬ সালে ইংলণ্ডে একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ১৫৭১ সালে ঐ আইন বাতিল হইয়া যায়। ১৬২৪ সালে আবার প্রাপ্তব্য সুদের হার সর্ব্বোচ্চে শতকরা দশভাগ নির্দ্ধারিত করিয়া একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। পরে ১৬৫১ সালে এই সুদের হার শতকরা আটভাগ ও ১৭১৪ সালে তাহা শতকরা ৬ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করা হয়। কিন্তু দেশের আইনজীবীদের কারসাজিপূর্ণ ব্যাখ্যার

ফলে এই ব্যবস্থা কার্য্যতঃ বাতিল হইয়া যায়। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বেন্থাম দেশের অর্থ-নৈতিক গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ঐরূপ চেষ্টাকে উপহাস করেন। এই সকলের প্রতিক্রিয়ায় ১৮৫৪ সালে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আইনগত ব্যবস্থা সমস্তই উঠাইয়া লওয়া হয় কিন্তু পরে ১৯২৭ সালে পার্লামেণ্ট মহাজনী প্রথা নিয়ন্ত্রণমূলক একটি আইন পাশ করেন। ঐ আইনদ্বারা চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায়ের নীতি নিষিদ্ধ হয়। তাহা ছাড়া মহাজনী কারবারের জন্য লাইসেন্স লওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।

ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্য যে সব দেশে আইনদ্বারা দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেও কমবেশী পরিমাণে উহার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। জার্ম্মানীতে ১৮৮০ সালের আইনে অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করার জন্য মহাজনদিগকে জেল দিবার ও জরিমানা করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনটি খুব কড়া হইলেও কার্য্যতঃ উহার দ্বারা দেশের মহাজনী প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কেননা দেশের লোক উহা মানিয়া চলিতে বিশেষ রাজী ছিল না—জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্টও উহা কার্য্যতঃ তেমনভাবে প্রয়োগ করেন নাই। তারপর ১৮৯৩ সালে উহার চেয়েও একটি কড়া আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে মহাজনদিগকে তাহাদের পাওনার হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করিতে বলা হয় এবং আইনের বিধিব্যবস্থা না মানিয়া চলিলে মহাজনদের উপর নানারূপ কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা হয়। ফ্রান্স দেশে ১৮৫০ সালে একটী আইন করিয়া দাদনী অর্থের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৫ ভাগ হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় (ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দাদন ছাড়া), অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীতেও ঐ প্রকারের আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইউরোপের দেশসমূহে এইসকল আইনদ্বারা কার্য্যতঃ মহাজনী ব্যবসায় ভালরূপ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয় নাই। ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলের দেশসমূহে মহাজনী প্রথার জুলুম এখনও অনেকটা পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। রুমানিয়া দেশে গ্রাম্য মহাজনেরা সাধারণ লোকদিগকে অর্থ ধার দিয়া এখনও কমপক্ষে শতকরা ৬৩ ভাগ ও বেশী পক্ষে শতকরা ৫০০ ভাগ পর্য্যন্ত সুদ আদায় করিয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ। তবে সমবায় নীতির প্রচলন হওয়ার সঙ্গে ডেনমার্ক ও ইটালী প্রভৃতি দেশে দাদনী কারবার চালাইয়া চড়াহারে সুদ আদায় করিবার রীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন সে সব স্থানে মহাজনী প্রথা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়নেরও কোন আবশ্যকতা বিশেষ নাই।

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় পূর্ব্বে অনেকস্থলেই দাদনী কারবার চালাইয়া কৃষকদের নিকট হইতে চড়াহারে সুদ আদায় করার রীতি খুবই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফতে অল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হওয়ায় মহাজনী ব্যবসায় অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পনরটি রাজ্যে বর্ত্তমানে দাদনীকৃত অর্থের সুদের হার শতকরা বার্ষিক সাড়ে তিন ভাগ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর ঐ সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র রিমেডিয়াল লোন এসোসিয়েশন (Remedial Loan Association) গঠন করিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মারফতে কৃষকদিগকে সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ধার দিয়া সাহায্য করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবলমাত্র মহাজনী প্রথা নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের উপর জোর না দিয়া সর্ব্বত্র এই যে ঋণদান সমিতি গড়িয়া তোলা হইতেছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাতেই প্রকৃত সুফল পাওয়ার আশা রহিয়াছে।

টাকা কর্জ্জ দিয়া যথাসম্ভব উচ্চহারে সুদ আদায় করা স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে লোকের ধনাগমের একটি বিশেষ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগেও সুদের (বা বৃধি) জন্য টাকা দাদন করা হইত। কিন্তু বশিষ্ঠ ও গৌতম প্রভৃতি আইন রচয়িতারা উহাকে সমর্থন করেন নাই। জাতক ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে অতিরিক্ত সুদ লওয়া পাপ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। তবে কৃষিকার্য্য চালনার সাহায্য করিবার জন্য ঋণদান করাকে সমর্থনযোগ্য মনে করা হইত। মনুসংহিতায় বন্ধকীসূত্রে প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে সুদ আদায়ের বিধান আছে। বিনা বন্ধকীতে প্রদত্ত ঋণের জন্য কিছু সুদ আদায়ের বিধানও উহাতে রহিয়াছে। তবে প্রাপ্তব্য সুদের পরিমাণ আসল টাকার সমান হইয়া দাঁড়াইলে আর কোন সুদ আদায় করা বিগর্হিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দু অর্থশাস্ত্রী কৌটিল্য মহাজনী প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রশক্তি বা গবর্ণমেণ্ট যে সুদ ও প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তিনি মহাজনদিগকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দিয়াছিলেন। মুস্লিম ধর্ম্মগ্রন্থে সুদ লওয়া নিষিদ্ধ থাকায় মুসলমান সম্রাটদের শাসন আমলে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে মহাজনী কারবার চালাইবার রীতি কতকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। গত শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে কৃষকদের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে মহাজনী প্রথার প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা বিবেচনার একটা ধারা দেখা যায়। আধুনিক কালে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার নামে মহাজনী প্রথাকে খর্ব্ব করার একটা বিশেষ চেষ্টা সুরু করা হইয়াছে। নূতন নূতন আইন প্রণয়নের দিকেও বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। চড়া সুদ আদায়ের বিরুদ্ধে এদেশে প্রযুক্ত আইনের মধ্যে ১৯১৮ সালের ইউজারিয়াস লোন এ্যাক্টটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইনদ্বারা টাকা দাদন ব্যাপারে অসঙ্গত সুদ আদায়ের রফা হইলে আদালতসমূহকে তৎপ্রতিকার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯২৬ সালে এই আইনটি সংশোধন করিয়া জমিবাড়ী বন্ধকে যাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকেও বন্ধক ছুটাইবার ও সুদের হার হ্রাস করিবার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই আইনের বিধানগুলি প্রদেশসমূহে কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই প্রযুক্ত হয় নাই। ১৯২৮ সালে রাজকীয় কৃষি কমিশন ভারতের কৃষিঋণ সম্বন্ধে আলোচনা কালে এই আইনের বিধি-ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করেন এবং উহার কার্য্যক্রম সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য প্রাদেশিক তদন্ত কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কৃষি কমিশন ঐ আইনের বিধানসমূহ লক্ষ্য করিয়া মোটামুটী সন্তোষ প্রকাশ করেন। উহা কার্য্যতঃ বলবৎ করা হইলে দেশে মহাজন কর্ত্তৃক চড়া সুদ আদায়ের রীতি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে উল্লেখযোগ্যরূপ কার্য্যকারিতা দেখাইবার পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রদান করেন।

বর্ত্তমানযুগে মহাজনী প্রথাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া অতিরিক্ত সুদে ঋণ প্রদানের অনিষ্টকর রীতি বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা

চলিতে থাকিলেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে তেমন কৃতকার্য্যতা বড় কিছুই দেখা যায় নাই। ফলকথা, অতিরিক্ত সুদ আদায়ের প্রথা আইন দ্বারা রহিত করা সম্ভবপর নহে। অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত তাহা সম্ভবপর হয় নাই। আমেরিকায় ফসডিকের (Fosdick) মত লোকও মন্তব্য করিয়াছেন যে, সুদখোরদিগকে দমন করিবার কোন আইনই কার্য্যতঃ সফল হইবার নহে। আইন প্রণয়নের ফলে প্রদত্ত অর্থের নিরাপত্তা খর্ব্ব হওয়ায় অধিক চড়া সুদে অর্থ লগ্নি করার রেওয়াজ বাড়িবে বলিয়াই বরং আশঙ্কা আছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট লিখিতভাবে উচ্চ সুদের সর্ত্তে ঋণ দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন, তথাপি আসলে ঋণ বাবদ উচ্চ সুদের লেন দেন একেবারে বন্ধ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বেন্থাম সেজন্য ঐ ধরনের আইন প্রণয়নের চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। আর মিল (Mill) বলিয়াছিলেন যে, ঐ সব আইনের প্রতিক্রিয়ায় অমিতব্যয়ী লোকের পক্ষে সহজে অর্থ ধার পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ফলে তাহারা অধিকতর চড়া সুদ দিয়া অর্থ ধার করিতে বাধ্য হয় আর তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত উহাদের ধ্বংসও অবধারিত হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে মহাজনী প্রথার সংস্কারমূলক আইন প্রবর্ত্তন করার পথে বড় অসুবিধা এই যে, উপযুক্তরূপ হিসাবপত্র রাখিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি মহাজনদের অনেকেরই নাই। কাজেই দেশে শিক্ষার প্রসার না হইলে কেবল আইন প্রণয়নদ্বারা মহাজনী প্রথার অনাচার বিদূরিত করা সম্ভবপর নহে।

তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলে এখনও ব্যাঙ্ক, তথা ঋণ-প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেরূপ কম দেখা যাইতেছে, তাহাতে মফঃস্বলের মহাজনী প্রথাকে অহেতুকভাবে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার বিশেষ আবশ্যকতাও রহিয়াছে। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছিলেন—অসংখ্য অপরিমিতব্যয়ী পল্লীবাসীর ভিতরে মহাজনেরাই হইতেছে আসলে মিতব্যয়ী। উহাদের অর্থ সাহায্য না পাইলে কৃষকদের পক্ষে কৃষিকার্য্য পরিচালনাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। রাজকীয় কৃষি কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন—মহাজনেরাই ভারতীয় কৃষকদের প্রধান অবলম্বন। তাহারাই কৃষির প্রয়োজনে ও বিপদে আপদে সময়মত ঋণ প্রদান করিয়া অসংখ্য পল্লীবাসীকে রক্ষা করিয়া থাকে।

সকলদিক দিয়া সমাজের অবস্থা আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তিত না হইলে এবং পারিপার্শ্বিক অব্যবস্থার সংশোধন না করিতে পারিলে কেবল আইনদ্বারা উচ্চ সুদ আদায়ের প্রথা নিবারণ করিতে যাওয়া অর্থহীন। রাস্কিন বলিয়াছিলেন—মহাজনী প্রথার অনাচার দূর করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আর ক্রমে ক্রমে সে আবশ্যকীয় সংস্কার সাধনের ভিতর দিয়া সুদের হার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সমবায় আন্দোলনের কৃতকার্য্যতাই জগতের সম্মুখে একমাত্র ভরসার দৃষ্টান্ত। বিসমার্কের আইন যাহা সাধন করিতে পারে নাই, সমবায় তাহা সাধন করিয়াছে। যেসব দেশ ঐকান্তিকতার সহিত সমবায়ের নীতিবাদ কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছে, সেইসব দেশে দাদনী অর্থের সুদের হার উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। আর জাপান ও ইটালী উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমানে জাপানে অসংখ্য সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে আর উহাদের মারফতে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সুদ দেওয়ার সর্ত্তে লোকে অর্থ ধার পাইতেছে অথচ জাপানে মহাজনের প্রদত্ত ঋণের সুদের হার এখনও শতকরা ৯০ ভাগের কম নহে। ইটালী দেশের সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্য্যন্ত সমবায় আজ এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, সে দেশে দাদনী অর্থের সুদের হার আজ স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য আইন প্রণয়নের কোন আবশ্যকতা আজ আর একেবারেই নাই।

('মহীশূর ইকনমিক জার্ণালে' প্রকাশিত মিঃ ভি শ্রীনিবাসনের ('Usury, Ancient and Modern' শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)।

ভারতের সিনেমা শিল্প

[শ্রীরজনী দত্ত]

বর্ত্তমান জগতে আলোক চিত্রের (ফটোগ্রাফ) আবিষ্কার বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার ক্রমোন্নতির ফলে যে চলচ্চিত্র বা সিনেমা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি শিক্ষায়, কি রাজনীতিতে, কি আমোদ-প্রমোদে কি কলা সাধনায় সর্ব্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে উহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে।

শিক্ষা জগতে এবং সমাজ জীবনে সিনেমা শিল্প যে নব-নব প্রেরণা দিতেছে তাহাতে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে এই শিল্প ব্যবসা জগতে তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সিনেমা শিল্প তৃতীয় স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং উহা যে একদিন শীর্ষস্থান অধিকার করিবে তাহা আশা করা যাইতে পারে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই শিল্পের প্রসারের জন্য বহু মূলধন নিয়োজিত হইতেছে। একমাত্র আমেরিকায় এই শিল্প সম্পর্কে ৩০ কোটী ডলার মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। আমেরিকার সেলিগ ফিল্ম কোম্পানীর উদ্যোক্তা ক্যাপ্টেন সেলিগ ১৯০৩ সালে ফিল্ম ব্যবসার জন্য জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে ৫ শত ডলার ধার করেন এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে তিনি দেড় কোটী ডলারের মালিক হইয়া বিগত ১৯১৮ সালে উক্ত ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইউনিভারসাল ফিল্ম কোম্পানীর মিঃ কার্লস্যামেলি আজ প্রায় ৫॥ কোটী ডলারের মালিক; অথচ যখন তিনি এই ব্যবসা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার মূলধন অল্পই ছিল।

দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সময় স্বদেশী শিল্পের উন্নতি এবং প্রসার একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর জাতি বা দেশের উপর নির্ভরশীলতা কোন জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না। দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইবার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতি খর্ব্ব হয়। উন্নতিশীল জাতির পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে তাহার আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করা। সমস্ত বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল না হইতে পারিলে কোন জাতির অগ্রগতি সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় ব্যবসা শিল্পকলা সমস্ত ক্ষেত্রেই আত্মনির্ভরশীলতা আনিতে হইবে। এইদিকে সিনেমা শিল্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। ফিল্ম শিল্প বর্ত্তমানে বেকার সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। একমাত্র কলিকাতায় এই শিল্প ব্যবসায়ের বিভিন্ন স্তরে প্রায় দশ হাজার লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে নতুবা তাহারা বেকার সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যাইত সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দী অগ্রগতির যুগ। এই অগ্রগতির পথে প্রত্যেক দেশের দৃষ্টিই আজ সিনেমা শিল্পের 'দ্রুত উন্নতির উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। অপর দেশে আর্থিক সম্পদ যেখানে দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, সেস্থলে ভারতবর্ষের চিরাচরিত মন্থর গতিই পরিলক্ষিত হয়। ইহা ভারতবাসীর প্রকৃতিগত মানসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। তবে আজ সুখের বিষয় এই যে, নানারূপ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এই দিকে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা হইতেছে তাহা উৎসাহ ব্যঞ্জক। তবে ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে এই শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয় নাই। ভারতবর্ষে ৩৫ কোটি লোকের বাস। বর্ত্তমানে তাহাদের মধ্যে যে স্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগিয়াছে—তাহার ক্রমবিকাশ এবং সার্থকতার ফলে অদূর ভবিষ্যতে যেদিন দেশের শাসনতন্ত্র ভারতবাসীর স্বহস্তে আসিবে সেদিন, সিনেমা শিল্পের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা যে পূর্ণতা লাভ করিবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার তুলনায় সিনেমা শিল্পের সফলতার পক্ষে ভারতের প্রকৃতিগত সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। ভারতের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, উচ্চ পর্ব্বতমালা, নয়নানন্দকর জলপ্রপাত, দিগন্তব্যাপী চিরসবুজ প্রান্তর এবং তাহার হ্রদ, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি ফিল্ম উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপাদান স্বরূপ। সৌধমালা প্রাসাদ ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষেরও প্রাচুর্য্যের অভাব নাই। মোটের উপর ভারতবর্ষ ফিল্ম উৎপাদনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছাড়াও বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষের আবহাওয়া ভাল থাকে এবং উজ্জ্বলসূর্য্যকিরণ লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা ও স্থাপত্য চলচ্চিত্র উৎপাদনের পক্ষে অশেষ উপাদান সরবরাহ করিতে সক্ষম। ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পের প্রতি ভারতবাসিগণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, ছায়াচিত্রের বিষয়বস্তুরূপে অবতারণার পক্ষে উহা অতিশয় উপযোগী। এই সকল বিষয়ের চিত্রাভিনয় সর্ব্বতোভাবে উপদেশমূলক ও জাতীয় ভাবধারার উন্নতির পরিপোষক।

মোটের উপর অল্প ব্যয়ে চলচ্চিত্র উৎপাদনের যত কিছু সুবিধা প্রয়োজন, তাহা ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। ইউরোপ ও ও আমেরিকার ন্যায় ভারতবর্ষে ব্যয়সাধ্য ষ্টুডিয়ো স্থাপন ও কৃত্রিম

উপায়ে আলোক সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক দিকেই অল্প ব্যয়ে এবং সুবিধাজনক উপায়ে ফিল্ম উৎপাদনের পক্ষে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠস্থান। ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফ কমিটি ১৯২৭-২৮ সালের কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, ভারতবর্ষ ফিল্ম উৎপাদনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দেশ। ভারতবর্ষের পক্ষে যে স্থলে উপরোক্ত প্রাকৃতিক সুবিধা সুলভ, সেস্থলে ইউরোপ বা আমেরিকায় প্রভূত অর্থব্যয়ে ষ্টুডিও স্থাপন এবং কৃত্রিম উপায়ে ছায়াচিত্র গ্রহণের নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

ভারতবর্ষে শিক্ষিতের তুলনায় নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যধিক। বর্ত্তমানে ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান সভ্যজগতে একটা সস্তা এবং সুবিধাজনক উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির পরিপন্থী। প্রাচীন কালে আমাদের দেশের নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যাত্রা এবং কথকতা শুনিয়া যে শিক্ষা লাভ করিত তাহার মূল্যও কম নহে। বর্ত্তমানে এই সকল যাত্রা এবং কথকতার প্রচলন লোপ পাইতে বসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় একমাত্র চিত্রাভিনয়ই উক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে। সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের আমলে রুশিয়া ছায়াচিত্রযোগে জনশিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। জার্ম্মানী, ফ্রান্সেও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে সিনেমার সাহায্যে বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জাপানেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আমাদিগকেও সিনেমা শিল্পের সাহায্যে জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হইতে হইবে। প্রত্যেক দেশহিতৈষীর পক্ষেই এতদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। সমাজ-জীবনে নিরক্ষতার ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি আর কিছু নাই।

ভারতবর্ষে সিনেমা শিল্পের যে প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি বৎসর যেরূপভাবে নূতন নূতন ফিল্ম কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছে তাহা উহার পরিচায়ক। ইণ্ডিয়ান সিনেমাটোগ্রাফ কমিটির মন্তব্য এই যে, "ভারতীয় ফিল্ম ভারতবাসিগণের নিকট বিশেষ প্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা ভারতীয় ফিল্ম দেখিতে পাইলে বিদেশী ফিল্মের প্রতি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করে না। তবে এখনও যে বিদেশী ফিল্মের প্রচলন রহিয়াছে, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, দেশী ফিল্ম চাহিদার অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নহে। তবে সাধারণতঃ যে ভারতীয় ফিল্মেরই জনপ্রিয়তা বেশী তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।"

প্রাচ্যের যাহা কিছু পাশ্চাত্যে সহজেই আকর্ষণযোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিদেশীয়দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ চিরদিনই একটা রহস্যময় দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। অপরপক্ষে মানব প্রকৃতি বৈচিত্র্য চায়; একঘেঁয়ে কিছু তাহার নিকট ভাল লাগে না। এরূপ অবস্থায় প্রাচ্য দেশের পৌরাণিক গল্প এবং ইতিহাস যে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের নিকট অভিনবত্বের আস্বাদন দিতে সক্ষম হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কিছু নহে। সম্প্রতি রয়াল সোসাইটী অব আর্টসএর ভারতীয় শাখার এক সভায় লণ্ডনে ভারতের অস্থায়ী ট্রেড কমিশনার মিঃ এ, এম, গ্রীণ বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ফিল্মের কতিপয় ত্রুটী সত্ত্বেও ভবিষ্যতে উহার বাণিজ্যগত সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় ফিল্মের সমাদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 'লাইট অব্ এশিয়া,' 'সিরাজ', 'স্যাক্রিফাইস্', 'থ্রো অব্ ডাইস', 'দি প্রেসিডেন্ট', 'দুনিয়া না মানে' ইত্যাদি ফিল্মের সাফল্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রাচ্য দেশীয় ফিল্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে। অপর একটি সুবিধার বিষয় এই যে, ইংলণ্ড ও অন্যান্য কতিপয় দেশে ভারতীয় ফিল্মের সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা আছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'লাইট অব্ এসিয়া' যে সমাদর লাভ করিয়াছে, ছয় মাসব্যাপী ইউরোপে উহার প্রদর্শনই তাহার প্রধান প্রমাণ। এপর্য্যন্ত এত অধিক দিনব্যাপী কোন ভারতীয় ফিল্মই ইউরোপে প্রদর্শন করা হয় নাই।

শিল্পকলায় বাঙ্গলার স্থান ভারতবর্ষে প্রথম। বাঙ্গলার ফিল্ম ক্রমান্বয়ে ত্রিশ সপ্তাহ ব্যাপী দেখান হইয়াছে এমনও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যদিও বাঙ্গলা দেশে ফিল্ম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প, কিন্তু সিনেমা শিল্পে তাহার রুচিজ্ঞান সত্যই প্রশংসাযোগ্য।

সিনেমা শিল্প অল্পদিনের মধ্যে জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষে যে উহার প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শর্করা শিল্পে বাংলা

[শ্রী........................ ....]

১৯৩২ সাল হইতে বিদেশাগত শর্করার উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য হওয়ার পরও বাংলাদেশে শর্করা শিল্প আশানুরূপ প্রসার লাভ করে নাই। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় শর্করায় শতকরা ৮৫ ভাগই এই দুই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ১৯৩১-৩২ সালে সমগ্র ভারতে চিনির কল ছিল মাত্র ৩২টী। বর্ত্তমানে দেড়শতের উপর চিনির কল চলিতেছে। তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ৭১টী, বিহারে ৩২টী এবং বাংলায় মাত্র ৮টী। এই ৮টীর মধ্যেও মাত্র ৪টী কল বাঙ্গালীর কর্তৃত্বে এবং বাঙ্গালীর মূলধনে স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন ৭০ লক্ষ টন গুড় এবং ১১½ লক্ষ টন চিনির মধ্যে বাংলায় যথাক্রমে মাত্র ৭½ লক্ষ টন গুড় (প্রায় ১/১০ খেজুর গুড় সহ) এবং ৩৬ হাজার টন চিনি (প্রায় ৩/১০০) উৎপাদিত হয়। বঙ্গদেশে বৎসরে যে পরিমাণ চিনির দরকার হয়, তাহার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বাংলার চিনির কলসমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে।

১৯৩৫-৩৬ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার চিনি বাংলাতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালেও প্রায় ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি আমদানী হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে একমাত্র জাভা হইতেই প্রায় ১৭ হাজার টন চিনি বঙ্গদেশে আমদানী হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে প্রায় ৪৬ লক্ষ একর ইক্ষুচাষের জমি আছে। তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশেই প্রায় ২৫ লক্ষ একর, পাঞ্জাবে ৫½ লক্ষ একর, বিহারে ৪½ লক্ষ একর এবং বাংলায় মাত্র ৩½ লক্ষ একর। যুক্তপ্রদেশে একর প্রতি ইক্ষুর ফলন ৩,৪৬৩ পাউণ্ড। বাংলার প্রতি একরে ৪,১২৭ পাউণ্ডেরও বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইহা সত্ত্বেও বাংলার তুলনায় যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু জমির পরিমাণ আটগুণেরও অধিক। ভারতবর্ষে ইক্ষু চাষের জমি আছে যে, তাহার শতকরা ৫৩ ভাগই যুক্তপ্রদেশে এবং মাত্র ৭½ ভাগ বাংলায়।

শর্করা শিল্পে বর্ত্তমানে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহারের সমকক্ষ না হইলেও বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও বঙ্গদেশই যে ভারতবর্ষের শর্করা শিল্পের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র ছিল এই তথ্য সম্ভবতঃ অনেকেরই অজ্ঞাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বাংলার শর্করা সারা ভারতের প্রয়োজন মিটাইয়া সুদূর ইউরোপেও যে রপ্তানী হইত তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Robinson নামক জনৈক ইংরেজ শর্করা বিশেষজ্ঞের লিখিত 'The Bengal Sugar Planter' নামক পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সময়ে যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহারে ইক্ষুর চাষ এবং শর্করা শিল্পের প্রবর্ত্তন হয় নাই। জাভা, কিউবা, হাউই প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শর্করা উৎপাদনকারী দেশ দেশসমূহেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই শর্করা উৎপাদনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলায় প্রভূত পরিমাণে গুড় এবং দেশীয় প্রথায় গুড় পরিষ্কৃত করিয়া চিনি প্রস্তুত হইত। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কোপোলোর (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে চীন সম্রাট বাংলার শর্করা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে Barbosa চট্টগ্রামে ইক্ষুচাষের বিশদ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। Robinson তাঁহার পুস্তকে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শর্করা শিল্পের অবস্থা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহার উন্নতিকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

১৮৩০-৩১ সাল হইতে ১৮৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দর হইতে যে পরিমাণ চিনি ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। Robinson সাহেবের মতে এই রপ্তানীকৃত শর্করার প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইত।

বৎসর	ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে মোট রপ্তানী	মূল্য
১৮৩০-৩১	২৬৭১৭৩ মণ	২১২৫০২৭ টাকা
১৮৩৩-৩৪	২,১০,৩৬৩¼ „	২৩০৮২২৪ „
১৮৩৪-৩৫	৩,৫৮,৫১৫ „	২৭,৯০,৯৫৯ „
১৮৩৬-৩৭	৬১৭৩৬০½ „	৫১৩৮৪৬০ „
১৮৪০-৪১	১৭৮৪৭৯১¼ „	১৬৪৬৮৮৯৮ „
১৮৪৫-৪৬	১৮৩৯৩৭৪½ „	১৭৮৯৩১৮৮ „

তৎকালে পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, ২৪ পরগণার সুন্দরবন, বারাসত, কাশীপুর, মধ্যবঙ্গে নদীয়া, যশোহর, খুলনা, উত্তরবঙ্গে রংপুর, পাবনা এবং পূর্ব্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান ইক্ষুর চাষ, গুড় ও চিনির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

প্রায় একই সময়ে কলিকাতার সন্নিকটে কাশীপুরে ডুবা (Doobah) চিনির কলে দৈনিক সাত হাজার টন চিনি উৎপাদন হইত। তৎকালে কাশীপুরের এই কারখানা পৃথিবীতে সর্ব্ববৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি-সমন্বিত বলিয়া পরিগণিত ছিল। বর্দ্ধমান সম্বন্ধে Robinson-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"The District of Burdwan may be considered as one of the most generally productive and highly cultivated and probably also one of the most ancient sugar-cane growing districts of the presidency." শর্করা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৭৯২ সালে গবর্ণমেন্ট রংপুরে গবেষণাগার স্থাপনের জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই শর্করা শিল্পে উত্তর-বঙ্গ বিশেষতঃ রংপুরের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, তাহা অনুমিত হয়। এই সময়ে রংপুরে ৬৫১১ বিঘা পরিমিত জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত।

তৎকালে গুড় পরিষ্কৃত করিয়া দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে শর্করা উৎপাদন করিয়া রপ্তানী করা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী ইক্ষু হইতে সরাসরি (By single process) চিনি প্রস্তুত হয় কি না এই উদ্দেশ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল গবেষণা এবং পরীক্ষা করেন এবং ইহাতে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী এবং লেঃ কঃ পেটার্সন নামক জনৈক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি হয়। উক্ত পেটার্সন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ইক্ষুচাষ এবং শর্করা উৎপাদন করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। চুক্তির সর্ত্ত মত পেটার্সনকে বাংলাদেশে ৬০০ বিঘা জমি সুবিধাজনক সর্ত্তে লীজ্ দেওয়া হয়। পেটার্সন পূর্ব্বে কোম্পানীকে চিনির নমুনা দিয়াছিলেন। কথা ছিল তাঁহার উৎপাদিত উক্ত নমুনানুযায়ী সমস্ত শর্করা প্রতি হন্দর ৭।।০ আনা দরে কোম্পানীকে অর্পণ করিতে হইবে।

কোম্পানীর এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় নাই। পেটার্সন সফলতা লাভ না করায় কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৩ সালে মিঃ ডব্লিউ, ফিজমরিস্—যিনি জামাইকাতে শর্করা বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—কোম্পানীর নিকট একটী অনুরূপ প্রস্তাব করেন। কিন্তু পেটার্সনের বিফলতায় কোম্পানী ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এইচ, ব্লেক নামক নামক জনৈক য়ুরোপীয় বর্দ্ধমান জেলায় Dhoba sugar works নামক চিনির কল স্থাপন করেন এবং ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাশনের জন্য বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষে ইহাই বাষ্প পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম চিনির কল। মিঃ এম্, পি, গান্ধী লিখিয়াছেন, ১৯০৩ সালে বিহার প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম আধুনিক ধরণের চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্লেক সাহেবের Dhoba sugar works-কেই ভারতের সর্ব্বপ্রথম আধুনিক চিনির কল বলিয়া ধরা উচিত।

১৮৩০-৩২ সালে টি, এফ, হেনেলী নামক ইংরেজ সুন্দরবনে বারুইপুরে একটী চিনির কারখানা স্থাপন করেন। এখানে ইক্ষু চাষ করিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথায় শর্করা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রচেষ্টাও সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। যে চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল, কলিকাতার বাজারে তাহার প্রতি মণ ৩/৪ টাকার বেশী মূল্য হইল না এবং মালিকগণ ইহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

১৮৩৭ সালে ব্রিটীশ উপনিবেশসমূহে দাসত্বপ্রথা রহিত হয় এবং পার্লামেণ্ট সমীকরণ আইন (Equalization measure) পাশ করেন। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে Robinson লিখিয়াছেন, "These indicated that days of Prosperity to West India Planters gone and some of them turned to India and Mauritious and in India Bengal was the centre of Experiment." দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলায় প্রভূত পরিমাণে খেজুর গুড় উৎপন্ন হইত এবং ব্যবসা হিসাবে খেজুর বৃক্ষের চাষ হইত। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় মোট ১৫০০০ হাজার মণ খেজুর গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৩৮ সাল হইতে খেজুর গুড়ের ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর, পশ্চিমে বাখরগঞ্জ, উত্তরে পাবনা এবং দক্ষিণে সুন্দরবন—ইহার মধ্যে প্রায় ১০ হাজার বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া খেজুরের চাষ হইত। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নদীয়া, বারাসত এবং পাবনা খেজুর গুড় উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১৬০টী খেজুরবৃক্ষ অধিকৃত ভূমিকে একবিঘা বলিয়া ধরা হইত। যে ব্যক্তির অনধিক ৮০টী খেজুরবৃক্ষ ছিল, সে নিজে গুড় উৎপাদন লাভজনক মনে না করিয়া বাৎসরিক খাজনার-পরিবর্ত্তে উহা অন্যের নিকট পত্তন করিয়া দিত। গুড় উৎপাদনকারীদের এক এক জনের ৮০ হইতে ৩০০।৪০০টী পর্য্যন্ত খেজুরবৃক্ষ ছিল। একটী বৃক্ষ হইতে অৰ্দ্ধ মণেরও উপর গুড় পাওয়া যাইত।

অর্থকরী ফসল হিসাবে পাটচাষের প্রবর্ত্তন এবং ক্রমবর্দ্ধমান পাট উৎপাদন বাংলায় ইক্ষুচাষ এবং শর্করা শিল্পের অবনতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণা কমিটী বাংলা হইতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং ইহাতে বাংলার নিজস্ব প্রতিনিধি না থাকায় বঙ্গদেশে আখের চাষ এবং শর্করা শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারীভাবে বিশেষ কোন প্রচেষ্টা এ যাবৎ হয় নাই। কানপুরের Imperial Institute of Sugar Technology এবং কোয়েম্বাটুরের ইক্ষুগবেষণাগার বাংলার প্রতি উদাসীন নীতি অবলম্বন করার ফলেও এই প্রদেশে শর্করা শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার ইক্ষুচাষীদের উন্নতিকল্পে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা গবর্ণমেন্টের নীরব নীতি খুবই নিন্দনীয়।

শর্করা শিল্পের পক্ষে বাংলা যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ন্যায় উপযোগী কিনা এবং বঙ্গদেশে শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ কিরূপ পরিশেষে তাহাই আলোচনা করিব।

কয়েকটী কারণে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের তুলনায় বাংলায় ইক্ষুর চাষ বিশেষ লাভজনক হওয়ার কথা। প্রথমতঃ বাংলার আবহাওয়া জলীয় (moist)। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের আবহাওয়া স্বভাবতঃই শুষ্ক। জলীয় আবহাওয়া ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বর্ষাকালে বাংলার বহু জমি জলমগ্ন হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন, ব্যাপকভাবে ইক্ষুচাষ বাংলায় অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ২১৩নং কোয়েম্বাটুর ইক্ষুচাষ হইতেছে। যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৯০ ভাগ ইক্ষুই এই জাতীয়। বাংলাতেও বর্ত্তমানে শতকরা ৮০ ভাগের উপর এই জাতীয় ইক্ষু। ইহা জল লাগিলে নষ্ট হয় না এবং প্রায় ২ মাস কাল এক ফুট জলের উপরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহারের তুলনায় বাংলার একরপ্রতি ইক্ষুর ফলন অনেক বেশী। উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষির জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে সেচকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। প্রচুর বারিপাতের ফলে বাংলায় সেচের প্রয়োজন এখনও বিশেষ অনুভূত হয় না। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের তুলনায় বাংলায় ইক্ষু উৎপাদনের ব্যয়ও অনেক কম।

বর্ত্তমানে বাংলার গড়পড়তা মাথাপিছু বার্ষিক প্রায় ৬ পাউণ্ড চিনির প্রয়োজন হয়; যুক্তপ্রদেশে ৫ পাউণ্ড এবং বিহারে ৩ পাউণ্ডেরও কম। উপরন্তু বাংলার লোক সংখ্যা এই দুই প্রদেশ অপেক্ষাই অধিক। এই হিসাবেও যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহার অপেক্ষা বঙ্গদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতির সুযোগ রহিয়াছে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের শর্করার বেশীর ভাগই কলিকাতা বন্দর দিয়া রপ্তানী হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে কলিকাতা ব্যতীত চট্টগ্রাম বন্দরও রপ্তানী বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। বাংলায় শর্করা শিল্পের প্রসার হইলে উদ্বৃত্ত চিনি চট্টগ্রাম দিয়া ব্রহ্ম, সুদূর প্রাচ্যভূখণ্ড এবং উপনিবেশসমূহে রপ্তানী করার অতিরিক্ত সুবিধা আছে।

শর্করা শিল্পের প্রসার হইলে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং ধনী সকল সম্প্রদায়ই যে আর্থিক লাভবান হইবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ধান এবং পাটের তুলনায় ইক্ষু অধিকতর লাভজনক কিন্তু চিনির কলের অল্পতা এবং দেশীয় প্রথায় শর্করা প্রস্তুত বিষয়ে বাংলার কৃষকের অজ্ঞতাহেতু কৃষক সম্প্রদায় ইক্ষুর উপযুক্ত মূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। কৃষক নিজেই লাল চিনি এবং গুড় প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং স্থানীয় বাজারসমূহেই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তাহা বিক্রয় হয়।

বাংলাদেশে আখের চাষ যে কোন অর্থকরী ফসল অপেক্ষা যে বেশী লাভজনক, নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে:—

ফসল	একর প্রতি ফলন	বর্ত্তমান বাজার দর মতে (খরচ বাদে) মূল্য
ধান	৩০ মণ	৬০্ টাকা
পাট	১০ মণ	১০০্ টাকা
ইক্ষু	১০০০ মণ	১৯০্ টাকা হইতে ২৫০্ টাকা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে গড়পড়তা ১০০ মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ১০ মণ শর্করা পাওয়া যায়। এই অনুপাতে এক একর জমিতে এক হাজার মণ ইক্ষু হইতে এক শত মণ চিনি পাওয়া যাইতে পারে এবং ইহার মূল্য এক হাজার টাকা। বিশেষজ্ঞগণের মতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ হইলে বাংলার মাটীতে একরপ্রতি দেড় হাজার হইতে দুই হাজার মণ পর্য্যন্ত ইক্ষু পাওয়া খুব অসম্ভব নয়।

বর্ত্তমানে চাহিদার অনুপাতে প্রতিবৎসরই পাটের চাষ অধিক হওয়ায় কৃষক পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না এবং সকলেই পাটচাষ হ্রাস হওয়ার পক্ষপাতী। সরকার হইতেও এ বিষয়ে প্রচারকার্য্য হইতেছে। পাটের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক কৃষক যদি পাটচাষের অর্দ্ধেক জমিতে ইক্ষুর চাষ করে, তবে পাটেরও উচ্চমূল্য পাওয়া যাইবে এবং ইক্ষুফসল হইতেও একটা মোটা টাকা কৃষকের ঘরে আসিবে।

বর্ত্তমানে ভূমি সম্পর্কিত এবং দাদনাব্যবসাসংক্রান্ত দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল আইনকানুনের ফলে পল্লী অঞ্চলের মহাজন এবং ধনী-সম্প্রদায় মূলধন খাটাইবার সুবিধা পাইতেছে না। শর্করা শিল্পের বিস্তৃতি মূলধন বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ প্রদান করিবে।

বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় ৫২ কোটী। মাথাপিছু বার্ষিক ৩ সের হিসাবে বাংলায় বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ মণ শর্করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই প্রদেশের ৮টী চিনির কল ১০ লক্ষ মণের বেশী শর্করা সরবরাহ করিতে পারে না। বাকী ৪০ লক্ষ মণ উৎপাদনের জন্য, রপ্তানী বাণিজ্যের উপর কোনরূপ নির্ভর না করিয়াই বাংলাতে কম পক্ষে আরও ২৫।২৬টী বৃহদাকারের চিনির কল চলিতে পারে। এক একটী চিনির কলে ১০ হইতে ২০।২৫ জন পর্য্যন্ত রসায়নবিদ এবং ইঞ্জিনিয়ার ও ৫ শত হইতে এক হাজার পর্য্যন্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাংলার ২৫।২৬টী কলে ভবিষ্যতে আরও প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভারতবাসী দুগ্ধ হিসাবে পান করিয়া থাকে এবং কতখানি পরিমাণ দুগ্ধ হইতে খাদ্যাদি তৈয়ারীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই স্থানে হান্না ডেয়ারী ইনিষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ নর্ম্মান রাইটের রিপোর্ট হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের দেশে মাথাপিছু কাঁচা দুগ্ধের কাট্‌তির পরিমাণ অতি কম; কাজেই শিল্প প্রসারের জন্য প্রয়োজন হইলে যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ ভারতবর্ষে পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ রাইট তাঁহার রিপোর্টে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের উপর তাহার দুগ্ধ ব্যবহারের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। সংবাপেক্ষে অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় প্রত্যেক পরিবারের দুগ্ধ এবং ঘি ব্যবহারের গড়পড়তা খরচ অত্যন্ত অল্প। অন্যান্য দেশের তুলনায় উহা শতকরা ৫ হইতে ১৫ ভাগ মাত্র।" ঘি বাদ দিলে আমাদের দেশে মাথা-পিছু দুগ্ধ ব্যবহারের পরিমাণ আরও কম।

বিশেষজ্ঞের হিসাবে ভারতে উৎপন্ন দুগ্ধের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ব্যয় হইয়া থাকে কেবলমাত্র ঘি তৈয়ারীর জন্য। বাকী ৫০ ভাগের ২৫ ভাগ খোয়া, দধি, ছানা ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতৎসম্পর্কে মিঃ রাইট উল্লেখ করেন যে, উৎপন্ন দুগ্ধের অধিক পরিমাণ কৃষকগণ ঘি প্রস্তুতে ব্যবহার করিয়া থাকে, এজন্য উহা হইতে লাভজনক আয় আশা করা যায় না। প্রতি পাউণ্ড ঘি-এর মূল্য নয় আনা ধরিলে এক শত পাউণ্ড দুগ্ধের নগদ মূল্য পড়ে মাত্র তিন টাকা ছয় আনা। আর এই পরিমাণ দুগ্ধ বিক্রয় করিলে উহার দ্বিগুণ মূল্য লাভ করা যায়। ঘি তৈয়ারীতে লাভ নাই সত্য, কিন্তু কৃষকশ্রেণী বাধ্য হইয়াই এরূপ করিয়া থাকে, কেননা কাঁচা দুগ্ধ বিক্রয়ের সুবিধা খুবই কম। কাজেই দেখা যাইতেছে—(১) কাঁচা দুগ্ধের বাজার খুবই সীমাবদ্ধ। (২) দেশের আবহাওয়ার জন্য কাঁচা দুধ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়া দুষ্কর। এইরূপ চালান দেওয়ার জন্য যদি বিশেষ ব্যবস্থা (Refrigerated van বা Dry Ice-এর ব্যবস্থা) করা যায়, তবে এই দুগ্ধের চালান দেওয়া সম্ভব হয়। দুগ্ধ উৎপাদনে বা দুগ্ধ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া কাঁচা দুগ্ধের কাট্‌তি এত কম। (৩) দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে, তাহাদের অধিকাংশই কাঁচা দুগ্ধ কিনিতে সক্ষম নয়। উৎপাদকেরা সাধারণতঃ দরিদ্র চাষী—তাহাদের পক্ষে ঘি ইত্যাদি জিনিষ তৈয়ারী করিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই পরম লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে যদি কেহ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দুগ্ধজাত খাদ্য-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, দুগ্ধের জন্য কোন দিন তাঁহাকে অভাবে পড়িতে হইবে না।

দুধের দাম

এখন দেখিতে হইবে এই দুধ পল্লী অঞ্চলে কত দরে কিনিতে পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের পড়তা পোষায় কিনা।

Report on the Development of Cattle and Dairy

Industries in India (Govt. of India publication)তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রতিমণ মাখন-তোলা দুধের (Seperated milk) মূল্য এক টাকা এবং উক্ত রিপোর্টের অপর এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতের পল্লী অঞ্চলে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে ৯ পাই দরে দুগ্ধ ক্রয় করা যাইতে পারে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, রপ্তানীকারক দেশসমূহে দুধের দাম এত সস্তা নয়। ডাঃ নর্ম্মান রাইটের মতে ইংলণ্ডে পাইকারী হিসাবে দুধের দাম প্রতি গ্যালনে প্রায় ১৪ পেনী হইতে ১৫ পেনী।

"* * * ইংলণ্ডে পানীয় দুগ্ধ প্রতি গ্যালন ১৪ পেনী হইতে ১৫ পেনী মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য যখন ব্যবহৃত হয়, তখন উহার গড়পড়তা দর পাওয়া যায় প্রতি গ্যালনে মাত্র সাড়ে পাঁচ পেনী।" (Vide, foot note p. 43, Development of Cattle & Dairy Industries in India) খুচরা হিসাবে অন্যান্য দেশে দুধের দাম আমাদের দেশের (সহরের পড়তায়) দুধের দামের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশী। নিম্নে লাহোর, লণ্ডন, গ্লাসগো ও কোপেনহেগেন সহরের খুচরা দামের হার উল্লিখিত হইল :—

প্রতি গ্যালন দুগ্ধের খুচরা দর

বৎসর	লাহোর	লণ্ডন	গ্লাসগো	কোপেনহেগেন
১৯২৭	১৯.৪	২৬	২৩	২১.৪
১৯২৮	১৮.৭	২৬	১৩.৭	২১.৪
১৯২৯	১৯.৪	২৬.৭	২৫.৪	২২.১

(Vide, "Comparative Marketing of Fluid milk"—By Hutzel Metyer.—United States Development of Agricultural Technical Bulletin No. 179

উপরি উদ্ধৃত বুলেটিনেও আমার বক্তব্য সমর্থিত হইতেছে। আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, কোপেনহেগেন ইত্যাদি সহরে দুধের দাম খুবই সস্তা—এত সস্তা যে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র।)

দুগ্ধ সরবরাহ

ড্রাই আইস (Dry Ice) বা Refrigerated Tankএ দুগ্ধ সরবরাহ আমাদের দেশে এখনও আরম্ভ হয় নাই বটে; কিন্তু ড্রাই আইস যোগে ২৪ ঘণ্টাকাল ১ মণ দুগ্ধ ঠাণ্ডা রাখিতে মোট খরচ মাত্র ।০ আনা পড়ে—একথা বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে সস্তায় যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে, এবিষয়ে আশা করি, আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

এখন বিচার্য্য এই যে, আমাদের দেশের আবহাওয়া বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে এই শিল্পের প্রসারে কোন বাধা আছে কিনা?—এবিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিয়া এই-মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়া বর্ত্তমান বটে, কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আবহাওয়ার প্রভাবকে (Climatic influence) পরাভূত করা এতই সোজা বিষয় যে, এসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন

দুগ্ধজাত শিল্পের সুযোগ সুবিধা

আলোচ্য শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ডেয়ারী এক্সপার্ট মিঃ কথাওয়ালা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শুল্ক বিভাগের বিবরণ হইতে দেখা যায়, প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশজাত জমাট দুগ্ধ, গুঁড়াদুগ্ধ ও অন্যান্য প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে ভারতবর্ষে এই সকল জিনিষ প্রস্তুতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার ফলে বর্ত্তমানে পল্লী অঞ্চলে মূল্যের দিক দিয়া যে প্রভূত পরিমাণ কাঁচা দুগ্ধের অপচয় ঘটিতেছে তাহার আয়জনক সুযোগ-সুবিধা হইবে। পল্লী অঞ্চলে উৎপন্ন দুগ্ধের লাভজনক কাটতির জন্য জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষামূলক কার্য্য পরিচালনার ফলে উহা বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। চিনি মিশ্রিত বা অমিশ্রিত জমাট ও মাখম তোলা দুগ্ধের যে নমুনা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা গিয়াছে যে উহা এদেশে সাফল্যের সহিত প্রস্তুত হইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ব্যবসা পরিচালনায় উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

গুঁড়া ও জমাট দুগ্ধের পড়তা কত পড়িতে পারে? এতদ্বিষয়ে বলা চলে যে, উপরোক্ত দ্রব্যের প্রধান বা একমাত্র কাঁচা মাল হইতেছে দুগ্ধ। দুগ্ধ যে দেশে সস্তা, শ্রমিকের মজুরীর হারও যে দেশে সস্তা, সেখানে সুপরিচালিত কোন কারখানায় উক্ত দ্রব্য উৎপাদনে যে খরচা পড়িবে—তাহাতে বাহিরের দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। বিদেশী কোন বিশেষজ্ঞের (আমাদের দেশে এই সব দ্রব্য উৎপাদন যাঁহার দেশের স্বার্থ-বিরোধী) ভাষায় বলিতে গেলে "...জমাট ও গুঁড়া দুগ্ধ বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে রপ্তানী বাজার গড়িয়া তুলা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে, তবে বিদেশ হইতে যে সকল জমাট এবং গুঁড়া দুগ্ধ ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে, উহার উপর শতকরা ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা আছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় প্রস্তুতকারকের পক্ষে ভারতের বাজারে এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে।" যে সকল দুগ্ধ-জাত খাদ্য বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী হয়, তাহাদের বিবিধ প্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান। প্রথমতঃ জাহাজের ভাড়া, শুল্ক ও বীমা ইত্যাদি বাবদ শতকরা প্রায় ৩৫৲ টাকা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ উহা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিক্রয়ের পূর্ব্বেই প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়, কারণ কারখানা হইতে বিদেশের বাজারে পৌঁছিতেই প্রায় চারিমাস কাটিয়া যায়। যত সাবধানতার সহিতই সংরক্ষিত হউক না কেন, এই সকল দুগ্ধজাত দ্রব্য কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবিকৃত রাখা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ আমদানীকৃত জিনিষের প্রসার এবং বিক্রয়ের জন্য আফিস ইত্যাদি রাখিবার অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয়। মোটের উপর আমাদের দেশে জমাট এবং গুঁড়া দুগ্ধ তৈয়ারী আরম্ভ হইতেই উহা যে সস্তায় পরিবেশন করিতে পারা যাইতে পারে, এতদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। দুগ্ধশিল্প সম্পর্কে কোন-প্রকার রক্ষণমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও এই শিল্প আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম।

রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা

সিংহল, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও আফ্রিকায় এই শিল্পের রপ্তানী বাণিজ্যের যে সুবিধা রহিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিসাব হইতে সপ্রমাণ হইবে। এই সকল দেশে প্রতি বৎসর নিম্নরূপ পরিমাণ দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে—সিংহল ৩৬ হাজার হন্দর; মালয় ৬ লক্ষ হন্দর; ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৬ লক্ষ হন্দর এবং আফ্রিকা ৩ লক্ষ হন্দর। এই সকল দেশ ভারতবর্ষের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। উপকূল জাহাজী ব্যবসায়ের উপর একটু আধিপত্যলাভ করিতে পারিলেই ভারতবর্ষ অত্যন্ত অল্প খরচায় প্রথমোক্ত তিনটি দেশে এই সব খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে। মাল প্রেরণের ভাড়ার অল্পতাহেতু ইউরোপের কোন দেশই আমাদের দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না।

এই শিল্প প্রসার লাভ করিবার ফলে যে কেবল মাত্র দুগ্ধজাত দ্রব্য সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীলতা আসিবে তাহা নহে; ইহার পরোক্ষ ফলস্বরূপ দেশবাসী গোপালন সম্বন্ধে তাহাদের বহুনিন্দিত অবহেলা ত্যাগ করিয়া উহার উন্নতি বিধানে যত্নবান হইবে। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে দুগ্ধজাত শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার ভবিষ্যত খুবই আশাপ্রদ। রপ্তানী বাণিজ্যের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ভারতের বাজারের জন্যই বৎসর প্রায় এক কোটি টাকার মাল উৎপাদন প্রয়োজন। এই শিল্পে লাভজনকভাবে প্রচুর মূলধন খাটাইবারও সুবিধা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যেরূপ নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা হইতেছে, তাহাতে আশা করি, শীঘ্রই দেশবাসী এই শিল্প সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

ভারতীয় লৌহ-শিল্প

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল, এম্-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত লৌহের একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। লৌহ খনিজ পদার্থ, ইহাকে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য বিভিন্নরূপ অবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই খনিজ পদার্থকে রূপান্তর করিবার জন্য যে বিরাট শিল্প আমাদের ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

দুই হাজার বৎসর আগে দিল্লীর নিকটস্থ কুতব মিনারের লৌহস্তম্ভ কিভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল বা পুরাকালে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশের মধ্যে কোন্ দেশে সর্ব্বাধিক লৌহ ব্যবহৃত হইত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লৌহ শিল্পের কথা বলিতে গেলে স্বভাবতঃ জেমসেদপুরে টাটার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কথাই মনে হয়, কিন্তু এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটীর সাফল্যের জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ও জাতীয়তাবোধ যে কিরূপ দায়ী তাহাও বোধ হয় অনেকে জানেন না।

১৯০৭ সালে টাটার লৌহ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজ অঞ্চলে জোসিয়া মার্সাল হীথ্ নামক জনৈক ইংরাজ আধুনিক প্রথায় একটি লৌহ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং ১৮৩৩ সালে কাজও আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৫৩ সালেও মালাবার উপকূলে আর একটি ইংরাজ কোম্পানী লৌহ প্রস্তুতের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় না, অতঃপর ১৮৭৫ সালে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানীর নাম পরে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী হয় এবং ২৫ বৎসর পরে ইহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়, সম্প্রতি ইহা বার্ণ কোম্পানীর পরিচালিত ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৯০৭ সালে টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানী নামে একটি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়, এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প বোম্বাইয়ের ধনকুবের জামসেদজী টাটার বহুদিনের কামনা ছিল। জামসেদজী এই সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় পুত্র স্যার দোরাব টাটা প্রথমে মধ্যপ্রদেশে কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একদিন যখন তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা তাহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগের কথা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিবার জন্য নাগপুরের সরকারী দপ্তরে অপেক্ষা করিতেছিলেন তখন হঠাৎ একটি ম্যাপের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই ম্যাপ হইতে তাঁহারা জানিতে পারেন যে পনের বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত পি, এন, বসু নামক জনৈক বাঙ্গালী তাঁহার এই রিপোর্টে মধ্য প্রদেশে দ্রুগ জেলাতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায় এইকথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসুর এই নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়া জামসেদজীর বংশধরেরা যখন সম্বল পুরের নিকটস্থ পদ্মপুরে লৌহ কারখানা স্থাপন করিতে যাইতেছিলেন, তখন এই বাঙ্গালীই পুনরায় নির্দ্দেশ দেন যে, টাটার সঙ্কল্পকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীযুত বসু তখন সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে চাকুরী করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে গুরু মহিসানীতে এত লৌহ জমা আছে যে শত শত বৎসর ব্যবহার করিলেও তাহার ক্ষয় হইবে না। শ্রীযুত বসুর নির্দ্দেশ অনুসারে জামসেদজীর বংশধরেরা সাকচীতে (বর্ত্তমান নাম জামসেদপুর) কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তখন আর একটী সমস্যা উপস্থিত হইল। কারখানা স্থাপনের জন্য প্রায় আড়াই কোটী টাকার দরকার। স্যার দোরাব টাটা প্রথমে বিদেশ হইতে টাকা তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তিনি এবিষয়ে কতকটা ভরসাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখিলেন যে ইংলণ্ডে টাকা উঠান অসম্ভব। এই ব্যর্থতার মুখে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়; এই আন্দোলনের হোতা যে বাঙ্গালী তাহা আর বলিতে হইবে না। টাটার পরিচালকবৃন্দ স্থির করিলেন যে স্বদেশবাসীর নিকট প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য আবেদন করা হউক। অনেকে ইহাতে বাধা দিলেন; কিন্তু তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভারতবর্ষ তখন "স্বদেশী" "স্বদেশী" করিয়া পাগল। এই আবেদনের ফলে তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাড় হইল এবং ইহা পাওয়া গেল ৮০০০ ভারতবাসীর নিকট হইতে। এই দৃষ্টান্ত হইতে সম্যক উপলব্ধি হইবে যে, ভারতের বস্ত্র-শিল্পকে স্থায়ী ও লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাঙ্গালীর দেশপ্রেম যেরূপ দায়ী, সেইরূপ ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ও দেশপ্রেমই দায়ী।

১৯০৭ সালে টাটার লৌহ কোম্পানীর যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল যে—"কোম্পানী যে ধরণের লৌহ ও ইস্পাতের মাল পত্র প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক বর্ত্তমানে সেই ধরণের মালপত্র বৎসরে ৪০৯,০০০ টন আমদানী হইতেছে। টাটার কারখানায় ৭২ হাজার টন ইস্পাতের জিনিষপত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে দেশে এই জিনিষের বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা হইবে না।" টাটার কারখানার ভিত্তি স্থাপনের কাজ ১৯০৮ সালের মধ্যভাগে আরম্ভ হয়, ১৯১১ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রথম লৌহ প্রস্তুত হয় এবং ১৯১৩ সালে ইস্পাত প্রস্তুত হয়।

১৯১৯ সালে টাকার কারখানায় ১ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ারীর ব্যবস্থা ছিল এবং বর্ত্তমানে এই কারখানায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টন ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। টাকার কারখানা আজ বিশ্ব-বিখ্যাত। এই কারখানার দৌলতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আজ ৫০ হাজার লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

ভারতীয় লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিতে টাটা আয়রণ ও ষ্টীল ওয়ার্কসই বুঝায়। আমরা ভারতবাসী হিসাবে প্রত্যেকেই ইহার সাফল্যের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকেই যে কিছুনা কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। টেরিফ

বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৪-২৫ সাল হইতে ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে ভারতবাসীকে পরোক্ষভাবে ১২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা লোহার কারখানার জন্য অপব্যয় করিতে হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সালে প্রথম টাটা কোম্পানীতে রক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হয়। ইহার ফলে, আমাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যে লোহা ও ইস্পাতের জিনিষপত্র খরিদ করিতে হইয়াছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই রক্ষণশুল্কের হার অতিরিক্ত হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিনা বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য টেরিফ বোর্ডের মতে এই রক্ষণশুল্কের ফলে টাটা কোম্পানীর কর্ম্মক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোম্পানীর পরিচালকবর্গও মনে করেন যে ১৯৪১ সালের পর হইতে আর রক্ষণশুল্কের প্রয়োজন হইবে না।

এখন একটি প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। টাটাকে এই রক্ষণশুল্কের সাহায্য দেওয়ার ফলে ভারতবর্ষ লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে কতটা স্বাবলম্বী হইয়াছে। ট্যারিফ বোর্ডের মতে ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বাৎসরিক ১০॥ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন। টাটা কোম্পানীর ইস্পাতের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টন। কাজেই রক্ষণশুল্ক বাবদ আর ৪ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন ভারতবর্ষের আছে। ইহা ছাড়া প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ ২॥ লক্ষ টনের উপর অরক্ষিত ইস্পাত আমদানী করে।

উপরোক্ত হিসাব হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষকে লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে হইলে আরও একটী টাটার কারখানার মতন লোহার কারখানার প্রয়োজন। লৌহ শিল্প একটি জাতীয় শিল্প—দেশ রক্ষার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কাজেই যাহাতে ভারতবর্ষ এই বিষয়ে আরও সচেতন হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এই শিল্প সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। লৌহ শিল্পের সাফল্যের জন্য দুইটী জিনিষ অতি প্রয়োজনীয়, একটি কাঁচা লোহা (Pig iron) এবং অন্যটী কয়লা। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা লোহা (Pig iron) বিদেশে রপ্তানী হয়। এই কাঁচা লোহা এই শিল্পের সর্ব্ব প্রয়োজনীয় বস্তু। খণিজ দ্রব্যের বিশেষত্ব এই যে, কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় ইহা বৎসরের পর বৎসর উৎপন্ন করা যায় না। লৌহ শিল্পকে যখন জাতীয় শিল্প ও জাতীয় স্বার্থের জন্য রক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহারই কাঁচা মালকে অবাধে রপ্তানী করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

কয়লা সম্বন্ধে এই কথা বলিতে হয় যে, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য যে শ্রেণীর কয়লা (Coking coal) ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিমাণ খুবই অল্প। অনেকে মনে করেন যে ভাবে এই কয়লা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে ৩০।৪০ বৎসর পরে আর উহা পাওয়া যাইবে না। সে ক্ষেত্রে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্য প্রকারে কয়লা ব্যবহার করা যায়, তাহাদের এই বিশেষ কয়লা ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভারতের এই শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়। যদি আবার যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে লোহার কারখানার মালিকগণ প্রচুর লাভবান হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এই শিল্পের সাফল্যের জন্য প্রত্যেক দরিদ্র ভারতবাসী দায়ী।

ভারতে বীমা ব্যবসায়

[শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল]

মানব জাতির অভ্যুদয়ের কাহিনী যেরূপ প্রাচীন, বীমার প্রথম সূচনার ইতিহাসও তেমনই প্রাচীন। সুদূর অতীতে যখন মানুষ তাহার জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করে, তখন হইতেই বীমা সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার মধ্যে বিকাশ হইতে থাকে। সম্ভাবিত বিপদ ও দুর্ঘটনার শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ কোন না কোন ধরনের বীমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুগে যুগে বীমার প্রণালী ও প্রক্রিয়া নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এবিষয়ে তখনকার ও এখনকার মূল নীতি একই। অতীত যুগে মানব-সমাজে বীমা সম্বন্ধীয় ধারণা অনেক পরিমাণে প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতিবাদের সহিত সংযুক্ত ছিল। দেবতাদের তুষ্টি সাধনের জন্য মানুষ পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়ের লোকের মারফতে যে অর্ঘ্য ও বলি প্রদান করিত, তাহা আসলে মৃত্যু, দুর্ঘটনা প্রভৃতি বিপদাপদের বিরুদ্ধে বীমার প্রিমিয়াম ভিন্ন আর কিছু নহে। যথারীতি অর্ঘ্য ও বলি প্রভৃতি প্রদান করিলে পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় তাহাদিগকে নানা বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিবেন—ইহাই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস। তবে বেবিলনেই প্রথমে প্রকৃত ধরনের বীমার বিকাশ হয়। ঐ দেশের বণিকেরা অন্যান্য দেশের সহিত ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। আর আকস্মিক ডাকাতি, মৃত্যু প্রভৃতির ক্ষতি পূরণের জন্য বীমার আবশ্যকতাও সকলে খুবই বোধ করিত। ফোনিসিয়া দেশের সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই উন্নত ছিল আর ঐ দেশে নৌ-বীমার প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। পরে ঐ সব দেশের বীমার রীতি গ্রীস এবং রোমেও প্রচলিত হয়। ঐ দুই দেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বীমা ব্যবসায়কে গড়িয়া তোলার চেষ্টা অনেকদূর অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে বীমা সম্বন্ধীয় ধারণা প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতিবাদের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর নামে হিন্দুগৃহস্থ ঘরে টাকা-পয়সার তহবিল গঠন করিবার রীতি খুবই চলিত ছিল। গৃহস্থদের সঞ্চয় নিয়োজিত হইয়া ঐ তহবিল গড়িয়া উঠিলে পর তাহা বিশেষ প্রয়োজনের সময় ব্যয় করা হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে উহাও ছিল এক শ্রেণীর বীমা। তবে আধুনিক কালে ভারতে প্রবর্ত্তিত উন্নত ধরনের বীমা এদেশের নিজস্ব নহে। উহা পাশ্চাত্য দেশ হইতেই আমদানী করা হইয়াছে। ভারতে প্রাচীন কাল হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবার পরিচালনার প্রথা প্রচলিত থাকায় বীমার প্রয়োজনীয়তা সমাজের কেহই তেমন বোধ করিত না। যৌথ পরিবারের আবহাওয়ায় লোকে অনেক রকমের সুখ-সুবিধা পাইত। বিপদাপদেও যথাসম্ভব সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে নানা দিক দিয়া বীমার প্রয়োজনীয়তা যেমন বাড়িয়াছে, সর্ব্বত্র লোকের ভিতর উহা প্রসারের আবশ্যকতাও তেমনই খুব বেশী দেখা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত এদেশে আধুনিক ধরনের বীমার কাজ সবে মাত্র সুরু হইয়াছে বলা চলে। এই অবস্থায় দেশের লোকের ভিতর আধুনিক বীমার বাণী যত বেশী পরিমাণে প্রচারিত হয় ও লোকে যত বেশী পরিমাণে বীমা করিতে আগ্রহান্বিত হয়, ততই মঙ্গল।

আধুনিক কালে এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের যেটুকু প্রসার হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্র প্রধানতঃ জীবন বীমাতেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য দেশে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি জীবন বীমা, অগ্নি বীমা ও নৌ-বীমা প্রভৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বেকার বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, মোটর বীমা প্রভৃতিরও খুব প্রচলন হইয়াছে। তাহা ছাড়া বন্যা, ভূমিকম্প, দাঙ্গা প্রভৃতি যাবতীয় সম্ভবপর বিপদাপদের সম্বন্ধে বীমার রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে জীবন বীমার ব্যবসায় ছাড়া অন্য ধরণের বীমা ব্যবসায়ের আজও তেমন কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। ঐসব ধরণের বীমা কার্য্যতঃ প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধেও এখন পর্য্যন্ত দেশে বিশেষ কিছু আগ্রহ তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। উপযুক্তরূপ চেষ্টা নিয়োজিত করিয়া এদেশে ঐসব ধরণের বীমার প্রসার সাধন করা খুবই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় খুবই সুখের বিষয়, জীবন বীমা ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায় গড়িয়া তোলার দিকে সম্প্রতি এদেশে প্রকৃত উদ্যোগ ও উৎসাহ নিয়া কার্য্য সুরু করা হইয়াছে। তবে ঐরূপ বীমার কাজ অবলম্বন করিয়া দেশীয় কোম্পানীর পক্ষে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করার পথে বহুবিধ অন্তরায়

রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এদেশের বীমা আইনে ঐসব অন্তরায় দূর করার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই।

বড় বড় বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার দরুণ ও অন্য প্রতিকূল অবস্থার দরুণ ভারতীয় কোম্পানীগুলি আজ পর্য্যন্ত জেনারেল ইন্সিওরেন্সের কাজ সম্বন্ধে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এদেশে অগ্নি বীমা, নৌ-বীমা ও মোটর বীমার যাহা কিছু কাজ হইতেছে, তাহার প্রায় সমস্তই বিদেশী কোম্পানীর মারফতে হইতেছে। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র বড় বড় সহরে অগ্নি বীমার কাজ হইয়া থাকে :—সাধারণতঃ শিল্প কারখানার বাটী ও যন্ত্রপাতি এবং ব্যবসায়ীদিগের মজুত দ্রব্য সামগ্রী প্রভৃতির জন্যই অগ্নি বীমা করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প কেন্দ্রসমূহের তুলনায় ভারতীয় সহরগুলিতে অনেক সম্পত্তি বর্ত্তমানে অগ্নি বীমার সুযোগ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। এদেশে মোটর বীমা ব্যবসায়ের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রতি বৎসর মাত্র সামান্য পরিমাণে মোটর বীমার কাজ হইয়া থাকে। তাহাও আবার মুখ্যতঃ বিদেশী বীমা কোম্পানীর মারফতে। মোটর চালাইতে গিয়া ক্ষতি, আঘাত বা মৃত্যুর যে সম্ভাবনা আছে, মোটর বীমাদ্বারা সে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা হয়। দুর্ঘটনার ফলে মোটরের মালিকদের উপর যে দাবী উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে সম্বন্ধেও মোটর পলিসি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত ব্যক্তির সম্বন্ধে দায়িত্ব (Third Party Risk) গ্রহণের নিয়ম মোটর বীমার অন্য প্রধান আকর্ষণ। এদেশে রাস্তাঘাটে মোটর দুর্ঘটনায় বিপদাপদের সংখ্যা দিন দিনই যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ঐ ধরণের বীমার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে খুবই উপলব্ধি করা যায়।

তবে জীবন বীমার দিক দিয়া ভারতে বর্ত্তমানে বীমা ব্যবসায়ের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা খুবই সন্তোষজনক বলিতে হইবে। নিম্নে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের বিভিন্ন সংখ্যা বিবরণ সঙ্কলিত হইল। উহা দৃষ্টে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের দ্রুত অগ্রগতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর আরও উন্নতি দেখা যাইবে—এ আশা ও ভরসা আমরা অবশ্যই পোষণ করিতে পারি।

বৎসর	হিসাবে গৃহীত কোম্পানীর সংখ্যা	বৎসরের নূতন কাজের পরিমাণ	বৎসরের শেষে চলতি বীমা	মোট আয়	উপস্থাপিত দাবীর পরিমাণ	প্রদত্ত বোনাস ও প্রত্যর্পণ মূল্য	পেনসন ও এনুইটিজ	বৎসর শেষে জীবনবীমা তহবিল
১৯২৭	৫৬	১২ কোটি টাকা	৬০ কোটি টাকা	৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা	১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা	৯ লক্ষ টাকা	৫২ হাজার টাকা	১৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা
১৯২৮	৫৯	১৫ „ „	৭১ „ „	৪ „ ২৯ „ „	১ „ ৩৮ „ „	১১ „ „	৬৪ „ „	১৭ „ ১৬ „ „
১৯২৯	৬২	১৭ „ „	৮২ „ „	৪ „ ৯২ „ „	১ „ ৬৪ „ „	১২ „ „	৬৩ „ „	১৮ „ ৭৩ „ „
১৯৩০	৬৮	১৬ „ „	৮৯ „ „	৫ „ ৪০ „ „	১ „ ৭৪ „ „	১৪ „ „	৬৭ „ „	২০ „ ৫২ „ „
১৯৩১	৮১	১৭ „ „	৯৮ „ „	৫ „ ৮৭ „ „	১ „ ৮৬ „ „	২১ „ „	৮২ „ „	২২ „ ৪৪ „ „
১৯৩২	৯৩	১৯ „ „	১০৬ „ „	৬ „ ৮৮ „ „	২ „ ৩ „ „	২৪ „ „	৮৬ „ „	২৫ „ ৭ „ „
১৯৩৩	১১০	২৪ „ „	১১৯ „ „	৮ „ ১৫ „ „	২ „ ২২ „ „	২৩ „ „	৮৯ „ „	২৮ „ ৭১ „ „
১৯৩৪	১৩৩	২৮ „ „	১৩৭ „ „	৮ „ ৩৪ „ „	২ „ ৫৭ „ „	২৮ „ „	৮৯ „ „	৩১ „ ৮৭ „ „
১৯৩৫	১৪৯	৩২ „ „	১৫২ „ „	৯ „ ৩৩ „ „	২ „ ৮১ „ „	৩৩ „ „	৯৯ „ „	৩৫ „ ১৯ „ „
১৯৩৬	১৬৫	৩৭ „ „	১৭৫ „ „	১১ „ ৩২ „ „	২ „ ৯৯ „ „	৩৩ „ „	১ লক্ষ ৩ „ „	৪০ „ ২০ „ „

শেয়ার বাজারের গঠন ও কর্ম্মপ্রণালী

[শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর, এম-এ]

শেয়ার বাজার অতি ভয়ঙ্কর স্থান! যাঁহারা ইহার সংস্পর্শে আসেন, তাঁহাদের অচিরে ধনস্থানে শনিলাভ ঘটে!

শেয়ার বাজারের সংস্পর্শে যাঁহারা কখনও আসেননি, অথবা শেয়ার বাজার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র কোন সত্যিকার জ্ঞান নাই তাঁহাদের মুখ হইতেই শেয়ার বাজার সম্বন্ধে উপরোক্ত ও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, শেয়ার বাজার জুয়াচোর ও দালালগণের আড্ডা—তাহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে লোকের সর্ব্বনাশ ও অর্থনাশ ঘটাইতে। প্রকৃত পক্ষে শেয়ার বাজার এইরূপ কোন ভয়ঙ্কর স্থান নহে। শেয়ার বাজারের নিয়ম-কানুন এত কড়া যে, জুয়াচুরির লেশমাত্র সেখানে ঘটিবার উপায় নাই।

এখনকার দিনে সুনিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার সর্ব্বদাই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ শেয়ার বাজারকে ব্যবসা জগতের স্নায়ুকেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেন এবং এই বর্ণনার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।

বর্ত্তমান জগত ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ধনতান্ত্রিক জগতের অঙ্গস্বরূপ। এই যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধনের অংশ বা শেয়ারের কেনা-বেচাই শেয়ার বাজারে হইয়া থাকে। সুতরাং শেয়ার বাজারকে একরকম ধনতান্ত্রিক জগতের ভিত্তিস্বরূপ বলা যায়।

কিন্তু শেয়ার বাজারে যে কেবল যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারেরই কেনা-বেচা হয়, তাহা নহে। বহু সরকারী ও বে-সরকারী ঋণপত্রসমূহের কেনা-বেচাও এই শেয়ার বাজারেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভবের বহুপূর্ব্বে শেয়ার বাজারে একমাত্র সরকারী ও বে-সরকারী ঋণপত্রসমূহেরই কেনা-বেচা হইত। এইরূপ সরকারী ও বে-সরকারী ঋণপত্রসমূহের কেনা-বেচা লইয়াই জগতের প্রথম শেয়ার বাজারের গোড়াপত্তন হয়। তখনকার দিনের শেয়ার বাজার বলিতে কিন্তু এখনকার দিনের মত কোন সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইত না। কতকগুলি দালাল একত্রিত হইয়া কাফিখানায় বা মুক্তস্থানে বা রাজপথে বা বৃক্ষতলে কেনা-বেচা করিত। এমন কি বিলাতেও প্রায় দুই শত বৎসর কাফিখানায় শেয়ারের কেনা-বেচা হইবার পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রথম নির্দ্দিষ্ট স্থানে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কলিকাতায় ও ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে বোম্বাই নগরীতে শেয়ারের কেনা-বেচার সূচনা হয়। কিন্তু এই কেনা-বেচা মুক্তস্থানে রাজপথে বা গাছতলাতেই হইত। এখন যেখানে জেমস্ ফিন্‌লে কোম্পানীর আফিস ও চাটার্ড ব্যাঙ্ক ভবন অবস্থিত, ঠিক সেই স্থানেই এক গাছতলায় দালালগণ একত্রিত হইয়া শেয়ারের কেনা-বেচা করিত। জেমস্ ফিন্‌লে কোম্পানীর আফিস নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইলে, এখন যেখানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অবস্থিত, ঐস্থানে এক মুক্তজমিতে দালালগণের কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। তখনকার দিনে কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়মকানুন ছিল না এবং দালালগণ খুব শান্তিপূর্ণভাবে কেনা-বেচা সম্পাদন করিত। কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দুইজন ভারতীয় দালালের মধ্যে রাস্তায় এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটাতে দালালগণ একটি সুনিয়ন্ত্রিত ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হন্। ২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসের ভবনে এখন যেখানে পাটের ফাট্‌কাবাজার অবস্থিত, ঐস্থানে ১৯০৮ সালে প্রথম কলিকাতার ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। যথেষ্ট পুঁজির অভাবে এই ষ্টক্ এক্সচেঞ্জকে প্রথমে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সূচনার পর হইতে বাজারে অসম্ভব রকম শেয়ারের কেনা-বেচার ফলে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের সমৃদ্ধি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ইহার মজুত তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমিয়া গিয়াছিল। ১৯২৩ সালে কলিকাতা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ লিমিটেড্ কোম্পানী আইন অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয়। ১৯২৭ সালে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ ৭নং লায়ন্স রেঞ্জে নিজভবনে স্থানান্তরিত হয় ও তৎকালীন বাংলার গভর্ণর স্যার ষ্টানলী জ্যাকসন্ ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এখন কলিকাতা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ জগতের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত ষ্টক্ এক্সচেঞ্জসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহার বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা মোট ২১৮ জন। সভ্যগণ সকলেই ধনশালী ব্যক্তি। সভ্য হইতে হইলে প্রথমে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের একখানি শেয়ার কিনিতে হইবে। ইহার বর্ত্তমান বাজার মূল্য ২৫,০০০ টাকা। কিন্তু ২৫,০০০ টাকা থাকিলেই যে কেহ ইচ্ছানুযায়ী সভ্য হইতে পারেন না। কেননা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের শেয়ার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ও সকলগুলিই বিলিকৃত। কোন সভ্য নিঃসন্তান হইয়া মারা গেলে, বহিষ্কৃত হইলে বা দেউলিয়া হইয়া গেলে বা কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিলে তবেই শেয়ার কিনিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সাধারনতঃ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের সেক্রেটারী ঐ শেয়ারের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডারদাতাকেই শেয়ারখানা বিক্রয় করা হয়। কিন্তু শেয়ার ক্রয় করিবামাত্রই কেহ সভ্য হন না। সভ্য হইবার জন্য তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রবেশ ফি দিয়া ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে কমিটীর নিকট আবেদন করিতে হয়। আবেদন কমিটী কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে তবে তিনি সভ্য তালিকাভুক্ত হইবেন ও বাজারে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে টিকিট দেওয়া হইবে। বিনা টিকিটে কেহ শেয়ার বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই ২১৮ জন মূলসভ্য ছাড়া প্রায় ৪৫০ জন সহকারী সভ্য আছে। সহকারী সভ্য হইবার জন্য ৫০০ হইতে ২০০০ টাকা ফি দিয়া ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ কমিটীর নিকট আবেদন করিতে হয়। আবেদন গ্রাহ্য হইলে ঐ সহকারী সভ্যের নামে বাজারে প্রবেশ করিয়া কাজ করিবার জন্য টিকিট দেওয়া হয়। সহকারী সভ্যগণ কিন্তু বাজারে নিজ নামে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সমস্ত কেনা-বেচা তাঁহাদের মূল সভ্যের নামে করিতে হয়। এক ফার্ম্মের সহকারী সভ্য অপর কোন ফার্ম্মের নামে কাজ করিতে পারেন না।

প্রত্যেক মূল ও সহকারী সভ্যকে মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে হয়।

ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্য্য প্রণালী ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ৪ জন ইউরোপীয়, ৪ জন বাঙ্গালী, ৪ জন মাড়োয়ারী ও ৪ জন হিন্দুস্থানী—এই মোট ১৬ জন সভ্য লইয়া ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের কমিটী গঠিত। কমিটির অসীম ক্ষমতা আছে। সভ্যগণের মধ্যে কেনা-বেচা সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা তাঁহারাই করেন। নিয়ম কানুন তাঁহারাই প্রয়োগ করেন এবং এই সকল নিয়ম কানুন এতদূর কড়া যে, অনেক ক্ষেত্রে কোন অপরাধী সভ্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাঁহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত কমিটীর উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ব্যালট নির্ব্বাচন দ্বারা নূতন কমিটী গঠিত হয়। ঐ সময়ে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের সভাপতিও নির্ব্বাচিত হন্। বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দত্ত, এম্, এস্ সি। তিনিই ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে মাড়োয়ারীর অসাধারণ প্রাধান্য সম্বন্ধে বাহির হইতে অনেক কথাই শুনা যায়। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এযাবৎ একজনও মাড়োয়ারী ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই।

এই বার এখানে শেয়ার বাজারে কিরূপে শেয়ারের কেনাবেচা হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ দিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শেয়ার বাজারে সভ্য ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই। কেবল মাত্র ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জের কর্ম্মচারিগণের প্রতি এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। বাহিরের লোকের ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে তিনি ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জের সেক্রেটারীর অনুমতি লইয়া উপরের গ্যালারী হইতেই ইহা পরিদর্শন করিতে পারেন। প্রতি বৎসর বহু রাজা, মহারাজা ও সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীকে এই ভাবেই ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জ পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। জগতের সকলস্থানের ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জের নিয়মই অনুরূপ। ইহা জানিবার বিষয় যে, এক সময় লণ্ডন ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে অনধিকার প্রবেশকারী বাহিরের লোককে Lynch পর্য্যন্ত করা হইত। ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে আমাদের কলিকাতা ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জের প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে "কেবল সভ্যগণের জন্য" এই কথা লেখা থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই বহু ব্যক্তি এমন কি সাহেবগণ পর্য্যন্ত ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জের ভিতর অনধিকার প্রবেশ করিতে যাইয়া হিন্দুস্থানী ও শিখ দ্বার-রক্ষীগণের হস্তে অযথা নিগৃহীত হন্। এবং এই নিগ্রহের প্রতিকারের নিমিত্ত তাঁহারা সেক্রেটারীর নিকট আসিয়া অনুযোগ পর্য্যন্ত করেন—কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে অনধিকার প্রবেশের নিমিত্ত নিগ্রহের প্রতিকারের আশা করা মূর্খতা মাত্র।

এখন কথা হইতেছে যে, ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের ভিতর যখন সভ্যগণ ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, তখন সাধারণ লোক কি করিয়া শেয়ারের কেনাবেচা করে। ইহা খুব সোজা। বাজারের বাহিরে ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জ বিল্ডিংয়ে বা নিকটস্থ কোন স্থানে অধিকাংশ দালালেরই অফিস আছে। ঐ অফিসে যাইয়া কিনিবার বা বেচিবার অর্ডার দিলেই সমস্ত কাজ মিটিয়া যায়। ইহা ছাড়া বাজারের ভিতর ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জের নিজের টেলীফোন এক্স্চেঞ্জ আছে। এই টেলিফোনে ডাকিলে সকল সময়েই বাজারে অবস্থিত যে কোন দালালকে পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জ বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকে একটি বেষ্টিত প্রাঙ্গণ আছে। ইহার নাম Northern Enclosure. এই Enclosureএ প্রবেশ করিবার জন্য সাধারণকে ৩৲ টাকায় ছয়মাসের মেয়াদী টিকিট দেওয়া হয়। এই Enclosureএ প্রবেশ করিয়া যে কোন লোক দালালের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন।

ঠিক কি ভাবে শেয়ারের কেনা-বেচা হয় তাহার কথা এইবার বলি। মনে করুন, আপনি ১০০ (এক শতের কম সংখ্যক শেয়ারের কাজ বাজারে হয় না) বাম্মা কর্পোরেশন কোম্পানীর শেয়ার কিনিবেন। আপনি দালালের অফিসে যাইয়া তাঁহাকে ১০০ বাম্মা কর্পোরেশনের শেয়ার কিনিতে বলিলেন। আপনার দালাল বাজারে যাইয়া "বাম্মা কর্পোরেশন," "বাম্মা কর্পোরেশন" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। ঐ চীৎকার শুনিয়া আর পাঁচজন দালাল তাহার নিকট সমবেত হইবে। তাহারা উহার দাম বলিতে থাকিবে। দুই রকমের দাম বলিবে—কিনিবার ও বেচিবার। আপনার দালাল কিনিবে কি বেচিবে তাহা এখনও পর্য্যন্ত গোপন রাখিয়াছে। তাহার মনোমত দর পাইলেই সে আপনার জন্য ১০০ শেয়ার কিনিয়া লইবে। উভয়েই পরস্পরের খাতায় ঐ কেনা-বেচার কথা লিখিয়া লইবে। তারপর আপনার দালাল এক টুকরা কাগজে ঐ শেয়ারের নাম ও যে দামে কিনিল সেই দাম লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া বাজারের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত Quotation Boxএ ফেলিয়া দিবে। ঐ দাম তৎক্ষণাৎ একটি বিরাট Black Boardএ অপর পাঁচজন দালালের অবগতির জন্য লিখিত হইবে। তৎপর দিবসে সকালে ঐ দাম আপনি সংবাদপত্রে দেখিতে পাইবেন।

বিকালে আপনার দালাল আপনার নিকট Contract পাঠাইবে ও উহা গ্রহণ করিয়া আপনাকে একটি রসিদ দিতে হইবে। আপনার ১০০ বাম্মা কর্পোরেশন শেয়ার কিনিবার ইহাই প্রথম লিখিত চুক্তি হইল। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু কাজ সব মুখের কথাতেই হইতেছিল! এইজন্য প্রায় বলিতে

শোনা যায় যে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে Sanctity of words, যেরূপ ভাবে সংরক্ষিত হয় এরূপ আর কুত্রাপিও হইতে দেখা যায় না।

যেদিন আপনি শেয়ার কিনিলেন, তাহার তৃতীয় বা পরবর্ত্তী কোন দিনে আপনাকে ঐ ১০০ বার্ম্মা করপোরেশন শেয়ারের ডেলিভারী লইতে হইবে। দালাল ঐদিন আপনাকে ১০০ শেয়ারের অংশপত্র (Scrip) দিবে ও আপনাকে উহার দাম দিতে হইবে। আপনি এখন ঐ শেয়ারের মালিক হইলেন বটে, কিন্তু কোম্পানীর অংশীদার হইবার জন্য আপনাকে অংশ পত্রের সহিত সংলগ্ন Transfer Deed এর উপর আপনার নাম কোন সাক্ষীর সমক্ষে স্বাক্ষরিত করিয়া ও উহাতে Stamp Dutyর তালিকা অনুযায়ী Stamp লাগাইয়া রেজিষ্ট্রেশন ফির সহিত কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কত Stamp লাগাইতে হইবে ও কত রেজিষ্ট্রেশন ফি পাঠাইতে হইবে, তাহা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ হইতে প্রকাশিত Stock Exchange Official Year Book-এ উল্লিখিত আছে। কোম্পানীর খাতায় কোম্পানী পূর্ব্ববর্ত্তী অংশীদারদের নাম কাটিয়া আপনার নাম তৎপরিবর্ত্তে লিখিয়া ঐ অংশপত্র আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করিবে। তখন হইতে আপনি ঐ কোম্পানীর অংশীদার বলিয়া গণ্য হইবেন ও ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি পাইবেন।

তৃতীয় দিবসে শেয়ার ডেলিভারীর যে নিয়ম কলিকাতা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে প্রচলিত আছে, তাহা বোম্বাই বা লণ্ডন ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ হইতে বিভিন্ন; কিন্তু নিউইয়র্ক ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের নিয়ম হইতে অভিন্ন। বোম্বাই বা লণ্ডন ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে প্রতি পনর দিন অন্তর কেনা-বেচার Settlement হয়। ঐ দিনকে Settlement Day বলা হয়। দুইজন দালালের মধ্যে এক Settlement Day হইতে আর এক Settlement Dayর মধ্যে যত কেনাবেচা হইয়াছে, তাহার হিসাবের নিষ্পত্তি ঐ দিন হয় ও যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে ঐ দিন দেওয়া হয়।

কলিকাতা শেয়ার বাজারে তৃতীয় দিবসে নগদ মূল্য দিয়া শেয়ার ডেলিভারী লইবার বাধ্যবাধকতা থাকায় এখানে Speculation খুব কম হয়। শেয়ার মার্কেটের Speculation সাধারণতঃ দুই প্রকারের—Bull ও Bear। বাজার অচির ভবিষ্যতে চড়িবে এবং চড়িলে বেশী দামে বেচিব—এই আশায় যখন কেহ শেয়ার কেনে, তাহাকে Bull বলা হয়, এবং বাজার অচির ভবিষ্যতে পড়িবে এবং পড়িলে কম মূল্যে কিনিয়া ডেলিভারী দিব—এই আশায় যখন কেহ শেয়ার বেচে, তাহাকে Bear বলা হয়। বাজারের উঠানামা কোম্পানীর মুনাফা ও আনুষঙ্গিক নানারূপ ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং Bear বা Bull এই সকলের উপর নজর রাখিয়াই Speculation করে।

পূর্ব্বেই Stock Exchange Official Year Book-এর কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ কলিকাতা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ ছাড়া কেবল লণ্ডন ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ ও নিউইয়র্ক ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ Investorsদের বিশেষ কাজে লাগে। ইহাতে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের সমস্ত নিয়ম-কানুন ও চারি শতের অধিক গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট ট্রাষ্ট, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র ও ৮০০ যৌথ মূলধনে গঠিত কোম্পানীর বিশদ বিবরণ আছে। প্রতি কোম্পানীর ব্যবসার বিবরণ, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারের সংখ্যা, পরিচালকবর্গের নাম, ম্যানেজিং এজেণ্টের নাম, ঠিকানা, বেতন, অংশীদারগণের ভোট দিবার ক্ষমতা, হিসাব পরীক্ষকের নাম, ডিভিডেণ্ডের সময়, গত দশ বৎসরের ডিভিডেণ্ড ও শেয়ারের মূল্য তালিকা প্রভৃতি আছে। বর্ত্তমান লেখক ইহার সম্পাদনা করেন।

ভারতবাসীর জীবিকা সংস্থানের পন্থা

ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা গত ১৯৩১ সালের মাথা গুণতি অনুসারে মোট ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৮ হাজার। উহার মধ্যে উক্ত বৎসরে ১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯০ হাজার লোক কোন না কোনও প্রকার কাজে লিপ্ত ছিল। এই সব লোকের মধ্যে গত ১৯৩১ সালে ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮২ হাজার লোক কৃষি, মাছের ব্যবসা প্রভৃতিতে; ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭ হাজার লোক শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি প্রভৃতির কাজে, ১ কোটি ২ লক্ষ ৫৪ হাজার লোক ব্যবসা বাণিজ্য ও যান-বাহন শিল্পে, ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক সরকারী চাকুরীতে, ২৩ লক্ষ ১০ হাজার লোক আইন ব্যবসা, চিকিৎসা ব্যবসা প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসাতে এবং ২ কোটি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার লোক অন্যান্য কাজের মারফতে জীবিকার সংস্থান করিত।

বাঙ্গলায় লবণ ও লবণজাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা

[পি, চৌধুরী]

বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের প্রাচীন ইতিহাস, বাঙ্গলার লবণ শিল্প ধ্বংসের কাহিনী, আধুনিক কালে বিদেশাগত লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানীশুল্ক ধার্য্য ও উহার বিলোপ, বাঙ্গলায় বিবিধ লবণ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের বিবিধ অনাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে তৎসম্বন্ধে এখানে নূতন করিয়া কিছু বলিতে চাহি না। বর্ত্তমানে ইউরোপে আর একটী মহাযুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাঙ্গলার লবণ ও লবণজাত শিল্প সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সকলেই জানেন যে, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ লবণের জন্য সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী। বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর ৫ লক্ষ টনের মত লবণ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে উহার প্রায় সাকুল্য অংশই এডেন, জিবুটী, লিভারপুল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইত। এখন ভারতবর্ষের করাচী ও অন্যান্য অঞ্চলে লবণ শিল্পের প্রসারের ফলে বাঙ্গলার লবণের চাহিদার বহুলাংশ ঐ সব স্থান হইতেও সরবরাহ হইতেছে। কিন্তু ইউরোপে যদি একটী মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার অবস্থা কি প্রকার ঘটিবে? এই বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা হইতে বাঙ্গলা দেশের ভয় পাইবার অনেক কারণ রহিয়াছে। গত ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলার বাজারে এডেনজাত লবণের আমদানী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে লিভারপুল, হামবুর্গ ও সেলিকের লবণ কারখানার মালিকগণ জোটবদ্ধী হইয়া বাঙ্গলার বাজারে অত্যধিক চড়ামূল্যে লবণ বিক্রয় করিত। ঐ সময়ে বাঙ্গলায় প্রতি এক শত মণ লবণের মূল্য ছিল ৬৯ টাকা। কিন্তু বাঙ্গলায় এডেনের লবণ আমদানী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত লিভারপুল প্রভৃতি স্থানের লবণ বিক্রেতাগণ লবণের মূল্য কমাইয়া এক পক্ষ কালের মধ্যে উহা ৩০ টাকায় পরিণত করে। এই বিবরণ হইতে বিদেশী লবণ বিক্রেতাগণ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বাঙ্গলা দেশকে কি ভাবে শোষণ করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। গত ১৯২৭ সালেও বিদেশী লবণ বিক্রেতাগণ এই ভাবে জোটবদ্ধী হইয়া বাঙ্গলা দেশকে নির্ম্মমভাবে শোষণ করিয়াছিল। ১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতার বাজারে লিভারপুল ও অন্যান্য দেশীয় লবণের প্রতি এক শত মণের মূল্য ছিল ৬২ হইতে ৬৫ টাকা। কিন্তু বিদেশী লবণ বিক্রেতাগণ ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে জোটবদ্ধী হওয়ার পরে উহার মূল্য দাঁড়ায় ১১৮ টাকা। তৎপর জুন মাসে উহা ১২২ টাকায় পরিণত হয় এবং ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই দর বলবৎ থাকে। এই সময়ে রুমানিয়া হইতে বাঙ্গলার বাজারে লবণ আমদানী আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে লিভারপুল ও অন্যান্য স্থানের লবণ বিক্রেতাগণ লবণের মূল্য প্রতি এক শত মণে ২৮ টাকা কমাইয়া দেন। কিন্তু উহাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে রুমানিয়া ও অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় লিভারপুল প্রভৃতি স্থানে লবণ বিক্রেতাদের জোট ভাঙ্গিয়া যায়। এই জোট যতদিন বলবৎ ছিল, ততদিন বাঙ্গলা দেশকে লবণের জন্য ন্যায্য মূল্য অপেক্ষাও এক কোটী টাকা বেশী মূল্য দিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশকে লবণের মারফতে এই ভাবে নির্ম্মমভাবে শোষণের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি লবণ শিল্প সম্বন্ধে ভারতীয় টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের ১১ হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। আমাদের কথা এই যে, ইউরোপে যদি পুনরায় একটী মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এডেন, পূর্ব্ব আফ্রিকা, এমন কি করাচী হইতেও জাহাজ-যোগে বাঙ্গলায় লবণ আমদানীর পথ বহুলাংশে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় যাহারা বাঙ্গলার বাজারে লবণ আমদানী করিবে, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া লবণের মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিতে পারে। লবণ দেশের দরিদ্রতম জনসাধারণেরও নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী। যদি উহার মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যায়, তাহা হইলে দরিদ্র ব্যক্তিদেরই কষ্ট বেশী হইবে। এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের এখন হইতেই উহার প্রতিকারের জন্য সতর্ক হওয়া

আবশ্যক। বাঙ্গলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে বর্ত্তমানে কুটীর শিল্প হিসাবে যে লবণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার পরিমাণ কম নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি ভারত সরকারের অনুমতি লইয়া এই লবণ সংগ্রহ ও গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা করেন অথবা কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের ভার দেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার কুটীর শিল্পের মারফতে লবণের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং সেরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় যাহারা বাহির হইতে লবণ আমদানী করিয়া বিক্রয় করে তাহারা জোটবন্দী হইয়াও লবণের মূল্য খুব বেশী চড়াইতে সমর্থ হইবে না। আগামী যুদ্ধে বাঙ্গলাদেশে লবণের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে—গবর্ণমেণ্ট যদি উহা দেখিতে না চাহেন, তাহা হইলে অবিলম্বে উপরোক্ত কোন প্রকার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে।

লবণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, লবণজাত শিল্প সম্বন্ধে তাহা অনেকাংশে সত্য। সমুদ্রের যে লোনা জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে (১) ম্যাগ্নিসিয়াম ক্লোরাইট (২) সোডিয়াম সালফেট (৩) ম্যাগ্নিসিয়াম সালফেট (৪) সোডিয়াম বাই-কার্ব্বোনেট, সোডিয়াম কার্ব্বোনেট বা সোডা এশ এবং (৫) ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি অনেক রাসায়নিক দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। উহার মধ্যে প্রথমটী কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন কাপড়ে মাড় দিবার জন্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী ঔষধ হিসাবে, চতুর্থটী খাওয়া বা কাপড়কাচার সোডা নামে এবং পঞ্চমটী কাপড়কাচা, কাগজ তৈরী জীবাণুনাশ প্রভৃতি কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় এই সব জিনিষের ব্যবহার কম নহে এবং কলকারখানার প্রসার ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব জিনিষের ব্যবহার যে অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলায় সমুদ্রের জল হইতে এই সব রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য আজ পর্য্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্টাই হইতেছে না। এতদিন যাবৎ বাঙ্গলায় এই সব জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। কিন্তু প্রধানতঃ এই সব শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাবের ঝেলাম জেলার খেওড়া নামক স্থানে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানী ৫ কোটী টাকা মূলধন লইয়া বিরাট কারখানা স্থাপন করিতেছেন। ওখা বন্দরের সন্নিকটে ৬।৭ বর্গমাইল পরিমিত স্থান ইজারা লইয়া ৫ কোটী টাকা মূলধন সহায়ে টাটা কোম্পানীর যে বিরাট রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হইতেছে, তাহাতেই এই সব জিনিষ ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইবে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই সব জিনিষের জন্য বাঙ্গলা দেশ বিদেশের পরিবর্ত্তে ওখা ও খেওড়া কারখানার মুখাপেক্ষী হইবে। যুদ্ধের সময়ে এই সব জিনিষের বিক্রেতাগণও যে বাঙ্গলা দেশের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবেন না, তাহা বলা যায় না। ইতিপূর্ব্বে বিদেশীগণ এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে—তাহার নজীর আছে।

আমি বাঙ্গলা দেশে লবণজাত রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গবেষণাকার্য্য চালাইতেছি। আমার ধারণা যে, সামান্য দুই এক লক্ষ টাকা মূলধন হইলেই বাঙ্গলায় লাভজনক উপায়ে একটী ছোটখাট লবণজাত রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে।

জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্ক ও কৃষি

[শ্রীঅনিলকুমার বসু, সেক্রেটারী, নাথ ব্যাঙ্ক]

কৃষিজীবী এই ভারতবর্ষ। অধুনা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষ যদিও শিল্পোন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে, তথাপি লোকসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মাত্র শতকরা দশজন লোক শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে। সুতরাং জনসংখ্যার অধিকাংশ ভাগই যেখানে কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত, সেখানে কৃষিকার্য্য আধুনিক উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালাইতে হইলে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সরবরাহ করিতে হইলে কৃষিজীবীদের অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবাসীমাত্রই দারিদ্র্যগ্রস্ত। যেখানে কৃষকদের বৎসরে নয় মাস ঘরে বসিয়া কাটাইতে হয়, সেখানে তিন মাস কাজ করিয়া যে কত স্বল্প উপার্জ্জন হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। নয় মাস প্রায় ঋণ করিয়াই কাটাইতে হয়। ঋণ লাঘবের ও সঞ্চয় করিবার একমাত্র উপায় তাহাদের এই তিন মাসের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অর্থ। কিন্তু তাহার সবটুকুই ব্যয়িত হয় পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য। কিন্তু তাহাতেও ঋণের ভার নিঃশেষ হয় না। সুতরাং ঋণের মাঝেই তাদের জন্ম, ঋণের মাঝেই বাস এবং ঋণেতেই বিনাশ।

ফসল উৎপাদনের সময় তাহাদিগকে গ্রাম্য মহাজনদের আশ্রয়-প্রার্থী হইতে হয়। সুযোগ বুঝিয়া মহাজনরাও অনন্যোপায় কৃষকদিগকে টাকায় মাসিক এক আনা, এমন কি দুই আনা সুদে টাকা ধার দিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা ইহাতেও পরিতৃপ্ত হয় না। উপরন্তু মাঠের যাবতীয় ফসল নিজেদের করায়ত্ত করে। ফলে কৃষকদের নিজস্ব বলিতে কিছুই থাকে না। ফসল বিক্রয় করিবার সময় হইলে তাহাদিগকে মহাজনদের কাছেই জলের দরে সমস্ত উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের পারিশ্রমিক কিছুই পোষায় না। চক্রবৃদ্ধি রীতিতে সুদের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতে থাকে মাত্র। এই অবস্থা দূরীকরণের ও কৃষকের চাহিদা মিটাইবার উপায় কি হইতে পারে, উহাই বিবেচ্য বিষয়। এই সমস্যা নানা উপায়েই সমাধান করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় Joint Stock Bank এই বিষয়ে কৃষককুলকে কতখানি সাহায্য দান করিতে পারে, ইহাই আমি এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতের নিধি, চিট ও লোন অফিসগুলি কৃষকদিগকে বহুল পরিমাণে টাকা ধার দিয়া আসিতেছে। মাদ্রাজ প্রদেশে নিধি এবং বাঙ্গলা দেশের লোন অফিসগুলির উদ্যম এই দিক দিয়া সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু অধুনা লোন অফিসগুলির দুরবস্থা ধার পাইবার সহজ পথকে একেবারে রুদ্ধ করিতে বসিয়াছে। এই লোন অফিস-গুলিকে বাঁচাইতে না পারিলে কৃষকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। এখন প্রধান কথা এই যে, Joint Stock Bank গুলি এই রুদ্ধপ্রায় পথ বাধামুক্ত করিতে কতদূর সাহায্য করিতে পারে। Joint Stock Banking-এর প্রধান সূত্রই এই যে, ব্যাঙ্কগুলিকে আমানতের বেশীর ভাগ অল্প সময়ে নগদ টাকাতে পরিবর্ত্তিত করিবার সহজ অবস্থাতে সব সময় রাখিতে হয়। নিরাপত্তার পথ রাখিয়াই দাদনরীতি অবলম্বন করিতে হয়। এই উভয়কুল বজায় রাখিয়া, ব্যাঙ্কগুলি উৎপন্নদ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অনায়াসে কৃষকদিগকে অল্প সুদে ধার দিতে পারে। কারণ বিক্রয়ার্থ ফসল বাজারে প্রেরণ করিবার জন্য টাকার যে চাহিদা হয়, তাহা তিন মাসের মধ্যেই কড়ায় গণ্ডায় ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্কের টাকা বেশীদিন এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়া যায় না। যদি দৈবনিগ্রহে কৃষকগণ টাকা শোধ নাও দিতে পারে, তবুও ব্যাঙ্কের টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তাহারা ঐ বন্ধকীয় কৃষিজাত পণ্য অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ক্ষতির চাইতে লাভের অঙ্কটাই মোটা বেশী। এবম্বিধ দাদনরীতি নিরাপত্তার দিক হইতে সম্পূর্ণ অনুকূল এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি স্ব স্ব গুদামে ফসল মজুত করিয়া কৃষকদিগকে ধার দিয়া থাকে। ইহাতে কৃষকদিগের নিরাপদ স্থানে ফসল মজুত করিবার দুশ্চিন্তা অনেকখনি লঘু করে। তাহাদের এমন কিছু সংস্থান নাই, যদ্দারা ঐ উৎপন্নদ্রব্য ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্রের হাত হইতে দূরে নিরাপদ ভাবে কোথাও রাখিতে পারে। ব্যাঙ্কের গুদামে ঐ সব জিনিষ রাখিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কারণ, প্রায় প্রত্যেক গুদামই insured থাকে। সুতরাং অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলা হইতে সর্ব্বস্ব হারাইবার ভয় একটু কম। ইহাতে কৃষকদিগের অধিকমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। কারণ তাহাদের Holding Capacity বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোন কোন স্থানে কৃষককুল এই উপায়ে টাকা ধার করিবার মোটেই পক্ষপাতী নহে। কারণ ইহাতে তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর কঠোর অনুশাসনে চলিতে হয় এবং সময় বিশেষে ইহার একটু ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা থাকে না। এতদ্ব্যতীত বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিবার যে বদনাম, তাহা এই নিরক্ষর কৃষি কিনিতে চায় না। ইহাতে নাকি বাজারে তাহার সুনাম নষ্ট হয়। কিন্তু সুখের বিষয় শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে এইরূপ মনোভাব দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কৃষিজীবীরা এই রীতিতেই বেশীর ভাগ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া অন্যভাবেও তাহারা ঋণ করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহাদিগকে মহাজনের মারফতে কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতে হয়। মহাজনরাও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল চালান দিবার সময় অন্য লোকের উপর হুণ্ডি কাটে। অনেক সময় ঐ হুণ্ডি রেলওয়ে রসিদ সমেত থাকে। তাহাতে মালের মোটা-মুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অনেক সময় তাহারা ব্যাঙ্কের কাছ হইতে গৃহীত (accepted) হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া নিজেদের অর্থের প্রয়োজনীয়তা মিটায়। ইহাতে ব্যাঙ্ককে মাঝে মাঝে

ঠকিতেও হয়। অনেক সময় বাজে হুণ্ডিও কাটা হয়। প্রায়ই এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, রেলওয়েতে যে মাল পাঠান হয়, তাহার সহিত রেলওয়ে রসিদে উল্লিখিত দ্রব্যের সহিত মিল হয় না। সুতরাং ব্যাঙ্কের এই সব হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং drawer ও draweeর উপযুক্ততা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া বিধেয়।

এই স্থানে আমার একটু বলিবার আছে। কৃষকদিগের সামর্থ্য ও ঋণ পরিশোধের উপযুক্ততা সম্বন্ধে বর্ত্তমান ঋণ-সালিশী বোর্ড ব্যাঙ্কগুলিকে নানাপ্রকার তথ্য জোগাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাতে ব্যক্তিবিশেষে ঋণ দিবার ও তাহাদের গৃহীত হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার সময় ব্যাঙ্কগুলিকে কোন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয় না। এই বোর্ড যেমন ঋণের মীমাংসা করিয়া দেয়, তদ্রূপ যদি তাহারা কৃষকদিগের বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে প্রয়োজন-বোধে ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের সততা এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খবরাখবর দেয়, তাহা হইলে কৃষকদিগের ধার পাইবার পথ অনেকটা সুগম হয়। অধুনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে Agricultural বিল গচ্ছিত রাখিয়া ধার দিবার প্রসঙ্গে নানা আলোচনা হইতেছে। এই সম্বন্ধে Agricultural Credit Department অনেক গবেষণা করিতেছে। Reserve Bank of India Actএ এই সকল কৃষিবিল ভাঙ্গাইবার ও তাহা গচ্ছিত রাখিয়া টাকা ধার দিবার নির্দ্দেশ আছে।

কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই এই কথাটি আছে যে, ঐ সকল বিল ভাল ভাল লোকের দ্বারা গৃহীত হওয়া উচিত। কয়েক মাস পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার জেমস্ টেলার এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন-—যে সকল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এই সকল কৃষিবিল রাখিয়া টাকা ধার দিবে, তাহাদিগকে শতকরা এক টাকা রিবেট দেওয়া হইবে।

তিনি এই দিক দিয়া যে রীতি প্রচলন করিয়াছেন, তাহা সফল হইতে পারে—যদি এই সকল ঋণসালিশী বোর্ড তাহাদের Special Officerদের সাহায্যে ব্যাঙ্কগুলিকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। আর এক উপায়েও এই ব্যাঙ্কগুলি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। যদি স্থানীয় লোকের সমবায়ে তদ্দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়, তাহা হইলে স্থানীয় লোকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা অনেক খবর আহরণ করিতে পারে। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Local Advisory Board. ভারতীয় অনেক ব্যাঙ্কই এইরূপ কমিটির উপদেশ অনুযায়ী দাদননীতির অনুশীলন করে। এইসব ব্যাপারে আমরা একমত হইয়া বলিতে পারি যে, যতদিন পর্য্যন্ত শেয়ার মার্কেটের মত বিলমার্কেট গঠিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষিবিল গচ্ছিত রাখিয়া টাকা ধার দিবার পথ বাধামুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যাহাতে অচিরেই এইরূপ একটি বিলমার্কেট গঠিত হইতে পারে, তৎপ্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে Lincensed Ware House System-এর প্রবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে গুদামের রসিদ রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার রীতি প্রচলিত। এই নীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমেরিকাতে Ware Housing Act পাশ করা হইয়াছে। ভারতের কৃষি-প্রধান প্রদেশে যদি এইরূপ লাইসেন্সড্ গুদাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা যায়, তবে কৃষিজীবীদের অল্প সুদে টাকা ধার পাইবার পথ খুব প্রশস্ত হয়। কারণ ঐ গুদামের রসিদ রাখিয়া যে কোন ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ঋণ পাওয়া যায়। এই রসিদের অর্থই এই যে, তৎপরিমাণ মাল গুদামজাত আছে। মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এই দিক দিয়া বিশেষ প্রচেষ্টা হইতেছে এবং তাহাদের সৎপ্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশে যাহাতে নূতন নূতন Lincensed Ware House প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রপাতিও একেবারে সামান্য—বেশীর ভাগ ভগ্নপ্রায়।

সুতরাং এই সব বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার পাওয়ার আশা লুপ্তপ্রায়। একমাত্র উৎপাদিত ফসলের উপরই তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং যাহাতে তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণের জন্য অল্প সুদে টাকা পায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কৃষিবিল রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ হইতে টাকা ধার পাওয়ার যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিরই দায়িত্ব বেশী। কারণ ঐ বিল যদি কোন তালিকা-ভুক্ত ব্যাঙ্কদ্বারা গৃহীত হয়, তবেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে উহা রাখিয়া ধার পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে এই সব ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে হইলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিরও গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অধুনা Moneylender's Act পাশ করিবার যে হিড়িক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিতে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেও উহার কবল হইতে রেহাই দেওয়া হইতেছে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন হয় এই ব্যাপারের কুফল সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। অন্ততঃ যদি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বাদ দেওয়া না যায় তবে কৃষকের ঋণ পাওয়ার পথ দিন দিন সঙ্কীর্ণতর হইবে।

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় শর্করা শিল্পের অবস্থা

[এম্ পি গান্ধী]

যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং বাংলার চিনির কলসমূহের পক্ষে ১৯৩৮-৩৯ সালের শর্করা উৎপাদনকাল অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে।* এই বৎসরে উৎপাদিত ইক্ষু নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছে এবং ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে বন্যা হওয়ায় ইক্ষুর মোট উৎপাদন পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে। ইক্ষুর অল্পতাহেতু মিলসমূহেও বেশী দিন কাজে চলে নাই; বৎসরের প্রথমভাগে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকার কর্তৃক অত্যন্ত চড়াহারে ইক্ষুমূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ ইহা বর্দ্ধিত করা হয়। যুক্তপ্রদেশে কোন কোন স্থানে অন্যস্থানের তুলনায় এই মূল্যবৃদ্ধি করিয়া বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করা হয়। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে চিনির কলসমূহের ক্রীত ইক্ষুর উপর মণপ্রতি ৬ পাই হারে যে সেস্ ধার্য্য হইয়াছে, ইহাও এদেশে নূতন। এই সমস্ত কারণে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে বিশেষ করিয়া শর্করা উৎপাদনের ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুই প্রদেশে কম পক্ষে ১০৩টী চিনির কল চল্‌তি ছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বিহার ও যুক্তপ্রদেশে উৎপাদিত চিনির পরিমাণও অত্যন্ত কম হইয়াছে।

১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারী পূর্ব্বাভাষ মত ভারতবর্ষে মোট ৭,৫৬,০০০ টন শর্করা উৎপন্ন হওয়ার কথা। আমাদের অনুমান মতে ইহা আরও কম হইবে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৫ লক্ষ টন এবং অন্যান্য প্রদেশে ১,৮৪,০০০ টন মিলিয়া মোট (খান্দ্‌সারী চিনিসহ) ৮ লক্ষ টন হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহীশূর প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৩৮-৩৯ সালে চিনির চাহিদা ১০ লক্ষ মণ ধরিয়া, উৎপাদন পরিমাণ-হ্রাসহেতু, আমার মতে এই বৎসরে বিদেশ হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ শর্করা আমদানী করিতে হইবে।

১৯৩৮-৩৯ সালে বহুসংখ্যক চিনির কলেই লাভ হইবে না

বৎসরের শেষভাগে বিদেশাগত শর্করার মূল্যানুযায়ী দেশীয় চিনির মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও চিনির কলসমূহের খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় ১৯৩৮-৩৯ সালে যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশীসংখ্যক চিনির কলেরই কোন লাভ হইবে না।

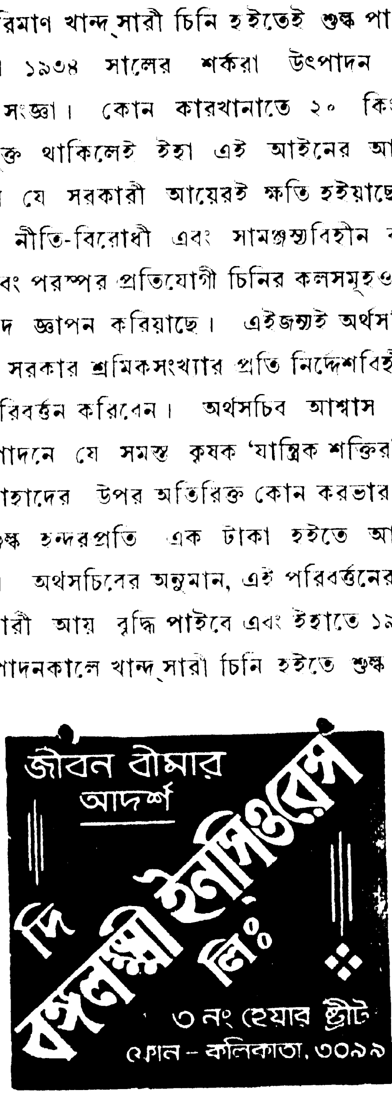
চিনির চড়া-মূল্যের দরুণ সিণ্ডিকেট দায়ী নয়

যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের সবগুলি চিনির কলই ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট লিমিটেডের অধীন এবং সিণ্ডিকেট ভারতীয় চিনির শতকরা ৮৫ ভাগেরই বিক্রয়ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কাহারও কাহারও ধারণা, চিনির কলসমূহের বেশী লাভের জন্যই সিণ্ডিকেট চিনির মূল্য উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং সিণ্ডিকেটকে ইহার জন্য দায়ী করা অন্যায়। দেশে শর্করা উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং চাহিদা মিটাইতে বিদেশী চিনি আমদানী হওয়াই ইহার প্রকৃত কারণ। দ্বিতীয়তঃ যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে সরকার হইতে উচ্চহারে ইক্ষুর মূল্য নির্দ্ধারণ এবং মণপ্রতি ৬ পাই সেস্ (যাহা বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মণপ্রতি ।/১০ আনা হিসাবে পড়ে) ধার্য্য করাও ইহার অন্যতম কারণ।

এই সমস্ত কারণে গত ডিসেম্বর মাস হইতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতাদ্বারা চিনির মূল্য নির্দ্ধারিত না হইয়া বিভিন্ন বন্দরে আমদানীকৃত বিদেশী চিনির মূল্যদ্বারাই ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে। কলওয়ালাগণ এবং কৃষক-সম্প্রদায়কে ন্যায্য প্রাপ্যের সুযোগ দিয়া যতদূর সম্ভব চিনির মূল্য হ্রাস করাই সিণ্ডিকেটের উদ্দেশ্য। সিণ্ডিকেটের বিশ্বাস যে, এইরূপ নীতিই সকলের পক্ষে কল্যাণকর এবং ইহা জনসাধারণেরও সমর্থন লাভ করিবে।

খান্দ্‌সারী চিনির উপর উৎপাদন শুল্কের পরিবর্ত্তন

ভারত সরকারের অর্থসচিব ১৯৩৯ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে খান্দ্‌সারী চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হন্দরপ্রতি ১৲ টাকা হারে উৎপাদন শুল্ক ছিল। কিন্তু এই উৎপাদন শুল্ক বাবদ মোট ৫০,০০০ টাকার পরিমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, ভারতে উৎপন্ন বহুপরিমাণ খান্দ্‌সারী চিনি হইতেই শুল্ক পাওয়া যায় না। ইহার কারণ ১৯৩৪ সালের শর্করা উৎপাদন শুল্ক আইনে 'কারখানার' সংজ্ঞা। কোন কারখানাতে ২০ কিংবা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলেই ইহা এই আইনের আওতায় আসে। ফলে কেবল যে সরকারী আয়েরই ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে—ইহা একটী নীতি-বিরোধী এবং সামঞ্জস্যবিহীন করভারের সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরস্পর প্রতিযোগী চিনির কলসমূহও ইহার বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। এইজন্যই অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার শ্রমিকসংখ্যার প্রতি নির্দ্দেশবিহীন করিয়া এই আইনটী পরিবর্ত্তন করিবেন। অর্থসচিব আশ্বাস দিয়াছেন যে, শর্করা উৎপাদনে যে সমস্ত কৃষক 'যান্ত্রিক শক্তির' সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহাদের উপর অতিরিক্ত কোন করভার হইবে না এবং উৎপাদন শুল্ক হন্দরপ্রতি এক টাকা হইতে আট আনায় হ্রাস করা হইবে। অর্থসচিবের অনুমান, এই পরিবর্ত্তনের ফলে ৫॥ লক্ষ টাকা সরকারী আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাতে ১৯৩৯-৪০ সালের শর্করা উৎপাদনকালে খান্দ্‌সারী চিনি হইতে শুল্ক বাবদ ছয় লক্ষ



* আমদানীকৃত শর্করার মূল্যানুযায়ী দেশে চিনির দাম চড়া থাকায় এবং কাজের ব্যাঘাত না ঘটায় বোম্বাই ও মাদ্রাজের কলসমূহে লাভবান হইয়াছে।

টাকা পাওয়া যাইবে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে আনুমানিক ১১/২ লক্ষ টন খান্দ্সারী চিনির মধ্যে ৬০ হাজার টন হইতেই শুল্ক আদায় হইবে।

১৯৩৪ সালের শর্করা উৎপাদন শুল্ক আইনের কারখানার সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন

উক্ত সর্ত্তসম্বলিত প্রস্তাবটী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ হইলে দুইটী সংশোধন প্রস্তাবে কারখানার সংজ্ঞা পরিবর্ত্তক অনুচ্ছেদটী উঠাইয়া দিবার দাবী করা হয়। দুইটী সংশোধন প্রস্তাবই বাতিল হইয়া যায়। সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে উঠিয়া অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ্ বলেন যে, হন্দরপ্রতি আট আনা হারে ২ লক্ষ টনের উপর শুল্ক ধার্য্য করায় প্রায় বিশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু যেহেতু আয়ের পরিমাণ মাত্র ৫,৫৫,০০০, টাকা, ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, শর্করা উৎপাদন-কারাদের তিন-চতুর্থাংশের উপরই হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অর্থসচিবের মতে ইহাতে প্রকৃত কুটীরশিল্পের পক্ষে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কারখানায় প্রস্তুত খান্দ্সারী চিনির উপর আট আনা এবং চিনির কলসমূহকে দুই টাকা হারে শুল্ক বহন করিতে হইবে। কারখানার সংজ্ঞা পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ত্তানুযায়ী পরিবর্ত্তন হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমান এই যে, বর্ত্তমানে যে মাত্র ২,৫০০০ টন চিনি হইতে শুল্ক আদায় হয়, তৎস্থানে প্রায় ৬০ হাজার টন চিনির উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হইবে।

ইণ্ডিয়ান্ সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট গত মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৪ সালের আইনে 'যান্ত্রিক শক্তির' (mechanical power) সাহায্যে শর্করা প্রস্তুত সম্বন্ধেও নির্দ্দেশ আছে। এসোসিয়েশন মত প্রকাশ করেন যে, এই সর্ত্তটীও পরিবর্ত্তিত না হইলে আইনটীর ব্যাপকতা হইবে না, কারণ অধিক সংখ্যক খান্দ্সারী চিনি উৎপাদনকারীই 'যান্ত্রিক শক্তির' সাহায্য গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়ান্ সুগার সিণ্ডিকেট সরকারকে জানান যে, খান্দ্সারী চিনি তিনটী বিভিন্ন প্রথায় প্রস্তুত হয়—(১) প্রাচীন প্রথা—ইহাতে কোন কল-কব্জার ব্যবস্থা নাই, (২) হস্তচালিত কল—বাষ্পীয় কিংবা ইলেক্ট্রিক্ শক্তির প্রয়োজন নাই, (৩) বাষ্পীয়, ইলেক্ট্রিক কিংবা গ্যাস চালিত কল। ক্ষুদ্র কৃষকগণই প্রথম প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে। খান্দ্সারী চিনির শতকরা ৯৫ ভাগই দ্বিতীয় প্রথায় প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যাহারা এই প্রথায় কাজ করে, তাহাদের অধিকাংশই মহাজন শ্রেণীর এবং উচ্চহারে ইক্ষুচাষীদিগকে টাকা ধার দিয়া শর্করা উৎপাদনের জন্য সস্তায় ইক্ষু ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার সুবিধা ভোগ করে। তৃতীয় প্রথায় শতকরা ৫ ভাগেরও কম চিনি উৎপাদিত হয়। সুগার সিণ্ডিকেট জানাইয়াছেন যে, যদি দ্বিতীয় প্রথায় উৎপন্ন চিনিকে আইনের গণ্ডীর বাহিরে রাখা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে খান্দ্সারী চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করার কোন অর্থই থাকিবে না, কারণ ইহাদ্বারা কেবল শতকরা ৫ ভাগের উপরই করভার স্থাপন করা হইবে।

সিণ্ডিকেট প্রস্তাব করেন যে, বাজেটের বরাদ্দমত এই খাতে ৫॥ লক্ষ টাকা পাইতে হইলে 'শক্তির' (power) সংজ্ঞা পুনরায় নির্দ্দেশ করিয়া ইলেক্ট্রিক্, বাষ্পীয় এবং হস্তচালিত কলকব্জার সাহায্যে প্রস্তুত খান্দ্সারী শর্করাকেও 'আইনের আওতায় আনা উচিত এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতিমত চিনির কলসমূহের ন্যায্য প্রতিবাদেরও একটা সন্তোষজনক বিহিত করা হইবে।

কিন্তু শক্তির সংজ্ঞাটি সংশোধিত না হওয়ায় আমাদের ভরসা নাই যে, গবর্ণমেণ্টের উক্ত ছয় লক্ষ টাকা আয় হইবে।

শর্করার খাতে উৎপাদন এবং আমদানী শুল্কের আয় অনেক কম ধরা হইয়াছে

বিগত বাজেটে শর্করা খাতে উৎপাদন ও আমদানী শুল্কের আয় ধরা হইয়াছে মোট ৪,২০,০০,০০০ টাকা। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে হন্দরপ্রতি মাত্র ৮৵০ আনার মত অল্প হারে শুল্ক থাকা সত্ত্বেও আমদানী শুল্ক বাবদ প্রায় ৩ কোটী টাকার মত এবং উৎপাদন শুল্কও কোনক্রমেই দুই কোটী টাকার কম হইবে না।

১৫ মাসের মধ্যেও টেরিফ বোর্ডের প্রস্তাবসমূহ আলোচনার সময় হয় নাই

ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট হস্তগত হওয়ার পর ১৫ মাসের মধ্যেও ভারত সরকার বোর্ডের প্রস্তাবসমূহ সম্যক্ আলোচনা করিবার মত সময়াভাবের ওজর প্রদর্শন করিয়াছেন।

রক্ষণশুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব ঃ ১৯৪০ সালে পুনরায় টেরিফ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুসন্ধান

ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রক্ষণশুল্কের হার আট আনা হ্রাস করিয়া ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রতি হন্দরে ৯।০ আনার স্থলে ৮৵০ আনা থাকিবে। ১৯৪১ সাল হইতে পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের রক্ষণশুল্কের হার নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালে পুনরায় টেরিফ-বোর্ড কর্ত্তৃক অনুসন্ধান হইবে। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, জাভা চিনির মূল্য বৃদ্ধিহেতু আমদানী শুল্ক আট আনা হ্রাস করার ফলেও ভারতীয় শর্করা শিল্প যথারীতি সংরক্ষিতই থাকিবে।

টেরিফ বোর্ড আমাদের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন

সুখের বিষয় যে, আমাদের অধিকাংশ অভিমতই বিশেষতঃ বর্ত্তমান হারে আট বৎসরের জন্য রক্ষণশুল্ক বহাল রাখা, উৎপাদন-শুল্ক হ্রাস, মাৎগুড় হইতে সুরাসার উৎপাদনের অনুমতি প্রদান এবং উৎপাদন শুল্ক হইতে হন্দরপ্রতি তিন আনা ব্যাপক গবেষণার জন্য

পৃথক করিয়া রাখা ইত্যাদি প্রস্তাব টেরিফ বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

সরকার কর্ত্তৃক টেরিফ বোর্ড রিপোর্টের সমালোচনা

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে ভারত সরকার টেরিফ বোর্ডের সহিত একমত হইতে পারেন নাই এবং বোর্ডের বিভিন্ন প্রস্তাবের অযৌক্তিক সমালোচনা করিয়াছেন।

'গোঁড়ামিপূর্ণ' নীতিদ্বারা রক্ষণশুল্ক হার নির্দ্ধারণের সমালোচনা

রক্ষণশুল্ক হার হন্দরপ্রতি আট আনা হ্রাসের প্রস্তাবে তীব্র প্রতিবাদ করা যায় না। কিন্তু গোঁড়ামিপূর্ণ নীতি-পরিচালিত হইয়া বোর্ড দেশীয় চিনির আনুমানিক ন্যায্য মূল্য হইতে বিদেশাগত শর্করার মূল্যের পার্থক্যকেই রক্ষণশুল্কের পরিমাণ ধরিয়া লইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অন্যায় সমালোচনা করিয়াছেন। আমাদের মতে ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত নীতি এবং আমরা ভাবিয়া পাই না, ইহার চেয়ে কি ভাল নীতি গবর্ণমেণ্টের সমর্থন লাভ করিবে? ভবিষ্যতে টেরিফ বোর্ডের এবং বিভিন্ন শিল্পের রক্ষণশুল্কের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষভাবে তাহাদের নীতি প্রকাশ করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে বাধ্য যে, আমদানীকৃত শর্করার উপর আট আনা শুল্ক হ্রাস করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিরোধী হইয়াছে। দুই বৎসর পরে আমদানী শুল্কের হ্রাস হওয়ার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা। বাণিজ্য সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁয়ের বক্তৃতায় ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্ত্তমান।

আমদানী শুল্কখাতে আয়ের ক্ষতি গবর্ণমেণ্ট এড়াইতে পারিতেন

যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকারের নির্দ্দেশে ইক্ষুর জন্য চড়ামূল্য দিতে বাধ্য হইয়া ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রক্ষণশুল্ক হ্রাস হওয়ায় শর্করাশিল্প অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে উৎপাদিত মজুদ চিনি বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল সাবেক হারে রক্ষণশুল্ক বহাল রাখা। ৯।০ আনা হারেই রক্ষণ-শুল্ক থাকিবে—এই ধারনার বশবর্ত্তী হইয়াই যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকার মণপ্রতি ছয় পাই সেস্ ধার্য্য করিয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে নিশ্চয়ই প্রায় দুই লক্ষ মণ বিদেশী চিনির আমদানী হইত এবং ১৯৩৯ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত রক্ষণশুল্ক হ্রাস স্থগিত রাখিলে ভারত সরকারের রাজস্ব বিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইত না। কিন্তু ১৯৩৯ সালের নবেম্বর হইতে শুল্ক হ্রাস করার সংশোধন প্রস্তাবে গবর্ণর জেনারেল সম্মতি প্রদান করেন নাই।

ভবিষ্যতে এপ্রিলের পরিবর্ত্তে নবেম্বর মাস হইতে শুল্কহারের পরিবর্ত্তন করার যৌক্তিকতা

বৎসরের মধ্যভাগে আমদানী কিংবা উৎপাদন শুল্কের পরিবর্ত্তনে অপ্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলা এবং বিপজ্জনক পরিণতি ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ ১লা এপ্রিল হইতে শুল্কহারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শর্করাশিল্প সম্বন্ধে এ বিষয়ে পরিবর্ত্তন করার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতবর্ষে নবেম্বর মাস হইতে মে ও জুন মাস পর্য্যন্ত শর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমদানী এবং উৎপাদন শুল্কের চলতি হারকেই ভিত্তি করিয়া যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকার ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যভাগে শুল্কহারের হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হইলে কৃষক অথবা কলওয়ালার একজন না একজন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১লা এপ্রিল হইতে চিনির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস হইলে শর্করা মূল্যও হ্রাস পায় এবং উৎপাদনকারী অবিক্রীত মজুদ চিনির খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এই যে, এই চিনি উৎপাদনের জন্য তাহাকে উচ্চমূল্যে ইক্ষু ক্রয় করিতে হইয়াছে কিন্তু শুল্কহার হ্রাসের সম্ভাবনা হইলে গবর্ণমেণ্ট হয়ত উচ্চহারে ইক্ষুর মূল্য নির্দ্ধারণে বিরত থাকিতেন। তদ্রূপ বৎসরের মধ্যভাগে (যথা ১লা এপ্রিল হইতে) আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত হইলে অবিক্রীত মজুদ চিনিদ্বারা উৎপাদনকারী লাভবান হইয়া থাকে; কিন্তু তখন ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে ইক্ষুর মূল্যও বৃদ্ধি হইত এবং কৃষকের যে ক্ষতি হইল, তৎস্থলে তাহার লাভবান হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। সম্যক বিবেচনার পর আমাদের অভিমত এই যে, চিনির উপর আমদানী কিংবা উৎপাদন শুল্ক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটিলে তাহা ১লা নবেম্বর হইতে করা উচিত এবং ইহাতে উৎপাদনকারী, কৃষক কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। ভারত সরকার ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত রক্ষণশুল্ক বহাল রাখা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় এই যে, শর্করা-শুল্কের কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইলে তাহা ১৯৪০ কিংবা ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে করাই সঙ্গত হইবে। আমরা আশা করি, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার এই প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন এবং টেরিফ বোর্ডও এই সম্বন্ধে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন।

বোর্ডের প্রস্তাব ত্বরায় কার্য্যকরী করা উচিত

আমরা আশা করি, বোর্ডের অন্যান্য প্রস্তাব, বিশেষতঃ মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত, গবেষণার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যথাশীঘ্র বিবেচনা করিবেন।

উৎপাদন শুল্ক হ্রাস বিষয়ে টেরিফ্ বোর্ডের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে সমালোচিত হইয়াছে

উৎপাদন শুল্ক হ্রাস সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ড যে, প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার অসঙ্গত সমালোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্টের মত এই যে, এই বিষয় বোর্ডের বিবেচনাধীন হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহাতে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। শর্করাশিল্পের উপর উৎপাদন শুল্কের কি প্রভাব, ইহা বিবেচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বোর্ডের আছে এবং বোর্ডের মত একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এরূপ উক্তি প্রকৃতই অন্যায়। বোর্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় ভারত সরকারের যে অসুবিধা হইয়াছে, তজ্জন্য বিরক্তিবশতঃই আমাদের মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। উৎপাদন শুল্কের করভার মণপ্রতি শতকরা ২০৲ টাকার মত হওয়া সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতেও ইহার যে হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা নাই, গবর্ণমেণ্টের অভিমেত ইহা প্রতীয়মান হয়।

শর্করাশিল্পে কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি

আমরা আশা করি, শর্করাশিল্পের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি এবং যতশীঘ্র সম্ভব রক্ষণশুল্কের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে টেরিফ বোর্ডের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ তৎপর হইবেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষি ও কৃষক*

সোভিয়েট অর্থনীতি পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে অনুসৃত অর্থনীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাজেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষিকার্য্যও ভিন্ন নীতির আদর্শে পরিচালিত হইয়া থাকে।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে যে সব ফসলের উৎপাদন কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া উহার চাষের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, সেই ফসল ছাড়া অন্য সমস্ত প্রকার ফসল কৃষক ইচ্ছামত তাহার জমিতে চাষ করিতে পারে। এই সব দেশে জমি চাষ করিবার জন্য লাঙ্গল, বীজশস্য, মজুরের বেতন ইত্যাদি বাবদ কৃষকের যে খরচা হয়, তাহা বাদে যে ফসল অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে কৃষক নিজের খাইখোরাকী, জমিদারের অথবা জমি যদি খাসমহালের অধীন হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের খাজনা, কর্জ্জ টাকার সুদ, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ইত্যাদির ব্যয় সঙ্কুলান করে। এই সব ব্যয় সঙ্কুলন হইয়াও যদি কৃষকের হাতে কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা উহা দ্বারা বিলাস সামগ্রী বা গৃহ সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে। কৃষক অনেক সময়ে উদ্বৃত্ত টাকা পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখে অথবা নূতন জোত জমি কি তালুকদারী ক্রয় করিয়া থাকে। মোটের উপর ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে কৃষক জমিতে কি ফসল চাষ করিবে এবং জমির উৎপন্ন ফসল হইতে জমির খাজনা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কি ভাবে ব্যয় করিবে—এই সব বিষয়ে তাহার মোটামুটিরূপ স্বাধীনতা রহিয়াছে।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ কোন্ বৎসর কোন্ ফসলের চাহিদা বাড়িবে বা কমিবে সেই বিষয়ে কৃষকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কাজেই যে ফসলের কোন চাহিদা নাই, কৃষক অনেক সময় সেই ফসল অত্যধিক পরিমাণে চাষ করিয়া বসে। আবার যে ফসলের চাহিদা খুব বেশী কৃষক অজ্ঞতার দরুণ হয়তঃ তাহা একেবারেই চাষ করে না। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি বাঁটোয়ারা হইয়া ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইতেছে, এজন্য জমির আইল বা সীমারেখার জন্যই বহু জমি অনাবাদী অবস্থায় পরিণত হইতেছে; বিশেষতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত জমিতে কলের লাঙ্গল চালাইয়া জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না। কৃষকের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবের দরুণ জমিতে জল সিঞ্চন, বাঁধের সাহায্যে প্লাবন হইতে জমি রক্ষা, পশুপক্ষীর উৎপাত হইতে ফসল রক্ষার জন্য জমির চারিদিকে বেড়া দেওয়া অথবা একসঙ্গে ফসল বিক্রয় করা ইত্যাদি কাজও সম্ভব হইতেছে না। ফলে সমষ্টিগতভাবে দেশের জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষি কার্য্যে এই ধরণের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অনেকটা আমাদের দেশের প্রণালী অনুযায়ীই চাষাবাদ চলিত। আমাদের দেশের মতই ঐ দেশে তখন ভিটামাটিহীন কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল এবং বহু কৃষক জমিদারের জমিতে চাষাবাদ করিয়া সামান্য মজুরী পাইত। রুষবিপ্লবের পরে কৃষকগণ দেশের সর্ব্বত্র জমিদার ও বড় বড় জোতদারগণকে উৎখাত করিয়া নিজেরা সমস্ত জমি দখল করিয়া লয়। কিন্তু কাহারও জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে কিছু রাখা অথবা ঐ সম্পত্তির আয় দ্বারা নূতন নূতন সম্পত্তি অর্জ্জন করা সোভিয়েট রাষ্ট্রের মূলনীতির বিরোধী। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রথমে এই নীতি কৃষকদের উপরও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মনুষ্যসমাজে এত প্রবল যে গবর্ণমেণ্টের এই নীতিতে কৃষকগণ নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। এজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণ বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে তাহাদের পূর্ব্ব অবলম্বিত নীতির অনেকটা পরিবর্ত্তন

* এই প্রবন্ধটা আর্থিক জগতের সম্পাদক কর্ত্তৃক অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত হয় এবং "দেশ" পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে সোস্যালিজমের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রে কৃষি সম্বন্ধে এদেশের লোকের ধারণা তেমন সুস্পষ্ট নহে। উপরোক্ত প্রবন্ধটি এই বিষয়ে সাহায্য করিবে মনে করিয়া এখানে পুনঃমুদ্রিত হইল।

করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট যে পরিমাণ জমিতে চাষাবাদ হয় তাহার কতকাংশ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, কতকাংশ এক এক অঞ্চলের কৃষকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে চাষাবাদ করে। এই তিন শ্রেণীর জমির মধ্যে যে জমি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, তাহা চাষাবাদের জন্য বীজ, কলের লাঙ্গল ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টই সরবরাহ করেন। এই জমি গবর্ণমেণ্টের খাস খামার। উহার চাষাবাদের তদারক করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটী পৃথক বিভাগ রহিয়াছে। এই বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী এবং জমি-চাষের জন্য যে সব মজুর আবশ্যক তাহাদের বেতন গবর্ণমেণ্টই প্রদান করেন। এবং জমিতে উৎপন্ন ফসল গবর্ণমেণ্টই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের খাসখামারের জমি ছাড়া দেশে অন্য যে জমি রহিয়াছে, আইনতঃ তাহারও মালিক গবর্ণমেণ্ট, তবে দেশের যে জমি কৃষকদের দ্বারা যৌথভাবে চাষবাদ হয়, সেই জমি গবর্ণমেণ্ট কৃষকগণকে চিরস্থায়ীভাবে ইজারা দিয়াছেন। এই জমি চাষাবাদের জন্য যে সব কলের লাঙ্গল ও চাষ সম্পর্কিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টই সরবরাহ করেন এবং জমিতে জল সিঞ্চন, জমি রক্ষা ও সার প্রয়োগ ইত্যাদি বাবদ যে খরচা হয় গবর্ণমেণ্ট-ব্যাঙ্ক হইতেই তজ্জন্য টাকা ধার দেওয়া হয়। এই ভাবে আবাদী জমিতে যে ফসল হয় তাহা হইতে প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সরবরাহীকৃত কলের লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রের মূল্যের কতকাংশ গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক হইতে প্রদত্ত ঋণের সুদ ও আসল টাকার কতকাংশ এবং অন্যান্য সমস্ত খরচা শোধ করা হয়। অতঃপর যে ফসল অবশিষ্ট থাকে তাহার কতকাংশ বিক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে জমির উন্নতির জন্য সৃষ্ট তহবিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া হয়। তৎপর বাকী ফসলের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলক হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের নির্দ্ধারিত মত দরে বিক্রয় করা হয়। অবশিষ্ট যে ফসল থাকে তাহা কৃষকগণ নিজেদের পরিশ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ করিয়া নেয়।

দেশের যে জমি কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাবে চাষাবাদ হয়, তাহার পরিমাণও সামান্য এবং উহা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত কাজেই এই সব জমির জন্য কলের লাঙ্গল বা ব্যয়বহুল অন্য যন্ত্রপাতি আবশ্যক হয় না। কৃষক এই জমি সেকেলে যন্ত্রপাতি লইয়া বলদ, মহিষ ইত্যাদির সাহায্যে চাষ করে। তবে এই সব জমি চাষের জন্য যদি কৃষকের টাকা ধার করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক হইতেই উহা প্রদত্ত হয়। এই জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা হইতে কৃষক প্রথমে কর্জ্জ টাকার সুদ ও আসলের কতকাংশ শোধ করে; অতঃপর যৌথ-ভাবে আবাদী জমির মতই এই ধরণের কৃষককেও উৎপন্ন ফসলের কতকাংশ বাধ্যতামুলক হিসাবে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরে গবর্ণ-মেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। বাকী ফসল কৃষক ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারে। এই জমি কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন এবং কার্য্যতঃ এই পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর বহু জমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এই ধরণের কৃষক যাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার জমি যাহাতে যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত করে এবং সে যাহাতে যৌথভাবে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উহাদের উপর নানাভাবে চাপ দিতেছেন। ফলে সোভিয়েটরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে চাষবাস ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। গত ১৯৩০ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট ১২ কোটী ৭২ লক্ষ হেক্টেয়ার (এক হেক্টেয়ার আমাদের দেশের প্রায় আড়াই একরের সমান) জমিতে চাষবাদ হইত। উহার মধ্যে ঐ বৎসরে ১০ কোটী ১৮ লক্ষ জমিতে গম, সরিষা, প্রভৃতি শস্যের চাষ হয়। এই জমির শতকরা ২·৮ ভাগ গবর্ণমেণ্টের খাসখামার ছিল, ২৯.১ ভাগ যৌথভাবে কৃষকদের দ্বারা চাষবাদ হইয়াছিল এবং ৬৮ ভাগ কৃষকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে চাষ করিয়াছিল। ১৯৩৪ সালে এই অবস্থার সম্পূর্ণ উলটপালট হইয়া গিয়াছে। এই বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট ১৩ কোটী ১৩ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে চাষাবাদ হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ১০ কোটী ৪৭ লক্ষ হেকটেয়ার জমিতে গম প্রভৃতি শস্যের চাষ হইয়াছে এই জমির মধ্যে শতকরা ১০·৮ ভাগ গবর্ণণ্টের খাসখামার ছিল, ৭৭.২ ভাগ কৃগকদের দ্বারা মিলিতভাবে চাষাবাদ হইয়াছিল এবং ১২ ভাগ কৃষকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে চাষ করিয়াছিল। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাব ব্যক্তিগতভাবে চাষবাদ হয়, এরূপ জমির পরিমাণ গত গত ৫ বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়াছে। আগামী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে এক একর জমিও অবশিষ্ট থাকিবে না। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে জমির চাষবাদের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিস্তিবন্দী হিসাবে মূল্য পরিশোধের সর্ত্তে যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় টেক্টর বা কলের লাঙ্গল সরবরাহ করা হইতেছে। গত ১৯৩০ সালে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট ৬৬৩০০ কলের লাঙ্গল ছিল; ১৯৩৪ সালে এই সংখ্যা দাড়াইয়াছে—২৭৮৪০০। সোভিয়েট

রাষ্ট্রে কৃষি সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উক্ত দেশে যৌথ কৃষিক্ষেত্রেই হউক অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে আবাদী কৃষিক্ষেত্রেই হউক, কৃষক ইচ্ছামত কোন ফসল চাষ করিতে পারে না। এই দেশে প্রত্যেক বৎসর লোকের খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কি পরিমাণ জমিতে খাদ্যদ্রব্যের চাষ হওয়া আবশ্যক এবং কলকারখানার প্রয়োজনের জন্য তূলা প্রভৃতি কি পরিমাণ কাঁচামাল আবশ্যক তাহা হিসাব করিয়া স্থির করেন। এই হিসাব অনুযায়ী কোন অঞ্চলের কতখানি জমিতে কি ফসলের চাষ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এই নির্দ্দেশ মত কাজ করা বাধ্যতামূলক, গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কৃষক যদি তাহার জমিতে এক ফসলের বদলে অন্য ফসলের চাষ করে অথবা যদি কম বেশী জমিতে চাষ করে তবে তাহাকে বিশেষভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।

উপসংহারে সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষকদের জমির খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের আবাদী জমির যে অংশ গবর্ণমেণ্টের খাসখামার, তাহার খাজানার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যে জমি কৃষকগণ মিলিতভাবে চাষ করে অথবা যে জমি কৃষক ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে চাষ করে, তাহার জন্যও কৃষককে প্রত্যক্ষভাবে কোন খাজানা দিতে হয় না। তবে উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর জমির কৃষকগণকে বৎসর বৎসর উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ বাধ্যতা-মূলক হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর জমিভেদে কৃষকের চাষ বাধ্যতামূলক হিসাবে বিক্রয়যোগ্য ফসলের পরিমাণ বেশী বা কম করিয়া নির্দ্ধারিত করেন; কিন্তু এই ফসলের জন্য গবর্ণমেণ্ট কৃষককে বাজার মূল্য অপেক্ষা অনেক কম মূল্য দিয়া থাকেন। এজন্য গবর্ণমেণ্টের যে লাভ হয় তাহাই গবর্ণমেণ্টের ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় এবং এজন্য কৃষকের যে ক্ষতি হয় তাহাই তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত ট্যাক্স। সুতরাং কৃষক টাকার হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে ভূমিরাজস্ব প্রদান না করার দরুণ গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি তাঁহারা কৃষকদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যে ফসল ক্রয় করিয়া পোষাইয়া লন। কৃষকগণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে আরও এক পন্থায় ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত কলকারখানা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি এবং দেশে উৎপাদিত ও বিদেশ হইতে আমদানী সমস্ত শিল্পদ্রব্য গবর্ণমেণ্টের মারফতেই দেশের ভিতর বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সব শিল্পদ্রব্য কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই এই দিক দিয়াও কৃষকগণকে পরোক্ষ-ভাবে ট্যাক্স দিতে হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষকগণ জমির খাজনা হিসাবে উপরোক্ত দুইভাবে যে পরোক্ষভাবে ট্যাক্স দেয় তাহা পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহের তুলনায় বেশী কি কম সেই বিচার করা খুব দুরূহ ব্যাপার। কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য হিসাব নিকাশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার পণ্যমূল্য বলবৎ বলিয়া টাকার হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের জমির খাজনার তুলনামূলক বিচার করাও কঠিন; কাজেই এই চেষ্টায় আমরা বিরত রহিলাম। তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে জমির খাজনা বেশীই হউক আর কমই হউক, একথা সত্য যে, চরমে দেশের সর্ব্বসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সোভিয়েট অর্থনীতি পরিচালিত হইতেছে সুতরাং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষকগণ যদি বর্ত্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের তুলনায় বেশী খাজানাও দেয়, তথাপি এজন্য তাহাদের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা আহারা গবর্ণমেণ্টকে যে অতিরিক্ত খাজানা দিতেছে তাহা গবর্ণমেণ্ট দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজেই নিয়োজিত করিতেছেন সুতরাং অতিরিক্ত খাজানার সুফল ভবিষ্যতে কৃষকও ভোগ করিবে এই ব্যবস্থায় কৃষকের আর একথা বিশেষ উপকার হইয়াছে যে জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ কৃষকের জমি হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে দিন মজুরে পরিণত করিতে সমর্থ হইতেছে না। কৃষককে ঋণ দিবার দায়িত্ব স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করাতে মহাজন শ্রেণীও কৃষককে শোষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অবশ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ যাহাতে পূর্ণভাবে সফল হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে অনেক ব্যাপারে কৃষকের উপর জবরদস্তি করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং অনেক সময়ে উৎপাদনযোগ্য ফসলের পরিমাণ কম করিয়া ধার্য্য করিয়া অথবা কৃষকের ব্যবহারযোগ্য শিল্পদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়া কৃষকগণকে উপযুক্তরূপে ভোগ্য সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। কিন্তু কৃষক যেখানে যুগযুগান্তর ধরিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির মারফতে ব্যক্তিগত চেষ্টায় নিজের অবস্থার উন্নতিতে বিশ্বাসী এবং যেখানে বহুজনের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ মিলাইয়া দিবার আদর্শ এখনও কৃষকের মনে বদ্ধমূল হয় নাই—সেখানে তথাকথিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং কিছু জোর জবরদস্তি আবশ্যক। এজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কাহারও দুঃখীত হইবার কারণ নাই। সোভিয়েট আমলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষকদের জীবন-যাত্রার আদর্শের অনেকদূর উন্নতি হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহার আরও উন্নতি হইবে উহা খুবই আশা করা যাইতেছে।

বাঙ্গলায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের—গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়

দি ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যান্যুফেকচারার্স লিঃ

১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কয়টী লবণ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দি ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যান্যুফেকচারার্স লিঃ অন্যতম। স্বর্গীয় মিঃ এস এম চ্যাটার্জ্জি মহাশয় এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অল্পদিন হইল তিনি অকস্মাৎ পরলোক গমন করাতে বাঙ্গলার লবণ শিল্পের এবং বিশেষভাবে উক্ত কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী মডার্ণ ওয়ার্কার্স লিঃর বাকী তিনজন সদস্য মিঃ পি চৌধুরী, মিঃ জে চ্যাটার্জ্জি এবং মিঃ কে এম ব্যানার্জ্জি এক্ষণে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহাদের পরিচালনাধীনে কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান সল্টের স্থাপনা হইতেই বহুল পরিমাণে লবণ ও লবণ জল জাত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য বৃহদাকার একটী কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালকদের সঙ্কল্প ছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই কোম্পানী সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে মাতলা ও পিয়ালী নদীর সঙ্গমস্থলে এক হাজার বিঘা পরিমিত স্থান সংগ্রহ করে। অতঃপর এই স্থানের সংলগ্ন আরও ৫ শত বিঘা স্থান সংগ্রহ করা হয়। বর্ত্তমানে পরিচালকবর্গ আরও ৫ শত বিঘা স্থান সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলকে দুই হাজার বিঘায় পরিণত করিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

লবণ শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, লবণ জল ঘন করিবার জন্য কনডেনসিং বেড যত বড় করিয়া তৈয়ার করা যায়, লবণ উৎপাদনের পরিমাণও তত বেশী হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চলে খুব বড় কনডেনসিং বেডসহ কারখানা স্থাপন করিতেছেন। এই কারখানার কাজ শেষ হইলে উহাতে বৎসরে ১ লক্ষ মণ গুঁড়া লবণ এবং ১ লক্ষ মণ করকচ লবণ প্রস্তুত হইতে পারিবে আশা করা যায়।

ইণ্ডিয়ান সল্টের মঞ্জুরীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। বাকী ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার এখনও বিক্রয় করিতে বাকী আছে। বর্ত্তমানে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেছেন। কিন্তু কোম্পানীকে কর্ম্মক্ষেত্রে অভীপ্সিত সাফল্যলাভ করিতে হইলে শেয়ার ক্রেতাদের নিকট হইতে এই ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই কোম্পানীতে ভবিষ্যতে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এজন্য আমরা কোম্পানী সম্বন্ধে শেয়ার ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং

হেড অফিস—বোম্বাই

শিল্প বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ-স্থানীয় রাজশক্তির নিকট হইতে ভারতবাসী বহু প্রকারে বাধা পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু জাহাজী ব্যবসাতে বিদেশীদের এরূপ কোটী কোটী টাকার স্বার্থ জড়িত যে, এই ব্যবসায়ের ন্যায় আর কোন ব্যবসায়ে ভারতবাসী বিদেশীদের প্রতিযোগিতা ও সরকারী নিশ্চেষ্টতার জন্য এত বিব্রত হয় নাই। উহা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী আজ জাহাজী ব্যবসায়ে যে এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা উহার পরিচালক-বর্গ ও অংশীদারদের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্ম্মদক্ষতা ও স্বদেশ প্রেমিকতার পরিচায়ক। ২০ বৎসর পূর্ব্বে "লয়েলটী" নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া এই কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর ২০।২১ খানা বৃহদাকার জাহাজ কেবল যে ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যেই যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত করিতেছে এরূপ নহে—সিন্ধিয়ার জাহাজ এখন সুদূর জেড্ডা পর্য্যন্ত হজযাত্রী বহন কার্য্যেও নিয়োজিত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এই স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীকে ধ্বংস করিবার জন্য বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর তরফ হইতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু সিন্ধিয়ার পরিচালকবর্গ সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর লুপ্ত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জাহাজ কোম্পানীটী কেবল যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার কতকাংশ নিজেদের হাতে রক্ষা করিয়া বৎসর বৎসর দেশের বহুল পরিমাণ অর্থকে দেশের ভিতরে সংরক্ষণ করিতেছে এরূপ নহে, উহার সাহায্যে জাহাজী ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বহু জটীল বিষয়ে ভারতীয় যুবকগণ ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগও পাইতেছে। সম্প্রতি সিন্ধিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে কারখানা স্থাপন করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করিবার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। উঁহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীকে তাহার যথাযোগ্য স্থান দখল করিবার ব্যাপারে আর কোন বেগই পাইতে হইবে না। সুতরাং সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী বর্ত্তমানে যে ধরনের ব্যবসা চালাইতেছেন, তাহাকে একটী ব্যবসা না বলিয়া একটা জাতিগঠনমূলক কাজও বলা চলে। এই শ্রেণীর একটী প্রতিষ্ঠান যে সর্ব্বত্র ভারতবর্ষের সাহায্য ও সহানুভূতির পাত্র, তাহা না বলিলেও চলে।

সিন্ধিয়ার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত টাকা। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার জাহাজসমূহে যাত্রী ও মালের ভাড়া বাবদই ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা আয় হয় এবং এই বৎসরে কোম্পানী উহার নিযুক্ত বিভিন্ন

শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বেতন হিসাবে প্রদান করেন। এই বৎসরে কোম্পানীর নিট লাভ হয় ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। কোম্পানী বর্ত্তমানে আরও ৬টী ছোট ছোট জাহাজ কোম্পানীকে নিজেদের পরিচালনাধীনে আনিয়া উহাদিগকে বিদেশীয় প্রতিযোগিতার মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সব বিবরণ হইতে সিন্ধিয়া যে কত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান, তাহা বুঝা যায়।

১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সিন্ধিয়ার কলিকাতাস্থ অফিস অবস্থিত। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ গগনবিহারী মেটার উপর এই অফিসের পরিচালনাভার রহিয়াছে।

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি

হেড অফিস—বোম্বাই

বোম্বে মিউচুয়াল বিগত ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে সর্ব্বপুরাতন জীবনবীমা কোম্পানীর উহা অন্যতম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বোম্বে মিউচুয়ালের নূতন কাজের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ইদানীং কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার কাজের খুব দ্রুত প্রসার হইয়াছে এবং গত কয়েক বৎসরে কোম্পানী ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র বাহির করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বোম্বে মিউচুয়াল ভারতবর্ষের সুবৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠ জীবনবীমা কোম্পানী-সমূহের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বে মিউচুয়াল কি প্রকার বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে। গত ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম বাবদ এই কোম্পানীর অৰ্দ্ধ কোটী টাকার উপর এবং দাদনী তহবিলের সুদ ও বাড়ীভাড়া বাবদ ৭ লক্ষ টাকার মত আদায় হইয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানী মৃত্যুদাবী, বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবী, প্রত্যর্পণ মূল্য, বোনাস, এনুইটী ইত্যাদি হিসাবে পলিসিগ্রাহকগণকে সাড়ে আট লক্ষ টাকার মত প্রদান করিয়াছেন। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে বীমাকারীদের দাবী পূরণের জন্য সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে দাদনী তহবিলের ঘাটতি পূরণ বাবদ কোম্পানীর হাতে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং কোম্পানীর বাড়ীঘরের ক্ষয়পূরণ বাবদ ৫৮ হাজার টাকা মজুদ ছিল।

কোম্পানীর দাদননীতিও নিরাপত্তা ও লাভ এই উভয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালিত করা হইতেছে। ১৯৩৮ সালের শেষে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির মধ্যে ৯৪ লক্ষ টাকা কোম্পানীর কাগজ ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটীতে দাদন করা ছিল। ১৬ লক্ষ টাকা কোম্পানীর জমি ও বাড়ীতে নিয়োজিত ছিল এবং ২৭॥ লক্ষ টাকা পলিসি ও জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন করা ছিল। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে নগদ হিসাবেও কোম্পানীর হাতে ৪ লক্ষ টাকার উপর মজুদ ছিল।

গত ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫ বৎসরকাল সময়ের জন্য কোম্পানীর যে ভেলুয়েসন হয়, তাহাতে কোম্পানী পূর্ব্বের তুলনায় আরও কড়াকড়িভাবে কোম্পানীর দায় ও সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করাইয়াছিলেন। কারণ এই ভেলুয়েসনে দাদনী তহবিলের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৪॥০ টাকার পরিবর্ত্তে ৪।০ টাকা হারে বরাদ্দ করা হয়। মৃত্যুহার ও এম (৫) মৃত্যু-তালিকার সহিত ৫ ও ৪ বৎসর বয়স যোগ করিয়া ধরা হয় এবং লাভহীন পলিসিতে প্রিমিয়ামের শতকরা ১৬ ভাগ ও লাভসহ পলিসিতে ব্যয়ের হার প্রিমিয়ামের শতকরা ২১ ভাগ ধরা হয়। উহা সত্বেও কোম্পানীর তহবিলে ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। এই উদ্বৃত্ত হইতে কোম্পানী আজীবন পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক ২৩ টাকা এবং মেয়াদী পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক ১৮ টাকা হিসাবে বোনাস প্রদান করিতেছেন।

এক কথায় বোম্বে মিউচুয়াল পলিসিগ্রাহকদের দিক হইতে একটী নিরাপদ ও লাভজনক বীমা প্রতিষ্ঠান। মেসার্স ঘোষ দস্তিদার এণ্ড সন্স এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্টস্ এবং ১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উহাদের অফিস অবস্থিত। উহাদের কার্য্য পরিচালনাগুণে বাঙ্গলায় ও উহাদের আশেপাশের প্রদেশে বোম্বে মিউচুয়ালের কাজের দ্রুত প্রসার হইতেছে।

দি ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ

৪৫ নং দমদম রোড, দমদম, ক্যাণ্টনমেণ্ট

'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই গত ৩০শে মে তারিখে আমরা "বাঙ্গলায় দুগ্ধজাত শিল্পের সম্ভাবনা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বাঙ্গলা দেশে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে কি প্রকার বিপুল ও অনধিকৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমাদের জানা ছিল না যে, বাঙ্গলা দেশে ইতিমধ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ উপায়ে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে জমাট দুগ্ধ, দুগ্ধচূর্ণ, ছানা, বিবিধ প্রকার ফুড প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য 'আর্থিক জগতে'র পাঠকবর্গের নিকট দি ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ নামক কোম্পানীটীর পরিচয় দিতে গিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

এদেশে দুগ্ধজাত শিল্পের সম্ভাবনা কত বেশী, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসরে বিদেশ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের দুগ্ধজাত কনডেন্সড্ মিল্ক প্রভৃতি জিনিষ আমদানী হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এদেশে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত যে সমস্ত পেটেণ্ট ফুড আমদানী হয়, তাহার মূল্যও বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার মত। এদেশের অনেক স্থলেই ২।৩ পয়সা সের দরে দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া থাকে। অথচ এই দুগ্ধ হইতে বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টার অভাবহেতু দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য প্রত্যেক বৎসর বিদেশীর হাতে আমরা দেড় কোটী টাকার মত তুলিয়া দিতেছি। এই সম্পর্কে বাঙ্গলার অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ বাঙ্গলায় যে কেবল বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের জমাট দুগ্ধ, পেটেণ্ট ফুড ইত্যাদিই আমদানী হয় এরূপ নহে—এই প্রদেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের ঘৃত, মাখন প্রভৃতি জিনিষও আমদানী হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙ্গলায় যে ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টের মত একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিপুলভাবে প্রসারের পক্ষে পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যাপারে কেবল দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদাই মিটাইবে না—উহা ভারতবর্ষের আশেপাশে সিংহল, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ

দুগ্ধজাত উপরোক্ত বিভিন্ন জিনিষের জন্য পরমুখাপেক্ষী, সেই সব দেশেও উহাদের প্রস্তুত জিনিষ রপ্তানী করিয়া দেশে ধনাগম করিতে সমর্থ হইবে।

ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস লিঃ সম্বন্ধে আমরা যে এত অধিক আশা পোষণ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, উহারা খামখেয়ালী-ভাবে এই প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন নাই। এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের মধ্যে রায় বাহাদুর ডাঃ ইউ এন রায় চৌধুরী, ডাঃ সুনীল বসু, ডাঃ পি গাঙ্গুলী, ডাঃ এস রায় প্রভৃতি খ্যাত-নামা চিকিৎসাব্যবসায়িগণ রহিয়াছেন। আরও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, কোম্পানীর কারখানাতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপদেশ দিবার জন্য ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলী, এম-বি কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। ইনি অষ্ট্রেলিয়াতে অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ কারখানায় দুগ্ধজাত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। কোম্পানী ইতিমধ্যেই দমদমে কারখানা বসাইবার উপযুক্ত কতিপয় বাড়ীসহ ৭ বিঘা পরিমিত জমি সংগ্রহ করিয়া উহাতে আধুনিক ধরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি বসাইয়াছেন। একটী নূতন কোম্পানীর পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে এত অগ্রসর হওয়া কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। কোম্পানী যে যন্ত্র-পাতি বসাইতেছেন, তাহাতে প্রত্যহ ১০০ গ্যালন (প্রতি গ্যালন ৫ সেরের সমান) দুগ্ধ হইতে জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইবে। যে স্থানটীতে এই কারখানা বসান হইয়াছে, তাহার আশপাশে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন হইলে কোম্পানী ড্রাই বরফের সাহায্যে দূর দূরান্তবর্ত্তী স্থান হইতেও স্বল্পমূল্যে দুগ্ধ আমদানী করিতে পারিবেন।

ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস কোঃ কেবল যে বাঙ্গলা দেশে একটী নূতন শিল্পের পত্তন করিলেন এরূপ নহে, তাঁহারা এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গলার জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির পথও প্রশস্ত করিলেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বলিয়া মনে করি। দেশবাসী মাত্রেরই এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত।

ন্যাশন্যাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারত সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরো কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা অনুসারে ভারতবর্ষে এক সহস্রের মত সাবানের কারখানা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সাবানের কারখানার সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, এদেশে বৃহদাকার ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাবানের কারখানার সংখ্যা যে ৮।১০টীর বেশী হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাঙ্গলার ন্যাশন্যাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস, যাহা জনসাধারণে 'ন্যাস্‌কো'—এই সংক্ষিপ্ত নামে সুপরিচিত, এই শ্রেণীর একটি বৃহদাকার ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাবান প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। উহাতে এই কোম্পানীর কারখানাতে কেবল সাবানই প্রস্তুত হয় না—গন্ধদ্রব্য, স্নো, সেভিং ষ্টিক প্রভৃতি অন্যান্য অনেক প্রকার প্রসাধন সামগ্রীও প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড়ই সুখের বিষয় যে, ন্যাস্‌কোর প্রস্তুত প্রসাধন সামগ্রীগুলি বর্ত্তমানে দেশে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং উহারা বিদেশী সাবানের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ন্যাস্‌কোর প্রস্তুত অজন্তা সাবান, অজন্তা সেণ্ট, অজন্তা স্নো এবং অজন্তা সেভিং ষ্টিক আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। উহাদের প্রস্তুত 'মর্ম্মর' নামক সাবান বিদেশীদের প্রস্তুত লাক্স সাবান অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে এবং উহার ক্রমবর্দ্ধমান কাট্‌তি হইতে উহা প্রমাণিত হয়। প্রসাধন শিল্পে ন্যাস্‌কো কি প্রকার দ্রুত সাফল্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহা এই কোম্পানীর প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে প্রমাণিত হয়। গত ১৯৩১ সালে যখন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় উহাদের প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫ হাজার ৫৬১ টাকা। ৮ বৎসরের মধ্যে এই বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া গত ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৪৩ টাকা। বাঙ্গলার একটী মাত্র সাবানের কারখানা বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যেরও প্রসাধন সামগ্রী বিক্রয় করিতেছেন উহা বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা গৌরবের কথা।

কিন্তু বাঙ্গলা দেশে ন্যাস্‌কো যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা মাত্র এই প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ন্যাস্‌কোর উৎপাদিত প্রসাধন সামগ্রীগুলি সমাদৃত হইয়াছে এবং অধুনা উহা ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইতেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা সরবরাহের জন্য আরও উন্নততর ও বৃহত্তর কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ন্যাস্‌কোর পরিচালকগণ গত বৎসর ৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া উহাকে একটী লিমিটেড কোম্পানীতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, কোম্পানী এই ৫ লক্ষ টাকার মূলধনের মধ্যে যে পরিমাণ মূলধন শেয়ার বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে তুলিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। পরিচালকগণ বর্ত্তমানে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী বিস্তৃততর জমি সংগ্রহের জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। এই জমি সংগৃহীত হইলে উহাতে সম্পূর্ণ আধুনিকতম ধরণের কলকব্জা বসান হইবে এবং উহাতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী পরিমাণে ও বেশী সংখ্যক প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত হইবে। পরিচালকদের এই পরিকল্পনা সফল হইলে ন্যাস্‌কো যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী বৃহত্তম ও বিশেষ লাভজনক সাবানের কারখানায় পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য যাঁহারা কলকারখানার শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহেন, আমরা ন্যাশন্যাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

মিঃ কে এল দত্ত ন্যাস্‌কোর পরিচালক। তিনি এই ব্যবসায়ে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ও কার্য্য-দক্ষ ব্যক্তি। তাঁহার পরিচালনা-গুণে ন্যাস্‌কোর জনপ্রিয়তা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে—উহাই আমরা আশা করিতেছি।

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

৬নং তিলক রোড,—বালীগঞ্জ

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিদের জন্য নিজস্ব গৃহের সংস্থানের ব্যাপারে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ কি প্রকার প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমরা 'আর্থিক জগতে' একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। গত তিন বৎসরের মধ্যে এই ব্যাঙ্কটী কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে

সাড়ে আট লক্ষ টাকা মূল্যের নূতন জমি সংগ্রহ করিয়াছে এবং উক্ত তিন বৎসরে সাধারণের নিকট ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা মূল্যের জমি ও বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে। ১৯৩৮ সালের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে ৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা মূল্যের জমি ও বাড়ী ন্যস্ত ছিল। এই তিন বৎসরে ব্যাঙ্ক উহাদের ক্রীত জমির উন্নতি বিধান এবং জমিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাসোপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগকে ৯০ হাজার টাকার মত সুদ হিসাবে প্রদান করিয়াছে। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের ন্যায় বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসা জনপ্রিয় হয় নাই। এই ব্যবসায়ে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কই পথ-প্রদর্শক। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক যে অল্প সময়ের মধ্যে উহাদের কার্য্যক্ষেত্রের এতদূর প্রসার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার কথা।

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা একটী খুব লাভজনক ও মূলধনসাপেক্ষ ব্যবসা। কিন্তু আমাদের দেশের মত স্থানে যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিগণ বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একসঙ্গে অধিক পরিমাণে টাকা প্রদান করিতে পারে না, সেখানে এই ব্যবসা আরও অধিক মূলধনসাপেক্ষ। বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে শেয়ার বিক্রয় করিয়া এবং স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া এই মূলধন সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু এদেশের অধিবাসিগণ বিল্ডিং সোসাইটী যে একটী খুব লাভজনক ব্যবসা, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এজন্য বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যদিও বৎসরের পর বৎসর অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে বর্ত্তমান বাজার অনুযায়ী ভালরূপ লভ্যাংশ দিতেছে, তথাপি উহা শেয়ার বিক্রয় করিয়া আজ পর্য্যন্ত পৌণে চার লক্ষ টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারে নাই অথচ ১৯৩৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের সাধারণ আমানত হিসাবে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা মজুদ ছিল। কিন্তু এই টাকা সাধারণতঃ ৫ বৎসরের স্থায়ী আমানতে গচ্ছিত বলিয়া ব্যাঙ্ক উহার সাকুল্য অংশ জমিক্রয়, জমির উন্নতি বিধান এবং বাড়ী নির্ম্মাণের কাজে ব্যয় করিয়া ব্যয়িত টাকা ১০, ১৫ কি ২০ বৎসরের কিস্তিতে বাড়ী ও জমির ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। আজ বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যদি শেয়ার হিসাবে অথবা ১০,১৫ কি ২০ বৎসর অন্তে আসল টাকা পরিশোধের সর্ত্তে আমানত হিসাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে উহা অল্প সময়ের মধ্যে উহাদের কাজের পরিমাণ অন্ততঃ ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি করিয়া অংশীদারগণকে অধিকতর পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের বাড়ী নির্ম্মাণের সমস্যার অধিকতর সন্তোষজনকভাবে সমাধান করিতে পারে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ সংগ্রহের জন্য বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি 'হোম এণ্ডাউমেণ্ট ডিপজিট' নামে এক প্রকার আমানতের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই ব্যবস্থাতে যে কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে প্রতি মাসে ৫, ১০ বা ১৫ টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসর পর্য্যন্ত টাকা জমা দিবার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে মোটা টাকা পাইবার পথ করিতে পারেন। স্থানাভাবে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনাটীর সম্পূর্ণাংশ আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না। এই বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্ক হইতে উহা জানিয়া লইতে পারেন। তবে পরিকল্পনাটী সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, উহার মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানত ও বীমা—এই উভয়েরই সুবিধা রহিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাতে কোন অবস্থাতে আমানতকারীদের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে না। যাঁহারা এই পরিকল্পনায় আমানতের সুযোগ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা কেবল নিজেরাই লাভবান হইবেন না—তাঁহারা দেশের একটী বড় রকম সমস্যার সমাধানে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবেন।

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দত্ত, মিঃ এস, সি, লাহা প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল ব্যবসায়ী মিঃ জে, সি, দাস এই ব্যাঙ্কের পেছনে তাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। আমরা শেয়ারক্রেতা ও আমানতকারী উভয়েরই দৃষ্টি এই ব্যাঙ্কটীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। এই ব্যাঙ্কের সম্পত্তি কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থিত জমি ও বাড়ীতে নিবদ্ধ। সুতরাং উহা সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার বৎসর পূর্ব্বে গত ১৯২৬ সালে নোয়াখালীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্র সহরে নাথ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, দালালের বৈঠকখানার একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অতি সামান্যভাবে নাথ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। ৬।৭ বৎসর কাজ চালাইবার পরেই ব্যাঙ্কটী সাধারণের বিশেষ আস্থা অর্জ্জন করে এবং ১৯৩২ সালে কলিকাতায় উহার একটী শাখা অফিস স্থাপিত হয়। উহাই ব্যাঙ্কটীর দ্রুত অগ্রগতির সূচনা করে এবং ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ১৯৩৬ সালে ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখাকে উহার হেড অফিসে পরিণত করেন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ সোয়া উনত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটী টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে এবং উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা হইতে বর্ত্তমানে ৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে এবং কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সম্প্রতি এই ব্যাঙ্ক কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতিতেও স্থান পাইয়াছে। সামান্য তিন বৎসর কাল সময়ের মধ্যে এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ করা যে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে একটা মহা গৌরবের কথা।

নাথ ব্যাঙ্ক আজ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সাফল্যের যে প্রমাণ দিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে অবাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ও অবাঙ্গালী কুঠিয়ালগণ বাঙ্গালীর সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালীও এই সব অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের হাতে নিজের যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইয়াছে। দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলে শাখা অফিস স্থাপন করিয়া ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের টাকা নিরাপদে সংরক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক উহা মনে স্থান দেয় নাই। গত বৎসর নাথ ব্যাঙ্ক দিল্লী, কাণপুর এবং লক্ষ্ণৌতে তিনটী শাখা অফিস স্থাপন করিবার পর এখন বাঙ্গালী পরিচালিত অন্যান্য ব্যাঙ্কও ঐ সব

অঞ্চলে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উত্তর ভারতে বাঙ্গালীর জয়যাত্রার পথে নাথ ব্যাঙ্কই পথ-প্রদর্শক। উত্তর ভারতের উক্ত তিনটী ব্রাঞ্চ ছাড়া বর্ত্তমানে কলিকাতায় নাথ ব্যাঙ্কের ৫টী অফিস (হেড অফিস সহ), বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, চৌমোহনী ও বক্সিরহাটে ৬টী অফিস, বিহার প্রদেশের পাটনা, জামসেদপুর, সাকচী ও চাইবাসায় ৪টী অফিস এবং আসামের শিলং, গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর ও নওগাঁওয়ে ৫টী অফিস রহিয়াছে।

নাথ ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালীর অর্থসাহায্য দ্বারা পুষ্ট এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। উহা বাঙ্গালী মাত্রেরই একটী গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল এই ব্যাঙ্কটীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে উহাকে দ্রুত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছেন। উহার হেড অফিস ও বিভিন্ন শাখায় বহু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল জীবিকা সংস্থানের উপায় করিতে সমর্থ হইতেছে না, ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যাঙ্কটী উহার অংশী-দারগণকেও নিয়মিতভাবে এবং বাজারের বর্ত্তমান হার অনুযায়ী উচ্চহারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে। এই ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা একটী বিরাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে—উহাই আমরা আশা করিতেছি।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং

২নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে গত ৬১৭ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর চেষ্টা ও বাঙ্গালীর মূলধনে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতাস্থ আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উক্ত কোম্পানীর মার্চ্চ মাসে বৎসর শেষ হইয়া থাকে। গত মার্চ্চ মাসে উহার যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানী ১২ লক্ষ টাকারও অধিক পরিমাণ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ৯৫ হাজার টাকায় এবং কোম্পানীর কাগজে দাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৯০ হাজার টাকা অপেক্ষা বেশী আয় হইয়াছে এবং কোম্পানীর আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যে পরিমাণ টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহার ফলে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাত্র ৫ বৎসর কালের মধ্যে একটী কোম্পানীর এরূপ উন্নতিলাভ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কোম্পানীর বর্ত্তমান ম্যানেজার মিঃ এস সি রায়ের কার্য্যকুশলতার গুণেই আর্য্যস্থান আজ এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার পর আর্য্যস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং গত ৫ বৎসর কাল ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে উহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে আর্য্যস্থান যে ক্রমেই আরও অধিকতর উন্নতি লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

৩৫ নং পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে সাবান ও বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়া সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে এদেশে সাবানের কারখানার কোন অস্তিত্বও ছিল না এবং গায়ে মাখা সাবানের সাকুল্য অংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। ঐ সময়ে বিগত ১৯১৬ সালে প্রিন্সিপ্যাল আর এন সেন এম এস সি (লীডস্), মিঃ কে সি দাস, বি এ (ষ্টান) এবং মিঃ বি এন মৈত্র—এই তিনজন রাসায়নিকের উদ্যোগে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী স্থাপিত হয়। ভালরূপে একটী কারখানা চালাইতে যে অর্থসঙ্গতির প্রয়োজন, উহাদের তাহার খুবই অভাব ছিল। কিন্তু অধ্যবসায় ও সততার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্য অল্পসময়ের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই সাফল্য দেখিয়া ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচালকবর্গ গত ১৯২০ সালে উহাকে একটী যৌথ কারবারে পরিণত করেন।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে দন্তধাবন কার্য্যে এবং চর্ম্মরোগে নিম একটী বিশেষ উপকারী জিনিষ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। ক্যালকাটা কেমিক্যাল বহু গবেষণার ফলে নিমের সমস্ত গুণ বজায় রাখিয়া উহা হইতে মার্গো সোপ ও নিম টুথ্ পেষ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুইটী জিনিষ বাজারে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে। নিম হইতে উহারা কতিপয় প্রকার প্রসাধন সামগ্রীও প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সকলগুলিই অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হওয়াতে এই সব জিনিযের মারফতে ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি বিদেশেও ক্যালকাটা কেমিক্যালের সুনাম ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাদের প্রস্তুত কেশ তৈলও জনসমাজে বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী ছাড়া এলো-প্যাথিক প্রণালীতে অনেক টিংচার, পেটেন্ট ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত উহাদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে অনেকগুলি অরিষ্ট, আসব, প্রলেপ, অবলেহ প্রভৃতি জিনিষও প্রস্তুত হইতেছে। উহারা উহাদের প্রস্তুত কোন ঔষধ বৃটীশ ফার্ম্মা-কোপিয়ার নির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষতা সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বাজারে বাহির করেন না। এই কারণে ক্যালকাটা কেমিক্যালের ঔষধ পর্য্যায়ের জিনিষগুলিও বাজারে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। এক্ষণে কোন প্রসাধন সামগ্রী বা ঔষধের উপর "ক্যালকেমিকো" এই নাম (ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত নাম) থাকিলে তাহা উৎকৃষ্টতা ও বিশুদ্ধতার একটা নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

গত বৎসর ক্যালকাটা কেমিকাল উহাদের প্রস্তুত ৯ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রসাধন সামগ্রী ও ঔষধাদি বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বের বৎসরের তুলনায় উহা ১ লক্ষ টাকা বেশী। উহাই ক্যালকাটা কেমিক্যালের জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর শিল্প সাফল্যের একটী প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। উহাদের প্রস্তুত জিনিষপত্র বিদেশীর তুলনায় কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। আমরা এই কোম্পানীটির আরও উন্নতি কামনা করি।

লিলি বিস্কুট কোং

৩নং রামকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমানে লিলি বিস্কুটের নাম জানেন না এমন কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে কেহ স্বদেশী বিস্কুটের নাম করিলে হাস্যাস্পদ হইতেন। দেশের রুচি পরিবর্ত্তনের ফলে ঐ সময়ে দেশে বিস্কুটের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে উহার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কি প্রকার বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের দূরদৃষ্টির মধ্যেই ধরা পড়ে এবং তিনি ১৯০৯ সালে একটী বিস্কুটের কারখানা স্থাপন করেন। ঐ সময় বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত অর্থসঙ্গতি তাঁহার কিছুই ছিল না। বিস্কুটের কলকব্জা, বিস্কুটের উপাদান এবং উহার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু সাধনা, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে প্রতাপবাবু অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করিলেন এবং লিলি বিস্কুট জনসমাজে সমাদৃত হইল ও ক্রমেই উহার চাহিদা বাড়িতে লাগিল। ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগকে বিস্কুট সরবরাহ করাতে কোম্পানীর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গুণে, স্বাদে এবং রকমারিতায় লিলি বিস্কুট এখন বিদেশী বিস্কুটের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছে। উল্টাডিঙ্গীর সন্নিকটে ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট পরিমিত ভূমির উপরে লিলি বিস্কুটের যে বিরাট কারখানা রহিয়াছে, এখন বৎসরে গড়ে ১ কোটী পাউণ্ড ওজনের বিস্কুট তথায় তৈয়ার হইতেছে। এই কারখানায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বসান রহিয়াছে। এক বিস্কুট নির্ম্মাণের কাজে একাধিক বিশেষজ্ঞ ও পাঁচ শত কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন। এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু।

লিলি বিস্কুটের কারখানার স্থাপয়িতা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের কার্য্যক্ষেত্র মাত্র বিস্কুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উঁহারা 'লিলি' মার্কা যে বালি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কেবল জনসাধারণের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে না—বহু হাঁসপাতালেও উহা ব্যবহৃত হইতেছে। এই কারখানার জন্যও বিদেশ হইতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনাইয়া তাহা স্থাপন করা হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহাতে কাজ করিতেছেন। লিলি বিস্কুটের ন্যায় লিলি বালিও এখন বিদেশী বালির সহিত সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইতেছে। স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস নামেও একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া উহা হইতে দাঁত মাজিবার ক্রীম, জুতার কালী, মেটাল বার্ণিস, ফাউণ্টেন পেনের কালী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই সব জিনিষও বাজারে আদর লাভ করিয়াছে।

লিলি বিস্কুট যে আজ দেশ-বিদেশে এত সমাদৃত হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, দূরদৃষ্টি, ব্যবসাবুদ্ধি এবং সততারই ফল। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি স্বর্গধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন এবং 'আর্থিক জগতে'র পাঠকবর্গকে যথাসময়ে আমরা এই শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় যে ব্যবসায়ে এতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠের তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি এবং অক্লান্ত পরিশ্রমও কম দায়ী নহে। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে তিনিই পি শেঠ এণ্ড কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ের কর্ণধার হিসাবে উহাকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছেন। এই কাজে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ এবং স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেঠ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ বর্ত্তমানে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেঠ বিলাত হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিস্কুট নির্ম্মাণকার্য্য শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে কারখানার কাজে সহায়তা করিতেছেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে লিলি বিস্কুট কোম্পানী এবং উহাদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কোম্পানী যে উন্নতির পথে আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারী

৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এবং তাঁহার উদ্ভাবিত বহুবিধ ঔষধের বিষয় অবগত নহেন, এরূপ ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় খুব কমই আছেন। ডাঃ বসু প্রথম জীবনে যখন বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে এদেশে বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধপত্রের বিপুলতা দেখিয়া দেশের ভিতরে এই সব ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তৎপর ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালে তিনি দেশীয় গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত অনেকগুলি ঔষধ কলিকাতার চিকিৎসক সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। অবশেষে ১৯০৮ সালে তিনি নিজেই ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারী নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ১৯২০ সালে উহাকে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হয়।

ডাঃ বসু চিকিৎসক ও রাসায়নিক হিসাবে বাঙ্গলা দেশের একজন মনস্বী ব্যক্তি। তাঁহার অনেক গবেষণা সুধী-সমাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য অনেক শ্রেণীর ঔষধ এবং কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনিই এদেশে প্রথম অগ্রণী হন। ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারীর প্রস্তুত ঔষধপত্র বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতায় ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারীর যে হেড অফিস অবস্থিত, তাহাতে পদার্পণ করিলেই যে কোন ব্যক্তি ঐ ব্যাপারে ডাঃ বসুর কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

১২৪, ১২৪।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অলঙ্কার শিল্পে বাঙ্গলা দেশে যে সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মধ্যে এম বি সরকার এণ্ড সন্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ অলঙ্কার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনেই যে অলঙ্কার শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা উঁহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যেমন জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিতে হয়—অলঙ্কার শিল্পে সেইরূপ আস্থার প্রয়োজন। কেননা ব্যাঙ্কে টাকা রাখা সম্পূর্ণ নিরাপদ—

সাধারণের এই ধারণা না জন্মা পর্য্যন্ত কেহ উহার পৃষ্ঠপোষকতা করে না। অলঙ্কারের ব্যাপারেও স্বর্ণ এবং বিবিধ মূল্যবান জিনিষের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাধারণের পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মা পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রতিষ্ঠানের মারফতে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হয় না। সকলেই জানেন যে, লণ্ডনের অলঙ্কার বিক্রেতাদের দ্বারাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আধুনিকতম ধরণের ব্যাঙ্ক ব্যবসার সূত্রপাত হইয়াছিল। যাহা হউক, অলঙ্কার শিল্পে সাফল্য অর্জ্জন করা যে সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জনের উপর নির্ভরশীল, তাহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স সাধারণের এই বিশ্বাস পূর্ণভাবে অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারাদি কেবল সুরুচিসম্পন্ন এবং আধুনিকতম ধরণের নহে—উহারা অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য মজুরীও খুব কম হারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহাদের তৈয়ারী অলঙ্কারের ডিজাইন এরূপ সৌখিন ও আধুনিক ধরণের যে, অনেক ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কার দেশের ভিতরে নূতন ফ্যাসান সৃষ্টি করিয়াছে। অলঙ্কার শিল্পে যত গুণের প্রয়োজন, তাহার মধ্যে সততার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। কেননা সততার দ্বারাই অলঙ্কার সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিতে হয়। এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স উহার প্রতিষ্ঠা হইতে আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সততার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবসা চালাইতেছেন বলিয়াই আজ উহারা এই শিল্পে এইরূপ উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহারা খাঁটী গিনির অলঙ্কারই প্রস্তুত করেন। তবে উহাদের কারখানাতে বর্ত্তমানে চাঁদি রূপার নানাপ্রকার অলঙ্কারপত্র ও শিল্পদ্রব্যও প্রস্তুত হইতেছে। স্বর্ণালঙ্কারের ন্যায় উহাদের প্রস্তুত রৌপ্যের অলঙ্কারপত্রও জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা এম, বি, সরকার এণ্ড সন্সের আরও অধিক সাফল্য কামনা করিতেছি।

এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৩ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক কলকব্জা আমদানী হইয়াছে। দেশে নূতন নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৈদ্যুতিক কলকব্জা ব্যবহারের পরিমাণ দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই দেশে বৈদ্যুতিক কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে দি এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩২ সালের শেষভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অভিজ্ঞ কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়।

প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর পরিচালকগণকে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। কারণ দেশীয় লোকের দ্বারা প্রস্তুত বৈদ্যুতিক কলকব্জার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দেশের লোকের তখন তেমন আস্থা ছিল না বলিয়া দেশবাসী এই কোম্পানীকে তেমনভাবে সাহায্য করে নাই। এই ধরণের একটী কারখানা চালাইতে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাও দেশ হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই কোম্পানী স্থাপিত হইবার পর প্রথম দুই বৎসরে উহার কার্য্যক্ষেত্রের তেমন প্রসার হয় নাই। কিন্তু পরিচালকগণ তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রবণতার গুণে তৃতীয় বৎসর হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ এই কোম্পানীর প্রস্তুত 'ইকো' মার্কা বৈদ্যুতিক পাখার নাম প্রতিগৃহে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই এখন উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর পরিচালকগণ বর্ত্তমানে অন্যান্য শ্রেণীর বৈদ্যুতিক কলকব্জা প্রস্তুতের দিকেও মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ হওয়া মাত্র তাঁহারা এই ধরণের কাজ আরম্ভ করিবেন।

গত ৪ বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানীটী কার্য্যক্ষেত্রে কি প্রকার দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে উপলব্ধি করা যাইবে—গত ১৯৩৪-৩৫ সালে কোম্পানীর বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৩ হাজার ৫৫০ টাকা—১৯৩৭-৩৮ সালের শেষে তাহা ৩ লক্ষ ৭৮০ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আদায়ী মূলধনের পরিমাণও ২৭ হাজার ২২৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৩৯ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে কোম্পানীর কারখানায় মাত্র ২১৭ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ছিল। উহা এখন ২১ হাজার ৯৭২ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে কোম্পানী ১০ হাজার ৫২১ টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক পাখা বিক্রয় করিয়াছিলেন—১৯৩৭-৩৮ সালে তাঁহারা ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৫ টাকা মূল্যের পাখা বিক্রয় করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ৪৩১ টাকা হইতে ১০ হাজার ৬০৬ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে কোন লভ্যাংশ দিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী তিন বৎসরের প্রত্যেক বৎসর উহারা অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। যে প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করেন তাহাতে ৪ বৎসর কালের মধ্যে কোম্পানীর এই প্রকার উন্নতি বাস্তবিকই একটা প্রশংসার কথা। উহাদের প্রস্তুত পাখা বাজারে যে প্রকার সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে কোম্পানীর উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

শিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মারফতে বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক সহস্র শিক্ষিত বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের উপায় হইতেছে তাহা একটা কম কথা নহে। বর্ত্তমানে দেশের ভিতরে শিল্পের প্রসারের জন্য যে প্রকার একটা আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ন্যায় একটী কোম্পানী যে ক্রমেই দেশের অধিকতর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নাম বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। উহা একটী ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, অন্নহীন ও ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ কখনও ফলপ্রসূ হয় নাই। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, তাঁহারা দেশের ও সমাজের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ভারবহ হইয়া থাকিবেন, উহাও সঙ্ঘ-নায়ক মতিবাবুর অভিপ্রেত নহে। এই জন্য ধর্ম্ম প্রচারের সৌকর্য্যার্থে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আওতায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্ত্তক জুট মিল, প্রবর্ত্তক ফার্নিশার্স, প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রবর্ত্তক হাফটোন ওয়ার্কস, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং ওয়ার্কস, প্রবর্ত্তক মেশিনারী ট্রেডিং, প্রবর্ত্তক হোসিয়ারী ওয়ার্কস, প্রবর্ত্তক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রবর্ত্তক কৃষি বিভাগ, প্রবর্ত্তক জুট এজেন্সী, প্রবর্ত্তক খাদি বিভাগ, প্রবর্ত্তক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোম, প্রবর্ত্তক ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং, প্রবর্ত্তক প্রেস প্রভৃতি বহুবিধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মারফতে বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক ব্যক্তি জীবিকা সংস্থানের মধ্য দিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ধর্ম্মাদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতেছে।

আমাদের দেশে একটা ধারণা রহিয়াছে যে, আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই। কিন্তু সঙ্ঘ-নায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় এই ধারণার পরিবর্ত্তন করিতেছেন এবং জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থার সহিত তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের একটা যোগসূত্র স্থাপন করিতেছেন। তাঁহার এই আদর্শ সফল হইলে বর্ত্তমানে ক্যাপিটালিজম কমিউ-নিজম্ প্রভৃতি মতবাদের জন্য সমগ্র বিশ্বে যে অশান্তির আগুন সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপশম হইবে এবং মানব জাতি ধর্ম্ম ও অর্থ এক সঙ্গে লাভ করিবার পথের সন্ধান পাইবে।

আমরা সঙ্ঘ-নায়ক মতিলাল বাবুর এই মৌলিক চিন্তাধারা এবং কর্ম্মপ্রণালীর পূর্ণসাফল্য কামনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডি এন বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

১৬১১-এ সরকার লেন, কলিকাতা

১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের স্বদেশী মন্ত্র বাঙ্গলার যুবপ্রাণকে এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা চারিদিকে অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয়তা বৃদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশের সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য ও সামাজিক উন্নতি একত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময় হইতে বহু বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ডি এন বসু হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির অন্যতম। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় ১৯০৫ সনে অতি সামান্য মূলধনে উক্ত ফ্যাক্টরীর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। কে জানিত এই সামান্য এবং নগণ্য চারাগাছটী একটী মহীরুহে পরিণত হইবে। বসু মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা গুণে বর্ত্তমানে ইহা বাঙ্গলার সুবৃহৎ ফ্যাক্টরীগুলির শীর্ষস্থানীয়। বসু মহাশয়ের কৃতকার্য্যতার একটী কারণ এই যে, তিনি প্রথম হইতেই উৎকৃষ্ট গেঞ্জী বাজারে বাহির করিয়াছিলেন এবং এতাবৎকাল উৎকৃষ্ট জিনিষই সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। "শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা গেঞ্জী বলিতে ডি এন বসুর হোসিয়ারীর জিনিষই বুঝায়। "শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা গেঞ্জী ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। আমরা ফ্যাক্টরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিঃ

৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাওয়া এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে নিজের নাম জাহির না করা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের আদর্শ থাকাতে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে কেহ তাঁহার নাম জানিত না। কিন্তু এই শ্রেণীর কর্ম্মীর নাম বেশীদিন দেশবাসীর অগোচরে থাকিতে পারে না। এই কারণে ইদানীং আলামোহনের নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে এবং এই প্রচারকার্য্যে স্যার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রধান হোতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে একমাত্র সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে আলামোহন আজ উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার প্রস্তুত ওজনযন্ত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং ব্রহ্মদেশের কল-কারখানায় সমাদৃত হইয়াছে। ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহও তাঁহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিতেছেন। আলামোহন ভারতীয় জুট মিল নামে একটী চটকল স্থাপন করিয়া সামান্য এক বৎসরকাল সময়ের মধ্যে উহাকে একটী লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। এই সমস্ত আলামোহনের শিল্পনিষ্ঠা ও শিল্পসাফল্যের পরিচয় দেয়। কিন্তু তিনি সম্প্রতি ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী স্থাপন করিয়া যে বিরাট কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

ভারতবর্ষে কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলেও আজ পর্য্যন্ত দেশে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য ব্যাপকভাবে কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। উহার ফলে কলকব্জার জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর কোটি কোটি টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালেও বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকব্জা আমদানী হইয়াছে। সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমত এই যে, দেশে শিল্পের প্রসার না হইলে দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু শিল্পের পক্ষে যে কলকব্জার প্রয়োজন তাহার জন্য আমরা এখনও বিদেশীর মুখাপেক্ষী। যতদিন দেশে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য শিল্পকারখানা স্থাপিত না হইবে, ততদিন দেশের শিল্পের প্রসারের সুগম হইবে না, উহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আলামোহন ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী গঠন করিয়া দেশের এই মৌলিক অভাব বিদূরিত করিবার মহান্ ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার স্থাপিত দাসনগরে বর্ত্তমানে যে প্রকার বিরাটভাবে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, তাহা সফলতা লাভ করিলে বাঙ্গলায় একটী জামশেদপুরের সৃষ্টি হইবে এবং উহাতে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবক জীবিকা সংস্থানের পথ পাইবে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, আলামোহন যে মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা দেশবাসীর সর্ব্বথা সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য। ইণ্ডিয়ান মেশিনারী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একাংশ যদি

উদ্‌যাপিত হয় তাহা হইলে কেবল বাঙ্গলায় নহে ভারতের সর্ব্বত্র একটা শিল্পবিপ্লবের সূচনা হইবে।

প্যালেডিয়াম্ এসিওরেন্স কোং
৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর বিলিব্যবস্থা করিতেই অনেক সময় কাটিয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ঐ বৎসরের শেষের দিকে কাজ আরম্ভ করে।

গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের জন্য কোম্পানীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে প্যালেডিয়াম ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮ শত টাকার নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করিয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ উহার ২০ হাজার ৪৬৬ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭৩৮ টাকা আয় হইয়াছে। এই সময়ে কোম্পানী উহার কার্য্য পরিচালনার ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া এবং প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে ব্যয়িত টাকার মধ্যে ৪ হাজার ৩১৬ টাকা শোধ করিয়া দিয়াও জীবনবীমা তহবিলে ২ হাজার ৫৩১ টাকা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। একটী নূতন কোম্পানীর পক্ষে প্রথমেই এরূপ কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন কম প্রশংসার কথা নহে। এই সময়ে প্যালেডিয়ামের উপর কোন মৃত্যুদাবী উপস্থিত হয় নাই। উহাতে প্রমাণিত হয় যে, উহার পরিচালকগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত বীমাকারী নির্ব্বাচন করিতেছেন। প্যালেডিয়াম ইতিমধ্যেই উহার আদায়ী মূলধন (৬০ হাজার ৯৪১ টাকা) এবং জীবনবীমা তহবিলের মধ্য হইতে কোম্পানীর কাগজ ও পোষ্টাফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেটে ৩৬ হাজার ৫১ টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। উহাও কোম্পানীর পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে।

প্যালেডিয়াম ওয়ার্কার্স কর্পোরেশন নামে একটী সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মিঃ এন কে নাগ উহার প্রাণ। তাঁহার ন্যায় উৎসাহী কর্ম্মী সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট পূর্ব্বতন অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণ যখন প্যালেডিয়ামের পেছনে রহিয়াছেন তখন এই কোম্পানী যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাহা খুবই আশা করা যায়।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯৩২ সালের শেষভাগে হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে উহার নাম ছিল হুগলী ব্যাঙ্কার্স এণ্ড ট্রেডার্স লিঃ। সম্প্রতি উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ রাখা হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে গত ৫ বৎসরের মধ্যে যত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে উহার মধ্যে হুগলী ব্যাঙ্কের ন্যায় আর কোন ব্যাঙ্ক উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হয় নাই। এই ব্যাঙ্কটী স্থাপনের সময়ে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৮ শত টাকা। ১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৩ হাজার ১৭০ টাকা। এই কয় বৎসরের মধ্যে উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৭ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ লক্ষ ৫ হাজার ৬১৪ টাকাতে পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্কটী প্রথম বৎসর হইতেই লাভজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং উহার লাভের পরিমাণ ১৯৩৩ সালে ৫৫০ টাকা হইতে ১৯৩৮ সালে ১৪ হাজার ১৬০ টাকায় উঠিয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ উহার অংশীদারগণকে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে শতকরা বার্ষিক ৬।০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিলেন। উহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহারা প্রত্যেক বৎসরই শতকরা বার্ষিক ৭।।০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছেন।

কিন্তু কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে আদায়ী মূলধন ও আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়াই বড় কথা নহে। যে কোন ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা আদায়ী মূলধন ও আমানতের পরিমাণ বেশী করিয়া দেখাইতে পারে এবং ব্যাঙ্কের লাভ না হইলেও কাগজেপত্রে লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিতে পারে। কিন্তু হুগলী ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে একটী কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহার পরিচালকগণ চূড়ান্ত রকম সাবধানতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন এবং ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে উহারা সাধারণের নিকট যে সমস্ত বিবরণ উপস্থিত করিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থার দ্যোতক। ব্যাঙ্কের দাদননীতি এবং লভ্যাংশ প্রদানের নীতি হইতে উহা উপলব্ধি করা যায়। ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখা যায় যে, আদায়ী মূলধন, আমানতী টাকা ইত্যাদি লইয়া ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে ব্যাঙ্কের মোট স্থিতের পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ ৭ হাজার ২৬৩ টাকা। এই টাকার মধ্যে উক্ত সময়ে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা ও স্বর্ণে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬৮ টাকা, কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৩০০ টাকা, বাজার চল্‌তি শেয়ারে ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৬ টাকা, পোষ্টাল ক্যাশ-সার্টিফিকেটে ২ হাজার ৫০৬ টাকা, বিবিধপ্রকার লগ্নী ও বিলের জামীনে দাদনে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার ১১৬ টাকা, ইমারত জমি ইত্যাদিতে ৮৮ হাজার ৪০৮ টাকা এবং আফিসের আসবাব-পত্রে ৫ হাজার ১১১ টাকা নিয়োজিত ছিল। ব্যাঙ্ক লগ্নীর হিসাবে যে দাদন দেখাইয়াছেন তাহাও কোম্পনীর কাগজ, বাজার চল্‌তি শেয়ার, স্বর্ণ, ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত, ইনসিউরেন্স পলিসি এবং মালপত্রের জামীনে দাদন করা আছে। এই সব বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্ক উহার প্রত্যেকটী পয়সা নিরাপদভাবে দাদন করিয়া রাখিয়াছেন। কোম্পানীর লভ্যাংশ প্রদান নীতিও বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর যে ১৪ হাজার ১৬০ টাকা লাভ হয়, তাহার মধ্যে ১০ হাজার টাকাই মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ১৯৩৭ সালেও ১২ হাজার ৯৬২ টাকা লাভের মধ্যে ৮ হাজার ৮৯৭ টাকা মজুদ তহবিলে নেওয়া হইয়াছিল। উহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এখন উহার অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭।।০ টাকারও তিনগুণ পরিমাণ অধিক লভ্যাংশ দিতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা উহার মজুদ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উহাকে অধিকতর সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী।

হুগলী ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র দৃষ্টে আমরা এই ব্যাঙ্কটী সম্বন্ধে

অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছি। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে একটী স্থান ক্রয় করিয়াছেন এবং উহাতে ব্যাঙ্কের একটি নিজস্ব ৫ তলা বাড়ী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই বাড়ী নির্ম্মাণেও ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়িত টাকা যাহাতে আমানতী টাকা হইতে প্রদান করিতে না হয়, তজ্জন্য তাঁহারা ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিল ও শেয়ার বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতেই এই ব্যয় সঙ্কুলান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম যে, হুগলী ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কটীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উহাকে একটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। হুগলী ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইলেও নিরাপত্তার দিক হইতে উহা একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কটী বর্ত্তমানে যে ভাবে লাভ করিতেছে, তাহাতে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি পাইলেও উহার পক্ষে অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে বর্ত্তমানের হারে এমন কি অপেক্ষাকৃত অধিক হারে লভ্যাংশে প্রদান করিতে কোন বেগ পাইতে হইবে না। এরূপ অবস্থায় হুগলী ব্যাঙ্ক উহার মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাজারে ব্যাঙ্কের শেয়ারের যে খুব চাহিদা হইবে তাহাই আমরা আশা করিতেছি।

উপসংহারে হুগলী ব্যাঙ্ককে এরূপ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য আমরা উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি এম-এল-এ'কে (বেঙ্গল) আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এ্যাজমোলিন

ডিষ্ট্রিবিউটার্স ঃ—রায় এণ্ড রায়, ১১৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

এ্যাজমোলিন জি ডি এণ্ড কোম্পানীর প্রস্তুত বোরোলিন ও এ্যাজমোলিন—এই দুইটী সুপরিচিত ঔষধের অন্যতম। উহা প্রধানতঃ হাঁপানী রোগেই ব্যবহৃত হয়। তবে সর্দ্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটীস, হুপিং কফ, কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী বা ফুসফুসের অবরোধ প্রভৃতি রোগেও উহা বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে। উহা খাইতে সুস্বাদু এবং উহাতে কোন অনিষ্টকর উপাদান নাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে প্রত্যহ এ্যাজমোলিন খাওয়াইলে তাহারা সর্দ্দি কাসি হইতে মুক্ত থাকে।

জি ডি এণ্ড কোম্পানীর প্রস্তুত বোরোলিন নামক ঔষধটীও জনসমাজে বিশেষ সুপরিচিত। উহা চর্ম্মরোগে এবং বিশেষতঃ হাজা ও পাকুই রোগে আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করে। ব্রণ, মেচেতা, বসন্ত প্রভৃতির দাগ উঠাইতেও উহা অদ্বিতীয়। জি ডি এণ্ড কোম্পানী সম্প্রতি "ভ্যাপোলীন" নামক একটী ঔষধও আবিষ্কার করিয়াছেন। সর্দ্দি কাসি নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে বাহিরে মালিশের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধটীও খুব জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছে, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ তাহাদের অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটির প্রশংসনীয় কৃতকার্য্যতা ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। গত ১৯১৮ সালে কলিকাতায় লালবাজারে একটি ছোটখাট ধরণের আফিস নিয়া এই ব্যাঙ্কটির কার্য্য সুরু হয়। কার্য্য সম্প্রসারণের সঙ্গে ১৯২৭ সালে ঐ ব্যাঙ্কের অফিস ১৫নং হেয়ার ষ্ট্রীটে ও পরে ১৯৩১ সালে উহা ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩১ সালে ঐ ব্যাঙ্ক ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশনের মেম্বার শ্রেণীভুক্ত হয়। তখন পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকটী ভারতীয় ব্যাঙ্ক ঐ এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিয়াছিল। কাজেই বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিং এসোসিয়েসনের সদস্য হওয়াতে উহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তৎপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কার্য্য সুরু হইলে পর বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এই ব্যাঙ্কই সর্ব্বপ্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কৃতী ব্যক্তিদের উপর এই ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার ন্যস্ত থাকায় প্রথম হইতেই ঐ ব্যাঙ্কটি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। ফলে সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ১৯২৬ সালে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৮১২ টাকা। ১৯২৭ সালে তাহা বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৬৮ টাকা হয়। ১৯৩১ সালে আমানতী জমার পরিমাণ ২০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় পৌঁছে। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত উহা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ সালে তাহা ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৬০ টাকা হয়। গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা ৮১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। কার্য্য সম্প্রসারণের সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নানাস্থানে ঐ ব্যাঙ্কের মোট ১৫টী শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। আর তাহাদের মারফতে উহার কার্য্য বিশেষভাবে প্রসারিত হইতেছে। মিঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জি, ডাঃ আমেদ, মিঃ আই বি সেন, মিঃ এস কে সেন, মিঃ আর সি শেঠ, মিঃ এম এন মুখার্জ্জি ও মিঃ জে সি দাস বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। উহাদের কর্ম্মতৎপরতায় ব্যাঙ্কটীর যে উত্তরোত্তর আরও উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—লাহোর

বয়সের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত তরুণ হইলেও লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বর্ত্তমানে ভারতের প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছে। পরলোকগত লালা লাজপত রায় ও পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৪ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তদবধি কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সুসঙ্গত প্রণালী অনুসরণ করিয়া ও জনসেবার সুমহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার সহিত এই

কোম্পানীটি পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম হইতে এই কোম্পানীটিকে সর্ব্ববিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল উহার পরিচালকবর্গের উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত কোম্পানী সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আদর্শবাদ সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহাদের বীমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। ফলে দেশের বীমাকারীদের ভিতর লক্ষ্মী আজ এক স্থায়ী সমাদরের আসন লাভ করিয়াছে—কার্য্য সম্প্রসারণের দিক দিয়াও উহার সমধিক অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। ১৯২৪-২৫ সালে অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের প্রথম বৎসরে 'লক্ষ্মী' ২২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন। ঐ বৎসরে তাহার প্রিমিয়াম আয় দাঁড়ায় ৭৮ হাজার ৯৩৫ টাকা। ১৯২৫-২৬ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসরে উহার নূতন কাজের পরিমাণ ও প্রিমিয়াম আয় যথাক্রমে ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৫০ টাকা ও ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দাঁড়ায়। ১৯৩১-৩২ সালে তাহা যথাক্রমে ৭০ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৫০ টাকা ও ৪১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা হয়। সেই সময় হইতে এই কোম্পানী সমভাবে উন্নতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে এই কোম্পানীর যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বৎসরে কোম্পানী ৯ হাজার ৪৩টি পলিসিতে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৩২ লক্ষ ১ হাজার টাকা, বীমা তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও অন্যান্য দফার আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আয় হয়। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যু দাবী বাবদ ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৪৬ টাকা, মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১১ লক্ষ ৫ হাজার ৬৮৬ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া অন্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের শেষে ঐ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা।

গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬১৫ টাকা। এই সম্পত্তির কয়েকটি প্রধান প্রধান দফা এইরূপ ছিলঃ—কোম্পানীর কাগজ, মহীশূর গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ও ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৩৭ লক্ষ ৪৩২ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বিবিধ রেল কোম্পানীর শেয়ার ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫১৩ টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৫৭ টাকা, কোম্পানীর বাড়ীঘর ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬০০ টাকা। এসমস্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল সর্ব্বথা সুসংরক্ষিত রহিয়াছে বলা চলে। দাদনী তহবিল সম্পর্কে নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য কোম্পানী আলাদাভাবে একটি মজুত তহবিল গঠন করিয়াছেন। এই সমস্তের ফলে লক্ষ্মী আজ সর্ব্ববিষয়েই একটি নির্ভরযোগ্য ও উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতায় ৭ নং এস্প্লানেড্ ইষ্ট এই ঠিকানায় 'লক্ষ্মী'র একটি বাড়ী রহিয়াছে। উহাতে 'লক্ষ্মী'র কলিকাতা শাখার অফিস অবস্থিত। এই শাখার সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগচীর কর্ম্মকুশলতায় বাঙ্গলায় 'লক্ষ্মী'র কাজ ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—১৪নং ম্যাডান ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ)—কলিকাতা

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের সুপ্রাচীন নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। গত ১৮৯১ সালে এই কোম্পানীটী স্থাপিত হয়। তদবধি আদর্শ কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এই কোম্পানীটী পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই কোম্পানীর কোন অংশীদার নাই—সর্ব্বতোভাবে বীমাকারিগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া চলাই এই কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য। কোম্পানীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব মূলতঃ বীমাকারিগণের হাতেই ন্যস্ত। তাঁহারাই নিজেদের মধ্য হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কোম্পানীর সমস্ত লাভের অংশও বীমাকারীদেরই প্রাপ্য। প্রথম অবস্থায় এই কোম্পানীটী অবৈতনিক সেক্রেটারীর দ্বারা পরিচালিত হইত বলিয়া উহার কার্য্যের তেমন প্রসার হয় নাই। বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করিবার পর হইতে সকল দিক দিয়া এই কোম্পানীর সমূহ উন্নতির সূচনা দেখা যায়।

সম্প্রতি হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ বৎসরে কোম্পানী ৫৭১টী পলিসিতে মোট ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৭৩ টাকা। আলোচ্যবর্ষে প্রিমিয়াম আয় বাবদ ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা আয় হয়। এই প্রকার আয় হইতে খরচপত্র মিটাইয়া সোয়া লক্ষ টাকার মত জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। তাহাতে ঐ তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দাঁড়ায়।

গত ১৯৩৮ সালের শেষে কোম্পানীর মোট স্থিতের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। উহার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৬৪ টাকা নিয়োজিত ছিল। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, কোম্পানীর সম্পত্তি নিরাপদ ও লাভজনক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিতর হিয়াছে। 'হিন্দু মিউচুয়াল' কোম্পানীর একটি বিশেষত্ব—উহার অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ের হার। গত ১৯৩৮ সালে এই কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৪.৪ ভাগ ব্যয় করেন। এই সমস্ত দৃষ্টে কোম্পানীটীকে বীমাকারীদের দিক হইতে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠান বলা চলে।

এই কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় ভারতবর্ষে একজন প্রবীণ ও কৃতী বীমা ব্যবসায়ীরূপে সুপরিচিত। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় 'হিন্দু মিউচুয়ালের' যে উত্তরোত্তর আরও উন্নতি সাধিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী

১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী বাঙ্গলা দেশের প্রভিডেণ্ট সোসাইটীসমূহের মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে এই কোম্পানী ৩৷৷০ লক্ষ টাকার মত নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ উক্ত বৎসরে কোম্পানীর ৪৭ হাজার টাকা অপেক্ষা কিছু বেশী আয় হইয়াছে। কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে, উহা অতি সাবধানতার সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং উহার দাদননীতি সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কেননা কোম্পানীর মোট স্থিত ৪১ হাজার ৬৪২ টাকার মধ্যে, কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য নিরাপদ শেয়ার ও ডিবেঞ্চারেই ৩০ হাজার ২৭০ টাকা দাদন করা রহিয়াছে। উহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, নূতন বীমা আইন জারী হইবার পরে কোম্পানীকে আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ৫ হাজার টাকা আমানত করিতে হইবে, তাঁহার পক্ষে কোম্পানীর কোন অসুবিধাই হইবে না।

সাধারণতঃ দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিগণ, যাহারা বৎসরে ২৫।৩০ টাকা প্রিমিয়ামও দিতে পারে না, তাহাদের জন্যই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূহ পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কার্য্য পরিচালনার দোষে দেশের বহু সংখ্যক প্রভিডেণ্ট কোম্পানী ফেল পড়াতে এই শ্রেণীর কোম্পানীর উপর দেশবাসীর একটা অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর ব্যবসা পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর ন্যায় কোম্পানীসমূহ প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার গলদ অতিক্রম করিয়া সাধারণের বিশ্বাসভাজন উপায়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া প্রভিডেণ্ট ব্যবসার দুর্নামকে বহুলাংশে খণ্ডন করিতেছে। আমরা এই কোম্পানীটীকে একটী সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি। যাঁহাদের উচ্চতর বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার অর্থসঙ্গতি নাই, অথবা যাঁহারা আড়াই শত কি পাঁচ শত টাকার বীমার সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা নির্ভয়ে এই কোম্পানীতে বীমা করিতে পারেন।

মহালক্ষ্মী কটন মিল

১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহালক্ষ্মী কটন মিল মাত্র ২৬ খানা তাঁত এবং ৪৬ জন কর্ম্মী লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় এই কলটী উন্নতির পথে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্সের হাতে কলটীর পরিচালনাভার অর্পিত হওয়ার পর হইতে উহার উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উহাদের হাতে কলটী যাইবার পর উহাতে তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া বর্ত্তমানে ১৫০-এ পরিণত হইয়াছে এবং উহাতে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৬২। সম্প্রতি গত জানুয়ারী মাস হইতে এই কলে সুতা কাটাও আরম্ভ হইয়াছে। উহার ফলে এখন কলটীর দ্রুত উন্নতি ঘটিবে, উহা খুবই আশা করা যাইতেছে। গত ১৯৩১ সালে এই কলের প্রস্তুত ১৬ হাজার ৮২৬ টাকা মূল্যের কাপড় মাত্র বাজারে বিক্রয় হইয়াছিল। বর্ত্তমান পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার ফলে ১৯৩৮ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে মহালক্ষ্মী হইতে প্রস্তুত ৫ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৯ টাকা মূল্যের কাপড় বাজারে বিক্রয় হইয়াছে। কলের পরিচালকগণ স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে উহাতে টাকুর সংখ্যা ২০ হাজার এবং তাঁতের সংখ্যা ৫ শতে পরিণত করিবেন। এই সঙ্কল্প যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মহালক্ষ্মী একটী বিশেষ লাভজনক কাপড়ের কলে পরিণত হইবে। মহালক্ষ্মীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বর্ত্তমানে পৌনে ছয় লক্ষ টাকা। কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য উহার পরিচালকগণ এই কলের আরও শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতেছেন। পলতাতে যে স্থানে মিলটী স্থাপিত আছে, তাহা অনেকেই ই, বি, রেলপথে ভ্রমণ কালে দেখিতে পাইয়া থাকেন। কাপড়ের কলের পক্ষে উহা যে একটী আদর্শ স্থান, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহালক্ষ্মীর এক সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল যে কলটীর অস্তিত্ব রক্ষা পাইবে কিনা তৎসম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ উহার কার্য্য পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। এই ফার্ম্মের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত একজন কৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। তাঁহার পরিচালনাগুণেই মুমূর্ষু মহালক্ষ্মীতে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার পরিচালনায় এই মিলটী বাঙ্গলার একটি আদর্শ মিলে পরিণত হইয়া দেশের বস্ত্র সমস্যা ও বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটী বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিবে আমাদের তাহা খুবই বিশ্বাস রহিয়াছে।

এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোং

হেড অফিস—ব্যাঙ্গালোর

ভারতবর্ষে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী প্রশংসনীয়ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া পলিসিগ্রাহকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাঙ্গালোরের এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানী ৩০ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে কোম্পানীর নূতন বীমাপত্রের পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৫০ টাকা।

এই বৎসরে কোম্পানীর মোট ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯৭ টাকা আয় হয় এবং উহার মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হয় ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৩ টাকা। অন্যান্য আয়ের মধ্যে এই বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ও বাড়ীভাড়া বাবদ ৪০ হাজার ৯৮৭ টাকা আয় উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুজনিত ৬২ হাজার ৭৮৪ টাকা এবং বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৩৪ হাজার ৭২৮ টাকা ব্যয় হয়। এই বৎসরে কার্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানীর ব্যয় হয় ২ লক্ষ ২ হাজার ৬৫৯ টাকা। কোম্পানীর আয় হইতে এই বৎসরের সমস্ত ব্যয় বাদে যে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৮৫ টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে

এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৭ টাকা, বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৮২ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল, আদায়ী মূলধন (১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৮৫ টাকা) ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৭২ টাকা। এই সম্পত্তির মধ্যে কোম্পানীর কাগজ, রেলের শেয়ার, প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটী ও মহীশূর গবর্ণমেন্টের নিকট আমানতে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৪৮ টাকা, সম্পত্তি বন্ধকে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৬১ টাকা, পলিসি ও মহীশূর গবর্ণমেন্টের বণ্ড বন্ধকে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০৬ টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ীঘরে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৬৯ টাকা ন্যস্ত ছিল এবং বৎসরের শেষে নগদ হিসাবে কোম্পানীর হাতে ৮৭ হাজার ২৯৬ টাকা মজুত ছিল। সুতরাং কোম্পানীর দাদননীতি নিরাপত্তা ও লাভ—এই উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইতেছে।

গত ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল সময়ের জন্য কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। এই ভেলুয়েশনে পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুর হার ও এম (৫) মৃত্যুর তালিকার উপর ৬ বৎসর বয়স যোগ করিয়া এবং দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৪৷৷০ হারে ধরা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ভেলুয়েশনে সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে ধার্য্য করা হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ভেলুয়েশনে এই ভেলুয়েশনের তুলনায় অনেক কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। উহা সত্ত্বেও এই ভেলুয়েশনে কোম্পানীর তহবিলে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৩০ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। উহা হইতে আজীবন বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক ১৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক ১০ টাকা হারে বোনাস দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসিয়াটিক গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতায় ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর একটী শাখা অফিস অবস্থিত। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কোঠারী এণ্ড কোম্পানী
৯৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্প্রতি ১৬৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে কোঠারী এণ্ড কোম্পানীর উদ্যোগে কোঠারী ষ্টোর্স এবং ১১৩ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে কোঠারী অয়েল মিল স্থাপিত হওয়া উপলক্ষে কোঠারী এণ্ড কোম্পানীর নাম সকলেই অবগত হইয়াছেন। এই কোম্পানীর ব্যবসাগত অভিজ্ঞতা বহুদিনের। জুট, শেয়ার, কটন, ধাতু ও লৌহ, মিল ও তাঁতের বস্ত্র, তৈল, কয়লা, দেশী ও বিদেশী ঔষধ প্রভৃতি বহু বিভাগে উহাদের ব্যবসা চলিয়া থাকে। সকল প্রকার ব্যবসায়ে উহাদের সততার বিশেষ সুনাম রহিয়াছে। বর্ত্তমানে এই কোম্পানী কোঠারী অয়েল মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের শিল্পসাধনায় যোগদান করিলেন। এই ব্যবসায়েও উহারা বিশেষ সফলতা লাভ করিবেন, উহাই আমরা আশা করিতেছি।

কিন্তু কোঠারী কোম্পানী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, তাহার পরিচালকগণ বাঙ্গালী না হইলেও উহারা মনে প্রাণে বাঙ্গলা দেশকে ভালবাসেন এবং বাঙ্গালীর সহ-যোগিতা লইয়াই উহারা ব্যবসা পরিচালিত করিতেছেন। উহাদের ফার্ম্মে যে সমস্ত বাঙ্গালী চাকুরী করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই পরিচালকদের আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার পরিচয় পাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশকে যদি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে উহার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে হয়, তাহা হইলে এজন্য বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালীদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও মূলধনের সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু শোষক ও শোষিতের মধ্যে কোন সহযোগিতা চলিতে পারে না। বাঙ্গলায় অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেগুলি শোষণের প্রবৃত্তিকে বড় না করিয়া মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গলা দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের সহিতই বাঙ্গালী সহযোগিতা করিতে পারে। কোঠারী এণ্ড কোমপানী সেই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান। উহার বর্ত্তমান পরিচালক মিঃ এস এম কোঠারী বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে কি প্রকার সহানুভূতির ভাব পোষণ করেন, তাহা তাঁহার সহিত সামান্যক্ষণ আলাপ করিলেই বুঝা যায়। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি কোঠারী এণ্ড কোম্পানীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে উহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় যে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিবৃন্দ সানন্দে সহযোগিতা করিবে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

নিউ এসিয়াটীক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
হেড অফিস—দিল্লী

গত ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত নূতন বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিউ এসিয়াটীক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সুপ্রসিদ্ধ বিড়লা ব্রাদার্স এই কোম্পানীর পরিচালকের পদ গ্রহণ করার ফলে প্রথম হইতেই এই কোম্পানীটী দেশবাসীর বিশেষ আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। গত ১৯৩৭ সালে এই কোম্পানী ৩৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করে এবং এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয় হয় ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ১৩ টাকা। এই বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ১২৩ টাকা, কিন্তু বৎসরের শেষে তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮ টাকা। একটী নূতন কোম্পানীর পক্ষে এই সব হিসাব উহার উল্লেখযোগ্যরূপ সাফল্যের পরিচয় দেয়।

নিউ এসিয়াটীকের দাদননীতিও প্রশংসনীয়ভাবে পরিচালিত হইতেছে। গত ১৯৩৭ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন (১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪২৫ টাকা) লইয়া উহার মোট সম্পত্তি হিসাবে যে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ২৯০ টাকা দেখান হয়, তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত ছিল এবং বৎসরের শেষে নগদ হিসাবে কোম্পানীর হাতে ৪১ হাজার ৩২৪ টাকা মজুত ছিল। বাকী সম্পত্তি কোম্পানীর পলিসিবন্ধকে দাদন, শেয়ারে দাদন, অর্গ্যানাইজেশন ব্যয়, প্রথম প্রিমিয়াম ইত্যাদি হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

আমরা নিউ এসিয়াটীকের উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি। ৮ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতায় এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অবস্থিত।

এসিয়া মিউচুয়াল ইন্‌সিউরেন্স কোং লিঃ

এসিয়া মিউচুয়াল বিল্ডিং, রাধাবাজার

এসিয়া মিউচুয়াল ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩১ সালে একটি প্রভিডেন্ট কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর কাজে সাফল্যলাভ করিবার ফলে ১৯৩৬ সালে উহাকে একটি উচ্চতর বীমা কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। উহার পর হইতে কোম্পানীটি বৎসরের পর বৎসর উন্নতিলাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে উহার বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৩১ টাকা। আরও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের শতকরা ৭০ ভাগই কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে।

এসিয়া মিউচুয়াল সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, কোম্পানী স্থাপিত হইবার ৫ম বৎসরেই রাধাবাজারে ব্যবসাবহুল স্থানে উহার একটি নিজস্ব সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ৫ বৎসর বয়সের একটি কোম্পানীর পক্ষে এইভাবে একটি নিজস্ব বাড়ীর মালিক হওয়া বাস্তবিকই একটা প্রশংসার কথা। এসিয়া মিউচুয়ালের জনপ্রিয়তার কারণ এই যে, উহার প্রিমিয়ামের হার কম এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপযোগী করিয়া উহারা বিভিন্ন শ্রেণীর অভিনব বীমাপত্র বাহির করিতেছেন। উহা হইতে কোম্পানীর পরিচালকদের ব্যবসাবুদ্ধি প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমানে বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই কোম্পানীর ২টি চীফ এজেন্সী অফিস এবং পাটনা, নদীয়া, যশোহর, বরিশাল, গৌহাটি ও রংপুরে উহাদের অফিসসমূহে কাজ চলিতেছে। সম্প্রতি কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ও স্বনামখ্যাত ব্যক্তি এসিয়া মিউচুয়ালে যোগদান করিয়াছেন এবং উহার ফলে এসিয়া মিউচুয়ালের কাজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

মিঃ জে এল সাহা এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং মিঃ পি চৌধুরী উহার এজেন্সী কনট্রোলার পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। উহাদের অধ্যবসায় এবং কর্ম্মকুশলতার গুণেই এসিয়া মিউচুয়াল অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহারা যে এসিয়া মিউচুয়ালকে ক্রমেই আরও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল

হেড অফিস—১২০ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, (দর্ম্মাহাটা)—কলিকাতা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল গত ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে উহাতে ১০৬ খানা তাঁতে কাজ চলিতেছে এবং গত বৎসর এই সব তাঁতে প্রস্তুত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বাজারে বিক্রয় হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বর্ত্তমানে এই কলে সাড়ে ৫ হাজার টাকু বসাইবার আয়োজন করিয়াছেন। এই সব টাকুতে সূতাকাটা আরম্ভ হইলে কলটীতে তাঁতের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। কলের কর্তৃপক্ষ সাধারণের রুচিসঙ্গত বস্ত্র প্রস্তুত ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, আশা করা যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলের অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। শেয়ার বিক্রয় করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহার মধ্যে সোয়া লক্ষ টাকার মত আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু মৌড়ীর ধনশালী কুণ্ডু পরিবারের শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় এই কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকাতে মূলধনের জন্য এই কলটীকে বিব্রত হইতে হইতেছে না। এই পর্য্যন্ত পরিচালকগণ এই কলের পেছনে ৫ লক্ষ টাকার মত মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন মত ভবিষ্যতেও তাঁহারা উহাতে আরও মূলধন বিনিয়োগের আশা রাখেন। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া অদূর ভবিষ্যতে যে বাঙ্গলাদেশের একটী বিশিষ্ট কাপড়ের কলে পরিণত হইবে, তাহা খুবই আশা করা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলের একটী প্রধান শক্তি এই যে, উহার পরিচালকগণ অর্থবান ব্যক্তি। কাজেই প্রয়োজন হওয়া মাত্র উহারা কলটীর জন্য অর্থবিনিয়োগ করিতে সক্ষম। এই শ্রেণীর কলের শেয়ার ক্রয় করিতে সাধারণের কোন ভয় পাইবার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিউরেন্স কোং

হেড অফিস—সাতারা (বোম্বাই)

২৫ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিউরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদূর বোম্বাইয়ের একটী মফঃস্বল সহরে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইলেও আজ উহা সমগ্র ভারতে একটী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি উহার ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কোম্পানীর সতর্কতামূলক ব্যবসানীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া এই পর্য্যন্ত ছয় কোটী টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে, উহার তৃতীয় ভেলুয়েশনের পর হইতে প্রত্যেক ভেলুয়েশনে উহার তহবিলে উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে, কোম্পানী এই পর্য্যন্ত বীমাকারীগণের দাবী পূরণে ২৩ লক্ষ টাকার উপর প্রদান করিয়াছে, প্রিমিয়াম বাবদ বৎসরে উহার ২০ লক্ষ টাকার মত আদায় হইতেছে এবং উহার জীবনবীমা তহবিল এক কোটী টাকার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একটী বীমা কোম্পানীর পক্ষে এই সব হিসাব উহার কৃতকার্য্যতার কম নিদর্শন নহে।

কলিকাতার ২১নং ওল্ড কোর্ট হাউসষ্ট্রীটস্থিত 'গ্রসভেনার' হাউসে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার বাঙ্গলা দেশের চীফ অফিস অবস্থিত। মিঃ এস সি দাস, বি এ'র পরিচালনাধীনে এই অফিসের কাজের খুব প্রসার হইতেছে।

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—পুণা সিটী

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী অপেক্ষাকৃত তরুণ কোম্পানী হইয়াও বর্ত্তমানে ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। দেশের বীমাকারীদের ভিতর উহার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া উহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই সূচনা দেখা যাইতেছে। গত ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯-৩০ সালে এই কোম্মানী ৭ লক্ষ ৪ হাজার ২৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন। আর প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয় হয় ২৭ হাজার ২৬৪ টাকা। তারপর ক্রমা-

গতভাবে উন্নতি সাধন করিয়া ১৯৩৭-৩৮ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৭৪ টাকা ও প্রিমিয়াম আয় ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৭১ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯২৯-৩০ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৪২ টাকা। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৭৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

সুপরিচিত একচুয়ারী মিঃ জি, এস, ম্যারাথে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই ভেলুয়েশনে ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার সহিত আজীবন বীমাস্থলে ৫ বৎসর ও মিয়াদী বীমাস্থলে ৪ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হয়। দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদ বার্ষিক সাড়ে চারি টাকা হারে বরাদ্দ করা হয়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার লাভ সহ বীমার রিনিওয়েল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২২ ভাগ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ ধরা হয়। খুবই সুখের বিষয়, এই ধরণের কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ২১ হাজার ৪৫ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। একচুয়ারীর সুপারিশ অনুসারে কোম্পানী আজীবন বীমার পলিসি গ্রাহকগণকে প্রতি হাজারে ১৮ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর পলিসি গ্রাহকগণকে প্রতি হাজারে ১৫ টাকা বোনাস প্রদান করিয়াছেন। 'কমনওয়েলথে'র বর্ত্তমান উন্নতির মূলে বিশেষভাবে ঐ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর, এন, অভয়ঙ্করের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। এই কোম্পানীর জন্য তাঁহার উৎসাহ তৎপরতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় পি-২৯ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে 'কমনওয়েলথে'র কলিকাতা শাখার অফিস অবস্থিত। ঐ শাখার ম্যানেজার মিঃ এস, ভি, ফ্যাডনীজ ও এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মিঃ ডি, এন, খাসনবীশের কার্য্যদক্ষতায় বাঙ্গলায় কোম্পানীর কাজ ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—৩নং হেয়ারষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯৩১ সালে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটীর কাজ আরম্ভ হয়। এদেশের শ্রমিক ও চাষা-ভূষাদের ভিতর অল্প টাকার বীমার প্রচলন করিয়া তাহাদের ভিতর অর্থসঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি করাই ছিল প্রথম হইতে এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের দিক দিয়া কোম্পানী কয়েক বৎসর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। তৎপর ১৯৩৬ সালে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে কোম্পানী একটি জীবন বীমা বিভাগ খোলেন। সুখের বিষয় জীবন বীমা বিভাগ খোলার সঙ্গে এই কোম্পানীর কার্য্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে। তবে জীবন বীমা বিভাগ খোলা সত্ত্বেও কোম্পানী তাঁহার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সেকসনটি বজায় রাখিয়াছেন। ঐ বিভাগ হইতে ১০০ টাকা হইতে ৪০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়া থাকে।

জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কাজ হয়। আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ হাজার ৩০৯ টাকা। অভিনব ধরণের কয়েকটি বীমার স্কীম নিয়া কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সব স্কীম সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সাধারণের বিশেষ আগ্রহও লক্ষ্য করা গিয়াছে। কাজেই আশা করা যায়, ক্রমেই কোম্পানীর কার্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত হইবে। মিঃ ডি, ডি, রায় ও মিঃ আর, এন, রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— পরিচালনা বোর্ডে থাকিয়া তাঁহারা ঐ কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতায় 'বঙ্গলক্ষ্মী'র উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হউক এই কামনাই আমরা করিতেছি।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই

একটি বৃহদাকার বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এদেশে জেনারেল ইন্সিওরেন্সের ব্যবসা পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত দেশীয় কোম্পানীর সংখ্যা খুবই অল্প। প্রধানতঃ ঐ ধরণের কারবার চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া গত ১৯১৯ সালে ঐ কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। বিপুল পরিমাণে আদায়ী মূলধন লইয়া ও মোটর বীমা, অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, চৌর্য্য বীমা প্রভৃতি বীমা বিভাগ খুলিয়া প্রথম হইতে ব্যাপকভাবে ঐ কোম্পানীর কার্য্য সুরু হয়। উপরোক্ত শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে ভারতবর্ষে এতদিন বিদেশী কোম্পানীসমূহেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। নিউ ইণ্ডিয়া সেই একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া তাঁহার ব্যবসা প্রসার করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায়ও এই কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়। এই প্রকারের চেষ্টার ফলে নিউ ইণ্ডিয়া আজ জগতের জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির মধ্যে এক সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঐ কোম্পানীর এইরূপ কৃতিত্ব আজ বীমা ক্ষেত্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই।

জেনারেল ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভের সঙ্গে 'নিউ ইণ্ডিয়া' ১৯২৯ সালে একটি জীবন বীমা বিভাগ খোলেন। কতকগুলি নূতন বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক বীমার স্কীম নিয়া কার্য্য সুরু করায় এবং অর্গেনাইজেসন বিষয়ে সুব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগের কার্য্যের দিক দিয়াও অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানীর বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। ১৯৩৩-৩৪ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ হইতে মোট ১ কোটী ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বীমা পত্র প্রদান করা হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে ঐরূপ কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটী ৭৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই নয়মাসে বৎসর ধরিয়া নূতন কাজের পরিমাণ ১ কোটী ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা হয়। ১৯৩৮ সালে কোম্পানী যে নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানীর অগ্নিবীমা বিভাগে ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৩৩ টাকা, নৌ-বীমা বিভাগে ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৯৭ ও দুর্ঘটনা বীমা বিভাগে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৬০ টাকা নিট প্রিমিয়াম আয় হয়। ঐ সালে কোম্পানীর কয়েকটি প্রধান প্রধান

তহবিলের পরিমাণ এইরূপ ছিল—অগ্নিবীমা তহবিল ৩৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬১২ টাকা, নৌ-বীমা তহবিল ২৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৯৯ টাকা দুর্ঘটনা বীমা তহবিল ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৫ টাকা। এই প্রকার তহবিল সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়া নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উহার বিভিন্ন বিভাগের ম্যানেজার পদে যে সব ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতাও সুবিদিত। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ 'নিউ ইণ্ডিয়া' সকল দিক দিয়াই গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অবস্থিত। মিঃ ওয়াই, আর, পেটেল, মিঃ এস চৌধুরী, প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিদের কর্ম্মকুশলতায় বাঙ্গলায় নিউ ইণ্ডিয়ার কাজ ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।

ওয়ার্কার্স ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—১১এ মিশন রো, কলিকাতা

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে যে কয়েকটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সাফল্যের সহিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্সিওরেন্সের কাজ করিতেছে, ওয়ার্কার্স ইন্সিওরেন্স লিমিটেড্ তাহাদের অন্যতম। এই কোম্পানীর চাকুরী বীমা ও বিবাহ বীমা প্রভৃতি বিভিন্ন বীমা স্কীমগুলি অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের ভিতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে কোম্পানী অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালেও ঐ হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। রায় বাহাদুর সুশীলকুমার রায়, মিঃ এ কে রায়, ডাঃ এস কে সরকার, মিঃ এস কে সেন, মিঃ এ পি মল্লিক, ডাঃ রামপদ সেন ও মিঃ বি সি দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স এ রায় এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মকুশলতায় দিন দিন ঐ কোম্পানীটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—করাচী

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান। গত ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই কোম্পানীটি দীর্ঘ ৪৭ বৎসর কাল যাবৎ এদেশে বীমা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত উপায়ে বীমার কাজ নিয়ন্ত্রণ করা এবং সর্ব্বতোভাবে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যবসা সম্প্রসারণ করাই এই কোম্পানীর বিশেষত্ব। বড়ই সুখের বিষয় যে, কোম্পানী এই প্রকার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ধীরে ধীরে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সকল বিষয়ে সতর্ক নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া এই কোম্পানী এ পর্য্যন্ত যে কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোম্পানীর বয়সের দিক দিয়া দেখিতে গেলে হয়ত তাহা তেমন বেশী কিছু মনে হইবে না; কিন্তু কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য আর্থিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তাহার সার্থকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বীমার কাজের দিক দিয়া এই কোম্পানীটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হইলেও নিরাপত্তার দিক দিয়া এই কোম্পানীটি যে ওরিয়েণ্টালের মত কোম্পানীর চেয়েও কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কিছুকাল পূর্ব্বে গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী ঐ বৎসরে ১ হাজার ২৮৫টি পলিসিতে মোট ২২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬২৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। ঐ বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম ও দাদনা তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানীর মোট ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আয় হয়। ঐ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী দাবী বাবদ ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ও কার্য্য-পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩১ টাকা।

গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্সের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকাই সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। দেশের বীমাকারীদের দিক হইতে এই কোম্পানীটি যে সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য, উহা তাহারই পরিচায়ক। ৪১নং ষ্টীফেন হাউসে ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা অফিস অবস্থিত। উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর এই অফিসের কার্য্যভার ন্যস্ত থাকায় বাঙ্গলায় এই কোম্পানীর কার্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—১৪/৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতের তরুণ উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির ভিতর ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সাল হইতে ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এস এন ভট্টাচার্য্য ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান-রূপে এই কোম্পানীটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। আর সকল দিক দিয়া কোম্পানীটির উন্নতি সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। খুবই সুখের বিষয় যে, সেই চেষ্টার ফলে এই কোম্পানীটি আজ প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।

সুপরিচিত একচুয়ারী মিঃ এইচ কে সেন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই ভেলুয়েশনে ও এম (৫) মৃত্যুতালিকার সহিত ৫ বৎসর যোগ করিয়া মৃত্যুহার ধরা হয়। দাদনী তহবিলের প্রাপ্তব্য সুদের হার বরাদ্দ করা হয় শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা। বর্ত্তমানে অনেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীই দাদনী তহবিলের উপর বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা হারে সুদ অর্জ্জন করিতেছে। কাজেই উক্ত ভেলুয়েশনে প্রাপ্তব্য সুদের হার যে কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বড়ই সুখের

বিষয়, এইরূপ কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও আলোচ্য ভেলুয়েশনে কোম্পানীর ছয়হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত হইতে আজীবন বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক পনর টাকা ও মিয়াদী বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক বার টাকা হারে বোনাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভেলুয়েশনে এই প্রকার সুফল কোম্পানীটির পক্ষে খুবই কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান পরিচালক বোর্ডের সুপরিচালনায় ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বীমা ব্যবসায়ে এক অগ্রণী স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯১৩ সালে বোম্বাইয়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর চেষ্টায় এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ধনী ও দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকই যাহাতে এই কোমপানীতে বীমা করিতে পারেন, সেজন্য কোম্পানীর একটি অর্ডিনারী বিভাগ ও একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বিভাগ খোলা হয়। কার্য্যারম্ভের পর অল্পকাল মধ্যে এই দুই বিভাগেই কোম্পানীর কার্য্য বিশেষ সম্প্রসারিত হইতে দেখা যায়। গত ১৯৩২ সালে এই কোম্পানীর যে ভেলুয়েশন হয়, তাহাতে কোম্পানীর ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫২৬ টাকা উদ্বৃত্ত লক্ষিত হয়। ১৯৩২ সালের পর সকল বিষয়েই কোম্পানীর অধিকতর দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে কোম্পানীর জীবনবীমা বিভাগ হইতে ৪২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে তাহা ৬৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ১৯৩৬ সালে তাহা ৯১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়; ১৯৩৭ সালে ঐ বিভাগের মোট কাজের পরিমাণ বাড়িয়া ৯৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছে। ১৯২৯ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ১৯৩৭ সালে তাহা ৮৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দাদননীতি সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রথম হইতেই সর্ব্বপ্রকার নিরাপদমূলক নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ১৯৩৭ সালে কোম্পানীর মোট সম্পত্তি ছিল ৯৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ৭৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকাই সরকারী সিকিউরিটি এবং অন্য উৎকৃষ্ট ধরনের সিকিউ-রিটিতে নিয়োজিত ছিল। ঐ সমস্ত হিসাব আলোচনা করিলে কোম্পানীটি সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারনা হয় এবং বীমা করিবার পক্ষে ইহা যে খুবই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ কে সি দেশাই ম্যানেজাররূপে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সহিত এই কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ১২নং ডালহৌসী স্কোয়ারে এই কোম্পানীর কলিকাতা অফিস অবস্থিত।

এসোসিয়েটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

বাঙ্গলার উন্নতিশীল নূতন ছোট ব্যাঙ্কগুলির ভিতর এসোসিয়েটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কটি রেজিষ্টিকৃত হয়। সেই সময় হইতে আমরা এই ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। রেজিষ্টিকৃত হওয়ার পর প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা করিতে গিয়া কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়। তৎপর ১৯৩৭ সালের জুন মাসে রীতিমতভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, ১৯৩৭ সালের জুন মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্ক সাধারণের নিকট হইতে ৫৭ হাজার ২৯৬ টাকা আমানত সংগ্রহে সমর্থ হন। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মূলধন বাবদ ১২ হাজার ৩৫৫ টাকা, বিভিন্ন আমানতী জমা বাবদ ৫৭ হাজার ২৯৬ টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৭৬ হাজার ১৫০ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—বিবিধ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ১০ হাজার টাকা, প্রদত্ত ঋণ ৫৫ হাজার ৩৪৭ টাকা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ২ হাজার ৫০০ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ অগ্রিম নিযুক্ত ১ হাজার ৯৮০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫ হাজার ২৯ টাকা।

১৯৩৮ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া ব্যাঙ্কের মোট ৫ হাজার ১১৯ টাকা আয় হয়। ঐ আয় হইতে কার্য্য পরিচালনা ও অন্যান্য দফায় ব্যাঙ্ক মোট ৩ হাজার ৮৬০ টাকা ব্যয় করেন। ফলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের হাতে ১ হাজার ২৫৯ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে ডিরেক্টরগণ অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করেন। কার্য্যসম্প্রসারণের সঙ্গে আসানসোল, পাবনা ও শোভাবাজারে ঐ ব্যাঙ্কের শাখা অফিস সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম শীঘ্রই বর্দ্ধমানে ও কাটোয়ায় ব্যাঙ্কের নূতন দুইটী শাখা অফিসও খোলা হইবে। অল্পকাল মধ্যে এই ব্যাঙ্কটির যে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা সকল দিক দিয়াই খুব আশাপ্রদ মনে করি। কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ আর, সি, সেন, মিঃ জে, কে, দাশগুপ্ত ও মিঃ জে, সি, বসু এবং ম্যানেজার মিঃ এস, সেনের সুপরিচালনায় ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কটির আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

পাইয়োনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং

১৭নং মেঙ্গো লেন, কলিকাতা

পাইয়োনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী গত ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে গত বৎসর কোম্পানী উহার প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা বার্ষিক ৬৲০ টাকা হারে এবং অর্ডিনারী শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে লভ্যাংশের পরিমাণ আরও কিছু বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কোম্পানী বর্ত্তমানে ২৪ পরগণা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে মাতলা ও পিয়ালী নদীর সঙ্গমস্থলে শিশিরগঞ্জ নামক স্থানে ৬ শত বিঘা জমির উপর লবণ প্রস্তুতের কলকব্জা বসাইবার কাজ এক প্রকার শেষ করিয়া আনিয়াছে। উহার ফলে এই বৎসরে কারখানায় ৫০৬ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইবে এরূপ আশা করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা দেশে লবণ কোম্পানীসমূহ কি প্রকার চূড়ান্ত রকম অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সামান্য দুই বৎসরের কিছু অল্পকাল সময়ের মধ্যে পাইয়োনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্রে যে প্রকার অগ্রসর হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসার কথা। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের মিউজিয়ামে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানীর কারখানার স্থান, উহার কোন্ অংশে প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইয়াছে এবং কারখানার কাজের সৌকার্য্যার্থ আনুষঙ্গিক কি প্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য রাখিয়া

দিয়াছেন। উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাইয়োনীয়ার যে কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যাইবে।

বাঙ্গলার একটী লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার কার্য্যে শত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া পাইয়োনীয়ার যে মহৎ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এই কার্য্যে কোম্পানী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি কে মিত্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। উঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির চেষ্টাতেই লবণের ব্যাপারে বাঙ্গলা একদিন স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

কমার্শিয়াল মিউজিয়াম
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেস দলের পরিচালনাধীনে যাইবার পর উহার মারফতে যতগুলি জনহিতকর কাজ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে একটী কমার্শিয়াল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক দেশে শিল্প ও কৃষির উন্নতির পক্ষে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম একটী অপরিহার্য্য প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মিউজিয়ামে দেশের লোক কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে দেশের স্থান কোথায়, দেশের ভিতরে এই সম্পর্কে কতদূর কি কাজ হইতেছে, ভবিষ্যতে এই সব ক্ষেত্রে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এজন্য প্রত্যেক দেশের রাজশক্তি এই ধরনের মিউজিয়াম স্থাপনে অপরিমিত অর্থব্যয় করেন।

কলিকাতা সহরে পূর্ব্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অধীনে একটী কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ছিল। যদিও উহা হইতে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান কি তাহা বুঝিবার তেমন সুযোগ ছিল না; তথাপি এই মিউজিয়ামটী দেশে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে জনমতের উন্মেষের ব্যাপারে কম সাহায্য করে নাই। কিন্তু এই মিউজিয়ামটী অর্থাভাবের অজুহাতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে বাঙ্গলা সরকারের একটী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন তাঁহারাও এই কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। এজন্য কলিকাতা কর্পোরেশন কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে একটী কমার্শিয়াল মিউজিয়াম স্থাপন করেন। উক্ত মিউজিয়ামে পদার্পণ করিলে যে কোন ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশে যে কত প্রকার শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। মিউজিয়ামের পরিচালকগণ যে উহাতে প্রদর্শনের জন্য দেশের কৃষি ও শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যেরই সমাবেশ করিয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতিতে বাঙ্গলার স্থান কোথায় তাহাও সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাভাবে তথ্য সরবরাহ, পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রদর্শনীতে বাঙ্গলা দেশের পক্ষ হইতে যোগদান, বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং পুস্তকাদি, ডিরেক্টরী প্রভৃতি প্রচার দ্বারাও প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ দেশের ভিতরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির সম্বন্ধে কম প্রচারকার্য্য করিতেছেন না, মোটের উপর বাঙ্গলার আর্থিক জাগরণ ও আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে গত কয় বৎসরে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম যে প্রকার প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। এই কারণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত শরৎ বসু, মিঃ যমুনাদাস মেটার ন্যায় জননায়কগণ এই মিউজিয়ামকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের অনুকরণে এক একটী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। উহা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের পক্ষে একটা গৌরবের কথা।

কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের এই কৃতিত্বের জন্য উহার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিশেষভাবে প্রশংসাভাজন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির উপর মিউজিয়ামটির পরিচালনাভার না পড়িলে কর্পোরেশনের শত অর্থব্যয় সত্ত্বেও উহা এত জনপ্রিয় এবং দেশের এত হিতজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। শ্রীযুক্ত নিয়োগীকে আমরা তাঁহার সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ
হেড অফিস—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে বরেণ্য আসন অধিকার করিয়াছেন। নানাদিক দিয়া এই কোম্পানীর অভাবনীয় সাফল্য আজ বাঙ্গালী জাতির ব্যবসায়িক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। গত স্বদেশী আন্দোলনের সুমহান প্রেরণায় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টাযত্নে ১৯০৭ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার জন্য প্রথম কয়েক বৎসর এই কোম্পানীর অগ্রগতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালেও নানারূপ বিরুদ্ধ আলোচনায় বারবার এই প্রতিষ্ঠানের গতিপথে সমূহ বিঘ্ন দেখা যায়। কিন্তু সুখের বিষয় 'হিন্দুস্থান' তাঁহার কার্য্যে পরিচালকগণের কর্ম্মদক্ষতায় ঐ সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া আজ প্রকৃত উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি ও সুপরিচালনার গুণে বিগত কয়েক বৎসরে এই কোম্পানীর অনন্য সাধারণ উন্নতি সকলদিক দিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে আজ সোয়া দুই শত কোম্পানী জীবন বীমার কাজ করিতেছে। উহার মধ্যে নূতন কাজের দিক দিয়া 'হিন্দুস্থানের' স্থান দ্বিতীয়। উহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে ত বটেই, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পক্ষেও বিশেষ গৌরবের কথা।

গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে এই কোম্পানী ১৯ হাজার ২৪৮টি পলিসিতে মোট ৩ কোটি ৭ লক্ষ ১১ হাজার ১৩০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। উহা লইয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৯৪ টাকা। গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩ টাকা ছিল।

আলোচ্য বৎসরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স

সোসাইটীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। উহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ ছিল—স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার ২৬১ টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৬৩ টাকা, অন্যান্য দাদন ৫৩ হাজার ১০৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটীসমূহ ও চটকলের শেয়ার দাদন ১ কোটি ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব জমিবাড়ী ৬৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৪১৮ টাকা। কাজেই দেখা যায় কোম্পানীর তহবিল সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে।

'হিন্দুস্থানে'র বর্ত্তমান উন্নতির মূলে উহার ভূতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কৃতকার্য্যতাই বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার ফলেই আজ এই কোম্পানীটি এত বড় হইতে পারিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত সরকার বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিবের পদ গ্রহণ করায় এই কোম্পানীর খ্যাতনামা এজেন্সী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত সেক্রেটারীরূপে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও কার্য্যতৎপরতায় 'হিন্দুস্থানে'র উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। এই সাফল্যের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত দত্তকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বিগত ১৯৩১ সালের মে মাস হইতে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে হিন্দুস্থানের যে ভেলুয়েশন হয় তাহাতে ও এম (৫) মৃত্যুতালিকার উপর ৮ বৎসর বয়স যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার এবং বীমা তহবিলের উপর শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে সুদের হার ধরিয়া ভেলুয়েশন করা হইয়াছিল। বড়ই সুখের বিষয় ঐরূপ কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও কোম্পানীর বীমা তহবিলে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে ৩৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। উহা হইতে লাভসহ পলিসি গ্রাহকগণকে মেয়াদী বীমায় হাজারকরা বার্ষিক ১৮ টাকা হিসাবে এবং আজীবন বীমায় হাজারকরা বার্ষিক ১৫ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

লাইট অব্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—২ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

লাইট অব এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নানাকারণে বাঙ্গলাদেশের লোকদের নিকট একটা বিশেষ সমাদরের স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯১৩ সালে বাঙ্গলার অন্যতম বরেণ্য নেতা দানবীর স্বর্গীয় রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সাহায্য ও প্রচেষ্টায় এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক দেশের জন্য তাঁহার সবকিছু দান করিয়াছিলেন। ঐ দেশনেতার নামের সহিত জড়িত বলিয়া লাইট অব্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটিকে বাঙ্গালী জাতি আপনার করিয়া লইয়াছে। নিঃস্বার্থভাবে জনসেবার আদর্শ লইয়া এই কোম্পানীটিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল—এই কোম্পানীটির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অংশীদারদের প্রভূত স্বার্থত্যাগ জড়িত রহিয়াছে। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ এ কে ঘোষ সাক্ষাৎভাবে উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়।

এই কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২৪ হাজার ৭৬২ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ হাজার ৭৩৭ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ২৯ হাজার ৪৯৯ টাকা। ঐ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৮ হাজার ৭১৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ১০ হাজার ৮৭৫ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৩ হাজার ৮২৫ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া ৩৩১ টাকা ক্ষয়পূরণ বাবদ ব্যয় হয় এবং ৩৯২ টাকা দাদনী তহবিলের মজুত তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬ হাজার ৭৫৭ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ছিল। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকাই কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত ছিল। তহবিল সংরক্ষণ বিষয়ে কোম্পানীর নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থাই উহাকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। স্বর্গীয় রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের পুণ্যস্মৃতি জড়িত এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর আরও উন্নতি সাধিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

সেলসম্যানশিপ্ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্ত্তমানে দেশে নানা শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠার সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচার ও বিক্রয়ের উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা যেরূপ অত্যাবশ্যকহইয়া দাঁড়াইয়াছে তেমনই ঐ ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া উপয়সা রোজগার করিবার প্রকৃত সুযোগ সুবিধাও আজ দেশের যুবকদের সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য নানাদিক দিয়াও ঐ রকম সেলসম্যানশিপের ক্ষেত্র বর্ত্তমানে যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় এদেশের যুবক সম্প্রদায়কে উক্ত প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে জীবিকা হিসাবে সেলসম্যানশিপ্ ট্রেনিং গ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য গত বৎসর কলিকাতায় একটি সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। উক্ত মিউজিয়ামের লাইব্রেরী, প্রদর্শনীঘর এবং লেকচার হল প্রভৃতি লইয়া উহার কাজ চলিতেছে। ৫নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতায় উক্ত ইনষ্টিটিউটের অফিস অবস্থিত।

সেলসম্যানশিপ ইনষ্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নানাভাবে উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ জে সি মুখার্জ্জি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও মিঃ এস রায়ের কর্ম্মকুশলতায় ও সুপরিচালনায় সকল বিষয়েই ইনষ্টিটিউটটির দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষিত যুবক এই প্রতিষ্ঠান হইতে সেলসম্যানশিপ শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ পাইয়াছে। বর্ত্তমানেও অনেক শিক্ষার্থী উহাতে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতেছেন। দেশের যুবক সম্প্রদায়ের সমক্ষে নূতন অর্থকরী ব্যবসার ক্ষেত্র উন্মোচিত করিয়া সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করুক ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

মাত্র চারি বৎসর হইল মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে নানাদিক দিয়া উহার যে কৃতকার্য্যতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে। প্রথম হইতে সাধারণের বিশ্বাসভাজন কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানীটির পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া খাঁটী বিবেচনাসম্মত নীতিতে উহার পরিচালনা করিতেছেন। কেবলমাত্র দ্রুত কার্য্যসম্প্রসারণের দিকে চেষ্টা যত্ন নিয়োগ না করিয়া সকল রকমে সতর্কনীতি অনুসরণ করিয়া সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর কোম্পানীটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হইয়াছে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। গত কয়েক বৎসরে কোম্পানী সেই লক্ষ্যের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণীর বীমাকারীদের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোম্পানী যে কয়েকটি নূতন বীমার স্কীম নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে সমস্তও ইতিমধ্যে জনসাধারণ খুব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে মে পর্য্যন্ত কোম্পানীর তৃতীয় বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী ঐ বৎসরে মোট ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছিল ৪৩ হাজার ৮৪৩ টাকা। দ্বিতীয় বৎসরে তাহা দাঁড়ায় ৫৫ হাজার ৯৭ টাকা। তৃতীয় বৎসরে তাহা বাড়িয়া ৬৭ হাজার ৪৭৫ টাকায় পৌঁছে। প্রথম বৎসরে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৪৯৪ টাকা। দ্বিতীয় বৎসরে তাহা ৩০ হাজার ৪১ টাকা হয়। তৃতীয় বৎসরে তাহা দাঁড়ায় ৫৭ হাজার ৪৪ টাকা। এ সমস্তই কোম্পানীটির উল্লেখ-যোগ্য ক্রমোন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পলিসি গ্রাহকদিগের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যে কিরূপ সতর্কনীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে কোম্পানীর কম ব্যয়ের হার। ১৯৩৬ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে অর্থাৎ প্রথম বৎসরে কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১০২·৮ ভাগ ব্যয় করেন। পরবর্ত্তী বৎসরেই এই ব্যয়ের হার শতকরা ৬১·৭ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করা হয়। তৎপর তাহা আরও কমাইয়া শতকরা ৫৩·৮ ভাগে পরিণত করা হয়। তৃতীয় বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১২৫ টাকা। উহার মধ্যে ৭৯ হাজার ১৫৮ টাকা সরকারী সিকিউ-রিটিতে নিয়োজিত ছিল ঐ সমস্ত হিসাব দৃষ্টে সকল বিষয়েই কোম্পানীর পরিচালকদের বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহাবীরের' বর্ত্তমান উন্নতির মূলে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স করমচাঁদ থাপর, ম্যানেজার মিঃ শীতলদাস সাইগল ও এজেন্সী ম্যানেজার মিঃ হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—বোম্বাই

ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী আজ দীর্ঘ ৬৪ বৎসর যাবৎ অতীব কৃতকার্য্যতার সহিত দেশে বীমা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কার্য্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উহার সর্ব্বপ্রকার বিবেচনা সম্মত প্রণালী ও তহবিল সংরক্ষণ বিষয়ে উহার সর্ব্বপ্রকার সমুন্নত বিধিব্যবস্থা কোম্পানীটিকে খাঁটী জনপ্রিয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ফলে কার্য্যসম্প্রসারণের সঙ্গে দিন দিনই কোম্পানীর অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইতেছে।

'ওরিয়েণ্টালে'র গত ১৯৩৭ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ঐ বৎসরে কোম্পানী মোট ৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩ কোটী ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার ২৫৮ টাকা। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা আয় হয়। এই আয় হইতে কোম্পানী ডিভিডেণ্ড ও বোনাস বাবদ ৬ লক্ষ টাকা, মৃত্যুদাবী বাবদ ৫৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, দাবীর মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৬৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৫৬ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৭৫ লক্ষ ৬ হাজার ৪১০ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য আরও খরচপত্র মিটাইয়া বাকী টাকা বিভিন্ন তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসর শেষে কোম্পানী জীবন বীমা তহবিল বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২১ কোটি ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা দাঁড়ায়।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২২ কোটি ৪ হাজার টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর কাগজ ১৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, অন্যান্য সরকারী আধা সরকারী সিকিউরিটি ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, জমিবাড়ী ৬২ লক্ষ ২ হাজার টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। এই সব হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। কোম্পানী দাদন বিষয়ে যেরূপ সর্ব্বপ্রকার সতর্কনীতি অনুসরণ করিতেছেন তেমনই কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় সম্বন্ধেও বিবেচনাসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানীর ব্যয়ের হার ছিল প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা মাত্র ২২·৯ ভাগ। এই সমস্ত দৃষ্টে কোম্পানীটিকে সকল দিক হইতে সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য বলা যায়।

১৯৩৮ সালের হিসাবে 'ওরিয়েণ্টাল' কোম্পানী ৫৩ হাজার ৩৮৮টি পলিসিতে ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৮৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই কোম্পানীর বর্ত্তমান অগ্রগতির মূলে কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড ও কর্ম্মকর্ত্তাদের

প্রকৃত কার্য্যক্ষমতাই নিহিত রহিয়াছে। সে হিসাবে তাহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। ২নং ক্লাইভ রো কলিকাতায় 'ওরিয়েন্টালের' কলিকাতা শাখা অবস্থিত।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩/১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

গত কয়েক বৎসর মধ্যে বীমার কার্য্য সুরু করিয়া যে কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানী অল্প কালের ভিতর সমূহ অগ্রগতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিমিটেড তাহাদের অন্যতম। ছোটখাট ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াও পরিচালকগণের প্রকৃত ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও কর্ম্মতৎপরতার ফলে উহা আজ স্থায়ী উন্নতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে একটি প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে 'ভাগ্যলক্ষ্মী' স্থাপিত হয়। তৎপর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করার সঙ্গে এই কোম্পানী উচ্চতর জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে এই কোম্পানীটির কার্য্য ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৪-৩৫ সালে কোম্পানী ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ২৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন এবং প্রিমিয়াম বাবদ উহার ১৭ হাজার ৮৬৩ টাকা আয় হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৫ হাজার ২৫০ টাকা ও ৭৮ হাজার ৯৪২ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে কোম্পানী ১২ লক্ষ ৪ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৮৬ টাকা দাঁড়ায়। এই কয় বৎসরে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫০১ টাকা। ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৮৯ হাজার ৬৭৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত প্রথম চারি বৎসরের ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভেলুয়েসনে ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার উপর ৫ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুর হার ধরা হইয়াছে এবং জীবন বীমা তহবিলের প্রাপ্তব্য সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০.৯ ভাগ ধরা হইয়াছে। সুখের বিষয় এইরূপভাবে অনেকটা কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েসন করাইয়াও কোম্পানীর উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে এবং তাঁহারা পলিসি গ্রাহকগণকে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে সি ব্যানার্জ্জি ও সেক্রেটারী মিঃ কে ডি ব্যানার্জ্জি তাঁহাদের অধ্যবসায় কর্ম্মক্ষমতা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীটিকে একটি উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা যত্নে ভাগ্যলক্ষ্মী দিন দিন আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

১১এ মিশন রো, কলিকাতা

বাঙ্গলার ছোট নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির ভিতর ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যতম। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কার্য্য সুরু করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটি দ্রুত উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের একান্তিক চেষ্টায় ব্যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা দিন দিনই উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িতেছে। আর তৎসঙ্গে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ও জনসাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ব্যাঙ্কটির বনিয়াদও যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃঢ় হইতেছে। ইতিমধ্যে বনগাঁ, যশোহর, বরিশাল ও রাণীগঞ্জে শাখা সমূহ স্থাপিত হইয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অমল রায়ের সুপরিচালনায় ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর আরও উন্নতি হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

ন্যাশন্যাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের নূতন উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ন্যাশনাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। ১৯৩৩ সালের প্রথমভাগে একটি প্রভিডেণ্ড বীমা কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটি গঠিত হয়। তৎপর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে এই কোম্পানী ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে উচ্চতর জীবনবীমার কাজ আরম্ভ করেন। ঐ সময় হইতে পরিচালকবর্গের উদ্যোগ উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতার গুণে কোম্পানীর ব্যবসা বিশেষভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে এই কোম্পানী অনেকগুলি নূতন শাখা খুলিয়াছেন। কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনও গত কয়েক বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে 'ন্যাশনাল মার্কেন্টাইলে'র আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৬ হাজার ১৫০ টাকা। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা হয়। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাহা ২ লক্ষ ৩ হাজার ৩১৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে কোম্পানী ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ২৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৬৮৫ টাকা। গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট বাড়িয়া তাহা ২৩ হাজার ১৪১ টাকা হইয়াছে। কোম্পানীর সর্ব্বশেষ কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ন্যাশনাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১২ হাজার ২২৮ টাকা। উহার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ টাকা সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। কাজেই কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে বলা যায়। মিঃ এস আর রাহা এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁহার উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতায়ই কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সেজন্য আমরা তাঁহার কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ

৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গত ১৯২৩ সালে কতিপয় কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর চেষ্টাযত্নে

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি উন্নত কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে এই কোম্পানীটি স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কম প্রিমিয়ামে সর্ব্বসাধারণকে বীমার সুযোগ দেওয়া এবং দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার ব্যবস্থা করাই প্রথম হইতে এই কোম্পানীর পরিচালকদের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুখের বিষয় স্বাদেশিকতা ও জনসেবার সেই উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বর্ত্তমানে কোম্পানীর কার্য্য উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হইতেছে। যেসব ব্যক্তির ব্যবসায়িক কৃতিত্ব বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অতুলনীয় উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে সেই সব ব্যক্তির অনেকেই ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মশক্তিই এই বীমা কোম্পানীটিকে জয়যুক্ত করিয়াছে।

গত ১৯৩৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানী ঐ বৎসরে ১ হাজার ২৭৫টি পলিসিতে মোট ২১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬১০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। ঐ বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৩৭৪ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯১১ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৭ সালের শেষে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৪ হাজার ১৪৭ টাকা। উহার সমস্তই নিরাপদমূলক ও লাভজনক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত ছিল। আর ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ৬৭ ভাগেরও বেশী অংশ কোম্পানী সরকারি সিকিউরিটিতে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। ফলে সকল দিক দিয়াই কোম্পানীটি একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। মিঃ জে সি দাস প্রমুখ সাধারণের বিশেষ আস্থাভাজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী উত্তরোত্তর আরও উন্নতিলাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা।

বীকন (প্রভিডেণ্ট) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস—কলিকাতা

দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে বীমার সুযোগ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বীকন (প্রভিডেণ্ট) ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ উহা সুচারুভাবে পরিচালিত হইতেছে। উহার প্রভিডেণ্ট বীমার স্কীমগুলি একচুয়ারী কর্ত্তৃক সমর্থিত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাসগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বানার্জ্জির পরীচালনাধীনে বীকন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

গ্রেট হোম লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

৬নং কমার্শিয়েল বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা

গ্রেট হোম লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অনেক স্থলে কোম্পানীর শাখা ও চীফ এজেন্সি অফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এফ, এন, রায় কলিকাতা শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররূপে বিশেষ কৃতকার্য্যতার সঙ্গে বাংলাদেশে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম তাঁহার পরিচালনাধীনে এতদঞ্চলে কোম্পানীর কাজ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইউনিক এসিওরেন্স কোং লিঃ

১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিগত ১৯১২ সালে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিক দিয়া এই কোম্পানীটিকে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয় নানা বাধাবিঘ্ন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা ঘাত-প্রতিঘাত কাটাইয়া উঠিয়া এই কোম্পানীটি বর্ত্তমানে সেই আদর্শের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। কোম্পানীর অংশীদার ও পলিসি গ্রাহকদের যথাবিহিত স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড সম্প্রতি সকল দিক দিয়া কোম্পানীটির সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতে যত্নপর হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে কার্য্য পরিচালনার ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে ও অন্য অনেক বিষয়েই কোম্পানীটির আশাপ্রদ উন্নতির সূচনা দেখা দিয়াছে।

ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি বেহালায় একটি হাউসিং স্কীম অনুসারে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে এই কোম্পানীর যথেষ্ট লাভ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবিদের বাসোপযোগী ভবন নির্ম্মাণের সুবিধার জন্য কোম্পানী বেহালায় বিস্তর জমি খরিদ করিয়াছেন। নানা বিধিব্যবস্থায় ঐ অঞ্চলটিকে উন্নত করিয়া উপযুক্ত কিস্তিতে টাকা দেওয়ার সর্ত্তে ঐ জমি সাধারণের নিকট বিক্রয় এবং বিলি করা হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম ইতিমধ্যেই এই জমি ক্রয়ের জন্য সাধারণের দিক হইতে যথেষ্ট চাহিদা দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান পরিচালকবর্গ ও কর্ম্মকর্ত্তাদের উন্নতিবিধায়ক কার্য্যনীতির ফলে 'ইউনিক' উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা।

ক্লাইড ফ্যান কোং লিঃ

২১।২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

ভারতবর্ষে অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার আরম্ভ হইলেও দেশী কারখানায় ঐ পাখা নির্ম্মাণের চেষ্টা সবে মাত্র সুরু হইয়াছে বলা চলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত বৈদ্যুতিক পাখাই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। এই অবস্থায় খুবই সুখের বিষয় সম্প্রতি এদেশে দেশীয় কারখানায় প্রস্তুত পাখার প্রচলন হইয়াছে।

এবং তাহা ক্রমেই বেশী পরিমাণে বিদেশী পাখার স্থান অধিকার করিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে কয়েকটী কোম্পানী বৈদ্যুতিক পাখা নির্ম্মাণবিষয়ে সমূহ কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছে ক্লাইড ফ্যান কোম্পানী তাহাদের অন্যতম। এই কোম্পানীর নির্ম্মিত পাখার বিশেষত্ব উহা দেখিতে খুবই সুদৃশ্য, যান্ত্রিক উৎকর্ষতার দিক দিয়া বিশেষরূপ সমৃদ্ধ, উহাতে বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয় কম। তাহা ছাড়া উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মূল্যের দিক দিয়াও সুলভ। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ত্তমানে দেশে ক্লাইড ফ্যান খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। আর সেই জনপ্রিয়তার সঙ্গে ক্লাইড ফ্যান কোম্পানী তাঁহাদের কারখানার কার্য্যও যথেষ্ট পরিমাণ প্রসারিত করিতেছেন। এই কোম্পানীটীর এইরূপ অগ্রগতি আজ দেশের ব্যবসায়িক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর পরিচালকদের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি।

ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোং
১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোম্পানী প্রথমে একটী প্রভিডেণ্ট কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্টরীকৃত হইয়া তৎপর গত ১৯৩২ সালে উচ্চতর বীমা কোম্পানীতে পরিণত হয়। এই কোম্পানীর প্রথমে যাঁহারা পরিচালনাভার গ্রহণ করেন তাঁহাদের আমলে কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু গত ১৯৩৫ সালে কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করার পর হইতে উহার উন্নতি দ্রুততর হইয়াছে। গত ১৯৩৫ সালের শেষে এই কোম্পানীর তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট জমাকৃত টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫ হাজার টাকা। ১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ হাজার ৬৯০ টাকা। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণও ১১ হাজার ৪ শত টাকা হইতে ৬০ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ বর্ত্তমানে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা এবং এমন কি সুদূর হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত নিজেদের আফিস স্থাপন করিয়া কাজ চালাইতেছেন। মিঃ পি, কে, ঘোষ এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁহার অদম্য কর্ম্ম প্রবণতা ও স্বার্থত্যাগের ফলেই ইউনাইটেড এসিওরেন্স বর্ত্তমানে উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বতোমুখী সাফল্য কামনা করি।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে পূর্ব্বে যাহা কিছু সঞ্চয় হইত তাহার প্রায় ষোল আনা দাদনী কারবার এবং জমিজমা ক্রয়ে নিয়োজিত হইত। কিন্তু দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে এবং দাদনী ব্যবসা ও প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে বিবিধ আইনের ফলে এখন দাদনী কারবার বা জমিজমার আর কেহই কোন অর্থ-বিনিয়োগে সাহস পাইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় যাঁহাদের হাতে কিছু সঞ্চিত হইতেছে তাঁহারা উহা কিভাবে লগ্নি করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। অনেকে আবার অজ্ঞতাবশতঃ বাজে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া প্রতারিত হইতেছেন। উহাদের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট বিশেষভাবে কাজ করিতেছেন। তাঁহারা দাদনকারী-গণকে দাদনের নিরাপদ ও লাভজনক পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাঁহাদের তরফ হইতে কোম্পানীর কাগজ শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেন এবং দাদনকারী প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাদের হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া দেন। বর্ত্তমানে যাহারা কলকারখানা ব্যাঙ্ক বীমা কোম্পানী প্রভৃতির শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন তাঁহারা বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে অনেক ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন।

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ
১৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারত সরকার ১৯৩১ সালে লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক স্থাপন করিলে তদ্বারা পূর্ব্বাঞ্চলের লবণ-শুল্ক পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রসার পাইয়া যে কয়টি কোম্পানী স্থাপিত হয় বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী তাহাদের অন্যতম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (বেঙ্গল কেমিক্যাল) ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি ৭ জন ডিরেক্টর লইয়া ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ও মন্মথেন্দ্র দত্ত 'দত্ত এণ্ড চৌধুরী' নাম লইয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট হইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে কোম্পানী মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তমপুর মৌজার ১০০ একর জমি খাসমহল হইতে ইজারা লইয়া ১৯৩৬ সাল হইতে সেই জমিতে কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেছেন। কোম্পানী ব্রহ্মদেশীয় প্রথায় লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করেন। বাংলা সরকারের বিশেষজ্ঞ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ডি, এন, মুখার্জ্জী তাঁহার পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন ১৯৩৬ সালেই বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানায় ব্রহ্মদেশীয় প্রথায় লবণ প্রস্তুত সাফল্য লাভ করে। এই কোম্পানী ব্রহ্মদেশীয় প্রথা ও করমণ্ডল কূল প্রচলিত প্রথা সম্মিলিত করিয়া এক অভিনব প্রথায় করকচ লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করেন। বাঙলা গবর্ণমেণ্টও ১৯৩৭-৩৮ সালের এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে লিখিয়াছেন "মেদিনীপুর জেলার দুইটি প্রতিষ্ঠান মধ্যে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী অভিনব সম্মিলিত প্রথায় করকচ লবণ প্রস্তুত করিতেছেন; ইহার ফল ভালই হইয়াছে অথচ পড়তা করিয়াছেন মণ প্রতি ৵০ অর্থাৎ বিদেশীয় লবণ যত কম দরেই বিক্রয় হউক, ইহার প্রতিযোগীতায় পারিবে না। ইতিপূর্ব্বে বিশেষজ্ঞেরা সকলেই বলিয়াছিলেন বাঙলার আবহাওয়ায় করকচ লবণ প্রস্তুত হইতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল অভিমত খণ্ডন করিয়া বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী দেখাইল বাঙলায় করকচ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে এবং আজ বাঙলার সমুদ্রোপকূলে যদি এই লবণ প্রস্তুত প্রণালী ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, কোন বিদেশীয় প্রতিযোগীতাই তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় পাইকারী লবণ বিক্রয়ের দর উঠানামা করাতে কোম্পানী কলিকাতায় খুচরা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন এই লবণ /২॥ সের ৵০ অর্থাৎ ৩৲ মণে বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে খুচরা বিক্রয়ে খরচ বাদে লাভ যথেষ্টই হইতেছে। কলিকাতার মত বৃহৎ বাজারে যদি এই কোম্পানীর লবণ বিক্রয় সম্যকরূপে প্রসার লাভ করে তাহা হইলেই এক কলিকাতার বিক্রয়ের লাভ হইতেই হেড অফিসের খরচসহ সমস্ত খরচ যোগাইয়া কোম্পানী অচিরেই লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবেন। বাঙলায় লবণ শিল্পে যুগ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে যদি দেশবাসীর সম্যক সাহায্য পাওয়া যায়, এই শিল্প নিশ্চয়ই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সর্ব্বদা সাফল্য কামনা করি।

কর্পোরেটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
৯এ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

কর্পোরেটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক সমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কের পরিচালক মিঃ ডি, এন, বসু চৌধুরী অদম্য উৎসাহ, সততা এবং অধ্যবসায় গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কটিকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম অত্যল্পকালের মধ্যেই ব্যাঙ্কের বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৭৩৫ টাকা এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৫৲ দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কের কার্য্য উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালকগণ বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে এবং বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী অধ্যুষিত কতকগুলি সহরেও শাখা অফিস স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই এই ব্যাঙ্ক জনসাধারণের যেরূপ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, আশা করা যায়, অচির ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে। আমরা এই ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি কামনা করি।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ৫ই জুন, সোমবার ১৯৩৯ | ৫ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৩৩-২৩৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৪০-২৪৫
শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন সরবরাহ	২৩৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	২৪৬-২৪৭
তুরস্কের শিল্পোন্নতি	২৩৭	মত ও পথ	২৪৮
রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য	২৩৮-২৩৯	বাজারের হালচাল	২৪৯-২৫৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় মহাজনী বিল

গত পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় গত সপ্তাহেও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী বিলের আলোচনা বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। গত সোমবারে বিলের ৯টী ধারা সম্বন্ধে অনেক গুলি সংশোধন প্রস্তাব পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু অন্যান্য ধারার পরিবর্ত্তনের ফলে উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই সব ধারারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে মনে করিয়া উক্ত ধারাগুলি সম্বন্ধে পরিষদের কোন ভোট লওয়া হয় নাই। ঐদিন বিলের যে সব ধারা সম্বন্ধে সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় তাহার মর্ম্ম এইরূপ—৩নং ধারা—কোন মহাজন বর্ত্তমান আইনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে তাহার লাইসেন্স বাতিলের জন্য যে কোন ব্যক্তি আবেদন করিতে পারিবে এবং কলিকাতায় স্মল কজ কোর্টে ও মফঃস্বলে জেলা জজের আদালতে এই আবেদনের বিচার হইবে। ৪নং ধারা—এই সব আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে। ৬নং ধারা (৫নং ধারা বিলের কমিটি কর্ত্তৃক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে)—এই আইনের আমলাধীনে একজন প্রাদেশিক রেজিষ্টার এবং তাঁহার অধীনে কতিপয় রেজিষ্টার ও সাব রেজিষ্টার নিযুক্ত হইবেন। সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া অন্য কাহাকেও এই সব পদে নিযুক্ত করা হইবে না। ৭নং ধারা—প্রত্যেক সাব রেজিষ্টারের নিকট লাইসেন্স প্রাপ্ত মহাজনদের একটী তালিকা রাখা হইবে। ৮নং ধারা—বর্ত্তমান আইন বলবৎ হইবার পর অন্যূন ছয় মাসকাল অতীত হইলে কোন মহাজনই লাইসেন্স ব্যতিরেকে মহাজনী ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। ৯নং ধারা—মহাজনগণ যে লাইসেন্স গ্রহণ করিবে তাহা গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত উহা সমগ্র বাঙ্গলা দেশে বলবৎ থাকিবে এবং উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অথবা উহার পূর্ব্বেই কোন কারণে যদি লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই সময়ে মহাজনকে সাব-রেজিষ্টারের নিকট লাইসেন্স ফেরৎ দিতে হইবে। ৯এ ধারা—লাইসেন্স লইতে হইলে মহাজনগণকে ১৫ টাকা ফি দিতে হইবে। তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষকে উহার কতকাংশ মকুব করিয়া দিতে পারেন। ১০নং ধারা—প্রত্যেক মহাজন প্রধানতঃ যে অঞ্চলে দাদনী ব্যবসা চালায় তাহাকে সেই অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত সাব-রেজিষ্টারের নিকট নির্দ্দিষ্ট ফরমে নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ও নির্দ্দিষ্ট বিবরণ সহ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে। ১১নং ধারা—এই আবেদনসহ ১৫ টাকা পাইলে সাব রেজিষ্টার মহাজনের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া তাঁহাকে লাইসেন্স প্রদান করিবেন। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত কাজে যে ঋণ দেওয়া হয় তাহাকে এই আইনের আমল হইতে বাদ দিবার জন্য পূর্ব্ব সপ্তাহে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন ঐ দিন তাহা লইয়াও কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে কোন বিধবা বা পিতৃহীন নাবালকের মোটমাট দাদনের পরিমাণ ৫ শত টাকার কম হইলে এই দাদনকে বর্ত্তমান আইনের আমল হইতে বাদ দিবার জন্য পূর্ব্ব সপ্তাহে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস যে সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন ঐ দিন গবর্ণমেণ্টের বিরোধীতার ফলে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

বিলের আমল হইতে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত ঋণকে বাদ দিবার জন্য গত পূর্ব্ব সপ্তাহে ডাঃ সান্নাল যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, মঙ্গলবারে ভাষাগত সামান্য পরিবর্ত্তনসহ তাহা গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটী সংশোধন প্রস্তাব হিসাবে পরিষদে উপস্থিত করা হয় এবং উহা ৮৬—১৭ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেস পক্ষ কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। বুধবারে ব্যবস্থা পরিষদের কোন

অধিবেশন হয় নাই। বৃহস্পতিবারে বিলের ২০ ও ২১নং ধারা লইয়া বিতর্ক উঠে। উহার মধ্যে প্রথম ধারার বিধান এই যে প্রত্যেক মহাজনকে বাঙ্গলা ভাষায় একটী জমাখরচের বহি, একটী লেজার ও রসিদ বহি রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয় ধারার বিধান এই যে প্রত্যেক একটী নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার দুই মাসকাল সময়ের মধ্যে মহাজনগণকে তাহাদের প্রত্যেক খাতককে পাওনা টাকা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় একটী হিসাব দিতে হইবে। এই সব হিসাবপত্র অন্যান্য ভাষাতেও যাহাতে রাখা যায় তজ্জন্যই পরিষদে বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবারে এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। শুক্রবারে পরিষদ কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে একটী সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় যে উপরোক্ত হিসাবপত্র বাঙ্গলা অথবা ইংরাজী ভাষায় রাখা চলিবে। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতেই এই সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল।

শুক্রবারে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হইলে আগামী ১৪ই জুন বুধবার পর্য্যন্ত পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমান সপ্তাহে এই বিল সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইবে না।

বীমাকর্ম্মী সম্মেলন

গত ২৭শে ও ২৮শে মে তারিখে কলিকাতার এলবার্ট হলে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার সভাপতিত্বে বীমাকর্ম্মী সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে উহার সভাপতি ডাঃ লাহা এবং সম্মেলনের উদ্বোধনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উভয়েই বীমা কর্ম্মীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সহানুভূতির সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সভাপতি ডাঃ লাহার মতে বাঙ্গলা দেশে বীমা কর্ম্মীর সংখ্যা দশ হাজারের কম হইবে না এবং তাঁহার ভাষায় উহারাই "রৌদ্রে বৃষ্টিতে ভুগিয়া দুর্দ্দিন সুদিন এবং উপেক্ষা ও নৈরাশ্যের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতঃ মানুষের মন হইতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিদূরিত করিয়াছে এবং সমাজ-জীবনের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আধুনিক কালের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী পন্থার প্রচলন করিয়াছে"। বীমা কর্ম্মীদের কাজের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এরূপ সহানুভূতিসূচক উক্তি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু একথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে বীমা কর্ম্মীগণ সব সময়ে বীমা আফিসের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট সুবিচার পান না। নূতন বীমা আইনেও তাঁহাদের উপর অবিচার করা হইয়াছে। কোন বীমাকর্ম্মী কোন কোম্পানীতে দশ বৎসর বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিবার পর উচ্চতর হারে পারিশ্রমিক পাইয়া যদি অন্য কোন কোম্পানীতে যোগদান করেন তাহা হইলে পূর্ব্বতন কোম্পানীর নিকট রিনিউয়েল কমিশন হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য টাকা হইতে তিনি যে কেন বঞ্চিত হইবেন তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই ব্যবস্থায় এক একজন বীমা কর্ম্মীকে এক একটি কোম্পানীতে সারা জীবন ধরিয়া কাজ করিবার জন্য কার্য্যতঃ বাধ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক যাহারা দেশে বীমা ব্যবসায়কে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জীবনবীমা ব্যবসায়ে ভারতবাসী স্বরাজ লাভ করিয়াছে এবং যাহাদের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার উপর ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলে উহার পরিণামে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভারতবর্ষের সমস্ত বীমা কোম্পানী মিলিয়া বীমা কর্ম্মীদের সম্বন্ধে এমন কি একটী আদর্শ চুক্তি রচনা করিতে পারেন না যাহার ফলে বীমাকর্ম্মীগণ তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাইবেন, বীমা আফিসসমূহ ন্যায্য ব্যয়ে কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং আইনের ফাঁকে বীমা আফিসের পক্ষে বীমাকর্ম্মীগণকে এবং বীমাকর্ম্মীদের পক্ষে বীমা আফিসকে প্রতারণা করা অসম্ভব হইবে?

ভারতে বিলাতী কাপড় বিক্রয়

ভারবর্ষে আমদানী বিদেশী তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া এবং ব্যবস্থা পরিষদের অভিমত অগ্রাহ্য করতঃ বড়লাট কর্ত্তৃক তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার বলে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ করিয়া এদেশে ল্যাঙ্কাশায়ার জাত কাপড় বিক্রয়ের যে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ জি এল মেহতা কতকগুলি স্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি করিয়াছেন। মিঃ মেহতা বলেন—"ইংলণ্ডের কাপড়ের কলওয়ালাগণ যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্পর্কের সুযোগে তাঁহারা ভারতের বাজারে কাপড় বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন তাহা হইলে তাহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের জনমতকে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন করিয়া তাঁহাদের কোন লাভই হইবে না। প্রাচীন প্রবাদবাক্যে আছে যে একটা ঘোড়াকে জলের ধারে টানিয়া লওয়া যায়—কিন্তু উহাকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জলপান করান যায় না। ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষেও কথা এই যে উহারা রাজনৈতিক জবরদস্তিপ্রসূত বাণিজ্য চুক্তির সহায়ে ভারতের বাজারে কাপড় আমদানী করিতে পারে কিন্তু ভারতবাসী যদি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে তাহারা এই কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না।" মিঃ মেহতার এই উক্তির ফলে বর্ত্তমানে ল্যাঙ্কাশায়ারের এবং উহাদের সমর্থক ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন চৈতন্য হইবে কিনা জানি না। কিন্তু তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন ভারতবাসী যদি তাহা গ্রহণ করিয়া বিলাতী কাপড় বয়কট করে তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ার যে উহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীসমাজ এবং জাতীয় কংগ্রেসের অবহিত হওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে কেবল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিলেই চলিবে না। দেশের ভিতরে যাহারা পাইকারী ও খুচরা হিসাবে বিলাতী কাপড় বিক্রয় করে তাহাদেরও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যাহাতে তাহারা বিলাতী কাপড় বিক্রয় না করে তজ্জন্য তাহাদিগকে রাজী করাইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান চেম্বারের ন্যায় শক্তিশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে কতদূর কি কাজ করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

বস্ত্রশিল্পের অবনতি

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ক্রমাগত যে আঘাত করা হইতেছে তাহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে ৪১ কোটী ২২ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়। জানুয়ারী মাসে তাহা কমিয়া ৩৬ কোটী ৫৯ লক্ষ গজ এবং ফেব্রুয়ারীতে তাহা আরও কমিয়া ৩২ কোটী ৩৩ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। এদিকে

যে স্থলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৫ কোটী ৩ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে মার্চ্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে কাজের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে ভারতীয় তূলার কাটতিও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে ২ লক্ষ ৮২ হাজার বেল ভারতীয় তূলা খরচ হয়। সেই স্থলে জানুয়ারী মাসে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার বেল এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বেল তূলা খরচ হইয়াছে। এই সময়ের পরবর্ত্তী হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে গত ৩।৪ মাসের মধ্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যে সকল দিক দিয়াই অবনতি হইয়াছে উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ভারতীয় তূলার কাটতি হ্রাসের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর বর্ত্তমানে যে ভাবে আঘাত করা হইতেছে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সার সেকেন্দার হায়াত খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভারতীয় তূলাচাষীর স্বার্থের অনুকূল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ভারতীয় তূলার কাটতি যে ভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহা হইতে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের যুক্তি যে কত অসাড় তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ব্যাঙ্কসমূহের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েসনের সদস্যস্থানীয় যে সমস্ত ইউরোপীয়, অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক বিহার প্রদেশে কারবার চালাইতেছে তাহাদের মধ্যে সুদের হার সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং গত ১৬ই মে হইতে এই চুক্তি বলবৎ করা হইয়াছে। এই চুক্তিতে ব্যাঙ্ক সমূহ মালপত্রের জামীনে অথবা সম্পত্তি বন্ধকে যে টাকা ধার দিবে তাহার সুদের একটা সর্ব্বনিম্ন হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। চুক্তিতে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েসনের সদস্যভুক্ত দেশী বিদেশী সমস্ত ব্যাঙ্কই যোগদান করিয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে দুই মাসের নোটীশ না দিয়া কেহ এই চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। আপাততঃ জামসেদপুরকে এই চুক্তির বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হইবে। চুক্তির আর একটী সর্ত্ত এই যে কোন ব্যাঙ্ক যদি বিহারের কোন অঞ্চলে সাব অফিস স্থাপন করিতে চাহে তাহা হইলেও এজন্য চুক্তির পক্ষভুক্ত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

এই চুক্তিটী নানা দিক দিয়াই বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক। প্রথমতঃ—নূতন কাজ সংগ্রহের অত্যধিক আগ্রহে উপরোক্ত শ্রেণীর দাদনে একে অন্যের অপেক্ষা কম সুদে টাকা লগ্নী করিবার যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে দেখা দিয়াছে এই চুক্তির ফলে তাহা বিদূরিত হইয়া ব্যাঙ্ক সমূহের আর্থিক ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশী বিদেশী সমস্ত ব্যাঙ্কই এই চুক্তির মধ্যে থাকাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সকলের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব সৃষ্ট হইবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে উহাও কম কথা নহে। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কাজ চালান সহজতর হইবে।

বিহারে ব্যবসায়ে রত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা এদেশে নূতন নহে। কলিকাতাস্থ বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের ভিতর এইরূপ চুক্তি করিয়া কাজ করিতেছে। এজন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না। এক্ষণে বিহারেও দেশী বিদেশী সমস্ত ব্যাঙ্ক এই সুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে—বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্যাঙ্ক উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও কি অনুরূপ একটী চুক্তি হইতে পারে না? বাঙ্গলায় এই ধরণের একটা চুক্তি হইলে অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং নব-প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিরও কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হইবে। উহা সমষ্টিগত ভাবে সকলেরই লাভের কথা।

স্বর্ণের মূল্যের ভবিষ্যৎ

গত ১৯২৩ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত মোট স্বর্ণের শতকরা ৪৫ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মজুদ ছিল। পরবর্ত্তী কালে বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কার দরুণ বিভিন্ন দেশে মজুদ স্বর্ণের ক্রমেই বেশী ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চালান হইতে থাকে এবং উহার ফলে বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর স্বর্ণের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ উক্ত দেশে মজুদ হইয়াছে। আমেরিকা এই স্বর্ণ হইতে কোন আয় তো করিতেই পারিতেছে না—অধিকন্তু উহা নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ বিদেশ হইতে অনেকে আমেরিকাকে স্বর্ণ দিয়া তাহার বদলে আমেরিকাস্থ কলকারখানার শেয়ার গ্রহণ করিতেছে এবং এজন্য আমেরিকার কলকারখানার অনেক লাভ বিদেশীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এই সব কারণে অনেকেই বলাবলি করিতেছিলেন যে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট হয় উক্ত দেশে স্বর্ণ আমদানী বন্ধ করিয়া দিবেন—না হয় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে যে দরে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন তাহা অপেক্ষা দর অনেক কমাইয়া দিবেন। আমেরিকা এই ব্যবস্থা করিলে পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের মূল্য কমিবে বটে—কিন্তু উহার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে পণ্যমূল্য হ্রাস হইয়া নূতন ভাবে আর একটা মন্দার সূচনা করিবে। এই কারণে স্বর্ণ সম্বন্ধে আমেরিকা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে তৎসম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীতে একটা আশঙ্কার ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরাও গত ১লা মে তারিখের "আর্থিক জগতে" একটী প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক সম্প্রতি আমেরিকার সিনেট সভাতে উক্ত সভার অন্যতম সদস্য মিঃ ওয়াগনার এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অর্থসচিব মিঃ মরগেনথু বলিয়াছেন যে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বিদেশ হইতে প্রতি আউন্স স্বর্ণ ৩৫ ডলার মূল্যে ক্রয় করিবেন। তাঁহার এই সুস্পষ্ট উক্তিতে স্বর্ণ সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক অনেকটা বিদূরিত হইবে। তবে ফাটকা ওয়ালাদের ভয়ে মুদ্রানীতি, বাট্টানীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক সময়েই গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া চলিতে হয়। বর্ত্তমানে যে ভাবে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইতেছে তাহাতে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট যে স্বর্ণ ক্রয় সম্বন্ধে বরাবর বর্ত্তমানের নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না।

শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন সরবরাহ

বাঙ্গলা দেশে শিল্পোন্নতির পক্ষে বর্ত্তমানে যতগুলি অন্তরায় রহিয়াছে তাহার মধ্যে মূলধনের অভাব যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় তাহা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের অসামর্থ্যহেতু বাঙ্গলা দেশের কত শিল্প প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে এবং কত প্রতিষ্ঠান যে বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উহার ফলে বহু উন্নতি-যোগ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান জীবন্মৃত অবস্থায় কোনও প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। এই ব্যর্থতার দরুণ নূতন যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেছেন তাহাদের কাজ আরও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলা দেশে শিল্পের প্রসার করিয়া যদি দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, ধনসম্পদ সংরক্ষণ ও বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই মূলধনের সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমরা অবগত হইলাম যে বাঙ্গলা সরকারের শিল্পতদন্ত কমিটীর অধীনস্থ একটী সাব কমিটী বর্ত্তমানে এই সমস্যার বিষয়ে আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। এজন্য আমরা কমিটীর সমক্ষে আমাদের বক্তব্য বিষয় উপস্থিত করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে বাঙ্গলায় শিল্পের প্রসারের জন্য বৎসর বৎসর যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহা বাঙ্গলা দেশের মধ্যেই রহিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন, ঋণসালিশী আইন এবং মহাজনী আইনের ফলে দেশের ভিতরে শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু স্বদেশী যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের ভুলত্রুটী, অজ্ঞতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অসাধুতার জন্য এই শ্রেণীর প্রচেষ্টায় অর্থ বিনিয়োগের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। যদিও আধুনিক কালে বাঙ্গালী পরিচালিত কতিপয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অংশীদারগনকে নিয়মিত ভাবে লভ্যাংশ দিয়া এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস কতকাংশ দূরীভূত করিয়াছেন তথাপি বাঙ্গলা দেশকে শিল্পের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রসর করাইতে হইলে সাধারণের মন হইতে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করিবার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। দেশের রাজশক্তি যদি এই ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তী হন তাহা হইলেই অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাপারে খুব বেশী সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং মূলধনের অভাবে যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অথবা উহার পৃষ্ঠপোষিত কোন প্রতিষ্ঠান যদি কতক মূলধন সরবরাহ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনানীতি, পরিচালকদের পারিশ্রমিক, শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ক্রয় এবং উহাতে উৎপন্ন দ্রব্যজাত বিক্রয় প্রভৃতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যদি তদারক করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর দেশের লোকের সহজেই আস্থা জন্মিতে পারে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহও শেয়ার বিক্রয় করিয়া বাকী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন ধনী ব্যক্তি মোটা টাকার শেয়ার ক্রয় করিলে উহার উপর অন্যান্য শেয়ার ক্রেতাদের বিশ্বাস অনেক বাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় দেশের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট যদি ২১ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করেন এবং উহার পরিচালনা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহার উপর দেশের সমস্ত শেয়ার ক্রেতার বিশ্বাস যে খুব বেশী হইবে এবং উহাকে বাকী মূলধন সংগ্রহ করিতে যে কোনও বেগ পাইতে হইবে না তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ বলা যায়।

বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে আপাততঃ এক কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন স্থাপন করিতে হইবে এবং উহার মূলধনের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ তাঁহাদিগকে নিজেদের হাত হইতে দিতে হইবে। বাকী ৭৫ লক্ষ টাকা দেশের ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জন-সাধারণের নিকট হইতে ডিবেঞ্চার যোগে সংগ্রহ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি ডিবেঞ্চারের সুদ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই ৭৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে বেগ পাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। উহাতে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার দায়িত্ব লইতে হইবে। এইভাবে এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ২ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করতঃ বাঙ্গলাদেশে ৫০টী বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। এইসব প্রতিষ্ঠান লাভজনক হইয়া উঠিলে পরে আর গবর্ণমেণ্টকে কোন সাহায্যই করিতে হইবে না। কারণ তখন জনসাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে লাভ হইতেছে দেখিয়া আপনা হইতেই উহার শেয়ার ক্রয় করতঃ প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করিবে।

কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহ অপেক্ষাও সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যনীতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সরকারী সাহায্য পাইয়াও পরিচালনার দোষে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যদি ফেল পড়ে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা বিনষ্ট হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্প-পরিচালকের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এজন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিবার জন্য বিশেষজ্ঞ ও সাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী বোর্ড গঠন করিতে হইবে। বিভিন্ন শিল্পপ্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, উহার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, এই শিল্পপরিচালনায় পরিচালকদের যোগ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বোর্ড যে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে সম্মতি দিবেন মাত্র সেই সব প্রতিষ্ঠানকেই কর্পোরেশন হইতে সাহায্য দেওয়া হইবে। বিশেষতঃ কর্পোরেশন হইতে সাহায্য পাইবার পর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নজর রাখিবার জন্য অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত বোর্ড যদি বিশেষ বিবেচনা সহকারে এবং নিরপেক্ষভাবে সাহায্যের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন তাহা হইলে এই বোর্ড দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে এবং বোর্ডের সমর্থন লাভই প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূলধন সংগ্রহের বড় রকম সাহায্য হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদের মনে হয় যে উপরোক্ত নীতি ধরিয়া কাজ করিলে বাঙ্গলা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধনের সমস্যার সহজে সমাধান হইতে পারে। শিল্পতদন্ত কমিটির সাব কমিটীকে আমাদের প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

তুরস্কের শিল্পোন্নতি

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কার্য্যক্ষম এবং সাহসী ব্যক্তির হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এক একটা দেশ কি প্রকার উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় আধুনিক তুরস্ক হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে অনেক সময়েই একথা বলা হইয়া থাকে যে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি তাহাদের নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের মুখ চাহিয়া কাহারও বসিয়া থাকা উচিত নহে। উহা গবর্ণমেন্টের অকর্ম্মণ্যতা এবং জনসেবার মহান দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা ঢাকিবারই একটা চেষ্টা মাত্র। রুষিয়া, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে—এমন কি ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতিতেও দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাপারে দেশের রাজশক্তি যে প্রকার মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন এবং উহার ফলে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যে প্রকার উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা আমাদের দেশের লোক সম্যক ধারণা করিয়া উঠিতে পারেনা বলিয়াই এদেশে রাজশক্তি দেশের লোককে আত্মনির্ভরশীল হইবার উপদেশ দিয়া নিজেদের দায়িত্ব স্খালনে সাহস পাইয়া থাকেন। এজন্য বিভিন্নদেশে গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় দেশের অর্থনীতিকক্ষেত্রে কি প্রকার উন্নতি ঘটিতেছে তাহা আমাদের দেশে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে তুরস্কের অবস্থা আমাদের দেশের তুলনাতেও শোচনীয় ছিল। ঐ সময়ে তুরস্কে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য জলের দরে বিদেশে বিক্রয় হইত এবং তুরস্কবাসীকে বিদেশ হইতে অসম্ভবরূপ চড়া মূল্য দিয়া শিল্পদ্রব্য আমদানী করিতে হইত। পরলোকগত কামাল আতাতুর্ক দেশের শাসনভার হাতে পাইয়াই এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হন। "দেশের শিল্পোন্নতি আমাদের একটী প্রধান জাতীয় সমস্যা। আমাদের দেশে যে সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর সেই শ্রেণীর ছোট বড় সমস্ত শিল্পেরই আমরা প্রতিষ্ঠা করিব। আমাদের সামরিক বিজয় যত বড়ই হউক না কেন আমরা যদি দারিদ্র্যকে জয় করিতে না পারি তাহা হইলে সেই বিজয় কিছুতেই সম্পূর্ণ হইবে না"—উহাই ছিল কামাল আতাতুর্কের মনোভাব।

আমাদের দেশের ন্যায় তদানীন্তন তুরস্কেও শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় ছিল মূলধনের অভাব। এই অন্তরায়কে বিদূরিত করিবার জন্য বিগত ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড মাইনস্ নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৯৩৩ সালে এই ব্যাঙ্কটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সুমের ব্যাঙ্ক—এই নামকরণ করা হয় এবং উহার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটী তুর্কী পাউণ্ড। পরে দেশে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মূলধন বর্দ্ধিত করিয়া ৮ কোটী ৫ লক্ষ তুর্কী পাউণ্ডে পরিণত করা হয়। এই ব্যাঙ্কটী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কে শিল্পোন্নতির জন্য একটী পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রথমেই দেশে কতকগুলি কাপড়ের কল, সেলুলয়েডের কারখানা, পোর্সেলিনের কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা এবং খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য কারখানা স্থাপিত হয়। এইসব কারখানা স্থাপনের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে তুরস্কে প্রতি বৎসর সাড়ে সাত কোটী তুর্কী পাউণ্ড মূল্যের কাপড়, পোর্সেলিন, সেলুলয়েড নির্ম্মিত জিনিষ, রাসায়নিক দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্য আমদানী হইত। বর্ত্তমানে এইসব জিনিষের প্রায় সাকুল্য অংশ দেশের ভিতরেই উৎপন্ন হইতেছে। উপরোক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনামত কাজ উদযাপিত হইলে কামাল আতাতুর্কের গবর্ণমেন্ট আর একটী চতুঃবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এইবার দেশের ভিতরে বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, টালী, সিমেন্ট, খাদ্য দ্রব্য, মোটরগাড়ী ও উহার সরঞ্জাম প্রস্তুত এবং সমুদ্রজাত দ্রব্য আহরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। গত ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তুরস্কে একটীও চিনির কল ছিল না। ঐ বৎসরে দেশে ২টী চিনির কলও স্থাপিত হয়। তুরস্কে যখন দ্বিতীয় চতুঃবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় সেই সময়ের তুলনায় এখন উক্ত দেশে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে দ্বিতীয় চতুঃবার্ষিক পরিকল্পনা মত কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী গবর্ণমেন্ট দেশের ভিতরে আরও নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

তুর্কী গবমর্ণমেণ্ট কেবল যে সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে মূলধন সরবরাহ করিয়াই দেশে নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিতেছেন এরূপ নহে। উক্ত দেশের শিল্পগুলি আরও নানাভাবে গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইতেছে। ঐ দেশে ১৯৩৭ সালে একটী নূতন আইন পাশ করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অধিকন্তু বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্টের যে সমস্ত ট্যাক্সের ফলে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইতে পারে শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহে সেই সব ট্যাক্সের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম করিয়া ধরা হইতেছে। তুরস্কের শিল্পগুলির জন্য যে সমস্ত কাঁচা মাল ও কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহাও বিনাশুল্কে দেশে আমদানী করিতে দেওয়া হইতেছে। সর্ব্বোপরি দেশের অভ্যন্তর হইতে কাঁচা মাল যাহাতে অল্প খরচে শিল্প কারখানায় উপস্থিত হইতে পারে এবং শিল্প-কারখানায় উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র অল্পখরচায় পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য তুরস্কের রেলপথ সমূহে মালের ভাড়া শতকরা ২০ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের এই সব চেষ্টার ফলে তুরস্কে বর্ত্তমানে কাপড়, চিনি, আতর, গন্ধক, কৃত্রিম রেশম, পোড়া কয়লা, কাচের জিনিস, কাগজ, সেলুলয়েড নির্ম্মিত জিনিস, লৌহ ও ইস্পাত, ক্লোরিণ, সাজীমাটী, সালফিউরিক এসিড, পোর্সেলিন, চট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বহু সংখ্যক কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে তুরস্কে মাত্র ২৬৮টী শিল্প কারখানা ছিল—এখন উক্ত দেশে কারখানার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪ শত। পূর্ব্বে তুরস্কের কারখানাগুলিতে ১৪ হাজার মজুর

(২৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য

ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের উপর ভারতবাসীর স্বার্থ কি প্রকার ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তাহা নূতন করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এদেশে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে বহু কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়। উহার মূল্য পণ্যদ্রব্য রপ্তানী দ্বারা শোধ করিতে হয়। ইহার উপরে বিদেশে গৃহীত ঋণের সুদ, ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় ইত্যাদি বহু কারণে ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর যে ৭০।৭৫ কোটী টাকা দিতে হয় তাহাও ভারতবাসীকে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিয়াই শোধ করিতে হয়।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য দ্বারা আমদানী পণ্যের মূল্য এবং হোমচার্জ্জ ইত্যাদি বাবদ ৭০।৭৫ কোটী টাকা পরিমিত অন্যান্য প্রকার দেনা মিটাইয়াও বাৎসরিক ১৫।২০ কোটী টাকা উদ্‌বৃত্ত হইত এবং ইহার পরিবর্ত্তে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ভারতে আমদানী হইত। রপ্তানী বাণিজ্যদ্বারা আমদানী পণ্যের মূল্য শোধ করিয়া মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে প্রতিবৎসর গড়ে উদ্‌বৃত্ত হইত ৭৮ কোটী টাকা। যুদ্ধের পাঁচ বৎসরে এই বার্ষিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটী টাকা। যুদ্ধের পরের পাঁচ বৎসরে ইহা হ্রাস পাইয়া ৫৩ কোটীতে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২৩-২৪ সাল হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে এই উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে ১১৩ কোটী টাকা। কিন্তু গত ১০।১২ বৎসর যাবৎ পৃথিবীব্যাপী মন্দা এবং সকল দেশেই (বিশেষতঃ জার্ম্মানী, ইতালী প্রমুখ নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে) অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী (National self sufficiency) হওয়ার যে উগ্র প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে তাহার ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ভয়াবহরূপে সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩০-৩১ সালে উহা ২২৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩১-৩২ সালে ১৬১ কোটী ১০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালেও রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ২০ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ফল হইয়াছে এই যে রপ্তানী বাণিজ্য দ্বারা আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ হইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত না থাকায় হোমচার্জ্জ এবং অপরাপর বৈদেশিক দেনার জন্য প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের এই নিম্নগতি ব্যহত না হইলে অদূরভবিষ্যতে দেশের সঞ্চিত স্বর্ণের সমস্ত নিঃশেষ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা দেশের সমক্ষে একটা বড় সমস্যা।

আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বহুবিধ পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস রপ্তানীকারকগণকে অর্থ সাহায্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে অপেক্ষাকৃত, কম মূল্যে কাঁচা মাল সরবরাহ, জাহাজের ভাড়া হ্রাস, বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য দূত নিয়োগ, বিদেশে রপ্তানী যোগ্য জিনিষের প্রচারকার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বর্ত্তমানে নিজ নিজ দেশ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সব পন্থা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্য রপ্তানীকারকগণকে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আদায় করিতে যে বেগ পাইতে হয় তাহা রপ্তানী বাণিজ্যের একটী প্রধান বিঘ্ন। এই বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট কি প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

বৈদেশিক ক্রেতার পণ্যমূল্য পরিশোধে অনিচ্ছা, অক্ষমতা এবং বিদেশী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিনিময়ের উপর নানা বিধিনিষেধ অর্পণের ফলে পণ্যমূল্য পাইতে বাধা ও বিলম্ব ইত্যাদি কারণে রপ্তানীকারকের মনে যে আশঙ্কা এবং অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় তাহাও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার বর্ত্তমানে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে। জাপানে ও জার্ম্মানীতে পণ্য রপ্তানী করিয়া উল্লিখিত কারণে মূল্য পাইতে কতিপয় ভারতীয় ব্যবসায়ীর যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহার কথা অনেকেই জানেন। এই শ্রেণীর বাধা নিরসনকল্পে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা এবং জাপানে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারাণ্টি ডিপার্টমেণ্ট নামে একটী করিয়া স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ খোলা হইয়াছে। রপ্তানীকারক সাধারণতঃ ধারে পণ্য রপ্তানী করিয়া থাকে। ক্রেতা পণ্যমূল্য পরিশোধে অক্ষম হইলে কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রপ্তানীকারকের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং এজন্য অনেক সময়েই দেশ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়। এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারাণ্টি ডিপার্টমেণ্ট এই অসুবিধার প্রতিকারের জন্যই পরিকল্পিত। রপ্তানীকারক এই বিভাগে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দিয়া এই বিভাগ হইতে পণ্যমূল্যের শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত পাইবার অঙ্গীকার এবং নিশ্চয়তা লাভ করে। ক্রেতার মূল্য পরিশোধে অনিচ্ছা, অক্ষমতা বিনিময়ের গোলমাল ইত্যাদি নানাকারণে মূল্য পাইতে বাধাবিঘ্ন এবং বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কায় যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় এই ব্যবস্থা দ্বারা রপ্তানীকারক তাহা সরকারের নিকট বীমা করিয়া রাখে। সরকারী এই বিভাগটী একটী বিশিষ্টরূপ বীমা প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী বেলজিয়াম, অধুনালুপ্ত চেকো-শ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, আমেরিকা এবং জাপান প্রভৃতি দেশে সরকারই সোজাসুজি রপ্তানীকারকদের এই বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু জার্ম্মানী এবং হল্যাণ্ডে গবর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রপ্তানীকারক একটী নির্দ্দিষ্ট কোম্পানীর নিকট প্রাথমিক বীমা করার পর উক্ত কোম্পানী রাষ্ট্রের নিকট পুনরায় ইহা বীমা করিয়া রাখেন। সাধারণ বীমা কোম্পানী কিংবা অনুরূপ কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যবসা পরিচালনা করিতে না দিয়া নিজ হস্তে রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা এই যে ইহার পরিচালন ব্যাপারে বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভ সহজ হইয়া থাকে। ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানটী চালু

হয় এবং ১৯৩৮ সালের এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারাণ্টি আইন (Export credit guarantee Act, 1938) দ্বারা বাণিজ্য বিভাগের (Board of Tarde) অধীনে এই বিভাগটী (Export credit guarantee department) স্থায়ী করা হইয়াছে। শতকরা ৭৫ পাউণ্ড পণ্যমূল্য প্রাপ্তির অঙ্গীকার এই বিভাগ দিয়া থাকে। ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এই বিভাগ হইতে এক সময়ে একটী নির্দ্দিষ্ট পণ্য রপ্তানীর জন্যই বীমাপত্র দেওয়া হইত। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে ১ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী করিলে তাহার এই ১ লক্ষ গজের মূল্যের জন্যই বীমা করার অধিকার ছিল। ১৯৩১ সাল হইতে যে কোন ব্যবসায়ীকে সারা বছরের জন্য এবং এই সময়ের মধ্যে তাহার সমস্তপ্রকার রপ্তানীকৃত পণ্যের জন্যই বীমাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রতিষ্ঠানটীর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯৩৫ সাল হইতে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক দীর্ঘদিনের মেয়াদে যে সমস্ত দাদন দেওয়া হইয়া থাকে (যথা রেলওয়ে ও ট্রাম লাইন স্থাপন, বিদ্যুত সরবরাহ, খালকর্ত্তন ইত্যাদি) তাহার জন্যও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বীমা করার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই সরকারী বিভাগটী সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে (On commercial principles) পরিচালিত হইয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট কিংবা করদাতাগণকে ইহার ব্যয়ভারের এক কপর্দ্দকও বহন করিতে হয় না। ইংলণ্ডে গত ১২ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় খরচ এবং আকস্মিক দায় মিটাইয়াও এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রায় ৩ লক্ষ পাউণ্ড মজুদ তহবিলে সঞ্চিত হইয়াছে। জাপানেও অনুরূপ একটী সরকারী বিভাগ হইতে পণ্যমূল্যের শতকরা ৭০ ভাগের জন্য গ্যারাণ্টি দিয়া বীমপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অবশিষ্ট ৩০ ভাগের অর্দ্ধেক কিংবা ততোধিক বীমা করার জন্য ইয়াকোহামা, ওসাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। আমেরিকাতে ১৯৩৪ সালের পূর্ব্ব হইতেই কয়েকটী বিশিষ্ট বীমা কোম্পানী অন্তর্ব্বাণিজ্যে বীমার কার্য্য করিয়া বিক্রেতার স্বার্থরক্ষার সহায়তা করিত। ১৯৩৪ সালে সরকারী আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক সমূহ (The American Import-Export Banks) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এই সরকারী বিভাগটীর প্রয়েজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ী ইহার সহায়তা গ্রহণ লাভজনক মনে করায় এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্যকারিতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারত সরকারও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে অনুরূপ একটী বিভাগ সৃষ্টি করিয়া যদি ভারতীয় রপ্তানীকারকদের নিকট হইতে প্রিমিয়াম গ্রহণের পরিবর্ত্তে পণ্যমূল্যের ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত দিবার অঙ্গীকার করেন এবং বাকী ১৫ ভাগের জন্য প্রাদেশিক সরকার, ব্যবসায় কেন্দ্রের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ কিংবা অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যদি দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয় তবে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে জনসাধারণ কিংবা গবর্ণমেণ্টেরও কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিভাগটী পরিচালিত হইয়া সরকারী আয়ই বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্ত ইহার মারফতে কয়েকশত লোকের জীবিকা অর্জ্জনের পথও উন্মুক্ত হইবে। ভারতীয় অন্তর্ব্বাণিজ্যেও এরূপ বীমা ব্যবস্থা জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহলের বিশেষ সহানুভূতি লাভ করিবে। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। ভাষার বিভিন্নতা এবং দূরত্বহেতু এক প্রদেশের বিক্রেতার পক্ষে অন্য প্রদেশের ক্রেতার অবস্থা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিকবহাল হওয়া সম্ভব নয়। অন্তর্ব্বাণিজ্যে এরূপ বীমার দায়িত্বও অপেক্ষাকৃত কম। সরকার এবং বিশ্বাসযোগ্য বীমাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবিষয়ে মনোযোগী হইতে পারেন।

ভারতসরকার, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং জনসাধারণকে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করি।

হায়দারাবাদ রাজ্যের শিল্প

সম্প্রতি হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকারী শিল্প বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে শিল্পোন্নয়ন বিষয়ে ঐ রাজ্যের প্রশংসনীয় চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গত বৎসর হায়দারাবাদের শিল্প গবেষণাগারে (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লেবরেটরী) মোট ৬৬৪ রকমের শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করা হইয়াছিল। গ্লিসারিণ তৈয়ারি সম্বন্ধে ও রেড়ির তৈল ও অন্য তৈল সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালনা করা হইয়াছিল। উক্ত গবেষণাগারে হস্তনির্ম্মিত কাগজ শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছিল।

এবৎসর হায়দারাবাদের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ছয়টি কাপড়ের কল, সাহাবাদ সিমেণ্ট কারখানা, একটি তামাক কোম্পানী। একটি দিয়াশলাই কোম্পানী, একটি কাঁচের জিনিষ প্রস্তুত কোম্পানী ও তিনটি কয়লার খনি কোম্পানী তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। হায়দারাবাদ সরকার এবৎসর ঐ রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদিগকে ২ লক্ষ টাকা পরিমাণ ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সিন্ধু প্রদেশের খনিজ সম্পদ

করাচী হইতে ৬০ মাইল দূরে সিন্ধুপ্রদেশের পুরাতন রাজধানী টাটা তালুকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, অসংস্কৃত লৌহ ও খনিজ তৈলাদি আবিষ্কার করা হইয়াছে। ডালমিয়া কোম্পানীই ঐ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ৬০ বর্গমাইল স্থানব্যাপী স্থান খননের অনুমতি দিয়াছেন। ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ ডালমিয়া কোম্পানী খনিজ সম্পদ আহরণের বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দিয়াছেন।

ভারতে লবঙ্গের চাষ

জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন করা সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতে লবঙ্গের চাষ বিষয়ে একটি স্থায়ী উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। প্রথমতঃ মহীশূর সরকারের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ ওয়াই আয়ার দাক্ষিণাত্যে লবঙ্গ চাষের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট প্রদান করেন; পরে ঐ রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে লবঙ্গ চাষ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করেন। উক্ত বিষয়ে মহীশূর, কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের সরকারও সহযোগিতা করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ৭০ হাজার হন্দর পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী হইতেছে। যদি ভারতবর্ষে উপযুক্ত পরিমাণ লবঙ্গ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় তবে ঐ আমদানী বাবদ যে ৪০ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায় তাহা বাঁচিতে পারে। মিঃ ওয়াই আয়ারের অভিমত এই যে কিছু চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষে লবঙ্গের ব্যবহার সহজেই ৭৫ হাজার হন্দর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার

বিহার শ্রমিক তদন্ত কমিটি সম্প্রতি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ভারতের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী হাই কমিশনার মিঃ এস আর জামান আই সি এস এর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। মিঃ জামান তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে বিহারের শ্রমিকদের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং শ্রমিকেরা যাহাতে নিম্নতম পক্ষে প্রতি মাসে পনর টাকা মজুরী পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এরূপ করা হইলে বিহার প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তেমন কোন অসুবিধায় পড়িবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য

বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের নূতন বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করিবার এবং ব্রহ্মদেশের পণ্যের উপর আমদানী কর ধার্য্য করিবার যে কথা চলিতেছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া 'নিউ লাইট অব্ বার্ম্মা' নামক দৈনিক পত্র লিখিতেছেন—ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে গড়ে প্রতি বৎসর ২৫ কোটি টাকার পণ্য খরিদ করিয়া থাকে। উহার মধ্যে বিশ কোটির পণ্যই হইতেছে ধান চাউল ও কেরোসিন। ঐসব জিনিষের ব্যবসা ভারতীয়দের হাতে। নিযুক্ত শ্রমিকেরাও অধিকাংশ ভারতীয়। কাজেই ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের উপর কর ধার্য্য করিলে তাহাতে যে ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা ভারতীয় নেতাদের পক্ষে বিবেচনা করা উচিত।

বিহারের তামাক

বিহারে উৎপন্ন তামাকের বিক্রয় সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিহার সরকারের মার্কেটিং বিভাগ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের উদ্যোগে দ্বারভাঙ্গা জিলায় একটি বিহার টুবেকো এসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। গত এক বৎসরে ঐ সমিতির কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও সুবন্দোবস্তের ফলে তামাক চাষীদের ৩০ হাজার টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত আয় হইয়াছে।

বিহার প্রদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ১৪ লক্ষ মণ পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয় উহার মধ্যে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার মণ বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

(তুরস্কের শিল্পোন্নতি)

কাজ করিত—এখন কারখানা সমূহে ১ লক্ষের উপর মজুর কাজ করিতেছে। ১৯১৪ সালে তুরস্কের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৎসরে মাত্র ২৫ লক্ষ তুর্কি পাউণ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমানে ঐ দেশে বৎসরে সাড়ে ২৮ কোটী তুর্কি পাউণ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কামাল আতাতুর্কের স্বদেশপ্রেমিকতা, আন্তরিক কর্ম্মনিষ্ঠা এবং সাহসের ফলেই এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে।

তুরস্কের শিল্পসাধনার একটি দিক এদেশে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের মালিকগণকে জোট বাঁধিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষন করিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তুরস্কের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট প্রকার উৎকর্ষতা সম্পন্ন দ্রব্যজাত প্রস্তুত করে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যাহাতে দেশের লোকের নিকট হইতে অনাবশ্যকরূপ চড়া মূল্য আদায় করিতে না পারে তজ্জন্য বরাবর শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উক্ত দেশে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক তাহাদের অধীনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিদেশী ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের উপর একটা ট্যাক্স ধরা হইতেছে এবং এই ট্যাক্স লব্ধ অর্থ দ্বারা তুর্কি যুবকগণকে বিদেশে পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে। আমাদের দেশে এই সব কথা বলিলে তাহাকে প্রলাপবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে এদেশে যাহাদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা যদি তুরস্কের শিল্পপ্রচেষ্টার ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

যুক্তপ্রদেশে শিক্ষাসংস্কার

যুক্ত প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত শিক্ষা সংস্কার কমিটি বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য সুপারিশ করিয়া এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিটির কয়েকটি সুপারিশের সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—(১) সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সাত বৎসর বয়সে এই শিক্ষা আরম্ভ হইবে। শিশুগণকে সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। কৃষি বিষয়ক পাঠ ও চরকা কিংবা তকলির সাহায্যে সূতা কাটা শিশুদের অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় হইবে (২) ১২ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ হইবে এবং ৬ বৎসর এই শিক্ষাকার্য্য চলিবে (৩) হিন্দুস্থানীই শিক্ষার বাহন হইবে (৪) কলেজে গৃহস্থালীর কাজ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা ও ব্যবসায় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের জন্য বিশেষ বিভাগ স্থাপন করিতে হইবে (৫) সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনুচিত বিবেচিত হইবে (৬) পল্লী অঞ্চলে দশ বৎসর এবং সহর অঞ্চলে নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সহ শিক্ষা চলিতে পারিবে (৭) পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রমোশনের জন্য অনুরূপ বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইবে।

কমিটী শিক্ষা বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি শিক্ষাবোর্ড গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য কমিটি বিশ বৎসরের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে গভর্ণমেণ্টের ৯ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া কমিটীর অনুমান।

ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ কর

আয়কর, মৃত্যুকর, উত্তরাধিকারকর, প্রভৃতি সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) বলিয়া অভিহিত হয়। পণ্যদ্রব্যাদির উপর যে সমস্ত কর ধার্য্য হয় তাহা বিক্রেতা সাধারণতঃ বিক্রয়মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ক্রেতাকে ঐ কর বহন করিতে বাধ্য করিতে পারে। এই প্রকার করসমূহকে সাধারণতঃ পরোক্ষ কর (Indirect tax) বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে পরোক্ষ করসমূহের মারফৎ যে আয় হয় প্রত্যক্ষ করের আয় তাহার আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইংলণ্ডে প্রত্যক্ষ করের খাতে যে আয় হইয়া থাকে তাহা সাকুল্য জাতীয় আয়ের শতকরা দশভাগ কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা একভাগও হয় কিনা সন্দেহ। ব্রিটীশ ভারতে ২৭½ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ৩½ লক্ষের দুই হাজার টাকার উপর আয় আছে ইহাদের মধ্যে আমার ৯০ হাজার সরকারী কর্ম্মচারী।

রেল কোম্পানী সমূহের ব্যয়

গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় (১৯৩৮-৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) কোন রেল কোম্পানী কি পরিমাণ ব্যয় করিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

রেল কোম্পানী	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
এ, বি	১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা	১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা
বি, এন	৫ ,, ৫৩ ,, ,,	৫ ,, ৭২ ,, ,,
বি, বি এণ্ড সি আই	৫ ,, ৬৯ ,, ,,	৫ ,, ৭৯ ,, ,,
ই, বি	৩ ,, ৮১ ,, ,,	৪ ,, ১ ,, ,,
ই আই	১০ ,, ২৪ ,, ,,	১০ ,, ৪৩ ,, ,,
জি, আই, পি	৬ ,, ৭৭ ,, ,,	৬ ,, ৯৩ ,, ,,
এম এণ্ড এস, এম	৩ ,, ৬৬ ,, ,,	৩ ,, ৭৬ ,, ,,
এন ডাব্লিউ	৯ ,, ৫২ ,, ,,	৯ ,, ৪৪ ,, ,,
এস, আই	২ ,, ৮২ ,, ,,	২ ,, ৮৭ ,, ,,

আমেরিকায় ভারতীয় বণিক সমিতি

সর্দ্দার জে জে সিংহ নিউ ইয়র্কস্থিত ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ মগন এস ডাবে ঐ চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও কোষাধ্যক্ষ এবং মিঃ হরিদাস মজুমদার জেনারেল

সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত চেম্বার বর্ত্তমানে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি খনিজ চুক্তি বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক

মাদ্রাজ সরকার ১৯৩৯-৪০ সালে ঐ প্রদেশে নয়টি সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক খোলার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের কার্য্য তদারক করিবার জন্য তিন জন কোঅপারেটিভ সাব রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করা হইবে।

কৃত্রিম রেশমের কারখানা

সিন্ধু প্রদেশের কোন এক বিত্তশালী বণিক ঐ প্রদেশে একটি কৃত্রিম রেশম কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ কারখানাটির জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। উক্ত বণিক সম্প্রতি যাভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রাশিয়ায় কৃত্রিম রবার তৈয়ারের ব্যবস্থা

সোভিয়েট সরকার সম্প্রতি রাশিয়াতে কৃত্রিম রবার তৈয়ারের ব্যাপক আয়োজন করিতেছেন। প্রকাশ রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৭টি কৃত্রিম রবারের কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে। বিদেশের আমদানী বন্ধ করিয়া রাশিয়াকে রেশম সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই এই চেষ্টার উদ্দেশ্য।

জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটী

গত ৪ঠা জুন বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃক গঠিত ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত কমিটি ভারতে শিল্পোন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা গঠনের জন্য আবশ্যক তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে যে প্রশ্নাবলী প্রচার করিয়াছিলেন এ পর্য্যন্ত ৫০টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহার জবাব পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট, বণিক সমিতি, কলমালিক সমিতি, শ্রমিক সঙ্ঘ, কৃষকদের স্বার্থ-রক্ষক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ পাচশতাধিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ঐ প্রশ্নাবলী প্রেরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৈঠকের কার্য্যসূচীর প্রধান বিষয় এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত উত্তর সমূহের আলোচনা করা। জানা গিয়াছে যে কমিটি বড় বড় শিল্প, কুটীর শিল্প, বনবিজ্ঞান, কৃষিমূলক শিল্প, যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও আলোচনার জন্য ত্রিশটির অধিক সাব কমিটি নিযুক্ত করিবেন। ঐ সমস্ত সাব কমিটির রিপোর্ট তৈয়ার করিতে তিন মাস সময় লাগিবে। অতঃপর ঐ সমস্ত রিপোর্ট ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিশনের নিকট পেশ করা হইবে।

বাঙ্গালায় চীনা-বাদামের চাষ

বাঙ্গলাদেশে চীনাবাদামের চাষ অল্পই হয়। অথচ অর্থকরী ফসল হিসাবে ইহা বেশ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। রবি ও খরিস উভয় খন্দেই উহার চাষ হইতে পারে। বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় দশ হাজার মণ চীনাবাদাম বাহির হইতে আমদানী হয়। বর্ত্তমানে চীনাবাদামের ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং সকল স্থলেই উহা সহজেই বিক্রয় হয়। চীনাবাদাম হইতে তৈল বাহির করিবার প্রথা এখনও এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পৃথিবীর সকল স্থানেই আহারের তৈল হিসাবে ইহার চাহিদা থাকায়, বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের সময় অন্যান্য ফসলের মূল্য পড়িয়া গেলেও চীনাবাদামের মূল্য বিশেষ ভাবে হ্রাস পায় নাই। চীনাবাদামের ডগা গোখাদ্য হিসাবে খুবই ভাল। ইহা খড় অথবা বিলে-ঘাস হইতেও অধিক পুষ্টিকর। বাদাম কাঁচা কিম্বা ভাজিয়া উভয় প্রকারেই খাওয়া যাইতে পারে। ইহার তৈল রান্নায় ও সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার খৈল অতি পুষ্টিকর এবং তাহা গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। শীম জাতীয় গাছের মধ্যে চীনাবাদামের গাছের ন্যায় অন্য কোন গাছ এত অধিক কাজে আসে বলিয়া জানা যায় নাই। চীনাবাদামের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি আছে। ইহার মধ্যে এক প্রকার বীজাণু বাস করে। এই বীজাণু বায়ু হইতে গাছের প্রধান খাদ্য সোরাজান সংগ্রহ করিয়া মাটীতে জমা করে এবং তাহাতে জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ রবিতে 'আশু স্পেনিস' চীনাবাদাম এবং খরিসে "বড় একোলা" এবং "ছোট জাপান" নামক চীনাবাদামের বপন অনুমোদন করেন।

মোটা বেতনের বহর

আমেরিকায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়ালটার গিফর্ড বর্ত্তমানে সব চেয়ে বেশী বেতন পাইতেছেন। গত ১৯৩৮ সালে তাহার প্রাপ্য মাহিনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪৪ হাজার পাউণ্ড। অন্য যে সব ব্যবসায়ী মোটা বেতন পাইতেছেন তাহাদের নাম ও বেতনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল—(১) ইণ্টার ন্যাশনাল নিকেল কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ রবার্ট ষ্ট্যানলি—৪৩ হাজার পাউণ্ড (২) জেনারেল মোটর্স লিমিটেডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইলিয়াম নাড সেন ৪১ হাজার পাউণ্ড (৩) কলম্বিয়া ব্রড্‌কাসটিং সিসাটেমের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইলিয়াম প্যালে —৩৬ হাজার পাউণ্ড (৪) ন্যাশনেল ভিসটিলার্স লিমিটেডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সেটন পর্টার—৩৬ হাজার পাউণ্ড (৫) জেনারেল মোটর্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান আল্‌ফ্রেড শ্লোয়ান ৩৪ হাজার পাউণ্ড (৬) রেডিও কর্পোরেশন অব্ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ডেভিড সারনফ্ ২১ হাজার পাউণ্ড (৭) পেনীসিলভেনিয়া রেলরোড্ কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ মার্টিন ক্লিমেণ্ট —২১ হাজার পাউণ্ড (৮) ইষ্টম্যান কোডাক কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্ক লাভজয়—১৯ হাজার পাউণ্ড (৯) নর্থ আমেরিকান এভিয়েসন কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট জেমস কিণ্ডেলবার্গার ১৯ হাজার পাউণ্ড (১০) ইউনাইটেড এয়ারক্র্যাপ্ট কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ডনাল্ড ব্রাউন— ১১ হাজার পাউণ্ড (১১) ইউনাইটেড ড্রাগ কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ লুইস্ লিগেট ১৪ হাজার পাউণ্ড (১২) কার্টিস্ রাইট কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জি ডব্লিউ ভগান—১১ হাজার পাউণ্ড।

শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনসেসন এ্যাক্ট) অনুসারে গত ১৯৩৭ সালে ত্রিশ হাজার শ্রমিককে প্রায় তের লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উক্ত ত্রিশ হাজার শ্রমিকদের প্রত্যেকে গড়ে ৪৩।০ আনা করিয়া পাইয়াছে। এবার বেলুচিস্থান, বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, বেরার, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা ও সিন্ধুতে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণও আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলায় সাবানের কারখানা, কাঁচের কারখানা, চাউল ও তৈলের কল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে দুর্ঘটনার জন্য দাবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সাহায্য করিয়াছে। বাঙ্গলায় প্রেস কর্ম্মচারী সমিতি উহার সদস্যদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতেছে। বোম্বাইয়ের আমেদাবাদ সূতাকল শ্রমিক সমিতি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের দাবী যাহাতে পূরণ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সমিতি ২৪৪ জন শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য বাইশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সীসার বিষে ছয় জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে একজন বিহারের অপর ৫ জন দিল্লীর। ইহাদের জন্য সাড়ে চারিশত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে।

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি

মাত্র ৭০ বৎসরের মধ্যে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যে যে দ্রুত এবং বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৬৮ সালে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ—ছিল মাত্র ২ কোটী ৬০ লক্ষ ইয়েন। ১৮৭৮ এবং ১৮৮৭ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫ কোটী এবং ৯ কোটী ৬০ লক্ষ ইয়েন। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে জাপানের শিল্প-ব্যবসায়ে এক অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হয় এবং ১৯১৯ সালের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ হয় ৪৫০ কোটী ইয়েন। ১৯২৫ সালে আরও বৃদ্ধি পাইয়া বহির্ব্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১১ কোটী ইয়েন। অদম্য কর্ম্মশক্তি এবং অধ্যবসায়ের ফলে জাপান ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা কাটাইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৪ সালে ৪৬৫ কোটী ৮০ লক্ষ ইয়েন এবং ১৯৩৫ সালে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ কোটী ইয়েন।

জগতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর সংখ্যা

জগতে বিভিন্ন ভাষায় কি পরিমাণ লোক কথা বলিয়া থাকে নিম্নে তাহার সংখ্যা বিবরণ প্রদত্ত হইল —চীনা ভাষা ৪০ কোটি লোক, ইংরাজী ২০ কোটি, রুষীয় ১৪ কোটি, জার্ম্মাণ ৮ কোটি, হিন্দী ৮ কোটি, স্পেনীয় ৭ কোটি, ৫০ লক্ষ, ফরাসী ৭ কোটি, পর্ত্তুগীজ ৫ কোটি, বাঙ্গলা ৫ কোটি, ইটালীয় ৫ কোটি, আরবী ৪ কোটি, পোল্ ৩ কোটি, তেলেগু ২ কোটি ৬০ লক্ষ, কোরীয় ২ কোটি ২০ লক্ষ, তুর্কী ২ কোটি ২০ লক্ষ।

ভারতীয় বীমাকর্ম্মী সম্মেলন

গত ২৭শে ও ২৮শে মে কলিকাতা এলবার্ট হলে ভারতীয় বীমাকর্ম্মী সম্মেলনের (ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ফিল্ড ওয়ার্কার্স কনফারেন্স) পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা উহার সভাপতিত্ব করেন। মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন বীমাকর্ম্মীগণ বীমাকোম্পানী সমূহের প্রাণস্বরূপ। তাহাদের কৃতকার্য্যতা ও সাফল্যের উপরই কোম্পানীর অগ্রগতি নির্ভর করিয়া থাকে। তাহাদের সততা ও কর্ম্মকুশলতার গুণে একদিকে যেমন তাহাদের নিজের উন্নতি সাধিত হয় তেমনই তাহাতে কোম্পানীর সুনাম ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। কাজেই কর্ম্ম সাধনার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলাই বীমা কর্ম্মীদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এন প্রামাণিক তাঁহার অভিভাষণে ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েসনের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বীমাকর্ম্মীদের দিক হইতে নূতন বীমা আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ভারতীয় বীমাকর্ম্মীগণ সমাজের যে পরিমাণে কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন সেই পরিমাণে প্রতিদান তাহারা পান না। আজ দেশে বীমা ব্যবসায় যে এইরূপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা কেবল তাহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্ভবপর হইয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহ বীমাকর্ম্মীদের বাদ দিয়া চলিতে পারে না। কোম্পানী এবং কর্ম্মীদের মধ্যে এক অতি নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। নূতন বীমা আইনে বীমাকর্ম্মীদের যে লাইসেন্স লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আসলে খুব ভালই হইয়াছে। ইহার ফলে অনভিজ্ঞ কর্ম্মীদের দ্বারা এই ব্যবসায় নষ্ট হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে না। প্রত্যেককে প্রথমে শিক্ষানবীশ থাকিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে।

ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি এই :—(১) দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাধনে সাহায্য করিবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা করা উচিত (২) নূতন বীমা আইনের ৪১ ধারায় রিবেট আদান প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সমিতি ও ভারতীয় জীবন বীমা সমিতির পক্ষে ঐ দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য (৩) নূতন বীমা আইনের ৪০ নং ধারায় এজেন্টদিগের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে বিধান করা হইয়াছে তাহা বীমাকর্ম্মীদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর জন্য এই সম্মেলন গভর্ণমেন্টকে উহা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে (৪) বীমাকর্ম্মীদিগের সাহায্যের জন্য ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী গুলিকে বেনিফিট ফণ্ড খুলিবার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে (৫) নূতন বীমা আইনের ফলে যে অবস্থা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাতে ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষে পোষ্টাল ইন্সিওরেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ; কারণ উহা স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর।

নারিকেলের ছোঁবড়ার শিল্প

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে এই সময়ে হাতে কলমে নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য চারিটি প্রদর্শনী দল খুলনার অন্তর্গত নোয়াপাড়া, মেদিনীপুরের অন্তর্গত বালিশাহী নোয়াখালীর অন্তর্গত রায়পুরা এবং বরিশালের অন্তর্গত সাগরদ্বীপে কাজ করিয়াছিল। উক্ত স্থান সমূহে এই শিল্প শিখাইবার জন্য রীতিমত ক্লাশ খোলা হইয়াছিল এবং নারিকেলের চোবড়ার শেলাই, বয়ন, এবং রং করিবার বিভিন্ন পন্থা হাতে কলমে শিখানো হইয়াছে। ৫৪ টি ছাত্র ঐ ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছিল, ৬৪ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে, ১৭টি ছাত্র পড়া শেষ না করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং ৪ জন পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে।

জাপানী সুতা বর্জ্জন

সম্প্রতি বোম্বে ইয়ার্ণ এণ্ড সিল্ক মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েসনের এক সভায় ১লা জুন হইতে দুই মাস কালের জন্য জাপান হইতে কাপাস সুতা, রেশম সুতা ও কৃত্রিম রেশম সুতা প্রভৃতির আমদানী বন্ধ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিতেছে যে জাপান হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে সস্তা সুতা আমদানী হওয়ায় দেশীয় সুতা বিশেষতঃ এদেশীয় কাপড়ের কলের তৈয়ারী সুতার দাম পড়িয়া গিয়াছে। ফলে ব্যবসায়ীরাও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এই প্রকার অভিযোগ অনুসারেই ইয়ার্ণ এণ্ড সিল্ক মার্চ্চেণ্টস এসোসিয়েসন বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ভূমির উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা

সিন্ধু প্রদেশের বাঁধের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের ভূমির উন্নতি বিধানের জন্য সিন্ধু সরকার বর্ত্তমানে একটি ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় মুখ্যতঃ উপযুক্তরূপ সেচব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে আড়াই লক্ষ একর পরিমাণ জমি বিশেষভাবে উন্নত হইবে। আর তাহাতে ৪০ লক্ষ টাকা পরিমাণে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। ইতিমধ্যেই ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী সেচকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং উহার ফলে গত বৎসরে ১ লক্ষ একর পতিত জমি চাষাবাদ করা সম্ভবপর হইয়াছে। সিন্ধু সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী বর্ত্তমান সেচ পরিকল্পনাটি আগামী দুই বৎসরে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে বলিয়া আশা করেন। উহার ফলে সিন্ধু প্রদেশের ২৫ হাজার কৃষি পরিবারের কর্ম্ম সংস্থান হইবে।

বিদেশে শিল্প পরিচালনার ধারা

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ইতালী এবং জাপানে বিভিন্ন শিল্প বিভাগে পরিচালিত হয় তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ লণ্ডন, হামবুর্গ, মিলনি এবং জাপানস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনারকে লিখিয়াছেন। নিম্নলিখিত শিল্পগুলির নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে:—রবারের বেলুন, সেলুলয়েড স্প্রিং, কাঠের খেলনা, মাটির বাসন, গেঞ্জি ও মোজা, ছুরি, কাঁচি, ফাউন্টেন পেন, পেন্সিল, ড্রইং পেন্সিল, সেলুলয়েডের বোতাম, প্রসাধন সামগ্রী, কাঁচের বাসন, কাঁচের চুড়ী, ঘড়ী, সাইকেল, তিন চাকার সাইকেল, সিগারেটের পাইপ প্রভৃতি। উপরোক্ত শিল্পগুলি সম্বন্ধে ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে চাহিয়াছেন:—ঐ ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভাবে পরিচালিত হয়। ঐ শিল্পগুলি সমবায় নীতিতে বা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালিত হয় কি না? কি ভাবে ইহাদের কাঁচা মাল সংগৃহীত হয়? বরাবর বাজার হইতেই কাঁচা মাল ক্রয় করা হয় না বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান মারফৎ তাহা ক্রয় করা হয়? শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংস্থান কি ভাবে হয়? প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ কি ভাবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করেন। ঐ সব শিল্পের উন্নতির জন্য স্ব স্ব সরকার কি ভাবে কতখানি সাহায্য করিয়া থাকেন?

তাঁত শিল্পের উন্নতি বিধান

গত ৩১শে মে কলিকাতার ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহার সভাপতিত্বে তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ীদের এক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা দেশের তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য এই সম্মেলন বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। ডাঃ লাহা এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং মিঃ সুকুমার দত্ত এম, এল, এ উহার সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কাঠের জিনিষ তৈয়ারের কারখানা

বিহার সরকারের বন বিভাগের উৎসাহ ও সহায়তায় সম্প্রতি চক্রধর পুরে কাঠের জিনিষ তৈয়ারের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় আধুনিক উন্নত প্রণালীতে উচ্চ শ্রেণীর কাঠের জিনিষ প্রস্তুত করা হইবে। অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ঐ কারখানায় মাকু ও সুতার নাটা তৈয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টানিয়োজিত হইবে।

ভারতবর্ষে টেলিফোনের প্রসার

জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই টেলিফোনের ক্রমিক ব্যাপক প্রসার দেখা যাইতেছে; গত ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসরে সুইডেনে ব্যবহৃত টেলিফোনের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৮ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। প্রতি একশত জন অধিবাসীর হিসাবে টেলিফোনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২·৭টি। অন্য সব দেশের তুলনায় সুইডেনেই জনসমষ্টির ভিতর টেলিফোনের বেশী প্রচলন হইয়াছে। ঐ বিষয়ে সুইডেনের পরেই ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডের স্থান। দুনিয়ার বড় বড় সহরগুলির মধ্যে আমেরিকার ওয়াশিংটন ও স্যান ফ্রান্সিসকো সহরে প্রতি একশত অধিবাসীর হিসাবে টেলিফোনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭·৪ ও ৩৭টি। ঐ বিষয়ে ষ্টকহলম তৃতীয়। সেখানে টেলিফোনের সংখ্যা প্রতি একশত জনে ৩৬টি।

দুনিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইলেও ভারতবর্ষে ১৯২৫ সাল হইতে টেলিফোনের উল্লেখযোগ্য প্রসার দেখা যাইতেছে। ১৯২৪-২৫ সালে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৮০০। তৎপর প্রতি বৎসর ১।৩ হাজার করিয়া উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত তাহা ২৯ হাজারটি দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে উহা ৩০ হাজার ৩০০ হইয়াছে। তাহা ছাড়া এক্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোম্পানীর অধীনে টেলিফোনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭ হাজার। কাজেই সমস্ত মিলাইয়া টেলিফোনের সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩০০। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রতি হাজার জনে টেলিফোনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ টি। সহরগুলির মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে টেলিফোন রহিয়াছে যথাক্রমে ২৩ হাজার ৫০০ ও ২১ হাজার ২৪৩। কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ের অধিবাসীর সংখ্যা যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ও ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৯৬। কাজেই অধিবাসীর হিসাবে ঐ দুই সহরে টেলিফোনের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ১·৮৮ ও শতকরা ১·৫০।

ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট

বিলাতের ইম্পিরিয়েল এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ দুইটী বৃহৎ যৌথ বিমান-পোত কোম্পানী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে—বিমানপোত পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার ক্রয় করিয়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এবং ইহাতে দেশে তুমুল প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে; ইম্পিরিয়েলের প্রতি ১ পাউণ্ড শেয়ারের জন্য ৩২ শিলিং ৯ পেন্স এবং ব্রিটিশ ওয়েজের ১ পাউণ্ড শেয়ারের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৫ শিলিং ৯ পেন্স মূল্য দিবেন ঘোষণা করা হইয়াছে।

রেশম শিল্পে তরুণী নিয়োগ

করাচীতে ১২ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধিত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের একটী কারখানা শীঘ্রই খোলা হইবে। এবং জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বয়নাদি কার্য্যের জন্য তথায় সত্বরই ৩ শত সুশিক্ষিতা শিল্পী তরুণী নিযুক্ত হইবে। জাপানীরা মনে করে সুন্দর হস্ত ব্যতীত ভাল রেশম প্রস্তুত হইতে পারে না।

ভারতে রাই ও সরিষায় চাষ

ভারতে রাই ও সরিষার চাষ সম্বন্ধে যে শেষ সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ৫৪ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে ও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টন রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের ৫৪ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল ও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টন রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইয়াছিল (অনুমিত)

পাঞ্জাব প্রদেশে শিল্পোন্নতির চেষ্টা

প্রকাশ, পাঞ্জাব সরকার ঐ প্রদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। পাঞ্জাব সরকার কয়েকটি বড় শিল্প কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। ঐ সমস্ত কারখানার মূলধন হিসাবে বিস্তর টাকার প্রয়োজন হইবে। সেজন্যই ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করা হইতেছে।

জানা গিয়াছে পাঞ্জাব সরকার ঐ প্রদেশে সাইকেল তৈয়ারের কারখানা ও আধুনিক উন্নত ধরণের ডেয়রী স্থাপনের জন্যই আপাততঃ বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছে।

ভারতে তিষির চাষ

সর্ব্বশেষে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে ও তাহাতে শেষ-পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল ও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৬১ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ইংলণ্ডে খাদ্য সমস্যা

ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের আলোচনায় প্রকাশ যে ইংলণ্ডে এক-তৃতীয়াংশ হইতে প্রায় অৰ্দ্ধেক শিশুই উপযুক্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত থাকে। জাতীয় খাদ্যতালিকা পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে দুগ্ধের পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগ, মাখন ৪০ ভাগ, ডিম ৫৫ ভাগ, ফল ১২০ ভাগ এবং শাকসব্জী শতকরা আরও ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি করা দরকার।

ভারতে বেতারের প্রসার

বেতার বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ বৎসরে বেতার গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৭৪ হাজারে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৪৩ হাজার। কিন্তু বিরাট ভারতবর্ষে এবং উহার ৪০ কোটী অধিবাসীর পক্ষে মাত্র ৭৪ হাজার বেতার যন্ত্র কিছুই নয়। বর্ত্তমানে রিপোর্টানুযায়ী প্রায় প্রতি ৫৪ হাজার লোকের জন্য একটী বেতারযন্ত্র আছে।

ঋণ আদায় স্থগিত

দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকগণের দুর্দ্দশা লাঘবকল্পে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত তাকাবী ঋণ আদায় স্থগিত থাকিবে। এই সমস্ত ঋণ কি পরিমাণ মকুব করা যাইবে তাহা এবং আদায়ী টাকার কিস্তির হার পুনঃ নির্দ্ধারণকল্পে সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

বাঙ্গলায় খাদি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য

বাঙ্গলায় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের যে শাখা রহিয়াছে তাহার মারফতে এ প্রদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ খাদি এবং রেশম ও পশম বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় হইতেছে। ঐ বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হইল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭৩ হাজার ৯৪ পাউণ্ড পরিমাণের মোট ২ লক্ষ ৬ হাজার ৩১৫ বর্গ গজ সূতি খাদি উৎপন্ন হয় খাদী বিক্রয় করিয়া ১ লক্ষ ২২ হাজার ৮৬৮ টাকা পাওয়া যায়। সেই স্থলে ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৪৯ পাউণ্ডের ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭৩ বর্গ গজ খাদী উৎপন্ন হয় ও খাদী বিক্রয় করিয়া ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ১২১ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৩৭ সালে বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ২২ হাজার ৭৫৬ বর্গ গজ রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হয় ও রেশম বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১৪ টাকা পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে সেইস্থলে ৫৫ হাজার ৪৮৮ বর্গগজ রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হয় ও রেশম বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ৯৭ হাজার ৭১৫ টাকা পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন কেন্দ্রের কাটুনীদিগকে ৩১ হাজার ৪৩৯ টাকা ও তাঁতীদিগকে ২০ হাজার ৪৭৫ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে দেওয়া হয় যথাক্রমে ৬৮ হাজার ৭৯৭ টাকা ও ৩৮ হাজার ১৮৯ টাকা।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

এবৎসর মোট ৪৪৩২৮ জন ছাত্রের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল, তাহাদের মধ্যে ৪৫,১৭০ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৭,৩৩৩ জন প্রথম বিভাগে, ১৩,৪৪৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ৫,৩৫২ জন তৃতীয় বিভাগে এবং সর্ব্ব সাকুল্যে ২৬,৫৩২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সে ৭০০ নম্বরের মধ্যে ৬০৫ নম্বর পাইয়াছে; যে দ্বিতীয় অধিকার করিয়াছে, সে ৬০১ নম্বর পাইয়াছে এবং যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে সে ৬০০ নম্বর পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত বৎসর যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে ৬৩৭ পাইয়াছিল। এপর্য্যন্ত ৬৪১ নম্বরের উপর কেহ উঠিতে পারে নাই।

আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর অতিরিক্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইবে। ঐ পরীক্ষায় ২০ হাজারেরও অধিক ছাত্র উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

বিগত ১৯১৪ সালে কুমিল্লা সহরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করতঃ দেশবাসীর সেবা দ্বারা বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কটি বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা গত ১৯৩৮ সালে উক্ত ব্যাঙ্কের যে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৩৫৫ টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ১ কোটী ৭ লক্ষ ৯ হাজার ৩৮৫ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৮ টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ৮৮ লক্ষ [illegible] হাজার ৫৭৯ টাকা ছিল। এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার এবং উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারী এবং শেয়ারক্রেতা উভয়েরই বিশ্বাস যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন, উহাতে আমানতী টাকা, ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত বিভিন্ন মজুদ তহবিল ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটী ৬১ লক্ষ ১ হাজার ৫৪ টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা এইরূপ—হাতে ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুদ ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৪১০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, ট্রাষ্টসিকিউরিটী, ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ৩৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৬৪ টাকা, ক্যাশক্রেডিট ওভারড্রাফট ও বন্ধকসূত্রে দাদন ৮৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯৭ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৯০৩ টাকা, ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫৮ টাকা, বিবিধ পাওনা ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৯০ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ২৮৮ টাকা, বিদেশে পাওনা ১ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৬ টাকা। এই হিসাব হইতে প্রমাণিত হয় যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত অর্থ বিবেচনাসম্মত উপায়ে দাদন করা রহিয়াছে এবং আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

গত ১৯৩৮ সালে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ও বাড়ীভাড়া, কমিশন, ডিসকাউন্ট ইত্যাদিতে মোট ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯০১ টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা, আয়কর, সম্পত্তির ক্ষয় পূরণ ইত্যাদি বাবদ ৭ লক্ষ ২২ হাজার ৬৬৫ টাকা ব্যয় হয়। বাকী ৭৪ হাজার ২৩৬ টাকার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪৩ হাজার ৩৮৮ টাকা যোগ দিয়া যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৬২৪ টাকা হয় তাহা হইতে সাধারণ মজুদ তহবিলে ২১ হাজার ৭১২ টাকা নেওয়া হয়, কর্ম্মচারীদের গ্রাচুইটী ফণ্ডের জন্য ১৫৭৫ টাকা ব্যয়িত হয় এবং ৪৮ হাজার ৯৪৬ টাকা দ্বারা ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বাকী ৪৫ হাজার ৩৯০ টাকা বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে জের টানা হয়। এই টাকা ছাড়া কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের বিভিন্ন মজুদ তহবিলে ন্যস্ত টাকার পরিমাণ আলোচ্য বৎসরের শেষে ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা ছিল। ব্যাঙ্কটীর আর্থিক বনিয়াদ যে খুব সুদৃঢ় উহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

গত বৎসর ব্যাঙ্কটীর কলিকাতা শাখা কলিকাতায় উহার নব নির্ম্মিত অট্টালিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই বৎসরে বড়বাজার (কলিকাতা) হাইকোর্ট (কলিকাতা), ডিব্রু-গড় (আসাম), কটক (উড়িষ্যা), দিল্লী কানপুর ও লক্ষ্ণৌয়ে ব্যাঙ্কের ৭টী নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েসনের অন্যতম সদস্য।

আমরা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের এই অনন্যসাধারণ সাফল্যের জন্য উহার পরিচালকবর্গ এবং বিশেষভাবে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম এল সিকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত যে কয়েকটী বীমা কোম্পানী নিঃসন্দেহায়িতরূপে জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার মধ্যে ন্যাশন্যাল ইনসিউরেন্স কোম্পানী অন্যতম। আমরা সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর ৩২ বার্ষিক রিপোর্ট।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার বীমার প্রস্তাব পায় এবং উহার মধ্যে ১ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদত্ত হয়। এই নূতন বীমার জন্য প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর বৎসরে ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ২৪৭ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১২ কোটী ১৭ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৫৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৩১ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ও বাড়ীভাড়া বাবদ ১২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২১ টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট ৬৭ লক্ষ ৭০ হাজার ২৮২ টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে এই বৎসরে মৃত্যুদাবী ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ২৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৫৭ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৭১ টাকা এবং আফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ১১৬ টাকা ব্যয় হয়। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে কোম্পানীর দাদনী তহবিলের ক্ষয়পূরণার্থ সৃষ্ট তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়। অন্যান্য ছোটখাট ব্যয় বাদে বাকী ২০ লক্ষ ৯০ হাজার ২৫১ টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৯৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৪৮ টাকা বৎসরের শেষে উহা ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ১২২ টাকায় পরিণত হইয়াছে! আলোচ্য বৎসরে ন্যাশনালের কার্য্য পরিচালনার ব্যয় উহার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২৯'৪ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়া সাপেক্ষ এই বৎসরে ন্যাশন্যালের কর্ত্তৃপক্ষ

আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থার জন্য কিছু ব্যয় করিয়াছেন। অধিকন্তু পৃথিবীর রাজনীতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার দরুণও এই বৎসরে ন্যাশন্যালের কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কিছু অধিক ব্যয় করিয়াছেন। এই সব ব্যয় না হইলে ব্যয়ের হার আরও কম হইত। ন্যাশন্যালের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে নূতন বীমা আইন বলবৎ হইবার পরে তাঁহারা প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ দ্বারা তাঁহাদের কার্য্য পরিচালনার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হইবেন।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ন্যাশন্যালের জীবনবীমা তহবিল, দাদনী তহবিলের ক্ষয়পূরণ তহবিল (১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৫১ টাকা), জীবনবীমা তহবিলের বিভিন্ন শ্রেণীর দায় (১৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ১২ টাকা), আদায়ী মূলধন (৩ লক্ষ টাকা), সাধারণ মজুদ তহবিল (২ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য দায় লইয়া মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩১০ টাকা। এই দায়ের বদলে আলোচ্য বৎসরের শেষে ন্যাশন্যালের ২৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪০৭ টাকা সম্পত্তি বন্ধকে, ৪৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২০৯ টাকা পলিসি বন্ধকে, ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৩৮ টাকা কোম্পানীর কাগজ, রেলের শেয়ার, মিউনিসিপ্যালিটী পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির ডিবেঞ্চার এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে ন্যস্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর বাড়ীঘরে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৮৪ টাকা নিয়োজিত ছিল এবং বৎসরের শেষে কোম্পানীর ব্যাঙ্কে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা মজুদ ছিল। ন্যাশন্যাল ইনসিউরেন্স কোম্পানী বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে যে অর্থ নিয়োজিত করিয়াছে রিপোর্টে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় যে উহার তহবিল নিরাপত্তা ও লাভ এই উভয় দিক বিবেচনা করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত দাদন করা রহিয়াছে।

গত ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫ বৎসরকাল সময়ের জন্য ন্যাশন্যালের ভেলুয়েশন করান হইয়াছিল। এই ভেলুয়েশনেও এম (৫) মৃত্যুতালিকার সহিত ৫ বৎসর বয়স যোগ করিয়া মৃত্যুহার, দাদনী তহবিলের উপর শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা সুদের হার এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়ামের শতকরা ২৩·৬৩ ভাগ হিসাবে ব্যয়ের হার ধরা হয়। এই ভেলুয়েশনে ন্যাশন্যালের তহবিলে ২৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৪৭ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। উক্ত উদ্বৃত্ত হইতে ১৯৩৫ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের পলিসি গ্রাহকগণকে আজীবন বীমায় হাজার করা বার্ষিক ১৫ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার করা বার্ষিক ১০ টাকা হারে এবং ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যাহারা বীমাপত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে আজীবন বীমায় হাজার করা বার্ষিক ১৮ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার করা বার্ষিক ১৬ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ বা উহার পরবর্ত্তী তারিখের পলিসি গ্রাহকগণকে বেশী হারে বোনাস দিবার কারণ এই যে ঐ তারিখ হইতে ন্যাশন্যালের প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল এবং কোম্পানীর তরফ হইতে বর্দ্ধিত হারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী পলিসিগ্রাহকগণকে অপেক্ষাকৃত বেশী হারে বোনাস দেওয়া হইবে—এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

ন্যাশন্যাল ইনসিউরেন্স কোম্পানী বর্ত্তমানে ন্যাশন্যাল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী নামে অগ্নিবীমা এবং দুর্ঘটনা বীমারও কাজ করিতেছে। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ১৫০ টাকা আয় হইয়াছিল এবং অগ্নি ও দুর্ঘটনা বাবদ এই বৎসরে কোম্পানী ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৮ টাকা ক্ষতি পূরণ করিয়াছিল। বৎসরের শেষে এই বিভাগে মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫ শত টাকা।

আমরা ন্যাশন্যালের এই কৃতকার্য্যতার জন্য উহার পরিচালকগণকে অভিনন্দিত করিতেছি। বিবেচনাসঙ্গত উপায়ে নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, কম ব্যয়ে কার্য্য পরিচালনা, বীমা তহবিল নিরাপদ ভাবে দাদন, কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন প্রভৃতি যে সব গুণ থাকিলে এক একটা বীমা কোম্পানীকে নিরাপদ ও সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা যায় ন্যাশন্যালের সেই সমস্ত গুণই রহিয়াছে। বীমাকারীগণ উহাতে নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন।

টাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা টাটা ক্যামিকেল কোম্পানীর রেজেষ্ট্রীকৃত হওয়ার খবর 'আর্থিক জগতে' প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা অবগত হইলাম ইতিমধ্যেই এই কোম্পানী তাহাদের কার্য্যে অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে ৫০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ কপিলরাম ভকিল সম্প্রতি ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন। তিনি উপরোক্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিয়া যাহাতে সত্বর যন্ত্রপাতি আনয়ন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ৯ মাস হইতে ১২ মাসের মধ্যে যন্ত্রপাতিসমূহ আসিয়া পড়িবে। কাজেই বছর দেড়েকের মধ্যে কোম্পানীর কারখানা গড়িয়া উঠিবে ও তাহার কাজ সুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইণ্টার ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইণ্টারন্যাশনেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে এক ব্যাঙ্ক কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। উহার অনুমোদিত মূলধন ৫১ লক্ষ টাকা। সমগ্র পরিমাণ টাকার শেয়ারই বর্ত্তমানে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহা ১০০ টাকা মূল্যের ৫০ হাজার ৫০০ অর্ডিনারি শেয়ার ও ১ টাকা মূল্যের ৫০ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত। এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস ভিক্টোরিয়া গার্ডেন রোড, আমেদাবাদ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে :—মিঃ বি ভি যাদব (চেয়ারম্যান), স্যার ডি বি কুপার, শেঠ রমনলাল লালুভাই, স্যার ডি এচ্ ভিওয়ান্ডিওয়ালা, স্যার চিনুভাই মাধোয়াল, স্যার জে, বি বোমান বেহরাম, রায় বাহাদুর ডি এ সার্ভে, শেঠ চুনীলালমুসলদাস পেটেল, ডাঃ এম এইচ ভগৎ, মিঃ জে সি ঠক্কর, এস এইচ থেকার।

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি হুগলী জিলার উত্তরপাড়ায় গিরিশ ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে সভা হয় স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। দেশের যুবকেরা সততা ও সঙ্কল্প লইয়া ঐ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেছে দেখিলে আমরা আশান্বিত হই। এখানে সভাপতিত্ব করিতে আসিবার পূর্ব্বে আমি বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর লইয়াছি। এই ব্যাঙ্কটি বিবেচনাসঙ্গত বিধিব্যবস্থায় পরিচালিত হইতেছে জানিয়া আমি খুবই সুখী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস গিরিশ ব্যাঙ্ক ক্রমে ক্রমে এরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইবে যে আমরা উহাকে দেশের একটি গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিব।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বিহার মিসেলেনী লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মুকুন্দনাথ ব্যানার্জ্জি বিভিন্ন ধরণের জিনিষ তৈয়ার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বীরভূম হাউস্ প্রপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ সত্যনারায়ণ ব্যানার্জ্জি ব্যবসা জমিবাড়ী খারিজ ও নূতন বাড়ীঘর নির্ম্মাণ। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—লাভপুর হাউস্, পোঃ সুড়ি জেলা বীরভূম।

কাঁথি বাস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ব্যবসা—যাত্রী ও মাল ইত্যাদি বহনের জন্য বাস ও লরী পরিচালনা।

এডভান্স ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ সুধীর কুমার সেন। ঔষধাদি তৈয়ার ও বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

মত ও পথ

টাকার বাজার ও কৃষক

বর্ত্তমান সময়ে সহর অঞ্চলে অল্প সুদে টাকা পাওয়ার বিশেষ সুবিধা দেখা যাইতেছে কিন্তু মফস্বঃল অঞ্চলে টাকার যোগান ক্রমেই সঙ্কোচিত হইয়া পড়িতেছে। দেশের টাকার বাজারের এই অনিষ্টকর গতি লক্ষ্য করিয়া গত ৩০শে মে তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—মফঃস্বল অঞ্চলে টাকার যোগান ক্রমেই বেশী পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা খুবই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। বন্যা ও অন্নকষ্ট প্রভৃতিতে ভুগিয়া দেশের চাষীরা এক অসহায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সময় মত উপযুক্ত সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার সুবিধা না থাকায় এক্ষণে তাহারা নিজেদের দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য রীতিমত ভাবে চাষাবাদের কার্য্য চালাইতেও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় মফঃস্বলে টাকার যখন ঐরূপ অভাব চলিতেছে তখন সহর অঞ্চলে সকল দিক দিয়াই টাকার খুবই প্রাচুর্য্য অনুভূত হইতেছে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ নিতান্ত কম সুদে টাকা সংগ্রহ করিবার সুবিধা পাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অতি অল্প সুদে ইচ্ছামত টাকা ধার করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বে এদেশের বাজারে টাকার সুদের হার লণ্ডনের তুলনায় প্রায়ই চড়া থাকিত। এক্ষণে লণ্ডনের তুলনায় এদেশে টাকার সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম দেখা যাইতেছে। এই অবস্থার ফলে সহর অঞ্চলে লোকের পক্ষে সহজে টাকা তুলিতে এখন আর তেমন বেগ পাইতে হয় না। পল্লী অঞ্চলের লোকে চড়া সুদ দেওয়ার সর্ত্তে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না—আর সহর অঞ্চলে সস্তা টাকার প্রাচুর্য্য চলিতেছে। বলা বাহুল্য মফঃস্বলে ঋণদান-সমিতি সমূহ অচল দশায় উপনীত হওয়ায় মফঃস্বলের টাকা সহরে চলিয়া আসিতে থাকার ফলেই ঐ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের মহাজনী প্রতিষ্ঠান ও লোন আফিস প্রভৃতি পূর্ব্বে কৃষকদিগকে তাহাদের প্রয়োজনে টাকা ঋণ প্রদান করিত। ক্রমে নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন (বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্ট) কার্য্যতঃ বলবৎ হওয়ায় ঐ সকল প্রতিষ্ঠান একেবারে অচল দশায় পৌছিতেছে। এই ভাবে পল্লী অঞ্চলে টাকা সরবরাহের পথ বন্ধ হওয়ায় দেশের কৃষকেরা আর কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনেও টাকা কর্জ্জ পাইতেছে না। ফলে তাহাদের অবস্থা ক্রমিক অবনতির পথে যাইতেছে। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় দেশের অগণিত জন সাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অবিলম্বে মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ টাকা সরবরাহের সুব্যবস্থা করা সঙ্গত।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি ও জাপান

সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ভিতর যে বাণিজ্য-চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া জাপানের 'টোকিও আসাহি' পত্র লিখিতেছেন—বর্ত্তমানে জাপানের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য-চুক্তি রহিয়াছে শীঘ্রই তাহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। কাজেই এই সময় হইতেই নূতন একটি চুক্তির আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় খুবই পরিতাপের বিষয় এইরূপ আয়োজন চলা সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট একদর্শীভাবে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাড়াতাড়ি এমন একটি বাণিজ্য-চুক্তি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যাহাদ্বারা ভারতে আমদানীকৃত বিলাতী বস্ত্রের উপর আদায়ীশুল্ক অনেক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে ভারতে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষ ক্ষতি দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। নূতন বাণিজ্য-চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে জাপানকে প্রদত্ত শুল্ক সুবিধার সহিত ইংলণ্ডকে প্রদত্ত শুল্ক সুবিধার অধিকতর তারতম্য ঘটিয়াছে। এই কারণে নূতন জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা সম্পর্কে এখন হইতেই একটা অবসাদের ভাব সৃষ্টি হইতেছে। আমরা আশাকরি ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐসব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া অবশ্যই তৎপ্রতিকারোপায় বিবেচনা করিবেন। ভারতীয় বণিক সমাজের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া নূতন ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য-চুক্তি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। যেরূপভাবে চুক্তিটি কার্য্যকরী করা হইয়াছে তাহাতে ঐ চুক্তির জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্তরূপ আগ্রহও প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যগত দেশগুলিতে বাণিজ্যগত সুবিধা বজায় রাখিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই স্বচেষ্ট। ঐ প্রকার সুবিধা সুযোগ সম্প্রতি কিছু কমিয়া আসার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল এক্ষণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে তাহা কায়েমী করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই অবস্থায় জাপানের পক্ষে নূতন ইঙ্গভারত চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনকরা খুবই প্রয়োজন ও সঙ্গত। আর ঐ সঙ্গে ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যগত দেশগুলি লইয়া সুবিধামূলক নীতিতে যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাপানের পক্ষে স্বকীয় উন্নতি বজায় রাখিবার জন্য নানাদিক দিয়া প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করাও কর্ত্তব্য।

যুদ্ধে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ডাঃ জে সি ঘোষ যুদ্ধে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন—বর্ত্তমানে যুদ্ধোপকরণরূপে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের যে তোড়জোর দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে রণাঙ্গণের পরিধি ব্যাপক হইবে, আগুণের ব্যবহার বাড়িয়া যাইবে এবং নানারূপ কৌশল অবলম্বনের বেশী প্রয়োজন দেখা দিবে। রাসায়নিক দ্রব্যের মারাত্মক ক্রিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া থাকে। বিস্ফোরক গোলা ব্যবহার করিলে উহার একটি টুকরায় একজন সৈনিকের মৃত্যু হইতে পারে। অথচ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সৈনিক সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে থাকিতে পারে। কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হইলে উহা যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে ততদূর পর্য্যন্ত সকলেরই জীবনাশঙ্কা থাকিবে। ১৯১৫ সালে টপ্রেসে জার্ম্মাণরা প্রথমবার গ্যাস ব্যবহার করিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রবল চাপে গ্যাস তরল করিয়া সরু সরু শেলে পূর্ণ করা হইত এবং পরে তীব্র বিস্ফোরকের সাহায্যে ঐ গুলি বহুদূর পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা হইত। বিষাক্ত গ্যাস ও বিমান পোত ব্যবহারের ফলে যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ত্তমান ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ আর যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষাক্ত গ্যাস ও অগ্নি প্রজ্জ্বালন বোমা অসামরিক জনসাধারণকেও নানা ভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। নানারকম গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোসায়নিক এসিডের নাম সুপরিচিত। ইহাতে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই গ্যাস ব্যবহারে একটি অসুবিধা এই যে উহা বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া সহজেই উহা আকাশের উর্দ্ধস্তরে উঠিয়া যায়। ক্লোরিন, ফসজেন, সায়েনোজেন ক্লোরাইড, ক্লোরমেথিল, ক্লোরফমেট ও ব্রোমোবেঞ্জিল সায়েনাইড জ্বালাকর বিষ। এই সকল গ্যাসের আঘ্রান লইলে শ্বাসযন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হয়। এই সকল বিষ এত মারাত্মক যে দশ কোটি ভাগ বায়ুতে যদি এক ভাগ ব্রোমোবেঞ্জিল সায়েনাইড থাকে তবেই তাহাতে মৃত্যু ঘটিতে পারে। ল্যাক্রিমিটর জাতীয় গ্যাসগুলিই সামরিক দিক দিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাষ্টার্ড গ্যাস তন্মধ্যে অন্যতম। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে জার্ম্মাণরা প্রথমবার এই গ্যাস ব্যবহার করে। প্রথমতঃ ইংরাজ সৈনিকদের চক্ষুতে এই গ্যাসের কোনও ক্রিয়া দেখা যায় নাই; কিন্তু বৃটিশ লাইনের যে উহা অংশে ব্যবহৃত হইয়াছিল পরদিন প্রাতঃকালে ঐ অংশের প্রায় সমস্ত বৃটিশ সৈন্যই অন্ধ হইয়া যায়। মাষ্টার্ড গ্যাসের সংস্পর্শে শরীরে জ্বালা অনুভূত হয়। উহার পরিণামে লোক বহুদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভাইক্লোর মেথিল ইথরে রোগীর কর্ণ আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২রা জুন

গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্ত) হার দেড় টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। এমন কি নিম্নতম পক্ষে ১ টাকারও ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছিল। ফলে এখন হইতে টাকার বাজারে ক্রমিক স্বচ্ছলতার ভাব হইয়া উঠিবে বলিয়াই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু এসপ্তাহে সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। কেন না এসপ্তাহে শতকরা বার্ষিক ১৶০ আনা সুদে বাজারে কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ সুদেও ঋণপ্রদাতার তুলনায় ঋণগ্রহীতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল পরিশোধের তারিখ দেরীতে পড়াই তাহার কারণ। গত ৩০শে মে যে নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে অদ্য তন্নিমিত্ত টাকা জমা দিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিলের টাকা পরিশোধের তারিখ ও নূতন বিলের নিমিত্ত টাকা জমা দেওয়ার তারিখ একদিনে পড়িতে দেখা যায়। আর তাহাতে অর্থ সঙ্কলানের পক্ষেও সুবিধা হয়। কিন্তু এসপ্তাহে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিলের টাকা পরিশোধের তারিখ আগামী কল্য শনিবার নির্দ্ধারিত হওয়ায় নূতন ক্রীত ট্রেজারী টাকা জমা দেওয়া সম্বন্ধে কিছু অসুবিধা হয়। আর তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত বেশী সুদে টাকা সংগ্রহ করা দরকার হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া এবার পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ যে টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিবে তাহার পরিমাণও ১ কোটি টাকার বেশী নহে। ইণ্টার মেডিয়েট ট্রেজারী বিল বাবদও এবার মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকা পরিশোধিত হওয়ার কথা। অথচ এ সপ্তাহে নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে ২ কোটি টাকা। কাজেই এই অবস্থায় টাকার কিছু টান দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। তবে বাজারের এই চড়াভাব সাময়িক বলিয়াই মনে হয়।

আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগে ১৯৩৯-৪৪ সালের সরকারী ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে। সেজন্য গভর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ গ্রহণ করিবেন। ঐ নূতন ঋণ গ্রহণের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ কিছুকাল নূতন ট্রেজারী বিল বন্ধ রাখিবেন এরূপ ধারণাই সকলে করিয়া আসিয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে সেরূপ কোন মনোভাব লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহারা নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধও করিতেছেন না তাহার পরিমাণও হ্রাস করিতেছেন না। তবে ট্রেজারী বিলের জন্য প্রদেয় সুদের হার প্রতি সপ্তাহেই কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। আর তাহাতে আগামী জুলাই মাসে কম সুদে টাকা তুলিবার পথ প্রশস্ত হইতেছে।

গত ৩০শে মে ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৶৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৶০ আনা দরের শতকরা ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত মে মাসের প্রথমে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৷৴১১ পাই। ক্রমে হ্রাস পাইয়া এসপ্তাহে তাহা ১৶১০ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ গত ২৬শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছিল ৮০ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৬০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিনিময় বাজারে এসপ্তাহে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার দাঁড়াইয়াছে:—

ষ্টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	,,
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	,,	১ শি ৬ পে
ডি এ ৬ মাস	,,	১ শি ৬৩/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৬
মার্ক	,,	৮৬¼
গিলডার	,,	৬৪¼
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	২৮৭৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৭৮৸০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬.৭৩
ষ্টার্লিং-ডলার হার	,,	৪.৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২রা জুন

কলিকাতা শেয়ার বাজারে এসপ্তাহে কাজকর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া দামের হারও সামান্য পড়িয়া গিয়াছে। চট ও থলের বাজারে মন্দা চলিতে থাকায় পাটকলের শেয়ার মূল্যের একটা সুস্পষ্ট নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কুলটী কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা যাওয়ায় এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। ফলে শেয়ার মূল্যের চড়তি ভাব বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে বিদেশের বাজার সম্বন্ধে যে সব খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা মোটামুটি উৎসাহ-জনক। সেকারণে উক্ত শ্রমিক চাঞ্চল্য সত্বেও দামের হার তেমন কিছু নামিয়া যায় নাই। এসপ্তাহের প্রথম দিকে জামালপুরে একটা শ্রমিক গোলযোগের সূচনা দেখা যায়। আর ঐ খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে বোম্বাইয়ে টাটা কোম্পানীর শেয়ার মূল্য হ্রাস পায়। তবে পরে জামসেদপুরের অবস্থা সম্পর্কে উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে শেয়ার মূল্য আবার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

বর্ত্তমানে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে একমাত্র কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই দামের চড়া ভাব বলবৎ দেখা যাইতেছে। লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির মূল্য এক্ষণে বেশ বাড়িয়াছে। আর ঐ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাজারেও কোম্পানীর কাগজের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা এক্ষণে অনেক পরিমাণে কমিয়া ধীরে ধীরে শান্তি স্থাপিত হইতেছে। এই অবস্থায় উদ্বেগ অশান্তির কারণ তেমন কিছু নাই। কাজেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এক্ষণে লোকের আস্থা দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছে। গত ২৬শে মে কলিকাতার বাজারে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর বাজারেব দাম ছিল ৯৬॥৵ আনা। অদ্য তাহা ৯৭ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অদ্য বাজারে ৩ টাকা সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৯৯৸৶ আনা ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯৭।৵ আনা ও ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) ঋণ ১০১৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এসপ্তাহে অনেক পরিমাণে মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকটি কয়লা কোম্পানীর যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। পেঞ্চভেলী কোল কোম্পানী এবার শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে। অধিকন্তু শতকরা দেড় টাকা হারে অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু এসমস্ত সত্বেও কয়লার খনি বিভাগে উৎসাহ উদ্যম তেমন কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অদ্য বাজারে বরাকর ১২।০ আনা, ধেমো মেইন ১২৵০, নিউ বীরভূম ১৭৷০ আনা ও তালচর ৮৵০ দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এসপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বিভাগে কমবেশী পরিমাণে একটা অবসাদের ভাব বলবৎ দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে কাঁচা পাটের বাজার চড়া থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু থলে ও চটের বাজারে মন্দা চলিতেছে। থলে ও চটের বাজারের এই মন্দার দরুণ ব্যবসায়ীরা পাটকলের শেয়ার বিষয়ে মোটেই কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছে না। তাহাছাড়া সমরায়োজনের জন্য পাটের থলের নূতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া যে আশা সকলে করিতেছিল তাহা ফলবতী হওয়ার কোন লক্ষণ এখন আর দেখা যাইতেছে না। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৩।৵ আনা, কামার হাটী ৪৮৮ টাকা, আদমজী ১০৸ আনা, ক্লাইভ ২৫। আনা ও লোথিয়ান (প্রেফ্) ১৩৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নামিয়া গিয়াছে। ঐ কোম্পানীর কুলটী কারখানায় শ্রমিক গোলযোগের সূত্রপাত হওয়ায় কোম্পানীর ভবিষ্যৎ লভ্যাংশ সম্বন্ধে অনেকেই আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে দামেরও নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৫।৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে মে ৯৯।৵ ৯৯॥ ২৯শে মে ৯৯॥৵ ৯৯৸ ৩০শে মে ৯৯৸৵ ১লা জুন ১০০৴ ৩॥ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৫শে মে ৯৭৲ ৯৬॥৶ ৯৬৸ ৯৬৸৵ ৯৭৴ ৯৭৲ ২৬শে মে ৯৬৸৴ ৯৬৸৵ ৯৬৸৶ ৯৬॥৶ ৯৬৸ ৯৬॥৵ ৯৬॥৴ ২৭শে মে ; ৯৬॥৴ ৯৬॥৵ ৯৬॥৶৬ ৯৬॥৵ ২৯শে মে ; ৯৬॥৶ ৯৬৸ ৯৬৸৴ ৯৬৸ ; ৩০শে মে ; ৯৬॥৵ ৯৬৸৶৬ ৩১শে মে ৯৭৵ ৯৭৴ ৯৭।৴ ৯৭৶ ১লা জুন ৯৯৸৴। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৫শে মে ১১০৸৵ ১১১৲ ২৭শে মে ১১০৸৵ ১১১৴ ৩১শে মে ১১০৸৵। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে মে ৯৬৸৵ ৯৬৸৶ ৯৭৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৭শে মে ১১৪৶ ১১৩৸৵ ২৭শে মে ১১৪৴ ৩০শে মে ১১৪। ১১৪।৵। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ৩০শে মে ; ১০৩৸। ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে মে ৯৭৵৬ ৯৭।৬ ১লা জুন ; ৯৭।৴ ৯৭।৵।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—২৬শে মে (সঃ আদায়ী) ১,৫৩৫ ১,৫৪৫ ; ২৯শে মে (সঃ আদায়ী) ১,৫৪০ ; ১,৫৩৫ ১,৫৪৩ ; ৩০শে মে—(কণ্টি) ৩৮৭৲ ৩৮৯৲ ৩৮৮৲ ৩৯০৲ ৩৯২৲ ; ১লা জুন (কণ্টি) ৩৮৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২৫শে মে ১০৯॥ ২৬শে মে ১১০৲ ১০৯৲ ; ২৭শে মে ১০৮॥৴ ১১০। ২৯শে মে ১০৯। ১০৯৲ ১০৯॥ ১০৯৸ ; ৩০শে মে ১০৯॥ ১১০॥ ; ৩১শে জুন ১০৯॥ ১১০॥ ; ১লা জুন ১১০॥ ১১০৸।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ ২৫শে মে ১০০৵০ ; ২৭শে মে ১০০॥০ ; ২৯শে মে ১০০।৵০ ; ৩০শে মে ১০০॥০ ; ৩১শে মে ১০০॥৴, ১০০৸৵০। ৩।০ সুদের (১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ ২৭শে মে ১০০।৵০। ৩৲ সুদের (১৯৫১) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ২৭শে মে ৯৮৷০ ; ২৯শে মে ৯৮।০। ৭৲ সুদের (১৯৩৬-৫১) মহাস্বস্তিকা সুগার ডিবেঃ ২৯শে মে ৯৩৲। ৪৲ সুদের (১৯৩৩-৪০) ১লা জুন ১০৫৲।

কাপড়ের কল

বিড়লা কটন—২৫শে মে ১৯৲। ডানবার—২৫শে মে ১৬৫৲ ; ১লা জুন ১৬৩৲। নিউ ভিক্টোরিয়া ২৬শে মে ৮৵০। বেনারেস কটন এ্যাণ্ড সিল্ক ২৯শে মে ৮৵০। এলগিন মিলস্ ৩০শে মে ১০২৲।

কয়লার খনি

বাঁশরা—২৫শে মে ৩।৵। বেঙ্গল—২৫শে মে ৩১৩৲ ৩১৫৲; ২৬শে মে, ৩০শে মে ৩১০৲; ৩১শে মে ৩০৮৲। বোকারো ও রামগড়—২৫শে মে ১৪।০; ১লা জুন ১৪।০। বড়ধেমো—২৫শে মে ৪৲ ৪৵; ২৬শে মে ৪৲ ৪৲ ৪৵; ২৯শে মে ৩৸৵ ৩৸৶ ৪৲; ৩০শে মে ৩৸৵ ৪৲। বরাকর—২৫শে মে ১২॥৵ ১২৸৶; ২৬শে মে ১২৸৵। পুরুলিয়া—২৫শে মে ১॥৲ ১॥৶। দেউলী—২৫শে মে ৭॥০ ৭॥৵; ২৬শে মে ৭॥০। ধেমো মেইন—২৫শে মে ১২৶ ১২।৶ ১২৵ ১২।৵ ১২।০ ১২॥০; ২৯শে মে ১২৵০ ১২।৵ ১২৶ ১২।৶; ৩০শে মে ১২৲ ১২।৲; ৩১শে মে ১২৲ ১২।৲; ১লা জুন ১২৲ ১২।৲। ইকুইটেবল—২৫শে মে ৩১৸৵ ৩২৵; ২৬শে মে ৩১৸০ ৩২৶ ৩২৵; ২৭শে মে ৩২৲; ২৯শে মে ৩২৲। কাকুর্কা—২৫শে মে ৬॥০ ৬৸০। নিউ বাঁশদেওপুর—২৫শে মে ৯৫।৲। নিউ বীরভূম—২৫শে মে ১৭৵ ১৭।০; ২৭শে মে ১৭।৵; ২৯শে মে ১৭।৵ ১৭॥৵। নর্থ দামুদা—২৫শে মে ৪৸৵ ৫৲; ২৬শে মে ৪৸০ ৪৸৵। পরাশিয়া—২৫শে মে ॥৵ ৸০। রাণীগঞ্জ—২৫শে মে ৩১।০ ৩২৲; ২৭শে মে সাউথ কারাণপুরা—২৫শে মে ৪।৶ ৪॥৲; ২৬শে মে ৪॥০ ৪॥৵। পেঞ্চভেলী—২৫শে মে ৩১॥০। ভালগোরা—২৭শে মে ৩৸৵। রেওয়া—২৭শে মে ২১।০ ২১॥০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড—২৭শে মে ২২৸০। হরিলাদি—২৯শে মে ১১৸৵ ১২৲ ১২।০ ৩০শে মে ১২৶ ১২।৶। বরিয়া—২৯শে মে ১২৸ ১২॥৵ ১২৸৵। জয়ন্তী সেণ্ট্রাল—৩০শে মে ১।৵ ১।৶ ১॥০; ৩১শে মে ১।৶ ১।৵ ১॥। সাতপুকুরিয়া—৩০শে মে ॥৲ ॥৶। সেণ্ট্রা—৩০শে মে ৭৸০। টালচর—৩০শে মে ৸৶; ১লা জুন ১৵ ৸৶। মুস্তলপুর—১লা জুন ৭৸০ ৮৲ ৭॥০ ৭৸।০

পাটকল

হাওড়া—২৫শে মে ৫৪৲ ৫৪।৲ ৫৩৸৵; ৬৬শে মে ৫৩৶; ২৭শে মে ৫২৸৵ ৫২৸ ৫৩। ৫৩।৵; ২৯শে মে ৫৩৲; ৩০শে মে ৫২৸৵; ৩১শে মে ৫৩৲ ৫৩৵; ১লা জুন ৫৩।০ ৫৩॥০ ৫৩॥৶ ৫৩।৵ ৫৩॥৵ ৫৪৵ ৫৩॥০। হুকুমচাঁদ—২৫শে মে ৫৲ ৪৸৲ ৫৵। কামারহাটী—২৫শে মে (অর্ডি) ৫৯০ (প্রেফ) ১৩৫৲ ১৩৬৲ ২৬শে মে ৪৮৩৲; ২৭শে মে ৪৮৩৲; ৩০শে মে ৪৮৫৲; ১লা জুন ৪৯০॥০। ন্যাশনাল—২৫শে মে ২১॥৲ ২১৸৲ ৩০শে মে ২১।০, ১লা জুন ২১।০। রিলায়েন্স—২৫শে (প্রেফ) ১৫২৲। বরানগর—২৬শে মে ১৫০৲। কাঁকনারা—২৬শে মে ৩৭২৲ ৩০শে মে ৩৭২॥০; ১লা জুন ৩৭১৲। এ্যালায়েন্স—২৯শে মে ১৩১৲। ক্রেগ—৩০শে মে ॥৵০ ইণ্ডিয়া—৩০শে মে ২৮৫৲। কিনিসন—৩০শে মে ৫২৮৲। নিউসেণ্ট্রাল ৩০শে মে (প্রেফ) ১৪০৲ ১৪১৲; ৩১শে মে (প্রেফ) ১৩৯৲ ১৪০৲। প্রেসিডেন্সী—৩০শে মে ৩।৵; ৩১শে মে ৩॥৵; ১লা জুন ৩॥৵ ৩॥৶ ৩।৶। বালী—৩১শে মে ১৮৪৲। বরানগর—১লা জুন ১৪৯॥। ক্লাইভ—১লা জুন ২৪৸৶ ২৫।০।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—২৫শে মে ৫॥৵; ২৬শে মে ৫॥৵, ৫॥৶, ৬৲, ৫॥৶; ২৯শে মে ৫॥৶, ৫৸০, ৫৸৬, ৫৸০; ৩০শে মে ৫॥৶, ৩১শে মে ৫৸৲, ৬৲, ৫৸০, ৫॥৶৬, ৫৸০; ১লা জুন ৫৸০, ৬৲, ৫॥৶, ৫৸০। কনসোলিডেটেড টীন—২৫শে মে ৬৲, ৬।০, ৬৲, ৬।৲, ৬৵; ২৬শে মে ৬৵, ৩।৵, ৬৲, ২৯শে মে ৬৵; ১লা জুন ৬৵, ৬৲। ইণ্ডিয়ান কপার—২৫শে মে ১৸ ১৸৵ ১৸৲ ১৸৶ ১৸৲; ২৬শে মে ১৸৲; ২৭শে মে ১॥৶ ১৸৲ ১॥৵ ১৸ ১৸৵ ১৸ ১॥৶ ১॥৵; ২৯শে মে ১॥৵ ১॥৶ ১৸৲ ১৸ ১॥৵, ৩০শে মে ১৸ ১॥৶; ৩১শে মে ১॥৶ ১৸৲ ১॥৵ ১লা জুন ১॥৶ রোডেসিয়া কপার—২৬শে মে ১৶। ২৯শে মে ১৵ ১। ; ৩০শে মে ১। ; ৩১শে মে ১। ; ১লা জুন ১৵ ১।। টেভয় টীন—২৬শে মে ১৵; ৩০শে মে ১৶।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—২৫শে মে (প্রেফ) ১৩৵ ১৩।৶; ২৯শে মে (অর্ডি) ১৭॥০ (প্রেফ) ১৩৲ ১৩৵১৩।৵; ৩১শে মে (অর্ডি) ১৭॥০; ১লা জুন (অর্ডি) ১৭৸৵ (প্রেফ) ১৩৲। জব্বলপুর ইলেকট্রিক—২৭শে মে ১২।৵ ১২॥০। আপার যমুনা ২৫শে—মে ॥৵। ইউ, পি ইলেকট্রিক—২০শে মে ১৬২৲ ১৫৯॥০; ১লা জুন ১৬১॥০। রাওয়ালপিণ্ডি—২৬শে মে ২১॥৶ ২২৲। বেনারসইলেকট্রিক—২৭ মে ১৩৲ ১৩।০; ৩০শে মে ১৩।০ ১৩॥০; ১লা জুন ১৩৵ ১৩।০ ১৩॥০। ভাগলপুর ইলেকট্রিক—২৭শে মে ৮।০। জোড়হাট ইলেকট্রিক—২৭শে মে (অর্ডি) ১০৲; (প্রেফ) ১০০॥০ ৩০শে মে (প্রেফ) ১০০॥০ (অর্ডি) ১০।০।

ইঞ্জিনিয়ারিংকোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টীন ২৫শে মে ২৫৸৵ ২৫৸ ২৫৸৲ ২৬৲ ২৫॥৵ ২৬৵ ২৬৶ ২৫৸ ২৬৲ ২৬। ২৬৲; ২৬শেমে ২৬৲ ২৬৲ ২৫॥৶ ২৫৸ ২৬৵ ২৬।৲ ২৫৸৵; ২৭শে মে ২৫॥৶ ২৫৸ ২৬৲ ২৬৸; ২৯শে মে ২৫৸৲ ২৫৸৶ ২৬৶ ২৬৲ ২৬।৲ ২৫৸৵ ২৬৵ ৩০শে মে ২৬৵ ২৬৶ ২৬।৶ ২৬৲ ২৬৵ ২৬।৵ ২৬৲ ২৬৵; ৩১শে মে ২৬৵ ২৬।৵ ২৬৸৵ ২৬৵ ২৫৸৶ ২৬৶ ২৫৸৵ ২৫॥৵ ২৫॥ ২৫। ২৫৲ ২৪৸৵ ২৪॥৵ ২৪॥৲ ২৪॥ ২৪৸৵; ১লা জুন ২৪॥৲ ২৪৸৲ ২৪॥৵ ২৫৲ ২৫।৲ ২৫৵ ২৫।৵ ২৫৲। ষ্টীল কর্পোরেশন—২৫শে মে (অর্ডি) ১২৸ ১৩৲ ১২৸৲ ১৩৲ ১৩৵ ১২৸৵ (প্রেফ) ৯৫৲ ৯৬৲ ৯৪। ৯৫৲; ২৬শে মে (অর্ডি) ১২৸৵ ১৩৵ ১৩৲ ১৩৲ ১২৸ (প্রেফ) ৯৪॥ ৯৫॥ ৯৬৲; ২৭শে মে (প্রেফ) ৯৬৲ ২৯শে মে (অর্ডি) ১২৸ ১২৸৲ ১৩৲ ১৩৲ ১৩৲ ১৩৵ ১২৸৲ (প্রেফ) ৯৪॥; ৩০শে মে (অর্ডি) ১২৸৲ ১৩৲ ১২৸ ১২৸৲ (প্রেফ) ৯৬৲ ৩১শে মে (অর্ডি) ১২৸ ১৩৲ ১২৸৲ ১৩৲ ১২॥৵ ১২॥৵ ১২। (প্রেফ) ৯৫৲ ১লা জুন (অর্ডি) ১২৲ ১২৵ ১২।৲ ১২৶ ১২॥৲ ১২॥৶ ১২। ১২॥ (প্রেফ) ৯৫॥ বার্ণ এ্যাণ্ড কোং ২৬শে মে ২৭০৲ ২৬৯৲ ২৭১৲; ২৯শে মে (অর্ডি) ২৭০॥ হুকুমচাঁদ ষ্টীল—২৬শে মে (অর্ডি) ৬৸৵ ৭৵; ২৭শে মে (প্রেফ) ১॥৶ কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—২৬শে মে (অর্ডি) ৩। ৩॥ ১লা জুন (অর্ডি) ৩৲ মার্সালস—২৬শে মে ১।৶; ২৭শে মে ১।৶ ১॥৲। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—২৭শে মে (অর্ডি) ৫৸৶। ২৯শে মে (অর্ডি) ৫৸৶ (প্রেফ) ১৸৵। ৩০শে মে (অর্ডি) ৬। ৬॥ ৬।৵ ৬॥৵। (প্রেফ) ২৲ ২৵। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৩০শে মে ২০॥।

চিনির কল

বৃন্দাবন—২৫শে মে ১২৲। কেরু এ্যাণ্ড কোং—২৫শে মে (প্রেফ) ১০৩৲ ১০৪৲; ৩০শে মে (অর্ডি) ৯॥০ ৯৸০; ৩১শে মে (অর্ডি) ৯॥০ ৯৸০ ১লা জুন (অর্ডি) ৯॥০। মহাস্বস্তিকা সুগার—২৯শে মে ৯৫।৶০। রেজা—২৫শে মে ১১।০; ২৯শে মে ১১।০ ১১॥০; ১লা জুন ১১।০; চাম্পারণ—২৬শে মে ১১॥০ ১১৸০; সাউথ বিহার—২৬শে মে (প্রেফ) ৩।০ ৩॥০; ৩১শে মে ৪৲ ৪।০।

চা বাগান

টোঙ্গানিকা—২৫শে মে ২৵ ২।০; বীরপাড়া—২৬শে মে ২০৮॥০; কিলিকট—২৬শে মে ৪২৲ ৪২।০। পাত্রকোনা—২৬শে মে ৮০০৲। তেজপুর—

(প্রেফ) ১০৸০ ১১৲। বড়দুয়ার—২৭শে মে ১৷৵ ১৸০। নাগাহিল—২৭শে মে ১০।০। বেটেলী—২৯শে মে ২৸০ ২৸৵। ধনসেরী—২৯শে মে ১৷৵ ১৸০ ; ৩১শে মে ১৸৵ ২৲। হাঁসিমারা—২৯শে মে ৩৪৲ ৩৪।০। লুবা—২৯শে মে ২৲ ; ৩১শে মে ২।০। কিং ভেলী—৩১শে মে ৭৸০। পুসিমবিং—৩১শে মে ৩৶ ৩।/০।

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন ২৫শে মে (অডি) ২৸০, ২৬শে মে ২৷/০; ২৭শে মে ২৷৶০, ২৸/০, ২৷৶০ ; ২৯শে মে ২৷৵০, ২৸০ ; ৩০শে মে (অডি) ২৷/০, ২৷৶০, ২৷/০ (প্রেফ) ১৪২৷০, ১৪৩৷০ ; ৩১শে মে (অডি) ২৷/০, ২৷৶০, (প্রেফ) ১৫৫৲, ১৪৪৲ ; ১লা জুন (অডি) ২৷০, ২৷৵০, ২৷/০, ২৷০ ; ডানলপ ২৫শে মে (অডি) ১৫৷০, ১৫৷৵০, ১৫৸৵০, ১৫৷৶০, ১৫৸৶০, ১৬৲, ২৯শে মে (অডি) ১৫৸০, ১৬৲, ১৬।০ ; ১লা জুন (২য় প্রেফ) ১০৩৷০ ; ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ ২৫শে মে (অডি) ৬৷০, (প্রেফ অডি) ৮৸০ ; ২৯শে মে (প্রেফ অডি) ৮৸০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২৫শে মে ৯৷৵০ ; বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২৫ শে মে ৩৷০, ২৯ শে মে ৩।৵০, ১লা জুন ২।৵০, ৩৷০ ; টাইড্ ওয়াটার ২৫শে মে ১২৵০, ওরিয়েণ্ট পেপার ২৫শে মে (অডি) ৬৲ ৫৷৵০ ২৬শে মে (অডি) ৫৷৶০ ; ২৭শে মে ৫৷৵০, ৫৸৵০ ; ৩০শে মে (অডি) ৫৷০, ৫৸০ ; ১লা জুন (অডি) ৫।৵ ; টিটাগড় পেপার ২৫শে মে ('এ' অর্ডি) ১১৸০, ১২৲, (২য় প্রেফ) ১০৫৷০ ; ২৬শে মে (২য় প্রেফ) ১০৫৲ ; ২৭শে মে ('এ' অডি) ১২৲, ('বি' অডি) ১২৲ ; ৩০শে মে ('এ' অর্ডি) ১২৲ ; ৩১শে মে (প্রেফার্ড অর্ডি) ৩৸০, ৩৸৵০, ৪৲, ৪/০ ; ১লা জুন (১ম প্রেফ) ১৬২৲ ; মেদিনীপুর জমিদারী ২৫শে মে ৬৫৲ ২৬শে মে ৬৫৲, ৬৬৷০, ২৭শে মে ৬৫৷০ ২৯শে মে ৬৫৲ ৬৬৲ ৬৫৲ ৬৫৷০ ৬৬৷০ ৬০৲ ৬০৷ ৬১৲ ৬২৲ ; ১লা জুন ৬১৲ ; আসাম সজ্ঞ ২৫শে মে ৷৶০ ; ২৬শে মে ৷৵০ ; বরুয়া টিম্বার ২৫শে মে ১০৷০ ; ২৬শে মে ১০৷৵০, ১০৸৵০ ; ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট, ২৬শে মে ৭৲ ৭।০ ৭৷০ ; ৩০শে মে ৭/০ ৭৵০ ৭।৵ ডানলপ রবার ২৬শে মে অডি ১৫৸৵০ ১৬৵০ ১৫৸/০ (২য় প্রেফ ১০০৲ ; ৩০শে মে (অর্ডি) ১৬।০ প্যাব্লিসিটি সোসাইটি ২৬শে মে ৬৸৵০ ৭৲ ২৯শে মে ৬৸০ ; ৩১শে মে ৭৲ মুগা অয়েল ২৬শে মে ১৵০ ; ৩০শে মে ১৵০ ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এণ্ড সিপিং ; ২৬শে মে ১৩৸৵০ ৩০শে মে ১৪।০ ইণ্ডোবর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২৭শে মে (প্রেফ) ১২৭৲ ১২৮৲ বেঙ্গল পেপার ২৭শে মে (অর্ডি) ৬৯৲ বেঙ্গল কেমিকেল (অডি) ২৯শে মে ৩২৫৲, ৩২৭৷০ ; এসোসিয়েটেড হোটেলস ২৯শে মে (অডি) ১।৵০, ১৷০ ; ৩০শে মে ১।০ ১।৵০, বৃটিশ সিংহল কর্পোরেশন ২৯শে মে (অডি) ৫৷/০, ৫৸/০ ; ৩০শে মে ৫৷/০ ৩১শে মে (অডি) ৫৷৵০ ; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৯শে মে (অডি) ২১৷০ ; ৩০শে মে ২১৸৵ ; ৩১শে মে (অর্ডি) ২২।৵০, ২২৷৵০, ২২।৶০ ২২৷৶০ ; হুমায়ুন প্রপার্টি ২৯শে মে ৫/০, ৫৶০, ৫।৶০ ; নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ৩০শে মে ২১৸৵০ ; ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৩০শে মে ৯৬৲ ৩১শে মে ৯৮৲ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ৩০শে মে ৮৮৷০ ; ১লা জুন (অডি) ৭৯৲, ৯০৲ ; কালিম্পং রেলওয়ে ১লা জুন ৯৷৶০ ; মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই ১লা জুন ৩।৵০ ;

পাটের বাজার

কলিকাতা ৩রা জুন

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের অপেক্ষাকৃত নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। গত ২৭শে মে যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দরের হার ৫৪।৵০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৫৪ টাকা ছিল। ২৯শে তারিখ তাহা কমিয়া যথাক্রমে দাঁড়ায় ৫৩৷৵ আনা ও ৫২৷৵ আনা ৩০শে মে দরের হার আবার বাড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৫৪ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু অদ্য বাজারে দরের হার উল্লেখযোগ্যরূপ নিম্ন দেখা গিয়াছে। অদ্য পাটের দর উচ্চে ৫৩৸ আনার বেশী উঠে নাই। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল।

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৯শে মে	৫৩৷৵	৫২৷৵	৫৩৷
৩০ „ „	৫৪৲	৫২৸৵	৫৩৸
৩১ „ „	৫৪৲	৫৩৲	৫৩৵
১লা জুন	৫৪৲	৫২৸	৫৩৸৵
২রা „	৫৪।০	৫২৸৵	৫৩।০
৩রা „	৫৩৸	৫০৸৵	৫০৸৵

একদিকে পাটের তৈয়ারী জিনিষের বাজারে মন্দা ও অপরদিকে নূতন ফসলের সন্তোষজনক অবস্থা এই দুই কারণে এ সপ্তাহে পাটের দরের নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে বিদেশে থলে ও চটের চাহিদা কম হইতেছে। সমরায়োজনের জন্য থলের নূতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া যে আশা করা হইতেছিল তাহাও ফলবতী হয় নাই। আর এদিকে পাটকলগুলিতে বেশী বেশী পরিমাণে থলে ও চট অবিক্রিত অবস্থায় মজুদ থাকিয়া যাইতেছে। এইসব কারণে থলে ও চটের বাজারে একটা বিশেষ নিরুৎসাহ ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। দামের হারও নিম্নে দেখা যাইতেছে। পাটের জিনিষের বাজারের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ফাটকা বাজারের ব্যবসায়ীরা দরের হার কমাইতে বাধ্য হইতেছে। আগামী পাট ফসল সম্বন্ধে এতদিন অনেকবার মনেই নানারূপ আশঙ্কা ছিল এক্ষণে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই পাট বুনার কার্য্য শেষ হইয়াছে। বিহার আসাম ও উত্তর বঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে গত বৎসরের পরিমাণে এখনও পাট বুনা সম্ভবপর হয় নাই সত্য কিন্তু তাহা অচিরেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারি। কাজেই এ বৎসর কম পাট হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এইমাত্র বলা যায় যে বিলম্বে পাট বুনার কাজ আরম্ভ করার দরুণ ফসল পাওয়ার কিছু বিলম্ব হইতে পারে। ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইতেছে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে তাহার ফলে নদীর জল অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও হয়ত অনেক স্থলে বন্যা হইয়া ফসল নষ্ট হইবে। কিন্তু ঐরূপ দৈব দুর্ব্বিপাক কল্পনা করা এখনও অবান্তর। এই অবস্থায় বর্ত্তমানে ফাটকা বাজারে দরের হার যে হ্রাস পাইতেছে তাহা নানাদিক ভাবিলে স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

গত মে মাসে মফঃস্বলে হইতে মোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর মে মাসে ঐরূপ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ২ হাজার বেল। মে মাসের আমদানী লইয়া গত ১৯৩৮ সালের জুলাই হইতে গত মে পর্য্যন্ত এই ১১ মাসে মোট আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৮ লক্ষ ৯১ হাজার বেল। পূর্ব্ব বৎসরের ১১ মাসে মোট ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। কাজেই এবৎসরের পাট আমদানীর পরিমাণ শেষ পর্য্যন্ত ৯০ লক্ষ বেল হইবে কিনা সন্দেহ নূতন পাট ফসল সম্বন্ধে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে কোম্পানীর গত ২৭শে মে তারিখে যে রিপোর্ট প্রাকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে গত বৎসরের তুলনায় ১৭ আনা জমিতে, চাঁদপুরে ১৭ আনা জমিতে, হাজিগঞ্জ ১৬ আনা জমিতে, আশুগঞ্জে ১৮ আনা জমিতে আথাউড়ায় ১৯ আনা জমিতে নিখিলিদামপাড়ায় সাড়ে ১৬ আনা জমিতে, সরিষাবাড়ীতে ১৭ আনা

জমিতে, এলাসিনে ১৮ আনা জমিতে, সিরাজগঞ্জ ১৭ আনা জমিতে ও ভাঙ্গুরায় ১৬ আনা জমিতে পাট বুনা হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাট কলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করেন নাই। গত ২৬শে মে বাজারে ইণ্ডিয়ান জ্ঞান বটল শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতি মণ ৮৵ আনা গত কল্য তাহা ৮ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকের কম পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছে। গত ২৬শে মে ফাষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৫৫॥ আনা। গতকল্য তাহা ৫৪ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

থলে ও চট

থলে ও পাটের বাজারে এসপ্তাহে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। গত ২৬শে মে বাজারে ৯ পোটার চটের দাম ৯/০ আনা ও ১১ পোটার চটের দাম ১১॥৶ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে দাঁড়ায় ৯/ আনা ও ১১।৶৬ পাই।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২রা জুন

আলোচ্য সপ্তাহে তূলার বাজারের এইরূপ মনোভাব প্রকাশ পায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে যে উন্নতি দেখা দিয়াছিল তাহা এত দ্রুত হইবার কোন কারণ ছিল না। জাপানে এবং সাংহাই হইতে তূলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা দৃষ্ট না হওয়ায় বাজার বন্ধের দিকে মূল্য হ্রাস পায়। সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন তূলার মূল্যের সমতা সাধন করিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ কর্ডেল হুল জোর দেওয়াতে এবং ইতিমধ্যে আমেরিকায় তূলা কাটতির জন্য সরকারী ঋণ এবং রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা বলবৎ রাখিবার দাবী করায় তূলার বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রকাশ আগামী ৫ই জুন, আমেরিকার কৃষি বিল ১১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মঞ্জুরের প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে এক সভা হইবে। উক্ত অর্থের মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার রপ্তানী বাণিজ্যে এইরূপ সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইবে কিনা তৎসম্পর্কে এখনও কোন অভিমত প্রকাশ করা কঠিন।

বোম্বাইএর বাজারের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বোরোচ জুলাই আগষ্টের দর বাজার বন্দের সময় ১৬৬॥৶০ দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৬৯॥ হইল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মে সম্পর্কিত অগ্রিম কারবারের দর ছিল ১৫৬।৶। ওমরা জুলাইএর দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৬২৸ তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে উহা ১৫৯।৶ ছিল। বেঙ্গল জুলাই এর দর দঃ ১২৩॥ এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য ১১৮৲ গিয়াছে। নিউইয়র্ক ও লিভারপুলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং পাটের দর ৫·৪১ পেনী ছিল। ঋণ অনুযায়ী মজুদ তুলা পূর্ব্বে বাজার অধিকার করিয়া বসিয়াছে এই জন্য বাজারে সামান্য মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
মে ২৬	১৬৯।৶	১৬৩৲	১১৯।
„ ২৭	১৬৭॥৶	১৫৯৸	১২৪৲
„ ২৯	১৬৬৶	১৫৮।৶	১২৩।
„ ৩০	১৬৪৸৶	১৫৭।	১২২॥
„ ৩১	১৬৬॥৶	১৫৯৲	১২৩॥
„ ১	১৬৭৲	১৬০॥৶	১২৪।৶
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৪২।৶	১২৭।৶	১০৭॥৶
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৩৯৲	২৩১৲	১৯৯

কাপড়

কলিকাতা, ২রা জুন

তূলার বাজারের অনির্দ্দিষ্ট গতির ফলে এবং নূতন কোন কারবারের অভাবে স্থানীয় কাপড়ের বাজারের পুনরায় নূতন করিয়া মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে ব্যবসায়ীগণের পক্ষে তাহাদের অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত মালের ডেলিভারী লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কাপড়ের মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে ব্যবসায়ীগণ মাল ডেলিভারী লওয়া সুকঠিন বলিয়া বিবেচনা করিতেছে এজন্য আমদানীকারকগণ উহা পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রি করিতেছে। দেশী কাপড়ের বাজারে সামান্য কারবার হইতেছে মাত্র। এই শ্রেণীর কাপড় সম্পর্কে অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জাপানী কাপড়ের চাহিদা একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। ল্যাঙ্কাশায়র শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে কিছু চাহিদা পরিলক্ষিত হয় এবং বিশেষ ধরণের কাপড়ের সামান্য কারবার হয়।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজার স্থির ছিল। সূতার মূল্য সামান্য উঠানামা করে; তবে সপ্তাহব্যাপীই একটা তেজীভাব বলবৎ ছিল। তূলার বাজার চড়া থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সূতা সম্পর্কে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। অপর পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সংবাদ এই যে সূতার মূল্যের উন্নতি দূরের কথা উহার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাসের দিকে যাইতেছে। সংযুক্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের মিল সমূহ হ্রাস মূল্যে সূতা বিক্রয় করিতেছে বলিয়া এবং চাহিদার অভাবে সূতার বাজারের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ ভারতের সূতার বাজারের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তূলার বাজারের ক্রমোন্নতির জন্য ফাটকাওয়ালাগণের সূতা ক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ পাইবার উন্নতি দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বোম্বাই এর সূতার বাজারে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। তবে আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কিছু আগ্রহ দেখা যায়। বোম্বাই এর বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি বা অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। হংকং, শ্যামরাজ্যে জাভা প্রভৃতি দেশ রপ্তানী বাণিজ্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয় বটে কিন্তু দরের দিক দিয়া অগ্রসর না হওয়াতে কোন কারবার হয় না। মোটের উপর ভারতীয় সূতার বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল; তবে বাজার খোলার সময় উহার অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হয়। এমতাবস্থায় তূলার মূল্য যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সূতার বাজারের উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

বিলাতী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহেও মাঞ্চেষ্টার সূতা সম্পর্কে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই। জাপানী ও ভারতীয় সূতার প্রতিযোগিতাই উহার অন্যতম কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—তূলার বাজারের উন্নতির ফলে জাপানী ও সাংহাই ক্রয় সূতার অগ্রিম ও চল্‌তি কারবার সম্পর্কে মূল্যের উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ এই শ্রেণীর সূতার মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। তূলার বাজারের উন্নতির জন্য মার্সেলাইজ সূতার বাজারে ফাটকাওয়ালাদের মধ্যে কর্ম্মোৎসাহ দেখা দিয়াছে। অপরদিকে জাপানী তাঁতিগণের দিক হইতেও চড়া মূল্য দাবী করা হইতেছে। এই শ্রেণীর সূতার কারবার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মূল্যও ক্রমশঃ বেশী দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে সাংহাই ও জাপানী সূতার অগ্রিম কারবার তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। তাঁতিগণ অধিক মূল্য দাবী করাই উহার কারণ। এই শ্রেণীর সূতার ভবিষ্যতে বাজার আশাপ্রদ।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। সরু সূতা সম্পর্কে মূল্য হ্রাস করা হয়। নিম্নশ্রেণীর সূতা সম্পর্কে চাহিদার পরিমাণ সন্তোষজনক ছিল। পাঞ্জাবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর সূতার ভাল কারবার হয়। সরু সূতা সম্পর্কে চাহিদা অতিশয় অল্প। প্রকাশ ইটালীয় সূতা সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া অধিক পরিমাণ জাপানী সূতা ক্রয় করে। 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর এই প্রকার সূতার কাটতি ভাল হয়। জাপানী তাঁতিগণ চড়া মূল্য দাবী করার জন্য এই শ্রেণীর সূতার অগ্রিম কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত আছে। তবে ভবিষ্যত বাজার আশানুরূপ বলিয়া মনে হয়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২রা জুন

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজার স্থির ছিল। ভারতীয় ও জাভা উভয় শ্রেণীর চিনির মূল্য প্রতিমনে প্রায় চারি আনা হ্রাস পাইয়াছে। 'বেঙ্গলীন' জাহাজযোগে জাভা চিনি আমদানী হইবে বলিয়া কথা ছিল তাহা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই চিনির মূল্য প্রতি মণ ১১৷৷০ পড়তা ধরা হইয়াছে। জুনের অগ্রিম মূল্য ১১৷৵০ এবং সেপ্টেম্বরের অগ্রিম মূল্য ১১৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় চিনি সম্পর্কে চাহিদা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। ঐ শ্রেণীর চিনির বাজারের অবস্থা এইরূপ থাকিলে মূল্য যে আরও হ্রাস পাইবে তাহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। বিদেশের বাজারের উঠানামার উপর সম্প্রতি জাভা চিনির মূল্য নির্ভর করিতেছে।

বেঙ্গলীন জাহাজযোগে যে আমদানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৪৮ হাজার বস্তা। 'দামোলা' জাহাজযোগে ১১ হাজার বস্তা বিলাতী চিনি পূর্ব্বেই আমদানী হইয়াছে। বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে 'সিলভার পাইন' জাহাজ যোগে ৭০ হাজার বস্তা অন্যান্য বিদেশী চিনি আমদানী হইবার সম্ভাবনা আছে।

স্থানীয় বাজারে ১৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি এবং ৭০ হাজার বস্তা বিদেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

জাভাচিনি :—স্থানীয় বাজারে জাভাচিনির বাজার স্থির ছিল। উহার বাজার মূল্য প্রতিমণ প্রায় বার আনা হ্রাস পায় এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে প্রতিমণে ছয় আনা পর্য্যন্ত মূল্য হ্রাস পায়। চাহিদার অভাব এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ মজুদ চিনি বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলেই এইরূপ মূল্য হ্রাস পায়। চিনির বাজার সম্পর্কে পূর্ব্বে যে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে তিরোহিত হইয়াছে।

প্রকাশ, আগামী মরশুমে ইক্ষু চাষের পরিমাণ গত মরশুম অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। ইক্ষু ফসলের অবস্থাও সন্তোষজনক।

চায়ের বাজার

লণ্ডনের বাজার :—গত ২৮শে মে লণ্ডনে চায়ের নীলামে ২৩ হাজার ৪ শত বস্তা ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। এই প্রকার চায়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল এবং উহার বাজার মূল্যও চড়া ছিল।

আলোচ্য নীলামে দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৩·১৪ পেনী এবং উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৫·৩২ পেনী ছিল।

লণ্ডনের পরবর্ত্তী নীলামে মোট ৫১ হাজার ৭ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২রা জুন

রেড়ির খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। খৈল সমূহ বর্ত্তমানে ২৷৶ হইতে ২৷৷৴ মূল্যে প্রতিমণ খৈলের দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তার দর ৫৷৵ হইতে ৫৷৷৵ পর্য্যন্ত দাবী করে; তন্মধ্যে বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরা হয়। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে সামান্য কারবার হয়।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও স্থির ছিল। খৈল সমূহ প্রতি মনের দর ১৸৴ হইতে ১৸৵ দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণ বস্তার মূল্য ৪৵ হইতে ৪৷০ আনা দাবী করিতেছে। তন্মধ্যে বস্তার মূল্য ।০ আনা ধার হইয়া থাকে। কারবার যৎসামান্য হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ২রা জুন

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের হার অনেকটা গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। বর্ত্তমানে ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতা হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হারও অনেকটা স্থির দেখা যাইতেছে। ফলে স্বর্ণমূল্যের উঠানামা হইতেছে কম। গত ২৬শে মে লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৫$\frac{1}{2}$ পেনী, ২৭শে হইতে ৩১শে তারিখ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১লা জুন উহা সামান্য কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী হয়। অদ্য ২রা জুন বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৬ শে মে প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৵০ আনা। ৩০শে তারিখ হইতে ১লা জুন পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা সামান্য কমিয়া ৩৭৴৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতা বাজারে গত ২৬শে মে প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৸৶০ আনা, বড়াল ৩৬৸৵০ আনা; ও গিনি ২৩৸০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৶০ আনা ৩৬৸৵০ আনা ও ২৩৸৴ আনা হইয়াছে।

গত ২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৩২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

রূপা

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দামের হার সামান্য পরিমাণ নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত ২৬শে মে লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০ পেনী। ২৭শে তারিখ তাহা কমিয়া ১৯$\frac{15}{16}$ পেনী হয়। ৩০শে মে তাহা পুনরায় ২০ পেনী দাঁড়ায়। ৩১শে তারিখ তাহা আবার ১৯$\frac{15}{16}$ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ২০ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৬শে মে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸০ আনা। ২৭শে তারিখ তাহা কমিয়া ৫২৷৷৶০ আনা হয়। ৩০শে তারিখ তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ৩১শে তারিখ দরের হার বাড়িয়া আবার ৫২৸০ আনা হয়। ১লা জুন ও ২রা জুন তাহা দাঁড়ায় ৫২৷৷৶০ আনা।

কলিকাতার বাজারে গত ২৬শে মে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৸৵০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫৩৵০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৸৴০ আনা ও ৫৩৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২রা জুন

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল।

বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

খামানটো	**মূল্য**
জুলাই	২২৯৲
আগষ্ট	২৩০৲
সেপ্টেম্বর	২৩১৲
অক্টোবর	২৩৩৲
চল্‌তি দর	২২৫৲
আতপ	
লম্বা	২৫৫৲-২৫৭৲
মিলচর	২৪৮৲-২৫২৲
সিদ্ধ	২৪০৲-২৪২৲
ভাঙ্গা	১৮৫৲-১৯২৲
ধান	
নাসিন শ্রেণী	৯৬৲-৯৮৲
মাঝারি	৯৯৲-১০১৲

গত ২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৪৬ হাজার ৮১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২৮ হাজার ৪৯ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান (নূতন)	**প্রতি মণ**
সাদা মোটা	২।১০-২।/১৫
ওড়াশাল	২৶০-২৶১০
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২৷/০-২৷/১০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২।/১০-২।৵১০
দাদশাল	২৷৵০-২৷৶০
চিনি আতপ	২৸৵০-২৸৵১০
রূপশাল	২৷/১০-২৷৵০
সাধারণ পাটনাই	২।১০-২।/১০
কাটারী ভোগ	২৸০-২৸১০
হামাই	২৷৵০-২৷৶০
হোগলা	২।৵১০-২।৶০
চাউল (নূতন)	**প্রতি মণ**
রূপশাল (কল)	৪৵০
রূপসাল (ঢেকী)	৪।৵০
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	৪৶১০-৪।০
নঃ কাটারী ভোগ „	৫/০
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲-৪৷০
চিনি কামিনী ঢেকী	৫।৵০
কামিনী আতপ চাউল কলছাটা	৪।০, ৪৷০
জটা বাঁশফুল (ঢেকী)	৪৸৵০
দাদখানী	৪।৵০-৪৷৵০
গুজি এলাহি ঢেকী চাউল	৪।৵০
ইক্ষু গুড়	৬৷০-৭৲

গত ২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১ হাজার .৩৬০ টন বোম্বাই বন্দর হইতে ৩৫ টন, করাচি বন্দর হইতে ৩৪৪ টন এবং মাদ্রাজ বন্দর হইতে ১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৪ হাজার ৪৯৬ টন, ২৫০ টন, ৪৭৫ টন এবং ১ টন ছিল।

চামড়ার বাজার

সম্প্রতি লণ্ডনের চামড়ার বাজারে ট্যানকরা চামড়ার মূল্য কম চাহিদার ফলে স্থানীয় চামড়ার বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় বাজারে এই শ্রেণীর চামড়ার মূল্য আরও হ্রাস পায়। গরুর চামড়ার বাজার অপরিবর্ত্তিত আছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

ছাগলের চামড়া—পাটনা—২৯ হাজার টুকরা—৬০৲ ৭২৲ ছিল; ঢাকা দিনাজপুর, ১৫ হাজার টুকরা ৬৫৲ ৮৫৲ হিঃ লবণাক্ত ২১ হাজার ৫ শত টুকরা ৬০৲ ৮৫৲ হিঃ

গরুর চামড়া—রাঁচি সাধারণ ২ হাজার টুকরা ৪৸ ৫। হিঃ দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৩ হাজার ৩ শত টুকরা ৫। হিঃ গোরক্ষপুর বেনারেস সাধারণ ৬ শত টুকরা ৪৸৵ হিঃ নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ১ হাজার ২ শত টুকরা ৫৲—৫৷০ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৩ হাজার ৯ শত টুকরা ৩৸—৪৲ হিঃ লবণাক্ত এক হাজার টুকরা ৭০৲ ৭৫৷ (প্রতিঝুড়ি); দার্জ্জিলিঃ সাধারণ মহিষের চামড়া ২৷ হিং দ্বারভাঙ্গা রাঁচি মহিষের চামড়া ৩ শত ৩৷ হিঃ।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে মজুদ চামড়ার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫ শত; ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত; লবনাক্ত ১১ হাজার ৪ শত টুকরা।

গরুর চামড়া—ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ত ৪ হাজার ৭ শত; আগ্রা-আর্শেনিক ২ হাজার ৫ শত; দারভাঙ্গা বেনারেস গয়া রাঁচি ১ হাজার ৫ শত; দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৮ হাজার ৩ শত; রাঁচি সাধারণ ২ হাজার; নেপাল দার্জ্জিলিং আসাম লবনাক্ত ১ হাজার ১ শত লবনাক্ত ৪ হাজার ৩ শত টুকরা ছিল।

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ২রা জুন

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১২৷০, ১৫৲, ১৮৲
জিরা	১৭৷০, ১৯৲, ২২৲
মরিচ	১৪৲, ১৪৷০
ধনে	৬৲, ৭৸০
লঙ্কা	১২৷০, ১৪৲, ১৬৷০
সরিসা	৫৸০, ৬৷০
মেথী	৪৸০, ৫৷০

কালজিরা	৮৷৷০, ৯৷৷০
পোস্তদানা	৯৷৷০, ১০৷৷০, ১১৲
দেশী সুপারী	১১৲, ১১৸০, ১২৷৷০
জাহাজ কাটা সুপারী	১০৷৷০, ১১৲, ১১৷৷০
ঐ গোঃ সুপারী	৯৲, ৯৷৷০, ১০৲
পিলাং কেশুয়া	৫৷০, ৫৷৷০
পাল কেশুয়া	৬৷০, ৬৷৷০
জাভা কেশুয়া	৫৸৴০; ৬৷৷০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৲, ৬৲, ৭৲
ছোট এলাচ	৩৲, ৩৸০, ৫৲ সের
বড় এলাচ	৩২৲, ৩৭৲
দারুচিনি	২৩৷৷০, ২৫৷৷০
লবঙ্গ	৫১৲, ৫২৲
মৌরি	১১৲,১১৷৷০
গুটী খয়ের	১৪৲, ১৫৲, ১৬৲
কাগজী বাদাম	৪৩৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১১৲, ১২৲, ১৩৲
কিসমিস	১৪৷৷০, ১৫৲
হিং	২৲, ৩৲, ৫৷৷০ সের
কর্পূর	৩৷৷৵০ সের
সাবান বাগমারি	৭৷৷০, ৮৷৷০, ৯৷৷০
মধু	১২৲, ১৩৲
ধুনা	৭৸০, ৮৷৷০

ধাতু দ্রব্যের বাজার

কলিকাতা, ২রা জুন

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৮১৲
তামার বাট	৬৮৷৴০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৬৷০
" ঐ দেশীয়	১৪৷৷৵০
এ্যান্টিমণি বিলাতী	১১২৵০
ঐ (চীন বা জাপান)	৪২৷০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪৸০
ঐ চাদর	১২৫৶০
পিতলের চাদর	৪৪৸০
পিতলের ছড়	৪৪৷৷৵০
তামার চাদর	৬৮৸০
তামার ছড়	৬৯৸০
সীসার চাদর	২৮৸০
দস্তার টালি আমদানী	১৪৷৷৵০
" ঐ দেশীয়	১১৸০
দস্তার চাদর	৩৩৷৶০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮৶০
ঐ চাদর	১৪৩৷০
নিকেল চাদর	১৬৪৷৴০

বিবিধ দ্রব্যের বাজার

কলিকাতা, ২রা জুন

	প্রতি মণ
হরিতকী	
জব্বলপুর ১ নং	১৷৷৵০
ঐ মিশাল	১৷৷৴০
তেতুল	
উৎকৃষ্ট কাল (৫% বীচি সমেত)	৪৲
ঐ (১০% ")	৩৷০
হলুদ	
পাবনাই	৯৲
দেশী	৮৷৷০—৯৲
কুচিলা—	
কটক মিশাল	২৷৶০
কলাই—	
সাদা	৪৸০
সবুজ	৪৲
অরহর	৫৲
কলে ধোনাই বীচি ছাড়ান	১৯৲

লৌহ এবং ঢেউ টীনের বাজার

কলিকাতা, ২রা জুন

জয়েষ্ট বে-মার্ক		
(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) "		৬৸৶০ হইতে ৭৲ হন্দর
জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—		
(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) " (৭×৪) " (৮×৪) "		৭৸০ হন্দর
(৯×৪) " (১০×৫) "		৮৲ হন্দর
(১২×৫) "		৮৶০ "
টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টী)		
(২×২×।০) ইঞ্চি (২৷৷০×২৷৷×।০) ইঞ্চি		৯৲ হইতে ৯৷৷০ হন্দর
টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—		
(১×১×।০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×।০)		৭৲ হন্দর
(৩০×৩৷৷×৷৶) নাং (৪×৪×৷৷) ইঞ্চি		৮৸ হন্দর
গ্যালভানাইজড্—ঢেউ টীন		
টাটা—২৪ গেজ	৬ হইত ১০ ফুট	১১৸ "
বি—২৪ গেজ	" "	১২৸০ "
আর পি ডি ২৪ গেজ	" "	১৪৲ "
টাটা—২২ গেজ	" "	১২৸০ "
বি —২২ গেজ	" "	১৩৲ "
গ্যালভানাইজড্ কাঁটা তার—		
৯০ পাঃ প্রতি বাণ্ডিল		১১৲
৯৫ পাঃ ঐ		১১৷৷০
রাউণ্ড রড—		
৵০	ইঞ্চি	১০৷০
।০	"	১০৲
৷৴০	"	৮৸০
৷৶০	"	৭৸৶
৷৵০	"	৭৸০
৷৷০, ৷৷৶০, ৸০	"	৬৷৷০
৸৶০, ১৲, ১৷০	"	৬৷৷০
১৷৷০, ১৸০, ২৲, ২৷৷০	"	৬৷৷০
২৸০, ৩৲	"	৮৲
গরাদে চোপল—		
৷৷০, ৷৷৶০, ৸০ ইঞ্চি—		৬৸০ হন্দর
১৷৷০, ১৸০, ২৲ "		৬৸০ "
প্লেট—৶০"		মোটা ৯৲ হইতে ৯৷৷০ "
ঐ—৵০		৯৲ " ৯৷০ "
ঐ—।০		" ৯৷০ "
চাদর—৴০		১০৷৷০ " ১২৷৷০ "
কাঃ আয়রণ পাইপ—		
৩"		৵১৫ ফুট
৪"		৷৴১৫ "

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮ | কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১২ই জুন, সোমবার ১৯৩৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৫৭-১৫৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৬২-১৬৯
জাতীয় শিল্পোন্নতির উদ্যোগ	১৬০	পুস্তক পরিচয়	১৬৯
বাঙ্গলায় কাপড়ের কল	১৬১	কোম্পানী প্রসঙ্গ	১৭০-১৭১
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান সমস্যা	১৬১	মত ও পথ	১৭২
		বাজারের হালচাল	১৭৩-৮০

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের বাজার ও বাঙ্গলা সরকার

গত দুই বৎসরের অধিককাল সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার কৃষক সমাজের স্বার্থের নামে বাঙ্গলা সরকার অনেক হৈ চৈ করিয়াছেন। কিন্তু যে বিষয়ের সহিত বাঙ্গলার চাষীর স্বার্থ সবচেয়ে অধিক জড়িত সেই পাটের ব্যাপারে তাঁহারা একটি অঙ্গুলীহেলনও করেন নাই। বরং যে সময়ে পাটের মূল্য কিছু চড়িবার মুখে ছিল সেই সময়ে তাঁহারা পাট অর্ডিনান্স জারী করিয়া পাটের মূল্য নামাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাটের ব্যাপারে যে কিছুই কাজ হইবে না সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে কলিকাতাস্থ পাটের ফাটকা বাজারের গঠনপ্রণালী ও কার্য্যনীতি পাটের মূল্যকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বহুলাংশে দায়ী। বাঙ্গলা সরকারও প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ গত নবেম্বর মাসে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দেন যে ফাটকা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাঁহারা এই বিষয়ে বিধিব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এই বিবৃতির পরে আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ফাটকা বাজারে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই বাজারে বর্ত্তমানে পাটের বিকিকিনির জন্য যে চুক্তি হইতেছে তাহাতে নূতন পাটের দর অনেক কম করিয়া সাব্যস্ত করা হইতেছে। গত ৩রা জুন তারিখে প্রথম যখন ফাটকা বাজারে নূতন পাটের সম্পর্কে বিকিকিনি আরম্ভ হয় সেই সময়ে পুরাতন পাটের সর্ব্বোচ্চ দর প্রতি বেল ৫৩৷৵ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু নূতন পাটের দর ৪৩৷৵ আনার বেশী উঠে নাই। গত শুক্রবারে এই উভয় শ্রেণীর পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৫১৷৶০ আনা এবং ৪২৶০ আনা। ফাটকা বাজারে নূতন পাটের বিকিকিনি আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ঘরোয়া ভাবে নূতন পাটের ফাটকা চলিতেছিল এবং উহাতেও নূতন পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপ কম করিয়া সাব্যস্ত করা হইতেছিল। এই সব দেখিয়া অনেকে বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত যেন ফাটকা বাজারে নূতন পাট বিকিকিনির জন্য কোন চুক্তি করিতে না দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে ফাটকা বাজারের প্রভাবে নূতন পাটের মূল্য যে ভাবে কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে সেই আশঙ্কা বহুলাংশে বিদূরিত হইত। গত সপ্তাহে এক সময়ে গুজবও রটিয়াছিল যে বাঙ্গলা সরকার একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া আগামী ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ফাটকা বাজারে নূতন পাটের বিকিকিনি স্থগিত রাখিবেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। ফলে ফাটকা বাজারে প্রকাশ্যভাবে নূতন পাটের বিকিকিনি আরম্ভ হইয়াছে এবং উহার প্রভাবে নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইলে তাহা অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রয় হইবে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র লিখিতেছেন—"নূতন পাট

বেশী কি কম পরিমাণে জন্মিবে তাহা বর্ষা আরম্ভ হইবার পর অনুমান করা যাইবে। তবে এবার যে ফসল বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতে কিছু দেরী হইবে তাহা নিশ্চিত। বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিক হইতে পাটের যে প্রকার চাহিদা দেখা যাইতেছে তাহাতে নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইবার পর ২।১ মাস পর্য্যন্ত পাটের দর কিছু বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ফাটকা বাজারে নূতন পাটের দর এমনভাবে দাবাইয়া দিয়াছে যাহার ফলে উহাদের পক্ষে কৃষকগণকে প্রতারিত করা সহজ হইবে। এই চূড়ান্ত রকম অসন্তোষজনক অবস্থার প্রতিকারে তথাকথিত প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট কোন কিছু করিতেছেন না—উহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই ফাটকা বাজারে নূতন পাটের বিকিকিনি বন্ধ করিয়া দিয়া পাটের মূল্যের নিম্নগতি রোধ করিতে পারিতেন। এখনও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কৃষকদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কিছু কাজ করিতে পারেন। কিন্তু যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে বাঙ্গলা সরকার এরূপ কিছুই করিবেন না। কারণ এরূপ কিছু করিলে বাঙ্গলা সরকারের প্রভুগণ—যাহারা আড়ালে থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ শাসন করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইবে।" "ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্টের" এই উক্তি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অনাবশ্যক !

বাঙ্গলায় তুলার চাষ

ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এই পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত সেণ্ট্রাল কটন কমিটী কোটী টাকার মত খরচ করিয়াছেন। কিন্তু যে বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন তূলা হইতে প্রস্তুত মসলিন সমগ্র জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে তুলার চাষের উন্নতির জন্য আজ পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল কটন কমিটীর মারফতে এক প্রকার কোনই কাজ হয় নাই। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে কাপড়ের কলের প্রসার হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সব কলে ব্যবহার্য্য তুলা বাঙ্গলার ভিতরে উৎপন্ন না হয়, ততদিন বস্ত্রের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইবে না। পাটের যে প্রকার অবস্থা ঘটিতেছে তাহাতে একটা অর্থকরী ফসল হিসাবেও বাঙ্গলায় তুলার চাষের প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সুখের বিষয় যে, ভারত সরকার বাঙ্গলাদেশকে উপেক্ষা করিলেও ইদানীং বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি এবং বাঙ্গলা সরকারের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গলায় দীর্ঘ আঁশবিশিষ্ট তুলার চাষের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইতেছে এবং উহা কতকটা সফলতা লাভও করিয়াছে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির সেক্রেটারি শ্রীযুত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম-এ সম্প্রতি "বঙ্গে কার্পাস চাষ" শীর্ষক একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকাতে বাঙ্গলায় তুলার চাষের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস এবং লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের প্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহারা তুলার চাষ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত তাঁহারা ৩নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা—এই ঠিকানায় বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির নিকট চিঠি দিলে উহা বিনামূল্যে পাইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের প্রতি আমরা বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক তুলা উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া তুলার চাষ কমাইবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশ সমূহের মধ্যে একটা চুক্তির উদ্দেশ্যে একটী বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। এই ধরণের একটী বৈঠক আহুত হইলে তাহাতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত হইবে। এই বৈঠকে যদি তুলার চাষ কমাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধি যদি তাহাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলে বাঙ্গলায় তুলার চাষের প্রসারের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। কাজেই উপরোক্ত ধরণের কোন চুক্তি হইলেও বাঙ্গলায় তুলার চাষের প্রসারে যাহাতে কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি এবং বাঙ্গলা সরকারের এখন হইতেই ভারত সরকারের উপর চাপ দেওয়া উচিত।

চা শিল্পের অবস্থার উন্নতি

বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের তুলনায় পৃথিবীতে চায়ের কাটতি হ্রাস প্রভৃতি কারণে বিগত ১৯৩২ সালে চা শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। গত ১৯২৭ সালে লণ্ডনের বাজারে চায়ের নীলামে প্রতি পাউণ্ড চায়ের জন্য গড়ে ১৯·০১ পেনী মূল্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে এই মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে ৯·৪৫ পেনী। চা শিল্পে বিভিন্ন দেশে কোটী কোটী টাকা মূলধন খাটীতেছে এবং এই শিল্পের আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া উহাকে মন্দার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিগত ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ, সিংহল ও হল্যাণ্ডের অধিকৃত জাভা ও সুমাত্রা দেশের সহিত একটা আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হয় এবং এই চুক্তিতে সকল দেশই চায়ের উৎপাদন কমাইতে ও বিদেশে চায়ের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিতে স্বীকৃত হয়। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে প্রথমে এই চুক্তি ৫ বৎসরের জন্য বলবৎ করা হইয়াছিল। কিন্তু উহার সুফল দেখিয়া গত বৎসর এই চুক্তির মেয়াদ পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে গত ১৯৩৭ সালে লণ্ডনের বাজারে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর গড়ে ১৫·১৮ পেনীতে দাঁড়াইয়াছিল। তবে ১৯৩৮ সালে এই দর কিছু কমিয়া প্রতি পাউণ্ড ১৪·৩৯ পেনীতে দাঁড়ায়।

যাহা হউক আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির ফলে চা শিল্পের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটিলেও এই চুক্তিতে পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী সকল দেশ যোগদান করে নাই। ভারতবর্ষ, সিংহল, জাভা ও সুমাত্রা দেশ চুক্তি করিয়া বিদেশে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে চা রপ্তানী করাতে এই সুযোগে চুক্তির বহির্ভূত অন্যান্য দেশগুলি বিদেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে চা রপ্তানী করিতেছে। গত ১৯৩২ সালে চুক্তির পক্ষভুক্ত দেশগুলি পৃথিবীর মোট রপ্তানীর শতকরা ৮৫½ ভাগ চা রপ্তানী করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া ৭৮½ ভাগে পরিণত হইয়াছে। চা উৎপাদনকারী সকল দেশ চুক্তির পক্ষভুক্ত না থাকার দরুণ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির পক্ষে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি করাও কঠিন হইয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমানে ভারতীয় চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন শুনিয়া সুখী হইবেন যে এই বিষয়ে অসুবিধা অনেকটা বিদূরিত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ জানা গিয়াছে যে পূর্ব্ব আফ্রিকা, কেনিয়া, তঙ্গানিকা, উগণ্ডা ও নিয়াসালাণ্ড—এই ৪টী চা উৎপাদনকারী দেশ বর্ত্তমানে উপরোক্ত চুক্তির পক্ষভুক্ত হইয়া নিজ নিজ দেশে চায়ের উৎপাদন এবং দেশ হইতে চা রপ্তানী সঙ্কুচিত করিতে রাজী হইয়াছে। প্রকাশ যে বৃটীশ মালয়ও শীঘ্রই এই চুক্তিতে যোগদান করিবে। যদিও এই সব দেশের বাহিরেও চা উৎপাদনকারী দেশ রহিয়াছে তথাপি চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী সঙ্কোচের ব্যাপারে উপরোক্ত কয়েকটী দেশ রাজী হওয়াতে চা শিল্পের ভবিষ্যৎ যে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন মাত্র চীন, ফরমোজা, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটী ছোটখাট দেশ এই চুক্তির বাহিরে রহিয়াছে। তবে ভারতবর্ষ, সিংহল, জাভা ও সুমাত্রা এবং আফ্রিকার তুলনায় এই সব দেশ হইতে বিদেশে চায়ের রপ্তানী খুব কম হইয়া থাকে। উহাদের প্রতিযোগিতা চুক্তির পক্ষভুক্ত দেশগুলির বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাধ্যতামুলক বীমা

বরোদা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য একটী বাধ্যতামূলক বীমাব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রকাশ যে আগামী ১ লা আগষ্ট তারিখে উহা বলবৎ হইবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা অনধিক ২০ টাকা বেতন পান তাহাদিগকে এবং ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা সরকারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বীমা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের উপর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বলবৎ করা হইবে না। বরোদা সরকারের এই সিদ্ধান্ত বীমা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে নূতন চিন্তা ধারার সৃষ্টি করিবে। বর্ত্তমানে দেশে এমন বহু ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, পরাধীন জাতি সুলভ আলস্য অথবা অমিতব্যয়িতার দরুণ বীমা করে না। উহাদের অভাবে কি অকাল মৃত্যুর ফলে উহাদের পরিবারবর্গের জীবিকা সংস্থানের ভার আত্মীয় স্বজন বা সমাজের অন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হয়। পরিবারবর্গের জন্য কোন সংস্থান না করিয়া এইভাবে সমাজের উপর তাহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ফেলিয়া দেওয়া আইন অনুসারে একটা আপরাধ না হইলেও উহা একটা বড় রকম নৈতিক অপরাধ। বর্ত্তমানে বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্যের ফলে বহু লোক বীমা করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের কতকটা সংস্থান করিতেছে বটে। কিন্তু বীমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বহু লোক বীমা করে নাই—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে বীমার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে বহু পরিবার অনশন হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং সমষ্টিগত ভাবে সমাজ জীবনের ভার অনেকটা লাঘব হইতে পারে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বরোদা সরকারের সিদ্ধান্তকে একটা প্রশংসনীয় উদ্যম বলিয়া মনে করা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে দেশীয় রাজ্য, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহও নিজেদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই ভাবে বাধ্যতা মূলক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। এই ধরণের ব্যবস্থা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আপাততঃ একটু কষ্টকর মনে হইতে পারে। কিন্তু উহা দ্বারা চরমে সকলেই উপকৃত হইবে। এই ব্যবস্থাকে একটা জবরদস্তি বলিয়া মনে করিবারও কোন হেতু নাই। রোগী যদি তিক্ত ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়ানো ছাড়া আর কি উপায় আছে?

বিদেশীর অবৈধ প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষ উপযুক্ত চেষ্টা উদ্যোগের অভাবে অতি সাধারণ রকম জিনিষের জন্যও কি ভাবে বিদেশীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং ভারতবাসীর শিল্পপ্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য বিদেশীগণ কি প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে সম্প্রতি তাহার একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের কলসমূহে যে কাপড় ও কাগজ তৈয়ার হয় তাহাতে মাড় দিবার জন্য, বিবিধ প্রকার ঔষধ ও প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতের ব্যাপারে এবং আঠা, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এদেশে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে শ্বেতসার ব্যবহৃত হয়। যদিও গম, চাউল, গোলআলু প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার রহিয়াছে তথাপি কলকারখানায় ব্যবহৃত শ্বেতসার প্রধানতঃ ভূট্টা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর ২০ লক্ষ টন ওজনের ভূট্টা উৎপন্ন হইলেও গত তিন বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার হন্দর করিয়া ভুট্টাজাত শ্বেতসার আমদানী হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশে ভুট্টা হইতে শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য কোন কারখানাই ছিল না। এই বৎসরের শেষভাগে দেশে ২টী শ্বেতসারের কারখানা স্থাপিত হয় এবং এই ২টী কারখানাতে বৎসরে দেড় লক্ষ টন শ্বেতসার প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে এজন্য আরও একটী কারখানা স্থাপনেব আয়োজন হইতেছে। কিন্তু শ্বেতসারের ব্যাপারে ভারতের বাজারে একাধিপত্য নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া এই শিল্প অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য বিদেশীগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে যখন ভারতবর্ষে কোন শ্বেতসারের কারখানা ছিল না সেই সময়ে বিদেশীগণ ভারতবর্ষের বাজারে প্রতি হন্দর শ্বেতসার ১০।০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিত। তারপর যখনই তাহারা শুনিতে পাইল যে ভারতবর্ষে শ্বেতসার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের জন্য কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে অমনি তাহারা উহার মূল্য কমাইয়া প্রতি হন্দর ৯।০ আনায় পরিণত করে। অবশেষে যখন ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুত শ্বেতসার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে বিদেশীগণ শ্বেতসারের মূল্য একেবারে ৬৸০ আনায় কমাইয়া দেয়। অথচ উহারা যে মূল্যে ভূট্টা ক্রয় করিতেছে তাহার হিসাব হইতে উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, যে উহারা কিছুতেই ভারতের বাজারে প্রতি হন্দর শ্বেতসার ৬৸০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের এই নূতন শিল্পটীকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যেই যে বিদেশীগণ আপাততঃ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ভারতের বাজারে এত অল্প মূল্যে শ্বেতসার বিক্রয় করিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরণের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক নজীরও রহিয়াছে। অত্রাবস্থায় ভারতীয় শ্বেতসারের কারখানাগুলিকে বিদেশীর অবৈধ প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী শ্বেতসারের উপর আমদানীশুল্কের অতিরিক্ত প্রতি হন্দরে ২ টাকা করিয়া এণ্টিডাম্পিং শুল্ক বসাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ধরণের একটা অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে একটি নূতন ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার কাজে যদি ভারত সরকার তৎপর না হন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ভারতবর্ষে কোন শিল্পের প্রসার হউক উহা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কিত আইন

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর সার জেমস টেইলার ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়া ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি দিয়াছেন তৎপ্রতি গত ২৯শে মে তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। সম্প্রতি প্রকাশ যে ভারত সরকার এই বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে কোম্পানী আইন ও বীমা আইনের ন্যায় একটী ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচনা করিবার জন্য নাকি ভারত সরকার শীঘ্রই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটী ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করিতেছেন। এই সব সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা সুখীই হইব। পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে যখন নূতন সমস্যা দেখা দেয় তখন উহার সমাধানের জন্য রাজশক্তি তৎপরতার সহিত আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে নামমাত্র মূলধন লইয়া বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতেছে। বর্ত্তমানে দেশের ব্যাঙ্কব্যবসা সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার ফলে দেশীয় ব্যাঙ্ক গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অহেতুক আশঙ্কার ভাবও সৃষ্টি হইয়াছে। উহার ফলে যে সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠ বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের পক্ষে ভারতবাসীর টাকার খবরদারি করার পথ আরও সুগম হইয়াছে। উহা কেবল দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসার সম্পর্কে নহে—দেশের অর্থনীতিক উন্নতির পক্ষেও ক্ষতির কথা। ভারতীয় বীমা ব্যবসার ন্যায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধেও যদি আটঘাট বাঁধিয়া একটী আইন প্রণীত হয় তাহা হইলে দেশে নামমাত্র মূলধন লইয়া যথাতথা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবে, সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কাজ চালান সহজতর হইবে এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উপর দেশবাসীর বিশ্বাস বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এরূপ প্রস্তাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, আমানতকারী বা অন্য কাহারও কোন প্রকার আপত্তির কারণ হইতে পারে না।

জাতীয় শিল্পোন্নতির উদ্যোগ

ভারতবর্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনামত দেশের ভিতরে অবস্থিত শিল্পসমূহের উন্নতি বিধান এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী গঠিত হইয়াছিল গত ৪ঠা জুন তারিখ হইতে বোম্বাইয়ে উহার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনের সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসিতেছে তাহা হইতে মনে হয় যে এখন পর্য্যন্ত কমিটী তথ্য সংগ্রহ এবং কিরূপ পন্থা ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা লইয়াই ব্যস্ত আছেন। এই উভয় বিষয়ে কমিটী হইতে অনেকগুলি সবকমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সব সব-কমিটীর রিপোর্ট পাইলে কমিটী উহার কাজে আর এক ধাপ অগ্রসর হইতে পারিবেন আশা করা যায়। গত অক্টোবর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের শিল্পবিভাগের মন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রথম যখন ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটীর প্রস্তাব হয় সেই সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম যে এত বড় ব্যাপক কাজে প্লানিং কমিটীকে নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। কাজেই কমিটী গঠিত হইবার পর প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বৎসর দুই বৎসর সময় লাগিতে পারে। আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ গত ৮ মাসের মধ্যে প্লানিং কমিটী প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ এবং কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবনই শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সব কাজ শেষ হইলে কমিটীর পরিকল্পনার সহিত সহযোগকারী বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের শিল্পবিভাগের মন্ত্রীবর্গ এবং দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটী ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিশন গঠিত হইবে। এই কমিশন দেশের কোন স্থানে কিরূপ ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহা স্থির করিয়া এজন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতঃ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কাজেই প্লানিং কমিটীতে যে কাজের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইতে এখনও অনেক দেরী আছে।

কিন্তু এজন্য দেশবাসীর অধৈর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। এদেশে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসারের কাজে হাত দেওয়ার পক্ষে যত অন্তরায় রহিয়াছে পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ অন্তরায় আছে কিনা সন্দেহ। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতার বিষও সংক্রমিত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও পরস্পরের কোন যোগসূত্র নাই এবং প্রদেশসমূহের সহিতও উহাদের স্বার্থসংঘর্ষ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শিল্পোন্নতির জন্য একটী সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা স্থির করিয়া তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ এবং অন্ততঃ বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলিকে সম্মত করান একটা সহজ কাজ নহে। যদিও প্লানিং কমিটী এই বিষয়ে অনেকটা সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং যদিও ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেসশাসিত ও কংগ্রেস ভাবাপন্ন প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, বরোদা ও ভূপালের ন্যায় দেশীয় রাজ্যগুলি কমিটির কাজে সহযোগিতা করিতেছে তথাপি এখনও বাঙ্গলার ন্যায় প্রদেশ এবং অনেক বড় বড় দেশীয় রাজ্য কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ প্লানিং কমিটির আদর্শ সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাব কি তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। সকলেই জানেন যে, ভারতীয় শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি বাট্টানীতি ও যানবাহননীতি প্রভৃতি যদি দেশীয় শিল্পের পক্ষে অনুকূল পন্থায় পরিচালিত না হয় তাহা হইলে দেশে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার করা অসম্ভব। এই সব ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির কোন হাত নাই। সুতরাং শিল্পোন্নতির ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ যত চেষ্টাই করুন না কেন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট যদি এই কাজে সহযোগিতা না করেন তাহা হইলে এই বিষয়ে সাফল্যের আশা অনেকটা সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষে এখনও অগণিত কুটীরশিল্প টিকিয়া আছে এবং এই সব শিল্পের মারফতে দেশের কোটী কোটী লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে। বৃহদাকার কারখানা শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে এই সব কুটীরশিল্প যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য বিশেষরূপ চিন্তা ভাবনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। চতুর্থতঃ ভারতীয় শিল্পে বিদেশীদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। বর্ত্তমানে এদেশে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিদেশীদের কোটী কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহাদের দ্বারা দেশে নিত্য নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। এদেশে কলকব্জা, মোটরগাড়ী, রাসায়নিক দ্রব্য, ছোটখাট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মিলিয়া একমাত্র ইংলণ্ড হইতেই বৎসরে ৩০।৩৫ কোটী টাকার শিল্পদ্রব্য আমদানী হইতেছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের উদ্যোগে যদি এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টা হয় তাহা হইলে দেশের ভিতরে এবং বাহিরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশীগণ যে উহাতে নানা ভাবে বাধা দিতে অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং প্লানিং কমিটিকে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের শ্রমিক সমস্যা প্লানিং কমিটীর সমক্ষে আর একটী বড় সমস্যা। কংগ্রেস বরাবরই দেশের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের হাতে যে সব প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে সেই সব প্রদেশে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের দাবী পূরণ একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় দেশের শ্রমিক সমস্যার সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা না করিয়া কংগ্রেসের তরফ হইতে যদি বৃহদাকার কোন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে প্রথম হইতেই উহাতে শ্রমিক সমস্যা উগ্ররূপে দেখা দিবে এবং উহার ফলে এই শিল্প প্রচেষ্টাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—এজন্য কংগ্রেসও জনসমাজে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিভিন্ন শিল্পের স্থান নির্ব্বাচন এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার লইয়াও প্লানিং কমিটিকে চিন্তা ভাবনা করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষে কোন পরিকল্পনা মত শিল্পের প্রসার না হওয়ার দরুণ অনেক শিল্প এক একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন বস্ত্রশিল্প বর্ত্তমানে বোম্বাই ও আহম্মদাবাদে এবং শর্করা শিল্প বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের একপ্রকার একচেটীয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার ন্যায় যে সব অঞ্চলে এই ধরণের শিল্পের প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে—অথচ যেখানে এই ধরণের শিল্পের একপ্রকার কিছুই প্রসার হয় নাই অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য সেখানে যদি এই সব শিল্পের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়ার কোন চেষ্টা হয় তাহা হইলে এজন্য দেশের ভিতর প্রবল

(২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় কাপড়ের কল

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা 'আর্থিক জগতের' বিভিন্ন সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। এই সব আলোচনার ফলে দেশে বস্ত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষে প্রথম যখন কাপড়ের কল স্থাপিত হয় সেই সময় হইতে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী বস্ত্র ও সূতার উপর শুল্কহ্রাস, কাপড়ের কলগুলির উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য, ভারতীয় কাপড়ের কলে নিযুক্ত মজুরদের হিতসাধনের অজুহাতে শ্রমিক আইন প্রণয়ন দ্বারা কাপড়ের কলগুলির খরচা বৃদ্ধি, বাট্টার হারে রদবদল ইত্যাদি বহু উপায়ে এই শিল্পকে ধ্বংশ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর অধ্যবসায় এবং স্বদেশপ্রেমিকতার ফলে বস্ত্রশিল্প বরাবর সমস্ত সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে নানা দিক হইতে যে ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে সাময়িক অসুবিধা হইলেও উহা যে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলা দেশে এই কথাটা বলিবার আরও বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ বাঙ্গলা বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে এখনও কিছুই অগ্রসর হয় নাই। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর যে কাপড় ব্যবহৃত হয় তাহার এক পঞ্চমাংশও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে কাপড়ের যে চাহিদা রহিয়াছে তাহাতে এই চাহিদা মিটাইবার জন্যই আরও ৫০টী কাপড়ের কল বাঙ্গলায় চলিতে পারে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশবাসীর আর্থিক উন্নতির ফলে এই প্রদেশে আরও বেশী সংখ্যক কাপড়ের কলের প্রয়োজন হইতে পারে। এই অবস্থায় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দেশবাসী যদি কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত যৌথ কোম্পানী সমূহের শেয়ার ক্রয়ে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার পক্ষে উহা অতি দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে।

বাঙ্গলা দেশ বস্ত্রশিল্পে ভারতের অন্যান্য কতিপয় অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইলেও এই প্রদেশকে বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটী হইতেছে না। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেজেষ্টরী-কৃত যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৭২টী এবং এই সব কোম্পানীর বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ও ৩ কোটী ৪৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঐ সময়ে বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য রেজেষ্টরীকৃত কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটীর গড়-পড়তা আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। এক একটী কাপড়ের কল স্থাপনের পক্ষে উহা একেবারেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই কারণে বাঙ্গলায় চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা আমরা অত্যন্ত নগণ্য দেখিতে পাই। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি ভারতবর্ষের কাপড়ের কল সম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর যে হিসাব (Annual mill statement) বাহির করেন তাহাতে দেখা যায় যে গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলায় বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতি সমন্বিত (equipped) কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮টী এবং উহার মধ্যেও উক্ত সময়ে ৩টী কলে কাজ বন্ধ ছিল। ঐ সময়ে বাকী ২৫টীর মধ্যেও অনেকগুলি কলে যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজ শেষ হয় নাই। এই সব কলে টেকোর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১২ এবং তাঁতের সংখ্যা ৯ হাজার ৩৮৮ মাত্র ছিল। অথচ এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে টেকোর সংখ্যা ছিল ৬১ লক্ষ ৬ হাজার ১৯২ এবং তাঁতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৮১২টী।

যাহা হউক বাঙ্গলা দেশে গত ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেজেষ্টরীকৃত ৭২টী কোম্পানীর মধ্যে কতকগুলি উঠিয়া গেলেও এবং বাকী কোম্পানী গুলির মধ্যে অনেকগুলি কোম্পানী এখন পর্য্যন্ত কলের জন্য জমি ক্রয়, কলের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ এবং কলে কাপড় প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজে অধিকদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ না হইলেও বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের জন্য নিত্য নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের জন্য স্থাপিত যৌথ কোম্পানীর মোট সংখ্যা কত তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির রিপোর্ট বাহির হইবার পর গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরও ১৪টী নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা এই সব কোম্পানীর নাম প্রকাশ করিলাম—(১) ঢাকা কটন মিলস (ঢাকা) (২) দেশকল্যাণ কটন মিলস (কুমিল্লা) (৩) মেদিনী কটন মিলস (মেদিনীপুর) (৪) জাহাঙ্গীরনগর কটন মিলস (ঢাকা) (৫) মেদিনীপুর কটন মিলস (মেদিনীপুর) (৬) সুভাষ চন্দ্র কটন মিলস (কলিকাতা), (৭) গঙ্গা কটন মিলস (কলিকাতা), (৮) ন্যাশন্যাল কটন মিলস (চট্টগ্রাম), (৯) বিষ্ণুপুর কটন মিলস (বিষ্ণুপুর), (১০) প্রেসিডেন্সী কটন মিলস (কলিকাতা), (১১) বরিশাল কটন মিলস (বরিশাল), (১২) ময়মনসিংহ কটন মিলস (ময়মনসিংহ) (১৩) সম্মিলন কটন মিলস (কলিকাতা), (১৪) কল্যাণী কটন মিল্‌স (কলিকাতা)।

এই সব কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে কিরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, উদ্যোক্তাদের মধ্যে কলের জন্য মোটা রকম অর্থের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প লইয়া কতজন অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া কলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার মত উহাদের কিরূপ প্রভাব প্রতি-পত্তি রহিয়াছে, গতানুগতিক পন্থায় না চলিয়া নূতন ধরণের বস্ত্রশিল্পে অবতীর্ণ হইবার মত সঙ্কল্প ও অভিজ্ঞতা উহাদের মধ্যে কিরূপ রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই সব বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য জানিবার জন্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাদের নিকট পত্র দিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাই নাই। তবে এই সব কোম্পানীর মধ্যে ১১টী কোম্পানী সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে উহারা অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া কল প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইবেন বলিয়া মনে করি। যাহা হউক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রেজেষ্টরীকৃত কোম্পানীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি কোম্পানী কল প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হয় তাহার নিশ্চয়তা না থাকিলেও বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের জন্য যে একটা আন্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা উপরের বিবরণ হইতে বুঝা যায়। উহাদের মধ্যে যাহারা অভিজ্ঞ, কর্ম্মকুশল এবং যাহারা ইতি-মধ্যেই প্রয়োজনীয় মূলধনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করা দেশবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান সমস্যা

(প্রাপ্ত)

স্বদেশী যুগের উৎসাহ এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হয়। বাংলাদেশে এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বাঙ্গালীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং একটী অজ্ঞাত কার্য্যক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতায় উহার হেড্ আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহা একটী উন্নতিশীল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—উহার আদায়ী মূলধন এবং আমানতি টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ লক্ষ এবং ৮১ লক্ষ টাকায় পৌঁছে। ১৯১৩-১৫ সালে ব্যাঙ্কব্যবসায়ে যে দারুণ সঙ্কট দেখা দেয় তাহাতে বহুসংখ্যক ভারতীয় ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হয় এবং এই উপলক্ষে বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের দৃঢ়তার অগ্নি-পরীক্ষা হয়। সুনামের সহিত এই সঙ্কট অতিক্রম করায় উহার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়া সকলেরই ধারণা জন্মে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯২৬ সালে ইহা দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা হইতে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সমূহের উন্নতি ব্যাহত হইল বটে—কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সৃজনক্ষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে ইহা নূতন কিছু নয়। প্রত্যেক দেশকেই প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের পতন বহু বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেয় এবং ইহার দৃষ্টান্ত হইতে উহারা ঝুঁকিদারী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকা এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নিরাপত্তার সহিত অনুসরণ করার শিক্ষা লাভ করে। প্রগতিশীল নূতন কর্ম্মনীতির ফলে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ অল্প সময়ের মধ্যেই জনসাধারণের নষ্টবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। এই সময়কে পুনরুদ্ধারের যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে এবং এই কার্য্যে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং নাথ ব্যাঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী কোনকালে সাফল্যলাভ করিলে এই চারিটী প্রধান বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের অবদান চিরকালই জন সাধারণের স্মৃতিপথে থাকিবে। আমাদের বিশ্বাস এই চারিটী ব্যাঙ্ক যদি সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে নিজেদের সঙ্গতি ও বৈভবকে মিলিয়া মিশিয়া কাজে লাগাইতে পারে, তাহা হইলে বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের পতনে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সাফল্যের পথে যে অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে। এই ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়ই বাংলায় সর্ব্বপ্রথম রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের সভ্যপদ লাভ করিয়াছে। উহাদের পর আরও কয়েকটী বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের ভবিষ্যৎও বিশেষ আশাপ্রদ। ইহাও আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতিতে নাথ ব্যাঙ্ক স্থানলাভ করিয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নিজস্ব অসুবিধার বিষয় স্পষ্টভাবে সাধারণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। বাংলার ব্যাঙ্কব্যবসায়ের উন্নতি ইহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের একটী অভিযোগ এই যে ধনী সম্প্রদায়ের বিপুল অর্থের যথোপযুক্ত সুযোগ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চিত সামান্য অর্থই তাহাদের মূলধনের প্রধান উপাদান। ধনী সম্প্রদায়ের অর্থ ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন বিনিময় ব্যাঙ্কেই সাধারণতঃ গচ্ছিত থাকে। কেবল চড়া সুদের ঝুঁকি নেওয়া যায়—ধনী সম্প্রদায়ের অর্থের এইরূপ একটী ক্ষুদ্র অংশ বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ আমানত হিসাবে পাইয়া থাকে। অবশ্য বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ এখনই ধনীদিগের সাকুল্য টাকাকড়ির খবরদারি করিবার দুরাশা রাখে না। কিন্তু ইহার একটা উপযুক্ত অংশ দাবী করা তাহাদের অন্যায় নয়। ধনী সম্প্রদায়ের উচিত অর্থ এবং বুদ্ধি দ্বারা এই সমস্ত ব্যাঙ্ককে সাহায্য করা। সঙ্কটকালে ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে সহায়তা পাইতে পারে তজ্জন্য ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ অভিজ্ঞ, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কৃতী হওয়া উচিত। বোম্বাই প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহ যে এত সহজে উন্নতি-লাভ করে তাহার একটী কারণ এই যে তাহাদের পরিচালক-বর্গ সকলেই বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে ইহার বিশেষ অভাব। বাংলায় দিন দিনই শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইতেছে এবং অনতিবিলম্বেই এ অভাব পূরণ হইবে আশা করা যায়।

আমানতকারী সংগ্রহের অত্যধিক আগ্রহে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ আমানতী টাকার উপর যে চড়াসুদ দিতে স্বীকৃত হয় ইহা বাংলার পক্ষে একটী অশুভ চিহ্ন। ইহার সমর্থনে অবশ্য বলা যায় যে বাঙ্গালী মূলধনের জড়তা দূর করিতে ইহা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক-সমূহের আমানত সংগ্রহের প্রতিযোগীতা হইতেই সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আপাততঃ লাভজনক হইলেও এইরূপ মনোবৃত্তি কালে ক্ষতিকর হইবে। ব্যাঙ্কসমূহকে সংযত করিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই বলিয়াই এইরূপ অস্বাস্থ্যকর প্রতি-যোগিতা তীব্র হইতে তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের একটী এসোসিয়েসন গঠন প্রাদেশিক মনোবৃত্তি স্থায়ী করার একটী অস্ত্রস্বরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্বার্থ চিন্তা করিলে এই ধারণা ভ্রমাত্মক মনে হইবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সমস্যাগুলি বাংলারই একান্ত নিজস্ব এবং অন্যান্য প্রদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের বেলায় এগুলি মোটেই প্রযোজ্য নহে। কাজেই বৃহত্তর জাতীয় উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া—নিজেদের বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান নিজস্বভাবেই করিতে হইবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সাধারণ সমস্যা গুলির সমাধানকল্পে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান যত সত্বর সম্ভব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া পরস্পর আলাপ আলোচনার দ্বারা সকলের পক্ষেই অবলম্বনীয় এরূপ একটী সাধারণ নীতি উদ্ভাবন করিতে পারে। এই এসো-সিয়েসন কর্ত্তৃক আমানতী এবং দাদনী টাকার সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্ব-নিম্ন সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে কোন একটী বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক অন্য কোন ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার অথবা দাদনের সুদের হার কমবেশী পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ ব্যাঙ্কের খরিদ্দারকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। উহা অপরের খরিদ্দার আনিয়া নিজের কারবার বৃদ্ধি করার অপচেষ্টা মাত্র। কাজেই এরূপক্ষেত্রে পরস্পরের লাভে কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হয় না বলিয়া—অধ্যাপক পিগুর ভাষায় বলিতে হয় যে এই প্রতিযোগিতার তাড়াহুড়াতে সমষ্টিগত ভাবে দেশের ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় সুষ্ঠু এবং স্বাস্থ্যকর রূপ দেওয়াই এই এসোসিয়েসনের উদ্দেশ্য হইবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়া প্রায়ই একে অন্যের কুৎসা রচনায় রত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ব্যবসা হইতে সততা লোপ পায়। অনতিবিলম্বে এই প্রকার কার্য্যাবলীও সংযত করা বাঞ্ছনীয়। এই এসোসিয়েসনের মূলনীতি হওয়া উচিত পারস্পরিক সহায়তা এবং উচ্চাঙ্গের সার্ব্বজনীন কর্ম্মপদ্ধতি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে মোটরযানের ব্যবহার

গত ১৯১৩-১৪ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যান্ত ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৪ লক্ষেরও বেশী মোটরযান আমদানী হইয়াছে। মোটরযানের কার্য্যকারিতা ও স্থায়ীত্বকাল সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট রকম ধারণা করিবার উপায় নাই। উপযুক্ত সংখ্যাবিবরণ হইতে জানা যায় ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে চলতি মোটরযানের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার। উহার মধ্যে প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮২৬, ট্যাক্সী ৫ হাজার ৭৭০টি, বাস ৩০ হাজার ৭৫৬টি, লরী ১৮ হাজার ৯১৭টি ও মোটর সাইকেল ১১ হাজার ২৫৮টি ছিল।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

গত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ	মার্চ্চ	এপ্রিল
আসাম	২৫.৩৭১ টন	২৩,৮২৩ টন
বেলুচিস্থান	৮৩৩ „	৭৭৯ „
বাঙ্গলা	৬,৬৬,৭৭২ „	৬,২৩,৫২০ „
বিহার	১২,৬৮.৯৭০ „	১২,৪১,৫৯৭ „
উড়িষ্যা	৫,৪১৩ „	২,৯৩৪ „
মধ্যপ্রদেশ	১.২৮,৭০৩ „	১,৩০,৫৮২ „
পাঞ্জাব	১৭.১৩১ „	১৯,৫৯১ „
মোট···	২১.১৩,১৬৪ টন	২০,৪২,৮২৬ টন

(জাতীয় শিল্পোন্নতির উদ্যোগ)

বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মোটের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনরোধ এবং শিল্পের প্রসারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের আগ্রহ এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কোন কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবন করা প্লানিং কমিটীর পক্ষে একটী অতি দুরূহ ব্যাপার হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। কমিটীর কার্য্য কলাপের ফলে দেশের কৃষি ও শিল্প যাহাতে অঙ্গাঙ্গীভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাও কমিটীর পক্ষে একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে দেশের ভিতরে বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সমস্ত নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে—প্লানিং কমিটীর কাজের ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী বিধিনিষেধ প্রয়োগ হইতে পারে বলিয়াও অনেকের মনে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। প্লানিং কমিটীকে এই বিষয়েও দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলধনের ব্যাপারে কমিটীকে খুব বেশী বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ কমিটীর উদ্যোগে কোন একটী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইলে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশে কমিটীর সহিত সহযোগকারী বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টকেই প্রদান করিবেন এরূপ আশা করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে দেশবাসীর নিকট হইতে বাকী মূলধন সংগ্রহ করাও খুব সহজ হইবে। যাহা হউক মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য অনেক দিকে কমিটীর সমক্ষে যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাঁধা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কমেটীতে যে প্রকার স্বদেশ প্রেমিক অভিজ্ঞ ও বিশেষ ভাজন ব্যক্তি রহিয়াছেন তাহাতে উহারা একটু সময় পাইলেই এই সব বিষয়ে একটা সুমীমংসা করিতে সমর্থ হইবেন উহা খুবই আশা করা যায়।

জয়পুর রাজ্যে পল্লী উন্নয়ন

জয়পুর রাজ্যের সরকার সম্প্রতি পল্লী উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রজা সাধারণের স্বাস্থ্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য ঐ রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের নিয়া একটি পল্লী উন্নয়ন কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ কমিটি ইতিমধ্যে ৪৫টি গ্রামে পল্লী উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টায় অনেক স্থানে চাষ আবাদ কার্য্যে উন্নত যন্ত্রপাতির প্রচলন হইয়াছে। জমির উন্নতি বিধায়ক নানা প্রণালীর প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে চাষ ভূমিতে এক্ষণে বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছে। রাস্তা ঘাটের এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

উপরোক্ত ধরণের পল্লী উন্নয়ন কার্য্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে কৃষি প্রদর্শনী ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রভৃতি খোলা হইতেছে। কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন্দ্র খোলা হইতেছে। প্রচার কার্য্যের জন্য ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, গ্রামফোন প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য সরকার হইতে ১ হাজার ৮৭৫ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

পাটের বদলে অন্য তন্তুর ব্যবহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে পাটের জুড়িদার তন্তু (পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য) আবিষ্কারের একটা বিশেষ চেষ্টা সুরু হইয়াছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট পশম প্যাক করিবার উপকরণ হিসাবে তুলার নির্ম্মিত থলে প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। ঐ দেশের ফেডারেল সারপ্লাস কমোডিটি কর্পোরেশন পশম উৎপাদকদিগকে বিনামূল্যে তুলার ব্যাগ সরবরাহ করিতেছে। ইকুয়েডারে কোকো, চাউল, কাফি প্রভৃতি চালান দেওয়ার জন্য পাটের থলে ব্যবহৃত হয়। আর সে থলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড হইতেই চালান হইয়া থাকে। ঐরূপ আমদানীকৃত থলের উপর শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করা হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ শুল্ক তুলিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই; কারণ ইকুয়েডরের সরকার আনারসের আঁশ হইতে থলে তৈয়ার করিয়া পাটের থলের অভাব পূরণের চেষ্টা করিতেছেন। খুব সম্ভব আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ইকুয়েডরে পাটের থলের কাটতি বন্ধ হইয়া যাইবে। জার্ম্মানীতে সম্প্রতি খড় হইতে 'জেল' পাট নামক এক প্রকার কৃত্রিম আঁশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বৎসর হইতে বাৎসরিক ১২ হাজার মেট্রিক টন পরিমাণ জেল জুট তৈয়ারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ আঁশের মূল্য পাটের তিনগুণ, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন বেশী পরিমাণে 'জেল' পাট উৎপন্ন হইতে থাকিবে তখন উহার দামও সস্তা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইটালী দেশে পাটের পরিবর্ত্তে শন ও আরও এক প্রকার তন্তু ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় পাটের থলের মূল্যের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে শুল্ক বসানো হইয়াছে। হল্যাণ্ডে পাট ও পাটের থলের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৮ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্যান্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তুরস্ক ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে পাট ও থলিয়ার আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

গত ৬ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশে কলেরা রোগে ১ হাজার ৭৯ জন আক্রান্ত হয় ও ৫৪৬ জনের মৃত্যু ঘটে। বসন্ত রোগে ৫১০ জন আক্রান্ত হয় ও ২১১ জনের মৃত্যু ঘটে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ১১৯ জন আক্রান্ত হয় ও ৭ জনের মৃত্যু ঘটে। ম্যানিঞ্জাইটিস্ রোগে ২৫ জন আক্রান্ত হয় ও ১১ জনের মৃত্যু ঘটে। পূর্ব্ব সপ্তাহে কলেরায় ৫৯২ জন, বসন্তে ১৫০ জন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ৭ জন, ম্যানিঞ্জাইটিস রোগে ১৩ জন ও প্লেগ রোগে ১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন জেলায়

নিম্নলিখিত সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছে :—ময়মনসিংহ ১৯, বৰ্দ্ধমান ২৭, বাঁকুড়া ৫, মেদিনীপুর ১২, হুগলী ২১, হাওড়া ৭১, ২৪ পরগণা ৯৬, কলিকাতা ৮০, নদীয়া ২১, মুর্শিদাবাদ ৬, যশোহর ১৩, খুলনা ২৩, রাজসাহী ৩, দিনাজপুর ১, জলপাইগুড়ি ৫, বগুড়া ১, ঢাকা ৮, ফরিদপুর ৩২, বাখরগঞ্জ ৭৩, চট্টগ্রাম ৪, ত্রিপুরা ৯ এবং নোয়াখালী ১১।

মৎস্য প্রদর্শনী

জুলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার চেষ্টায় সম্প্রতি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে একটি মৎস্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ঐ প্রদর্শনীতে ২৮ রকমের মৎস্য উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে যে কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে মৎস্যের যোগান পাওয়া যাইতেছে তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। যে মৎস্য কলিকাতায় পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই পূর্ব্ব বাঙ্গলা, দক্ষিণ বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। সামুদ্রিক মৎস্য পুরী এবং অন্যান্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরসমূহ হইতে আসিয়া থাকে।

জাপানে কল কারখানায় মজুরী নিয়ন্ত্রণ

টোকিওর খবরে প্রকাশ যুদ্ধের আশঙ্কায় জাপানে জাতীয় অর্থ সম্পদকে একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবার [illegible] যে [illegible] (National Mobilization Law) প্রনয়ণ করা হইয়াছে তাহার ষষ্ঠ ধারা অনুসারে সর্ব্বপ্রকার কলকারখানায় সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন মজুরীর হার নির্দ্ধারণের জন্য গত এপ্রিল মাসে ৫২টী মজুরী কমিটী সহ জনকল্যাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটী কেন্দ্রীয় মজুরী কমিটী গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কমিটী মে মাসের জন্য ১৩ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদের দৈনিক মজুরীর হার ২০ সেণ্ট এবং ১·৮০ ইয়েনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ১৪ লক্ষ শ্রমিকের আয় পর্য্যালোচনার পর কমিটী মজুরীর একটা সাধারণ হার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবেন। ইতিমধ্যে অত্যধিক হারে মজুরী দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জনকল্যাণ দপ্তরের ২৫ জন কর্ম্মচারী এই মজুরী নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

উন্নত ধরণের তামাক চাষ

সিন্ধু প্রদেশের সাক্রান্ত নামক স্থানের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে উন্নত ধরণের তামাক চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই তামাক প্রথম শ্রেণীর সিগারেট প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা যাইবে। সিন্ধু প্রদেশে সিগারেট তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করা হইতেছে। সুক্কুর নামক স্থানে বর্ত্তমানে একটি সিগারেটের কারখানায় সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী ভাল তামাক পাতা পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ কারখানার জন্য বাহির হইতে তামাক পাতা আমদানী করিতে হয়। উন্নত ধরণের তামাক প্রস্তুত হইতে থাকিলে সিগারেট প্রস্তুতের কাজে দেশীয় তামাকই ব্যবহার করা চলিবে।

সিন্ধু প্রদেশে পূর্ব্বে বেশী পরিমাণ তামাকের চাষ হইত। পরে বাঁধ নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতে ঐ প্রদেশে তুলার চাষ বাড়িয়া যায় এবং ঐ সঙ্গে তামাকের চাষ কমিয়া যায়। এক্ষণে আবার তুলা চাষের জমি কমাইয়া তামাকের চাষ কিছু বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

পাঞ্জাবে রাস্তাঘাটের প্রসার

পাঞ্জাব সরকার বর্ত্তমানে এক অষ্টবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ঐ প্রদেশে রাস্তাঘাটের প্রসার সাধন করিতেছেন। সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারের পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৯৩৭-৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে উক্ত অষ্টবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যে পরিণত হইলে পাঞ্জাবে আলকাতরা দেওয়া রাস্তার বিস্তৃতি ৪ হাজার মাইল, পাকা সড়কের বিস্তৃতি ১০ হাজার মাইল ও গ্রাম্য পথের বিস্তৃতি ১০ হাজার মাইল দাঁড়াইবে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বাধ্যকরী বীমা

বরোদা রাজ্যের সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বাধ্যকরী বীমার প্রবর্ত্তন করা স্থির করিয়াছেন। এসম্পর্কে নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আগামী ১লা আগষ্ট হইতে ঐ নিয়মাবলী কার্য্যতঃ প্রবর্ত্তন করা হইবে। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি বরোদা গভর্ণমেণ্টের ইন্সিওরেন্স অফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন। নব নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের ভিতর যাহাদের মাহিয়ানা ২০ টাকার উপর তাহাদের উপর ঐ বাধ্যকরী বীমার রীতি বলবৎ হইবে। যে সব কর্ম্মচারীর বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছে এবং যাহারা ইতিমধ্যে উপযুক্তরূপ বীমা করিয়াছেন তাহাদিগের উপর বাধ্যকরী বীমার নিয়ম বলবৎ হইবে না।

রাস্তা উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

যুক্তপ্রদেশের রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রকাশ। আশা করা যায় রাস্তাঘাটের প্রসার ও উন্নতির ফলে পল্লী অঞ্চলে মোটর সার্ভিস প্রভৃতির প্রচলন হইবে এবং তাহার ফলে মোটর ট্যাক্স ও পেট্রোল ট্যাক্স বাবদ আয় বাড়িবে। আর ঐরূপ ট্যাক্সজাত আয় দ্বারা রাস্তাঘাট সংরক্ষণ বাবদ ব্যয়ও মিটান যাইবে। যুক্তপ্রদেশের মফঃস্বল অঞ্চলে বহুল সংখ্যায় চিনি বোঝাই গরুর গাড়ী চলাফেরা করিয়া থাকে। ঐ সব গাড়ীর জন্য সড়ক সমূহ নষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রকাশ এই কারণে চিনি সেস্ বাবদ আদায়ী টাকার কতকাংশ রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে।

ফ্রান্সে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি একটি সরকারী ডিক্রিতে ফ্রান্সে বিদেশীয়দের পরিচালনায় শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। যেসব শিল্প গড়িয়া তোলার সুবিধার জন্য এবং সাধারণভাবে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার সাধনের জন্য এবং সমরায়োজন কার্য্যে অগ্রগতি সাধনের জন্য উপরোক্ত সুবিধা

দেওয়া স্থির হইয়াছে। প্রকাশ এই ডিক্রির সুবিধা লইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচ ও বোতাম প্রভৃতি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করা হইবে। আরও জানা গিয়াছে বাটা সু কোম্পানী ফ্রান্সে একটি বিরাট জুতা নির্ম্মানের কারখানা স্থাপন করিবেন। ঐ কারখানার তৈয়ারী সমস্ত জুতাই বিদেশে রপ্তানী করা হইবে।

সরকারী মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ-এর এডভাইসরী বোর্ডের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভা কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য ভারতসরকারের যে সেণ্ট্রাল মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট রহিয়াছে তাঁহার কার্য্যকালের মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ এম লিভিংষ্টোন এবং তাঁহার ডিপার্টমেণ্ট ইতিমধ্যে গম, ডিম, তামাক এবং তিষি সম্বন্ধে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কাফি, ফল ফলারি, চাউল এবং চীনাবাদাম সম্বন্ধে তদন্ত রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয়

গত ১৯৩৭ সালে জগতের বিভিন্ন দেশে মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮০০ কোটি স্বর্ণ-ডলার। ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৯৫০ কোটি স্বর্ণ-ডলার অর্থাৎ ৩৪০ কোটি পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৬৪টি দেশের সামরিক ব্যয় একত্র ধরিয়া যে ৯৫০ কোটি স্বর্ণ-ডলার দাঁড়াইয়াছিল তাহার মধ্যে ৭টি প্রধান রাষ্ট্রশক্তির সামরিক ব্যয়ই ছিল ৭৪০ কোটি ডলার অর্থাৎ সমস্ত জগতের শতকরা ৮০ ভাগ। দশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত সাতটি রাষ্ট্রশক্তির সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ২৮০ কোটি স্বর্ণ-ডলার ছিল। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে উক্ত শক্তিপুঞ্জ মোট ৪ হাজার ১০০ কোটি স্বর্ণ-ডলার সামরিক ব্যয় করিয়াছে।

বাঙ্গালায় নেপিয়ার ঘাসের চাষ

নেপিয়ার ঘাস দক্ষিণ আফ্রিকার ফসল। ইহার আবাদ একবার করিলে বহু বৎসর ধরিয়া উহার ফসল পাওয়া যায়। এই ঘাস খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে এবং উহা ১০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহা দেখিতে কতকটা সরু আঁখের মত এবং আঁখের মতই ইহার ডাঁটা শক্ত। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক এই ঘাসের চাষ বাংলাদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। বারবার পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে আজ পর্য্যন্ত এদেশে যত প্রকার পশুখাদ্য ফসলের চাষ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নেপিয়ার ঘাসের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা খুব পুষ্টিকর। গবাদি পশু ইহা খাইতে ভালবাসে। যে জমিতে বন্যার জল উঠে না বা বর্ষায় জল দাঁড়ায় না, এইরূপ উঁচু জমিই নেপিয়ার ঘাসের পক্ষে উপযুক্ত। প্রথমে উন্নত ধরণের লোহার লাঙ্গল কিংবা কোদালি দ্বারা মাটি ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ করিতে হয় এবং পরে বারবার চাষ ও মই দিয়া উহা ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া লওয়া আবশ্যক। আঁখের মতই এই ঘাসের ডাঁটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জমিতে রোপণ করিতে হয়। এক বিঘা জমি হইতে বৎসরে ৬৬০ মণ নেপিয়ার ঘাস পাওয়া গেলে তিন চারিটী পূর্ণবয়স্ক গাভীর সারা বৎসরের তাজা ঘাসের সংস্থান হয়। এইরূপ উৎকৃষ্ট ঘাসের প্রচলন হইলে উহা খাইতে পাইলে গরুর দুধের পরিমাণ বাড়িবে এবং দুধ যোগানের কাজ সহজ হইয়া পড়িবে।

সরকারী রেলপথের আয়

গত ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই আয় পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা ৩০ লক্ষ টাকা কম এবং তৎপূর্ব্বে বৎসরের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা ৩৭ লক্ষ টাকা কম।

বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ

বাংলাদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষে উৎসাহ প্রদানের জন্য ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ সম্প্রতি কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় মিল্ মালিক সমিতির সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর হইতে মোট ১৮ জন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাবতীয় তুলাই ১১/৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু অনুপযুক্ত আবহাওয়া এবং অনভিজ্ঞতার দরুণ কোন প্রতিযোগীই পুরস্কারের সর্ত্তানুযায়ী তুলা উৎপাদনে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইহা সত্বেও প্রত্যেককে পাঁচ টাকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

কুইনাইনের ইতিহাস

সিঙ্কোনা গাছের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার এণ্ডিজ পর্ব্বতের মধ্যে এই গাছ জন্মিত। পেরু রাজ্য যে সময়ে স্পেনের অধীনে ছিল সেই সময়ে স্পেন হইতে কাউণ্ট সিঙ্কোন পেরুর শাসনকর্ত্তা হিসাবে প্রেরিত হন। তাহার স্ত্রী বহুদিন জ্বর রোগে ভুগিয়া অবশেষে একপ্রকার গাছের ছালের কাথ খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন। এই সময় হইতেই ঐ গাছের নাম সিঙ্কোনা হয়। ১৮২০ সালে ফরাসী দেশের রাসায়নিকগণ সিঙ্কোনা গাছের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বীজ আনাইয়া ভারতবর্ষে গত ১৮৬২ সাল হইতে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হইতেছে।

ভারতীয় অভ্রের রপ্তানী বাণিজ্য

বিদেশের বাজারে প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণে এদেশীয় অভ্র চালান হইয়া থাকে। ভারতীয় অভ্রের বিদেশীয় খরিদ্দারদের ভিতর জাপানের স্থান তৃতীয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭১ হন্দর অভ্র ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে চালান হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১৩ লক্ষ ২ হাজার টাকার মোট ১৩ হাজার ২৩২ টাকার অভ্র জাপান গ্রহণ করিয়াছিল। কয়েকটি বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে অভ্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। জাপানে ভারতীয় অভ্রের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম অভ্র প্রস্তুতের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু গুণের দিক দিয়া সে সমস্ত ভারতীয় অভ্রের স্থান পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে সম্প্রতি ব্রেজিল হইতে জাপানে অভ্র চালান হইতেছে। উৎকৃষ্টতার দিক দিয়া উহা ভারতীয় অভ্রের চেয়ে ন্যূন হইলেও দামে তাহা অপেক্ষাকৃত সস্তা। এই অবস্থায় জাপানের বাজারে ব্রেজিলের অভ্রের প্রতিযোগিতা খুব তীব্র হইয়া উঠার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। ক্যানাডা হইতেও কিছু অভ্রের চালান আসিতেছে। তবে গুণে নিকৃষ্ট ও মূল্য চড়া বলিয়া তাহার প্রতিযোগিতা মারাত্মক হইবার আশঙ্কা নাই।

কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু চেষ্টা চলিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে মৎস্য চিনি, এলাচি প্রভৃতির বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছে। কলিকাতায় চামড়ার শ্রেণী বিভাগের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। লাক্ষা সম্বন্ধেও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। ঘি, ডিম প্রভৃতির শ্রেণী বিভাগের কাজ ইতিমধ্যে কিছু কিছু আরম্ভ করা হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যায় চাউল, চিনি, গুড় এবং মাছ সম্বন্ধে তদন্ত চালান হইতেছে। সরকারী মার্কেটিং অফিসারের চেষ্টায় উড়িষ্যায় চাউলের ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে। বিহারের খাজাওয়ালী নামক স্থানে দেশী তামাকের শ্রেণী বিভাগের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গায় একটি ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ খোলা হইয়াছে। আটা, চাউল, সরিষা, আম ও চামড়া প্রভৃতির শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কেও বিধিব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। লাক্ষার বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে বিহার ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল সম্প্রতি উত্থাপিত হইয়াছে। আসামের উৎপন্ন আনারস প্রভৃতি মাল কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে গুড়, চিনি, আম প্রভৃতির পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য চালান হইতেছে। শীঘ্রই ঐ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ভাওয়ালি নামক স্থানে মালের শ্রেণী বিভাগ কেন্দ্র স্থাপনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পাঞ্জাবে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন স্থগিত

সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারের আবগারী বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে পাঞ্জাব সরকার আর্থিক দুরবস্থার জন্য মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের কাজ আরম্ভ করিতে পারেন নাই। সরকারী রাজস্বের অবস্থা ভাল হইলে সুযোগ মত ঐ বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলাদেশে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা

গত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ১৫ হাজার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৯ হাজার ৭৩৩টি বাঙ্গলা ভাষায় ও ৫ হাজার ১৮০টি ইংরাজী ভাষায়। গত ১৯৩৪ সালে বাঙ্গলা প্রদেশে বাঙ্গলা ভাষায় ১ হাজার ৯৯৫ ও ইংরাজী ভাষায় ১ হাজার ৫০টি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত নূতন পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়া ২ হাজার ৪০৬টি হয়। অপরদিকে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা কমিয়া ৯১০টি হয়। ১৯৩৬ সাল হইতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যাইতেছে। এ প্রদেশে বাঙ্গলা ভাষায় ১৯৩৬ সালে ১ হাজার ৭৩১টি, ১৯৩৭ সালে ১ হাজার ৮৭৯টি ও ১৯৩৮ সালে ১ হাজার ৭২২টি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইংরাজী ভাষায় মোট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ১ হাজার ৩৬৯টি। গত ছয় বৎসরে বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলা ভাষায় যে সব পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ২ হাজার ৭৪৫টি সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক, ১ হাজার ৪৩০টি উপন্যাস, ৮৭৪টি ইতিহাস ও ভূগোল, ৭৩২টি ধর্ম্মপুস্তক, ৪৪৬টি নাটক, ৫৭৮টি বিজ্ঞান ও অঙ্কপুস্তক, ৩৩৭টি কাব্যগ্রন্থ, ২৮৬টি শিল্প-কলাবিষয়ক গ্রন্থ ও ১৭৭টি চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল।

বীমা কোম্পানীর এজেণ্টদের লাইসেন্স

নূতন বীমা আইনে বীমা কোম্পানীর এজেণ্টদের পক্ষে লাইসেন্স লওয়ার নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। সম্প্রতি সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ প্রত্যেক প্রদেশের যৌথ কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রারদের উপর ঐরূপ লাইসেন্স দেওয়ার দায়িত্বভার অর্পণ করা হইবে।

পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা

অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার বিশেষ উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ত্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশে পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। লিগ্ অব নেশনস এর প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় গত ১৯৩০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল যে স্থলে ৬৭ লক্ষ পাউণ্ড ছিল ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ২ কোটি পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ আর্জেণ্টাইনে শতকরা ৩৩ ভাগ, বেলজিয়ামে শতকরা ৫০ ভাগ, জাপানে শতকরা ৭৫ ভাগ, ইংলণ্ডে শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফিনল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, সুইডেন, ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে উহা দ্বিগুণ পরিমাণ বাড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ সালে পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ১৯৩৮ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৫ কোটি ২০ লক্ষ ডলার দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে যুগোশ্লোভিয়া দেশে পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়াছে ছয়গুণ।

টিনের বিনিময়ে কৃত্রিম রেশম

সম্প্রতি দ্রব্য বিনিময়ের রীতিতে বলিভিয়া ও ইটালির ভিতর নূতন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে বলিভিয়া ইটালী হইতে

বেশী পরিমাণ কৃত্রিম রেশম ক্রয় করিবে আর তাহার বিনিময়ে ইটালী বলিভিয়া হইতে ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ২০ হাজার টন টিন ক্রয় করিবে।

বরোদা রাজ্যের শিল্প

বরোদা রাজ্যে বর্ত্তমানে সেলাইয়ের কল, বন্দুক ও গ্রামোফোন প্রভৃতি জিনিষের অংশসমূহ তৈয়ার হইতেছে। বরোদা রাজ্যের সরকার রাজ্যের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার যে কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন সে অনুসারে উপরোক্ত শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাতাদিগকে নানাভাবে সহায়তা করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতে তুলার আমদানী হ্রাস

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য তুলার আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ হারে ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু গত এপ্রিল মাসে তুলার আমদানী যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ভবিষ্যতে উহা সেই পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিলে শুল্ক বাবদ আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে ১৬ হাজার ৬০৭ টন তুলা আমদানী হইয়াছিল। গত এপ্রিল মাসে সেই স্থলে মাত্র ৯ হাজার ৩৯৩ টন তুলা ভারতে আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে শুল্ক বাবদ আয় হইয়াছিল সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। গত এপ্রিল মাসে সেইস্থলে মাত্র সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে মাত্র ৬৬ টন তুলা আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ২৪৪। কেনিয়া হইতে তুলার আমদানী প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ী মহল হইতে ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইতেছে যে মিহি সূতা বিষয়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের উপর ভারতীয় মিলসমূহের যে সুবিধা ছিল, তুলার আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ করার ফলে উহা রহিত হওয়ায় ভারতীয় মিলসমূহ কম পরিমাণে মিহি সূতা প্রস্তুত করিতেছে।

শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণ

ভারতীয় শ্বেতসার শিল্পকে বিদেশী শ্বেতসার প্রস্তুতকারীদের অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ এন এল বিড়লা, মিঃ ডি পি খৈতান প্রমুখ ব্যক্তিগণ সিমলায় গমন করেন। তাঁহারা অর্থসচিব ও বাণিজ্য সচিব ও তাঁহাদের বিভাগীয় সেক্রেটারীদের সহিত ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। আবেদনে বলা হইয়াছে যে বিদেশী ব্যবসায়ীগণ এতদিন ভারতে শ্বেতসারের বাজার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতে শ্বেতসারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের শ্বেতসারের মূল্য দারুণভাবে হ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহার ফলে ভারতীয় কারখানা সমূহের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিয়াছে। বণিক সমিতি শ্বেতসারের উপর বর্ত্তমান আমদানী শুল্ক ব্যতীত প্রতি হন্দরে আরও দুই টাকা শুল্ক ধার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় নদনদী সংক্রান্ত গবেষণাগার

প্রকাশ বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গলায় হাইড্রো-ডিনামিক্যাল লেবরেটরী (নদনদী নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণাগার) স্থাপনের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সেচ গবেষণা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ এন সি বসুকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিস্তর, ঐ সকল স্তরের উত্থান পতন, নদীর তীর ভাঙ্গন, নদীর গতি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্য চালান হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন

নিখিল ভারত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য জে, বি, কৃপালনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ আগামী ২১শে জুন ও তৎপরবর্ত্তী দিবসসমূহে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন এবং ২৪শে জুন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে।

কলিকাতায় ট্রাম লাইনের প্রসার

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী রাজাবাজার হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ট্রাম লাইনের বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এজন্য শীঘ্রই আপার সার্কুলার রোডের উত্তর অংশে ট্রামের নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। রাজাবাজার হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন বিস্তারের এই পরিকল্পনাটি প্রথম কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। পরে বাঙ্গলা সরকারেরও অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ বি, এন, দের সহিত ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর পরামর্শ চলিতেছে। এই পরামর্শ শেষ হইয়া গেলে রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। আশা করা যায় রাস্তাটি নির্ম্মাণ করিতে ছয় মাস লাগিবে। ট্রাম লাইন নির্ম্মাণের সময় আপার সার্কুলার রোডটি আরও প্রশস্ত করা হইবে। রাস্তাটির মাঝখানে ট্রাম লাইন থাকিবে। ট্রাম লাইনের দুই দিকে মোটর যান ও অন্য যান বাহন চলাচলের জন্য ২৫ ফুট হইতে ৩০ ফুট জায়গা রাখা হইবে।

গব্য শিল্পের গবেষণা

ইংলণ্ডের সিন ফিল্ড নামক স্থানের ন্যাশনেল ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ্চ ইন ডেয়রীইঙ্গ এর ভারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ডাঃ ডাব্লিউ এল ডেভিস্ ভারতবর্ষে গব্য শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগে ডাঃ ডেভিস্ তাঁহার ঐ নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

১৯৩৮-৩৯ সালের চিনির বাজার

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে দেশীয় রাজ্য সমেত ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিনির কল ও গুড়ের কারখানায় উৎপন্ন চিনির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টন। ১৯৩৮-৩৯ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩ হাজার কমিয়া ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টনে পৌছিয়াছে। ইক্ষুর উৎপাদন কমিয়া যাওয়াতেই উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ঐরূপ হ্রাস পাইয়াছে। বন্যার প্রকোপে এবং নানাপ্রকার পোকার উৎপাত এ বৎসরে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ ইক্ষুর ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতে বিদেশ হইতে ১৩ হাজার টন চিনি আমদানী হয়। ঐ সালে দেশে চিনি ব্যবহৃত হয় ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টন। ১৯৩৮-৩৯ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত লইয়া মোট চিনির যোগান দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন। কাজেই ঐ বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন পরিমাণে চিনির যোগান কম পড়িয়াছে। ঐ কমতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ১ লক্ষ টন চিনি আমদানী হওয়ার কথা। উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ

দৃষ্টে জানা যায় আগামী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত জাভা হইতে ভারতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি আমদানীর জন্য ইতিমধ্যে চুক্তি হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ড হইতেও চিনি আসিবে। বর্ত্তমানে চিনির দর চড়া থাকায় চিনির ব্যবহার কিছু কমিয়া গিয়াছে। কাজেই নানাদিক দিয়া চিনির ভবিষ্যৎ যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কিছু বেশী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে এবং ইক্ষুর যোগান বাড়িবার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী অক্টোবর মাস হইতে চিনির দর বেশ নামিয়া আসিবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

তিব্বত দেশের তৈল

জানা গিয়াছে একদল জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী বর্ত্তমানে তিব্বতে পৌছিয়াছে এবং সেখানকার তৈলখনি সমূহ হইতে সুবিধামূলক সর্ত্তে তিলের যোগান পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ঐ সব খনির সহিত বৃটিশের স্বার্থ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তাই মনে হইতেছে যে বৃটিশের পক্ষ হইতে জার্ম্মাণীর ঐ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস, সি, রায় এম্-এ; বি-এল ১৯৩৯-৪০ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত বৎসরের জন্য ইনষ্টিটিউটের নিম্নরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে:—প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, সি, রায়; ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ কে, এম, নায়ক, মিঃ জে, সি ঘোষ দস্তিদার, মিঃ এ, টি, পাল, মিঃ কে, সি, বানার্জ্জি, মিঃ জি, এস, ম্যারেথ; জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এন, প্রামাণিক; জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এন, আর, সেন ও মিঃ এস, এন, রায়-চৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ মিঃ এস, বাগ্‌চি।

শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে বৃক্ষের ব্যবহার

সিন্ধুপ্রদেশে ছোটবড় নানাশ্রেণীর যে সব বৃক্ষ রহিয়াছে তাহা যথাসম্ভব লাভজনক কাজে লাগাইবার জন্য সিন্ধুসরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে সক্রান্ধ নামক স্থানের গবেষনাগারে পরীক্ষামূলক গবেষনা চালান হইতেছে। সিন্ধুপ্রদেশে 'আক' নামক এক প্রকার ছোট গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার তন্তু একদিকে যেমন নমণীয় অপর দিকে তেমনই অভঙ্গুর। বর্ত্তমানে এই তন্তু দ্বারা ধীবরেরা মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ তন্তু দ্বারা কাপড় প্রস্তুত সম্ভবপর কিনা এক্ষণে তাহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। সিন্ধুপ্রদেশে লওয়া (Lawa) নামক অন্য এক প্রকার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের গাত্রে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় এমন এক প্রকার জিনিষ গজায় যাহা হইতে সাধারণ লোকে আদিম প্রণালীতে রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রঙ্ আহরণের কার্য্য আরম্ভ করা হয় তবে লওয়া বৃক্ষের অধিকতর লাভজনক সদ্ব্যবহার হইতে পারে। তাহাছাড়া সিন্ধুপ্রদেশে এমন সব গাছ রোপণের রীতি প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা হইতেছে যাহা দ্বারা নানা শিল্প গড়িয়া তোলার সুবিধা হইবে। তুঁত গাছের কাঠ দ্বারা খেলার সরঞ্জাম তৈয়ার করা সুবিধাজনক বলিয়া তুঁত গাছ রোপণের আয়োজন হইতেছে।

ইটালীর বাণিজ্য জাহাজ

ইটালীর অধীনে বর্ত্তমানে ৪ লক্ষ টনের বাণিজ্য জাহাজ রহিয়াছে। জাহাজ নির্ম্মাণ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইটালী গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানীকে নানারূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইটালী গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে ইটালী আগামী দশ বৎসরের জন্য প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টন পরিমিত নূতন বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গলার বেকার সমস্যা

বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমানে যে জটিল বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ৬ই জুন ওয়াই এম সি এ হলে এক সভা হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এন সি সেন ঐ সভায় সভা-পতিত্ব করেন। সহরের বহু বিশিষ্ট লোক ঐ সভাতে যোগদান করিয়া-ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে:—এই সভা বাঙ্গলার বেকার সমস্যা ও আর্থিক দুর্গতি দুরীকরণ কল্পে বঙ্গীয় জনমঙ্গল সমিতি নামক একটি সমিতি গঠনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে এবং ঐ সমিতি গঠনের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি কমিটি বসাইবার প্রস্তাব করিতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন (মেয়র), অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, মিঃ বীরেন রায়, (বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান), রায় বাহাদুর বনমালী বাগচি, ডাঃ চারুচন্দ্র চাটার্জ্জি, ডাঃ হরেন্দ্র মুখার্জ্জি, ডাঃ সতীনাথ রায়, মিঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত, মিঃ বি এম চাটার্জ্জি, মিঃ সুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মিঃ প্রমোদ ঘোষাল, মিঃ শশীভূষণ মজুমদার, মিঃ প্রভাংশু ঘোষাল ও মিঃ কিরণচন্দ্র ঘোষালকে নিয়া উক্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে;

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি

মিঃ এস সত্যমূর্ত্তি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবের নোটিশ দেয়াছেন—কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে কর্তৃক বাতিল হওয়া সত্ত্বেও বড়লাট নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিটি বলবৎ করিয়াছেন দেখিয়া এই সভা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। এবং বিলাতী দ্রব্য বিশেষতঃ বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিয়া তাহার সমুচিৎ উত্তর প্রদানের নিমিত্ত এই সভা দেশবাসীকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

সরকারী রেলপথের আয়

গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই মে পর্য্যন্ত কোন রেল কোম্পানীর গত বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় কিরূপ আয় হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল:—

কোম্পানী	১লা এপ্রিল ১০ই মে (১৯৩৮)	১লা এপ্রিল ১০ই মে (১৯৩৯)
এ, বি	১৮ লক্ষ টাকা	১৮ লক্ষ টাকা
বি, এন	১ কোটি ১২ লক্ষ ,,	১ কোটি ১২ লক্ষ ,,
বি, বি এণ্ড সি, আই	১ ,, ৪৭ ,, ,,	১ ,, ৪১ ,, ,,
ই, বি	৬১ ,, ,,	৬০ ,, ,,
ই, আই	২ ,, ৫৮ ,, ,,	২ ,, ৩৭ ,, ,,
জি, আর, পি	১ ,, ৬১ ,, ,,	১ ,, ৫৮ ,, ,,
এম এণ্ড এস এম	৮৬ ,, ,,	৯১ ,, ,,
এন ডাব্লিউ	১ ,, ৮৬ ,, ,,	১ ,, ৭৫ ,, ,,
এস, আই	৫৯ ,, ,,	৫৯ ,, ,,
ত্রিহুত-লাক্ষ্মী-বেরিলী	২৭ ,, ,,	২৪ ,, ,,
অন্যান্য রেল কোম্পানী	৬ ,, ,,	৬ ,, ,,
মোট	১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা	১০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা

ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা

ভারতবর্ষের আয়তন ১৫ লক্ষ ২২ হাজার ৮৯৩ বর্গমাইল। এত বড় দেশে মাত্র ২৪ হাজার ১৬৭টি ডাকঘর ও ৫২ হাজার ২৫৩ টি চিঠির বাক্স আছে। সমগ্র ভারতের সহরগুলিতে ৪ হাজার ৫৯৭ টি এবং পল্লী অঞ্চলে ১৯ হাজার ৫৭০ টি ডাকঘর আছে।

অন্ধদের জন্য গ্রন্থাগার

অন্ধদিগের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের উপযোগী পুস্তক হইতে গ্রামোফন রেকর্ড প্রস্তুত করিবার প্রথা পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে অন্ধদের জন্য যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National institute for the Blind) আছে, তাহাতে অন্ধদের জন্য একটি গ্রন্থাগারও আছে। সেই গ্রন্থাগারে বর্ত্তমানে ১৮৩ খানি পুস্তকের সম্পূর্ণ গ্রামোফোন রেকর্ড সংগৃহীত হইয়াছে। গতবৎসর ঐ প্রতিষ্ঠানের ৮০০ জন সভ্যকে ঐ প্রকার পুস্তকের ২ হাজার খানা সরবরাহ করা হইয়াছিল।

বিদ্যুৎ পরিচালিত কুটীরশিল্প

ঢাকা জিলার মাধবদী গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ খুবই শিল্পসমৃদ্ধ। ঐ অঞ্চলে ২০ হাজার তাঁত চলিয়াছে এবং প্রায় ৬০ হাজার লোক এই সকল তাঁতে কাজ করিতেছে। ন্যূনধিক এক লক্ষ লোক এই শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই বিপুলায়তন শিল্প প্রচেষ্টাকে সুগঠিত আকারে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার এক যুবক জমিদারের নেতৃত্বে এই সমবায় সমিতির অধীনে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের দ্বারা বস্ত্রশিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সাইজিং ও ক্যালেণ্ডারিং এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র সরবরাহের জন্য একটি বাঙ্গালী কারখানায় অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে আপাততঃ ২৫০টি তাঁত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য লাভ করিবে।

ক্যানাডার বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৩৮ সালে ক্যানাডায় মোট ৬২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৪১ ডলারের জীবন বীমার নূতন পলিসি প্রদত্ত হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ঐ বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ৬·৬ ভাগ কম দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৮ সালের শেষে ক্যানাডায় মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় চলতি বীমার পরিমাণ আলোচ্য বটে শতকরা ১·৪ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ডে শিক্ষার প্রসার

সম্প্রতি বৃটিশ বোর্ড অব্ এডুকেশনের ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ইংলণ্ডের সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলিতে ঐ বৎসর মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মোট ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৮০৬ জন ছাত্রকে বিনামূল্যে জলখাবার দেওয়া হইয়াছিল।

পুস্তক পরিচয়

বাংলায় ধনবিজ্ঞান—প্রথম ভাগ। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম—সাড়ে চারি টাকা।

বাঙ্গলা অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার জন্য গত কতিপয় বৎসর যাবৎ এপ্রদেশে বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। স্বনামখ্যাত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকারের উদ্যোগ উৎসাহে এ পর্য্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠিত সভায় অনেক বিশিষ্ট লেখক নানাবিষয়ে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার মহাশয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সভায় পঠিত ও উক্ত পরিষদের 'আর্থিক উন্নতি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সালে রচিত হইয়াছিল। উহাদের ভিতর দেশ বিদেশের বিচিত্র আর্থিক সমস্যা ও তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রহিয়াছে। যে সব প্রবন্ধ বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে তাহার মধ্যে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের "সম্পদ বৃদ্ধির কৌশল" ও "আর্থিক জীবনে পরের ধাপ", লেডী অবলা বসুর "বাঙ্গালী মেয়ের আর্থিক অবস্থা", অধ্যাপক হীরালাল রায়ের—দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্বপ্রতিযোগিতা, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর বাংলা শর্টহ্যাণ্ড, শ্রীযুত জগজ্জ্যোতি পালের চূণাপাথর, শ্রীযুত সুধাকান্ত দের ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা, মিঃ তাহের উদ্দিন আহাম্মদের আমেরিকার ঘরসংসার, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের—কলিকাতার বন্দর ও কিং জর্জ্জের ডক, ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিলের সার্ব্বজনিন স্বাস্থ্যের অর্থকথা, অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্তের—বন্দরের অর্থনীতি, শ্রীযুক্তা সুষমা সেন-গুপ্তার নারী ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের—ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের—ঋদ্ধিগঠন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষের—প্রাচুর্য্যের অর্থকথা ও ব্যাঙ্ক ফেলের অর্থশাস্ত্র, শ্রীযুক্ত সুধীশরঞ্জন বিশ্বাসের—ভারতীয় রাজস্বের ভবিষ্যৎ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকারের—নয়াযুগপত্তনে রেল ও ষ্টীমার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অল্পদিন হইল বাঙলা ভাষায় অর্থনীতির চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় উপযুক্ত ধরণের অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের এখনও বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে। নবপ্রকাশিত 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' নামক পুস্তকটি সে অভাব কতক পরিমাণে বিদূরিত করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এই পুস্তকটিতে এমন সব বিষয় রহিয়াছে যাহা হইতে বাঙ্গালী পাঠক অনেক কিছু শিখিতে এবং অনেক বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারেন। সেজন্য আমরা এ গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতবর্ষে যে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহার মধ্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অন্যতম। বিগত ১৮৬৫ সালে ঐ ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি উহা সর্ব্বদা বিবেচনা সম্মত নীতিতে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে উহার পরিচালকবর্গের অনুসৃত আদর্শ পন্থা ও তহবিল বিনিয়োগ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার নিরাপদমূলক নীতি ঐ ব্যাঙ্কটিকে দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ফলে কি আমানতী জমার পরিমাণ কি মজুত তহবিল সকল দিক দিয়াই উহা আজ বিশেষ উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ ব্যাঙ্কের গত ৩১শে মার্চ্চ (১৯৩৯) পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উহার ঐ প্রকার অগ্রগতিরই পরিচায়ক।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জান[redacted] মার্চ্চ তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, মজুত তহবিল বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড বাবদ ২০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৩৮ টাকা, সাধারণের আমানতী জমা বাবদ ১০ কোটি ২৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ২১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৪৫ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—হাতে ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮০৫ টাকা। সুদ বাবদ পাওনা ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৯১৭ টাকা, ক্যাসক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৪১ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ১১৮ টাকা, জমিবাড়ী ৪৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২০ টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ব্যাঙ্কের অর্থ নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় সুসংরক্ষিত রাখা হইয়াছে এবং আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৯৪। ঐ টাকা হইতে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অর্ডিনারী শেয়ারের উপর লভ্যাংশ ও বোনাস এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বাবদ ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫০ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। বাকী যে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭২৪ টাকা রহিয়াছে তাহা ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ড নিম্নরূপ ভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন:—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ—মোট ৪৫ হাজার টাকা, অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ—মোট ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। অর্ডিনারী শেয়ারের শতকরা ৬ টাকা হারে বোনাস—মোট ৬১ হাজার ৫০০ টাকা। মজুদ তহবিল ও অন্যান্য তহবিল ৩ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরের জন্য জের—৬ লক্ষ ১৫ হাজার ২৯৪ টাকা।

কলিকাতার ৬নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড আফিস অবস্থিত।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৫শে মে বৃহস্পতিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় "যাত্রামোহন সেন হলে" শ্রীমতিলাল রায়ের পৌরোহিত্যে "প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের" চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চাটার্জ্জি বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের কার্য্যরীতি প্রসঙ্গে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তৎপর রায় বাহাদুর ডাঃ বেণীমোহন দাস প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কার্য্য-নীতির প্রশংসা করিয়া বলেন—প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক কোন প্রকার ক্যাপিটালিষ্ট প্রতিষ্ঠান নহে। ইহার টাকা দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্যই খাটিবে। তৎপর শ্রীমতিলাল রায় তাঁহার ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সঙ্ঘের অর্থ অভিযানের উদ্দেশ্য এবং এই অভিযানের পেছনে সঙ্ঘের জাতিগঠন যজ্ঞের একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর তপস্যার কথা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন তৎপর তিনি সমাগত সুধীবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া যতীন্দ্র মোহন এভেনিউস্থিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নিজগৃহ প্রবর্ত্তক ভবনের দ্বিতল গৃহে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুত গৌর চন্দ্র দেব, শ্রীযুত নলিনীকান্ত দাস, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুত ভিমাজি নারায়ণজি, শ্রীযুত সঞ্জীব প্রসাদ সেন, শ্রীযুত হলধর চৌধুরী, শ্রীযুত অনন্তকুমার নাথ, শ্রীযুত সুশীলকুমার চৌধুরী এবং সহরের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট উকীল, ব্যবসায়ী, ও ব্যাঙ্কার উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কের সজ্জা ব্যবস্থাদি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অনেকেই ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ীতে নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা অফিস স্থাপিত হয়। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সি মজুদার এই শাখা অফিসটির প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় মিঃ মজুমদার বলেন—কিছুকাল পূর্ব্বেও জীবন-বীমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও গোড়ামী এদেশে অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় ইহা সত্ত্বেও বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বীমা ব্যবসায় অভাবনীয়রূপ প্রসার লাভ করিয়াছে। জনসাধারণ এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, জীবন বীমা দ্বারাই মধ্যবিত্ত পরিবারের সামান্য কিছু সঞ্চয় সম্ভবপর। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে চলতি বীমার পরিমাণ ২ শত কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে। ইহাকে ভারতের জাতীয় অর্থ সঞ্চয় বলিয়াও আখ্যা দেওয়া যায়। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫ কোটি টাকা এবং তাহাদের অর্থ সংস্থানের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকা। আজ ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের দ্রুত উন্নতি হইতেছে, বর্ত্তমানে সুগঠিত যে কোন দেশীয় কোম্পানীকে দেশের সম্পদ বলা যাইতে পারে। সুতরাং আমি আশাকরি নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এই শাখা অফিসটি স্থাপিত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইবেন।

উপসংহারে মিঃ মজুমদার নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ব্যানার্জ্জির ব্যবসায়িক উদ্যমের প্রশংসা করেন। তিনি আশা করেন, এই শাখা অফিসটি স্থাপিত হওয়ায় উহা দ্বারা ফরিদপুরবাসীর অশেষ কল্যাণ হইবে।

পলিসি হোল্ডার্স এসিওরেন্স লিঃ

সম্প্রতি লাহোরে পলিসি হোল্ডার্স এসিওরেন্স লিমিটেড নামক একটি বীমা কোম্পানী গঠিত হইয়া জীবন বীমার কার্য্য সুরু করিয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হওয়ার সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকার শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই উহা বিক্রয় হইয়া যায়। বিক্রিত শেয়ারের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। বর্ত্তমান কোম্পানীটির বিশেষত্ব—উহা বীমা-কারীদের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণের সঙ্কল্প নিয়া কার্য্য সুরু করিয়াছে। কতিপয় অংশীদার মিলিয়া যাহাতে কোম্পানীর কার্য্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অহেতুক কর্ত্তৃত্ব করিবার সুবিধা না পায় তজ্জন্য আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েসনে কোন একজন শেয়ার হোল্ডার সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে ১ লক্ষ টাকার বেশী রাখিতে

পারিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ রহিয়াছে। স্যার জয়লাল, মিঃ আর বি বিন্দশবণ এম এল এ, মিঃ ইউ, এন, সেন, মিঃ জে জি ভাণ্ডারী, মিঃ আর বি ঘোধামল কুটিয়ালা এবং মিঃ সি এল আনন্দ এই কোম্পানীর ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ পি পি ডি খোসলা নির্ব্বাচিত উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার থাকাকালে মিঃ খোসলা তাঁহার প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সুপরিচালনায় নূতন পলিসি হোল্ডার্স এসিওরেন্স কোম্পানী দ্রুত উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এসিয়ান এসিওরেন্স কোং লিঃ

বোম্বাইয়ের এসিয়ান এসিওরেন্স কোম্পানী একটি সুপরিচিত উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান। গত ১৯১৯ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি উহা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। এই কোম্পানীর কতকগুলি অভিনব ধরণের আকর্ষণযোগ্য বীমার স্কীম রহিয়াছে। ঐ স্কীম গুলি ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ঐ কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কার্য্য সম্প্রসারণের দিক দিয়া ঐ কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী এক কোটি টাকার আরও বেশী নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী এবার ৪ হাজার ৯৩১টি পলিসিতে মোট ৭৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৮৭ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ঐ নূতন বীমা নিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৬৪ টাকা।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৯৩ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৯৮৯ টাকা কোম্পানীর আয় হয়। ঐ ধরণের আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৫৩ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭২৪ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২৫ হাজার ৭৮০ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৬ লক্ষ ১২ হাজার ১৩৫ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদে বাকী টাকা জীবন-বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫৭ লক্ষ ১১ হাজার ৭১৮ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৬৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫২৮ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল ষ্টীল কর্পোরেশন

গত ২রা জুন শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে বেঙ্গল ষ্টীল কর্পোরেশনের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় কোম্পানীর অংশীদারদিগকে সম্বোধন করিয়া শ্রীযুত মুখার্জ্জী বলেন—আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কোম্পানীর প্রস্পেক্টাসে প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টন ষ্টীলের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে বলিয়া যে অনুমান করা হইয়াছিল পরবর্ত্তীকালে তাহার অদল বদলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এবং এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অপরাপর পরিবর্ত্তনের দরুণ কারখানার পরিসর বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয়। ফলে কোম্পানীর কারখানার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে মোট উৎপাদন শক্তি আরও ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদনের ব্যয়ও অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। আগামী তিন চারি মাসের মধ্যেই কাজ সুরু করিবার মত সমুদয় বন্দোবস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে স্থাপন করাও প্রায় শেষ করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসে কাজ সুরু করিবার মত সমুদয় ব্যবস্থাই ঠিক হইয়াছে। টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে এবং প্রাথমিক ভাবে এইরূপ একটি চুক্তি হইয়াছে যে, উভয় প্রতিষ্ঠানের একই ধরণের দ্রব্যাদি সম্মিলিত কেন্দ্রের মারফতে বিক্রীত হইবে। ইহা দ্বারা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

বান্ধব সুগার এণ্ড্ কটন মিলস্ লিঃ

বান্ধব সুগার এণ্ড্ কটন মিলস্ নামে নারায়ণগঞ্জে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা শর্করা শিল্প ও বস্ত্রশিল্প উভয় দিকেই মনোযোগ দিবেন। কোম্পানীর মূলধন ২০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণকে লইয়া ইহার ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কটন মিলটি ডাওয়ালের নিকট শীতললক্ষ্যা নদীর তীরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানে প্রায় ৮০০ বিঘা জমিতে মিলের জন্য তুলা উৎপন্ন করা হইবে। এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রভূত ধনশালী। কাজেই বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের সর্ব্বপ্রধান বাধা মূলধনের অভাব ইহাদের হইবে না আশা করা যায়। আমরা এই কোম্পানীর সার্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম কুমিল্লার নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩১শে মে ঢাকায় ১৩৮ নং মিটফোর্ড রোডে ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের একটী নূতন শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাখা আফিসের প্রতিষ্ঠা উৎসবে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

সানসাইন ইন্সিওরেন্স লিঃ

মেসার্স কুণ্ড এণ্ড কোং লাহোরের সানসাইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গলা এবং আসামের চীফ এজেন্টস নিযুক্ত হইয়াছেন। এই চীফ এজেন্সী ফার্ম্মের হেড আফিস রাণাঘাটে অবস্থিত।

বেঙ্গল পাব্লিসিটি সিণ্ডিকেট

গত ৬ই জুন মঙ্গলবার কলিকাতায় বেঙ্গল পাব্লিসিটি সিণ্ডিকেটের ৫নং ম্যাঙ্গো লেন অফিসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আচার্য্য স্যার পি সি রায়, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় মুক্ত রাজবন্দী কর্ত্তৃক এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। তদবধি উহা পাব্লিসিটি ও সেলস্‌ম্যানশিপের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। উক্ত সভায় সিণ্ডিকেটের বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থিত করিয়া মিঃ সুধীর সেনগুপ্ত যে বিবরণ প্রদান করেন তাহা হইতে জানা যায় ঐ প্রতিষ্ঠানে বর্ত্তমানে মোট ৫৪ জন কর্ম্মচারী কাজ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ২৫ জনই মুক্ত রাজবন্দী। ইঁহারা সকলেই নামমাত্র বেতনে কাজ করিতেছেন। উক্ত সিণ্ডিকেট ১২টি শিল্পকেন্দ্রে এজেন্সী ও শাখা আফিস স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গলার বাহিরেও সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধিগণ রহিয়াছেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মিঃ এস সি মিত্র পাব্লিসিটি উদ্যোক্তাদিগকে তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার জন্য অভিনন্দিত করেন। অল্প মূলধন লইয়া অনাড়ম্বর ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের কার্য্যধারা উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা সকলদিক দিয়াই খুব কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। উপসংহারে মিঃ মিত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মিঃ প্রবোধচন্দ্র রায় ও মিঃ বঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ সভায় সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ এস আর ভাদেরা কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর লাহোর শাখার এজেন্সী ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভিক্টোরি ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ভিক্টোরি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও সানসাইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মিলিতভাবে এই দুই কোম্পানী একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গত বৎসর হইতে ঐ দুই কোম্পানী যুক্তভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

কল্যাণী কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে, এল, ধারা। ব্যবসা—কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিনারেলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জি, পি, রাংতা। ব্যবসা—খনি ক্রয় ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১নং জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

কে, রায় এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কানাইলাল রায়। ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্ম। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—গ্রসভেনর হাউস, (১২নং ফ্ল্যাট), ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীলোকনাথ কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নীরেন্দ্রকুমার মজুমদার। ব্যবসা—সূতা ও কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা।

মত ও পথ

ভারতের প্রধান সমস্যা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃক গঠিত ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স লিখিতেছেন—বর্ত্তমানে দেশে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে অতি উৎপাদন হইতেছে বলিয়া একটা রব তোলা হইয়াছে। কিন্তু উহার মূলে আসলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে করা যায় না। ভারতবর্ষের লোক বর্ত্তমানে মাথাপিছু কম পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে উহার জন্য শিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য কাটতি হইতেছে কম। দ্রব্য সামগ্রীর এইরূপ কম ব্যবহার বর্ত্তমানে এদেশের প্রধান আথিক সমস্যা। ভারতবর্ষের পাট শিল্প সিমেণ্ট শিল্প, চা শিল্প,এবং শর্করা শিল্পে এক্ষণে উৎপাদন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কয়েকটি কাপড়ের কল অকেজো রহিয়াছে। কিন্তু অতি উৎপাদনই ইহার কারণ নহে। ক্রয় ক্ষমতার অভাবে লোকে বেশী পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে ও ব্যবহার করিতে পারিতেছে না, তাহাই এই অবস্থার প্রকৃত কারণ। এদেশে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ বস্ত্র, চাউল গম প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে তাহা এদেশের বিপুল জনসংখ্যার জীবন যাত্রা উন্নত রাখিবার পক্ষে মোটেই যথোপযুক্ত নহে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে গড়ে লোক পিছু মাত্র ১৬ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। অথবা যথোপযুক্ত পরিধানের জন্য মাথাপিছু কম পক্ষে ৫০ গজ বস্ত্র প্রয়োজন। বস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল শর্করা সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। এদেশের লোক বর্ত্তমানে গড়ে বৎসরে মাথাপিছু ৩২ পাউণ্ড চিনি (গুড় সমেত) ব্যবহার করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তার তুলনায় উহা যে কিরূপ কম তাহা অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের লোকেরা বৎসরে গড়ে ১০৫ পাউণ্ড চিনি ব্যবহার করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে মাথাপিছু চিনি ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে ৯৪ পাউণ্ড, ৫৫ পাউণ্ড ও ৫১ পাউণ্ড। এদেশে যদি লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয় তবে দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। তখন বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা হইলেও তাহার কাটতির পথে অসুবিধা হইবে না। কাজেই লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেই এক্ষণে আমাদিগকে নজর দিতে হইবে।

দরিদ্রের দেশে ডাকব্যয়

গত ১০ই জুন তারিখের দেশ পত্রিকায় 'দরিদ্রের দেশে ডাকব্যয়' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ডাকব্যয়ের অতিরিক্ত হারের কথা উল্লেখ করিয়া উহাতে বলা হইয়াছে—ভারতবর্ষে ডাকব্যয়ের হার জগতের অন্য অনেক দেশের তুলনায়ই বেশী। সমগ্র বিশ্বের যে বৃহত্তম ধনিক দেশ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেখানে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার্য্য প্রতিখানা পোষ্টকার্ডের মূল্য পড়ে এক সেণ্ট। ভারতবর্ষ সে তুলনায় কেবল দরিদ্র দরিদ্রতম নহে—বিস্তৃতেও অনেকখানি ক্ষুদ্র। অথচ এই দেশে একখানি পোষ্টকার্ডের জন্য আমেরিকার তুলনায় দেড়া মূল্য দিতে হয়। ইহা ছাড়া ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত চিঠিপত্রাদির ডাকব্যয় তুলানাতীতরূপ উচ্চ। এমনকি বৃটিশ সাম্রাজ্যগত দেশ নিউজিল্যাণ্ডের ডাক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা জানিতে পারি ভারতে চিঠি প্রেরণ করিতে তাহাদের ডাকব্যয় হয় এক পেনি মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে সেই বিধিরই জবাব দিতে হইলে ব্যয় করিতে হয় আড়াই আনা—যাহার পেনি-মূল্য অন্ততঃ আড়াই পেনি অপেক্ষা কম হইবে না। বুকপোষ্ট অর্থাৎ মুদ্রিত কাগজ ডাকে পাঠানোর ব্যাপারে ভারতে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরিত ডাক ও বিদেশে প্রেরিত ডাকের ভিতর হারের একটা অদ্ভুত রকম ক্ষমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। যাহা কোন দেশেই সমথিত হয় না। যে টিকিটে ৫ তোলা বা প্রায় ২ আউন্স ওজনের বুকপোষ্ট ভারতের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা যায়, সেই ব্যয়েই অনুরূপ ওজনের একটি প্যাকেট বিশ্বের সুদূর কোণে প্রেরণ করা যায়। ইহা খুবই অদ্ভুত ব্যবস্থা। সংবাদপত্র (দৈনিক অথবা সাময়িক) প্রেরণের জন্য পোষ্টাল আইন কানুন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত হইলে কনশেসন রেট মিলে এবং তাহাও ভারতের অভ্যন্তরে প্রেরণের বেলাই। কিন্তু এই সুলভ হারের সুযোগ গ্রহণ করিতে এমন সব বাধার সর্ত্ত স্থাপন করিতে হয় যে এই সুবিধা বজায় রাখাও কঠিন ব্যাপার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাসিক, বৎসরে দশবার প্রকাশিত পত্র, ত্রৈমাসিক এবং যান্মাষিক পত্রও সুবিধাজনক হার পায়। কিন্তু ভারতীয় ডাক ব্যবস্থায় ততটুকু সুবিধা পাওয়ার উপায় নাই। ভারতবর্ষে যে সাময়িক পত্র ৩১ দিনের অধিক দিন অন্তর প্রকাশিত হয় তাহা কোন কনশেসন পাইবার অধিকারী নহে। যুক্তরাষ্ট্রে পুস্তকের ডাক মাশুল প্রতি পাউণ্ড দেড় সেণ্ট। এক পাউণ্ড প্রায় ৪০ তোলার সমান—যাহার জন্য ভারতবর্ষে ইনল্যাণ্ড ডাকমাশুল সাড়ে চারি আনা। আমেরিকাবাসী অপেক্ষা ভারতবাসী অনেক বেশী দরিদ্র এবং সাহিত্য ও সাধারণ বিদ্যায়ও নিকৃষ্ট। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের কি উচিৎ নয় ডাকমাশুলের হার ভারাক্রান্ত না করিয়া অন্যদিকে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করা ?

বিশ্বব্যাপী অশান্তির মূল কোথায় ?

সম্প্রতি ইউরোপে ও জগতের অন্যান্য দিকে যে রাজনৈতিক জটিলতা ও অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া টোকিওর 'ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট' পত্র লিখিতেছেন—দুনিয়ার লোক যে আজ এত উদ্বেগ অশান্তির ভিতর দিন কাটাইতেছে তাহার কারণ কি ? বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন সেদিন বার্ম্মিংহাম এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যদি কোন দেশ বা মিলিত রাষ্ট্রশক্তি সামরিক শক্তি দ্বারা দুনিয়ার অহেতুক অধিকার সম্প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হয়, তবে গণতন্ত্রবাদী দেশগুলি অবশ্যই তাহার বিরোধিতা করিবে" ('any demand to dominate the world by force was one which democracies must resist')। কিন্তু প্রকৃত পরিতাপের বিষয় হইতেছে এই যে, যে গণতন্ত্রবাদী দেশগুলির পক্ষ হইয়া মিঃ চেম্বারলেন এরূপ সততা ও সৎসাহসের বাণী উচ্চারণ করিতেছেন সেই গণতন্ত্রবাদী দেশগুলিও কার্য্যতঃ নিজেদের ক্ষেত্রে নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদীক মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। শক্তি দ্বারা অহেতুক অধিকার সম্প্রসারিত করিতে স্বচেষ্ট না হওয়ার দরুণ তাহারা অন্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে তাহারা সেই ঐরূপ অসঙ্গত নীতি অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। এই ভণ্ডামী ও কপটতাই দুনিয়ার বর্ত্তমান উদ্বেগ ও অশান্তির মূল কারণ। গণতন্ত্রী দেশগুলি যে শক্তি ও ক্ষমতা খাটাইয়া কি ভাবে দুনিয়ায় তাহাদের অধিকার সম্প্রসারিত রাখিয়াছে একবার পৃথিবীর মানচিত্র অবলোকন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। যে জার্ম্মাণীকে আজ পররাষ্ট্রলোপী ও সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে সেই জার্ম্মাণীর সমগ্র সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক পঞ্চমাংশেরও কম। কোন অধিকারে ইংলণ্ড আজ এত বড় সাম্রাজ্য পদানত করিয়া রাখিয়াছে ? তাহা কেবল ক্ষমতা প্রয়োগেও সম্ভবপর হয় নাই কি ? আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্য যদিও ইংলণ্ডের তূলনায় কম তথাপি তাহার আয়তনও যথেষ্ট প্রসারিত বলিতে হইবে। ঐ সব দেশের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই তাহাতে ঐ সব দেশের সর্ব্বাঙ্গীন একচেটিয়া অধিকার। কেবল রাজনৈতিক দিক দিয়া নহে অর্থনৈতিক দিক দিয়াও তাহারা ঐ প্রভুত্ব সম্ভোগ করিতেছে। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণের অধিকৃত ভূভাগে অন্যান্য দেশ সহজ বাণিজ্যের সুবিধাও পায় না। ঐ সব সাম্রাজ্যে অনধ্যুসিত ভূমি পতিত থাকিলেও সেখানে অন্যান্য দেশের লোক-দিগকে উপনিবেশ স্থাপনের বিন্দুমাত্র সুবিধা দেওয়া হয় না। ইহা যদি শক্তিবলে অধিকার সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত নহে তবে শক্তিবলে অধিকার সম্প্রসারণের জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে বুঝি না। কাজেই স্পষ্টতঃই দেখা যায় বিভিন্ন গণতন্ত্রবাদী দেশ যাহারা নিজদিগকে বর্ত্তমান দুনিয়ায় সততা ও ন্যায্য অধিকারবাদের সংরক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে তাহারা নিজেরাই আসলে 'জোর যার মুলুক তার" নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই ভণ্ডামী ও কপটতাই যে দুনিয়ার বর্ত্তমান অশান্তির মূল কারণ সন্দেহ নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৯ই জুন

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে বেশ একটু স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের জন্য ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার এক টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে তাহা চড়িয়া ১৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ বেশী সুদেও বাজারে ঋণ প্রদাতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে সুদের হার দেড় টাকায় নামিয়া আসে। তারপর গত বুধবার তাহা কমিয়া বার আনায় পৌছে। এ বৎসর এ পর্য্যন্ত সুদের হার আর কখনও এত কম দেখা যায় নাই। কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে নূতন ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে যে টাকা নিয়োজিত হইতে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল ও ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বাবদ সে তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। উহার ফলে বাজারে টাকার নিষ্ক্রিয় প্রাচুর্য্য দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নানা কারণে এতদিন বাজারে ঐ প্রাচুর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এসপ্তাহে টাকার সুদের হার বিশেষ ভাবে নামিয়া আসাতে এক্ষণে তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলা চলে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া কিছুদিন যাবৎ খুবই কম হইতেছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বেশী পরিমাণে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিতে থাকায় এবং ট্রেজারী বিলের সুদের হার চড়া হারে বলবৎ থাকায় টাকার বাজারে এতদিন স্বচ্ছলতার ভাব প্রকাশ পায় নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের টাকার বাজার সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগে ১৯৩৯-৪৪ সালের সরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য নূতন ঋণ গ্রহণ করা হইবে। ঐ নূতন ঋণ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বাজারে একটা স্বচ্ছলতা আনয়নের চেষ্টা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সে কারণে একদিকে ইণ্টার-মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ট্রেজারী বিলের সুদের হারও ক্রমেই হ্রাস করা হইতেছে। উহাতে টাকার বাজারে এখন হইতে স্বচ্ছলতার ভাব দেখা দিবে বলিয়াই মনে হয়।

গত ৬ই জুন মঙ্গলবার ৩ মাসের মিয়াদী মোট দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৩ পাই দরের ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮০ দরের শতকরা ৬৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ধার্য্য হইয়াছিল ১০/১০ পাই। এ সপ্তাহে তাহা শতকরা বার্ষিক ৮০/৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১২ই জুন তারিখের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই জুন শুক্রবার ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৮ কোটি ৮৫ [redacted] টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬৬ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬০ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ যথাক্রম ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৪৯/৬৪ পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	
ডি এ ৪ মাস	”	
ডি এ ৬ মাস	”	
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০০
মার্ক	”	৮৬৪
গিল্ডার	”	৬৫
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭।০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৵০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬
ষ্টার্লিং-ডলার হার	”	৪.৬

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৯ই জুন।

গত সপ্তাহের ন্যায় এসপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা নিরুৎসাহভাব বলবৎ ছিল। বিকিকিনি বেশী কিছু হয় নাই। শেয়ার মূল্যের উঠানামাও বেশ দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে লণ্ডন ও নিউইয়র্কের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা তেমন সন্তোষজনক নহে। রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যে রাজনীতির চুক্তির আলোচনা চলিতেছে তাহা এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে নাই। ঐ চুক্তি সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত হইতেছে না বলিয়া লণ্ডনের বাজারের ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়েই তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সেজন্য কাজকর্ম্ম বিষয়ে মন্দা দেখা যাইতেছে। বিদেশের বাজারের এই অবস্থা কলিকাতার বাজারে নিরুৎসাহভাব সঞ্চার করিতেছে। তাহা ছাড়া এখানের বাজারের অবসাদের ভাব লক্ষিত হওয়ার অন্য কারণও রহিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চট ও থলের বাজারে মন্দা চলিতেছে। আর থলে ও চটের দাম পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে পাটকলের শেয়ারের দামের নিম্নগতি লক্ষিত হইতেছে। গত সপ্তাহে শেয়ারের বাজারের আলোচনায় আমরা ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কুলটি কারখানায় যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। এসপ্তাহেও ঐ ধর্ম্মঘট চলিতে দেখা গিয়াছে। উহার ফলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইতেছে—ঐ সঙ্গে অন্যান্য বিভাগেও মন্দা লক্ষিত হইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের তেজী ভাব দেখা যাইতেছিল এসপ্তাহেও ঐ তেজী ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। টাকার বাজারে কল টাকার সুদের হার ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। ট্রেজারী বিলের সুদের হারও শতকরা বার্ষিক ৬/৯ পাইয়ে নামিয়া আসিয়াছে। লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দামের হারও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। নূতন সরকারী ঋণ গ্রহণের সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। ফলে কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম চড়াহারে বলবৎ আছে। যতদূর বুঝা যায় কোম্পানীর কাগজের এই তেজীভাব কিছুকাল বজায় থাকিবে। অদ্য বাজারে ৩॥ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬৮ আনা, ৩ টাকা সুদের (১৯৩৩-৬৫) ঋণ ৯৭॥৶৬ পাই, ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) ঋণ ১০০৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বাজারে এসপ্তাহে পূর্ব্বেকার ন্যায় অবসাদের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। তবে দামের হার অনেকটা স্থির আছে। সম্প্রতি কয়েকটি কয়লা কোম্পানীর যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেক বিষয়েই সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। পেঞ্চভেলী কোল কোম্পানী এবার শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে। অধিকন্তু তাহারা শতকরা দেড় টাকা হারে বোনাস দেওয়াও স্থির করিয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও কয়লার খনির শেয়ার বাজারে মোটেই কোন উৎসাহ-উদ্যম লক্ষিত হইতেছে না, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩০৫৲ টাকা, ধেমো মেইন ১২।৶০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২০।০ আনা, মুণ্ডলপুর ৭।৶০ আনা, নিউ বীরভূম ১৬৬৶০ আনা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

চট ও থলের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে তেমন কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যাইতেছেনা। চটের সত্যিকার চাহিদার তুলনায় পাটকলগুলিতে বিক্রয় যোগ্য মজুত চটের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়ায় অনেকে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হইয়াছেন। এই সব কারণে এই বিভাগে দামের হারও অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেখা যাইতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৩।৶০ আনা, হুকুমচাঁদ ৫৶০ আনা ও কামারহাটি ৪২৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কুলটী কারখানায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ার সংবাদে গত সপ্তাহে উহার দামের হার নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহে ঐ ধর্ম্মঘট চলিতে থাকার দরুণ এবারও দামের ঐরূপ নিম্নহারই লক্ষিত হইয়াছে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৪৬৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২রা জুন ৯৯৬৶, ১০০৴। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২রা জুন ৯৭৲ ; ৩রা জুন ৯৬৶ ; ৫ই জুন ৯৬৶, ৯৭৶, ৯৭৴ ; ৬ই জুন ৯৬৶ ; ৭ই জুন ৯৬৶, ৯৭৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২রা জুন ৯৭।৴। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২রা জুন ৮৬॥৶। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৩রা জুন ১১১৲ ; ৫ই জুন ১১১৲ ; ৭ই জুন ১১০৬০, ১১০৶। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩রা জুন ১১৪।০, ; ৬ই জুন ১১৪৶ ; ৭ই জুন ১১৪।০, ১১৪।৶, ১১৪৶। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই জুন ১০৪৶ ; ৭ই জুন ১০৪।০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২রা জুন ১০৯৲ ১০৯॥০, ১১০॥০, ৩রা জুন ১০৯॥০ ১১০॥০, ৫ই জুন ১০৯৲ ১০৯॥০ ১১০॥০ ১০৯৲, ৬ই জুন ১০৯৲ ১১০৲ ১০৯॥ ১১০৲ ১১১৲, ৭ই জুন ১১১৲ ১১২৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—৫ই জুন ৩৩৲ ৩৩।০ ৩৩॥০ ৭ই জুন ৩২৬০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—৬ই জুন (কলিঃ) ৩৮৭৲।

রেলপথ

হোসিয়ারপুর দোয়ার—২রা জুন ১০২৲। সাড়া-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে—২রা জুন ১০২॥০।

কয়লার খনি

বরাকর—২রা জুন ১২।০ ; ৬ই জুন ১২৲ ১২।০ ; ৭ই জুন ১২।৶ ১২॥৶ ; ধেমো মেইন—২রা জুন ১২৶ ১২।০ ; ৩রা জুন ১২।৶ ; ৬ই জুন ১২৶ ১২।০ ; ৭ই জুন ১২৶ ১২।৶। নিউ বীরভূম—২রা জুন ১৭৬ ; ৩রা জুন ১৭৬ ; ৫ই জুন ১৭॥০ ১৭৬ ১৭।৶ ; ৬ই জুন ১৭৬ ; ৭ই জুন ১৭।০ ১৭।৶ ১৭॥৶। অণ্ডাল—২রা জুন ১০৬৲ ; ৬ই জুন (প্রেফ) ১০৯৲। সামলা—২রা জুন ১।৶। টালচর—২রা জুন ৮৶। জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ৪ঠা জুন ১॥০। রাণীগঞ্জ—৪ঠা জুন ৩১।০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড—৪ঠা জুন ২২॥০. ৫ই জুন ২২৲ ২২।০ ; ৭ই জুন ২২॥০। ইকুইটেবল—৫ই জুন ৩১৲; ৭ই জুন ৩০৬। বেঙ্গল ৬ই জুন

৩০৬৲। বাঁশরা—৬ই জুন ২৸; ভালগোড়া—৬ই জুন ৩৸। ওয়েষ্ট জবুরিয়া—৬ই জুন ২৭৸। ঝরিয়া—৭ই জুন ১১॥৵। বড়ধেমো—৭ই জুন ৩৸৶। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান—৭ই জুন ১৯৸ ২০৲ ২০।০। হরিলাদী—৭ইজুন ১১৸ ১১৸৵ ১২৵ কাট্রাস ঝরিয়া—৭ই জুন ২৮৸। মুগুলপুর—৭ই জুন ৭৵। ইউনিয়ন—৭ই জুন ২৭।০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৭ই জুন ২৭॥০ ২৭৸ ২৭৸৵।

পাটকল

আদমজী—২রা জুন ১০॥৵ ১০৸০ ৭ই জুন ১০৸০ ১১৲ হুগলী ৩রা জুন (প্রেফ) ১৬৸০ হাওড়া—২রা জুন ৫৩॥ ৫৩। ৫৩।৵৩রা জুন ৫৩৵ ৫৩।⁄ ৫৩৸⁄ ৫৩।০ ৫ই জুন ৫৩।০ ৫৩।০, ৭ই জুন ৫৩৵ কামারহাটী—২রা জুন ৪৮৭৲ ৪৮৯॥ ৪৯০৲ ৪৮৮৲, ৩রা জুন ৪৮৮৲ লোথিয়ান ২রা জুন ১৩৫৲ এ্যাংলোইণ্ডিয়া ৫ই জুন ৩২২৲, ৬ই জুন (প্রেফ) ১৪৬৲ ১৪৬।০ ১৪৭।০ চিতাভলসা ৫ই জুন জুন১১।০ ১১॥ ১১৸০ ৬ই জুন ১১।০ গৌরীপুর ৫ই জুন ৫৪২৲ ৫৪৫৲ ৬ই জুন ৫৪৯৲, ৭ই জুন ৩৫০৲ হুকুমচাঁদ ৫ই জুন ৪॥, ৭ই জুন ৫৲ ৫।০ নর্থব্রুক ৫ই জুন ৩২৲ ৬ই জুন ৩১॥ ৩১৸০ রিলায়েন্স ৫ই জুন (প্রেফ) ১৫২৲, ৭ই জুন ১৫১৲ ১৫২৲ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৫ই জুন ২৫২॥ ক্লাইভ ২রা জুন ২৫।৯ ৬ই জুন ২৫॥, ৭ই জুন ২৫৲ ন্যাশনাল ৬ই জুন ২১।০ ২১॥ ২১৸০ (প্রেফ) ১৪৬৲ ১৪৭৲ নৈহাটি ৬ই জুন ২৯৮৲ প্রেসিডেন্সী ৬ই জুন ৩॥ ৩॥৵ বিড়লা ৭ই জুন ১৫॥ ১৫॥৵

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন ২রা জুন ৫৸০ ৫৸⁄০ ৫॥৶০ ৫৸০, ৩রা জুন ৫৸০ ৬৲ ৫৸⁄০ ৬⁄০ ৫৸০, ৫ই জুন ৫৸০ ৬⁄০ ৫৸০, ৬ই জুন ৫৸০ ৫৸⁄০, ৭ই জুন ৫৸০ ৬৲ ৫৸⁄০, ইণ্ডিয়ান কপার ২রা জুন ১॥৶০ ১৸৵০ ১॥৶০, ৩রা জুন ১॥৶০, ৫ই জুন ১৸০ ১॥৶০ ১৸০, ৬ই জুন ১৸⁄০ ১৸০, ৭ই জুন ১॥৶০ ১৸⁄০ ১৸০, রোডেসিয়া কপার ২রা জুন ১।০, ৫ই জুন ১৵০ ১।০, ৬ই জুন ১।০, ৭ই জুন ১।⁄০, টেভয় টীন ২রা জুন ১৵০ ১।০, ৭ই জুন ১৵০, ১।⁄০, কনসোলিডেটেড টীন ৭ই জুন ৬৶০,

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—২রা জুন (অডি) ১৭৸৵ ১৮৲ (প্রেফ) ১২৸৶ ১৩।৵ ১৩৶; ৬ই জুন ১৭॥০ ১৭৸৵ ১৮৵; ৭ই জুন (অডি) ১৭৸৵ ১৮৵ (প্রেফ) ১৩৵। বেনারেস ইলেকট্রিক—৩রা জুন ১৩।০ ১৩॥০; ৫ই জুন ১৩।, ১৩॥; ৬ই জুন ১৩⁄; ৭ই জুন ১৩৵ ১৩।৵। ঢাকা ইলেকট্রিক—৩রা জুন ১৫।০ ১৫॥০। মজঃফরপুর ইলেকট্রিক—৬ই জুন ১০।০। ভাগলপুর ইলেকট্রিক—৭ই জুন ৮॥৵। জব্বলপুর ইলেকট্রিক—৭ই জুন ১২৸০। ইউ, পি, ইলেকট্রিক—৭ই জুন ১৬১৲ ১৬২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (অডি) ২রা জুন ২৭১৲ (প্রেফ) ১২৪৲; ৩রা জুন ২৬৮॥০; ৫ই জুন ২৬৬৲ ২৬৭॥০ ২৬৫৲; ৬ই জুন (অডি) ২৬৫৲ ২৬৭॥০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—২রা জুন ২৫।০ ২৫॥⁄ ২৫৸⁄ ২৫॥৵ ২৫৸৵ ২৫৸০ ২৫।⁄; ৩রা জুন ২৪॥৵ ২৪॥৶ ২৪৸৶ ২৪।৶ ২৪৸৵ ২৫৵ ২৪৸⁄ ২৫⁄ ২৪৸০ ২৪৸৵; ৫ই জুন ২৫৲ ২৫।০ ২৫॥০ ২৫।০; ৬ই জুন ২৫।০ ২৫৶ ২৫৵ ২৫।⁄ ২৫।৵; ৭ই জুন ২৫।০ ২৫॥০ ২৫॥⁄ ২৫৶ ২৫৵ ২৫।⁄। সারণ এঞ্জিনিয়ারিং ২রা জুন ৫৲; ৫ই জুন ৫৵ ৫।৵ ৫॥৵ ৫॥০ ৫৶; ৬ই জুন ৫৲ ৫৵ ৫।৵ ৫।⁄। হুকুমচাঁদ ষ্টীল—৩রা জুন ৭৵; ৬ই জুন (অডি) ৬॥৵ ৬।০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২রা জুন (অডি) ১২৸ ১২৸⁄ ১৩৶ ১৩।৶ ১২৸৵ ১২৸৶ ১৩৲ ১৩৵ ১৩।০ ১৩।⁄ ১৩।৵ ১৩॥০ ১২৸⁄ ১২৸৵ ১২৸৶ (প্রেফ) ৯৫৲; ৩রা জুন (অডি) ১২৸০ ১৩৲ ১২৵⁄ ১৩⁄ ১২॥৶ ১২॥৵ ১২৸⁄; ৫ই জুন (অডি) ১২৸৶ ১৩⁄ ১৩।⁄ ১৩।০ ১২৸৶; ৬ই জুন (অডি) ১১৸৵ ১৩৵ ১৩৶ ১২৸০ ১২৸⁄ ১২৸৵ (প্রেফ) ৯৩॥০ ৯৪॥০; ৭ই জুন (অডি) ১২৸⁄ ১৩৶ ১৩৵ ১২৸⁄ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—৬ই জুন ২৸০ ৩৲ ৩৵ ৩।০ ৩৵ ৩।⁄ ৩।৶; ৭ই জুন (অডি) ৩।০ ৩।৵ ৩⁄ ৩৵ ৩৶। মার্সাল্‌স—৬ই জুন ১।৶ ১॥⁄; ৭ই জুন ১।৶ ১॥⁄।

কেমিক্যাল

আলকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল—২রা জুন (প্রেফ) ১১৭।০; ৬রা জুন (প্রেফ) ১১৮।০ ১১৮৲ ১১৯৲; ৭ই জুন ১১৬।০। বর্ম্মা লাইম এ্যাণ্ড কেমিকেল—৩রা জুন ৯।০ ৯॥০; ৫ই জুন ৯৶ ৯।৶ ৯⁄ ৯৵ ৯।৵; ৭ই জুন ৮৸৵ ৯৵ ৮৸ ৯৲ ৮॥৵ ৮৸৵।

সিমেণ্ট

বেঙ্গল পটারিজ—২রা জুন ৫॥০; ৬ই জুন ৫৲; ডালমিয়া সিমেণ্ট—২রা (প্রেফ) ৯৫৲ (অডি) ১২৲ (ডেফ) ৩॥০ ৩॥৵; ৩রা জুন (অডি) ১২।৵ (প্রেফ) ৯৭৲ (ডেফ) ৩॥৶। ৬ই জুন (অডি) ১২।০; (ডেফ) ৩॥৵; (প্রেফ) ৯৫৲ ৬ই জুন (অডি) ১২৶ ১২৵; ৭ই জুন (অডি) ১২।⁄০ ১২৶ (ডেফ) ৩॥০; (প্রেফ) ৯৬৲ ৯৪॥০। এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট—৬ই জুন ১৩৬৲ ১৩৬॥০।

ডিবেঞ্চার

৩৲ স্থদের (১৯৩৯-৬৮) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ—২রা জুন ৯৬॥৯। ৫॥০ স্থদের (১৯৬২) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ ৬ই জুন ১২০॥৵। ৩।০ স্থদের (১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ ৩রা জুন ১০১৶ ১০১।৶। ৩৸ স্থদের (১৯৩৫কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ ৫ই জুন ১০২॥০। ৩।০ স্থদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ ৫ই জুন ১০০॥৵ ৭ই জুন ১০০৸৵।

চা বাগান

আমলকী—২রা জুন ৪৫৲, ৫ই জুন ৪০, ৬ই জুন ৪৫৲। হাসিমারা (অডি) ২রা জুন ৩৪।০ ৩৪॥০, ৩রা জুন ৩৪৸০, ৬ই জুন ৩৪৸০ ৩৫৲। পাত্রকোলা (অডি) ২রা জুন ৭৯৭৲ ৮০০৲, ৬ই জুন (প্রেফ) ১২৯৲ ১৩০৲ (অডি) ৭৯৮৲ ৮০২॥০, পুসিমবিং ২রা জুন (প্রেফ) ৯৪॥০, ৭ই জুন ৩৸৵০ ৪৲, তেজপুর ২রা জুন (অডি) ৫॥৴ ৫॥৶, ৫ই জুন ৫॥৴ ৫৸৴ ৫॥৶, ৬ই জুন (প্রেফ) ১১৲; বাগমারী ৬ই জুন ৩॥০; বেতিয়া ৬ই জুন ৩৶; হাতীক্ষীরা ৬ই জুন ১৬৲ ১৬।০; নর্থওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ৬ই জুন ১৮৬৲ ১৮৮৲, ৭ই জুন ১৮৬৲; সারুগা ৬ই জুন ৭॥০ ৭৸০; সাপয় ৬ই জুন ৭।০ ৭॥০, ৭ই জুন ৭॥০ ৭৸০; তীনআলী ৬ই জুন ১০॥০, ৭ই জুন ১১।০ ১১॥০; টমস্থং ৬ই জুন ৬৸০ ৭৲, ৭ই জুন ৬।০; বাঁশমাটিয়া ৭ই জুন ১২।০ ১২॥০; ইষ্টইণ্ডিয়া ৭ই জুন ৭৲ ৭।০; গ্রব ৭ই জুন (এ) ৭॥০; হাসকুয়া ৭ই জুন ৮৸০, জয় বীরপাড়া ৭ই জুন ১৩।৶, মহীমা ৭ই জুন (প্রেফ) ১১৲, রাজাভাত ৭ই জুন ২৯৸০, রূপচেরা ৭ই জুন ৪।০, রাইডাক ৭ই জুন ৪৮॥০, তেলুইজান ৭ই জুন ৪।৶, টোঙ্গানী ৭ই জুন ২।৴ ২॥৴, হিরাজুলি ৩রা জুন ১৭৲, বিশ্বনাথ ৫ই জুন ২১।০, ২১॥০, ৬ই জুন ২১।০ ২১৸০, বেতজান ৫ই জুন ১৯।০, দোড়াচেড়া ৫ই জুন ৭।৶ ৭॥৶ ৭॥০, ৭ই জুন ৮৲, দফলাগড় ৫ই জুন ৮।০ ৮॥০, ৬ই জুন ৮।০ ৮॥০।

চিনির কল

বেজা—২রা জুন ১১।০ ১১॥০, ৬ই জুন ১১।০ ১১॥০, ৭ই জুন ১১॥৴; কেরু এ্যাণ্ড কোং—৩রা জুন (প্রেফ) ১০৫৲ ১০৬৲; চাম্পারণ—৩রা জুন ১১৸০, ৫ই জুন ১১॥৴; কানপুর—৫ই জুন (অডি) ১৫৸০, ৬ই জুন ১৫৸০, ৭ই জুন ১৫৸০; রামনগর কেইন এণ্ড স্থগার—৬ই জুন ৭৲ ৭৸০ ৭॥০; নিউ সাবন—৭ই জুন ৫৸০; সাউথ বিহার—৭ই জুন (ডেফ) ৪॥০ ৪৸০।

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন ২রা জুন (অডি) ২॥০ (প্রেফ) ১৪৫৲ ১৪৬৲ ১৪৫৲ ৫ই জুন (প্রেফ) ১৪৫৲ ১৪৬৲; ৬ই জুন ১৪৬॥০, কলিকাতা ট্রাম-কোম্পানী ২রা জুন ১৬।৵০ ৩রা জুন ১৬।৶০; ডানলপ রবার ২রা জুন (২য় প্রেফ) ১০২॥০; পাব্লিসিটি সোসাইটি ২রা জুন ৭৲, ৭।০ ৬ই জুন ৬৸০; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২রা জুন (প্রেফ) ১২৮৲; ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ২রা জুন; ৸৶, ১৲; বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২রা জুন ৩॥৶, ৩।৶ ৩রা জুন ৩॥৴, ৩॥৶; ৫ই জুন ৩৸০, ৩৸৶ ৩৸৴ ৩৸৵ ৪৲ ৪৵০ ৪৴ ৪৵ ৬ই ৪৲ ৪৶ ৪৲ ৪৴ ৪৵ ৪৶০ ৪।০ ৪৵০ ৪।৴০ ৪৶০; ৭ই জুন ৪।৶০ ৪।৴০ ৪॥৴ ৪॥০ ৪॥৶০ ৪॥৴ ৪॥৵ ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২রা জুন ৯৭৲; টিটাগড় পেপার ('এ' ও 'বি' অডি) ১২৶ (২য় প্রেফ) ১০৬৲; ৫ই জুন (প্রেফার্ড অডি) ৪৲ ৪৶ (বি অডি) ১২৲, ১২।; ৭ই জুন (প্রেফার্ড অডি) ৩৸৵০ ৪৴০ (বি অডি ১২॥০) ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ৩রা জুন (অডি) ৮৯৲ ৯০৲; ৫ই জুন (অডি) ৯০৲ ইণ্ডিয়ান এয়ারওয়েজ ৫ই জুন (অডি) ৬৸০ (ডেফ) ১।০; ইণ্ডিয়ান কড্ প্রডাক্টস ৫ই জুন ২২৸০, ২৩৲ মূলা অয়েল ৬ই জুন ১।৴; ৭ই জুন ১।০ ১।৴ ওরিয়েণ্ট পেপার ৬ই জুন (অর্ডি) ৫॥৵০, মেদিনীপুর জমিদারী ৬ই জুন ৬০৲ ৬১৲ ৭ই জুন ৫৯॥০৲ ৫৮৲ ইণ্ডো বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৭ই জুন (অর্ডি) ১০৪॥০, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৭ই জুন ৯৭৲ ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এ্যাণ্ড সিপিং ৭ই জুন ১৪॥০ পোর্ট সিপিং ৭ই জুন ১৫॥

পাটের বাজার

কলিকাতা ১০ই জুন

কলিকাতার ফাটকা বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে পাটের দরের অপেক্ষাকৃত নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ৩রা জুন ফাটকা বাজারে জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে যে বিকিকিনি হয় তাহাতে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর দাঁড়াইয়াছিল ৫৩॥৶ আনা। এসপ্তাহে বাজার খোলার প্রথম দিন অর্থাৎ ৫ই জুন তাহা কমিয়া ৫২৶ আনা হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৫১॥৶ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। গত ৩রা জুন শনিবার হইতে ফাটকা বাজারে নূতন পাটের অগ্রিম বিকিকিনি আরম্ভ করা হইয়াছে। এখনই এই বিকিকিনি আরম্ভ করা সম্বন্ধে ফাটকা বাজারে কোন কোন ব্যবসায়ী আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও ফাটকা বাজারের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড যে শেষ পর্য্যন্ত তাহা স্বরু করারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা স্থখের বিষয়। সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে নূতন পাটের বিকিকিনি আরম্ভ হইলে গত শনিবার তাহা সর্ব্বোচ্চ ৪৩৸৶০ আনা হয়। ৬ই জুন মঙ্গলবার ঐ হার ৪৪।৶০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরে তাহা কমিয়া যাইতে থাকে। অদ্য বাজারে সেপ্টেম্বর ডেলিভারির নূতন পাট সর্ব্বোচ্চে ৪১৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল।

—জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৫ই জুন	৫২৶০	৫২৶০	৫২৶০
৬ই ,,	৫৩॥০	৫২৲	৫৩৲
৭ই ,,	৫২৸৶০	৫১৸০	৫১৸০
৮ই ,,	———	(বাজার বন্ধ ছিল)	———
৯ই ,,	৫১॥৶০	৫১৲	৫১।০
১০ই ,,	৫২৸০	৫২৵০	—

—সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে

(নূতন পাট)

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৫ই জুন	৪৪৶০	৪৩।৶০	৪৩৸৶০
৬ই ,,	৪৪।৶০	৪৩৸০	৪৪৲
৭ই ,,	৪৩৸৶০	৪২৸০	৪২৸০
৯ই ,,	৪২৵০	৪০॥০	৪১৲
১০ই ,,	৪১৸০	৪১৵০	৪১৸০

আগামী পাট ফসল সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা ও বিরূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকায় নূতন মরশুমে পাটের যোগান কম হইবে বলিয়া অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল। আর তাহার প্রতিক্রিয়ায় এতদিন বাজারে পাটের দরও খুব তেজী দেখা গিয়াছিল। এক্ষণে নূতন পাট ফসল সম্বন্ধে ঐ সব ধারণা অনেক পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে। ফলে পাটের দরও ক্রমে নামিয়া আসিতেছে। ভালরূপ বৃষ্টিপাত হওয়ায় ইতিমধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আবশ্যক পরিমাণে পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে। যে সব অঞ্চলে সময়মত পাট বুনা হইয়াছিল সেই সব অঞ্চলে উহা প্রায় কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে। কয়েক স্থানে ইতিমধ্যে নিম্নভূমির পাট কাটা আরম্ভও হইয়াছে। এই সব অবস্থা দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় আবহাওয়ার অবস্থা যদি অনুকূল থাকে তবে এবারের পাট ফসল মোটামুটি ভালই হইবে। হয়ত তাহা শেষ পর্য্যন্ত গত বৎসরের ন্যায় ৯০ লক্ষ বেল দাঁড়াইবে। অদূর ভবিষ্যতে পাটের চাহিদা যেরূপ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে তাহাতে এবার ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইলে বাজারে যোগানের কমতি ঘটিবার আশঙ্কা তেমন কিছু নাই। গত ৩১শে মে তারিখে পাটকল গুলিতে মোট পৌণে ১৬ কোটি গজ থলে ও ৪৮ কোটি গজ চট অবিক্রিত অবস্থায় মজুত ছিল। মজুতের এই আধিক্য দেখিয়া অদূর ভবিষ্যতে পাটকলগুলিতে কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হইবে বলিয়াই মনে হয়। যদি তাহা বাস্তবিকই করা হয় তবে ভবিষ্যতে পাটের যোগানে কম পড়িবার কথা নহে। এই অবস্থায় পাটের দরের হার স্বভাবতঃই

নামিয়া আসিতেছে। থলে ও চটের বাজারে মন্দা চলিতে থাকায় ঐ নিম্ন গতি আরও বিশেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

নূতন পাট ফসল সম্বন্ধে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে কোম্পানী গত ৩রা জুন যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে গত বৎসরের তুলনায় ১৭ আনা, চাঁদপুর ১৭ আনা; হাজীগঞ্জে ১৬ আনা, চৌমুহানীতে ২০ আনা, আশুগঞ্জে ১৮ আনা, আখাউড়াতে ১৯ আনা, নিখিলদাম পাড়ায় সাড়ে ১৬ আনা, সরিষাবাড়ীতে ১৭ আনা, ময়মনসিংহে ১৬ আনা, এলাসীনে ১৮ আনা, ১৮ আনা, সিরাজগঞ্জে ১৭ আনা, এবং ভাঙ্গুড়ায় ১৬ আনা জমিতে পাট বুনা হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে সামান্য পরিমাণে বিকিকিনি হইয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে দামের হার কিছু বাড়িয়াছে। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিল মণ প্রতি ৯ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৮।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেলবিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী পাট খরিদ করে নাই। ফলে দামের হার নামিয়া গিয়াছে। গত ২রা জুন বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দর ছিল ৫৪ টাকা। অদ্য তাহা ৫২ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এসপ্তাহে পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় নামিয়া গিয়াছে। গত ৩রা জুন ৯ পোর্টার চটের দাম ৯/ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১।৶৬ পাই ছিল। অদ্য তাহা ৮৸৶ আনা ও ১১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজার তেজী ছিল। সপ্তাহের শেষ দিকে দর যদিও সামান্য হ্রাস পায় তবে উহা আলোচ্য সপ্তাহের সর্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষা সামান্য নিম্নে ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে আমেরিকা সরকার কর্ত্তৃক তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের আশঙ্কায় বাজারে অনিশ্চিত ভাব দেখা গিয়াছিল। বর্ত্তমানে এরূপ জানা গিয়াছে যে, এইরূপ সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের সম্ভাবনা এখন নাই বলিলেই চলে; কারণ এতৎসম্পর্কে বিরোধীদলের শক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার আলোচনা আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের পর আরম্ভ করা হইবে। কারণ উক্ত সাহায্য মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইলে অন্যান্য তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহই উহা তাহাদের স্বার্থ বিরোধী বলিয়া ধরিয়া লইবে। ইহা ছাড়াও এতৎসম্পর্কে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইএর বাজার হইতে সাংহাই ও জাপানে কিছু পরিমাণ তুলা রপ্তানী হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দুইদিনে তুলা ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট তুলা ক্রয় করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে বোরোচ জুলাই—আগষ্ট ১৭২॥ আনা দরে বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দর ১৬৬॥৶ ছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ১৬২৲ টাকা দর গিয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৬।৶ ছিল। ওমরা জুলাইএর দর বাজার বন্ধের সময় ১৬৬৲ টাকা দাঁড়ায়। ডিসেম্বর জানুয়ারীর দর দাঁড়াইয়াছিল ১৪৬৸০। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৫৯।৶ ও ১৪২॥ আনা ছিল। বেঙ্গল জুলাইএর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১২৩॥ আনা স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ১২৮৲ গিয়াছে। ডিসেম্বর জানুয়ারীর দর ১২২।০ আনা ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দর ১১৩॥ আনা ছিল।

বিদেশের তুলার বাজার তেজী ছিল এবং কারবারও ভাল গিয়াছে। এই সকল বাজারে মূল্যেরও দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তুলা ফসল সম্পর্কে আমেরিকায় পূর্ব্বাঞ্চলের আবহাওয়া অনুকূল বলিয়া সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও তুলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫.৬৬ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫.৪১ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট ৯৮.২ সেণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জুলাইএর দর দাঁড়ায় ৯.১২ সেণ্ট।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই—আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
জুন ২	১৬৭৸	১৬১॥	১২৫৲
" ৩	১৬৯।০	১৬২॥৶	১২৬৲
" ৫	"	"	"
" ৬	১৭৩॥৶	১৬৬।	১২৭৸
" ৭	১৭২৶	১৬৬৲	১২৮৲
" ৮	"	"	"
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৪২।৶	১২৬৸	১০৬৸
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৩৪৲	২২৮৲	১৯৬৸

কাপড়

কলিকাতা, ৯ই জুন।

তুলার বাজারে পুনরোন্নতি দেখা যাওয়া সত্ত্বেও কাপড়ের বাজারে বা সুতার বাজারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই এবং নূতন কারবারের অভাবে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। স্থানীয় বাজারে ব্যবসায়ীগণের হাতে বিস্তর পরিমাণে কাপড় মজুদ দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর কারবারের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। ফলে কাপড়ের মূল্য বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ দ্রুত মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কারবারের দিকে কাহারও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায় কাপড়ের মূল্য আরও নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া সকলের ধারণা। ভারতীয় মিল সমূহ স্থানীয় বাজারে তাহাদের কাপড় আমদানী করিয়া এরূপভাবে বাজার ভর্ত্তি করিয়া ফেলিতেছে যে জাপানী কাপড়ের ব্যবসায়ীগণও কোন কারবার করিতে পারিতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে অগ্রিম কারবার অতি সামান্যই হইয়াছে। বাজারের এইরূপ মন্দাবস্থা এবং মূল্যাল্পতা হেতু ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়েরও কোন কারবার হয় নাই।

সুতা

তুলার বাজার ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতেছে এবং উহার ভবিষ্যতও আশানুরূপ বলিয়া সুতার বাজারে সম্প্রতি উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। কারবারের দিক দিয়া বিশেষ কোন অগ্রগতি দেখা দেয় নাই। মিল সমূহ তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে সম্প্রতি কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না, তুলার বাজারের ক্রমোন্নতিই উহার কারণ; অপরদিকে ব্যবসায়ীগণও সুতা ক্রয়ের দিকে আগ্রহশীল নহে কারণ যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব প্রভৃতি কেন্দ্রে সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সুতা কাটতি করাও বর্ত্তমানে অসম্ভব। উত্তর ভারতেই সুতার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত আছে। কারবারও বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হইতেছে। প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কল সমূহ

উত্তর ভারতের বাজারে পূর্ব্বতন দরেই সূতা বিক্রয় করিতেছে এবং তাহারা তুলার বাজারের বর্ত্তমান উন্নতি সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। ইহাতে উক্ত মিল সমূহে বিস্তর পরিমাণ সূতা মজুদ আছে বলিয়া মনে হয়।

অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের বাজারে সূতার মূল্যের এবং চাহিদার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন মিল এই কেন্দ্রে মূল্য বৃদ্ধি করিয়াও কারবার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিলাতী সূতা—মাঞ্চেষ্টারের তাঁতিগণ উচ্চ মূল্য দাবী করায় আলোচ্য সপ্তাহেও এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতার মূল্যের উন্নতি হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা স্থায়ী প্রতিপন্ন হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়।

মার্সিরাইজ সূতার বাজারে কারবার নিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে। এই শ্রেণীর সূতার ভবিষ্যত বাজারের অনিশ্চয়তার জন্য ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। কারবার অতি অল্প হইয়াছে। তবে জাপানী তাঁতিগণও মূল্য হ্রাস করিতে রাজী নহে। মোটের উপর এই শ্রেণীর সূতার বাজার অনিশ্চিত।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের দরের কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নাই। নিম্নশ্রেণীর সূতা সম্পর্কে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা আছে। উত্তর ভারতের বাজারেই এই শ্রেণীর সূতার চাহিদা বেশী। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের বাজারে বেশীরভাগ জাপানী সূতা ব্যবহৃত হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর সূতা সম্পর্কে চাহিদার পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই সকল সূতার মজুদ পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ৯ই জুন

পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় মূল্য সামান্য পরিমাণে চড়িয়া যাওয়ায় এসপ্তাহে লণ্ডনে ও বোম্বাইয়ে সোনার দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নিম্নে দেখা গিয়াছে। গত ৩রা জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৫ পেন্স। ৫ই জুন তাহা কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৪½ পেন্স হয়। ৬ই জুন তাহা ৭ পা ৮ শি ৪ পেন্স দাঁড়ায়। ৭ই তারিখ বাজারে ঐ হার বলবৎ থাকে। ৮ই জুন তাহা হয় ৭ পা ৮ শি ৫ পেন্স অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৵৯ পাই। ৫ই তারিখ ও ৬ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। গত ৭ই জুন তাহা দাঁড়ায় ৩৭৵৩ পাই।

কলিকাতার বাজারে গত ২রা জুন প্রতিভরি সোনার দাম ৩৬৸৶ আনা, বড়ালবার ৩৬৸৵ আনা ও গিনি ২৩৸৵ ছিল অদ্য তাহা যথক্রমে ৩৬৸৶ আনা, ৩৬৸৵ আনা ও ২৩৸ দাঁড়াইয়াছে।

গত ৩রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে মোট ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

রূপা

এসপ্তাহে রূপার বাজারে একটা নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। বিকিকিনি বেশী কিছু হয় নাই। তবে দামের হার অনেকটা স্থির আছে। গত ৩রা জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯$\frac{3}{16}$ পেন্স। ৫ই তারিখ তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ৬ই জুন তাহা ২০ পেনী হয়। অদ্য তাহা আবার ১৯$\frac{3}{16}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২॥৶ আনা। ৫ই তারিখ হইতে ৭ই তারিখ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ দেখা গিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২রা জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৸৵ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫৩৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২॥৶ আনা ও ৫২৸৶০ দাঁড়াইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৯ই জুন

রেড়ীর খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ীর খৈলের ২।৵০ হইতে ২॥০ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তার (বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া) ৫।০ হইতে ৫॥০ দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর খৈল অল্প পরিমাণে ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে সরিষার খৈলের মূল্য চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ এই শ্রেণীর প্রতিমণ খৈলের ১৸৵ হইতে ২৲ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া) ৫।০ হইতে ৪॥০ দরে কারবার করে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৯ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডন হইতে নিরুৎসাহ জনক সংবাদ পাইবার ফলে স্থানীয় চামড়ার বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৩৭ হাজার টুকরা ৬৫৲ হইতে ৭৫৲ হিঃ; ঢাকা—দিনাজপুর ২০ হাজার ২ শত টুকরা ৭০৲—৮৫৲ হিঃ; লবণাক্ত ৩০ হাজার ৩ শত টুকরা ৬০৲-৯০৲ হিঃ।

গরুর চামড়া—দ্বারভাঙ্গা—রাঁচি—গয়া ১২০ টুকরা ৫।০ হিঃ রাঁচি সাধারণ—১ হাজার ৭৫০ টুকরা ৫। হিঃ দ্বারভাঙ্গা—পূর্ণিয়া সাধারণ ১ হাজার ৪ শত টুকরা ৫॥ হিঃ; ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৯ শত টুকরা ৩।—৪৲ হিঃ লবণাক্ত ১ হাজার ৩ শত টুকরা ৬৫ ৭৫ হিঃ।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকারের চামড়া মজুদ ছিল।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৫০ হাজার টুকরা; ঢাকা—দিনাজপুর ১ লক্ষ ২০ হাজার টুকরা, লবণাক্ত ১৩ হাজার ৭ শত টুকরা।

গরুর চামড়া—ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৫ হাজার ৫ শত, আগ্রা আর্সেনিক ১ হাজার ৬ শত, দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস-গয়া-রাঁচি ১ হাজার ৯ শত দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৮ হাজার ২ শত, রাঁচি সাধারণ ১ হাজার ৮৫০ টুকরা; নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ আসাম লবণাক্ত ১ হাজার ১ শত; লবণাক্ত ৭ হাজায় ৭ শত টুকরা। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৬ শত টুকরা

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৯ই জুন

গত ৫ই ও ৬ই জুন ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য উভয় শ্রেণীর চায়ের ২নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—এই শ্রেণীর মোট ৮ হাজার ৪৬৮ বাক্স চা বিক্রয় হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৯৪৬ বাক্স।

বর্ত্তমান নীলামে উক্ত চায়ের গড়পড়তা দর ॥৵১০ পাই গিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহা ॥৶৬ পাই ছিল। আলোচ্য নীলামে যে সকল চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রত্যেক জিলায় উৎপন্ন চা ছিল এবং উৎকৃষ্ট ধরণের চা ছিল। ভাল শ্রেণীর আসামজাত চাও বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং ও ডুয়ার্সের চায়ের চাহিদা এবং মূল্য উভয়ই ভাল গিয়াছে। সাধারণ এবং পরিষ্কার ধরণের পাতা চায়ের চাহিদা ছিল। ফলে উহার মূল্যও বেশী গিয়াছে। খারাপ ধরণের চায়ের কার্য্যতঃ কোন কারবার হয় নাই।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—দার্জ্জিলিং এর গুড়াচায়ের ভাল চাহিদা ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর গুড়া চায়েরও ভাল চাহিদা ছিল এবং দরও চড়া গিয়াছে। মিশ্রিত এবং অন্যান্য খারাপ ধরণের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না বলিলেই চলে। অন্যান্য প্রকার চায়ের মধ্যে ভাল পাতা চা এবং পরিষ্কার ধরণের গুড়া চায়ের চাহিদা ছিল। সাধারণর চায়ের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না।

আগামী ২৬শে এবং ২৭শে জুন পরবর্ত্তীনলাম হইবে। ১৬ই জুনের পূর্ব্বে যে সকল চা আড়তে আসিয়া পৌছিবে কেবলমাত্র তাহাই উক্ত নীলামে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে।

২নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ :—

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

		গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
		১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত	...	৪,২৪১	৬,২২৩	৩,৬৪৬	৬,৮১৮
গড়পড়তা দর	..	।৭	।/২	।৮	।৯

রপ্তানীযোগ্য—

		১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	...	৮,৪৬৮	১১,৯৪৬	১২,৫৪৯
গড়পড়তা দর	...	॥৵১০	॥৶৬	॥৶৯

লণ্ডনের বাজার :—গত ৫ই জুন লণ্ডনের নীলামে ২৯ হাজার বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। রপ্তানীযোগ্য চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ধরনের চায়েরও ভাল কাটতি হয়।

চা ফসলের অবস্থা—প্রাথমিক বরাদ্দ অনুসারে জানা যায় যে, উত্তর ভারতের উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটি ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা ৯ই জুন

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে :—১৯৩৮-৩৯ সালে দেশীয় রাজ্য সকল লইয়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন চিনির কলে এবং গুড়ের কারখানায় মোট ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছে; গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমান ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ছিল। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে উৎপন্ন চিনির পরিমান ৩ লক্ষ ৩ হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার জন্য ইক্ষু ফসলের ক্ষতি হয়। উক্ত দুই প্রদেশেই মোট ভারতীয় চিনির শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চিনি কাট্‌তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান বৎসর গত বৎসরে উদ্বৃত্ত লইয়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন ভারতীয় চিনি পাওয়া যাইবে। সুতরাং চাহিদা মিটাইবার পক্ষে বাকী ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন বিদেশী চিনির আমদানীর প্রয়োজন হইবে। গত ডিসেম্বর হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ মন বিদেশী চিনি জাভা ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতের বিভিন্ন বাজারে আমদানী হইয়াছে। আর ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি আমদানীর প্রয়োজন হইলে আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভারতীয় বাজারের ব্যবসায়ীগণ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন জাভা চিনি সম্পর্কে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

স্থানীয় ভারতীয় চিনির বাজার স্থির ছিল। জাভা চিনির মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে ব্যবসায়ীগণ চিনি ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেনা। স্থানীয় আড়তদারগণের ধারণা এই যে চিনির বাজারের বর্ত্তমান মন্দা ভাব স্থায়ী হইতে পারে না এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার উন্নতি দেখা দিবে। চিনির বাজারে কারবারের প্রতি ব্যবসায়ী ও আড়তদার কাহারও মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। স্থানীয় বাজারে ২৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চিনির মণ প্রতি নিম্নরূপ দর গিয়াছে। মতিপুর ১১।৵০ মাড়োয়ারা ১১।৵০; রূপাহা ও পুরসা ১১।০

জাভাচিনি—স্থানীয় বাজারে এই শ্রেণীর চিনির চলতি মূল্য প্রতিমণে চারি আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে প্রতিমান দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত মূল্য হ্রাস পায়। চাহিদার অভাব এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণের চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আগ্রহাতিশয্যই উহার অন্যতম কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই শ্রেণীর চিনির বাজার অদূর ভবিষ্যতে কিরূপে দাঁড়াইব তাহা অনিশ্চিত। চাহিদার উপর উহা নির্ভর করিতেছে। স্থানীয় বাজারে ৫০ হাজার বস্তা জাভা চিনি মজুত আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ৯ই জুন

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি) নিম্নরূপ মূল্য গিয়াছে।

খালানটো	**মূল্য**
জুলাই	২২৭॥০
আগষ্ট	২২৯॥০
সেপ্টেম্বর	২২৯॥০
অক্টোবর	২৩০৲
চল্‌তি দর	২২৫৲
আতপ	
মোটা	২২১৲-২২২৲
সরু	২৩০৲-২৩১৲
টেবিয়ান	২৩৭৲-২৪৭৲
সুগন্ধি	২৪২৲-২৪৭৲
লুণ্ঠন	২৩৭৲-২৪২৲
মাণ্ডালো	২৫৫৲-২৬৫৲
ভাঙ্গী	১৫৭৲-১৮০৲

গত ৩রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে মোট ৩৯ হাজার ৩৬১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৪৬ হাজার ৭২৩ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

কলিকাতা, ৯ই জুন

ধান (নূতন)	**প্রতি মণ**
সাদা মোটা	২।০-২০।১৫
ওড়াশাল	২৵০-২৶০
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২॥১০-২॥/০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২।/০-২।/১০
দাদশাল	২॥০-২॥৶০
চিনি আতপ	২॥৵০-২॥৵১০

রূপশাল	২৷৵১০-২৷৶০
সাধারণ পাটনাই	২৷৵০-২৷৵১০
কাটারী ভোগ	২৸০-২৸১০
হামাই	২৷৵০-২৷৶০
হোগলা	২৷৶১০-২৷৶০
চাউল (নূতন)	**প্রতি মণ**
রূপশাল (কল)	৪৷৶০
রূপসাল (ঢেকী)	৪৷৶০
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	৪৶০-৪৷০
নূঃ কাটারী ভোগ „	৫৵০
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৷০-৪৷৷০
চিনি কামিনী ঢেকী	৫৶০
কামিনী আতপ চাউল কলছাটা	৫৷৶০, ৪৷০, ৪৷৷০
জটা বাঁশফুল (ঢেকী)	৪৸৶০
দাদখানী	৪৷৶০-৪৷৷৶০
গুজি এলাহি ঢেকী চাউল	৪৷৶০
ইক্ষু গুড়	৬৷৷০-৬৸০

গত ৩রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে ১ হাজার ৭১৪ টন, বোম্বাই হইতে ৩৯৫ টন এবং করাচি হইতে ৮ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ যথাক্রমে ২ হাজার ১৯৬ টন, ৩ টন এবং ১৭৭ টন ছিল।

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ৯ই জুন

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১২৷৷০, ১৫৲, ১৮৲
জিরা	১৭৷৷০, ১৯৲, ২২৲
মরিচ	১৪৲, ১৪৷৷০
ধনে	৬৲, ৭৸০
লঙ্কা	১২৷৷০, ১৪৲, ১৬৷৷০
সরিসা	৫৸০, ৬৷৷০
মেথী	৪৸০, ৫৷৷০
কালজিরা	৮৷৷০, ৯৷৷০
পোস্তদানা	৯৷৷০, ১০৷৷০, ১১৲
দেশী সুপারী	১১৲, ১১৸০, ১২৷৷০
জাহাজ কাটা সুপারী	১০৷৷০, ১১৲, ১১৷৷০
ঐ গোঃ সুপারী	৯৲, ৯৷৷০, ১০৲
পিলাং কেশুয়া	৫৷০, ৫৷৷০
পাল কেশুয়া	৬৷০, ৬৷৷০
জাভা কেশুয়া	৫৸৶০; ৬৷৷০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৲, ৬৲, ৭৲
ছোট এলাচ	৩৲, ৩৸০, ৫৲ সের
বড় এলাচ	৩২৲, ৩৭৲
দারুচিনি	২৩৷৷০, ২৫৷৷০
লবঙ্গ	৫১৲, ৫২৲
মৌরি	১১৲, ১১৷৷০
গুটী খয়ের	১৪৲, ১৫৲, ১৬৲
কাগজী বাদাম	৪৩৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১১৲, ১২৲, ১৩৲
কিসমিস	১৪৷৷০, ১৫৲
হিং	২৲, ৩৲, ৫৷৷০ সের
কর্পূর	৩৷৷৶০ সের

সাবান বাগমারি	৭৷৷০, ৮৷৷০, ৯৷৷০
মধু	১২৲, ১৩৲
ধুনা	৭৸০, ৮৷৷০

বিবিধ দ্রব্য

কলিকাতা ৯ই জুন

হরিতকী	**প্রতি মণ**
জব্বলপুর ১নং	১৷৷৶০
ঐ মিশাল	১৷৷৵০
তেতুল	
উৎকৃষ্ট কাল (৫% বীচি সমেত)	৪৲
ঐ (১০% „)	৩৷০
হলুদ	
পাবনাই	৯৲
দেশী	৮৷৷০—৯৲
কুচিলা—	
কটক মিশাল	২৷৶০
কলাই—	
সাদা	৪৸০
সবুজ	৪৲
অরহর	৫৲
কলে ধোনাই বীচি ছাড়ান	১৯৲

লৌহ এবং ঢেউ টীনের বাজার

কলিকাতা, ৯ই জুন

জয়েষ্ট বে-মার্ক		
(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) „		৬৸৶০ হইতে ৭৲ হন্দর
জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—		
(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) „ (৭×৪) „ (৮×৪) „		৭৸০ হন্দর
(৯×৪) „ (১০×৫) „		৮৲ হন্দর
(১২×৫) „		৮৶০ „
টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টী)		
(২×২×।০) ইঞ্চি (২৷৷০×২৷৷×।০) ইঞ্চি		৯৲ হইতে ৯৷৷০ হন্দর
টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—		
(১×১×।০) ইঞ্চি নাঃ (৩×৩×।০)		৭৲ হন্দর
(৩০×৩৷৷×।৶) নাঃ (৪×৪×৷৷০) ইঞ্চি		৮৸ হন্দর
গ্যালভানাইজড্—ঢেউ টীন		
টাটা—২৪ গেজ	৬ হইত ১০ ফুট	১১৸ „
বি—২৪ গেজ	„ „	১২৸০ „
আর পি ডি ২৪ গেজ	„ „	১৪৲ „
টাটা—২২ গেজ	„ „	১২৸০ „
বি —২২ গেজ	„ „	১৩৲ „
গ্যালভানাইজড্ কাঁটা তার—		
৯০ পাঃ প্রতি বাণ্ডিল		১১৲
৯৫ পাঃ ঐ		১১৷৷০

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১৯শে জুন, সোমবার ১৯৩৯ | ৭ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৮১-১৮৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৮৯-১৯৩
বাঙ্গলায় গান্ধী-বিরোধী আন্দোলন	১৮৪-৮৫	কোম্পানী প্রসঙ্গ	১৯৪-১৯৫
ভারতীয় কয়লা শিল্পের সমস্যা	১৮৬	মত ও পথ	১৯৬
বাঙ্গালায় শর্করা শিল্পের সম্ভাবনা	১৮৭-৮৮	বাজারের হালচাল	১৯৭-৩০৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক সমূহের প্রশংসনীয় উদ্যম

বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক সমূহ বর্ত্তমানে কি প্রকার অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা এই সব অসুবিধা দূর করিবার এবং ব্যাঙ্ক সমূহের আভ্যন্তরীণ গলদের সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩৪টি ব্যাঙ্ক মিলিয়া ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশন নামে যে একটী সমিতি গঠন করে তাহারা কথাও গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সমিতির এই নামে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করাতে বর্ত্তমানে উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসন' রাখা হইয়াছে এবং ১১নং হেয়ার ষ্ট্রীটে উহার অফিস স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ব্যাঙ্ক সমূহ যাহাতে উহাদের নিকট আমানতী টাকা নিরাপদ ও সহজে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তনযোগ্যভাবে দাদন করিতে অগ্রসর হয় এবং কোন ব্যাঙ্ক বিপদে পতিত হইলে অন্যান্য ব্যাঙ্ক যাহাতে উহাকে সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্য উক্ত সমিতি একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রস্তাবের মর্ম্ম হইতেছে যে (১) নিরাপত্তা ও নগদে পরিবর্ত্তন করিবার সুবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীর দাদন পদ্ধতি স্থির করা হইবে এবং সমিতির সদস্যভুক্ত প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পক্ষে উহার আমানতী টাকার এক একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দাদনে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক হইবে (১) কোন ব্যাঙ্ক বিপদে পড়িলে অন্য ব্যাঙ্কসমূহ এই সব দাদনী টাকার জামিনে প্রথমোক্ত ব্যাঙ্ককে সাময়িকভাবে নগদ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবে (৩) ব্যাঙ্কের সহিত যাহারা কারবার করে বা করিতে আসে সমিতি তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গোচরে আনিবে। উহার ফলে, যাহারা এক বা একাধিক ব্যাঙ্কের সহিত প্রতারণা-মূলক কাজ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নূতন আর কোন ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করা সম্ভবপর হইবে না। (৪) ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে যাহাতে কোন অবৈধ প্রতিযোগিতা না হয় সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবটী সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। বিভিন্ন শ্রেণীর দাদনকে বাঁধাধরা হিসাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দাদনে ভাগ করা সম্ভবপর কিনা তদ্বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ ব্যাঙ্কসমূহ দাদন, ওভারড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট, বিল ডিসকাউণ্ট ইত্যাদি হিসাবে যে টাকা দাদন করে তাহা ক্ষেত্রবিশেষে এবং খাতকের চরিত্র অনুযায়ী উপরোক্ত তিন শ্রেণীর যে কোন শ্রেণীর দাদন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যাহাহউক, এই সব অসুবিধা থাকিলেও সমিতি যদি আন্তরিকভাবে কার্য্যে অগ্রসর হন তাহা হইলে ছোট ব্যাঙ্কসমূহের দাদননীতির গলদ বহুলাংশে সংশোধিত হইতে পারে এবং পরস্পরের বিপদে উহারা পরস্পরকে সাহায্য

করিতে পারে। এই সব কারণে মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসনের উপরোক্ত উদ্যমকে আমরা একটি বিশেষ প্রশংসনীয় উদ্যম বলিয়া মনে করি এবং এই উদ্যম আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করিলেও তাহাতে আমরা সুখী হইব। বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, একচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ এবং অ-বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহে বাঙ্গালীর কোটি কোটি টাকা পড়িয়া রহিয়াছে এবং এই টাকায় ইউরোপীয় ও অ-বাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এদিকে টাকার অভাবে বাঙ্গালা দেশের কোন শিল্প ও ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। উহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাঙ্গালীর বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে না পারিলে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হইবে না। এই জন্য বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিবার জন্য যিনি যে ভাবেই চেষ্টা করুন না কেন তিনি দেশের ও জাতির ধন্যবাদার্হ।

কাপড়ের কলে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

আহমদাবাদ এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময় কাজ হয় তজ্জন্য সমস্ত কাপড়ের কলের পরিচালকদের নিকট একটি সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নানা কারণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু কলে উৎপাদিত বস্ত্র ও সূতা অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই ভারতের সমস্ত কাপড়ের কল অপেক্ষাকৃত কম সময় কাজ চালাইয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করে তজ্জন্য বোম্বাই ও আহমদাবাদের কলওয়ালা সমিতি চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই ভাবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের একটা প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে বোম্বাই ও আহমদাবাদের সহিত বাঙ্গলা দেশের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। বোম্বাই ও আহমদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে উক্ত প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের এক পঞ্চমাংশও উৎপন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ সেলস ট্যাক্সের জন্য বোম্বাই প্রদেশের বস্ত্রশিল্পের যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গলায় সেরূপ কোন অবস্থা ঘটে নাই। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশ বোম্বাই ও আহমদাবাদের কাপড়ের কলগুলির উপরোক্ত প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে না। বাঙ্গলা দেশ বর্ত্তমানে যদি এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত মূলনীতি মানিয়া লয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের ব্যাপারেও বাঙ্গলা দেশকে সমস্ত প্রকার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে। উহার ফলে বাঙ্গলা দেশকে চিরদিন কাপড়ের জন্য বোম্বাই ও আহমদাবাদের নিকট মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। অবশ্য আমরা যতদূর জানি তাহাতে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলিতেও উৎপন্ন মাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের পৃথক পন্থা রহিয়াছে এবং বারান্তরে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিব। আপাততঃ আমাদের যতদূর মনে হয় তাহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি যদি উৎপাদন সঙ্কোচের প্রস্তাবে রাজী হয় তাহা হইলে বস্ত্রের ব্যাপারে বাঙ্গলার পর-নির্ভরতাই বৃদ্ধি পাইবে। আমরা অবগত হইলাম যে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতিও বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলওয়ালা সমিতির উপরোক্ত প্রস্তাবে আমাদের উপরোক্ত অভিমতের অনুরূপ জবাব দিয়াছেন। আশা করা যায় যে বোম্বাই ও আহমদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালাগণ বাঙ্গলার বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা দেশকে উপরোক্ত প্রস্তাবমত কাজ করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবেন। উহা করিলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে বাঙ্গলার সহিত বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের যে বিরোধের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপশম হইবে এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙ্গলার সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের পক্ষে সহজ হইবে।

খাদি কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাঙ্গলা দেশে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের একটি শাখা রহিয়াছে এবং এই শাখার তত্ত্বাবধানে বাঙ্গলার ১৬টী কেন্দ্রে খাদি প্রস্তুত হইয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় হইতেছে। ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে যে বাঙ্গলায় খাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থাগম হয় তাহার অধিকাংশই কাটুনী সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করেন এবং উহার ফলে কাটুনী ও তাঁতীগণ উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক পায় না এবং খাদির মূল্যও হ্রাস পায় না। অভিযোগটী অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই। কারণ খাদি শিল্প অন্য দশ প্রকার শিল্পের মত নহে। উহার পেছনে একটা রাজনীতিক ইতিহাস রহিয়াছে এবং যাঁহারা এই শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারা দেশের নীরব কর্ম্মীদের অন্যতম। এই সব কর্ম্মীই যদি দেশে উচ্চমূল্যে খাদি বিক্রয় করিয়া এবং দরিদ্র তাঁতী ও কাটুনীগণকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময় বলিয়া মনে করিতে হয়। সুখের বিষয় যে এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া আমরা উহার কোন সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বাঙ্গলার কাটুনী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৯৩৮ সালে যে খাদি উৎপন্ন ও বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে ১৯৩৭ সালের হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ বৎসরে সঙ্ঘের মারফতে বাঙ্গলায় মোট ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৬৮ টাকা মূল্যের খাদি, রেশমী জিনিষ ও পশমী জিনিষ বিক্রয় হইয়াছিল এবং বৎসরের শেষে সঙ্ঘের হাতে ঐ বৎসরে উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে ১৭ হাজার ৭৬৫ টাকা মূল্যের জিনিষ মজুদ ছিল। উপরোক্ত ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৩৩ টাকা মূল্যের জিনিষের মধ্যে এই বৎসরে সঙ্ঘ বিক্রয় কমিশন বাবদ ১০ হাজার ১৮১ টাকা; তুলা, রেশমের গুটী, সূতা ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ৭২ হাজার ৬৩৭ টাকা; সঙ্ঘের বহির্ভূত কেন্দ্রে উৎপন্ন খাদি রেশম ও পশমী জিনিষ ক্রয় বাবদ ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫০৮ টাকা এবং কাটুনী ও তাঁতীদের মজুরী, রঞ্জন ও ছাপার কাজ, কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় খাদি প্রভৃতির আমদানী ব্যয় ইত্যাদিতে ৫১ হাজার ৩৭৮ টাকা ব্যয় করেন। বাকী ৩১ হাজার ১৩৩ টাকার মধ্যে ঐ বৎসরে কাটুনী সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্ম্মীদের বেতন, বাড়ীভাড়া, রাহাখরচ, পোষ্টেজ, প্রচারকার্য্য, আসবাবপত্রের মূল্যাপকর্ষ ইত্যাদিতে ৩১ হাজার ২৮৪ টাকা ব্যয় হয় এবং ৮৪৯ টাকা কাটুনীদের সাহায্যের জন্য সৃষ্ট তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। আমরা ১৯৩৭ সালের হিসাবে দেখিতে পাইলাম যে ঐ বৎসরে সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সমষ্টিগত পরিচালনা ব্যয় হিসাবে যে ৩১ হাজার ২৮৪ টাকা দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে কর্ম্মীদের বেতনের দফায় মাত্র ১০ হাজার ৪৩৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে ৬৩ জন কর্ম্মী নিযুক্ত ছিলেন। এই হিসাবে উপরোক্ত বৎসরে গড়ে প্রত্যেক কর্ম্মী প্রতি মাসে মাত্র ১২॥ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে খাদির কাজে যাঁহারা লিপ্ত আছেন তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে দেশবাসী অজ্ঞ নহে। এই শ্রেণীর কর্ম্মীগণ যদি গড়ে মাসিক ১২॥ টাকা পারিশ্রমিক লইয়া দেশে খাদির প্রচার করিয়া

থাকেন তাহা হইলে উহা যে কিছুতেই বেশী নহে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ কল-কারখানার মজুরগণ যে পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করিয়া থাকে খাদি কর্ম্মীগণ তাহা অপেক্ষাও কম পারিশ্রমিকে কাজ করিতে-ছেন। এরূপ অবস্থায় খাদির টাকার বেশীর ভাগ খাদিকর্ম্মীগণ লইয়া যাইতেছেন এবং উহাদের জন্যই বাঙ্গলায় খাদির মূল্য কমান যাইতেছে না—উহা বলা নিতান্ত অবিচারমূলক বলিয়াই আমরা মনে করি। আশা করি উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে আর কেহ এই ধরণের মিথ্যা প্রচারকার্য্যে ভ্রান্ত হইবেন না।

মোটর শিল্প ও ভারত সরকার

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ৪ কোটি টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী, ট্যাক্সী, মোটর বাস ও মোটর লরী আমদানী হইতেছে। এদেশে মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্ম্মাণে বর্ত্তমানে ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মধ্যে যে উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে দেশে মোটর যানের আমদানী আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী সাজ সরঞ্জামের অধিকাংশই পাওয়া যায়। অথচ মোটর যানের মারফতে বৎসর বৎসর দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার মারফতে আরও বেশী পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইবে দেখিয়াও আজ পর্য্যন্ত এদেশে মোটর গাড়ী নির্ম্মানের জন্য কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক সম্প্রতি গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া মহীশূরের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার সার এম বিশ্বেশ্বরায়া এই বিষয়ে চেষ্টা উদ্যোগ করিতেছেন এবং ইদানীং কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটিও এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন এত ব্যয়বহুল ব্যাপার যে এই বিষয়ে ভারত সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। অন্য দেশে জাতীয় সম্পদের এইরূপ অপচয় দেখিলে দেশের রাজশক্তি নিজেদের হাত হইতে বিপুল অর্থ সাহায্য করিয়া দেশের লোকের দ্বারা মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন করিতেন এবং এই কারখানায় উৎপন্ন গাড়ী যতদিন পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানী মোটরযানের প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া থাকিবার মত শক্তি অর্জ্জন না করে ততদিন পর্য্যন্ত এই শিল্পকে রক্ষণশুল্কের দ্বারা সাহায্য করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেরূপ আশা করা অসম্ভব। যাহা হউক, সম্প্রতি সার বিশ্বেশ্বরায়া ভারত সরকারের নিকট হইতে এই মাত্র একটা প্রতি-শ্রুতি চাহিয়াছিলেন যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী মোটর যানের উপর আমদানীশুল্কের পরিমান হ্রাস করা হইবে না। ভারত সরকার হয়তঃ নিজেদের অর্থাভাব মিটাইবার জন্য আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদেশাগত মোটর যানের উপর আমদানীশুল্কের হার বর্ত্তমান হারেই বজায় রাখিবেন। উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করাও তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু এক কোটী টাকা মূলধন খরচ করিয়া মোটর গাড়ী নির্ম্মানের কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে আমদানী শুল্ক সম্বন্ধে সার এম বিশ্বেশ্বরায়া নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার এই বিষয়েও কবুল জবাব দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে ভারতবর্ষে যে সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং বিদেশীর প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না মাত্র সেই সব শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়েই তাঁহারা বিবেচনা করিবেন—যে শিল্প এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। আমরা ভারত সরকারের এই যুক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই যুক্তি ভারতীয় সংরক্ষণ নীতির একটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছু নহে। তারপর সার এম বিশ্বেশ্বরায়া যখন মোটর যানের উপর আমদানী শুল্ক বর্ত্তমান হারে বজায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন তখন উহার সহিত ভারতীয় সংরক্ষণ নীতিকে জড়াইবার কোন হেতু নাই। দেশে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার ব্যাপারে কি গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তব্য নাই? কিন্তু এই সব কথা বলা বোধ হয় হয় নিস্ফল। কেননা ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে গড়ে যে ৪ কোটি টাকা মূল্যের মোটরযান আমদানী হইতেছে তাহার মধ্যে সোয়া কোটী টাকা মূল্যের মোটরযানই ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মোটর শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলে ইংলণ্ডের এই ব্যবসা মাটী হইবে।

সার এম বিশ্বেশ্বরায়ার আবেদনের এই পরিণতি হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে দেশে বৃহদাকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা যে কত অসম্ভব তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এই ব্যাপার হইতে উহাও প্রমাণিত হইতেছে যে প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া ভারতীয় শুল্কনীতির পরিচালনা যদি ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের হাতে অর্পিত না হয় তাহা হইলে এই শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি অসম্ভব।

জীবনযাত্রার আদর্শ সম্বন্ধে তদন্ত

টাকার হিসাবে কোন ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হইলেই তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে একথা বলা যায় না। কেননা টাকার হিসাবে আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য যদি উহা অপেক্ষা বেশী হারে চড়িয়া যায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে অধিক আয় সত্ত্বেও কম পরিমাণে ভোগ্যসামগ্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যে দরিদ্র কৃষক বা মজুর চাউলের মূল্য প্রতিমণ ৩ টাকা থাকার সময়ে মাসিক ১০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, চাউলের মূল্য প্রতিমণ ছয় টাকা হইলে মাসিক ১৫ টাকা আয় করিয়াও সে দু'বেলার অন্ন সংস্থান করিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য সমষ্টিগতভাবে এক একটা জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। টাকার হিসাবে একটা জাতির সমষ্টি-গত আয়ের পরিমাণ বাড়িলেই তাহার অবস্থার উন্নতি ঘটিতেছে উহা বলা চলেনা। ব্যক্তির ন্যায় এক একটা জাতির সমস্ত লোক যখন পিতৃপুরুষের সঞ্চিত মূলধন ব্যয় না করিয়া অথবা ঋণ গ্রহণ না করিয়া একমাত্র নিজের আয় দ্বারা নিজের জীবন যাত্রার আদর্শের উন্নতি বিধান করিতে পারে—অর্থাৎ সে যখন নিজের আয় দ্বারা অধিকতর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু, উন্নততর ধরনের বাসগৃহ ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে পারে তখনই তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে একথা বলা চলে। এই দিক হইতে গত ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থার কি উন্নতি ঘটিয়াছে? না—এই কয় বৎসরের মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে ভারতবাসীকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে আহার্য্য ও পানীয়, অপকৃষ্টতর শ্রেণীর বাসগৃহ ও পরিচ্ছদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। এক কথায় ভারতবর্ষ কি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দরিদ্রতর হইয়াছে? এই সব প্রশ্ন খুব কৌতূহলোদ্দীপক এবং অনেকেই এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে চান। অন্যান্য দেশে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নিয়মিত ভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাহার ফল জনসমাজে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক সম্প্রতি সংবাদ জানা গিয়াছে যে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ গ্রেগরী গত ১৫।১০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি কি অবনতি ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই এই তদন্তের ফল সাধারণে প্রকাশ করা হইবে। সরকারী রিপোর্ট সমূহ অনেক সময়ে দেশের লোকের নিকট গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রচার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়া থাকে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান রিপোর্টে এই নিন্দনীয় নীতি অবলম্বন করা হইবে না। যদি নিরপেক্ষ ভাবে এই তদন্ত হয় তাহা হইলে উহার ফলাফল হইতে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছে—না দেশের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি ঘটিতেছে তাহা দেশবাসী জানিতে পারিবে।

বাঙ্গলায় গান্ধী-বিরোধী আন্দোলন

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর হইতে বাঙ্গলা দেশে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সংবাদপত্র সভাসমিতিতে মহাত্মাজির বিরুদ্ধে অবিরত প্রচার কার্য্য চলিতেছে; বহু বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ—এমন কি বাঙ্গলা দেশও যাঁহার কথা বেদবাক্যের মত বরণ করিয়া লইয়াছে, যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি মহামানব, অতিমানব যীশু খৃষ্টের অবতার বলিয়া অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, যাঁহার দর্শন লাভে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি কৃতার্থ মনে করিয়াছেন আজ তাঁহারই প্রত্যেকটী কাজ, প্রত্যেকটী কথার তীব্র সমালোচনা হইতেছে এবং অনেকে প্রকাশ্য জনসভায় পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্বের এই বিড়ম্বনা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নহে। বাঙ্গলা দেশে সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপারে অনেকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে সুরেন্দ্রনাথ এক সময়ে বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে শত শত ব্যক্তি যাঁহার গাড়ী টানিয়া কৃতার্থ বোধ করিত সেই সুরেন্দ্রনাথকে শেষ জীবনে জনসমাজের নিকট হইতে কম অপমান ভোগ করিতে হয় নাই। নেতৃত্ব যখন প্রগতিশীল মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে অসমর্থ হয়—দেশের অগ্রগামী দলের সহিত পথ চলিতে অক্ষম হয় তখনই জনসমাজের হাতে তাহার বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মহাত্মাজীর সম্পর্কে বাঙ্গলার জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—তিনি কি দেশের অগ্রগামী দলের সহিত পথ চলিতে অসমর্থ? দেশের স্বার্থ কি তাঁহার কাছে নিরাপদ নহে?—অথবা আজ যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন তাঁহাদের কাছে কি দেশের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ? মহাত্মাজির বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় আজ যে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রতি পদে তাঁহার যে সমালোচনা হইতেছে তাহার যৌক্তিকতা এই সব প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করিবে।

এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইতে হইলে আদর্শ ও কর্ম্ম-পন্থার দিক হইতে মহাত্মাজির সহিত তাঁহার বিরোধী দলসমূহের পার্থক্য কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মহাত্মাজি দেশের স্বাধীনতা চাহেন এবং খুব সম্ভবতঃ স্বাধীনতা অর্থে তিনি ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন বুঝেন। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা হিসাবে তিনি অহিংস কর্ম্মনীতি এবং প্রয়োজন-স্থলে আইন অমান্য আন্দোলনকে বাছিয়া লইয়াছেন। বিরোধী দলের মধ্যে অনেকেই হয়তো বৃটীশ সম্পর্ক শূন্য পূর্ণ স্বাধীনতাকে কাম্য বলিয়া মনে করেন এবং কেহ কেহ হিংসা অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহকে উহার পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন। আদর্শের দিক হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে উচ্চতর এবং জাতীয় সম্ভ্রম-বোধের পরিপোষক। কর্ম্মপন্থার দিক হইতে হিংসাবাদ সাধারণের পক্ষে অধিকতর বোধগম্য এবং জগতের অতীত ও বর্ত্তমানের ইতিহাসে উহার বহু নজীর রহিয়াছে। কিন্তু রাজনীতি ভাব-প্রবণতা নহে। যে রাজনীতি বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ভাবাবেগে পরিচালিত হয় তাহা দেশের মৃত্যুই ডাকিয়া আনে। বৃটীশ সাম্রাজ্য হইতে বিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা সহজ। কিন্তু ইংরাজ দুর্ব্বল নহে। সহস্র সহস্র ইংরাজ যে ভারত সাম্রাজ্য গড়িয়াছে, যে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের সঞ্চিত শত শত কোটী টাকার মূলধন খাটিতেছে, যে দেশ হইতে তাহারা প্রতি বৎসর শতাধিক কোটী টাকার ধন-সম্পদ নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে সেই দেশের শক্তিহীন ও শতধাবিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি বলিলেই ইংরাজ তল্পিতল্পা লইয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবে উহা মনে করা ভুল। উহাদিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা দেশ হইতে বিতাড়িত করা যাইবে—উহা মনে করা আরও বাতুলতা মাত্র। সিপাহী বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পর্য্যন্ত হিংসাবাদের অনেক পরীক্ষা হইয়াছে এবং প্রতি বারে দেশের জনসাধারণের উহার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

গান্ধী বাস্তববাদী। দেশের বাস্তব অবস্থাকে চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া প্রদেশ, সম্প্রদায় এবং ভাষার দিক হইতে শতধা বিচ্ছিন্ন এই ভারতবাসীকে রাজনীতিক অধিকার লাভে পরিচালিত করিতে তাঁহার ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা ভারতবর্ষে কখনও জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রভাব মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিয়া তিনি দেশবাসীকে ধাপ্পা দেন নাই। ইংরাজের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট নহে। বিশেষতঃ এই শতধা বিচ্ছিন্ন দেশে হিংসার ভাব জাগাইয়া দিলে তাহা নাগরিক জীবনের সর্ব্বস্তরে বিসর্পিত হইয়া উহা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইবে এবং উহার ফলে ভারতবর্ষে ইংরাজেরই শক্তিবৃদ্ধি হইবে—উহা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি আরও জানেন যে—যে শক্তির বলে ইংরাজ আজ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে তাহা তাহার মেশিনগান, বোমাবর্ষী বিমানপোত বা গোলা বারুদের মধ্যে নিহিত নহে। শাসন ও শোষণযন্ত্রের সর্ব্বক্ষেত্রে অগণিত ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতাই ইংরাজের শক্তির মূল উৎস। এই উৎস শুকাইয়া গেলে ইংরাজ জাতি আজ না হউক দু'দিন পরে দেশের শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে—উহাও তিনি বুঝেন। এই জন্যই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি হিংসার বাণী লইয়া অবতীর্ণ হন নাই। হিংসা অপ্রয়োজনীয় এবং দেশের পক্ষে অহিতকর, শাসন ও শোষণের ব্যাপারে ইংরাজের সহিত সহযোগিতা করিও না—উহাই তাঁহার বাণী।

মহাত্মাজির এই নীতি ও কর্ম্মপন্থা বহুলাংশে সাফল্যও লাভ করিয়াছে। একটা জাতির ইতিহাসে ২০।২৫ বৎসর কিছু নহে। আয়র্লণ্ডকে সাত শত বৎসর সংগ্রামের পর স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। ইটালী, পোলাণ্ড, পারস্য প্রভৃতি দেশকেও স্বাধীনতা লাভের জন্য শতাধিক বৎসর সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় মহাদেশে—যেখানে ধর্ম্ম ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্যের ফলে স্মরণাতীত কাল হইতে পরস্পরের মধ্যে অবিরত সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে—যে দেশে কোন দিন একটা একজাতীয়ত্ব বোধের অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না—সেই দেশে মাত্র বিশ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে মহাত্মাজি একটা জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি করিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের অধিবাসী জাতীয়তার একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রগত ব্যাপারেও মহাত্মাজীর কর্ম্মনীতি সাফল্যের পথে কম অগ্রসর হয় নাই। নূতন শাসনতন্ত্র এবং তৎপর বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর প্রতিশ্রুতির ফলে আজ প্রদেশ সমূহের শাসনভার দেশের প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশে প্রদেশ সমূহের শাসন ব্যাপারে বৃটীশ শাসকদের প্রভাব প্রতিপত্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু আজ এই প্রভাবকে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার কোন ক্ষমতা যে বৃটিশ শাসকদের নাই, গত দুই বৎসরকাল সময়ের মধ্যে উহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য প্রাদেশিক ব্যাপারে এখনও যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসকগণ প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইতেছেন না এরূপ নহে। কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলেই তাহা সম্ভবপর হইতেছে। যাহা হউক নূতন

শাসনতন্ত্র এবং বড়লাটের প্রতিশ্রুতির ফলে দেশের শাসন ব্যাপারে দেশের জনমতের প্রতিনিধিদের হাতে যে অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা আসিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে প্রতি বৎসর দেশের রাজস্বের ৮০ কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকা দেশের হিতজনক কাজে ব্যয় করিবার ক্ষমতা আসিয়াছে। অধিকন্তু কোন দেশের শাসনযন্ত্র হাতে থাকিলে শাসকবর্গ দেশের আধাসরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও অল্পবিস্তর ক্ষমতা খাটাইতে সক্ষম হইয়া থাকেন। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের আমলে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে বৎসরে অন্ততঃ একশত কোটি টাকার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আসিয়াছে। এই ক্ষমতা যদি দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করা হয় এবং দেশবাসী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যদি এই ক্ষমতার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশের ভিতরে এমন একটা শক্তিসঞ্চার হইবে যাহা উপেক্ষা করা ইংরাজ কেন—ইংরাজ অপেক্ষা শক্তিশালী জাতির পক্ষেও সম্ভবপর হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর দূরদৃষ্টি এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্মপন্থার ফলেই মাত্র ২০ বৎসর মধ্যে দেশের হাতে এই দুর্দ্দমনীয় শক্তি আসিয়াছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই শক্তির অপব্যবহার ঘটিতেছে এবং উহার নানা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াও দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন দেশের গবর্ণমেণ্টই শক্তির এই অপব্যবহার ও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত নহে। উহা সত্ত্বেও নূতন শাসনতন্ত্রের ফলে দেশের যে শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে এবং এজন্য যে দেশের বহুমুখী উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতেছে—ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিরুদ্ধ দল বলিবেন আমরা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সন্তুষ্ট নহি, আমরা দেশ শাসন ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা চাই—এজন্য অপেক্ষা করিতে আমরা রাজী নহি। প্রত্যেক দেশহিত-কামীর একথা বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু উহাদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কি? বিপ্লবপন্থীদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য দলের মধ্যে একদল বলেন—গান্ধীকে মানি, কংগ্রেসের আদর্শ সমর্থন করি, কিন্তু গান্ধী যাহাদিগকে বিশ্বাস করেন—শ্রদ্ধা করেন—যাহারা একনিষ্ঠভাবে গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার সমর্থন করেন তাঁহাদিগকে মানি না। উহা রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা নহে—উহা ব্যক্তিগত বিরোধের কথা। উহাতে দেশবাসী উৎসাহ বোধ করিতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন ইংরাজকে ছয় মাসের নোটীশ দাও—স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈয়ার কর। কিন্তু নোটীশ দিলেই ইংরাজ দেশ ছাড়িয়া পালাইবে না। বিশেষতঃ যখন দেশের কোটী কোটী লোক সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও প্রায় একবাক্যে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিতেছে এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের বিরোধকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তখন ইংরাজকে নোটীশ দিয়া তদনুরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ এবং উহাকে সফল করার সম্ভাবনা কি আছে? ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে দেশের অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা জানি না—কিন্তু বাঙ্গালায় যদি এখন পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহা হইলে দেশের লোকই আইন অমান্যকারীদের মাথা ফাটাইবে, ইহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবে এবং উহাদের বাড়ীঘর লুঠ করিবে। এরূপ অবস্থায় দেশবাসীই দেশের সর্ব্বত্র এজেন্সী স্থাপন করিয়া বৃটীশ পণ্য বিক্রয় করিবে। মোটের উপর বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যেরূপ মনোভাব দেখিতেছি তাহাতে অন্ততঃ বাঙ্গলায় আপাততঃ যে আইন অমান্য আন্দোলনের মত কোন আন্দোলন ইংরাজের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না তাহা সুনিশ্চিত। বাঙ্গলায় কংগ্রেসের তরফ হইতে কোন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিতে গেলেও অনুরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। সুতরাং যাহারা গান্ধীকে মানিয়াও তাঁহার বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীগণকে বিদূরিত করিতে চাহেন এবং ছয় মাসের নোটীশ দিয়া ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইতে চান, তাঁহাদের যুক্তির কোন সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

আর একদল বলেন গান্ধীকে মানিনা, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্বাস করি না এবং অধিকতর বিপ্লবমূলক কর্ম্মপন্থা চাই। উহাদের বক্তব্যের প্রথম অংশ সুস্পষ্ট এবং উহার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নাই। কিন্তু অধিকতর বিপ্লবমূলক কর্ম্মপন্থা অর্থে উহারা কি বুঝেন তাহা উহারা এখনও খুলিয়া বলেন নাই। উহা কি সোসিয়ালিজম? যদি তাহা হয় তাহা হইলে উহাদের তাহা খুলিয়া বলা উচিত এবং কি পন্থায় দেশবাসীকে সোসিয়ালিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায় তদ্বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা দেশবাসীর সমক্ষে উহাদের উপস্থিত করা উচিত। সোসিয়ালিজমের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সমস্ত প্রকার বিরোধ বিদূরিত হইতে পারে এবং একমাত্র এই পন্থা দ্বারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের ও দেশের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য শোষণকারীদের ক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যতটা কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন শক্তি থাকিলে দেশের লোককে সোসিয়ালিজমের প্রকৃত আদর্শ উপলব্ধি করাইয়া তাহাদিগকে গান্ধীবাদ হইতে মুক্ত করতঃ উহাদের পতাকাতলে সমবেত করা যাইতে পারে বর্ত্তমানে সেরূপ কর্ম্মশক্তি ও সংগঠনশক্তি সম্পন্ন নেতা দেশে কে আছেন? যাঁহারা লোক ক্ষেপাইতে পারেন—কিন্তু গণবিক্ষোভকে সুশৃঙ্খল ও কার্য্যকরীভাবে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিবার পক্ষে যাঁহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে তাঁহাদের কর্ম্মনীতি যত রমণীয়ই হউক না কেন তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। গান্ধীর কাছে দেশের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা তাহা লইয়া তর্ক করা যায়। কিন্তু গান্ধীকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কাহার নিকট দেশের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মোটের উপর দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে গান্ধী-অনুসৃত কর্ম্মপন্থা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী কোন পন্থা দেশের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই ধরণের কর্ম্মপন্থাকে পরিচালিত করিবার মত শক্তিসম্পন্ন নেতাও দেশে অবির্ভূত হন নাই। কাজেই আপাততঃ গান্ধীবাদকে অগ্রাহ্য করিবার তথা মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার কোন হেতু দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি বাঙ্গলায় গান্ধী-বিরোধী মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন মহাত্মাজীর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন সেই সময়ে বাঙ্গলার একদল লোক মহাত্মাজির প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা এখন পর্য্যন্ত এই বিতৃষ্ণা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদীগণও বরাবর মহাত্মাজির অহিংস কর্ম্মনীতির বিরোধী। উহাদের এই বিরোধিতার মধ্যে আন্তরিকতা আছে এবং উহারা বর্ত্তমানের এই গান্ধীবিদ্বেষের সুযোগে নিজেদের কর্ম্মনীতিকে দেশে একটা স্থায়ী আসন দিবার চেষ্টা করিতেছেন। উহাদের সহিত আর একদল লোক যোগদান করিয়াছেন যাহারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের বিরোধকে সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ বলিয়া মনে করেন। বৃটীশ শাসকদের সহিত আপোষ রফার ফলে ভারতের কতিপয় প্রদেশে কংগ্রেস শাসন ভার গ্রহণ করাতে উহারা মর্ম্মাহত। পাছে ফেডারেশন সম্পর্কেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের কোন আপোষরফা হয়—প্রদেশ সমূহের ন্যায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেও কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই ভয়ে উহারা আতঙ্কগ্রস্ত। কাজেই যাহারা ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইবার-কথা বলে, যাহারা 'মডারেট' গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যাহারা সমস্ত প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে কংগ্রেসকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চায় তাহারা উহাদের পরম মিত্র। গান্ধী বিরোধী এই সমস্ত দলই অল্পবিস্তর প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ বাঙ্গলাদেশে

(২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় কয়লা শিল্পের সমস্যা

ঝরিয়াতে ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী ওনার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ অমৃতলাল ওঝা এসোসিয়েসনের প্রথম ত্রৈমাসিক সভায় ভারতীয় কয়লা শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

ভারতবর্ষের যে সমস্ত শিল্পে ভারতবাসীর বেশী পরিমাণে মূলধন খাটিতেছে এবং যে সব শিল্পের মারফতে বহুসংখ্যক ভারতবাসীর অন্ন সংস্থানের পথ হইতেছে তাহার মধ্যে কয়লা শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বহু কয়লার খনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হইতেছে। এই সব খনিতে নিয়োজিত মূলধনের হিসাব কাহারও জানা নাই। তবে ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানীর মারফতে যে সমস্ত কয়লার খনি পরিচালিত হইতেছে তাহাতেই ১২ কোটী টাকার উপর মূলধন খাটিতেছে। অধিকন্তু কয়লা শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ভাবেই ২ লক্ষের মত ভারতবাসী জীবিকাসংস্থান করিতেছে। ভারতের শিল্পোন্নতির দিক হইতেও কয়লা শিল্পের সহিত দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যান্য দেশে বিভিন্ন প্রকার তৈল, গ্যাস, লিগ্‌নাইট, বিদ্যুৎ এবং বাষ্পীয়শক্তি বহুল পরিমাণে কয়লার কাজ করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সব জিনিষের এখনও তেমন প্রসার হয় নাই। এখন পর্য্যন্তও কয়লাই এদেশের ‘শক্তির’ (power) একমাত্র উৎস। এই শিল্পের সহিত বাংলাদেশের স্বার্থও বিশেষভাবে জড়িত। কেননা কয়লা শিল্পে বাঙ্গালীর যে মূলধন খাটিতেছে তাহাও নগণ্য নহে।

দুঃখের বিষয় যে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে দেশের রাজশক্তি সম্যক্ অবহিত নহেন। কয়লা শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে রেল বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে কয়লার কাটতি, বিদেশে কয়লার রপ্তানী বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে কয়লার আমদানী হ্রাস রেলবিভাগের কার্য্যনীতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতবর্ষের রেলপথসমূহে কয়লার ভাড়া এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে যাহার ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় কয়লার পক্ষে প্রতিযোগিতা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই একই কারণে ভারতের বাজারে বিদেশ হইতে কয়লার আমদানীর পথও সুগম হইয়াছে। রাণীগঞ্জ হইতে বোম্বাই এবং করাচি পর্য্যন্ত প্রতি টন কয়লার ভাড়া বর্ত্তমানে যথাক্রমে ১২৷৵০ আনা এবং ১৫৷৵০ আনা। এই প্রকার উচ্চ ভাড়ার ফলে বোম্বাই অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা ব্যবহার করিতেছে। গত ১৯৩৮ সালে যে ৮৪ হাজার টন বিদেশী কয়লা ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে তাহার শতকরা ৯৭ ভাগই বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশের জন্য আমদানী হয়। রেলকর্ত্তৃপক্ষ যদি রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া হইতে বোম্বাই ও করাচী পর্য্যন্ত কয়লার ভাড়া কমাইয়া দেন তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের কয়লা দেশের অভ্যন্তর হইতে সরবরাহ হইতে পারে।

রেলবিভাগের কার্য্যনীতির ফলে দেশের অভ্যন্তরেও কয়লার কাটতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বর্ত্তমানে কয়লা চালান দিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর ব্যবস্থা হইতেছে না এবং ইহাতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কয়লা শিল্পেরও বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। মিঃ ওঝা বলিতেছেন যে রেলওয়ে বোর্ড বর্ত্তমান বৎসর হইতে মালগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার করিলেও এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ওয়াগণ সাপ্লাই কমিটীর সহিত পরামর্শের ফলে রেলওয়ে বোর্ড এই সমস্যার সমাধানকল্পে আগ্রহান্বিত হইবেন দেশবাসী ইহাই আশা করে।

আবহাওয়ার দুর্য্যোগ কিংবা অন্য কারণবশতঃ কয়লার "ডেলিভারি" নিতে বিলম্ব হইলে রেলপথসমূহ যে প্রকার অতিরিক্ত গুদামভাড়া (wharfage charge) আদায় করিয়া থাকে তাহাও কয়লা শিল্পের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইতেছে। বর্ত্তমানে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে প্রতি মালগাড়ীর জন্য এই ভাবে ১৫৲ হইতে ৬০৲ পর্য্যন্ত ভাড়া আদায় করিয়া থাকে। মিঃ ওঝা বলেন যে রেলকর্ম্মচারীগণকে এই গুদামভাড়া ধার্য্য করিবার ক্ষমতা না দিয়া রেলওয়ে বোর্ড কর্ত্তৃক সকল রেলপথসমূহের জন্যই একটি সাধারণ হার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত। তাঁহার এই মত দেশবাসীমাত্রেই সমর্থন করিবে।

ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে যে ভারতবর্ষের খনিসমূহে প্রথমশ্রেণীর কয়লা নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে এবং ভারতীয় কয়লাসম্পদ কি ভাবে সংরক্ষিত করা যায় তৎসম্বন্ধেও নানা আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু রেলের এঞ্জিনসমূহে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা দ্বারা কাজ চালানো সম্ভবপর হইলেও রেল কোম্পানীর পরিচালিত কয়লার খনিসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা উত্তোলন করিয়া তাহা এঞ্জিন চালাইবার কাজে ব্যয় হইতেছে। জাতীয়সম্পদের এই প্রকার ইচ্ছাকৃত অপব্যয়ের বিরুদ্ধেও দেশবাসীর তরফ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়া উচিত। মিঃ ওঝা তাঁহার অভিভাষণে এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি যে আমাদের সহিত একমত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি যে কয়লা-খনি নিরাপত্তা আইন (Coal Mines Safety Act) পাশ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে মিঃ ওঝা বলিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম কয়লা-খনি সম্পর্কে এরূপ একটি আইন প্রণীত হইল। কিন্তু তিনি বলেন যে প্রস্তাবটী আইনে পরিণত করার পূর্ব্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটীতে ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। এই আইনের ফলে খনিসমূহে দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু অপরপক্ষে খনির মালিকদের উপর অত্যধিক ব্যয়ভারও চাপিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মিঃ ওঝার ন্যায় ব্যক্তি যে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞ একটি কমিটীতে বিষয়টী আলোচিত হইলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে খনিতে দুর্ঘটনা নিবারণের একটা ব্যবস্থা হইতে পারিত।

ইদানীং ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যে প্রকার শ্রমিকবিক্ষোভ দেখা যাইতেছে কয়লার খনির মজুরদের মধ্যে তাহা এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কয়লার খনিসমূহেও এই বিক্ষোভ সংক্রামিত হইতে পারে। এজন্য মিঃ ওঝা খনির মালিকগণকে পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয়ে অবহিত হইতে এবং শ্রমিকদের মধ্যে যাহাতে অসন্তোষের কোন কারণ না ঘটে তজ্জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই অভিমত যে বিশেষ সময়োচিত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কয়লাশিল্পে বর্ত্তমানে তিনটি এসোসিয়েসন রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসন সম্পূর্ণরূপে একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন এবং ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী ওনার্স এসোসিয়েসন—এই দুইটীই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সভ্যদের বিশেষ সম্মতি ব্যতিরেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই সমস্ত এসোসিয়েসনের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে বর্ত্তমানে কয়লাশিল্পে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়াছে এবং কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করার পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্টা হইতে পারিতেছে না। মিঃ ওঝা এই কারণে কয়লাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর

অধিকতর ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কয়লার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কাজ অনেকটা সহজ হইতে পারে। আমরা আশা করি কয়লাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মিঃ ওঝার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা

বিগত ১৯৩১ সালে ভারতে বিদেশাগত চিনির উপর উচ্চহারে রক্ষণশুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ার পর এদেশে শর্করা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে দেশের লোকের ব্যবহার্য্য চিনির বেশীর ভাগ এদেশেই উৎপন্ন হইতেছে। আর তাহার ফলে ভারতবর্ষে বিদেশী চিনির আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া চিনির মত একটী অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দিক দিয়া দেশ আত্ম-নির্ভরশীল হইয়াছে। কিন্তু একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে শর্করা শিল্পের ঐ প্রকার উন্নতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সমভাবে প্রসারিত না হইয়া অনেক পরিমাণে কেবল যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ-শুল্ক প্রযুক্ত হওয়ার সময় হইতে আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ দেশনেতৃগণ এ প্রদেশবাসীদিগকে উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল গড়িয়া তুলিয়া রক্ষণ-শুল্কের যথাযথ সুবিধা গ্রহণে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার লোক সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য উদ্যম প্রদর্শন করিতেছে না। রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে চলতি চিনির কলের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যথাক্রমে ৭১টি ও ৩১টি দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আজ পর্য্যন্ত ৯টির বেশী চিনির কল স্থাপিত হয় নাই। যে কয়টী কল এ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই আবার অবাঙ্গালীর মূলধনে গড়িয়া উঠিয়াছে। উচ্চহারে রক্ষণ-শুল্ক বলবৎ থাকায় বর্ত্তমানে দেশে বেশী পরিমাণে বিদেশী চিনি আমদানী ও সস্তাদরে তাহা বিক্রয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশীয় কলে উৎপন্ন চিনির উৎপাদন খরচ অধিক বলিয়া তাহার পড়্তা মূল্য খুবই বেশী হইয়া থাকে। তথাপি দেশে শর্করা শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সাহায্য হইবে ধারণায় লোকে ঐরূপ উচ্চ মূল্য দিয়া আজ ৬।৭ বৎসর যাবৎ দেশী চিনি ক্রয় করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে চিনির মূল্য খুবই চড়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারে প্রতি মণ চিনির দাম পনর টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। উহার ফলে সাধারণকে ছয় আনা সেরেও চিনি ক্রয় করিয়া খাইতে হইয়াছে। টেরিফ বোর্ডের মতে বর্ত্তমানে জাভা দেশের চিনি ভারতীয় বন্দর সমূহে প্রতি মণ দুই টাকা সাত আনা মূল্যে আমদানী হইতে পারে। এই দরের উপর চিনি চালানের খরচা ও মধ্যব্যবসায়ীদের লাভ যোগ করিলে প্রতি মণ চিনির মূল্য তিন টাকার বেশী হইতে পারে না। কাজেই সেইস্থলে পনর টাকায় অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ধরণের দেশী চিনি খরিদ করিতে গিয়া দেশবাসীকে অত্যধিক পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। তবে বাঙ্গলা প্রদেশের লোকের পক্ষেই এই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ চিনির কল যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে অবস্থিত থাকায় ঐ দুই প্রদেশের লোক অত্যধিক মূল্যে চিনি ক্রয়ের ক্ষতি অন্যভাবে পোষাইয়া লইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলায় চিনির কলের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকায় চিনির বেশী মূল্যের দরুণ এ প্রদেশের লোক কেবল ক্ষতিই বহন করিতেছে—অধিক মাত্রায় চিনি উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া কিংবা উচ্চ দরে বেশী পরিমাণ আখ যোগাইয়া লাভবান হওয়ার পথ তাহাদের সম্মুখে অদ্যাপি উন্মোচিত হইতেছে না।

বাঙ্গলা প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে নূতন নূতন চিনির কল স্থাপন ও পরিচালনার প্রকৃত সুযোগ সুবিধা যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে এ প্রদেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ীদের উদ্যম প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইতেছে খুবই কম। ফলে বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখ্যক কল গড়িয়া না উঠায় তাহা দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগও এ প্রদেশবাসীরা পাইতেছে না। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত রমণী রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় গত ৮ই জুন তারিখে কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করিয়া ও তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতারূপে দুইটী বড় চিনির কলের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি শর্করা শিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই বাঙ্গলায় শর্করা-শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সকলেরই বিশেষ প্রনিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গলা দেশে শর্করা শিল্পের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিয়াছে। ঐ সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির মূলে প্রধানতঃ নানা স্বার্থমূলক প্রচার-কার্য্য ও কয়েকটী সরকারী কমিটির বিরূপ মন্তব্যই নিহিত রহিয়াছে। ১৯২০ সালের ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা কম। লাভজনক ভাবে অধিক সংখ্যায় চিনির কল পরিচালনার সুবিধা নাই মনে করিয়া উক্ত কমিটি বাঙ্গলায় ইক্ষু গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কেও আপত্তি জ্ঞাপন করেন। ১৯৩০ সালে শর্করা শিল্প সম্বন্ধে তদন্তে নিয়োজিত টেরিফ বোর্ডও অনেকটা ঐ ধরণের অভিমতই প্রকাশ করেন। মিঃ চৌধুরী ঐ সকল ধারনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত সংখ্যাতত্ত্ব ও বিবরণ সহযোগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বাঙ্গলা দেশে বহু পূর্ব্বে শর্করা শিল্পের সমৃদ্ধি বজায় ছিল এবং বর্ত্তমানেও এ প্রদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতি সাধনের বহুমুখী সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা প্রদেশ যখন শিল্প বাণিজ্যে সর্ব্বথা সমুন্নত ছিল তখন এ প্রদেশ হইতে কার্পাস তুলা ও রেশম প্রভৃতির সঙ্গে বিস্তর পরিমাণ চিনিও বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানী হইত। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক বার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ও অন্য অনেক বিদেশী লেখকদের পুস্তকে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে কম পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে—এ প্রদেশে চিনির কলও চলিতেছে মাত্র ৯টি। কিন্তু এ প্রদেশের জমিতে

একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন ও এপ্রদেশের চলতি কল সমূহের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে এ প্রদেশ শর্করা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের পক্ষে সর্ব্বথা অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গলার জমিতে সর্ব্বপ্রকার অনুন্নত বিধিব্যবস্থায় ইক্ষুরোপন করিয়াও কৃষকেরা প্রতি বিঘায় দুই শত হইতে তিন শত মণ (প্রতি একরে প্রায় ৪০ টন) ইক্ষু পাইতেছে। অথচ যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে ইক্ষু চাষের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া সত্বেও সে সব স্থানে বিঘাপ্রতি মাত্র একশত মণ হইতে দেড়শত মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বাঙ্গলার অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অনেকে এই প্রদেশের জমি ইক্ষুচাষের প্রতিকূল বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কোয়েম্বাটোরের গবেষণা কেন্দ্রে আবিষ্কৃত ২১৩ নং ইক্ষুর চাষ হইতেছে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন শতকরা ৮০ ভাগ ইক্ষুই এই জাতীয়। ইহা জলে নষ্ট হয় না এবং একফুট জলের উপরও উহা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কাজেই যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের তুলনায় বাঙ্গলায় প্রচুর ইক্ষু উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা বেশী ছাড়া কম নহে।

বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের উন্নতি সাধনের পক্ষে আর একটি বিশেষ সুবিধার কথা মিঃ চৌধুরী উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে এই প্রদেশ ও এই প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী স্থান সমূহে চিনির বিপুল চাহিদা। বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরে যে চিনির কাট্তি হইতেছে তাহার অনুমিত পরিমাণ পৌণে দুই লক্ষ টন হইতে দুই লক্ষ টন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ মণ হইতে ৫৫ লক্ষ মণ। অথচ এপ্রদেশে বর্ত্তমানে যে চিনির কল চলিতেছে তাহাতে বৎসরে ১৪ লক্ষ মণের বেশী চিনি উৎপন্ন হওয়ার কথা নহে। কাজেই বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ ও ভবিষ্যতে সাধারণের ভিতর চিনির অধিকতর কাট্তির সম্ভাবনা বিবেচনা না করিলেও বর্ত্তমানে এতদঞ্চলের সাধারণ চাহিদা মিটাইবার জন্যই আরও ২০।২৫টি নূতন চিনির কল স্থাপন আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলা চলে।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশে চিনির কলের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি শর্করা শিল্পে অতি উৎপাদনের একটি ধোঁয়া তোলা হইয়াছে ও নূতন চিনির কল স্থাপন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করার জন্য লাইসেন্স লওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাঁহার বক্তৃতায় এসমস্তের অসমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ভারতবর্ষের লোক বর্ত্তমানে নানা কারণে কম পরিমান চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে। আর সেজন্য বেশী পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করিয়া তাহা কাটতির সুবিধা হইবে না বলিয়া মনে করা হইতেছে। কিন্তু একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে ভবিষ্যতে জগতের অন্যান্য দেশের মত এদেশেও মাথাপিছু চিনির কাটতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তবিকই রহিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় ঐ বৎসরে ইংলণ্ডে মাথাপিছু গড়ে প্রতি লোক ১০৫ পাউণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে ৯৪ পাউণ্ড, হল্যাণ্ডে ৫৫ পাউণ্ড, ফ্রান্সে ৫৫ পাউণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া ১০৫ পাউণ্ড চিনি ব্যবহার করিয়াছে। অথচ ঐ সালে ভারতে মাথাপিছু চিনি (গুড় সমেত) ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র ৩৮ পাউণ্ড। ভবিষ্যতে এদেশে চিনির ব্যবহার বাড়িবার সম্ভাবনা যে কতদূর রহিয়াছে উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষে শর্করা শিল্পের বর্ত্তমানে গলদ এই যে ঐ শিল্প অনেক পরিমাণে দুইটী প্রদেশেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এবং বিভিন্ন কলে চিনি উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ অহেতুকরূপে বেশী পড়িতেছে। প্রকৃত সুবিধা ও সুযোগ বিবেচনা করিয়া যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কল স্থাপনের চেষ্টা হয় এবং কল সমূহ যদি অধিকতর সুপরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় তবে বর্ত্তমানের তুলনায় উৎপন্ন চিনি সস্তাদরে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। আর তাহাতে দেশের সর্ব্বত্র চিনির ব্যবহার বাড়িয়া যাইবে। ফলে বেশী পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইলেও তাহার কাটতি সম্বন্ধে অসুবিধা থাকিবে না। বাঙ্গলা দেশে নূতন নূতন চিনির কল স্থাপনের পক্ষে ইহা একটা সুযুক্তি সন্দেহ নাই।

তাহাছাড়া শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন,—বর্ত্তমানে বিদেশাগত চিনির উপর যে রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য রহিয়াছে বাঙ্গালা প্রদেশের লোকের পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল স্থাপন করিয়া তাহার যথাবিহিত সুবিধা গ্রহণ করা খুবই কর্ত্তব্য। আপাততঃ আগামী ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ঐ রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। ঐ সময় মধ্যে বাঙ্গলার বিত্তশালী সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে চিনির কল স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া খুবই সঙ্গত। নূতন কতকগুলি চিনির কল স্থাপন করিতে পারিলে একদিকে ঐ শিল্পে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইবে এবং অপরদিকে এ প্রদেশের কৃষকদের পক্ষে অধিক পরিমাণ আখ উৎপন্ন করিয়া তাহা লাভজনকভাবে বিক্রয় সম্ভবপর হইবে। কাজেই ঐ বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ চেষ্টা যত্ন নিয়োগ সম্বন্ধে আর বিলম্ব করা সমীচীন নহে।

শর্করা শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমনী রঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের উপরোক্ত মত আমরা সকল বিষয়েই খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা দেশে নূতন নূতন চিনির কল স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ঐ বিষয়ে অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে এবং নূতন কল স্থাপনে অনেকে সময়োচিত উদ্যম প্রদর্শনে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। বাঙ্গলায় শিল্পোন্নতি সাধনের পক্ষে বর্ত্তমানে প্রধান অন্তরায় হইতেছে মূলধনের অভাব। উপযুক্তরূপ টাকা পয়সা যে লোকের হাতে নাই তাহা নহে; উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া লোকে তাহা নিয়োগ করিতে জানে না বলিয়াই যত অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। শর্করা শিল্পের সত্যিকার সুযোগ সম্ভাবনা দেখিয়া আজ যদি দেশের লোক ঐ বিষয়ে অর্থ নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করে তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া এপ্রদেশের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

তাঁত শিল্পের উন্নতি

ভারতীয় তাঁত শিল্পের বর্ত্তমান সমস্যা আলোচনা করিয়া মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি কেন্দ্রিয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে তাঁহারা বলিতেছেন—তাঁত শিল্প দ্বারা ভারতবর্ষে দশ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। এদেশের বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কৃষির পরে তাঁত শিল্পের গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। দেশীয় বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে উহার স্থান সকল বিষয়েই অগ্রগণ্য। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগই তাঁতের কাপড়। দেশীয় কাপড়ের কলে বৎসরে ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার গজ বস্ত্র তৈয়ার হয় আর তাঁতে তৈয়ার হয় ১৫ লক্ষ গজ। শুল্ক দ্বারা অর্থ লাভের আশায় কেন্দ্রিয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কারখানা শিল্পগুলির প্রতি অত্যধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁত শিল্পের সম্বন্ধে তাঁহারা মোটেই উৎসাহ দেখাইতেছেন না। মিলে প্রস্তুত কাপড়ের সহিত তন্তুবায়গণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদের কাপড়ের মূল্য বাধ্য হইয়া সস্তা করিয়া দিতে হইতেছে। ফলে জীবিকা সংস্থানে দেশীয় তন্তুবায়েরা ক্রমেই অপারগ হইয়া পড়িতেছে। মিলের কাপড়ের প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে, অল্প সময়ে বেশী কাপড় তৈয়ার হয় বলিয়া ঐ কাপড় সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব হয় এবং তাহাতে দরিদ্র জন সাধারণ কিয়ৎ পরিমাণে উপকৃত হয়। কিন্তু এই উপকারের উপর অত্যধিক জোর না দিয়া যদি তাঁত শিল্পের উন্নতির দিকে সমুচিত নজর দেওয়া হয় তবে দেশের অসংখ্য তন্তুবায়দের সমৃদ্ধি দ্বারা দেশ অধিকতর লাভবান হইবে। মিলে প্রস্তুত কাপড়ের উপর কর নির্দ্ধারণ করিলেই তন্তুবায় ও মিল মালিকদের দাবীর মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কার্য্যকরী সুফল পাইতে হইলে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে একযোগে কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন।

(বাঙ্গলায় গান্ধী বিরোধী আন্দোলন)

বর্ত্তমানে যে প্রকার মনোভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে প্রাদেশিকতা উস্কাইয়া দিয়া গান্ধীকে জব্দ করা যত সহজ—অন্য কোন পন্থায় তাহা তত সহজ নহে।

বাঙ্গলার রাজনাতিক আন্দোলন তথা গান্ধী বিরোধী মনোভাবের উহাই মূল রহস্য। দুঃখের বিষয় যে, গত ২০ বৎসরের মধ্যে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী কি করিয়াছেন তাহার সকল কথা আধুনিক কালের যুবকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সহস্র সংগ্রাম ক্ষেত্রে কি অসামান্য তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সহিত তিনি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, এই একটী মাত্র ব্যক্তির জন্য জগতের কাছে ভারতবাসীর মর্য্যাদা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্ত্তমানে তাহা অনেকেরই স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে উঠিয়া বিচারকসুলভ মনোভাব লইয়া দেশের কোন সমস্যাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতঃ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের মত স্বাধীন চিন্তাশক্তিরও বাঙ্গলা দেশে অভাব ঘটিয়াছে। এই কারণেই আজ বাঙ্গলায় কতকগুলি অস্পষ্ট ধারণা এবং কুসংস্কারকে ভিত্তি করিয়া গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিরোধের কোন হেতুই নাই। এজন্য বাঙ্গলার যুবক শক্তিকে আমরা বলি—তাঁহারা পরের কথার উপর নির্ভর না করিয়া এবং ভাবপ্রবণতাবশে চালিত না হইয়া ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি এবং উহাতে গান্ধীবাদের স্থান সম্বন্ধে স্বয়ং অনুশীলন করুন। উহার ফলে তাঁহারা দেশ এবং জাতিকে অধিকতর সেবা করিবার সুযোগ পাইবেন।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গো-প্রজনন

বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গো-প্রজননের জন্য ও সাধারণ ভাবে গোজাতির উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলা সরকার গত কতিপয় বৎসর যাবৎ এপ্রদেশের মফঃস্বল অঞ্চলে পাঞ্জাবের হরিয়ানা শ্রেণীর ষাঁড় সরবরাহ করিতেছেন। পল্লী উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার যে অর্থ দিয়াছিলেন তাহার সাহায্যে ১৯৩৬-৩৭ সালে ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী, মালদহ, হুগলী এবং বাঁকুড়া জেলায় প্রায় একশত হরিয়ানা ষাঁড় দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে আরও ৩৮৪টি ষাঁড় হাওড়া, খুলনা, ময়মনসিংহ, পাবনা, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বগুড়া জেলায় সরবরাহ করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে ষাঁড় সরবরাহ করা হয় ১৩৮৪টি। এই ষাঁড়গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং উহাদের মালিকদিগকে ঐ সকল ষাঁড় প্রতিপালন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এক দল লাইভ-ষ্টক অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে হরিয়ানা ষাঁড়ের রক্তবিশিষ্ট বৎসাদি বাড়িয়া উঠিয়া গাভী হিসাবে অধিক দুগ্ধবতী ও লাঙ্গল টানা বলদ হিসাবে অধিক কার্য্যকরী হয়। ঐরূপ উন্নত গোজাতি সৃষ্টি করাই হারিয়ানা ষাঁড় আমদানীর উদ্দেশ্য।

রেশমের মান নির্দ্ধারণ

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের চেষ্টায় হাওড়ায় সম্প্রতি একটি 'সিল্ক কনডিসানিং হাউস্' স্থাপিত হইয়াছে। রেশমের মান নির্দ্ধারণই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই মান নির্দ্ধারণ প্রতিষ্ঠানটি ইউরোপ ও জাপানের প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে পরিকল্পিত এবং ভারতবর্ষে ইহাই ঐ জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার সময় হইতেই স্থানীয় অবস্থাধীনে কাঁচা রেশমের মৌলিক গুণ সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা হইতেছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, রেশম সূতার আদ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সূতার সহনশীলতা হ্রাস পায়। রেশম পোকা পালনের ও গুটিকোষ সংগ্রহের ঋতুর সহিত কাঁচা রেশমের মৌলিক গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সিল্ক কনডিসনিং হাউসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার রেশম পরীক্ষার যন্ত্রে একটি সহজ তড়িত কৌশল সংযোগ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যদি কার্য্যক্ষেত্রে উহার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয় তবে রেশমের মান নির্দ্ধারণ পদ্ধতির যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

ভারতে গমের চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎসম্পর্কে চতুর্থ সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদি জমি (একর)	অনুমিত ফসল (টন)
পাঞ্জাব	১০,৭৩৩,০০০	৩৫,৮৫,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৮৩,৭৯,০০০	২৬,২৮,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩৪,৪১,০০০	৬,৮০,০০০
বোম্বাই	২২,৫৭,০০০	৪,৭০,০০০
বিহার	১০,৯২,০০০	৩,৮৫,০০০
সিন্ধু	১২,৩০,০০০	৩,৭৬,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৯,৫৪,০০০	২,৪৬,০০০
বাঙ্গলা	১,৭৪,০০০	৪৪,০০০
দিল্লী	৩৬,০০০	১৪,০০০
আজমীড়	১০,০০০	৩,০০০
উড়িষ্যা	৪,০০০	১,০০০
মধ্যভারত	২২,৪৪,০০০	৪,১৫,০০০
গোয়ালিয়র	১৫,৭৩,০০০	৩,৯০,০০০
রাজপুতনা	১২,১২,০০০	৩,৩৯,০০০
হায়দারাবাদ	১২,১২,০০০	১,৬৬,০০০
বরোদা	৭৬,০০০	২২,০০০
মহীশূর	২,০০০	১,০০০
মোট	৩,৭৬,৯২,০০০	৯৭,৬৫,০০০

বিভিন্ন দেশে মাথা পিছু চায়ের ব্যবহার

ইন্টারন্যাশনেল টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, ঐ বৎসরে বিভিন্ন দেশের লোক মাথাপিছু নিম্নরূপ পরিমাণ চা ব্যবহার করিয়াছিল :—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—'৬২ পাউণ্ড, হল্যাণ্ড ২¼ পাউণ্ড, বেলজিয়াম '০৮ পাউণ্ড, সুইডেন '১৮ পাউণ্ড, ইংলণ্ড ৯'১ পাউণ্ড, ক্যানাডা ৩.৩ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ৭ পাউণ্ড, মিশর ১ পাউণ্ড।

জাতিগনঠমূলক কার্য্যে ব্যয়

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী রাজস্বের শতকরা কত টাকা জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হয় বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট পেশ করার সময় যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পাঞ্জাব সরকারের প্রচার বিভাগ এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ—শতকরা ৩০'০৭ টাকা, পাঞ্জাব শতকরা ২৯'৫ টাকা, মাদ্রাজ শতকরা ২৮'৭ টাকা, বিহার শতকরা ২৭'৮ টাকা, বোম্বাই শতকরা ২৩.২ টাকা, উড়িষ্যা শতকরা ২৫'৮ টাকা, আসাম শতকরা ২৫'৫ টাকা, বাঙ্গলা শতকরা ২৪'৩ টাকা, সীমান্ত প্রদেশ শতকরা ২২'৪ টাকা, মধ্যপ্রদেশ শতকরা ২১'১ টাকা, এবং সিন্ধুপ্রদেশ শতকরা ১৩'০১ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, সমবায় ও পশু চিকিৎসা বিভাগে ঐ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে।

ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি রামপুর রাজ্যে ফল সংরক্ষণ বিষয়ে বিধিব্যবস্থার জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানাটি পরিচালনা বিষয়ে রামপুরের নবাব ও তাহার গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ভাবে সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সামাজিক হিতমূলক বীমা

সম্প্রতি ইটালীতে নানাদিক দিয়া সামাজিক হিতমূলক (সোসিয়েল ইন্সিওরেন্স) বীমার প্রসার সাধনের জন্য একটি আইন রচিত হইয়াছে। এই আইন দ্বারা বীমকারীদিগকে ত বটেই বীমাকারীদের পরিবার পরিজনকেও অধিকতর সুবিধা সুযোগ দেওয়া হইবে। নূতন ব্যবস্থায় কল

কারখানার মজুর ও চাকুরীয়াদের ভিতর মাসিক দেড় হাজার লীরার অনধিক আয় বিশিষ্ট সকলকেই বাধ্যতামুলকভাবে বীমা করিতে হইবে। পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্যতার দরুণ বীমার নিয়ম অনুসারে পুরুষদিগকে ৬৫ বৎসর বয়সে ও নারীদিগকে ৬০ বৎসর বয়সে বীমার অর্থ প্রদান করা হইত। বর্ত্তমানে অর্থ প্রদানের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬০ বৎসর ও নারীর ক্ষেত্রে ৫৫ বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বীমাকারীর মৃত্যু হইলে প্রাপ্য অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ বীমাকারীর স্ত্রী ও বাকী অংশ বীমাকারীর পঞ্চদশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সন্তানেরা পাইবে স্থির হইয়াছে। বীমাকারীর যক্ষা হইলে বীমাকারীর পরিবার প্রতিদিন ৮ লিরা করিয়া পাইবে। অধিকন্তু প্রতি সন্তান প্রতিদিন ১ লিরা করিয়া পাইবে। পূর্ব্বে বীমাকারী বেকার হইলে প্রতিদিন কমপক্ষে ১·২৫ লিরা দেওয়ার নিয়ম ছিল। এক্ষনে প্রতিদিন কমপক্ষে ২·৫০ লিরা দেওয়ার নিয়ম হইয়াছে; তাহাছাড়া সন্তানরাও একটী আলাদা ভাতা পাইবে। বাধ্যতামূলক বীমার বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে বীমাকারী পুরুষ ও নারীদিগকে বিবাহের জন্য অর্থ ও নারী বীমাকারীকে প্রসবকালীন সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ২৬ বৎসরের অনধিক বয়সে বিবাহ করিলে পুরুষেরা ঐ জন্য এককালীন ৭০০ লিরা, নারীরা ৫০০ লিরা পাইবে। বীমাকারী নারীরা প্রসব কালে প্রথম সন্তানের বেলা ৩০০ লিরা ও পরে প্রতি সন্তান প্রসবের সময় ৪০০ লিরা করিয়া পাইবে।

বাঙ্গালায় যৌথ কোম্পানী

গত জানুয়ারী (১৯৩৯ সালের) মাসে বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বসমেত ১ কোটি ১২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা মূলধন লইয়া মোট ৩৫টি যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। কি কি ধরনের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য লইয়া ও কি কি পরিমাণ মূলধন লইয়া কয়টি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্যবসা	কোম্পানী (সংখ্যা)	মূলধন (একত্র)
দাদন ও ট্রাষ্ট	১	৫,০০,০০০৲
প্রভিডেণ্ট বীমা	১	২০,০০০৲
জাহাজী ব্যবসা	১	১৫,০০,০০০৲
মোটরের কারবার	১	১,০০,০০০৲
প্রিণ্টিং ও পাবলিশিং	১	২০,০০০৲
রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা	১	২০,০০০৲
লোহা ইস্পাত ইত্যাদি	১	৬,০০,০০০৲
ইঞ্জিনীয়ারিং	২	৪,২০,০০০৲
চামড়া শিল্প	২	৬,০০,০০০৲
এজেন্সীর ব্যবসা	৪	৫,৭৫,০০০৲
আসবাবপত্র তৈয়ারের কারবার	১	৫০,০০০৲
মোম, সাবান ইত্যাদি প্রস্তুত	১	১০,০০,০০০৲
দিয়াশলাই শিল্প	১	৫,০০,০০০৲
কাপড়ের কল	১	১০,০০,০০০৲
খনি প্রভৃতি	৪	১৪,৫০,০০০৲
জমি বাড়ীর ব্যবসা	৩	২০,২০,০০০৲
হোটেল থিয়েটার ইত্যাদি	১	২০,০০০৲
বিবিধ	৮	৮,১৪,০০০৲

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার ও 'ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক মিঃ এস, সি, রায় এম, এ, বি, এল ১৯৩৯-৪০ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। বীমাক্ষেত্রে মিঃ রায়ের নাম সুপরিচিত। গত ১৯৩৬ সনে ভারত গবর্ণমেণ্ট বীমা বিল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন মিঃ রায় তাহার সদস্য হিসাবে যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিঃ রায়ের বর্ত্তমান বয়স মাত্র ছয়ত্রিশ বৎসর। এত অল্প বয়সে ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট পদের গৌরব আর কেহ লাভ করেন নাই। মিঃ রায়ের পূর্ব্বে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্যার নীলরতন সরকার, মাননীয় মিঃ এন, আর, সরকার, মিঃ এ, সি, সেন ও মিঃ আই, বি, সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪১ সালের আদম সুমারী

আদমসুমারীর রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার সময় এক রাত্রিতে সর্ব্বত্র লোক গণনার যে প্রথা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, সেন্সাস কমিশনার আগামী ১৯৪১ সালের লোক গণনা কার্য্য পরিচালনার সময় তাহা পরিহার করার প্রস্তাব করিয়াছেন। উহাতে আপত্তি করিয়া কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের নিকট এক চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ চিঠিতে তাঁহারা বলিতেছেন—বিভিন্ন তারিখে লোক গণনা করিলে যাহারা ভ্রাম্যমান থাকিবে তাহাদের মধ্যে অনেককে দুইবার গণনা করা হইবে এবং অপর অনেকে গণনায় বাদ পড়িবে। সুতরাং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এক রাত্রিতেই সর্ব্বত্র গণনা হওয়া উচিৎ। সেন্সাস কমিশনার ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাত দেখাইয়াছেন। অনাবশ্যক ব্যয় নিবারণের চেষ্টা অবশ্যই করা উচিৎ কিন্তু যাহাতে গণনার অভ্রান্ততা ক্ষুন্ন হয় সেরূপ ব্যয়সঙ্কোচ সঙ্গত নহে।

সেন্সাস কমিশনার আগামী আদমসুমারীতে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের (caste) সংখ্যাতালিকা এবং বিকলাঙ্গদের সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্স তাহারও বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার বলিতেছেন আদমসুমারীতে বিভিন্ন জাতির লোক সংখ্যা নির্দ্ধারণের একটা মূল্য আছে। উহা দ্বারা বিভিন্ন জাতির লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থার বিচার করা যায়। ইহা হইতে অনগ্রসর জাতি উন্নত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। বর্ণ হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির তালিকা প্রস্তুত করিতেই বিশেষ করিয়া সেন্সাস কমিশনারের আপত্তি। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে বর্ণ হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির লোক সংখ্যা নির্ণীত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

জাপানে জাহাজ শিল্পে সরকারী সাহায্য

সম্প্রতি জাপানের ইম্পিরিয়েল ডায়েটে জাহাজ শিল্পের উন্নতিকল্পে দুইটী আইন পাশ হইয়াছে। একটী আইন দ্বারা জাহাজ নির্ম্মাণে সরকার হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। অপরটী দ্বারা জাহাজ শিল্পের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি করিয়া একটী এসোসিয়েসনের মারফৎ দুঃসময়ে জাহাজ শিল্পকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ডিমের শ্রেণীবিভাগ

বাঙ্গলা সরকারের অর্থসাহায্যে ডিম ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য পরীক্ষামূলক একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তদনুসারে বর্ত্তমানে দুইটী প্রধান ডিম ব্যবসা কেন্দ্রে মুরগীর ডিমের শ্রেণী বিভাগ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই দুইটী কেন্দ্রের মধ্যে একটি ত্রিপুরা জেলার লাকসাম রেল ষ্টেসনের নিকটে দৌলৎগঞ্জ এবং অপরটি পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জে অবস্থিত। এই দুইটী কেন্দ্রে কেবল নির্দ্দিষ্ট আকারের টাটকা মুরগীর ডিম ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে এবং ডিমের ওজনের উপরেই কোন্ ডিম কোন শ্রেণীভুক্ত হইবে তাহা নির্ভর করিবে। ডিমের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ হইবে:—এ শ্রেণী-ওজন ১⅞ আউন্স, বি শ্রেণী ওজন ১⅝ হইতে ১⅞ আউন্স, সি শ্রেণী-ওজন ১⅜ হইতে ১⅝ আউন্স, ডি শ্রেণী ওজন ১⅜ আউন্সের কম, "বিশেষ শ্রেণী" ২ আউন্স।

উৎপন্ন চিনি ও নিষ্পেষিত ইক্ষুর পরিমাণ

সম্প্রতি কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেক্‌নলজী হইতে যে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল [redacted] হাজার ১০০ টন। গত বৎসরের ১৩৬টির তুলনায় এবার ১৪১টি কলে চিনি উৎপাদনের কাজ হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিভিন্ন কলে মোট ৯৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৪০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইয়াছিল। এবার ৭০ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইয়াছে।

সরকারী চাকুরীর ভাগ বাঁটোয়ারা

বাঙ্গলা প্রদেশে সরকারী চাকুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাঁহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, যে সকল সরকারী চাকুরীতে কোন না কোন কারণে কেবলমাত্র অ-ভারতীয়দিগকে নিয়োগ করা হয় তাহা ব্যতীত এই প্রদেশের অন্যান্য সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কে এরূপ নীতি অনুসরণ করা হইবে যাহাতে ঐ সকল চাকুরীতে এই প্রদেশের মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের চাকুরীয়াদের মধ্যে যোগ্য হার রক্ষিত হইতে পারে। সে অনুসারে প্রত্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট নীতি হিসাবে ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে যোগ্যপ্রার্থী পাওয়া গেলে প্রত্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে তপশীলভুক্ত শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য শত করা ১৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে; কিন্তু ঐরূপ নিয়োগের সংখ্যা অমুসলমান সম্প্রদায় হইতে প্রত্যক্ষ নিয়োগের মোট সংখ্যার শতকরা ৩০টির অধিক হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা পাঁচ বা অন্য কোন সংখ্যানুপাত নির্দ্দিষ্ট করা কার্য্যতঃ সম্ভবপর হইবে না। তবে ঐসকল সম্প্রদায়ের সম্পর্কে পূর্ব্বাপর যেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে, যোগ্যপ্রার্থী পাওয়া গেলে অতঃপরও তদ্রূপ করা হইবে। যাঁহারা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের পদোন্নতির বেলায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না এবং কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুসারেই পদোন্নতি হইবে। অবশ্য যাঁহারা বেশী দিন কার্য্য করিতেছেন তাহাদের দাবীও বিবেচনা করা হইবে। বিভিন্ন চাকুরীতে যোগ্যতার উপযুক্ত মাপকাঠি রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে অবহিত আছেন। এই বিষয়ে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সহায়তায় তাঁহারা উপযুক্ত মান বজায় রাখিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। যাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের যোগ্যতার ক্রম অনুসারে প্রার্থীদিগকে বাছাই করা হয়, তদুদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব ক্রমশঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইবে।

বনজ দ্রব্য প্রদর্শনী

আগামী ২৪শে জুন কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে ভারতীয় বনজ সম্পদের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের বনবিভাগ ও দেরাদুনের বন সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলাবাসীদিগকে তত্রত্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। আসাম সরকারের বন বিভাগ ঐ প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতায় ঐ প্রদেশের বনজ সম্পদ পাঠাইবার জন্য আসাম সরকার অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই আসাম হইতে কিছু বনজ সম্পদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের ভিতর বনজ সম্পদ সম্বন্ধে তথ্য প্রচারের সঙ্কল্প নিয়া কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ঐ প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন।

লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি

সম্প্রতি ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান মরশুমে ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৪ শত পাউণ্ডে এক বেল ধরিয়া ৫১ লক্ষ ২০ হাজার বেল বলিয়া অনুমিত হয়। ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ অনুযায়ী উহা ৫৯ লক্ষ ৭৯ হাজার বলিয়া ধরা হয়। তন্মধ্যে মিল ব্যতীত অন্যভাবে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল ও ধরা হয়। মোট উৎপন্ন তুলার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ এক ইঞ্চি ও তাহার অধিক লম্বা আঁশযুক্ত এবং শতকরা ৩২ ভাগ ⅞ ইঞ্চি হইতে ⅞⅞ ইঞ্চি লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহা যথাক্রমে শতকরা ৪ ভাগ এবং ২৭ ভাগ ছিল।

নূতন ফ্যাক্টরী স্থাপন সম্পর্কে প্রস্তাব

সম্প্রতি বোম্বাইএ ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির অধিবেশনে শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বিভিন্ন বাধাবিপত্তির বিষয় এবং দেশের কাঁচা মালের সুবিধা গ্রহণ করা সম্পর্কে বিদেশী মূলধনের আমদানী ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে গবর্ণমেণ্টের লিখিত অনুমতি ব্যতীত নূতন কোন ফ্যাক্টরী স্থাপন বা পুরাতন ফ্যাক্টরীর সম্প্রসারণ কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তর করা চলিবে না। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তন হইলে গবর্ণমেণ্ট শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবেন। কমিটি আশা করেন নূতন ফ্যাক্টরী স্থাপনে লাইসেন্স গ্রহণের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশের বিহিত স্বার্থ রক্ষা কল্পে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মপ্রসার নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবেন।

কমিটী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে এই পরামর্শ দান করিয়াছেন যে এতৎসম্পর্কে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আইন প্রণয়ন দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা অর্জ্জন করিবেন।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

বোম্বাই এর ইয়ার্ণ ও সিল্ক মার্চেন্টস্ এসোসিয়েসন জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির অবসান সম্পর্কে জাপানকে সময়োচিত নোটীশ দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত এসোসিয়েসনের মতে অধুনা যে চুক্তি বলবৎ আছে তাহা ভারতবর্ষের অনুকূলে নহে। এই চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিয়া জাপান

ভারতের বাজারে তাহার সূতা ব্যবসায়ের প্রসার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতের বাজারে জাপানের মোট রপ্তানী বাণিজ্যে সূতা রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৪৪·৬৪ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ সালে ইহার পরিমাণ ২৯·৫৭ ভাগ ছিল। উক্ত এসোসিয়েসনের ধারণা এই যে, বর্ত্তমান বৎসর উহা ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে। এসোসিয়েসন ভারত সরকারকে এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির নূতন আলোচনার সময় যাহাতে জাপান এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

শামুক হইতে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ

ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ (জুলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া) সম্প্রতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শামুক ধরা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতে শামুক দ্বারা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বঙ্গোপসাগরের ঐ দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে দুই প্রকার সামুদ্রিক শামুক জন্মিয়া থাকে। চীন, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও পৃথিবীর অন্য অনেক স্থানে নানারূপ কারুকার্য্যে এবং বোতাম, দাঁতের মাজন প্রভৃতি নির্ম্মাণে শামুক ও ঝিনুক ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর শামুকের খোল সিঙ্গাপুরে শামুকের বাজারে প্রতিমণ ৬ শত হইতে ৮ শত টাকা দরে বিক্রয় হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর অঞ্চলে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা মূল্যের বারশত টনের অধিক শামুক ধরা হইয়াছে। ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের প্রেরিত কয়েকজন গবেষণাকারী ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শামুক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। এক্ষণে ঐ সমুদয় তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শামুক ধরা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতীয় সমুদ্র নানারূপ প্রাণীজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সমস্ত যথাযথ কাজে লাগাইলে দেশের আয়বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতির কারখানা

মহীশূর সরকার সম্প্রতি কৃষিকার্য্যে ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের সুব্যবস্থার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, এই পরিকল্পনা অনুসারে একটি কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। কারখানার পরিচালনার ব্যয় ও উৎপন্ন যন্ত্রপাতির দরুণ আয় প্রভৃতি বরাদ্দ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করিয়াছেন যে ঐ কারখানার কাজে নিয়োজিত কার্য্যকরী মূলধনের সুদ ইত্যাদি যোগাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত কারখানা পরিচালনার ফলে ২০ হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইবে। বর্ত্তমানে মহীশূর রাজ্যে দেশীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত কৃষি যন্ত্রাদি ব্যতীত প্রতিবৎসর বিস্তর পরিমাণ যন্ত্রপাতি বাহির হইতেও আমদানী হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত কারখানাটির কাজ সুরু হইলে অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত ধরণের যন্ত্রপাতি ঐ কারখানা হইতেই সরবরাহ করা যাইবে। এই কারখানার কাজে মহীশূর আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল ওয়ার্কস্ কোম্পানীর ইস্পাত ব্যবহৃত হইবে। বর্ত্তমানে কারখানাটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে। পরে উহার পরিচালনা ভার একটি প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির বাজেট

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। বিভিন্ন সাব, কমিটি অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর বেতন, ভ্রাম্যমান তদন্তকারীগণের এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির ব্যয় উক্ত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে উহা মঞ্জুর করা সম্পর্কে কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। অধ্যাপক কে, টি, সাহা কমিটির অবৈতনিক জেনারেল সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে গঠন মূলক কার্য্যের এবং অফিস পরিচালনারও কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক সাহা কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রত্যেক সাব কমিটির এক্স-অফিসও সদস্য থাকিবেন।

কয়লা শিল্প পুনর্গঠন কমিটি

সম্প্রতি বিহার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের কয়লা শিল্পের বর্ত্তমান বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কয়লা শিল্প পুনর্গঠন কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত কমিটি প্রদেশের কয়লা শিল্পের উন্নতি বিধান সম্পর্কে ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা এবং কয়লা সংশ্লিষ্টপ্রাপ্ত অন্যান্য দ্রব্যের অধিকতর সুব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

সম্প্রতি কমন্স সভায় বোর্ড অব্ ট্রেডের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময় মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলী ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদিও তিনি উক্ত চুক্তি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করেন না তবে উহার ফলে ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতা করা সম্পর্কে ইংলণ্ডের কার্পাস শিল্পের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। গত শরৎ কালে যে ভীষণ মন্দা সূচিত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং ১৯৩৭ সাল হইতে যে মাল মজুদ পড়িয়াছিল তাহা বহুলাংশে বিক্রীত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্ম্মচারী সম্মেলন

সম্প্রতি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এম্. এল্. এ. (বঙ্গীয়) পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্ম্মচারী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ ব্যানার্জ্জি তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে বর্ত্তমানে ধনী সম্প্রদায় দিন দিন অধিকতর ধনী হইতেছে এবং অপরদিকে দরিদ্রের দারিদ্র্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; এরূপ অবস্থায় সামাজিক পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি বলেন, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি উহার কর্ম্মচারিদের সহযোগিতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর অনেকাংশ নির্ভর করে, সুতরাং মালিকগণের পক্ষে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের অভাব দূর করা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ ব্যানার্জ্জি অন্যান্য প্রদেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্ম্মচারীগণকেও পাঞ্জাবের ন্যায় সঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং এই সঙ্ঘ সমূহকে একটি কেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ পরস্পরের যোগাযোগ সাধন করিতে উপদেশ দেন। ব্যাঙ্ক ও বীমাকর্ম্মচারীদের কার্য্যকাল ও বেতন নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সুবিধা দান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে আইন প্রনয়ন করা সম্পর্কে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আফগানিস্থানে কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রেরণ

আফগান সরকারের অনুরোধক্রমে ভারত সরকার উক্ত দেশে কতিপয় কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ আফগানিস্থানের কৃষির অবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিয়া আফগান সরকারকে উহার উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহনের পরামর্শ দান করিবেন। ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের তিনজন বিশেষজ্ঞ লইয়া এই প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইবে। বেলুচিস্থানের এগ্রিকালচারাল অফিসার মিঃ এ, এম, মুস্তাফা এই প্রতিনিধিদলের চেয়ারম্যান থাকিবেন। মিঃ মুস্তাফা ফলের চাষ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ইউরোপ, ইরান ও আফগানিস্থানে ব্যাপকভাবে ভ্রমন করিয়াছেন। ডাঃ বি, বি, মুণ্ডকর প্রতিনিধিদলের অপর একজন সদস্য থাকিবেন। ইনি ফল এবং অন্যান্য ফসলের রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নাগপুর পাইয়োনিয়ার ইন্সিওরেন্স কোং ১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

নাগপুর পাইয়োনিয়ার ইন্সিওরেন্স কোং বিগত ১৯২১ সালে স্থাপিত হয় ং মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নাগপুর সহরে উহার হেড অফিস অবস্থিত।

আমরা সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী ইয়াছি। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে কোম্পানী ৯৪৬টি নসিতে মোট ১২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। র বৎসরে নূতন বীমাপত্রের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫ শত টাকা। ১৯২৮ সালে কোম্পানী মাত্র ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান রিয়াছিল। দশ বৎসরের মধ্যে কাজের পরিমাণ চতুর্গুণ অপেক্ষাও বেশী ৃ পাইয়াছে। উহা হইতে কোম্পানীটির দ্রুত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৮৬ টাকা এবং নী তহবিলের সুদ ও বাড়ী ভাড়া বাবদ ১৮ হাজার ৯৬১ টাকা লইয়া ম্পানীর মোট আয় হয় ২ লক্ষ ৪ হাজার ৭০ টাকা। উহা হইতে ্যদাবী ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবী জনিত ৫৫ হাজার ৭১৭ কা, অফিসের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় বাবদ ৮১ হাজার ৫২৯ টাকা, গনাইজেশন ব্যয় বাবদ ৪ হাজার ৮৮৯ টাকা লইয়া এই বৎসরে কোম্পানীর ট ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৯৪ টাকা। বাকী ৫৬ হাজার ৪৭৫ টাকা বনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ ায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১২৫ টাকা। এই বৎসরে প্রিমিয়ামের আয় হইতে ম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ব্যয়ের হার দাঁড়ায় শতকরা ৪৪.৩ গ। ১৯৩৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৫১.৯ ভাগ। সুতরাং ন বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস ইয়াছে। কোম্পানী সম্বন্ধে আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উহার রিচালকগণ অর্গেনাইজেসন বাবদ ব্যয়কে সম্পত্তির হিসাবে প্রদর্শিত না রিয়া চলতি আয় হইতে উহা সঙ্কুলান করিয়াছেন। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ে া একটা বিশেষ প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত।

কোম্পানীর তহবিলও নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে দাদন করা রহিয়াছে। লোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন (৬৮৩৩৫৲ টাকা), বন বীমা ও অন্যান্য তহবিল এবং অন্যান্য দায় লইয়া মোট স্থিতের রিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৬৫ টাকা। এই স্থিতের বদলে বৎসরের ষে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান াগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর কাগজ, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেঞ্চার এবং প্রথম শ্রেণীর শেয়ার ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬৪ টাকা, স্থায়ী মানত ও পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮ হাজার ৫৬৯ টাকা, হাতে ও ঙ্কে নগদ, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২২৮ কা। সুতরাং নাগপুর পাইয়োনিয়ারের তহবিল যে খুব নিরাপদ ভাবে ত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

আমাদের অভিমত এই যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইলেও নাগপুর ইয়োনিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী একটি প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানী ং উহাতে বীমা করিলে ভয়ের কোন কারণ নাই। কলিকাতায় ১নং শন রো'তে এই কোম্পানীর একটি শাখা আফিস রহিয়াছে। মিঃ বি, , গুপ্ত, বি-এল এই শাখার কর্ণধার। তিনি কলিকাতার সান লাইফ ন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ৮ বৎসর কাল কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার রিচালনাধীনে এতদঞ্চলে নাগপুর পাইয়োনীয়ারের কাজ দিন দিন বৃদ্ধি ইতেছে শুনিয়া আমরা খুব সুখী হইলাম।

নরউইচ্ ইউনিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় কয়েকটি বিদেশী বীমা কোম্পানী ভারতে নূতন বীমা সংগ্রহের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নরউইচ্ লাইফ্ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের পরিচালক বোর্ড এদেশে ঐ কোম্পানীর ব্যবসা চালাইতে থাকারই সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। নূতন বীমা আইনের বিধানসমূহ প্রতিপালন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই কোম্পানী এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

রাঁচিতে নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর যে সাব আফিস ছিল সম্প্রতি তাহাকে একটি শাখা আফিসে পরিণত করা হইয়াছে। রাঁচির অন্যতম খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মিঃ বংশিধর মোদী উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ বি এস শর্ম্মা এক বক্তৃতায় নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন গত ১৯২১ সালে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে বর্ত্তমান বীমা কোম্পানিটী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে স্বর্গীয় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় এই কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর ছিলেন। প্রথম হইতে বিবেচনা সম্মত উপায়ে কার্য্য পরিচালনা করিয়া এই কোম্পানীটি অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে। গত ১৯৩৭ সালে ঐরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া কোম্পানীটিকে একটী উন্নত ধরণের জীবন বীমা কোম্পানীতে পরিণত করা হয়।

সাধনা ঔষধালয়

গত ৬ই জুন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকায় সাধনা ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত বসুর আগমন উপলক্ষে ঔষধালয়-ভবন সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসু দ্বারে সমাগত হইলে সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তৎপর ঔষধালয়ের কর্ম্মীবৃন্দ তাঁহাকে ...কে অভিনন্দনে আপ্যায়িত করেন। শ্রীযুক্ত বসুকে কারখানার যাবতীয় ...ক দেখানো হয়। বিভিন্ন বিভাগে ঔষধ তৈয়ারের সমুন্নত প্রক্রিয়া ও ...ন্দোবস্ত লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত বসু বিশেষ প্রীত হন। বিশেষভাবে ঐ ...রখানায় 'মৃতসঞ্জীবনী' ঔষধের নির্ম্মাণ ব্যবস্থা তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ঐ ...মস্ত দেখিয়া শ্রীযুক্ত বসু অধ্যক্ষ যোগেশ বাবুকে তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ...য়োগ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি প্রদর্শনের নিমিত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ...াপন করেন। তিনি বলেন সর্ব্বপ্রকার সমুন্নত বিধিব্যবস্থায় ঔষধ প্রস্তুত ...রিয়াই সাধনা ঔষধালয় আজ দেশ-বিদেশে তাহার সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

সাধনা ঔষধালয় হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুকে এক হাজার টাকার একটি ...োড়া উপহার দেওয়া হয়।

ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই জুন কাটোয়াতে কলিকাতার ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ...কটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলাস্থ অগ্রদ্বীপের জমিদার ...যুক্ত জ্ঞানরঞ্জন মল্লিক ঐ শাখা অফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ...ই নূতন অফিসটি ছাড়া বনগাঁ, যশোহর, বরিশাল ও রাণীগঞ্জে ঐ ব্যাঙ্কের ...খা অফিস রহিয়াছে।

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার মিঃ এস সি ...গুপ্ত বিদায় গ্রহণ করায় বোম্বাই শাখার ম্যানেজার মিঃ কে আর ...পাণ্ডে কলিকাতা শাখার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রেটহোম লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি কাথিওয়ারের পোরবন্দরে গ্রেটহোম লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা লিঃ

ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যাঙ্কের কতকগুলি নূতন ...েয়ার বাহির করার সঙ্কল্প করিয়াছে। ১০০ টাকা মূল্যের মোট ১ লক্ষ ... হাজার শেয়ার বাহির করা হইবে। উহা বিক্রয় হইলে কোম্পানীর ...ধন ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উপরোক্ত পরিমাণ ...ন শেয়ারের মধ্যে ৬০ হাজার শেয়ার পূর্ব্বেকার অংশিদার সমূহের মধ্যে ক্রয় করা হইবে।

বিষ্ণুপুর কটন মিলস্ লিঃ

অদ্য ১৯শে জুন বিষ্ণুপুর ষ্টেশনের নিকট মিলের জমিতে বিষ্ণুপুর কটন ...লের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদিত হইবে। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উহার ...ত্তি স্থাপন করিবেন।

শক্তি ঔষধালয়

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত ৬ই জুন অধ্যক্ষ মথুর বাবুর শক্তি ঔষধালয়ের ...রখানা পরিদর্শন করেন। সুভাষচন্দ্র কারখানার দ্বারে উপস্থিত হইলে সমবেত ...ক্তিগণের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির ভিতর তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। শ্রীযুক্ত ...ুকে কারখানার প্রত্যেক বিভাগ ও তৎসংলগ্ন আশ্রম, টোল ইত্যাদি ...রিদর্শন করাইয়া সুসজ্জিত মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তিনি আসন ...হণ করিলে শক্তি ঔষধালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ...র্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দনের উত্তরে ...যুক্ত বসু বলেন—আজ শক্তি ঔষধালয়ের কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া আমি ...রপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। শক্তি ঔষধালয় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান ...হের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা শুধু ঢাকা ও বাঙ্গলার সম্পদ নহে, উহা ...স্ত ভারতের একটি গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান।

টিটাগড় পেপার মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি টিটাগড় পেপার মিলস্ লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসের প্রথমে ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৭১ টাকার মজুদ কাগজ নিয়া কোম্পানী কার্য্য সুরু করিয়াছিল। তৎপর নূতন উৎপন্ন কাগজ লইয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী আলোচ্য ছয় মাসে মোট ৫৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৩৯ টাকার কাগজ বিক্রয় করে। ঐ প্রকার আয় হইতে খরচপত্র মিটাইয়া কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৩০৯ টাকা। ঐ টাকা হইতে মজুত তহবিলে অর্থ নিয়োগ করিয়া এবং আগামী ছয় মাসের জন্য কিছু অর্থ জের টানিয়া কোম্পানী বাকী টাকা হইতে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। ফাষ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৪ টাকা, সেকেণ্ড প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা আড়াই টাকা, 'এ' অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১৫ টাকা ও বি অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১৫ ধাকার লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

ইউনিক এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১৬ই জুন বৈকালে ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানীর ১এ ভ্যান্সিটার্ট রো স্থিত হেড আফিসে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের চতুর্দ্দশ মৃত্যুবাষিকী অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাস ঐ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে সমবেত হইয়া কোম্পানীর অংশিদার, বীমাকারী ও শুভাকাঙ্খীরা স্বর্গগত বরেণ্য নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি পুনার ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এই কোম্পানীর তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট। উহা হইতে কোম্পানীর সন্তোষজনক কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। এবৎর প্রিমিয়াম বাবদ ৩৪ হাজার ৭১ টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৩৭ হাজার ২৯৪ টাকা। ঐ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী দাবী পরিশোধ বাবদ ৩ হাজার টাকা এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৯ হাজার ১৪২ টাকা ব্যয় করেন। তাহাছাড়া অন্যান্য খরচ বাদে ১২ হাজার ৮০০ টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। উক্ত জীবন বীমা তহবিল বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরের শেষে ২৪ হাজার ৪৮১ টাকা দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়িয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

সিকিউরিটি-ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১২ই জুন ১৬।২নং ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীটে কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক সিকিউরিটি ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা অফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উক্ত শাখা অফিসের এজেন্ট মিঃ এন কে ভৌমিক তাঁহার বক্তৃতায় উক্ত ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। তৎপর কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক আধুনিক ধরনের ব্যাঙ্কগুলির উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে প্রকৃত ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে এই সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার জন্য একটি স্থানীয় পরামর্শ সমিতি গঠন করিতে বলেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর রায় সাহেব ইন্দু কুমার বসু একটি বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের দাদন নীতি বর্ণনা করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের ভিতর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন:—কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, মিঃ বি সি রায়, মিঃ এস্ কে দাসগুপ্ত, মিঃ বি কে গুপ্ত ও মিঃ এম কে গুহ। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কটন মিলস লিমিটেড—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ্ এন দত্ত ব্যবসা কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ৮ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মালদহ কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ এন দত্ত। ব্যবসা কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৮ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট।

জেনারেল ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে কে ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হেলার (ইণ্ডিয়া) লিঃ—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ কোম্পানী। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মত ও পথ

ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কিত আইন

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর স্যার জেমস টেইলার ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক পত্র দিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঐ বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এরূপও জানা গিয়াছে, তাহারা কোম্পানী আইন ও বীমা আইনের ন্যায় একটি ব্যাঙ্ক আইন রচনার কথাও ভাবিতেছেন। এদেশে একটি নূতন ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ মূলক আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গত ৮ই জুন তারিখের বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্র টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া গত ৮ই জুন তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—এদেশে ব্যাঙ্কিংএর প্রথা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উহা নানাভাবে ও নানা প্রণালীতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ক্ষুদ্র ধরণের এবং তাহাদের কার্য্যকারী মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত। এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীর বাহিরে দেড় হাজার যৌথ ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুদ তহবিল মিলাইয়া ৫০ হাজার টাকা হয় এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র আড়াই শত। বাকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম। নূতন কোম্পানী আইনে এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইলে উহার ৫০ হাজার টাকা মূলধন দেখাইতে হইবে। সহর অঞ্চলের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বর্ত্তমানে যে প্রতিযোগিতার ভাব মূর্ত্ত দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐ পরিমাণ মূলধনও কোন ব্যাঙ্কের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলা যায়। কম মূলধনের জন্য অনেক দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহ অনুন্নত প্রণালীতে কারবার চালাইতে বাধ্য হয়। আর তাহাতে আমানতকারীদের টাকা সম্বন্ধেও অনেক সময় আশঙ্কার কারণ ঘটে। এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অধিকতর প্রসার প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন ভাবে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে যাহাতে অধিক সংখ্যায় অনুপযুক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অহেতুক সঙ্কট সৃষ্টি করিতে না পারে সেজন্য নূতন একটি নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়ন আবশ্যক।

পাটের বদলে ইক্ষুর চাষ

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচার কার্য্য চলিতেছে। আর এই অবস্থায় পাটের বদলে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ করার কথা উঠিয়াছে। মুঙ্গেরের কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায় সম্প্রতি আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'চিনির কল ও গুড়ের কল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—বিহার ও যুক্ত প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের মাটি সেঁত-সেঁতে বেশী। ঐ দুই প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বৃষ্টি অধিক হয়। কাজেই বঙ্গদেশে অনেক স্থানে বিনা জলসেচে ইক্ষু চাষ হইতেছে। অন্যদিকে বঙ্গদেশের ইক্ষুতে গুড় বেশী হয়, চিনির দানা কম হয়। বাঙ্গলায় এক বিঘা জমিতে ৮৷৯ মণ পাট উৎপন্ন হয়। তাহার মূল্য ৪৷৫ টাকা দরে ৪০৷৪২ টাকা হয়। উৎপাদনের খরচ প্রতি বিঘাতে ১৮৷২০ টাকা পড়ে। বর্ষাকালেই পাট উৎপন্ন হয়। কাজেই ভিজিয়া কাটিতে ও ভিজাইয়া লইয়া শুকান ইত্যাদি সব কাজই বর্ষায় কৃষকগণকে করিতে হয়। তাই তাহারা নানা প্রকার রোগের যন্ত্রনা ভোগ করে। পাট পচা জলের দুর্গন্ধে পাড়ার লোক পর্য্যন্ত অধীর হয়। ইক্ষুর চাষ নভেম্বর হইতে আরম্ভ হয়। অক্টোবর হইতে ইক্ষু কাটা সুরু হয়। অতএব বর্ষার উপদ্রব সহ্য করিবার দরকার হয় না। প্রতি বিঘাতে ২৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও এবং প্রতি ১০০ মণে ১০ মণ গুড় হইলেও ২৫ মণ গুড় প্রতি বিঘাতে হইবে। এখন গুড় ৬৷৷ আনা মণে বিক্রয় হয়। কিন্তু ৪ টাকা মণ হইলেও ১০০ টাকা দাম পড়িয়া যাইবে। গুড় তৈয়ারের খরচ বাবদ ১৫ টাকা ও প্রতি বিঘা চাষের খরচ ২০৷২২ টাকা বাদ দিলেও ইক্ষু চাষ করিয়া ৬০৷৬২ টাকা বিঘাপ্রতি লাভ হইবে।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য

ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে বাণিজ্য সম্পর্ক ও ভবিষ্যতে একটি নূতন বাণিজ্য চুক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্র গত ১০ই জুন তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন পণ্যের একটি বড় খরিদ্দার। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ মাল আমদানী হইয়া থাকে। অপরদিকে ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশে যে মাল রপ্তানী করে তাহার পরিমাণ এই দেশের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা দশভাগেরও কম। গত পাঁচ বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানীকৃত পণ্যের শতকরা ৬০ ভাগ ভারতবর্ষই খরিদ করিয়াছে। অপরদিকে ব্রহ্মদেশে আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে ভারতীয় মালের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ। কাজেই দেখা যায় ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মদেশেরই অনুকূল। ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন চাউলের অর্দ্ধেক, খনিজ তৈলের প্রায় সমস্ত এবং রপ্তানীকৃত কাঠের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ভারতবর্ষই ক্রয় করিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখিতে চেষ্টা করার গরজ ব্রহ্মদেশেরই বেশী দেখা যাইতেছে। সেজন্য অধিক পরিমাণে ভারতীয় মাল খরিদ করিয়া ভারতবর্ষকে উৎসাহিত করাও ব্রহ্মদেশের পক্ষে কর্ত্তব্য।

কৃষকের আয়বৃদ্ধির সমস্যা

ভারতের কৃষককুল আজ বিশেষভাবে দীন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অর্থাগমের পথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় তাহারা জীবনযাত্রার নিম্নতম স্তরে পৌছিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের অগণিত কৃষকদের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে তাহাদের আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা দরকার। মাইশোর ইকনমিক জার্ণেলের জুন সংখ্যায় মিঃ ভি এল ডিসোজা কৃষকদের ঐ আয় বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেনঃ—কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি তথা একর প্রতি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। তাহা ছাড়া কৃষকেরা অবসর সময়ে কৃষকদের ভিতর অবসর সময়ের অবলম্বন হিসাবে এমন কতকগুলি শিল্পের প্রচলন প্রয়োজন যাহা দ্বারা তাহাদের দু'পয়সা অতিরিক্ত রোজগার হইতে পারে। ভারতবর্ষ এককালে বহুপ্রকার কুটীর শিল্পের আবাস স্থল ছিল। বর্ত্তমানে নানাকারণে ঐ সব কুটীর শিল্পের অনেকগুলিই লোপ পাইতে বসিয়াছে। আজ দেশের কৃষককুলের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ঐসমস্ত পুনঃ-সঞ্জীবিত করা দরকার। কৃষকদের পক্ষে অবলম্বনযোগ্য অবসর সময়ের শিল্পের মধ্যে গবাদি পশু পালনের শিল্পই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গবাদি পশু দেশের মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলে একদিকে যেমন জাতীয় ঐশ্বর্য্য বাড়িবে তেমনই দেশে ভাল রকম ভাবে জমি চাষাবাদের পক্ষেও নানাদিক দিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে উহা যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে। এদেশে অকর্ম্মণ্য গবাদি পশুর সংখ্যা দেখা গিয়া থাকে অত্যধিক। তাহা ছাড়া এদেশের গাভী হইতে যে দুধ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণও বিশেষ কম। প্রকৃত যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিলে গোজাতির এই অবনতি প্রতিরোধ করিয়া অর্থাগম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সদুপায় বিধান করা যাইতে পারে। কৃষকদের পক্ষে বিশেষভাবে অবলম্বনযোগ্য আর একটি লাভজনক শিল্প হইতেছে হাঁস মুরগী প্রভৃতি পক্ষী পালন। হাঁস মুরগী প্রভৃতি পালন করিয়া বিক্রয় ও তাহাদের ডিম বিক্রয়ের সুবিধা সুযোগ সর্ব্বত্রই এত বেশী যে তাহাতে কৃষকদের আয় কিছু পরিমাণে অন্ততঃ না বাড়িয়া পারে না। এদেশের তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার এবং সূতা হইতে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শিল্প এদেশে পূর্ব্বে খুবই প্রচলিত ছিল। পরিধানযোগ্য বস্ত্রাদি যখন নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর অন্তর্গত তখন এ সমস্ত তৈয়ার করিয়া আয় বৃদ্ধির পথ কৃষকদের সম্মুখে সর্ব্বদাই রহিয়াছে বলা চলে। তাহা ছাড়া এদেশের পল্লী অঞ্চলে তথাকার কাঁচা মালের যোগান অনুযায়ী এমন কতকগুলি কারখানা শিল্পও গড়িয়া তোলা যায় তাহাতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে। তৈল শিল্প, শর্করা শিল্প ও চামড়া শিল্পের কথা এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১৬ই জুন

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে যে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এ সপ্তাহে তাহাই বিশেষ ভাবে বলবৎ দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে অধিকাংশ দিনই বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে বাকী) সুদের হারে শতকরা বার্ষিক বার আনা ছিল। সোমবার দিবস একবার ঐ সুদের হার শতকরা একটাকা উঠিয়াছিল। তবে উহা সাময়িক চড়তি ভিন্ন আর কিছু নহে। বাজারে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা তেমন কিছু হইতেছে না। তুলা ফসল ইত্যাদি ক্রয় বাবদ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা আবার এক্ষণে বাজারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল ও ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে বিস্তর পরিমাণে টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। এই সমস্তের ফলে বাজারে টাকার প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে। সুবিধাজনকভাবে ঐ টাকা খাটাইবার সুবিধা নাই বলিয়া তাহা অনেক পরিমাণে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে দুই কোটি টাকা করিয়া নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। যদি এতবেশী পরিমাণে ট্রেজারী বিল বিক্রয় না করা হইত তবে টাকার সুদের হার যে বর্ত্তমানের চেয়ে হ্রাস পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্ট এতদিন নানাভাবে টাকার বাজার চড়া রাখারই ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তাহাদের সেই নীতি কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগে ১৯৩৯-৪০ সালের সরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য নূতন ঋণ গ্রহণের কথা আছে। ঐ নূতন ঋণ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতা আনয়নে কিছু পরিমাণে স্বচেষ্ট হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ ট্রেজারী বিলের সুদের হারও ক্রমাগত ভাবে হ্রাস করা হইতেছে।

গত ১৩ই জুন মঙ্গলবার ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ৭৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮৶৯ পাই। এবার তাহা ৮৵১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২০শে জুনের জন্য ৩ মাসের মেয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ২৩শে জুন ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৯ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬৬ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা হারে বলবৎ ছিল। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২০ কোটি ৮০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে টাকার বিনিময় হার সম্পর্কে একটু চড়াভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত ১০ই জুন হইতে গত ১৩ই জুন পর্য্যন্ত বাজারে পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হার ১ শি ৫৭/৮ পেনী হারে বলবৎ ছিল। গত ১৭ই জুন তাহা ১ শি ৫৩১/৩২ পেনী পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। অদ্য বাজারে ঐ হারই বজায় আছে।

বিনিময় বাজারে অদ্য নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	”	১ শি ৬ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	”	১ শি ৬ ১/৮ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৭
মার্ক	”	৮৬১/২
গিলডার	”	৬৫১/৪
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৶০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬·৭৩
ষ্টার্লিং-ডলার হার	”	৪·৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই জুন

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতির ফলে দীর্ঘদিনের উদ্বেগ অশান্তি কাটিয়া গিয়া ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে যখন শান্তির আবহাওয়া পুনঃস্থাপিত হইতে আরম্ভ করে তখন জগতের বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারে আবার একটা কর্ম্মোৎসাহ সূচিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় বাজারের অবস্থা কিছুকাল উন্নতির পথে চলিয়া এখন আবার ক্রমিক মন্দার পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। রাশিয়ার সহিত যে রাজনীতিক চুক্তি বিধিবদ্ধ করার আয়োজন চলিতেছে প্রথমতঃ অনেকেই আশা করিয়াছিলেন শীঘ্র তাহা সুসম্পন্ন হইবে। আর সেজন্য লণ্ডনের শেয়ার বাজারে একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক কার্য্যতৎপরতাও লক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজনৈতিক চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম দেখা যাইতেছে। দীর্ঘদিনের চেষ্টায়ও কোন সুফল না পাইয়া ইংলণ্ড রাশিয়ার সহিত কোন চুক্তির আশা ছাড়িয়া দিয়া এখন হইতে পুনরায় জার্ম্মাণী ও ইটালীর তুষ্টি সাধনেই যত্নপর হইবেন—এরূপ আশঙ্কাও কেহ কেহ করিতেছেন। এই অবস্থার ফলে লণ্ডনের বাজারের উৎসাহ উদ্যম কতকটা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য স্থানের বাজারেও ক্রমিক মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কোন স্থানের ব্যবসায়ীরাই এখন আর সাহস করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। অপেক্ষা করিয়া রাজনৈতিক অবস্থার গতি লক্ষ্য করার উপরই সকলে জোর দিতেছেন। বাহিরের বাজারের ঐ প্রকার অবস্থা স্বভাবতঃই কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা অবসাদের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা ছাড়া কতকগুলি স্থানীয় কারণেও এখানের বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মন্দা লক্ষিত হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ খুব চড়া ভাব দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এসপ্তাহে ঐ বাজারে দরের একটা বিরূপ গতি লক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির উপর এসপ্তাহে ব্যবসায়ীদের কম আস্থা দেখা গিয়াছে। ফলে দামের হারও পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। লণ্ডনের বাজারের এই পড়তি অবস্থায় কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দিকে লোকের আগ্রহ অনেক পরিমাণ মন্দীভূত হইয়াছে। গত ৯ই জুন যখন আমরা শেয়ার বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে বাজারে ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৬৸ আনা। ক্রমে হ্রাস পাইয়া অদ্য তাহা ৯৫৷৴ আনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অদ্য বাজারে ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০ ঋণ ১১০॥৵ আনা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১৩৸৵ দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

এসপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। সম্প্রতি কয়েকটি কয়লা কোম্পানীর যে কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেক বিষয়েই সন্তোষজনক বলা যায়। এমালগেমেটেড কোলফিল্ডস লিমিটেড গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অংশিদার দিগকে শতকরা ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ ও শতকরা আড়াই টাকা হারে বোনাস প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত সত্বেও কয়লার খনি বিভাগে কাজকর্ম্মের কোন কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩০০ টাকা, ধেমোমেইন১১৸ আনা, ইকুইটেবল ৩০৷ আনা রাণীগঞ্জ ২৯৷ আনা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৭৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটকল বিভাগে এসপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের কতকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। পাটকলগুলিতে মজুত বিক্রয়যোগ্য চট ও থলের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়ায় এক্ষণে পাটকলগুলিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথা চলিতেছে। এই অবস্থায় পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন আশা ভরসার সঞ্চার হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে পাটকল শেয়ারের দামের হারও কিছু বাড়িয়াছে। এসপ্তাহে চট ও থলের বাজারের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। অদ্য হাওড়া কোম্পানীর শেয়ার মূল্য ৫৪৴ আনা। গৌরীপুর ১৩০ টাকা, কামারহাটী ৪২৫ টাকা ও হুকুমচাঁদ ৫৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য এসপ্তাহে ২৪৸০ আনা হইতে ২৫৵০ আনার মধ্যে উঠানামা করিতেছে। কুলটীকারখানার ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একটা মীমাংসা হওয়ায় ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে। তবে বিদেশের বাজারের অবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক না থাকায় দামের তেমন কোন বৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৯ই জুন ৯৭॥৬ ৯৭॥৵৬, ১৩ই জুন ৯৭॥৵ ৯৭৸০, ১৪ই জুন ৯৭৸০, ১৫ই জুন ৯৭৸০ ; ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই জুন ৯৬৸৵ ৯৬৸/ ৯৬৸০, ১০ই জুন ৯৬৸০ ৯৬৸৵. ১২ই জুন ৯৬৸০ ৯৬৸/ ৯৬৸০, ১৩ই জুন ৯৬॥৶ ৯৬॥৵, ১৪ই জুন ৯৬॥৶ ৯৬॥৵ ১৫ই জুন ৯৬৷৶ ৯৬৷/ ৯৬৶ ৯৬৲ ৯৬/ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৯ই জুন ১০০৲ ১০০৵, ১২ই জুন ১০০৲ ১০০৵, ১৩ই জুন ৯৯৸৵ ১০০ ১০০/, ১৫ই জুন ১০০৷০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১০ই জুন ১১০৸/৬ ১১০৸/ ১১০৸৵, ১৩ই জুন ১১০৸/. ১৫ই জুন ১১০॥৵ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৩৯-৪৪) ১২ই জুন ১০০৷০ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ১৩ই জুন ১০১৸০ ; ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৩ই জুন ১০৪৲ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ১৩ই জুন ১০৩॥৶ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৪ই জুন ৮৬॥/ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই জুন ১১৪৲, ১৫ই জুন ১১৩॥৵ ; ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৫ই জুন ১১৫॥/ ; ৩৲ সুদের ইউ, পি ঋণ (১৯৬১-৬৬) ১৫ই জুন ৯৭৲ ৯৬৸৵ ৯৬৸৶।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৯ই জুন ১০৯॥০ ; ১০ই জুন ১১০৲ ১১১৲ ১১০৸, ১২ই জুন ১১০॥০ ১১০৲ ১১১৲ ; ১৩ই জুন ১১০৲ ১১১৲ ; ১৪ই জুন ১১০৲ ; ১৫ই জুন ১১০৲, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—১০ই জুন (অঃ আদায়ী) ১,৫৪০৲ ১,৫৪৮৲ ; ১২ জুন (কলি) ৩৮৪৲ ৩৮৬৲ ; ১৪ই জুন ৩৮৩৲। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক—১০ই জুন (প্রেফ) ১৪৫৲ ১৪৬৲ ; ১৩ই জুন (প্রেফ) ১৪৬৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—১২ই জুন ৩৩৷০ ; ১৩ই জুন ৩৩॥৵।

কাপড়ের কল

কেশোরাম—৯ই জুন ৪৸ ৫৲ ৫৷০ ; ১২ জুন ৫৷০। ডানবার—১২ই জুন ১৪৮৲ ; ১৩ই জুন (প্রেফ) ১৭০৲। নিউভিক্টোরিয়া—১৩ই জুন (অডি) ॥৵ ৸০ ১৪ই জুন (অডি) ॥৶ ॥৵ ৸০। এলগিন মিলস—১৪ই জুন (অডি) ১০৪৲।

রেলপথ

বাঁকুড়া দামোদর—১২ই জুন ৯০৲; কাটোয়া ইসলামপুর—১২ই জুন ৮৯৲ ৯০৲; ১৩ই জুন ৮৯৲ ৯০৲; ১৫ই জুন ৮৯৲ ৯০৲; ময়মনসিংহ ভৈরব বাজার—৯৭৲ ৯৮৲; হাওড়া শিয়াখালা রেলওয়ে—১৪ই জুন ৬৯৲ ৬৭৷৷০; শাহাদারা—সাহারানপুর ১৫ই জুন ১৩৭৷৷০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—৯ই জুন ৩০৩৲ ৩০৫৲; ১২ই জুন ৩০৭৲ ৩০৮৲ ৩০৫৲ ৩০৪৲ ৩০৬৲; ১৩ই জুন ৩০৫৲ ৩০৬৲। ধেমো মেইন—৯ই জুন ১২৲ ১২৵ ১২৷৵ ১২⁄ ১২৷⁄; ১০ই জুন ১২৲ ১২৷০; ১২ই জুন ১২৲ ১২৷০; ১৩ই জুন ১১৸০ ১২৲; ১৫ই জুন ১১৷৷৶ ১১৸০ ১২৸৵ ১১৵। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান—৯ই জুন ২০৷০; ১৩ই জুন ২০৲ ২০৷০। মুগুমাপুর—৯ই জুন ৭৷৶ ৭৷৷৶। নিউ বীরভূম—৯ই জুন ১৬৸৶ ১৭⁄ ১৭৷৶ ১৬৸৵; ১২ই জুন ১৭⁄ ১৭৵; ১৩ই জুন ১৬৸৶ ১৭৶ ১৬৸০; ১৫ই জুন ১৬৷০ ১৬৷৷০ ১৬৷৵ ১৬৷৷৵ ১৬৷০ ১৬৷৷⁄ ১৬৷৷৵। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৯ই জুন ২৭৵ ২৭৲; ১৩ই জুন ২৭৸০। এ্যামালগামেটেড—১০ই জুন ২২৸৵ ২৩৵; ১৩ই জুন ২২৸৵। বরাকর—১০ই জুন (প্রেফ) ১৩৪৲; ১২ই জুন ১২৵; ১৩ই জুন ১২৵। সেণ্ডা—১০ই জুন ৭৷৷০; ১৩ই জুন ৮⁄ ৮৵। বড় ধেমো—১২ই জুন ৩৷৷৵; ১৩ই জুন ৩৷৷৵; জুন ৩৷৷৵ ৩৷৷০ ৩৷৷⁄; ১৪ই জুন ৩৷৶ ৩৷৷৵। ইকুইটেবল—১২ই জুন ৩০৷৷⁄০ ৩১৲ ৩০৷৷০ খরিসাদী—১২ই জুন ১১৷৷৵০ ১১৸৵০ ১১৸৶০ ১৩ই জুন ১১৸⁄০ ১২⁄০ কুয়াদ্দি—১২ই জুন ১৷০ অণ্ডাল—১২ই জুন ৭⁄০ রাণীগঞ্জ—১২ই জুন ৩১৷০; ১৩ই জুন ৩০৷৷৵০ ১৪ই জুন ৩১৸০ দেউলী—১৩ই জুন ৬৷৷৵০ ঘুসিক ও কুমিল্লা—১৪ই জুন ২৵০ নাক্সিরা—১৪ই জুন ৮৵০ সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল—১৪ই জুন ৷৷⁄০ বোকারো ও রামগড়—১৫ই জুন ১৪৲ সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ—১৫ই জুন ১১⁄০ ১১৷⁄০।

পাট কল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—৯ই জুন ৩৩০৲ ৩৩২৲, ১০ই জুন ৩২৮৲ ৩২৭৲ ৩২৬৲, ১৪ই জুন ৩৩৩৲; ১৫ই জুন ৩৩২৲ ৩৩৪৲ ৩৩৫৲। অকল্যাণ্ড—৯ই জুন ১৭৪৲ ১৫ই জুন ১৭৭৲ ১৭৮৲। বালী—৯ই জুন ১৯১; ১০ই জুন ১৯৫৲ ১৯৬৲ ১২ই জুন ১৯৩৷৷০ ১৯৫৲ ১৯৬৲, ১৩ই জুন ১৯৪৷৷০ ১৯৬৲ ১৯৭৲; ১৫ই জুন ১৯৮৲ ২০০৲। বরানগর—৯ই জুন ১৫০৲ (প্রেফ) ৫৭৲; ১০ই জুন ১৫২৲ ১৫২৷৷০ ১৫৪৲ ১৫৫৲ ১২ই জুন ১৫২৲ ১৫৩৲; ১৩ই জুন ১৫৩৲ ১৫৫৲ ১৫৬৲; ১৪ই জুন ১৫৫৲ ১৫৬; ১৫ই জুন ১৫৬৲ ১৫৮৲। ক্লাইভ ৯ই জুন ২৫৲ ২৫৶০ ২৫৷৷৵০ ১২ই জুন ২৫৲ ২৫৷০; ১৩ই জুন ২৫৲ ২৫৷০; ১৪ই জুন ২৫৷০ ২৫৷৷⁄০ ২৫৷৷০ ২৫৸০ ২৫৷৵০ ২৫৷৷৵০; ১৫ই জুন ২৫৷৷০ ২৫৸০ ২৫৷৵০ ২৫৷৷৵০ ২৫৷০ ২৫৷⁄০ ২৫৷৶০ ক্রেগ—৯ই জুন ৷৷০; ১৫ই জুন ৷৷০ ৷৷৵০ গৌরীপুর—৯ই জুন ৫৩৯৲; ১২ই জুন ১৩১৷৷০ ১৩২৷৷০; ১৫ই জুন ৫৫০৲ (প্রেফ) ১৩৫৲

হাওড়া—৯ইজুন ৫৩৲ ৫৩৷০ ৫৩৶০ ৫৩৸৵০ ৫৩৷৶০; ১০ই জুন ৫৩৷৷০; ১২ই জুন ৫৩৷৷০ ৫৩৷৷৵০ ৫৩৸০ ৫৩৷৷⁄০; ১৩ই জুন ৫৩৸৵০ ৫৩৸৶০ ৫৩৸৵০, ১৪ই জুন ৫৪⁄০ ৫৪৷৷০ ৫৪৶০ ১৫ই জুন ৫৪৷৵০ ৫৪৶০ ৫৪৷০ ৫৪৷৵০ হুকুমচাঁদ—৯ই জুন ৫৲ ৫৵০; ১৪ই জুন ৫৷৵০ ৫৷৷০ ৫৷৷৶০ ৫৸⁄০ ৫৷৷৵০; ১৫ই জুন ৫৷৷৵০ ৫৷৵০ ৫৷৷⁄০। ইণ্ডিয়া—৯ই জুন ২৮৩৲; ১০ই জুন ২৮৪;০ ২৮৬৲; ১২ই জুন ২৯১৷৷০ ২৯৩৲; ১৪ই জুন ২৯৮৲ ৩০০৲, ১৫ই জুন ২৯৮৷৷০। কামারহাটি—৯ই জুন ৪৯৯৲ ৪৯৬; ১০ই জুন ৪৯৫৲; ১২ই জুন ৪৯৫৲; ১৪ই জুন ৩৮৪৲ ৩৮৬৲ ৩৮৮৲; ১৬ই জুন ৫০০৲ ৪৯৮৲ ৪৯৬৲ ৪৯৭৲। কাঁকনারা—৯ই জুন ৩৮২৲ ৩৭১৲; ১৩ই জুন ৩৮২৲; ১৫ই জুন ৩৯১৲ ৩৮৬৲ কিনিসন ১৫ই জুন (প্রেফ) ১৫২৷৷০ কেলভিন ৯ই জুন ৪১৫৲ ল্যান্সডাউন—৯ই জুন ১৪৮৲; ১০ই জুন ১৪৮৲; ১৩ই জুন ১৪৭৲ লরেন্স—৯ই জুন (প্রেফ) ১৩০৲। ন্যাসনাল—৯ই জুন ২১৷৵০, ১০ই জুন ২১৸০ ২২৲; ১৩ই জুন ২২⁄০ ২২৷⁄০ ২২৲; ১৪ই জুন—২২৶০ ২২৷০ ২২৷৷০ ২২৷৷৵৯; ১৫ই জুন ২২৷৶০ ২২৷৷৶০ ২২৷০। নদীয়া—৯ই জুন ৪২; ১০ই জুন ৪৩৷০ ৪ ৸০; ১৩ই জুন ৪৪৷৷০; ১৪ই জুন ৪৪৷৷০ ৪৪৸০ ৪৩৸০; ১৫ই জুন ২৯৮৷৷০। প্রিকিডেন্সী—৯ই জুন ৩৷৵০; ১৩ই জুন ৩৷৷০ ৩৷৷৶০; ১৪ই জুন ৩৷৷⁄০: ১৫ই জুন ৩৷৷৵০ ৩৷৷৶০ ৩৸⁄০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড—৯ই জুন ২৫৩৷৷০; ১২ই জুন ২৫৩৲; ১৪ই জুন ২৬০৲। ওয়েভারলী—৯ই জুন ৸০ ৸⁄০। চাপদানী—১০ই জুন ১৪৯৲। গ্যাঞ্জেস—১০ই জুন ২৪৬৷৷০, ১২ই জুন ২৫০৲; ১৪ই জুন ২৫০৲। ওরিয়েট—১০ই জুন ১৭৫৲ ১৭৬৲; ১৫ই জুন ১৮১৲। রিলায়ান্স—১০ই জুন ৫৭৲ (প্রেফ) ১৫২৲ ১৫৩৲; ১৫ই জুন ৫৯৲। সিভিয়ট—১২ই জুন ১৭০৷৷০; ১৩ই জুন ১৬৮৷৷০; ১৪ই জুন ১৬৮৲ ১৭০৲; ১৫ই জুন ১৭৩৷৷০ ১৭৩৲; হুগলী—১২ই জুন ৪৭৷৷০; ১৪ই জুন (প্রেফ) ১৬৸০ ১৫ই জুন ৪৭৷৷০। ডালহৌসী—১৩ই জুন ৩০৮৲। ওরিলে—১৪ই জুন ১৮০৲। গোণ্ডলপারা—১৩ই জুন ৭৫০৲ ৭৫৪৲। লোথিয়ান—১৩ই জুন ২১০৲। আগারপার—১৪ই জুন ২৪৷৷৵০ ২৫৷০। নিউ সেণ্ট্রাল—১৪ই জুন ২৯৮৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—৯ই জুন ৫৸০ ৫৸৵০ ৬৲ ৫৸০; ১০ই জুন ৫৸০ ৫৷৷৶০ ৫৸⁄০ ১২ই জুন ৫৸০; ১৩ই জুন ৫৸০ ৬৷৷৵০ ৫৸৵০ ৫৸০ ১৫ই জুন ৫৸০ ৫৷৶০ ৫৸৶০ ৫৷৷৶০। কনসোলিডেটেড টীন—৯ই জুন ৫৸⁄০ ৬⁄০ ১২ই জুন ৬৵০; ১৩ই জুন ৫৸⁄০ ৬⁄০; ১৪ই জুন ৬৵০। ইণ্ডিয়া কপার—৯ই জুন ১৸০; ১০ই জুন ১৷৷৶০ ১৸০ ১৸৵০ ১৸০; ১২ই জুন ১৷৷৶০ ১৸০ ১৸৵০ ১৷৷৶০; ১৩ই জুন ১৷৷৶০ ১৸০ ১৸৵০ ১৸⁄৯ ১৸০; ১৪ই জুন ১৷৷৶০ ১৸⁄০ ১৸৵০ ১৷৷৶০ ১৫ই জুন ১৷৷৶০ ১৸⁄০ ১৷৷৶০। রোডেসিয়া কপার—১২ই জুন ১৷০ ১৷৵০ ১৶০; ১৩ই জুন ১৶০ ১৷০ ১৷৵০ ১৶০ ১৷⁄০ ১৵০ ১৫ই জুন ১৷০ ১৷৵০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ৯ই জুন (প্রেফ) ১৩॥০ ; ১২ই জুন (প্রেফ) ১৩।৴০ ; ১৩ই জুন (প্রেফ) ১৩।০ ১৩॥ ; ১৫ই জুন (অর্ডি) ১৭৸৵০ ১৮৵০। আপার গ্যাঞ্জেস ৯ই জুন ১০৸০ ১১৲ ; ১৩ই জুন ১০৸০ ১১৲ ; ১৪ই জুন ১০৸০ ১১৲ ; ১৫ই ১১৲। বেনারেস ইলেকট্রিক ১০ই জুন ১৩।৵০। ঢাকা ইলেকট্রিক ১২ই জুন ১৬৸০ ; কটক ইলেকট্রিক ১৪ই জুন ৯৲ ৯।০ ; জোড়হাট ইলেকট্রিক ১৪ই জুন ১০।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (৬৲ সুদের প্রেফ) ৯ই জুন ১২৫৲ ১২৬৲ ; ১০ই জুন (অর্ডি) ২৬৫৲ ২৬৭॥০ ; ১২ জুন (অর্ডি) ২৬৬॥০ ২৬৮৲ ; ১৩ই জুন ২৬৫৲ (প্রেফ) ১২৬৲ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টিল ৯ই জুন, ২৫৲ ২৫।০ ২৫।৴০ ২৫।৵০ ২৪৸৵০ ; ১০ই জুন ২৪৸৶৸০ ২৫৶০ ২৫৴০ ২৪৸৵০ ; ১২ই জুন ২৪৸৵০ ২৫৵০ ২৫।৵০ ২৫॥০ ২৫৶০ ; ১৩ই জুন ২৫৲ ২৫।০ ২৫।৵০ ২৫॥৵০ ২৫॥৶০ ২৫॥৴০ ২৫।০ ; ১৪ই জুন ২৫৵০ ২৫।৵০ ২৫।০ ২৫।৴০ ২৫৲ ১৫ই জুন ২৫৴ ২৫।৵০ ২৪৸৵০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ২৫৸৶০ ; ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং ৯ই জুন (প্রেফ) ২।০ ২।৵০ ২৵০ ; ১০ই জুন (প্রেফ) ২।০ ২।৵০ ১৫ই জুন (প্রেফ) ২।০ ২।৴ ২।৵০ ২॥০ ; ইণ্ডিয়ান ভালকানাইজিং ১৪ই জুন ২০।০ সারন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, ৯ই জুন ৪৸৵০ ৫৲ ; ১৫ই জুন ৪৴০ ৪৵০ ; ষ্টীল কর্পোরেসন ৯ই জুন (অর্ডি) ১২৸৴০ ১২॥৵০ ১২৸০ ১৩৲ ১২॥৵০ ১২৸০ (প্রেফ) ৯৫৲ ; ১০ই জুন (অর্ডি) ১২৸৴০ ; ১২ই জুন (অর্ডি) ১২৸৴০ ১২৸৶০ ১৩৶০ ১২৸৵০ (প্রেফ) ৯৫৸০ ; ১৩ই জুন (অর্ডি) ১২৸৴০ ১৩৲ ১৩।০ ১২৸৵০ ; ১৪ই জুন ১২৸৵০ ১২৸৴০ ১৩৴০ ১২৸৵০ ১২৸৴০ (প্রেফ) ৯৬৲ ; ১৫ই জুন (অর্ডি) ১২৸৴০ ১৩৴০ ১২৸৵০ ১২৸৴০ ; কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই জুন ৩৲ ; ১৩ই জুন ৩৴০ ; ন্যাশনাল আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ১০ই জুন ৩॥০ ৩॥৴০ ; হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১৪ই জুন ৬৶০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই জুন

কলিকাতার ফাটকা বাজারে এ সপ্তাহের শেষদিকে জুন ডেলিভারির পাটের দর খুব তেজী দেখা গিয়াছে। গত ১০ই জুন ডেলিভারির পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৫৩৸ আনা। ১৩ই জুন তাহা বাড়িয়া ৫৫ টাকা দাঁড়ায়। গতকল্য তাহা ৫৭॥ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গত বৎসরের পাট বাজারে এখন আর বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই। কাজেই জুন ডেলিভারি পাটের দরের হার সম্বন্ধে সাধারণে তেমন কিছু আগ্রহান্বিত নহেন। গত সপ্তাহ হইতে বাজারে সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে নূতন পাটের বিকিকিনি আরম্ভ হইয়াছে। এখন অনেকেরই দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ। গত ১০ই জুন ফাটকা বাজারে সেপ্টেম্বর ডেলিভারির নূতন পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪১৸ আনা। এসপ্তাহে তাহা নিম্নে ৪১ টাকা ও উর্দ্ধে ৪২৸৴ আনা পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

—জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সার্ত্ত—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১২ই জুন	৫৪।৵	৫৩॥০	৫৪।৵
১৩ই ,,	৫৫৲	৫৩৸০	৫৪৸
১৪ই ,,	৫৪৲	৫৩॥৵	৫৪৲
১৫ই ,,	৫৬॥০	৫৪॥০	৫৬।৵
১৬ই ,,	৫৭॥০	৫৬৲	৫৬৸০
১৭ই ,,	৫৬।০		

—সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে—
(নূতন পাট)

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১২ই জুন	৪১৸০	৪১৲	৪১৸০
১৩ই ,,	৪২॥৵	৪১॥৵	৪২।৵
১৪ই ,,	৪২।০	৪১॥০	৪১॥০
১৫ই ,,	৪২॥৵	৪২॥৵	৪২॥৵
১৬ই ,,	৪২৸০	৪২।০	৪২।৵
১৭ই ,,	৪২৸৴	৪১৸৵	৪২॥৶

গত ৩রা জুন ফাটকা বাজারে নূতন পাটের বিকিকিনি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে উহার দর ৪৩৸৵ আনা হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা কমিয়া যায়। ফাটকা বাজারে নূতন পাটের দর কম থাকার দুইটী কারণ দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ আগামী ফসল সম্বন্ধে এতদিন যে আশঙ্কার ভাব লোকের মনে জাগরুক দেখা গিয়াছিল এক্ষণে তাহা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। ভালরূপ বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে প্রায় সর্ব্বত্রই ভালরূপ পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে। বর্ত্তমান আবহাওয়ায় পাটের দ্রুত বৃদ্ধিও সাধিত হইতেছে। অনেক স্থানে নিম্নভূমির পাটকাটা আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টে মনে হয় এবার দেরীতে পাট বুনার দরুণ ফসল পাইতে কিছু বিলম্ব হইলেও শেষ পর্য্যন্ত নূতন পাটের যোগান কম হইবে না। অদূর ভবিষ্যতে পাটের সম্ভাবিত চাহিদা যাহা দেখা যাইতেছে নূতন ফসল দ্বারা তাহা মিটান যাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ আগামী মরশুমে পাটকলগুলি যে অতিরিক্ত পরিমাণ পাট খরিদ করিবে সেরূপ সম্ভাবনা বিশেষ কিছু নাই। পাটকলগুলিতে এখন মজুদ বিক্রয়যোগ্য পাটের পরিমাণ অত্যধিক দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় এক্ষণে পাটকল সমূহের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিয়াছে। যতদূর বুঝা যাইতেছে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন পাটকলের কাজের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা করিবেন। যদি কার্য্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তবে পাটকলগুলিতে পাটের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম হইবে। এই অবস্থায় চাহিদার কমতি আশঙ্কা করিয়া ফাটকা বাজারে বেশী দর দিয়া পাট কিনা সম্বন্ধে কেহই তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না।

গত মে মাসের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ঐ মাসে বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে

মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৬১৫ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৬১ বেল কলিকাতা বন্দর হইতে ও ৬ হাজার ১৫৪ বেল চট্টগ্রাম বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের মে মাসে বাঙ্গালা দেশ হইতে মোট ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৬২ বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল।

গত ১০ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বল হইতে মাত্র ৯ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৬ হাজার বেল। ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ১০ই জুন পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে মোট ৮৮ লক্ষ ২৬ হাজার বেল পাটের আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল মোট ৯৬ লক্ষ ১০ হাজার বেল।

আলাদা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে সামান্য পরিমাণে বিকিকিনি হইয়াছে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা বেশী থাকায় দরের হার কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ৯ই জুন বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিল ৮।০ আনা। গতকল্য তাহা ৮ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে ফার্ষ্ট শ্রেণীর পুরাতন পাটের দর প্রতি বেল ৫৬ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ফার্ষ্ট শ্রেণীর নূতন পাটের দর গতকল্য ৪২॥ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

পাট কলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে তাহার ফলে এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু চড়িয়াছে। গত ৯ই জুন বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৮৮৶০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১।০ আনা ছিল। গত কল্য তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯।০ আনা ও ১১৷৵০ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা ১৬ই জুন

তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্ত্তৃক সাহায্য মঞ্জুর সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সংবাদের ফলে বোম্বাই এর তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উঠানামা পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের প্রথমদিকে এইরূপে সরকারী সাহায্যের পরিকল্পনা বলবৎ হইবে বলিয়া গুজবে বোম্বাই এর তুলায় বাজারে মূল্য সামান্য হ্রাস পায়। অপরদিকে আমেরিকান কটন এক্সচেঞ্জে তুলার মূল্য তেজীভাব ধারণ করিবার ফলে বিস্তর পরিমাণে কারবার বৃদ্ধি পায় এবং ফাটকাওয়ালারাও বহু পরিমাণে তুলা ক্রয়ের দিকে উৎসাহ প্রকাশ করে। অতঃপর যখন এইরূপে সংবাদ পাওয়া গেল যে তুলার মূল্যের সমতারক্ষা ও রপ্তানী বানিজ্য সম্পর্কে কমিটি কোনরূপ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই এবং উক্ত বিল পুনরায় পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে তখন আবার মূল্যের দ্রুত উন্নতি দেখা দেয়। এই সময় বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ১৭৫॥০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মঙ্গলবার দিবস বাজার বন্ধ থাকিবার পর বুধবার দিবস বাজার খুলিবার সময় তেজীভাব আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু পরে সুদূর প্রাচ্যের বাজারের প্রতিযোগিতার ভয়ে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। সে যাহাই হউক বাজার বন্ধের দিক পুনরায় মূল্যের উন্নতি হইবার ফলে উক্ত ক্ষতিপূরণের সাহায্য হয়। বর্ত্তমানে বাজারে অত্যন্ত অনিশ্চয়তার ভাব বলবৎ আছে। বোরোচ জুলাই আগষ্ট ১৭৪৶০ এপ্রিল-মে (১৯৪০) ১৬০৸৶ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বেঙ্গল জুলাই ১২৮।০ এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১২২৸০ আনা দাঁড়ায়। ওমরা জুলাই ১৬৫॥০ এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭০৸ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

লিভারপুলের বাজারে মিডলিংপ্ট ৫'৭৬ পেনী দাঁড়ায়। নিউইয়র্কের বাজারে উহা ৯'৯২ এবং জুলাই ৯'২৬ সেণ্ট ছিল। অক্টোবরের দর ৮'৩৭ সেণ্ট বাজার বন্ধ হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে এই সকল বাজারে মূল্যের উন্নতি হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এর বাজারে বিভিন্ন প্রকার তুলার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই, আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
জুন ১০	১৭১৸০	১৬৪৸০	১২৭৲
" ১২	১৭৫।৶০	১৬৭॥০	১২৮॥০
" ১৩	(বাজার বন্ধ ছিল)		
" ১৪	১৭৪৶০	১৬৬।০	১২৮।০
" ১৫	১৭৩॥০	১৬৫॥০	১২৬৸০
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৪৪॥০	১৩১॥০	১০৭৸০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২২৫৸০	২১৮৸০	১১১৲

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মোটা সূতা সম্পর্কে হংকং প্রভৃতি বন্দরের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলেই এই উন্নতি দৃষ্ট হয়। প্রকাশ রপ্তানিকারকগণ এইরূপ চাহিদা মিটাইবার জন্য ১০½ এবং ১২½ নং সূতা ৫ শত বেল হইতে ৬ শত বেল পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার মূল্যও বেশী দিয়াছে। আরও প্রকাশ বোম্বাইয়ের মিলসমূহ তুলার বাজারের [illegible] এই শ্রেণীর সূতার অগ্রিম কারবার সম্পর্কে প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই মূল্য দাবী করিতেছে। এইরূপ ক্রয় মূল্য দাবী করিবার জন্য কোন নূতন কারবার সম্ভব হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এই শ্রেণীর মোটা সূতার মজুদ পরিমাণ খুব সীমাবদ্ধ। ২০½ নং বা এই ধরণের অন্যান্য প্রকার মিহি সূতার কোন চাহিদা পরিলক্ষিত হইতেছে না তবে মূল্য স্থির আছে। মোটের উপর তুলার বাজারের উন্নতি বজায় থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই সূতার বাজারের উন্নতি হইবে বলিয়া এখন আশা করা যাইতেছে।

বিলাতী সূতা—এপর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রেণীর সূতার বাজারে কোন উন্নতি দেখা দেয় নাই। এই শ্রেণীর দেশী এবং জাপানী সূতার সহিত বহুলাংশে মূল্যের তারতম্যই ইহারে প্রধান কারণ। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিগণও উচ্চ মূল্য দাবী করিতেছে।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে জাপানী ও সাংহাই উভয় শ্রেণীর সূতার মূল্যই হ্রাস পায়। অতঃপর শেষের দিকে বাজারের কিছু উন্নতি হইবার ফলে এই শ্রেণীর সূতার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি পায়। মাসিরাইজ্ড সূতা সম্পর্কে ফাটকাওয়ালাদের কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানী বা সাংহাই এর তাঁতিগণের সহিত নূতন কোন

অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হয় নাই। সাংহাই শ্রেণীর সূতার চড়া দরও উহার অন্যতম কারণ।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—ইটালিয়ান সিণ্ডিকেটের দর এ পর্য্যন্ত একই ভাবে অপরিবর্ত্তিত আছে। এই শ্রেণীর নিম্ন ধরণের সূতার চাহিদা পূর্ব্বাপর সন্তোষজনক ছিল। উত্তর ভারতের বাজারেই এইরূপ সূতার কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধরণের সূতার আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে মূল্য অল্পবিস্তর স্থির আছে। উচ্চ শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে বিভিন্ন মিলের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সম্ভবতঃ কতিপয় মিলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের আশঙ্কাই উহার কারণ। প্রকাশ, বোম্বাই এর কতকগুলি মিল তাহাদের মজুদ সূতা এবং কাপড় বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। বাজারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

কাপড়

কলিকাতা, ১৬ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে বিশেষ মন্দা গিয়াছে। সাময়িক প্রয়োজনানুরূপ কারবার হইয়াছে মাত্র। আলোচ্য সপ্তাহে কারবারের এত শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে ব্যবসায়ীগণের উহাতে অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতির কারণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি না পাইলে ব্যবসার গুরুতর ক্ষতি হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের বাজারেও ভাল কারবার হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের অর্ডার সরবরাহ করা সম্পর্কে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল সমূহে কর্ম্মব্যস্ততার দরুণ এই শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে শীঘ্রই মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। জাপানী কাপড়ের বাজারে মন্দা গিয়াছে; কারবারও যৎসামান্য হইয়াছে মাত্র।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৬ই জুন

স্থানীয় চিনির বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল এবং চিনির মূল্য প্রতি মণে আরও চারি আনা হইতে পাচ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। চিনির বাজারের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় দাঁড়াইয়াছে এই যে, গত এক মাসের মধ্যে চিনির পাইকারী দর যথেষ্ট হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও দোকানদারগণ পূর্ব্বের চড়া হারেই চিনির দাম দাবী করিতেছে। বর্ত্তমান পাইকারী দর অপেক্ষা উহা প্রতিমণে দুই টাকা বেশী, অদূর ভবিষ্যতে চিনির চাহিদার কোন উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। অনেকেরই ধারণা এই যে চিনির মূল্য আরও হ্রাস পাইবে। স্থানীয় বাজারে মজুদ দেশী চিনির পরিমাণ ২৫ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। আড়তদারগণ নিম্নরূপ দর দিতেছে। মারহোড়া ১১ টাকা ৬ পাই; মতিপুর ১১৲ জগাহা ১০৸৶।

কানপুর:—আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজার স্থির ছিল। প্রতি মন চিনির দর আট আনা হইতে দশ আনা হ্রাস পায়। চাহিদার পরিমাণ অতিশয় অল্প ছিল। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া স্থানীয় বাজারে ধারণা। আলোচ্য সপ্তাহে বিস্তর পরিমাণ চিনি বাজারে আমদানী হইয়াছে। ইহার ফলে বাজারে আরও মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দিল্লী ও লাহোর:—আলোচ্য সপ্তাহে দিল্লী এবং উহার চতুর্দ্দিকস্থ চিনির বাজার সমূহে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। দিল্লীর চিনির বাজারে চিনির মূল্য প্রতিমনে প্রায় এক আনা হ্রাস পায়। অধিকাংশ চিনির কল বিক্রয়যোগ্য চিনির পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য আগ্রহশীল কারণ তাহাদের মজুদ মালের পরিমাণ অল্প। অপরদিকে তাহারা চিনির মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক। পাঞ্জাবের চিনির বাজারে আনুমানিক প্রায় সাত আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ছোট ছোট আড়তদারগণ চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আগ্রহশীল বলিয়া এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাব এইরূপ মূল্য হ্রাসের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। মজুদ মালের পরিমাণ অত্যধিক কিন্তু তদনুসারে চাহিদার পরিমাণ অতিশয় অল্প।

জাভা চিনি—বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাবে কলিকাতার বাজারে বিদেশী চিনির কোন কারবার হয় নাই। বিদেশের বাজারে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় বাজারে এই শ্রেণীর চিনির মূল্য প্রতি মনে প্রায় পাঁচ আনা হ্রাস পায়। ছোট ছোট আড়তদারগণ মূল্যের নিম্নগতি হেতু চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে বাজারে আরও মন্দা দেখা দেয়।

স্থানীয় বাজারে প্রায় ৩০ হাজার বস্তা জাভা চিনি মজুদ আছে এবং ১৭ হাজার বস্তা বিলাতী চিনি বন্দরে পৌছিয়াছে।

সাধারণ অবস্থা—চিনির বাজারে মূল্য হ্রাস যেমন অপ্রত্যাশিত তেমন দ্রুত বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ সম্প্রতি স্বাভাবিক অবস্থারও নিম্নে দাঁড়াইয়াছে এবং উক্ত কেন্দ্র সমূহে মজুদ চিনির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। পাইকারী ব্যবসায়ীগণের হাতে বিস্তর মজুদ চিনি জমিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা কাটতি হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইহার ফলে চলতি কারবারও অতিশয় শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে। চলতি দরের উন্নতি দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীগণ অন্যান্য কারবার সত্বে সাহসী হইতেছে না।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা ১৬ই জুন

স্থানীয় বাজারে গরুর চামড়ার মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। মূল্য কিম্বা কারবার কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। ছাগলের চামড়ায় বাজারে অল্প বিস্তর কারবার হইয়াছে মাত্র। মূল্যের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১২ হাজার ৩ শত টুকরা ৬৫৲ ৭৫৲ হিঃ ঢাকা-দিনাজপুর ৩০ হাজার ৬ শত টুকরা ৭০-১০০৲ হিঃ লবনাক্ত ৩৪ হাজার টুকরা ৬০৲—১০০৲ হিঃ।

গরুর চামড়া—দ্বারভাঙ্গা রাঁচি গয়া ২৫০ টুকরা ৫৮ হিঃ, রাচি সাধারণ ১ হাজার ৫০ টুকরা ৪॥০-৫৲ হিঃ, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া ১ হাজার ১ শত টুকরা ৪॥—৫৲ হিঃ; নেপাল দার্জ্জিলিং ৭ শত টুকরা ৫॥০ হিঃ, ঢাকা দিনাজপুর ১ হাজার ৭ শত ৩৸০-৪॥০ হিঃ লবনাক্ত ১ হাজার ৯ শত টুকরা ৭৫৲-৮০৲ হিঃ, (প্রতি কুড়ি)

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে মজুদ চামড়ার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল:—ঢাকা দিনাজপুর ৩ হাজার ৯ শত; আগ্রা ৩ হাজার ৩ শত; দ্বারভাঙ্গা বেনারস গয়া ২ হাজার ২ শত, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া ৮ হাজার ৭ শত, রাঁচি সাধারণ এক হাজার, নেপাল দার্জ্জিলিং ২ হাজার, বেনারস গোরক্ষপুর ৫ শত, দার্জ্জিলিং আসাম ১ হাজার ২ শত, লবণাক্ত ২০ হাজার ৩ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল।

পাটনা ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩ শত, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৩৭ হাজার, এবং লবণাক্ত ৯ হাজার ৭ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৬ই জুন

পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় মূল্য নামিয়া যাওয়ায় এসপ্তাহে লণ্ডনে ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে। গত ৯ই জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী। ১২ই তারিখ বাজারে তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। গত ১৩ই জুন তাহা ৭ পা ৮ শি ৪ পেনী হয়। ১৪ই তারিখ তাহা পুনরায় ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী হয়। ১৫ই জুন তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৫½ পেনী। অদ্য তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৯ই জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৶৩ পাই। ১২ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ৩৭৵ আনা হয়। ১৩ই জুন বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ১৪ই জুন তাহা ৩৭৶৯ পাই হয়। ১৫ই জুন তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৩৭৶৬ পাই। অদ্য ১৬ই জুন তাহা ৩৭৶৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৯ই জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৸৶ আনা বড়ালবার ৩৬৸৶ আনা ও গিনি ২৩৸ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৶ আনা, ৩৬৸৵ আনা ও ২৩৸৩ পাই দাঁড়াইয়াছে

রূপা

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দামের হার অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ ছিল। গত ৯ই জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ১৯⅛ পেনী ছিল। ১২ই জুন তাহা ১৯$\frac{১}{১৬}$ পেনী হয়। ১৩ই তারিখ তাহা আবার ১৯⅛ পেনী দাঁড়ায়। ১৪ই জুন তাহা ১৯$\frac{৩}{১৬}$ পেনী হয়। অদ্য ১৬ই জুন তাহা দাঁড়াইয়াছে ১৯¼ পেনী।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১০ই জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৶ আনা। ১২ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৩ই জুন তাহা বাড়িয়া ৫২।৶ আনা হয়। ১৪ই তারিখ তাহা ৫২।৵ আনা দাঁড়ায়। ১৫ই জুন তাহা হয় ৫২।০ আনা। অদ্য ১৬ই জুন তাহা ৫২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৯ই জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২॥৵ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২৸৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৵ আনা ও ৫২।৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ১৬ই জুন

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহেও রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বজায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি) নিম্নরূপ দর গিয়াছে :—

খালাসটো	**মূল্য**
জুলাই	২৩২॥০
আগষ্ট	২৩২॥০
সেপ্টেম্বর	২৩৩॥০
অক্টোবর	২৩৫।৶
চলতি দর	২২৮॥
আতপ	
মোটা	২২৩৲-২২৫৲
সরু	২৩২৲-২৩৫৲
টেবিয়ান	২৪৫৲-২৫২৲
সুগন্ধি	২৪৫৲-২৫০৲
কুইন	২৪০৲-২৪৫৲
মাণ্ডালো	২৫৫৲-২৬৫৲
সিদ্ধ	
লম্বা	১৭০৲-১৮০৲
সিলচর	২৫২৲-২৫৫৲
সঃ সিদ্ধ	১৯০৲-১৯২৲
ভাঙ্গা	২৪৭৲-২৫০৲
ধান	
নাসিন শ্রেণী	৯৫৲-৯৯৲
মাঝারি	৯৭৲-৯৯৲

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ১১ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৯৪ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৮১ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান (নূতন)	**প্রতি মণ**
সাদা মোটা	২।-২০।১০
ওড়াশাল	২৵১০-২৵১০
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২॥০-২॥৴০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২।৴০-২।৵০
দাদশাল	২॥০-২॥৶০
চিনি আতপ	২৸৵০-২৸৵১০
রূপশাল	২॥৴০-২॥৵০
সাধারণ পাটনাই	২।১০-২।৴০
কাটারী ভোগ	২৸০-২৸১০
হামাই	২॥৴০-২॥৶০
হোগলা	২।৵১০-২।৶০
চাউল (নূতন)	**প্রতি মণ**
রূপশাল (কল)	৪।৵
রূপসাল (ঢেকী)	৪।৵০
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	৪৶০-৪৶১০
নূঃ কাটারী ভোগ "	৫৴০

কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪০-৪॥০
চিনি কামিনী ঢেকী	৫৵০
জটা বাঁশফুল (ঢেকী)	৪৸০
দাদখানী	৪।৵০-৪॥৵০
ইক্ষু গুড়	৬॥০-৬৸০

গত ১০ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা হইতে ৩ হাজার ৭ শত টন, বোম্বাই হইতে ১৮ টন এবং করাচী হইতে ৪৯৩ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিনাণ যথাক্রমে ১ হাজার ৫৪৫ টদ, ৬ টন এবং ৩৯৭ টন ছিল।

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ১৬ই জুন

প্রতি মণ

হরিদ্রা	১১॥০, ১৪॥, ১৮৲
জিরা	১৭৲, ১৮৲, ২২৲
মরিচ	১৪৲, ১৪॥০
ধনে	৬৲, ৭৸০
লঙ্কা	১২॥০, ১৪৲, ১৬॥০
সরিসা	৫৸০, ৬॥০
মেথী	৪৸০, ৫॥০
কালজিরা	৮॥০, ৯॥০
পোস্তদানা	৯॥০, ১০॥০, ১১৲
দেশী সুপারী	১১৲, ১১৸০, ১২॥০
জাহাজ কাটা সুপারী	১০॥০, ১১৲, ১১॥০
ঐ গোঃ সুপারী	৯৲, ৯॥০, ১০৲
পিলাং কেশুয়া	৫।০, ৫॥০
পাল কেশুয়া	৬।০, ৬॥০
জাভা কেশুয়া	৫৸৵০; ৬॥০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৲, ৬৲, ৭৲
ছোট এলাচ	৩৲, ৩৸০, ৫৲ সের
বড় এলাচ	৩২৲, ৩৭৲
দারুচিনি	২৩॥০, ২৫॥০
লবঙ্গ	৫১৲, ৫২৲
মৌরি	১১৲, ১১॥০
গুটী খয়ের	১৪৲, ১৫৲, ১৬৲
কাগজী বাদাম	৪৩৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১১৲, ১২৲, ১৩৲
কিসমিস	১৪॥০, ১৫৲
হিং	২৲, ৩৲, ৫॥০ সের
কর্পূর	৩॥৵০ সের
মধু	১২৲, ১৩৲
ধুনা	৭৸০, ৮॥০

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৬ই জুন

রেড়ির খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল; মিলসমূহ প্রতিমন রেড়ীর খৈলের জন্য ২।৵০ হইতে ২॥০ আনা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া) ৫।০ হইতে ৫॥০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে।

সরিষার খৈল:—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারও তেজী গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতিমন খৈলের জন্য ২৲ হইতে ২৵০ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৪॥০ হইতে ৪৸০ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগনের মধ্যে চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর খৈলের রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

লৌহ এবং ঢেউ টীনের বাজার

টাটার তৈয়ারী		প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ব্রাণ্ডেড)		৮-৮৵০
এ বে-মার্কা হালক ওজন		৬৸০-৭৲
৪"×৩" কন্টিনেণ্টাল কড়ি		৮৸০-৯৲
টী আয়রণ বরগা		৯-৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ		৭৵০-৯৲
পাটী ও বল্ট		৬॥০-৭৲
রি ইনফোসন কনক্রিটের জন্য)		
রড ।৵		৮॥-৯৲
রড ।		১০৲
এঙ্গেল ৵		৮॥-৯৲
কাঁটা তার		১০৲-১১৲ প্রতি ভরি
গ্যাঃ করগেট ২৬ গেজী প্রঃ হঃ		০২৸০
ঐ ২৪ গেজী		১১।-১৩।
পাইপ পোষ্ট নূতন ২ইঃ—৪ ইঃ প্রতি ফুট		৵১৫-২৴০
কাঃ আঃ রোলিং বিঃ		৫৲ হইতে ৫৸০
হন্দর রেন ওয়াটার পাইপ		৶২০-।২৫ প্রতি ফুট
গ্যালভানাইজড্—ঢেউ টীন		
টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸ „
বি—২৪ গেজ	„ „	১২৸০ „
আর পি ডি ২৪ গেজ	„ „	১৪৲ „
টাটা—২২ গেজ	„ „	১২৸০ „
বি —২২ গেজ	„ „	১৩৲ „
গ্যালভানাইজড্ কাঁটা তার—		
৯০ পাঃ প্রতি বাণ্ডিল		১১৲
৯৫ পাঃ ঐ		১১॥০

কালাপলিবেল গেট ২৲ হইতে ২।০ স্কঃ ফুট লোহার গেট ১॥৵ হইতে ২৲ স্কয়ার ফুট।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ২৬শে জুন, সোমবার ১৯৩৯ | ৮ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩০৫-৩০৭	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩১২-৩১৭
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি	৩০৮	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩১৮-৩১৯
ভারতীয় কারখানা শিল্প	৩০৯	মত ও পথ	৩২০
বস্ত্রশিল্পের প্রসারে ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য	৩১০-৩১১	বাজারের হালচাল	৩২১-৩২৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটচাষীর আসন্ন দুর্দ্দশা

পাটচাষের প্রাক্কালে নানা কারণে পাটের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাওয়াতে বাঙ্গলার পাটচাষী অধিক মূল্য পাইবার আশায় এবার অত্যধিক পরিমাণে পাটের চাষ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে ততই পাটচাষীর আসন্ন দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ফাটকা বাজারে পুরাতন পাটের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় প্রতি মণে প্রায় দুই টাকা কম আছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ফাটকা বাজারে পাটের বিকিকিনির যে চুক্তি হইতেছে তাহার দর প্রতি মণে উহা অপেক্ষাও প্রায় ২॥ টাকা কম করিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। সুতবাং কৃষক যে আশায় অধিক জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে তাহার তুলনায় প্রতিমণে ৪॥ টাকার মত কম দর পাইবে এরূপ আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি চটকলওয়ালাদের হাতে অধিক পরিমাণে চট জমিয়া যাওয়াতে উহারা স্থির করিয়াছে যে আগামী ৩১শে জুলাই তারিখ হইতে উহারা মিহি চটের শতকরা ২০টী এবং মোটা চটের শতকরা ৭॥টী তাঁতে কাজ বন্ধ রাখিবে। ইহার ফলে আগামী বৎসরে চটকল সমূহে ৬॥ লক্ষ বেল কম পাট প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানে পাটের যে বৎসর শেষ হইয়া আসিল তাহাতে চটকলসমূহে ৫৬॥ লক্ষ বেল পাট খরচ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সুতরাং আগামী বৎসরে চটকলগুলিতে ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাটের দরকার হইবে না। আগামী বৎসর বিদেশে ৩৮ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই আগামী বৎসরে মোট মাট ৮৮ লক্ষ বেল পাট দরকার হইবে। অথচ পাট ফসলের অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার মোটমাট ১ কোটী ২০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া ব্যবসায়ীমহলের ধারণা। ইহার উপর গত বৎসরে উৎপন্ন মজুদ পাটও অনেক রহিয়াছে। কাজেই নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইলে কৃষক যে উহার জন্য আশানুরূপ মূল্য পাইবে না তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। তবে হঠাৎ বর্ষা আসিয়া যদি পাট ডুবাইয়া দেয় এবং এই কারণে কৃষক যদি অপক্ক পাট কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে কম পাট উৎপাদিত হওয়ার দরুণ অবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে।

ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী বিল

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় মহাজনী বিলের আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সপ্তাহেই বিলটির আলোচনা শেষ হইবে আশা করা যায়। বিলটি সিলেক্ট কমিটি হইতে যে ভাবে বাহির হইয়া আসে গত দুই সপ্তাহে তাহার বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তবে একটি ধারার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। মূল বিলে বিধান দেওয়া হইয়াছিল যে বন্ধকী ঋণে শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা এবং কোন বন্ধক ছাড়া প্রদত্ত ঋণে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার বেশী সুদ

কেহ আদায় করিতে পারিবেনা। সিলেক্ট কমিটি উহা পরিবর্ত্তন করিয়া বন্ধকসূত্রে প্রদত্ত ঋণের সর্ব্বোচ্চ সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা এবং বন্ধক ব্যতিরেকে প্রদত্ত ঋণের সর্ব্বোচ্চ সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। গত শুক্রবার ব্যবস্থা পরিষদ সিলেক্ট কমিটির এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার সময়ে একথা বলিয়াছিলাম যে এত কম সুদে পল্লী অঞ্চলে কেহ টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইবে না। এখন তাহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত আইন পাশ করিতে পারেন, কিন্তু মহাজনগণকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকা দাদন করাইতে পারেন না। বর্ত্তমানে দেশে এমন অনেক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা সুদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে এবং নিরাপদ ও লাভজনক দাদনে শতকরা বার্ষিক ৭।৮ টাকা সুদ পাওয়া যাইবে। এই সুদের টাকাও বৎসর বৎসর আদায় হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান আইন পাশ হওয়ার পর কোন খাতক যদি টাকা দিতে অস্বীকার করে এবং মহাজন যদি খাতকের নামে নালিশ করেন তবে খাতককে ২০ বৎসরের কিস্তি দেওয়া হইবে এবং এই ২০ বৎসর পর্য্যন্ত মহাজন প্রাপ্য টাকার উপর কোন সুদ পাইবেন না। এই হিসাবে ধরিলে এবং মামলা মোকদ্দমার ব্যয় ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিলে পল্লী অঞ্চলে টাকা দাদনে শতকরা বার্ষিক তুই টাকাও সুদ পোষাইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং নূতন আইনের ফলে এদেশে মহাজন অথবা কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে কৃষিঋণ প্রদান যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আইনপ্রণেতাগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যে উহা এবং উহার আনুসঙ্গিক কুফল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গলায় বিদেশীয় চিনির কল

বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য হওয়ায় পর হইতে বাঙ্গলার শর্করাশিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অধিকতর আন্দোলন হইতেছে। তুঃখের বিষয় এই আন্দোলনের এখন পর্য্যন্ত কোন সুফল দেখা যায় নাই। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও বাঙ্গলার বাহির হইতে লোক আসিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলায় সুরজমল নাগরমল কোম্পানী ২টি এবং ঝাঝারিয়া ব্রাদার্শ একটি বৃহদাকার চিনির কল স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি ইউরোপীয়গণও এই শিল্পে অবতীর্ণ হইতেছেন। গত বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পলাশী প্রান্তরের সন্নিকটবর্ত্তী রামনগর নামক স্থানে মেসার্স এণ্ডারসন্স রাইট এণ্ড কোম্পানীর উদ্যোগে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিরাট চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে প্রত্যহ ৫ শত টন আখ মাড়াইয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি যে চিনির মরশুম শেষ হইয়াছে তাহাতে এই কলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী দর্শণা নামক স্থানে কেরু এণ্ড কোম্পানীর উদ্যোগে আর একটি বৃহদাকার চিনির কল স্থাপিত হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ লায়াল মার্শেল এণ্ড কোম্পানী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস এবং উহাদের এই কলে প্রত্যহ এক হাজার টন আখ মাড়াইয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইবে। কোম্পানী চৌগ্রামের জমিদারদের নিকট হইতে ৬ হাজার একর পরিমিত জমি ইজারা লইয়া তাহাতে উন্নত ধরণের আখ চাষের ব্যবস্থা করিতেছেন। উহাদের এই কারখানাতে বৎসরে ৩ লক্ষ মণের উপর চিনি উৎপন্ন হইবে এবং এই কারখানার অঙ্গীভূত ২টি ডিষ্টিলারিতে নানা প্রকার মদ এবং মোটরগাড়ী ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত এলকোহল প্রস্তুত করা হইবে। অবশ্য শেষোক্ত কাজ ভারতসরকারের অনুমতি সাপেক্ষ। এই কলের জন্য এই পর্য্যন্ত ৩৫ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইয়াছে এবং এখনই উহাতে ৩।৪ হাজার লোক কাজ করিতেছে। আগামী মরশুমে যখন এই কলে পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইবে তখন উহাতে অন্ততঃ ১৫ হাজার লোক কাজ করিবে।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধন ও চেষ্টাযত্নে এই পর্য্যন্ত যে ৪টি চিনির কলের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে সমষ্টিগতভাবে বৎসরে মাত্র ৮ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইতে পারে। এই ৪টি কলের মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত কয়টি কল টিকিয়া থাকিবে তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু দর্শণাতে ইউরোপীয়দের অর্থে যে কল স্থাপিত হইতেছে তাহাতেই প্রত্যহ এক হাজার টন আখ মাড়াই হইবে এবং উহাতে প্রতি মণ দশ টাকা হিসাবে ধরিলেও বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি উৎপন্ন হইবে। আখের চাষ এবং শর্করাশিল্পের বিষয় চিন্তা করিলে বাঙ্গলা দেশকে একটি স্বর্ণখনি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তুঃখের বিষয় যে অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়গণ এই খনি হইতে বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য্য আহরণে অগ্রসর হইল অথচ বাঙ্গলা দেশের লোক উহার কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে পারিল না। বাঙ্গালীর দারিদ্র্য যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে?

তাঁত শিল্পের সংরক্ষণ

ভারতবর্ষে হস্তচালিত তাঁতে বর্ত্তমান বৎসরে ১০০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং দেশীয় কলে উৎপন্ন, বিদেশ হইতে আমদানী ও তাঁতে উৎপন্ন কাপড় মিলিয়া প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাপড় ব্যবহৃত হয় উহা তাহার শতকরা ১৭ ভাগ। আরও বড় কথা এই যে এখনও ভারতবর্ষে তাঁতের সাহায্যে ১ কোটী লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান করিতেছে। সুতরাং ভারতীয় শিল্প সমূহের মধ্যে তাঁত শিল্পের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কলের প্রতিযোগিতায় এই শিল্পের বর্ত্তমানে অত্যন্ত তুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং তাঁতের কাপড়ের মূল্য হ্রাসহেতু তাঁতীগণ মজুরী হিসাবে এক প্রকার কিছুই পাইতেছে না। এই অবস্থা দৃষ্টে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সম্প্রতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী সার্কুলার প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত সার্কুলার তাঁতিদের তুরবস্থা বর্ণনা করিয়া কলের কাপড়ের প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে একই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় তাঁত শিল্পের গুরুত্ব এবং তাঁতীদের তুরবস্থার অপনোদনের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতা হইতে তাঁতশিল্পকে সংরক্ষণ করার পক্ষে আশু কি ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। মাদ্রাজ সরকার এই উদ্দেশ্যে কাপড়ের কলের উৎপন্ন কাপড়ের উপর একটা সেস বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বিদেশীর যদি কোন প্রতিযোগিতা না থাকিত

তাহা হইলে উহাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু তাঁতশিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য যদি কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার ফলে ভারতের বাজারে বিদেশী কাপড়ের কাটতিই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মাদ্রাজ সরকারের এই প্রস্তাব সমীচীন নহে। মনে হয় যে বর্ত্তমানে যদি তাঁতীগণকে মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে এবং বাকীতে সূতা সরবরাহ করা হয়, নূতন নূতন ডিজাইনের বস্ত্র ও অন্যবিধ জিনিষ প্রস্তুতের জন্য উহাদিগকে যদি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় এবং উহাদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য যদি কোন সন্তোষজনক পন্থা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে তাঁতশিল্প অনায়াসেই কাপড়ের কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে কাপড়ের কলগুলি যাহাতে বিশেষ বিশেষ ডিজাইনের কাপড় প্রস্তুত করিতে বিরত থাকে তাহারও ব্যবস্থা হইতে পারে। এইসব দিকে দৃষ্টি না দিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে ব্যয়ভারাক্রান্ত করতঃ যদি তাঁতশিল্পের সুবিধার সহজ পথ খোঁজা হয় তাহা হইলে উহাতে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে নানা কারণে ভারতের কাপড়ের কলগুলি যে প্রকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহাতে এখন উহাদের উপর নূতন ব্যয়ভার চাপান কিছুতেই যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না।

নূতন ট্যাক্সের আশঙ্কা

ভারত সরকারের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের জন্য যে সমস্ত মালপত্র দরকার হইয়া থাকে গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ তাহার তিন মাসের খরচোপযোগী মাল সর্ব্বদা হাতে মজুদ রাখিয়া থাকেন কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা দৃষ্টে কোনসময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা না থাকার দরুণ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এক বৎসরের খরচোপযোগী মালপত্র সর্ব্বদা হাতে মজুদ রাখিবার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ যে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে একমাত্র সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় করিতেই গবর্ণমেণ্টের ৩০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের যে বাজেট গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে একসঙ্গে এত অধিক পরিমাণ টাকা ব্যয়ের কোন সংস্থান করা হয় নাই। এজন্য কিভাবে এই টাকার সংস্থান করা যায় তদ্বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন যে এই টাকা সংস্থানের জন্য ভারত সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশের উপর কতকগুলি নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবেন। আবার কেহ বলিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট এই টাকা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিবেন। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাতেও ঋণের আসল টাকা এবং সুদ হিসাবে বৎসরে এক কোটী টাকার মত দেশ বাসীকেই বহন করিতে হইবে। যুদ্ধের সম্ভাবনাতেই দেশবাসীর উপর এই প্রকার নূতন ট্যাক্সের বোঝা পতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেশের যে কি অবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ডিগবয়ের শ্রমিক ধর্ম্মঘট

গত আড়াই মাস যাবৎ আসাম অয়েল কোম্পানীর ডিগবয় ও তিনসুকিয়া কারখানার মজুর ধর্ম্মঘট চলিয়া আসিতেছে। গত ১৯৩৮ সালের শেষভাগে আসাম অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়ন কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কোম্পানীর নিকট কতকগুলি দাবী উপস্থিত করেন। কোম্পানীর মালিকেরা প্রথমতঃ ঐসব দাবীর আমল দেন নাই। পরে গোলযোগের আসন্ন সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য আসাম গভর্ণমেণ্টকে একটি কমিটি নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন, তদনুসারে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। দুই পক্ষ হইতেই কমিটির নিকট সাক্ষ্য সাবুদ উপস্থিত করা হয়। এমন সময় আসাম অয়েল কোম্পানী কারখানার ৬৩ জন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করেন। এই কারণে ডিগবয় ও তিনসুকিয়া কারখানার সাক্ষাৎভাবে কোম্পানীর অধীনে ৬ হাজার ও ঠিকাদারদের অধীনে ৪ হাজার মোট যে দশ হাজার শ্রমিক কাজ করিত তাহারা সকলেই গত ৩রা এপ্রিল হইতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। কিন্তু অর্থ ও সামর্থ্যে প্রবল কারখানার মালিকগণ এত সহজে হার মানিবার পাত্র নহেন। ডিগবয় হইতে ধর্ম্মঘটকারীদের উপর স্থানে স্থানে গুণ্ডা কর্ত্তৃক শ্রমিকদিগের উপর নানা জুলুমের অভিযোগ আসিতে থাকে। তারপর মিলিটারি পুলিশ কর্ত্তৃক গুলিবর্ষণের ফলে তিনজন কর্ম্মচারী নিহত হওয়ায় গোলযোগ চরমে পৌছে। তখন হইতে ঐ ধর্ম্মঘটের একটা আপোষ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। গত ৯ই জুন তারিখে কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের চেষ্টায় আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বারদলুই, অয়েল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ লিঞ্জ্ম্যান প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে লইয়া কলিকাতায় এ সম্পর্কে একটি বৈঠক হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঐ বৈঠকের ফলে ধর্ম্মঘটের মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতিতে প্রকাশ, শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে আপোষের সর্ত্ত হিসাবে পূর্ব্বেকার ৬৩ জন শ্রমিকের পুনর্ব্বহাল ও সমস্ত ধর্ম্মঘটীদিগকে পুনরায় কাজে নিয়োগ করিবার দাবী করিতেছে এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন সালিশী বোর্ড দ্বারা সমস্ত বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা হউক এরূপ চাহিতেছে। কিন্তু মালিকগণ এই প্রস্তাবে রাজী নহেন।

আপোষ মীমাংসার সর্ত্ত হিসাবে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে সমস্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের যে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। সালিশী বোর্ড স্থাপনের দাবীর মধ্যেও অযৌক্তিক কিছু নাই। ঐ সমস্ত দাবী মানিয়া লওয়ার কোন আগ্রহ না দেখাইয়া আসাম অয়েল কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যে অহেতুক জিদ ও একগুয়েমী প্রদর্শন করিতেছেন তাহা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটীর কাজ চলিতে থাকার সময় তাহারা ৬৩ জন শ্রমিককে পদচ্যুত করিয়া শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতে বাধ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও নব নিযুক্ত শ্রমিকদের দোহাই দিয়া সমস্ত ধর্ম্মঘটীদিগকে কাজে পুনর্ব্বহাল করা সম্বন্ধে তাঁহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এই অবস্থায় শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট উঠাইয়া লওয়া যে অসম্ভব তাহা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই কোম্পানীর মালিকদিগকে অধিকতর সন্তোষজনক সর্ত্তে আপোষ ব্যবস্থায় রাজী করাইবার জন্য শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট চালাইতে থাকা ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না। দীর্ঘকাল যাবৎ অসীম দুঃখ-দুর্দ্দশা সহ্য করিয়া শ্রমিকেরা নিরুপদ্রব ধর্ম্মঘট চালাইয়া আসিতেছে। উহাদের এই বাঁচা-মরার সংগ্রামে উহাদিগের দুঃখ লাঘব করিতে চেষ্টা করা দেশবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি

ভারতবর্ষে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয় সেই সময়ে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণের তরফ হইতে একথা বলা হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি কৃষিঋণের ব্যাপারে কোন সাহায্য না করেন তাহা হইলে এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের কোন সার্থকতাই নাই। উহাদের এই দাবীর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৪ ধারায় বিধান দেওয়া হয় যে ব্যাঙ্কের অধীনে একটী কৃষিঋণ বিভাগ খোলা হইবে এবং এই বিভাগে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ কৃষিঋণ সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার ফলাফল ভারত সরকার, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিকট পেশ করিবেন। এই ধারায় আরও বলা হয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে কৃষিঋণ সম্পর্কে যে সমস্ত কাজ হইবে সেই সব [illegible] কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কৃষিঋণ প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে তাহাদের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করা উক্ত কৃষিঋণ বিভাগের অন্যতম কাজ হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৫ ধারায় উহাও বিধান দেওয়া হয় যে উক্ত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর কৃষিঋণের সম্বন্ধে কি ভাবে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং কৃষিগত প্রচেষ্টার সহিত কি ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্টতর যোগসূত্র স্থাপন করা যায় তৎসম্বন্ধে অনধিক তিন বৎসর কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি রিপোর্ট এবং প্রয়োজন বোধ করিলে এই সম্পর্কে নূতন কোন আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যে গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ৪ বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কৃষিঋণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কৃষিঋণের সৌকর্য্যার্থে নূতন কোন আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক কিনা এবং এই আইনের বিধান কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের তরফ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাদেশিক ও সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট একটী ইস্তাহার জারী হইয়াছে এবং সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের কার্য্যনীতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে প্রয়োজনের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পাইতে পারে এই ইস্তাহারে তাহার কতকগুলি সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ইস্তাহার হইতে সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া দেশের কৃষিঋণ সরবরাহের কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আগ্রহ সূচিত হয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইতে হইলে সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে যে সমস্ত সর্ত্ত পালনের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার কথা মনে করিলে এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা যে কিছু কাজ হইবে তৎসম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দাবী করিতেছেন যে সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পাইতে চাহে তাহা হইলে উহাদিগকে উহাদের নিকট আমানতী টাকার শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটীতে দাদন করিতে হইবে এবং শতকরা ১০ ভাগ নগদ অবস্থায় হাতে রাখিতে হইবে। এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ দেশের জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহের নজীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক সমূহের সুপরিচালনা এবং নিরাপত্তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের নিকট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই দাবীর মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সম্বন্ধে দুইটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং কতকাংশে খাতকদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হেতু বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের দাদনীকৃত টাকা আটক হইয়া পড়িয়াছে। এই টাকা কবে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই এবং বহু ক্ষেত্রে যে এই টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহাও সুনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা কি ভাবে আদায় হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করাই বর্ত্তমানের প্রধান সমস্যা। এই সময়ে উহাদিগকে উহাদের নিকট আমানতী টাকার শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তন যোগ্য অবস্থায় রাখিতে উপদেশ দেওয়া উহাদিগকে পরিহাস করারই নামান্তর। আমরা একথা দৃঢ় নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে এমন একটীও সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নাই যাহা উহার আমানতী টাকার শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিতে পারে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে যে সাহায্যের আশা দিতেছেন উহাদের নিকট তাহার এক পয়সাও মূল্য নাই। অবশ্য প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের অবস্থা স্বতন্ত্র এবং উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিবার জন্যই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিই যদি বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ না করে তাহা হইলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা লইয়া কি করিবে এবং উহা কি ভাবে কৃষকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে?

উহা বর্ত্তমানের অবস্থা। কিন্তু বর্ত্তমানের এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশমত উহাদের নিকট গচ্ছিত টাকার শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ নগদ ও প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটিতে নিয়োজিত করিবার শক্তি অর্জ্জন করিবে তখনও কি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের পক্ষে এই সর্ত্তমত কাজ করা সমিচীন হইবে? সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ প্রধানতঃ কৃষিঋণ সরবরাহের জন্যই পরিকল্পিত এবং সাধারণ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। এইসব ব্যাঙ্ক যাহাতে আমানতকারীদের দাবী মাত্র তাহাদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হইবে—সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষকের পক্ষে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘদিনের মেয়াদী—এই উভয় শ্রেণীর ঋণেরই প্রয়োজন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের চেষ্টায় দেশের সর্ব্বত্র যদি গুদাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইসব গুদামে জমাকৃত কৃষিজাত পণ্যের জামীনে যদি এই সব ব্যাঙ্ক কৃষককে টাকা ধার দেয় তাহা হইলে উহাতে কৃষকের স্বল্প মেয়াদী ঋণের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রদত্ত টাকাও বিপদাপন্ন হইবার এবং বেশী দিন আটক পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যদি কৃষককে মাত্র স্বল্প সময়ের মেয়াদে টাকা ধার দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে তাহা হইলে সমবায় আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় নগদ ও সহজে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তনযোগ্য দাদনের উপর অত্যধিক জোর না দিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহ যাহাতে নিরাপদ ভাবে কৃষককে দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিতে পারে তদ্বিষয়ে

ভারতীয় কারখানা শিল্প

গত ১৯৩৪ সালে ভারতীয় কারখানা সমূহের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে কারখানা আইন জারী হয় তদনুসারেই বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারখানা সমূহে কাজ চলিতেছে। এই আইনের বিধান অনুসারে যে স্থানে দৈনিক ২০ বা ততোধিক মজুর কাজ করিয়া থাকে তাহাকেই কারখানা বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে উক্ত আইনের বিধানমত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ইচ্ছা করিলে যে স্থানে দৈনিক দশ বা ততোধিক মজুর কাজ করিয়া থাকে সেই স্থানকেও কারখানা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার বহুবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। উহার মধ্যে যে সব প্রতিষ্ঠানে দৈনিক দশ জনের কম মজুর কাজ করিয়া থাকে তাহা কারখানা বলিয়া গণ্য হয় না। ভারতবর্ষে এই ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক এবং এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মারফতে যত লোক জীবিকা সংস্থান করে তাহার পরিমাণ কম নহে। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উহাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন তথ্যতালিকা সংগৃহীত হয় না। কাজেই ভারতে শিল্পপ্রচেষ্টার প্রসার কি সঙ্কোচ হইতেছে তাহা বুঝিবার পক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় 'কারখানা' সমূহের তথ্য তালিকাই দেশবাসীর একমাত্র অবলম্বন।

ভারতসরকার সম্প্রতি গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় 'কারখানা' সমূহ সম্বন্ধে তথ্যতালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই তালিকাতে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে কারখানার সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৮৬৩ এবং এইসব কারখানাতে প্রত্যহ গড়ে ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৬৯ জন মজুর কাজ করিত। গত ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে কারখানা এবং সমস্ত কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯ হাজার ১৮৯ এবং ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৯১৭। কাজেই এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কারখানা শিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছে উহা বুঝা যায়। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ৯৮৭টী নূতন 'কারখানা' স্থাপিত হয় এবং ৩১৩টী পুরাতন কারখানা উঠিয়া যায়। কাজেই এই বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কারখানার সংখ্যা মোটমাট ৬৭৪টী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে কারখানা শিল্পের সমভাবে প্রসার হয় নাই। এই বৎসরে সংযুক্ত প্রদেশে ১৩টী এবং ব্যাঙ্গালোর ও কুর্গে ৫টী করখানা কমিয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজে ২০২টী, বোম্বাইয়ে ১৮৫টী, পাঞ্জাবে ৫১টী, মধ্য প্রদেশ ও বেরারে ৪৯টী, সিন্ধুতে ২৯টী, বাঙ্গলায় ২৭টী এবং আসামে ২৪টী কারখানা বৃদ্ধি পায়। মজুরের হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন অঞ্চলের কারখানার মধ্যে বোম্বাইয়ের কারখানা সমূহে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৪৩৬ জন, বাঙ্গলায় ৩৫ হাজার ২২৩ জন, মাদ্রাজে ১৫ হাজার ৮৩০ জন, সংযুক্ত প্রদেশে ৫ হাজার ৯৮২ জন, পাঞ্জাবে ৫ হাজার ৫১১ জন, বিহারে ৩ হাজার ৭৯৩ জন এবং সিন্ধুতে ১ হাজার ৫৬১ জন মজুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা হইতে মনে হয় যে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নূতন কারখানা স্থাপিত হইলেও উহা ক্ষুদ্র আকারের ছিল। পক্ষান্তরে এই বৎসরে বাঙ্গলায় কমসংখ্যক কারখানা স্থাপিত হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত অনেক বৃহদাকার ধরণের কারখানা ছিল।

আলোচ্য বৎসরে দেশে যে সমস্ত নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার হিসাব হইতে সমষ্টিগতভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরণের শিল্পের কিরূপ প্রসার হইয়াছে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। এই বৎসরে ভারতবর্ষের তন্তু জাতীর কারখানার মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩৩৮ হইতে ৩৫১টি, গেঞ্জী ও মোজার কলের সংখ্যা ১০৮ হইতে ১২৪টী, রেশমী বস্ত্রের কারখানার সংখ্যা ৪১ হইতে ৬৯টী এবং পশমী বস্ত্রের কারখানার সংখ্যা ১০ হইতে ১৩টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য জাতীয় ও তামাকজাত দ্রব্যের কারখানার মধ্যে এই বৎসরে চাউলের কলের সংখ্যা ৯৭৬ হইতে ১০৬২টি এবং বিস্কুট কেক ইত্যাদি কারখানার সংখ্যা ১০ হইতে ২৮টীতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রং ও রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লিষ্ট কারখানার মধ্যে এই বৎসরে দেশলাইয়ের কারখানা ৪৪ হইতে ১০৫টী, রঞ্জন ও ধোলাইয়ের কারখানা ৫৬ হইতে ৭৯টী, তৈলের কারখানা ২৩০ হইতে ২৫১টি এবং সাবানের কারখানা ১৮ হইতে ২১টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মধ্যে সাধারণ-ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কাজের জন্য স্থাপিত কারখানার সংখ্যা এই বৎসরে ২৮২ হইতে ৩২০টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে অন্যান্য শ্রেণীর কারখানার সংখ্যার তেমন কিছু ইতরবিশেষ হয় নাই।

উপরে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা যে সমস্ত কারখানাতে সারা বৎসর ধরিয়া কাজ চলে সেই সব কারখানার হিসাব। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেখানে বৎসরে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাত্র কাজ চলে এবং অন্য সময়ে উহাতে কাজ বন্ধ থাকে। ভারতীয় চিনির কলসমূহ এবং চায়ের কারখানাসমূহ এই শ্রেণীর কারখানার অন্যতম। এই শ্রেণীর কারখানার হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে চিনির কারখানা ২৪৩ হইতে ২৫০টি এবং চায়ের কারখানা ১০২৫ হইতে ১০৩৭টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য কারখানার মধ্যে ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে চাউলের কলের সংখ্যা ২৫টি, হাড় গুড়া করিবার কারখানা

(৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু অন্য ব্যাঙ্কের ন্যায় সমবায় ব্যাঙ্কও স্বল্পসময়ের মেয়াদে আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা দীর্ঘদিনের মেয়াদে দাদন করিতে পারে না। এই গলদের জন্যই বর্ত্তমানে দেশের সমৃদ্ধ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতে কেহ চাহিবে না। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির হাতে যদি দীর্ঘ দিন অন্তে পরিশোধের সর্ত্তে টাকা আমানত করিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলেই এইসব ব্যাঙ্ক কৃষিঋণ সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে। এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা বড়রকম দায়িত্ব রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই বিষয়ে অবহিত হন তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে প্রকার প্রভাব প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহাতে উহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দেশের লোকের নিকট হইতেই হউক অথবা নোট ছাপাইয়াই হউক প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির হাতে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে দাদন করিবার জন্য ন্যস্ত করিতে পারেন। এই ধরণের কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নোট ছাপাইবার কথা শুনিয়া অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশেই এই বিষয়ে একটা অহেতুক আতঙ্কের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশের ধনসম্পদবৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য নোট ছাপাইয়া তাহা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যয় করিলে তাহাতে যে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় না এবং উহার ফলে দেশ যে বহুপ্রকারে উপকৃত হয় আধুনিক কালে এরূপ অনেক নজীর আছে।

বস্ত্রশিল্পের প্রসারে ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য

(শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু)

এক সময়ে বাংলাদেশ ভারতের বহুসংখ্যক বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লীলাভূমি ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীযুগে বাংলার এই শিল্পানুরাগের তিরোধান হয়। সরকারী চাকুরীর মোহই এই যুগের নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ। শিল্প-ব্যবসায় বাংলা দেশে যখন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে পতিত হয় তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, শিল্পোন্নতির দিকে মনোযোগ প্রদান করে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব। বস্ত্রশিল্পের পক্ষে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলায় দ্রুতগতিতে কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে দেশবাসীর শিল্পবাণিজ্যের প্রতি যে অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

১৯৩৫-৩৬ সালে প্রকাশিত ভারতীয় যৌথ কোম্পানীসমূহের বিবরণ হইতে দেখা যায় যাংলা দেশে প্রায় ৭১টী কাপড়ের কল রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে এবং ইহাদের বিক্রীত এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ৩ কোটী ৪৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এক একটী মিলের আদায়ীমূলধনের পরিমাণ গড়ে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। একটী কাপড়ের কল চালু করিবার পক্ষে ইহা খুবই অপ্রচুর। এই আদায়ী মূলধনের সমস্তই মিলের বাড়ী এবং আসবাবপত্র প্রভৃতি স্থায়ী সম্পত্তির জন্য ব্যয়িত হইয়া যায়। উল্লিখিত ৭১টী কাপড়ের কলের মধ্যে মাত্র ২৫টী মিলে আধুনিক ধরণের টাকু এবং তাঁত রহিয়াছে। টাকু এবং তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১২ এবং ৯ হাজার ৩ শত ৮৫। প্রতি মিলের আদায়ী মূলধন গড়ে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ধরিলে এই ২৫টী মিলের সাকুল্য আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী টাকার উপর দাঁড়ায়। কিন্তু ১ লক্ষ টাকু এবং ২ হাজার তাঁত বিশিষ্ট সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং এবং ম্যানুফেক্চারিং কোম্পানীর ৯৭ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের প্রায় সমস্তই গৃহ, কলকব্জা এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের জন্যই ব্যয় করা হইয়াছে। আদায়ী মূলধন দ্বারাই স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয়। তুলা এবং সঞ্চিত দ্রব্যাদির মূল্য এবং কাঁচা মাল হইতে তৈয়ারী মাল পাইতে যে সময়ের ব্যবধান থাকে তাহার দরুণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধন হইতে কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ অর্দ্ধেক হইয়া থাকে। কাঁচামালের মূল্য কাঁচামাল হইতে তৈয়ারীমাল প্রস্তুতের খরচ, যে সমস্ত দ্রব্যাদি ধারে ক্রয় করা হয় তাহার মূল্য পরিশোধ এবং দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহের জন্যই কার্য্যকরী মূলধনের প্রয়োজন (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটী)। কাজেই কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহও একটী বিশেষ সমস্যা।

বাংলাদেশে শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার দ্বারা স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। বাংলার মূলধনের স্বাভাবিক জড়তা এবং বাঙ্গালী জাতির ভূসম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করার যে স্বভাবজাত অনুরাগ আছে তাহার ফলে এই প্রকার শেয়ারের জনপ্রিয়তালাভ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ দেশীয় শিল্পকে মূলধন এবং পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করিবার একটী আশাপ্রদ লক্ষণ বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে। দশটাকা মূল্যের শেয়ার ১০০টী এবং উচ্চতরমূল্যের শেয়ার ২৫টী করিয়া একসঙ্গে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা বাংলার কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে খুবই সঙ্গত হইয়াছে। যাহাদের মূলধন সামান্য, এই ব্যবসায়ে তাঁহারাও এই সমস্ত শেয়ার ক্রয়ে অগ্রসর হইতে পারিবে। 'তালিকাভুক্তকরণ কমিটিসমূহের' সুপারিশ অনুসারে শেয়ারগুলি ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে এই সমস্ত শেয়ারের জামিনে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া অধিকতর সহজ হইবে। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ এবং ব্যাঙ্ক-সমূহ এই সমস্ত শেয়ারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবে। আসল কথা এই শেয়ার ক্রয় করিয়া জনসাধারণকে এই সমস্ত মিলের সহায়তা করিতে উৎসাহিত করা। ডিবেঞ্চার বাহির করা স্থায়ী মূলধন সংগ্রহেরই একটী উপায়। কিন্তু কাপড়ের কলের ডিবেঞ্চার এখন পর্য্যন্তও জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। মাত্র ২।১টী মিলে এই ডিবেঞ্চার প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। বেশী টাকায় আসল পরিশোধের নিশ্চয়তা এবং ডিবেঞ্চারসমূহ শেয়ারে পরিণত করার পক্ষে আরও অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান প্রভৃতি উপায়ে এই সমস্ত ডিবেঞ্চারকে আকর্ষণীয় এবং লাভজনক করিয়া তোলার সৎপ্রচেষ্টা হইতে পারে। ডিবেঞ্চার জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রথম হইতেই উহা শেয়ারে পরিণত করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ডিবেঞ্চার ইস্যু যাহাতে খুব আকর্ষণীয় হয় তজ্জন্য উপদেশ এবং সহযোগিতা দ্বারা এই মিলগুলিকে সাহায্য করা ব্যাঙ্ক সমূহের কর্ত্তব্য।

এখন কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ এবং কলকব্জা সম্প্রসারণের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় আমেদাবাদ এবং বোম্বাইএ তাহার জন্য জনসাধারণ হইতে আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ল্যাঙ্কা-শায়ারের কাপড়ের কল সমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ডাঃ লোকনাথম বলেন যে, এই প্রকারে মূলধন সংগ্রহের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ব্যাঙ্কব্যবসায়ের প্রথম যুগ। তখন সর্ব্বসাধারণের অর্থ ধনী বণিকসম্প্রদায়ের নিকট গচ্ছিত রাখা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। বোম্বাইএ এই ব্যবসা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে বটে। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে আমেদাবাদে এই প্রথার প্রচলন খুবই বেশী। আমেদাবাদে সাধারণতঃ সাত বৎসরের জন্য ডিপোজিট গ্রহণের নিয়ম উদ্ভব হইয়াছে। ইহার অধি-কাংশই একটী মিলের প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রায় এক চতুর্থাংশের পরিমাণ হয় এবং বাড়ী, কলকব্জা ও অন্যান্য আসবাবপত্রের জন্যই ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই আমানতের প্রধান আকর্ষণ এজেন্সী কমিশনের শেয়ারে অধিকার পাওয়া। পোষ্টাল ক্যাস্ সার্টিফিকেট ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় বোম্বাইএ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

হইতে বহু অর্থ চলিয়া যাইতেছে এবং এইরূপ ডিপোজিট প্রথারও বিলোপ ঘটিতেছে। ইহা হইতে মনে হয় স্থায়ী মূলধন হিসাবেও এই সমস্ত ডিপোজিটের উপর নির্ভর করা খুবই আশঙ্কাজনক। অধিকন্তু কালক্রমে এই আমানত প্রথা বিশেষ বিপদের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। জনৈক খ্যাতনামা ব্যাঙ্কার এই ডিপোজিট ব্যবস্থাকে নাম দিয়াছেন "সুসময়ের বন্ধু"। ইহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলায় ইহার প্রচলন মোটেই নাই। জনসাধারণ ব্যাঙ্কেই টাকা গচ্ছিত রাখে। কাজেই বাংলা দেশে একমাত্র ব্যাঙ্কসমূহই আমেদাবাদের 'ডিপোজিট' প্রথার কার্য্য করিতে সক্ষম। এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে দাঁড় করান ব্যাঙ্কসমূহেরও কর্ত্তব্যের মধ্যে। ব্যাঙ্ক এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে জনসাধারণের অর্থ বিশেষ পরিমাণে আমানত হিসাবে পাইতে হইবে। বাঙ্গালী পরিকল্পিত ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ অল্প মূলধনসম্পন্ন এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

ত্রৈবার্ষিক ক্যাস্ সার্টিফিকেট এবং পঞ্চবার্ষিক আমানত জনপ্রিয় করিয়া তোলার চেষ্টা করা ব্যাঙ্কসমূহের কর্ত্তব্য এবং দীর্ঘকালের মেয়াদী দাদন হিসাবে ঐ অর্থ বাংলার বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করা যাইতে পারে। জনসাধারণ যদি উৎসাহিত হইয়া সহযোগিতা এবং অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হন তবেই এই পরিকল্পনার সফলতা লাভের আশা আছে। বাংলায় যে কয়েকটী কাপড়ের কল আছে তাহাদের দ্বারা এই প্রদেশের মোট প্রয়োজনীয় বস্ত্রের মাত্র এক পঞ্চমাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে। বাংলার সাকুল্য বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে হইলে নূতন করিয়া আরও ৫০টী মিল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু বাংলার কাপড়ের কল সমূহ উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাবে প্রারম্ভেই বাধা পাইয়া থাকে। দেশের শিল্পোন্নতিতে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে; কিন্তু ধনীসম্প্রদায়ের যথোচিত সহানুভূতি পাইলে তাহারা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহ কাপড়ের কলের কার্য্যকরী মূলধনের চাহিদা বহুলাংশে মিটাইতে পারে এবং গুদাম-জাত তৈয়ারী মালের জামিনে টাকা ধারও দিতে সক্ষম। কিন্তু আমানতী টাকার মিয়াদ অল্পদিন বিধায় ব্যাঙ্কের টাকা দীর্ঘকালের মেয়াদী দাদনে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর হয় না। জনসাধারণের সাহায্য পাইলে এবং উপরোক্ত প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে পারিলে দীর্ঘকালের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় ব্যাঙ্কসমূহ তাহার কতকাংশ সরবরাহ করিতে পারিবে। জার্ম্মানীতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার, ম্যানেজার কিম্বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কাপড়ের কলসমূহও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ব্যাঙ্কের সহায়তা লাভ করিতে পারে। ইহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মনীতির উপর ব্যাঙ্কের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং ইহা পরস্পরের পক্ষেই সুবিধাজনক। অধুনা বাংলায় প্রায় ১৪টি নূতন কাপড়ের কল রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা এই প্রদেশে শিল্পানুরাগবৃদ্ধি সূচিত হয়। জন-সাধারণের সক্রিয় সহানুভূতির উপর ব্যাঙ্ক এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা হইলেই এই প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

(বস্ত্রশিল্পের প্রসারে ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য)

২টী, তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার কারখানা ২৩টি এবং পাট বেলবন্দী করিবার কারখানা ৭টি হ্রাস পাইয়াছে।

গত ১৯৩৭ সালের শেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ৯ হাজার ৮৬৩টি কারখানা ছিল তাহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কারখানা ও উহাতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা এইরূপ ছিল—

স্থান	কারখানার সংখ্যা	নিযুক্ত মজুর
মাদ্রাজ	১৭৮৬	১৮৬৬৩০
বোম্বাই	১৭৯৬	৪৩৫২০৭
সিন্ধু	৩১১	২৭৮৫১
বাঙ্গলা	১৬৯৪	৫৬৬৪৫৮
সংযুক্ত প্রদেশ	৫১৪	১৫৩৪৮৪
পাঞ্জাব	৭৯৮	৬৯৪৭৩
বিহার	২৯৫	৯০৪৬৯
উড়িষ্যা	৭১	৪১২২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৭৬৭	৬১১৮৬
আসাম	৭৩৪	৪৮৫২৫
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২৯	১৩৭১
বেলুচিস্থান	[illegible]	১৯৬৬
আজমীর মাড়ওয়ার	৪১	১৩৬৬৯
দিল্লী	৬৮	১৩৯৫৪
বাঙ্গালোর ও কূর্গ	১১	১৪৭৪

বাঙ্গলার কারখানা এবং কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা দেখিয়া এই প্রদেশের অধিবাসীদের আনন্দিত হইবার কিছু নাই। কারণ এই প্রদেশের বড় বড় কারখানাগুলির প্রায় সমস্তই ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিদ্যুত কারখানার উপর সরকারী কর্তৃত্ব

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ১৯৩৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং মিঃ সরকার জানাইয়াছিলেন যে কলিকাতার বিদ্যুত কারখানাকে সরকারী কর্ত্তৃত্বে আনার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। গত ২১শে তারিখ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এসম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর জানান যে ঐ সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈয়ার করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের ইলেকট্রীকেল এডভাইসর মিঃ রেডক্লিপ্টকে ভার দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারে শ্রমমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী গত ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে থাকা কালে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কয়েকজন ডিরেক্টরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

পরলোকে লর্ড ইঞ্চকেপ

গত ২১শে জুন লণ্ডনে লর্ড ইঞ্চকেপের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার আসল নাম ছিল কেনেথ ম্যাকে। তিনি মেসার্স ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর প্রধান অংশিদার এবং পি এণ্ড ও ষ্টিমসিপ কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল।

ভূমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রিসার্চ্চ অব্ সয়েল কনজারভেটিভ সার্ভিস এর প্রধান কর্ম্মকর্তা ডাঃ লাওডারমিল্ শীঘ্রই পেলেষ্টাইনে গমন করিবেন। সেখানে তিনি বন্যা ও ভূমি সংরক্ষণ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তদ্বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন। ডাঃ লাওডারমিল্ বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বপ্রধান ভূমি বিজ্ঞানবিদ বলিয়া সুপরিচিত।

জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির কার্য্য

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা পৌছিয়া তিনি এক বিবৃতিতে বলেন—কংগ্রেস প্ল্যানিং কমিটি ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দশ বৎসরের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে এদেশের জাতীয় সম্পদ দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের লইয়া অনেকগুলি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। স্থান অনুপাতে বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে তাহা তাহারা স্থির করিবেন। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ করা সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইছে। কুটির শিল্প ও যন্ত্র শিল্পের ভিতর সহযোগ রাখা ও কুটির শিল্পের জন্য সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি ও যন্ত্র সরবরাহ করা সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিটি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদ্যুৎ শক্তি, কয়লার খনি ও ধাতব পদার্থের জন্য বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছে। তাহারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। কৃষি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি ও বন্যা প্রতিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে উপায় আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতের লোক সংখ্যা বিষয়ের গবেষণার জন্য দুইটি কমিটি, ব্যবসা বাণিজ্য, যান বাহন ও অর্থ সংস্থান বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং সাধারণ শিক্ষা, মেয়েদের সামাজিক অর্থিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য স্পেশ্যাল কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা তৈয়ারের জন্য ভারতের বড় বড় সুধী বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ করা হইয়াছে।

রুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি নির্ম্মাণ

বাঙ্গলা সরকারের এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসার ডাঃ নবগোপাল দাস সম্প্রতি বাঙ্গলার বেকার যুবকদিগকে বেকারি বিজনেস্ অর্থাৎ রুটি, কেক, বিস্কুট, লজেন্স প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবসা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—বাঙ্গলা প্রদেশে এখন পর্য্যন্ত বেকারি বিজনেসে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনোপায় বিধানের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। এপ্রদেশের মফঃস্বল অঞ্চলেও বর্ত্তমানে রুটি, কেক বিস্কুট প্রভৃতির চাহিদা খুব বেশী দেখা যাইতেছে। কিন্তু মফঃস্বল সহর সমূহে উপযুক্ত বেকারী তেমন না থাকায় ঐ চাহিদা মিটান যাইতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক বেকারী রহিয়াছে তাহাতে বিশুদ্ধ ও খাটি জিনিষ তৈয়ারের ব্যবস্থা বিশেষ কিছু নাই বলিয়া দরিদ্র জনসাধারণ ছাড়া ঐ সব বেকারীর তৈয়ারী জিনিষ শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায় খরিদ করিতে চান না। অনুসন্ধান ক্রমে জানা গিয়াছে যে খাটি উদ্যোগী যুবকেরা যদি মফঃস্বলে ডিম ও মাখন প্রভৃতির সস্তা যোগানের সুবিধা দেখিয়া বেকারী প্রতিষ্ঠা করে তবে তাহাদের পক্ষে উহার খরচ পোষাইয়া প্রতি মাসে ৪০ টাকা হইতে ৫০ টাকা সহজেই রোজগার করা সম্ভবপর হইতে পারে। সাধারণ ধরণের বেকারি স্থাপন করিতে দেড়শত টাকা হইতে দুইশত টাকা প্রয়োজন হওয়ার কথা। ঐ ধরণের বেকারির কাজ ক্রমে প্রসারিত করিয়া মাসিক একশত টাকা আয় সম্ভবপর হইতে পারে। বেকারি বিজিনেস চালাইতে হইলে রুটি, বিস্কুট, কেক লজেন্স প্রভৃতি নির্ম্মান কৌশল জানা দরকার। কলিকাতায় ১০।১নং চক্রবেড়িয়া রোডে যে ইণ্ডিয়ান বেকারি এণ্ড্ কনফেকসনারি কলেজ রহিয়াছে তাহাতে ঐ ধরণে শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। মোট ৩০ টাকা ফিঃ দিয়া সাড়ে তিন মাস কাল শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

পাটের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

আগামী ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ৭ই জুলাই বিকাল চারি ঘটিকার সময় এবং ৮ই জুলাই দুপুর ১২টার সময় বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলাসমূহে ও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের এবারকার আবাদী পাটের জমি সম্পর্কে সরকারী বরাদ্দ ঘোষণা করা হইবে।

আগামী ১২ই জুলাই দুপুরে বেলা ১২টার সময় বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের পাট ফসল সম্পর্কে ছাপা পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করা হইবে। ঐ পূর্ব্বাভাষের সহিত বিভিন্ন স্থানের পাট ফসলের অবস্থা সম্পর্কেও বিবরণ দেওয়া হইবে। বরাদ্দ ও পূর্ব্বাভাষ প্রভৃতি ঘোষনা ও প্রকাশের স্থান কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং।

বর্ত্তমান মরশুমে আমের অবস্থা

লক্ষ্ণৌ হইতে পাঞ্জাব মার্কেটিং অফিসার যে "ফ্রুট মার্কেটিং সিরিজ" প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমান বৎসর যে সকল প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আম জন্মে তথায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে মরশুমের প্রথম-দিকে আমের বিশেষ ভাল অবস্থা দেখা গিয়াছিল। প্রত্যেক আম গাছেই ভাল মুকুল আসিয়াছিল এবং উহা হইতে বর্ত্তমান বৎসর বিস্তর আম হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু শিলাবৃষ্টি, ঝড় এবং বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে সামান্য বৃষ্টি হওয়ার জন্য আমের গুটি ধরার পক্ষে সমূহ ক্ষতি হয়। কোন কোন কেন্দ্রে নানারূপ পোকার উপদ্রবও দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মোটের উপর খুব অল্প আমই উৎপন্ন হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে জানুয়ারী মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমের মরশুম ধরা হয়। জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্তই এই প্রদেশের আম বিভিন্ন বাজার ছাইয়া ফেলে।

জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ও শিল্পোন্নতি

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির নিকট এক স্মারক পত্রে উল্লেখ করে যে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা জনসাধা-রণের ক্রয় শক্তির অভাব—অতি উৎপাদন নহে। জনসাধারণের ক্রয় শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে শিল্পজাত দ্রব্যের কাট্‌তিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং জনসাধারণের ক্রয় শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিল্পোন্নোতির ফলে যাহাতে দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের একটি ব্যাপক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কমিটির মতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কলকারখানা ও বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত এবং বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে জরিপ, গবেষণা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্প যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে এরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত।

বরোদা রাজ্যের শিল্প

শিল্প বিষয়ে গবেষণার জন্য বরোদা রাজ্যে সম্প্রতি শ্রীসায়াজী জুবিলী সায়েন্স ইনষ্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বরোদা সরকার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে সহায়তা করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এ বৎসর বেকেলাইট তৈয়ারের একটী কারখানা স্থাপনের জন্য বরোদা সরকার ২৫ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন। অধিকন্তু ঐ কারখানার কাজের সুবিধার্থ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য ৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

রাশিয়ার লোকসংখ্যা

সোভিয়েট রাশিয়ায় জন সংখ্যা প্রতিবৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। গত জানুয়ারী মাসের আদম সুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ। বর্ত্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ কোটি ৫ লক্ষ হইয়াছে; অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে জন সংখ্যা শতকরা ১৫·৯ হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ১২ বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১১·৯, ৭·৫ এবং ২·৭ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র ধনতান্ত্রিক ইউরোপে এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার মধ্যে রাশিয়াতেই ২ কোটি ৩৫ লক্ষ পরিমাণে বাড়িয়াছে। ১৯৩৬ সালে মস্কো ও লেনিনগ্রেডে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ২৭ হইতে ২৯ অথচ ঐ সালে বার্লিন লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্কের জন্মহার ছিল যথাক্রমে ১৪, ১৩·৬, ১১·৫ এবং ১৫·৫। রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটি ৯০ লক্ষ লোক রাশিয়ার সোভিয়েট রিপাব্লিকে বাস করে। ইউক্রেন সোভিয়েট রিপাব্লিকে বাস করে ৩ কোটি লোক। সোভিয়েট রাশিয়ায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ পরিমাণ বেশী। অধিকাংশ সহরের জনসংখ্যাই প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। মস্কোতে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ২০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ হইয়াছে, লেলিনগ্রেডে লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৬৫ হইতে ৩১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩০৪ দাঁড়াইয়াছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় রাশিয়াতে লোকসংখ্যা এইরূপ বেশী বাড়িয়া যাওয়ার কারণ সেখানকার নূতন সামাজিক ব্যবস্থা। তবে প্রাভদা নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তালিকাতে দেখান হইয়াছে যে জারের আমলেও নানারূপ যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও রাশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ভারতে রাই ও সরিষার চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইবে তৎসম্পর্কে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি একর		অনুমিত ফসল (টন)
যুক্তপ্রদেশ	২৭,৩৭,০০০		৪,৩২,০০০
পাঞ্জাব	৬,২৭,০০০		১,০৬,০০০
বাঙ্গলা	৭,৭৭,০০০		১,৫২,০০০
বিহার	৪,৯৮,০০০		১,০৮,০০০
আসাম	৪,০৭,০০০		৬৩,০০০
সিন্ধু	১,৪৫,০০০		১৫,০০০
সীমান্তপ্রদেশ	৮৩,০০০		১০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৭৩,০০০		১৬,০০০
বোম্বাই	২০,০০০		৪,০০০
উড়িষ্যা	২৬,০০০		৫,০০০
দিল্লী	৩,০০০		১০০
আলোয়ার	৪৩,০০০		৩,০০০
বরোদা	১৪,০০০		৩,০০০
হায়দারাবাদ	৯,০০০		৫০০
মোট	৫৪,৬২,০০০	মোট	৯,১৭,০০০

অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেলের বেতন

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ আর মঞ্জিস সম্প্রতি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার নব নিযুক্ত গভর্ণরজেনারেল ডিউক অব কেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিলে পর তাঁহাকে বাৎসরিক দশ হাজার পাউণ্ড হারে মাহিয়ানা দেওয়া হইবে।

ভারতে কৃত্রিম রেশমসূতা তৈয়ার

বোম্বাইয়ের সিল্ক মার্চেন্টস্ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ বি, এল, বরাকিয়া সম্প্রতি উক্ত সমিতির বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৭ হাজার তাঁতে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাতে বিস্তর পরিমাণ কৃত্রিম রেশম-সূতা ব্যবহৃত হইতেছে। অথচ এদেশে কৃত্রিম রেশম-সূতা প্রস্তুতের একটিও কল নাই। ভারত গভর্ণমেণ্ট কৃত্রিম রেশম-সূতা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য যে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করেন তাহা যদি ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োজিত করা হয় তবে এদেশে কৃত্রিম রেশম-সূতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যায়। আর তাহা হইলে বর্ত্তমানে এদেশে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে যে দুই কোটি টাকার কৃত্রিম রেশম সূতা আমদানী হয় তাহা বন্ধ হইয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

পুস্তকের উপর কর

সম্প্রতি ফ্রান্স দেশের প্রতিনিধি সভায় (চেম্বার অব্ ডিপুটীজ) পুস্তক ও পুস্তকের উপর স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে একটি বিল পেশ করা হইয়াছে। ঐ বিলে এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে কোন লেখকের মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরকাল পর তাহার লিখিত গ্রন্থ সাধারণের সম্পত্তিতে পরিগণিত হইবে। ঐরূপ ভাবে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর যে সব গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে তাহার উপর গভর্ণমেণ্ট একটা কর আদায় করিবেন। এইরূপ কর দ্বারা যে আয় হইবে তাহা দ্বারা একটা তহবিল গঠন করিয়া দেশের দরিদ্র শিল্পী ও গ্রন্থকারদিগকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে।

রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা

এদেশে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের উপযোগী কারখানা স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি কিছুকাল পূর্ব্বে রেলওয়ে বোর্ডের উপর ভারার্পন করিয়াছিলেন। প্রকাশ রেলওয়ে বোর্ড বর্ত্তমানে ঐ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী ১৭ই ও ১৮ই জুলাই বোম্বাইয়ে রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির যে অধিবেশন হইবে তাহাতে ঐ রিপোর্ট পেশ করা হইবে।

এ বৎসর মোট ২৫টি নূতন রেলের ইঞ্জিন ক্রয় করা হইবে। ইতিমধ্যে সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ ইঞ্জিন সরবরাহের জন্য টেণ্ডার পাওয়া গিয়াছে। ব্রড্ গজ রেল লাইনের জন্য ঐরূপ ইঞ্জিন প্রয়োজন। গড়ে প্রতিটি ইঞ্জিনের দাম ১ লক্ষ টাকা পড়িবে বলিয়া প্রকাশ।

সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি

মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি ঐ প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে প্রতি এক হাজার হইতে দুই হাজার পরিবারকে নিয়া এক একটি সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি গড়িয়া তোলা হইবে। প্রত্যেক পরিবার মাসে দুই আনা বা বৎসরে দেড় টাকা করিয়া উক্ত সমিতিতে চাঁদা প্রদান করিবে। যথাযথভাবে সমিতিটি গড়িয়া উঠিলে পর উহা সদস্য শ্রেণীভুক্ত পরিবার সমূহকে প্রয়োজন মত ডাক্তার যোগাইয়া ও ঔষধপত্র সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিবেন। ডাক্তার ও ঔষধের জন্য প্রতি পরিবারের নিকট হইতে নিম্নতম হারে টাকা দাবী করা হইবে। সমিতির অধীনে একটি ডিস্পেন্সারী খুলিবারও ব্যবস্থা হইবে।

বরোদা রাজ্যের মৎস্য শিল্প

সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের সরকার ঐ রাজ্যের মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন-চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মাছ ধরিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় ধীবরদের ভিতর সমবায় সমিতিসমূহ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ওখা বন্দরে মৎস্য বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাছাড়া ঠাণ্ডা গুদাম সহায়ে মৎস্য সংরক্ষণের নিমিত্ত বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে। মৎস্য শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যাবতীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বরোদা সরকার একটি সরকারী মৎস্য শিল্প বিভাগ খুলিয়াছেন। মাদ্রাজ সরকারের ভূতপূর্ব্ব অফিসার মৎস্য শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ এস, টি, মজেস্ ঐ বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতে আলুর চাষ

ভারতে বিদেশী আলুর আমদানী বন্ধ করিবার জন্য অথবা তাহা সম্ভবপর বিবেচিত না হইলে অন্ততঃপক্ষে বিদেশের আমদানীকৃত আলুর উপর একটা কর নির্দ্ধারণ করিবার আবেদন লইয়া সম্প্রতি নিলগিরি পোটেটো গ্রোয়ার্স এসোসিয়েসন হইতে একদল প্রতিনিধি মাদ্রাজ সরকারের কৃষি-মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কৃষি-মন্ত্রী তাহাদিগকে জানান যে বর্ত্তমানে এ দেশ ব্যবহার্য্য আলু উৎপাদনের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল নহে। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলু এ দেশে উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা না দেখা গেলে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশী আলুর আমদানী নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যত্নপর হইতে পারেন না।

জাপানে তুলা চাষের পরিকল্পনা

জাপানকে যাহাতে কাঁচা তুলার ব্যাপারে অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর না করিতে হয় তজ্জন্য জাপান সরকারের উপনিবেশ সচিব তুলা চাষ সম্পর্কে ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী বৎসরে ৫০ কোটি পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইবে। উত্তর চীনের তুলা-চাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সিংটাও এ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, সানসিতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং তিয়েনসিনে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড তুলার বীজ প্রেরণ করা হইবে। উপনিবেশ সচিব নবগঠিত তুলা চাষ সমিতির মারফতে মধ্য চীনেও প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড তুলার বীজ পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সিঙ্গারা বা পানিফলের ব্যবহার

ভারতবর্ষে হ্রদ, বিল প্রভৃতি জলাশয়ে যে সিঙ্গারা বা পানিফল দেখা যায় সরকারী উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (বোটানিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) বর্ত্তমানে তাহার লাভজনক ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ঐ সম্বন্ধে ঐ বিভাগ হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় অতি পুরাতন কাল হইতে এদেশে ঐ জলপণ্য উৎপাদিত হইতেছে। আইন-ই-আকবরীতে বলা হইয়াছে যে তৎকালে (১৫৯০ সাল) দেশে ঐফসল খুব চলতি ছিল এবং ঐ ফসল উৎপাদনের উপর একটি সরকারী কর ধার্য্য ছিল। কাশ্মীর রাজ্যের সুবিস্তির্ণ জলাশয় সমূহে যেরূপ বেশী পরিমাণে সিঙ্গারা উৎপন্ন হয় জগতে আর কোন স্থানে এত বেশী সিঙ্গারা উৎপন্ন হয় না। ঐ ফসল হইতে কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। সেখানে বিশেষ জলাশয় অঞ্চল সিঙ্গারা চাষের জন্য ইজারা দেওয়ার প্রথা চলিত আছে। যুক্তপ্রদেশ (আগ্রা ও অযোধ্যা), পাঞ্জাব, মধ্যভারত, বাংলা এবং আসামের (মনিপুর) বিভিন্ন জেলায় ঐ পণ্য প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বাহিরে মধ্য

ইউরোপ, মিশর, পারস্য, মালয় ও চীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাশয়সমূহে সিঙ্গারা বা পানিফলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সিঙ্গারার খোলের অভ্যন্তর ভাগে যে সাদা পদার্থ রহিয়াছে তাহা কোমল ও খাদ্য হিসাবে সারবান। উহা পর্য্যাপ্ত মাত্রায় সংগ্রহ করিয়া ভাতের বদলে উহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে। উহা গুড়া করিয়া সাগুর মত জাল দিয়া আহার করা যায়। উহা সহজে হজম হয়, পেটের অসুখ হইলে রোগীর পথ্যরূপে উহা ব্যবহার করা চলে। কাজেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের জলাশয় অঞ্চলে উহা চাষ করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা হইলে তাহা দ্বারা বেশ লাভবান হওয়া যাইতে পারে।

আমেরিকা হইতে বিমানপোত ক্রয়

গত মার্চ্চ মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিভিন্ন দেশে মোট ৮৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৯৫ ডলার মূল্যের বিমানপোত ক্রয় করিয়াছে। তন্মধ্যে ইংলণ্ড ২২ লক্ষ ২৪ হাজার ৫২৪ ডলার, ফ্রান্স ২০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৬৭ ডলার ও হল্যাণ্ড ১৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৮ ডলার মূল্যের বিমানপোত ক্রয় করিয়াছে। রাশিয়া এবং জাপানও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিমানপোত ক্রয় করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে মোট ২ কোটী ৪লক্ষ ৫ হাজার ১৯৬ ডলারের বিমানপোত চালান দিয়াছে।

ইটালীর আর্থিক দুরবস্থা

লণ্ডনের টাইমস' পত্রের গত ১৫ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ রাজনৈতিক কারণে গণতন্ত্রবাদী দেশগুলির সহিত একটা রেষারেষি চলিতে থাকায় অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইটালী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ইটালীর প্রতি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকের বিক্ষোভ প্রকারান্তরে একটা অর্থনৈতিক বয়কট সূচিত করিয়াছে। প্রথমতঃ ইটালীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত কারকেরা বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানীর প্রয়োজনীয় রূপ সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। কাঁচা মাল চালানের ব্যবসা বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ ইটালীর শিল্প ব্যবসায়ী-দিগকে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ কাঁচা মাল আমদানীর সুযোগ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের লোক ইটালী পরিভ্রমণ সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া পড়ায় পরিভ্রমণকারীদের নিকট হইতে ইটালীর যে আয় হইত তাহা এক্ষণে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পেরিস-রোম এক্সপ্রেস ট্রেণযোগে যাত্রীর আগমন বেশী কিছু হইতেছে না। একদিকে আলবেনিয়া অধিকার ও অন্য দিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার ফলে ইটালীর প্রতি লোকের যে বিরাগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই লোকে এখন আর ইটালী ভ্রমণে কিছু উৎসাহ বোধ করিতেছে না। কাজেই নানাভাবে ইটালীর যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইতেছে।

ভূমিহীন কৃষকদিগকে জমি প্রদান

ব্রহ্মদেশের ভূমিহীন কৃষকেরা যাহাতে চাষাবাদের উপযোগী ভূমি লাভ করিতে পারে তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম সরকারের বনবিভাগের মন্ত্রী মিঃ ইউ স ব্রহ্ম ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ঐ বিলে উপযুক্ত মূল্যে জমি ক্রয় করিয়া তাহা ভূমিহীন কৃষকদের ভিতর বণ্টনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইবে। ঐ বিল পাশ হইলে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ মত জমি ক্রয় করিয়া তাহা ভূমিহীন কৃষকদের ভিতর বিক্রয় করিবেন। গভর্ণমেণ্ট যে দরে জমি ক্রয় করিবেন, সেই দরেই কৃষকদের নিকট জমি বিক্রয় করা হইবে। প্রতি জনের নিকট ১০ একরের কম কিংবা ২৫ একরের বেশী জমি বিক্রয় করা হইবে না। কৃষকেরা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া ২০ বৎসর হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে কিস্তিবন্দী হারে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে। তবে জমির মূল্য পরিশোধ না পর্য্যন্ত কৃষকদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হইতে চারি টাকা হারে ঐ টাকার উপর সুদ দিতে হইবে। প্রস্তাবিত বিলে যে স্কীমের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে ব্রহ্ম সরকারকে আনুমানিক ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

গত মে মাসের ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ঐ মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৮ সালের মে মাসে বিদেশে ইংলণ্ডের রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮১০ পাউণ্ড। গত এপ্রিল মাসে তাহা হয় ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৯১ পাউণ্ড। গত মে মাসে তাহা বাড়িয়া ৪ কোটি ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৭০ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালের মে মাসে ইংলণ্ডে ৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৭২৪ পাউণ্ডের দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছিল। গত এপ্রিল মাসে তাহা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭১৯ পাউণ্ড। গত মে মাসে সেইস্থলে ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২৫ পাউণ্ডের মাল পত্র বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে সরকারী সাহায্য

পাঞ্জাব প্রদেশের মান্দি রাজ্যে বিধবার সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় সেখানে সামাজিক জীবনে নানা দুঃখ দুর্দ্দশা ও অনাচার দেখা গিয়াছে। ঐ রাজ্য হইতে অনেক বিধবা নারীকে বৃটিশ ভারতে আনিয়া বিক্রয় করার অনিষ্টকর প্রথাও বর্ত্তমানে খুব প্রচলিত দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি মান্দি রাজ্যের রাজা প্রজাগণকে ডাকাইয়া এতৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক বৈঠক আহবান করেন। ঐ বৈঠকে বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ দেওয়ার জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুসারে মান্দির রাজা রাজ্যের যেসব লোক বিধবা বিবাহ করিবে তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ব্যাঙ্কব্যবসায় ভারতে ও ইংলণ্ডে

ব্যাঙ্কব্যবসায়ে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশ সমূহের তুলনায় কতদূর পশ্চাৎপদ ইংলণ্ডের পাঁচটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে।

ব্যাঙ্কের নাম	শাখা অফিসের সংখ্যা	আদয়ীমূলধন (পাউণ্ড)	আমানতী জমার পরিমাণ (পাউণ্ড)
মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	২১৩৭	১৫১৫৮৬২১	৪৬২,৭৪২,২৪২
বারক্লেস ব্যাঙ্ক	২১৩১	১৫৮৫৮২১৭	৪৩৩,০৮২,৯৮৫
লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক	১৯২২	১৫৮১০২৫২	৩৯৭,৬৬৭,২৩২
ন্যাশানেল প্রভিন্সিয়েল	১৩২৪	৯,৪৭৯,৪১৬	৩২০,৩৮৩,৩৯৭
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক	১০৯৮	৯,৩২০,১৭	৩৪৬,২২৪০,৭৮৩

ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ১৯৩৮ সালে যে সরকারী তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সালে—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, (অভারতীয়) এবং ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের হেড অফিস এবং শাখা অফিসের মোট সংখ্যা ছিল ১৪৫৮। কিন্তু উল্লিখিত তালিকায় এক মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেরই ২১৩৭টী শাখা আফিস আছে দেখা যায়। ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কই সর্ব্ববৃহৎ এবং উহাতে আমানতের পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ৮৫ কোটী টাকা। কিন্তু ইংলণ্ডে একমাত্র মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেরই প্রায় ৫৫০ কোটী টাকার মত আমানত আছে।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের অনুন্নত অবস্থার দরুণই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার হয় নাই।

নিউইয়র্ক সহরে ভিক্ষাজীবি সমস্যা

আমেরিকার নিউইয়ার্ক সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সম্প্রতি ঐ সহরের ভিক্ষাজীবি সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশনের বরাদ্দ এই যে নিউইয়ার্ক সহরে বর্ত্তমানে কমপক্ষে ১০ হাজার নরনারী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনোপায় বিধান করিতেছে এবং তাহাদের বার্ষিক সমবেত আয় বৎসরে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে সহরের ভিক্ষুকদের নানাদিক দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথাপি অনেক ভিক্ষুক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ভিক্ষা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের অভ্যাস ত্যাগ করিতেছে না। এই অবস্থায় কর্পোরেশন রাস্তা ঘাটে ভিক্ষুকদিগকে সাহায্য না করিবার জন্য সহরবাসীদের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছিল। ট্রাম বাস ও অন্যান্য ধরণের যানবাহনাদিতে এই সম্পর্কে নোটিশ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে শণের উৎপাদন হ্রাস

গত ১৯৩৭ সালে জার্ম্মানীতে শন মোটেই উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৩৮ সালেও উক্ত ফসল কম হইয়াছে। উহাতে শনবস্ত্র প্রস্তুতের শিল্প সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সূত্র প্রস্তুত কার্য্যে বর্ত্তমানে অধিক পরিমাণে কৃত্রিম রেশম ও পশমের ব্যবহার হইতেছে। যদি তাহা না করা হইত তবে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ইতিমধ্যে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইত।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত মে মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অপর দিকে ঐ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার মালপত্র ও ৬৬ লক্ষ টাকার স্বর্ণাদি ধনরত্ন বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ধনরত্ন সহ সমস্ত প্রকার জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী ও মিলাইয়া মে মাসের বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

বৃহত্তর জার্ম্মানীর লোকসংখ্যা

গত ১৭ই মে যে লোক গণনা কার্য্য পরিচালনা করা হয় তাহার ফলে অষ্ট্রীয়া সহ বৃহত্তর জার্ম্মানীর মোট লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া, মেমেল, বহেমিয়া ও মভিয়া সহ বৃহত্তর জার্ম্মানীর মোট লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ।

শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান

ইন্দোর সরকার সম্প্রতি শ্রমিকদের বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইন্দোরের হোলকার ঐবিষয়ে সহায়তার জন্য তাহার নিজস্ব তহবিল হইতে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা করিয়া দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের কল-কারখানা

গত ১৯৩৭ সালের সরকারী বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ঐসালে ভারতবর্ষে কল-কারখানার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ১৮৯। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ৯ হাজার ৮৬৩ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালের ৯ হাজার ৮৬৩টি কারখানার মধ্যে চালু কারখানার সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৯৩০। ৫ হাজার ২৮৭টি কারখানায় বৎসরের সব সময় কাজ হইয়াছিল। ৩ হাজার ৬৪৩টি কারখানায় বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস মাত্র কাজ হইয়াছিল। যুক্ত প্রদেশে কারখানার সংখ্যা হ্রাস পাইলেও মাদ্রাজে আলোচ্য বর্ষে ২০২টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, সিন্ধু এবং আসামেও কারখানার সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় ২৭টি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে সুতাকাটা ও বয়ন শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, রেশম শিল্প, মুদ্রন ও বই বাঁধান শিল্প, চা শিল্প প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কারিগর ও মজুরদের সংখ্যাও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে কল-কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ছিল মোট ১৬ লক্ষ। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ১৭ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে শ্রমিক সংখ্যা ৩৫ হাজার বাড়িয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে কারখানায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল শতকরা ·৭৬। ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া শতকরা ·৬৪ দাঁড়াইয়াছে। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ১০ হাজার পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। কারখানা আইনের [illegible] যতদূর কাজ করা চলে অধিকাংশ কারখানাতেই সেইভাবে কাজ হইতেছে। কোন কোন প্রদেশে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাহিরে শ্রমিকদিগকে খাটানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন কারখানায় মোট ২৮ হাজার দুর্ঘটনা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে শ্রমিকদের জন্য ৬ শত নূতন বাসভবন তৈয়ার হইয়াছে। মাদ্রাজে চারিটি কারখানায় শ্রমিকদের বিনা ব্যয়ে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আসামে ব্যবহারের অনুপযোগী সমস্ত বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শ্রমিকদের জন্য ভাল বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

কাংস ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে শিক্ষা

মৃৎশিল্প ও কাঁসা শিল্প সম্বন্ধে কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষালাভের জন্য উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশের চারিজন যুবককে ২৫ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কৃষি ও কুটীর শিল্প বিষয়ক শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী যুবকদের জন্য কৃষি ও কুটীর শিল্প বিষয়ক শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই অনুসারে বরাকপুরে ১২০ বিঘা জমি নিয়া শিক্ষালয় নির্ম্মিত হইতেছে। মিঃ এম এন দাসগুপ্তের উপর শিক্ষালয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে। আই এস সি পাশ ছাত্রদিগকে ঐ শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে। ছাত্রদের পাঠনীয় ও শিক্ষনীয় বিষয়সমূহও ইতিমধ্যে স্থির হইয়াছে। কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য দুইটী প্রদর্শনী ক্ষেত্র থাকিবে। সেখানে অন্যবিধ শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে জমি চাষ ও ফসল উৎপাদনের আধুনিকতম প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী

আজমীড়ের জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী বর্ত্তমান সময়ে এদেশের একটি বিশেষ উন্নতিশীল ও নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান বলিয়া সুপরিচিত। গত ১৯০৭ সালে ঐ কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তদবধি সর্ব্বথা সুনিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থায় এই কোম্পানী পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সে কারণে দেশে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উহার কার্য্যধারাও তৎসঙ্গে উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসারিত হইতেছে।

সম্প্রতি আমরা জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর গত ১৯৩৮ সালের একখণ্ড মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। ঐ বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৪ হাজার ৬০২টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; উহার মধ্যে ৩ হাজার ৯৩২টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১৮ লক্ষ ৩ হাজার ৩৫৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৭৯ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬০৬ টাকা। ঐ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪২ টাকা দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৪৫ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৭৪ হাজার ১৭২ টাকা, ইনকম ট্যাক্স বাবদ ৩২ হাজার ২৩৭ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৪৭ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭৭ লক্ষ ৯ হাজার ৯৪০ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২২৫ টাকা হয়। জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই কোম্পানীর ব্যয়ের হার দিন দিনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস করা হইতেছে। গত ১৯৩৬ সালে কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩১·২৫ ভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে তাহা দাঁড়ায় শতকরা ২৯·১ ভাগ। ১৯৩৮ সালে তাহা নামিয়া শতকরা ২৭·৬ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। উহা পরিচালকদের সর্ব্বথা সুবিবেচনার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২২৫ টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১০৬ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৪ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

পলিসি বন্ধকে ঋণ ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৩৫০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৫১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫২৫ টাকা, মহীশূর সরকারের বণ্ড ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৭৫ টাকা, করাচী মিউনিসিপালিটীর ডিবেঞ্চার ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৮৭ টাকা, ক্যালকাটা কর্পোরেশন ঋণ ৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট ঋণ ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৫০ টাকা, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫ হাজার ৪৭৫ টাকা, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮ হাজার ৪৪১ টাকা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে নগদ জমা ৯ হাজার ১১৬ টাকা, জমি বাড়ী ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৪১ টাকা, আসবাবপত্র ২৮ হাজার ৫১৮ টাকা, প্রাপ্ত প্রিমিয়াম ২ লক্ষ ২৩ হাজার ২০৯ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৯৬ হাজার ৬১৫ টাকা।

উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানীর তহবিলের অধিকাংশ ভাগই সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনকৃত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বাকী অংশও সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বীমা করিবার পক্ষে এই কোম্পানীটিকে সকল প্রকারে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বলা যায়। ৮নং এস্প্লানেড ইষ্ট কলিকাতায় জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানীর শাখা আফিস। উপযুক্ত কর্ম্মীদের উপর এই শাখার কার্য্যভার ন্যস্ত থাকায় বাঙ্গলায় কোম্পানীর কাজ দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে।

মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ

সম্প্রতি মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আদায় তহবিল উল্লেখযোগ্যরূপ হয় নাই। গত বৎসর কোম্পানীর আদায়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৮ হাজার ২২ টাকা। এ বৎসর তাহার পরিমাণ কমিয়া ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৪২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। চল্‌তি দাবির এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় ৯৫ হাজার ৮৮২ টাকা ও বকেয়া দাবীর হিসাবে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৮২ টাকা কম আদায় হইয়াছে। বৎসরের লাভ হইতে কোম্পানী এবার আডনারী সেয়ারের উপর বার্ষিক শতকরা এক টাকা হারে এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি মেঙ্গালোরের পপুলার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ঐ কোম্পানী মোট ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে এবার ৬২৫টি পলিসিতে মোট ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৩১ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। গত বৎসর কোম্পানী কার্য্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫৪·৪ ভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন। এ বৎসর উক্ত ব্যয়ের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫৪·০৬ ভাগ।

এ বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার ৮১১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯১৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকার সাকুল্য অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং এই মূলধনের উপর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গত বৎসর অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিবার মানসে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের আরও ১৫ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই শেয়ারের উপর অংশীদারগণ শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ পাইবেন এবং এই লভ্যাংশের উপর তাঁহাদিগকে কোন আয়কর দিতে হইবে না। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন যে প্রকার সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই ব্যাঙ্কটী নিয়মিতভাবে যে প্রকার লাভ করিতেছে তাহাতে উহার অর্ডিনারী শেয়ারের ন্যায় প্রেফারেন্স শেয়ারও খুব জনপ্রিয় হইবে আশা করা যায়।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে জুন ২ নং ডালহৌসী স্কোয়ারে সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ একটি উৎসবের আয়োজন করেন। প্রায় দুই শতাধিক ভদ্রব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার গুপ্ত এম-এ বি এল মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে জানা যায় ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কটি অল্পকালের মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই আসামে ইহার ৮টি এবং বাঙ্গলায় ৪টি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ এই ব্যাঙ্কের অর্থানুকুল্যে ৫টি চা বাগিচা, ১টি চিনির কল পরিচালিত হইতেছে। ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্তরমণীমোহন দাস এম-এ একজন অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার উক্ত শাখাটির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের উপযোগিতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন ও সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জে কুমিল্লার ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন বি, এল তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। চাঁদপুরের জমিদার মহম্মদ মমিনল হক সাহেব ঐ সভায় শিল্পোন্নতি বিষয়ে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীতা ব্যক্ত করিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন।

বিষ্ণুপুর কটন মিলস লিঃ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গত ১৯শে জুন তারিখে বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুপুর কটন মিলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে বিষ্ণুপুর রেল ষ্টেসনের নিকটে মিলের কারখানার জন্য সংগৃহীত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তভূপতিনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত জে এন মিত্র (মহকুমা হাকিম) শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ বিশ্বাস ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে বিষ্ণুপুর কটন মিলের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি খুবই আশান্বিত। বিষ্ণুপুরে তুলার চাষের যথেষ্ট জমি আছে। যথেষ্ট সুদক্ষ তাঁতিও এখানে পাওয়া যাইবে। মূলধন যোগাইবার ও মিল পরিচালনার জন্য লোকেরও অভাব নাই। অতএব এমন দিন আসা অসম্ভব নহে যখন বিষ্ণুপুরে জাপানী ও অন্যান্য বিদেশী কাপড়ের চেয়েও ভাল কাপড় তৈয়ার হইবে। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন বাঁকুড়া গরীব জেলা। কত লোক যে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিষ্ণুপুরে কটন মিলের প্রতিষ্ঠা হইলে ইহাতে যে শুধু নিরক্ষর লোকই কাজই পাইবে তাহা নহে। শিক্ষিত লোকদেরও ইহাতে কাজের সংস্থান হইবে।

মাদারল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

লাহোরের মাদারল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অংশিদারগণ সম্প্রতি এক সভায় সমবেত হইয়া ঐ কোম্পানীর কারবার গুটাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এস হাডিত সিং গিয়ানী লিকুইডেটর নিযুক্ত হইযাছেন।

ওরিয়েণ্টাল বাইণ্ডার্স

গত ১৮ই জুন শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ) কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল বাইণ্ডার্স নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে রায় বাহাদুর তারক চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ সতীশ চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত শঙ্করাচার্য্য মিত্র ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মুক্ত রাজবন্দী ঐ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছেন। সভায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অজিত সেন সংক্ষেপে কোম্পানীর সঙ্কল্প ও আশা আকাঙ্খা বর্ণনা করেন। আধুনিক উন্নত ধরণের বাঁধাই কারবারের প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং অন্তরায় সম্বন্ধে সভায় বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সকলেই এই প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়ের একটি আশির্ব্বাণী পঠিত হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন বাঁধাই করার কারবার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে তথ্যপূর্ণ একটি বক্তৃতা করেন। কিরূপে এই ওরিয়েণ্টাল বাইণ্ডার্স সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোক্তাদের উপদেশ দেন। নিজেও তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বয়ং মেশিনে কাগজ কাটিয়া কাজ সুরু হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া ও জলযোগ অন্তে সভার কার্য্য সমাধা হয়।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৫ই জুন চট্টগ্রামে নোওয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্ এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ্ এসিউরেন্স কোং লিঃ

আগামী ১লা জুলাই হইতে গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতবর্ষে নূতন কাজ সংগ্রহের কাজ বন্ধ করিবে। তবে বর্ত্তমানে পলিসি-গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে এই কোম্পানীর আফিস রক্ষা করা হইবে।

প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

আমরা অবগত হইলাম প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস এর ইমারত নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কারখানার জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি সমস্তই ক্রয় করা হইয়াছে। শীঘ্রই উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইবে। আশা করা যায় বর্ত্তমান বৎসর শেষ না হইতে বাজারে প্রভাতী মিলের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইবে। এই মিলের পরিচালকবর্গ জর্জ্জেট, ক্রেপ প্রভৃতি কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। প্রথমতঃ ৫২টি তাঁত লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং ক্রমশঃ তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ— ডিরেক্টর—মিঃ রাধা কিসেন নেওয়াতিয়া। ফল, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৮৫নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুর ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গাপ্রসাদ সুর। পাট, শন ও তুলা প্রভৃতির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৭ ক্লি ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

জেনারেল প্রডিউস্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি কানোরিয়া। পাট, শন ও তুলা প্রভৃতির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ ক্যারিইং কোং লিঃ —ডিরেক্টর—মিঃ এইচ্ এন সান্ন্যাল। ডাক ও যাত্রী চলাচলের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ডাইয়ার্স এসোসিয়েসন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩নং সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা।

মত ও পথ

চিনির মূল্য

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে চিনির বর্ত্তমান চড়া মূল্য সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে তাহারা অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক ভাবেই চিনির মূল্য কমিয়া আসিবে বলিয়া জনসাধারণকে একটা আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। গত ১৯শে জুন তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র ঐ বিবৃতি আলোচনা করিয়া একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিতেছেন—ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট চিনির বর্ত্তমান চড়া মূল্য সম্বন্ধে যে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের কৈফিয়ৎ ও অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য হ্রাস পাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। চিনির মূল্যের বাড়তি সম্বন্ধে দুনিয়ার চিনির বাজারের অবস্থার কথা বর্ত্তমানে আসিতে পারে না। সিণ্ডিকেট তাহা অবতারণা করিতে গিয়া যে ধাপ্পা দিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক। রক্ষণশুল্ক বলবৎ থাকার ফলে ভারতবর্ষে বিদেশী চিনি আমদানীর বিশেষ সুবিধা নাই। কাজেই বিদেশের বাজারের অবস্থা দ্বারা এদেশের চিনির মূল্য সম্পর্কে বেশী কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়াও কঠিন। আমাদের নিজস্ব ধারণা হইতেছে এই যে এদেশে বর্ত্তমানে যাহারা শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহারাই কারসাজি করিয়া চিনির মূল্য এরূপ অসঙ্গতভাবে চড়াইয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য বেশী কিছু কমিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না। এদেশে চিনির মূল্য চড়া রাখিবার জন্য বর্ত্তমানে যে সব কারসাজিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহা অনেকেরই জানা আছে। বর্ত্তমানে এদেশের চিনির কলগুলির যে উৎপাদন ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাতে তাহাদের দ্বারা অনায়াসেই এদেশের ব্যবহার্য্য সমস্ত চিনি উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু চিনির কলের মালিকেরা তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কিছু কম করিয়া এমনভাবে চিনি উৎপাদন করিয়া থাকেন যাহাতে বৎসরে কিছু পরিমাণ চিনি বাহির হইতে আমদানী করা ছাড়া উপায় নাই। আমদানীকৃত চিনির জন্য উচ্চ হারে শুল্ক দিতে হয়। আর তাহার ফলে চিনির মূল্যও চড়া থাকিয়া যায়। এই-ভাবে এক দিকে ইক্ষুচাষকারী ও অপর দিকে চিনি ব্যবহারকারীদের ক্ষতি করিয়া চিনির কলের মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফার পথ প্রশস্ত হয়।

জাতীয় পুষ্টি সাধনে সারের স্থান

ভারতবর্ষে কৃষি হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বর্ত্তমানে কৃষি-ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইতেছে। আর সেজন্য জমিতে বেশী পরিমাণে উপযুক্ত শ্রেণীর সার প্রয়োগের কথা উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত জমির উপযুক্ত সার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পত্রান্তরে লিখিয়াছেন :—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে রাসায়নিক সারগুলি স্বাভাবিক সার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাসায়নিক সার বলিতে খনিজ ফস্ফেট, এমোনিয়াম সলফেট ইত্যাদি বুঝায়। স্বাভাবিক সার বলিতে বুঝায় পশ্বাদির মলমূত্র, পাতা সার, খৈল, হাড় ও মাংস সার। ঐ শেষোক্ত সারগুলিই শ্রেষ্ঠ। রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমিতে চট করিয়া বেশী ফসল উপজে, কিন্তু তাহাতে জমিকে এত খারাপ করিয়া দেয় যে ক্রমশঃ বেশী বেশী সার দিয়াও আর জমিকে ঠিক রাখা যায় না। ফলে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা পরিমাণে যাহাই হউক, গুণে খারাপ হয়। এই দুই দৃষ্টিতে দেখিলে স্বাভাবিক সারই জমিতে প্রয়োগ করা উচিত—রাসায়নিক সার নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক ইহার বিপরীতটাই ঘটিতেছে। এক দিকে লক্ষ লক্ষ টন হাড় ও খৈল সার দেশ হইতে রপ্তানী করিয়া দেওয়া হয়। আর অপর দিকে ভারতবর্ষের জন্য বিদেশ হইতে বহু টাকার রাসায়নিক সার আমদানী হয়। ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউট ফসলের গুণের সহিত সারের সম্পর্ক আলোচনা করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই পুরাতন তথ্যই স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে জমির অবস্থা ও সারের প্রকৃতির উপর ফসলের প্রটীন ভাগ নির্ভর করে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ গবাদির মলমূত্রাদি সার দেওয়া জমিতে উৎপন্ন গমে প্রটীন আছে ১৪.২৯ ভাগ, আর বিনা সারে উৎপন্ন জমির গমে ১৩.৩৯ ভাগ এবং রাসায়নিক সার দেওয়া জমির উৎপন্ন গমে আছে মাত্র ১২.৫৯ ভাগ প্রটীন। পশ্বাদির সার যে জমির পক্ষে বড় উপকারী তাহা ঐ রিসার্চ্চ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে একটা ভাল প্রথা আছে। ক্ষেতের মাঝেই গোয়াল ঘর তৈরী হয়। সমস্ত গোবর ও চোনা ক্ষেতেই থাকে। পর বৎসর ঘরখানা সরাইয়া ঘরের স্থানটাও চাষ করা হয়। মৃত পশুর হাড় ও মাংস সাদাসিধা উপায়ে সারে পরিণত করা যায়। এই কার্য্য করিলে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় বন্ধ হইতে পারে। আর তাহা হইতে যে অধিকতর ফসল উৎপন্ন হইবে তাহার হিসাব করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইঙ্গভারত বাণিজ্য চুক্তি ও জাপান

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ভিতর নূতন যে বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে জাপানের স্বার্থের দিক হইতে তাহা বিবেচনা করিয়া টকিও নিচি নিচি (The tokyo nichi nichi) পত্র লিখিতেছেন—ভারতবর্ষে জাপানের আমদানীকৃত কার্পাস বস্ত্রের উপর যখন শতকরা ৫০ ভাগ হারে শুল্ক বসান হয় তখন ভারতবর্ষে বিলাতী বস্ত্রের উপর ধার্য্য আমদানী শুল্কের হার ছিল শতকরা ২৫ টাকা। উক্ত ২৫ টাকা হারের সহিত পরিমাণ ঠিক রাখিয়াই যে জাপ ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে জাপানী বস্ত্রের আমদানী শুল্ক ৫০ টাকা হারে স্থির হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে নূতন ইঙ্গভারত চুক্তিতে বিলাতী বস্ত্রের উপর পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পরিমাণে কম শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় বিলাতী বস্ত্রের তুলনায় ভারতের বাজারে জাপানী বস্ত্রের বিরুদ্ধে অধিকতর বৈষম্যমূলক শুল্ক নীতি অবলম্বিত হইল। নূতন ইঙ্গভারত বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতে জাপানী বস্ত্র বিক্রয়ের পক্ষে নূতন অসুবিধার সূচনা হইবে। কেননা বাধ্য হইয়াই ভারতবর্ষকে বেশী পরিমাণে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। কাজেই এই চুক্তির সর্ত্তে ভারতবর্ষে ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের বস্ত্র কাটতির পথে নূতন প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হইল বলা যায়। আগামী বৎসরের শেষে বর্ত্তমান জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। এখন হইতেই জাপান গভর্ণমেণ্ট পুনরায় চুক্তি বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা যেভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলাতী মালের তুলনায় জাপানী মালের উপর অধিকতর বৈষম্য নীতি আরোপ করিয়াছেন তাহা খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৩শে জুন বিনিময় বাজারের হালচাল সম্পর্কে এ সপ্তাহের শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথমে বাজার খোলার সঙ্গে পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হার ছিল ১শি ৫$\frac{৭}{৮}$ পেনী। কয়েক দিন বাজারে সমভাবে ঐ হারই বলবৎ থাকে। কিন্তু গতকল্য তাহা ১শি৫$\frac{২৯}{৩২}$ পেনী পর্য্যন্ত চড়িয়া যাইতে দেখা যায়। আর বোম্বাইয়ের বাজারেই বিনিময় হারের ঐ চড়াভাব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এসপ্তাহে বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কাজেই সে দিক দিয়া বিনিময় হার চড়িবার কোন কারণ ঘটে নাই। রপ্তানী বিলের সংখ্যা কম থাকা সত্বেও বাজারে যে বিনিময় হার চড়িয়া গিয়াছে আপাততঃ তাহার পিছনে একটি বিশেষ কারণ নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয়ের জন্য লণ্ডনের ব্রিটিশ ইকুয়েলাইজেসন ফাণ্ড সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে ১শি ৫$\frac{২৯}{৩২}$ পেনী দরে ভারতীয় টাকা খরিদ করিতেছেন। জানা গিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ জন্য ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের বাজারের বিক্রিত স্বর্ণ প্রকৃত পরিমাণে তাঁহাদের হাতে গিয়াই সঞ্চিত হইতেছে। তবে এখনও তাহারা ঐ স্বর্ণ চালান করিতেছেন না। সমস্তই অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানী করিবার উদ্দেশ্যে মজুত করা হইতেছে। গত ১৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার ষ্টার্লিং খরিদ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার চটকলগুলি হইতে যে পাটের থলে ক্রয় করিয়া আসিতেছেন তাহারই দাম পরিশোধ বাবদ ঐ ষ্টার্লিং পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে পূর্ব্বাপর স্বচ্ছলতার ভাবই বর্ত্তমান ছিল। সকল দিক দিয়া টাকার দাবী দাওয়া হ্রাস পাওয়ার গত দুই সপ্তাহে বাজারে যে মন্দার সূচনা দেখা গিয়াছিল এ সপ্তাহে তাহাই আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রচুর টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উপযুক্ত চাহিদার অভাবে তাহা যথাযথ খাটাইবার সুবিধা হইতেছে না। এ সপ্তাহে বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক সুদের হার শতকরা আট আনা দাঁড়াইয়াছিল। শতকরা চারি আনা সুদেও টাকার আদান প্রদান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সুদের হারের ঐরূপ কমতি সত্বেও বাজারে শেষ পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যা অধিক ছিল।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাজারে ট্রেজারী বিলের সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। এ সপ্তাহে পূর্ব্বেকার তুলনায় ঐ সুদের হার কম হ্রাস পাইয়াছে, ইহা লক্ষ করিবার বিষয়। গত ২০শে জুন ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ৯৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার ছিল ৮৶১০ পাই। এ সপ্তাহে তাহা শতকরা ৮৶৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সপ্তাহিক বিবরণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা বার্ষিক তিন টাকা হারে বলবৎ ছিল। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৮০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতা ১৬ই জুন

বিনিময় বাজারে অদ্য নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ $\frac{২৯}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫ $\frac{২৯}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬ $\frac{১}{৩২}$ পে
ডি এ ৬ মাস	"	১ শি ৬ $\frac{১}{১৬}$ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৭
মার্ক	"	৮৬$\frac{১}{২}$
গিলডার	"	৬৫$\frac{১}{৪}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৶০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬·৭১
ষ্টার্লিং-ডলার হার	"	৪·৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে জুন

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দুনিয়ার শেয়ার বাজার সম্বন্ধে পুনরায় দুর্দ্দিন সূচিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দৃঢ় সঙ্কল্পিত নীতির ফলে কিছুকাল যাবৎ ইউরোপে ক্রমে ক্রমে শান্তির আবহাওয়া পুনঃ স্থাপিত হইতেছিল। রাশিয়ার সহিত যে চুক্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহা শীঘ্রই সফল হইয়া উঠিবে এবং ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতা একেবারে কাটিয়া যাইবে এরূপ আশাই সকলে করিতেছিল। কিন্তু রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম দেখা যাওয়ায় এক্ষণে সে বিষয়ে একটা নিরাশার ভাব সঞ্চারিত হইতেছে। এই অবস্থায় আবার সুদূর প্রাচ্যে নূতন গোলযোগ বাধিয়া যাওয়ায় সকল দিক দিয়াই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সূচনা দেখা যাইতেছে। আজ এগার দিন যাবৎ জাপানী সৈন্যবাহিনী চীনদেশের তিয়েনসিন বন্দর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে সেখানকার ইংরেজ ও অন্যান্য জাতীয় অধিবাসীরা নানাভাবে অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জাপানীদের ঐ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু জাপানীরা সে বিষয়ে কর্ণপাত করিতেছে না। অধিকন্তু জাপ নৌবাহিনী সম্প্রতি চীনের সোয়াতো বন্দর হইতেও বিদেশী যুদ্ধজাহাজগুলিকে স্থানান্তর করিবার জন্য চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছে। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের সহিত জাপানের যে মনকষাকষি সুরু হইয়াছে তাহার পরিণতি কি দাঁড়ায় তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে জগতের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রেও একটা অনিশ্চয়তার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফলে এসপ্তাহে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক বাজারে অবসাদের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে একমাত্র পাটকল বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে কোনরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই।

কোম্পানীর কাগজ

লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দাম পড়িয়া যাওয়ায় গত সোমবার এখানকার বাজারে ৩৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৫৷৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। পরে তাহা চড়িয়া ৯৬৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু ঐ চড়া হার শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ রহে নাই। সুদূর প্রাচ্যের গোলযোগ বৃদ্ধি পাইলে কোম্পানীর কাগজের দাম আরও কমিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। অদ্য বাজারে ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৫৷৷৴০ আনা, ৩৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫৷৷৵০ আনা ও সাড়ে চারি টাকা সুদের (১৯৫৫-৬০) ঋণ ১১৪৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে কাজকর্ম্মের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি কয়লা কোম্পানী অল্প হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়া বাজারে একটা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ জল্পনা কল্পনার কোন সঙ্গত কারণ দেখা না গেলেও উহার ফলে দামের একটা নিম্নগতি লক্ষিত হইতেছে। অদ্য বাজারে বরাকর (প্রেফ্) ১৩৭ টাকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১২৸০ আনা, হারিলাদী ১১৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এসপ্তাহে পাটকল বিভাগে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় কাজকর্ম্ম বিষয়ে কিছু বেশী উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য সদস্যশ্রেণীভুক্ত পাটকলগুলির নিকট একটা ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে উহাতে আগামী ৩১শে জুলাই হইতে পাটকলগুলিকে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হারে কাজ করিতে ও মিহি চট বুনার জন্য রেজেষ্টীকৃত তাঁতের শতকরা ২০ ভাগ এবং মোটা চট বুনার জন্য রেজেষ্টীকৃত তাঁতের শতকরা সাড়ে সাত ভাগ বন্ধ রাখিতে বলা হইয়াছে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের প্রস্তাবে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থার ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর তাহাতে বিভিন্ন শেয়ারের দাম সম্বন্ধেও একটা চড়াভাব দেখা যাইতেছে। অদ্য হাওড়া ৫৪৷৷৵০ আনা ও বজবজ্ ২৬৪৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

সুদূর প্রাচ্যে নূতন সঙ্কট বাধিয়া গেলে ভারতবর্ষ হইতে ঢালাই লোহা রপ্তানী সম্বন্ধে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে—এই আশঙ্কায় এ সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী সমূহের দামের হার কিছু পরিমাণে নামিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৫৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ:—১৬ই জুন ৯৫৸৵০, ৯৫৸৶০, ৯৪৸৵০ ৯৬৲, ৯৫৸৯ ৯৫৷৶৬, ৯৫৷৶০, ৯৫৷৵০ ৯৫৷৷৴০ ; ১৭ই জুন—৯৫৷৷৵০, ৯৫৷৷৶০ ৯৫৸০ ৯৫৷৷০, ৯৫৷৷৴০ ৯৫৸ ; ১৯শে জুন—৯৫৷৷০, ৯৫৷৶ ৯৫৷৷৴ ৯৫৷৷৶০, ৯৫৷৶ ; ২০শে জুন—৯৫৸৴৬, ৯৫৸৶, ৯৫৸৴, ৯৬৷০, ৯৬৷৵, ৯৬৴০, ৯৫৸৶০, ৯৫৸৶৬৷৷ ৯৬৲ ৯৫৸৵০ ; ২১শে জুন ৯৬৲ ৯৬৴০ ৯৬৵ ৯৫৸৶ ৯৫৸৵০, ৯৫৸০ ; ২২শে জুন ৯৫৷৷৵ ৯৫৸০ ৯৫৷৷৶, ৯৫৷৷৶৬ ৯৫৷৷৴ ৯৫৷৷৵ ৯৫৷৷০, ৯৫৷৶৬, ৯৫৷৵০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৬ই জুন ১১০৷৷৵০ ; ৩৲ সুদের ইউ, পি, (১৯৬১-৬৬) ১৬ই জুন ৯৬৸৴০ ১৯শে জুন—৯৭৲ ৯৭৵ ; ২০শে জুন ৯৭৲ ৯৭৵০ ২১শে জুন—৯৭৴ ; ২২শে জুন ৯৭৴০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ : ১৬ই জুন ৮৫৷৷০ ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৯শে জুন—৯৭৷৶ ২১শে জুন ৯৭৷৷০ ৯৭৷৷৴০ ; ২২শে জুন—৯৭৷৵০ ৯৭৷৶ ৯৭৷৷৴০ ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে জুন ১০৩৸৵, ২১শে জুন ১০৩৷৷৴ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে জুন—১১৬৷৷৵ ২০শে জুন ১১৩৷৷৴ ; ২২শে জুন—১১৩৷৷৶ ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ২০শে জুন ১০৩৷৷৵০ ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ২২শে জুন ১১৫৲, ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৩৯-৪৪) ২২শে জুন ১০০৷০

ডিবেঞ্চার

৪৷০ সুদের আগরপাড়া জুট ডিবেঃ—১৬ই জুন ১০০৷০, ২০শে জুন ১০০৷০ ; ৬৲ সুদের ধুনসেরী টি ডিঃ—৯০৷৷০ ; ৫৷০ সুদের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিবেঃ—১০০৷৷০ ; ৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ—১৯শে জুন ১০০৷৵ ১০০৷৷৵, ২০শে জুন ১০০৷৵ ১০০৷৷৵, ২১শে জুন ১০০৷৷০ ১০০৸০, ৭৲ সুদের (১৯১৯-৩২-৪৫) গেকুর টি ডিবেঃ—১৯শে জুন ৯৯৷৷০ ; ৩৷০ সুদের রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ—২০শে জুন ১০৯৸৵ ; ৬৲ সুদের কলিকাতা জুট (২য় মর্টগেজ) ডিবেঃ—২০শে জুন ১০০৲ ; ৪৲ সুদের (১৯৪৩) রেঙ্গুন পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ—২১শে জুন ১০৪৷৷০ ; ৩৲ সুদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ (১৯৫৫) ২২শে জুন ৯৮৵ ৯৮৷৵ ; ৫৷৷০ সুদের

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেং (১৯৫০) ১১৫।০ ; ৪৲ সুদের কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯১২-৫২)—২২শে জুন ১০২৸০ ।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৬ই জুন ১১০৲ ; ১৭ই জুন ১০৯॥ ; ১৯শে ১০৯৸, ১১০৸ ; ২০শে জুন ১০৯৸, ১১০৸, ১১১ , ২১শে জুন ১১০, ১১১ ; ২২শে জুন ১০৯৸, ১১০, ১১১৲ । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—১৯শে জুন (কণ্টি) ৬৮০, ৩৮২, ২০শে জুন কণ্টি ৩৮০৲ । সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২২শে জুন ৩৪৲, ৩৪॥, ৩৩৸ ।

কাপড়ের কল

কেশোরাম ১৬ই জুন—(প্রেক)১১৯৲ নিউভিক্টোরিয়া ১৭ই জুন (অডি) ॥৶ ৸০ ৸৶ ২১শে জুন ॥৵ ৸০

রেলপথ

বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে—১৯শে জুন ৯০॥০ ৯১॥০, আহমদপুর কাটোয়া ২১শে জুন ৮৯॥০ চাপার মুখ শিলঘাট ১৯শে জুন ৯০॥০ ময়মন সিংহ ভৈরববাজার ২০শে জুন ৯৮৲ সারা সিরাজ গঞ্জ ২০শে জুন ১০০৲

কয়লার খনি

বেঙ্গল ১৬ই জুন ৩০০৲ ৩০১৲ ৩০২৲ ৩০৩৲ ; ১৭ই জুন ২৯৮॥০ ; ২০শে জুন ৩০৪৲ ২১শে জুন ৩০০৲ , ২২শে জুন ৩০২৲ ৩০১৲ ৩০৩৲

দেমোমেইন ১৬ই জুন ১১৸০ জয়শ্রী সেণ্ট্রাল ২২শে জুন ১।/০ ইকুইটেবল ১৬ই জুন ৩০।০ ; ১৭ই জুন ৩০৸০ ; ২০শে জুন ৩০৸০ ; ২১শে ৩০॥৶০, ৩০॥০ ২২শে জুন ৩০॥০ ৩০৲ ৩০/০ ৩০।৵০ ; রানীগঞ্জ ১৬ই জুন ২৯।০ ২১শে জুন ২৯।৵০ ; ২২শে জুন ২৯।০ ; ইউনিয়ন ২২শে জুন ২৬॥৵ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৬ই জুন ২৭/০ ; ২২শে জুন ২৬॥৵০ ভরিলাদী ১৭ই জুন ১১॥৵০ এ্যামালগামেটেড্ (১৯শে জুন) ১২৸০ ১২৸৵ ; ২২শে জুন ২৩৵০ ; মুণ্ডলপুর ২১শে জুন ৭/০ ৭।/০ ; ২২শে জুন ৭৲ ৭।০ ; নিউবীরভূম ১৯শে জুন ১৬॥০ ; (প্রেক) ১৫।০ ; ২০শে জুন ১৬।০, ১৬॥০ ; ২১শে জুন ১৬।/০ ১৬॥ ১৬॥৵০ ; ভালগোরা ২০শে জুন ৩॥৶ ৩৸৵০ ; বোকারো ও রামগড় ২০শে জুন ১২৸৵ ; ২১শে জুন ১৩৲ ; বরাকর ২০শে জুন ১১৸৵ ১২৲ ; ২১শে জুন ১২৲, ৫২।০ (প্রেক) ৮৩৫॥০ ; নর্থ দামুদা ২০শে জুন ৪।০, ৪॥০ ২১শে জুন ৪।০ ; বড়ধেমো ২১শে জুন ৩॥০ ; ২২শে জুন ৩।/০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২২শে জুন ১৯।০ ১৯॥০

পাট কল

গৌরীপুর ১৬ই জুন (প্রেক) ১৩০৲ ; ১৭ই জুন ১৩৪৲১ ৩৫৲ ২০শে জুন (অডি) ৫৪৬৲ ৫৫৮৲ ২২শে জুন ৫৫২৲ গ্যাঞ্জেস ১৬ই জুন ২৪৬॥০ হাওড়া ১৬ই জুন—৫৪।০ ৫৪৲ ৫৩৸৶০ ৫৪৲ ৫৪৶০ ৫৪/০ , ১৭ই জুন ৫৪৵০ ৫৪৵০ ; ১৯শে জুন ৫৪৲ ৫৪৵০ ৫৪॥৵০, ৫৪।৵ ৫৪/০ ২০শে জুন ৫৪৵০ ৫৪৸০, ৫৪॥৵০ ৫৪॥/ ৫৫৵ ৫৪৸/ ; ২১শে জুন ৫৪৸৵০ ৫৫।০ ৫৫॥/ ৫৪৸৵০ ২২শে জুন ৫৪৸/ ৫৪॥৵ ; হুকুমচাঁদ (১৬ ই জুন ৫৵০ ২০শে জুন ৫॥০ ২১শে জুন ৫॥০ ; ২২শে জুন ৫।৵০ ৫॥০ ; কামারহাটী ১৬ই জুন (৪৯৮৲ ৪৯৫৲ ১৭ই জুন ৪৯৫৲ ; ২০শে জুন ৪৯৫৲ ৪৯৭৲ ৪৯৯৲ ; ২১শে জুন ৪৯৯৲ ৫০২৲ ৪৯৬৲ (প্রেক) ১৩৪৲ ২২শে জুন ৪৯৫৲ ৪৯৪৲ ; ক্লাইভ ১৭ই জুন ২৫৵০ ; ২০শে জুন ২৫॥০ ; ২১শে জুন ২৫৸৵০ ২৫॥০ ২৫৸০ ২৬৲ ; ২২শে জুন ২৫॥০ ২৫৸০ ; কাঁকনারা ১৭ই জুন ৩৮৩৲ ; ১৯শে জুন ৩৮৭৲ ২১শে জুন ৩৯১৲ ; ন্যাশনাল ১৭ই জুন ২১৸৵০ ; ২১শে জুন ২২।৵০ ; বালী ১৯শে জুন ১২৪৲ ; ২০শে জুন ২০০৲ ২০১৲ ; প্রেসিডেন্সী ১৯শে জুন ৩॥/০ ৩॥৶০ ২১শে জুন ৩॥৶০, ৩৸/০ ৩॥৵০ ২২শে জুন ৩॥৵০ ৩৸০ ৩॥/ ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৯শে জুন ২৬১॥ ২১শে জুন ২৬২॥, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২০শে জুন (প্রেফ) ১৪৬৲ ২১শে জুন (অডি) ৩৩৩৲ ২২শে জুন ৩৩৪৲ ৩৩৫৲ ৩৩০৲ ৩৩১৲, বরানগর ২০শে জুন ১৫৫৲ ১৫৬৲ ১৫৭৲ ১৫৮৲ ২২শে জুন ১৫৫৲ ১৫৫॥, বেলভেডিয়ার ২০শে জুন ৩৫০৲, চিতাভালসা ২০শে জুন ১১॥ ২২শে জুন ১২৶, ল্যান্সডাউন ২০শে জুন ১৫০। ১৫১॥ ২২শে জুন ১৫০৲, ন্যাশনাল ২০শে জুন ২২।৵ ২২শে জুন ২২।, নিউ সেণ্ট্রাল ২০শে জুন ২৯৪৲ ২৯৭৲ ২৯৬॥, নর্থ ব্রুক ২০শে জুন ৩২॥, নদীয়া ২০শে জুন ৪৭ ৪৪। ২১শে জুন ৪৪॥ ৪৫৲ ৪৫॥ ২২শে জুন ৪৪৸ ৪৫।, রিলায়ান্স ২০শে জুন ৫৮৲ ৫৮৸, ইউনিয়ন ২০শে জুন ৩৪১৲, চাঁপদানী ২১শে জুন ১৫২, ডেল্টা ২১শে জুন ৩৬৬৲ ৩৬৮৲, ওরিয়েন ২১শে জুন ১৮২॥ ১৮২৲ ১৮৩৲ ১৮৪॥ ২২শে জুন ১৮২৲ ১৮৩৲, সিভিয়েট ২২শে জুন ১৬৮॥, এম্পায়ার ২২শে জুন ২৪॥, কিনিসন ২২শে জুন ৫৫৫৲, লরেন্স ২২শে জুন ৩৪৭৲ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন ১৬ই জুন—৫৸ ৫॥/ ৫॥ ৫॥৵ ৫৸৵ ৫৸ ৫॥৵, ১৭ই জুন ৫॥৶ ৫॥০ ৫৸ ৫৸৵ ৫॥৵ ১৯শে জুন ৫॥৵ ৫৸ ৫॥/ ৫॥৶ ৫॥/ ২০শে জুন ৫॥৵ ৫৸৵ ৫॥/ ৫॥৶ ৫॥৵ ২১শে জুন ৫॥৵ ৫৸/ ৫৸৵ ৫॥৵ ২২শে জুন ৫॥৵ ৫॥/ ইণ্ডিয়াণ কপার ১৬ই জুন ১॥৶ ১৸/ ১॥৶ ১৬ই জুন ১॥৶ ১৸/ ১॥৶ ১৯শে জুন ১॥৶ ১॥/ ২০শে জুন ১॥৶ ১॥৵ ১॥৶ ২১শে জুন ১॥৶ ১৸/ ১॥৶ ২২শে জুন ১॥৵ ১॥৵ ১৸/ ১॥৵ । কনসোলিডেটেড চীন ১৭ই জুন ৫৸/ ২০শে জুন ৫॥/ । রোডেসিয়া কপার ২০শে জুন ১৵ ১৶ ২১শে জুন ১৶ ১।/ ১।৵ ১।/ ২২শে জুন ১৶ ১।৵ ১৶ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়াণ আয়রণ এ্যাণ্ড চীন ১৬ই জুন ২৪৸ ২৫/ ২৫৵ ২৫/ ২৫৸ ১৭ই জুন ২৪৸৵ ২৫৲ ২৫/ ১৯শে জুন ২৪৸৶ ২৪৸ ২৪৸৶ ২০শে জুন ২৪৸৶ ২৫/ ২৫।/ ২৫।৵ ২৫/ ২১শে জুন ২৫৵ ২৫॥৵ ২৫।/ ২৫॥/ ২৫৶ ২৫।৶ ২৫৶ ২২শে জুন ২৫৵ ২৪৸৶ ২৫৲ ২৫/ ২৫ । ষ্টীল কর্পোরেশন ১৬ই জুন (অডি) ১২৸ ১৩৲ ১২॥৶ ১২৸ ১৭ই জুন (অডি) ১২৸ ১২৸/ ১৩৲ ১২৸/ (প্রেফ) ৯৫৲ ১৯শে জুন (অডি) ১২৸ ১২॥৶ ১২৸/ (প্রেফ) ৯৩।০ ২০শে জুন (অডি) ১২৸/ ১৩৵ ১২৸৶ ১২৸/ ২১শে জুন (অডি) ১২৸৵ ১৩৵ ১৩৶ ১৩৲ ১২৸৵ (প্রেফ) ৹৩॥ ৯৪॥ ৯৫৲ ৯৪॥ ২২শে জুন (অডি) ১২৸৵ ১৩৵ ১২৸/ । ইণ্ডিয়াণ ম্যানিয়েবল ক্যানিং ১৭ই জুন (প্রেফ) ২।৵ ২০শে জুন (প্রেফ) ২।৵ ২॥ ২১শে জুন ২।৵ ২॥ । বৃটেনিয়া বিল্ডিং এ্যাণ্ড আয়রণ ২০শে জুন ৬৸৵ ৭৵ ৬৸৶ ৭৲ ৭।০ । বার্ণ এ্যাণ্ড কোং ২০শে জুন ২৫৬৲ হুকুমচাঁদ টিন ২০শে জুন (অডি) ৬৶ ৫৸৵ (প্রেফ) ১৲ ।

চিনির কল

কেরু এ্যাণ্ড কোং ১৩ই জুন ৯॥০ ৯৸০, ১৭ই জুন ৯।৵০ ৯॥৵, ২০শে জুন ৯।৵০, সাউথ বিহার ১৬ই জুন (ডেফ) ৫৲ (অডি) ১৮৸০, রামনগর কেইন

এ্যাণ্ড সুগার ১৭ই জুন ৭৷৵৹, শ্রীহনুমান সুগার ২১শে জুন ৯৭৲, মুরেক্রয়ারী ১৯শে জুন ১০৲ ১০৷৹, বস্তি ২০শে জুন ১৭০৲, ২১শে জুন ১৭১৲ ১৭০৲, ২২শে জুন ১৭০৲ ১৭১৲, রেজা ২১শে জুন ১১৷৹, চম্পারণ ২০শে জুন ১১৷৹, নিউ সাভন ২০শে জুন ৫৷৴ ৫৷৹, সমস্তিপুর ২০শে জুন ৫৲, ২২শে জুন ৪৸৹ ৪৸৵৹।

চা বাগান

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬ই জুন ৭৷৴। নিউ টেরাই ১৬ই জুন ৯।। তেলিয়া পড়া ১৬ই জুন ৩৭০৲। জয়বীর পাড়া ১৬ই জুন ১৫। ১৫॥ ১৫॥৴। ১৯শে জুন ১৫॥ মহীমা ১৬ই জুন (প্রেফ ১০৸) বাঁশমাটিয়া ১৭ই জুন ১২৸ ১৩৲ দৌড়াবেরা ১৭ই জুন ৮৲ ৮।। মুরফুলানী ১৭ই জুন (প্রেফার্ড অর্ডি) ৫৲ ২১শে জুন ৬।। কামারহাট ১৯শে জুন (প্রেফ্ ১৩৯৲ ১৪০৲) ইষ্টার্ণ কাছাড় ২১শে জুন ৭৲ ৭।। হলদীবাড়ী ২১শে জুন ১৮৵ ১৮৷৴। হাঁসকুঁয়া ২২শে জুন ৮৸। হারাজান পর্ব্বত ২২শে জুন ॥৴ ॥৵।

বিবিধ

মেদিনীপুর জমিদারী ১৬ই জুন ৫৭॥০ ১৯শে জুন ৫৭৲ ৫৮৲ ২০শে জুন ৫৯॥ ২২শে জুন ৫০॥০ বরুয়া টিম্বার ১৬ই জুন ১২৷৴ ১২॥ ১২॥৶ ১২৸ ১৯শে জুন ১২৸৵ ১২৸০ ২২শে জুন ১২৸ ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ১৬ই জুন (অর্ডি) ৯১৲ ডানলপ রবার ১৬ই (২য় প্রেফ) ১০২॥ ১৭ই জুন ১০২॥০ ২০শে জুন (অর্ডি) ১৫॥০ (২য় প্রেফ) ১০১৲ ১০৩৲ ২১শে জুন (অর্ডি) ১৫৸৵ ১৬৵ (২য় প্রেফ) ১০২॥ ১০৩॥০ ২২শে জুন (২য় প্রেফ) ১০২॥ ১৯৩॥ ২২শে জুন (২য় প্রেফ) ১০২॥ ১০৩॥ ইণ্ডো বর্ম্মা পেট্রোনিয়াম ১৬ই জুন (অর্ডি) ১০৬৲ ইণ্ডিয়ান কেবলস ২১শে জুন ৯॥ ৯৷৵ ৯॥৵ ৯৸৵ বেঙ্গল পেপার ১৬ই জুন (অর্ডি) ৬৮৲ ১৯শে জুন ৬৮৲ ৬৯৲ টিটাগড় পেপার ১৬ই জুন (প্রেফার্ড অর্ডি) ৩৸০ ৩৸৴ ৩৸৶ ১৯শে জুন (বি অর্ডি) ১২। ১২॥ ২০শে জুন (বি অর্ডি) ১২৷৴ ১২। ২১শে জুন (বি, অর্ডি) ১২৸ (২য় প্রেফ) ১০৬৲ ১০৭৲ বেঙ্গল আসাম ষ্টীমসিপ ১৬ই জুন (প্রেফ) ৯৭৲ ২০শে জুন (অর্ডি) ২২০৲ ২১শে জুন (অর্ডি) ২২১॥ বি, আই, কর্পোরেশন ১৭ই জুন (প্রেফ) ১৪৬৲ ২০শে জুন (অর্ডি) ২৷৴ ২॥৵ গ্যাঞ্জেস রোপ ১৭ই জুন ২০৫॥ মুলা অয়েল ১৭ই জুন ১৶ হুমায়ুন প্রপার্টি ১৭ই জুন (অর্ডি) ৪৷৵ ২০শে জুন (প্রেফ) ৬॥৵ ৬৸৵ ২১শে জুন (প্রেফ) ৬৸০ ৬৸৶ ২২শে জুন (অর্ডি) ৪॥৵ দার্জ্জিলিং রেলওয়ে ১৯শে জুন ৯। কার্লিম্পং রোপওয়ে ১৯শে জুন ৯॥ বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৯শে জুন ৩৸ ৩৸৴ ৩৸৶ ২০শে জুন ৩৸ ৩৸৴ ২১শে জুন ৩৸৵ ৪৲ পাব্লিসিটি সোসাইটি ২২শে জুন ৭।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৪শে জুন

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহের শেষদিকে কলিকাতার ফাটকা বাজারে নূতন পাটের দরের হার কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। গত ১৭ই জুন যখন আমরা পাটের বাজারের আলোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৪২৸ আনা ও নিম্নতম দর ৪১৸৵০ আনা ছিল। ১৯শে জুন তাহা যথাক্রমে দাঁড়ায় ৪২॥৵০ আনা ৪২ টাকা। গত ২১শে তারিখ বাজারে দরে হার চড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৪৩৵ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২২শে জুন বাজারে ঐ হার বলবৎ ছিল। অদ্য আবার তাহা ৪২॥৵ আনা দাঁড়াইয়াছে। এ সপ্তাহে সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে বাজারে নূতন পাটের যে বিকিকিনি হইয়াছে নিম্নে তাহার হার উদ্ধৃত করা যইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৯শে জুন	৪২॥৵	৪২৲	৪২৵
২০শে „	৪২৷০	৪১৸৵	৪১৸৵
২১শে „	৪৩৵	৪২৲	৪৩৲
২২শে „	৪৩৵	৪২৷৵	৪২৷৵
২৩শে „	৪২॥৵	৪২৵	৪২৷০
২৪শে „	৪২॥৵	৪২৶	৪২॥৴

কতিপয় পাটকলের পক্ষে কাজ চালাইবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র পাটের যোগান পাওয়া প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের দিক হইতে নূতন পাটের দাবী উপস্থিত হইতেছে; আর সে জন্যই পাটের দর সাময়িকভাবে কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসলে অধিকাংশ ক্রেতাদের দিক হইতে পাট ক্রয় বিষয়ে এখনও তেমন কিছু আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। মফঃস্বল অঞ্চলে পাট ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক দেখিয়া অনেকেই এবার বেশী পরিমাণে পাট হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন। সেজন্য পাটের দর নামিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ও পরে কমতি দরে পাট খরিদ করাই অধিকাংশ ক্রেতার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বৎসর প্রথম দিকে উপযুক্তরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অনেক স্থলেই পাট বুনিতে কিছু বিলম্ব হইয়া ছিল। কিন্তু পরে ভালরূপ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই বেশী পরিমাণে পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ ফসলের অবস্থা সকল দিক দিয়াই বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচিত হইতেছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যদি কোন আকস্মিক দুর্ব্বিপাক না ঘটে তবে শেষ পর্য্যন্ত এবার বেশী পরিমাণে পাট উৎপন্ন হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ এবৎসর পাটের যে সম্ভবপর যোগান দেখা যাইতেছে তাহাতে বেশী পরিমান পাট কাটতির সুবিধা বিশেষ কিছু হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন সম্প্রতি পাটকলের চট উৎপাদন সম্বন্ধে যে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা এ বৎসর পাটের চাহিদা কম হওয়ারই পরিশোচক বলা চলে। আগামী ৩১শে জুলাই হইতে পাটকলের কাজের সময় সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হারে নিয়ন্ত্রণ করিতে ও কলের মিহি চট প্রস্তুতের তাঁত শতকরা বিশভাগ হারে এবং মোটা চট প্রস্তুতের তাঁত শতকরা সাড়ে সাত ভাগ হারে বন্ধ রাখিতে বলা হইয়াছ। এই নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্য্যে বলবৎ হইলে স্থানীয় পাটকলগুলিতে ১৯৩৯-৪০ সালে ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় বিদেশের চাহিদা স্বাভাবিক হারে বলবৎ থাকিবে বলিয়া যদি ধরা যায় তবে এবৎসর শেষ পর্য্যন্ত ৮৮ লক্ষ বিলের দেশী পরিমাণে পাট কাটতি হইবে না বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।

১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ১৭ই জুন পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে যে পাট আমদানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৮৮ লক্ষ ৩৯ বেল। গত বৎসর এই সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল মোট ৯৭ লক্ষ ৭ হাজার বেল। কাজেই পুরাতন পাটের যোগান শেষ পর্য্যন্ত পুরা ৯০ লক্ষ বেলও হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহ পাটকলগুলি বেশী কিছু পাট খরিদ

করে নাই। গত ১৬ই জুন বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিল শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতিমণ ৮ টাকা। গতকল্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ দেখা গিয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে ফার্ষ্ট শ্রেণীর নূতন পাটের বেশ চাহিদা দেখা গিয়াছে। গত ১৬ই জুন বাজারে সেপ্টেম্বর মাস ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি বেল ৪২॥ আনা হারে ফার্ষ্ট পাটের বিকিকিনি হইয়াছিল। গতকল্য ঐ হার দাঁড়াইয়াছিল ৪৩ টাকা।

থলে ও চট

পাটের কলে চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে কথা উঠার ফলে গত সপ্তাহে বাজারে থলে ও চটের দাম চড়িয়াছিল। এক্ষণে ঐ নিয়ন্ত্রণ নীতি পাকাপাকিভাবে স্থিরীকৃত হওয়ায় বাজারে ঐ চড়া হারই কম বেশী পরিমাণে বলবৎ দেখা যাইতেছে। গত ১৬ই জুন ৯ পোটার চটের দর ৯।০ আনা ও ১১ পোটার চটের দর ১১।৶ আনা ছিল। গতকল্য তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৶৬ পাই ও ১১॥৴ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৩শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে দ্রুত মূল্য হ্রাস পায়। সুদূর প্রাচ্যের আতঙ্কজনক পরিস্থিতি এবং আমেরিকার সরকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিবে বলিয়া পুনরায় গুজব রটিবার ফলেই এইরূপ মূল্যের হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেক্রেটারী ওয়ালেস এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, তিনি তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের পক্ষপাতী এবং তুলার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইবার কথা আছে তাহার পূর্ব্বেই এরূপ সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তুলার বাজারে আরও আতঙ্ক দেখা দেয়। ইতিমধ্যে আমেরিকার বাজারে চলতি দর এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে আরও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। লিভার পুলের বাজারে মজুদ মালের পরিমাণ খুব অল্প। অপর পক্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বহু পরিমাণ তুলার অর্ডার পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেবলমাত্র বোম্বাইএর বাজারেই এই সকল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে মন্দা দেখা দিয়াছে।

বোম্বাইএর বাজারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বোরোচ তুলার জুলাই আগষ্টের দর ১৬৪৸০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার মূল্য ১৭৪৶০ ছিল। এপ্রিল-মের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৬০৸০ স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ৫৬০৸৶০ আনা দাঁড়ায়। ওমরা শ্রেণীর তুলার মূল্য জুলাইএর অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ৫৬০॥০ ছিল। ডিসেম্বর-জানুয়ারীর মূল্য ১৪৩॥০ দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৬৫॥০ এবং ১৫০৸০ ছিল। বেঙ্গলের মূল্য ১২১।০ এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য ১১৮॥০ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১২৮।০ এবং ১২২৸০ ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পষ্ট ৯.৮৬ সেণ্ট ছিল। জুলাইএর মূল্য ৯.৩১ সেণ্ট এবং অক্টোবরের মূল্য হয়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫.৩১ পেনীতে বাজার বন্ধ হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
জুন ১৬	১৭০।৶০	১৬২॥০	১২৪॥০
" ১৭	১৬৭৸০	১৫০৸৶০	১২৩৲
" ১৯	১৬৫৶০	১৫৭।০	১২১৸০
" ২০	১৬৬৸৶০	১৫৮৲	১২০৲
" ২১	১৬৪৸০	১৫৬॥০	১২১।০
" ২২	১৬৩।৶০	১৫৫।০	১২০৲
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৫০।৶০	১৩৮৸০	১১৫।৶০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২২৪॥০	২১৭৲	১৮৮৲

কাপড়

কলিকাতা, ২৩শে জুন।

আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। সামান্য যে সকল কারবার হয় তাহা সাময়িক প্রয়োজনানুরূপ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। দেশী কাপড়ের বাজারের খারাপ অবস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি বাজারে চাহিদার অভাব এবং কারবার সম্পর্কে যে সকল বাধা বিঘ্ন দেখা দিয়াছে তাহাই বর্ত্তমান মন্দার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। মাল প্রেরণ সম্পর্কে বেশী খরচ পড়ায় এবং ডেলিভারী দেওয়ার ব্যবস্থায় নানা রূপ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় বাজারে কারবার সম্ভব হয় না। মোটের উপর সম্প্রতি কাপড়ের বাজারে যে অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না।

ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই; তবে এই ধরনের যে সকল কাপড় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে কেবল মাত্র তাহারই মূল্য হ্রাস করিয়া সামান্য কারবার হয়। জাপানী কাপড় সম্পর্কেও পূর্ব্বের দরেই কতিপয় অগ্রিম কারবার সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে ভারতীয় বাজার সমূহে সূতার কারবার বিশেষভাবে হইয়াছে। সম্প্রতি মিল সমূহ বেশী মূল্য দাবী করায় যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব প্রভৃতি কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ কারবার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। রেঙ্গুন হইতে ১০২ নং সূতার সম্পর্কে কথা-বার্ত্তা চলিতেছে কিন্তু কার্য্যতঃ এখনও কোন কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে তুলার বাজারে যেরূপ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে তাহাতে সূতার বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সঠিক কিছু বলা যায় না।

বিলাতী সূতা—ম্যাঞ্চেষ্টারের সূতা সম্পর্কে নূতন কিছু উল্লেখ করিবার নাই। এই শ্রেণীর সূতার মূল্য এত বেশী দাবী করা হইতেছে যে কোন প্রকার অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী বা সাংহাই শ্রেণীর সূতার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তবে বাজারের অবস্থা তেজী ছিল এবং বাজার বন্ধের সময় উহা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়; জোরা একগুণ এবং দ্বিগুণ সূতার মূল্য কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চলতি দর সম্পর্কেও বাজার বন্ধের সময় উন্নতি দেখা যায়। মাসিয়াইজ সূতার বাজারে ফাটকাওয়ালাদের কারবার বিশেষ নিয়ন্ত্রিতভাবে চলে। মূল্য কম বেশী অপরিবর্ত্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সাংহাই এক্সচেঞ্জ। সূতার মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়। ইহার জন্য জাপানী এবং এমন কি ভারতীয় সূতার বাজারেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার

আশঙ্কা রহিয়াছে। সাংহাই একশ্চেঞ্জের এইরূপ অবস্থার ফলে সাংহাই এবং জাপানী সূতা সম্পর্কে অগ্রিম কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী একশ্চেঞ্জেও এইরূপ সামান্য মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী দর সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কয়েক সপ্তাহ হইল নিম্ন শ্রেণীর ইটালীয় সূতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইযাছিল; সম্প্রতি এই শ্রেণীর সূতা বহুপরিমাণে আমদানী হইবার ফলে উহা চাহিদা মিটাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উৎকৃষ্ট ধরণের ইটালীয় সূতা সম্পর্কে বিশেষ কোন চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই তবে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের তাঁতিগণ ও কলওয়ালাগণ সামান্য ক্রয় করে মাত্র। এই শ্রেণীর সূতার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীর জাপানী সূতার দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে জাপানী তাঁতিগণ পূর্ব্বাপর উচ্চ মূল্য দাবী করিবার ফলে নূতন অগ্রিম কারবার এপর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। লম্বা আঁশযুক্ত কৃত্রিম রেশমী সূতা সম্পর্কে জাপান সরকার সর্ব্বশেষ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে তাঁতিগণ এই শ্রেণীর সূতার সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। ইহার ফলে শীঘ্রই যে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে তেজীভাব দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৩শে জুন

কানপুরের সন্নিকটস্থ বাজার সমূহে সামান্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে ভারতীয় চিনির মূল্য প্রতিমণে দুই আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তবে কলিকাতার বাজারে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই এবং প্রথমদিকে মূল্যের যে সামান্য উন্নতি দেখা দিয়াছিল তাহা অল্পস্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। স্থানীয় বাজারের সন্নিকটস্থ বিভিন্ন বাজারে এখনও চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হয় চল্‌তি কারবার কিম্বা অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে মোটেই কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না। নিয়োজিত অর্থ খালাস করিবার উদ্দেশ্যে আড়তদারগণ তাহাদের মজুত মাল কাটতি করিয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে কিন্তু সামান্য পরিমাণ মাল কাটতি হইবার ফলে উহাতে ব্যবসায়ীগণের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়। কোন কোন ব্যবসায়ী মহলের ধারণা এই যে জুন মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত চিনির ডেলিভারি দিবার নির্দ্দেশ দিলে বাজারে উন্নতি দেখা দিবে।

স্থানীয় বাজারে ২০ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চিনির নিম্নরূপ দর গিয়াছে মতিপুর মাড়হোরা, এবং চম্পারণ ১১৲, তামকোহি ১০৸৶ জাপাহ। ও পুরসা ১০৸৵।

কানপুর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কানপুরের সন্নিকটস্থ বাজার সমূহে সামান্য চাহিদা দেখা যায় ফলে চিনির মূল্য প্রতিমণে দুই আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জাভা চিনি সম্পর্কে বিরূপ সংবাদে মূল্য পুনরায় হ্রাস পাইতে থাকে। কানপুরের বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ এক ভাবেই আছে এবং বর্ত্তমানে নিকটস্থ অন্যান্য কেন্দ্র অপেক্ষা কানপুর হইতে চিনি ক্রয় করাই লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—বস্তি ও নবাবগঞ্জে ১১॥৵ হারগাঁ—১১॥; সারায়া ১১।৶ তামকোহি ১১।৴।

জাভা চিনি

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির মূল্যের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না ফলে বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। দোকানদারগণের ধারণা এই যে, তাহার আরও অল্পমূল্যে চিনি ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হইতেছে যে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে পাইকারী ব্যবসায়ীগণ মূল্যের হার হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় না।

স্থানীয় বাজারে ২৫ হাজার বস্তা জাভাচিনি এবং ১০ হাজার বস্তা বিলাতী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বাজার বন্ধের সময় জাভা চিনির অগ্রিম কারবার সম্পর্কে নিম্নরূপ দর ছিল জুন ১০॥৶ জুলাই আগষ্ট ১০৸৴; সেপ্টেম্বর ১০॥৶।

সাধারণ অবস্থা

১৯৩৮-৩৯ সালে সমস্ত পৃথিবীর উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ১৯৩৭-৩৮ সাল অপেক্ষা ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টন কম হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইউরোপে বিট ফসলের ক্ষতিই চিনির উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ। প্রায় প্রত্যেক দেশেই উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ স্বাভাবিক আছে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই উহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মোটের উপর সমস্ত পৃথিবীর চাহিদা মিটাইবার পক্ষে মজুদ চিনির পরিমাণ পর্য্যাপ্ত বলিয়াই অনুমিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে চিনির চাহিদা সামান্য অধিক ছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৩শে জুন।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরুর চামড়ার বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শুষ্ক লবণাক্ত চামড়ার মূল্য চারি আনা পরিমাণ হ্রাস পায়। ছাগলের চামড়ার বাজার তেজী ছিল আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ কারবার

ছাগলের চামড়া—পাটনা ২৯ হাজার টুকরা ৬৫৲ ৮০৲ হিঃ টাকা দিনাজপুর ৪৭ হাজার টুকরা ৭০৲ ১০০৲ হিঃ লবণাক্ত ১৮ হাজার ৩ শত টুকরা ৬৫৲ ৯০৲ হিঃ

গরুর চামড়া—দ্বারভাঙ্গা—দ্বারভাঙ্গা রাঁচি গয়া আর্মেনি ১ হাজার ২ শত টুকরা ৭।৯ হিঃ—রাঁচি সাধারণ ১ হাজার ৬৩০ টুকরা ৪॥০ হিঃ—দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৭ হাজার টুকরা ৪।০—৫৸৵০ হিঃ—নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ ৩ হাজার টুকরা ৪৵০ হিঃ - নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ ৩ হাজার টুকরা ৫৵০ হিঃ রাচি সাধারণ ১ হাজার ৬৩০ টুকরা ৪॥০ হিঃ বেনারেস-গোরক্ষপুর সাধারণ ১ হাজার টুকরা ৩৸৵০ হিঃ ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত এক হাজার টুকরা ৩।০ হিঃ লবণাক্ত ১ হাজার ৩ শত টুকরা ৫২৲-৭৭৲ প্রতি কুড়ি হিঃ—কতদ্ব্যতীত ২৫০ শত টুকরা মহিষের চামড়ার ২৮০ হিঃ কারবার হয়।

স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ সংখ্যক চামড়া মজুত ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৮২ হাজার টুকরা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ২৮ হাজার টুকরা; লবণাক্ত ১৪ হাজার ৭ শত টুকরা।

গরুর চামড়া—ঢাকা-দিনাজপুর ৩ হাজার ৫ শত টুকরা। আগ্রক আর্সেনিক ৩ হাজার ৩ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা, বেনারেস গয়া রাঁকি ১৮ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৬ হাজার ৫ শত, টুকরা; রাঁচি সাধারণ ১১ শত, নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ৬ শত টুকরা, বেনারেস-গোরক্ষপুর সাধারণ ৭ শত টুকরা; দার্জ্জিলিং-আসাম লবণাক্ত ১১ শত ১১ শত টুকরা—লবণাক্ত ১৫ হাজার ৩ শত টুকরা। মজুদ বিনিময় চামড়ার পরিমাণ ৭ হাজার ৯ শত টুকরা ছিল।

নিলের বাজার

কলিকাতা, ২৩শে জুন।

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার বেশী গিয়াছে। খৈল সমূহ প্রতি মণে ২।৵০ হইতে ২॥৴০ পর্য্যন্ত দর দিয়াছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া) ৫।৵০ হইতে ৫॥৵০ দরে বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ সমস্ত মাল ক্রয় করিতেছে।

সাধারণ খৈল—সরিষার খৈলের বাজার বেশী ছিল। বর্ত্তমানে খৈল সমূহ প্রতি মণে ২৲০ আনা হইতে ২।৵০ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া) ৫৲ হইতে ৫।০ আনা দরে কারবার করিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণের বিশেষ চাহিদা ছিল। এই শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে কোনরূপ রপ্তানী কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৩শে জুন

লণ্ডনের বাজার ঃ

গত ১৪ই জুন লণ্ডনে যে নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ২৩ হাজার ৩ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। পরিষ্কার ও সাধারণ চায়ের চাহিদা অল্প ছিল। ১৯শে জুন যে নীলাম হয় তাহাতে মোট ২৯ হাজার ৯ শত বাক্স চা বিক্রয় হয়। নিম্ন শ্রেণীর চা সম্পর্কে এই নীলামে অধিক চাহিদা ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৪ই জুনের নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৩·৪০ পেনী ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য ছিল ১৪·৬৬ পেনী।

১৯শে জুন যে নীলাম হয় তাহাতে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৩·৫১ পেনী এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৪·৫৭ পেনী ছিল।

পরবর্ত্তী নীলামে মোট ৫২ হাজার ৮ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে ৪৭ হাজার ৯ শত বাক্স চা বিভিন্ন বাগানের খাতে পড়িবে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে জুন

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাই উভয় স্থানের বাজারেরই সোণার দরের হার মোটামুটীরূপ স্থির ছিল। গত ১৯শে জুন লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭ পা ৮শি ৬ পেনী। ২০শে তারিখ তাহা কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৫½ পেনী হয়। ২১শে জুন বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। গত ২২শে তারিখ তাহা পুনরায় ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের গত ১৯শে জুন প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল ৩৭/৬ পাই। ২০শে তারিখ হইতে ২২শে তারিখ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭/৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৬ জুন প্রতি ভরি সোণার দাম ৩৬৸৴ আনা, বড়াল বার ৩৬৸৵ আনা ও গিনি ২৩৸৩ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৴ আনা, ৩৬৸৵ আনা ও ২৩৸৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের রৌপ্যনীতি সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হওয়ায় ভবিষ্যতে রূপার দাম পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে বেশী পরিমাণে রূপা বিক্রয় করার দিকে লোকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ফলে ঐ দুই স্থানের বাজারেই রূপার দর কিছু কমিয়া গিয়াছে। গত ১৭ই জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯১/১৬ পেনী। ১৯শে তারিখ তাহা কমিয়া ১৯১/৮ পেনী হয়। ২০শে জুন তাহা দাঁড়ায় ১৯১/৮ পেনী। ২১শে তারিখ তাহা নিম্নে ১৯ পেনী পর্য্যন্ত পৌছে। অদ্য তাহা কিছু বাড়িয়া ১৯১/১৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৭ই জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫১॥৵০ আনা। ১৯শে তারিখ তাহা কমিয়া ৫১।৶০ আনা দাঁড়ায়। ২০শে তারিখ তাহা ৫১৵০ আনা হয়। ২১শে জুন তাহা ৫০॥৶০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। ২২শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ৫১৲ টাকা হয়। অদ্য তাহা ৫১।৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৬ই জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৵০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২।৵০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫১।৴০ আনা ও ৫১॥৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২৩শে জুন

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহেও মোটের উপর রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বজায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি) নিম্নরূপ দর গিয়াছে :—

	মূল্য
খানানটো	
জুলাই	২২৮৲
আগষ্ট	২৩০৲
সেপ্টেম্বর	২৩২৲
অক্টোবর	২৩৪৲
চলতি দর	২২৭॥
আতপ	
মোটা	২২৫৲
সরু	২৩০৲-২৩২৲
টেবিয়ান	২৪৫৲-২৪৭৲
সুগন্ধি	২৪৫৲-২৫০৲
কুইন	২৪০৲-২৪৫৲
মাণ্ডালো	২৫৫৲-২৬৫৲
সিদ্ধ	
লম্বা	১৭৫৲-১৮০৲
সিলচর	২৫২৲-২৫৭৲
সঃ সিদ্ধ	২৪৫৲-২৫০৴
ভাঙ্গা	১৯০৲-১৯২৲

ধান

নাসিন শ্রেণী	৯৬৲-৯৭৲
মাঝারি	৯৮৲-৯৯৲

গত ১৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৩২ হাজার ২৬৩ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহারও পরিমাণ ২২ হাজার ৯৫৩ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান (নূতন)	**প্রতি মণ**
সাদা মোটা	২৷৴-২৷৴১০
ওড়াশাল	২৴০-২৶০
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২৷৷০-২৷৷৴০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২৷৴০-২৷৶০
দাদশাল	২৷৷০-২৷৷৵০
চিনি আতপ	২৸৶০-২৸৶১০
রূপশাল	২৷৷৴০-২৷৷৶০
সাধারণ পাটনাই	২৷০-২৷৴০
কাটারী ভোগ	২৸০-২৸১০
হামাই	২৷৷৴০-২৷৷৵০
হোগলা	২৷৶১০-২৷৵০

চাউল (নূতন)	**প্রতি মণ**
রূপশাল (কল)	৪৷৶
রূপসাল (ঢেকী)	৪৷৶০
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	৪৵০-৪৵১০
পুজি এলাই	৪৷৶০
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲-৪৷৷০
চিনি কামিনী ঢেকী	৫৶০
জটা বাঁশফুল (ঢেকী)	৪৸০
চামরমণি	৪৷৷৶
কমলভোগ	৪৵
ইক্ষু গুড়	৬৷৷০-৬৸০

গত ১৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে ১ হাজার ৩১৬ টন বোম্বাই বন্দর হইতে ১১৬ টন এবং করাচি বন্দর হইতে ৬৭৯ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৭৯২ মণ, ৩২৯ মণ এবং ৫৫২ মণ ছিল।

লৌহ ও ঢেউ টিনের দর

কলিকাতা, ২৩শে জুন

জয়েষ্ট বে-মার্কা

(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) "	৬৸৶০ হইতে ৭৲ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) " (৭×৪) " (৮×৪) "	৭৸০ হন্দর
(৯×৪) " (১০×৫) "	৮৲ হন্দর
(১২×৫)	৮৶০

টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টি)

(২×২×৷০) ইঞ্চি (২৷৷০×২৷৷০×৷০) ইঞ্চি	৯৲ হইতে ৯৷৷০ হন্দর

টাটা মার্ক দেওয়া এঙ্গেল—

(১×১×৷০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×৷০)	৭৲ হন্দর
(৩০×৩৷৷০×৷৶) নাং (৪×৪×৷৷০) ইঞ্চি	৮৸০ হন্দর

গ্যালভানাইজ করগেট সীট—

টাটা—২৪ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸০
বিঃ—২৪ গেজ "	১২৸০
আর পি ডি ২৪ গেজ "	১৪৲
টাটা—২২ গেজ "	১২৸০
বি—২২ গেজ " "	১৩৲

গ্যালভানাইজ কাঁটা তার—

৯০ পাঃ প্রতি বাণ্ডিল	১১৲
৯৫ পাঃ ঐ	১১৷৷৯

কালাপসিবেল গেট ১৲ হইতে ১৷০ স্কঃ ফুট লোহার গেট ১৷৷০ হইতে স্কয়ার ফুট।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ২২শে জুন

(মিলের প্রতি মণের দাম থলির দাম সহ)

পেটেণ্ট ময়দা	৫৷০-৫৷৶০
সুপারফাইন	৫৲-৫৶০
হাউস-হোল্ড	৪৷৷৶০-৪৸০
সুজী	৫৲-৫৶০
আটা (বি)	৪৸০ ৪৸৶০
আটা (২নং)	৪৷৶০-৪৷৷০
আটা এস	৪৷৴০-৪৷৵০
আটা কে	৩৸৴০-৩৸৵০
আটা ৩নং	৩৷৶০-৩৷৷০
পোলাড	২৷৵০-২৷৷০
ব্রাণ্ড	২৷৶০-২৷৵০

ডাইলের দর

কলিকাতা, ২২শে জুন

গোটা মশুর	৪৲ ৪৷০
মুশুর ডাল	৪৸০, ৫৶০
ডি মুশুর	৫৷৷০, ৫৸৶০
ছোলার ডাল	৩৸৵, ৪৷০
মটর ডাল	৪৲ ৬৶০
অরহর ডাল	৫৷৷০, ৯৲
ভাজা মুগ ডাল	৮৷০, ১২৷৷০
বিউলি ডাল	৫৷০, ৫৷৷০
সোনা মুগ	৫৷০, ৬৷৷০
হালিমুগ	৬৷০, ৬৷৷০
গোটা ছোলা	৩৸৶০, ৪৷০
সাদা মটর	৩৸০, ৪৲

ফোন—কলিকাতা ৩১৫৮ কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ৩রা জুলাই, সোমবার ১৯৩৯ | ৯ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩২৯-৩৩১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৩৫-৩৪১
ভারতীয় বীমা আইন	৩৩১	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩৪২-৩৪৩
বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের সঙ্কট	৩৩৩	মত ও পথ	৩৪৪
বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার	৩৩৪	বাজারের হালচাল	৩৪৫-৩৫২

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্লানিং কমিটি ও বাঙ্গলা সরকার

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং কতিপয় বড় বড় দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার উহাতে যোগদান করেন নাই। উহা কি কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ, না—বাঙ্গলার ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়—যাহারা অন্তরালে থাকিয়া বাঙ্গলা দেশ শাসন করিতেছেন তাঁহাদের ইঙ্গিতের ফল? পাঞ্জাব প্রদেশের এবং হায়দ্রাবাদ, ভূপাল, মহীশূর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের কোন কংগ্রেসপ্রীতি আছে এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু উহা সত্ত্বেও ঐ সব গবর্ণমেণ্ট প্লানিং কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। বাঙ্গলা সরকার কি পাঞ্জাবের তুলনায়ও অধিকতর কংগ্রেসবিরোধী? যাহা হউক কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই হউক অথবা উহাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ইঙ্গিতেই হউক বাঙ্গলা সরকার প্লানিং কমিটির সহিত সহযোগিতা না করিয়া দেশবাসীর মহা অনিষ্টের কারণ হইতেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে যে শিল্প প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে দূরে থাকিলে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ এই প্রচেষ্টার সুফল হইতে বঞ্চিত হইবে। বিশেষতঃ শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত বিরোধিতা করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হইলে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের অনুমতি না পাইতে পারেন এবং বাঙ্গলার শিল্প রেল বিভাগের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। অবশ্য আমরা একথা বলি না যে, বাংলা সরকার এই ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের মতে সায় দেন। বাংলা দেশে এখনও শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই। এই অবস্থায় বস্ত্রশিল্প, শর্করা শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প প্রভৃতিতে অতিরিক্ত উৎপাদনের অজুহাতে বাঙ্গলায় যদি এই ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে কোন বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের তরফ হইতে বাঙ্গলা সরকারকে তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। কিন্তু বাহিরে থাকিয়া এই প্রতিবাদ করা অপেক্ষা প্লানিং কমিটীতে যোগদান করতঃ উহার সদস্যগণকে বাঙ্গলা দেশের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাঙ্গলা সরকারের কর্ণধারদের এইসব কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। বর্ত্তমানে তাঁহারা প্লানিং কমিটীর ব্যাপারে যে প্রকার মতিগতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশে ইউরোপীয় বণিকদের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবার আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে।

বিহারে শিল্পোন্নতির উদ্যোগ

ভারতবর্ষের মধ্যে বিহার প্রদেশের ন্যায় আর কোন প্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে এত সমৃদ্ধ নহে। শিল্পকার্য্যের জন্য এই প্রদেশে কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ও বিবিধ প্রকার রাসায়নিক

দ্রব্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে অর্থকরী উপায়ে কাজে লাগাইবার জন্য আজ পর্য্যন্ত টাটা কোম্পানীর মারফতে ছাড়া আর কোন ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গত অক্টোবর মাসে বিহার সরকার মিকানিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিটি ও কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কমিটি নামে দুইটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে প্রথমোক্ত কমিটি বিহার সরকারকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ইমারত, পুল ইত্যাদির কাঠামো নির্ম্মাণের জন্য একটি কারখানা, একটি ধাতু দ্রব্যের পাত তৈয়ারের কারখানা এবং ইস্পাত হইতে ছোটখাট যন্ত্রপাতি, বল্টু, ও পেরেক, স্তম্ভ, ইত্যাদির সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈয়ারের জন্য আরও কতিপয় কারখানা স্থাপনের পারামর্শ দিয়াছেন। এই সব কাজের জন্য প্রথমেই সাড়ে ছয় কোটি টাকা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। এই টাকা গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রদত্ত হউক এবং কারখানাগুলির পরিচালনাভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করুন—উহাই কমিটির ইচ্ছা। তবে ভারত সরকারের রেলপথগুলি যে নীতি অনুসারে কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় সেইরূপ নীতি অনুযায়ী বিহার গবর্ণমেণ্ট কারখানাগুলির পরিচালনা ভার যদি বেসরকারী কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন তাহাতেও কমিটির আপত্তি নাই। কমিটি বলেন যে তাঁহাদের পরামর্শ মত কাজ হইলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ ৩ লক্ষ লোকের কাজ জুটিবে। কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিটি গবর্ণমেণ্টকে পোড়া কয়লার জন্য একটী এবং নাইট্রোজেনজাত সার প্রস্তুতের জন্য আর একটি কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এই দুইটি কারখানার জন্য ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে।

বিহার গবর্ণমেণ্টের অর্থসঙ্গতি যে প্রকার কম তাহাতে ৭।৮ কোটী টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিয়া তাঁহারা যে ব্যাপক কোন শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। ঋণ করিয়া এজন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলেও তাঁহারা বোধ হয় ভারত সরকারের নিকট হইতে বাধা পাইবেন। কাজেই উপরোক্ত দুইটী কমিটীর সিদ্ধান্ত বিহার সরকার কি ভাবে গ্রহণ করেন এবং এই দুইটি কমিটির কাজের ফলে বিহার শিল্পের ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তী হইবে কিনা, তাহা বলিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে কমিটী দুইটির তদন্তের ফলে বিহার প্রদেশের শিল্প সম্ভাবনার বিষয়ে যে ভারতের সমস্ত অঞ্চলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাতে বিহার প্রদেশ এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ উপকৃত হইতে পারে।

ডিগবয়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

আসাম অয়েল কোম্পানীর ডিগবয় ও তিনসুকিয়া কারখানাতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। উহার পরে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে দুইটী বিষয় দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথমটী হইতেছে আসাম অয়েল কোম্পানীর তরফ হইতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতির প্রতিবাদ এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাব। অয়েল কোম্পানীর তরফ হইতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতির যে জবাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোম্পানী প্রকারান্তরে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিযোগই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আসাম গবর্ণমেণ্টের একটি কমিটী যখন এই বিষয়ে একটা মীমাংসা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছিলেন সেই সময়ে কোম্পানী ৬৩ জন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করার ফলেই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। উহার জবাবে কোম্পানীর তরফ হইতে বলা হইতেছে যে, কাজ কমিয়া গেলে কোম্পানী সময় সময় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেন এবং এই নীতি অনুযায়ীই উপরোক্ত ৬৩ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। উহার সহিত ধর্ম্মঘটের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু কোম্পানীর এই কৈফিয়তে কেহ আস্থা স্থাপন করিবে না। যে সময়ে একটা ধর্ম্মঘট আসন্ন ছিল এবং যে সময়ে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে এতগুলি শ্রমিককে একসঙ্গে বরখাস্ত করাতে শ্রমিকদের মধ্যে এরূপ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ধর্ম্মঘটের আশঙ্কাতেই কোম্পানী এইভাবে শ্রমিকগণকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিতেছেন। মোটের উপর যে কারণেই উপরোক্ত শ্রমিকগণকে বরখাস্ত করা হউক না কেন, চূড়ান্ত রকম উত্তেজনার সময়ে উহাদিগকে বরখাস্ত করা কোম্পানীর পক্ষে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই বিষয়ে আসাম গবর্ণমেণ্টের সালিশী মানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং কোম্পানী যদি এই অনুরোধ মত কাজ না করেন তাহা হইলে কোম্পানী যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সালিশী মানিয়া লইতে বাধ্য হন তজ্জন্য আইন প্রণয়ন করিতে এবং কোম্পানীর সহিত গবর্ণমেণ্টের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহা বাতিল করিয়া দিতে আসাম সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। অয়েল কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ত্তাদের মনোভাব যে প্রকার তাহাতে উহারা যে কংগ্রেসের অনুরোধ মত আসাম গবর্ণমেণ্টের সালিশী মানিয়া লইবেন তাহার সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত আসাম সরকারকে গবর্ণমেণ্টের সালিশী মানিয়া লওয়া বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। এইরূপ আইন পাশ হইলে ভবিষ্যতে অয়েল কোম্পানীর পক্ষে শ্রমিকদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা অসম্ভব হইবে। কিন্তু উহার ফলে বর্ত্তমানে যাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে আসাম সরকারের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মঘট চলিতেছে তাহা যদি আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক যদি কাজ হইতে বরখাস্ত হয়, তাহা হইলে এই বরখাস্ত শ্রমিকগণকে কাজে নিয়োগের জন্য অয়েল কোম্পানীকে বাধ্য করিবার মত আইনসম্মত কোন ক্ষমতা আসাম গবর্ণমেণ্টের নাই।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গতি

নূতন সরকারী বৎসরের প্রথম দুই মাসে অর্থাৎ গত এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে গত বৎসরের তুলনায় এবার অবস্থার কিছু উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। গত বৎসর এই দুই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল এবং এই দুই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে নিট ১ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল। কাজেই গত বৎসর এই দুই মাসে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য ছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। এবার দুই মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে এবং স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদির দফায় নিট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা। কাজেই এবার দুই মাসে ভারতবর্ষের মোট রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। এক কথায়—গত বৎসর দুই মাসের তুলনায় এবার দুই মাসে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী বেশী হইয়াছে, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির দফায় রপ্তানী কমিয়াছে এবং সমষ্টিগতভাবে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য বাড়িয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে এই তিনটিই খুব শুভ লক্ষণ।

রেলবিভাগের আয় হ্রাস

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ভারত সরকারের রেলবিভাগের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে রেলপথসমূহে ১০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইবে বরাদ্দ করিয়া তদনুরূপভাবে রেল বিভাগের ব্যয় ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে চলতি বৎসরে রেল বিভাগের আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় অনেক কম হইবে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রেল বিভাগের আয়ের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে গত বৎসর যে স্থলে রেলবিভাগের ১৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল সেইস্থলে চলতি বৎসরে উক্ত সময়ে আয় হইয়াছে ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সোয়া দুই মাসের মধ্যে রেল বিভাগের আয় গত বৎসরের তুলনাতে ৩৬ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। চলতি বৎসরের বাজেটে রেলবিভাগে মোট ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থা দৃষ্টে অনুমান হইতেছে যে এবার হয়ত রেল বিভাগে কিছুই উদ্বৃত্ত হইবে না। যদি তাহা হয় তবে উহা কেবল রেল বিভাগের পক্ষে নহে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিজনক হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় রেলবিভাগের পরিচালনাব্যয় হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির চেষ্টা—এই দুই দিকেই কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়িবে উহা আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমরা রেলওয়ে বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বর্ত্তমানে রেলপথসমূহে যাত্রীদের ভ্রমণের জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, ইণ্টার ও তৃতীয়—এই চার শ্রেণীর গাড়ী রহিয়াছে। উহার মধ্যে ইণ্টার ক্লাস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত একটু স্বচ্ছল তাহাদের জন্য পরিকল্পিত। কিন্তু ইণ্টার ক্লাসে অধিকাংশ সময়েই তৃতীয় শ্রেণীর মত ভিড় হয় বলিয়া যাত্রীগণ অনেক সময়ে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইণ্টার ক্লাসে ভ্রমণ না করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকে। রেলওয়ে বোর্ড যদি ইণ্টার ক্লাস উঠাইয়া দিয়া প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিনটি মাত্র শ্রেণীর গাড়ীর ব্যবস্থা করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া যদি বর্ত্তমান ইণ্টার ক্লাসের ভাড়ার শতকরা দশভাগ বেশী হারে নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাহারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তাঁহারা ইণ্টার ক্লাসের তুলনায় কিছু বেশী ভাড়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবেন। তবে নূতন ব্যবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি যাহাতে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী সংখ্যক যাত্রী বহন করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে এই ব্যবস্থা হইলে রেলপথ সমূহে যাত্রীর ভাড়া বাবদ আয় কিছু বর্দ্ধিত হইবে এবং বর্ত্তমানের একটা বড় রকমের অসুবিধা বিদূরিত হইবে। বর্ত্তমানে সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীগুলির জন্য রেলপথসমূহ যথেষ্ট ব্যয়বাহুল্য করেন, কিন্তু উহাতে যাত্রী হয় না। পক্ষান্তরে ইণ্টার ক্লাসে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। নূতন ব্যবস্থায় রেলপথগুলির এই দ্বিবিধ ক্ষতিই নিবারিত হইতে পারে।

রৌপ্যের মূল্য হ্রাস

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সিনেট সভা বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির ক্ষমতা বিলোপ করিয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ করাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আগত রৌপ্যের প্রতি আউন্সের মূল্য ৪৩ সেণ্ট হইতে কমাইয়া ৪০ সেণ্টে নির্দ্ধারিত করাতে, সমগ্র পৃথিবীতে রৌপ্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। গত ২৭শে জুন তারিখে কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৫১৷৷০ আনা। ২৮শে জুন তারিখে উহা কমিয়া ৫০।৵০ আনায় পরিণত হয়। ২৯শে জুন তারিখে উহা আরও কমিয়া ৪৮৸০ আনায় পরিণত হইয়াছে। আমেরিকার পার্লামেণ্টের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ সভা সিনেট সভার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যদি সমর্থন করেন তাহা হইলে রৌপ্যের মূল্য আরও অনেক কমিয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

আমেরিকার সিনেট সভা বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় কেন বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন এবং উহার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে রৌপ্যের মূল্য কেন হ্রাস পাইতেছে তাহার একটু বিচিত্র ইতিহাস রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে রৌপ্য খনি হইতে উত্তোলিত হয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী মেক্সিকো এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। গত ১৯৩৮ সালে সমগ্র পৃথিবীর খনি হইতে ২৬ কোটী ৪২ লক্ষ আউন্স ওজনের রৌপ্য উত্তোলিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে মেক্সিকোর খনি হইতে ৮ কোটী ৫০ লক্ষ আউন্স এবং যুক্তরাজ্যের খনিসমূহ হইতে ৬ কোটী ৮০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য উত্তোলিত হইয়াছে। মেক্সিকোর রৌপ্যখনিগুলিও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের পরিচালনাধীন। এই কারণে রূপার ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বার্থই সবচেয়ে বড়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকর্ত্তৃক রৌপ্যমান পরিত্যাগ এবং পরে বিভিন্ন দেশে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে ক্রমবর্দ্ধমান নোটের প্রচলন হওয়াতে বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং উহাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে। এই কারণে রূপার মূল্য চড়াইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার এক শ্রেণীর লোক বরাবরই চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার ফলে গত ১৯৩৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সিলভার পারচেজ এক্ট নামে একটী আইন জারী হয়। উহাতে স্থির হয় যে মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ থাকিবে গবর্ণমেণ্টকে তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ রৌপ্যও হাতে রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তখন আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে দেশ ও বিদেশ হইতে উপযুক্ত মূল্যে রৌপ্য ক্রয় করিবারও ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতার বলে গত ১৯৩৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য ক্রয়ের জন্য ১০০ কোটি ডলারের উপর খরচ করিয়াছেন এবং উহার শতকরা ৮২ ভাগ রৌপ্যই বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে রৌপ্যের পরিমাণ আর কিছুতেই স্বর্ণের এক চতুর্থাংশ হইতেছে না। বর্ত্তমানে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের হাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রহিয়াছে তাহাতে সিলভার পারচেজ এক্টের সিদ্ধান্ত পূর্ণভাবে সফল করিতে হইলে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে আরও ১১৬ কোটি আউন্স স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে।

আমেরিকার রৌপ্যখনি সমূহের মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থের জন্য আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত আইনের বলে চড়া দরে বিদেশ হইতে রৌপ্য কিনিয়া দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের যে ক্ষতি করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বরাবরই ঐ দেশে একটা প্রতিবাদ ছিল। বর্ত্তমানে সিনেট সভা বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হরণ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই প্রতিবাদেরই ফল। সিনেট সভার এই প্রস্তাব যদি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বাজারে রৌপ্যের মূল্য খুব বেশী পড়িয়া যাইবে। কারণ বর্ত্তমানে পৃথিবীতে খনিসমূহ হইতে যে রৌপ্য উত্তোলিত হইতেছে তাহার কোন চাহিদাই নাই এবং এতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্যই উহার একমাত্র ক্রেতা ছিল। এখন ঐ দেশ যদি বাজার হইতে সরিয়া পড়ে তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে রূপার বাজার যে নামিয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় বীমা আইন

গত ১লা জুলাই শনিবার হইতে ভারতবর্ষে যে নূতন বীমা আইন বলবৎ হইল তাহা ভারতবাসীর তরফ হইতে বহু বৎসরব্যাপী আন্দোলনের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন গলদ আত্মপ্রকাশ করিলে দেশের রাজশক্তি কালবিলম্ব ব্যতিরেকে আইন প্রনয়ণ করিয়া ঐ গলদ সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর তরফ হইতে কোন আন্দোলনের প্রতীক্ষায় থাকেন না। কেননা ঐসব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ এক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে উহার সম্পুর্ণ বিপরীত অবস্থা বর্ত্তমান। এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন আইনের দোষত্রুটী দৃষ্টিগোচর হইলে, গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার সংশোধনে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক এই ব্যাপারে দেশবাসীর তরফ হইতে প্রবল আন্দোলন হওয়া সত্বেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন। অবশেষে বহুবৎসরব্যাপী আন্দোলনের ফলে [redacted] একটি শিল্প ও বাণিজ্যগত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট উহার গলদ সংশোধনে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় যাহাতে উহার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় না। মোটের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সময়মত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বনে দেশের রাজশক্তি এরূপ টালবাহনা ও সময়ক্ষেপ করিয়া থাকেন যাহাতে মনে হয় যে, আইনের গলদের জন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পঙ্গু হইয়া থাকুক—উহাই যেন তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়।

ভারতবর্ষে গত ১লা জুলাই তারিখের পূর্ব্বে যে বীমা আইন বলবৎ ছিল তাহা বিগত ১৯১২ সালে পাশ হয়। এই আইনের বহুবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। প্রথমতঃ বীমা কোম্পানী স্থাপন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা দেওয়ার জন্য এই আইনে বিধান দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায়, উহার আমলে বহু অর্থসঙ্গতিহীন ব্যক্তি বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর ক্ষতির কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ এই আইনে বীমা কোম্পানীর পরিচালনাব্যয় সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ না থাকায় নূতন কাজ সংগ্রহের আগ্রহে অনেকেই অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য করিতে থাকে। তৃতীয়তঃ বীমা তহবিল দাদন সম্পর্কে এই আইনে বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণকে অবাধ অধিকার দেওয়া থাকায় অনেক কোম্পানীই পলিসী-গ্রাহকদের অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে থাকে। এই আইনে বীমা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে পলিসিগ্রাহকদের কোন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা না থাকাতে অনেক সময় পলিসিগ্রাহকদের উপরও নানাভাবে অবিচার হইতে থাকে। বিশেষতঃ উক্ত আইনে কোম্পানীর হিসাব নিকাশ রাখা এবং কোম্পানীর আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা না থাকাতে অনেক সময়ে কোম্পানীর পরিচালকগণ জনসাধারণ ও পলিসিগ্রাহকদের অগোচরে কোম্পানীর ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া ফেলেন। আইনের এই সব গলদের জন্য বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা কত বেশী নূতন কাজ দেখাইবেন এবং কে কত বেশী বোনাস দিবেন তদ্বিষয়ে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

ভারতীয় বীমা আইনের এইসব গলদ বহু পূর্ব্বেই দূরদর্শী ভারতবাসীর এবং দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। উহার ফলে গত ১৯২৫ সালে মিঃ যমুনাদাস মেটা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী নূতন বীমা আইনের খসড়া পেশ করেন। কিন্তু নানা কারণে উহা পাশ হয় নাই। অতঃপর ১৯৩০ সালে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এবং ১৯৩৪ সালে লাহোরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে যে ভারতীয় বীমা সম্মেলন হয় তাহাতে ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের আশু-প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৫ সালে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন। ইতিমধ্যে দেশের সংবাদপত্র সমূহেও ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের জন্য দাবী জানাইয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। এইসব আন্দোলনের ফলে গত ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে নূতন বীমা আইন কি ভাবে রচিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী মিঃ এস সি সেনকে নিয়োগ করেন। এক কথায় দেশে ক্রমাগত দশ বৎসর ব্যাপী আন্দোলনের পর এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

মিঃ সেন গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাও নূতন কোম্পানী-আইন প্রনয়নের সাপক্ষে অনেকদিন চাপা পড়িয়া থাকে। অবশেষে উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নূতন বীমা আইন সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশের কতিপয় বীমা বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটী পরামর্শ কমিটী গঠন করেন। এই কমিটীর সহিত গবর্ণমেণ্ট পক্ষের আলোচনার সময় বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদেরও বক্তব্য শুনা হয়। অতঃপর ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নূতন বীমা আইনের খসড়া পেশ হয়। এই খসড়াটী প্রথমে ব্যবস্থা পরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত একটী কমিটির উপর বিবেচনার্থ দেওয়া হয় এবং উক্ত কমিটীর রিপোর্ট অবলম্বনে বিভিন্ন পরিবর্ত্তনসহ বিলটী ব্যবস্থা পরিষদের পরবর্ত্তী শারদীয় অধিবেশনে পাশ হয়। এই সময়ে এবং উহার পূর্ব্বে বিলটী যখন পরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত কমিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেছিল সেই সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহের তরফ হইতে উহার বহুপ্রকার রদবদলের জন্য তদ্বির হইয়াছিল। কিন্তু এইসব তদ্বিরের ফলে মূলতঃ বিলটীর তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯৩৭ সালের নবেম্বর মাসে ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদ সাফল্য পরিবর্ত্তনসহ বিলটী পাশ করেন। অবশেষে ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলটী বড়লাটের সম্মতি লাভ করে।

সাধারণতঃ কোন আইন পাশ হইবার পর উহা দেশে বলবৎ করা হয় এবং আইনের প্রয়োগের ফলে উহার মধ্যে যদি কোন দোষত্রুটী ধরা পড়ে তবে উহা সংশোধন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বীমা আইনের ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বেই উহার কতকগুলি ধারা সংশোধন করিয়া একটি সংশোধন আইন পাশ করা হয়। নূতন বীমা আইনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপর খবরদারী করিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইনসিওরেন্স নামে একটী পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইংলণ্ড হইতে মিঃ জে এইচ টমাস নামক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আনিয়া এই পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি গত বৎসর জুন মাসে এদেশে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশমতই আইনটীর সংশোধন করা হইয়াছে। তবে মূলগতভাবে আইনটীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বর্ত্তমানে দেশে যে নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হইল তাহার মোটামুটি বিবরণ সকলেই অবগত আছেন এবং আমারও পূর্ব্বে 'আর্থিক জগতে' এই আইনের সারাংশ প্রকাশ করিয়াছি। এক কথায় এই আইনটীকে 'পলিসি গ্রাহকের আইন' বলা যাইতে পারে। কারণ বীমা কোম্পানীতে পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে তজ্জন্য এই আইনে বহুপ্রকার বিধান

বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের বিপদ

বাঙ্গলা দেশে বস্ত্রশিল্পের এখনও কিছুই প্রসার হয় নাই এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে কাপড় ব্যবহৃত হইতেছে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে উহার এক পঞ্চমাংশের বেশী কাপড় উৎপন্ন হইতেছে না। উহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে চাকুরী করিয়া ১২ হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী অন্নসংস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে। এই সব কলে পরোক্ষভাবে এবং মজুর হিসাবে যে সমস্ত লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের যতই প্রসার হইবে ততই দেশের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং বেকার সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে উহা অধিক পরিমাণে সাহায্য করিবে। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প এখনও শৈশব অবস্থা অতিক্রম না করিলেও উহা বর্ত্তমানে এক বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। বহুবিধ ঘটনা পরম্পরার ফলেই বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি ঘটনা সমগ্র ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পে মন্দার জন্য কতকগুলি আভ্যন্তরীণ কারণও দায়ী।

যে সমস্ত সর্ব্বভারতীয় ঘটনার ফলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহার মধ্যে বিদেশী তুলার উপর আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি, বৃটিশজাত বস্ত্রের উপর শুল্কের পরিমাণ হ্রাস, জাপানের প্রতিযোগিতা, বস্ত্রশিল্পের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি, শ্রমিক বিক্ষোভ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলসমূহে মিহি কাপড় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় তুলা বিদেশ হইতে আমদানী হয়। কাজেই বিদেশী তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের তুলনায় বাঙ্গলা দেশ জাপানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া জাপানের প্রতিযোগিতা বাঙ্গলা দেশে অতিকতর তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। নূতন আয়কর আইন এবং ক্রমিক বিক্ষোভের ফলে কাপড়ের কলগুলির ব্যয়ভার যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বাঙ্গলা দেশের পক্ষেই বিশেষভাবে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির অর্থসঙ্গতি অন্যান্য প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহের তুলনায় অনেক কম।

কিন্তু এই সমস্ত সর্ব্বভারতীয় সমস্যা ছাড়া বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প বর্ত্তমানে একটি নূতনতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যে বিমুখ বলিয়া এবং এই প্রদেশে বস্ত্রশিল্পের এখনও বিশেষ কিছু প্রসার না হওয়া হেতু কাপড় ও সূতা বিক্রয়ের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর হাতে নাই বলিলেই চলে। এই ব্যবসা প্রধানতঃ অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণই পরিচালনা করিয়া থাকেন। ফলে বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যাহারা কাপড়ের কল পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই এখন উৎপন্ন বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের জন্য অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই সমস্ত ব্যবসায়ী যদি বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের ব্যাপারে তেমন কোন আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন না করেন তজ্জন্য উহাদিগকে দোষও দেওয়া যায় না। ইহার উপর বৃটীশ ও জাপানী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা, দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস, কাপড়ের কলসমূহে [redacted] উৎপাদন ইত্যাদি কারণে বর্ত্তমানে বোম্বাই ও আহম্মদাবাদ অঞ্চলের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন মাল বহুল পরিমাণে মজুদ থাকিয়া যাইতেছে এবং বোম্বাই ও আহম্মদবাদের কলওয়ালাগণ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদের মজুদ মাল বাজারপ্রচলিত দরের তুলনায় অনেক কম দরে বাঙ্গলা দেশে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের মাত্র একপঞ্চমাংশ উৎপন্ন হইলেও ইদানীং তাহাও বিক্রয় হইতেছে না এবং দিন দিন মজুদ মাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। কাপড়ের কলগুলির পক্ষে উহা একটি মারাত্মক ব্যাপার। কারণ ইচ্ছা করিলেই কাপড়ের কলসমূহ প্রয়োজনমত কলে কাজ বন্ধ করিতে পারে না। বিশেষতঃ প্রায় প্রত্যেক কলই এত কম মূলধন লইয়া কাজ করিতেছে যে, কলে মাল প্রস্তুত হওয়া মাত্র উহাকে এই মালের জামীনে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়া কাজ চালাইতে হয়। এরূপ অবস্থায় উৎপন্ন মাল যদি বাজারে বিক্রয় না হইয়া গুদামে পচিতে থাকে, তাহা হইলে কলকে অধিক দিন পর্য্যন্ত সুদ জোগাইতে হয় এবং অনেক সময়ে উহাকে পড়তা অপেক্ষা কম দরে মাল বেচিয়া ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করিতে হয়। বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলির ন্যায় অর্থসঙ্গতিহীন কলগুলির পক্ষে এই ধরণের ক্ষতি বেশীদিন বহন করা যে সম্ভবপর নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সমস্যার প্রতিকারে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আহ্বান করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মধ্যে মাত্র উহার অংশীদার ও পরিচালকদের স্বার্থই নিহিত নহে। এইসব কলের উন্নতি ও প্রসারের মধ্যে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থেরও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় এক একটী ক্ষুদ্রাকার কাপড়ের কলও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে যেভাবে দেশের বহুসংখ্যক ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের পক্ষে সাহায্য করিতেছে তাহাতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই সব কলের কাজ যদি বন্ধ অথবা সঙ্কুচিত হয় তাহা হইলে উহা বাঙ্গলার পক্ষে একটা মহা অনর্থের কারণ হইবে। কাজেই বাঙ্গলার মিলগুলিতে উৎপন্ন কাপড় ক্রয় করিয়া এইসব মিলের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য আমরা প্রত্যেক স্বদেশ-হিতকামী বাঙ্গালীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বাঙ্গলা দেশে যাহারা পাইকারী ও খুচরা হিসাবে কাপড় বিক্রয় করেন তাঁহারা অনেক সময়ে অধিক লাভের আশায়, ক্রেতা দাবী করিলেও

(৩৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রচিত হইয়াছে। এই সব বিধান যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় বীমা ব্যবসা সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বীমা কোম্পানীর পতনের জন্য পলিসি গ্রাহকদের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা বহুলাংশে বিদূরিত হইবে। এজন্য ভারত সরকারের বীমা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ এস, সি, সেন এবং ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার এন এন সরকার দেশ-বাসীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ। মিঃ সেন প্রথম হইতেই পলিসি-গ্রাহকদের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার রিপোর্ট রচনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সমস্ত প্রস্তাবকে উড়াইয়া দিয়া ভারতীয় বীমা আইনের মূলগত কোন পরিবর্ত্তনে যে বাধা দিয়াছিলেন তাহাতে ভারত সরকারের তদানীন্তন আইন সচিব সার এন এন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে ভারতীয় বীমা আইন বর্ত্তমান অবস্থায় রচিত হইত কি না সন্দেহ। এজন্য সার এন এন সরকারও সকলের ধন্যবাদার্হ। কেবল বীমাকর্ম্মীদের স্বার্থের দিক হইতে নহে—ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতেও উহারা ধন্যবাদের যোগ্য। কারণ উহাদের চেষ্টায় নূতন বীমা আইনটী যেভাবে পাশ হইয়াছে, তাহার ফলে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় যে উহার গলদ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা আমরা খুবই বিশ্বাস করি।

বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার

বর্ত্তমানে বৃটিশ ভারতের মোট আয়তনের এক পঞ্চমাংশ বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশেরও শতকরা ১৪ ভাগ আয়তন জঙ্গলাকীর্ণ। সাধারণ লোকের ধারণা যে দেশের বন জঙ্গল যত বেশী পরিষ্কার হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। কিন্তু মৃত্তিকা ও বাতাসের আর্দ্রতা রক্ষা, বন্যানিবারণ, ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি, পশুপক্ষীর আশ্রয়স্থান, ঝড়ের গতিবেগ রোধ প্রভৃতি দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেশে জঙ্গলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উহা অপেক্ষাও বড় কথা এই যে বনজঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ, গৃহ ও আসবাবপত্র নির্ম্মাণোপযোগী কাঠ বাঁশ বেত ইত্যাদি, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল, ঔষধি, জঙ্গলজাত প্রাণীজ সম্পদ ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বনজঙ্গল হইতে স্বভাবজাত প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সংগ্রহ এবং এই সব জিনিষ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে দেশে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি জীবিকা সংস্থান করে তাহাদের কথাও উপেক্ষনীয় নহে। এক কথায় প্রত্যেক দেশেই বনজঙ্গল একটা জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিগত ১৮৫৫ সালের পূর্ব্বে দেশের বনজঙ্গল তথা বনজ সম্পদ্ সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। দেশের লোক যাহাতে বেপরোয়াভাবে বনজঙ্গল কাটিয়া দেশের বনজ সম্পদ্ বিনষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্য সরকারী ভাবে এই বৎসরে প্রথম বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। অতঃপর ১৮৬৪ সালে ভারত সরকারের অধীনে একটি বনবিভাগ স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৮৯৪ সালে ভারতীয় বনজঙ্গলকে রিজার্ভ, প্রটেকটেড এবং আনক্লাসড—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া অনেক বনজঙ্গলের স্বত্বস্বামিত্ব ও কর্ত্তৃত্বভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতীয় বনজ সম্পদকে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থকরী উপায়ে নিয়োজিত করা যায় বিগত ১৯০৬ সালে দেরাদূনে ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এই ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইবার পরে ভারতীয় কৃষি কমিশনের নির্দ্দেশ মত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীনে এক একজন ফরেষ্ট ইউটিলাইজেসন্ অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে ভারতীয় বনজ সম্পদকে অধিকতর অর্থকরী অবস্থায় নিয়োজিত করিবার সুবিধা সুযোগ সম্বন্ধে দেশবাসীর অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় বনজঙ্গলে কত বিচিত্র রকম উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সম্পদ্ পাওয়া যায় এবং এই সব সম্পদ্ হইতে কত বিচিত্র ধরণের মূল্যবান শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা সুস্পষ্ট নহে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ মিউজিয়ামে ভারতীয় বনজ সম্পদের একটি প্রদর্শনী খুলিয়া যে একটি বিশেষ জনহিতকর কাজ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বয়ং এই প্রদর্শনী দেখিয়াছি এবং উহাতে ভারতীয় বন জঙ্গল হইতে আহরিত বহু বিচিত্র প্রকার দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যাহারা এই প্রদর্শনী দেখেন নাই তাঁহাদিগকে আমরা উহা দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আমাদের দেশে যে সমস্ত কাঠ অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপাদানের সাহায্যে তাহাকেও যে কি প্রকার মূল্যবান ও রমনীয় দ্রব্যে পরিণত করা যায়, এই প্রদর্শনী হইতে তাহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে বিভিন্ন ধরণের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠ, বনজ বিভিন্ন শ্রেণীর ঔষধি, বিভিন্ন শ্রেণীর বেত বাঁশ ও ঘাস, বৃক্ষ নিঃসৃত রস হইতে প্রস্তুত রবার, গাটাপারচার প্রভৃতি জিনিষ, বাঁশ ও কাঠ হইতে প্রস্তুত কাগজ মণ্ড, উদ্ভিজ্জ জিনিষ হইতে প্রস্তুত বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, মৌমাছির চাক, মোম, গালা, ট্যান করা চামড়া, হস্তীদন্ত, হরিণের শিং, গণ্ডারের খড়্গ প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণীজ দ্রব্য ও উহা হইতে প্রস্তুত সৌখিন শিল্পজাত জিনিষ—প্রভৃতি কোন জিনিষই উপস্থিত করিতে বাকী রাখেন নাই। যাহারা স্বচক্ষে এই সব জিনিষ দেখিয়া আসিয়াছেন ভারতীয় বনজ সম্পদের বিপুলতা এবং উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে চিরদিন একটা সুস্পষ্ট দাগ থাকিয়া যাইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। জাতীয় সম্পদের এই দিকটি সম্বন্ধে দেশবাসীর চক্ষু খুলিয়া দিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে আমরা উহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী কাজ দাবী করি। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে একমাত্র কাঠ হইতেই কাঠ কয়লা, আলকাতরা, উদ্ভিজ্জ সার (cellulose) তার্পিন তৈল, নানাবিধ ঔষধ, রং ও বার্নিস ভিনিগার, কৃত্রিম রেশম, কাগজ মণ্ড প্রভৃতি কত অগণিত প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রদর্শনীতে দেখিতে পাইলাম যে বাঁশের মণ্ড হইতেও হাত বাক্স, নানাবিধ খেলনা, বিজলী বাতির শেড ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। হস্তীদন্ত, পশুপক্ষীর চামড়া, শিং প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার কথা অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে কত মূল্যবান ঔষধি দেশবাসীর উপেক্ষার ফলে আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বন জঙ্গল হইতে প্রাপ্ত কাঠকেও আমরা পোড়াইয়া নিঃশেষিত করিতেছি। অথচ পাশ্চাত্য দেশ সমূহ এই ঔষধি এবং কাঠ হইতেই বহু মূল্যবান ঔষধ ও দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। বনজ সম্পদের কত বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে এবং সহজ লভ্য জিনিষ হইতেও কত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে প্রদর্শনী দৃষ্টে দেশের মধ্যে অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কোন জিনিষকে কি ভাবে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করা যায়, উহার জন্য কিরূপ যন্ত্রপাতির আবশ্যক, এই সব যন্ত্রপাতির মূল্য কিরূপ, উহা কোথায় পাওয়া যায়, বনজ সম্পদ্ অবলম্বনে কোন শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে হইলে কিরূপ মূলধন আবশ্যক, বাঙ্গলার কোন স্থানে কিরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, কোন স্থানে এই সব শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত তথ্য না জানিলে বনজ সম্পদ্ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের মিউজিয়াম দেশে যে আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইবে। এজন্য মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারা এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করুন। তাঁহারা যদি এই কার্য্যে ব্রতী হন তাহা হইলে দেশের ধনসম্পদ্ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং বহু বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। মিউজিয়াম কর্ত্তৃপক্ষ যদি আমাদের দাবী আংশিকভাবেও পূরণ করেন তাহা হইলে দেশবাসী তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বোম্বাইয়ে সাইকেলের কারখানা

বাইসিকেল প্রস্তুতের জন্য সম্প্রতি বোম্বাইএ ইণ্ডিয়া সাইকেলস্ লিমিটেড্ নামে একটী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টারীকৃত হইয়াছে। সুবিখ্যাত বিরলা ব্রাদার্স ইহার ম্যানেজিং এজেন্টস্ হইবেন। কোম্পানীর মঞ্জুরীকৃত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ হাজার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই ১০ হাজারের উপর সেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের সহরতলীতে কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হইবে। প্রথম কয়েক বৎসর বৎসরে ৬০ হইতে ৮০ হাজার সাইকেল প্রস্তুত হইবে এবং অনুমান যে কিছুকাল পরে এই কারখানাতে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ২০ হাজার বাইসিকেল প্রস্তুত হইতে পারিবে। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ মনে করেন বিদেশী সাইকেলের যে দাম পরে তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে তাহারা সাইকেল বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন। ব্রিটীশ ও অব্রিটীশ সাইকেলের উপর শতকরা ২০্ ও ৩০্ টাকা আমদানী শুল্ক রক্ষণশুল্কের কাজ করিবে। বোম্বাই সরকার কারখানার জন্য জমি, জলের সুবিধা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট

গত মে মাসে ভারতে মোট ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের মে মাসে যথাক্রমে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ও ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছিল।

কাশীপুর-কালাগর রেলওয়ে

প্রকাশ রেলওয়ে বোর্ড বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশে কাশীপুর হইতে কালাগর পর্য্যন্ত একটি নূতন রেলপথ নিৰ্ম্মাণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ঐ রেলপথটির বিস্তৃতি হইবে ৩১.৪১ মাইল। উহা নিৰ্ম্মাণে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

(বাঙ্গলায় বস্ত্র-শিল্পের সঙ্কট)

তাঁহার সমক্ষে বাঙ্গলার মিলের কাপড় উপস্থিত করেন না। অনেকে দোকানে ১০।১২ জোড়া বাঙ্গলা মিলের কাপড় রাখিয়া মূলতঃ বাঙ্গলার বাহিরে প্রস্তুত কাপড় দ্বারাই ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। বাঙ্গলার মিল সমূহে উৎপন্ন কাপড় আশানুরূপভাবে বিক্রয় না হইবার উহা একটি বড় কারণ। কিন্তু ক্রেতাগণ যদি বাঙ্গলার মিলের কাপড় ক্রয় করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং উহা ছাড়া অন্য কোন কাপড় ক্রয় করিতে অসম্মত হন তাহা হইলে কাপড় বিক্রেতাগণ বাঙ্গলার মিলে উৎপন্ন কাপড়ই বেশী পরিমাণে বিক্রয়ার্থ মজুদ করিতে বাধ্য হইবেন। বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের উপরোক্তরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারাই বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। এক সময়ে বাঙ্গালীর এই ধরণের স্বদেশহিতৈষণার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এখন বাঙ্গালীর উপেক্ষা ও স্বদেশহিতৈষণার অভাবের দরুণ যদি বাঙ্গলার মিলগুলিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধা পায়, তাহা হইলে উহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় হইবে। আমরা আশা করি দেশের সহস্র সহস্র বেকার ব্যক্তির মুখ চাহিয়া বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে পশ্চৎপদ হইবেন না।

আসামের কাঠ

আসামে প্রচুর পরিমাণে বনজ কাঠ পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশে বর্ত্তমানে কতকগুলি কাঠ চিরিবার কল চলিতেছে। আসামের সরকারী বন-বিভাগ বহুল পরিমাণে নানা রকমের গাছ উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টাও ইতিমধ্যে অনেক পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সেখানে শালবৃক্ষের আবাদ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে বহুদূর বিস্তৃত বনভূমিতে গাছের আবাদ হইতেছে। যে সকল গাছ দ্বারা বাক্স ও দিয়াশলাই এবং কাঠি তৈয়ার হয় তাহা চাষ করিয়া কাজে লাগান সম্বন্ধে পরীক্ষা কার্য্য চালান হইতেছে। আসাম হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত কাঠ রপ্তানী হইয়া থাকে। লক্ষীপুর জেলায় কাঠের বিক্রয় কেন্দ্র রহিয়াছে।

জাপানে কৃত্রিম শিল্প দ্রব্য আবিষ্কারে সরকারী সাহায্য

কৃত্রিম শিল্প দ্রব্য আবিষ্কারে উৎসাহ প্রদান কল্পে জাপান সরকার বর্ত্তমান বৎসরে দেড়লক্ষ [redacted]ণা করিয়াছে। কৃত্রিম চর্ম্মের জন্য ১৩ জন আবিষ্কর্ত্তা ২০, ১৫০ ইয়েন, রবারে ৮ জনকে ১১, ৫০০ ইয়েন বিভিন্ন প্রকার ধাতুর খাতে ৩৯ জনকে ৫১, ৯৮০ ইয়েন, তন্তুর জন্য ২১ জনকে ৫১, ৭৭০ ইয়েন, এবং অন্যান্য প্রকার আবিষ্কারের জন্য ২৭ জনকে ৩৬, ৬০০ ইয়েন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাট শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ

গত বৎসর কলিকাতার বার্ড এণ্ড কোম্পানী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডে এরূপ এক প্রস্তাব করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন গ্রেজুয়েট যুবক যদি ডাণ্ডিতে পাটশিল্প পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিয়া আসে

তবে তাহারা ঐ যুবকদিগের জন্য পাট কলে কার্য্য সংস্থান করিতে পারেন। সে অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোনীত হইয়া মিঃ হৃষিকেশ ঘোষ ও মিঃ সত্যেন্দ্র সুন্দর পাল গত বৎসর ডাণ্ডিতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য গমন করেন। আমরা অবগত হইলাম উক্ত দুইজন ছাত্র ডাণ্ডির পাট শিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহারা শীঘ্রই কলিকাতা পৌছিতেছেন।

বাঙ্গলায় রাস্তা-ঘাটের প্রসার

বাঙ্গলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ত্তমানে সরকারী চেষ্টায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনায় ৩০টি রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ঐ কার্য্যে মোট ২০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এ সমস্ত ছাড়া নিম্নলিখিত নূতন পরিকল্পনাগুলি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রভিন্সিয়াল বোর্ড অব্ কমিউনিকেসন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।—(১) ময়মনসিংহ জিলায় মুক্তাগাছা হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতি সাধন। অনুমিত ব্যয়—১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। (২) মুর্শিদাবাদ জিলায় কান্দি হইতে সুলতানপুর পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতি সাধন। অনুমিত ব্যয়—৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (৩)উত্তর বঙ্গের বালুরহাট হইতে দিনাজপুর হইয়া বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটিকে পাকা করা। অনুমিত ব্যয় ১৬ লক্ষ টাকা (৪) মেহেরপুর হইতে চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটিকে আধুনিক প্রণালী অনুযায়ী সংস্কৃত করা। অনুমিত ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা, (৫) কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটীকে পাকা করা। অনুমিত ব্যয় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (৬) বীরভূম জিলার সাঁথিয়া হইতে সুলতানপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটীর উন্নতি সাধন। অনুমিত ব্যয় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা (৭) গ্রেণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সরস্বতী নদীর পুলের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ। অনুমিত ব্যয় ৩৮ হাজার ৬০০ টাকা (৮) নোয়াখালী জিলায় বেগমগঞ্জ হইতে মতবী পর্য্যন্ত রাস্তাটীর উন্নতিসাধন অনুমিত ব্যয় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (৯) চট্টগ্রাম জিলায় ধাম হইতে রামগড় পর্য্যন্ত রাস্তাটীর উন্নতিসাধন। অনুমিত ব্যয় ৭ হাজার টাকা (১০) চট্টগ্রাম সহর হইতে পটেঙ্গার সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ। অনুমিত ব্যয় ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা (১১) জলপাইগুড়ির বক্সা রোডটি পাথর দ্বারা পাকা করা। অনুমিত ব্যয় ১৮ হাজার ৬২০ টাকা (১২) চট্টগ্রাম ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডটির উন্নতি সাধন। অনুমিত ব্যয় ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা (১৩) দমদম কাশীপুর রাস্তাকে কংক্রিট দ্বারা উন্নত করা। অনুমিত ব্যয় ৩১ হাজার ৬০০ টাকা (১৪) রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা। অনুমিত ব্যয় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা (১৫) শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা। অনুমিত ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা (১৬) ঘোষপাড়া—জাগুলি রাস্তাটি আধুনিক প্রণালীতে উন্নত করা—অনুমিত ব্যয় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। (১৭) চুয়াডাঙ্গা—ঝিনাইদহ রাস্তার সংস্কার। অনুমিত ব্যয় ৭ লক্ষ টাকা। (১৮) গাইঘাটা যশোহর রাস্তাটী আধুনিক ধরণে উন্নত করা। অনুমিত ব্যয় ১২ লক্ষ টাকা। (১৯) চণ্ডীতলা হইতে সিয়াখলা পর্য্যন্ত পুরাতন বেনারেস রোড্‌টীর উন্নতি সাধন। অনুমিত ব্যয় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষা

মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের এড্‌ভাইসরী বোর্ড এই পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা চিল্কা হ্রদের মৎস্য চাষ সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ৪১ হাজার ৮০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ঘি তৈয়ার করার সহজ প্রক্রিয়া

বেঙ্গালোরের ইম্পিরিয়াল ডেয়রী ইনষ্টিটিউটে ঘি তৈয়ারের নূতন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করিয়া উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সাধারণতঃ দুধের সহিত টক মিশাইয়া দধি তৈয়ার করা হয় এবং উহা মন্থনে যে মাখন উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ঘি প্রস্তুত করা হয়। এইরূপ প্রথায় ঘি তৈয়ার করিলে অনেক সময় নিকৃষ্ট ধরণের ঘি উৎপন্ন হয়। সময় সময় উৎপন্ন ঘৃতের একটা বিশ্রী গন্ধ হয়। এই জন্যই বাঙ্গালোরের ইনষ্টিটিউটে নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে সামান্য কয়েক ফোটা সাইট্রিক এসিড দুধের সহিত মেশাইয়া মন্থন করিলেই মাখন তৈয়ার হয়। এই পন্থা একাধারে যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ তেমনই ইহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঘি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। মাখন তৈয়ার না করিয়া শুধু দুধ হইতেই ঘি তৈয়ার করা সম্ভবপর কিনা তৎ সম্পর্কেও বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। মাখন হইতে ঘি তৈয়ার করিবার জন্য নূতন ধরণের একটি চুল্লীও আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। পল্লী অঞ্চলে ব্যবহারের নিমিত্ত এমন একটা চুল্লীর বন্দোবস্ত করা হইতেছে যাহাতে ঘি জ্বাল দেওয়া, তলানি হইতে ঘি পরিষ্কার করা এবং মাপ নির্দ্ধারণ করা চলিতে পারে।

ভারতে সমরোপকরণ নির্ম্মাণ

শুনা যাইতেছে চ্যাটফিল্ড কমিটি ভারতবর্ষে সমরোপকরণ তৈয়ার কাজ ব্যাপকভাবে চালাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। প্রকাশ ঐ সুপারিশ অনুসারে গভর্ণমেণ্ট সমরোপকরণ নির্ম্মাণ বিষয়ে সাহায্যের জন্য টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহিত আলোচনা চালাইয়াছেন। কাশীপুর গান ফ্যাক্টরীতে উপযুক্ত শ্রেণীর বন্দুক নির্ম্মাণের আয়োজন করা হইতেছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে চ্যাটফিল্ড কমিটীর সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার জন্য ভারত সরকারের সমর বিভাগ বিটিশ সরকারের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য পাইবে।

জার্ম্মানীতে কর্ম্মনিযুক্তের সংখ্যা

জার্ম্মানীর ইনষ্টিটিউট ফর ইকনমিক ইনভেসটিগেসন ১৯৩৯ সালের প্রথম তিন মাসে জার্ম্মানীর শিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ সময়ে জার্ম্মানীতে কর্ম্ম নিযুক্তের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ। বিভিন্ন শিল্প কারখানার কার্য্যধারা এতদূর প্রসারিত করা হইয়াছে যে এক্ষণে কাঁচা মালের যোগান শ্রমিক সংগ্রহ প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে।

কাঠের নির্ম্মিত বয়ন যন্ত্র

দেরাডুনের ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি কাঠের বয়ন যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বিদেশ হইতে মাকু, সুতার নাটাই প্রভৃতির আমদানী-মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইবে। প্রকাশ দেরাডুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের যন্ত্রাদি পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করা সম্বন্ধে বোম্বাই কল মালিক সমিতির সহিত ইতিমধ্যেই ইনষ্টিটিউটের একটি চুক্তি হইয়াছে।

শ্রমিক বিক্ষোভের প্রতিকার

সালিশী মীমাংসায় শ্রমিক গোলযোগ মিটাইবার জন্য বোম্বাই সরকার সম্প্রতি একটি কোর্ট গঠন করিয়াছেন। বিচারপতি দিবাতিয়া উহার চেয়ারম্যান এবং মিঃ জি এস রাজাধ্যক্ষ আই সি এস ও মিঃ বি কে ডালভি উহার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

কয়লা হইতে কৃত্রিম তন্তু

বিটার্সফিল্ডের সন্নিকট উল্‌নেস নামক স্থানে আই, জি, কার্বেনিওয়াষ্টির গবেষণাগারে দুই বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে কয়লা হইতে এক প্রকার তন্তু প্রস্তুতের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান কমার্শিয়াল" বলেন বিদ্যুৎ চুল্লীতে কয়লা ও চূনের সংমিশ্রনে যে এসিটিলিন (acetylene) প্রস্তুত হয় ইহাই এই তন্তুর প্রাথমিক উপাদান। জল, আগুন কিংবা কোন প্রকার এসিডেই এই তন্তুর কোন বিকৃতি ঘটেনা এবং কোন কোন অংশে ইহা স্বাভাবিক রেশম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইংলণ্ডে লোকের আয়

গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে ইংলণ্ডে ৯১৭ জন লোকের বাৎসরিক আয় ৩০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ঐরূপ আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ছিল ৮৭৫। আলোচ্য বর্ষে দুই হাজার পাউণ্ড ও তদূর্দ্ধ আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ৯৫ হাজার ৭৫০ ছিল। পূর্ব্ব বৎসর ঐরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ৯১ হাজার ৩৯২। এ বৎসর এই শ্রেণীর আয় বিশিষ্ট লোকের একত্রীকৃত আয়ের পরিমাণ ৪৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮৬ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার ঐরূপ আয় ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩১৮ পাউণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে ৭৩ জন লোকের ৭৫ হাজার পাউণ্ড হইতে ১ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। ১ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ছিল ৮০। পূর্ব্ব বৎসরে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭২ ও ৮৩ ছিল।

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী

ইতিপূর্ব্বে "আর্থিক জগতে" কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের যাত্রীসংখ্যা ভ্রমবশতঃ ১০ লক্ষ ৬০ হাজার লিখা হইয়াছে। উহা ১০ কোটী ৬০ লক্ষ হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী বিল গৃহীত

গত ৬ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ মূলক বিলটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। এই বিলটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া পাশ করিতে দুই মাস সময় লাগিয়াছে। ১৯৩৮ সালের ৫ই আগষ্ট বিলটি পরিষদের একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। গত ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনা করেন। ১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল মন্ত্রী নবাব মুসারফ হোসেন পরিষদে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট উপস্থিত করেন। সিলেক্ট কমিটি বিলের ধারাগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করেন। পরিষদেও বিলটির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত মহাজনী বিলটি এক্ষণে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। বোধ হয় আগামী শীতকালে ব্যবস্থাপক সভায় উহার আলোচনা হইবে।

উন্নত ধরণের মৃৎশিল্প

বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে তদন্ত করেন তাহাতে প্রকাশ

পাইয়াছে যে জলগাঁও, দাপুলি তালুক ও রত্নগিরি জেলায় যে কর্দম মাটি পাওয়া যায় তাহা হইতে উন্নত শ্রেণীর চায়ের পাত্র, উদ্যান পাত্র, মূর্ত্তি ও টাইল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

গত ২৪শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট পেশ করা হয়। এবারকার বাজেট বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৯-৪০ সালে পরীক্ষা ফি বাবদ ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯০ টাকা, পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ ৩ লক্ষ টাকা ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বাবদ ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৭৬ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অপরদিকে কৃষিশিক্ষা পরিকল্পনা বাবদ ৩৯ হাজার ৩০০ টাকা, পরীক্ষার খরচ ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, প্রিণ্টিং ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৮০ টাকা, ছাত্র মঙ্গল বিভাগ ৪৪ হাজার ৫৯ টাকা, নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ড ১৪ হাজার ২২২ টাকা, রাস্তা খরচ ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৫৫ টাকা, সামরিক শিক্ষা বাবদ ৩ হাজার ১২০ টাকা ও অন্য খরচ-পত্র ধরিয়া ১৯৩৯-৪০সালে মোট ৩৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ২২২ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালে অনুমিত আয় অপেক্ষা অনুমিত ব্যয় ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৪৬ টাকা বেশী হইবে। কিন্তু চলতি বৎসরের (১৯৩৮-৩৯) হিসাবে তহবিলে ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৫১১ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া[illegible]োক্ত ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৪৬ টাকা ঘাটতি মিটাইয়াও ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ১লক্ষ ৭৮ হাজার ২৬৫ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

খাদি উৎপাদন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ

খাদি উৎপাদন ও প্রসার সাধন করিয়া প্রকৃত সার্থকতা লাভের জন্য মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত ছয়টি নির্দ্দেশ প্রকাশ করিয়াছেন :—(১) প্রতি কাটুনির যে পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় এক আনা হারে মজুরী না পায় সে পর্য্যন্ত দেয় মজুরীর পরিমাণ বাড়াইতে হইবে (২) প্রত্যেক প্রদেশকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদী উৎপাদনের উপরেই জোর দিতে হইবে (৩) তথাকথিত ধরণের লাভের উপর জোর দেওয়া হইবে না (৪) কোন প্রদেশ খাদীর দাম হ্রাস করা বিষয়ে যত্নপর হইলে অন্যান্য প্রদেশকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে (৫) খাদী ব্যবহারকারীদিগকে প্রদেশের উৎপন্ন খাদী ব্যবহারের উপর জোর দিতে হইবে (৬) খাদী উৎপাদন করিয়া বাহিরে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য লালায়িত হওয়া চলিবে না।

কৃষিকার্য্যে নারী শ্রমিক

সম্প্রতি জার্ম্মানীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের খুব অভাব দেখা গিয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমানে জার্ম্মানীতে নারীদিগের উপর অবসর সময়ে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য বিশেষ চাপ দেওয়া হইতেছে। কৃষি শ্রমিকের অভাব হওয়ায় এবৎসর জার্ম্মানীতে কৃষির কাজে ৮০ হাজার শ্লোভাকিয়া, ৩০ হাজার ইতালীয় ও কিছু পরিমাণে হাঙ্গারী ও বুলগেরিয়ার লোক নিয়োগ করা হইবে।

ভারতে তিসির চাষ

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কি পরিমাণ তিসি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

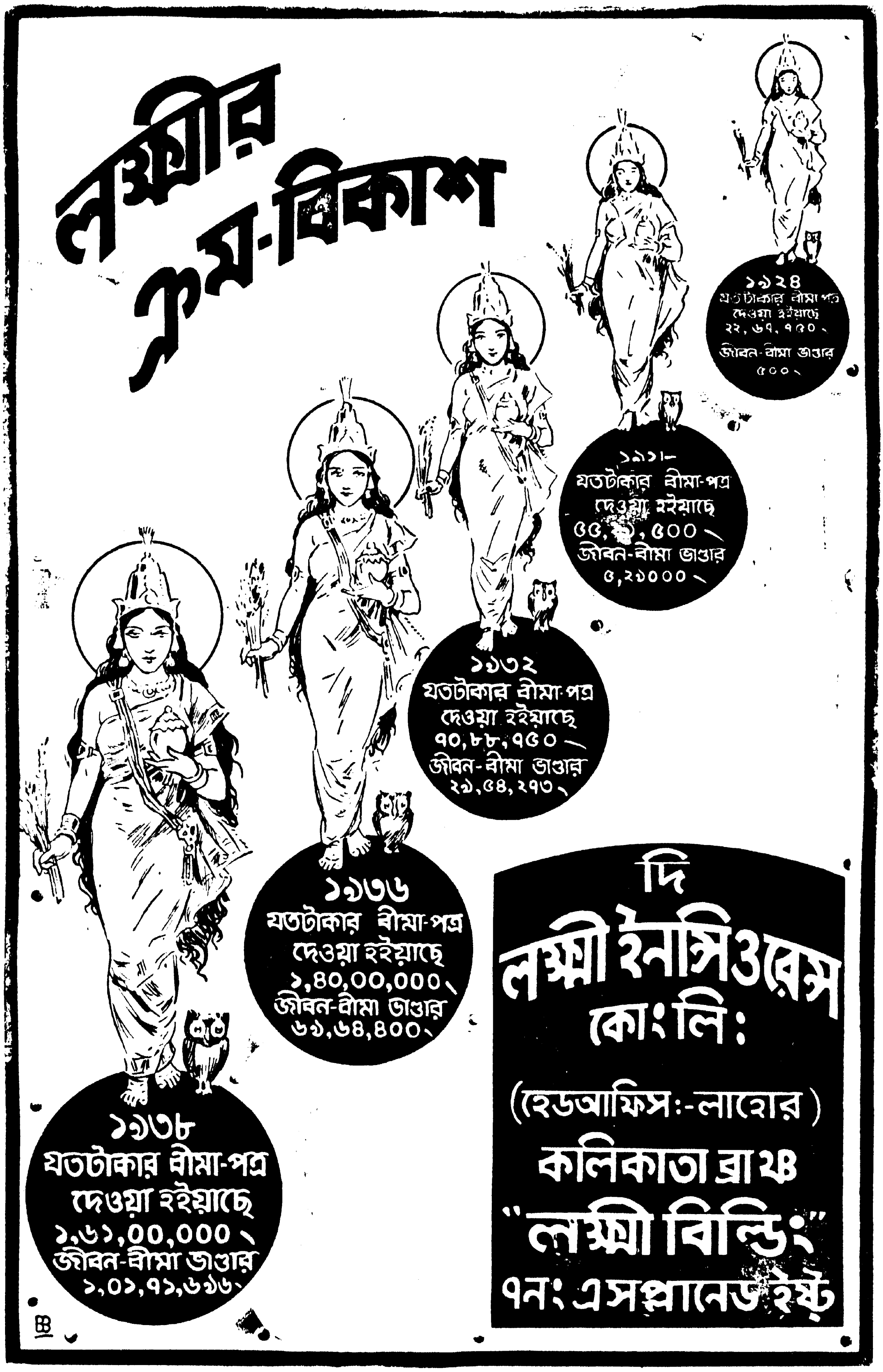
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	অনুমিত ফসল (টন)
মধ্যপ্রদেশ	১৪,৫৬,০০০	১,১৭,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৯,২৪,০০০	১,৪৮,০০০
বিহার	৫,৭৬,০০০	৭৯,০০০
বোম্বাই	১,১৯,০০০	১২,০০০
বাঙ্গলা	১,৫৬,০০০	২৯,০০০
পাঞ্জাব	৩১,০০০	৩,০০০
উড়িষ্যা	৮,০০০	১,০০০
হায়দারাবাদ	৪,৬৩,০০০	৪০,০০০
কোটা	১,০১,০০০	৮,০০০
ভূপাল	৬৩,০০০	৮,০০০
মোট	৩৮,৯৪,০০০ একর	৪,৪৫০০০ টন

যুক্তপ্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন

যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের ফলে যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক গ্রামবাসীকে একখানা করিয়া পুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেসব বই গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে এমন সব পুস্তকই দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই সব লোককে রামায়ণ বিতরণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে উহার মূল্য অত্যধিক বলিয়া অপর একটি নূতন পুস্তকও রচনা করা হইতেছে। এই নূতন পুস্তকে তুলসীদাস, সুরদাস ও মীরাবাঈ-এর কবিতা হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইবে। মিঃ জি, ডি, বিড়লা ও ছত্রীর নবাব ইতিপূর্ব্বেই এই তহবিলে অর্থ দান করিয়াছেন। এই জন্য বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ

ইণ্ডিয়ান জার্ণেলিষ্টস এসোসিয়েসনের আফিস সম্প্রতি কলিকাতা ২২নং আর জি কর রোড শ্যামবাজারস্থ 'কেশব ভবনে' স্থানান্তরিত হইয়াছে। ঐ আফিসের টেলিফোন নম্বর বড়বাজার ৩৮৫৮।


লক্ষ্মীর ক্রম-বিকাশ
১৯২৪
যতটাকার বীমা-পত্র দেওয়া হইয়াছে
২২,৬৭,৭৫০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৫০০৲
১৯৩১
যতটাকার বীমা-পত্র দেওয়া হইয়াছে
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৩,২১০০০৲
১৯৩২
যতটাকার বীমা-পত্র দেওয়া হইয়াছে
৭০,৮৮,৭৫০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
২৭,৫৪,২৭৩৲
১৯৩৬
যতটাকার বীমা-পত্র দেওয়া হইয়াছে
১,৪০,০০,০০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৬১,৬৪,৪০০৲
১৯৩৮
যতটাকার বীমা-পত্র দেওয়া হইয়াছে
১,৬১,০০,০০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
১,০১,৭১,৬১৬৲
দি
লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
(হেডআফিসঃ-লাহোর)
কলিকাতা ব্রাঞ্চ
"লক্ষ্মী বিল্ডিং"
৭নং এসপ্লানেড ইষ্ট

তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে বৈঠক

তুলা বিক্রয় বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের। লইয়া শীঘ্রই ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক বসাইবার আয়োজন হইতেছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রেরিত হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, যদি জগতের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহ ঐ বৈঠকে যোগদান করেন তবে তাহারাও উহাতে যোগদান করিবে। আর্জেণ্টাইন, ব্রেজিল, মিশর, ফ্রান্স, মেক্সিকো, পেরু এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে ঐ বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তবে ঐ সব দেশের গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সম্পতি জ্ঞাপন করিয়াছেন কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বিভিন্ন দেশে খাদ্য বাবদ ব্যয়ের হার

জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে বিভিন্ন দেশের দৈনন্দিন খাদ্য সামগ্রী ও শ্রমিক সাধারণের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করা হইয়াছিল। ঐ তদন্তের ফলে খাদ্য বাবদ বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ব্যয়ের হার সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় কলাম্বিয়ার শ্রমিকেরা তাহাদের শ্রেষ্ট ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৬৩.৯ ভাগ খাদ্য সামগ্রী বাবদ খরচ করিয়া থাকে। নিউজিল্যাণ্ডে ঐ হার শতকরা ২৯.৫ ভাগ। ভারতবর্ষে (আহমদাবাদ) তাহা ৪৯.৩ ভাগ। কলাম্বিয়ার শ্রমিকেরা তাহাদের খাদ্য বাবদ মোট ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৯ ভাগ দুধ ও ডিম বাবদ খরচ করে। চীনদেশে ঐ ব্যয়ের হার শতকরা ১.৬ ভাগ, জাপানে শতকরা ২.৩ ভাগ, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ভারতবর্ষ, চেকোশ্লোভেকিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ২০ হইতে ২৫ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের শ্রমিকেরা খাদ্য বাবদ মোট ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৪.৪ ভাগ মাংস ও মৎস্য বাবদ ব্যয় করিয়া থাকে। জাপানে শতকরা ১০.৮ ভাগ, চীনদেশে শতকরা ১৪.৭ ভাগ ম্যাক্সিকোতে শতকরা ১৬ ভাগ ব্যয়িত হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন ও চেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি দেশের শ্রমিকেরা খাদ্য সামগ্রী দফায় মোট ব্যয়িত অর্থের শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী মাংস ও মৎস্য বাবদ ব্যয় করিয়া থাকে।

বাঙ্গলায় বিদেশীর চিনির কল

গত সপ্তাহে 'আর্থিক জগতে'র সাময়িক প্রসঙ্গে 'বাঙ্গলায় বিদেশীয় চিনির কল' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ বাঙ্গালী পরিচালিত ৪টী চিনির কলে সমষ্টিগতভাবে 'বৎসরে মাত্র ৮ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইতে পারে' বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। আসলে উহা হইবে—প্রত্যহ মাত্র ৮ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইতে পারে।

প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যয় এবং অংশিদারদিগকে দেয় লভ্যাংশ সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হইলে উহা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে জামীনে অথবা বিনা জামীনে ঋণ প্রদান করিবে, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির দীর্ঘকালের মিয়াদে ঋণ দিবে। কৃষিপণ্যের জামীনে কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহকে অগ্রিম টাকা প্রদান করিবে এবং উপযুক্ত কমিশন লইয়া শিল্প সমবায় সমিতির উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় ঋণ

আগামী ১৫ই জুলাই ভারত সরকার তাঁহাদের ১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় ঋণের সমস্ত বাকী টাকা সুদসহ লিখিত মূল্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। ১৫ই জুলাই হইতে উক্ত ঋণের উপর আর সুদ চলিবে না। পরিশোধের তারিখে টাকা দিবার সুবিধার নিমিত্ত পাবলিক ডেট আফিসগুলিতে ও ট্রেজারীতে উক্ত ঋণপত্রসমূহ আগামী ৭ই জুলাই হইতে গ্রহণ করা হইবে। ঋণ বাবদ টাকা পাওয়ার নিমিত্ত ঋণপত্রের মালিক অথবা তাহার পক্ষের এটর্নী এবং যে স্থলে মালিক মৃত তথায় তাহার আইনগত ওয়ারিশকে ঋণপত্রের সঙ্গে রসিদ লিখিয়া দিতে হইবে।

নদনদী সংক্রান্ত গবেষণাগার

বাঙ্গলা সরকার নদীর গতি, নদীর ভাঙ্গন, বন্যা, সেচ ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকারের ভূমিস্তর ও নদী সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা ও সমাধান চেষ্টার জন্য কলিকাতায় একটি হাইড্রো ডিনামিক্যাল লেবরেটরী স্থাপনের সংকল্প করিয়াছন। প্রকাশ, আসাম ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশন বাঙ্গলা সরকারের সহিত ঐ বিষয়ে সহযোগিতা করিবেন। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের লাহোরস্থিত নদী সংক্রান্ত গবেষণাগারের ম্যাথামেটিক্যাল অফিসার ডাঃ এন কে বসুর উপর এই গবেষণাগার সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুতের ভার অর্পিত হইয়াছে। ডাঃ বসু শীঘ্রই কলিকাতা আসিতেছেন এবং সম্ভবতঃ এক মাসের মধ্যে তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিবেন। তাহার পর বাঙ্গলা সরকার ঐ পরিকল্পনা দৃষ্টে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ

ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং সার্ভে বিভাগের চেষ্টায় বর্ত্তমানে এদেশের ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা হইতেছে।

১৯৩৮ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৪টি ফার্ম্মকে ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত ফার্ম্মগুলির মধ্যে দুইটি কলিকাতায় ও নূতন দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, বোম্বাই, করাচী, আলীগড়, লয়ালপুর, খুরজা, ওখারা, নবনগর এবং পুরবন্দরে একটি করিয়া ফার্ম্ম অবস্থিত। উহাদের মধ্যে ১০টি ফার্ম্ম মোট ৩১ হাজার মণ পরিমাণ ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিল এবং আগমার্ক মার্কা দিয়া ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যে মোট ২৯ হাজার মণ ঘৃত বিক্রয় করিয়াছিল। বাজারের সাধারণ ঘৃতের তুলনায় আগমার্ক মার্কা ঘৃত বিক্রয় করিয়া শতকরা ৮ ভাগ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছিল। দেশীয় রাজ্য পুরবন্দরে সম্প্রতি একটি আইন দ্বারা আগমার্ক মার্কাযুক্ত ঘৃত ছাড়া অন্য কোন ঘৃত বাহিরে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ফল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা

গত ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং বিভাগের চেষ্টায় ফল বিক্রয়ের জন্য এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৬টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নাগপুর কেন্দ্রে মোট ৮০০০ প্যাকেট কমলা লেবুর শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল। এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করার পর কমলা লেবু বিক্রয় করিয়া সাধারণ কমলা লেবুর তুলনায় শতকরা ৭·৪ ভাগ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছিল। বোম্বাইয়ের বুলাসর, বিহারের ভিথা, যুক্তপ্রদেশের মালিহাবাদ এবং বাঙ্গলায় মালদহে কয়েকটি পরীক্ষা মূলক ফল বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছিল। ঐ সকল কেন্দ্রে ৩ হাজার টাকার ৬৫ হাজার ফলের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ঐ প্রকার শ্রেণী বিভাগের ফলে সাধারণ ফলের তুলনায় শ্রেণী বিভাগকৃত ফল বিক্রয় করিয়া বুলসরে শতকরা ২৪ ভাগ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে।

হাতে প্রস্তুত কাগজ

পূর্ব্বে দেশের অনেক স্থানেই হাতে কাগজ তৈয়ার করা হইত কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা যাদুঘরের শিল্প বিভাগে প্রায় বিশ প্রকারের হাতে তৈয়ারী কাগজ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনের জন্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কাশ্মীর, মণিপুর, আমদাবাদ ও সান ষ্টেট হইতে সংগৃহীত নমুনা উহাতে রহিয়াছে। পাট ছাল এবং নল হইতে তৈয়ারী কাগজ প্রদর্শিত হইয়াছে। সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত, হিসাব বহিতে ব্যবহৃত, পোষ্টকার্ড রূপে ব্যবহৃত, চিঠিপত্রে ব্যবহৃত ও অন্য রকমে ব্যবহৃত হস্তনির্ম্মিত কাগজের নমুনা নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে। এখনও ভারতের বহুস্থানে হাতে কাগজ তৈয়ার করার প্রথা কিছু কিছু প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতে গুরুদাসপুর এবং শিয়ালকোটে হাতে কাগজ নির্ম্মাণ করা হয়। জেলখানার কয়েদীরা অনেকস্থানে ছেঁড়া কাগজ হইতে কাগজ তৈয়ার করিয়া থাকে। সোদপুরে অবস্থিত খাদি প্রতিষ্ঠানে বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ার করিতে সুরু হইয়াছে। হুগলী, হাওড়া এবং মুর্শিদাবাদে কতিপয় তুলট কাগজশিল্পী ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে। অল্ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েসন খড়, ছেঁড়া কাগজ ও পাট হইতে বাঙ্গলা, বিহার, বোম্বাই, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ণোদ্যমে কাগজ নির্ম্মাণ কার্য্য চালাইতেছেন। সহজ লভ্য কাঁচা মাল হইতে কাগজ তৈয়ারির ভার বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। দেরাদুনের বন বিভাগীয় গবেষণাগারে হাতে তৈয়ারী কাগজ সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে। কচুরীপানার শিকড় এবং পাটখড়ি হইতে কাগজ তৈয়ারের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগের গবেষনাগারে পরীক্ষা চলিতেছে। যাদুঘরের বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কোর হইতে ভূর্জ্জপত্রের নমুনা উপস্থিত করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের পাবনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মণিপুর রাজ্যের পাট হইতে তৈয়ারী কাগজ এককালে বিশেষ সমাদরের সহিত ব্যবহৃত হইত। সিরাজগঞ্জ হইতে ১৯০৪ সালে তৈয়ারী ঐ শ্রেণীর কাগজের নমুনা উপস্থিত করা হইয়াছে।

চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করিয়া তাঁহাদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত পাটকলগুলির নিকট ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ইস্তাহারে আগামী ৩১শে জুলাই হইতে পাটকলগুলিকে প্রতি সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করিতে এবং মিহি চট নির্ম্মাণের রেজিষ্ট্রীকৃত তাঁতের শতকরা ২০ ভাগ ও মোট চট নির্ম্মাণের রেজেষ্ট্রীকৃত তাঁতের শতকরা ৭॥ ভাগ তাঁত বন্ধ রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে।

বনজ দ্রব্য ও তাহার ব্যবহার

গত ২৫শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে ভারতীয় বনজ সম্পদের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্ ঐ প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন। খাঁ বাহাদুর তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—সভ্যতার সূচনা হইতে মানুষ বনভূমিসমূহকে তাহার কাজে লাগাইয়া আসিয়াছে। মানুষ বন হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে, বনের সামগ্রী হইতে ঔষধ তৈয়ার করে, বনভূমিকে আশ্রয় হিসাবে অবলম্বন করিয়া থাকে; অধিকন্তু বনজ দ্রব্যসামগ্রী হইতে অনেক ব্যবহার্য্য উপকরণ তৈয়ার করে। বাঁশ জাতীয় বৃক্ষ কাগজ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। রবার গাছ হইতে প্রয়োজনীয় রবার উৎপন্ন হয়। ওক, দেবদারু, সেগুণ প্রভৃতি কাঠ হইতে নানা আসবাব পত্র, বাক্স, নৌকা, ষ্টিমার ও রেলের গাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক কথায় এই যুগে বনের দ্রব্যাদি ব্যবহার না করিয়া অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা চালাইবার উপায় নাই। জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশ বনভূমির মূল্য উপলব্ধি করিয়া বনজ সম্পদকে নানা ভাবে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। অধিকন্তু এই সম্পদের যাহাতে কোনরূপ অপচয় না ঘটে সে জন্য বন-সম্পদ্ আহরণ সম্বন্ধে একদিকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে এবং অপরদিকে উহার সম্বন্ধে উপযুক্ত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিতেছে। বাঙ্গলা দেশে হিমালয় অঞ্চলে, সুন্দরবন ভূ-ভাগে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এবং মেদিনীপুর জেলায় বিস্তৃত বনভূমি রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বনভূমির স্বাভাবিক সম্পদ্ও খুব বেশী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঐ সমস্ত বনভূমির স্বাভাবিক সম্পদসমূহকে আমরা এখনও আমাদের কাজে লাগাইবার যথাযথ সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। এখনও আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান হইতে এবং অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ কাঠ আমদানী হইতেছে। বনজ সম্পদ্ আহরণ ও তাহা যথাযথ কাজে লাগান সম্বন্ধে এদেশে এখন পর্য্যন্ত ভালরূপ গবেষণার ব্যবস্থা হইতেছে না। অবিলম্বে এবিষয়ে এদেশবাসীদের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি আশা করি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বনজ দ্রব্যের প্রদর্শনীটি ঐ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সময়োচিত মনযোগ আকর্ষণ করিবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

আমরা লাহোরের ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন লিঃর গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বৎসরে কোম্পানী মোট ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহা শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৩৫ হাজার ৯৩৮ টাকা এবং দাদনী তহবীলের সুদ বাবদ ৮০৮ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ৫৭ টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে অফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৩১ হাজার ৫৫৮ টাকা, এবং অর্গেনাইজেসন ব্যয়ের দফায় প্রদর্শিত সম্পত্তির পরিমান হ্রাস বাবদ ৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বাকী টাকা হইতে এই বৎসরে ৭ হাজার ৪৭৮ টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের শেষে এই তহবীলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ হাজার ৬৫৪ টাকা। এই বৎসরে কোম্পানীর উপর কোন মৃত্যুদাবী হয় নাই। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবীল, আদায়ী মূলধন (১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৪৫ টাকা) এবং অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমান ছিল ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৯৬৪ টাকা। উহার বদলে কোম্পানীর হাতে ঐ তারিখে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা এইরূপ—কোম্পানীর কাগজ ৫৬ হাজার ১৫৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৬ হাজার ৪১৮ টাকা, আসবাবপত্র ও মোটর গাড়ী ৪ হাজার ৭১৭ টাকা, ষ্টেশনারী ২ হাজার ৫ শত টাকা, বিবিধ পাওনা ১২ হাজার ৫৩ টাকা, বাকী প্রিমিয়াম ২১ হাজার ৭৩৩ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে প্রথম কিস্তি হিসাবে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীকে যে টাকা জমা দিতে হইবে কোম্পানী তাহা অপেক্ষাও বেশী টাকা কোম্পানীর কাগজে দাদন করিয়া রাখিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন একটি নূতন কোম্পানী। সেই হিসাবে উহার ব্যয়ের হার কিছু বেশী। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর উপর কোন মৃত্যুদাবী হয় নাই। উহা কোম্পানীর পরিচালকদের সতর্কতা মূলক নীতির পরিচায়ক। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বৎসরে কোম্পানী অর্গেনাইজেশন ব্যয় বাবদ প্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি কমাইয়া দিয়াছে। উহাও একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণও এই বৎসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কোম্পানী দিন দিন উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইবে উহাই আমরা আশা করিতেছি।

মিঃ জে এম ঘোষ এই কোম্পানীর বাঙ্গলা দেশস্থ চীফ এজেন্ট এবং ৮৪।এ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় তাঁহার আফিস অবস্থিত।

ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

৩৫নং পণ্ডিতিয়া রোড বালীগঞ্জস্থিত ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃর নাম আজ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুবিদিত। এই কোম্পানী হইতে প্রস্তুত সাবান, প্রসাধন সামগ্রী, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হইতেছে। গত ১৯৩৫ সালে এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে উহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে বর্ত্তমানে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহার কার্য্যক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার আরও ১০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার এবং ১০ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিতেছেন। অর্ডিনারী শেয়ারের মূল্য দশ টাকা। কিন্তু কোম্পানী বর্ত্তমানে লাভজনক অবস্থায় উপনীত হওয়াতে এই শেয়ার ১১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্যও দশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং উহার উপর শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দিবার জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কোন বৎসরে কোম্পানীর যদি লাভ না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৎসরের লাভ হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্রেতাগণকে তাহাদের প্রাপ্য হাল ও বকেয়া সুদ প্রদান করা হইবে।

ক্যালকাটা কেমিকেলের কাজের দিন দিন প্রসার হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার লাভের পরিমাণও বাড়িতেছে। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই কোম্পানী অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। এজন্য কোম্পানী বর্ত্তমানে যে নূতন অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা খুব জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৪শে জুন শনিবার নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ রেজিষ্টার্ড অফিসে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশিদারদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় মিঃ এস সি মিত্র ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিচালক বোর্ডের রিপোর্ট ও লাভ লোকসানের হিসাব সহ কার্য্য বিবরণী এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া সভায় ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের সুদক্ষ পরিচালনা ও সতর্ক কার্য্য-নীতির ফলে আজ ব্যাঙ্কটির যে আশাতীতরূপ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য ব্যাঙ্কের অংশিদারগণ মিঃ দালালকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম গত ১৯৩৯ সালের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সি-ওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন; 'হিন্দুস্থানের' বর্ত্তমান সাফল্যের মূলে এই কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এন দত্তের কৃতকার্য্যতাই নিহিত রহিয়াছে। সেজন্য আমরা মিঃ দত্তকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

৫২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটটি এবার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে নানা শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠার সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রচার ও বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া অন্য নানা দিক দিয়াও ঐ রকম সেলসম্যানশিপের লাভজনক ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি দেশের যুবক সাধারণকে সেলসম্যানশিপ সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া জীবিকার্জ্জন বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন ইহা খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। গত বৎসর অনেক যুবক ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং ঐরূপ শিক্ষালাভান্তর নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া নিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রের সমক্ষে জীবিকার্জ্জনের পক্ষে সহায়ক ব্যবহারিক শিক্ষালাভের প্রশ্নও দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় ছাত্রগণ যদি উক্ত সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ভর্ত্তি হইয়া নূতন কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করেন তবে সঙ্গত কার্য্যই করা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও মিঃ এস রায়ের পরিচালনাধীনে প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য প্রশংসনীয়ভাবে সম্পাদিত হইতেছে। ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করিতেছেন। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে ছাত্র সাধারণ ও তাহাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

অদ্য ৩রা জুলাই ১৩।২নং রসা রোড, কলিকাতায় ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি নূতন শাখা অফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। ইতিমধ্যে বনগাঁ, বরিশাল, যশোহর, রাণীগঞ্জ এবং কাটোয়ায় উক্ত ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ অমল রায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মুনীন্দ্র কটন মিলস্ লিঃ

গত ২৫শে জুন কাশীমবাজারে মুনীন্দ্র কটন মিলস্ লিমিটেডের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি মিলের ভিত্তি প্রোথিত করেন। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রাজা কমলারঞ্জন রায়, লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুরের সাব্ ডিভিসন্যাল অফিসার রায় এস এন সিংহ বাহাদুর, মিঃ অম্বিকাচরণ রায়, মিঃ বিশ্বনাথরায়, মিঃ অনিল চন্দ্র দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সহিত সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনের ইতিহাস বিবৃত করেন। মুনীন্দ্র কটন মিলস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের অংশিদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি মিলের ভিত্তি স্থাপন করিতে উঠিয়া দেশবরেণ্য স্বর্গীয় মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। তাহা ছাড়া তিনি বর্ত্তমান মিলটি সুপরিচালনা বিষয়ে কতকগুলি সময়োচিত উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর সমাগত পাঁচশত অতিথিকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন কোং লিঃ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়। আলোচ্য বর্ষে কাজ চালাইয়া কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ৯৮০ পাউণ্ড লাভ হয়। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের জের ২০ হাজার ১৬৭ পাউণ্ড যোগ করিয়া মোট বণ্টনযোগ্য লাভ দাঁড়ায় ৬৫ হাজার ১৪৭ পাউণ্ড। উহা হইতে ডিবেঞ্চার পরিশোধ তহবিলে ৩ হাজার ৫০০ পাউণ্ড, ট্যাক্স বাবদ ১০ হাজার পাউণ্ড, এ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৫ ভাগ হারে লভ্যাংশ ও অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ৩ ভাগ হারে লভ্যাংশ বাবদ যথাক্রমে ১২ হাজার ২০২ পাউণ্ড ও ১৯ হাজার ৬৬৭ পাউণ্ড নিয়োগ করা এবং ১৯ হাজার ৭৭৮ পাউণ্ড আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে।

বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের একত্রিংশ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে কোম্পানী ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

ইকুইটী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একীভূত হইয়াছে। অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোম্পানী উক্ত কোম্পানীর ৩ লক্ষ টাকা পরিমাণ চলতি বীমা, ২৫ হাজার টাকা মূল্যের সরকারী সিকি[redacted] ১০ হাজার টাকা মূল্যের অন্য সম্পত্তি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

কোম্পানীর কার্য্য প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড আফিস বাঁকুড়া হইতে ২নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস—ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম কানপুর ও গৌহাটীতে নবজীবন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর যে সাব আফিস ছিল সম্প্রতি তাহা শাখা আফিসে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। মিঃ দীপচাঁদ গুপ্ত ও মিঃ ছবিশ দাস আগরওয়ালা যথাক্রমে কানপুর ও গৌহাটী শাখার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া এসোসিয়েটেড্ ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা ১৪ নং ক্লাইভষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েটেড্ ব্যাঙ্ক লিঃ এর গত ১৯শে জুন নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সোনারপুরে ও গত ২৯শে তারিখে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাজাপ্তিতে দুইটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে এই দুই স্থানেই স্থানীয় ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী মহাজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাগম হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের ডেপুটি চেয়ারম্যান চাঁদপুরের সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী মিঃ মণিনাল হক চৌধুরী শাখা আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি নীতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সুদূরপল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীতার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার মিঃ এন্, এন্, সিংহরায় উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ --ডিরেক্টর মিঃ নীহার রঞ্জন ব্যানার্জ্জি। কাঁচের দ্রব্য নির্ম্মাণের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২।২৪ বি কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ন্যাশনেল ক্রেডিট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন এন সরকার। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৫ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ—কলিকাতা।

ভুতরিয়া ব্রাদাস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লালচাঁদ ভুতরিয়া। ব্যবসা—কৃষিজাত ও খনিজ পণ্য মজুত ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

বেঙ্গল জুট ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুরপতি মুখার্জ্জি। সর্ব্বশ্রেণীর পাটের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

মত ও পথ

আমেরিকায় প্রভূত স্বর্ণ আমদানীর কারণ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চালান হইতেছে। আর তাহার ফলে আমেরিকায় স্বর্ণের বিশেষ প্রাচুর্য্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় আমেরিকার সিনেট সভার অন্যতম সদস্য মিঃ ওয়াগনার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বর্ণনীতি ও আমেরিকায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমদানী হওয়ার কারণ জানিতে চাহিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সেক্রেটারী মিঃ মরগেনথুর নিকট কতকগুলি প্রশ্ন প্রেরণ করেন।* মিঃ মরগেনথু ও সেমস্তের একটি বিশদ জবাব প্রদান করেন (লণ্ডনের 'ব্যাঙ্কার' নামক মাসিকপত্র। জুন সংখ্যা) ঐ—জবাবে আমেরিকায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমদানীর কারণ সম্বন্ধে সেক্রেটারী বলেন—গত কয়েক বৎসর যাবৎ ডলারের চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলেই আমেরিকায় স্বর্ণের চালান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডলারের চাহিদা বৃদ্ধির মূলে আবার আমেরিকায় বিস্তর পরিমাণে মূলধন আমদানীর কারণই নিহিত রহিয়াছে। কাজেই ঐরূপ বেশী মূলধন চালান হওয়ার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই আমেরিকায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমদানীর প্রকৃত হেতু বুঝা যাইবে। যেসব কারণে আমেরিকায় বিদেশ হইতে প্রভূত মূলধন চালান হইতেছে তাহা এই :—(১) আমেরিকার যে সব লোক পূর্ব্বে বিদেশে অর্থ দাদন করিয়াছিলেন কতিপয় বৎসর যাবৎ একদিকে অধিকতর নিরপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও অপরদিকে আমেরিকায় লাভজনকভাবে অর্থ খাটাইবার সুবিধা দেখিয়া তাহারা ঐ অর্থ দেশে ফিরাইয়া আনিতেছেন। (২) আমেরিকায় অর্থ রাখা অধিকতর নিরাপদ এবং এদেশে অর্থ খাটান লাভজনক মনে করিয়া অনেক বিদেশীও কয়েক বৎসর যাবৎ অধিক পরিমাণে মূলধন আমেরিকায় চালান করিতেছেন। (৩) গত কতিপয় বৎসর মধ্যে বিশেষ করিয়া ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে বিদেশে আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসারিত হইয়াছে। (৪) রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ কোন কোন দেশে সাধারণ সম্পত্তি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত হওয়ার এবং মুদ্রা প্রসারণ নীতির ফলে ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাওয়ায় প্রভূত মূলধন আমেরিকায় চালান হইতেছে। (৫) অন্যান্য দেশের অনেক ব্যবসায়ী ডলারের তুলনায় ঐসব দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইলে বিনিময় কারবারে মুনাফা পাওয়া যাইবে আশায়ও আমেরিকায় মূলধন চালান করিয়াছেন।

শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (ন্যাশনেল প্লেনিং কমিটির) অন্যতম সদস্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ভারতে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি বহু তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এ দেশবাসীদের গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৬০ টাকা। ইহার মধ্যে ধনীসম্প্রদায়কে বাদ দিলে গ্রামবাসীদের জনপ্রতি আয় গড়ে ৩০।৩৫ টাকার বেশী নহে। কিন্তু ৬৫ টাকা আয় ধরিলেও তাহা ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় ১০ হইতে ২০ গুণ কম। আমাদের দেশের শতকরা ৭০জন লোক কৃষিকার্য্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাই আমাদের দৈন্যের মূল কারণ। অবশিষ্ট ৩০ জনের মধ্যে শতকরা ১৯ জন জমিদার, মহাজন প্রভৃতির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কেবল শতকরা ১১ জন লোক শিল্প বা অন্যান্য উপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। স্যার বিশ্বেশ্বরায়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মোট ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা জাতীয় আয়ের মধ্যে ২ হাজার কোটি টাকাই কৃষি হইতে সম্ভবপর হইয়া থাকে। শিল্প দ্বারা মাত্র ১০০ কোটি টাকা আয় হয়। এই অবস্থায় দশ বৎসরের মধ্যে এ দেশের জাতীয় আয় যাহাতে দ্বিগুণ হয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতি বিষয়েই গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। ইহার ফলে শতকরা আরও ২০ জন লোককে শিল্পে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের কার্য্য

অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার হেতু ও তাহার কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া এক বেতার বক্তৃতায় বলেন—আধুনিককালে প্রত্যেক উন্নত ও সুসভ্য দেশেই একটি করিয়া রিজার্ভ বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের সরকারী তহবিল উহাতেই গচ্ছিত রাখা হয়। গভর্ণমেণ্টের যখন ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহার ব্যবস্থাও ইহারাই করিয়া থাকে। দেশের স্বর্ণ তহবিল ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল উহাদের নিকটই গচ্ছিত থাকে। ইহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কোন টাকা আমানত বা গচ্ছিত রাখে না। পণ্যের মূল্য, বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার, দেশের আর্থিক প্রয়োজন ও বাণিজ্যের গতি প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজন মত অর্থের পরিমাণ বাড়ানো কমানো এই কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য। কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট বা দাদন সঙ্গত পরিমাণে না দেওয়ায় সমাজের আর্থিক প্রয়োজন যথোচিতভাবে মিটিতে পারিতেছে না এবং তদ্দরুণ অর্থাভাবে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইতেছে ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে তাহা হইলে ইহা তখনই বাজারে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটি ক্রয় করিতে সুরু করিবে। ইহার ফলে বাজারে নূতন অর্থের আমদানী হইবে এবং তাহা যৌথ ব্যাঙ্কগুলির হিসাবে জমা হইয়া ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল বৃদ্ধি করিবে। তখন দাদন দিবার পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির আর কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে অন্যান্য ব্যাঙ্ক ক্রেডিট বা দাদন দ্বারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজেদের জন্যও বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, তাহা হইলে ইহা একধার হইতে কোম্পানীর কাগজ, ট্রেজারী বিল, শেয়ার ও সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে সুরু করিবে এবং তখন এইসব সিকিউরিটি ক্রয় করিবার জন্য জনসাধারণ তাহাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আরম্ভ করিবে। ফলে ক্রেডিটমূলে বাজারে যে অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি হইয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল তাহা প্রতিহত হইবে।

কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমাধি

বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের (বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্ট) বিধান অনুযায়ী ঋণ সালিশী বোর্ড সমূহ স্থাপিত হইয়া যেভাবে জবরদস্তিমূলক নীতিতে ঋণ শোধনের কার্য্য চাইতেছে তাহাতে দেশের পল্লীঅঞ্চলে কৃষিঋণ ব্যবস্থার ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি মিদনাপুর জেমিণ্ডারী কোম্পানীর বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যান মিঃ জে এইচ এস রিচার্ডসন তাঁহার অভিভাষণে এই শোচনীয় অবস্থার দিকে সকলের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গত ১৭ই তারিখের 'ষ্টেটসম্যান' পত্র মিঃ রিচার্ডসনের ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্টের বিধিব্যবস্থা যে খুবই অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এ অভিযোগ বর্ত্তমানে অনেকেই করিতেছেন। প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী ব্যবস্থার মত এই আইনও দেশের খাতকদের ভিতর এরূপ একটা ধারণা সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে যে, পরিশোধ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব না লইয়া তাঁহারা যথা ইচ্ছা ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। যদি এরূপ ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়াইতে থাকে তবে এ প্রদেশের অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ শিথিল হইয়া পড়িবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্টটি সমুচিৎভাবে সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু দেশের কৃষকদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে মন্ত্রীসভা সে বিষয়ে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছেন না তাহা দুঃখের বিষয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৩০শে জুন

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে সে স্বচ্ছলতার ভাব আরও বেশী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ সপ্তাহে বাজারে কল টাকার বার্ষিক সুদের হার শতকরা আট আনা দাঁড়াইয়াছিল। শতকরা চারি আনা সুদেও কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রচুর টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন দিক দিয়া লাভজনকভাবে তাহা খাটাইবার সুবিধা হইতেছে না। অল্প সুদের হার বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ-প্রদাতার তুলনায় ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বেশী দেখা যাইতেছে। এ সপ্তাহে টাকার বাজারে অধিকতর স্বচ্ছলতা আসিবার মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ গত কতিপয় সপ্তাহ যাবৎ বাজারে ৩ মাসের মিয়াদী মোট দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার বিক্রয় হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আগামী সপ্তাহের জন্য তৎস্থলে দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। উহার ফলে ট্রেজারী বিল বাবদ টাকার চাহিদা কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ এ সপ্তাহে রূপার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় টাকার বাজারও নামিয়া আসিয়াছে।

গত ২৭শে জুন ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ৩৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাজারে ট্রেজারী বিলের সুদের হার হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ সপ্তাহে সে বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/৯ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ৮/৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ৭ঠা জুলাইয়ের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই জুলাই ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে ১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধযোগ্য সরকারী ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৫ই জুলাই হইতে উক্ত ঋণের উপর আর সুদ দেওয়া হইবে না। পাবলিক ডেট অফিসগুলিতেও ট্রেজারীতে উক্ত ঋণপত্র সমূহ আগামী ৭ই জুলাই তারিখ হইতে গ্রহণ করা হইবে। বর্ত্তমানে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতা চলিতেছে। ঐ ঋণ পরিশোধ বাবদ বাজারে যে টাকা ফিরিয়া আসিতেছে তাহা ঐ স্বচ্ছলতাই বৃদ্ধি করিবে। নূতন ঋণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন বিজ্ঞপ্তি বাহির করিতেছে না। নূতন ঋণ কবে পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার সুদের হার কি দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে বাজারে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৩শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৪৫ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ কোটী ৪৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে ৮ কোটী ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ১০ কোটী ৭৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও ১৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার দাঁড়াইয়াছে।

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৮ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৭
মার্ক	,,	৮৬ ৩/৪
গিলডার	,,	৬৫ ১/৪
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭।০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৶০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬.৭৪
ষ্টার্লিং-ডলার হার	,,	৪.৬৩

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে জুন

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একান্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে জটিলতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল, এ সপ্তাহে তাহা হ্রাস পায় নাই বরং কোন কোন দিক দিয়া তাহা আরও আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে জাপানী সৈন্য তিয়েনেসিন বন্দর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। চীনের সোয়াতো বন্দর হইতে বিদেশী যুদ্ধ জাহাজগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য জাপ নৌ-বাহিনী চরম পত্র প্রেরণ করিয়াছে। বৃটিশ সরকারের চেষ্টা সত্বেও তিয়েনেসিনের অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইতেছে না। এই অবস্থায় সুদূর প্রাচ্যে একটা গোলযোগ বাঁধিয়া যাওয়ার আশঙ্কা সকল দিক দিয়াই দেখা যাইতেছে। এদিকে ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কেও জটিলতা খুব পাকিয়া উঠিতেছে। রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যে চুক্তির আলোচনা চলিতেছে তাহার কোন প্রকার সুফল সম্বন্ধে এখন অনেকেই বড় একটা আশা করেন না। ডানজিগ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নূতন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। জার্ম্মান সৈন্য অধিক সংখ্যায় ঐ সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর এই খবর পাইয়া পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড বিশেষভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পূর্ব্বেই পোলাণ্ডকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; এখন সেই প্রতিশ্রুতির কথা তাহারা জার্ম্মানীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে জার্ম্মানী যদি ডানজিগ আক্রমণ করিয়া বসে তবে তাহা কেন্দ্র করিয়া ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইতে বিলম্ব হইবে না। এই গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত স্থানের শেয়ার বাজারেই মন্দা সূচিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে স্বভাবতঃই কলিকাতার শেয়ার বাজারেও নিরুৎসাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

রাজনীতিক অবস্থার জটিলতার দরুণ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপ্তাহে কতক পরিমাণে দেখা গিয়াছে। লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দামের হার সন্তোষজনক নহে। কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে সকল দিক দিয়াই মন্দার ভাব প্রত্যক্ষ হইয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা যাওয়াতেই অনেকে কোম্পানীর কাগজের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। প্রকৃতপক্ষে কোন যুদ্ধ বাধিয়া গেলে কোম্পানীর কাগজের দাম খুবই নামিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। অদ্য বাজারে ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৪৮৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি কয়লা কোম্পানী অল্প হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়া বাজারে একটা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে দামের একটা নিম্নগতি দেখা যাইতেছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩০২ টাকা, ইকুইটেবল ৩০ টাকা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

গত সপ্তাহে পাটকল বিভাগে একটু উৎসাহ তৎপরতা দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে পুনরায় ঐ বিভাগে বিকিকিনি বিষয়ে একটা মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। দামের হারও কতক পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। থলে ও চটের বাজারের মন্দাই উহার কারণ। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন চটের উৎপাদন সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছিল উহার ফলে বিদেশের বাজারে চটের চাহিদা অবিলম্বেই বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই আশা ফলবতী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। স্থানীয় পাটকলগুলিতে বিক্রয়যোগ্য মজুত পাটের পরিমাণ খুব বেশী। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই থলে ও চটের বাজারে খুব নিরুৎসাহভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৩৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির ভিতর ইণ্ডিয়ার আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহের শেষ দিকে বেশ নিম্ন দেখা গিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে সঙ্ঘর্ষ বাঁধিয়া গেলে ভারতবর্ষ হইতে ঢালাই লোহা রপ্তানী সম্বন্ধে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী সম্বন্ধে আস্থার অভাব লক্ষিত হইতেছে। অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৩॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৩শে জুন ৮৫॥৴ ২৯শে জুন ৮৫।০, ৮৫৸৵

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৩শে জুন ৯৫॥৵ ৯৫॥⁄, ৯৫॥৵; ২৪শে জুন ৯৫।৵, ৯৫॥৵৬, ৯৫৸৴, ৯৫৸০, ২৬শে জুন ৯৫৸০, ৯৫৸৴, ৯৫৸৵, ৯৫৸৶ ৯৬৲, ৯৬৴, ৯৬৴৬, ৯৫৸৶ ২৭শে জুন, ৯৫৸৵, ৯৫৸৴, ৯৫৸⁄, ৯৫৸৴; ২৮শে জুন ৯৬৵৬ পাই, ৯৫৸৵ ৯৫৸⁄; ২৯শে জুন ৯৫॥৴, ৯৫॥৵৬, ৯৫॥⁄৬, ৯৫॥৵ ৯৫॥⁄, ৯৫॥০ ৯৫॥৴, ৯৫।৶, ৯৫॥০, ৯৫।৵

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৪শে জুন ১০৩॥০ ১০৩॥৵, ২৭শে জুন—১০৩॥০ ১০৩॥৴, ২৯শে জুন—১০৩।৴ ১০৩।০

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৪শে জুন ১১০।০; ২৬শে জুন ১১০৵ ২৮শে জুন ১১০৲

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে জুন ১১৩॥০ ১১৩॥৵ ১১২৸০ ২৭শে জুন ১১৩॥০ ১১৩।৶

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৯শে জুন ৯৮॥৵

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে জুন ৯৭॥০ ৯৭॥৴

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ২৯শে জুন ১০২।৴ ১০২।৶

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২৩শে জুন ১১০৲ ১০৯৸ ১১০৲ ১১১৲, ২৪শে জুন ১১১৲ ১১০৲, ২৬শে জুন ১১০৲ ১১১৲ ১১০॥, ২৭শে জুন ১১০৲, ২৮শে জুন ১১০৲ ১১১৲ ২৯শে জুন ১১১। ১১০৲ ১১১৲, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—২৩শে জুন (সঃ আদায়ী) ১,৫৩০৲ ১,৫৩৮৲, ২৪শে জুন (কণ্টি) ৩৭৮৲ ৩৮০৲ ৩৭৯৲ ৩৮১৲ ২৯শে জুন (সঃ আদায়ী) ১,৫৩৫৲, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২৬শে জুন ৩৪৵, ২৭শে জুন ৩৩॥ ৩৩৸ ৩৪। ৩৩॥০

ডিবেঞ্চার

৫৲ স্থদের কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯২৭-৫৭-৮৭) ২৩শে জুন ১১২৸ ৩৲ স্থদের কলিকাতা মিউনিসিপেল ডিবেঃ ২৩শে জুন-৯৮। ; ৩। স্থদের হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ (১৯৫৬-৬৬) ১০০॥০

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল ২৬শে ৩॥০ ২৯শে জুন ৩।৵। মুইর মিলস ২৬শে জুন (অডি) ২০৭৲ ২০৮॥০ কেশোরাম ২৯শে জুন ৫৸০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২৬শে জুন (অডি) ৸৴০ ২৭শে জুন (অডি) ॥৵ (প্রেফ) ৩৸০ ; ২৯শে জুন ৸০।

রেলপথ

হাওড়া আমতা রেলওয়ে-২৬শে জুন ১০৭৲ দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ২৭শে জুন ৫৭৲ হাওড়া শিয়াখালা রেলওয়ে ২৬শে জুন ৬৮॥০ চাঁপার মুখ সিলঘাট ২৪শে জুন ৮৯৲ ৯০৲ সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ২৬শে জুন ১০১ তেজপুর-বালিপাড়া ট্রামওয়েজ ২৬শে জুন (প্রেফ) ৫৯৲ ২৮শে জুন (প্রেফ) ৫৯৲।

কয়লার খনি

বোখারো রামগড়—২৩শে জুন ১২৸৵০ বরাকর—২৩শে জুন (প্রেফ) ১৩৭৲ ২৪শে জুন ১১৸৵০ ১২৵০ ২৬শে জুন ১১৸৵০ ইষ্টইণ্ডিয়ান—২৩শে জুন ১৯।৵০ ১৯৸০ সুসিক ও মুশ্লিয়া—২৩শে জুন ২১০ ২১৵০ হরিলাদী—২৩শে জুন ১১॥০ ১১৸০ ২৯শে জুন ১১।৴০ এ্যামালগামেটেড—২৪শে জুন ২২॥০ ২৯শে জুন ২৩৲ ভুলান বাড়ী—২৪শে জুন ৬॥০ ইকুইটেবল—২৪শে জুন ৩০। ২৬শে জুন ৩০।০ ২৯শে জুন ৩০৸০ বেঙ্গল—২৬শে জুন ৩০০৲ ৩০২৲ ৩০৪৲ ২৭শে জুন ৩০৫৲ ; ২৯শে জুন ৩০১৲ ৩০৩৲ ৩০২৲ ৩০৩॥০ বড়ধেমো—২৬শে জুন সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দা—২৬শে জুন ১০।৵০ খাস কাজোরা—২৬শে জুন (প্রেফ) ৯৸৵০ ১০৵০ ৯৸৶০ ১০৶০ ২৭শে জুন (প্রেফ) ১০৲ ওয়েষ্ট জামুরিয়া—২৬৸০ ভালগোরা—২৭শে জুন ৩৸৵০ জয়ন্তী সেণ্ট্রাল—২৭শে জুন ১।০ ২৮শে জুন ১।৴০ ১।৶০ সিয়ার শোল—২৭শে জুন ৪৲ ৪৵০ আলদি—২৯শে জুন ৩৲ নিউবীরভূম—২৯শে জুন ১৬৵০ ১৬।০ ধেমো মেইন—২৯শে জুন ১১॥৶০ সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল—২৯শে জুন ॥০ ॥৴০ ॥৵০ শামলা—২৯শে জুন ১৴০ ১৶০

পাট কল

বরানগর ২৩শে জুন ১৫৫৲ ২৪শে জুন (প্রেফ) ৫৬৲ ৫৭৲ ২৮শে জুন ১৫৩॥ ২৯শে জুন ১৫২৲ বজবজ ২৩শে জুন ২৬৪৲ ২৭শে জুন ২৬৩৲ ক্লাইভ ২৩শে জুন ২৫।৵ হাওড়া ২৩শে জুন ৫৪॥৴ ৫৪॥৵ ২৪শে জুন ৫৪৸৴ ২৬শে জুন ৫৪৸০ ৫৪॥৴ ২৭শে জুন ৫৪॥৵ ৫৪॥ ৫৪।৵ ২৮শে জুন ৫৪।৵ ২৯শে জুন ৫৪।৵ ৫৪৲ ৫৪৵ হুকুমচাঁদ ২৩শে জুন (অডি) ২৪শে জুন ৫। ২৬শে জুন (প্রেফ) ৬৩৲ ২৭শে জুন ৪৸৵ ৫৲ ৪৸৴ ৪৸৶ ২৯শে জুন (প্রেফ) ৬২॥ কেলভিন ২৩শে জুন (প্রেফ) ১৪৭৲ আদমজী ২৪শে জুন ১০৸ ১১৲ ১১। অকল্যাণ্ড ২৪শে জুন ১৭২॥ বালী ২৪শে জুন ১৯৬৲ ২৭শে জুন ১৯৪॥ ২৮শে জুন ১৯৮৲ ২৯শে জুন ১৯১॥ ডালহৌসী ২৪শে জুন ৩১১৲ কামার হাটী ২৪শে জুন ৪৯৩৲ ৪৯৪৲ ২৬শে জুন ৪৯৯॥ ৪৯৩৲ ২৭শে জুন ৪৯৩৲ ৪৯১৲ ২৯শে জুন ৪৮৪৲ ৪৮৭॥ ৪৯০৲ ৪৮৯॥ ৪৮৭৲ কাঁকনারা ২৪শে জুন ৩৮৬৲ ২৬শে জুন ৩৯০৲ ২৯শে জুন (প্রেফ) ১৩৬৲ ১৩৭৲ নিউসেণ্ট্রাল ২৪শে জুন ২৯০৲ ২৬শে জুন এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—২৭শে জুন ৩৩০৲, ২৮শে জুন (প্রেফ) ১৪৫৲, ২৯শে জুন ৩১৮৲ (প্রেফ) ১৪৬৲ ১৪৭৲, এম্পায়ার—২৭শে জুন ২৫।০, ২৯শে জুন ২৩৸০ ; হুগলী—২৭শে জুন (প্রেফ) ১৬॥০, ২৯শে জুন (প্রেফ) ১৬৸০ ১৬৸৵ ১৭৲ ১৬৸৶ ; ন্যাশনাল ২৭শে জুন ২২৵ ২২।৵, ওরিয়েণ্ট—২৭শে জুন ১৮১৲ ১৮২৲ ১৮০৲ ; প্রেসিডেন্সী—২৭শে জুন ৩॥৵ ৩৸০ ; রিলায়ান্স—২৭শে জুন ৫৭॥০, ২৯শে জুন ৫৭৲, ষ্ট্যাণ্ডার্ড—২৭শে জুন ২৬২॥০ ; গৌরীপুর—২৯শে জুন ৫৪৫৲ ; খরদহ—২৯শে জুন (প্রেফ) ১৩২ ১৩৩৲।

খনি

বর্ম্মাকর্পোরেশন ২৩শে [redacted] ২৪শে জুন ৫॥৵ ৫॥৴ ২৬শে জুন ৫॥৵ ৫॥৴ ৫॥০ ৫॥৴০ ৫৸৴ ২৭শে জুন ৫॥৵ ৫॥৴ ৫৸৴ ৫॥৵ ৫॥৴ ২৮শে জুন ৫॥০ ৫৸০ ৫।৵ ৫।৶ ৫॥৴ ৫৸৴ ৫।৵ ২৯শে জুন ৫।৴ ৫॥৴ ৫।৵ ৫॥০ ৫।০ ৫।৴ ইণ্ডিয়ানকপার ২৩শে জুন ১॥৵ ২৪শে জুন ১॥৵ ২৬শে জুন ১॥৶ ১৸৴ ১৸ ১॥৶ ১॥৶ ১৸৴ ১॥৵ ২৭শে জুন ১॥৵ ১॥৴ ১॥৵ ২৯শে জুন ১॥৵ ১৸০ ১॥৶ ১॥৵ টেভয় টীন ২৭শে জুন ১৵০ ১।০ রোডেসিয়া কপার ২৯শে জুন ১।৴।

ইলেকৃট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ২৩শে জুন (প্রেফ) ১৩।৶ ১৩। ২৮শে জুন (অডি) ৯৮৵ ১৭৸০ ২৫শে জুন (অডি) ১৭॥ ১৭॥৶ ১৭॥৵ ১৮৲ ১৮৴ জব্বলপুর ইলেকৃট্রিক ২৪শে জুন ১১॥০ মথুরা ইলেকৃট্রিক ২৪শে জুন ৮৸০ বেনারেস ইলেকৃট্রিক ২৬শে জুন ১২॥০ ইউ, পি, ইলেকৃট্রিক ২৬শে জুন ১৬১৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ২৬শে জুন (অডি) ১২৲ ১১৸৵ ২৭শে জুন (প্রেফ) ৯৫॥০ ৯৬॥০ ২৮শে (অডি) ১১৸০ (প্রেফ) ৩॥০ ২৯শে জুন (অডি) ১২৲ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲ ৯৫॥০ এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট ২৬শে জুন ১৩৪৸০ বেঙ্গল পটারিজ ২৬শে জুন ৬৵ ২৭শে জুন ৬৲ ৬।০ ৬।৵।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এণ্ড কোং ২৪শে জুন ২৬৫৲ ২৬৬৷৷০ ২৯শে জুন (অর্ডি) ২৬৫৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২৩শে জুন ২৫৲ ২৫৴ ২৫/ ২৪শে জুন ২৫৴ ২৫।৶ ২৫৶ ২৬শে জুন ২৫৶ ২৫।/ ২৫৲ ২৫/ ২৭শে জুন ২৪৸৶ ২৫৲ ২৮শে জুন ২৫৲ ২৪৸৶ ২৯শে জুন ২৪৸৵ ২৫৴ ২৪৷৷৴ ২৪৸৵ ২৪।৴০। ষ্টিল কর্পোরেশন ২৩শে জুন ১২৸/ ১২৸৵ ১৩/ ১২৸/ ২৪শে জুন ১২৸৵ ১৩৴ ১২৸৶ ১৩৲ ১২৸/ (প্রেফ) ৯৩৷৷০ ৯৫৲ ২৬শে জুন (অর্ডি) ১২৸৵ ১৩৴ ১৩/ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲ ২৭শে জুন (অর্ডি) ১২৸/ ১৩/ ১২৸৵ ১৩৴ ১২৸/ (প্রেফ) ৯৫৲ ২৮শে জুন ১২৸৵ ১৩৲ ১৩৲ ১২৸৵ ২৯শে জুন ১২৸/ ১২৸০ ১৩৲ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲ হুকুমচাঁদ ষ্টিল ২৪ জুন ৫৸৵ ২৭শে জুন (অর্ডি) ৫৸৵ ৫৸৶ ৬৲ (প্রেফ) ১৴ ১।০। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ২৪শে জুন (অর্ডি) ৩।০ ২৬শে (অর্ডি) ৩৲ ৩৴। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং ২৬শে জুন (অর্ডি) ৭৴ (প্রেফ) ২।৴। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২৭শে জুন ৪৶ ২৯শে জুন ৪৴।

চিনির কল

রেজা—২৩শে জুন ১১৷৷০ ২৬শে জুন ১১৷৷০। সমস্তিপুর ২৩শে জুন ৪৸৶ ২৪শে জুন ৪৸৵৫। কেরু এ্যাণ্ড কোং ২৪শে জুন ৯৷৷০ ৯৸০ ২৭শে জুন (অর্ডি) ৯।৶ ৯৷৷৶। বলরামপুর ২৭শে জুন ৭৸০ ২৯শে জুন (অর্ডি) ৯৸০। সাউথ বিহার ২৭শে জুন (অর্ডি) ১৯৷৷০ ২৯শে জুন ৫।০ ৫৷৷০। বুল্যাণ্ড ২৮শে জুন ১১৸০ ১২৲ ২৯শে জুন ১২৲।

চা বাগান

মুরফুলানী ২২শে জুন (প্রেফার্ড অর্ডি) ৬৲ ৬।০ পুসিম্বিং ২৩শে জুন (প্রেফ) ৯২৷৷০ ৯৩৷৷০। দোরাচেরা ২৬শে জুন ৮৷৷০ ৮৸০। সাপয় ২৬শে জুন ৭৸৵ ৭৷৷/ ২৭শে জুন ৮৲ ৮।০। তিনআলী ২৬শে জুন ১০৸০ ১১৲। তেজপুর ২৬শে জুন ৫৸০ ৬৲ ২৭শে জুন ৫৷৷৴ ৫৸০ ৬৲। নিউ ডুয়ার্স ২৭শে জুন (প্রেফ) ১৪৫৲। দফলাগড় ২৮শে জুন ৯।৴ ৯৷৷০ ৯৸০। গঙ্গারাম ২৮শে জুন ৩৩২৲। মথোলা ২৮শে জুন (কন্টি) ৩৩৫৲ বড়দুয়ার টি ও টিম্বার ২৯শে জুন ১৸৴ ২৲ বেতেলী ২৯শে জুন ৪৴০ হাঁসিমারা ২৯শে জুন ৩৫৸০ ৩৬৲ ৩৬।০। রূপচেড়া। ২৯শে জুন ৪৷৷০ ৪৷৷৴.

বিবিধ

এসোসিয়েটেড্ হোটেলস ২৩শে জুন ১।/-১।৶; ২৪শে জুন ১।৴ ২৮শে জুন ১।/০ ১।৶; বৃটিশ সিংহল কর্পোরেসন ২৩শে জুন ৫৸০; বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২৩শে ৩৸/০ ৩৸৶০ ২৪শে জুন ৪৲ ২৬শে জুন ৩৸৶০ ২৭শে জুন ৩৸০ ৩৸৵০, টিটাগড় পেপার ২৩শে জুন (প্রেফার্ড অর্ডি) ৪৸৵০, ৪/০, ২৪শে জুন (২য় প্রেফ) ১০৫৷৷০ ১০৭৲ ('এ' অর্ডি) ১২।৵০ ২৭শে জুন ('এ' অর্ডি') ১২।৵০ ১২৷৷৵০ ওরিয়েণ্ট পেপার ২৬শে জুন (প্রেফ) ৭৯৲ ৮০৲ ২৮শে জুন (অর্ডি) ৫৷৷০ ৫৸০ বেঙ্গল পেপার—২৭শে জুন (প্রেফ) ৭৫৲ ডানলপ রবার ২৬শে জুন (অর্ডি) ১৬৲ ১৬।০ (২য় গ্রেড) ১০২৷৷০ ১০৩৷৷ ২৯শে (অর্ডি) ১০৬।০ (২য় প্রেফ) ১০৩৷৷০ মূলা অয়েল ২৬শে জুন ১৶০ মেদিনীপুর জমিদারী ২৬শে জুন ৫৮৲ ৫৯৷৷০ ২৯শে জুন ৬০৷৷০ ররুয়া টিম্বার ২৬শে জুন ১৩৲ ১৩।০ ১৩৴০ ১৩৵০ ২৮শে জুন ১৩৲ ১৩।০ কলিকাতা ল্যাণ্ডিং এ্যাণ্ড সিপিং ২৬শে জুন ১৪৷৷০ ২৯শে জুন ১৪৷৷০ ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট্ ২৭শে জুন ৬৸০ ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টস ২৮শে জুন ২১৸০ ২১৸৵০ ২২৶০ ২২।৴ ২২।৶০ ২২৷৷০ ২২৷৷/০ ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন ২৮শে জুন (অর্ডি) ৯৩৷৷০ কলিকাতা ট্রামওয়েজ, ২৯শে জুন (অর্ডি) ১৬ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ ২৯শে জুন (প্রেফার্ড অর্ডি) ৯।০ কালিমপঙ্গ রোপওয়ে ২৯শে জুন ১০৲ টাকা।

পাটের বাজার

কলিকাতা ৩০শে জুন

কলিকাতার ফাটকা বাজারে এসপ্তাহে পাটের দরের একটা নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৪শে জুন যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চে ৪২৷৷৴ আনা হারে নূতন পাটের বিকিকিনি হইয়াছিল। ২৮শে জুন ঐ হার কমিয়া ৪১৷৷ আনা হয়। অদ্য ফাটকা বাজারে পাটের দরের সর্ব্বোচ্চ হার ৩৯৸ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৬শে জুন	৪২৷৷৴	৪২।০	৪২।৴
২৭ „ „	৪২।৴	৪১৸০	৪১৸০
২৮ „ „	৪১৷৷০	৪০৷৷০	৪০৷৷৴
২৯ „ „	৪০৸০	৪০৷৷৴	৩৯৸৵
৩০ „ „	৪০৷৷৴	৩৯৸০	৩৯৸০

ফাটকা বাজারে নূতন পাটের দর কমিয়া যাওয়ার মূলে দুইটি কারণ লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রথমতঃ আগামী ফসল সম্বন্ধে নূতন মরশুম আরম্ভ হওয়ার সময়ে লোকের মনে যে আশঙ্কার ভাব জাগরূক দেখা গিয়াছিল এক্ষণে তাহা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। প্রথমদিকে বৃষ্টিপাতের অভাবে পাট বুনিতে কিছু বিলম্ব হইলেও শেষ পর্য্যন্ত এবৎসর ভালরূপ পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে। আর এক্ষণে বর্ত্তমানে আবহাওয়ায় পাটের দ্রুত বৃদ্ধিও সাধিত হইতেছে। অনেক স্থানে নিম্নভূমিতে পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর নদীর জল অতিরিক্তরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ অনেক অঞ্চলে পাট অপরিপক্ক অবস্থায় কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। অনেক স্থানে জলে ডুবিয়া পাট একেবারে নষ্টও হইয়া গিয়াছিল। আর তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত আবাদী জমির অনুপাতে কম পাট পাওয়া গিয়াছিল। এবার এখন পর্য্যন্ত কোন স্থানের নদ নদীতে জল প্লাবনের আশঙ্কাজনক সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। অপরিপক্ক অবস্থায় পাট কাটিয়া ফেলিবার কোন তাড়া না থাকায় পাটের সন্তোষজনক বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এই সমস্ত দৃষ্টে মনে হয় এবার দেরিতে পাট বুনার জন্য ফসল পাইতে কিছু বিলম্ব হইলেও শেষ পর্য্যন্ত নূতন পাটের ভালরূপ যোগানই পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ নূতন মরশুমে পাটের সম্ভাবিত চাহিদা তেমন বেশী কিছু দেখা যাইতেছে না

বলিয়াও পাটের দর নামিয়া আসিতেছে। স্থানীয় পাটকল গুলিতে বিক্রয়যোগ্য পাট অত্যধিক পরিমাণ মজুত রহিয়াছে। এই অবস্থায় ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসন পাটজল চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করায় এবার স্থানীয় কল সমূহে পাটের অপেক্ষাকৃত কম কাটতি হওয়ারই কথা। বিদেশের বাজারে গত বৎসর যে পরিমাণ পাট বিক্রয় হইয়াছে এবার তাহার তুলনায় বেশী পাট বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনাও কিছু দেখা যাইতেছেনা। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই ফাটকা বাজারে নূতন পাটের দরের হার হ্রাস পাইতেছে।

গত ২৪শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বলে হইতে মোট ১৩ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ে মফঃস্বল হইতে পাট আমদানী হইয়াছিল মোট ৮৭ হাজার বেল। গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ২৪শে জুন পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে মোট ৮৮ লক্ষ ৫২ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। এই অবস্থায় পুরাতন পাটের যোগান শেষ পর্য্যন্ত পুরা ৯০ লক্ষ বেলও হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে।

আলগা পাটের বাজারে পাটওয়ালারা এ সপ্তাহে পাট খরিদ বিষয়ে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখায় নাই। ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের হার কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ২৩শে জুন বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতিমণ ৮ টাকা। অদ্য বাজারে তাহা ৭৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই। ফলে দামের উল্লেখযোগ্য কমতি দেখা গিয়াছে। গত ২৩শে জুন বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল ৪৩ টাকা। অদ্য তাহা ৩৯৸০ আনা পর্য্যন্ত (সেপ্টেম্বর) নামিয়া গিয়াছে।

থলে ও চট

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ করার আশা করা গিয়াছিল। উহার ফলে বিদেশের বাজারে চট ও থলের চাহিদা বাড়িবে কিন্তু কার্য্যতঃ সে আশা ফলবতী হওয়ার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এই অবস্থায় স্বভাবতঃই চট ও থলের দাম এ সপ্তাহে পুনরায় নামিয়া গিয়াছে। গত ২৩শে জুন বাজারে ৯ পোটার চটের দর ৯৶৬ পাই ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১॥৴০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৯৲ টাকা ও ১১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে পৃথিবীর সমস্ত তুলার বাজারে একটা উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার তুলার রপ্তানী বানিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিবে আতঙ্কে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে তুলার মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত আতঙ্কের কারণ প্রকৃত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমেরিকার কংগ্রেস এইরূপ সরকারী সাহায্য মঞ্জুর অনুমোদন করিয়াছেন। তবে কি পরিমাণ অর্থ এই সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করা হইবে তৎসম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে। ১১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের শতকরা ৫০ ভাগ মঞ্জুরের প্রস্তাব সিনেট পুনরায় কনফারেন্স কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আমেরিকার তুলার মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় অপর পক্ষে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর উক্ত আতঙ্ক অনেক খানি কাটিয়া উঠিয়াছে। তবে আমেরিকার তুলা সম্পর্কে ঐরূপ সরকারী সাহায্যের বিস্তৃত সংবাদের জন্য সকলেই উদগ্রীব আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর তুলা সম্পর্কে যদি সমভাবে সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের ব্যবস্থা হয় তবে ভারতীয় তুলার বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

অপরদিকে ইঙ্গ-মার্কিন দ্রব্য বিনিময় চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। উহার ফলে ইংলণ্ড ৬০ হাজার গাঁইট তুলা লইবে এবং আমেরিকা তৎপরিবর্ত্তে ৮০ হাজার টন রবার লইবে। এই চুক্তির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার কিছু নাই কারণ এই ব্যবস্থায় এক স্থান হইতে অপরস্থানে মজুদ মালের স্থানান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। চুক্তির একটি সর্ত্ত এই যে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ না হইলে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত এই মাল ধরিয়া রাখিতে হইবে এবং বাজারে যাহাতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয় এইরূপ ভাবে উহা কাটৃতি করিতে হইবে।

বোম্বাইয়ের বাজারে বোরোচ জুলাই আগষ্টের মূল্য বাজার বন্ধের সময় ১৬০৸৵ দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৬৪৸ আনা ছিল। এপ্রিল মের মূল্য সমভাবেই ১৫৬৸৵ গিয়াছে। ওমরা জুলাইএর মূল্য ১৫৫॥০ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৬॥০ আনা ছিল। কিন্তু ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৪৩॥০ আনার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১৪৪।০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল জুলাইএর মূল্য ১২২৵ এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য ১১৯॥০ আনা দাঁড়ায়।

নিউ ইয়র্কের বাজারে তুলার মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া মিডলিং স্পট ৯·৮৬ সেণ্ট হইতে ৯·৯১ সেণ্ট হয়। জুলাই এর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৯·৩১ সেণ্ট স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ৯·৫১ সেণ্ট হয়। লিভার পুলের বাজারে মিডলিং স্পটের মূল্য ৫.৬৪ পেনী দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
জুন ২৩	১৬৩।৵	১৫৫৸৵	১২১৲
„ ২৪	১৬১৸০	১৫৫।০	১২১॥০
„ ২৬	১৬০৸৵	১৫৫।০	১২১॥০
„ ২৭	১৬০৸৵	১৫৮।৵	১২২৵
„ ২৮	১৬০৸০	১৫৫॥০	১২১॥০
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৫২৵	১৪০৲	১১৫৸৵
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২২৫।০	২১৭।০	১৮৭৵

কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব সমভাবেই বলবৎ ছিল। তুলার বাজারের মন্দা দেখা দিবার ফলে কাপড়ের বাজার আরও খারাপ দাঁড়াইয়াছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের আগ্রহ সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। যে সামান্য কারবার হইয়াছে তাহা একমাত্র খুচর

ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনানুরূপ। কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যত নৈরাশ্যজনক। কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ বিস্তর ভাবে হ্রাস না করিলে শীঘ্র কোন উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না।

দেশী কাপড়ের মিল সমূহ কারবারের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মূল্য অনেক হ্রাস করা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীগণ ক্রয়েচ্ছু নহে। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কোন কোন মিল কাজ বন্ধ করিয়া দিতেছে এবং কোন কোন মিল রাত্রির কাজ বন্ধ রাখিয়াছে।

মাল স্থানান্তর করার হার হ্রাস করিবার ফলে জাপানী কাপড়ের কারবার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপরের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে ভারতীয় সূতার মূল্য কিছু হ্রাস পায় অপর পক্ষে বিদেশী সূতার মূল্য ভালরূপ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর স্থির করিয়াছেন, এইজন্য বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ফলে আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে সূতার মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়। সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্যের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার ফলে ইংলণ্ড জাপানের উপর ব্যবসাগত অর্থ নৈতিক চাপ দিবে বলিয়া বিদেশী সূতার মূল্য বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থায় সূতার বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং প্রায় সকল প্রকার সূতার মূল্যই অত্যধিক করে।

বিলাতী সূতা—ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রেণীর সূতার বাজার প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। নূতন অগ্রিম কারবার কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর সূতার মূল্য বৃদ্ধি পায়। জাপান সম্পর্কে ইংলণ্ডের কার্য্যপন্থা সম্পর্কে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যদি কার্য্যকরী হয় তবে এই শ্রেণীর সূতার মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। মার্সিয়াইজ সূতার মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই বৃদ্ধি পায়। সাংহাই সূতার মূল্যেরও বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৩০ জুন

গত ২৬শে মে ও ২৭শে জুন রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৪নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—রপ্তানীযোগ্য চায়ের নীলাম বিক্রয় ভাল হইয়াছে এবং ভাল ধরণের চায়ের উচ্চ মূল্যেও চাহিদা ছিল। প্রত্যেক জিলার চায়েরই আমদানী হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং জিলার চায়ের আমদানীর পরিমাণ কম ছিল কিন্তু উহার মধ্যে এমন কয়েক ধরণের আকর্ষণযোগ্য চা ছিল যাহা উচ্চ মূল্যেও বিক্রীত হয়। আসামজাত চা বিশেষ উন্নত ধরণের বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং ক্রেতাগণ এই প্রকার চায়ের প্রতি এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে যে, উহা প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রয় হয়। বর্ত্তমান মরশুমের প্রথম দিকে ভীষণ রৌদ্র এবং পরে অতিশয় বৃষ্টি হইবার ফলে ডুয়ার্স এ ভাল চা হইতে পারে নাই। ফলে এই শ্রেণীর পাতা চা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার চায়ের মূল্য কম গিয়াছে। সাধারণ পরিষ্কার পাতা চায়ের চাহিদা ছিল এবং উহার মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামের তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত বেশী যায়। খারাপ ধরণের চায়ের মোটেই চাহিদা ছিল না এবং উহার ক্রেতারও অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—রপ্তানী যোগ্য চায়ের বাজারের অবস্থার তুলনায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের বাজার অতিশয় খারাপ গিয়াছে। সবুজ চা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। বর্ত্তমানে মজুদ চায়ের পরিমাণ অতিশয় বেশী জন্য চাহিদার পরিমাণও কম ছিল। পরিষ্কার ধরণের গুঁড়া চায়ের চাহিদা ভাল ছিল। পরিষ্কার ধরণের পাতা এবং গুঁড়া চা চড়া মূল্যেই বিক্রীত হয়। দার্জ্জিলিংএর চা সবই বিক্রয় হইয়া যায়।

আলোচ্য নীলামে বিভিন্ন প্রকার চায়ের নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

রপ্তানী যোগ্য—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	১৩,৯০৬	১০,৮২২	৭০৫০
গড়পড়তা দর	॥৵১১	॥৵৩	॥৶১০

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুঁড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৯
বিক্রীত	৬,৭২৮	৫৪৭১	৪৯৬৮	৪৮৮৬
গড়পড়তা দর	।৬	।৭	।৬	।৩

লণ্ডনের বাজার—গত ২২শে জুন লণ্ডনের নীলামে ২২ হাজার ৯ শত ৫০ বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়।

এইরূপ চায়ের চাহিদা ভাল ছিল এবং মূল্যও মোটের উপর বেশী গিয়াছে। ২২শে জুন যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় চায়ের গড়ে নিম্নরূপ দর গিয়াছে। উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৩·৫১ পেনী দাঁড়ায়। দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য যথাক্রমে ১৪·৫৭ পেনী এবং ১৪·১০ পেন ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা; ৩০শে জুন

জুন মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ৩০শে জুনের মধ্যে ক্রেতাগণ মাল প্রেরণের নির্দ্দেশ দিতে পারিবে বলিয়া সিণ্ডিকেট সিদ্ধান্ত করিবার ফলে চিনির বর্ত্তমান মূল্য বজায় রাখা সম্পর্কে সহায়তা করে। চাহিদার সাধারণ পরিমাণেরও নিম্নে ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের বাজারে পাট বিক্রয় আরম্ভ হইলে শীঘ্রই চিনির বাজারের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ছোট ছোট আড়তদারগণ তাহাদের মজুদ চিনি বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় চিনির বাজারে মন্দার সূচনা হইবার অন্যতম কারণ। কলিকাতা এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মজুদ চিনির পরিমাণ এখনও অত্যধিক আছে। কলিকাতার বাজারে প্রায় ২৪ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে প্রতিমণ মতিপুর শ্রেণীর চিনির মূল্য ১১৲ মাড়হোড়া ও চম্পরণ ১০৸৶ এবং পুরসা ও তামকোহি ১০৸০ ছিল।

জাভার চিনি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রারম্ভে কিছু কারবার হইবার ফলে প্রতিমণ চিনির চলতি মূল্য দুই আনা এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ছয় আনা বৃদ্ধি পায়। তবে সম্প্রতি ৮৭ হাজার বস্তা জাভা চিনিসহ দুইখানি জাহাজ পৌছিবার ফলে বাজারে মন্দার ভাব সূচিত হয় এবং ছোট ছোট আড়তদারগণ তাহাদের মজুদ মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আগ্রহশীল হইয়া পড়ে। ফলে যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি পায় পুনরায় আবার সেই পরিমাণেই মূল্য নামিয়া যায়।

ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ চাহিদার উন্নতি আশা করিতেছে কিন্তু বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের এই আশা ফলবতী হওয়া সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হইতেছে। স্থানীয় বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। খিদিরপুর ডকে প্রতি মণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :—টি, এম, এল ১০৸৶০, টি, পি ১০৸৵০, ভি, এম ২৪ ১০।৶০। জুলাই আগষ্টের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে প্রতিমণ চিনির মূল্য ১১৲ ও সেপ্টেম্বরের কারবার সম্পর্কে ১০৸৵০ ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ৩০শে জুন

পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কে বিশেষ কোন উঠতি পড়তি না ঘটায় এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার মূল্যের হার অধিকাংশ দিন স্থির দেখা গিয়াছে। গত ২৪শে জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী। ২৬শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ২৮শে তারিখ তাহা সামান্য বাড়িয়া ৭ পা ৮ শি ৬৳ পেনী হয়। ২৯শে জুন বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য ৩০ শে জুন তাহা পুনরায় ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৪শে জুন প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৩৭/৬ পাই। ২৬শে তারিখ তাহা ৩৭/৩ পাই হয়। ২৭শে জুন তাহা হয় ৩৭/৬ পাই ২৮শে ও ২৯শে তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ২৯শে অদ্য তাহা ৩৭/৯ পাই হইয়াছে।

কলিকাতা বাজারে গত ২৩শে জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৸৶ আনা বড়ালবার ৩৬৸৶ আনা ও গিনি ২৩৸৩ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৸৵৬ পাই ও ২৩৷৶৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টে এখন হইতে প্রতি আউন্স বিদেশী রূপা ৪৩ সেণ্ট দরে না কিনিয়া ৪০ সেণ্ট দরে কিনিবার সিদ্ধান্ত করায় লণ্ডন ও বোম্বাই উভয় স্থানের বাজারে রূপার দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে পড়িয়া গিয়াছে। গত ২৪শে জুন লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯$\frac{1}{8}$ পেনী ২৬শে তারিখ তাহা কমিয়া ১৮$\frac{3}{16}$ পেনী হয়। ২৭শে জুন বাজারে তাহা দাঁড়ায় ১৮$\frac{1}{16}$ পেনী। ২৯শে তারিখ তাহা কমিয়া ১৭$\frac{1}{16}$ পেনী পর্য্যন্ত পৌছে। অদ্য তাহা ১৮ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৪শে জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫১॥৶ আনা। ২৬শে তারিখ ৫১৸০ আনা হয়। ২৭শে জুন তাহা ৫০৸০ আনা দাঁড়ায়। ২৮শে তারিখ তাহা হয় ৪৯৵ আনা। ২৯শে জুন তাহা ৪৯৸৵ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। অদ্য তাহা কিছু ৫০৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৩শে জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫১।৵ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫১॥৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ৫০।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে জুন

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২।৶ হইতে ২॥০ আনা পর্য্যন্ত দর হইতেছে। আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তার (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) মূল্য ৫।০ হইতে ৫॥০ আনা দাবী করিতেছে।

সরিষার খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। খৈল সমূহ প্রতি মণের মূল্য ২৶ হইতে ২।০ আনা দিতেছে। আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তার (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) মূল্য ৪৸০ হইতে ৫৲ টাকা দর দিতেছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৩০শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে মাদ্রাজী মুচিগণ লবণাক্ত গরুর চামড়া সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল ছিল। ছাগলের চামড়ার বাজারও তেজী গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১৬ হাজার ৫ শত টুকরা ৬০—৭০৲; ঢাকা দিনাজপুর ৩১ হাজার টুকরা, ৭০-৭৫৲; লবনাক্ত ৩০ হাজার ৩ শত টুকরা, ৫৫৲-৭৫৲

গরুর চামড়া—রাঁচি সাধারণ ১ হাজার দেড়শত টুকার, ৪॥০ হিঃ দ্বারভাঙ্গা—পুর্ণিয়া সাধারণ ১ হাজার ৮ শত টুকার ৪৲ হিঃ নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ শত ৪॥ হিঃ লবণাক্ত ৫ হাজার আড়াই শত টুকরা ৫০৲ ৭২॥০ হিঃ।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে পাটনা, ২ লক্ষ ৩৪ হাজারে ৫ শত ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টুকরা এবং লবনাক্ত ১৪ হাজার ৩ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ত ১ হাজার ৬ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৫ হাজার ৮ শত, দ্বারভাঙ্গা বেলরেস গয়া রাঁচি ১ হাজার ৯ শত; দ্বারভাঙ্গা পুর্ণিয়া ৪ হাজার, ৬ শত, রাঁচি সাধারণ ৮ শত। নেপালী দার্জ্জিলিং ২ হাজার ৪৫০ বেনারেস গোরক্ষপুর সাধারণ ৫ শত এবং দার্জ্জিলিং আসাম শ্রেণীর ১ হাজার ১ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ হইল।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ৩০শে জুন

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে মন্দার ভাব দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

খানানটো	মূল্য প্রতি শত ঝুড়ি
জুলাই	২২৪৲
আগষ্ট	২২৬৲
সেপ্টেম্বর	২২৭৲
অক্টোবর	২৩১৲

আতপ

মোটা	২১৭৲-২২২৲
সরু	২৩০৲-২৩২৲
টেবিয়ান	২৪২৲-২৫০৲
সুগন্ধি	২৪৭৲-২৫০৲
মাণ্ডালো	২৬০৲-২৭০৲
ভাঙ্গা	১৭৫৲-১৮০৲

গত ২৪শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ১৯ হাজার ৬৪২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমণে ২০ হাজার ৪০১ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান (নূতন)	**প্রতি মণ**
সাদা মোটা	২।/-২।/১০
ওড়াশাল	২/০-২৵০
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২॥০-২॥/০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২।/০-২।৵০
দাদশাল	২॥০-২॥৶০
চিনি আতপ	২৸৵০-২৸৵১০
রূপশাল	২॥/০-২॥৵০
সাধারণ পাটনাই	২।০-২।/০
কাটারী ভোগ	২৸০-২৸১০
হামাই	২॥/০-২॥৶০
হোগলা	২।৵১০-২।৶০

চাউল (নূতন)	**প্রতি মণ**
রূপশাল (কল)	৪।৵
রূপসাল (ঢেকী)	৪।৵০
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	৪৶০-৪৶১০
পুজি এলাই	৪।৵০
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲-৪॥০
চিনি কামিনী ঢেকী	৫৵০
জটা বাঁশফুল (ঢেকী)	৪৸০
চামরমণি	৪॥৵

গত ২৪শে জুন যে সপ্তহে শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৯২ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৫২২ মণ লি

লৌহ ও ঢেউ টিনের দর

কলিকাতা; ৩০শে জুন

জয়েষ্ট বে-মার্কা	
(৫ × ৩) ইঞ্চি (৬ × ৩) "	৬৸৵০ হইতে ৭৲ হন্দর
জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—	
(৫ × ৩) ইঞ্চি (৬ × ৩) " (৭ × ৪) " (৮ × ৪) "	৭৸০ হন্দর
(৯ × ৪) " (১০ × ৫) "	৮৲ হন্দর
(১২ × ৫)	৮৵০
টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টি)	
(২ × ২ × ।০) ইঞ্চি (২॥০ × ২॥০ × ।০) ইঞ্চি	৯৲ হইতে ৯॥০ হন্দর
টাটা মার্ক দেওয়া এঙ্গেল—	
(১ × ১ × ।০) ইঞ্চি নাং (৩ × ৩ × ।০)	৭৲ হন্দর
(৩০ × ৩॥০ × ।৵) নাং (৪ × ৪ × ॥০) ইঞ্চি	৮৸০ হন্দর
গ্যালভানাইজ করগেট সীট—	
টাটা—২৪·গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸০
বিঃ—২৪ গেজ "	১২৸০
আর পি ডি ২৪ গেজ "	১৪৲
টাটা—২২ গেজ "	১২৸০
বি—২২ গেজ " "	১৩৲
গ্যালভানাইজ কাঁটা তার—	
৯০ পাঃ প্রতি বাণ্ডিল	১১৲
৯৫ পাঃ ঐ	১১॥৯

কালাপসিবেল গেট ১৲ হইতে ১।০ স্কঃ ফুট লোহার গেট ১॥০ হইতে স্কয়ার ফুট।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ৩০শে জুন

(মিলের প্রতি মণের দাম থলির দাম সহ)

পেটেন্ট ময়দা	৫।০-৫।৵০
সুপারফাইন	৫৲-৫৵০
হাউস-হোল্ড	৪॥৵০-৪৸০
সুজী	৫৲-৫৵০
আটা (বি)	৪৸০ ৪৸৵০
আটা (২নং)	৪।৵০-৪॥০
আটা এস	৪।/০-৪।৶০
আটা কে	৩৸/০-৩৸৶০
আটা ৩নং	৩।৵০-৩॥০
পোলাড	২।৶০-২॥০
ব্রাণ্ড	২।৵০-২।৶০

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১০ই জুলাই, সোমবার ১৯৩৯ | ১০ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৫৩-৩৫৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৬০-৩৬৫
বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য	৩৫৬	পুস্তক পরিচয়	৩৬৫
সেফ ডিপোজিটের ব্যবসা	৩৫৭	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩৬৬-৩৬৭
গুদামজাত মালের জামীনে দাদন	৩৫৮-৩৫৯	মত ও পথ	৩৬৮
		বাজারের হালচাল	৩৬৯-৩৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের পূর্ব্বাভাষ

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে সরকারী বরাদ্দের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বরাদ্দে এখনও সমস্ত অঞ্চলের বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। কাজেই গত বৎসরের তুলনায় এবার সমষ্টিগত ভাবে কত বেশী কি কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা বলা এখনও সম্ভবপর নহে। তবে সরকারী বরাদ্দ হইতে জানা গিয়াছে যে এবার বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় অনেক কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মধ্যেও এবার হাওড়া, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলী, ঢাকা ও রঙ্গপুর জেলাতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী বরাদ্দে জানান হইয়াছে। তবে এই সব জেলার মধ্যে ঢাকা এবং রংপুর জেলা ব্যতীত আর কোন জেলাতেই খুব বেশী পরিমান জমিতে পাটের চাষ হয় না। যাহা হউক, এবার গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল সরকারী বরাদ্দ দ্বারা তাহা সমর্থিত হয় নাই। এই কারণে গত সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের বাজার একটু চড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের জলবৃদ্ধি এবং বর্ষার আশঙ্কাও বাজার চড়িবার অন্যতম কারণ। যদি প্লাবনের ফলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে বাজার আরও কিছু চড়িবে বলিয়া মনে হয়।

প্লানিং কমিটী ও বাঙ্গলা সরকার

কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং অনেকগুলি বড় বড় দেশীয় রাজ্য যোগদান করিলেও বাঙ্গলা সরকার উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন না বলিয়া গত সপ্তাহে আমরা বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটী অপ্রিয় উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে গত বৃহস্পতিবারে একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে প্লানিং কমিটী বাঙ্গলা সরকারের নিকট কি ধরণের সহযোগিতা চান তাহা জানাইবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে চিঠি দেওয়া হইলে ঐ চিঠির কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ ঐ সময়ে বাঙ্গলা সরকার স্বয়ং একটী শিল্পতদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। কাজেই কমিটীতে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই। বাঙ্গলা সরকারের এই অজুহাত নিতান্ত বাজে বলিয়া মনে হয়। প্লানিং কমিটী পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, ভূপাল প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের চিঠির জবাব দিয়া তাঁহাদিগকে কমিটীর সহিত সহযোগিতায় রাজী করিলেন এবং বাছিয়া কেবল বাঙ্গলা সরকারকেই অবজ্ঞা করিলেন—উহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বাঙ্গলা সরকারের চিঠির মধ্যেই হয়ত এরূপ ভাব ছিল যে কমিটী তাঁহাদের সহিত ব্যর্থ পত্রালাপ করিয়া সময়ক্ষেপ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও বর্ত্তমানে শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে সরকারীভাবে তদন্ত করা হইতেছে। অথচ ঐ সব অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এই অজুহাতে প্লানিং কমিটীতে

যোগ দিতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন নাই। বাঙ্গলা সরকারই মাত্র নিজেদের তদন্ত কমিটীর কথা বলিয়া প্লানিং কমিটীর প্রস্তাব এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক বাঙ্গলা সরকার প্লানিং কমিটীর সহিত অসহযোগিতা করিবেন বলিয়া কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই এবং বিষয়টী এখনও তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে—সরকারী বিবৃতি হইতে একথা জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। আশা করা যায় যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়দের প্ররোচনা অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত প্লানিং কমিটী হইতে দূরে না থাকিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন।

বাঙ্গলায় মাদকদ্রব্যের প্রসার

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে হক মন্ত্রীমণ্ডল দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। উহার পরবর্ত্তী এক বৎসরে অর্থাৎ সরকারী ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলা সরকারের আবগারি বিভাগের আয় ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা হইতে ১ কোটী ৫৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশী মদের বিক্রয় ৩৬৪৫৮৯ গ্যালন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৯১৫৩ গ্যালনে পরিণত হইয়াছে এবং দেশে বিলাতী মদ ও বিয়ারের কাটতিও উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহা আমাদের কথা নহে—বাঙ্গলা সরকারের আবগারি বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই এই সব কথা জানা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে পূর্ব্বে যাহারা গোপনে মদ, গাঁজা বিক্রয় করিত গবর্ণমেণ্টের অধিকতর সতর্কতার ফলে এখন তাহারা আর এই ব্যবসা চালাইতে পারিতেছে না এবং উহার ফলেই আবগারি বিভাগে গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িয়াছে। তাঁহাদের মতে এই আয়বৃদ্ধির দ্বারা দেশের লোক পূর্ব্বের তুলনায় বেশী নেশা করিতেছে উহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত 'ক্যাপিটাল' পত্র বলিতেছেন যে দেশের সর্ব্বত্র মাদকদ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দেওয়ার ফলেই দেশে উহার প্রচলন বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরণের একটা অভিযোগ করা হইয়াছিল এবং তখন বাঙ্গলা সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এখন বাঙ্গলা সরকারের আবগারি বিভাগের রিপোর্ট হইতেই এই অভিযোগ প্রমাণিত হইতেছে। যে সময়ে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে মাদকদ্রব্য বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া দেশবাসীকে নেশার মোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গলা সরকার দেশের লোককে বেশী পরিমাণে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত কুকুর দৌড়ের জুয়ার প্রচলনকেই আমরা বাঙ্গলা সরকারের সব চেয়ে বড় কুকীর্ত্তি বলিয়া জানিতাম। এখন দেখিতেছি যে দেশে নেশার প্রচলন বৃদ্ধি সম্বন্ধেও তাঁহাদের আগ্রহ কম নহে। নচেৎ উহারা কিছুতেই দেশে মাদক দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় হইবার ব্যবস্থায় সম্মতি দিতেন না।

হাটবাজারের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলায় রাস্তার প্রসার সম্বন্ধে মিঃ কিং যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই প্রদেশে ছোট ছোট হাটবাজার বাদ দিলেও মোট ৬ হাজার হাট রহিয়াছে এবং এই প্রদেশে বৎসরে ৬ শতের মত মেলা জমিয়া থাকে। এই সব হাট ও মেলার বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে উহার মালিকগণই তত্ত্বির তদারক করিয়া থাকেন। তত্ত্বির তদারকের ভার বাজারের মালিকগণের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া উহা এক একটী মার্কেট কমিটীর হস্তে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে একটি আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে এবং গত ৬ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বিলের মর্ম্ম এই যে উহা আইনে পরিণত হওয়ার পর প্রত্যেক হাট, বাজার ও মেলার মালিকগণকে এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং উক্ত আইনের বলে গঠিত মার্কেট কমিটীর উপর বাজার ও মেলার কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত হইবে। আইনের বিধানমতে প্রত্যেক বাজারের জন্য ১২ জন সদস্য লইয়া একটী মার্কেট কমিটী গঠিত হইবে এবং এই সব সদস্যদের মধ্যে ৫ জন সদস্য ইউনিয়নবোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটীকর্ত্তৃক কৃষকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবে। বাকী সদস্যের মধ্যে ৪ জন বাজারের আশপাশে যাহারা কৃষিজাত পণ্য ক্রয়বিক্রয় করে তাহাদের মধ্য হইতে গৃহীত হইবে এবং উহারাও ইউনিয়নবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। এতদ্ব্যতীত ৩ জন সদস্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে। কৃষিজাত পণ্যের জন্য নূতন বাজার স্থাপন, বাজারের উন্নতিবিধান, বাজারের ক্রেতাবিক্রেতাদের সুবিধার জন্য ঘর দরজা নির্ম্মাণ, কৃষিজাত পণ্যের ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ, কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য, বাজারের আশপাশে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, বাজারে একই প্রকার মাপ ও ওজনের প্রচলন, বাজারে উপস্থিত ব্যক্তিদেরও পশুপক্ষীর পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি মার্কেট কমিটীর কাজ হইবে বলিয়া বিলে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিলের হেতুবাদে একথা বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান সময়ে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নিকট হইতে মালিকগণ অত্যধিক ফি আদায় করিয়া থাকেন এবং মাপ, ওজন, দর ইত্যাদির দিক হইতে ক্রেতাগণ বিক্রেতা দিগকে নানাভাবে প্রতারণা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বাজারের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উহার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটেরও কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে নাই। এই সব কারণেই নূতন আইনটী প্রণীত হইতেছে।

নূতন আইনের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে উদ্দেশ্য ও হেতুবাদ ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। এই আইন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ হইলে কৃষকগণের পক্ষে কৃষিজাত পণ্যের উপযুক্তরূপ মূল্য পাওয়ার এবং বাজারে ক্রেতাবিক্রেতা সকলেরই সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মার্কেট কমিটী সমূহ যেভাবে গঠিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে নূতন আইনের আমলে ঘুষেরই প্রাবল্য ঘটিবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা কাহারও বিশেষ কিছু লাভ হইবে না—এরূপ আশঙ্কা আছে। এই আইন বলবৎ হইলে বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত জীবন্মৃত ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন তাহাদের বিনাশ দ্রুততর হইবে। কারণ বর্ত্তমানে অনেক ভূম্যধিকারী বাজারের উপস্বত্ব লইয়াই কোনরূপে বাঁচিয়া আছেন। নূতন আইনে উহা একপ্রকার বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং এই আইন লইয়া দেশে আর এক দফা বিতর্কের অবতারণা হইবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

শিল্পের প্রসারের সুফল

ভারতবর্ষের বাজারে যতদিন পর্য্যন্ত জাপানী এবং ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের কোনও প্রকার প্রতিযোগিতা ছিল না ততদিন ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য এদেশে চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতের বাজারে সস্তা জাপানী শিল্পদ্রব্য আমদানী হওয়া সুরু হওয়াতে এবং ইদানীং দেশের ভিতরেও অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়াতে বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন আর ভারতীয় ক্রেতাদের নিকট হইতে অত্যধিক চড়া মূল্য আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু এখনও এমন অনেক শিল্পজাত দ্রব্য রহিয়াছে যাহার দিকে জাপান অথবা ভারতবাসী কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই সব জিনিষ এখনও ভারতের বাজারে চড়া মূল্যেই বিক্রয় হইতেছে। যাহা হউক, ইদানীং এই সব দিকেও ভারতবাসীর কিছু কিছু দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার সুফলও পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে গত বৎসর বিদেশ হইতে ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের দুগ্ধজাত বিভিন্ন প্রকার পেটেণ্ট ফুড এবং ২০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা

মূল্যের জমাট দুগ্ধ, দুগ্ধচূর্ণ প্রভৃতি জিনিষ আমদানী হইয়াছে। এই সব জিনিষ প্রস্তুতের জন্য এদেশে এখনও বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। ইদানীং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমে ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস লিঃ নামক একটী কোম্পানী এই শ্রেণীর জিনিষ প্রস্তুতে ব্রতী হইয়াছেন এবং উহাদের প্রস্তুত "ভিটা-মিল্ক" নামক একটী দুগ্ধজাত 'ফুড' বর্ত্তমান সপ্তাহেই বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে। এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে "গ্লাক্সো"র মালিকগণ উহার মূল্য প্রতিটীনে চার আনা কমাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দেশবাসীর প্রস্তুত ভিটা-মিল্ক দেশের লোক কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। কিন্তু এই জিনিষটী বাজারে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিলাতী ফুডের মূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে যদি দুগ্ধজাত শিল্পের আরও কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে বিলাতী ফুডগুলির মূল্য যে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতি নিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার জেমস টেইলার গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি দেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা একাধিকবার আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইতিমধ্যেই একটি আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে এবং অদ্য সোমবার কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের যে সভা হইবে তাহাতে এই বিল লইয়া আলোচনা হইবে। মূল বিলটী দেখিবার এখনও আমরা কোন সুযোগ পাই নাই। কাজেই এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে এখন কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে সংবাদপত্রে বিলের কয়েকটী বিধান সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতী টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ (শতকরা ৩০ ভাগ) নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজ হিসাবে রাখার সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন বর্দ্ধিত করার সম্বন্ধেই উহাতে জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক সমূহ যদি কোম্পানীর কাগজে অথবা নগদ হিসাবে উহাতে আমানতী টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নিয়োজিত রাখিয়া এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে তাহা হইলে এই ব্যবসার মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয় এবং এই ব্যবস্থায় আমানতকারীদের স্বার্থও নিরাপদ হয় না। ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির মারফতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের অলস কর্ম্মশক্তিকে অর্থকরী পন্থায় নিয়োজিত করিবার পথে সাহায্য করা। ব্যাঙ্ক সমূহ যদি কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিলের ও গুদামজাত মালের জামীনে অর্থ সরবরাহের সুযোগ পায় তাহা হইলেই দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের শ্রমশক্তি অর্থকরী পন্থায় নিয়োজিত হইতে পারে। এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ডিসকাউণ্টের সুবিধা দিয়া ব্যাঙ্ক সমূহকে সহায়তা করিতে পারে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সার্থকতাও এইখানেই নিহিত। ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত বিলের যে সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই সব বিষয়ে কোন বিধান রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায় নাই। যাহা হউক আমরা মূল বিলটি হস্তগত হইলে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব।

ঔষধ সম্বন্ধে আইনের প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষে ঔষধ আমদানী, প্রস্তুত, বিক্রয় ও গুদামজাত করা সম্বন্ধে একটী আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি দিয়াছেন তাহা দেশবাসী মাত্রেই সমর্থন করিবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে সোয়া দুই কোটী টাকা মূল্যের ঔষধ আমদানী হইতেছে। কিন্তু উহার মধ্যে ঔষধ নামধেয় এমন বহু জিনিষ আমদানী হয় যাহা ব্যবহারে রোগের তো কোন উপশম হয়ই না, অনেক সময়ে উহা ব্যবহারের ফলে রোগীর অবস্থা আরও জটীল হইয়া পড়ে। বিদেশ হইতে আমদানী কৃত্রিম ইনসুলিন ইনজেকসন লইয়া বহুমূত্রের রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এরূপ ঘটনার প্রমাণ আছে। বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধ সম্বন্ধে যাহা সত্য দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত বহু পেটেণ্ট ঔষধ সম্বন্ধেও তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঔষধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া তৎপর উহা দেশে আমদানী করা এবং দেশের ভিতরে যেঔষধ প্রস্তুত হয় তাহারও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া তৎপর তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নিয়ম না থাকার দরুণই ঔষধের নামে অনেকে বিষ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অনেক ঔষধ বহুদিন পর্য্যন্ত ঘরে রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায় এবং উহা ব্যবহারেও রোগীর শরীরে বিষক্রিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু ঔষধ বিক্রেতাগণ কি ভাবে ঔষধ গুদামজাত করিবে তৎসম্বন্ধে কোন বিধান না থাকাতে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে ঔষধ নষ্ট করিয়া ফেলার কোন বাধ্যবাধকতা না থাকাতেও অনেকে বিকৃত ঔষধ খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। এই সমস্তের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ণ করিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া দেশে আন্দোলন হইতেছে। গত ১৯৩০-৩১ সালে এই বিষয়ে তদন্তের জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক কর্ণেল চোপরার সভাপতিত্বে একটী কমিটী গঠিত হয় এবং এই কমিটীও কৃত্রিম ঔষধের ফলে দেশের স্বাস্থ্যের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে একটি ব্যাপক আইন প্রনয়ণের জন্য পরামর্শ দেন। গত ১৯৩৭ সালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়ে একটি আইনের খসড়াও পেশ হয়। কিন্তু উহাতে মাত্র বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধের উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হওয়াতে এবং দেশে যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত হয় তৎসম্বন্ধে উহাতে কিছু উল্লেখ না থাকাতে অনেকে এই বিলের বিরুদ্ধাচারণ করেন। ফলে এই বিলটী আইনে পরিণত হয় নাই। ঐ সময়ে ভারত সরকার জানান যে দেশে প্রস্তুত ঔষধ সম্বন্ধে আইন প্রনয়ণ করিতে হইলে এজন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের সম্মতি আবশ্যক। যাহা হউক পরে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই এই বিষয়ে আইন প্রনয়ণ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার এই ধরণের আইন প্রনয়ণ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা এখনও জানা যাইতেছে না। এই জন্যই ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারকে এই বিষয়ে ত্বরান্বিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। যে ব্যাপারের উপর দেশের কোটী কোটী লোকের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার কেন যে এত সময়ক্ষেপ করিতেছেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনেই এই বিষয়ে একটী আইন প্রণীত হউক—উহাই আমরা চাই।

বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য

বাঙ্গলা দেশে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে কোটী কোটী টাকার মালপত্র আমদানী হয় এবং এই দুইটী বন্দর হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে কোটী কোটী টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত এই দুইটী বন্দরের সহিত ভারতবর্ষের বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী প্রভৃতি বন্দরেরও প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকার মালপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশ হইতে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতে যে মালপত্র আমদানী হয় এবং এই দুইটী বন্দর হইতে বিদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে যে মালপত্র রপ্তানী হয় তাহার সমষ্টিগত পরিমাণকেই বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। গত সপ্তাহে এই বাণিজ্য সম্বন্ধে ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

এই রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমষ্টিগত পরিমাণ ৯ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৪৭ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৮৫ লক্ষ টাকা, বাঙ্গালা দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে রপ্তানীর পরিমাণ ৪৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। তবে এই বৎসরে ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতে বাঙ্গলায় আমদানীর পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। উক্ত বৎসরে বাঙ্গালায় বিভিন্ন শ্রেণীর সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল এইরূপ—বিদেশ হইতে বাঙ্গলায় আমদানী ৫৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, বাঙ্গলা হইতে বিদেশে রপ্তানী ৭৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতে বাঙ্গলায় আমদানী ৯ কোটী ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, বাঙ্গলা হইতে ভারতের অন্যান্য বন্দরে রপ্তানী ৫ কোটী ৪২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা হইতে রপ্তানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণই বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ এত হ্রাস পাইয়াছে। উহা বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা ক্ষতির কথা।

১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার মোট ১৪৭ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া মাত্র ১০ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয় এবং উহার মধ্যে এই বন্দর হইতে বিদেশে ৫ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের চা রপ্তানীই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও প্রধানতঃ কলিকাতা বন্দরের মারফতেই বাঙ্গলার সহিত বিদেশের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হইয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ১৩৭ কোটী ১১ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষের আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব হইতে দেখা যায় যে এই বৎসরে কলকব্জা ও কলকারখানায় ব্যবহৃত সরঞ্জামের আমদানী ২ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৯ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে কার্পাস-জাত সূতা ও কাপড়ের আমদানীও ৭৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। শস্য, ডাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষের আমদানীও এই বৎসরে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এই বৎসরে মসলা, চায়ের বাক্স, তামাক, তূলা, সার, ফল ও সবজী কাঠ, কাঠের কাগজ মণ্ড, কাঁচা রেশম, গদ এবং গালার আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে তৈল, ধাতুদ্রব্য ছোটখাট যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, লৌহ নির্ম্মিত জিনিষ, খাদ্যদ্রব্য, মোটরযান, ঔষধ, মদ, পশমী জিনিষ, কাচের জিনিষ, রবারজাত জিনিষ, লবণ, বাইসিকেল, কাঁচা পশম, রঞ্জন দ্রব্য, ষ্টেশনারি জিনিষ, প্রসাধন দ্রব্য, পুস্তক, কৃত্রিম রেশম, খেলনা প্রভৃতি অন্য সমস্ত জিনিষেরই আমদানী কমিয়াছে। তবে এই বৎসরে কলিকাতায় বিদেশ হইতে সমষ্টিগতভাবে আমদানীর পরিমাণ মাত্র ২১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

বাঙ্গলা হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে প্রায় সমস্ত জিনিষের রপ্তানীই ১৯৩৮-৩৯ সালে কমিয়া গিয়াছে। এই বৎসরে পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী ২ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ২৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় এবং পাটের রপ্তানী ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৩ কোটী ৩২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরে চায়ের রপ্তানী ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৮ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৎসর ধাতুদ্রব্যের রপ্তানী ২৫ লক্ষ টাকা কমিয়া ৪ কোটী টাকায়, চামড়ার রপ্তানী ৭১ লক্ষ টাকা কমিয়া ১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকায়, বীজশস্যের রপ্তানী ১৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ১ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকায় এবং গালার রপ্তানী ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে আলোচ্য বৎসরে শস্য, ডাল ও ময়দার দফায় রপ্তানী ১৬ লক্ষ টাকা ও কয়লার রপ্তানী ৩৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে এই দুই শ্রেণীর জিনিষের রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটী ৯০ লক্ষ ও ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে অভ্রের রপ্তানীও ৩০ লক্ষ টাকা কমিয়া ৯৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এই বৎসরে তামাক, তৈল, সাবান, ফল ও সবজী, কাগজ, লৌহ নির্ম্মিত জিনিষ ও শিমূল তূলার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পশমী জিনিষ, তূলা মসল্লা, চিনি, খোল, জুতা, সার, সোরা, রঞ্জন দ্রব্য, দড়ি প্রভৃতি জিনিষের রপ্তানী কমিয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা হইতে সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত জিনিষের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে ৮ কোটী ১১ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরের সহিত বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের যে আদান প্রদান হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বৎসরে বাঙ্গলায় বোম্বাই, করাচী ও উড়িষ্যার বন্দর হইতে আমদানী বাড়িয়াছে—কিন্তু মাদ্রাজ হইতে আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা হইতে বোম্বাইয়ে রপ্তানী প্রায় সমানই আছে—কিন্তু মাদ্রাজে রপ্তানী কমিয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা হইতে করাচীতে রপ্তানী ১০ লক্ষ টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের উহাই মোটামুটি বিবরণ। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে বাঙ্গলা দেশ হইতে বিদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হয় তাহার সকল অংশ বাঙ্গলায় উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলার পার্শ্ববর্ত্তী আসাম ও অন্যান্য অঞ্চলের অনেক পণ্যদ্রব্যও কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বন্দরে রপ্তানী হয়। পক্ষান্তরে বাঙ্গলা দেশে সমুদ্র পথে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের আমদানী হয় তাহার সকল অংশ বাঙ্গলা দেশে বিক্রয় হয় না। উহার কতকাংশ বাঙ্গলার মধ্য দিয়া অপরাপর প্রদেশে রপ্তানী হয়। তবে বাঙ্গলা হইতে রপ্তানী চা, অভ্র প্রভৃতি কতিপয় জিনিষ আসাম ও বিহারের সম্পদ হইলেও বাঙ্গলায় সমুদ্রপথে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আমদানী হয় তাহার বেশীর ভাগই যে বাঙ্গলা দেশে বিক্রয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেফ ডিপজিটের ব্যবসা

স্মরণাতীত কাল হইতে সঞ্চিত ধনসম্পদ চোরডাকাতের ও অগ্ন্যুৎপাতের উপদ্রব হইতে নিরাপদে সংরক্ষণ করা মানুষের পক্ষে একটা বড় রকম সমস্যা হইয়া আছে। অতি প্রাচীন কালে যখন ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাই তখন মানুষ তাহার মূল্যবান ধনসম্পদ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত। কেহ বা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ও শক্তিমান আত্মীয় কি প্রতিবেশীর নিকট তাহা গচ্ছিত রাখিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ অনেক সময়ে প্রতিবেশীর নিকট প্রতারিত হইত এবং কোন কোন সময়ে সম্পত্তির ওয়ারিশগণ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত সম্পত্তির সন্ধান পাইত না। এই ব্যবস্থার জন্য—মাটীর অভ্যন্তর হইতে পরের টাকা পাইয়া এবং পরকে প্রতারণা করিয়া কত ব্যক্তি 'বড় লোক' হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এখনও পল্লী অঞ্চলে অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসার উদ্ভবের ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই অন্ততঃ সহর অঞ্চলে মানুষের এই চিরন্তন সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ পরের টাকা লইয়া কারবার করে এবং এই টাকা নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহাদিগকে বিশেষরূপ সতর্কতামূলক বিধিব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ মানুষের টাকাই নিরাপদে সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যাঙ্কসমূহ বর্ত্তমানে মানুষের সঞ্চিত হীরা-জহরৎ, অলঙ্কার-পত্র এবং মূল্যবান দলীলপত্র নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এজন্য ব্যাঙ্কসমূহকে অতিরিক্ত কিছু ব্যয় করিতে হয় না। কারণ আমানতকারীদের অর্থ এবং বন্ধকী স্বর্ণ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বাধ্য হইয়া উহাদিগকে দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করতঃ উহার পাহারার জন্য যে অর্থব্যয় করিতে হয় তদতিরিক্ত কিছু ব্যয় না করিয়াও উহারা সাধারণের মূল্যবান হীরা জহরৎ ও দলীলপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করিতে পারে এবং এজন্য ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত কিছু আয় হইয়া থাকে। জনসাধারণও ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই সুবিধা সানন্দে গ্রহণ করে। কারণ মূল্যবান ধনসম্পদ চোর ডাকাত ও অগ্ন্যুৎপাতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক একটা ব্যাঙ্ক যেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এই ভাবে ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করার ফলে সাধারণের মূল্যবান ধন সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকে—অথচ এজন্য ব্যাঙ্ককে নামমাত্র ফি দিলেই চলে।

সেফ ডিপজিটের ব্যবসা অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট ফি লইয়া মানুষের সঞ্চিত ধনসম্পদ নিরাপদভাবে সংরক্ষণের ব্যবসা এতদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক সমূহেরই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক ব্যবসারই এক একটী বিশেষ অংশ লইয়া স্বতন্ত্র ধরণের ব্যবসার পত্তন হইতেছে। ব্যাঙ্ক সমূহ বরাবরই বিলের জামীনে টাকা দাদন করিবার ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেক দেশেই একমাত্র বিল ভাঙ্গাইবার ব্যবসা চালাইবার জন্য পৃথকভাবে বিল ডিসকাউন্টিং কোম্পানীর উদ্ভব হইয়াছে। বাহিরের লোকের অর্থ লইয়া তাহা লাভজনক পন্থায় দাদন করিয়া দেওয়াও ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যবসার একটী অঙ্গ। কিন্তু এই কাজের জন্যও বর্ত্তমানে পৃথক পৃথক ভাবে ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী সমূহ গড়িয়া উঠিতেছে। আধুনিক কালে এই ব্যবসা হইতে আবার ফিক্সড ট্রাষ্টের ব্যবসার পত্তন হইয়াছে। পৃথিবীর ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহ বর্ত্তমানে যে ধরণের ব্যবসা চালায় তাহা পূর্ব্বে ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। কিন্তু এখন পৃথিবীর সভ্যদেশ মাত্রেই পৃথকভাবে ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই সব কোম্পানী উহাদের গ্রাহকের পক্ষ হইতে বাড়ীভাড়া আদায়, মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা, উইলের প্রবেট গ্রহণ, সম্পত্তির পরিচালনা প্রভৃতি সমস্ত কাজ করিয়া দেয় এবং এজন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ফি গ্রহণ করিয়া থাকে। কথা হইতে পারে যে ব্যাঙ্কই যখন এই সব কাজের অধিকাংশের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন এই ধরণের বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কি? ইহার উত্তর এই যে কোন একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি বহু প্রকার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে উহার পক্ষে সকল প্রকার কাজ সুষ্ঠুভাবে পারিচালনা করা সম্ভবপর না হইতে পারে। পক্ষান্তরে এক একটী বিশেষ শ্রেণীর কাজ যদি এক এক শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত হয় তাহা হইলে এই কাজ অধিকতর সুষ্ঠুভাবে এবং গ্রাহকদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অর্থব্যয়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডের বিল ডিসকাউন্টিং কোম্পানী-গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব কোম্পানী একমাত্র বিল ডিসকাউন্টিংয়ের ব্যবসা লইয়াই নিয়োজিত রহিয়াছে। উহারা [redacted] বিল গ্রহীতার আর্থিক স্বচ্ছলতা, চরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এরূপভাবে টাকা দাদন করিতে পারে যাহা খুব কম ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভবপর। এজন্য এই সব কোম্পানী গ্রাহকগণকেও অধিকতর সুবিধা প্রদান করিতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহেরও উহাতে সুবিধা। কারণ কোনও কারণে বিল অনাদায়ী হইয়া পড়িলে এজন্য ব্যাঙ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না এবং যাহা কিছু ক্ষতি হয় তাহা ডিসকাউন্ট কোম্পানীর ঘাড়ে পড়িয়া থাকে।

সেফ ডিপজিটের ব্যবসাও বর্ত্তমানে পৃথকভাবে গঠিত কোম্পানীর মারফতে পরিচালিত হইতেছে। এই একটি মাত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার দরুণ সেফ ডিপজিট কোম্পানী সমূহ উহার গ্রাহকদিগকে অধিকতর সুবিধা সুযোগ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাঁহারা ব্যাঙ্কে নিজেদের মূল্যবান ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখেন তাঁহাদের পক্ষে ছুটির দিনে ও রবিবারে এই সব সম্পত্তির কতকাংশ গ্রহণ বা নূতন কিছু জমা দেওয়ার সুবিধা থাকে না। কিন্তু সেফ ডিপজিট কোম্পানী সমূহ সাধারণতঃ ছুটির দিনে ও রবিবারেও উহার গ্রাহকগণকে সমস্ত প্রকার সুবিধা দিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে সেফ ডিপজিটের ব্যবসার বয়স বেশী হয় নাই। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বোম্বাইয়ে এই ব্যবসা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং সেখানে কয়েকটি সেফ ডিপজিট কোম্পানী লাভজনকভাবে ব্যবসা চালাইতেছে। কলিকাতাতেও অল্পদিন হইল এই ব্যবসার গোড়াপত্তন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মেসার্স অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোং লিঃ র পরিচালনাধীনে সম্প্রতি ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং নামে যে একটি কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কোম্পানী ১০২ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চৌমাথার উপর ব্যবসাবহুল স্থানে একটি ৫ তলা ইমারত প্রস্তুত করিয়া ধনসম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহার নিম্নদেশে একটি দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রকোষ্ঠটি মৃত্তিকাগর্ভে অবস্থিত। উক্ত প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকের দেয়াল এবং উহার ছাত ও ভিত্তি এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে চোর ডাকাতের পক্ষে শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহাতে প্রবেশ করা অসম্ভব। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ দ্বারটি ভারী ইস্পাত দ্বারা নির্ম্মিত এবং উহার ওজন প্রায় আড়াই শত মণ। হাতুড়ী, অক্সি-এসেটিলিন—এমন কি বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যেও উহা বাহিরের লোকের পক্ষে খোলা সম্ভবপর নহে। এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দেয়ালের ভিতর গাঁথিয়া বহু সংখ্যক ইস্পাত নির্ম্মিত সিন্ধুক স্থাপিত হইয়াছে। এই সব সিন্ধুকেরও তালা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে বিশেষ ধরণের চাবি ছাড়া উহা কাহারও পক্ষে খোলা সম্ভবপর নহে। প্রকোষ্ঠটি দিনরাত্র পাহারা দিবার জন্যও উপযুক্তরূপ বিধি-

(৩৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গুদামজাত মালের জামিনে দাদন

(কে, এন, দালাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ)

চাষীখাতক আইন পাশ হওয়ার পর হইতে পল্লী অঞ্চলে কৃষিঋণের ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রদায় হিসাবে মহাজনদের তিরোধান ঘটিতেছে। নূতন মহাজনী আইনের ফলে মহাজনী প্রথা তথা পল্লী অঞ্চলে কৃষিঋণ প্রদান ব্যবস্থার শেষ সমাধি রচিত হইবে। ব্যয়সাধ্য হইলেও সময়োচিত টাকা ধার পাওয়ার পক্ষে এপর্য্যন্ত মহাজনগণই কৃষকদের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন। একথা স্বীকার্য্য যে ফসল বপন, মাড়ান এবং বিক্রয়ের সময়ে তাঁহারাই প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিয়া কৃষকদিগকে তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। সুদের হার অত্যধিক চড়া হওয়ায় কখনও কখনও উহার কুফলও যে কিছু না দেখা গিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু বিপদের সময় একমাত্র মহাজনদের সহায়তাই যে কৃষকদিগকে রক্ষা করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন সমস্যা হইতেছে—এই আইনের কবলে পড়িয়া মহাজন সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে তাঁহাদের স্থান পূরণ করিবে কে? পল্লীঅঞ্চলের সঞ্চিত অর্থ কোন পথে ধাবিত হইবে? কি উপায়েই বা কৃষকদিগকে সাময়িক ঋণদানের ব্যবসা অটুট থাকিবে? কালের গতি বিশ্লেষণে সাধারণতঃ এই সমস্ত প্রশ্নই মনে জাগে।

"সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য দাদন"—কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কের এই মূলনীতি অব্যাহত রাখিয়া ব্যাঙ্ক সমূহ কৃষক সম্প্রদায়ের উপকারার্থে কি ভাবে পল্লী অঞ্চলে মূলধন সরবরাহ করিতে পারে বর্ত্তমানে তাহাই অল্প কথায় আলোচনা করিব।

পল্লী অঞ্চলে দাদনী কারবার সঙ্কুচিত হওয়ায় সহরাঞ্চলে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ খুব সুস্পষ্ট। পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী বেশীর ভাগই কৃষক এবং পল্লীসমূহে অর্থ বিনিয়োগ করিলে তাহা পরিশেষে কৃষকদের হাতেই যাইবে এবং ঋণ-সালিশী আইন বা মহাজনী আইনের আমলে পড়িবে। ইহার ফলেই পল্লী অঞ্চলের দাদনযোগ্য অর্থ সহরে আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে এবং এক একটী সহরে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইতেছে। দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থাই একমাত্র ইহার জন্য দায়ী। ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহার পরিণতি হিসাবে আমানতী টাকার উপর চড়া সুদ, ব্যাঙ্কের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় প্রভৃতি কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর চিহ্ন দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার ফলে মফঃস্বলের মাঝারী এবং কুটীর শিল্পসমূহের বৃহত্তর স্বার্থ অবজ্ঞাত হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভাব বশতঃ এই শিল্পসমূহ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কসমূহ এই দিকে নজর দিলে এই মরণোন্মুখ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে এবং ইহাতে আমাদের প্রকৃত জাতীয় উন্নতির পথও কতকটা সুগম হইতে পারে।

বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গতি খুবই কম। মফঃস্বল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির সংস্থান ততোধিক সীমাবদ্ধ। কাজেই এই শিল্পসমূহের উন্নতি সাধনে ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান সমস্যা দাঁড়ায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। এই দুইটী বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী সমস্যার সামঞ্জস্য করিয়া কিরূপে একটী কার্য্যকরী পন্থায় উপনীত হওয়া যায়? বহিরাঞ্চল হইতে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে এই ব্যাঙ্কসমূহের উপর যদি বিধিনিষেধ অর্পিত হয় তবে কৃষি-ঋণের একটা সুব্যবস্থা করিতে হইলে এই ব্যাঙ্কসমূহের জন্য উপযুক্ত অর্থ সংস্থানের পথ দেখিতেই হইবে। আমাদের প্রস্তাব এই যে সহরের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ব্যাঙ্কসমূহ অল্প সুদে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিকে টাকা ধার দিবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্ক-গুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরোক্ষভাবে যুক্ত করিতে হইলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কর্ত্তব্য তাহাদের সাহায্যের দ্বারা যাহাতে ইহা কার্য্যকরী হইতে পারে এরূপ একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করা।

এই প্রস্তাবটী ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইলে গুদামস্থিত মালের জামীনে দাদন প্রথা মফঃস্বলাঞ্চলে প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহা বিশেষভাবে জনপ্রিয় করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই প্রথায় কিরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইবে তাহার আলোচনা করা যাউক। ব্যাঙ্কসমূহ গুদাম ভাড়া করিবে এবং গুদামসমূহ খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী পণ্যাদি মজুদ রাখার মত উপযুক্ত করিতে হইবে। গুদামসমূহ ব্যাঙ্ক হইতে নিকটে থাকা আবশ্যক। ইহাতে পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সুবিধা হইবে। গুদাম বীমা করা হইবে এবং বীমার ব্যয়ভার খরিদ্দারগণ বহন করিবে। প্রতি গুদামের জন্য একজন কেরাণী কিংবা একজন দারোয়ান নিযুক্ত থাকিবে। তাহার কর্ত্তব্য হইবে গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং টাকা পরিশোধের পরিবর্ত্তে যে মাল মজুদ কিংবা খালাস হইবে তাহার হিসাব রাখা। মালের উপর কি পরিমাণ টাকা দেওয়া যায় এরূপ হিসাবাদি অবশ্য রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় কৃষকও আশাতীত ভাবে উপকৃত হইবে। পল্লী অঞ্চলে কৃষকের আয়ের একটা অংশ মধ্যব্যবসায়ী-দের কুক্ষিগত হইয়া থাকে। উৎপন্ন পণ্যের অল্পতা এবং রৌদ্র বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন শস্যাদি রক্ষা করার মত নিরাপদ জায়গার অভাব বশতঃ দরিদ্র কৃষকগণ এই সমস্ত মধ্যব্যবসায়ীর নিকট তাহাদের কষ্টার্জ্জিত পণ্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহার দরুণ উচ্চতর মূল্যের জন্য অপেক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে তাহারা পণ্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্কের গুদামে এই সমস্ত শস্যাদি মজুদ রাখার সুবিধা হইলে অপেক্ষা করার মত ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শস্যাদির নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে এবং উচ্চমূল্য লাভে সমর্থ হইবে। মূল্য বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিয়া মধ্যব্যবসায়ীর সান্নিধ্য হইতে তাহারা কতকটা দূরে থাকিতে পারে। ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার পরিবর্ত্তে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের এই সমস্ত গুদামের উপর বিশেষ অধিকার (Lien) এবং স্বার্থ থাকিবে।

এই দাদন ব্যবস্থার সুফল বহুবিধ। সহজে বিক্রয়যোগ্য যথোপযুক্ত পণ্য জামীন থাকার দরুণ এই প্রকার দাদন খুবই

নিরাপদ। ইহাতে কৃষক উপযুক্ত মূল্য লাভ করে, শস্যাদিও সুবিধাজনক উপায়ে বিক্রয় হয় এবং ব্যাঙ্কেরও ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইয়া থাকে। বাঙ্গলা এখনও প্রধানত: কৃষি প্রধান প্রদেশ—অল্প ঝুঁকিতে অথচ উপযুক্ত লাভে এইরূপ দাদনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

এই সম্পর্কে স্যার জেম্‌স টেলারের একটি ইস্তাহার উল্লেখযোগ্য। ইহাতে স্যার জেম্‌স্ কৃষিবিল ডিস্‌কাউন্ট করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য সাময়িক অর্থ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য একটি কৃষিঋণ বিভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কৃষি-পণ্য বিক্রয়ে কৃষকের সহায়তাকল্পে দুই অথবা ততোধিক স্বাক্ষরযুক্ত কৃষিবিল ক্রয়, বিক্রয় অথবা রি-ডিস্কাউন্ট করিবার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব করা হইয়াছে। এই বিল ক্রয় কিম্বা ডিস্কাউন্টের তারিখ হইতে ৯ মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য হওয়া চাই এবং বিলে যে স্বাক্ষর থাকিবে তাহার একটি তালিকাভুক্ত কিংবা প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হইতে হইবে। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে স্যার জেম্‌স মহাজন সম্প্রদায়কেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নমহাজনগণ কৃষিপণ্যের জামীনে কৃষকগণকে বিল (Bill) করিয়া টাকা ধার দিবে এবং ঐ বিল্ কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গান যাইবে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে এই সমস্ত বিল রিডিস্কাউন্ট করিতে পারিবে। এই প্রথা জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে স্যার জেম্‌সের মত এই যে মহাজন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক অপেক্ষা শতকরা দুই টাকার বেশী সুদ দাবী না করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সমস্ত বিল ডিস্কাউন্ট করিতে কিংবা ইহাদের জামীনে ধার দিতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহকে শতকরা এক টাকা হিসাবে রিবেট্ দিবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাহি যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সমস্ত কৃষিবিল ক্রয় করিবে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকা উচিত। পল্লী অঞ্চলের মূলধন এবং কৃষিঋণ ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আমরা অলস দর্শক হিসাবে দেখিতে চাই না। এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কার্য্যকরী সহায়তার একটি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাই। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদাম প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদামের সাহায্যে বিল (Bill) জনপ্রিয় করা এবং কৃষিবিলের প্রচার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত ঐ ধরণের গুদাম প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই গুদামজাত মালের জামিনে টাকা নিয়োজিত করিয়া মফঃস্বল অঞ্চলে কৃষি বিল ক্রয় বিক্রয়ের একটা ধারা সৃষ্টি করিতে পারে। মফঃস্বলে স্থাপিত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখা ও অন্যান্য ছোট ব্যাঙ্কগুলির মারফতে ঐ কাজ চালান যাইতে পারে। তবে কৃষি বিল ক্রয় বিক্রয়ের কাজে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী সহায়তা প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি গুদামজাত বিক্রয়যোগ্য পণ্যের বিলের উপর দরকার মত অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহ ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির সহিত সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করিয়া উপরোক্ত বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে। আর তাহা যদি করা হয় তবে এদেশে সময় মত কৃষক দিগকে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ প্রদান সম্বন্ধে একটি বড় অসুবিধাই দূরীভূত হইবে। ঐ বিষয়ে প্রকৃত সুযোগ বাড়াইবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদত্ত সুবিধার অনুরূপভাবে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেও স্বল্প মূল্যের ষ্ট্যাম্পে চুক্তি করিবার এবং সহজে দাবীর টাকা আদায় করিয়া লওয়ার সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

(সেফ ডিপজিটের ব্যবসা)

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণের গচ্ছিত ধনসম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণে অন্যান্য যত প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নামমাত্র ফি দিয়া এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ লৌহ সিন্ধুকে নিজেদের মূল্যবান ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন এবং আফিস খোলার দিনে ৯॥ টা হইতে ৬টার মধ্যে, শনিবারে ৯॥টা হইতে ২॥টার মধ্যে এবং রবিবারে ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে যে কোন সময়ে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মারফতে এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার লাভ করতঃ নিজেদের চিহ্নিত সিন্ধুকে ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উহা হইতে উঠাইয়া আনিতে পরিবেন। আশা করা যায় যে জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোম্পানীর প্রদত্ত এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন।

সেফ ডিপজিটের [redacted]মাদের দেশে নূতন এবং এই ব্যবসা সম্বন্ধে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নাই। এই জন্যই আমরা এই সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম। যাহারা এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত তাঁহারা স্বয়ং ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোম্পানীর এই বিষয়ক বিধিব্যবস্থা দেখিয়া আসিতে পারেন। বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক সহরেই এই ব্যবসার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বেতার সহযোগে পল্লীউন্নয়ন

নিখিল ভারত বেতার বিভাগের উদ্যোগে আগামী ১লা জুলাই হইতে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে বেতার সহযোগে পল্লী উন্নয়ন মূলক বিবিধ কার্য্যসূচী প্রবর্ত্তিত হইবে। পল্লী উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশ সরকার নিখিল ভারত রেডিও বিভাগের সহযোগিতায় ১০ হইতে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী ৫০টি বিভিন্ন পল্লীতে বেতার যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ সরকার ইহার খরচ বহন করিবেন। কিন্তু কার্য্যসূচী পরিচালিত করিবার দায়িত্ব রেডিও বিভাগের উপর অর্পিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থান

বাঙ্গলা সরকারের 'এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসর' সম্প্রতি এক বুলেটিনে বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহে বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ বুলেটিনে প্রকাশ [redacted] বর্ত্তমানে যে ২৮টি কাপড়ের কল চলিতেছে তাহাতে কর্ম্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ৩১ হাজার এবং উহার মধ্যে ১৮ হাজার ৫০০ জন বাঙ্গালী, অবশিষ্ট সকলেই অবাঙ্গালী। অর্থাৎ এ প্রদেশের কাপড়ে কলের বর্ত্তমান কর্ম্ম নিযুক্ত লোকদের মধ্যে শতকরা অন্যূন ৪০ জনই ভিন্ন প্রদেশ ও ভিন্ন দেশের লোক। বিভিন্ন কাপড়ের কলের মালিকগণ বাঙ্গালী যুবকদিগের নিয়োগের প্রতি আগ্রহশীল থাকিলেও বাঙ্গালী যুবকদের দিক হইতে কাপড়ের কলের চাকুরী গ্রহণে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। বড়ই সুখের বিষয় যে অধুনা ঐ দিক দিয়া যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। কাপড়ের কলের কাজ মোটামুটি পাচভাগে বিভক্ত যথা:—সাধারণ আফিস বিভাগ, কাটুনি বিভাগ, বয়ন বিভাগ, রং ও ধোলাই বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। সাধারণ আফিসের কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই কেরাণী আর তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই বাঙ্গালী। কাটুনি বিভাগে স্পিনিং মাষ্টার ও এসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারদের শতকরা ৩০ জন, সুপারভাইজরদের শতকরা ২৫ জন ও কারিকরদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন অ-বাঙ্গালী। বয়ন, রং এবং ধোলাই বিভাগের অবস্থাও ইহার অনুরূপ। সুদক্ষ কারিগরেরা মাসিক ২০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা পায়। সুপারভাইজরদের পদে উন্নীত হইলে মাসিক মাহিয়ানা দেড়শত টাকা পর্য্যন্ত হয়। মাষ্টার ও এসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারেরা ৭৫ টাকা হইতে ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পায়। বিভাগীয় ও বড় কর্ম্মচারীদের বেতন মাসিক ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী মিস্ত্রীই অবাঙ্গালী। ইহারা মাসে ২০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কাপড়ের কলে সাধারণ কারিগর হিসাবে প্রবেশ করিতে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ট্রেনিং আবশ্যক হয় না। বিনা বেতনে বা আংশিক বেতনে শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রবেশ করিয়া কাজ শিখিতে হয় এবং কল চালানো বা বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যে কিছু অভিজ্ঞতা হইলে ইহাদিগকে স্থায়ীভাবে কাজে ভর্ত্তি করা হয়। সুপারভাইজার, মাষ্টার, এসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার ফোরম্যান প্রভৃতির কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং আবশ্যক। বয়ন শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা বাঙ্গলা দেশে শ্রীরামপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে লাভ করা যায়। বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলী ইনষ্টিটিউটে চারি বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ধোলাই ও রং সম্বন্ধে বরোদা কলাভবন টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটে শিক্ষা লাভ করা যায়। বয়ন শিল্প সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টার মিউনিসিপ্যাল কলেজ অব্ টেক্নোলজীতে আধুনিকতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা লাভ করা যায়।

বাঙ্গলার ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি কলিকাতার আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি বাঙ্গলার ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতির অবস্থা বর্ণনা করেন। ডাঃ মুখার্জ্জি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গত ৫০ বৎসরে হিন্দুর জনসংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ২১ এবং পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৫৯। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ছিল হাজার করা ৬৪০। বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৭১০। ডাঃ মুখার্জ্জির মতে আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জন হইবে মুসলমান এবং বাকী দুইজনের একজন হইবে তপশীলভুক্ত এবং মাত্র একজন হইবে উচ্চবর্ণের হিন্দু। সমগ্র বাঙ্গলার হিসাবে প্রতি ২০ জন বাঙ্গালীর মধ্যে ১৬ জন হইবে মুসলমান, ৩ জন তপশীলভুক্ত এবং মাত্র ১ জন হইবে বর্ণ হিন্দু।

নূতন বীমা আইন

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্ সি রায় নূতন বীমা আইন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—১লা জুলাই হইতে নূতন বীমা আইনটি কার্য্যকরীভাবে বলবৎ হইয়াছে। এই নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। দেশের বিভিন্ন বীমা কোম্পানী মনোযোগের সহিত এই অত্যাবশ্যকীয় আইনের বিধানগুলি পাঠ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন আইনে বীমাকারীদিগকে যে সকল সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে তাহা এদেশের তিন শত কোটি টাকা বীমার পরিমাণ বীমার যে দশ লক্ষের অধিক বীমাকারী রহিয়াছে তাহা তাহাদের জানা দরকার। ঐরূপ ধরণের কয়েকটি সুবিধার কথা নিম্নে বিবৃত হইল:—(ক) নূতন আইন প্রবর্ত্তনের সময় হইতে অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকেরা মোট ডিরেক্টর সংখ্যার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী হইবেন (খ) এখন হইতে বীমাকারীরা যে কোন ব্যক্তিকে দাবীর টাকার গ্রহীতা মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বীমার মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে বীমার টাকা পাইতে কোন ওয়ারিশান সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না (গ) বীমাকারী যথাসময়ে কৃত বীমার প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে উক্ত বীমা সম্পর্কে মতামত জানাইবার জন্য কোম্পানী তিন মাসের মধ্যে বীমাকারীকে নোটিশ দিতে বাধ্য থাকিবে। (ঘ) পলিসি অন্ততঃ তিন বৎসর চলিবার পর যদি প্রিমিয়াম বাকী পড়ে তবে আপনা হইতেই উহা পেড্-আপ্ হইয়া যাইবে, অথবা স্বতঃচালিত পদ্ধতিতে উহাকে চালু রাখিতে হইবে। বীমাকারীদের পক্ষে নূতন আইনের ৪১ ধারাটিও জানা দরকার। উক্ত ধারায় রিবেট গ্রহণ দণ্ডনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। কেহ প্রিমিয়ামের রিবেট গ্রহণ করিলে তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইবে।

নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট একটি সংবাদ সরবরাহ বিভাগ খুলিয়াছেন। উক্ত বিভাগে অনুসন্ধান করিলে যে কেহ প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

আগামী আদমসুমারী

আগামী ১৯৪১ সালে যে আদমসুমারীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা হইবে বর্ত্তমানে তাহার উদ্যোগ আয়োজন বেশ জোরে চলিয়াছে। কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের সিমলা অধিবেশনেই আদমসুমারী সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করা হইবে। ইতিমধ্যেই উহার খসড়া মতামতের জন্য প্রাদেশিক সরকার সমূহের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রদেশের আদমসুমারী কার্য্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন:— মাদ্রাজ মিঃ ডি এইচ এলুইন; বাঙ্গলা মিঃ আর এ ডাব; যুক্তপ্রদেশ—মিঃ ভগবান সহায়; বিহার—মিঃ ডব্লিউ জি আর্চার; মধ্যপ্রদেশ—মিঃ আর রামধেয়ানী; আসাম—মিঃ কে ডাব্লিউ পি তমরার; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—মিঃ এইচ টি ল্যাম্বিক; সিন্ধু—মিঃ আর সি এস বেল। ইহাদের প্রায় সকলেই আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ভারত সরকারের সেনসাস্ কমিশনার মিঃ ইনেটস্ আগামী অক্টোবর মাসে ছুটি হইতে ফিরিয়া কার্য্যে যোগদান করিবেন।

কুটীর শিল্পের প্রসার

নিখিল ভারত গ্রাম্য শিল্প উন্নয়ন সঙ্ঘের (অল্ ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ডাঃ জে সি কুমারাপ্পা, সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন—ভারতের লোক বর্ত্তমানে যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কিছু সংখ্যক লোককে কুটীর শিল্পের দিকে নিয়া যাওয়া ছাড়া সাধারণের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। এই কথা স্মরণ রাখিয়া নিখিল ভারত শিল্প উন্নয়ন সঙ্ঘ গ্রাম্য শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। একটি বর্দ্ধিষ্ণু কুটীর শিল্প হিসাবে এস্থানে হস্তনির্ম্মিত কাগজ শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ওয়ার্দ্ধা জিলার অঙ্কি নামক স্থানে যে কাগজ নির্ম্মানের কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে কারিগরেরা ১২০ টাকা মূলধন নিয়া কাজ সুরু করিয়া প্রতি মাসে ২৫ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে।

স্বদেশী বীমা ব্যবসায়কে উৎসাহ প্রদান

ভারতবর্ষের জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য সহায়তার জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিছুদিন হইল তাঁহারা এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে সরকারী কর্ম্মচারীরা যে বীমা করিবেন এবং উহাদের দ্বারা যে বীমার কাজ নিয়ন্ত্রিত হইবে সমস্তই স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রদান করিতে হইবে। যে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয়দের এবং সমস্ত মূলধনের ভিতর শতকরা ৭৫ ভাগ মূলধন ভারতীয়দের স্বদেশী বীমা কোম্পানী অর্থে তাহাকেই বুঝাইবে।

জাপানের বস্ত্রশিল্প

গত ১৯৩৭ সালে জাপানে বস্ত্রশিল্পের সমূহ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে জাপানে বস্ত্রশিল্পের নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ২০ লক্ষ ইয়েন। ১৯৩৭ সালে পুরাতন শিল্প কোম্পানীগুলির কার্য্য প্রসারিত হওয়ায় ও কতকগুলি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ইয়েন দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে জাপান কটন স্পিনার্স এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত বস্ত্র কারখানা সমূহে টাকুর সংখ্যা বাড়িয়া ১ কোটি ২১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৫২টি দাঁড়াইয়াছে।

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর কোন কোন মহাদেশে জাপান হইতে কি পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদান করা হইল:—

মহাদেশ	১৯৩৮ (বর্গগজ)	১৯৩৭ (বর্গগজ)
এশিয়া	১৩৬,৩৯,৪৮,০০০	১৫৪,৯৭,৭৩,০০০
আফ্রিকা	৩২,৭৪,৬৬,০০০	৩৪,৮৯,৮৭,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	১১,৭৬,৩৫,০০০	২২,৩৭,৩৮,০০০
ইউরোপ	৮,৬৪,৫৮,০০০	৯,৯৬,১৭,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৭,৬৭,১৭,০০০	৬,৮৩,২৩,০০০
উত্তর আমেরিকা	৫,১৪,১৬,০০০	১৯,২৮,৯৬,০০০

ইক্ষু সংক্রান্ত গবেষণার ব্যয়

ফিলিপাইনের শর্করা শিল্প সম্বন্ধে মিঃ চন্দ্র প্রকাশ গুপ্ত সম্প্রতি একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের একস্থানে মিঃ গুপ্ত দেখাইয়াছেন যে হাওয়াইয়ে (Howaii) ইক্ষু সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রতি একর ইক্ষু জমি হিসাবে ১২ টাকা ব্যয় হয়। যাভা এবং জাপানে খরচ হয় ৩ টাকা। সেইস্থলে ভারতবর্ষে প্রতি একর ইক্ষু জমি হিসাবে ইক্ষু সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ব্যয় হয় মাত্র সোয়া পাঁচ আনা।

বাঙ্গলার বনজ সম্পদ

গত ৩০শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের বনজ দ্রব্য প্রদর্শনীতে বাঙ্গলায় ফরেষ্ট ইউটিলাইজেসন অফিসার মিঃ এস চৌধুরী বাঙ্গলার বন ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় মিঃ চৌধুরী বলেন—বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় বনভূমির আয়তন ১০ হাজার ৬০০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে খাস বন ৬,৫০০ রক্ষিত বন ৬৫০ এবং অন্যান্য বন ৩,৭৫০ বর্গ মাইল। বৃক্ষ হিসাবে বাঙ্গলার বনভূমিকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) ওক বন (Oak Hill Forests), (২) শালবন (Deliduous Forests), (৩) গর্জ্জনবন (Evergreen Forests), (৪) সুন্দরবন (Littoral Forests)। ওকবন হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। সেখানে ওক গাছ ভিন্ন ফালট, চাঁপ, ঝাপসী ও সরল গাছ জন্মিয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান বনকেন্দ্র। এই অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ শাল বা গজারী, চাঁপ, চাঁপালীল, চিলোনী, লম্পাটি, শাঁজ প্রভৃতি। চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ গর্জ্জন, জারুল, গোলীজাম, এবং মুলী বাঁশ প্রভৃতি। সুন্দর বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী। গেওয়া, গড়ান, পশোর প্রভৃতি। ঢাকা ও মেদিনীপুর অঞ্চলের বন শেষোক্ত তিনটি বনের সংমিশ্রণ বলা চলে। বাঙ্গলায় বনসংরক্ষণের উদ্দেশ্য জনসাধারণের বনজাত দ্রব্যের অভাব দূরীকরণ—বন্যা ভূস্খলন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্গতি নিবারণ—বনের নিকটবর্ত্তি গ্রামবাসীদের গো-পালনের ব্যবস্থা—বনজ দ্রব্যের ব্যবসা হইতে সরকারের অর্থাগম। ব্যবসা হিসাবে বন পরিচালনা ব্যক্তিগত অর্থ বা মূলধনের সহজসাধ্য নহে বলিয়াই প্রায় সকল দেশের বন-সম্পত্তির

বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও শাসনভার সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু বনজ দ্রব্য মানুষের ব্যবহারোপযোগী করা, বাজারে আনা প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অর্থ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বনবিভাগের কর্ম্মচারী ব্যতীত বাঙ্গলার বনে অন্ততঃ পচিশ ত্রিশ হাজার লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

ইংলণ্ডের মজুত স্বর্ণ

গত ৩১শে মার্চ্চ ইংলণ্ডে মুদ্রা সম্পর্কিত মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৯ হাজার আউন্স। প্রতি আউন্স ৭ পা ৮ শি ৬পেনী দরে ঐ স্বর্ণের মূল্য দাঁড়ায় ৫৯ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ঐ প্রকার মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি পাউণ্ডের মোট ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৩ হাজার আউন্স। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিনিময় সমীকরণ তহবিল ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার আউন্স ও ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৪ হাজার আউন্স স্বর্ণ মজুত ছিল। গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐরূপ মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ কোটি ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার আউন্স ও ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার আউন্স দাঁড়াইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক গোলযোগের জন্যই যে মজুত স্বর্ণ কমিয়া যাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসামে ভিন্ন দেশীয়দিগের ভবিষ্যৎ

আসামে ভিন্ন দেশ হইতে আগতদিগের বসবাস সমস্যা বিবেচনার জন্য আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সমিতি যে সাবকমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, প্রকাশ আসাম সরকার লাইন প্রথা সম্পর্কে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট 'লাইন প্রথা' সম্পর্কে যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে মন্ত্রিমণ্ডলী ঐ কমিটির রিপোর্ট বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস সাব কমিটির সুপারিশ সমূহের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আসামে ভবিষ্যতে ভিন্ন দেশীয় লোকের বসতি স্থাপন বন্ধ করার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ আসামে অনাবাদী জমির পরিমাণ এখন কম। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলের পর যাহারা আসামে আসিয়া জমি দখল করিয়াছেন তাহাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পাট ও ধানের মূল্য সম্পর্কে তদন্ত

গত বৎসর আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার পাট ফসল সম্পর্কে ও ধান চাউলের মূল্য সম্পর্কে তদন্তের জন্য দুইটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি কমিটি ইতিমধ্যে বাঙ্গলার পাট ও ধান্য উৎপাদনকারী জেলা সমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রমাণ সংগ্রহ করতঃ বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাৎ ভাবে তদন্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আইন পরিষদগুলির অধিবেশন চলিতে থাকায় কমিটির সদস্যরা ঐ দিকে ব্যস্ত আছেন বলিয়া উপরোক্ত দুইটি কমিটির সভা আহ্বান করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাহাহউক আশা করা যাইতেছে শীঘ্রই উক্ত কমিটি দুইটির সভা বসিবে এবং সুপারিশ সহ তাহাদের রিপোর্টও প্রস্তুত হইবে। সম্ভবতঃ আগামী আগষ্ট মাসে ঐ দুইটি রিপোর্ট বাঙ্গলা সরকারের নিকট পেশ করা হইবে।

কিশোরগঞ্জে বিদ্যুতের কারখানা

দেশে ছোটখাট শিল্পের প্রসারে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে যে খানেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে সেই স্থানে তেলের কল, গেঞ্জী মোজার কল, সিনেমা কোম্পানী, তাঁতের কারখানা, চাউলের কল, বয়নের কারখানা ইত্যাদি ছোট ছোট অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া বহু বেকার ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের উপায় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশের মফঃস্বলস্থ সহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ এখনও কিছুই অগ্রসর হয় নাই। বিদ্যুৎ শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, দেশের আর্থিক দুরবস্থা এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদ্যুতের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ ইত্যাদি এজন্য দায়ী। যাহা হউক উহা আনন্দের কথা যে বর্ত্তমানে ধীরে ধীরে মফঃস্বলের সহরগুলিতেও বিদ্যুতের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উক্ত জেলার কিশোরগঞ্জ সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটী কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া লাইসেন্সের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী আত্মশক্তির বলে ব্যবসাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি বস্ত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া অনেক কাপড়ের কলে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। অতঃপর তিনি একজন চা-কর হিসাবে কার্য্যক্ষেত্রে ব্রতী হন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীহট্ট জেলায় ২টী এবং ত্রিপুরা জেলায় ১টী চা বাগানের মালিক। এই তিনটী চা বাগানের বর্ত্তমান মূল্য ৭ হইতে ৮ লক্ষ টাকা। বস্ত্রশিল্প ও চা শিল্পে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বিদ্যুৎ শিল্পেও তিনি তদনুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন উহা খুবই আশা করা যায়। তাঁহার এই নূতন প্রচেষ্টার ফলে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের বহু ব্যক্তির পক্ষে ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হইবে। আমরা তাঁহার এই নূতন প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

চা সম্পর্কে খেলোয়াড়দের অভিমত

চা সম্পর্কে খেলোয়াড়দের অভিমত শীর্ষক আমরা ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্স পানসন বোর্ডের কমিশনারের সৌজন্যে চা সম্বন্ধে একটী সুদৃশ্য পুস্তিকা উপহার পাইয়াছি। উহাতে চা সম্বন্ধে টেনিস চ্যাম্পিয়ান মিস লীলা রাও, সুপ্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় জুম্মা খান ও জি পাল, ভারত বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মার্চ্চেণ্ট, কে বসু ও সি কে নাইডু, টেনিস খেলোয়াড় ঘাউস মহম্মদ মুষ্টি যোদ্ধা মিঃ বি ডি চাটার্জ্জি প্রভৃতি অনেকের অভিমত ছাপা হইয়াছে। উঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অত্যধিক পরিশ্রমের পর চা তাঁহাদের শ্রমবিনোদন করিয়াছে এবং তাঁহাদের স্নায়ুগুলিকে সবল করিয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলায় মোট ৩২টি নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। তাহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

পৃথিবীতে মোটরযানের উৎপাদন

হেগের আন্তর্জ্জাতিক সংখ্যাতত্ত্ব আফিসের প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় গত এপ্রিল মাসে সমস্ত জগতে মোট ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে নির্ম্মিত মোটরযানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৩ লক্ষ ৫১ হাজার। গত বৎসর জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত চারিমাস দুনিয়ায় ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছিল। চলতি বৎসরের প্রথম চারিমাস সেই স্থলে ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার মোটরযানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৯ ভাগ।

ভারতে সামরিক অস্ত্র নির্ম্মাণ

ভারতীয় সৈন্যদলের সংস্কার ও তাহাদিগকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করা সম্পর্কে চ্যাটফিল্ড কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, প্রকাশ, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত সংস্কার কার্য্য ও আধুনিক সাজ-সজ্জার অধিকাংশ ব্যয় বহন করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত বলিয়া

ঘোষণা করিয়াছেন। কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। চ্যাটফিল্ড কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্য দলের জন্য যে সকল নূতন ব্রেণ গানের প্রয়োজন হইবে তাহা ইংলণ্ডের কারখানায় হইবার কথা। কিন্তু বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সার্ভিসসমূহের পক্ষ হইতে এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশরক্ষা কার্য্যের জন্য যে সকল অর্ডার দিয়াছেন, বৃটেনের অস্ত্রের কারখানাগুলি সেই কাজের চাপেই অস্থির। সুতরাং এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের কারখানাগুলি আরও কিছুকাল চ্যাটফিল্ড কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবেনা, লর্ড চ্যাটফিল্ড আরও একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতের জন্য নিজস্ব অস্ত্রের কারখানা স্থাপন ও প্রচারে উৎসাহদান ও আর্থিক সাহায্য করতঃ ভারতীয় সৈন্যদিগের আধুনিক অস্ত্র সজ্জার কার্য্যকে সত্বর সাফল্যমণ্ডিত করা উচিৎ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত সুপারিশ ব্যতীত এই প্রস্তাবও অনুমোদন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সকল অস্ত্রের কারখানা আছে সেইগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে এবং নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে। নূতন কারখানা কোথায় হইবে অর্থনৈতিক কারণ ও স্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া রিপোর্টে তাহাও সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলায় মাধ্যমিক শিক্ষা

১৯৩৬-৩৭ সালে সমগ্র বঙ্গে ৪২টি মধ্য বাংলা স্কুল ছিল এবং মোট ৩ হাজার ১০১ জন ছাত্র সে সব স্কুলে শিক্ষা পাইত। এতদ্ব্যতীত ১ হাজার ৮৫৭টি মধ্য-ইংরাজী স্কুলও ছিল। মোট ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৭৩ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত। ১৯৩১-৩২ সালে মধ্যে-ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৪৫টি এবং সে সময়ে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১লক্ষ ৭৭ হাজার ১০২ জন। ঐ হিসাব হইতে দেখা যায় যে যদিও গত পাঁচ বছরে ১২টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল বাড়িয়াছে, তথাপি ছাত্রের সংখ্যা কতকাংশে কমিয়াছে। আলোচ্য সময়ে ৩ হাজার ৩২৭ টি বালিকা বালকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্কুলে শিক্ষা পাইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত হইয়াছিল। ৪টি স্কুল মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। ৫৪০টি স্কুলে সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হয়। আলোচ্য পঞ্চবর্ষের শেষদিকে বালকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সকল শ্রেণীর মধ্যে-ইংরাজী বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৬৫৯ জন। তন্মধ্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ১৫১ জন। তন্মধ্যে ১ হাজার ১২৭ জন ছিল গ্রেজুয়েট। বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল সমূহে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিগত ১৯২৭ সালে একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়। আলোচ্য পাঁচ বৎসরে ৫১টি স্কুলে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলিয়াছে। ১৭টি মধ্যে ইংরাজী স্কুলে কৃষি শিক্ষার জন্য ক্লাস খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাশিয়ার জাতীয় আয়

গত ১৯১৩ সালে রাশিয়ার লোকের সমষ্টিকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৭-২৮ সালে তাহা দাঁড়ায় ২৮৪ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩৪ সালে তাহা ৩২৯ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ৪৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর পশু সম্পদ

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের নিম্নলিখিত সংখ্যক পশু রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে—অশ্ব ৭ কোটি ৫০ লক্ষ, গরু ৬০ কোটি, মেষ ৬২ কোটি, ছাগ ৮ কোটি, শূকর ২৯ কোটি, গর্দ্দভ ২ কোটি, ৮০ লক্ষ খচ্চর ১ কোটী ৩০ লক্ষ, উট ৬০ লক্ষ, হাঁস ১৬ কোটী, মোরগ ১৪০ কোটী, হাতী ১ লক্ষ, সিংহ ১ লক্ষ, ব্যাঘ্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার, গরিলা ১ হাজার ৫০০, বিভিন্ন ধরণের পক্ষী ১০ হাজার কোটী।

তুলার বদলে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার

জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে তুলার বদলে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার প্রচলিত করার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি সরকারীভাবে বস্ত্র নির্ম্মিত ৭৬টি জিনিষের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে ও ঐ সমস্ত জিনিষে তুলার বদলে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার আইনতঃ কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কোরে ফলের চাষ

ত্রিবাঙ্কোর সরকার বর্ত্তমানে ঐ রাজ্যে ফলের চাষ বাড়াইবার দিকে যত্নপর হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা সুবিধাজনক সর্ত্তে একদল উদ্যোগী ব্যক্তিকে আনারসের চাষ করিবার জন্য মোট ১ হাজার একর জমি লিজ প্রদান করিয়াছেন। তাহাছাড়া ঐ বিষয়ে অন্য রকম সুবিধাও দেওয়া হইতেছে। সরকার কর্ত্তৃক লিজ প্রদত্ত জমিতে ফলের চাষ করিয়া যে লাভ পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা দশ ভাগ সরকার পাইবেন। বিশেষজ্ঞদের মত এই যে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে ফলের চাষ করিয়া লাভবান হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে।

কানাডার বীমা ব্যবসায়

কানাডা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালে কানাডায় মোট ৬২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৪১ ডলারের জীবন বীমা পলিসি বিক্রয় হইয়াছে, গত ১৯৩৭ সালে নূতন বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৭ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৯৮ ডলার।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

গত এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	মে	এপ্রিল
আসাম	২৬,৭১৪ টন	২৩,৮২৫ টন
বেলুস্থিান	২,৫২৮ ,,	৭৭৯ ,,
বাঙ্গলা	৬,১৪,৪৪৯ ,,	৬,২৩,৬২৬ ,,
বিহার	১২,২৪,২৩৫ ,,	১২,৫২,২২৬ ,,
উড়িষ্যা	৩,৪৭৬ ,,	২,৯৩৪ ,,
মধ্যপ্রদেশ	১,৪৬,৩৪৭ ,,	১,৩১,০৫৯ ,,
পাঞ্জাব	২০,৮০২ ,,	১৯,৫৯১ ,,
মোট	২০,৩৮,৫৮১ টন	১৮,৩৫,৫১৪ টন

ভারতীয় কলে উৎপন্ন সূতা ও বস্ত্র

গত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র তৈয়ার হয়। ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে ও ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কাপড়ের কলগুলিতে যথাক্রমে ১১ কোটি ৮ লক্ষ ও ১১ কোটী পাউণ্ড পরিমাণ বস্ত্র এবং ৯ কোটি ৭ লক্ষ ও ৭ কোটী ৮১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল।

পাটের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

১৯৩৯ সালের নূতন মরশুমে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় ও অন্যান্য প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সরকারী প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জেলা বা প্রদেশ	বর্ত্তমান বৎসর (আবাদী জমি)	গত বৎসর (আবাদী জমি)
যশোহর	৭৭,৫০০ একর	৭৩,৮০০ একর
বাখরগঞ্জ	৪৯,০০০ ,,	৩৯,০০০ ,,
জলপাইগুড়ি	২৫,৩০০ ,,	৩৭,৬০০ ,,
নোয়াখালী	৫১,৬০০ ,,	৪৭,২৫০ ,,
হাওড়া	৩,২০০ ,,	৩,৬০০ ,,
বর্দ্ধমান	১,২০০ ,,	১,৪৫০ ,,
২৪ পরগণা	৩০,০০০ ,,	৪০,০০০ ,,
নদীয়া	৫৭,৮০০ ,,	৬২,০০০ ,,
দিনাজপুর	৬৮,০০০ ,,	৭১,০০০ ,,
বগুড়া	৯৫,০০০ ,,	৯০,০০০ ,,
বিহার	২,৬৫,৯০০ ,,	৩,১৫,৫০০ ,,
আসাম	২,৫৭,১০০ ,,	৩,০২,৬০০ ,,
মুর্শিদাবাদ	৪৫,৬০০ ,,	৪৮,৯০০ ,,
মেদিনীপুর	৩,২০০ ,,	৪,০০০ ,,
হুগলী	১৬,২০০ ,,	২২,০০০ ,,
পাবনা	৮০,৮০০ ,,	৭৬,০০০ ,,
মালদহ	২৭,১০০ ,,	২৩,৪০০ ,,
ঢাকা	৩,০৫,৮০০ ,,	৩,২১,৯০০ ,,
খুলনা	২৭,৪০০ ,,	১৮,১০০ ,,
রংপুর	৩,০০,০০০ ,,	৩,০৬,৪০০ ,,
চট্টগ্রাম	২০০ ,,	২০০ ,,
ত্রিপুরা	২,৪০,০০০ ,,	২,৩১,০০০ ,,
ত্রিপুরা রাজ্য	১৩,০০০ ,,	৮,০০০ ,,
উড়িষ্যা	২০,০০০ ,,	২৪,৯০০ ,,

বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া

বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এ সি চাটার্জ্জি সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ম্যালেরিয়া সমস্যা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন—ম্যালেরিয়া একটি নিবার্য্য ব্যাধি। ১৮৮০ সালে ডাঃ ল্যাভেরণের আবিষ্কার আর ১৮৯৭-৯৮ সালে এই কলিকাতা সহরে ডাঃ রসের আবিষ্কারের পর আমরা এখন ম্যালেরিয়ার নিদান ও মূলীভূত জীবাণু এবং তাহার বাহক মশক সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অবগত হইয়াছি। বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলি বাদ ছিল না। এই ব্যাধি সংক্রামরূপে প্রায় অপরাপর সমস্ত জেলাগুলিতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলা দেশে পাচ কোটি লোকের মধ্যে বৎসরে ৩ হইতে ৪ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন, আর প্রায় ৫ লক্ষ লোক এই ব্যাধিতে মারা পড়েন। মোটের উপর দেখা যায় যে সমস্ত ভারতবর্ষে বৎসরে কত লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন তন্মধ্যে গড়ে শতকরা ৪০ জন এই বাঙ্গলা দেশের। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই ৩১ বৎসরে বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসালয় ও আরোগ্যশালার সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এপ্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্ত লোকই অচিকিৎসিত থাকিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে যে সমস্ত জেলাগুলি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও স্বাস্থ্যকর ছিল, সেই সমস্ত জেলাগুলিতে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাত্র ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বেও ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলাগুলি স্বাস্থ্যকরই ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জিলায় ম্যালেরিয়া সংক্রামকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। কোনও কোনও স্থানের অধিবাসিগণ শতকরা ৬০ জনেরও বেশীরভাগ লোকের ভিতর প্লীহা বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। যদি অতি সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার করা না হয়, তাহা হইলে অচিরেই এই সকল স্থানের অবস্থা পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গলার অনুরূপই দাঁড়াইবে।

বিহারের সমবায় আন্দোলন

কিছুকাল পূর্ব্বে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দল ঐ প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ ঐ কমিটি বিহার প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহারা কংগ্রেস দলের নিকট একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাও উপস্থিত করিবেন বলিয়া

জানা গিয়াছে। বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সাব কমিটির সম্পূর্ণ স্কীমটি প্রস্তুত হইতে যে সময় লাগিবে তাহার মধ্যেই বিহার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিহার প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে ১০ লক্ষ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করা উচিৎ।

আসামের প্রাকৃতিক সম্পদ

আসাম বণিক সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দাস আসামের প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয় আলোচনা করিয়া সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেন—আসামের চেরাপুঞ্জী পাহাড়ের এলাকায়ই প্রায় ২৯ লক্ষ টন প্রথম শ্রেণীর কয়লা লুক্কায়িত রহিয়াছে। চেরাপুঞ্জীর এই মূল্যবান সম্পদকে কাজে লাগাইবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। চেরাপুঞ্জীর এই অব্যবহৃত কয়লার পাশে রহিয়াছে প্রচুর পরিমাণ চূণা পাথর। এই চূণা পাথরের সামান্য অংশ মাত্র সিলেট চূণ নামে বিদেশে চালান হইতেছে। চূণ তৈয়ার করিবার জন্য যে কারখানা রহিয়াছে তাহার সহিত অন্যান্য রাসয়নিক দ্রব্যের জন্য আধুনিক কল স্থাপন করিতে পারিলে উক্ত চূণা পাথর হইতে আনুষঙ্গিক দ্রব্য হিসাবে আলকাতরা, রেজিন, মোটর স্পিরিট, কার্ব্বলিক এসিড, এমোনিয়া সালফেট, নানাবিধ রং ও গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চূণ তৈয়ারীর কারখানার সঙ্গে ঐরূপ রাসায়নিক দ্রব্য নির্ম্মাণের কোন কারখানা না থাকায় চূণা পাথরের শতকরা ৩৭ ভাগ উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভারতে যে ক্যালসিয়াম কার্ব্বাইড প্রয়োজন হয় তাহার প্রতি পাউণ্ড আসে বিদেশ হইতে। ক্যালসিয়াম কার্ব্বাইড প্রস্তুতের জন্য একমাত্র প্রয়োজন কয়লা ও চূণা পাথরের। আসামে উহা প্রচুর পরিমাণ বর্ত্তমান। চেরাপুঞ্জী অঞ্চলের কয়লার খনির পাশে যে বৃহৎ বৃহৎ জল-প্রপাতসমূহ রহিয়াছে তাহা হইতে অনায়াসে কারখানা চালাইবার মত বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় চূণা পাথর হইতে সিমেণ্ট নিম্মাণের জন্য ছাতকে এক কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই কারখানা স্থাপনের কালে আসাবম চূণা পাথরের অপচয় অনেকটা নিবারিত হইয়াছে। কয়লা ও চূণা পাথর ছাড়া ডিগবয়ে কেরোসিনের খনির কথা কাহারও অবিদিত নাই। কাছাড় জেলার অন্তগত মাসিমপুরে একটি তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তথায় তাহা উঠাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন আসামের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহে আরও খনি ও বিভিন্ন পদার্থের সন্ধান পাওয়ার আশা রহিয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

ইণ্ডাষ্ট্রী ইয়ার বুক এণ্ড ডাইরেক্টরী ১৯৩৯—মূল্য পাঁচ টাকা। প্রকাশক—ইণ্ডাষ্ট্রী, পাব্লিশার্স লিমিটেড। 'কেশব ভবন'—২২নং আর জি কর রোড—শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বর্ত্তমানে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য ও খবরাখবর জানিবার প্রয়োজনীয়তা যেমন বাড়িয়াছে সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর তেমনই সে বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহও দেখা যাইতেছে। ইণ্ডাষ্ট্রী পাব্লিশার্স লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রতিবৎসর প্রকাশিত ইণ্ডাষ্ট্রী ইয়ার বুকটি সে দিক দিয়া দেশের একটি সত্যিকার অভাব পূরণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এই ইয়ার বুকটির ১৯৩৯ সালের সংখ্যাটি আমরা পাইয়াছি। এ বৎসর নানা দিক দিয়া এই ইয়ার বুকটির বহুমুখী উন্নতি সাধিত হইয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়।

বর্ত্তমান ইয়ার বুকটিতে অন্যান্য বারের ন্যায় অতীব নিপুণতার সহিত এদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়, বিভিন্ন স্থানের হাট বাজার, প্রধান প্রধান শিল্প ব্যবসা[illegible]রিচয় প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির সঙ্গে ব্রহ্মদেশ নেপাল ও দেশীয় রাজ্য সমূহের বিবরণও সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়েই নূতন নূতন তথ্যাদি সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইয়ার বুকের প্রকাশকগণ গ্রন্থটীতে প্রায় নিম্নলিখিত নূতন বিষয় সমূহও সন্নিবেশ করিয়াছেন :—নূতন বীমা আইন, ভারতীয় চা নিয়ন্ত্রণ আইন (ইণ্ডিয়ান টি কণ্ট্রোল এ্যাক্ট) ও যুক্ত প্রদেশের চিনির কারখানা সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন বিধান সমূহের বর্ণনা, চিনি, কাগজ ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সম্বন্ধে টেরিফ্ বোর্ডের সুপারিশ সমূহের ব্যাখ্যা; কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের নূতন বাজেট বরাদ্দ, ইঙ্গভারত বাণিজ্য চুক্তির বিধান সমূহের বর্ণনা, ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব। আয়করের নূতন হার ইত্যাদি।

এ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের মহলে ইতিমধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি ইয়ার বুক এণ্ড ডাইরেক্টরীর যথেষ্ট সমাদর দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে নূতন নূতন বিষয় সমূহ সংযোজিত করিয়া যেভাবে ঐ ইয়ারবুকটিকে বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উহার উপযোগীতা ও মূল্য উপলব্ধি করিয়া অনেকেই উহা ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধি সত্ত্বেও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহার দাম কিছুমাত্র বাড়ান হয় নাই। আমরা এই ইয়ার বুকের উদ্যোক্তা ও প্রকাশকদের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি।

ইন্সিওরেন্স হেরাল্ড—বিশেষ বীমা আইন সংখ্যা। ম্যানেজিং এডিটর মিঃ আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। এ সংখ্যার দাম ছয় আনা।

গত ১লা জুলাই হইতে নূতন বীমা আইনটি কার্য্যকরীভাবে বলবৎ করা হইয়াছে। এই আইনে নানাদিক দিয়া যে সব নূতন বিধি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহা একটি বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত করিবে বলিয়াও আশা করা যাইতেছে। এই সময়ে কলিকাতার ইন্সিওরেন্স হেরাল্ড নামক সুপরিচিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের কর্তৃপক্ষ ঐ পত্রের একটি বিশেষ বীমা আইন সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছে। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে স্যার এন এন সরকার, মাননীয় মিঃ এন আর সরকার, মিঃ পি সি রায়, মিঃ সুশীল চন্দ্র সেন, মিঃ এস; সত্যমূর্ত্তি ও মিঃ শ্রীপ্রকাশ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রবন্ধ ও মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়া নূতন বীমা আইনের বিধানগুলি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহের পরিচালক, এজেণ্ট ও পলিসি-গ্রাহক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিক হইতে আইনের ধারাগুলি আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ায় উহা পাঠ করিয়া যে অনেকেই উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত রচনাগুলি বর্ত্তমান সংখ্যাটিতে বীমা আইন সম্বন্ধে অন্যান্য ধরণের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে। উহার সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে কৃতিত্বের পরিচয় তাহা প্রশংসনীয়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বাঙ্গলা দেশে সমবায় প্রণালীতে এবং সমবায় আইন অনুসারে গঠিত যত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক লিঃ তাহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই ব্যাঙ্কটীই বাঙ্গলার সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার মূল উৎস। আমরা সম্প্রতি উক্ত ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৬০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮২৬ টাকা। এই দায়ের প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—আদায়ী মূলধন ১৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩২৫ টাকা, জেনারেল রিজার্ভ ফণ্ড ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ২০২ টাকা, স্পেসিয়াল রিজার্ভ ফণ্ড ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৯০৬ টাকা, বিভিন্ন মজুদ তহবিল ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮২২ টাকা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ওভারড্রাফ্‌ট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৩১০ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর আমানত ২ কোটী ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৫৮০ টাকা, দেয় সুদ ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩ টাকা। এই সব দায়ের বদলে বৎসরের শেষ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমবায় সমিতির নিকট দাদন ১ কোটী ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৮ টাকা, ক্যাস ক্রেডিট ও ওভারড্রাফ্‌ট ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৮৪ টাকা, জমীবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহে দাদন ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৬৯৩ টাকা, সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ জুট সেল সোসাইটীসমূহে (যাহা এখন লিকুইডেশনে গিয়াছে) দাদন ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩০৬ টাকা, সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন ৮৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬২৭ টাকা, প্রাপ্য সুদ ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৮৫ টাকা, হাতে নগদ ১ লক্ষ ১ হাজার ৬৬০ টাকা। সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ জুট সেল সোসাইটী সমূহে ব্যাঙ্কের যে টাকা দাদন দেখান হইয়াছে তাহার ক্ষতি-পূরণার্থ বাঙ্গলা সরকার ব্যাঙ্ককে বৎসরে ২ লক্ষ টাকা করিয়া ১২ বৎসরে মোট ২৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং আলোচ্য বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক এই দফায় ৪ লক্ষ টাকা পাইয়া তাহা একটী পৃথক তহবিলে ন্যস্ত করিয়াছেন। কাজেই এই দফায় ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচপত্র সঙ্কুলান হইয়া উহার নিট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৫৭ টাকা লাভ হয়। এই টাকার সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪১৮ টাকা যোগ দিয়া যে ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৭৫ টাকা হয় তাহা হইতে এই বৎসরে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে ১৬ হাজার ৬৬৯ টাকা দেওয়া হয়, ১ লক্ষ ৮০১ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হয় এবং বাকী সমস্ত টাকা বিভিন্ন মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হয়।

৩।২ ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট কলিকাতা—এই ঠিকানায় ব্যাঙ্কের আফিস অবস্থিত।

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

সম্প্রতি আমরা আজমীরের জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দুই বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর দশম ভেলুয়েশন রিপোর্ট। একচুয়ারী মিঃ ভি এস আয়ার এই ভেলুয়েশন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেন। এই ভেলুয়েশনে ও এম্ (৫) মৃত্যুতালিকার উপর আজীবন বীমাস্থলে ৫ বৎসর এবং অন্যবিধ বীমা স্থলে ৪ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু হার ধরা হয়। কোম্পানীর হস্তস্থিত দাদনী তহবিল দাদন করিয়া শতকরা বার্ষিক সোয়া চারি টাকা সুদ পাওয়া যাইবে এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের গড়পড়তা শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। সুখের বিষয় এইরূপ কড়াকড়ি ভিত্তির উপর ভেলুয়েশন হওয়া সত্বেও কোম্পানী আলোচ্য ভেলুয়েশনে কোম্পানীর মোট ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪১২ টাকা উদ্বৃত্ত (মধ্যবর্ত্তী বোনাস বাদে) হইয়াছে। ইহা যে কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কর্ম্ম-দক্ষতারই সুফল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ ভেলুয়েশনের কথা উল্লেখ করিয়া একচুয়ারী তাহার রিপোর্ট লিখিয়াছেন—ভেলুয়েশনে যে সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহার মূলে কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের নিম্ন মৃত্যুর হার, কার্য্য পরিচালনা বাবদ কম ব্যয়ের হার এবং কোম্পানীর সতর্কমূলক দাদননীতিই নিহিত রহিয়াছে। এই কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকগণ তাহাদের অর্থ একটি প্রথম শ্রেণীর সুপরিচালিত কোম্পানীতে নিয়োজিত রাখিয়াছেন বলিয়া স্বতঃই গর্ব্ব বোধ করিতে পারেন। সম্প্রতি জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিয়া আমরা তৎসম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান ভেলুয়েশন রিপোর্ট দৃষ্টেও আমরা এই কোম্পানীর কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি। এই কোম্পানীটি উত্তরোত্তর আরও উন্নতি লাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা।

ক্যালকাটা সেফ্ ডিপোজিট কোম্পানী

গত ৫ই জুলাই বুধবার সাড়ে চার ঘটিকায় কলিকাতা সেফ্ ডিপোজিট কোম্পানীর পরিচালক মিঃ অমৃতলাল ওঝার আমন্ত্রণে কলিকাতার সাংবাদিকগণ ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সমবেত হন। মিঃ ওঝা এবং স্থপতি ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ম্যাথু সাংবাদিকগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং সেফ্ ডিপোজিটের উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। জলযোগে আপ্যায়িত হইয়া সাংবাদিকগণ মিঃ ওঝা সমভিব্যাহারে সেফ্ ডিপোজিটের নব নির্ম্মিত বাটী পরিদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু (অমৃতবাজার), মিঃ এস, কে, ঘোষ (ষ্টেট্‌সম্যান), শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন গুপ্ত, (ইউনাইটেড প্রেস), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (আর্থিক জগৎ), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র কুমার সান্যাল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীযুক্ত হালদার (ইণ্ডাষ্ট্রী) সম্পাদক, নবচেতন, সম্পাদক (নওরোজ) ও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

বৃটানিয়া বিস্কুট কোং লিঃ

সম্প্রতি বৃটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর গত ১লা অক্টোবর হইতে গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যে কোম্পানী এবার মোট ৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৩৪

টাকার বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য ছয় মাসের মোট আয় হইতে যাবতীয় আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ক্ষয়পূরণ তহবিলে ২৮ হাজার ৬০০ টাকা নিয়োগ করিয়া এবার কোম্পানীর নিট লাভ হইয়াছে ৫৯ হাজার ২৯০ টাকা। ঐ টাকার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের উদ্বৃত্ত যোগ দিয়া মোট লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০৬ টাকা দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে ৩০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা ও ৪৫ হাজার ১১৮ টাকা আগামী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৪ টাকা ও অর্ডিনারি শেয়ারের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কলিকাতায় মিসন রোডে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানে 'ভাগ্যলক্ষ্মী'র হেড আফিস ভবন নির্ম্মিত হইবে। কোম্পানীর এই উদ্যম প্রচেষ্টা খুব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১লা জুলাই হইতে আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকা আফিস সম্প্রতি ১৫ নং কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট হইতে ৯ নং পটুয়াটুলী ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বীকন (প্রভিডেণ্ট) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতার বীকন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র মিঃ এন, সি, সেনকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। কোম্পানীর ৩ নং হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ আফিসে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে মিঃ এইচ্, সি, দাস-গুপ্ত, মিঃ অমর ঘোষ, মিঃ জে, আচার্য্য-চৌধুরী, মিঃ এস, কে, নিয়োগী, মিঃ দিলীপ রায়, মিঃ এইচ্, সেন, মিঃ সনৎকুমার ঘোষাল, মিঃ আশুতোষ পাল, মিঃ জে, সি, সেন, মিঃ এল, কে, মুখার্জ্জী, মিঃ জে, সি, গুই, মিঃ বি, সেন, মিঃ এস, বসু, ডাঃ এস, দত্ত, মিঃ অরুণ গুহ, মিঃ মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। মেয়র মিঃ এন, সি, সেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালকগণের কর্ম্মতৎপরতার প্রশংসা করেন এবং কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি কেশোরাম কটন মিলস্ লিমিটেডের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী প্রথমতঃ ২৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৬১৮ টাকা মূল্যের মজুত বস্ত্র নিয়া কার্য্য সুরু করেন। তারপর আরও নূতন বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া কোম্পানী মোট ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৭৬ টাকার বস্ত্র বিক্রয় করেন। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭৫ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্ব ছয় মাসে কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৯৭ টাকা। গত ছয় মাসের উদ্বৃত্ত ও এবারকার লাভ যোগ করিয়া যে বণ্টনযোগ্য অর্থ দাঁড়ায় তাহা হইতে কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা ও অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' আমরা লাহোরের ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন লিমিটেডের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে মিঃ জে এন ঘোষকে ঐ কোম্পানীর বাঙ্গলা দেশস্থ চীফ এজেণ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমরা পরে অবগত হইলাম যে মিঃ ঘোষ কেবল বাঙ্গলার চীফ এজেণ্ট নহেন। তিনি ঐ কোম্পানীর বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্টও বটেন।

ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা আমেদাবাদের ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। উহাই কোম্পানীর প্রথম ভেলুয়েশন। একচুয়ারী মিঃ কে বি মাধব এই ভেলুয়েশন রিপোর্টটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ভেলুয়েশনে কোম্পানীর হস্তস্থিত জীবন বীমা তহবিল দাদন করিয়া শতকরা বার্ষিক সাড়ে চারি টাকা সুদ পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এইরূপ ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আলোচ্য চারি বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর মোট ৩৬ হাজার ৮২২ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। প্রথম ভেলুয়েশনে কোম্পানীর এইরূপ বেশী পরিমাণ উদ্বৃত্ত দেখা যাওয়ায় উহাতে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের কার্য্যদক্ষতাই প্রমাণিত হইতেছে। ঐরূপ উদ্বৃত্ত হইতে কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড আলোচ্য কয় বৎসরের হিসাবে প্রতি হাজার টাকার লাভসহ বীমার উপর ৬২৷৷০ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বিশ্বভারতী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ—জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ জে সি বসু, অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসায়, রেজিষ্টার্ড অফিস ১৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া এল্‌কালীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কালীপদ ঘোষ। রাসয়নিক দ্রব্য ও ঔষধাদির নির্ম্মাতা। অনুমোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪১ নং হাজরা রোড, কলিকাতা।

দিনাজপুর ট্রেড্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন, অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা।

লয়েডস ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কে চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, রেজিষ্টার্ড অফিস ১৯০ নং বেলিলিয়াস্ রোড, হাওড়া।

সুন্দরবন কিসারি এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাজি, লবণ তৈয়ারের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া এসোসিয়েটেড হোম ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সেনগুপ্ত। কুটীর শিল্পের উন্নতি ও প্রসার বিষয়ে কার্য্যকরী প্রচেষ্টা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৪৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—মেদিনীপুর।

ন্যাশনেল কমার্শিয়াল প্রভিডেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ কে মিত্র, প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস—কলিকাতা।

মত ও পথ

কৃষি বীমা

বর্ত্তমান সময়ে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশেই কৃষি তথা কৃষকদের সুবিধার জন্য নানা শ্রেণীর বীমার প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও কৃষি বীমা সম্বন্ধে এদেশে কোন অগ্রগতি সাধিত হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার 'কমার্স' পত্রের গত ১লা জুলাই তারিখের বিশেষ বীমা সংখ্যায় ঐ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে মাননীয় মিঃ সরকার বলিতেছেন— (১) কৃষি বীমা বলিতে কৃষকদের বাড়ীঘর, মালঘর ও কৃষি যন্ত্রপাতির বীমা (২) গবাদি গৃহপালিত পশুর বীমা (৩) বিভিন্ন ফসলের বীমা প্রভৃতি বুঝায়। কৃষকদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তি অনেক সময় অগ্নিতে ধ্বংস হয়। তাহা ছাড়া বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতিতেও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ~~ভারতবর্ষে~~ কৃষকদের বাড়ীঘর প্রভৃতি সাধারণতঃ অল্প দামের বলিয়া উহাদের বীমা সম্বন্ধে খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন না। কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের গৃহপালিত গবাদি পশুর বীমা প্রচলিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। ভারতে গড়ে প্রতি কৃষক পরিবারের যে সংখ্যক গবাদি পশু আছে তাহা তাহাদের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় কম। কাজেই হঠাৎ একটি পশুর অভাব ঘটিলে তাহাতে নানাদিক দিয়াই বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। গোমড়ক ও সাধারণ রোগ খুব বেশী বলিয়া কৃষকদের ঐরূপ ক্ষতি প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। সে হিসাবে গবাদি পশুর বীমা এদেশে প্রচলিত হওয়া দরকার। যদিও ইহা স্বীকার্য্য যে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ ঐ ধরণের বীমা চলিত থাকা সত্ত্বেও তাহা আজ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ের দিক দিয়া তেমন কিছু লাভজনক হইয়া দাঁড়ায় নাই। গৃহপালিত পশুর বীমার ন্যায় ফসলের বীমাও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এদেশে কৃষি ফসল উৎপাদন ও বিকিকিনি বিষয়ে নানাদিক দিয়া যে অবস্থা বর্ত্তমান তাহাতে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে ফসলের বীমা সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে জোর দেওয়া প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্যা ও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা এদেশে যেরূপ বেশী রহিয়াছে তাহাতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে এই শ্রেণীর বীমার ব্যবস্থা করা খুবই উচিৎ। একথা স্বীকার্য্য যে ঐ ধরণের বীমা প্রচলন করার পথে বর্ত্তমানে কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ অসুবিধা দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। দেশের কৃষক সমাজের হিত সাধন করা বর্ত্তমানে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই প্রধান কার্য্যসূচী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার সমূহও কৃষকদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কার্য্যতঃ অনেক কিছু পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। এই অবস্থায় অন্যান্য দেশের কৃষি বীমা সম্বন্ধীয় কার্য্যধারা যথারীতি আলোচনা করিয়া তাহারই আলোকে এ দেশে কৃষি বীমা বিশেষতঃ ফসল বীমার সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা খুবই সঙ্গত। আর ভারত সরকারের নব প্রতিষ্ঠিত বীমা বিভাগ প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহযোগীতায় এ বিষয়ে অনেক কিছুই করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতের শ্বেতসার শিল্প

বিদেশী ব্যবসায়ীরা কারসাজি করিয়া আমদানীকৃত শ্বেতসারের মূল্য কমাইয়া দেওয়ায় ভারতে দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। কলিকাতার বণিক নামক মাসিক পত্র ঐ বিষয় আলোচনা করিয়া গত আষাঢ় সংখ্যায় লিখিতেছেন :— বস্ত্র, কাগজ, ঔষধ প্রসাধন দ্রব্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুত করিতে শ্বেতসারের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ ৫০ লক্ষ টাকার শ্বেতসার বিদেশ হইতে আমদানী হয়। আমাদের দেশে শ্বেতসার প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকও এদেশে সুপ্রাপ্য এবং শ্বেতসারের বিক্রয় সম্বন্ধেও কোন সংশয়ের কারণ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে শ্বেতসারের কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এতদিন যে সকল বিদেশীয় ব্যবসায়ী ভারতের বাজারে শ্বেতসারের ব্যবসায় একচেটীয়া করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা শ্বেতসারের মূল্য বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে। ইহাতে নূতন কারখানাগুলির পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে দেশীয় ভূট্টার দর যখন হন্দর প্রতি ৩৸৹ আনা, তখন শ্বেতসারের মূল্য ৬৮ আনা স্থলে অন্ততঃ ৮৷৷৵৹ আনা হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে বৎসরে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন ভূট্টা উৎপন্ন হয়; ইহা বিদেশে রপ্তানী হয় না। সুতরাং দেশের মধ্যেই ইহা কোন প্রকার শিল্প কার্য্যে ব্যবহার হওয়া উচিত। যদি ভারতে শ্বেতসার শিল্পের উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয় তবে তাহাতে কারখানার প্রতিষ্ঠাতাদের যে কেবল অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা নহে, পরন্তু ভূট্টা চাষীদিগের ও শ্বেতসার ব্যবহারকারীদিগেরও বিশেষ অপকার হইবে। কারণ দেশীয় কারখানাগুলি বন্ধ হওয়া মাত্রই বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা পুনরায় দর বাড়াইয়া দিবে। আমরা ভরসা করি ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

রৌপ্যের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি রূপার বাজারে যে মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে রূপার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। গত ৩রা জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—কিছুকাল যাবৎ অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে রূপার দর চড়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু আসলে ধাতু হিসাবে কোন দিক দিয়াই উহার পূর্ব্বকার মর্য্যাদা এখন আর অবশিষ্ট নাই। মুদ্রামান হিসাবে রূপার বাজার এখন কমিয়া গিয়াছে। মূল্যবান ধন হিসাবে পূর্ব্বে উহা মজুত করিয়া রাখার দিকে লোকের বিশেষ ঝোঁক ছিল। এখন সে ঝোঁক স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষেও রৌপ্য সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ হ্রাস পাইতেছে। চীন দেশে পূর্ব্বে রূপা বেশী পরিমাণেই ব্যবহৃত হইত। এখন সেখানেও রূপার ব্যবহার ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। যদি চীনদেশে জাপানের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠ হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ দেশে রৌপ্যের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, এমন কি ঐ দেশ হইতে বেশী পরিমাণ রূপা বাহিরে চালান আরম্ভ হইতেও পারে। চীন দেশ যদি নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় তথাপি ঐ দেশ আর রৌপ্যমানে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের কথা বলিতে গেলে এদেশে বর্ত্তমানে রূপার তৈয়ারী টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি অল্প মূল্যের মুদ্রা, যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে মজুত রহিয়াছে তাহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য কোন রৌপ্য প্রয়োজন হওয়ার কথা নহে। এ দেশে লোকে এখন আর মূল্যবান সম্পদ হিসাবেও রূপা মজুত করিয়া রাখিতে আগ্রহশীল নহে। অল্প মূল্যের মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক দেশেই বেশী পরিমাণ রূপার প্রয়োজন হইত। কিন্তু এক্ষণে অল্প মূল্যের খণ্ড মুদ্রা নির্ম্মাণে রূপার বদলে স্বল্প দামের অন্য প্রকার জিনিষ ব্যবহারের দিকেই সর্ব্বত্র নজর পড়িয়াছে। যে সব দেশে রূপা উত্তোলিত হয় সেই সব দেশেই কেবল খণ্ড মুদ্রা নির্ম্মাণে রূপার ব্যবহার হইতেছে। শিল্প কার্য্যে বর্ত্তমানে অধিকতর পরিমাণ রূপার ব্যবহার করার চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু রূপার বর্ত্তমান মূল্যের হার সে বিষয়ে অনেকটা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে রূপার ব্যাপক ব্যবহার কিছু আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ায় রূপার যোগান দিন দিনই বেশী দেখা যাইতেছে। সাক্ষাৎভাবে খনি হইতে বিস্তর রূপা উত্তোলিত হইতেছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য ধাতু উত্তোলন কালে তাহার সঙ্গেও রূপা পাওয়া যাইতেছে। দুনিয়ার হাটে বর্ত্তমানে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই রূপার প্রধান ক্রেতা। কিন্তু রৌপ্যক্রয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্ত্তমান নীতিও আর অধিককাল বজায় থাকিবে না বলিয়া মনে হইতেছে। এই অবস্থায় রূপার ভবিষ্যৎ সর্ব্বথা নিরুৎসাহ ব্যঞ্জকই বলা যায়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৭ই জুলাই

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে একান্ত নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ ছিল। কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। শতকরা চারি আনা সুদেও অনেক ব্যাঙ্ক ঋণ দানে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঐরূপ নিম্ন হারেও টাকা গ্রহণ করিতে লোকের কোন বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। ফলে বাজারে টাকা খাটাইবার প্রকৃত সুযোগ সুবিধার খুবই অভাব দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রভূত পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে কিংবা অন্য কোন দিক হইতে টাকার বেশী কিছু চাহিদা না থাকায় ব্যাঙ্কগুলি তাহা নিয়োগ করিবার পথ পাইতেছে না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই ব্যাঙ্কগুলি স্থায়ী আমানতের সুদের হার কমাইয়া দিয়াছে।

গত ৪ঠা জুলাই ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ৬৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ট্রেজারী বিলের সুদের হার ক্রমান্বয়ে কমিয়া গিয়া গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের হার পুনরায় কিছু বৃদ্ধির দিকে গিয়াছিল। এসপ্তাহে তাহা আবার কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৮৵১১ পাই। এসপ্তাহে তাহা ৮৵৮ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩০শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৫ কোটি ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৪৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬৫ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ১৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত ৮ই জুলাই ভারত সরকার বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদে ১৫ কোটি টাকা ধার গ্রহণ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। গত ৫ই জুলাই ঐ ঋণ গ্রহণ করা হয়। নূতন ঋণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ নূতন ঋণ পত্র গ্রহণের জন্য মোট ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার আদেন পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে নগদ টাকার ঋণপত্র ক্রয়ের আবেদনের পরিমাণ ৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯-৪৪ সালের পরিশোধ-যোগ্য ঋণ পত্র বদলাইয়া নূতন ঋণ গ্রহণের জন্য ৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯৪০-৪৩ সালে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বদলাইয়া নূতন ঋণ গ্রহণের ৬ কোটী ২২ লক্ষ টাকা পরিমাণে আবেদন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ২৫ কোটী টাকার সরকারী ঋণের প্রাপ্য মাত্র ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে ইহাতে সর্ব্ব সাধারণ ঐ ঋণ পত্রের জন্য তেমন কিছু আগ্রহ প্রকাশ করে নাই বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে কাজকর্ম্ম বিষয়ে কোন উৎসাহ উদ্যম লক্ষিত হয় নাই। বাজারে রপ্তানি বিলের সংখ্যা খুবই কম দেখা গিয়াছে। পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার ১ শি ৫ ৩১/৩২ পেনী হারে বলবৎ ছিল।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হারে বলবৎ আছে।

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	„	১ শি ৬ ১/৮ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৯
মার্ক	„	৮৬ ১/২
গিলডার	„	৬৫ ৭/৮
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭॥০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৵০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টালিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	৪.৬৮
ষ্টালিং-ডলার হার	„	১৭৬·৭৫

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের শেয়ার বাজারের ন্যায় গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। এসপ্তাহের প্রথম দিকেও সে কারণে বাজারে একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু শেষদিকে রাজনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হওয়ায় তৎসঙ্গে বাজারের অবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য পারিবর্ত্তনের সূচনা দেখা গিয়াছে। জার্ম্মান সৈন্য বাহিনী ডানজিক সহরের দিকে অগ্রসর হওয়ায় গত সপ্তাহে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে আর একটি মহাসমরের কালছায়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে অবিলম্বেই ডানজিক আক্রমণ করিয়া ঐ সহরকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে করায়ত্ত করিয়া লওয়া জার্ম্মানীর লক্ষ্য নহে। প্রকাশ ইংলণ্ড যুদ্ধ বাধিলে পোলাণ্ডকে সাহায্য করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহা ইংলণ্ড সত্যসত্যই কার্য্যতঃ পালন করিবেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই জার্ম্মানী ডানজিগের দিকে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে ইংলণ্ডের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া জার্ম্মানী তাহার রাজ্যলিপ্সাকে আপাততঃ খর্ব্ব করিয়া রাখাই সমীচিন মনে করিতেছে। অপরদিকে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের চুক্তি সমালোচনার ফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকেই যেরূপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল এক্ষণে সেরূপ নিরাশার কোন কারণ নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। আবার নবোদ্যমে রাশিয়ার সহিত চুক্তির আলোচনা সুরু করা হইয়াছে। উহার ভাবী সুফল সম্বন্ধেও আশা ভরসার সঞ্চার হইয়াছে। এই অবস্থায় চারিদিকে পুনরায় একটা স্বস্তির ভাব লক্ষিত হইতেছে। ফলে অন্যান্য স্থানে বাজারের সঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে। তবে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ একেবারে বিদূরিত হয় নাই বলিয়া ব্যবসায়ীরা সকল বিষয়েই সতর্ক নীতি অনুসরণ করিতেছেন। সেজন্য বেচাকিনাও কম হইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

যুদ্ধের আশঙ্কায় কোম্পানীর কাগজের উপর লোকের আস্থা কমিয়া আসায় এসপ্তাহের প্রথমদিকে ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম কমিয়া ৯৪॥৵০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। কিন্তু পরে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে গত ৫ই জুলাই হইতে ঐ সম্পর্কে কিছু উন্নতির সূচনা দেখা যায়। অদ্য বাজারে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৫।৵০ আনা, ২৸০ আনা সুদের (১৯৪৮-৫২) ঋণ ৯৮।/৬ পাই, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯৭৸/০ আনা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১৩॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে। এসপ্তাহে ভারতগভর্ণমেণ্ট ১৫ কোটি টাকার নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; শতকরা ৯৮ টাকা দরে ঋণপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সুদের হার বার্ষিক শতকরা তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ ঋণবাবদ মোট আবেদনের পরিমাণ ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে পূর্ব্বাপর একান্ত মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বেঙ্গল কোল্ কোম্পানীর গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্যবিবরণী মোটামুটী ভাবে সন্তোষজনকই বলা চলে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কয়লার খনির শেয়ার বাজারে কোন শুভ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইতেছে না। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩০২ টাকা, বরাকর ১১৸/ আনা ভালগুড়া ৩।৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এসপ্তাহে পাটকল বিভাগে বিশেষ কোন উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। শ্যামনগরে পাটকল শ্রমিকদের ভিতর ধর্ম্মঘট দেখা যাওয়ায় এবং পাটকলগুলির মজুত চটের পরিমাণ কিছু কমিয়া আসিয়াছে বলিয়া খবর প্রচারিত হওয়ায় এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কথঞ্চিত উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু উহার ফলে পাটকলের শেয়ার মূল্য তেমনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অদ্য বাজারে হাওরা কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৫৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য সম্বন্ধে এসপ্তাহে তেমন কিছু উন্নতি দেখা যায় নাই। তবে সপ্তাহের প্রথমদিকে দাম যেরূপ ছিল সে তুলনায় শেষপর্য্যন্ত দাম কিছু বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৪।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার এবং কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ; ৩০শে জুন ৯৫/০ ৯৫৶০ ৯৫।০ ৯৪৸৶০ ৯৪৸৶০; ১লা জুলাই ৯৫৸০ ৯৬/৬ ৯৫৸৶ ৯৫৸৵০ ৯৫৸/০ ৯৬।৵০ ৯৫৸৵০ ৯৫৸৶০ ৯৫॥/০ ৯৫॥৶৬ ৯৫।৵০ ৯৫/০ ৯৫৶০ ৯৪৸৵০; ৩রা জুলাই ৯৪॥৶৬ ৯৪৸০ ৯৪॥৶০ ৯৫৲ ৯৫/০ ৯৪৸৶০ ৯৪৸০, ৪ঠা ৯৪৸০; ৫ই ৯৫৶০ ৯৫।/০ ৯৫।৵ ৯৫॥৵০ ৯৫৵০; ৬ই জুলাই—৯৫।৵০ ৯৫৶০; ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০); ৩০শে জুন ১০৩।০, ১লা জুলাই ১০৩॥০ ১০৩॥/০ ১০৩।/০ ১০৩।০, ৫ই জুলাই ১০৩।৬; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫); ৩০শে জুন ১১৩।৬ ১১৩।০ ১১৩।/০; ১লা জুলাই ১১৩॥০ ১১৩৸০ ১১৩॥০ ১১৩।৶০ ১১৩।৬ ১১৩।০ ১১৩।/০; ৪ঠা জুলাই ১১৩৲ ১১৩৸/০ ১১৩।০; ৫ই জুলাই ১১৩৵০, ৬ই জুলাই ১১৩॥০ ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ১লা জুলাই ৯৮॥৵০ ৫ই ৯৮।/০ ৯৮।৶০; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫), ১লা জুলাই ৯৭৸৶০ ৯৭॥০ ৯৭॥/০, ৩রা জুলাই, ৯৭॥০ ৩৲ সুদের বণ্ড (১৯৪১), ১লা জুলাই ১০২।/০ ১০২।৶০ ৪ঠা, ১০২।৵০ ৪৲ সুদের বণ্ড (১৯৪৩) ১লা জুলাই ১০৭।০ ৫ই জুলাই ১০৭।/০ ১০৭।৶০ ৬ই জুলাই ১০৭।৶০; ৫৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৪০-৪৩) ৩রা—১০৩।৶০০ ৫ই জুলাই ১০৩॥০, ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৪ঠা—১১৫।/০ ৫ই জুলাই ১১৫৶০; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৫ই জুলাই ১০৯॥৶০ ৩৲ সুদের ইউ, পি ঋণ (১৯৬১-৬৬) ৬ই জুলাই ৯৭॥/০ ৯৭॥৵০।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—৩০শে জুন ৩৪৵০ ১লা জুলাই ৩৩॥০ ৩৪।০ ৩৪৵০ ৩রা জুলাই ৩৩॥০ ৬ই জুলাই ৩৪৲ ৩৪॥০; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৩০শে জুন ১০৮৲ ১০৯৲ ১১০৲ ১১০॥০ ১লা জুলাই ১১০৲ ১১১৲ ১১১।০ ১১০৲ ১০৮৲ ১১০৲; ৩রা জুলাই ১০৮৲ ১০৮॥০ ১০৯॥০ ৬ই জুলাই ১০৯৲ ১১০৲ ১০৮॥০ ১০৯॥০ ১১০॥০ ১০৮৸০; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১লা জুলাই (সঃ আদায়ী) ১৫৩৫৲ ৫ই জুলাই ১৫৩৮৲ (কণি) ৩৭৬৲।

ডিবেঞ্চার

৪।০ সুদের আগরপাড়া জুট ডিবেঃ ৩০শে জুন ১০১৲ ৪॥০ সুদের (১৯৩৯-৬৯) ক্যালকাটা সেফডিপজিট ডিবেঃ ৩০শে জুন ১০০॥০ ৬৲ সুদের (১৯৩৭-৪৪-৪৭) শ্রীগোপাল পেপার ৩রা জুলাই ১০০৲।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল ২লা জুলাই ৩৷৵০ ৩রা জুলাই ৩৷৶০ ৫ই জুলাই ৩৷৶০ ৬ই জুলাই ৩৷৵০ ৩৷৷০, ডানবার ১লা জুলাই (অর্ডি) ১৪৬৷৷০ ৩রা জুলাই ১৪৬৲ কেশোরাম ১লা জুলাই (অর্ডি) ৫৸০ মুইর মিলস্ ১লা জুলাই (অর্ডি) ২০৭৲ ২০৮৷৷০, নিউ ভিক্টোরিয়া ১লা জুলাই ৸৴০ ৷৷৵০ ৸০ (প্রেফ) ৩৸০ ৬ই জুলাই ৷৷৵০ ৸০।

রেলপথ

ময়মনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে ৫ই জুলাই ৯৭৲ ৯৮৲ ৬ই জুলাই ৯৭৲ বাঁকুরা দামোদর রেলওয়ে ৬ই জুলাই ৮৯৲, বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে ৫ই জুলাই ৯০৲ ৯১৲; ডেহেরি—রোটাস রেলওয়ে ৬ই জুলাই ১২৵০ ১২৷৷০, আহমদপুর কাটোয়া রেলওয়ে ৫ই জুলাই ৯০৲ ৯১৲ ৯২৲।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড ৩০শে জুন ২২৷৷০ ১লা জুলাই ২৩৲ ২২৷৷০ ৫ই জুলাই ২২৸০, বড় ধেনো ৩০শে জুন ৩৷৵০ ১লা জুলাই ৩৷৷০ ৩৷৵০, বেঙ্গল ৩০শে জুন ৩০৩৲ ৩০১৲ ২৯৯৲ ৩০২৲, ১লা জুলাই ৩০০৲ ৩০৫৲ ২৯৯৲, ৩রা জুলাই ৩০২৷৷০ ৫ই জুলাই ৩০০৲, সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ ৩০শে জুন ১০৷৷৵০ ১লা জুলাই ১০৷৷৵০ ১০৷৷৵০, ধেমোমেইন ৩০শে ১১৷৷০ ১১৸০ ১লা জুলাই ১১৷৷৶ ১১৷৷ ১১৸ ৩রা জুলাই ১১৷৷৵ ১১৸ ১১৷৴ ১১৷৷, ইকুইটেবল ৩০শে জুন ৩০৲ ১লা জুলাই ৩০৷০ ৩০৲ ৩রা জুলাই ২৯৸০ ৩০৲, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩০শে জুন ১৯৸০ ২০৲ ১লা জুলাই ১৯৴০ ১৯৸ ২০৲, খাস্ কাজোরা ৩০শে জুন (প্রেফ) ৯৸৵০ ১০৵০, পেঞ্চভেলী ৩০শে জুন ২৯৲ ১লা জুলাই ২৯৲ ৪ঠা জুলাই ২৮৲ ২৮৷০, রাণীগঞ্জ ৩০শে জুন ২৮৲ ১লা জুলাই ২৮৲, শিবপুর ৩০শে জুন ১৭৷৷০ আলদি ১লা জুলাই ৩৲, বাঁশরা ১লা জুলাই ৩৵০, বেঙ্গল গিরিডি ১লা জুলাই ১৸৵০ ভালগোরা ১লা জুলাই ৩৸৵০ ৩রা জুলাই ৩৷৵০ ৩৷৷০ ৬ই জুলাই ৩৷০ ৩৷৵০, পুরুলিয়া ১লা জুলাই ১৷৵০ ১৷৷০ ১৷৴০, জয়ন্তীসেণ্ট্রাল ৬ই জুলাই ১৴০ ১৷৵০ ১৷৷০ খাসকাজোয়া ১লা জুলাই (প্রেফ) ৯৸৵০ ১০৶০ ১০৵০, নিউবীরভূম ১লা জুলাই ১৬৵০ ১৬৷০, সিয়ারসোল ১লা জুলাই ৪৲ ৪৵০ ৬ই জুলাই ৩৸৵০ ৪৲, সামলা ৬ই জুলাই ১৴০ ১৶, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১লা জুলাই ২৭৵০ ২৬৸৵০ ২৬৷৷০ ২৬৸০ বরাকর ৩রা জুলাই ১১৷৷৵০ ৫ই জুলাই ১১৷৷৵০ ৬ই জুলাই ১১৸০, বোকারোও রামগড় ৫ই জুলাই ১২৷৷০ ৬ই জুলাই ১২৸০ ১৩৲ ঝরিয়া ৫ই জুলাই ১২৷০ অণ্ডাল ৫ই জুলাই ৭৷০ হরিলাদী ৫ই জুলাই ১১৷০ ৬ই জুলাই ১১৲ ১১৷০ ঘুসিক ও মুস্লিয়া ৫ই জুলাই ২৲ ২৷০ ২৷৵০।

পাটকল

বরানগর ৩০শে জুন ১৫০৲ ১লা জুলাই ১৫৩৷৷০ ১৫০৲ ৩রা জুলাই ১৪৮৲ ১৪৯৲ ৫ই জুলাই ১৪৭৲ ১৫০৲ ৬ই জুলাই ১৪৭৲ ১৪৮৲ ১৪৯৲। ক্লাইভ ৩০শে জুন ২৪৸৴ ১লা জুলাই ২৪৸৴ ৩রা জুলাই ২৪৸০ ২৫৲ ২৪৸৵ ৫ই জুলাই ২৪৸৶ ৬ই জুলাই ২৪৸০ ২৫৲। হাওড়া ৩০শে জুন ৫৪৲ ৫৩৷৷৵ ১লা জুলাই ৫৪৸০ ৫৪৷৷৴ ৫৪৷৷৵ ৫৪৷৶ ৫৪৷৵ ৫৪৲ ৫৪৵ ৫৪৲ ৫৩৷৷৵ ৩রা জুলাই ৫৩৸৵ ৫৪৲ ৪ঠা জুলাই ৫৩৸৶ ৫৩৸৶ ৫ই জুলাই ৫৪৶ ৫৪৷০ ৬ই জুলাই ৫৪৲ ৫৩৸৶ ৫৪৴। হুকুমচাদ ৩০শে জুন ৪৷৷৵ ৪৷৷৵ ৪৸৴ ৪৷৷৵ ১লা জুলাই (প্রেফ) ৬৩৲ ৬২৷৷০ (অর্ডি) ৪৸৵ ৫৲ ৪৸৴ ৪৸৶ ৪৷৷৵ ৪৷৷৶ ৪৸৴ ৩রা জুলাই (প্রেফ) ৬০৷৷০ ৬১৷৷০ ৫ই জুলাই ৪৷৷০ ৪৸০ (প্রেফ) ৫৮৲। ইণ্ডিয়া ৩০শে জুন ২৮৩৲ ১লা জুলাই ২৯২৲ ২৯৫৲ ২৮৩৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪লা জুলাই ৩৩০৲ ৩২৮৲ (প্রেফ) ১৪৫৲ ১৪৬৲ ১৫৭৲। বালী ১লা জুলাই ১৯৪৷৷০ ৩রা জুলাই ১৯০৲ ৪ঠা জুলাই ১৯১৷৷০ ১৯০৲ ১৮৯৲ ৬ই জুলাই ১৯৭৲ ১৮৮৲। বজবজ ১লা জুলাই ২৬৩৲। হুগলী ১লাজুলাই (প্রেফ) ১৬৸০ ১৭৲। কামারহাটী ১লা জুলাই (অর্ডি) ৪৯৯৷৷০ ৪৮৭৲ ৫ই জুলাই ৪৮২৲ ৬ই জুলাই (প্রেফ) ১৩৫৷৷০ ১৩৬৷৷০। কাঁকনারা ১লা জুলাই ৩৯৬৲ (প্রেফ) ১৩৬৲ ১৩৭৲ ৬ই জুলাই ৩৭২৲। খরদহ ১লা জুলাই (প্রেফ) ১৩২৲ ১৩৩৲। ন্যাসনাল ১লা জুলাই ২২৵। ওরিয়েণ্ট ১লা জুলাই ১৮১৲ ১৮২৲ ১৮০৲। প্রেসিডেন্সী ১লা জুলাই ৩৷৷৵ ৩৸০ ৫ই জুলাই ৩৷৶। রিলায়ান্স ১লা জুলাই ৫৭৷৷০ ৫৭৲।

খনি

বর্ম্মাকর্পোরেশন ৩০শে জুন ৫৷৵ ৫৵ ৫৶ ৫৴ ৫৵ ১লা জুলাই ৫৷৷৵ ৫৷৷০ ৫৸৴ ৫৵ ৩রা জুলাই ৫৵ ৫৷৵ ৫৷ ৫৶ ৫ই জুলাই ৫৷০ ৫৵ ৫৷৵ ৫৵ ৬ই জুলাই ৫৵ ৫৷০ ৫৴ ৫৵। ইণ্ডিয়ান কপার ৩০শে জুন ১৸ ১৷৷৴ ১লা জুলাই ১৷৷৶ ১৸৴ ১৷৷৴ ৩রা জুলাই ১৷৷৵ ৫ই জুলাই ১৷৷৵ ১৸ ১৷৷৴ ৬ই জুলাই ১৷৷৵ ১৸ ১৷৷৶ ১৷৷৴ ১৷৷৵। রোডেসিয়া কপার ৩০শে জুন ১৷০ ১৴০ ১৷৴০ ১লা জুলাই ১৷৴০ ১৷০ ১৶০ ১৷৴০ ৩রা জুলাই ১৵০ ১৷০ ৫ই জুলাই ১৴০ ১৶০ ১৷০

টেভয় টিন ১লা জুলাই ১৵০ ১৷০

কনসোলিডেটেড্ টিন ৩রা জুলাই ৫৷৵০ ৫৷৷০ ৫ইজুলাই ৫৸০ ৫৷৷০

সিমেণ্ট

এসোসিয়েটেড্ সিমেণ্ট ৩০শে জুন ১২৯৷৷০ ১৩০৷৷০ ১২৮৲ ৬ই জুলাই ১২৭৲ ডালমিয়া সিমেণ্ট ৩০শে জুন (প্রেফ) ৯৫৷৷০ ৩রা জুলাই (প্রেফ ৩৷৷০ ৩৷৷৵ ৫ই জুলাই (অর্ডি) ১১৷৷০ (প্রেফ) ৯৬৷৷০ ৬ই জুলাই (অর্ডি) ১২৲ (প্রেফ) ৩৷৷৶ ৩৷৷০ (প্রেফ) ৯৩৲।

কেমিক্যাল এ্যাণ্ড টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ৫ই জুলাই (প্রেফ) ১১৭৷৷০ বর্ম্মা লাইট এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ৫ই জুলাই ৯৵ ৯৷৵ আলকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ৬ই জুলাই (প্রেফ) ১১৭৲ স্মিথ ষ্ট্যানষ্ট্রীট ৬ই জুলাই (অডি) ১৸৵।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ৩০শে জুন (প্রেফ) ১৩৷৷৵ ১৩৸৵ (অডি) ১৭৸৵ ১লা জুলাই (অডি) ১৮৶ ১৭৸ ১৭৷৷০ ১৮৴ ১৭৸৵ (প্রেফ) ১৩৷৷৵ ১৩৸৵ ৩রা জুলাই (অর্ডি) ১৭৷৷৵ ১৭৸৵ ৫ই জুলাই (প্রেফ) ১৩৷০ ১৩৷৷০ ১৩৶ ১৩৷৶ ৬ই জুলাই (অডি) ১৭৷৷০ ১৭৸ ১৭৷৵ ১৭৷৷৵ ১৭৸৴। ঝান্সী

ইলেকট্রিক ৩০শে জুন ৭৲ ১লা জুলাই ৭৲। বেনারস ইলেকট্রিক ১লা জুলাই ১২॥০। ইউ, পি, ইলেকট্রিক ১লা জুলাই ১৬০৲। পাটনা ইলেকট্রিক ৬ই জুলাই ১৫॥৵ রেঙ্গুণ ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড ট্রামস ৬ই জুলাই ২৫৲। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক ৬ই জুলাই ২৫।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল—৩০শে জুন ২৪৵ ২৪৶ ২৪।০ ২৪॥০ ২৩৸০ ২৩॥/ ২৩॥৵ ২৩॥৶, ১লা জুলাই ২৫৶ ২৫।/ ২৫৲ ২৫/ ২৪৸৶ ২৫৲ ২৪৸৶ ২৪৸৵ ২৫৵ ২৪॥৵ ২৪৸৵ ২৪।/ ২৪৵ ২৪॥০ ২৩॥৶, ৩রা জুলাই ২৩৸০ ২৪৲ ২৩॥/ ২৩॥৵ ২৪৵ ২৪৶ ২৪৲, ৪ঠা জুলাই ২৪/, ৫ই জুলাই ২৪৶ ২৪।০ ২৪॥০ ২৪।৵ ২৪॥৵ ২৪।৶ ২৪।/ ২৪॥/ ২৪।/, ৬ই জুলাই ২৪॥০ ২৪৸০ ২৪॥৶ ২৪।/; ষ্টীল কর্পোরেশন—৩০শে জুন (অর্ডি) ১২॥/ ১২৸/ ১২।৵ ১২॥০ ১২॥৵ ১২৸৵ ১২।/ ১২।৵ ১২৵ ১২৶ (প্রেফ) ৯৩॥০ ৯৪॥০, ১লা জুলাই (অর্ডি) ১২৸৵ ১৩৵ ১২৸/ ১৩/ ১২৸৵ ১৩৵ ১২৸/ ১২৸৵ ১৩৲ ১২৸৵ ১২৸/ ১২৸০ ১৩/ ১২॥/ ১২॥০ ১২৵ ১২৶ (প্রেফ) ৯৫৲ ৯৪৲ ৯৫৲ ৯৩॥০, ৩রা জুলাই ১২৵ ১২৶ ১২।০ ১২॥৵ ১২॥৶ ১২৸০ ১২॥০ (প্রেফ) ৯৫৲, ৪ঠা জুলাই (অর্ডি) ১২।৵০, ৫ই জুলাই (অর্ডি) ১২॥০ ১২॥/ ১২৸/ ১২॥৵ ১২৸৵ ১২॥০ ১২॥/ (প্রেফ) ৯৩৲, ৬ই জুলাই (অর্ডি) ১২॥/ ১২॥৵ ১২৸৵ ১২॥৶ ১২৸৶ ১২॥/ (প্রেফ) ৯৪॥০ ৯৫॥০; হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল—১লা জুলাই ৬৵ ৫৸৵ ৬৲ (প্রেফ) ৯৵ ৯।০; ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন—১লা জুলাই (প্রেফ) ১২৭৲ (অর্ডি) ৪৯৲; সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং—১লা জুলাই ৪৶ ৪/ ৪৵, ৩রা জুলাই ৪৵ ৪।০; মার্শালস্—৩রা জুলাই ৯।৵ ৯॥০, ৬ই জুলাই ৯।৵; ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—৩রা জুলাই ২০।০ ২০৲; ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—৩রা জুলাই (প্রেফ) ২।০, ৬ই জুলাই (প্রেফ) ২॥০ ২।০; কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—৬ই জুলাই ৩৵০।

চিনির কল

বস্তি ৩০শে জুন ১৭০৲ ১৭১৲ ১লা জুলাই ১৭০৲। সাউথবিহার ১লা জুলাই (অর্ডি) ১৯॥০ (প্রেফ) ৫॥০ ৫।০ ৫॥০ ৩রা জুলাই (প্রেফ) ৫।০ ৫॥০। চাপারন ৩০শে জুন ১১।৵ ১১।৶ ১লা জুলাই ১১।৵। কানপুর ৩রা জুলাই ১৫॥০। সমস্তিপুর ৩০শে জুন ৪৸৵ ৫৲ ১লা জুলাই ৪৸৵ ৫/ ৪৸৵ ৩রা জুলাই ৪৸৵ ৫৲। রাজা ১লা জুলাই ১১॥০। বলরামপুর ১লা জুলাই ৭॥০ ৭৸০। কেরু এণ্ড কোং ১লা জুলাই ৯॥০ ৯৸০ ৯।৶ ৯।৶ ৯॥৶ ৯৸০ ৩রা জুলাই ৮৸০।

চা বাগান

দফলাগড় ৩০শে জুন ৯॥০ ৯৸০ ৩রা জুলাই ১০৲ ১০।০ ৫ই জুলাই ১০॥০ ১০৸০ ৬ই জুলাই ১০৸০। হাঁসিমারা ৩০শে জুন ৩৬।০। মাইভাক ৩০শে জুন ৪৮।০ ৪৮॥০। বিশ্বনাথ ৩রা জুলাই ২১॥৵ ৫ই জুলাই ২১।৵ ২১॥৵। হাতীক্ষীরা ৩রা জুলাই ১৭৸৵ ১৮৵ ৬ই জুলাই ১৭॥ ১৭৸০। নর্থওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ৩রা জুলাই ১৮৫৲। সাপয় ৩রা জুলাই ৮৶ ৮৲ ৮।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই জুলাই ৭৲ ৭।০ ৬ই জুলাই ৭৲ ৭।০। কিলিং ফেলী ৫ই জুলাই ৮৲। পাত্রচোলা ৫ই জুলাই ৮১৬॥০। কর্ণফুলি ৬ই জুলাই ১০।০। কাকাতুয়া ৬ই জুলাই ১০॥০। তিস্তা ভেলী ৬ই জুলাই ২১॥০।

বিবিধ

বি, আই করপোরেসন ৬ই জুলাই ২॥০ ২॥০ ২॥৵০ ২॥/০ ২॥৶০ (প্রেফ) ১৪৫৲ ১৪৬৲ ১৪৫॥০ ১৪৬॥০ ১৪৭৲; বেঙ্গল পটারিজ ১লা জুলাই ৬৵০ ৬৲ ৬।৵০ বরুয়া টিম্বার ১লা জুলাই ১৩৲ ১৩।০ ১২৸৵০ ১৩৵০ ১৩৲ ১৩।০ ৩রা জুলাই ১৩।৵০ ১৩॥০ ৫ই জুলাই ১৩॥০, ৬ই জুলাই ১৩॥/০ ১৩॥৵০ ১৩৸৵০ ১৪৵০; বেঙ্গল কেমিকাল ১লা জুলাই (অর্ডি) ৩২৯৲; বেঙ্গল পেপার ১লা জুলাই (প্রেফ) ৭৫৲ বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ১লা জুলাই (অর্ডি) ২৸০ ২॥৵০ (প্রেফ) ১৪৭।০; বৃটিশ বর্ম্মাপেট্রোলিয়াম ১লা জুলাই ৩৸৶০ ৩৸০ ৩৸৵০ ৬ই জুলাই ৩॥০ ৩॥৶০; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ—১লা জুলাই ১৫৸০ ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এ্যাণ্ডসিপিং ১লা জুলাই ১৪॥০; ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট ১লা জুলাই ৬৸০; মেদিনীপুর জমিদারী ১লা জুলাই ৫৮৲ ৫৯॥০ ৭০॥০ ৫ই জুলাই (প্রেফ) ১১৯৲ ১২০৲ ওরিয়েণ্ট পেপার ১লা জুলাই (প্রেফ) ৭৯৲ ৮০৲ (অর্ডি) ৫॥০ ৫৸০; টিটাগর পেপার ১লা জুলাই (এ অর্ডি) ১২।৵০ ২২॥৵০ ১২।৶০ ৩রা জুলাই (প্রেফ) ৩৸৵০ ৬ই জুলাই (প্রেফাড অর্ডি) ৩৸০ ৩৸৵ ৩॥৶

পাটের বাজার

কলিকাতা ৮ই জুলাই

এসপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শেষদিকে গত ৩০শে জুন ঐ বিষয়ে কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়। ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দরের হার ছিল ৪০॥৵ আনা। ৩রা তারিখ তাহা পড়িয়া ৩৯৸৵ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। ৪ঠা জুলাই তাহা কমিয়া ৩৯॥০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। গত ৫ই জুলাই উহা চড়িয়া ৪০॥ আনা হয়। অন্ত বাজারে তাহা ৪০। আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৩রা জুলাই	৩৪৸৵	৩৯৲	৩৯।৵
৪ঠা "	৩৯॥	৩৯৵	৩৯।৵
৫ই "	৪০॥	৩৯॥	৪০।৵
৬ই "	৪০।	৩৯৸	৩৯৸
৭ই "	৪০৸৵	৪০।	৪০॥
৮ই "	৪০।	৪০৲	৪০৵

এসপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলা ও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের পাট সম্বন্ধে সরকারী প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বাভাষ এখনও সম্পূর্ণতঃ পাওয়া যায় নাই। কাজেই পাটের বাজারের উপর এই পূর্ব্বাভাষের প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এখনও ঠিক বুঝা যাইতেছে না। এসপ্তাহে চট ও থলের বাজারের কতকটা উন্নতি হওয়ার দরুণই ফাটকা বাজারে শেষের দিকে দামের কিছু চড়তি হইয়াছে। গত মে মাসের শেষে পাটকলগুলিতে (ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত পাটকলগুলিতে) মিহি চটের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৭৪ গজ। গত ৩০শে জুন উহার পরিমাণ কমিয়া ৪৫ কোটি ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৭৫ গজ দাঁড়াইয়াছে।

একমাসে ঐ চটের পরিমাণ দুই কোটি গজ পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে

ইহা অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক বলা চলে। উল্লিখিত ৪৫ কোটি গজের মধ্যে প্রায় ২ কোটি গজ বৃটিশ সরকারের অর্ডার প্রাপ্ত বাকী থলের জন্য নির্দ্ধারিত আছে। উহা বাদে যে চট মজুত থাকিবার কথা গত মাসের চট বিক্রয়ের হার বজায় থাকিলে এবং পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্য্যকরী হইলে তাহা ক্রমেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য গত মে মাসের তুলনায় পাটকলগুলিতে মোটা চটের পরিমাণ ৩ কোটি পরিমাণ বাড়িয়া মোট ২৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩ গজ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বেশী কোন কারণ নাই। কেননা বৎসরের এই সময় স্বতাবতঃই মোটা চট কিছু বেশী পরিমাণ মজুত থাকিতে দেখা যায়। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বাহিরে অধিক পরিমাণে মোটা চট চালান হইবে। আর তাহাতে মজুত চটের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইবারই কথা। এই অবস্থায় চট ও কলের বাজারে এ সপ্তাহে কতকটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। দামের হারও চড়ার দিকে। চট ও থলের বাজারের এই উন্নতির সঙ্গে ফাটকা বাজারের দরের হার কিছু বাড়িয়াছে।

গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময়ে মফঃস্বল হইতে মোট ৭৯ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গতবার ঐ সময় মধ্যে মফঃস্বল হইতে পাট আমদানী হইয়াছিল মোট ৯৯ লক্ষ ৯৭ হাজার বেল দাঁড়াইয়াছে।

মফঃস্বলে বর্ত্তমানে নূতন পাটের অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে। দুই এক স্থানে নদীর জল অতিরিক্তরূপ বাড়িয়া উঠার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে কিন্তু নূতন পাট ইতিমধ্যে যেরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সহজে উহার কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নহে।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা কিছু পরিমাণে পাট খরিদ করিয়াছে। দামের হার গত সপ্তাহের সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। গত ৩০শে জুন বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতিমণ ৭৸০ আনা অদ্য তাহা ৭৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানী কারকরা বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই। তবে দামের কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। গত ৩০শে জুন সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্থে ফাষ্ট পাট প্রতিবেল ৩৯৸ আনা হইয়াছিল। গতকল্য বাজারে তাহা দাঁড়ায় ৪০।০ আনা।

থলে ও চট

গত জুন মাসে পাটকলগুলির মজুত থলে ও চটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কতকটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ফলে দামের হারও কিছু বাড়িয়াছে। গত ৩০শে জুন বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯ টাকা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১।০ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৯৵ আনা ও ১১।৵ আনা হয়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা ৭ই জুলাই।

আলোচ্য সপ্তাহে সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং আমেরিকায় তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের বিস্তৃত বিবরণ সম্পর্কে আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে তুলার বাজারে আরও মন্দা দেখা দেয়। একমাত্র ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির আশায় সামান্য উন্নতি দেখা যায়।

ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে অনিশ্চিত ধারণার ফলে এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক ঘনঘটার ফলে আমেরিকান কটন এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের প্রথমদিকে অধিক পরিমাণে তুলা বিক্রয় হয়।

বর্ত্তমানে তুলার ভবিষ্যত বাজার বিশেষ অনিশ্চিত। আমেরিকায় রপ্তানী বানিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ না জানা পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার করিতে ইচ্ছুক নহে।

বোম্বাই এর তুলার বাজারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বোরোচ জুলাই আগষ্টের দর বাজার বন্ধের সময় ১৬০।৴ আনা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষের দিকে উহার মূল্য ছিল ১৬৪৸০ আনা। জুলাই-আগষ্ট এবং এপ্রিল-মে সম্পর্কিত অগ্রিম কারবারের সর্ব্বনিম্ন দর যথাক্রমে ১৪৬।০ আনা এবং ১৫৩॥৵ আনা দাঁড়াইয়াছিল। এপ্রিল মে-র দর বাজার বন্ধের সময় ১৬০।৵ আনা দাঁড়ায়। বেঙ্গল জুলাই এর দর ১২১৲ এবং ডিসেম্বরের দর ১১৮।৵ আনায় বাজার বন্ধ হয়। এ সময় জুলাই এর দর ১৫৫।০ আনা এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর দর ১৪৩৸০ আনা দাঁড়ায়।

লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পট ৫.৫৩ পেনী দাঁড়ায়; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫.৬৪ পেনী হইল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৯.৯১ সেণ্টের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ৯.৮৭ সেণ্ট দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই-আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
জুন ২৯	১৬১৵	১৫৫৸০	১২১॥০
„ ৩০	১৬০৸৵	১৫৫।০	১২০৸০
জুলাই ১	১৫৮।৵	১৫৩৲	১২০।০
„ ৩	১৫৬।০	১৫১৸০	১১৯৲
„ ৪	১৫৭৸৵	১৫২৸০	১১৯॥০
„ ৫	১৬০।৵	১৫৫।০	১১২।১
„ ৬	১৬০৵	১৫৪॥০	১২০।৵
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৫৬৵	১৪৪॥০	১১৯।০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২১৩৲	২০৬॥০	১৬৯॥০

কাপড়

কলিকাতা, ৭ই জুলাই।

আলোচ্য সপ্তাহে অধিক পরিমাণে কারবার হওয়া সত্বেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় ও জাপানী মিলওয়ালাগণের কাপড় কাট্‌তি করা সম্পর্কে বিশেষ চেষ্টার ফলেই এইরূপ কারবার সম্ভব হয়। কারবারের এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা এবং মিল সমূহে মজুদ মালের আধিক্যের জন্য অগ্রিম কারবার সম্পর্কে বিশেষ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মিলসমূহ বাধ্য হইয়া কাপড়ের মূল্য হ্রাস করিতেছে অন্যথায় মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হয় বা অত্যধিক পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস করিতে হয়। আলোচ্য সপ্তাহে যে কারবার হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ফাট্‌কাওয়ালাদের মধ্যে পর্য্যবসিত ছিল। বোম্বাইয়ের মিলসমূহের সহিতই এইরূপ কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের মজুদ মাল কাট্‌তি করিয়া দিয়া সস্তায় কাপড় ক্রয় করা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবার ফলে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে আগষ্ট-নবেম্বর সম্পর্কে জাপানী কাপড়ের অগ্রিম কারবার ভাল হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজারে অতি সামান্যই কারবার হইয়াছে।

সুতা

সূতার বাজারের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উল্লেখ করা হইয়াছিল; আলোচ্য সপ্তাহে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই এবং সমস্ত প্রকার সূতার মূল্যের কোন স্থিরতা ছিল না। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকাংশে সহজ হইয়াছে কিন্তু জাপান এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে উত্থাপিত প্রশ্নের এপর্য্যন্তও মিমাংসা হয় নাই এজন্য বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব পূর্ণভাবে বলবৎ আছে। আমেরিকার সংবাদে জানা গিয়াছে যে তুলার রপ্তানী বানিজ্যে সরকারী সাহায্য কতদূর করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে এখনও কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। এরূপ অবস্থায় তুলার মূল্যের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। এই সকল অবস্থার জন্য সূতার বাজারে মূল্যের কোন স্থিরতা পরিলক্ষিত হয় না এবং উহা অনিশ্চিত ভাবে উঠা নামা করে। কারবারও অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। বিগত কয়েক সপ্তাহ হইল বিভিন্ন কেন্দ্রের পাইকার অভাবে ভারতীয় সূতার বাজারে মন্দার ভাবই বলবৎ আছে। ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মজুদ সূতা কাটতি করিয়া দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছে। সূতার রপ্তানী বাণিজ্যও উল্লেখযোগ্যরূপ দাম পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে হংকং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দরের চাহিদাও বিস্তর পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। যদিও ইউরোপ এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর উহা অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। তবে মনে হয় যে দেশের সর্ব্বত্র বর্ষার সংবাদ আশানুরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত সূতার মূল্য শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

বিলাতী সূতা—

এই শ্রেণীর সূতার বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার ন্যায় কোন বিষয় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিগণ উচ্চমূল্য দাবী করায় অগ্রিম কারবারও সম্ভব হয় না।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বজায় ছিল না। ইউরোপ এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা কতকাংশে হ্রাস পাইবার ফলেই সপ্তাহের শেষ দিকে এরূপ মূল্য হ্রাস পায়। একগুণ এবং দ্বিগুণ সূতার মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল কিন্তু কারবার অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়।

মার্সিরাইজ সূতার মূল্যও কতকটা হ্রাসের দিকে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই এই শ্রেণীর সূতার মূল্য হ্রাস পাইবার কারণ।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—

আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে ইটালীর সিণ্ডিকেটের মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জাপানী ও ইটালীর সূতার চাহিদা মোটের উপর ভাল ছিল। মূল্যের সামান্য উঠা নামা হয়।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ৭ই জুলাই

গত ৩রা ও ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় ভারত ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানী যোগ্য চায়ের যে ৪নং নীলাম বিক্রয় হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

রপ্তানীযোগ্য :—

আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ১৪ হাজার ৬০৪ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে ১৩ হাজার ৪১৮ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে ১১ হাজার ২৫৯ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান নীলামে গড়পড়তায় এই শ্রেণীর চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৷৷৵১ পাই এর তুলনায় ৷৷৶১ পাই গিয়াছে। আলোচ্য নীলামে দুই এক চালান অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধিযুক্ত দার্জ্জিলিং চাএর আমদানী হইয়াছিল। এই চায়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং উহার উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। আসামজাত যাহা আমদানী হইয়াছিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী নীলাম অপেক্ষা আরও উন্নত ধরণের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর চা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। টি-পি শ্রেণীর চায়ের অত্যধিক চাহিদা ছিল; ফলে উহার মূল্যও আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। ডুয়ারজাত চায়ের মূল্য আরও হ্রাস পায়; তবে চাহিদা থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল। পাতা চা এবং সাধারণ ধরণের পরিষ্কার চায়ের ভাল চাহিদা ছিল; উহার মূল্যও চড়া গিয়াছে

ভারতে ব্যবহারোপযোগী :—

এই শ্রেণীর চায়ের বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আমদানীর পরিমান খুব সীমাবদ্ধ ছিল। গুড়া চা সম্পর্কে বাজারে একটা অনিশ্চিত ভাবে দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তি নীলামে যে দর গিয়াছে বর্ত্তমান নীলামে উহা তাহা অপেক্ষাও দর কম গিয়াছে।

আলোচ্য নালামে

রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নিম্নরূপ গড় পড়তা দর গিয়াছে।

রপ্তানী যোগ্য :—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	১৪,৬০৪	১৩,৪১৮	১১২৫৯
গড়পড়তাদর	৷৷৶১	৷৷৵১	৷৷৶৫

ভারতে ব্যবহারোপযোগী :—

	গুঁড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
বিক্রীত	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
	৫২২০,	৬,০৫৭	৩,২০৬	৬,৫৯০
গড়পরতা দর	।৯	।৮	।৩	।৩

লণ্ডনের বাজার

গত ৩রা জুলাই লণ্ডনের চায়ের নীলামে ১৭ হাজার ৮শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়। উহা প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রয় হয়। উক্ত চা অপেক্ষাকৃত খারাপ প্রতিপন্ন হওয়ায় মূল্যের অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। গত ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে উক্ত ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে পূর্ব্ব সপ্তাহের ১৩·৭৫ পেনীর তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১৩·৩৭ পেনী দাঁড়ায় এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৪·১০ পেনীর তুলনায় ১৪·২৯ পেনী দাঁড়ায়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহের প্রারম্ভে অধিক পরিমাণ বিদেশী চিনি আমদানী হইবার ফলে চিনির মূল্য প্রতি মণে প্রায় চারি আনা হ্রাস পায় কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে বিদেশী চিনির মূল্য বৃদ্ধির সহিত ভারতীয় চিনিরও মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল পুনরায় তাহা পূরণ হয়। চিনির চাহিদা পূর্ব্বের স্বাভাবিক চাহিদারও নিম্নে আছে এবং কারবারও অতি সামান্য হইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী বিস্তর পরিমাণ চিনি মজুদ করিয়াছে তাহারা বর্ত্তমান বাজার দরে চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে। স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ২৩ হাজার ৫ শত বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। বাজারে বিভিন্ন প্রকার চিনির নিম্নরূপ দর ছিল :—মতিপুর, মাড়হোরা ও সাধারণ—১০৮৶ তামকোহি ১০৮৵ হাতোয়া ১০৷৶।

কানপুর

আলোচ্য সপ্তাহেও কানপুরের বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। চাহিদার পরিমাণ অতিশয় অল্প ছিল এবং ফলে চিনির মূল্য প্রতি মণে প্রায় দুই আনা হ্রাস পায়। প্রকাশ রেল ষ্টেশনে ডেলিভারী যোগ্য প্রায় ২০ হাজার বস্তা চিনি

১৫ দিনের অধিক হইল পড়িয়া আছে। ব্যবসায়ীগণের হাতে টাকা না থাকার দরুণ তাহারা ডেলিভারী লইতে অসমর্থ বলিয়া জানা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় বিভিন্ন প্রকার চিনির নিম্নরূপ দর গিয়াছে :—পাঁচকুথী ১১।/ নয়াগঞ্জ ও বস্তি ১১।০ সারুয়া ১১৶ হারথা ১১৵ রোসা ১১/৬ পাই।

বিদেশী চিনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে স্থানীয় বাজারে অধিক পরিমাণ বিদেশী চিনি আমদানী হইবার ফলে চিনির মূল্য হ্রাস পায় কিন্তু পরে বিদেশী বাজারের উন্নতির সংবাদে উহা সামান্য বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে চাহিদার অভাবে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। যে সকল ব্যবসায়ী মাল ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ তাহারা তাহাদের মজুদ চিনি বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলেই সাধারণতঃ বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ ১ লক্ষ বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়।

সাধারণ অবস্থা

চিনি ব্যবসায়ীগণের পক্ষে আগামী মরশুমে ইক্ষুর মূল্য কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহা অবগত হইবার আগ্রহ স্বাভাবিক। ইক্ষু ফসল সম্পর্কে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা আশানুরূপ এবং এরূপ ধারণা করা যাইতেছে যে উহার উৎপাদন ১৯৩৭-৩৮ সালের ন্যায় কিংবা ১৯৩৬-৩৭ সালের ন্যায়ও দাঁড়াইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষের প্রয়োজনানুরূপ চিনি ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারিবে; এবং বিদেশী চিনি আমদানীর কোন প্রয়োজন হইবে না। তবে ১৯৩৮-৩৯ সালের ন্যায় ইক্ষুর উচ্চ মূল্য ধার্য্য করিলে বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ৭ই জুলাই

পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কে বিশেষ কোন উঠানামা দেখা যায় না। এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের হার অধিকাংশ দিনই স্থির হারে বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত ১লা জুলাই লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পাঃ ৮ শি ৬½ পেনী। গত ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বজায় থাকে। ৬ই তারিখ তাহা সামান্য কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী হয়। ৭ই জুলাই ঐ হার বজায় ছিল। অদ্য ও বাজারে তাহা বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১লা জুলাই প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭/৬ পাই। ৪ঠা তারিখ তাহা ৩৭/৩ পাই হয়। ৫ই জুলাই তাহা দাঁড়ায় ৩৭/৬ পাই ৬ই তারিখ তাহা ৩৭/৯ পাই পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য বাজারে তাহা ৩৭/৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৩০শে জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৸৵৬ পাই ও গিনি ২৩৷৶৩ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৸/৬ পাই ও ২৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বিদেশী রূপার ক্রয় মূল্য কমিয়া আসার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আর তাহার ফলে লণ্ডনে ও বোম্বাইয়ে রূপার দরের হারও নামিয়া গিয়াছে। গত ১লা জুলাই লণ্ডনে প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ১৮$\frac{১}{১৬}$ পেনী। ৩রা তারিখে তাহা কমিয়া ১৭$\frac{৭}{৮}$ পেনী হয়। ৪ঠা জুলাই তাহা দাঁড়ায় ১৮ পেনী। ৫ই তারিখ তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে, ৭ই তারিখ তাহা কমিয়া ১৭$\frac{১৫}{১৬}$ পেনী হয়। অদ্য তাহা ১৭$\frac{৭}{৮}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১লা জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৪৯৵০ আনা। ৩রা তারিখ তাহা কমিয়া ৪৭৷৵০ আনা হয়। ৪ঠা জুলাই তাহা ৪৮৷৵০ আনা দাঁড়ায়। ৫ই তারিখ তাহা ৪৭৸৶০ আনা হয়। ৬ই জুলাই তাহা দাঁড়ায় ৪৭৷৵০ আনা অদ্য বাজারে তাহা ৪৭৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৩০শে জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫০ টাকা ও ঐ খুচরা দর ৫০।০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪৮ টাকা ও ৪৮।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা ৭ই জুলাই

রেড়ির খৈল

আলোচ্যসপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের মূল্য ২৷০ হইতে ২৷৵০ আনা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ এই শ্রেণীর খৈলের ২ মনী বস্তায় ৫৷০ আনা হইতে ৫৸০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে, (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ)। বর্ত্তমানে খৈলের উৎপাদন হ্রাস করা হইয়াছে এবং মাত্র নির্দ্ধারিত পরিমাণ খৈল পাওয়া সম্ভব নয়। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে চাহিদায় পরিমাণ বেশী।

সরিষার খৈল

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে মিল সমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল সম্পর্কে ২৶০ আনা হইতে ২।/ আনা পর্য্যন্ত দর দিয়াছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা খৈলের জন্য বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া ২৸৵০ হইতে ৫৵০ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণই এই শ্রেণীর খৈল ক্রয় করে মাত্র।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত চড়া ছিল। গরুর চামড়ার কারবার মন্দা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—

পাটনা ৭০ হাজার টুকরা ৫০৲-৭০৲ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর ২৫ হাজার ৯ শত টুকরা ৬০৲-৯০৲ হিঃ লবণাক্ত ৩০ হাজার ৪ শত টুকরা ৫৫৲ ৯৫৲ হিঃ।

এতদ্ব্যতীত বাজারে পাটনা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টুকরা। ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ২৩ হাজার টুকরা এবং লবণাক্ত ১২ হাজার ৭ শত টুকরা চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—

দ্বারভাঙ্গা—বেনারস—রাঁচি ৪ শত টুকরা ৪৵ হিঃ রাঁচি সাধারণ ১৭ শত টুকরা ৪॥০ হিঃ দ্বারভাঙ্গা—পূর্ণিয়া—সাধারণ ২ হাজার ২ শত টুকরা ৪৲; নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজর ২৫০ টুকরা ৫৲; ঢাকা—দিনাজপুর ১ হাজার টুকরা ৩॥০ লবণাক্ত ২ হাজার ৯২০ টুকরা ৫০৲—৭৮॥০ (প্রতিকুড়ি)।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা—দিনাজপুর ৩ হাজার ৫ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৬ হাজার ৭শত, দ্বারভাঙ্গা—বেনারস—গয়া রাঁচি—১ হাজার ১ শত, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া ৩ হাজার ৮ শত, রাঁচি সাধারণ ৬ শত, নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার, দার্জ্জিলিং আসাম ১ হাজার ১ শত টুকরা গরুর চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

খানানটো	**মূল্য** প্রতি শত ঝুড়ি
আগষ্ট	২৮৮॥০
সেপ্টেম্বর	২৩১৲
অক্টোবর	২৩২॥০
নবেম্বর	২৩০৲
চল্‌তি দর	২২৬॥০
আতপ	
মোটা	২১৯৲-২২১৲
সরু	২২৭৲-২৩০৲
টেবিয়ান	২৪২৲-২৫২৲
সুগন্ধি	২৪৫৲-২৫০৲
মাতালো	২৬০৲, ২৭০৲
ভাঙ্গা	১৭৫৲, ১৮০৲

সিদ্ধ

লম্বা	২২৫৲
মিলার	২৪৭৲-২৫০৲
সঃ সিদ্ধ	২৩৫৲-২৩৯৲
ভাঙ্গা	১৯০৲-১৯৫৲

ধান

নাসিন শ্রেণী	৯৪৲-৯৬৲
মাঝারি	৯৬৲-৯৮৲

গত ১লা জুলাই যে সপ্তাই শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৫৫ হাজার ৩২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২৬ হাজার ৯৬৮ টন ছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩১৫ টন দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৯৬ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

চাউল	মূল্য প্রতিমণ
বাঁকতুলসী (ঢেঁকী)	৪॥০
বাঁকতুলসী (আতপ)	৪॥৵০
চামর মণি (ঢেঁকী)	৪॥৵
কমল ভোগ (ঢেঁকী)	৪৶
চিনি কামিনী (ঢেকী)	৫৵০
কাটারী ভোগ (ঢেঁকী)	৫৴৬
পাটনাই (ঢেঁকী)	৪৲
রূপসাল (ঢেঁকী)	৪৷৵
রূপশাল (কল)	৪৷৵
কামিনী আতপ (ঢেঁকী)	৪৷০-৪॥০
জাত বাঁশফুল (ঢেঁকী)	৪৸০
দাদখানি	৪৷৵-৪॥৵

ধান	
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	২॥০-২॥৴
হোগলা	২৷৵-২৷৶
পাটনাই মাঝারি	২৷৴৬-২৷৵৬
চিনি আতপ	২৸৵০-২৸৵৬
হামাই	২॥৴৬-২॥৶৬
রূপশাল	২॥৴০-২॥৵০
সাদা মোটা	২৷৬-২৷৴৬
দাদশাল	২॥০-২॥৵০
সাধারণ পাটনাই	২৷০-২৷৴০
কাটারি ভোগ ধান	২৸০-২৸৬

গত ১লা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১১ হাজার ৮৮৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গতবৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৮২১ টন। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৮৩ হাজার ২৫ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৬৮ হাজার ১৫৭ টন ছিল।

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮

—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১৭ই জুলাই, সোমবার ১৯৩৯ | ১১শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৭৭-৩৭৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৮৫-৩৮৯
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন	৩৮০-৩৮১	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩৯০-৩৯১
মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা	৩৮২	মত ও পথ	৩৯২
বেকার সমস্যা ও ব্যাঙ্ক	৩৮৩-৩৮৪	বাজারের হালচাল	৩৯৩-৪০০

সাময়িক প্রসঙ্গ

চা ব্যবসায়ে সঙ্কট

আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তির পক্ষে নূতন চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং চুক্তির সময়ে যে সমস্ত বাগানে চা উৎপন্ন হইতেছিল সেই সমস্ত বাগানের মালিকগণ প্রতি বৎসর বিদেশে কি পরিমাণ চা রপ্তানী করিতে পারিবেন এবং দেশের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহা প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই চুক্তিতে উহাও ব্যবস্থা হইয়াছে যে বাগানের মালিকগণ ইচ্ছা করিলে বিদেশে চা রপ্তানী ও দেশের অভ্যন্তরে চা বিক্রয় সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাপ্ত অধিকার অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে যে সমস্ত বাগানের মালিকগণ অর্থসঙ্গতির অভাবে বাগানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং রপ্তানীর জন্য উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর চা উৎপাদন করিতে পারিতেছিলেন না তাঁহারা অন্যের নিকট তাঁহাদের অধিকার বিক্রয় করিয়া দিয়া বেশ লাভবান হইতেছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে চায়ের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং ৭ বৎসর পরে এই প্রথম চা বিক্রেতাগণ চায়ের জন্য বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের দর পাইতেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে ইদানীং এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কায় ইংলণ্ডের ক্রেতাগণ বর্ত্তমান চা ক্রয় সম্বন্ধে কোন অগ্রিম চুক্তিতে অগ্রসর হইতেছেন না। ফলে এদেশ হইতে যাহারা চা রপ্তানী করেন তাঁহারাও বাগানের মালিকদের নিকট হইতে বিদেশে চা রপ্তানীর অধিকার ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। উহাতে চা বাগানের ভারতীয় মালিকদের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলা ও আসামের অর্থসঙ্গতিহীন চা'করদেরই সমূহ অসুবিধা ঘটিয়াছে। অবশ্য ইদানীং এরূপ শুনা যাইতেছে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারত সরকার ভারতে উৎপন্ন ও উৎপাদনযোগ্য সমস্ত চা ক্রয় করিয়া লইবেন। যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত চা'করদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যাহাদের তেমন অর্থসঙ্গতি নাই এবং যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা চালাইতেছেন তাঁহারা এই অনিশ্চিত ভরসায় কতদিন অপেক্ষা করিতে পারিবেন? বাজারে আরও একটী গুজব এই যে চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী সম্বন্ধে যে চা নিয়ন্ত্রণ আইন (Tea Control Act) রহিয়াছে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া মাত্র গবর্ণমেণ্ট তাহা বাতিল করিয়া দিবেন। চা শিল্পের পক্ষে উহা একটী অত্যন্ত ভয়ের কথা। কারণ এই আইন বাতিল হওয়া মাত্র—বর্ত্তমানে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য চা ও দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়যোগ্য চায়ের দরে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিলুপ্ত হইবে এবং প্রত্যেক চা'কর ইচ্ছামত চা উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারিবেন। যদি এই গুজব সত্য হয় তাহা হইলে চা শিল্পের সমক্ষে বাস্তবিকই একটা দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে বলিতে হইবে।

পাটের পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে একটী এবং এই জমিতে মোট কি পরিমাণ পাট জন্মিয়াছে তৎসম্বন্ধে সেপ্টেম্বর মাসে আর একটী বরাদ্দ প্রকাশ করেন। ব্যবসায়ী, কৃষক প্রভৃতি সমস্তের সুবিধার জন্যই এই বরাদ্দ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল বরাবরই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে সরকারী বরাদ্দে পাটের চাষ সম্বন্ধে কোন সময়েই প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় না। এই অভিযোগ যে মূলতঃ সত্য তাহাও হিসাবপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার যখন পাটের শেষ বরাদ্দ প্রকাশ করেন সেই সময়ে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোটমাট ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বর্ত্তমান

বৎসরের ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর এবং চটকলসমূহে মোট ৮৯ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। এই পাটের মধ্যে গতপূর্ব্ব বৎসরের মজুদ পুরাতন পাট কিছু ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু গত বৎসর যে পাট উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে কিছু পাট যে এখনও মফঃস্বলে রহিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবে এবার গত এপ্রিল ও মে মাসে পাটের দর যে প্রকার চড়িয়া গিয়াছিল তাহার ফলে বৎসরের শেষে মফঃস্বলে মজুদ পাটের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। উহা যদি ৫ লক্ষ বেল বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে গত বৎসর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোটমাট ৮৪ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায়। আর সরকারী বরাদ্দে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল যে গত বৎসর ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫০ বেল (প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা ২৬ ভাগ কম) পাট উৎপন্ন হইয়াছে। যে ফসলের উপর বাঙ্গলা দেশের আর্থিক ~~উন্নতি~~ অবনতি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে তৎসম্বন্ধে এই প্রকার ভুলত্রুটি অমার্জ্জনীয়। যাহা হউক অতীতের কথা বলিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমান বৎসরে মোট কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু পাটের জমির সম্বন্ধে যে প্রথম পূর্ব্বাভাষ বাহির হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে এবার মোট ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে পাট বুনা হইয়াছে। গত বৎসর সরকারী বরাদ্দ অনুসারে ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫ শত একর জমিতে পাট বুনা হয়। কাজেই সরকারী মতে এবার শতকরা ৩·৪৩ ভাগের মত কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল বলিতেছেন যে এবার ঢাকা ও ফরিদপুর জেলাতে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই জেলাতে তাহা অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। বিহার এবং আসামের হিসাব সম্বন্ধেও অনেকের আপত্তি আছে। সুতরাং এবার মোট কি পরিমাণ জমিতে পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু ধারণা করিবার উপায় নাই। তবে একটী বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত বৎসর আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার দরুণ পাটের ফলন খুব কম হইয়াছিল। এবার এখন পর্য্যন্ত সেরূপ কোন আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। আসামে যে বন্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে পাট ফসল বিশেষ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না বলিয়া ব্যবসায়ী মহলের ধারণা। কাজেই এবার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩·৪৩ ভাগ কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে—একথা যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও গত বৎসরের তুলনায় এবার যে অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইবে তাহার খুবই আশঙ্কা রহিয়াছে।

বাঙ্গলায় চা'লের সমস্যা

বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক তদন্ত বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ কর্ত্তৃক সম্প্রতি বাঙ্গলায় চাউল সরবরাহের সমস্যা (The Problem of Bengal's Rice Supply) শীর্ষক একখানা তথ্যতালিকাবহুল পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিভিন্ন হিসাব হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে খাদ্য হিসাবে প্রতি বৎসর ৪৮ কোটী ৬০ লক্ষ মণ এবং বীজ হিসাবে ১ কোটী ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৪০ লক্ষ মণ—মোট ৫০ কোটী মণ ধানের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে আউস, আমন ও বুরো এই তিন শ্রেণীর ধান্য মিলিয়া প্রতি বৎসর গড়ে ৪৬ কোটী ২০ লক্ষ মণের বেশী ধান উৎপন্ন হইতেছে না। বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় বাকী ধানের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ৯০ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৪০ লক্ষ মণ ধান (ধান ও চাউল হিসাবে) বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ইহার পরও বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনীয় যে ২ কোটী ৮০ লক্ষ মণ ধান বাকী পড়ে তাহার কোন সংস্থানই হয় না। ফলে বাঙ্গলা দেশের বহু লোককে বৎসরের মধ্যে অনেক দিন এক বেলা এবং অনেক দিন আধপেটা খাইয়া থাকিতে হয়। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে অনেক লোক সস্তা রেঙ্গুনের চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে বটে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাঙ্গলা দেশ যদি ভবিষ্যতে চা'লের জন্য ব্রহ্মদেশের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠে তাহা হইলে হয়তঃ রেঙ্গুণ চালের মূল্যও চড়িয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার মতে বাঙ্গলায় চালের অভাবের সমস্যা একটী মারাত্মক সমস্যা এবং উহার সমাধানের জন্য সকলেরই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সমস্যার সমাধানের পক্ষে তিনি তিনটি উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা (১) বর্ত্তমানে দেশের যে সমস্ত আবাদী জমি পতিত থাকে তাহাতে ধানের চাষ (২) যে সব ফসল প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে উৎপন্ন হইতেছে সেইসব ফসলের চাষ কমাইয়া যে জমি মুক্ত হইবে তাহাতে ধানের চাষের ব্যবস্থা করা। যে জমিতে অন্য ফসল ভালরূপ হয় না সেই জমিতে ধানের চাষের ব্যবস্থা করারও তিনি পক্ষপাতী। (৩) উন্নততর ধরণের চাষ, উন্নততর শ্রেণীর বীজ ব্যবহার, জমিতে সার প্রয়োগ এবং সেচকার্য্যের ব্যবস্থা দ্বারা জমিতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশের আবাদযোগ্য প্রায় সমস্ত জমিতে চাষাবাদ হইতেছে। এরূপ অবস্থায় প্রথম দুইটি পন্থায় কতক সুফল হইলেও উহা দ্বারা বাঙ্গলায় চা'লের অভাবের সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে না; কিন্তু শেষোক্ত পন্থায় এই সমস্যার অতি সহজে সমাধান হইতে পারে। গ্রন্থকারের হিসাব মত বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে প্রতি একর জমিতে ধানের উৎপাদনের পরিমাণ যদি শতকরা ১০ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ চা'লের ব্যাপারে আপাততঃ স্বাবলম্বী হইতে পারে। আমরা একথা যদি স্মরণ রাখি যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একর জমিতে বাঙ্গলার তুলনায় আড়াই গুণ, মিশর ও জাপানে ৩ গুণ, ইটালীতে ৪॥ গুণ, অষ্ট্রেলিয়াতে ৫ গুণ এবং স্পেনে ৬ গুণ বেশী ধান উৎপন্ন হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন প্রতি একরে শতকরা দশ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি করা যে একটা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাঙ্গলা সরকার সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই বাঙ্গলাকে ধানের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিতে পারেন।

লবণ প্রস্তুতের অধিকার

জনসাধারণ কর্ত্তৃক লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের অধিকার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহার ফলে বাঙ্গলা দেশই সবচেয়ে অধিক উপকৃত হইয়াছে। কারণ

এই অধিকার প্রাপ্তির ফলে বাঙ্গলা দেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে ভারত সরকারের লবণ বিভাগের বিলিব্যবস্থা বাঙ্গলা সরকারের মারফতে সম্পাদিত হইত। কিছুদিন হইল ভারত সরকার স্বয়ং এই বিভাগের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে কিনা জানিনা ইদানীং লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় কারীদের উপর লবণ বিভাগের কর্ম্মচারীদের দ্বারা নানা জবর-দস্তির কথা শুনা যাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত যে প্রকার নিয়ম বলবৎ ছিল তাহাতে নিজের প্রয়োজন মিটাইতে যে পরিমাণ লবণ প্রয়োজন হয় তাহা প্রস্তুত করিতে এবং একজন লোক মোট বহিয়া যতটা লবণ বাজারে লইয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণ লবণ প্রতিবারে বিক্রয় করিতে প্রত্যেকের অধিকার ছিল। এখনও এই অধিকার বাতিল করা হয় নাই বটে। কিন্তু লবণ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীগণ নাকি বাজারে কোন দোকানদারকে লবণ ক্রয় করিতে দিতেছেন না। অন্যান্য নানা অনাচারের কথাও শুনা যাইতেছে। ইহার ফলে মহিষাদল বাজারে পূর্ব্বে যে স্থলে বাজারের দিনে দুই শত মণ লবণ বিক্রয় হইত সেই স্থলে একজন লোকও লবণ বিক্রয় করিতে আসিতেছে না।

এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে লবণ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ জনসাধারণকে গান্ধী-আরউইন চুক্তিবলে প্রাপ্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। জন সাধারণকে এই অধিকার দেওয়ার ফলে লবণ শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের আয় অনেক কম হইতেছে। ভারত সরকার কি চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া এই ক্ষতি পূরণ করিতে চাহেন? এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত মন্মথেন্দ্র দত্ত একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের কি পরিমাণ অধিকার আছে তাহা গবর্ণমেণ্টের বিস্তৃতভাবে জানাইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ চুক্তির অপব্যাখ্যার ফলে সাধারণের অধিকার বিলুপ্ত হইবে। আমরা মিঃ দত্তের এই প্রস্তাব সমর্থন করি। চুক্তির ব্যাখ্যা লইয়া যখন বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে তখন এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ধারণা কি তাহা দেশবাসীর জানা আবশ্যক।

বাঙ্গলায় নূতন ট্যাক্স

বর্ত্তমান ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের উপর যে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব করেন তাহা একটী আইনের আকারে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে বাঙ্গলার লাট এই আইনে সম্মতি দিয়াছেন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই ট্যাক্স আদায় করা আরম্ভ হইবে এরূপ আশঙ্কা করা যায়। নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে মোটামুটি বিধান এই যে (১) বাঙ্গলা দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য বা চাকুরী সূত্রে (profession, trade, calling or employment persued either wholly or in part within the province either by himself or by an agent or representative) যাহারা আয়কর ধার্য্যযোগ্য আয় করে তাহাদিগকে বৎসরে ৩০৲ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে (২) এই ট্যাক্স কোন সময়ে কোথায় জমা দিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন (৩) ট্যাক্স দিবার জন্য নোটিশ পাইবার পর কোন ব্যক্তি যদি ৩০ দিনের মধ্যে উহা জমা না দেয় তবে তাহার উপর ট্যাক্সের সমপরিমাণ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে (৪) কোন ব্যক্তি এই ট্যাক্স প্রদানের যোগ্য বিবেচিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত অফিসারগণ তাহাকে তাহার আয় সম্বন্ধে কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন এবং এরূপক্ষেত্রে দলীলপত্র উপস্থিত করিতে উক্ত ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য হইবে। এই আইনে ট্যাক্স দানের স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করা ও অন্যান্য বিষয়ের কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ করা বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আশঙ্কা করা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এইসব বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। সুতরাং উপরোক্ত শ্রেণীর আয়ের জন্য যাহারা আয়কর দিতেছেন তাঁহারা উহার উপরে বাঙ্গলা সরকারকে বৎসরে আরও ৩০৲ টাকা প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদতা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সমস্ত বড় বড় শিল্প রহিয়াছে তাহার অনেকগুলি শিল্পেরই বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও বস্ত্রশিল্প, তৈলশিল্প ও অন্যান্য ২।৩টি শিল্প বাদ দিলে প্রায় সমস্ত শিল্পেই বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বোচ্চে। কিন্তু এই সব শিল্পের পরিচালক ও অংশীদার হিসাবে বাঙ্গালীর স্থান নগণ্য। এতদিন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেরানীর কাজ বাঙ্গালীর প্রায় একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এখন এই ক্ষেত্র হইতেও বাঙ্গালী বিতাড়িত হইতেছে। বাঙ্গলার অর্থনীতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী এত পশ্চাৎপদ কেন তৎসম্বন্ধে "ইনসিউরেন্স এণ্ড ফাইনান্স" পত্র উহার গত ৭ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পত্রের মতে ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ হইতেছে—ব্যবসায়ে যে দায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করিতে হয় এবং উহাতে পরিশ্রম যে প্রকার বেশী তাহাতে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে অনেকেই এই দিকে আকৃষ্ট হয় না। ওকালতি, ডাক্তারী, চাকুরী প্রভৃতিতে ২।৪ জন বাঙ্গালী যে অসামান্য সাফল্য দেখাইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তই বাঙ্গালী যুবকগণকে অধিকতর প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী নিজের ব্যবসা সব সময়ে নিজের হাতে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বাহির হইতে মেধাবী ও কর্ম্মঠ যুবকগণকে ব্যবসায়ে গ্রহণ না করিয়া তাহারা অনেক সময়েই নিজেদের অযোগ্য ও অলস পুত্র বা আত্মীয়ের দ্বারা ব্যবসা চালাইতে চাহে। উহার ফলে কোন একজন প্রতিভাশালী ব্যবসায়ীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট ব্যবসা অযোগ্যের হাতে পড়িয়া বিলুপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কেতাবী শিক্ষা প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব-পূর্ণ পদে থাকিয়া কি ভাবে কাজ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে এদেশে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদতা সম্বন্ধে 'ইনসিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স' পত্র যে তিনটী কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রবন্ধলেখক দ্বিতীয় কারণের প্রতিকারের জন্য কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণকে দেশের মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে এবং তৃতীয় কারণের প্রতিকার সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটী 'ষ্টাফ' কলেজ স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার এই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষরূপ চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং বিশেষভাবে ব্যাঙ্কসমূহে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে একটি নূতন ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য জানিবার সুযোগ পাইয়াছি।

প্রস্তাবিত আইনের ৭ ও ১১ নং ধারা লইয়াই বিশেষ বিতর্ক উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয় এবং এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটী ধারা সম্বন্ধেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ৭নং ধারাতে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে (ক) আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল মিলিয়া ৫০ হাজার টাকা না হইলে কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। (খ) কোন ব্যাঙ্ক যদি বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ—এই তিনটী স্থানে ব্যবসা চালায় তাহা হইলে এই প্রত্যেক স্থানের জন্য উহাকে উপরোক্তভাবে ৫ লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। (গ) এই তিনটি সহর ছাড়া অন্য স্থানে ব্যবসা চালাইলে প্রত্যেক স্থানের জন্য উপরোক্তভাবে ৫০ হাজার টাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে যে সব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত অন্যূন দুইটী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে সেই সব স্থানের সম্বন্ধেই এই শেষোক্ত সর্ত্ত প্রযোজ্য হইবে। যে স্থানে দুইটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কাজ করে না সেখানে শাখা অফিস স্থাপন করিতে হইলে এইভাবে প্রত্যেক শাখার জন্য অতিরিক্ত আরও ৫০ হাজার টাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বড় বড় ব্যাঙ্ক সমূহকে এই সব সর্ত্তের জন্য কোন বেগ পাইতে হইবে না। কারণ এই সব ব্যাঙ্কের হাতে উপরোক্ত সর্ত্তগুলি পালন করিবার মত উপযুক্তরূপ আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টী বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহাদিগের হাতেও বর্ত্তমানে এই ধারার সর্ত্ত প্রতিপালনের অনুরূপ আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল রহিয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত ৭নং ধারাতে এরূপ বলা হইয়াছে যে চলতি ব্যাঙ্কগুলিকে উপরোক্ত সর্ত্ত সমূহ প্রতিপালনের জন্য নূতন আইন বলবৎ হইবার পর দুই বৎসরকাল সময় দেওয়া হইবে। কাজেই বাঙ্গালী পরিচালিত বড় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও এই সব সর্ত্তের জন্য কোন বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু বাঙ্গলায় যে সমস্ত ছোট ও মাঝারি ধরণের ব্যাঙ্ক রহিয়াছে উপরোক্ত সর্ত্তের জন্য সেই সব ব্যাঙ্কের কাজ সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটী বিশেষত্ব এই যে বড় ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই মফঃস্বলে স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎপর উহারা কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্যরূপ সম্প্রসারণ করিয়াছে। ভবিষ্যতেও এইভাবে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসার সম্প্রসারণ করিতে পারে। কিন্তু কলিকাতায় কোন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই যদি শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে কার্য্যতঃ মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কলিকাতা আসার পথ এক প্রকার বন্ধ করিয়াই দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে মফঃস্বলেও শাখা স্থাপন করিয়া কার্য্য সম্প্রসারণ করা কঠিন হইবে। বাঙ্গলা দেশে শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করা যে প্রকার কঠিন ব্যাপার তাহাতে এই সব ব্যাঙ্ককে কোন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই যদি শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৫০ হাজার টাকা তুলিতে হয় তাহা হইলে উহা যে খুব কঠোর ব্যবস্থা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য উপরোক্ত ৭ ধারায় এরূপ বলা হইয়াছে যে যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত অন্যূন ২টী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে মাত্র সেইখানে শাখা স্থাপন করিতেই উপরোক্তরূপ অতিরিক্ত মূলধনের আবশ্যক হইবে। কিন্তু ইদানীং তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বাঙ্গলা দেশে এমন কোন স্থান থাকিবে না যেখানে দুইটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কাজ করিবে না। এই সব বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে প্রস্তাবিত আইনের ৭ ধারা হুবহু পাশ হইলে উহা দ্বারা বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসারে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইবে।

অবশ্য আমরা একথা বলিতে চাই না যে উপরোক্ত ধরণের কোন বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই। নূতন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই ব্যাঙ্ককে প্রথম প্রথম কিছুদিন—অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত শাখা আফিসটি স্বাবলম্বী না হয় ততদিন পর্য্যন্ত হাত হইতে টাকা দিয়া ঐ শাখার কাজ চালাইতে হয়। এই টাকা আমানতী টাকা হইতে সরবরাহ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কাজেই নূতন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই উহার জন্য প্রাথমিক ক্ষতি পূরণার্থ ব্যাঙ্কের পক্ষে নূতন মূলধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই কারণে কলিকাতার জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরের প্রত্যেক শাখার জন্য ৫০ হাজার টাকা করিয়া মূলধনের কেন যে প্রয়োজন হইবে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অবশ্য কলিকাতায় একটি শাখা আফিস চালাইতে মফঃস্বলের তুলনায় অধিক মূলধন প্রয়োজন হয়। এই একই কারণে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনেও বিভিন্ন প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আবার একটি বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পক্ষে বাঙ্গলার মফঃস্বলে একটি শাখা চালাইতে যে পরিমাণ মূলধন দরকার বাঙ্গলার বাহিরে একটি শাখা আফিস চালাইতে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। অত্রাবস্থায় কলিকাতা, বাঙ্গলার মফঃস্বল এবং বাঙ্গলার বাহিরে শাখা স্থাপনের জন্য মূলধনের পরিমাণ পৃথক পৃথক ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে শাখা স্থাপন করিতে হইলে তজ্জন্য ২৫ হাজার টাকা মূলধনই যথেষ্ট। বাঙ্গলার বাহিরে শাখা স্থাপন করিতে হইলে যদি মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার

টাকা নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে আমাদের আপত্তি নাই। কলিকাতায় ব্যবসা চালাইতে হইলেও মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক কম করিয়া নির্দ্ধারিত করা উচিত। তাহা না হইলে কলিকাতায় ছোট ও মাঝারি ধরণের যে শতাধিক বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহাদের অধিকাংশকেই কলিকাতার অফিস উঠাইয়া দিতে হইবে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে উহাদের মর্য্যাদাহানী হইবে এবং উহার ফলে আমানতকারীদের ও ব্যাঙ্ক সমূহের ক্ষতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

নূতন বিলের ১১ ধারায় ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে সকল সময়েই উহাতে আমানতী টাকার অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ নগদ অথবা কোনওরূপে দায়াবদ্ধ নহে এরূপ কোম্পানীর কাগজে জমা রাখিতে হইবে। এই সর্ত্ত পালনের জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নূতন আইন বলবৎ হইবার পর দুই বৎসর কাল সময় দেওয়া হইবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারা অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে চলতি আমানতের শতকরা ৫ টাকা এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ টাকা হিসাবে যে টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয় তাহাও উপরোক্ত শতকরা ৩০ ভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। উক্ত ধারা সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে "নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজ" এই কথা দ্বারা বিলের প্রণেতাদের অভিপ্রায় সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই। যাহা হউক আমরা উক্ত কথাগুলির এই অর্থ ধরিয়া লইতেছি যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজ, নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কের তরফ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমাকৃত টাকা—এই তিন দফার সম্পত্তি মিলিয়া মোট আমানতের শতকরা ৩০ ভাগ হইলেই উক্ত ১১নং ধারার বিধান মান্য করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৭ নং ধারার ন্যায় এই ১১ ধারার বিধানের ফলেও স্বাভাবিক সময়ে ভারতবর্ষের বৃহদাকার ব্যাঙ্ক সমূহ এবং বাংলার বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির কোন অসুবিধা হইবে না। কারণ এই সব ব্যাঙ্ক বরাবরই নগদ ও কোম্পানীর কাগজ—এই উভয় মিলাইয়া মোট আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ অপেক্ষা বেশী টাকা হাতে রাখিতেছে। কিন্তু উক্ত ধারায় এরূপ বলা হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজকে সব সময়েই সর্ব্বপ্রকার দায়মুক্ত (un-encumbered) রাখিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের উপর যদি 'রান' হয় অর্থাৎ ব্যাঙ্কের বহুসংখ্যক আমানতকারী হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া যদি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আসে তাহা হইলে বড় ব্যাঙ্কগুলিকেও বিব্রত হইতে হইবে। কারণ এই সময়ে উহারা হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতেও নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে আইনতঃ সক্ষম হইবে না। অবশ্য বিলের ২৩ ধারায় এরূপ বলা হইয়াছে যে উপরোক্তরূপ কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ মত ভারত সরকার নোটীশ দিয়া সমস্ত ব্যাঙ্ক অথবা বিশেষ কোন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সাময়িকভাবে এই ধারা বাতিল হইল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং এই সময়ে ব্যাঙ্কের পক্ষে হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য স্থান হইতে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে কোন বাধা সৃষ্টি করা হইবে না। কিন্তু কথা হইতেছে যে ব্যাঙ্কে 'রান' হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে ভারত সরকারকে বুঝাইয়া তাঁহাদের দ্বারা নোটীশ বাহির করাইতে খুব কম করিয়া ধরিলেও ২।৩ দিন সময় লাগিতে পারে এবং এই সময় পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক যদি আমানতকারীর দাবী মিটাইতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে উহার রক্ষার কোন উপায়ই থাকিবে না। বিশেষতঃ কোন বিশেষ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক আইনের উপরোক্ত ধারার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষিত হইলেও সাধারণের চক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের মর্য্যাদাহানী হওয়া অপরিহার্য্য। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের মোট আমনতী টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে কোম্পানীর কাগজে আবদ্ধ করিয়া ব্যাঙ্কের দায় মিটাইবার দিক হইতে উহাকে অকেজো করিয়া রাখার যুক্তিযুক্ততা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোন দেশে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশকে এইভাবে অকেজো করিয়া রাখার ব্যবস্থা নাই।

কিন্তু এইসব মন্তব্য দ্বারা আমরা বুঝাইতে চাহি না যে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক বিধানের কোন আবশ্যকতা নাই। ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজ বন্ধক দিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালকগণকে খামখেয়ালী ভাবে টাকা ধার করিবার সুযোগ দেওয়া হউক উহা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কারণ এই সুযোগ দিলে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ কোম্পানীর কাগজে অর্থাৎ সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার কোন সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের লিকুইডিটী অর্থাৎ নগদ টাকার স্বাচ্ছল্য রক্ষা করিতে গিয়া উহার সম্পত্তির শতকরা ৩০ ভাগকে অকেজো করিয়া রাখিয়া শতকরা ৭০ টাকার সম্পত্তি দিয়া ১০০ টাকার দায় মিটাইতে ব্যাঙ্ক সমূহকে বাধ্য করিবার ব্যবস্থাও অবিচারমূলক ও ব্যাঙ্কের পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একটা প্রয়োজনীয় অংশ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা এবং ব্যাঙ্কের বিপদের সময়ে এই সম্পত্তির সাহায্য গ্রহণের সুবিধা—এই উভয় দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আইন প্রণয়ণ করাই যুক্তিযুক্ত কাজ হইবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নগদ এবং কোম্পানীর কাগজে উহার আমানতী টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নিয়োজিত রাখার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনের সময়ে ব্যাঙ্ক যাহাতে এই টাকা ও কোম্পানীর কাগজ ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে অধিকার দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে এই অধিকারের অপব্যবহার না করিতে পারে তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারে এবং বর্ত্তমান সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারা অনুসারে জমাকৃত টাকা কমতি পড়িলে উক্ত ধারার ৩ ও ৪ উপধারা অনুসারে যে প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রহিয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত কঠোর করিলেও আপত্তি নাই। এই ব্যবস্থা দ্বারা উপরোক্ত উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও কোন আপত্তির কারণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এরূপ অনেক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহাদের আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ উপরোক্তভাবে নিয়োজিত নাই। কিন্তু এইসব ব্যাঙ্ক নূতন ব্যাঙ্ক আইন জারী হইবার পরেও এইজন্য দুই বৎসর কাল সময় পাইবে। এই দুই বৎসরের মধ্যেও উহারা যদি আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ উপরোক্তভাবে নিয়োজিত করিতে না পারে তাহা হইলে কেহই উহাদিগকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিবে না।

আমরা আগামী বারে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের সম্পর্কিত অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।

মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা

আমাদের দেশে এক সময়ে "কুলী-মজুর" একটা ভৎর্সনা মূলক শব্দ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রকার মনোভাবের আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশের লোক এখন বুঝিতে পারিতেছে যে জাতির ধনসম্পদ সংরক্ষণ, ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মজুরদের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের কল কারখানাগুলিতে বর্ত্তমানে যে সমস্ত মজুর কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ অপেক্ষাও কম। কিন্তু এই ১৭ লক্ষ মজুর দেশে যে পরিমাণ ধনসম্পদ সৃষ্টির পক্ষে সাহায্য করিতেছে তাহার মূল্য বৎসরে ১০০ কোটী টাকার কম নহে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা দেশে ধনসম্পদ উৎপাদনে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কলকারখানার মজুরদের ন্যায় এমন আর কোন শ্রেণী নাই যাহাদের মধ্যে এত অল্পসংখ্যক লোক এত অধিক পরিমাণে ধনসম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর সকল দেশেই মজুরগণ গো মহিষাদি পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। অনেক ক্ষেত্রেই মজুরগণ মালিকদের নিকট আজীবন দাসত্বে আবদ্ধ থাকিত। মালিকগণ মজুরগণকে ইচ্ছামত খাটাইতেন। খনি হইতে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আহরণ, জাহাজ পরিচালনা, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে কঠোর পরিশ্রমের ফলে কত শ্রমিক যে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের এই প্রকার নির্ম্মম ব্যবহারের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার্ল মার্কস কেবল মালিকদের বিরুদ্ধে নহে—সর্ব্বপ্রকার শোষণনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সোসিয়ালিজমের উদ্ভব হয়। এই আন্দোলন অল্পসময়ের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠার ফলে বর্ত্তমানে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দেশের রাজশক্তি অবহিত হইয়াছেন এবং মালিকগণও অনেক ক্ষেত্রে উহাতে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই শ্রমিকদের কাজের একটা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কাজের সময়ে কোন শ্রমিক হতাহত হইলে তাহাকে অথবা তাহার পোষ্যবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য মালিকগণকে বাধ্য করা হইয়াছে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের দ্বারা বিপদজনক কাজ করান নিষিদ্ধ হইয়াছে, নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারার্থ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইবার জন্য শ্রমিকদিগকে আইনতঃ অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রমিকগণ যাহাতে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে ও নিরাপদভাবে কাজ করিতে পারে তদনুরূপভাবে কারখানা নির্ম্মাণের জন্য মালিকগণকে বাধ্য করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বেকার অবস্থায় শ্রমিকগণ যাহাতে বিপন্ন না হয় তজ্জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কল কারখানার লাভের একটা অংশ শ্রমিকগণের মধ্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রমিকগণকে যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বেতনের অপেক্ষা কম বেতন না দেওয়া হয় তজ্জন্য মালিকগণকে বাধ্য করিবার জন্যও ইদানীং একটা চেষ্টা হইতেছে। মোটের উপর বর্ত্তমান যুগে শ্রমিকগণকে যদৃচ্ছা খাটাইয়া তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব কম বেতন দেওয়ার সুযোগ সুবিধা মালিকদের এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু মালিকগণ দেশের জনমতের চাপ, শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ভয় অথবা আইনের বিধিনিষেধের জন্যই শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধিব্যবস্থা করিতেছেন—একথা বলিলে তাঁহাদের উপর অন্যায় করা হইবে। বর্ত্তমানে কলকারখানার লাভের একটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার পক্ষে মালিকদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে অনেক মালিক নিজ নিজ কলকারখানাতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিবার পক্ষে এই স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টার একটি কারণ হইতেছে যে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নির্ম্মম শোষণ প্রবৃত্তি অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মালিকদের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ এই যে অসন্তুষ্ট, রুগ্ন ও শ্রমক্লান্ত শ্রমিকদের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে কোন কাজ করান যায় না—উহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। মালিকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্রমিকগণ যদি দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, স্বাস্থ্যহানী ঘটে—এরূপভাবে তাহাদিগকে যদি পরিশ্রম করিতে না হয়, তাহাদের চাকুরী সম্বন্ধে যদি নিশ্চয়তা থাকে তাহা হইলে তাহারা কলকারখানাতে এরূপ আন্তরিকতার সহিত কাজ করে যাহার ফলে কলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া মালিকদের লাভের পরিমাণ ফাঁপিয়া উঠে।

এই ধারণা হইতে বর্ত্তমানে নানা দেশে মালিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানাবিধ বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রমিকদের কাজের ফাঁকে ১০।১৫ মিনিটের জন্য তাহাদিগকে বিশ্রামের সুযোগ দান (rest pause) এবং ঐ সময়ে তাহাদের জন্য চা অথবা অনুরূপ একটা কিছু খাদ্য বা পানীয়ের ব্যবস্থা এই ধরণের একটি আধুনিকতম ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই কারখানা আইন অনুসারে সপ্তাহে শ্রমিকগণকে সর্ব্বোচ্চ কত ঘণ্টা খাটান যাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কোন স্থানে শ্রমিকগণ দৈনিক ৬ ঘণ্টা, কোন স্থানে ৭ ঘণ্টা এবং কোন স্থানে বা ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ৬ ঘণ্টাই হউক আর ৮ ঘণ্টাই হউক শ্রমিকগণকে যদি একটানা এত অধিকক্ষণ ধরিয়া কাজ করান হয় তাহা হইলে দিবসের শেষভাগে উহাদের শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং এই সময়ে উহাদের দ্বারা পুরাপুরি কাজ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু এই সময়েই কারখানায় বেশীসংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্যই উপরোক্তভাবে শ্রমিকগণকে স্বল্পসময়ের জন্য বিশ্রাম ও ঐ সময়ে তাহাদের জন্য একটা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে কলকারখানা সমূহে যে উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং উহাদের মন হইতে অসন্তোষের ভাব বিদূরিত হইয়াছে তাহা ইংলণ্ডের বহু সুপ্রসিদ্ধ কলকারখানার মালিকগণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। উহার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গত বৎসর জুলাই মাস হইতে ইংলণ্ডের কলকারখানা সমূহে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিয়া উক্ত দেশে প্রচলিত কারখানা আইনের সংশোধন করিয়াছেন। আমেরিকাতেও বহু কারখানার তথ্য তালিকা হইতে এই ব্যবস্থার সুফল নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহারা এই সব কথা বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা এরিক পামার প্রণীত "দি হিউমেন ফেক্টার ইন ইণ্ডাষ্ট্রি" নামক পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

ভারতবর্ষেও পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যবস্থার উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কলকারখানাসমূহে শ্রমিকদিগকে এইভাবে স্বল্পসময়ের জন্য বিশ্রাম দানের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলন

বেকার সমস্যা ও ব্যাঙ্ক

(কে, এন, দালাল ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর ; নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ)

চাকুরী-মনোবৃত্তি বাঙ্গালী যুবকদের অনেকখানি প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এপর্য্যন্ত তাহারা এই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিগত ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং যৌথ কোম্পানী পরিচালনার বিষয়ে একটা অনুপ্রেরণা দেখা যায় বটে—কিন্তু গত ১৯৩০ সালে পৃথিবীব্যাপী মন্দা দেখা দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অনুপ্রেরণা তেমন শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রয়োজন যখন তীব্রভাবে দেখা দেয় একমাত্র তখনই নব নব পথ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই জন্যই বাঙ্গালী যুবকগণের তাহাদের বহু অবহেলিত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বর্ত্তমানে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিবার পর আমাদের দেশের যুবকগণ চারিদিকে অন্ধকার দেখে। ছাত্রজীবনে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য লইয়া লেখাপড়া করে না বলিয়াই সাধারণতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। গতানুগতিক ভাবে তাহারা লেখাপড়া করিয়া যায় মাত্র।

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির গলদ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত কর্ম্মজীবনের তেমন সম্বন্ধ নাই। যদিও সুখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে একটা প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে।

বিভিন্নদিকে মন্দা সূচিত হইবার পর বাঙ্গলা দেশে ছোট এবং মাঝারি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সকল ব্যাঙ্কে কয়েক সহস্র যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইবার ফলে বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনেকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিগত কয়েক বৎসর হইল ব্যাঙ্ক সমূহে বহু শিক্ষিত যুবক নিযুক্ত হইয়াছে। শত শত যুবক ব্যাঙ্ক সমূহে চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়াছে এবং তাহারা চাকুরী পাইয়াছে। তবে ব্যাঙ্কের এই সামান্য বেতনের চাকুরীতে সন্তুষ্ট থাকিবার পরিবর্ত্তে যদি এই সকল যুবক স্বাধীন ভাবে কিছু করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে অধিকতর ভাল হইত। গতানুগতিক এবং বাঁধাধরা নিয়মানুবর্ত্তী কার্য্যে অভ্যস্ত শত শত যুবকের বদলে বর্ত্তমানে দেশের এক দল সত্যিকার উদ্যোগী যুবকের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সকল যুবক এমন সব কাজে আত্মনিয়োগ করিবে যাহাতে তাহাদের উদ্ভাবন শক্তির সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে।

সরকারী চাকুরীর পথ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় যে সকল শিক্ষিত যুবকের এ পর্য্যন্ত কর্ম্মসংস্থান হয় নাই তাহারা কি করিবে এই প্রশ্নই এখন প্রধান। তাহাদের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য বা এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর একমাত্র পথ খোলা আছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে সকল শিক্ষিত যুবক কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা-বিবরণ লইলে দেখা যাইবে যে প্রায় অধিকাংশ ব্যাঙ্কেই প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক কাজ করিতেছে। বাঙ্গলাদেশে বহু সংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উহা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বাঙ্গালীর বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় দিতেছে বটে—কিন্তু অপর দিকে ব্যাঙ্কে চাকুরী খুজিবার মনোবৃত্তি সত্যই এই পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সৃষ্ট বহুনিন্দিত চাকুরী মনোবৃত্তিই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে আজ যে নব জাগরণ দেখা দিয়াছে এই চাকুরী মনোবৃত্তি দূরীভূত না হইলে তাহা সফল হইবে না। সরকারী চাকুরীই হউক—কিংবা ব্যাঙ্ক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাকুরীই হউক, চাকুরী সর্ব্বদাই চাকুরী এবং এই মনোবৃত্তি সমস্ত জীবনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আমার শিক্ষিত বন্ধুগণ নিশ্চয়ই অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ মিঃ কিনসের "থিউরিজ অন মানি, ইণ্টারেষ্ট ও এমপ্লয়মেণ্টের" সহিত আমার চাইতে অধিকতর পরিচিত আছেন। মিঃ কিনসের মতে কর্ম্মসংস্থানের সহিত জাতীয় মূলধনের উৎপাদন শক্তির সমতা রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার এই সূত্রের যথাযথ অনুসরণ করিতে হইলে আমার শিক্ষিত যুবক বন্ধুদের উচিত তাহাদের দেশের মূলধন অধিকতর লাভজনক উপায়ে নিয়োজিত করা এবং উহার উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করিবার

(মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা)

করিবার এখনও সময় আসিয়াছে কিনা তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যে ব্যবস্থার ফলে মালিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন ভারতবর্ষের কলকারখানার মালিকগণ কেন যে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবর্ত্তন করিবেন না তাহা বুঝা কঠিন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডের তরফ হইতে এই বিষয়টীর প্রতি ভারতীয় কলকারখানার মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য উহার মধ্যে টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডের বিশেষ উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চায়ের প্রচলন বৃদ্ধি নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা হইতে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বা যুক্তিযুক্ততা খর্ব্ব হইবার কোন কারণ নাই। হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর মধ্যে শ্রমিকগণ যদি স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম পায় তাহা হইলে মানবতার দিক হইতে উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে এই ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উহাদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যাহ্রাস হেতু মালিকগণ কর্ত্তৃক দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস—এই উভয় দিক হইতেই মালিকগণ উপকৃত হন, তখন এই ব্যবস্থায় কাহারও কোন আপত্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। টি মার্কেট এক্সপানশন বোড এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া একটি প্রকৃত জনহিতকর কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের কলকারখানার মালিকগণ যদি এই আন্দোলনের সুফল উপলব্ধি করিয়া তদ্মত বিধিব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে উহা খুব দূরদর্শিতামূলক কাজ হইবে। শ্রমিকের হিতের জন্য নহে—নিজেদের স্বার্থের জন্যই তাঁহাদের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা উচিত।

চেষ্টা করা। একমাত্র এই কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের মধ্যেই তাঁহাদের পরবর্ত্তীদের কর্ম্মসংস্থানের উপায় হইবে।

চাকুরীর এই হীন পন্থা ত্যাগ করিয়া জাতীয় মূলধনের উন্নতি সাধন সম্পর্কে নূতন নূতন পথ আবিষ্কার না করিলে উহা কি করিয়া সম্ভব হইবে? একের ক্রয় শক্তি অপরে নিয়োজিত করা ভিন্ন চাকুরীর অর্থনৈতিক মূল্য নাই। চাকুরীদ্বারা কখনও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সন্ধানের পরিবর্ত্তে আমি আমার দেশবাসী শিক্ষিত যুবকদিগকে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিতে পরামর্শ দিই। ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশ রূপে মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে তাহারা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ থাকিলে ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। মাড়োয়ারীগণ বাল্যকাল হইতে এইরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া [redacted] অর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহারা হাতে কলমে শিক্ষা লাভ না করিয়া কখনও কোন ব্যবসা আরম্ভ করে না। কিছুদিন হইল বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে ব্যবসা করিবার একটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে—কিন্তু তাহারা এতৎ-সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী শিক্ষালাভ না করিয়া কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় উহা পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলে তাহারা এই ক্ষেত্রে সফল হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রায়ই বিফল হইয়া থাকে।

সুতরাং শিক্ষিত যুবকদের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ না করিয়া তাহাদের কোন ব্যবসা আরম্ভ করা উচিত নহে। প্রথমে বৃহদাকারে কোন ব্যবসা আরম্ভ করা তো মোটেই উচিত নহে—সুনিশ্চিত ক্রমোন্নতির পক্ষে ছোট রকম ব্যবসা আরম্ভ করাই শ্রেয়। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ব্যাঙ্ক সমূহের কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তরে আমি বলিতে পারি যে এইদিকে ব্যাঙ্কের সাহায্য করিবার আছে। ব্যাঙ্ক সমূহ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করিবে এবং মূলধনই হইতেছে ব্যবসার ভিত্তি স্বরূপ। এতৎসম্পর্কে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি যখন কলিকাতায় আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা অফিস খুলিতে আসি তখন জনৈক যুবক আমার নিকট চাকুরীর প্রার্থী হয়। আমি তাহাকে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশি করিতে পরামর্শ দেই এবং তাহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেই যে হাতেকলমে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার পর কোন ব্যবসা আরম্ভ করিলে আমি তাহার মূলধন সরবরাহ করিব। যুবকটি আমার পরামর্শ অনুসারে একটি সাবানের কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করে এবং সামান্য কমিশনে দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া সাবান বিক্রয় করে। অতঃপর সে আমাদের ব্যাঙ্কের সাহায্যে একটি ছোট দোকান আরম্ভ করে। আমি আজ বিশেষ আনন্দিত যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে উক্ত যুবক আজ একটি প্রসিদ্ধ সাবান কারখানার মালিক হইয়াছে এবং তাহার কারখানায় অনেক যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইতেছে। সুতরাং শিক্ষিত যুবকদিগকে আমি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিতেছি। অবশ্য ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। এইরূপে তাহারা যে কেবলমাত্র নিজেরাই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহা নহে অধিকন্তু আরও অনেকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

আমার মতে ব্যাঙ্কসমূহেরও এই ভাবে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্কগুলিকে চাকুরীর কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলা উচিত নহে। উহাদ্বারা চাকুরী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকগণকে সাহায্য করা এবং তৎসম্পর্কে পরামর্শ দেওয়াই ব্যাঙ্কের পক্ষে উচিত। এই ভাবেই ব্যাঙ্কসমূহ দেশের উপকার সাধন করিতে পারে।

ইহা খুবই সত্য যে বাঙ্গালী যুবকের উৎসাহ এবং বুদ্ধির অভাব নাই। অর্থাভাবেই তাহারা এইদিকে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচয় দিতে পারে না। তাহাদের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেই পিতামাতার অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং কর্ম্মজীবনের আরম্ভে তাহারা নির্ভর করিতে পারে প্রায়ই এরূপ কিছু থাকে না। অপর দিকে হয়তো একটা বৃহৎ পরিবারের অন্নসংস্থানের ভারও তাহার উপর থাকে। এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে যত অল্পই হউক না কেন একটা নির্দ্দিষ্ট আয় আবশ্যক। এই পুঁজির অভাবেই শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের অসহায় অবস্থার প্রধান কারণ। এইরূপ অসহায়তার হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার পক্ষে ব্যাঙ্ক সমূহের কর্ত্তব্য চাকুরী সংস্থানের মধ্যে নিহিত নহে; তাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনুপ্রেরণা এবং সাহায্য দানের মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যুবকদের ব্যবসা বাণিজ্যকেই তাহাদের জীবিকা সংস্থানের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত। তদ্দ্বারা তাহারা পরবর্ত্তীদের জন্য এই ক্ষেত্রে একটা আদর্শ রাখিয়া যাইতে সক্ষম হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতায় বিমান চলাচল

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে মোট ২৯০টী বৃটীশ সিপ্লেন বালীতে নদী গর্ভে অবতরণ করিয়াছিল। এই বৎসরে দমদম বিমান ঘাটীতে ৫৮৫ টী বিমানপোত অবতরণ করে। উহার মধ্যে ৩১৫টী হলাণ্ডের ১৬১ টী ইংলণ্ডের এবং ১০৪ টী ফরাসী দেশের বিমানপোত ছিল। এই বিমানপোতের যাতায়াতে কলিকাতায় মোট ২ লক্ষ ২৯ হাজার ২৯ টাকা দরের মালপত্র আমদানী হয় এবং কলিকাতা হইতে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬১৮ টাকা দরের মাল পত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। রপ্তানীর মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সোণার মোহর ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসর কলিকাতার বিমান চলাচল অল্প বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাংলায় লবণের আমদানী

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গালা দেশে বাহির হইতে মোট ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৪৯২ টন লবণ আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে কোন স্থান হইতে কত পরিমাণে লবণ আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব—এডেন ১৫৬৮১১ টন, মিশর ৭৮৩৫৯ টন, জার্ম্মানী ৩১৪৮০ টন, সোমালিল্যাণ্ড ২০৯৯৫ টন, ইটালিয়ান পূর্ব্ব আফ্রিকা ৭৩৩১ টন—মোট ৩১১৮৩৬ টন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বাঙ্গলায় যে লবণ আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব—কলিকাতায় ৯০৩৯৪ টন, সিন্ধু ৭৮৪৩৮ টন, বোম্বাই ১৭৭৪৭ টন, কচ্ছ ৭০৭৭ টন—মোট ১৯৩৬৫৬ টন। অন্যান্য বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মোট যে পরিমাণ লবণ আমদানী হয় তাহার হিসাব—১৯৩৪-৩৫ সাল ৪৯৮২০৭ টন; ১৯৩৫-৩৬সাল ৫৩১৪৫৯ টন; ১৯৩৬-৩৭ সাল ৫৩০৪৩৫ টন; ১৯৩৭-৩৮সাল ৫৭৫৯৪৪ টন।

জাহাজ চলাচলের হিসাব

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশী মালপত্র বোঝাই মোট ৯৮৯টি জাহাজ কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়িয়াছিল এবং এই দুইটী বন্দর হইতে মাল বোঝাই লইয়া ১২০৩টী জাহাজ বিদেশে রওনা হইয়া গিয়াছিল। এই বৎসর ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দর হইতে মালপত্র লইয়া ৮৭৮টি জাহাজ কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে আসে এবং এই দুইটী বন্দর হইতে ৬৪৩টী জাহাজ মালপত্র বোঝাই লইয়া অন্য বন্দরে যায়। এই বৎসরে চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশী মাল লইয়া ২৪২টী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বন্দর হইতে মাল লইয়া ১৫২টি জাহাজ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বন্দরে রওনা হইয়া যায়।

শাল কাঠের আমদানী বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে শাল কাঠের আমদানী বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে গত ৫ বৎসরের হিসাব প্রদত্ত হইল—১৯৩৪-৩৫ সাল ৫৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; ১৯৩৫-৩৬, ৬০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; ১৯৩৬-৩৭ ৭০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; ১৯৩৭-৩৮, ৭০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা; ১৯৩৮-৩৯ ৭২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

সিগারেট প্রভৃতির রপ্তানী

গত ১৯৩৪-৩৫ সালে বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্রহ্মদেশে মাত্র ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মূল্যের সিগার, সিগারেট প্রভৃতি তামাক জাতীয় শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল। উহার পরিমাণ এরূপ বাড়িয়া গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ৪৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে।

উৎকোচ নিবারণে বোম্বাই সরকার

বোম্বাই প্রদেশের সরকারী কর্ম্মচারীগণের উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বোম্বাই সরকার প্রদেশস্থ ১৯ টি জেলায় এক একটি উৎকোচ নিবারণ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলার কমিটিতে চারিজন সদস্য থাকিবে এবং তন্মধ্যে দুইজন বে-সরকারী সদস্য মনোনীত করা হইবে। জেলার কালেক্টর এই কমিটির স্থায়ী সভাপতি থাকিবেন।

এই কমিটিগুলি সরকারকে দুর্নীতি দমনে সাহায্য করিবে। জেলা কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শক্রমে ইহারা দুর্নীতি দমনের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। জনসাধারণকে ইহারা সতর্ক করিবেন এবং ঘুষখোর কর্ম্মচারীগণের সম্পর্কে ইহারা সরকারকে অবহিত করিবেন। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে এই কমিটির সহিত সহযোগীতা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই সরকার ঘুষ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া পঞ্চাশ জন সরকারী কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ বরখাস্ত হইয়াছে এবং কাহারও কাহারও বেতন হ্রাস করা হইয়াছে। বরখাস্ত কর্ম্মচারীগণের মধ্যে ১৩ জন কনেষ্টবল এবং একজন পুলিশ সার্জেণ্ট।

~~আগামী~~ আদমসুমারী

আগামী ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আদমসুমারীর যে কার্য্যারম্ভ হইবে তাহাতে ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তায় নানাপ্রকার পরিবর্ত্তিত নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে। আগামী আদমসুমারীর সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথম যে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, বয়স, পৌরজনোচিত অবস্থা এবং জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় এইগুলি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিবে। বিগত ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে মোট লোক সংখ্যায় ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৭৮ নির্ণীত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ২৭ কোটি ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৩৩। অবশিষ্টাংশ দেশীয় রাজ্যের লোক ছিল।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় আদম সুমারীর কার্য্য পরিচালনার ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি এক হাজার লোক গণনা কার্য্যে এতদ্দেশে মাত্র সারে চার টাকা ব্যয় হয়। অপর পক্ষে ইংলণ্ডে এই ব্যয়ের পরিমাণ উহার ১৫ গুণ অধিক।

কাঁচ শিল্পে সরকারী সাহায্য

সংযুক্ত প্রদেশের শিল্প বিভাগের উদ্যোগে কাঁচ শিল্পের উন্নতি বিধানকল্পে যে কর্ম্মপন্থা গৃহীত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে এই শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের

সহিত আলোচনার পর গবর্ণমেণ্ট উহা অনুমোদন করিয়াছেন এবং এতৎ-সম্পর্কে ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কৃষি সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান

সম্প্রতি কৃষি সম্পর্কে কলিকাতার ছাত্র সম্প্রদায়কে উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটের উদ্যোগে এক সভা হয়। এই সভায় ইনিষ্টিটিউটের সেক্রেটারী মিঃ এস, এন, ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি ছাত্রগণকে দেশের কৃষির উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। মিঃ থিও এইচ থর্ণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বারাসতের সন্নিকটস্থ মধ্যমগ্রামে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বাঙ্গালা সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত একখানি পুস্তকের চিত্রাভিনয় প্রদর্শিত হয়।

ফাটকার কাজে অর্থোপার্জ্জনের উপায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ পি বাগারিয়া সম্প্রতি রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'ফাট্‌কা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন যে ফাট্‌কাওয়ালার পক্ষে অর্থ উপার্জ্জনের একমাত্র সুনিশ্চিত পন্থা হইতেছে এক দালালের মারফৎ শেয়ার ক্রয় করিয়া উহা অপর দালালের মারফৎ বিক্রয় করা। মিঃ বাগারিয়া বলেন সাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণা আছে যে ফাট্‌কার কাজ জুয়াখেলার সমতুল্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ফাট্‌কার কাজ দূরদর্শিতাপূর্ণ; অপর পক্ষে জুয়াখেলা অদূরদর্শিতার কাজ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ফাট্‌কার কাজে ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে বটে কিন্তু এইরূপ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি কাহাকেও পরামর্শ দেন না। তাঁহার মতে যে ফাট্‌কাওয়ালার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাজারের হালচাল এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংবাদ জানা আছে তিনিই প্রায় সময়ে লাভবান হইয়া থাকেন। তবে এইরূপ বিবেচনা সম্মত ফাট্‌কাওয়ালাই যে সব সময়ে লাভবান হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই, কারণ ফাট্‌কাওয়ালার জীবনে অনেক উঠা নামা আছে। প্রত্যেক ফাট্‌কাওয়ালার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই দিকে প্রায় সকলেই কোন একটি দফায় সামান্য লাভ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু বাজারের অবস্থা তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইলে তিনি দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া থাকেন, ফলে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইলে সামান্য লাভ হয় এবং প্রতিকূল অবস্থা বলবৎ রহিয়া গেলে বহু পরিমাণ ক্ষতি হইয়াও থাকে। ফাট্‌কাওয়ালাদের পক্ষে সর্ব্বদা ফাট্‌কার বাজারে দালালদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য।

সরকারী রেলওয়ের আয়

গত ৩০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সরকারী রেলওয়ে সমূহের আনুমানিক মোট আয় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ের আয় অপেক্ষা উহা ৬ লক্ষ টাকা কম। গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত আনুমানিক আয় হইয়াছে ২৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই সময়ের আয় অপেক্ষা উহা ৪১ লক্ষ টাকা কম।

ইংলণ্ডে কয়লা শিল্পের একত্রীকরণ

গত ১৪ই জুন কয়লা কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ক্ষুদ্রাকার কয়লা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি একত্রীকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। মালিকগণ স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হইলে ১৯৪০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে বাধ্যতামূলক আইনের সাহায্যে কমিশনের প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

রুশিয়ার জাতীয় আয়

গত ১৯১৩ সালের তুলনায় বলশাভিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় রুশিয়ার জাতীয় আয় কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে মিঃ কলিন ক্লার্ক নামক জনৈক ইংরাজ লেখক তাহার হিসাব দিয়াছেন। ব্রিটিশ পাউণ্ডের হিসাবে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। ১৯১৩—২৮০ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯২৭-২৮—

২৮৪ কোটি, ১৯৩৪—৩২৯ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৩৭—৪৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

ইংলণ্ডের শিল্পে সরকারী সাহায্য

বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালে রাজকোষ হইতে বিভিন্ন শিল্পে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। বিট চিনি ৩,০০০,০০০, পশুপাল ৪,৬২৫,০০০, গব্যশিল্প ৪৯২,৯১০, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ১,৫০০,০০০, শূক মাংস ৪২৫,০১০, বার্লি ৯৩০,০০০, হেরিং (সামুদ্রিক) মৎস্য ৭৩,৪৫০, বে-সামরিক বিমানপোত ২,০০০,০০০ পাউণ্ড।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর লাভ

গত ১৯৩৮ সালে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর নীট্ লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৫১৭ পাউণ্ড (প্রায় ৬$\frac{১}{২}$ কোটি টাকা)।

দুনিয়ার তৈল উৎপাদনের উপায়

সম্প্রতি ডাচ্ অয়েল কোম্পানীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীতে তৈলের (পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) মোট উৎপাদন, কাট্‌তি প্রভৃতি বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। ১৯৩৮ সালে মোট ২৮০,২৭৬,০০০ মেট্রিক টন্ তৈল উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭ সালে পাওয়া গিয়াছিল মোট ২৮৬,৯১৬,০০০ টন। ১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ২ লক্ষ টন তৈল কম কাট্‌তি হইয়াছে। মোটর গাড়ীর জন্য যে পেট্রোলিয়াম দরকার হয় তাহার মাত্র শতকরা এক ভাগ বিমান পোতের জন্য ব্যয়িত হয়। কাজেই যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই তৈল শিল্পের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

জাপানের জাতীয় আয় এবং করভার

১৯৩৯-৪০ সালে জাপানের মোট জাতীয় আয় ২ হাজার কোটি ইয়েন এবং জাতীয় মোট করভার ৩৫০ কোটি ইয়েন হইবে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। এই হিসাবে মোট ট্যাক্সের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ১৭$\frac{১}{২}$ ভাগ হইবে।

জাপানে তুলার চাষ বৃদ্ধি

প্রতিবৎসর যাহাতে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডের বেল) তুলা পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে জাপান মন্ত্রী সভার বৈদেশিক বিভাগ একটি ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্য চীনের তুলাচাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য ৫০ লক্ষ পাউণ্ড তুলার বীজ সিংটাওতে, ১০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড সংসিতে এবং তিয়েন্‌সিনে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড তুলার বীজ প্রেরিত হইবে।

ইতালীর তুলা এবং পশম শিল্প

সম্প্রতি ইতালীতে একটী আইন হইয়াছে যে ইতালীতে প্রস্তুত এবং বিক্রয়ার্থ সর্ব্বপ্রকার তুলা এবং পশমজাত দ্রব্যাদিতে শতকরা ২০ ভাগ ইতালীর তন্তু থাকিতে হইবে।

ডাঃ এইচ, কে, সেনের আবিষ্কার

লাক্ষা গবেষণাগারের পরিচালক ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন পরিকল্পিত একটি কলের সাহায্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা হইতে পোড়া কয়লা এবং বিদ্যুৎসরবরাহ পরিকল্পনার জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য বিহার সরকারের উদ্যোগে পাটনা বিজ্ঞান কলেজে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রাথমিক চেষ্টা সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আলকাতরা, এমোনিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের উৎপাদনের জন্য ভবিষ্যতে সকল প্রকার কয়লাই কাজে লাগান হইবে। এক টন কয়লা হইতে ১২ হইতে ১৮ গেলন আল্‌কাতরা, মোটর গাড়ীর জন্য ১$\frac{১}{২}$ গেলন পাতলা তৈল, ৩ হাজার হইতে ৫ হাজার কিউবিক ফিট্ গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সাবান শিল্পে জাপান

গত ১৯৩৭ সালে জাপান মোট ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ইয়েন মূল্যের সাবান বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। ১৯৩৫ সালে মোট ৫ কোটি ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ইয়েন মূল্যের সাবান দেশে প্রস্তুত হয়।

জাপানে বর্ত্তমানে প্রায় ২০০টি সাবান প্রস্তুতের কারখানা আছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ছোট খাট সাবানের কারখানা সাধারণতঃ উঠিয়া যাইতেছে কিংবা ২।৩ টি মিলিয়া একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে।

উড়িষ্যা মহাজনী আইন

উড়িষ্যা মহাজনী আইনে বড়লাট বাহাদুর সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে যে সমস্ত মামলার ডিগ্রি হইয়াছে তাহা এই আইনের আমলে আসিবে। কোন খাতক যদি সুদ বাবদ আসলের দ্বিগুণ দিয়া থাকে, তবে এই আইন মতে তাহার ঋণ একেবারে মুক্ত হইবে।

বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থান

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি কাগজের কলে বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, বাঙ্গালা দেশে তিনটি বড় কাগজের কল রহিয়াছে এবং উহাতে প্রায় ৬ হাজার লোক কাজ করে। এই সকল কর্ম্ম নিযুক্তদের বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়া দেখা যায় যে উহাতে শতকরা মাত্র ৩৫ জন বাঙ্গালী কাজ করে। বিভিন্ন দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় এই সকল চাকুরীতে বাঙ্গালীদের সংখ্যাল্পতার জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী। মানেজার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পদ যদিও ভারতীয়দের পক্ষে পাওয়া সুবিধা তবুও সে সকল পদ ছাড়িয়া দিলেও কলকব্জা ও অন্যান্য বিভাগে যে সকল লোক কাজ করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫২ জন অবাঙ্গালী। এতদ্ব্যতীত মাসিক ১০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা বেতনে যে সকল শিক্ষানবিশ ছিল এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তি কাজ করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জনই অবাঙ্গালী। এমতাবস্থায় দেখা যাইতেছে যে এই সকল স্থানে বাঙ্গালীদের কর্ম্ম সংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। এই সকল কাগজের কলের কাজ সম্পর্কে টেনিং লাভের সুবিধা সম্পর্কে মিলের ম্যানেজারদের অভিমত এই যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বা বিদেশের যে কোন কাগজের কলে ৫ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করা ভাল। কোন কাগজের কলে

দুই তিন বৎসর শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করিবার পর বিদেশে গিয়া ট্রেনিং লাভ করার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা।

ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিতে হইলে সাধারণ নিয়মানুসারে তিন বৎসর ট্রেনিংএর প্রয়োজন হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অব টেকনলজিতে কাগজ প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে।

কলিকাতার প্লাম্বার এবং স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ারগণের প্রায় ১২টি ফার্ম্ম আছে। এই সকল ফার্ম্মে অনুসন্ধান লইয়া জানা গিয়াছে সুপার-ভাইজার, ওভারসিয়ার এবং ফোরম্যানের কতিপয় চাকুরী ব্যতীত মিস্ত্রিদের মধ্যে শতকরা ৫ জনও বাঙ্গালী নাই। কোন কারখানা বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা টেকনিকাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে ভর্ত্তি হওয়া সম্পর্কে বাঙ্গালী যুবকদের সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত বিবৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

আমেরিকার বিদেশী দাদনী অর্থের পরিমাণ

আমেরিকার কমার্স বিভাগের বিবরণে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় ১৯৩৮ সালের শেষে বিদেশী দাদনী অর্থের পরিমাণ ৭৮৮ কোটি ৩০ লক্ষ ডলায় দাঁড়ায়; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সময় পর্যন্ত উহার পরিমাণ ৭০৩ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার ছিল। প্রথমোক্ত পরিমানের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের মেয়াদে দাদনের পরিমাণ মোট ৫৬৯ কোটি ডলার এবং অল্প দিনের মেয়াদে দাদনের পরিমাণ মোট ২১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ছিল।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার্থে দান

বোম্বাই সহরে একটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে শেঠ আনন্দিলাল পোদ্দার ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বোম্বাই সরকার এই দান গ্রহণ করিয়াছেন।

মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত

বিহার সরকারের প্রচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর এক ইস্তাহারে জানা যায় যে বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের সরকার মোটরযান ইত্যাদি চালনার জন্য সুরাসার প্রস্তুতশিল্প প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটি সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। মাৎগুর হইতে এইরূপ সুরাসার প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের সরকার গত জানুয়ারী মাসে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। গত জুন মাসের মধ্যভাগে উক্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিবার পর উভয় গবর্ণমেণ্ট উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন চিনির কলে প্রতি বৎসর যে মাৎগুড উৎপন্ন হয় তাহার পরিমান ৩ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হয়। তন্মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ টন মাৎগুড় নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন একটা রপ্তানীকারক কোম্পানী চারি আনা মণ দরে মাৎগুর ক্রয় করিতেআরম্ভ করে এবং দেখা যায় যে ১৯৩৬-৩৭ সালে উক্ত কোম্পানী এক আনা মণ দরে ৮০ হাজার টন মাৎগুড় ক্রয় করে। তাহার পর হইতে এইরূপ মাৎগুড়ের কাট্তি অনেক কম হইয়াছে। চারি আনা মণ ধরিলে প্রতি বৎসর ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে।

এক মণ মাৎগুড় হইতে ২.২ গ্যালন সুরাসার অর্থাৎ এক টন মাৎগুড় হইতে ৬০ গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং জানা যায় যে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ সম্মিলিত ভাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন সুরাসার উৎপাদন করিতে পারে। কমিটি সুরাসার প্রস্তুত সম্পর্কে যে সকল যন্ত্রপাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ব্যবহার করিলে এক গ্যালন সুরাসার প্রস্তুতে তিন আনা হইতে সাড়ে তিন আনা খরচা পড়ে। মাৎগুড়ের মূল্য প্রতি মণ চারি আনা ধরিলে এক গ্যালন সুরাসার প্রস্তুতের উপযোগী মাৎগুড়ের মূল্য আড়াই আনা পড়ে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এক গ্যালন সুরাসার প্রস্তুতের জন্য মাত্র সাড়ে পাচ আনা খরচ দাঁড়ায়। ইহার সহিত মাল বাজারে বাহির করা এবং বিক্রয় করার দরুণ প্রতি গ্যালন সাড়ে তিন আনা খরচা ধরিয়া এবং বর্ত্তমান আমদানী শুল্কের হারে আবগারী শুল্ক ধরিয়া উহার মূল্য প্রতি গ্যালনে এক টাকা তিন আনার বেশী হয় না। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি গ্যালন পেট্রলের মূল্যাপেক্ষা উহা অতিশয় কম। এই দুই প্রদেশে প্রতি বৎসর ৯০ লক্ষ গ্যালন পেট্রল কাট্তি হয়। মোটরযানে ব্যবহারের জন্য পেট্রলের সহিত ২০ ভাগ সুরাসার সংমিশ্রণ করা যাইতে পারে বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ১৮ লক্ষ গ্যালন সুরাসার এই দুই প্রদেশে প্রতি বৎসর কাট্তি হইতে পারে এবং উহা প্রস্তুত সম্পর্কে ৩০ হাজার টন মাৎগুড়ের সদ্ব্যবহার হইবে। সম্প্রতি এই দুইটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে যদিও এতদ্বারা বিভিন্ন চিনির কলে উৎপন্ন সম্পূর্ণ মাৎগুরের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না; তবে এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে অন্যান্য প্রদেশে সরবরাহ করার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ঢাকা এগ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একটি কৃষি বিভাগ খোলার বিষয় বাঙ্গালা সরকারের বিবেচনাধীনে আছে বলিয়া জানা যায়। এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঢাকা এগ্রিকালচারাল ইনিষ্টিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমোদন লাভ করিবে। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত ইনিষ্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঢাকা এগ্রি-কালচারাল স্কুলই ঢাকার একমাত্র মাধ্যমিক কৃষিবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী আরও উন্নত ধরণের করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং চুঁচুড়ার ভূতনাথ এগ্রিকালচারাল স্কুলটিকেও ঢাকা এগ্রিকালচারাল স্কুলের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া উহা সরকারী মাধ্যমিক কৃষিবিদ্যালয়ে পরিণত করিবার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে কৃষি সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা

দানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে, কারণ ভিন্ন প্রদেশের লোক বাঙ্গলাদেশের কৃষির অবস্থা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য কৃষি বিভাগে তাহাদের নিয়োগ অপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত এই প্রদেশের লোকের নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে রাজসাহীতে বসন্তকুমার এগ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউট এবং দৌলতপুর এগ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে। এই দুইটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক কৃষিবিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নত ধরণের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কৃষি বিভাগে লোক নিয়োগ সম্পর্কে এই দুইটি বিদ্যালয় পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। প্রভিন্সিয়াল এগ্রিকালচারাল সার্ভিসে এবং প্রথম শ্রেণীর সাবর্ডিনেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিসে লোক নিয়োগ সম্পর্কে উপরোক্ত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এইরূপ একটি উচ্চ ধরণের কৃষি শিক্ষায়তন স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ডেয়ারী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং পশুপালন বিষয়েও শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ভাগেই উক্ত ইনিষ্টিটিউটের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বিদ্যালয় খুলিবার পূর্ব্বেই কৃষি বিভাগের গ্র্যাজুয়েটগণকে প্রথম শ্রেণীর সাবর্ডিনেট সার্ভিসে নিয়োগ করিবার উপযুক্ত ট্রেনিং দিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরীভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ

সম্প্রতি ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সভাপতিত্বে ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জ্জি সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুশীল দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মিঃ পঙ্কজ মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে প্রভৃতি উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগদান করেন।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

আগামী মার্চ্চ মাসে অধুনা প্রচলিত জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে জাপ-ভারত চুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত এবং এতৎসম্পর্কে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দল বা প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

সম্প্রতি মিঃ টৌরাও ওয়েকামাৎসু ভারতবর্ষস্থ জাপানী কনসাল জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল ছিলেন। মিঃ ওয়াকামাৎসুকে সাহায্য করিবার জন্য একজন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হইবে কি না তৎসম্বন্ধে জাপ সরকার বিবেচনা করিতেছেন। জাপান হইতে এইরূপ পরামর্শদাতা প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত না হইলে ভারতবর্ষস্থ জাপানী ব্যবসায়ী মহল হইতে উক্ত আলোচনায় যোগদানের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা হইবে বলিয়া জানা যায়।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ মাণু সুবেদারকে কারেন্সী ও ব্যাঙ্কিং সাব কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। শীঘ্রই সাবকমিটির এক সভার অধিবেশন হইবে এবং উহাতে বিনিময় হার সম্বন্ধে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা যায়। মিঃ বি, পি আদকার-কার উক্ত সাবকমিটির সেক্রেটারী থাকিবেন। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস মিঃ দেবী প্রসাদ খৈতান, মিঃ মোহনলাল খানন, মিঃ সি, আর, শ্রীনিবাসম্ ডাঃ এইচ, এল, দে ও মিঃ মরিস ফ্রিড্‌ম্যান এই কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এডুকেশনাল সবকমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এম, এ মাষ্টার ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ট্রান্সপোর্ট সবকমিটির এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এর সভাপতি মিঃ জি, এল, মেটা ট্রেড সাবকমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ মোহিত কুমার ঘোষ ট্রান্সপোর্ট সবকমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে তদন্ত কমিটি

আসাম গবর্ণমেণ্ট ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় একটি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান থাকিবেন।

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

বর্ত্তমান বৎসর গত বৎসরের তুলনায় বিভিন্ন জিলায় কি পরিমাণ পাট চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে কতকগুলি জিলার সরকারী পূর্ব্বাভাষ গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে অপর কয়েকটী জিলার পূর্ব্বাভাষ দেওয়া হইল।

জিলা	বর্ত্তমান বৎসর (আবাদী জমি)	গত বৎসর (আবাদী জমি)
রাজসাহী	৮৫,৫০০ একর	৭৫,৯০০ একর
দার্জ্জিলিং	১,৬০০ „	৮০০ „
ময়মনসিংহ	৬,৫০,০০০ „	৬,৯০,৬০০ „
ফরিদপুর	২,১৯,০০০ „	১,৯৫,০০০ „
কুচবিহার	৩৯,০০০ „	৩২,৮০০ „

প্রদেশ হিসাবে মোট পূর্ব্বাভাষ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে :—

প্রদেশ	১৯৩৮ প্রাথমিক	১৯৩৮ সর্ব্বশেষ (সংশোধিত)	১৯৩৯ প্রাথমিক
বাঙ্গলা (কুচবিহার, ত্রিপুরা রাজ্য সহ)	২,৪৮১,৪০০	২৫,২১,৫০০	২,৫১৩,০০০ একর
বিহার	৪৪৪,৮০০	৩১৫,৫০০	২৬৫,৯০০ „
উড়িষ্যা	১১,৫০০	২৪,৯০০	২০,০০০ „
আসাম	২১৭,৭০০	৩০২,৬০০	২৫৭,১০০ „
মোট···	৩,১৫৫,৪০০	৩,১৬৪,৫০০	৩,০৫৬,০০০ „

উপরোক্ত সংখ্যা বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের মোট পাট চাষের পরিমাণ গত বৎসরের সংশোধিত পরিমাণের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত একর অর্থাৎ শতকরা ৩·৪৩ ভাগ কম জমিতে পাট চাষ হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বায়ের অন্তর্গত সাতারা নগরে কয়েকজন স্বদেশপ্রাণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদ্যোগে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। স্থাপনাবধি বীমাকারীগণের স্বার্থের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া এই কোম্পানী পরিচালিত হওয়ায় বর্ত্তমানে ইহা ভারতের একটি আদর্শ বীমা কোম্পানী রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর পঞ্চবিংশ বার্ষিক রিপোর্ট। এই বিবরণী দৃষ্টে সকল দিয়াই উহার উন্নতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৫০ টাকার ৮,৬৩৪টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। তন্মধ্যে এই বৎসরে ৭,৩৬৭টি বীমাপত্রে মোট ৮৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৯০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। নূতন বীমা পত্রের প্রিমিয়াম বাবদ বৎসরে কোম্পানীর মোট ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে।

এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২০ লক্ষ ৭৯ হাজার ১২৯ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৭১৯ টাকা ও অন্যান্য দফায় মোট ৭৭ হাজার টাকা আয় হয়। ব্যয়ের দিকে এই বৎসরে মৃত্যুদাবী ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৬১ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫০ হাজার ৫৭৬ টাকা, আফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৭২ টাকা, আসবাবপত্র ও বাড়ী ঘরের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ১৫ হাজার ৫৯৩ টাকা, আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ২৭ হাজার ২৭২ টাকা এবং অন্যান্য দফায় ১৮ হাজার ৩ শত ৪২ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ ছিল ৮২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৬১ টাকা—বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০৫ টাকা।

আলোচ্য বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৯৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০৫ টাকা, মজুত তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ৮ হাজার ১০৭ টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৮১ টাকা, আদায়ী মূলধন বাবদ ৬৭ হাজার ৭৫০ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১২ লক্ষ ২২ হাজার ৬২ টাকা। এই দায়ের পরিবর্ত্তে বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—পলিসি বন্ধকে দাদন ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৪০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী, আধা সরকারী ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে ও শেয়ারে দাদন ৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৬৯ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৭৫ টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪৯ টাকা, আসবাবপত্র ৪৬ হাজার ৩২২ টাকা, প্রাপ্য সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৮০ টাকা, সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ৭৮ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা, ও অন্যান্য দফায় মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৫১ টাকা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কোম্পানীর হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজ ও সিকিউরিটির মূল্য বাজার মূল্য অনুযায়ী না ধরিয়া কোম্পানী উহা যে মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন তন্মতে ধরা হইয়াছে। সুতরাং এই দফায় বর্ত্তমান কোম্পানীর সম্পত্তির যে পরিমাণ মূল্য দেখানো হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে উহার মূল্য বর্ত্তমান বাজার দর মতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা বেশী দাড়াইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার চলতি বীমার পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ১২ লক্ষ ২২ হাজার ৬৩ টাকা তন্মধ্যে জীবন-বীমা ও সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণই ১ কোটি ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৮৬৮ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর বার্ষিক আয় ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৬৩ টাকা এবং অফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ২৫·৩৬ ভাগ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের সোয়া দুইশত জীবন-বীমা কোম্পানীর মধ্যে এরূপ অল্প ব্যয়ে পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে।

গত ১৯২৯ সাল হইতে এই কোম্পানী আজীবন বীমায় বার্ষিক ২৫৲ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে বোনাস্ দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কোম্পানীর যে রজতজয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে তদুপলক্ষে কোম্পানী ৩১শে ডিসেম্বর, (১৯৩৮) পর্য্যন্ত যাহাদের বীমা চল্‌তি আছে তাহাদিগকে আরও অতিরিক্ত ১৲ টাকা বোনাস দিবার সংকল্প করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী সম্পত্তি দাদন করিয়া শতকরা বার্ষিক ৪·৮৮ টাকা সুদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে কোম্পানীর শীঘ্রই

পুনরায় যে ভেলুয়েশন হইবে তাহাতেও কোম্পানী এইরূপ উচ্চ বোনাসের হার বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্টস্ মেসার্স দাশ রায় এণ্ড কোম্পানীর চেষ্টায় এতদঞ্চলে উহা বিশেষরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত চীফ এজেন্সির প্রধান অংশীদার মিঃ এস, সি, দাশ বি, এর সুপরিচালনা ও কর্ম্মদক্ষতায় ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার কার্য্যের বিশেষ সম্প্রসারণ হইতেছে। কলিকাতা ২১ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে উক্ত চীফ এজেন্সী কোম্পানী অবস্থিত রহিয়াছে।

আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গঙ্গা কটন মিলস্ লিঃ

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গলা দেশই বস্ত্রশিল্পের পক্ষে প্রধান স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে কার্পাস বস্ত্র বয়ন ও সুতা প্রস্তুতের পক্ষে বাঙ্গলার আর্দ্র আবহাওয়া বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য প্রদেশের শিল্পকেন্দ্রের তুলনায় বাংলার জীবন-যাত্রা অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয় এবং সুদক্ষ শ্রমিক ও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা সত্বেও এতদিন বাংলা দেশে পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় কাপড়ের কল স্থাপনের দিকে দেশবাসীর কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে কাপড়ের কল স্থাপনের দিকে বাঙ্গালীর যত্ন চেষ্টা নিয়োজিত হইতেছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স পপুলার এজেন্সি ফার্ম্মের প্রধান অংশীদার মিঃ এইচ এল ঘোষ, দি গঙ্গা কটন মিলস্ লিঃ নামে একটী কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে মিঃ দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত এম, এ, বি, এল, মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ বি, এল, মিঃ কান্তি চন্দ্র মজুমদার বি-ই, মিঃ এইচ এল ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স এইচ, এল, ঘোষ এণ্ড সন্সের পরিচালক মিঃ এইচ এল ঘোষ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। আমরা জানিতে পারিলাম ইতিমধ্যেই খরদহ ষ্টেশনের সন্নিকটে মিলের কার্য্যোপযোগী ৭৭ বিঘা পরিমিত জমি খরিদ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি মিঃ ঘোষের সুদক্ষ পরিচালনায় এই কাপড়ের কলটি ভবিষ্যতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত সপ্তাহের "আর্থিক জগতে" আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকা আফিসের নূতন ঠিকানা ভ্রমবশতঃ ৯ পাটুয়াটুলি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিলাম কোম্পানীর ঢাকা আফিসের নূতন ঠিকানা ১৫ নং কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট, ঢাকা।

বাটা সু কোম্পানী লিঃ

গত ১২ই জুলাই বুধবার বাটানগরের সুপ্রসিদ্ধ 'বাটা' কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটার সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভার অনুষ্ঠান হয় বাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জন বার্টস উহাতে সভাপতিত্ব করেন। মিঃ বার্টস তাঁহার বক্তৃতায় পরলোকগত টমাস বাটার বহুবিধ সদগুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন—"আমরা বাটানগরে শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও স্বাস্থ্যবান একদল ভারতীয় কর্ম্মী গড়িয়া তুলিব যাহারা জীবনে তাহাদের যথাযোগ্য উন্নতি করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা বাটানগরে একদল তরুণ ভারতীয় গড়িয়া তুলিতেছি যাহারা শ্রমের প্রতি মর্য্যাদা সম্পন্ন হইবে এবং পরিশ্রমকে কখনও ভয় করিয়া চলিবে না।''

নূতন বীমা কোম্পানী

গত ৩রা জুলাই বোম্বাইয়ে 'দি ইউনিয়ন লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানী' নামে একটি নূতন জীবন বীমা কোম্পানী রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে।

ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটে প্রীতি সম্মেলন

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, সি, রায়, এম্-এ, বি-এল্ এর উদ্যোগে গত ১২ই জুলাই তারিখে ইনষ্টিটিউট হলে মিঃ কে, সি, দেশাই, মিঃ বায়রামজী হরমুশজি, মিঃ সি, জি, ফৌজদার, ও মিঃ জে, এম, কর্ডেরোকে সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত একটি প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে মিঃ এ, সি, সেন, মিঃ আই, বি, সেন, মিঃ জে, সি, ঘোষ দস্তিদার, মিঃ এস্, বাগচী, মিঃ এইচ্, সি, নাগ, মিঃ এন্, প্রামাণিক ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট বীমা কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

গত ৩০শে জুন তারিখে যে অর্দ্ধ বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত খরচা বাদে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের লাভের জের লইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ২০৯ টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ উহার অংশীদারগণকে উক্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ দিবেন স্থির করিয়াছেন। এই লভ্যাংশের জন্য যে আয়কর দিতে হইবে তাহা ব্যাঙ্ক হইতে প্রদত্ত হইবে। লভ্যাংশের জন্য ব্যাঙ্কের মোট ব্যয় হইবে ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯৬ টাকা। বাকী ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮১৩ টাকা ৩০শে জুনের পরবর্ত্তী ছয় মাসের লাভের হিসাবে জের টানা হইবে স্থির হইয়াছে।

সানসাইন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

রাণাঘাটের (নদীয়া) মেসার্স কুণ্ডু এণ্ড কোং লাহোরের সানসাইন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বাংলা ও আসামের চীফ্ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নবজীবন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

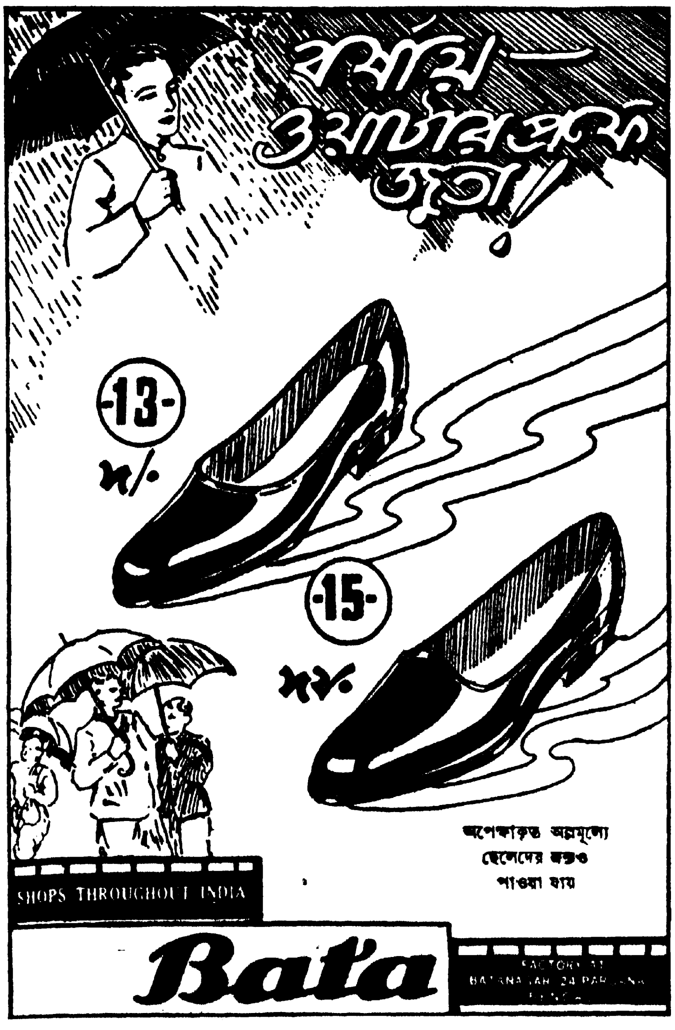
নবজীবন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জলপাইগুড়ি অফিসের এজেন্সি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম্ ডি দিনোদিয়া বি-এ, এল্ এল বি উক্ত কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

সানলাইফ প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ বি কে সরকার। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ষ্টীল এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোপীনাথ দাস। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার আফিস ৩৬-এ, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মোটর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দিনশা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার আফিস ১০, গবর্ণমেণ্ট প্লেস কলিকাতা।



মত ও পথ

বঙ্গীয় ঋণ সালিশী আইন ও পাটের ব্যবসা

বঙ্গীয় ঋণ-সালিশী আইনের ফলে পাটব্যবসায়ীরা কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে এবং এই আইনের মারফতে নানারূপ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া পাট চাষীরা কি ভাবে লাভবান হইতেছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গত ৬ই জুলাই সংখ্যায় 'ক্যাপিটাল' পত্র লিখিতেছেন—

পাট ব্যবসায়ের উপর ঋণ-সালিশী আইনের প্রভাব সম্বন্ধে মফঃস্বলে মতানৈক্য আছে। কাহারও মতে 'B. A. D'—এই তিনটী অক্ষরই আইনের উপযুক্ত বিশেষণ। এক সময়ে এরূপ ধারণা ছিল যে এই আইনের ফলে কৃষি-ঋণের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধির জন্য পাট চাষীর অপেক্ষা করার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইবে এবং পাটকাটার অব্যবহিত পরেই বাজারে পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে কৃষক বাধ্য হইবে। কিন্তু এই ধারণা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কেহ কেহ বলেন যেহেতু কৃষক এই আইনের সুযোগে জমীদার এবং মহাজনের প্রাপ্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, কাজেই তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাদের পাট বিক্রয়ের গরজও হ্রাস পাইবে। এই আইন পাশ হওয়ার পূর্ব্বে ঋণ করিয়াই মূল্য বৃদ্ধির আশায় তাহাদের অপেক্ষা করিতে হইত। গত বৎসর গ্রাম হইতেই যে প্রভূত পরিমাণ পাট বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ দেশব্যাপী বন্যা। দ্বিতীয়তঃ তখনও এই আইনের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমান বৎসরে উচ্চমূল্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাট কাটা এবং বিক্রয়ের জন্য চাষীদের মধ্যে কোন তাড়াহুড়া লক্ষিত হইতেছে না।

ঋণ-সালিশী আইন পাট ব্যবসায়ের পক্ষে যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এইরূপ:—বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাট বিক্রয়ের জন্য বেপারীদিগকে সাধারণত অগ্রিম টাকা দিয়া থাকে। এই অগ্রিম দাদন কৃষিঋণ নহে। ইহার জন্য কোন সুদ দিতে হয় না এবং এই হিসাবে ইহা সালিশীবোর্ডের নিয়মাধীনে আসিতে পারে না। কিন্তু বোর্ডসমূহ বেপারীদিগের এই প্রকার ঋণ খুব আগ্রহসহকারেই এই আইনের আওতায় ফেলিতে সচেষ্ট থাকেন এবং বোর্ডের স্বকীয় অনুমতি ব্যতীত আইনে এমন কোন বিধান নাই যদ্বারা এই প্রকার অগ্রিম দাদন প্রথা বোর্ডের বিবেচনা বহির্ভূত করা যায়।

ভারতে শর্করাশিল্পের প্রসার

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে শর্করা শিল্পের প্রসার বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট যে ক্রমাগত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন তৎসম্বন্ধে বিগত ৮ই জুলাই সংখ্যায় বোম্বাইর 'কমার্স' পত্র এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—প্রশ্ন হইতেছে এই যে ভারতে শর্করা শিল্প প্রসারের প্রস্তাব সমর্থন যোগ্য কি না। সুগার সিণ্ডিকেটের মতে সমর্থন যোগ্য নয়। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে যে অপ্রত্যাশিতভাবে শর্করা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের মাথাপিছু শর্করার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমরা শর্করাশিল্প প্রসারের বিরোধী নই। এজন্যই আমাদের মত এই যে যেখানে বর্ত্তমানে কোন কারখানা নাই অথচ সর্ব্বপ্রকার সুবিধা রহিয়াছে তথায় চিনির কল স্থাপন করিলে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কোন স্থানে চিনির কল না থাকিলেই যে তথায় কারখানা স্থাপন করিতে হইবে আমরা এরূপ মতের অনুমোদন করি না। শর্করা শিল্পের পক্ষে যে সমস্ত স্থানীয় সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত তাহার অভাবে এবং বহুদূর হইতে শর্করা আমদানী করিতে হইলেও এমন স্থানে আমরা চিনির কল স্থাপন সমর্থন করিতে পারি না। যে স্থানে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বর্ত্তমান তথায় চিনির কল স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে রেল এবং ষ্টীমার ভাড়া বাবদ যে চিনির মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তাহা এড়ান সম্ভবপর হয়। এইভাবে শর্করার মূল্য হ্রাস পাইলে চিনির কাট্‌তিও বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশে প্রস্তুত সমগ্র পরিমাণ শর্করারই বিক্রয় ব্যবস্থা হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের চাহিদার অনুপাতে উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ বিশেষ কম হইলেই চিনির কলের প্রসার হওয়া উচিত।

ব্যবসা শিক্ষায় বাঙ্গালী

"ছোট নাগপুর সমাচার" পত্রিকায় জনৈক লেখক বাঙ্গালীর ব্যবসা বুদ্ধি ও শিক্ষার অভাব সম্পর্কে লিখিতেছেন:—

আজকাল চাকরী-বাকরীর সুবিধা না হইলেই বাঙালীর ছেলেদের ব্যবসা করিবার একটা বাতিক হয়। ব্যবসা করাটা যে মন্দ এবং আমাদের জাতীয় জীবনে যে আজ তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে ব্যবসা বৃত্তিটা আমাদের যেন একটা 'অগত্যা করণীয়' বিষয় হইয়াছে। হাকিম হইতে পারিলাম না, উকিল হইতে পারিলাম না,—এমন কি অনেক কষ্টেও একটা কেরাণীগিরিও জোটাইতে পারিলাম না, তখন অগত্যা ব্যবসার দিকটা দেখিলেই বা মন্দ কি—এই ভাব। ব্যবসার প্রতি বাঙ্গালীর ছেলেদের ইহা ঐকান্তিক আশক্তির পরিচয় নহে।

ব্যবসাই যে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের বিশেষতঃ বর্ণহিন্দু বাঙালীদের আজ বাঁচিয়া থাকিবার পথ তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যতদিন না বাঙালীর ছেলেদের মনে বেনিয়া-বুদ্ধি ও ব্যবসায়ের প্রতি আশক্তি একান্ত বদ্ধমূল হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়? ব্যবসায় বুদ্ধি, ব্যবসায়ীসুলভ ব্যবহার, এবং অর্থাগমের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা,—এই সমস্ত বিষয় এমনই ব্যাপার যে, কোন স্কুলে বা কোন পাঠশালাতেই ইহার শিক্ষা হয় না। আধুনিক মধ্যবিত্ত-বাঙালীর ঘরের আবহাওয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইহার সম্পূর্ণই বিপরীত। একমাত্র ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে বহুকাল শিক্ষানবিশি করিলে, এইরূপ ধারণা ও সংস্কার বদ্ধমূল হইতে পারে।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা রোগ দেখা যায় যে আমরা মনে করি ব্যবসা যদি করিতেই হয়, বড় করিয়া করিব, যেমন তেমন সামান্য ব্যবসা করিব না। বেশ বড় স্কেলে ব্যবসা করিতে পরিলে যে খুব ভাল হয়, তাহা সকলেই বোঝে। কিন্তু শিক্ষা, সাধনা ও সুযোগ সুবিধার অভাবে ছোট স্কেলে ব্যবসা করার মধ্যে হীনতাবোধ থাকাটা নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী মনের পরিচয় নহে। ব্যবসাই যাহারা জীবনের পথ বাছিয়া লইয়াছে, তাহারা কোন ব্যবসা প্রচেষ্টাকে সামান্য মনে করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের বাঙালীদের একটা ভাব এমন যে আমরা বড় কিছু করিব,—একটু বড় মাপ্তর্যী ভাব যাহাকে বলে। ইহা হইতেই আমাদের মধ্যে কখনও কখনও Partnership ও Co-operative প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই জিনিষটাও হয় অনেকটা "ছেলে ধরিতে না শিখিয়া কেউটে ধরার" মত। ব্যবসাবুদ্ধি তো দূরের কথা, সজ্জনীতি সম্বন্ধেও আমাদের শিক্ষা ও দায়িত্ব বোধ এত অল্প যে বড় কিছু করিবার প্রথম উৎসাহ প্রশমিত হইতেই আমরা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ব ভুলিয়া যাই। স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য, সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার করি। ইহা হইতেই আসে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও স্বার্থ সংঘাত। এই সমস্ত বিষয়েও যে আমাদের কতদূর হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা আমরা উৎসাহের প্রাবল্যে একেবারেই ভুলিয়া যাই।

বাঙালীর ছেলেদের তাই ব্যবসায়ে নামিবার পূর্ব্বে রীতিমত শিক্ষানবিশি করিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

কলিকাতার টাকার বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যে স্বচ্ছলতা বর্ত্তমান রহিয়াছে এই সপ্তাহে তাহার তীব্রতা কোন প্রকারেই হ্রাস পায় নাই। ইণ্টার ব্যাঙ্ক কল মণির সুদের হার শতকরা বার্ষিক আট আনা পর্য্যন্ত দর দেওয়াতেও ঋণ গ্রহীতাগণ চারি আনার উপরে উঠিতে স্বীকৃত হয় নাই। ফলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে বিস্তর পরিমাণে টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে আমানতের সুদের হারও হ্রাস পাওয়া বিচিত্র নহে।

গত ১১ই জুলাই মঙ্গলবার ট্রেজারী বিলের যে দেড় কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে আবেদনের পরিমাণ মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল, তন্মধ্যে ৯৯৮৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ৪১ ভাগ মাত্র গৃহীত হইয়াছে। মোট দেড় কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত আবেদন সমূহের সুদের হার গড়পড়তায় শতকরা বার্ষিক ৮/৬ পাই দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় উহা ২ পাই কম। আগামী ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার পুনরায় দেড় কোটি টাকার টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারি বিলের গত ১২ই তারিখ হইতে ৯৯৮৬ পাই দরে বিক্রয় করিতে পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। আগামী ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত এই বিক্রয় চলিত থাকিবে। ইহাতে অবশ্য ব্যাঙ্ক সমূহের নিষ্ক্রিয় টাকার একটা অংশ নিয়োজিত হইবে। কিন্তু তাহাতেও টাকার বাজারের নিষ্ক্রিয়ভাবের অবসান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ যে গত ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্‌তি নোটের পরিমাণ ছিল মোট ১৭৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ১৭৫ কোটি ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে। ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

গত ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন ষ্টার্লিং খরিদ করেন নাই।

সম্প্রতি বিবিধ ব্যাঙ্কের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার উক্ত সময়ে গত বৎসরের উদ্‌বৃত্ত সমেত মোট ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ২০৯ টাকা, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার ঐ সময়ের জন্য মোট ১০ লক্ষ ২৪৬ টাকা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর মোট ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৮৩ টাকা, ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদার ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৮৭ টাকা এবং ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ মোট ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৯৬ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থা খুব মন্দা গিয়াছে। পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার ১শি ৫৩১/৩২ পেনী হারে বলবৎ ছিল।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬১/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	"	১ শি ৬১/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০০
মার্ক	"	৮৬১/৪
গিলডার	"	৬৫১/২
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৷৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৷৵০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	৪·৬৮
ষ্টার্লিং-ডলার হার	"	১৭৬·৭৩

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা অবসাদের ভাব বলবৎ ছিল। একমাত্র কোম্পানীর কাগজের মূল্যের সামান্য উন্নতি দেখা যায় বটে কিন্তু উহা শেষ পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছু নাই। সুদূর প্রাচ্যে এবং ইউরোপে যে সকল অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ী মহল স্বভাবতঃই বিশেষ সতর্কমূলক নীতি অনুসরণ করিতেছেন। বিগত কয়েক দিন হইল লণ্ডনের বাজারে আশা আকাঙ্খার ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও কারবার বৃদ্ধি পায় নাই এবং পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ ভাবই বজায় ছিল। রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এপর্য্যন্তও শেষ না হওয়ায় এবং রাশিয়া এবং জার্ম্মানীর পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদে অনিশ্চিত ভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের চুক্তির সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন উন্নতি দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই।

কোম্পানীর কাগজ

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষের দিকে কোম্পানীর কাগজের দামের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু পুনরায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার ফলে উহার অবনতি ঘটে। ফলে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ৯৬/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া উহা ৯৫৷৷০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। সম্প্রতি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সমূহের লভ্যাংশ ঘোষণার ফলে ব্যাঙ্কের শেয়ারের প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল কার্য্যতঃ তাহা ফলবতী হয় নাই। এবং ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ আদায়ী শেয়ার ১৫৩০৲ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১০৯৲ টাকার মধ্যে কেনা বেচা হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারের প্রতিও লোকের কোনই আগ্রহ দেখা যায় নাই। কোনও রূপ অনুসন্ধানের অভাবে কয়লার খনির শেয়ারের কতক নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর শেয়ারগুলির কোনও রকমে দর বজায় রহিয়াছে।

এই সপ্তাহে বেঙ্গল ৩০০৲, এম্যালগেমেটেড্ ২২৲, ইকুইটেবল ৩০৲ বরাকর ১১৵ এবং তালচর ৸০ আনায় পৌছিয়াছে।

পাটকল

পাটকল অঞ্চল সমূহে শ্রমিক গোলযোগের দরুণ এবং অপরাপর শেয়ার বিভাগের ক্রমিক মন্দার জন্য এই বিভাগের শেয়ার প্রতিও তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই। এবং সমস্ত কলের শেয়ারেরই মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষেরদিকে একটু উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত খরিদ্দারের অভাবের দরুণ তাহা বজায় থাকে নাই। এসপ্তাহে হাওড়া ৫২৸৵ আনা, এংলো- ইণ্ডিয়া ৩২৫৲, বালী ১০০৲, ক্লাইভ ২৪৷০ আনা হুকুমচাঁদ ৪৵ কাঁকনাড়া ৩৬৭৲ এবং ইউনিয়ন ৩০৯৲ দরে পর্য্যসিত হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে এই সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৪৲ টাকার কাছাকাছি দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বর্ত্তমানে উন্নতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শেয়ারের প্রতি কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। চিনির কল ও চা বাগানের শেয়ারেরও এই সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই জুলাই ৯৫৷০ ৯৫/০ ৯৫৷/ ; ১১ই জুলাই ৯৫৷/, ৯৫৷৷০, ৯৫৷৷/ ; ১২ই জুলাই ৯৫৸৶ ৯৬/৬ ; ১৩ই জুলাই ৯৫৸০ ৯৫৸/ ৯৫৸০ ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ; ১২ই জুলাই ; ১০৩৷৷/ ১০৩৷৷৶ ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ; ১০ জুলাই ১১০৲ ১১০৵০ ; ১২ই জুলাই ১১০৵ ১১০৲ ; ১৩ই জুলাই ১১০/০ ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ; ১০ই জুলাই ১০৩৷৷/ ১২ই জুলাই ১০৩৷৷০ ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১২ই জুলাই ১০৩৷৷০ ১৩ই জুলাই ১১৩৷৶।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ১০ই জুলাই ৩৭৬৲ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই জুলাই ১০৮৲ ১০৯৲ ১১ই জুলাই ১০৮৲ ১৩ই জুলাই ১০৮৷০ ১০৮৲

রেলপথ

বাঁকুড়া-দামোদর ১১ই জুলাই ৯১৲ ময়মনসিংহ-ভৈরব বাজার ১১ই জুলাই ৯৭৲ ৯৮৲।

কাপড়ের কল

কাণপুর টেক্সটাইল ১০ই জুলাই ৩৷৵০ ৩৷৷০ ; ১১ই জুলাই ৩৷৷০ নিউ ভিক্টোরিয়া ১১ই জুলাই (অর্ডি) ৸০ ; ঐ (প্রেফ্) ১৩ই জুলাইঃ ৩৷৷৵০ ৩৸০ এলগিন (অর্ডি) ১২ই জুলাই ১০৩৷৷০ ১৩ই জুলাই ১০৪৲ মোহিনী মিল্স (অর্ডি) ১৩ই জুলাই ৯৸০

কয়লার খনি

এম্যাল গেমেটেড্—১০ই জুলাই ২১৸০ ১৩ই জুলাই ২২৲ বেঙ্গল গিরিডি ১১ই জুলাই ১৷৷০ বেঙ্গল ১০ই জুলাই ৩০১৷৷০ ১৩ই জুলাই ৩০০৲ বড় ধেমো ১০ই জুলাই ৩৲ ১১ই জুলাই ২৸৵০, ৩৲ বোকারো ও রামগর ১০ই জুলাই ১২৷৷০ ১১ই জুলাই ১২৸০ বরাকর ১০ই জুলাই ১১৷০, ১১৶, ১১৷৶ ১৩ই জুলাই ১১৵ চুরুলিয়া ১০ই জুলাই ১৵ ১৷০ ১৷৵ ইকুইটেবল ১১ই জুলাই ৩০/, ২৯৸০ ৩০৲ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৮৸৵ ১৯৷৵ ১৯৷৶ খুসিক ও মুস্পিয়া ১০ই জুলাই ২৵, ২৷০ ; নর্থ দামুদা ১০ই জুলাই ৪৷০ ৪৷৵, টালচর ১০ই জুলাই ৸/, ৸৶ ১১ই জুলাই ৸০ ১৩ই জুলাই ৸০ ; মুণ্ডলপুর ১১ই জুলাই ৬৸০ ১৩ই জুলাই ৬৸০, ৭৲ ; নিউ মানভূম ১১ জুলাই ২৫৲, রাণীগঞ্জ ১১ই জুলাই ২৭৷৷০ ; সামলা ১১ই জুলাই ১/, ১৶ ;

পাটকল

বালী—১০ই জুলাই ১৮৭৲ ১২ই জুলাই ১৮৯৲ ১৩ই জুলাই ২৮০৲ ঐ প্রেফ্ ১০ই জুলাই ১৩২৷৷০ ১১ই জুলাই ১৩১৲, ১৩২৲ বরানগর ১০ই জুলাই ১৪৫৲ ১৩ই জুলাই ১৪০৲ ; ক্লাইভ ১০ই জুলাই ২৪৷৷০, ২৪৸০ ১৩ই জুলাই ২৪৷৵ ; হাওড়া ১০ই জুলাই ৫৪৲ ৫৩৷৷৵ ১১ই জুলাই ৫৩৷৷৵ ৫৩৷৷০, ৫৩৷০ ৫৩৵, ৫৩৸০, ৫৩৲ ১২ই জুলাই ৫৩৶, ৫৩৷৷৶, ৫৩৶ ১৩ই জুলাই ৫৩৵, ৫৩৷৷৵, ৫২৸/, ৫২৸৵, ৫২৸৶ ; ঐ এ প্রেফ্ ১০ই জুলাই ১৩৮৷৷০, ১৩৬৲ হুকুমচাঁদ ১০ই জুলাই ৪৷৵ ৪৷৷৵ ১১ই জুলাই ৪৷৷০ ৪৷৷৵ ১২ই জুলাই ৪৵ ৪৷০ ; কামারহাটি ১০ই জুলাই ৪৭৫৲ ১১ই জুলাই ৪৭৫৷৷০ কাঁকনাড়া ১০ই জুলাই ৩৬৫৲ ১১ই জুলাই ৩৬০৲ ১২ই জুলাই ৩৬২৲ : ন্যাশানাল ১০ই জুলাই ২১৶ ; নর্থব্রুক ১০ই জুলাই ৩১৷০, ৩১৷৷০ ৩১৷৷৵ ১২ই জুলাই ৩০৷৷০ ; আদমজী ১১ই জুলাই (অর্ডি) ১১৷০ ১১৷৵ ; বিরলা ১১ই জুলাই

১৫॥০ গৌরীপুর ১১ই জুলাই (প্রেফ্) ১৩১৲ ১৩২৲; প্রেসিডেন্সি ১১ই জুলাই ৩।৵ ৩।৶ ৩॥৵; ১২ই জুলাই ৩।⁄, ৩।৶; ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৩ই জুলাই ২৪৬॥০; ইউনিয়ন ১৩ই জুলাই ৩০৯৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১০ই জুলাই ৫৵ ৫।৵ ৫৸⁄ ৪৸৶, ১১ই জুলাই ৫৲ ৫।০ ৪৸৶ ৪৸৵ ৪৸৶, ১২ই জুলাই ৫৵ ৫৲ ৪৸৶, ১৩ই জুলাই ৫৵ ৫।০ ৪৸৶ ৫৲ ৫৵ ৫৲; কনসোলিডেটেড্ টিন—১০ই জুলাই ৫।৶ ৫॥৶ ৫॥৵ ৫॥০ ৫৸০, ১১ই জুলাই ৫।৵, ১২ই জুলাই ৫।০; ইণ্ডিয়ান কপার—১০ই জুলাই ১॥৵ ১॥৶, ১১ই জুলাই ১॥৵০ ১৸০ ১॥⁄ ১॥৵ ১৸০ ১॥⁄ ১২ই জুলাই ১॥⁄ ১॥৵।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট—(অর্ডি) ১৩ই জুলাই ১১⁄ ১১৵ ১১॥৵, (প্রেফ) ৯৪॥০ ৯৫॥০ ৯৫৲; ঐ (ডেফ্)—১১ই জুলাই ৩॥৵, ১২ই জুলাই ৩।৵ ৩॥⁄; এসোসিয়েটেড্ সিমেণ্ট—১৬ই জুলাই ১২৯৲।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—(অর্ডি) ১০ই জুলাই ১৭।৵ ১৭॥৵; ১১ই জুলাই ১৭।⁄ ১৭।৵ ১৭॥৵; কটক ইলেক্‌ট্রিক—১০ই জুলাই ৮।৵ ৮॥৵; জব্বলপুর ইলেক্‌ট্রিক—১১ই জুলাই ১১৸০ ১২৲; ১২ই জুলাই ১১৸০ ১২৲; ১৩ই জুলাই ১১॥৶ ১১৸০ ১২৲; পাটনা ইলেক্‌ট্রিক—১১ই জুলাই ১৫।০।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

বৃটানীয়া ইঞ্জিঃ—১০ই জুলাই ১।৵ ১॥০; ১১ই জুলাই ১।⁄ ১।৵ ১।৶; ১৩ই জুলাই ১।৶; বার্ণ এণ্ড কোং—(অর্ডি) ১৩ই জুলাই ২৬২॥ ২৬২৲ ২৬৩॥০, বার্ণ এণ্ড কোং (৬% সুদের প্রেফ) ১০ই জুলাই ১২৪৲ ১২৫৲; হুকুমচাঁদ ষ্টীল—(অর্ডি) ১১ই জুলাই ৫।০ ৫॥০; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১০ই জুলাই ২৪৶ ২৪।৵ ২৪⁄ ২৩৸⁄ ২৩৸৵; ১১ই জুলাই ২৩৸৵ ২৪৵ ২৪⁄ ২৩৸০ ২৩৸৶ ২৪৶ ২৩॥৶ ২৩৸০ ২৩৸⁄ ২৩৸৶; ১২ই জুলাই ২৪৵ ২৪।৵ ২৪৵; ১৩ই জুলাই ২৪৶ ২৪৵ ২৪।০ ২৪।৵; ষ্টীল কর্পোরেশন—(অর্ডি) ১০ই জুলাই ১২॥⁄ ১২৸০ ১২॥৶ ১২॥৵ ১২।৵; ১১ই জুলাই ১২।৵ ১২॥৵০ ১২॥৶ ১২।⁄ ১২॥⁄ ১২।০ ১২।⁄; ১২ই জুলাই ১২।৶; ১৩ই জুলাই ১২॥৶ ১২।৶ ১২॥⁄ ১২॥০ ১২৸০ ১২।৶; ষ্টীল প্রডাক্টস্—১১ই জুলাই ২৵; ১২ই জুলাই ২৶; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগণ—(অর্ডি) ১০ই জুলাই ৪২৲ ৪২॥০; ১২ই জুলাই ৪২৲ ৪২॥০; ঐ (প্রেফ) ১৩ই জুলাই ১২৫৲ ১২৬৲।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১০ই জুলাই ৯॥৶; ঐ (প্রেফ) ১১ই জুলাই ১০৬৲ ১৩ই জুলাই ১০৬৲ ১০৭৲; প্রতাপপুর—১১ই জুলাই (প্রেফ) ১৪৶; ১২ই জুলাই ১৪৵; মূরী ক্রয়ারী—১৩ই জুলাই ৯॥৶ ৯।⁄; মহাস্বস্তিকা—(অর্ডি) ১৩ই জুলাই ৯৫॥০।

চা-বাগান

কিলিং ভেলি ১০ই জুলাই ৯॥০; রায়ডাক ১০ই জুলাই ৫০॥০; তেজপুর ১০ই জুলাই ৫॥০ ৫৸০; বিশ্বনাথ ১১ই জুলাই ২১।০ ২১।৵ ২১॥৵; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১১ই জুলাই ৬৸৵; ইষ্টার্ণ কাছাড় ১১ই জুলাই ৭॥০ ৭৸০; কর্ণফুলী ১১ই জুলাই ৯৸০; হাতিখীরা ১১ই জুলাই ১৭॥০ ১৭৸০; ১৩ই জুলাই ১৭॥০ ১৭৸০; নাম্বরনদী ১১ই জুলাই ৪৵; পাত্রখোলা (প্রেফ্) ১১ই জুলাই ১৩৩৲; ১৩ই জুলাই ১৩৩৲; সাপয় ১১ই জুলাই ৮৲ ৮।০; তিন আলী ১১ই জুলাই ১১॥০ তিস্তাভেলী ১১ই জুলাই ২২৲ ২২।০; তেলয়ঝান ১১ই জুলাই ৫।৵ ৫॥০।

বিবিধ

এসোসিয়েটেড্ হোটেলস্ (অর্ডি) ১০ই জুলাই ১।০ ১।৵০ ১।৶; বি আই করপোরেশন (অর্ডি) ১০ই জুলাই ২॥৵ ২॥০; ১১ই জুলাই ২।৶ ২॥⁄ ২॥০, ২॥৵ ২॥০; ১২ই জুলাই ২।৶ ২॥০, ২॥৵; ১৩ই জুলাই ২॥৶ ২॥০; ২॥৵ ২॥০; ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ১০ই জুলাই ৬৸০; ১১ই জুলাই ৬৸০ ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানী (অর্ডি) ১০ই জুলাই ১৫।০; ১৩ই জুলাই ১২৸⁄ ১৩৵; ডানলপ রবার অর্ডি ১২ই জুলাই ১৫॥০; ১৩ই জুলাই ১৩৸০; ডানলপ রবার (২য় প্রেফ) ১০ই জুলাই ১০৩৲ ১০৪৲; ১১ই জুলাই ১০৪৲ ১৩ই জুলাই ১০৪৲; গেষ্কেস্ রোপ ১০ই জুলাই ২০৩৲; ইণ্ডিয়ান উড্ প্রোডাকটস্ ১০ই জুলাই ২২৵; ১৩ই জুলাই ২২৲ ২২।০; বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম ১০ই জুলাই ৩৶ ৩।⁄ ৩৵; ১১ই জুলাই ৩।⁄; ১৩ই জুলাই ৩।৵ ৩৵ ৩৶; ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১০ই জুলাই ৫।৵ ৫॥০; আসাম সজ ১০ই জুলাই ১৪৲ ১৫৲; মেদিনীপুর জমিদারী ১১ই জুলাই ৫৭৲ ৫৭॥০; বেঙ্গল পেপার (প্রেফ্) ১১ই জুলাই ৭৭॥০।

ডিবেঞ্চার

৬% (১৯৩৯) আলেকজান্ড্রা জুট ডিবেঃ ১১ই জুলাই ৯৯৲; ৫।০ সুদের (১৯৩৯-৪৫-৫০) ১০ই জুলাই ১০০॥০ ১০১৲; রোটাস্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিবেঃ ১০০॥০ ১০১; ৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ডিবেঃ ১০ই জুলাই ১০০॥০ ৫% সুদের (১৯২৭-৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ১১ই জুলাই ১১৮৲; ৪% (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ১০৬৲; ৫% ওরিয়েণ্ট পেপার ডিবেঃ ১১ই জুলাই ১০০।০ ১০০৸০; ১২ই জুলাই ১০০।০ ১০০৸০; ১৩ই জুলাই ১০০।০ ১০০৸০; ৭% মহাস্বস্তিকা সুগার ডিবেঃ ১৩ই জুলাই ৯৭৲; ৬% শ্রী গোপাল পেপার মিল ডিবেঃ ১৩ই জুলাই ৯৯৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই জুলাই

বর্ত্তমান সপ্তাহে পাটের দরের নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে এবং অদ্য শনিবার ফাটকার দর ৪১⁄০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় সামান্য কিছু কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, সরকারী বরাদ্দে একথা ঘোষিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে স্পেন এবং রুশিয়া পাট ক্রয় সম্বন্ধে

কিছু খোঁজ খবর করিয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে চটকলওয়ালাগণ বাজার হইতে কিছু পাট ক্রয় করিয়াছে। এদিকে আসামে বন্যা এবং বাঙ্গলার পাট প্রধান জেলাগুলিতে অতিবৃষ্টির সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে ফসল কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এইসব কারণেই বর্ত্তমান সপ্তাহে পাটের বাজার কিছু গরম হইয়াছে। তবে এই সপ্তাহে দর সামান্য পরিধির মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। গত সোমবার ফাটকা বাজারে সর্ব্বনিম্ন দর ছিল ৩৯৶ আনা। অদ্য শনিবার দর ৪১৴ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ৪০৮৴ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে বর্ত্তমান সপ্তাহে ফাটকা বাজারের দর দেওয়া হইল—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১০ই জুলাই	৩৯৮০	৩৯৴০	৩৯॥৴০
১১ই „	৩৯৸৴০	৩৯।০	৩৯॥৴০
১২ই „	৪০।৶	৩৯৸৴০	৪০৴০
১৩ই „	৪১৲	৪১৲	৪১৲
১৪ই „	৪১৲	৩৯৸৴০	৪১৲
১৫ই „	৪১৴০	৪০।৴০	৪০৮৴০

বর্ত্তমান সপ্তাহে মফঃস্বল হইতে নূতন পাট খুব কমই আমদানী হইয়াছে। এই পাট বিক্রয় করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই বটে কিন্তু আলগা পাটের বাজারে বিকিকিনির পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। এই সপ্তাহে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ডেলিভারি দিবার সর্ত্তে ইণ্ডিয়ানজাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭৮০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এই সপ্তাহে মন্দ কাজ হয় নাই। প্রকাশ যে শিপারগণ এই সপ্তাহে স্পেনদেশে লাইটনিং শ্রেণীর পুরাতন পাট প্রতি বেল ৪৩৲ টাকা দরে উল্লেখযোগ্যরূপ পরিমাণে বিক্রয় করিয়াছে। নূতন পাট রপ্তানী সম্বন্ধে এই সপ্তাহে যে সব চুক্তি হইয়াছে তাহাতে জুলাই মাসে ডেলিভারিযোগ্য পাটের দর ৪৬৸০ আনা, আগষ্টের দর ৪১।০ আনা সেপ্টেম্বরের দর ৩৯।০ এবং অক্টোবরের দর ৩৮।০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এবার কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার সমষ্টিগত হিসাব (সরকারী বরাদ্দ অনুসারে) অন্যত্র প্রকাশিত হইল। এই বরাদ্দ সম্বন্ধে সম্পাদকীয়ভাবেও আলোচনা করা হইয়াছে।

গত ৮ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী চটকল সমূহে মোট ৩০ হাজার বেল পাট মফঃস্বল হইতে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। ১লা জুলাই হইতে ৮ই জুলাই পর্যন্ত বর্ত্তমান বৎসরে আমদানীর পরিমাণ ৪০ হাজার বেল। গত বৎসরে এই ৮ দিনে ২ লক্ষ ২৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজার সম্পর্কে এই সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। তবে এই সপ্তাহে উত্তর আমেরিকাতে থলে ও চটের ব্যবহার ঐ এবং দেশে মজুত থলে ও চটের পরিমাণ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা আশাপ্রদ। এজন্য থলে ও চটের বাজার স্থির আছে। এই সপ্তাহের প্রথমে ৯ পোর্টার চটের মূল্য কমিয়া ৯৴০ আনা হইয়াছিল। পরে উহা ৯৶০ আনায় পরিণত হয়। এই সপ্তাহে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ডেলিভারির দর ৯৶৬ পাই এবং অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর ডেলিভারির দর ৯।০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে আতঙ্ক উহার অন্যতম কারণ। সপ্তাহের শেষদিকে সামান্য উন্নতি দেখা দেয় কিন্তু বিশেষ কোন কারবার হয় নাই। সম্প্রতি এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সম্ভবতঃ প্রতি পাউণ্ডে দেড় সেণ্ট পরিমাণ এইরূপ সাহায্য মঞ্জুর হইতে পারে।

উচ্চ হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে গুজবে গত সোমবার আমেরিকায় কটন একচেঞ্জে তুলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। লিভারপুলের বাজারে তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি না পাইলে বোম্বাইএর বাজারে আরও উন্নতি দেখা দিত। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ জুলাই—আগষ্ট এবং এপ্রিল—মে যথাক্রমে ১৫৬। এবং ১৫৩॥ হইতে ১৬০॥ এবং ১৫৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ওমরা জুলাই ১৫৮৮০ এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর দর ১৪৩।০ আনা দাঁড়ায়। বেঙ্গল জুলাই ১২৩৸০ আনা এবং ডিসেম্বর—জানুয়ারীর ১১৮৸০ আনা হইল।

লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পট ৫·৬১ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫·৫৩ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৯·৮৭ সেণ্টের তুলনায় মিডলিংস্পটের দর ৯·৯৮ সেণ্ট দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই-আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
জুলাই ৭	১৬০৮০	১৫৫৸৶	১২০৸০
„ ৮	১৬০৶	১৫৬৸৶	১২১৲
১০	১৫৯৶	১৫৬৸৶	১২০॥০
জুলাই ১১	১৬০।০	১৫৮৸০	১২২।৶
„ ১২	১৬০॥০	১৫৮৸০	১২৩৸০

	বরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
জুলাই ১৩	১৬১৵	১৫৯৵	১২৪॥০
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৫৩৲	১৪১৲	১১৯।০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২১৩৬০	২০৯॥০	১৭২॥০

কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে মন্দা গিয়াছে। মিল সমূহ ক্রমাগত মূল্য হ্রাস করিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেছে। অপরদিকে চাহিদা মোটেই নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই। বর্ত্তমানে কাপড়ের বাজারে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মিল সমূহ বহু পরিমাণে ক্ষতি না দিয়া কাপড় বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যৎ অতিশয় অনিশ্চিত।

জাপানী কাপড়ের বাজারের কিছু অগ্রিম কারবার হইয়াছে। উহা ভবিষ্যত আমদানীর খাতে সম্পন্ন হইয়াছে; ব্যবসায়ীদের খাতে সম্পন্ন হয় নাই। জাপানী মিল সমূহ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে যেরূপ হারে মূল্য হ্রাস করিয়া দর দিতেছে তাহাতে ব্যবসায়ীগণ নূতন অগ্রিম কারবার করা সম্পর্কে সাহসী নহে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজারে খুচরা কারবার ভিন্ন কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই।

সুদূর প্রাচ্য এবং ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতার ফলে সূতার বাজার স্থির এবং অপরিবর্ত্তিত আছে। দক্ষিণ ভারত কিংবা উত্তর ভারতের কোন কেন্দ্রেই কোন চাহিদা নাই। প্রাচ্যের বাজার সমূহেও কোন চাহিদা পরিলক্ষিত হয় না। প্রকাশ দক্ষিণ ভারতে কতিপয় মিল কম মূল্যে সূতা বিক্রয় সম্বন্ধে প্রস্তুত আছে, এমন কি এই সকল মিল নাকি বস্তুতঃ কিছু পরিমাণ কারবারও করিয়াছে। এই জন্য ব্যবসায়ীগণের সূতার বাজার সম্পর্কে কোন আস্থা নাই। ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমানে ক্ষতি দিয়াও সূতা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। চারিদিকে এই প্রকার চাহিদার অভাবে কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। সুদূর প্রাচ্যের বাজারে চাহিদা হ্রাস পাইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে রাজনৈতিক জটিলতা। গত সপ্তাহ হইতে বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় আশা করা যায় যে আগামী কয়েক কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাজারের উন্নতি হইবে। তবে ভবিষ্যতে বাজার সম্পর্কে এখনও কিছু সঠিক ভাবে বলা চলে না।

বিলাতী সূতা—

জাপানী ও ভারতীয় সূতার প্রতিযোগিতার ফলে ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রেণীর সূতার কোন অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই। সম্ভবতঃ বৃটি গবর্ণমেণ্টের অর্ডার লাভ করিবার ফলেই ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিগণ উচ্চ মূল্য দাবী

জাপানী ও সাংহাই সূতা—

গত সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতার বাজারের যে নিম্ন গতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল বর্ত্তমান সপ্তাহে ও উহা বজায় ছিল।

প্রায় প্রত্যেক প্রকার সূতার মূল্যই হ্রাস পাইয়াছে। কোরা, একগুণ দ্বিগুণ সূতার মূল্য অধিক হ্রাস পাইয়াছে। মাসিরাইজ সূতার বাজারে কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ছিল। স্থানীয় বাজারে অধিক পরিমাণ সূতা মজুদ আছে এবং শীঘ্র আরও সূতা আমদানী হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই কোন অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—

আলোচ্য সপ্তাহেও ইটালীর সিণ্ডিকেটের মূল্য অপরিবর্ত্তিত আছে।

শীঘ্রই অধিক পরিমাণ সূতার আমদানী হইবে বলিয়া এবং স্থানীয় বাজারে মজুদ মালের পরিমাণ অত্যধিক জন্য বাজারে কোন উন্নতি দেখা যায় না। জাপানী এবং ইটালীয় উভয় প্রকার কৃত্রিম রেশমী সূতার মূল্যের নিম্নগতি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় বাজারে মজুদ মালের পরিমাণ অধিক আছে। মোটের উপর এই শ্রেণীর সূতার বাজারের ভবিষ্যত নিশ্চিত

চায়ের বাজার

কলিকাতা ১৪ই জুলাই

গত ১০ই ও ১১ই জুলাই ৮নং মিসন রো, কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৫নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—

আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ১৩ হাজার ৯৩১ বাক্স চা আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৬ হাজার ৪৬১ বাক্স ছিল। গত বৎসরের ॥৴১০ পাইএর তুলনায় বর্ত্তমান নীলামে এই শ্রেণী চায়ের গড়পড়তা মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ॥৵১ পাই গিয়াছে। উচ্চ ধরণের চা ভিন্ন অন্যান্য প্রকার চায়ের প্রতি ক্রেতাগণ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। আসাম জাত চায়ের মূল্যের আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ডুয়ার্স জাত এবং সাধারণ শ্রেণীর চায়ের মূল্য আরও হ্রাস পায়। পাতা চায়ের চাহিদা হ্রাস পায় এবং অতি সাধারণ শ্রেণীর চায়ের মোটেই কোন চাহিদা ছিল না।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

গ্রিন ও গুড়া চায়ের মূল্যের কোন স্থিরতা ছিল না। হাইসন শ্রেণীর গ্রিন চায়ের মূল্য অপেক্ষাকৃত চড়া গিয়াছে। গুড়া চায়ের মূল্যের নিম্নগতি দৃষ্ট হয়। অর্ডিনারি ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই এবং এর চাইতে ভাল ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই কম গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং মূল্যও চড়া ছিল। খারাপ ধরণের চা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ধরণের সকল প্রকার চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের হারে বজায় ছিল।

নিম্নে ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য চায়ের ৫নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল—

রপ্তানীযোগ্য—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	১৩,৯৩১	১৬,৪৬১	১৪,৭১২
গড়পড়তা দর	॥৵১	॥৴১০	॥৵৮

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত	৬,৪৬৬			
গড়পড়তা দর	।৯	।৯	।৬	।৪

লণ্ডনের বাজার

গত ১০ই জুলাই লণ্ডনের নীলামে ২৩ হাজার ৯ শত বাক্স ভারতীয় চা

বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীন ব্যাপারের মিটমাট না হওয়ার জন্য কারবারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য ভারতীয় চায়ের মূল্যের নিম্নগতি দৃষ্ট হয়।

আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৪.৬০ পেনী এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৩.০৯ পেনী ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

গত সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারের কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাজারের দোকানদারগণ বেশী পরিমাণ চিনি খরিদ সম্পর্কে বিরত আছে, তাহারা কেবল মাত্র প্রয়োজনানুরূপ চিনি ক্রয় করিতেছে। আমের মরশুম শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং পাটের মরশুম আসন্ন প্রায় বলিয়া চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যাইতেছে। মাল মজুদ রাখিবার ফলে যে টাকা বন্ধ হইয়া আছে তজ্জন্য অধিকাংশ আড়তদার অসুবিধা উপলব্ধি করিতেছে এবং তাহার মজুদ মাল হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ৭১ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমতি হয়।

ক্রমাগত চাহিদার অভাব হেতু এবং মূল্যের নিম্নগতির জন্য বিদেশী চিনি সম্পর্কে স্থানীয় দোকানদারগণের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি এই সকল ব্যবসায়ীগণের এক সভা হয়; উক্ত সভায় আমদানীকারকগণের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি প্রেরণ করা স্থির হয়। (১) আমদানী কারকগণ এই বন্দরে আর মাল আমদানী করিতে পারিবেন না; কার্য্যতঃ জাহাজে মাল বোঝাই করিবার পূর্ব্বে যে চিনি বিক্রয় হইয়াছে উহাই আমদানী করিবেন। (২) ক্রেতাগণ ক্ষতিপূরণ করিবার সর্ত্তে আমদানীকারকগণ কতক পরিমান অগ্রিম কারবার বাতিল করিবেন। প্রকাশ যে, আমদানী-কারকগণ এই সকল সর্ত্তে রাজী না হইলে ক্রেতাগণ তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইবেন।

আমদানীকারকগণ উপরোক্ত সর্ত্তে সম্মত হইলে চিনির বাজারের উন্নতি আশা করা যায়। বর্ত্তমানে স্থানীয় বাজারে আনুমানিক ৯২ হাজার বস্তা বিদেশী চিনি মজুদ আছে।

সুগার সিণ্ডিকেটের এক প্রচার পত্রে জানা যায় যে গত ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত সদস্য শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন চিনির কলে নিম্নোক্ত পরিমাণ চিনির উৎপাদন ও কাটতি হইয়াছে। (১) ১৯৩৮-৩৯—মোট ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯১৭ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, (২) ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত ৮৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৬৩ মণ চিনি বিক্রয় হইয়াছে। (৩) উপরোক্ত পরিমাণ বিক্রিত চিনির মধ্যে ৩৯ হাজার ৬৪ মণ চিনির ডেলিভারী হয় নাই। (৪) এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে মোট ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯১৬ মণ চিনির অগ্রিম কারবার হইয়াছে। (৫) উপরোক্ত পরিমাণ চিনির মধ্যে ৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯৬৪ মণ চিনির ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই। (৬) সদস্য শ্রেণীভুক্ত মিল সমূহে যে অবিক্রীত চিনি আছে তাহার পরিমাণ ২৩ লক্ষ ১ হাজার ২২৩ মণ। (৭) অবিক্রীত এবং ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই এইরূপ চিনির মোট পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫১ মণ।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ১৪ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দর অধিকাংশ দিনই স্থির হারে বলবৎ ছিল। গত ৬ই জুলাই লণ্ডনের বাজারে বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রতি আউন্সের দর ছিল ৭ পাঃ ৮ শিঃ ৬ পেনী। গত ৭ই তারিখ হইতে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত ঐ হারেই বজায় ছিল।

বোম্বায়ের বাজারে গত ৭ই জুলাই প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৩৭৴৬ পাই। ৮ই তারিখ তাহা ৩৭৴৯ পাই পর্য্যন্ত উঠে। ১০ই তারিখ তাহা পুনরায় ৩৭৴৬ পাই এ পর্য্যবসিত হয়। ১১ই তারিখ পুনরায় উহা তিন পাই বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য ৩৭৴৯ পাই দরই বজায় আছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই হইতে মোট ৬৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৮৯ টাকার সোণা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গ্রেটবৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৩২৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৭২ টাকার স্বর্ণ ভারত হইতে রপ্তানী করা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার এই সপ্তাহে স্বর্ণের দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অদ্য পাকা সোণা প্রতি ভরি ৩৬৸৶ বড়াল বাড় ৩৬৸৵ ও গিনি ২৩৷৶ দরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রূপা

এই সপ্তাহের প্রথম ভাগে রূপার বাজারে এক চমকপ্রদ পরিবর্ত্তন ঘটে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য ক্রয় নীতির পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ডের বাজারে রূপার দাম ১৬৴ পেনীতে নামিয়া যায়। ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে উহার ১০০ শত ভরির দর ৪৬৸ আনা দাঁড়ায়। যাহা হউক আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য ক্রয় নীতি সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া এই জল্পনা কল্পনার সমাধান করিলেও বাজারে রৌপ্যের প্রতি ব্যবসায়ীগণের তেমন আস্থা দেখা যাইতেছে না। তবে প্রকাশ যে ভারতে বিপুল পরিমাণে রৌপ্যের আমদানী করা হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রায় তিন সহস্র বার রৌপ্য আসিয়া পৌছিবে। এজন্য লণ্ডনের বাজার একটু চড়া দেখা যায়। লণ্ডনে গত ৬ই জুলাই তারিখে প্রতি আউন্স রৌপ্যের দর ১৭⅛ পেনী ছিল। ৮ই জুলাই তাহা ১৬⅞ পেনীতে দাঁড়ায় ১২ই তারিখ উহা ১৬৴ পেনীতে পর্য্যবসিত হয়।

বোম্বায়ে প্রতি ১০০ শত ভরি রূপার দর গত ৬ই তারিখ ৪৭।৶০ আনা ছিল। ৭ই তারিখ তাহা ৪৭ টাকা দাঁড়ায় ৮ই তারিখ উহা ৪০॥৶০ আনা নামিয়া যায়। ১০ই ও ১২ই তারিখ উহা ৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। অতঃপর আমেরিকার সংবাদে বাজারে উন্নতি দেখা যাইতেছে। কলিকাতার রূপার বাজারে অদ্য প্রতি ১০০ শত ভরির দর ৪৬।০ আনা দেখা যায়।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে কিন্তু উহার মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। গরুর চামড়ার বাজারে তেজীভাব আত্মপ্রকাশ করে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া

পাটনা ২২ হাজার টুকরা ৫০৲ হইতে ৭০৲ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর ১৫ হাজার টুকরা ৬০৲ হইতে ৯০৲ টাকা হিঃ লবনাক্ত ২৮ হাজার ৮ শত টুকরা ৫০৲—৯৫৲ টাকা হিঃ।

গরুর চামড়া

রাঁচি সাধারণ ১ হাজার ৩৫০ টুকরা ৪ হইতে ৪।০ হিঃ, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৬ শত টুকরা ৪।০ হইতে ৪॥০ হিঃ, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ১ শত টুকরা ৪৸৶০ হইতে ৫৲ হিঃ, ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ত ৩ হাজার ৩ শত টুকরা ৪৲ হইতে ৫।০ হিঃ লবনাক্ত ৫ হাজার ৮৫০ শত টুকরা ৫০৲ হইতে ৯০৲ হিঃ (প্রতি কুড়ি)

স্থানীয় বাজারে পাটনা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫ শত, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫ শত এবং লবণাক্ত ১৭ হাজার ৭ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। গরুর চামড়ার মজুদ পরিমাণ ছিল এইরূপ :—ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৬ হাজার ৮ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা বেনারস গয়া ১ হাজার ২ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ২ হাজার ৯ শত টুকরা, রাঁচি সাধারণ ১ হাজার ২৫০ টুকরা; নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৫ শত টুকরা; বেনারস গোরক্ষপুর সাধারণ ৪ শত টুকরা।

অধ্যাপক সুখাত্মে

কলিকাতাস্থ অল ইণ্ডিয়া ইনিষ্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ-এর অধ্যাপক ডাঃ পি, ভি সুখাত্মে 'ষ্ট্যাটিসটিক্স' (Statistics) সম্বন্ধে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথম এই বিষয়ে উক্ত সম্মানজনক উপাধি লাভ করিলেন।

আমেরিকার মুদ্রা সংক্রান্ত বিল

গত ৬ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সিনেটের অধিবেশনে মুদ্রা প্রস্তুত সংক্রান্ত বিলটি পাশ হইয়াছে। এই বিল অনুযায়ী প্রতি আউন্স আমেরিকার রৌপ্যের মূল্য ৭১·১১ সেণ্ট ধরা হইবে। অপর পক্ষে বিদেশী রৌপ্যের প্রতি আউন্স ৩৬·৭৫ সেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে যে পঞ্চম বার্ষিক সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৩১-৩২ সালের শেষে বাঙ্গলা দেশে ভারতীয় বালক বালিকাদের জন্য মোট ৬১ হাজার ১৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তন্মধ্যে ১৭ হাজার ৪২৫টি বালিকাদের জন্য এবং ৪৩ ৭২৮টি বালকদের জন্য। ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১ হাজার ৫০১টি দাঁড়ায়। উহার মধ্যে ৪৪ হাজার ১০৬টি বালকদের জন্য এবং ১৭ হাজার ৩৯৬টি বালিকাদের জন্য ছিল।

বিহার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

প্রকাশ, বিহার প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক বিহার গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বিহার গবর্ণমেণ্ট সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কে ইদানীং একটি পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বিহার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কটিই ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম সরকারী বা ষ্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

রেড়ির খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈলের জন্য ২।০ আনা হইতে ২।৶ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৫।০ হইতে ৫৮০ দরে বিক্রয় করিতেছে। মজুদ মালের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। স্থানীয় ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ খৈল ক্রয় করিতেছে।

সরিসার খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও গত সপ্তাহে তেজী ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্য ২৶ হইতে ২।০ আনা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা ধরিয়া) ৪৮০ আনা হইতে ৫৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যেই একমাত্র চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে।

পৃথিবীতে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষ প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ সমূহের অন্যতম। বিগত ১৯৩২ সালে গমের মূল্য অতিশয় হ্রাস পায়; বর্ত্তমানে এই হারেরও নিম্নে দাঁড়াইয়াছে।

এমতাবস্থায় গম ফসলের মূল্য সম্পর্কে ভারতের বাজারে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। গমের অতি উৎপাদন সমস্যার সমাধান কল্পে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা সম্পর্কে বিশেষ জরুরী বোধ করিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের ফসল ছাড়া গত বৎসরের উদ্বৃত্ত অধিক পরিমাণ গম পৃথিবীর বাজারে মজুদ রহিয়াছে। গত বৎসর আমেরিকায় সর্ব্বাধিক পরিমাণে গম জন্মে; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা উহা শতকরা ২০ ভাগ বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

আর্জ্জেণ্টিনার বর্ত্তমান গম ফসলের অবস্থা খুবই ভাল দেখা যাইতেছে। উক্ত দেশ বিগত বৎসরের উদ্বৃত্ত গম কাটতি করিয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। মোটের উপর গত বৎসরের তুলনায় সমস্ত পৃথিবীর বাজারে বর্ত্তমান বৎসর দ্বিগুণ পরিমাণ গম উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আয়

সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে জানা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালের রাজস্বের খাতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১৬ কোটি ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা আয় হয় এবং ১৬ কোটি ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে এই যে, বিগত মার্চ্চ মাসে শেষ হিসাব নিকাশের সময় দুর্ভিক্ষ সাহায্য তহবিলে প্রদত্ত ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা না ধরিলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা দাঁড়াইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে এইরূপ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ছিল।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

	মূল্য
আতপ	
মোটা	২১৭৲-২২০৲
সরু	২২৩৲-২২৮৲
টেবিয়ান	২৪৫৲-২৫২৲
সুগন্ধি	২৪৭৲-২৫০৲
মাণ্ডালো	২৫৫৲-২৬৫৲
ভাঙ্গা	১৭৫৲-১৮৫৲
খানানটো	
আগষ্ট	২২৬৲
সেপ্টেম্বর	২২৭॥০
অক্টোবর	২২৯৲
নবেম্বর	২২৭॥০
চল্‌তি দর	২২৩৲
সিদ্ধ	
লম্বা	২৫০৲-২৫৫৲
মিলচর	২৪২৲-২৪৭৲
সঃ সিদ্ধ	২৩৫৲-২৩৭৲
ভাঙ্গা	১৯৫৲-২০০৲
ধান	
নাসিন শ্রেণী	৯৪৲-৯৬৲
মাঝারি	৯৬৲-৯৮৲

গত ৮ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৩৮ হাজার ১৯০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৫ হাজার ১৬৫ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

চাউল	মূল্য প্রতিমণ
বাঁকতুলসী (ঢেঁকী)	৪॥০
বাঁকতুলসী (আতপ)	৪॥৵০
চামর মণি (ঢেঁকী)	৪॥৵
কমল ভোগ (ঢেঁকী)	৪৶
চিনি কামিনী (ঢেকী)	৫৵০
কাটারী ভোগ (ঢেঁকী)	৫৴৬
পাটনাই (ঢেঁকী)	৪৲
রূপসাল (ঢেঁকী)	৪।৵
রূপশাল (কল)	৪।৵
কামিনী আতপ (ঢেঁকী)	৪।০-৪॥০
জাত বাঁশফুল (ঢেঁকী)	৪৸০
দাদখানি	৪।৵-৪॥৵
ধান	
গোবাসা ২৩নং পাটনাই	২॥০-২॥৴
হোগলা	২।৵-২।৶
পাটনাই মাঝারি	২।৴৬-২।৵৬
চিনি আতপ	২৸৵০-২৸৵৬
হামাই	২॥৴৬-২॥৶৬
রূপশাল	২॥৴০-২॥৵০
সাদা মোটা	২।৬-২।৴
দাদশাল	২॥০-২॥৵০
কাটারি ভোগ ধান	২৸০-২৸৬

গত ৮ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বাজার হইতে মোট ১৬৩ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিবাণ ৪ হাজার ৩৮০ টন ছিল।

সংযুক্ত প্রদেশের তাঁত শিল্প

সংযুক্ত প্রদেশের তাঁত শিল্পের উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কতিপয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই শিল্পজাত দ্রব্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁতজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ফলে এবং উক্তরূপ উন্নত ডিজাইনে এবং উৎকৃষ্ট সূতা দ্বারা কাজ করিবার ফলেই এইরূপ বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমেরিকার তুলা চাষের পূর্ব্বাভাষ

গত ১লা জুলাই পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক মোট ২৪ কোটি ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে বলিয়া উক্ত দেশের কৃষিবিভাগ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে। গত বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ ২৬ কোটি ৯ লক্ষ ৪ হাজার একর অনুমান করা হইয়াছিল।

জাপানী-হিন্দুস্থানী এবং হিন্দুস্থানী-জাপানী অভিধান

ওসাকা বৈদেশিক ভাষা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এস্, ভি, আর, বর্ম্মা তাঁহার জাপপত্নীর সহায়তায় জাপানী হইতে হিন্দুস্থানী এবং হিন্দুস্থানী হইতে জাপানী ভাষায় দুইটী অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত অভিধানটীতে ৩৫ হাজার জাপানী শব্দ এবং তাহাদের হিন্দুস্থানী প্রতিশব্দ আছে। দ্বিতীয় অভিধানটীতে জাপ অনুবাদ সহ ৭ হাজার হিন্দুস্থানী শব্দ থাকিবে।

—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ২৪শে জুলাই, সোমবার ১৯৩৯ | ১২শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪০১-৪০৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪০৮-৪১৪
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন (২)	৪০৪	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪১৫-৪১৬
ভারতবর্ষের জাতীয় আয়	৪০৫	মত ও পথ	৪১৭
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ও ছোট ব্যাঙ্কের সমস্যা	৪০৬-৪০৭	বাজারের হালচাল	৪১৮-৪২৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঋণসালিশী আইনের সংশোধন

বঙ্গীয় ঋণশালিসী আইনের সংশোধন কল্পে ব্যবস্থা পরিষদে যে একটী আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে গত ১৬ই এবং ২৩শে জানুয়ারী তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি। এই সংশোধন আইনটীর বিবেচনা ভার একটি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। গত ২০শে জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে আইনটী সম্বন্ধে কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটী সংশোধন বিলের সর্ত্তগুলির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধন করেন নাই। তবে তাঁহারা ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের পরে যে ঋণ দেওয়া হইবে তাহা ঋণশালিসী আইনের আমলাধীন হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঋণশালিসী আইনের ভয়ে মহাজনগণ যাহাতে পল্লী অঞ্চলে কৃষিঋণ প্রদান করিতে বিরত না থাকে তদুদ্দেশ্যেই আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ বা উহার পরে দাদনীকৃত টাকা উহার আমলে ফেলান হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋণশালিশী আইনের আমলে না পড়িলেও বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি যে মহাজনী আইন পাশ করিয়াছেন তাহার আমল হইতে কোন মহাজন বাদ পড়িবে না। সুতরাং আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ বা উহার পরবর্ত্তী সময়ে দাদনীকৃত টাকা ঋণশালিসী আইনের আমলে না পড়িলেও মহাজনগণ যে পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইবে তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক সিলেক্ট কমিটীর সদস্যদের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত হইতে অন্ততঃ এই কথাটা বুঝা যাইতেছে যে আইন প্রণেতাগণ এখন ঋণসালিশী আইনের কুফল কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই বিষয়ে ক্রমেই তাহাদের অধিকতর চৈতন্য সম্পাদিত হইবে আশা করা যায়।

বাঙ্গলায় কৃত্রিম রেশমের সম্ভাবনা

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৪ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের সূতা ও কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ২ কোটী ২৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে গত বৎসর এই তিন মাসের তুলনায় জাপান হইতে ভারতবর্ষে দ্বিগুণ পরিমাণ কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে। কৃত্রিম রেশমের এই বস্ত্র ও সূতার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বাঙ্গলা দেশে বিক্রয় হইয়া থাকে। এবং ইদানীং বিদেশ হইতে কৃত্রিম রেশম আমদানী করিয়া তাহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টাও দেখা যাইতেছে। কিন্তু কৃত্রিম রেশমের জন্য বাঙ্গলা দেশকে চিরদিন যদি জাপান বা অন্য দেশের মুখ চাহিয়া চলিতে হয় তাহা হইলে এদেশে এই শিল্প কখনও স্থায়ী আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বাঙ্গলা দেশে যাহাতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে পারে তজ্জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জে কে চৌধুরী ডি এস সি বাঙ্গলা সরকারের শিল্পতদন্ত কমিটীর নিকট একটী পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। ডাঃ

চৌধুরীর নাকি উহাই অভিমত যে বাঙ্গলায় সহজলভ্য বিভিন্ন শ্রেণীর নরম কাঠ, সাভাই ঘাস, বাঁশ, পাট, শণ, খড়, তালের ছোবড়া প্রভৃতি জিনিষ হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতে পারে। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার যাহাতে পরীক্ষামূলকভাবে একটী ক্ষুদ্রাবয়ব কল স্থাপন করেন তজ্জন্যও নাকি ডাঃ চৌধুরী প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সব কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে শিল্প-তদন্ত কমিটী এবং বাঙ্গলা সরকার ডাঃ চৌধুরীর প্রস্তাবটী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন উহাই আমরা আশা করি। উহাতে দেশে একটী মৌলিক ও বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা

ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে বর্ত্তমানে নানা প্রকার গলদ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্য বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় তাহা পণ্যের উৎকর্ষতা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিক্রয় করা হয় না। উহার ফলে কৃষক তাহার উৎপাদিত পণ্যের অনুরূপ মূল্য [illegible]না। কৃষিজাত পণ্য যথাযথভাবে পৃথক করিয়া চালান দিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। এজন্য অনেক সময়ে চালানী পণ্যদ্রব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষকের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। এইসব গলদের প্রতিকারের জন্য ভারতীয় কৃষি কমিশনের নির্দ্দেশ মত ভারত সরকারের অধীনে একজন মার্কেটিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার কাজে সহযোগিতা করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কতিপয় দেশীয় রাজাও মার্কেটিং অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ১৯৩৮ সালে এই সব মার্কেটিং অফিসারের চেষ্টায় কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে কতদূর কি কাজ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে মার্কেটিং অফিসারদের উদ্যোগে এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ডিম, ফল, ঘৃত, চামড়া, ময়দা, তামাক প্রভৃতি জিনিষের শ্রেণী বিভাগের জন্য ৬০টী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ যে এই সব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে উপরোক্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া কৃষকগণ পূর্ব্বের তুলনায় দেড়গুণ মূল্য পাইয়াছে। অধ্যাপক কে, টি, সাহের মতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রত্যেক বৎসর আড়াই হাজার কোটী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিকিকিনি হইয়া থাকে। উহার অধিকাংশই যে কৃষিজাত পণ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পণ্যদ্রব্যের জন্য ভারতীয় কৃষক বর্ত্তমানে যে মূল্য পাইতেছে তাহার পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইলে কৃষকদের আয় বৎসরে ১২ শত কোটি টাকা অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষিজাত পণ্যকে উৎকর্ষতা ভেদে শ্রেণী বিভাগ করিয়া এবং যথাযথভাবে প্যাক করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা এখনও বহু দিনের কথা। কোন দিন তাহা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ আছে। কিন্তু মার্কেটিং অফিসারদের চেষ্টায় ভারতবর্ষে উৎপাদিত কতিপয় কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার যদি উন্নতি বিধান করা যায় এবং এজন্য কৃষক যদি শতকরা ১০ টাকা বেশী মূল্য পায় তাহা হইলেও তাহাদের আয় বৎসরে কয়েক শত কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মার্কেটিং অফিসারদের কার্য্যাবলী দেশবাসীর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দরিদ্র ও বেকারদের সাহায্য

বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের ও দরিদ্র বেকারদের সাহায্য বিষয়ক (The Bengal rural poor and unemployed Relief Act, 1939) গালভরা আইনটিতে বাঙ্গলার লাট সম্মতি দিয়াছেন শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম যে দরিদ্র ও বেকারদের জন্য বাঙ্গলা সরকার না জানি কত কি করিতেছেন। কিন্তু আইনের ধারাগুলি দেখিয়া নিরাশ হইলাম। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া তহবিল খোলা হইবে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা এই তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। বাঙ্গলা সরকার, জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডও এই তহবিলে সাহায্য করিতে পারেন। উক্ত তহবিল ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ এবং বাহিরের অন্যূন ৫ জন সদস্য দ্বারা গঠিত এক একটি কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কমিটি নিজ নিজ এলেকাতে দিন মজুরের মধ্যে যাহারা বেকার রহিয়াছে তাহাদের এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি অর্থাভাবে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল সময় উপবাসী থাকে তাহা হইলে কমিটি তাহার পরিবারভুক্ত ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিগণকে প্রত্যহ অনধিক দুই আনা করিয়া এবং ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুগণকে প্রত্যহ অনধিক দুই পয়সা করিয়া অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন। তবে সাধারণতঃ কোন পরিবারকে এক সঙ্গে ৫ দিনের বেশী এই ধরণের সাহায্য দেওয়া হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আইনটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি ভিক্ষাদান বিষয়ক আইন। এই ভিক্ষাও গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে না—সাধারণের নিকট চাঁদার খাতা খুলিয়া তৎলব্ধ অর্থে কিছু কিছু ভিক্ষা দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের মুখ্য অভিপ্রায়। বাঙ্গলা দেশের দরিদ্র ও বেকার ব্যক্তিগণ এই মহানুভবতার জন্য হক মন্ত্রীসভাকে নিশ্চয়ই দু'হাত তুলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় দরিদ্র ও বেকার ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২।৪ জন লোকও সাহায্য পাইবে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে।

শ্বেতাঙ্গ চা'করদের অদূরদর্শিতা

আসামে সাদুল্লা মন্ত্রীসভার পতনের পর কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইতে উক্ত প্রদেশের ইউরোপীয় বণিকগণ এবং উহাদের মুখপত্র 'ষ্টেটসম্যান' এই মন্ত্রীসভাকে অপদস্থ করিবার জন্য কোন চেষ্টার বাকী রাখিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে ডিগবয় ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে তাহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। সম্প্রতি আসামের শ্বেতাঙ্গ চা'করগণও আসাম মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আসাম সরকার উক্ত প্রদেশের চা বাগান সমূহের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং এই কমিটি সরজমিনে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আসামের শ্বেতাঙ্গ চা'করগণ প্রথমে এই তদন্তকার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে উহারা কতকগুলি অমূলক অভিযোগ করিয়া এই তদন্ত কার্য্যে সহযোগিতা করিতে বিরত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ চা'করদের প্রতিনিধি সভা ইণ্ডিয়ান প্লাণ্টার্স এসোসিয়েসন যে সমস্ত অভিযোগ করিয়া তদন্ত কমিটী বয়কট করিয়াছেন তাহা আসাম সরকারের চিফ সেক্রেটারি মিঃ ডেনহির বিবৃতি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান টি প্লাণ্টার্স এসোসিয়েসনের হেড অফিস লণ্ডনে অবস্থিত এবং উহাতে ভারতীয় চা'করদের ২।৪ জন প্রতিনিধি থাকিলেও উহা

সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় চা'করদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। আসামের কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণ বরাবর যে প্রকার মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন তাহাতে প্লান্টার্স এসোসিয়েসনের বর্ত্তমান নীতি শ্রমিক তদন্ত কমিটির কার্য্যদ্বারা প্রভাবিত না হইয়া রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে মনে করিলে কোন দোষ হয় না। যাহা হউক শ্বেতাঙ্গ চা'করদের এই হুমকীতে ভীত না হইয়া আসাম সরকার চাবাগানের শ্রমিকদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন উহাই আমরা আশা করিতেছি। আমরা আরও আশা করি যে ভারতীয় চা'করগণ যেন শ্বেতাঙ্গ চা'করদের এই অপচেষ্টার সহিত কোনও প্রকারে সহযোগিতা না করেন। আসাম সরকার ইচ্ছা করিলে কোন তদন্ত কমিটি না বসাইয়াও চা বাগানের শ্রমিকদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু অনবধানতা বশতঃ চা'করদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন বিধান রচিত হয়—এই আশঙ্কায় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চা'করদের বক্তব্য জানিবার জন্য তাঁহারা তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। এখন শ্বেতাঙ্গ চা'করগণ যখন বাজে অজুহাত দেখাইয়া তদন্ত কমিটিকে বয়কট করিয়াছেন তখন এই বিষয়ে আসাম সরকারের আর কোন দায়িত্ব নাই। শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন আইনের খসড়া রচিত হইলে এই বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ চা'করদের কোন পরামর্শ লওয়া হয় নাই—একথা বলিবারও তাহাদের আর কোন অধিকার রহিল না। ক্ষমতামদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া আসামের শ্বেতাঙ্গ চা'করগণ যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন তাহার ফল তাঁহারা শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

রেল বিভাগের দুরবস্থার প্রতিকার

ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথ সমূহে এ-যাবত কয়েক বৎসর ঘাটতির পর মাত্র গত ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে উহা স্বাবলম্বী হইয়াছে এবং এই বৎসর হইতে ভারত সরকার রেলবিভাগ হইতে তাহাদের প্রাপ্য টাকার কতকাংশ করিয়া পাইতেছেন। কিন্তু চলতি ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম তিন মাসে সরকারী রেলপথসমূহে গত বৎসর এই তিন মাসের তুলনায় ৪১ লক্ষ টাকা এবং গত পূর্ব্ব বৎসরের এই তিন মাসের তুলনায় ৫৫ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে রেল বিভাগের বাজেটে ২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এবং এই টাকা ভারত সরকার পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু রেল বিভাগের আয়ের যে প্রকার দুরবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে এই বিভাগ হইতে ভারত সরকার যে কিছু পাইবেন তাহা মনে হইতেছে না। রেল বিভাগের আয়ের অবস্থা দৃষ্টে ভারত সরকারের নিকট এই বিভাগের যে ৩৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা দেনা রহিয়াছে তাহাও যে কোন দিন আদায় হইবে তাহা মনে হইতেছে না। ভারতীয় রেলপথসমূহের এই আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে ঢাকা রোটারী ক্লাবে একটী বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ এইচ এল দে সম্প্রতি একটী অত্যন্ত মৌলিক ও সমীচীন প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে ভারতীয় বন্দরসমূহে বিদেশ হইতে আমদানী মালপত্র দেশের অভ্যন্তরে বহন করিয়া এবং দেশের অভ্যন্তর হইতে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মালপত্র বন্দরসমূহে প্রেরণ করিয়া ভারতীয় রেল পথগুলির বিপুল পরিমাণ আয় হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশই বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ করিয়া দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য দ্বারা কাজ চালাইতে ব্যগ্র হওয়ায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এই উভয়ই উল্লেখযোগ্যরূপে কমিয়া গিয়াছে। ভারতীয় রেলপথ সমূহে বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার উহাই প্রধান কারণ। এই অবস্থায় ডাঃ দে বলেন যে এখন হইতে বিদেশ হইতে আমদানী এবং বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মালপত্রকে ভাড়ার সুবিধাদানের রীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালপত্র প্রেরণের যাহাতে সুবিধা হইতে পারে তজ্জন্য রেল বিভাগের অবহিত হওয়া উচিত। উহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালপত্র বহন করিয়া রেলপথগুলির আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বর্দ্ধিত হইবে এবং রেল বিভাগ বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইবে—উহাই ডাঃ দের অভিমত। আমরা এ কথা যদি স্মরণ রাখি যে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ গত ১০।১১ বৎসরের মধ্যে ৭০০ কোটি টাকা হইতে কমিয়া বর্ত্তমানে মাত্র সোয়া তিনশত কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাও যদি চিন্তা করি যে ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্যের পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের ৮ গুণ তাহা হইলে ডাঃ দের যুক্তি এবং প্রতিকার পন্থার সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু রেলওয়ে বোর্ড কি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিবেন?

জাপ ভারত ও বাণিজ্যচুক্তি

জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার যে বেসরকারী কমিটি গঠন করিয়াছেন গত ১৮ই জুলাই তারিখ হইতে সিমলাতে তাহার বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে কি কি সর্ত্ত থাকা আবশ্যক তাহা এই কমিটি স্থির করিবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবেন। জাপান হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে জাপানে তুলা রপ্তানী সম্বন্ধে কমিটি যে তাঁহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। উহা ছাড়া জাপ-ভারত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহের জন্য একটা অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা এবং জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় ছোট-খাট শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করিবার সমস্যা সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে জাপানের সহিত ভারতবর্ষের যখন দ্বিতীয়বার চুক্তি হয় সেই সময়েও বেসরকারী মহল হইতে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে জাপানের সহিত একটা রফা করার জন্য দাবী জানান হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভবপর হয় নাই। এবারকারের আলোচনাতে বেসরকারী পরামর্শ কমিটি এই দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিলেও জাপান এই দুই বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ মানিতে রাজী হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কেননা তুলার জন্য জাপান ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের উপর যে প্রকার নির্ভরশীল ছিল বর্ত্তমানে সেরূপ নির্ভরশীল নহে। চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে জাপান এখন ব্যাপকভাবে তুলার চাষের ব্যবস্থা করিতেছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তুলা বিক্রয়ের জন্য জাপানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে নূতন বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার সময়ে ভারতবর্ষের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা ও ছোট-খাট শিল্পের দাবী জাপান উপেক্ষা করিতে পারে।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন (২)

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে একটা আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে তাহার ৭ ও ১১নং ধারা সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিতেছি।

আমরা প্রথমেই বলিতে চাই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রকার সঙ্কীর্ণ মনোভাব লইয়া এই বিলটী রচনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিরাপদ এবং জনসাধারণের হিতকর পন্থায় পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক ব্যাঙ্ক আইন পাশ করিবার জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। উহার পরে গত ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী আইন পাকা হয়। এই দুইটি আইনে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কিত অনেক বিধান রচিত হইলেও যে প্রকার ব্যাপক বিধিনিষেধের ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সর্ব্বপ্রকার গলদ কাটাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে সেরূপ বিধিব্যবস্থা এই দুইটি আইনে কিছুই হয় নাই। উহার পরে ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশন্যাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যাঙ্কের পতনের ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে একটি ব্যাপক আইনের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এমন কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্বয়ং সার জেমস টেইলার গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি দেন তাহাতেও তিনি এই ধরণের একটি আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু এত তোড়জোড়ের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে আইনের খসড়া রচনা করা হইয়াছে তাহা দেখিলে স্পষ্ট মনে হয় যে এই আইন দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমস্যার কিছুই সমাধান হইবে না। উপরোক্ত চিঠিতে স্যার জেমস টেইলার আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার যে সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন প্রস্তাবিত আইন দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইবার কোন আশা নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্ক সমূহের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজে রাখার উপরেই সমধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্য পরিচালনার জন্য উপযুক্তরূপ মূলধন অত্যাবশ্যক হইলেও একমাত্র মূলধনের প্রাচুর্য্য দ্বারাই কোন ব্যাঙ্ক নিরাপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের তুলনায় উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ বহুগুণ বেশী হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৫১ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ৪৬ কোটি ২৭ লক্ষ পাউণ্ড। ঐ দেশের বার্কলেজ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু উহাতে আমানতী টাকার পরিমাণ ৪৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। লয়েডস্ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড এবং আমানতী টাকার পরিমাণ ৩৯ কোটী ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন এবং আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি ৮২ লক্ষ ও ৮০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কোন আইনে যদি উহাতে আমানতী টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথাযথ বিধিব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে মাত্র উহার মূলধনের পরিমাণ দ্বারা ব্যাঙ্কের বনিয়াদও সুদৃঢ় হয় না এবং আমানতকারী-দেরও স্বার্থ রক্ষা হয় না।

আমানতী টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রস্তাবিত আইনে একটি মাত্র বিধান রচিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে বাধ্যতামূলক হিসাবে উহার আমানতী টাকার শতকরা অন্ততঃ ৩০ ভাগ নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজে মজুদ রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তির কথা গত সপ্তাহে আমরা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের এই আপত্তি যদি গ্রাহ্য না হয় এবং নূতন ব্যাঙ্ক আইনে যদি প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পক্ষে আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ ও কোম্পানীর কাগজে রাখার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেও কি এক একটি ব্যাঙ্ক নিঃসন্দেহরূপে নিরাপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে? কোন ব্যাঙ্কপরিচালক যদি উক্ত আইনের বিধান অনুসারে উহাতে আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ ও কোম্পানীর কাগজে মজুদ রাখিয়া বাকী শতকরা ৭০ ভাগ সন্দেহজনক স্থলে দাদন করিয়া বসেন তাহা হইলে এই ব্যাঙ্কে আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে কি প্রকারে? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সার জেমস টেইলার নূতন ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গত মে মাসে যে চিঠি দেন তাহাতে তিনি এই ধরণেরই যুক্তি দিয়াছিলেন। অথচ নূতন ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচনার কালে এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। কারণ ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা বিধানের সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত ১১ ধারা—যাহাতে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজে রাখার বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর কোন বিধানই দেখিতে পাওয়া যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের এই মনোভাব বাস্তবিকই খুব রহস্যাবৃত। উহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার এবং ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের পক্ষে যাহাতে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়ের সুবিধা হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন তাঁহারা এই আইন রচনায় অগ্রসর হইতেছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির মারফতে দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের অলস কর্ম্মশক্তিকে অর্থকরী পন্থায় নিয়োজিত করিবার পক্ষে সাহায্য করা। ব্যাঙ্কসমূহ যদি কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিলের ও গুদামজাত মালের জামীনে অর্থ সরবরাহের সুযোগ পায় তাহা হইলেই দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের শ্রমশক্তি অর্থকরী পন্থায় নিয়োজিত হইতে পারে। এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ডিসকাউন্টের সুবিধা দিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে সহায়তা করিতে পারেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান স্বার্থকতাও এই খানেই নিহিত। বর্ত্তমানে আমরা এই কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহ কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের এক একটি দালাল মাত্র হইয়া থাকিবে এবং দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উহারা এক প্রকার কিছুই সাহায্য করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থায় আমানতকারীদের স্বার্থ নিরাপদ থাকা সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা থাকিবে না। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিলের ও গুদামজাত মালের জামীনে টাকা দাদন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সর্ব্বসময়ে এই সব বিলের ও মালের জামীনে ব্যাঙ্ককে অর্থ সরবরাহ করিতে প্রস্তুত থাকা—মাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য যথাযথ পালিত হইতে পারে এবং এই ব্যবস্থাতেই ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের অর্থ সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রহিতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থাতেও ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ যাহাতে নগদ ও

(৪০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতবর্ষের জাতীয় আয়

কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন বৎসরে মোট আয় কত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ব্যক্তির চাকুরী, দাদনী তহবিলের সুদ, ব্যবসায়ের লাভ, কৃষিজাত ফসল, জমীদারীর আয় প্রভৃতি একাধিকভাবে আয় হইয়া থাকে এবং কোন এক বৎসরে এই সমস্ত দফার আয় যোগ দিলেই ঐ বৎসরে তাহার আয় নির্দ্ধারিত করা যায়। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ব্যক্তি বা পরিবারের আয় নির্দ্ধারিত করিয়া উহা ক্রমশঃ কমিতেছে কি বৃদ্ধি পাইতেছে অর্থাৎ উহাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত কি অবনত হইতেছে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের ন্যায় একটা দেশের সমষ্টিগত আয় স্থির করা এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস পাইতেছে তাহা স্থির করা তত সহজ নহে। পৃথিবীর যে সব দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের আর্থিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যতালিকা সংগ্রহ করেন সেই সব দেশে উহা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে যেখানে দেশের লোকের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে তথ্য তালিকা সংগ্রহের এক প্রকার কিছুই চেষ্টা হয় না সেখানে জাতীয় আয় নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অথচ দেশের সমষ্টিগত আয় বৎসরের পর বৎসর বাড়িতেছে কিনা, বৎসরের পর বৎসর দেশের অধিবাসীদের মাথা পিছু গড়পরতা আয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে—তাহা বুঝিবার পক্ষে জাতীয় আয় সম্বন্ধে দেশবাসীর একটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের জাতীয় আয় সম্বন্ধে বিগত ১৮৭০ সালে সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী একটি বরাদ্দ প্রকাশ করেন। উহার পরে বিভিন্ন সময়ে বেরিং ও বারবুর, ডিগব, লর্ড কার্জ্জন, এটকিনসন, ওয়াদিয়া ও যোশী, সাহ ও খাম্বাটা এবং ফিণ্ডলে শিরাজ ভারতীয় জাতীয় আয় সম্বন্ধে তথ্য তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ফিণ্ডলে শিরাজের পুস্তকে ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় সম্বন্ধে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। উহার পরে এতদিন পর্য্যন্ত আর কেহ এই বিষয়ে কোন তথ্য তালিকা প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি আহম্মদাবাদের এস এল ডি আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই বিষয়ে একখানা পুস্তক (An Essay on India's National Income 1925-29 ; Published by George Allen & Unwin ; price 6s) প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আয় সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যে সমস্ত বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি বর্ত্তমান বরাদ্দে সংশোধিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এজন্য উহাতে উল্লিখিত তথ্য সমূহ বিশেষ প্রনিধানযোগ্য।

ডাঃ রাও বিগত ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সালে বিভিন্ন দফায় বৃটিশ ভারতের (সমগ্র ভারতবর্ষের নহে) আয় নিম্নলিখিতরূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন—

কৃষি	১১৯০	কোটী	টাকা
পশুপক্ষী	৩৬২	"	"
মাছ ও শিকারজাত আয়	৭	"	"
বন জঙ্গল	১৫	"	"
খনি	২৮	"	"
শিল্প	২৬৭	"	"
বাণিজ্য	৯০	"	"
যানবাহন	৬৯	"	"
সৈন্য ও শাসন বিভাগ	৮৬	"	"
বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি	৩৩	"	"
গৃহস্থালীর ভৃত্য	৫৪	"	"
মোট	২৩০১	"	"

এই ২৩০১ কোটি টাকা আয়ের সকল অংশ বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের ভোগে আসে না। কেননা ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে বিদেশী মূলধন খাটিতেছে তাহার আয় বিদেশে চলিয়া যায়। ডাঃ রাও এই ধরণের আয়ের পরিমাণ বৎসরে ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং বৃটিশ ভারতের জাতীয় আয় হইতে বিদেশীগণ প্রতি বৎসরে এতদতিরিক্ত আরও ১৮ কোটি টাকা করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতেছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ রাও এই আয় হইতে বীজশস্যের মূল্য, বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ, আসবাব পত্রের সংস্কার ইত্যাদি বাবদ বৎসরে ১৩৩ কোটি টাকা খরচ ধরিয়াছেন। এইসব বাদ দিলে বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বৎসরে ২০২৩ কোটি টাকা—অর্থাৎ মাথাপিছু গড়ে ৭৭·৯ টাকা। এই হিসাবে গড়ে ৫ ব্যক্তির দ্বারা গঠিত প্রত্যেক পরিবারের আয় দাঁড়ায় বৎসরে ৩৯০ টাকা—অথবা দৈনিক এক টাকার সামান্যকিছু বেশী।

ডাঃ রাও তাঁহার পুস্তকে ১৯২৫-২৯ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ সাব্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় ভারতবাসীর আয়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই তুলনামূলক বিচার করাও সহজ নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যাহারা ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ সমস্ত ভারতবর্ষের এবং কেহ মাত্র বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের আয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সকলেই টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন বলিয়া পণ্য দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হেতু ভোগ্য সামগ্রীর হিসাবে প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাণেও তারতম্য ঘটিয়াছে। ডাঃ রাও পণ্যদ্রব্যের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য রাখিয়া স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী, এটকিনসন এবং সাহ ও খাম্বাটার বরাদ্দের সহিত তাঁহার বরাদ্দের তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে গত ১৮৬৭-৬৮ সালে দাদাভাই নৌরজীর হিসাবমত বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের মাথা পিছু আয় ছিল ৪৪·২ টাকা। ১৮৯৫ সালে এটকিনসনের হিসাব মত উহা ৫৫ টাকা এবং ১৯২১-২২ সালে শাহ ও খাম্বাটার হিসাব মত উহা ৭৮ টাকায় দাঁড়ায়। এই হিসাবে ১৮৬৭-৬৮ সালের তুলনায় ১৮৯৫ সালে মাথাপিছু ভারতবাসীর আয় শতকরা ২৫ ভাগ এবং ১৮৯৫ সালের তুলনায় ১৯২১-২২ সালে শতকরা ৪২ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ডাঃ রাও ১৯২৫-২৯ সালের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে ১৯২১-২২ সালের তুলনায় ১৯২৫-২৯ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় কিছুমাত্র বৃদ্ধি না পাইয়া স্থির ভাবেই ছিল।

১৯২৫-২৯ সালের পরে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় আয় তথা ভারতবাসীর মাথাপিছু আয়ের অবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইয়াছে তাহার কোন হিসাব এখন পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে এদেশে ইতিমধ্যে জনসংখ্যা যে প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে প্রকার কমিয়াছে তাহাতে এই কয় বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াই সম্ভবপর। ডাঃ রাও এই বিষয়েও একটি হিসাব প্রকাশ করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় সম্বন্ধে যাহারা তথ্যান্বেষী এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র কি স্বচ্ছল হইতেছে এই—সম্বন্ধে জানিতে যাহারা অগ্রহান্বিত তাঁহারা ডাঃ রাওয়ের পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। পুস্তকখানাতে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় সম্বন্ধে অনেক মৌলিক তথ্য পাওয়া যাইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

খড়িমাটির সুব্যবহার

যুক্তপ্রদেশ সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির নিকট যে স্মারক লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে ঐ প্রদেশের সিমেণ্ট শিল্প গড়িয়া তোলার প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে বর্ত্তমানে একটিও সিমেণ্ট কারখানা নাই। যুক্তপ্রদেশ সরকার বলিতেছেন হৃষিকেশের নিকট এক শ্রেণীর খড়িমাটির প্রচুর যোগান রহিয়াছে। তাহাছাড়া অন্য উপযুক্ত শ্রেণীর মাটিও আছে। ঐ সমস্ত হইতে সিমেণ্ট তৈয়ারের ব্যবস্থা হইতে পারে। অধিকন্তু সিমেণ্ট তৈয়ার করিতে গিয়া ঐ সমস্ত উপাদানের সঙ্গে উপরি প্রাপ্য হিসাবে প্রচুর গন্ধক ও গন্ধকদ্রাবক পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে।

জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা

গত ১৭ই মে তারিখে যে লোক গণনা কার্য্য পরিচালনা করা হয় তাহার ফলে মেমেল ও বোহেমিয়া মরাভিয়া বাদ দিয়া বৃহত্তর জার্ম্মাণীর মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ। আলাদাভাবে মেমেলের লোকসংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ও বহেমিয়-মরাভিয়ার লোকসংখ্যা হইতেছে ৬৮ লক্ষ। ঐ লোকসংখ্যা একত্র করিলে বৃহত্তর জার্ম্মাণীর মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৩ হাজার। ১৯৩৩ সালে হের হিটলার যখন জার্ম্মান রাষ্ট্রের কর্ণধার হন তখন জার্ম্মানীর জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৫২ লক্ষ। সে তুলনায় বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪৪ লক্ষ পরিমাণ বাড়িয়াছে। আসলে জার্ম্মাণীতে লোকসংখ্যা শতকরা ৪ ভাগ হারে মোট ৩২ লক্ষ বাড়িয়াছে। আর বাকী বৃদ্ধি নূতন রাজ্য যোগ করিয়াই সম্ভবপর হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যার দিক দিয়া ইউরোপে রাশিয়ার পরই জার্ম্মাণীর স্থান। বৃহত্তর জার্ম্মাণীতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কিছু বেশী।

ব্রহ্মে ভারতীয় ঔপনিবেশিক

ব্রহ্ম সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী স্যার ওয়ালটার বুথগ্রেভ্‌লি সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে গড়ে প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে আড়াই লক্ষ লোক ব্রহ্মদেশে আগমন করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ চাষাবাদ প্রভৃতি ধরণের কাৰ্য্যে সাময়িকভাবে কাজ করিবার জন্য আসিয়া থাকে এবং পরে কাজ হইলে তাহারা ভারতে ফিরিয়া যায়।

নূতন ধরণের টাকা ও পয়সা

নূতন রাজার প্রতিচ্ছবি সম্বলিত টাকা, আধুলি, সিকি, দুইআনি, আনি ও পয়সা প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাজারে নূতন আনি, পয়সা, অর্দ্ধপয়সা ও পাই প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকাতার টাকশাল হইতে নূতন ধরণের দুইআনিও শীঘ্রই বাহির হইবে বলিয়া প্রকাশ। নানাদিক দিয়া নূতন দুইআনির খুব বিশেষত্ব থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগেকার রূপার দুইআনি আর বাহির করা হইবে না। নিকেলের নূতন দুইআনি বাহির করা হইবে। উহা বাহিরে চৌ কোনাকার এবং উহার ভিতর দিকে একটি চক্র মধ্যে মুকুটসহ রাজমস্তক থাকিবে। অভিনব ধরণে খাঁজ সহযোগে নূতন টাকা নির্ম্মিত হইবে। ঐ নূতন পরিকল্পনাটি অনেক দিক দিয়াই বিশেষত্ব ব্যঞ্জক হইবে। পুরাতন টাকা ও পয়সা প্রভৃতিতে পরলোকগত রাজার আবক্ষ প্রতিচ্ছবি দেওয়া হইত। এবারের মুদ্রাগুলিতে কেবল রাজার মস্তকের প্রতিচ্ছবি থাকিবে।

পাঞ্জাবে বেকার সমস্যা

পাঞ্জাব সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে যে বেকার তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহারা তাহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্টও তাহা বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, কমিটি পাঞ্জাব প্রদেশে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য মোট ১৩০টি সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। কমিটি তাহাদের তদন্তের ফলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ প্রদেশের কৃষকদের ভিতর স্থায়ী ধরণের বেকার সমস্যা তেমন নাই। অপরদিকে ঐ প্রদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেড় লক্ষেরও উপর বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত হওয়ায় সাধারণ লোক নিজেরা যেসব জিনিষ প্রস্তুত করে না সেই সব জিনিষ ক্রয় ও ব্যবহারে অভ্যস্থ হইয়া পড়িতেছে, আর তাহার ফলে বেকার সমস্যাও বাড়িতেছে। এই অবস্থায় সমস্যা সমাধান করিতে হইলে পাঞ্জাব প্রদেশে শিল্পের যথাসম্ভব প্রসার সাধন করিয়া কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়াইবার খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

শুষ্ক বরফ

সর্ব্বপ্রকার বাজার চলতি মালের মধ্যে শুষ্ক বরফই সর্ব্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা দ্রব্য। সাধারণ বরফের সহিত লবণ মিশাইলে যে তীব্র ঠাণ্ডাভাব তৈয়ার হয় শুষ্ক বরফ তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ চারিগুণ বেশী ঠাণ্ডা। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সাধারণ বরফের ন্যায় তাপ প্রয়োগে তরলতা প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়। ব্যবহারকালে ইহা সাধারণ বরফের ন্যায় কোন প্রকার জলীয় জিনিষে রূপান্তরিত না হইয়া ধীরে ধীরে গ্যাসের আকারে বাতাসে নিঃশেষ হইয়া মিশিয়া যায়। শুষ্ক বরফ প্রস্তুতের প্রথম ধাপ হইল অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপাদন। এই গ্যাস অনেক প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহা নিম্ন তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি দ্বারা উৎপাদিত হয়। প্রথমতঃ ইহা ভাল কয়লা জালাইয়া পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শামুক বা চূণাপাথর গরম করিয়া চূণ তৈয়ারীর কালে ইহা গ্যাস আকারে উৎপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ শর্করা জাতীয় জিনিষ গাঁজিয়া মদ প্রস্তুত কালে ইহা বুদ্বুদের আকারে ক্রমাগত বাহির হইতে থাকে। এই প্রকারে প্রাপ্ত অঙ্গারাম্ল গ্যাসকেই যন্ত্রদ্বারা বাজার চলিত শুষ্ক বরফে রূপান্তরিত করা হয়। শুষ্ক বরফের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহা প্রধানতঃ শৈত্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ইহার সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার হইল আইসক্রীম ব্যবসায়িগণ। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগেরও অধিক ইহারা ক্রয় করে। কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান সহরের রাস্তার ঠেলা গাড়ী করিয়া যে আইসক্রীম বিক্রয় হয় ব্যবসায়িগণ সেই

আইসক্রীমের বাক্সটি ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য শুষ্ক বরফ ব্যবহার করেন। ইহার ফলে সাধারণ কুল্পী বরফওয়ালাদের মত ঠাণ্ডা করিবার জন্য বরফ ও লবণ ব্যবহারের হাঙ্গামা করিতে হয় না এবং জিনিষ পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা সম্ভবপর হয়। কাঁচা ফলমূল, তাজা মাছ, মাংস ইত্যাদি দূরদেশে চালান দেওয়ার জন্য যে মালগাড়ী ব্যবহৃত হয় তাহার কামরা ঠাণ্ডা রাখার জন্যও এই শুষ্ক বরফ আজকাল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা ভিন্ন এই জিনিষের ব্যবহারের আরও বহু প্রকার সম্ভাবনা আছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে ইহার কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

ভারতীয় কলে কাগজ উৎপাদন

প্রথমে ১৯২৫-২৬ সালে বিদেশী কাগজের উপর রক্ষণ শুল্ক বসান হয়। তখন লেখার ও কতকজাতীয় ছাপার কাগজের উপর পাউণ্ডে এক আনা রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য হয়। ১৯৩৬ সালে উহা বাড়াইয়া প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ পয়সা করা হয়। ঐ হার ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে। রক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ভারতীয় কলে বৎসরে ২৭ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইত। ১৯৩৭ সালে উহা বাড়িয়া ৪৮ হাজার টন হইয়াছে। এই হিসাব সংরক্ষিত ও অরক্ষিত দুই প্রকার কাগজেরই। ১৯৩৭ সালে দেশী মিলে কেবল সংরক্ষিত শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত হয় ৪৩ হাজার টন আর ঠিক ঐ জাতীয় কাগজ আমদানী হয় ১২ হাজার টন। এই যে ১২ হাজার টন আমদানী হয় তাহাও এমন কাগজ যাহার বিশেষত্ব আছে বলিয়া দেশী কলে তৈরী করা সম্ভব হয় নাই। রক্ষণ শুল্ক দ্বারা যে সুবিধা হইয়াছে তাহাতে পুরাতন মিলগুলিতে কাগজের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; কয়েকটি নূতন কল স্থাপিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে—আরও কয়েকটি কল স্থাপিত হওয়ার কথা আছে। ১৯২৫ সালে প্রথম সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তিত হয় এবং ও ১৯৩১ সালে ঐ হার বর্দ্ধিত করা হয়। বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে ১৯৩৯ সাল হইতে আগামী ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসর কাল প্রতি পাউণ্ডে ১১ পাই করিয়া রক্ষণ শুল্ক আদায় করা হইবে।

বিভিন্ন দেশে অন্ধের সংখ্যা

বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে অন্ধের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া অনুমিত হইতেছে:—ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার, জার্ম্মাণীতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ ২০ হাজার, মিশরে ১ লক্ষ ১০ হাজার, জাপানে ৮০ হাজার, ইংলণ্ডে ৭৮ হাজার, ফ্রান্সে ৩৫ হাজার, ইটালীতে ৩৪ হাজার, আর্জ্জেন্টিনা ৭ হাজার ৫০০, সুইডেনে ৬ হাজার, ক্যানাডায় ৬ হাজার, অষ্ট্রেলিয়ায়, ৪ হাজার, বেলজিয়ামে ৪ হাজার, নরওয়েতে ৩ হাজার, ফিনল্যাণ্ড ২ হাজার ৪০০, ডেনমার্কে ২ হাজার, নিউজিল্যাণ্ড ১ হাজার ২০০, ট্রিনিদাদে ১ হাজার ১০০।

হায়দরাবাদের দিয়াশলাই শিল্প

দেশী দিয়াশলাই শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে পর হায়দরাবাদ রাজ্যে অনেকগুলি যন্ত্রপাতি-সমন্বিত দিয়াশলাইএর কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু পরে দিয়াশলাইএর উপর উৎপাদন কর বসিবার সঙ্গে বড় কারখানার সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। তবে উৎপাদন কর নির্দ্ধারক আইনের ৩৬নং ধারায় যে সব ছোট কারখানার দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ একশত গ্রোস দিয়াশলাইয়ের কম সেইসব কারখানাকে কর সম্বন্ধে কিছু সুবিধা দেওয়ার বিধান থাকায় এক্ষণে হায়দারাবাদ রাজ্যে ঐ সুবিধার দিকে নজর রাখিয়া বর্ত্তমানে ছোট কারখানা স্থাপনের দিকে একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত রাজ্যে বিদ্যুৎশক্তি চালিত বড় দিয়াশলাইয়ের কারখানার সংখ্যা ৪টি ও হস্ত চালিত কারখানার সংখ্যা মোট ৩টি। ঐ কারখানাগুলিতে সমষ্টিগতভাবে মোট দুই হাজার শ্রমিক কাজ করিতেছে।

আমের শ্রেণী বিভাগ

কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা সরকারের অধীনে যে মার্কেটিং বিভাগ আছে তাহা ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগের সহযোগিতায় সম্প্রতি মালদহ জিলার রোহনপুরে আমের একটি শ্রেণীবিভাগ কেন্দ্র স্থাপন

(প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন)

নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় থাকে তাহার বিলিবন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার শতকরা ৭০ ভাগ সম্বন্ধেই কোন ব্যবস্থা না করিয়া মাত্র ৩০ ভাগের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই যদি জোর দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা কি আমানতকারীর স্বার্থরক্ষা, কি ব্যাঙ্কের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধন কোন দিক হইতেই কার্য্যকরী হইবে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে ব্যাঙ্ক সমূহকে বিলের এবং গুদামজাত মালের জামীনে অর্থ সরবরাহ করিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। এই সম্বন্ধে কোন বাঁধাধারা নিয়ম করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহ যে নীতি অবলম্বনে কাজ করিতেছে আমাদের দেশেও সামান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সহ তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। আমেরিকার প্রত্যেকটী ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উহার সদস্যভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির গার্ডিয়ান হিসাবে উহাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়া রাখা হইয়াছে। এই অধিকার আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের চতুর্থ ধারায় সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ধারাটীর মর্ম্মানুবাদ এইরূপ—"ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার সদস্যভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ কোন শ্রেণীর জামীনে কি পরিমাণ টাকা দাদন করে তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এইসব ব্যাঙ্ক ঝুঁকিদারি কাজে অথবা যে ধরণের দাদনে ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি শিথিল হইতে পারে সেই ধরণে অধিক পরিমাণ অর্থ দাদন করিতেছে কিনা তাহা স্থির করিবেন। যদি দেখা যায় যে ব্যাঙ্ক সমূহ উপরোক্তভাবে বেশী পরিমাণ টাকা দাদন করিয়া বসিতেছে তাহা হইলে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডে অভিযোগ করিবেন। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড এই অভিযোগ বিচারের পর যদি তাহা সত্য বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে নির্দ্দিষ্ট সময়দানের পর উক্ত ব্যাঙ্কের বিল প্রভৃতি রিডিসকাউণ্ট করা সাময়িক ভাবে অথবা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমেরিকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহকে উহার সদস্যভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখিবার অধিকার দেওয়া রহিয়াছে এবং উহার বিনিময়ে সদস্যভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজনমত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ডিসকাউণ্টের সুবিধা পাইতেছে। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কসমূহ আজ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এরূপ কোন সুবিধা পাইতেছেনা। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ যদি এই সুবিধা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করে তাহা হইলে উহারা উহাদের দাদননীতি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সমস্ত প্রকার তথ্য সরবরাহ করিতে এবং এই সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলিতে আপত্তি করিবে না। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে এই জরুরী বিষয়টির সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। অবশ্য আইনের যে বিস্তৃত মুখবন্ধ দেওয়া হইয়াছে তাহার একস্থলে এরূপ বলা হইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাপড়া করিয়া রি-ডিসকাউণ্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী বিশেষের খামখেয়ালীর উপর না রাখিয়া নূতন ব্যাঙ্ক আইনের অন্তর্ভুক্ত করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আশা করা যায় যে এই বিষয়ে দেশের ব্যাঙ্কব্যবসায়ীরা আমাদের সহিত একমত হইবেন।

করিয়াছেন। সেখানে গোপাল ভোগ, লেংরা, ক্ষীরসাপতি ও ফজলী শ্রেণীর আমের শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমের রকম বিচার করিয়া তাহা অত্যোৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর মার্কা যুক্ত করিয়া বাঁশনির্ম্মিত বাক্সটি বন্ধ করা হয় ও পরে তাহা বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া হয়। বাক্সবন্দী করার সময় 'টিসু' কাগজ দিয়া আম মুড়িয়া দেওয়া হয়। মালদহ অঞ্চলে আমচাষীরা সাধারণতঃ আমগাছে মুকুল ধরিলেই তাহা মধ্যব্যবসায়ীদের নিকট অগ্রিম বিক্রয় করিয়া ফেলে। উপযুক্ত সময়ে মধ্যব্যবসায়ীরা ঐ আম চালান দিয়া থাকে। ঐ আম কিনিতে গিয়া সাধারণ খরিদ্দারেরা প্রতি ১০০টি আমের জন্য গড়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা মূল্য দিয়া থাকে। অথচ প্রচলিত বিক্রয় ব্যবস্থায় আমচাষীরা প্রতি এক হাজার আমের জন্য গড়ে এক টাকার বেশী পায় না। এই অবস্থায় আমচাষীরা সাক্ষাৎভাবে নিজেরা আম বিক্রয় করিয়া যাহাতে বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক হারে মূল্য পাইতে পারে তজ্জন্যই বাঙ্গলা সরকার আমের শ্রেণীবিভাগের বর্ত্তমান পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন।

জগতে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যে বিচিত্র ধরণের অসংখ্য পণ্য উৎপাদিত হইতেছে তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীর পদার্থের বাৎসরিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল:—কয়লা-১৪৪ কোটি টন, সিমেণ্ট ৭ কোটি টন, লবণ ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন, টিন ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন, তামা ১৬ লক্ষ টন, রৌপ্য ২২ কোটি আউন্স, সোনা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ আউন্স (বিশুদ্ধ), বিদ্যুৎ ৩৬ হাজার কোটি কিলওয়াট, রবার ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টন, কেরোসিন ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন, এলুমিনিয়াম ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন, লোহা ৯ কোটি টন, ইস্পাত ১২ কোটি টন, প্লেটিনাম ৫ লক্ষ আউন্স, রেশম ৫৫ হাজার টন, কৃত্রিম রেশম ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন, তুলা ৬৮ লক্ষ টন, পশম ১৭ লক্ষ টন, রেডিয়াম ৩ আউন্স।

লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে ঢাকা মণিপুরের সরকারী কৃষি ফার্মে একশত ধরণের তুলার নমুনা নিয়া পরীক্ষামূলক চাষ আরম্ভ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে সাধারণতঃ কুমিল্লা ও গারো পাহাড় শ্রেণীর যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই প্রায় ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত। উহা ভারতীয় কাপড়ের কলে ব্যবহারের উপযোগী নহে। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে মোট ৪১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮১ টাকার তুলা খরিদ করিয়াছে। তাহার প্রায় সমস্তই ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তথা অপকৃষ্ট শ্রেণীর।

গোজাতির উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা

ভারতে গৃহপালিত গবাদি পশুর উন্নতি সম্পর্কে কোয়েম্বাটুর গবেষণা কেন্দ্রে বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়া গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে। ১৯১৪ সালে কয়েকটি মাত্র গরু নিয়া ঐ গবেষণা কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল এবং তখন প্রত্যেকটি গরু দৈনিক গড়ে মাত্র ৫ পাউণ্ড দুধ দিত, বর্ত্তমানে কোয়েম্বাটোরের গবেষণা কেন্দ্রে ১৯৩টি সাহিওয়াল গাভী আছে এবং উহারা প্রত্যহ গড়ে ২২.২ পাউণ্ড দুধ দিতেছে। দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাভীর চাহিদা খুব রহিয়াছে, বর্ত্তমান গবেষণা কেন্দ্র হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাভী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণতঃ যে বয়সে গবাদি পশু তাহাদের কার্য্যক্ষমতা লাভ করে তাহার পূর্ব্বেই উহাদের কার্য্যক্ষমতা আনা যায় কিনা সে সম্পর্কে উক্ত গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা চালান হইতেছে। এই পরীক্ষায় বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মাত্র ১৯ মাস বয়সের ষণ্ড প্রজনন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে এবং ১৯ মাস বয়সের গাভীও শাবক প্রসব করিতেছে। ইহাতে গো-পালনে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার উপায় হইয়াছে। প্রকাশ, কোয়েম্বাটোর গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে শাবক প্রসব না করিলেই যে গরু দুগ্ধ দেয় না এমন নহে। গর্ভবতী না হইয়াও গাভী দুধ দিতে পারে এবং গর্ভবতী গাভীর এবং গর্ভবতী হয় নাই এমন গাভীর দুধে কোনই পার্থক্য নাই।

দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা

দেশীয় রাজ্যসমূহ সুবিশাল ভারত ভূমির শতকরা ৪৫ ভাগ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা গণনায় সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগ বা ৮ কোটি ১৩½ লক্ষ লোক দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। এই সকল রাজ্যে লোকসংখ্যা ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯৩১ সালে যে দশ বৎসর শেষ হয়, তাহাতে বৃটিশ ভারতে যেস্থানে শতকরা ১০ জন হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দেশীয় রাজ্য সমূহে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত সেইস্থলে শতকরা ১২½ জন হইয়াছিল। এই বৃদ্ধির হার এখনও অব্যাহতগতিতে চলিতেছে। আশা করা যায় যে ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা গণনায় দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিবাসীদের সংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ পরিমিত হইবে। দেশীয় রাজ্যসমূহে গড়ে প্রতি মাইলে লোকসংখ্যা ১১৪। কোচিনে লোকসংখ্যার অনুপাতই সর্ব্বোচ্চ—প্রতি মাইলে ৮১৪ এবং বেলুচিস্থানের মরুপ্রদেশস্থিত রাজ্যসমূহে লোকসংখ্যার অনুপাত সর্ব্বনিম্ন—মাইল প্রতি ৫ জন মাত্র।

ভারতে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা

মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে একটি সমরোপকরণ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। মধ্যপ্রদেশ গেজেটের এক নোটিশে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট জব্বলপুর জেলার বাঞ্জী চাঁদনী, মেহগাওয়ান ও কারোয়াণ্ডী গ্রামে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩০৭ একর পতিত ও আবাদী জমি খারিজ করা স্থির করিয়াছেন। এইখানে সামরিক বিভাগ একটি সমারোপকরণ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপন করিবেন। এই কারখানা নির্ম্মিত হইলে উহা ভারতের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণ কারখানা সমূহের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইবে। ইহা অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত হইবে। ইহাতে সরকারী দেশরক্ষা বিভাগের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং কয়েক শত লোক চাকুরীও পাইবে।

বাঙ্গালায় তিসির চাষ

উন্নত ধরণের তিসির চাষের জন্য বাঙ্গলা সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তিন বৎসরের জন্য পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিবার জন্য ২৯ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে উত্তর বঙ্গে কাজ আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে তিষি হইতে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশে শন হইতে মূল্যবান কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ ও প্রস্তুত হয়।

হায়দারাবাদে নুতন শিল্প কারখানা

নিজাম সরকার সম্প্রতি হায়দরাবাদ রাজ্যে কয়েকটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কৃত্রিম ঘি ধরণের জিনিষ অনেক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে। হায়দারাবাদ রাজ্যে ঐ জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার উপযোগী মাল মসল্লা বিস্তর রহিয়াছে বলিয়া নিজাম সরকার তজ্জন্য কলকারখানা বসাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক আকারে বাদাম ও রেড়ীর তৈল প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি কল কারখানা স্থাপিত হইবে। রেড়ী হইতে উৎপন্ন কাঁচা রেড়ীর তৈল এবং ঐ তৈল অন্য খনিজ তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাজারে ও ইউরোপে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইবে। তৃতীয়তঃ নিজাম সরকার হায়দারাবাদ সহরের নিকট একটি আধুনিক ধরণের ময়দার কল স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। হায়দারাবাদে বিস্তর গম উৎপন্ন হয় অথচ বাহির হইতে প্রচুর ময়দা ঐ রাজ্যে আমদানী হইয়া থাকে। ময়দার কলটি স্থাপিত হইলে তাহা স্থানীয়ভাবে ময়দার চাঁহিদা মিটাইতে পারিবে।

ভারতে পশমের ব্যবহার

ভারতবর্ষে কার্পেট তৈয়ার ও পশম বস্ত্র তৈয়ারের কাজে প্রতি বৎসর ৫ কোটি পাউণ্ড পশম ব্যবহৃত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। শিল্প কার্য্যে ব্যবহারের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে বিস্তর পশম ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়। ১৯৩৭ সালে বাহির হইতে ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড পশম আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে মোট ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড পশম আমদানী করা হইয়াছে। সূচী কার্য্যের জন্য বাহির হইতে কিছু পরিমাণ পশম সূতাও প্রতি বৎসর আমদানী করা হয়। ১৯২৮ সালে ঐরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালে তাহা ২৯ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে কেবলমাত্র পশমের তৈয়ারী কার্পেটই বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ১ কোটি ১৩ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ কার্পেট রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ঐ রপ্তানী কমিয়া ৮৯ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের কাঁচশিল্প

যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি ঐ প্রদেশে কাঁচশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে যুক্তপ্রদেশে মালা ও হার তৈয়ারের উপযোগী কাঁচের সুদৃশ্য গুলিকা (Bead) নির্ম্মাণ বিষয়ে খুব উন্নতি দেখা গিয়াছে। যে পরিমাণে বর্ত্তমানে ঐ জিনিষ তৈয়ার হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে জাপান হইতে যে কাঁচের গুলিকা সমন্বিত ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালা আসিয়া থাকে অদূর ভবিষ্যতে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে। এমন কি দেশের ঐ জিনিষের চাহিদা মিটাইয়াও যুক্তপ্রদেশ বাহিরে উহা রপ্তানী করিতে পারিবে। কাঁচশিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলেকজেণ্ডার নেভেলের পরিচালনাধীনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লাস টেক্নোলজি ইনষ্টিটিউটে বর্ত্তমানে কাঁচশিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা চলিতেছে। এবৎসর যুক্তপ্রদেশ সরকারও ঐরূপ গবেষণার জন্য ৩২ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ডাঃ নোভল চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কারিগর আনাইবার জন্যও সচেষ্ট হইয়াছেন। চলতি বৎসরেই চারিজন কারিগর আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কাঁচের উন্নত ধরণের পান পাত্র ও বোতল প্রভৃতি নির্ম্মাণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিভিন্ন শিল্প কার্য্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্য বড় বড় কাঁচের চুল্লির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন।

বস্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্র উৎপাদন বিষয়ে শীঘ্রই সমবায় নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কল মালিক সমিতি কাপড়ের কল সমূহের কাজ সম্বন্ধে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি স্কীম তৈয়ার করিয়াছেন। ঐ স্কীমটি বিভিন্ন কলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। বিভিন্ন কলের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ স্কীমটি অনুমোদন করিলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বস্ত্রের উৎপাদন আবশ্যকানুরূপ নিয়ন্ত্রিত হইবে। যদি স্কীমটি বোম্বাইয়ে কৃতকার্য্য হয় তবে উহা অন্যান্য প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যেও প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন

প্রকাশ বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। যদি সরকারের পরিকল্পিত বিধি ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা হয় ঐ দফায় সরকারের ১৪ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের মোট বেতনের পরিমাণ ৬ কোটি ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। তন্মধ্যে যাহাদের বেতন ১০০ টাকা কিংবা তাহার কম, তাহারা মোট ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহাদের বেতন কমান হইবে না, ইহা ছাড়া আরও ৯৮ হাজার ৮৮ টাকা বেতন হ্রাস হইবে না। অবশিষ্ট ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বেতন সম্বন্ধে ব্যয় সঙ্কোচ নীতি প্রযুক্ত হইবে। এই বেতনের মধ্যেও যাহারা ১৯৩৭ সালের এপ্রিলের পূর্ব্বে চাকরী পাইয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে এই নীতি প্রয়োগ করা হইবে না। শুনা যায় বাঙ্গলা সরকার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা ৩৭০ হইতে কমাইয়া ২৫০ এ পরিণত করিবেন। ডিপুটি কালেক্টরদিগের অনেক

কাজ সব্‌ডিপুটি কালেক্টরদিগের দ্বারা সম্পন্ন করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতেও গভর্ণমেণ্টের অনুমান দেড় লক্ষ টাকা আয় হইবে। বর্ত্তমানে সাধারণ পেন্সনের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বার্ষিক ৫ হাজার টাকা। অতঃপর ইহা কমাইয়া ৪ হাজার টাকা করা হইবে এবং বর্ত্তমানে যে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা হারে উচ্চতর শ্রেণীর পেন্সন আছে তাহা বাতিল করা হইবে।

ইঙ্গ মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে এক পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ছয় লক্ষ গাঁইট তুলা সরবরাহ করিবে। কি প্রকার তুলা সরবরাহ করিতে হইবে তাহা পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে তুলা যে মূল্যে বিক্রয় হইতেছে তাহার গড়পড়তা হার ধরিয়া এই তুলার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে। তবে মূল্যের পরিমাণ ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইবে না এরূপ আশা করা যায়। পক্ষান্তরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমমূল্যের রবার সরবরাহ করিবেন, এই রবারের পরিমাণ ৮০ হাজার টনের মধ্যে হইবে। উভয় গভর্ণমেণ্টই যুদ্ধের সময়ে অপরিহার্য্য উক্ত দুইটি জিনিষ মজুত করা সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় কাঁচের জিনিষ আমদানী

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলা প্রদেশে বাহির হইতে সমুদ্রপথে মোট ৪১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৫ টাকার কাচের জিনিষ আমদানী হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাহির হইতে ঐরূপ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এবারকার আমদানীর মধ্যে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা চুড়ি ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার মালা, ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার বোতল ও শিশি রহিয়াছে। প্রধানতঃ জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইংলণ্ড হইতেই ঐসব জিনিষ আমদানী হইয়াছে।

শ্রমিক মন্ত্রী সম্মেলন

আগামী আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিমলায় বিভিন্ন প্রদেশের শ্রম মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হইবে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক প্রদেশেই একজন করিয়া শ্রমমন্ত্রী রহিয়াছেন। শ্রমিক সমাজের উন্নতি বিধানার্থ আইন প্রণয়ন করিবার কার্য্যসূচী ও অনেক মন্ত্রীসভার সমক্ষেই রহিয়াছে। কিন্তু আসলে কোন প্রদেশের মন্ত্রী সভায় সে বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী উৎসাহ উদ্যম দেখান নাই। কেবলমাত্র যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ম্যাটারনেটি বেনিফিট এ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় চা'লের সমস্যা

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে'র সাময়িক প্রসঙ্গে 'বাঙ্গলায় চা'লের সমস্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক তদন্ত বোর্ডের সেক্রেটারীর নাম শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। আসলে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারীর নাম হইতেছে শ্রীযুত নীহারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

এই বৎসর মোট ৪৪ হাজার ২৭০ জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। উহার মধ্যে ২৬ হাজার ৪৩৩ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এইবার শতকরা ৫৯.৯৫ ভাগ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর শতকরা ৭৮.৭ ভাগ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

ভারতে রেলের ইঞ্জীন তৈয়ার

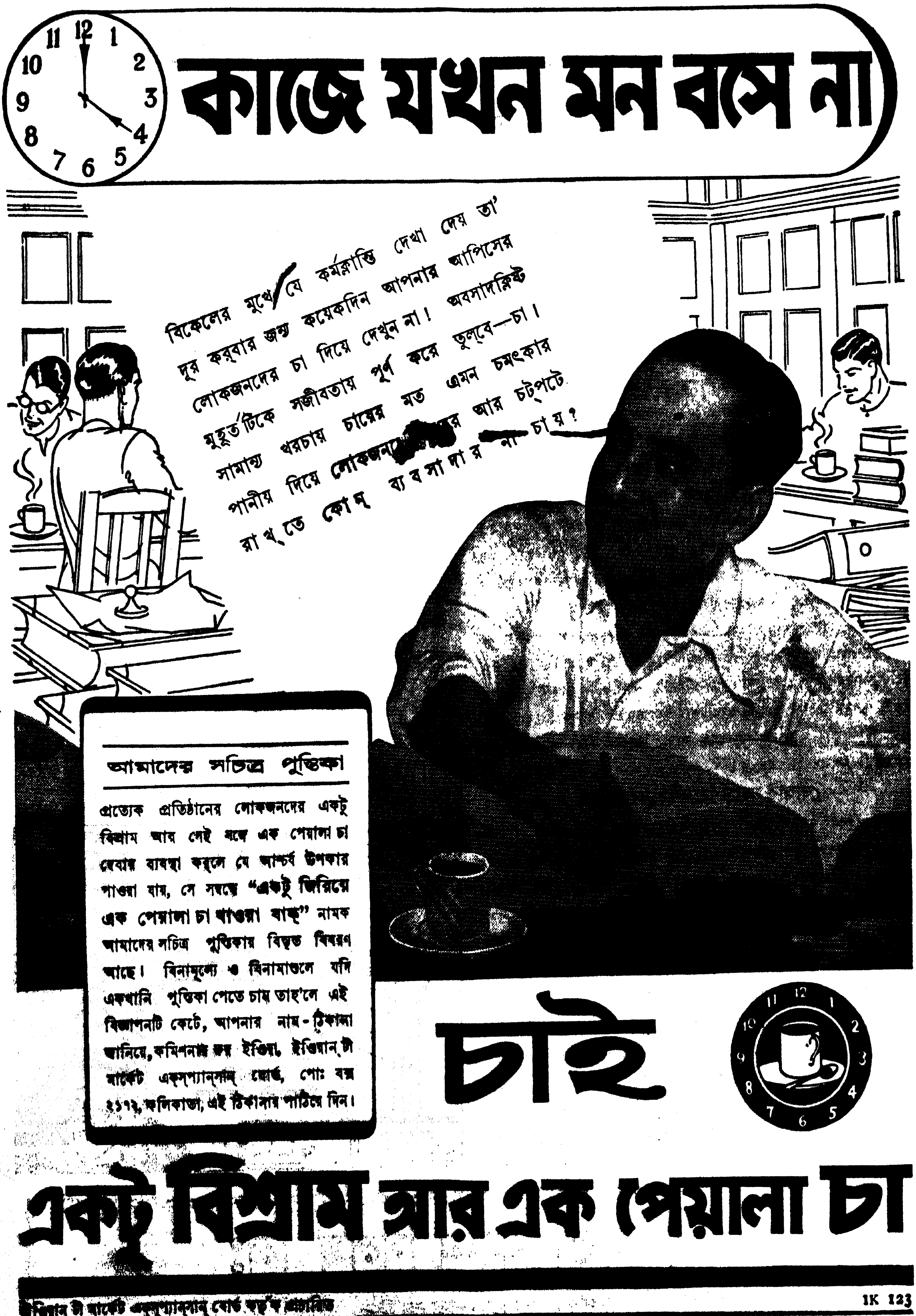
সম্প্রতি বোম্বাইয়ে রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা ভারতে রেলের ইঞ্জীন তৈয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। গত এপ্রিল মাসে কমিটি রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার বিষয়ে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া একটি বিশদ রিপোর্ট পেশ করিবার ভার রেলওয়ে বোর্ডের উপর অর্পণ করেন। সে অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির সভায় যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও যাবতীয় খরচ পত্রের বিষয় বিবেচনা করিয়া একটি অফিসর নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি ঐ প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহারা ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে দেশের লোকের আগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া রেলওয়ে বোর্ডকে প্রস্তাবটি যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

শুল্ক বিভাগের আয়

গত জুন মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ চাঁদা। গত মে মাসে ঐরূপ আয়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। গত এপ্রিল মে ও জুন এই তিন মাসে মোট আয় হইয়াছে ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। গত বৎসর ঐ তিন মাসে মোট আয় ১২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এবার তিন মাসে আমদানী শুল্ক দফায় ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক দফায় ৭৭ লক্ষ টাকা, আবগারি শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ও দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক ও বিবিধ দফায় মোট ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসের তুলনায় ১৯৩৯ সালে ঐ তিন মাসে চিনি, মোটর স্পিরিট, তামাক কেরোসিন তৈল, কার্পাস বস্ত্র, রূপা, কৃত্রিম রেশম, মোটর যান প্রভৃতির আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি এবং অপরদিকে লোহা ও ইস্পাত ব্যতীত অন্যান্য ধাতু, রেশমবস্ত্র, রেলের যন্ত্রপাতি, রেশম, সুপারি ও বংশমণ্ড প্রভৃতি দফায় আদায়ী আমদানী শুল্কের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সমিতি

গত ১৫ই জুলাই শনিবার ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সমিতির (ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন) এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯-৪০ সালের জন্য ঐ সমিতির নিম্নরূপ কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে:



কাজে যখন মন বসে না
বিকেলের মুখে যে কর্মক্লান্তি দেখা দেয় তা'
দূর করবার জন্য কয়েকদিন আপনার আপিসের
লোকজনদের চা দিয়ে দেখুন না! অবসাদক্লিষ্ট
মুহূর্তটিকে সজীবতায় পূর্ণ করে তুলবে—চা।
সামান্য খরচায় চায়ের মত এমন চমৎকার
পানীয় দিয়ে লোকজন র আর চট্‌পটে
রাখ্‌তে কোন্ ব্যবসাদার না চায়?
আমাদের সচিত্র পুস্তিকা
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করলে যে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে "একটু জিরিয়ে এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্" নামক আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে যদি একখানি পুস্তিকা পেতে চান তাহ'লে এই বিজ্ঞাপনটি কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা জানিয়ে, কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌সান্ বোর্ড, পোঃ বক্স ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।
চাই
একটু বিশ্রাম আর এক পেয়ালা চা
ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌সান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 123

—সভাপতি মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার (বোম্বে মিউচুয়াল) ; সহ সভাপতিগণ —মিঃ এন প্রামাণিক ('হিন্দুস্থান'), মিঃ এ কে গাঙ্গুলী (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড্ প্রুডেন্সিয়াল'), মিঃ এস বাগচি ('লক্ষ্মী'), মিঃ এন আর সেন ('বোম্বে লাইফ') ; সাধারণ সম্পাদক—মিঃ এন সি ঘোষ ('এম্পায়ার') ; যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় মিঃ বি সি ঘোষ ('ওরিয়েণ্টাল'), মিঃ এস কাহালী ('হিন্দুস্থান') ; সহকারী সম্পাদকদ্বয়—মিঃ কে চক্রবর্ত্তী ('হিন্দুস্থান') মিঃ ডি চক্রবর্ত্তী ('এম্পায়ার') ; কোষাধ্যক্ষ মিঃ এস এন রায় চৌধুরী ('বোম্বে মিউচুয়াল') ।

ত্রিবাঙ্কোরের ডিম্ব ব্যবসায়

ডিম্ব ব্যবসায়ের দিক দিয়া ত্রিবাঙ্কোর রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ বলা চলে। ঐ রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রায় ১০ কোটি ডিম উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে ২ কোটি পরিমাণ ডিম মাদ্রাজ প্রদেশে ও বাহিরের অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হয়। ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত সিংহলেও প্রচুর পরিমাণে ডিম রপ্তানী হইত। কিন্তু পরে ত্রিবাঙ্কোর সরকার প্রতি ১০০টি ডিমের উপর ৩ টাকা হারে আমদানী কর ধার্য্য করায় ত্রিবাঙ্কোরের লোকের পক্ষে সিংহলে ডিম বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে রপ্তানী সঙ্কোচিত হইয়া পড়ায় ডিমের মূল্যের হার কমিয়া হাজারে ১৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ঐ মূল্যের অধিকাংশই আবার মধ্যব্যবসায়ীরাই পাইয়া থাকে। যে লোক হাঁস মুরগী পালনের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহারা ডিম বিক্রয় করিয়া লাভ বিশেষ কিছুই পায় না। এজন্য ত্রিবাঙ্কোর সরকারের কৃষি বিভাগ নানা দিক দিয়া ডিম্ব ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়া হাঁস মুরগী পালন ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের উন্নতির জন্য নানা বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করিতেছেন। রপ্তানীকৃত ডিমের শতকরা ৯২ ভাগ রেলযোগে চালান হয় বলিয়া তাহারা রেলভাড়া প্রয়োজনানুরূপ হ্রাস করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ডিম প্যাক করার প্রণালী অনুন্নত বলিয়া ঐ কারণেও বহু ডিম নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ভালরূপ মূল্য পাওয়া যায় না। সেই হেতু ডিম প্যাক করা ও চালান দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কেও উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা দরকার। এই সব উন্নতি সাধনের জন্য, বোর্ড অব এগ্রিকালচার ত্রিবাঙ্কোর সরকারের নিকট একটি উপযুক্ত তহবিল গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। বিক্রিত ডিমের প্রতি হাজারটিতে আট আনা করিয়া সেস আদায় করিয়া তাহা দ্বারা তহবিল গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই সহরে বিদেশীয়দের সংখ্যা

রেজিষ্ট্রেসন অব ফরেনার্স এ্যাক্ট অনুসারে সম্প্রতি বোম্বাই সহরের বিদেশীয়দের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে ঐ সহরের মোট বিদেশীয়দের শতকরা ২৫ জনই জার্ম্মাণ। আলাদাভাবে বিভিন্ন দেশীয়দের সংখ্যা এইরূপ—বেলজিয়ানীয়—৫, বুলগেরিয়ান—২, ফরাসী—৩৯, জার্ম্মান ৫৫০, গ্রীক—২৩, হল্যাণ্ডীয় ৪০, ইতালীয় ৮৬, যুগশ্লেভিয় ২, পোল ৩৬, ওলন্দাজ ৯, রুমানীয় ৫, রুষীয় ৩৫, নরওয়ে দেশীয় ২৮, স্পেনীয় ৫৭, সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় ৮৯, অন্যান্য দেশীয় ৪৫।

নেটালে ভারতীয়

নেটালে প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১ লক্ষ ১৬ হাজার, উহাদের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের সংখ্যা ৩৯ হাজার ও নারীর সংখ্যা ২৯ হাজার। আর বাকীসব শিশু পর্য্যায় ভুক্ত। ৩৯ হাজার পুরুষের মধ্যে ২৮ হাজার অর্থাৎ শতকরা ৭২ ভাগ বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম নিযুক্তদের মধ্যে শর্করা শিল্পনিযুক্তদের সংখ্যা ৬ হাজার ৫০০ এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকদের সংখ্যা হইতেছে ২ হাজার ২১০, চা বাগিচা, কয়লার খনি প্রভৃতিতেও ৭ হাজার ৪১০ জন কর্ম্মনিযুক্ত রহিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়দের ভিতর বর্ত্তমানে বাৎসরিক জন্ম সংখ্যা হইতেছে প্রতি মাইলে ৪৬ এবং বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা হইতেছে প্রতি মাইলে ১৩।

ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৮ কোটী ৬৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৮০ পাউণ্ড ওজনের চা কাটতি হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই বিষয়ে সম্প্রতি যে প্রাথমিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষে ৯ কোটী ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৬০ পাউণ্ড চা কাটতি হইয়াছে। এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে ৩৫ কোটী ৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৪৩ পাউণ্ড এবং স্থলপথে ৯২ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের চা রপ্তানী হইয়াছে।

জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি তাহাদের বীমা সাব কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার চুণিলাল মেটা ও মিঃ কে এস রামচন্দ্র আয়ার যথাক্রমে ঐ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত কে [illegible] মিঃ জে সি শীতলবাদ, মিঃ সাহিব কুরেসী, মিঃ এল এস বিশ্বনাথম, মিঃ বি কে সাহা ও মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকী, কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির মহিলা সাব্ কমিটীর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কমিটি কোন কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিবেন ও কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিবেন ঐ সভায় তাহা আলোচিত হয়। বিষয়গুলি মোটামুটি এই :—(১) পারিবারিক জীবন ও তাহা সংগঠন (২) বিবাহ ও উত্তরাধিকার এবং উহার সম্পর্কেও আইনসমূহ (৩) স্ত্রী শিল্প শ্রমিক নিয়োগের অবস্থা এবং খনি, কারখানা, কুটির শিল্প এবং গৃহকর্ম্ম ও খুচরা কার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণ (৪) যে সমস্ত সামাজিক প্রথা এবং বন্দোবস্তের ফলে স্ত্রীলোকেরা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাংশ গ্রহণ করিতে অক্ষম সেইগুলি বিবেচনা (৫) গার্হস্থ্য কার্য্য, জীবিকা অর্জ্জন, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির কার্য্যাদি এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবহারে ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব বিহার

ব্যাঙ্ক অব বিহারের হেড অফিস পাটনায় অবস্থিত এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে উহার ১১টী শাখা আফিস ও ১২টি এজেন্সী আফিস রহিয়াছে।

সম্প্রতি আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৮ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বৎসরের যে মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা হইতে ব্যাঙ্কটীর সকল দিক দিয়া উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ের শেষে আদায়ী মূলধন ৯ লক্ষ ৯ হাজার ৩৪৩ টাকা, মজুত তহবিল ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকা ১ কোটী ১৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬১৬ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটী ৪০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮২১ টাকা। এই দায়ের বদলে উক্ত সময়ের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :— হাতে ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে নগদ টাকা ও ড্রাফ্ট ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৫৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৩২ টাকা, আধা সরকারী সিকিউরিটী ও শেয়ার ৫ লক্ষ ৫ হাজার ১৩৮ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি [illegible] লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৪৬ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর দাদন ৯২ লক্ষ ২৮ হাজার ২৩৬ টাকা, ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৯৫ টাকা। এই সব হিসাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির একটা খুব মোটা অংশ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তন যোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এই দিক হইতে ব্যাঙ্কটী ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যাঙ্ক সমূহের সমকক্ষ বলা যায়।

আলোচ্য সময়ে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে আমানতী টাকার উপর দেয় সুদের হার কমাইয়া দেন এবং অধিকতর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষাকৃত কম সুদে ব্যাঙ্কের টাকা দাদন করেন। উহা ছাড়াও এই ছয় মাসে ব্যাঙ্কের আয় হইতে সমস্ত খরচা বাদে মোট ৩৭ হাজার ২৬৬ টাকা লাভ হয়। এই লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অর্ডিনারি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা হারে এবং প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব বিহারের আর্থিক বনিয়াদ যে প্রকার সুদৃঢ় তাহাতে উহা যে ক্রমেই দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই সকলের জন্য ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিঃ

ভারতবর্ষের প্রভিডেণ্ট কোম্পানী সমূহের মধ্যে ১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিঃ যে গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা এই কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বীমা কোম্পানীর ন্যায় প্রভিডেণ্ট কোম্পানীরও আর্থিক সঙ্গতি এবং উহার স্থায়িত্ব বিচার করিবার কালে উহার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীট পর্য্যাপ্ত নহে। একমাত্র ভেলুয়েশন রিপোর্ট দ্বারাই বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর আর্থিক বনিয়াদ নিঃসন্দেহায়িতভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমরা সম্প্রতি ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিঃর ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। এই রিপোর্ট হইতে উক্ত কোম্পানী সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিঃর কর্ত্তৃপক্ষ উহার মজুদ তহবিলের উপর শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে সুদ পাওয়া যাইবে এরূপ বরাদ্দ করিয়া এবং বৃটীশ ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার উপর ৭ বৎসর বয়স যোগ করিয়া উহার পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুহার ধার্য্য করতঃ ভেলুয়েশন করাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোম্পানী উহার তহবিল দাদন করিয়া শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন। কাজেই ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সুদের হার শতকরা বার্ষিক এক টাকা হারে কম করিয়া ধার্য্য হইয়াছে। সাধারণতঃ বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে যে ভাবে মৃত্যুহার ধরিয়া থাকেন আলোচ্য কোম্পানী সেই তুলনায় মৃত্যুহারও বেশী করিয়া ধরিয়াছেন। এই ভাবে কড়াকড়ি ভিত্তির উপর ভেলুয়েশন করা সত্বেও গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কোম্পানীর তহবিলে ১২৭৬ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত হইতে যাহারা ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল বা উহার পরে বর্দ্ধিতহারে প্রিমিয়াম দিবার সর্ত্তে কোম্পানীতে বীমা করিয়াছেন তাহাদিগকে হাজার করা বার্ষিক ১০ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। এজন্য মোট ৫০৪ টাকা ব্যয় হইবে এবং উদ্বৃত্ত তহবিলের বাকী ৭৭২ টাকা পরবর্ত্তী ভেলুয়েশনের হিসাবে জের টানা হইবে।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেণ্টের উহাই প্রথম ভেলুয়েশন। এই ভেলুয়েশনে খুব কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করিয়া কোম্পানী যে উহার তহবিলে উদ্বৃত্ত দেখাইয়া উহার পলিসিগ্রাহকগণকে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছেন উহা বাস্তবিকই খুব প্রশংসার কথা। তজ্জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

হিন্দুস্থান কো অপারেটীভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

গত ১৫ই জুলাই হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডস্থ হেড আফিসে উক্ত কোম্পানীর বিভিন্ন আফিসের ম্যানেজারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বোম্বাই শাখার ম্যানেজার মিঃ এস সি মজুমদার, লাহোর শাখার ম্যানেজার মিঃ এম কে রায়, ঢাকা শাখার ম্যানেজার মিঃ বি সি রায়, লক্ষ্ণৌ শাখার ম্যানেজার মিঃ ইউ এন সেন ও দিল্লী শাখার ম্যানেজার মিঃ এ সি সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যোগদান করেন।

ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম আমেদাবাদের ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বোম্বাই সহরে একটি নিজস্ব বাড়ী তৈয়ার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রকাশ সেজন্য কোম্পানী স্যার ফিরোজসা মেহতা রোডে উপযুক্ত পরিমান জমি ক্রয় করিয়াছেন, এবং শীঘ্রই বাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে।

আর্য্যস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতা ৫৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে আর্য্যস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা হয় কলিকাতার

ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ এ কে এম জেকারিয়া তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন বাঙ্গালী যুবকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে না গিয়া সরকারী দপ্তরে ও ব্যবসা বাণিজ্য আফিসে চাকুরী সংস্থানের চেষ্টায়ই ব্যাপৃত। ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিতেছেনা। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে বাঙ্গালী যুবকদের ঐরূপ মনোভাবের একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে মিঃ জেকারিয়া বলেন—কারবারে লাভ দেখান ও অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়ার ভিতরই কোন ব্যাঙ্কের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করেনা। ব্যাঙ্কের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, মেসার্স কে সি বিশ্বাস, মিঃ সামসুল হক, সর্দ্দার জ্ঞান সিংহ, মিঃ এম এন ব্যানার্জ্জি, মিঃ এন আর রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস কে ঘোষ এবং ম্যানেজার মিঃ এস এন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

কমন ওয়েলথ এসিউরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম পুনার কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

রিলায়েন্স এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

অবসর প্রাপ্ত ডিপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস মিঃ নলিনী রঞ্জন তালুকদার রিলায়েন্স এসিওরেন্স সোসাইটির চট্টগ্রাম সাব অফিসের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

১৯৩৮ সালের ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ প্রত্যেক সাধারণ শেয়ারের উপর বার আনা ও প্রত্যেক প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা চারি টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

বেঙ্গল কোল কোং লিঃ

গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বেঙ্গল কোল্ কোম্পানী শতকরা দশ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা লিঃ

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় পূর্ব্বে ছয় মাসের জের ৮৯ হাজার ৪৪১ টাকা লইয়া আলোচ্য ছয় মাসে ঐ ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৪৩৭ টাকা। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ ঐ টাকা হইতে দেড় লক্ষ টাকা শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাছাড়া ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৮৭ টাকা আগামী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা হইবে।

সরস্বতী ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত কর্ম্মী মিঃ এইচ রায় চৌধুরী ও মিঃ বি বি দেব বি কম্, লাহোরের সরস্বতী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা পি ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটস্থ উইণ্ডসর হাউসে এই কোম্পানীর শাখা আফিস অবস্থিত রহিয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ফিল্ম প্রডিউসার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ উমানাথ গাঙ্গুলী। ব্যবসা সবাক চিত্র প্রস্তুত ও প্রদর্শনী অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪৮নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—কলিকাতা।

বর্দ্ধমান কটন মিলস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃ। সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৭৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১০৯।২নং লেক্ রোড, কলিকাতা।

শ্রী কটন মিলস্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্—ন্যাশনেল প্ল্যানিং সিণ্ডিকেট লিঃ। অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২নং চার্চ্চ লেন—কলিকাতা।

ইলাইট ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সন্তোষ চন্দ্র সেনগুপ্ত। ব্যবসা—সকল প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত করা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২ আনন্দ মোহন চ্যাটার্জ্জি লেন, বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা।

ভারত গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস জে সাভান্ত। কাঁচের জিনিষ ও মৃৎদ্রব্য নির্ম্মান। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস আনন্দ মোহন চ্যাটার্জ্জি লেন, বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা।

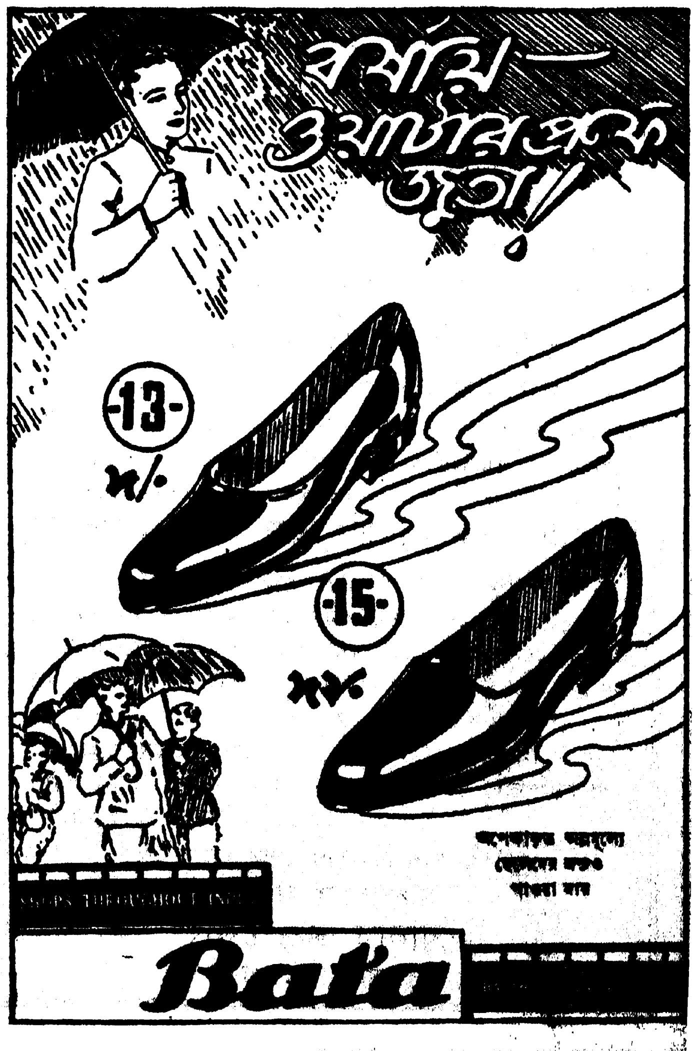
চাকুলিয়া ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বেনারসিলাল ঝুনঝুনওয়ালা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৪নং জোরাবাগান ষ্ট্রিট—কলিকাতা।

রওয়ানওয়ারা কলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ আর মেহত্রা। কয়লার খনি পরিচালনার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

[illegible]পুর জুট কোং লিঃ—ডিরেক্টর রামদেও দেওরা। ব্যবসা পাটকল [illegible]। অনুমোদিত মূলধন— ১০ লক্ষ টাকা।

পাইওনিয়ার প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে গুহ ঠাকুরতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১ নং স্কট লেন, কলিকাতা।

মেডিকেল রিসার্চ্চ লেবরেটরী লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ কে মণ্ডল। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—কুষ্টিয়া, জিঃ নদীয়া।



মত ও পথ

রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার

গত জুন সংখ্যা মাইশূর ইকনমিক জার্নালে মিঃ ভি এল ডি'সোজা এক প্রবন্ধে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অবলম্বনের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের বিষয় আলোচনা করিয়া লেখক লিখিতেছেন—এদেশ হইতে বাহিরে যে সব তৈয়ারী মাল রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কার্পাস সূতা, কার্পাস বস্ত্র, পাটের জিনিষ ও ঢালাই লোহা প্রধান। কিন্তু কার্পাস সূতা ও কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানী মূল্য ১৯২০ সালে যেখানে ছিল ১৭ কোটি টাকা ১৯৩৬ সালে তাহা ৩ কোটি টাকাতে নামিয়া আসিয়াছে। কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিযোগিতার ভাব যেরূপ বেশী তাহাতে ভারতের পক্ষে কার্পাস সূতা ও বস্ত্র বাহিরের বাজারে বিক্রয়ের তেমন বেশী সুবিধা কোন দিনই হইবে না। পাট এদেশের একচেটিয়া পণ্য। সে হিসাবে পাটের কোন উপযুক্ত জুড়িদার বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত পাটজাত জিনিষের কাটতির সুবিধা ,কম বেশী পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকিবারই কথা। লোহা ও ইস্পাত প্রত্যেক জাতির পক্ষেই খুব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই আবশ্যকীয় সামগ্রীর জন্য কোন দেশ ভারতের উপর বেশী [illegible] নির্ভর করিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে এদে[illegible]তে যে সব কৃষি, পণ্য ও কাঁচা মাল রপ্তানী হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে তুলা, পাট, গম, চা, তিসি ও ধাতব পদার্থই প্রধান। ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এদেশের পক্ষে চাউলের রপ্তানী বাণিজ্য এখন আর উল্লেখযোগ্য নহে, গমের রপ্তানীও কমিয়া আসিয়াছে। এই দুইটি পণ্য ভারতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা ভারতের প্রয়োজনানুরূপ। কাজেই এদিক দিয়া রপ্তানীর প্রসার আমাদের লক্ষ্য নহে। ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদন করিয়া থাকে আবার বিদেশ হইতে তুলা খরিদ করিয়াও থাকে। কিন্তু এদেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার একটা বিপুল অংশ বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের সুবিধা না দেখিলে ভারতবর্ষের চলে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে এদেশে বস্ত্র বিক্রয়ের সর্ত্ত না করিয়া কোন দেশই বড় একটা ভারতীয় তুলা খরিদ করিতে রাজী হয় না। অথচ এদেশে বিদেশী বস্ত্রের কাটতির সুবিধা দিলে তাহাতে এদেশস্থ বস্ত্রশিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। জগতের প্রতি দেশে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যে একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহা বর্ত্তমানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে একটা বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাছাড়া এদেশে বিভিন্ন পণ্যের একর প্রতি উৎপাদন হার কম বলিয়া এদেশের পণ্য মূল্যের দিক দিয়া প্রতিযোগিতায় অন্য দেশের পণ্যের সহিত দাঁড়াইতে পারে না। রপ্তানীর বাণিজ্যের প্রসার সাধনের চেষ্টা করিতে হইলে উহার প্রতিকার আবশ্যক।

মন্ত্রীদের বেতন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 'প্রবর্ত্তক' মাসিক পত্র গত আষাঢ় সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিতেছেন—পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতনের হার ভারতে সর্ব্বোচ্চ ও জাপানেই সম্ভবতঃ সর্ব্বনিম্ন ছিল। কংগ্রেস শাসনতন্ত্রে প্রবেশ করায় ভারতের এই ব্যয়বহুল প্রথা বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে ভারতের কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলি ও অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির মধ্যে এই বেতনের হারে এখনও উল্লেখযোগ্য তারতম্য দৃষ্ট হয়। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীদের গৃহীত বেতনের পরিমাণ বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা। ভাতাসহ প্রত্যেক মন্ত্রীর বেতন বিহারে ১৪ হাজার টাকা, মাদ্রাজে সাড়ে তের হাজার টাকা ও আসামে সাড়ে এগার হাজার টাকা। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবের প্রত্যেক মন্ত্রী সেইস্থলে বাৎসরিক ৪৫ হাজার ৮০০ টাকা ও বাঙ্গলায় প্রত্যেক মন্ত্রী সাড়ে সাতচল্লিশ হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করেন। বাঙ্গলাদেশের একাদশ সচিব একত্রে ৭ লক্ষ টাকা বেতন পাইয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৩ শত সদস্য ৯ লক্ষ টাকা লইয়াছেন। শাসন কার্য্যের এই ব্যয়বৈষম্যের অনুপাতে আর বৈষম্যের অবসান করিতে পারিলে দেখা যাইত যে অন্যান্য কংগ্রেস গভর্ণমেন্টগুলির তুলনায় বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের যে তিনগুণ অধিক বেতন দেওয়ার বদান্যতা আছে তাহা নহে। বাঙ্গলায় বিশেষভাবে জাতিগঠন বিভাগগুলিকে [illegible] মন্ত্রীদের ও [illegible] পোষণ করিতে হয়।

কৃষিঋণ ও সমবায়

সমবায় ঋণদান সমিতি ও সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করিয়া এদেশে কৃষিঋণ সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা চলিতেছে নানা কারণে তাহা তেমন কিছুই সফল হইয়া উঠিতেছে না। বর্ত্তমানে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার এক নূতন আয়োজন সুরু হইয়াছে। ডাঃ জে পি নিয়োগী 'কারেন্ট থট' নামক ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকার জুলাই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এবিষয় আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—সমবায় সমিতি সমূহের প্রকৃত গলদ ও তাহাদের কার্য্যকারিতার স্বাভাবিক সীমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমানে সমবায় সমিতিগুলিকে সংস্কার করার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সমবায় সমিতিগুলিকে বিবেচনাসম্মত-ভাবে সংস্কৃত করা হইলেও যে উহাদের দ্বারা কৃষকদিগের ঋণ মোচনের পথ সুপ্রশস্ত হইবে তাহা বলা যায় না। বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বাঙ্গলার কৃষিঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় অ[illegible]নুমান করিয়াছেন যে এই প্রদেশের ভূমিস্বত্ব বিশিষ্ট এখন ৫০ লক্ষ কৃষক পরিবার রহিয়াছে যাহাদের সমষ্টিগত কৃষিঋণের পরিমাণ ৯৭ কোটি টাকা। কৃষকদের উপর এত বেশী ঋণের বোঝা রহিয়াছে অথচ বাঙ্গলার প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ মাত্র ৬ কোটি টাকা। কাজেই ইহাদের দ্বারা কৃষকদের পূর্ব্বঋণ মোচন হওয়া ও তাহাদের জন্য নূতন ঋণের সুব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। এই অবস্থায় কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে মহাজনদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আর মহাজনদিগকে সেদিক দিয়া যথাযথ কাজে লাগাইতে হইলে মহাজনী প্রথাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের আওতায় আনিতে হইবে। তাহা ছাড়া আমরা ইহা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই যে কৃষিঋণ একদিকে কৃষকদের দরিদ্রতার কারণ ও অপর দিকে উহা দারিদ্র্যের স্বাভাবিক পরিণতি। কাজেই সালিশী ব্যবস্থায় ঋণের পরিমাণ কমাইয়া কিংবা সময়মত টাকা ধার প্রদানের ছোটখাট ব্যবস্থা করিয়াই আসল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হইবে না। ঐ সমস্যা সমাধান করিতে হইলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিজনক বিধিব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন।

প্রভিডেন্ট বীমা ব্যবসায়

ভারতে প্রভিডেন্ট বীমা ব্যবসায়ের সূচনা, উন্নতি ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া মিঃ আই বি সেন সম্প্রতি অমৃত বাজার পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী সমূহের উপর নূতন বীমা আইনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া মিঃ সেন বলিতেছেন—নূতন বীমা আইনের বিবেচনাসম্মত বিধিব্যবস্থা দেশের প্রভিডেন্ট বীমা ব্যবসায়কে অনেক বিষয়ে বিশেষ মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন হইতে ডিভাইডিং প্ল্যানে কাজ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাছাড়া একটি মহদুপকার এই সাধিত হইয়াছে যে এখন হইতে প্রত্যেক প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীকে তাহাদের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোন একচুয়ারী দ্বারা তাহাদের বীমার স্কীম সমূহ অনুমোদিত করিয়া লইতে হইবে। নূতন বীমা আইনে প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীসমূহের উপর গভর্ণমেন্টের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে টাকা আমানত রাখিবার নির্দ্দেশ প্রযুক্ত হওয়ায় এদেশে যত্র তত্র প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী ফাঁদিয়া বসিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। তবে দেশের প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলি কয়েকটি বিষয়ে সুবিবেচনা পায় নাই। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে প্রভিডেণ্ড কোম্পানীগুলির কম পরিমাণ টাকার পলিসি লইয়া কাজ করে বলিয়া পলিসি বাবদ তাহাদিগকে খরচ করিতে হয়। শীঘ্রই ঐ খরচ বাঁচাইবার কথঞ্চিৎ সুবিধার জন্য তাহাদিগকে সম্ভবপর ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির নিকট হাজার টাকার পলিসি বিক্রয়ের সুবিধা দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ নূতন আইনে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলিকে যে কোন নিম্ন পরিমাণ টাকার বীমা পত্র প্রদানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে প্রভিডেণ্ড কোম্পানীগুলির সহিত উহাদের অন্যায় প্রতিযোগিতার পথই প্রশস্ত হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২১শে জুলাই

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ স্বচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। গত ১৫ই জুলাই ১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ ঋণ পরিশোধ বাবদ কলিকাতার বাজারেই চারি কোটি টাকার মত ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে ইতি পূর্ব্বেই প্রচুর টাকা জমিয়া গিয়াছিল। কোনদিকে লাভজনকভাবে টাকা খাটাইবার বিশেষকিছু সুবিধা না থাকায় ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঐ টাকাই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এক্ষণে ১৯৩৯-৪৪ সালের ঋণ পরিশোধ বাবদ বিস্তর টাকা ব্যাঙ্কের হাতে আসিয়া জমা হওয়ায় তাহারা উহা নিয়োগের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। উহার প্রতিক্রিয়ায় এ সপ্তাহে বাজারে টাকার অতিরিক্তরূপ স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা কোন দিক দিয়াই বাড়িতেছে না। এই অবস্থায় টাকা যথাযথভাবে খাটানোর সমস্যা বিশেষ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইছে। গত সপ্তাহের মত এ সপ্তাহেও বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল চারি আনা। এত কম সুদেই টাকা লওয়ার দিকে লোকের কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। প্রত্যেক দিনই বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যা অধিক ছিল।

গত ১৮ই জুলাই তিন মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ১৮ ভাগ অবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮৵৬ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ৮৵২ পাই দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এবার সুদের হার .৪ পাই কম হইয়াছে। আগামী ২৫শে জুলাইয়ের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

গত ১লা মের পর ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিক্রয়ের কাজ বন্ধ ছিল। গত সপ্তাহে আবার ঐ ট্রেজারী বিল বিক্রয় আরম্ভ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় খুব কম দরে ঐ ট্রেজারী বিল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইলেও তজ্জন্য আবেদনের পরিমাণ ১ কোটি ৮৫ লক্ষের বেশী হয় নাই। টাকার বাজারে বর্ত্তমানে যে স্বচ্ছলতা মূর্ত্ত দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐরূপ কম পরিমাণ আবেদন বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। গত ১৯শে জুলাই হইতে ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯৮৯ পাই দরে ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে। অন্ত পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ এক কোটি টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। আগামী ১লা আগষ্টের মধ্যে আরও ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৪ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছিল ৪৩ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্ট মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

[illegible]	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫ ৭/৮ পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	„	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৭
মার্ক	„	৮৬½
গিলডার	„	৬৪ ৩/৮
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৷৹
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৵৹
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬·৭২
ষ্টার্লিং-ডলার হার	„	৪·৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২১শে জুলাই

এ সপ্তাহের প্রথম দিকে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ প্রচারিত হয়। সুদূর প্রাচ্য ও ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতা কাটিয়া না গেলেও সাধারণভাবে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকেই আশা ভরসার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। ফলে কলিকাতার শেয়ার বাজারেও কতক পরিমাণে উৎসাহ উদ্যম সঞ্চারিত হয়। কোন কোন বিভাগে মূল্যের হার অল্পে অল্পে চড়িতে থাকে। বেচাকিনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সপ্তাহের শেষভাগ পর্য্যন্ত সে উন্নতির ভাব বলবৎ রহে নাই। নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজারে পুনরায় দামের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হওয়াতেই বাজারে অবস্থার ঐরূপ ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে বর্ত্তমানে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। জাপান সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের সহিত টোকিওস্থ ব্রিটিশ রাজদূতের আলোচনা চলিতেছে। আলোচনার ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণের আশঙ্কা ও উদ্বেগ তিরোহিত হইবে না। তিয়েনসিন ও সোয়াতো বন্দরে জাপানীদের কার্য্যধারাকে কেন্দ্র করিয়া যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্য ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া এখনও কোন বিষয়ে তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও জাপান গবর্ণমেণ্টের [illegible] আপোষ মীমাংসা স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সে অনিশ্চয় ভাব কাটিবে না। সে কারণে শেয়ার বাজারে কোন স্থায়ী উন্নতির সূচনা দেখা যাওয়া অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপ্তাহের প্রথম দিকে দামের বেশ চড়াভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ চড়তিভাব বলবৎ রহে নাই। গত ১৭ই জুলাই সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম বাড়িয়া ৯৬।০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ১৮ই তারিখ তাহার সর্ব্বোচ্চে ৯৬৷৴ আনায় পৌছে। ১৯শে জুলাই বাজারে ঐ চড়া হার অনেক পরিমাণে বজায় থাকে কিন্তু পরে তাহা কিছু কিছু করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। অদ্য বাজারে তাহা ৯৫৷৶ আনা দাঁড়াইয়াছে। অদ্য ৩ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের ঋণ ৯৯॥৶৬ পাই, ৩ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের ঋণ ৯৭॥৶ আনা ও ৫ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের ঋণ ১১৪৵ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৫ই জুলাই ১৯৩৩-৪৪ সালের পরিশোধনীয় সরকারী ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হয়। আর তাহাতে বাজারে কয়েক কোটি টাকা ফিরিয়া আসে। সে কারণে কোম্পানীর কাগজের দামও চড়িয়া গিয়াছিল।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহের মধ্যভাগে কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে একটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কোন কোন কয়লা কোম্পানীর শেয়ার মূল্যও চড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাজারের অন্যান্য বিভাগে মন্দার ভাব বলবৎ হওয়ায় পরে শেয়ার মূল্যের এই উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩০০ টাকা, বোকারো ও রামগড় ১৩৷৵ আনা, ইকুইটেবল ৩১।৵০ আনা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটকল বিভাগে এ সপ্তাহে একটা বিশেষ অবসাদের ভাব মূর্ত্ত দেখা গিয়াছিল। পাট ও পাটের তৈয়ারী জিনিষের বাজারে মন্দা দেখা যাওয়াতেই এই অবস্থার সূচনা হইয়াছে। পূর্ব্বে চট ও থলের বাজারে যে একটু তেজীভাব দেখা গিয়াছিল নানা কারণে তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার প্রতিক্রিয়ায় পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে একটা আস্থাহীনতার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আর দামও কমিয়া যাইতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫২৷৵০ আনা ও কামারহাটী ৪৬৬৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহের শেষের দিকে কিছু নামিয়া গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে ইউ এস্ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য বেশ চড়া দেখা গিয়াছিল। আর তৎসঙ্গে কলিকাতার বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দামও ২৫৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু নিউইয়র্ক বাজারের অবস্থা সম্পর্কে পরে অবসাদ ব্যঞ্জক খবর প্রচারিত হয় 'ইণ্ডিয়ান আয়রণের দামও পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য বাজারে তাহা দাঁড়াইয়াছে ২৪॥০ আনা।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৮ই জুলাই—৯৭॥৵, ৯৭৷০, ১৮ই জুলাই—৯৭৷০, ৯৭৷৶, ১৯শে জুলাই—৯৭৷০, ৯৭৷৵, ৯৭৷৶, ২০শে জুলাই—৯৭॥৶, ৯৭৷৴, ২১শে জুলাই—৯৭॥৵, ৯৭৷০, ৯৭॥৶ ; ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ, ১৭ই জুলাই—৯৫॥৵ ; ৯৫॥৶, ৯৫॥৶৬, ৯৫৷৬, ৯৫৷৴, ৯৬৲, ৯৬৵, ৯৬।০, ৯৬৶, ৯৬৲, ৯৬৴, ১৮ই জুলাই—৯৬৵, ৯৬।৵, ৯৬।৶, ৯৬॥০, ৯৬॥৴, ৯৬৷০, ৯৬॥৴, ৯৬॥০, ১৯শে জুলাই—৯৬।৵, ৯৬।৶, ৯৬॥০, ৯৬৶ ; ২০শে জুলাই—৯৬৶, ৯৬।০, ৯৬।৴, ৯৬৵, ৯৬৶, ৯৬৴৬, ৯৬৵৬, ৯৬৵, ৯৬।৵ ; ২১শে জুলাই—৯৬।৴, ৯৬।৵ ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৭ই জুলাই—১০৩॥৶, ১০৩৷০, ১৮ই জুলাই—১০৩॥৶, ১০৩৷৴, ২০শে জুলাই ; ১০৩॥৵, ১০৩৷০ ; ২১শে জুলাই—১০৩॥৵ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৭ই জুলাই—১১০।৵ ; ২০শে জুলাই—১১০৷০, ১১০॥৵, ২১শে জুলাই ১১০৷০ ; ১১॥৵০ ১১৷০ , ৫৲দের ঋণ(১৯৫১-৫৪) ১৭ই জুলাই—৯৯॥৵, ৯৯৷০।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৮ই জুলাই—৮৫।৶, ৮৫॥০ ; ১৯শে জুলাই—৮৫॥০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ১০৩॥০, ১০৩।৵ ৫৲ ; সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১৩॥০ ; ১৯শে জুলাই—১১৩৷৶, ১১৩৷৴ ; ২০শে জুলাই—১১৩৷৴ ; ২১শে জুলাই—১১৩৷৶, ১১৪৴, ১১৪৵।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক—(সঃ আদায়ী) ১৭ই জুলাই— ১৫২০৲, ১৫৩৫৲ ; ২০শে জুলাই ১৫০২॥০, ১৫১০॥০ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৭ই জুলাই ১০৮॥০, ১০৯॥০, ১০৮॥০, ১০৮৲, ১১০৲, ১১০॥০, ১৮ই জুলাই ১০৯॥০, ১১০॥০, ১১০৷০, ১১০৲, ১৯শে-জুলাই—১১০॥০, ১১০।০ ২১শে জুলাই—১০৯৲, ১১০।০, ১১০॥০ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—১৮ই জুলাই—৩৪॥০, ৩৪৲ ১৯শে জুলাই ৩৪।০. ৩৪॥০, ৩৪৲ ; ২০শে জুলাই—৩৪॥০, ৩৪৲ ২১শে জুলাই—৩৪৵, ৩৪॥৵ ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (কলি)— ১৮ই জুলাই ৩৬৯৲, ৩৭১৲, ৩৬৯॥০।

রেলপথ

আরা সাসারাম—১৭ই জুলাই—৫১৲ ; দার্জ্জিলিং হিমালয়ান— (প্রেফ) ১৭ই জুলাই—১০২॥০, ১০৩॥০ ; ১৮ই জুলাই—১০৪॥০ ; ময়মনসিংহ

ভৈরববাজার— ১৭ই জুলাই—১০১৲ ঐ (গ্যারান্টিড্)— ১৯শে জুলাই—৯৬॥০, ৯৭॥০ ; বর্দ্ধমান কাটোয়া—১৮ই জুলাই— ৯০৲ বারাসত বসিরহাট—২১শে জুলাই— ৪০৲ ; বকতিয়ারপুর বিহার—২১শে জুলাই—৪৬৲ ।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া—১৭ই জুলাই— (প্রেফ) ৩।০, ৩।৵ ; ডানবার—১৮ই জুলাই—১৩৪৲ ; ১৯শে জুলাই—১৩৬৲ ; মুইর মিলস—(প্রেফ) ১৯শে জুলাই ৬৭৲ ; নিউ ভিক্টোরিয়া—(প্রেফ) ১৯শে জুলাই ৩।৵০ ; মোহিনী মিলস—২০শে জুলাই— (২৫৲ আদায়ী) ২০৲ ; বাউরিয়া—'এ' প্রেফ ২১শে জুলাই—১৬০৲ ।

কয়লার খনি

ভালগোরা—১৭ই জুলাই—৩৸০, ১৮ই জুলাই—৩৸০, ৩৵/০, ১৯শে জুলাই—৩৸০, ৩৸৵০ ২০শে জুলাই—৩৸/০ ; বড় ধেমো—১৭ই জুলাই—৩।/, ৩।৶০, ১৮ই—জুলাই ৩।৵০ ; বরাকর—১৭ই জুলাই ১২/০, ১১৸০, ১২৲ ; ১৮ই জুলাই—১২৲, ১২।০, ১২৶০ ১৯শে জুলাই ১২।০, ১২।/০, ১২।৵০ ; ২০শে জুলাই—১২/০, ১২।/০ ; ঐ (প্রেফ)—১৭ই জুলাই—১৪১৲ ; ২০শে জুলাই—১৪১॥০ ; চুরুলিয়া—১৭ই জুলাই—১।৶০ ; ১৮ই জুলাই—১।৶০, ১॥/০, রাণীগঞ্জ—১৭ই জুলাই ২৩।৵০ ; ১৯শে জুলাই ২৮॥০, ২৮৸০, ২৯৲, ২৯।০ ; ২১শে জুলাই ২৯৲ সিয়ারসোল ১৭ই জুলাই ৩৲ ১৯শে জুলাই ৪৵০, ২১শে জুলাই ৪।/০ ; ইউনিয়ন ১৭ই জুলাই ২৭৵০ ১৮ই জুলাই ২৭।০, ২৭॥০ ১৯শে জুলাই ২৮৲ ; ওয়েষ্টজামুরিয়া ১৭ই জুলাই ২৭।৵০, ২৭॥০ ১৮ই জুলাই ২৭॥০ ১৯শে জুলাই ২৮৵০, ২৮।৵০, ২৮।০, ২৮।৵০ ২০শে জুলাই ২৮॥০ ২১শে জুলাই ২৮৲ ; বেঙ্গল ১৮ই জুলাই ৩০০৲, ২৯৭৲, ১৯শে জুলাই ২৫৮॥০, ৩০০৲, ৩০২৲, ২৯৯৲, ৩০০॥ ৩০০৸০, , ২১শে জুলাই ৩০১৲ ৩০০৲ ; বোথারো ও রামগড় ১৮ই জুলাই ১৬৲, ১৬।০, ১৬।৵০ ২০শে জুলাই ১৩৵০, ১৬৲, ১৬/০ ২১শে জুলাই ১৬৸০ ; সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ ১৮ জুলাই ১০৸৶০, ১১৶০ ; ১৯শে জুলাই ১১৲, ১১।০ ; ইকুইটেবল ১৮ই জুলাই ৩০॥০, ৩০৸, ৩০॥৵০, ৩০৸৵০, ৩১৲, ৩১৶০ ; ১৯শে জুলাই ৩১।৶০, ৩১।০, ৩১॥০, ৩১।৵০, ৩১॥৵০ ; ২০শে জুলাই ৩১৲, ৩১।/, ২১শে জুলাই ৩১৲, ৩১।০, ৩১/০ । ধেমমেইন ১৮ই জুলাই ১১৸০ ; ২০শে জুলাই ১২৲ ২১শে জুলাই ১১৸০, ১২৲, ; হরিলাদী ১৮ই জুলাই ১১৸০, ১১।৵০, ১১।০, ১১॥০ ২১শে জুলাই ১১৸/০ ২১শে জুলাই ১১৸০, ১১॥/০, ১১৸/০ ; মুণ্ডলপুর ১৮ই জুলাই ৬৸০, ৭৲ ১৯শে জুলাই ৬৸৵০, ৭৵০, ৭৶০ ; নাজীরা ১৮ই জুলাই ৭॥০ ; ৭॥৵০ ; নর্থ ওয়েষ্ট ১৮ই জুলাই ১২৲ ; নর্থ দামুদা১৮ই জুলাই ৪।৵০, ৪॥০ ১৯শে জুলাই ৪৸০ ; সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল ১৮ই জুলাই ॥০, ॥৵০ ; টালচর ১৯শে জুলাই ১৲ ;

পাটকল

আদমজী,—১৭ই জুলাই ১১।৶ ; আগড়পাড়া,—১৭ই জুলাই ১৫॥ ; এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ), ১৭ই জুলাই ১৪৬৲ ; এলায়েন্স—১৯ই জুলাই ২১১৲ ; অকল্যাণ্ড,—১৮ই জুলাই ১৬২৲, ১৬৩৲ ; ১৯শে জুলাই ১৬৪৲ ; ঐ (প্রেফ) ১৯শে জুলাই ১২৫৲, বালী—১৭ই জুলাই ১৮৫৲, ১৮ই জুলাই ১৮৪॥, ১৯শে জুলাই ১৮৬৲, ২০শে জুলাই ১৮৫৲ ; ২১শে জুলাই১৮৫৲, ১৮৩॥, ঐ (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ১৩৫৲, বরানগর—১৭ই জুলাই ১৪৬৲, ১৮ই জুলাই ১৪১॥, ১৪২, ১৪২॥, ১৯শে জুলাই ১৪৬৲, ২০শে জুলাই ১৪২৲, ১৪৩৲ ২১শে জুলাই ১৪২৲, ১৪৩॥, বেলভেডিয়ার,—১৭ই জুলাই (প্রেফ) ১৫২৲, ফোর্ট উইলিয়াম,—২১শে জুলাই ২০৭৲, ২০৮৲, চিতভালস,—১৭ই জুলাই ১১৸৵, ১২৵, ডালহৌসী—১৭ই জুলাই (প্রফ) ১৪৪৲, ডালহৌসী ১৮ই জুলাই, ২৯৬॥ ; ২০শে জুলাই ৩০০৲, হাওড়া ১৭ই ৫৩৵০, ৫২৸৶০ ৫৩/০, ১৮ই জুলাই—৫৩৵, ৫৩।৶, ২৯শে জুলাই ৫৩।/, ৫৩॥/ ৫৩৶ ২০শে জুলাই ৫৩৶ ২১শে জুলাই ৫২৸৵, ৫২৸৶, ৫২৸/ , হুকুমচাঁদ—১৭ই জুলাই ৪। ১৯শে জুলাই ৪৲, ৪৵, ৩৸৶, ২০শে জুলাই ৩৸৵, ৪৵, ৪৶ ঐ (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ৫৭৲ ইণ্ডিয়া ১৭ই জুলাই ২৭২৲, ১৯শে জুলাই ২৭৫॥ রিলায়েন্স ১৭ই জুলাই ৫৪৲ ৫৫॥, কামারহাটী ১৮ই জুলাই ৪৭১৲ ২১শে জুলাই ৪৬৯৲, ৪৭১।, ৪৬৬৲ ।

খনি

বর্ম্মা করপোরেশন—১৭ই জুলাই ৫৲ ৫৵০ ৫।৵০, ৫/০ ১৮ই জুলাই ৫৵০, ৫।৶০, ৫৶০ ১৯শে জুলাই ৫৶০, ৫।৶০, ৫৶০ ২০শে জুলাই ৫৵০, ৫৶০ ২১শে জুলাই ৫।৶০, ৫৵০ ; কনসোলিডেটেড টিন—১৭ই জুলাই ৫॥৵০ ১৮ই জুলাই ৫॥০ ১৯শে জুলাই ৫।৵০, ৫॥০ ৫॥৵০ ; ২১শে জুলাই ৫॥৵০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই ১॥/০, ১৸০, ১॥৵০ ১৮ই জুলাই ১॥৵০ ১৸০, ১॥৵ ; ১৯শে জুলাই ১॥৵০ ; ২০শে জুলাই ১॥৵০ ২১শে জুলাই ১॥৵, ১৸০, ১॥৶০, ১॥৵০ ।

ইলেকট্রীক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ১৩৶ ১৩।৶, ২০শে জুলাই ১৬।০, ১৬॥০ ২১শে জুলাই ১৬॥/ ঐ (অর্ডি) ; ১০শে জুলাই ১৭৸০ ; বেনারস ইলেক্‌ট্রীক ১৭ই জুলাই ১২।৵০, ১২॥০ বেরেলী ইলেকট্রীক ১৮ই জুলাই জব্বলপুর ইলেকট্রীক ১৭ই জুলাই ১১॥৵ ১১৸৵০, ১১৸৵০ ।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

বৃটেনিয়া ইঞ্জি—১৭ই জুলাই ১।৵০, ১।৶০ ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল, ১৭ই জুলাই ২৪৵০ ২৪।৵০ ২৪৶ ১৮ই জুলাই—২৪॥০, ২৪৸৵, ১৯শে জুলাই ২৫৶, ২৫।০, ২৫৵, ২৫।৵, ২৫৲, ২৫/, ২৪৸৵, ২৪৸০ ২০শে জুলাই ২৪॥/, ২৪॥৵ ২৪৸/, ২৫/, ২৫৵, ২৫৲ ২১শে জুলাই ২৪॥৶, ২৪৸০, ২৪॥০ ইণ্ডিয়ান-ম্যালিয়েবল কাষ্টিং, ১৭ই জুলাই (প্রেফ) ২।৵ ১৮ই জুলাই ২।০ ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগণ (প্রফ) ১৭ই জুলাই ১২৬৲, ১২৭৲ ১৮ই জুলাই ১২৬৲ ১২৭৲ ১২৬।০, ১২৬॥, ১২৭॥০ ১৯শে জুলাই ১২৬॥০,, ১২৭৲, ১২৮, ২০শে জুলাই ১২৯৲ ২১শে জুলাই ১২৭॥০ ; ষ্টীল করপোরেসন (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ৯৪৲ ৯৪॥০ ১৮ই জুলাই ৯৩৲ ১৯শে জুলাই ৯৪॥০ ২১শে জুলাই ৯৩৲, ৯৩॥০, ৯৪॥০, ষ্টীল করপোরেসন (অর্ডি)—১৮ই জুলাই ১২॥০ ১২॥/, ১২৸/, ১৩৲, ১২॥৵, ১২॥৶, ১২৸০ ১৯শে জুলাই ১২৸/, ১৩/, ১২॥৵ ২০শে জুলাই ১২॥/, ১২৸/, ১২॥৶ ২১শে জুলাই ১২॥৵ ১২৸০, ১২॥০ ; মার্শেল এণ্ড সন্স—১৮ই জুলাই ১।/, ১।৵ হুকুমচাঁদ ষ্টীল (প্রেফ) ১৯শে জুলাই ১।০ ; হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি)—২০শে জুলাই ৫/, ২১শে জুলাই ৫॥০, ৫৵, বার্ন এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৮ই জুলাই ২৫৬৲ ১৯শে জুলাই ২৭১॥০, ২৭৩৲, ২৬৯৲ ২০শে জুলাই ২৭০৲, ২৭২৲ ২৭১॥০, ২৭১৲ ২৭২॥০, ২৭৬৲, ১৭৬॥ ; ২১শে জুলাই ২৭৬॥০ ।

চা বাগান

বরপুকুরী—১৭ই জুলাই ৭॥ ইষ্টার্ণ কাছাড়—১৭ই জুলাই ৭॥৵ বিশ্বনাথ—১৮ই জুলাই ২১॥ ১৯শে জুলাই ২১।০ ডাফলাগর—১৮ই জুলাই ১০৸০ ১৯শে

জুলাই ১০॥৵ ২০শে জুলাই ১০৳০ জয়বীর পাড়া— ১৮ই জুলাই ১৬।০ পুলিম্বিং ১৯শে জুলাই (প্রেফ) ৯৪৲ সাপয়—১৯শে জুলাই ৮।০ সিঙ্গেলি—১৯শে জুলাই ৬০৲ পাত্রখোলা—১৯শে জুলাই (প্রেফ) ১৬৩৲ ২০শে জুলাই ১৬৩৲ হাসিমারা—৩০শে জুলাই ৩৬॥০ ২১শে জুলাই ৩৬।০ বেটেলি— ২১শে জুলাই ৩৴০ দেহাই পার্ব্বতীয়—২১শে জুলাই ১৬৯৲ ১৭০৲ গঙ্গারাম— ২১শে জুলাই ৩০৮৲ ৩১০৲ মহিমা (প্রেফ)— ২১শে জুলাই ১১৲।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ১০৬৲ ১৮ই জুলাই ১০৭৲; কেরু এণ্ড কোং—১৯শে জুলাই ৯।৵০, ৯॥০, ৯৳০ ২১শে জুলাই ৯৳০, ১০৲, ৯৸৴০, ১০৴০ ; চম্পারাণ—১৭ই জুলাই ১১॥০, ১১॥৵০ ১৯শে জুলাই ১১৳০, ২০শে জুলাই ১১৸৵০ ২১শে জুলাই ১২৲, ১২।০ ; সাউথ বিহার (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ৫॥০, ৫৳০ [illegible]শে জুলাই ৫৵০, ৫।০, [illegible]০ ; সাউথ বিহার (অডি) ১৯শে জুলাই ১৭৸৵, ১৮৵০, [illegible]জা—১৯শে [illegible]লাই ১২৲, ১২।০ ২০শে জুলাই ১২৲, ১[illegible], ১২৲, ১২।০ ২১[illegible] জুলাই [illegible]৸৵০, ১২৲, ১২।০ ; বুলান্ত ২০শে [illegible]২॥০ ২১শে জু[illegible]০ ; সমস্তিপুর ২০শে জুলাই ৫৴[illegible]শে জুলাই ১৭[illegible]ঞ্জাব সুগার মিল্‌স্ (অডি) ২১শে জুলা[illegible]।

বিবিধ

ডালমিয়া সিমেন্ট (অডি) ১৭ই জুলাই ১১॥০, [illegible], ঐ (প্রে[illegible] জু[illegible]ই ৩॥০ ঐ (প্রেফ্) ১৭ই জুলাই ৯৬৲ ১৮ই জুলাই ৯৬৲; এসোসি[illegible]টেড্ [illegible]টেল (প্রেফ্) ১৭ই জুলাই ৫৯৲ ; বামার লরী ১৭ই জুলাই ২৫৪॥০, ২৫৫৲॥০, ২৫৩৲ ১৮ই জুলাই ২৫৪॥০, ২৫৬৲ ২০শে জুলাই ২৫৬॥০, ২৫৮৲, ৩৫৬॥০, বি, আই করপোরেশান (অডি) ১৭ই জুলাই ২॥৴, ২॥৶ ২১শে জুলাই ২।৶০ ; ক্যালকাটা মিলস (প্রেফ্) ১৭ই জুলাই ১০০॥০ ১৮ই জুলাই ১০১।০ ১৯শে জুলাই ১০১৲, ক্যালকাটা সেফ্ ডিপোজিট ১৮ই জুলাই ৬৸৵ ১৯শে জুলাই ৭৵০, ৭।৵০ ২০শে জুলাই ৭।০, ৭॥০ ২১শে জুলাই ৭।০ ; ক্যালকাটা ট্রামওয়ে (অডি) ১৯শে জুলাই ১৬।০ ২০শে জুলাই ১৬।০ ; ডানলফ রবার (২য় প্রেফ্) ১৭ই জুলাই ১০৪৲ ২০শে জুলাই ১০২॥০, ১০৪॥০ ২১শে জুলাই ১০২॥০, ১০৩॥০ ; গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেল ১৭ই জুলাই ২০৭৲ , ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্ ১৭ই জুলাই ২১৸৵০ ; রোটাস্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ্) ১৮ জুলাই ১২৭।০ ২০শে জুলাই ১২৫৲, ১২৬৲ ; ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ১৮ই জুলাই ৸৶০, ১৴০ ওরিয়েণ্ট পেপার ১৮ই জুলাই (অডি) ৫॥০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ১৮ই জুলাই ৫৮৲, ৫৯৲ ২১শে জুলাই ৫৮৲ ; ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ১৯শে জুলাই (অডি) ৬৸৵, ৭৵০ ; ডানলপ রবার (অর্ডি) ১৯শে জুলাই ১৬।৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা ২২শে জুলাই

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ফাটকা বাজারে পাটের দরের একটা নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৫ই জুলাই আমরা যখন ফাটকা বাজারে সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে বাজারে পাটের দরের সর্ব্বোচ্চ হার ছিল ৪১ টাকা। ১৮ই তারিখ তাহা কমিয়া ৪০॥ আনা হয়। ২০শে জুলাই তাহা দাঁড়ায় ৩৯৸৵ আনা। ২১শে জুলাই তারিখ তাহা ৩৯ টাকা হয়। অদ্য ২২শে তারিখ সর্ব্বোচ্চ হার ৩৮।৵ আনা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৩৭৸৴ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর বিষদভাবে দেখানো হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৭ই জুলাই	৪০৸৵০	৪০।০	৪০।০
১৮ ,, ,,	৪০॥০	৪০৲	৪০।৵
১৯ শে ,,	৪০॥	৩৯৳০	৩৯৸৵০
২০ ,, ,,	৩৯৸৵০	৩৯৵০	৩৯।৵০
২১ ,, ,,	৩৯৲	৩৮।৵০	৩৮।৵০
২২ ,, ,,	৩৮।৵০	৩৭৸৴০	৩৮৶০

গত সপ্তাহের শেষ দিকে পাটকলওয়ালারা বেশী পরিমাণে পাট খরিদ করায় পাটের বেশী পরিমাণ চাহিদা অনুভূত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আসাম প্রদেশে বন্যার সূচনা ও বাঙ্গলার কয়েকটি পাট প্রধান জেলাতে অতি বৃষ্টির খবর আসায় এবারকার পাট ফসল কতক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। ফলে বাজারে পাটের দরের হার তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা পাট খরিদ সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহের ভাব দেখাইতেছে না। অপরদিকে আসামে ও বাঙ্গার পাট উৎপাদক জেলা সমূহে অকাল বন্যার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণ বিদূরিত হইয়াছে। গৌহাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রের জল অতিরিক্তভাবে বাড়িয়া উঠায় বন্যা একরূপ আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। এসপ্তাহে নদীর জল কতক পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। পাটপ্রধান জেলা সমূহে গত সপ্তাহের তুলনায় আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকায় অতিবৃষ্টির সম্ভাবনাও কম দেখা যাইতেছে। তাহাছাড়া এসপ্তাহ পূর্ব্বের তুলনায় চট ও থলে বাজারেও অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে। এইসব অবস্থার প্রতিক্রিয়ারই এসপ্তাহে পাটের দরের উল্লেখযোগ্য নিম্নগতি সূচিত হইয়াছে।

পাটকল সমূহের গত বৎসরের কার্য্যধারা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসর পাটকলগুলিতে মোট ১১ লক্ষ ৩ হাজার ৫৯ টন চট উৎপাদিত হইয়াছে। ঐ বৎসরে পাটকলগুলি মোট ৬০ লক্ষ বেলের উপর পাট ব্যবহার করিয়াছে। অথচ তাহারা ক্রয় করিয়াছে মোট ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল। কাজেই পাটকলগুলি নূতন বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় ৭ লক্ষ বেল পরিমাণে কম মজুদ পাট নিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে বলা চলে।

গত ১৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বল হইতে মোট ৩৮ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে মোট পাট আমদানী হইয়াছিল ৯২ হাজার বেল।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহের প্রথম দিকে কিছু কিছু পাট ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা এবিষয়ে বেশী কিছু আগ্রহ দেখায় নাই। ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় ইণ্ডিয়ানজাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর কিছু নামিয়া গিয়াছে। এসপ্তাহে ঐ শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৭॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকাবেল বিভাগে এসপ্তাহে শেষের দিকে একটা নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ফার্ষ্ট শ্রেণীর প্রতি বেল পাটের দাম ছিল ৪৬৳০ ; আনা এসপ্তাহে তাহা কমিয়া ৪৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা মন্দারভাব বলবৎ ছিল। গত ১৫ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ছিল ৯৵০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ছিল ১১৷৶৬ পাই। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৮৵০ আনা ও ১১৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২১শে জুলাই

বিগত কয়েকদিন বোম্বাইএর তুলার বাজার মন্দা গিয়াছে। আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের অনিশ্চয়তা বলবৎ থাকিবার ফলেই বাজারে এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়। যদিও সিনেটের অধিবেশনে এইরূপ সরকারী সাহায্য এবং দ্রব্য বিনিময়ের পরিকল্পনার বিরোধিতা হইয়াছে তবুও মনে হইতেছে যে এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। উচ্চ হারে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে গুজবে বাজারে পুনরায় মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করে। তুলা ব্যবসায়ীদের সহিত সম্প্রতি সেক্রেটারী ওয়ালেসের আলোচনা হইয়া গিয়াছে; এতৎসম্পর্কে শীঘ্রই একটি বিবৃতি আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ সেক্রেটারী ওয়ালেস তুলার শ্রেণী নির্বিশেষে একটা মোক্তা দর ফেলিবার পক্ষপাতী। যত শীঘ্র সম্ভব এইরূপ একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইবে [illegible] সংবাদের ফলেই বোম্বাইএর বাজারে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বাজার বন্ধ হইবার দিকে সামান্য উন্নতি দেখা দেয় কিন্তু চীনদেশীয় মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে পুনরায় অবনতি ঘটে। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ১৫১॥ আনা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৩৲ ছিল। জুলাই আগষ্টের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৬০॥ আনার তুলনায় উহা আলোচ্য সপ্তাহে ১৫৭৵ দাঁড়ায়। ওমরা জুলাই ১৫২৲ টাকার বাজার বন্ধ হয়। বেঙ্গল জুলাই এর মূল্য ১২১৲ দাঁড়ায়। ডিসেম্বরের দর ১১৬৵ ছিল।

বিদেশের বাজারে সপ্তাহের প্রথমদিকে চড়া ছিল। পরে আমেরিকার একচেঞ্জের দর হ্রাস পাইবার ফলে বাজারের অবনতি ঘটে। মিডলিং স্পটের মূল্য বাজার বন্ধের সময় ৯.৫৮ সেণ্ট দাঁড়ায়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পটের দর ৫.৪৮ পেনী গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫.৬১ পেণী ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

তারিখ	বরোচ জুলাই-আগষ্ট	ওমরা জুলাই	বেঙ্গল জুলাই
জুলাই ১৪	১৫৯॥০	১৫৭৷৴০	১২২॥
,, ১৫	১৫৮৷০	১৫৬৲	১২১৷৴০
,, ১৭	১৫৬৷৵	১৫৪৲	১২১৲
,, ১৮	১৫৭৵০	১৫২৲	১২১৲
,, ১৯	১৫৬৷৵০	১৫১৷০	১২২৲
,, ২০	১৫৫৲	১৪৯৷৴০	১২২৵
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৫৩৷৵	১৪২৷৵	১২৯৷০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২০৮॥০	১৯৭৷৴০	১৬৩৷৴০

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহ ব্যাপীই সুতার বাজার মন্দা গিয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাবই উহার প্রধান কারণ। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রের এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিল সমূহ বিগত কয়েক সপ্তাহ হইল আশানুরূপ সুতা কাটতি করিতে সমর্থ হয় নাই জন্য উহারা বর্ত্তমানে সুতা বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে আকর্ষণযোগ্য মূল্য হ্রাস করিতেও রাজী আছে। এই সংবাদে বোম্বাইয়ের সুতার বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তথাকার ব্যবসায়ীগণও মূল্য হ্রাস করিয়া সুতা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন কারবার সম্ভব হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যে এবং ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতার ফলে রপ্তানী বাণিজ্যেরও কোন উন্নতি হয় নাই। বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থানে বর্ষা দেখা দিয়াছে জন্য আশা করা যাইতেছে যে, আগামী কতিপয় সপ্তাহের মধ্যে সুতার বাজারের উন্নতি হইবে।

বিলাতী সুতা—আলোচ্য সপ্তাহেও এই শ্রেণীর সুতার বাজারের কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নাই। ভারতীয় ও জাপানী সুতার প্রতিযোগিতার ফলেই ম্যাঞ্চেষ্টার তাঁতিগণের সহিত কোন অগ্রিম কারবার হইতেছে না।

জাপানী ও সাংহাই সুতা—আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর সুতার মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। সাংহাই একচেঞ্জে সুতার মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে সাংহাইএর সুতা সম্পর্কে ক্রমশঃ অল্প দর দেওয়া হইতেছে। মার্সিয়াইজ সুতার বাজার তেজী ছিল; তবে সপ্তাহের প্রথমদিকে উহার দ্রুত মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর সুতার মূল্য হ্রাস পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে বাজারে অনিশ্চয়তার ফলে সাংহাই বা জাপানের তাঁতিগণের সহিত কোন নূতন অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—এই শ্রেণীর সুতা সম্পর্কে [illegible] কেটের সরকারী মূল্যের কোন [illegible] ২৪৫ [illegible] এই শ্রেণীর সুতার চাহিদা [illegible] হয়। দক্ষিণ ভার[illegible] ২৫ে জাপানী [illegible] তিই বেশী। মিলের চাহিদার অভাবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কৃত্রিম রেশমী সুতার [illegible] নিয়ন্ত্রিত ছিল।

কাপড়

কলিকাতা, ২১শে জুলাই

স্থানীয় কাপড়ের বাজারে এখনও মন্দার ভাব প্রকট রহিয়াছে। কাপড়ের মূল্য অতিশয় নিম্নে দাঁড়াইয়াছে সেইজন্য ব্যবসায়ীগণ কোন কারবার করিতে ইচ্ছুক নহে। একটি কিংবা দুইটি কারবার ফেল পড়িয়াছে সংবাদে বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মিলসমূহ যে কোন উপায়ে মাল কাটতি করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু চাহিদার অভাবে তাহাতেও কারবার হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে যে সকল কারবারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা কেবলমাত্র খুচরা ধরণের। কাপড়ের বাজারে এইরূপ অবস্থার ফলে কাপড় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমেদাবাদ এবং বোম্বাই এর মিল মালিকগণের একটি পরিকল্পনা করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

জাপানী কাপড়ের বাজারে জনপ্রিয় কয়েকপ্রকার কাপড়ের কারবার হয় মাত্র, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছু নাই।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২১শে জুলাই

গত ১৭ই এবং ১৮ই জুলাই ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য চায়ের ৬নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ১৮ হাজার বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৪ হাজার ৪১ বাক্স চা বিক্রয় হয়। গত ১৯৩৮ সালের এই নীলামে ১৫ হাজার ৪৯২ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে ১৮ হাজার ৯৮৭ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল। এই

তিন মরশুমে চায়ের গড়পড়তা দর যথাক্রমে ॥৵৮ পাই ॥৵৬ পা এবং ॥৵১১ই পাই ছিল। লণ্ডনের বাজারে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবার ফলে ব্যবসায়ীগণ অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চা ক্রয় করে। বর্ত্তমান নীলামে আসাম জাত যে চা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সামান্য উন্নত ধরণের বলিয়া গণ্য হয়। দার্জ্জিলিং জাত চায়ের চাহিদা ছিল। ডুয়ার্সজাত এবং সাধারণ গুড়া চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। পাতা চায়ের বাজার মন্দা গিয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর চায়ের চাহিদা মোটেই ছিল না।

ভারতের ব্যবহারোপযোগী—সবুজ চায়ের মূল্য ভাল গিয়াছে এবং কারবারও ভাল হইয়াছে। আলোচ্য নীলামে মোট ৮ হাজার ৩ শত বাক্স গুড়া চা এবং ৫ হাজার ৪ শত বাক্স অন্যান্য ধরণের চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যথাক্রমে ৭ হাজার ৫৩১ বাক্স এবং ৪ হাজার ৯৩১ বাক্স চা বিক্রয় হয়। প্রকৃত কারবারের অভাবে চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামের তুলনায় ৩ পাই কম গিয়াছে। অন্যান্য ধরণের চা সম্পর্কে পরিষ্কার পাতা চায়ের চাহিদা সন্তোষজনক ছিল। খারাপ ধরণের চায়ের চাহিদা ছিল না [illegible] মিলেই চলে। সম্ভবতঃ [illegible] তে ব্যবহারোপযোগী চায়ের বাজারের চাহিদা [illegible] ান কারণ এই যে [illegible] য়ীগণের ধারণা অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ [illegible] পরিমাণ চা [illegible] উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। [illegible] আমদানী বৃদ্ধি পাই [illegible] ভব নাই কারণ বর্ত্তমান রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী উভয় শ্রেণীর চায়ের [illegible] আছে। উপরোক্ত কোন যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইলে রপ্তা [illegible] চায়ের উৎপাদন না করাই সম্ভব এবং তৎপরিবর্ত্তে যাহাতে বাজারে অতিরিক্ত চা উপস্থিত না হইতে পারে তৎসম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই স্বাভাবিক।

বর্ত্তমানে রপ্তানীযোগ্য চায়ের মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ আনা ধার্য্য আছে। রপ্তানী বাজারের মন্দার ফলে প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ আনা তিন পাই হইতে উক্ত হারে নামিয়া গিয়াছে। ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ধার্য্য হারও প্রতি পাউণ্ডে ১ পাই হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য নীলামের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ :—

রপ্তানীযোগ্য—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	১৪,০৪১	১৫,৪৯২	১৮,৯৮৮
গড়পড়তাদর	॥৵৮	॥৵৬	॥৵১১

ভারতের ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্যশ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত	৭,৫৩০	৭৮৩৪	৪,৯৩১	৬,৫১২
গড়পড়তাদর	।৪	।৯	।২	।০

লণ্ডনের বাজার—

গত ১৭ই জুলাই লণ্ডনে ভারতীয় চায়ের যে নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ১৭ হাজার ৭ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর চায়ের মোটামুটি চাহিদা ভাল ছিল।

লণ্ডনের নীলামে উত্তর ভারতের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামের ১৪·৬০ পেনীর তুলনায় ১৩·৯৭ পেনী গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের চায়ের মূল্য আলোচ্য নীলামে প্রতি পাউণ্ডে ১২·৮৫ পেনী গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামে উহার ১৩·০৯ পেনী ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২০শে জুলাই

স্থানীয় চিনির বাজারে উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া যতদিন হইল যে আশা করা হইয়াছিল তাহা কার্য্যতঃ ফলবতী হয় নাই। বিভিন্ন মিল এবং আড়তদারগণ বেশী মূল্যের আশায় অতিরিক্ত মাল ধরিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া তাহার আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন না। মিল সমূহের সহিত সামান্য কারবার হইয়াছে। আড়তদার-গণ বর্ত্তমানে তাহাদের মজুদ মাল বিক্রয় করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত নূতন কারবার করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহে। স্থানীয় বাজারে যে চিনি আছে তাহার অধিকাংশ চিনি তিনমাস পূর্ব্বের মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল; এখন চলতি দরে বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আড়তদারগণের প্রভূত লোকসান হইবে অতঃপর তাহার যে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। করিয়াছিল তৎসম্পর্কে চুক্তির রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে বর্ত্তমান বাজার চিনি বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ জোগার করিতে হইতেছে। এইরূপ মূল্যের হার ক্রয় মূল্য অপেক্ষা প্রতিমনে আড়াই টাকা কম। স্থানীয় দরে আনুমানিক ১৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে। বিভিন্ন প্রকার চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—মতিপুর ১০৸০ মাড়োয়ারা চম্পার এবং পলাসী ১০৷৶০।

জাভাচিনি—বিদেশী চিনির দালাল এবং ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীর চিনি আমদানী সম্পর্কে রপ্তানী কারকগনের নিকট যে সকল দাবী উত্থাপিত করে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সকল দালাল এবং ব্যবসায়ীগণ একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্তও রপ্তানীকারকদের সহিত কোন মিমাংসা হয় নাই। কলিকাতায় চিনির বাজারে অপ্রত্যাশিতভাবে মূল্য হ্রাস পাওয়াতে একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়াছে। [illegible] ধারণা এই যে নূতন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে হয়তো বহুদিন পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা বলবৎ থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ অধিক পরিমাণ চিনি ক্রয় না করিবার ফলে স্থানীয় আড়তদারগণের গণের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং চলতি দরে চিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়াতে তাহাদের লোকসানের পরিমাণও অধিক দাঁড়াইতেছে। স্থানীয় বাজারে বিদেশী চিনির পরিমাণ অনুমানিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা। তন্মধ্যে ১৬ হাজার বস্তা বিলাতী চিনি এবং অবশিষ্টাংশ জাভা চিনি। জাভা চিনির দর প্রতি মনে ১০৸৶ ছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২১শে জুলাই

স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে; তবে মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গরুর চামড়ার বাজার তেজী ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৪৮ হাজার ২ শত টুকরা ৫৫৲—৭০৲ হিঃ ঢাকা—দিনাজপুর ২৮ হাজার টুকরা ৬৫৲—৯০৲ হিঃ লবণাক্ত; ৪০ হাজার ৫ শত টুকরা ৫৫৲—৯৫৲ হিঃ।

গরুর চামড়া—আগ্রা দেড় হাজার টুকরা ৪৮ হিঃ; ঢাকা দিনাজপুর ৫ হাজার টুকরা ৩॥—৩৮ হিঃ লবণাক্ত ৯ হাজার টুকরা ৫৬৲—৭৮॥ হিঃ; (প্রতি কুড়ি)

স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার মজুদ চামড়ার পরিমাণ ছিল। পাটনা ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টুকরা; ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫২ হাজার টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। অপর পক্ষে ঢাকা দিনাজপুর ৮ হাজার ৯ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৩ হাজার টুকরা, (নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৩ শত টুকরা, এবং বেনারেস গোরক্ষপুর—সাধারণ ৩ শত টুকরা গরুর চামড়া স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে জুলাই

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হার অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ ছিল। ষ্টার্লিং ও ডলারের বিনিময় হার এসপ্তাহে কম উঠানামা করিয়াছে। ফলে সোনার দরের হারও স্থির আছে। গত ১৫ই জুলাই লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৫½ পেনী। ১৭ই তারিখে তাহা বাড়িয়া ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী হয়। ১৮ই জুলাই তাহা কমিয়া পুনরায় ৭ পা ৮ শি ৫½ পেনী হয়। ২০শে জুলাই তাহা বাড়িয়া ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ রহিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৫ই জুলাই প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭/৯ পাই। ১৭ই তারিখ তাহা ৩৭/ আনা হয়। ১৮ই তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৩৭/৬ পাই। ১৯শে জুলাই তাহা বাড়িয়া [illegible] ২০শে তারিখ ও ২১শে তারিখ ঐ হারই বলবৎ থাকে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৪ই জুলাই প্রতি ভরি পাকা সোনা ৩৬৸৵ আনা, বড়ালবার ৩৬৸৵ আনা ও গিনি ২৩৷৶০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৵৬ পাই ও ২৩৷৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের রৌপনীতি সম্পর্কে পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করিয়া রূপার বাজারের ব্যবসায়িগণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। আর তাহাতে রূপার দামের হারও বিশেষভাবে পড়িয়া যায়। এক্ষণে রূপার ক্রয় মূল্য হ্রাস করা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহ বা চেষ্টা না দেখা যাওয়াতে রূপার বাজারের অনিশ্চিতভাব কাটিতেছে না। এসপ্তাহে লণ্ডনে ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের হার প্রথম দিকে কিছু চড়া থাকিয়া শেষের দিকে আবার সামান্য পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে। গত ১৫ই জুলাই লণ্ডনে প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ১৬⅞ পেনী। ১৭ই তারিখ তাহা দাঁড়ায় ১৬¼ পেনী। ১৯শে জুলাই বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। অদ্য বাজারে তাহা ১৬⅙ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৫ই জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৪৬৶ আনা। ১৭ই তারিখ তাহা ৪৫৷৵ আনা হয়। ১৮ই তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৪৬৶ আনা। ১৯শে জুলাই তাহা ৪৬৲ টাকা হয়। ২০শে তারিখ তাহা ৪৫৸০ আনা হয়। ২১শে জুলাই বাজারে ঐ হারই বলবৎ দেখা গিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে অদ্য ২১শে জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৪৬৷৵ আনা ও ঐ খুচরা দর ৪৬৷৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২০শে জুলাই

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজীছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্য ২৷৵০ হইতে ২৸০ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণ বস্তা (বস্তার মূল্য।০ আনাসহ) ৫৸০ হইতে ৬৲ দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে উহার চাহিদা ছিল।

সরিষার খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও আলোচ্য সপ্তাহে চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের ২৲ হইতে ২।০ আনা দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণ বস্তা খৈল (বস্তার মূল্য।০ আনা ধরিয়া) ৪৷০ হইতে ৫।০ দরে বিক্রয় করিতেছে। একমাত্র স্থানীয় ক্রেতাগণই এই শ্রেণীর খৈল ক্রয় করিতেছে।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা ২০শে জুলাই

রেঙ্গুনের বাজার—

গত ১৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৩৬ হাজার ৮০১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৬ হাজার ২১২ টন ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার নিম্নরূপ ছিল।

আতপ	মূল্য
মোটা	২১৭৲-২২০৲
সরু	২২৩৲-২২৮৲
টেবিয়ান	২৪৫৲-২৫২৲
সুগন্ধি	২৪৭৲-২৫০৲
মাণ্ডালো	২৫৫৲-২৬৫৲
ভাঙ্গা	১৭৫৲-১৮৫৲
খামানটো	
আগষ্ট	২২৬৲
সেপ্টেম্বর	২২৭৷০
অক্টোবর	২২৯৲
নবেম্বর	[illegible]৭৷০
চল্‌তি দর	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	২৫০৲-২৫৫৲
মি[illegible]	২৪২৲-২৪৭৲
সং সিদ্ধ	২৩৫৲-২৩৭৲
ভাঙ্গা	১৯৫৲-২০০৲
ধান	
নাসিন শ্রেণী	৯৪৲-৯৬৲
মাঝারি	৯৬৲-৯৮৲

কলিকাতার বাজার

গত ১৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৩ হাজার ৫১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৬৫৮ টন ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চাউলের বাজার নিম্নরূপ ছিল।

চাউল	মূল্য প্রতি মণ
বাঁকতুলসী (ঢেঁকী)	৪৷০
বাঁকতুলসী (আতপ)	৪৷৶০
চামর মণি (ঢেঁকী)	৪৷৵
কমল ভোগ (ঢেঁকী)	৪৶
কামিনী (ঢেঁকী)	৫৵০
কাটারী ভোগ (ঢেঁকী)	৫৵৬
পাটনাই (ঢেঁকী)	৪৲
রূপসাল (ঢেঁকী)	৪।৵
রূপশাল (কল)	৪।৵
কামিনী আতপ (ঢেঁকী)	৪।০-৪৷০
জাত বাঁশফুল (ঢেঁকী)	৪৸০
দাদখানি	৪।৵-৪৷৵

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮ —৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ৩১শে জুলাই, সোমবার ১৯৩৯ | ১৩শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪২[illegible]	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৩২-৪৩৬
রেল বিভাগের আর্থিক দুরবস্থা	৪২৮	পুস্তক পরিচয়	৪৩৭
সমবায়ের সমস্যা	৪২৯	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪৩৮-৪৩৯
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সেভিংস একাউণ্টের স্থান	৪৩০	মত ও পথ	৪৪০
		বাজারের হালচাল	৪৪১-৪৪৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের ভবিষ্যৎ

প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম হইতে নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় এবং এজন্য জুলাই হইতে জুন পর্য্যন্ত পাটের বৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস হইতে বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে পাটের আমদানী, রপ্তানী ও মজুদ পাট সম্বন্ধে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে গত বৎসরের তুলনায় এবার চটকলসমূহে মজুদ পাটের পরিমাণ ৬ লক্ষ বেল কমিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বাহিরে মজুদ পাটের পরিমাণও আড়াই লক্ষ বেল হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতার আড়তসমূহে এবং জাহাজে ভর্ত্তি পাটের পরিমাণও এবার জুন মাসের শেষে গত বৎসর জুন মাসের তুলনায় কম দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে ভারতীয় চটকলসমূহে বৎসরের শেষে ৭।৮ মাসের এবং বিদেশস্থ চটকলসমূহে ৫।৬ মাসের পাট মজুদ থাকিত। কিন্তু এবার ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের চটকলগুলির হাতে ৪॥ মাসের খরচের অতিরিক্ত পাট মজুদ নাই। মফঃস্বলে কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে মজুদ পাটও এবার অনেক কম রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে পাটের দর যেরূপ চড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে মফঃস্বলস্থ প্রায় সকলেই পুরাতন পাট বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পাটের চাষ সম্বন্ধে যে সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও জানান হইয়াছে যে গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৩৬ ভাগ কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ইউরোপে যে যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল তাহা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতীয় চটের সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার। উক্ত দেশেও ব্যবসা বাণিজ্যে ইদানীং উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই সমস্ত বিষয়ই পাটের নূতন মূল্য চড়িবার পক্ষে অনুকুল। কিন্তু উহা সত্ত্বেও পাটের দর দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। চটকলসমূহে মজুদ থলে ও চট বেশী থাকা উহার অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু ইউরোপীয় পরিচালিত চটকলসমূহের পরিচালকদের ক্রয়নীতিও এজন্য বহুলাংশে দায়ী। অতি শীঘ্রই বাজারে প্রচুর পরিমাণে নূতন পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে ভরসায় চটকলওয়ালাগণ বর্ত্তমানে বাজারে পাট ক্রয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়া বাজার আরও দাবাইয়া দিতেছে। উহার ফলে পাটচাষীর এবারও বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতি হইবে। যেখানে দরিদ্র পাটচাষীকে শোষণ করিবার জন্য একদল শক্তিশালী লোক সঙ্ঘবদ্ধ এবং রাজশক্তি যেখানে নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র সেখানে যে এরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহার মধ্যে আর বিস্ময়ের কি আছে?

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর বিপদ

প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে জনসাধারণের ক্ষণ-ভঙ্গুর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়। এই জন্য ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা দুর্ণাম রটনা করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকে বিব্রত করা খুব সহজ কাজ। আমাদের দেশে যেখানে শুধু একটা ব্যাঙ্কের দোষ গুণ বিচার করিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি

অধিকাংশ লোকেরই নাই সেখানে স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তিদের পক্ষে এই ধরণের দুর্নীতির প্রশ্রয় লওয়া আরও সহজ এবং এজন্য কোন স্বার্থহানি ঘটিলে অনেকেই এই দুর্নীতিমূলক কাজের আশ্রয়করিয়া থাকে। সম্প্রতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ব্যাপারে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ইতিমধ্যে এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কতিপয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাজারে নানাপ্রকার গুজবের সৃষ্টি করিয়া ছিল এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কের অনেক আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই সব গুজব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে আমানতকারীগণ তাহাদের টাকা পুনরায় ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতবাসীর পরিচালিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কের ক্ষতি করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ভারতবাসীর তরফ হইতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। এই সব ব্যাপার অনেক সময়ে আদালত পর্য্যন্তও গড়াইয়াছে। কিন্তু উহাতে ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হয় নাই এবং দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া আজ উহাতে কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি টাকার মত। মিথ্যা গুজবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ১০।২০ জন আমানতকারী উহা হইতে টাকা তুলিয়া লইলে উহার কোনই ক্ষতি হয় না। কিন্তু সমস্ত ব্যাঙ্কের অবস্থা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মত নহে। যে সব ব্যাঙ্কের অর্থসঙ্গতি কম সেই সব ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের গুজবের ফলে বিব্রত হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে যে টাকা দ্বারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সহায়তা হইতে পারে সেই টাকার একটা মোটা অংশ অনেক ব্যাঙ্কেই সকল সময়ে নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তন অবস্থায় এক প্রকার অকেজো করিয়া রাখিতে হয়। এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সামান্য স্বার্থহানীর পর যাহারা এক একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে বিপন্ন করিবার প্রয়াস পায় তাহারা দেশের শত্রু এবং জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র। আমানতকারীদের কখনও এই ধরণের ব্যক্তিদের মিথ্যা প্রচার কার্য্যে প্রভাবান্বিত হওয়া উচিত নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহি। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান চেয়ারম্যান সার এইচ পি মোদি মাদক বর্জ্জনের ব্যাপারে বর্ত্তমানে বোম্বাই সরকারের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। এজন্য কেহ কেহ এরূপ গুজবের সৃষ্টি করেন যে মোদিকে জব্দ করিবার জন্য বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় কংগ্রেস নেতা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করিতেছেন এবং উহার ফলেই ইদানীং ব্যাঙ্ক হইতে উহার আমানতকারীগণের কেহ কেহ টাকা উঠাইয়া লইয়াছিলেন। আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা, উহারা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করা দূরে থাকুক ব্যাঙ্ক যাহাতে আরও শক্তিশালী হয় তজ্জন্যই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। একটা ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অযথা প্রচার কার্য্য যে প্রকার নিন্দনীয় ঐ ব্যাঙ্কের কোন ব্যাপারে সুযোগ লইয়া রাজনীতিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টাও সেইরূপ নিন্দনীয়। বাঙ্গলা দেশে রাজনীতিক দলাদলী বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঙ্কের পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এজন্য এখানে একথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

চা নিয়ন্ত্রণ আইনের অপপ্রয়োগ

ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন ও বিদেশে চা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে চা নিয়ন্ত্রণ আইন (Indian Tea Control Act) বলবৎ করা হইয়াছে তাহার অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী "অবিচারপ্রসূত এবং ভারতীয় চা'করদের স্বার্থের পরিপন্থী" বলিয়া এই সব নিয়মাবলী সম্বন্ধে তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিবার জন্য কংগ্রেস পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আগামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষে গত বৎসর মার্চ্চ মাস হইতে চা উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে [illegible] বৎসরের জন্য যে [illegible] কার্য্যক্রম বলবৎ করা হইয়াছে ত[illegible] অনেক ভারতী[illegible] আপত্তি ছিল। কিন্তু [illegible] এজেন্সী হাউস সমূহের [illegible] হইলে অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের জন্য চা[illegible] পড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় ভারতীয় চা'করদের মধ্যেও অনেকে নূতন কার্য্যক্রম সমর্থন করিতে বাধ্য হন। এই কার্য্যক্রম এক বৎসরের অধিককাল হইল বলবৎ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বুঝা গিয়াছে যে উহার আমলে ভারতীয় চা'করদের পক্ষে বিদেশী চা রপ্তানীর অধিকার (quota) বিক্রয় করিয়া উপযুক্তরূপ মূল্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু নূতন কার্য্যক্রম অনুসারে ইউরোপীয়দের পরিচালিত বড় বড় বাগানগুলিতে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ চা ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্যও ভারতীয় চা'করগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের তরফ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব উপাত্থন করা হইতেছে। তাহা ভারতীয় চ'করদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে ভারতীয় চা'করগণ যে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন তাহা খুবই আশা করা যায়।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতি

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ইদানিং নানা দিক হইতে যেভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহার কুফল ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সম্প্রতি ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসরে ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল—এই তিন মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে ১০৭ কোটি ১০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এবার এই তিন মাসে কাপড়ের কলমূহে ১০০ কোটি ৮৭ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিদেশী কাপড়ের আমদানীও বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর আলোচ্য তিন মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৬ কোটি ৪৪ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল—এবার এই তিন মাসে ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। গত মে মাসেও গত বৎসর মে মাসের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ গজ বেশী

কাপড় আমদানী হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তুলা রপ্তানীর সুবিধার জন্য গত ২৭শে জুলাই হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট রপ্তানীকারকগণকে প্রতি পাউণ্ড তূলার জন্য দেড় সেণ্ট করিয়া মোট-মাট ১০০ কোটি টাকা পরিমাণে অর্থ সাহায্য আরম্ভ করিয়াছেন উহার ফলে বিদেশের বাজারে আমেরিকার তূলার দর কমিয়া যাইবে এবং যেহেতু জাপান উহার প্রয়োজনীয় তূলার অর্দ্ধেকেরও বেশী আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ক্রয় করে তজ্জন্য এই ব্যবস্থায় জাপানের খুব সুবিধা হইবে। এদিকে জাপান চীন যুদ্ধের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হইতেও বর্ত্তমানে বহুলাংশে মুক্ত হইয়াছে এবং জাপানের সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের রপ্তানীকারকগণ একজোট হইয়া বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া[illegible] অত্রাবস্থায় ভারতের কাপড়ের বাজারে অদূর ভবিষ্যতে জাপা[illegible]গিতা অদম্য হ[illegible]উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। [illegible] আর্থিক দুরবস্থা [illegible] ও ইংলণ্ডের প্রতি যোগিতা[illegible] জন্য ভারতীয় কাপ[illegible] মাল বিক্রয় হইতেছে না। উহার [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইতে [illegible] কলেই মজুদ [illegible] পুঞ্জীভূত হইয়া [illegible]তেছে। [illegible] উপর জাপানের প্রতিযোগিতা যদি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে তাহা হইলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই কাজ বন্ধ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে এবং আমেদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলে কলে কাজ কমাইয়া দিবার জন্য বহু সংখ্যক মজুর বেকার হইয়াছে। এই অবস্থা ক্রমে আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ভারতবর্ষ

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশন স্থাপিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বল জাতিগুলিকে রক্ষা করা উহার উদ্দেশ্য হইলেও কার্য্যতঃ উহা বরাবরই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছে। শক্তিমান রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আবিসিনিয়া, চীন প্রভৃতি দেশগুলিকে রক্ষা করিবার ব্যাপারে উহা কোন সাহায্যই করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উহাই পরিণতি হইবে বুঝিতে পারিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হইতেই উহাকে বয়কট করিয়া আসিতেছে। ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশও প্রকাশ্যভাবে উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং উহার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা গঠিত এই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতবর্ষের যোগদান করার কোনই হেতু ছিল না। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাতে নিজের দল ভারী করিবার জন্য প্রথম হইতেই ভারতবর্ষকে উহার সদস্যভুক্ত করিয়া লন এবং এজন্য বৎসর বৎসর ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে ১০ লক্ষ টাকা করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সেলামী দিতে হইতেছে। উহার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে উহার রাজনীতিক অধিকার লাভে সাহায্য করা দূরে থাকুক উহার দপ্তরে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতবাসীকে নিয়োগ করার ব্যাপারে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। এই সব দেখিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত সরকার এই প্রস্তাবমত কাজ না করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারত সরকার যে চাঁদা দেন তাহার পরিমাণ কমাইবার জন্য আবেদন করেন। সম্প্রতি এই বিষয়ে রায়সঙ্ঘের উত্তর পাওয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন ভারত সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৎসরে যে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন তাহা হইতে তাঁহারা মাত্র ৩০ হাজার টাকা কমাইতে প্রস্তুত আছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই মনোভাবের ফলে ভারতবর্ষে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবলতর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাবই সবচেয়ে অধিক নিন্দনীয়। ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার দাবী জানাইলেন—আর ভারত সরকার উহার দেয় চাঁদা কমাইবার জন্য সঙ্ঘের দ্বারস্থ হইলেন। ভারতবর্ষকে এইভাবে অপমানিত করিবার ভারত সরকারের কোন অধিকার নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহযোগিতা ইংরাজের স্বার্থের পরিপোষক হইতে পারে--ভারতবর্ষের উহাতে সকল দিক দিয়াই ক্ষতি হইতেছে।

বোম্বাইয়ে বেকার বীমা

এদেশে যাহারা কার্য্যাভাবে বেকার হইয়া আছে তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। অন্যান্য দেশে রাজশক্তি বেকারদের কাজের সংস্থানের জন্য অবিরত চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া থাকেন এবং এই চেষ্টার পরেও যাহারা বেকার থাকে তাহাদিগের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়। এদেশে বেকারদের কাজের সংস্থান এবং বেকার অবস্থায় উহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যই এই দুই বিষয়েও সরকারীভাবে কোন চেষ্টাযত্ন পরিলক্ষিত হয় না। তবে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে কোন কোন কংগ্রেসী প্রদেশে এই বিষয়ে কিছু কিছু আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে মাদ্রাজ সরকার পরীক্ষামূলক হিসাবে উক্ত প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ বেকার মজুরদের জন্য একটি বীমাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন। সম্প্রতি বোম্বাই কর্পোরেশনে মিঃ যমুনাদাস মেটা উক্ত সহরের শিক্ষিত বেকারদের সাহায্যার্থে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে বোম্বাই সরকার, বোম্বাই কর্পোরেশন এবং আফিসাদির মালিক গণকে বীমা তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হইবে। এই প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে এখনই নানা সন্দেহ উত্থাপনা করা হইয়াছে। কারণ অনেকেই বলিতেছেন যে বর্ত্তমানে বোম্বাই সরকার, বোম্বাই কর্পোরেশন এবং আফিসাদির মালিকদের কাহারও এরূপ অর্থসঙ্গতি নাই যাহাতে উহারা বেকার বীমা তহবিলে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা এই ধরণের আপত্তি উত্থাপন করেন তাঁহাদের জানা উচিত যে বেকারদের অন্নসংস্থানের ব্যাপারে সরকারী আধা সরকারী ও বে সরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরও একটা দায়িত্ব রহিয়াছে এবং যে ভাবেই হউক উহাদের সাহায্যের জন্য অর্থের সংস্থান করিতে হইবে। অর্থাভাব বেকারদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতার একটা অজুহাত হইতে পারে না।

রেল বিভাগের আর্থিক দুরবস্থা

ভারতবর্ষে রেলপথসমূহের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এইচ এল দে যে প্রস্তাব করেন তৎসম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বিষয়টী এতই গুরুত্বব্যঞ্জক যে এই সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ভারতবর্ষে রেলপথসমূহের আর্থিক গুরুত্ব খুব বেশী। এদেশে রেলপথ স্থাপনের জন্য বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারত সরকার ভারতবাসীর তরফ হইতে ৭৬০ কোটী টাকা ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই ঋণের জন্য রেল বিভাগের আয় হইতে বৎসর বৎসর সুদ হিসাবে গড়ে ৩০ কোটী টাকার মত দিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথগুলিতে বর্ত্তমানে এদেশের ৭ লক্ষের মত লোক চাকুরী করিয়া জীবিকা সংস্থান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত রেলের কন্ট্রাক্টর [illegible] এবং রেলপথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পের মারফতেও আরও বহুসংখ্যক লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে। স্যার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশমত রেলবিভাগের স্বচ্ছলতার সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের স্বচ্ছলতাও অনেকাংশে নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ স্থির হইয়াছে যে ভারত সরকার রেল বিভাগের উদ্বৃত হইতে যে টাকা পাইবেন তাহার সহিত আয়কর বাবদ প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটী টাকার বেশী হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে বাটিয়া দেওয়া হইবে। দেশের আর্থিক ব্যাপারে রেলপথ-সমূহের এইসব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাড়া কতকগুলি পরোক্ষ সম্পর্কও রহিয়াছে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি, শান্তিরক্ষা, দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে মেলামিশা ও ভাবের আদান প্রদান, দুর্ভিক্ষ নিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারেও রেলের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। ভারতীয় রেলপথসমূহ যদি অর্থাভাবে অচল হয় তাহা হইলে রেলের জন্য গৃহীত ৭৬০ কোটী টাকা ঋণ ও উহার সুদ ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়িবে, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইবে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে আয়করের দফায় ভারত সরকারের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা বিলুপ্ত হইবে এবং দেশের কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে রেলবিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বার্থের পরিপোষক—একথা বলা যায়।

কিন্তু ইদানীং দিন দিন ভারতীয় রেলপথসমূহের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য গত ১৯২৯-৩০ সাল হইতে রেলবিভাগে যে মন্দা দেখা দেয় তাহার ফলে ১৯৩১-৩২ সাল হইতে রেলবিভাগ ভারত সরকারকে দেয় টাকা প্রদান বন্ধ করে এবং উহার ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডার হইতে টাকা ভাঙ্গাইয়া রেলবিভাগের অপরিহার্য্য ব্যয়ের সঙ্কুলান করিতে থাকে। ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে যদিও রেলবিভাগের আর্থিক অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় তথাপি ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরই রেল বিভাগে ঘাট্‌তি হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে সর্ব্বপ্রথম রেল বিভাগে ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় এবং এই টাকা ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের মধ্যে দেওয়া হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে—এরূপ সংশোধিত হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময় রেলওয়ে মন্ত্রী এরূপ বরাদ্দ করিয়াছিলেন যে ঐ বৎসরে রেল বিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৮।৯ মাসের হিসাব দৃষ্টে রেলওয়ে মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে ঐ বৎসরে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বেশী উদ্বৃত্ত হইবে না। ঐ বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব এখনও জানা যায় নাই। কাজেই এই বৎসরে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকাও উদ্বৃত্ত হইবে কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে [illegible]লিবার উপায় নাই। চলতি ১৯৩৯-৪০ সালে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করার সময় [illegible] করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমা[illegible]সরে রেলবিভা[illegible] গত ৩০শে জুন তারিখ [illegible] ২৪৫ [illegible] হইয়া[illegible]ইতেছে যে গত ব[illegible] সময়ের [illegible] ১ [illegible] লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। সুতরা[illegible] বুঝা যাইতেছে যে গত ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে রেলবিভাগের আর্থিক অবস্থার যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই বৎসর হইতে পুনরায় রেল বিভাগের আর্থিক অবস্থার যে অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে তাহা রুদ্ধ হওয়ার মত এখন পর্য্যন্ত কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

বর্ত্তমান সময়ে রেলপথসমূহের আর্থিক অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে চল্‌তি বৎসরে রেলবিভাগ হইতে ভারত সরকার যে কিছু পাইবেন তাহার সম্ভাবনা কম। তবে চল্‌তি বৎসরে রেলপথসমূহের আয় হইতে উহার পরিচালনা ব্যয়, রেলের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ, রেলপথের জন্য আবশ্যকীয় মালপত্র ক্রয় এবং রেলপথসমূহের আসবাবপত্রের ক্ষয়পূরণের জন্য অর্থের সংস্থান প্রভৃতি অপরিহার্য্য ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে প্রকার মন্দা দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা যদি আগামী বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে তাহা হইলে ১৯৪০-৪১ সালে রেলের আয় দ্বারা উহার অপরিহার্য্য ব্যয় সঙ্কুলান করাও সম্ভবপর হইবে না। ১৯২৯-৩০ সালে যখন রেল বিভাগের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে সেই সময় হইতে তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত রেলের মজুদ তহবিল সঞ্চিত প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করিয়া রেল বিভাগকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই তহবিলে নিঃশেষিত হওয়ার পর ৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রেলের ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থ হইতে রেলের অপরিহার্য্য ব্যয় সঙ্কুলান করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনেরও উপায় নাই। বর্ত্তমানে রেলের মজুদ তহবিলে মাত্র ৪৮ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের নিকটও ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রেলবিভাগের ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দেনা রহিয়াছে। সুতরাং এখন পুনরায় ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডার হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া রেলের ঘাটতি নিবারণের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় রেলবিভাগের আয় ব্যয়ের যদি সমতা সাধিত না হয় এবং বর্ত্তমান মন্দা যদি অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে তাহা হইলে আগামী ১৯৪০-৪১ সাল হইতে রেলবিভাগের ঘাটতি পূরণের জন্য দেশবাসীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। কারণ কোটি কোটি টাকা ঋণ করিয়া যে রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে চল্‌তি খরচের অভাবে তাহার কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে—তাহা কল্পনা করাও কঠিন।

(পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

সমবায়ের সমস্যা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বিগত ১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশ হওয়ার পর হইতেই সমবায় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। গত ৩০।৩৫ বৎসর কালের মধ্যে এদেশে এই আন্দোলনের যে প্রকার প্রসার হইয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৯৬৭। এইসব সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১৪১ জন এবং শেয়া[illegible] আমানতী টাকা, [illegible]জুদ তহবিল, গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত [illegible]হায্য ইত্যা[illegible]তে এই সব সমিতিতে মোটমাট ১০১ কো[illegible]টি ৫৯ [illegible] ৫৫ হাজার টাকা মূলধন খাটি[illegible] [illegible]মে প্রথম [illegible] সমবায় আইন পাশ হয় সেই [illegible]দনের জন্য স[illegible] সমিতি গঠন করিতেই দে[illegible] দেওয়া হইয়াছি[illegible] গত ১৯১২ সালে এদেশে যে [illegible] আইন বলবৎ হয় [illegible]কে কৃষির উন্নতি বিধান, সেচকার্য্য, কৃষি[illegible]তি [illegible] পৃষ্ঠা[illegible] [illegible] হইতে [illegible] ছোটখাট শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বীমা প্রভৃতি [illegible] জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে অধিকার দেওয়া হয়। এ[illegible] অধিকার লাভের ফলে বর্ত্তমানে ঋণদান ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য দেশে যে সমস্ত সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যাও নগন্য নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলন এখনও মূলতঃ দেশের লোককে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার কাজেই নিয়োজিত রহিয়াছে। কৃষির উন্নতি, পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, শিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত কাজের দ্বারা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে সেইসব কাজে সমবায় সমিতিগুলির দান এখনও অতি নগন্য। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে জনসাধারণকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দরিদ্রকে তাহার আয়বৃদ্ধির কাজে সাহায্য না করিলে মাত্র অল্পসুদে ঋণ দিয়া তাহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কাজেই সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে এখন হইতে ঋণদান সমিতি অপেক্ষা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার উপর অধিকতর জোর দিতে হইবে। আজকাল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসাধারণের সমষ্টিগত আয় ২।৩ গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর করিবার আশু প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন। কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহারও উহাই মূলগত উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে সমবায়ের মারফতে যত অল্প সময়ের মধ্যে এবং যত অল্প পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা দেশবাসীর আয় যত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে তেমন আর কোন ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভবপর নহে। সমবায়ের আরও একটি দিক ভাবিবার আছে। দেশে বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের সমষ্টিগত আয় উল্লেখযোগ্যরূপে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু উহার ফলে দেশের জনসমষ্টির মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি হইতে পারে না। একমাত্র সমবায়ের দ্বারাই দেশে এই আত্মনির্ভরতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে দেশের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে প্রদেশ সমূহের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর হইতে দেশে সমবায়ের প্রসার সম্পর্কে একটা আন্তরিক চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মাদ্রাজে এই বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি তদন্তকার্য্য শেষ করিয়াছেন। সংযুক্ত প্রদেশে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে স্বাবলম্বী হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য উক্ত প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ কাটজু একটি ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। বাঙ্গলায় সমবায়ের প্রসারের জন্য একটি নূতন সমবায় আইন পাশ করিবার তোড়জোড় হইতেছে। উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে সমবায়ের প্রসার সম্পর্কে সমবায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দেওয়ান বাহাদুর দেবশিখামণি মুদালিয়ারের দ্বারা একটি তদন্তকার্য্য করাইয়াছেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে সমবায়ের প্রসার সম্বন্ধে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিহার প্রদেশের গভর্ণমেন্ট [illegible] যে কমিটি গঠন করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতেও ইদানীং সমবায় সম্পর্কে একটা বিশেষ উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে সমবায় সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যা জড়িত রহিয়াছে তাহা প্রধানতঃ এই কয়টি দফায় উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) বর্ত্তমানে সমবায় সমিতিগুলির যে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার (২) সমবায় সমিতির পরিচালনার মধ্যে যে সমস্ত দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার প্রতিকার করিয়া পরিচালনা ব্যবস্থার সংশোধন (৩) নূতন সমবায় সমিতির গঠন এবং (৪) সমবায় সমিতির তদ্বির তদারক প্রথম দুইটী সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিবার আবশ্যকতা নাই। কৃষিজাত পণ্যের মূল্যহ্রাসের ফলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমবায় সমিতিগুলি কর্ত্তৃক দাদনী টাকার কতকাংশ অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং এই টাকার বাকী অংশও দীর্ঘ দিনের কিস্তি ব্যতীত আদায় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সমিতির যে টাকা পড়িয়া গিয়াছে সেই পরিমাণ টাকা সমিতির আমানতকারীদের প্রাপ্য হইতে বাদ দিতে হইবে। উহা অনভিপ্রেত ও সমবায় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিজনক হইলেও বর্ত্তমানে উহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সমিতির প্রাপ্য যে টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে—অথচ দীর্ঘ দিনের কিস্তি ছাড়া যাহা আদায় হইবার নহে তৎসম্বন্ধে গভর্ণমেন্টকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতেই হউক অথবা অন্য উপায়েই হউক এই পরিমাণ টাকা সমিতির আমানতকারীদিগকে একসঙ্গে প্রদান গভর্ণমেন্টকে এই টাকা আস্তে আস্তে আদায় করিয়া লইতে হইবে। গভর্ণমেন্ট যদি এই ব্যবস্থায় অগ্রসর হন তাহা হইলে আমানতী টাকার ঘাটতির জন্য আমানতকারীদের নিকট সমবায় সমিতি সম্পর্কে আস্থা যতটুকু বিলুপ্ত হইবে তাহার অনেকাংশ পুনরুদ্ধার হইতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান অর্থাৎ সমবায় সমিতির পরিচালনার সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে সমস্ত দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার প্রতিকার অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রত্যেক সমবায় আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে কিনা তৎসম্বন্ধে এবং সমিতির হিসাব নিকাশ সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট যদি সতত সজাগ থাকেন তাহা হইলে সহজেই সমবায় সমিতির বহু দুর্নীতি বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু অতীতের ভুলত্রুটির সমালোচনা অপেক্ষা ভবিষ্যতে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা উহার উচ্ছেদ এবং কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করাই আমরা

(৪৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সেভিংস একাউণ্টের স্থান

(মিঃ কে, এন, দালাল ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ)

ছোট ছোট ব্যাঙ্কের অসুবিধা অনেক। আমানতকারিগণকে উহাদের বেশী সুদ দিতে হয়। বড় ব্যাঙ্ক অথবা বিনিময় ব্যাঙ্ক এ টাকা রাখিতে গিয়া আমানতকারীগণ সুদের ভাবনা ভাবে না। কিন্তু ছোট ছোট ব্যাঙ্কে আসিয়া ইহারা বেশী সুদের জন্য দর কষাকষি করেন। ছোট ব্যাঙ্কগুলি পেটের ক্ষুধায় বেশী সুদ দিয়াও টাকা রাখে। বড় বড় ব্যাঙ্কে আমানতকারিগণ শতকরা ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদে এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত রাখিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কে সামান্য টাকাও শতকরা ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা সুদের কমে স্থায়ী আমানত রাখিতে চাহেন না। ছোট ছোট ব্যাঙ্কে আমানতকারিগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সুতরাং উহাদের সঞ্চয়ও সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সঞ্চয়ের সুদের টাকা দিয়াই অনেক আমানতকারী সংসার প্রতিপালন করিতে চাহেন এবং তজ্জন্য উপরোক্ত ব্যাঙ্কের নিকট বেশী সুদ দাবী করেন। ছোট ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ কম বলিয়া বেশী সুদে টাকা আমানত রাখিতে বাধ্য হয়। এই বেশী সুদের টাকা ভাল জামীনে রাখিয়া খাটান বড় শক্ত হয়। অনেক স্থলে বাধ্য হইয়া এই সকল ব্যাঙ্ক গুলিকে বেশী সুদের জন্য জমি, বাড়ী, কলকব্জা প্রভৃতির জামীনে টাকা খাটাইতে হয়। ইহাতে ব্যাঙ্কের অনেক মুস্কিলে পড়িতে হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উপর টাকা খাটাইতে হইলে এবং বড় বড় ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে হইলে বেশী সুদে আমানত নিয়া কারবার চালান শক্ত হয়। আমানতকারীগণের উচিত সুদ কিছু কম নিয়া এই সকল ব্যাঙ্কগুলিকে ভাল ভাল জামীনে তাহাদের টাকা খাটাইবার সুযোগ দেওয়া। নতুবা বিপদ উভয়তঃ। ব্যাঙ্ক যদি অল্প সুদে টাকা না পায় তবে কখনও লাভজনক ব্যবসা করিতে পারে না। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির কর্ত্তব্য হবে সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে টাকা সংগ্রহ করা। সেভিংস একাউণ্টের সুদ ২৲ টাকা হইতে ২৷৷০ টাকার বেশী নহে। এই হিসাবের টাকার জন্য আমানতকারী সুদের তারতম্য করেন না—বড় ব্যাঙ্ক ও ছোট ব্যাঙ্কের মধ্যে সেভিংসের সুদের পার্থক্য আমানতকারীর নিকট মোটেই গুরুতর নহে। অধিকন্তু সেভিংস একাউণ্টের টাকার ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের মতনই থাকে। বরং এক বৎসর মেয়াদের টাকা মেয়াদ ফুরাইলে অনেক ক্ষেত্রে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেভিংসের এর টাকা জমা ও উঠিয়া যাইবার ভিতর দিয়াও অনেক ক্ষেত্রে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য থাকে। আমানতকারী স্থায়ীভাবে ছোট ব্যাঙ্কে অল্প টাকা রাখিতেও যতখানি ইতস্ততঃ করে সেভিংস একাউণ্টে তার চাইতে বেশী টাকা রাখিতে কোন আশঙ্কা বোধ করেন না। এরূপ অবস্থায় যেমন সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা সংগ্রহের চেষ্টা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে তেমন ঐ টাকা দিয়া বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভাল ভাল জামীনে ব্যাঙ্ক যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। সেভিংস একাউণ্টের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী। জাতিকে আপামর সঞ্চয়শীল করিতে হইলে সেভিংস ব্যাঙ্কে অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারকার্য্য আবশ্যক। ইহাই অর্থনীতি ক্ষেত্রের গণ-সংযোগ জনসাধারণকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়মুখী করিতে হইলে সেভিংস ব্যাঙ্কে অর্থ নিয়োগ সম্পর্কেই তাহাদের দ্বারস্থ হইতে হইবে। বড় বড় ব্যাঙ্ক আপ্‌সে যথেষ্ট টাকা পায়—ছোট ছোট ব্যাঙ্কের টাকা সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়—লোকের দ্বারস্থ হইতে হয়। বাংলা দেশের শতকরা নিরানব্বই জন এখনও ব্যাঙ্কের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইন্‌সিওরেন্সের একাউণ্টের মত ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিও বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সেভিংস একাউণ্টের মহিমা বুঝাইয়া না দিলে আমাদের দেশের লোক কখনই ব্যাঙ্ক উন্মুখীন হইবে না—এবং দুপয়সা সঞ্চয় করিবে না। আমাদের দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট যাতায়াতের ফলে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সহর ও নগরের কতক লোককে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে। ছোট ব্যাঙ্কগুলির এই অবদান কম নহে। পোষ্টার সেভিংস ব্যাঙ্কে সমগ্র ভারতবর্ষে ৭৭৷৷০ কোটি টাকা জমা আছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলা ও আসামে এই টাকার পরিমাণ ১৭৷৷০ কোটি টাকার উপর। পোষ্টাফিস হইতে টাকা উঠাইতে চেক ব্যবহার করা যায় না। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার অনেক সুবিধা আছে। প্রায় চলতি হিসাবের মতনই সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে [illegible] টাকা আমানতকারী [illegible] করিতে পারে। ব্যাঙ্কের সেভিংস হিসাবের টাকা [illegible] আদান প্রদান [illegible] —কিন্তু পোষ্টাফিসে [illegible] সেভিংস ব্যাঙ্কের [illegible] ঐরূপ আদান প্রদান করিতে পারেন না। [illegible] ছোট ব্যাঙ্কগুলি সেভিংসএর উপরোক্ত সুবিধা [illegible] যদি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেয় আর একদিকে যেমন অল্প সুদে উহারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারে তেমন অপরদিকে জাতি বাধ্য হইয়া সঞ্চয়শীল এবং ব্যাঙ্কের প্রতি অনুরক্ত হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতি গঠনের ভার যেমন কংগ্রেসের উপর রহিয়াছে তেমনি জাতির অর্থনীতি দায়িত্বও আমাদের ব্যাঙ্ক-গুলির উপর সম্যকভাবে ন্যস্ত আছে। এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করাই ব্যাঙ্কের একমাত্র সার্থকতা।

সর্দ্দার প্যাটেলের উক্তি

আহম্মদাবাদে একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার বল্লভ-প্যাটেল এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে আগামী বৎসর ভারত সরকার সামরিক ব্যয় কমাইয়া আয় করের দফায় প্রাপ্ত টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন না করেন তাহা হইলে বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রদেশের পক্ষে মাদক বর্জ্জন আন্দোলন পূর্ণভাবে সফল করা অসম্ভব হইবে। তিনি আরও বলেন যে যদি এরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে কংগ্রেস দেশের শাসনভার ছাড়িয়া দিবে। সর্দ্দার প্যাটেলের এই উক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাদক বর্জ্জনের সঙ্কল্পের ফলে বোম্বাই সরকারের আয় বৎসরে সোয়া তিন কোটি টাকা কমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই ক্ষতি পূরণের জন্য বোম্বাই সরকার যে সমস্ত ট্যাক্স বসাইবার আয়োজন করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের ধনী সম্প্রদায় খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। উহাদের সহিত মুসলীম লীগ, ডাঃ আম্বেদকারের দল এবং অন্যান্য অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন। এই অবস্থায় বোম্বাই সরকার মাদক বর্জ্জন আন্দোলনে হাত দিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যদি অর্থসাহায্য করিয়া বোম্বাই সরকারের এই প্রশংসনীয় উদ্যম সহযোগিতা না করেন তাহা হইলে নিজেদের মর্য্যাদার খাতিরেই বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং মাদক বর্জ্জন উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষে একটি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়।

(সমবায়ের সমস্যা)

অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে করি। এই সম্বন্ধে সম্ভবতই সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী এবং উহার তদ্বির তদারকের প্রশ্ন উঠে। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের বয়স ৩৫ বৎসর হইলেও বর্ত্তমানে এদেশের অধিবাসীদের প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ১৪.৪ জন সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায় আন্দোলন উহার জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা দেশবাসীর সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। উহা তাহার একটি কারণ বটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাবের দৈন্যও উহার কারণ। এজন্য মাদ্রাজের সমবায় তদন্ত কমিটিতে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কোন স্থানে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সদস্য হওয়া ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ব[illegible]ক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। সমবায়ের মূলন[illegible]তি এই প্রকা[illegible] জ[illegible]দস্তিমূলক [illegible]ব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া কমিটির [illegible] সদস্য এই [illegible]স্তাব সমর্থন করেন নাই। কিন্তু সংযুক্ত [illegible] কাটজু যে [illegible]রকল্পনা স্থির করিয়াছেন [illegible] যে কোন [illegible]র পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শ[illegible] ৭৫ জন সমবায় সমি[illegible] ১৫ জনের মধ্যে সদ[illegible] হওয়া বাধ্যতামূলক হ[illegible] পৃষ্ঠা[illegible] সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়[illegible] হই[illegible] বাধ্যতামূলক সদস্যের [illegible]বস্থা রহিয়াছে [illegible] তাহাতে [illegible] সুফলও পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাব যে প্রকার তাহাতে সমবায় সম্পর্কে কতকটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি না তাহা আরও ভালরূপে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সমিতির গঠন সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হইতেছে—এক উদ্দেশ্যমূলক সমিতির স্থানে বহু উদ্দেশ্যমূলক সমিতি গঠন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে কোন সমিতি একমাত্র ঋণ দানের জন্য, কোন সমিতি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য, কোন সমিতি শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পল্লীবাসীর কাছে এই প্রত্যেক ধরণের সমিতিরই প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এই ধরণের সমস্ত সমিতির সাহায্য পাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই সমস্ত সমিতির সদস্য হওয়া প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা একটি অসুবিধাজনক ব্যবস্থা এবং এই অসুবিধার প্রতিকারের জন্য এক একটি সমিতির মারফতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করাইবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন। পল্লী অঞ্চলে এক একটি সমবায় সমিতি যদি উহার সদস্যগণকে প্রয়োজনের সময়ে টাকা ধার দিবার, উহাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার, সস্তাদরে উহাদিগকে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার, উহাদের জমিতে জল সেচন করিবার এবং উহাদের মূল্য বা সম্পত্তির বীমা করিবার ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে এই ধরণের সমিতি একটা আকর্ষণের বস্তু হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধেও দেশে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

সমিতির তদ্বির তদারকের কথা বলিলেই গভর্ণমেণ্টের সহিত সমবায় সমিতির সম্পর্কের কথা আসে। সমবায় আন্দোলন মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার আন্দোলনেরই নামান্তর। কাজেই এই আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ যত কম হয় ততই ভাল। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক সমিতির হিসাব নিকাশ ও কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় হইবে। উহা ছাড়া কোথায় কি ধরণের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক সমিতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন রহিয়াছে, এই ধরণের সমিতির জন্য কিরূপ মূলধনের প্রয়োজন, সমিতির কাজ চালাইতে কিরূপ ধরণের শিক্ষা দরকার এবং কোথায় এরূপ শিক্ষা লাভের সুযোগ রহিয়াছে ইত্যাদি বিষয়েও গভর্ণমেণ্টকে সতত উপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই ধরণের সাহায্য না পাইলে এদেশে ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কোন সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হইবে

(রেল বিভাগের আর্থিক দুরবস্থা)

সুতরাং রেলবিভাগের দিক হইতে ভারতবাসীর সমক্ষে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার আশু প্রতিকার আবশ্যক। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ডাঃ দে প্রমুখ অনেকে যে সমস্ত প্রস্তাব করিতেছেন তাহা রেল কর্ত্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া বিবেচনা করিবেন—উহাই আমরা আশা করি। কিন্তু ইদানীং রেলপথসমূহে মালের ভাড়া বাবদ আয় বৃদ্ধি পাইলেও জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা হেতু যাত্রীর ভাড়ার দফায় আয় কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই রেলবিভাগের দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় রেলের আয় বৃদ্ধির জন্য যত চেষ্টাই করা হউক না কেন উহাতে তেমন সুফল হইতে পারে না। রেলের ব্যয় সঙ্কোচই বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা। কিন্তু রেলবিভাগে অমিতব্যয়িতা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯২৪-২৫ সালে সমষ্টিগতভাবে-সরকারী রেলপথসমূহের কার্য্য পরিচালনা বাবদ রেলের আয়ের শতকরা ৫৫.৩ ভাগ ব্যয় হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা কমিয়া শতকরা ৫২.৮ ভাগে পরিণত হয়। কিন্তু উহার পর হইতে ব্যয়ের হার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ স্যার [illegible] মিয়েয়ার এবং ওয়েজউড কমিটী ভারতীয় রেল কর্ত্তৃপক্ষকে ব্যয়ের হার কমাইবার জন্যই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে রেলের কার্য্য পরিচালনা বাবদ উহার আয়ের শতকরা ৫৫.৫ ভাগ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ৫৬.৬ ভাগ ব্যয় হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে কার্য্য পরিচালনা বাবদ মোট আয়ের শতকরা ৫৭.৪ ভাগ ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ যে সময় হইতে রেলবিভাগের বর্ত্তমান মন্দার সূত্রপাত হইয়াছে সেই সময় হইতে রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতঃ ব্যয়ের হারও বাড়াইয়া চলিয়াছেন। এই প্রকার অপরিণামদর্শিতার মার্জ্জনা নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাতীয় সঞ্চয়ে বীমা কোম্পানী

ইংলণ্ডের জনসাধারণের সমষ্টিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ গত ১৯৩৮ সালে ৪০ কোটি পাউণ্ড ছিল। উহার এক তৃতীয়াংশই উক্ত দেশের জীবনবীমা কোম্পানীগুলির মারফতে সঞ্চিত হইয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় জাপানের বাণিজ্য

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে জাপান হইতে রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণ

সংযুক্ত প্রদেশের মার্চেন্টস চেম্বার ভারতীয় শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশী শ্বেতসারের উপর একটা শুল্ক বসাইবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সংযুক্ত প্রদেশে সমবায়ের উন্নতি

সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য ১৫০ জন ব্যক্তিকে সুপারভাইজারের কাজ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ১৩ হাজার ৫৬৮ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে তুলা উৎপাদন

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৫৬ লক্ষ ৬৩ হাজার বেল তুলা উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই রিপোর্ট সংশোধিত করিয়া এরূপ জানাইয়াছেন যে উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ৬৩ লক্ষ ৭০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

জাপান ও আমেরিকার বিরোধ

চীনে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রভাবান্বিত অঞ্চলে জাপান হস্তক্ষেপ করাতে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট জাপানের সহিত গত ১৯১১ সালের বাণিজ্য-চুক্তি বাতিল করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার ফলে জাপানে কাঁচা মালের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়া জাপানের উপর চাপ দেওয়া যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। তবে নূতন ব্যবস্থা আগামী বৎসর ২৬শে জানুয়ারী তারিখের পূর্ব্বে বলবৎ হইবে না।

তৈল সম্পদ সংরক্ষণ

আমেরিকাতে খনি হইতে যে তৈল উত্তোলিত হয় তাহা দেশরক্ষার ব্যাপারে একটী অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। এই তৈলের যাহাতে কোনও প্রকার অপচয় না হয় তজ্জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আইন সভা ও বিভিন্ন ষ্টেটের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

জুন মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত জুন মাসে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে মোট ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির দফায় নিট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা।

ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদন

গত মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষের বিবিধ বিদ্যুৎ কারখানায় মোট ১৪ কোটি ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ইউনিট গৃহস্থালীর কাজে, ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার ইউনিট ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ইউনিট বড় বড় শিল্পকারখানায়, ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ইউনিট ট্রাম কোম্পানীসমূহে, ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ইউনিট বৈদ্যুতিক রেলপথসমূহে, ২৮ লক্ষ ৫ হাজার ইউনিট রাস্তায় আলো প্রদানের জন্য এবং ৯ লক্ষ ১০ হাজার ইউনিট বিবিধ প্রকার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবের মধ্যে পি ডব্লিউ ডি'র কারখানাসমূহে এবং সামরিক ঘাঁটীসমূহে উৎপন্ন ও ব্যয়িত বিদ্যুতের কোন হিসাব ধরা হয় নাই। গত ৩।৪ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৪ মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মোটমাট পরিমাণ এইরূপ—ডিসেম্বরে ১৪ কোটি ৫০ হাজার ইউনিট, জানুয়ারী ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ২০ হাজার ইউনিট, ফেব্রুয়ারী ১২ কোটি ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার ইউনিট, মার্চ্চ ১২ কোটি [illegible] লক্ষ ২২ হাজার ইউনিট। এপ্রিল হইতে জুলাই মাসের হিসাব এখন[illegible] প্রকাশিত [illegible] নাই।

মৌমা[illegible]লন ও মধু সং[illegible]

ভারত[illegible] উৎপাদিত হইয়া থাকে [illegible] পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন [illegible] হয় নাই। ফলে [illegible] অতি[illegible]ত হইবা মাত্রই ইহা গুড়ের ন্যায় গাঢ় হইয়া যা[illegible] সময়ে সময়ে ইহার গন্ধও বিকৃত হইয়া যায়। মৌমাছি পালন সম্পর্কে কোথাও কোন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নাই। পুণাতে একদল লোক আধাআধি ভাগে মধু নিষ্কাশন করিয়া থাকে। ইহারা কোয়েরী নামে পরিচিত। পাঁচ হইতে আট পাউণ্ড মধু ইহারা ১ টাকায় বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল মধু বিক্রেতা ব্যতীত কলিকাতার ব্যবসায়ী মহাজন ৬০ হাজার হইতে ৭০ হাজার পাউণ্ড মধু বিক্রয় করে। বিদেশে মধু রপ্তানী হয় না, বেশীরভাগ মধুই বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে চলিয়া যায় এবং মুদিদের দ্বারা বিক্রিত হয়। দার্জ্জিলিংএর মধু সবচেয়ে চড়া দামে বিক্রয় হয়। ইহার প্রতি পাউণ্ডের দর এক টাকা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় মধু উৎপাদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে পুরাতন পন্থার তুলনায় নূতন পন্থায় উৎকৃষ্টতর মধু উৎপাদিত হয়। এই অবস্থায় মৌমাছি প্রতিপালন এবং উন্নততর পন্থায় মধু নিষ্কাশন করার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। ১৮৫০ সালে আমেরিকায় মধু ও মোমের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড। নূতন উন্নত বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে ১৯০০ সালে আমেরিকায় ৬ কোটি ১২ লক্ষ পাউণ্ড মধু এবং ১৮ লক্ষ পাউণ্ড মোম উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে এইরূপ দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর নয়। কেননা ভারতবর্ষের মৌমাছি আমেরিকার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ধরণের। তাহা হইলেও মৌমাছি প্রতিপালনের নিমিত্ত বৃটিশ বী কিপার্স এসোসিয়েশনের ন্যায় সঙ্ঘ গঠন ভারতের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়।

নদী সমূহের সংস্কার সাধন

ঢাকা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ কে সাহাবুদ্দীন এম-এল-এর নেতৃত্বে ঢাকা জেলা মুস্লিম ফেডারেশন ও ঢাকা পিপলস্ এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী কাশীমবাজারের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার হাজামজা নদী সমূহ বিশেষ করিয়া বুড়িগঙ্গা নদীটিকে অবিলম্বে সংস্কার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এই প্রতিনিধিদল বাঙ্গলা সরকারকে [illegible]নির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। ঢাকা জেলার নদী ও খাল [illegible]হের অবস্থা দি[illegible] দিনই [illegible]চনীয় হইয়া পড়ি[illegible]তেছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই অ[illegible]স্থার সূচ[illegible] [illegible]য়াছে। [illegible]র্ত্তমানে [illegible] অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অবিলম্বে [illegible] [illegible]স্কার না কা[illegible] ঢাকা জেলার লোকদের দুঃখ দুর্দ্দশা [illegible] [illegible]যাইবে বলিয়া আ[illegible] [illegible]রা যাইতেছে।

মাদ্রাজে কাগ[illegible]

মাদ্রা[illegible] [illegible]কারের পাব্লিক ইনফরমে[illegible] [illegible] প্রদেশের কাগজের কল স্থাপনের [illegible]যোগ [illegible] উহাতে বলা হইয়া[illegible] [illegible] কোল্লেগাল বিভা[illegible] [illegible]গত রা[illegible] অঞ্চলের বাঁশ ব্যবহার করিয়া মেট্টুরে অনায়াসে একটি কাগজের কল প[illegible]রিচালি[illegible] হইতে পারে। কাগজের কারখানায় বাঁশ পৌছাইবার জন্য নদীপথের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইবে। মেট্টুর হ্রদ হইতে প্রচুর স্বচ্ছ জলও পাওয়া যাইবে এবং নিকটেই প্রচুর চুণা পাথরও পাওয়া যাইবে। ব্রডগজ লাইনের একটি ষ্টেসন হিসাবে নানাবিধ রাসায়নিক উপাদান আমদানী এবং উৎপন্ন কাগজের রপ্তানী—উভয় দিক দিয়াই মেট্টুরে বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। মেট্টুরে সস্তায় বৈদ্যুতিকশক্তি পাইবারও বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

পৃষ্ঠা[illegible] [illegible]খান[illegible] হইয়[illegible]

ভারতে বেতারের প্রসার

ভারতবর্ষে ক্রমেই বেতারের প্রসার সাধিত হইতেছে। বেতারের প্রসার হওয়ার সঙ্গে বেতার যন্ত্রের আমদানী বাবদ শুল্ক বৃদ্ধি পাইতেছে—বেতারের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স ফি বাবদ আয়ের পরিমাণও বাড়িতেছে। গত জুন মাসের আমদানী শুল্ক বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালের পর কোন মাসে ঐ দফায় এত বেশী আয় আর কখনও হয় নাই। ১৯৩৯ সালের প্রথম ছয় মাসে বেতার যন্ত্রের আমদানী বাবদ শুল্কের দফায় ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে প্রথম ছয় মাসে ঐ বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

ঢাকাতে চতুর্দ্দশতম বেতার প্রেরক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। আশা করা যায় এই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই উহা খোলা হইবে।

জগতে মোটরযানের উৎপাদন

গত ১৯৩৭ সালে জগতে ৬০ লক্ষেরও উপর মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছিল। গত ১৯৩৮ সালে সেই স্থলে ৪০ লক্ষ মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার মোটরযান নির্ম্মাণ করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার, জার্ম্মাণীতে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার, ফ্রান্সে ২ লক্ষ ২৩ হাজার, কানাডায় ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ও ইটালীতে ৬৯ হাজার মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমেরিকায় প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার

'সেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার' নামক পত্রের গত জুন সংখ্যায় প্রকাশ আমেরিকার নারীরা গত বৎসর একমাত্র মুখের প্রসাধনের সামগ্রী হিসাবে ৫২ হাজার টন ক্রীম ও ২৭ হাজার টন লোশন ব্যবহার করিয়াছে। ঐ দুই দফায় মোট আট কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ক্রীম ও লোশন ছাড়া অন্যান্য প্রসাধন বস্তুর হিসাব উহাতে ধরা হয় নাই। টাকার অঙ্ক ধরিলে দেখা যায় আমেরিকার নারীরা ক্রীমে ও লোশানে গত এক বৎসরে ২৮৩ কোটি আউন্স প্রসাধন ব্যবহার করিয়া তাহার জন্য ১০৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

সিংহলের শিল্প

শিল্পের প্রধান প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ যে লৌহ তাহা সিংহলে কম পাওয়া যায় এবং কয়লা আদৌ পাওয়া যায় না। ঐ দুইটি পদার্থের অভাব হইলেও সিংহলে প্রচুর পরিমাণে চুণাপাথর, বালি, লবণ, নারিকেল, রবার, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা সিমেণ্ট, কাঁচদ্রব্য, মৃৎদ্রব্য, পেন্সিল, সাবান, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি বহুপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভবপর। গত ৫ বৎসরের ভিতর যে সকল দিয়াশলাই কারখানা ঐদেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কয়লার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য শিল্প প্রবর্ত্তনের যে অসুবিধা বর্ত্তমান আছে তাহা দূর করিতে একটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্কীমের প্রস্তাব চলিতেছে। সিংহলে কুটীর শিল্প দ্বারা অনেক দুঃস্থ ব্যক্তি অন্নের সংস্থান করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিযোগিতায় তাহারা অনেক পিছাইয়া পড়ায় পরিবারের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। ইদানীং এইসব কুটীর শিল্পকে আধুনিক উন্নত-ধরণে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের যথাবিহিত উন্নতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। বর্ত্তমানে যে চতুঃবার্ষিকী প্ল্যান প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে নারিকেল দড়ির ফ্যাক্টরী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হোসিয়ারী, কাগজ, সাজীমাটী, ব্লিচিং পাউডার, চর্ম্মশিল্প, রবার, শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনের জন্যও ফ্যাক্টরী খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে পোষ্টাফিসের সংখ্যা

বর্ত্তমান সময়ে জগতের কোন দেশে কত সংখ্যক পোষ্টাফিস রহিয়াছে তাহার বরাদ্দ নিম্নে প্রদান করা হইল:—ইংলণ্ড ২৩ হাজার ৮৫৩, জার্ম্মানী ৪৫ হাজার ৯৯৪, ফ্রান্স ১৭ হাজার ৩৩, ইটালী ১১ হাজার ৬০৫, রাশিয়া ৪৬ হাজার ৬৫২ জিব্রালটার জাপান ১০ হাজার ৮৯১, চীন ৪২ হাজার ৬৮৬, ভারতবর্ষ ২৪ হাজার ১৪৬, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪৭ হাজার ৫৯০, কানাডা ১২ হাজার ৬৯, অষ্ট্রেলিয়া ৮ হাজার ৫৪, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ হাজার ১৮২, দক্ষিণ রোডেসিয়া ১৩৫, নিউজিল্যাণ্ড ১ হাজার ৭৭১, ডানজিগ ১০৭, তুরস্ক ৮০৪, আয়ার ২ হাজার ২১৩, ব্রেজিল ৪ হাজার ৪১৯।

বিমানপোত চালনা শিক্ষা

এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত বিমান শিক্ষা বিদ্যালয় আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ২৫ হাজার বিমান শিক্ষানবীশ ও সিভিল গার্ডকে শিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আগামী চারি মাসের মধ্যে প্রথম শিক্ষার্থীদলকে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং এলাহাবাদ বিমান শিক্ষা বিদ্যালয় হইতে এসকল কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিমানপোত চালক প্রেরণ করা হইবে। এলাহাবাদ বিমান শিক্ষা

বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিতরূপ শিক্ষনীয় বিষয় ও পাঠ্য তালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—বিমানপোত চালনার ইতিহাস, বিভিন্ন প্রকার বিমানপোত ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রকার বিমানপোতের গঠন, বিমানপোত চালনা ও নিয়ন্ত্রণ (বিমানপোত লইয়া উড্ডয়ন ও বিমানপোত লইয়া নীচে অবতরণ), বিমানপোত তৈয়ার সম্পর্কে গবেষণা, বিমানপোতের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির পরিচয় ইত্যাদি।

সুইডেনে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার

কয়লা বর্জ্জিত দেশে কেমন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে শিল্পোন্নতি সাধন করা যায় সুইডেন দেশ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুইডেনে কয়লা নাই, কিন্তু জলপ্রপাত আছে। সেই জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র উহা সরবরাহ করা হয়। গ্রাম্য কৃষকেরা ছোট ছোট সমবায় সমিতি গঠন করিয়া বৈদ্যুতিকশক্তি ক্রয় করিবার জন্য জলপ্রপাত বোর্ডের সহিত চুক্তি করে। নিজেরা চাঁদা করিয়া সমস্ত মূলধন তুলিতে না পারিলে গভর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করেন। বোর্ডের পরিচালনায় তাহারা নিজেরাই বাড়ীতে বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল প্রকার ব্যবস্থা করে। চুক্তি অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা থাকে। এইভাবে সুইডেনবাসীরা এত সস্তায় বিদ্যুৎ [illegible] পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন। সেখানে এক ইউনিটের দাম এদেশের হিসাবে এক পয়সার একটু বেশী পড়ে।

কৃষিপণ্যের উপর সেস

প্রকাশ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের পরিচালক সমিতি গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃষিপণ্যের উপর মণ প্রতি দুই পয়সা হারে সেস বসাইবার সুপারিশ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যকরী হয় তবে সেস বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই টাকা ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যয় হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত কাউন্সিল গবেষণার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা করিয়া পাইতেছেন। প্রকাশ, কৃষিপণ্যের উপর সেস বসাইবার ব্যবস্থা হইলে উক্ত সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

জাপানী কোম্পানীর লাভ

গত ১৯৩৮ সালের শেষ ছয় মাসে জাপানের বড় বড় এক হাজার যৌথ কোম্পানীর মোটমাট ৬৫ কোটী ৭০ লক্ষ ইয়েন লাভ হইয়াছিল। ঐ বৎসরের প্রথম ছয় মাসে উক্ত কোম্পানীসমূহের লাভের পরিমাণ আরও ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ ইয়েন কম ছিল। বর্ত্তমানে জাপানের ১০০ ইয়েন আমাদের দেশের ৭৮৸৵ হইতে ৭৭৷৹ আনার সমান।

ইলণ্ডে মজুদ স্বর্ণ

গত এক বৎসরে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এবং বাট্টার হার সমীকরণ তহবিলে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসরে মার্চ্চমাসের শেষে এই দুই তহবিলে ১১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৮০ হাজার আউন্স স্বর্ণ ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ কোটী ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার আউন্স। কিন্তু গত মার্চ্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটী ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার আউন্স। এক আউন্স আমাদের দেশের প্রায় আড়াই ভরির সমান।

ইংলণ্ডে বিমানপোত নির্ম্মাণ

ইংলণ্ডের সমস্ত বিমানপোতের কারখানায় বর্ত্তমানে প্রতি মাসে এক হাজার বিমানপোত প্রস্তুত হইতে পারে। লর্ড নিউফিল্ড সম্প্রতি যে বৃহদাকার বিমান কারখানা স্থাপন করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে ঐ দেশে প্রতি মাসে দেড় হাজার করিয়া বিমানপোত নির্ম্মাণ হইতে পারিবে। তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এইসব কারখানাতে প্রতি মাসে ১০ হাজার করিয়া বিমানপোত নির্ম্মিত হইতে পারে—এরূপ সাজসরঞ্জাম রহিয়াছে।

সরকারী রেলপথের আয়

গত ১০ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সরকারী রেলপথসমূহের মোট ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে আয়ের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ১৩ লক্ষ টাকা বেশী ছিল। বর্ত্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত সরকারী রেলপথ সমূহের মোট ২৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

হাঁস ও মুরগী পালনের ব্যবস্থা

সংযুক্তপ্রদেশ সরকার কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে হাঁস ও মুরগী [illegible] পালনের ব্যবসা সম্বন্ধে শি[illegible] প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিয়োজিত করা বিষয়ে [illegible] পরিকল্পনা [illegible] আগামী ১৫ই আগ[illegible] হইতে লক্ষ্ণৌ [illegible] পরিচালনাধীনে [illegible] পালন সম্বন্ধে শি[illegible] স্থানের শিক্ষার্থীদিগকেই এই ক্লাসে [illegible] ভর্ত্তি [illegible]

আগামী কংগ্রেস

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রামগড় গ্রামে আগামী কংগ্রেসের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানের প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদি শেষ হইয়াছে এখন কংগ্রেস নগরের পরিকল্পনা লইয়া ভাবনা-চিন্তা চলিতেছে। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এককালে যাহাতে ৬০ হাজার দর্শকের বসিবার স্থান হয় এবং প্রয়োজন হইলে যাহাতে এক লক্ষ লোকেরও স্থান সঙ্কুলান করা যায় এরূপ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কংগ্রেস নগরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিবে। গান্ধীজী, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বাসের জন্য পৃথক পৃথকভাবে কুটির ও ক্যাম্প ইত্যাদিও নির্ম্মিত হইবে। এই সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের ও খাদির বিপুল প্রদর্শনী বসিবে এবং অগণ্য জনসঙ্ঘের থাকা, খাওয়া ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভের উপযোগী সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই করা হইবে।

সরকারী বীমা বিভাগ

মিঃ জে রাও বি-কম ও মিঃ এস ভেঙ্কটরমন আর এ ভারত সরকারের বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে ইন্সিপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ তাঁহারা বীমা বিভাগের ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা আফিসের এলাকায় কাজ করিবেন।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি

আগামী ১৯৪১ সালের আদম সুমারীতে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ১৯৩১ সাল অপেক্ষা শতকরা ১৩'৪ জন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রাথমিক অনুমান করা হইয়াছে। বিগত ৬০ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭২-১৮৮১ সালে শতকরা ৭ জন; ১৮৮১-৯১ সালে শতকরা ১০ জন; ১৮৯১-১৯০১ সালে শতকরা ১'৫ জন; ১৯০১-১৯১১ সালে শতকরা ৬ জন, ১৯১১-১৯২১ সালে শতকরা ১ জন এবং ১৯২১-৩১ সালে শতকরা ১০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের ফলে উপরোক্ত লোক বৃদ্ধির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯১-১৯০১ সালে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, [illegible]পুতনা, মধ্যভা[illegible]ত [illegible] বোম্বাইএ দুর্ভিক্ষের জন্য বহুলোক মারা যায়। এই অ[illegible] সালে ইন[illegible]ফ্লুয়ে[illegible] মহা[illegible]রীরূপে দেখা দেওয়ার ফলে লোক হ্রাস অবিলম্বে [illegible] [illegible]র মধ্যে মহা[illegible]রী বা দুর্ভিক্ষ তেমন তীব্রভাবে দেখা [illegible] সাল পর্যান্ত লোক[illegible]খ্যা শতকরা ১০ জন বৃদ্ধি [illegible] ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা যথাক্রমে [illegible]৯ জন, ১'৪ জন, ১'২ [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে [illegible]লিয়া অনুমিত হয়।

দুগ্ধের ছানা হইতে পশ[illegible]

ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ত্তমানে দুগ্ধের ছানা হইতে [illegible]শম [illegible]য়ার করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ এবং ইটালীর কতিপয় বৈজ্ঞানিক দাবী করিতেছেন যে দুধ হইতে পশম আসল পশমের ন্যায় টেকসই হইবে, জল লাগিলে কম খাপিবে এবং দামেও সস্তা হইবে। এই আবিষ্কার আমেরিকার অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে। দুধের দাম চড়া রাখিবার জন্য আমেরিকার গোয়ালারা নদীর জলে দুধ ঢালে। আজকাল কিছু দুধ হইতে ছানা তৈয়ার করিয়া উহা কাগজের উপর এক প্রকার আস্তর দিতে এবং প্লাষ্টার তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। দুধের ছানা হইতে পশম তৈয়ারী আরম্ভ হইলে আমেরিকার গোয়ালাদের সম্মুখে দুধের লাভজনক ব্যবহারের পথ উন্মোচিত হইবে।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা

প্রকাশ জাপ কন্সাল জেনারেল মিঃ ওয়াকামাৎসু আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাইবেন। তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য বোম্বাই ও কলিকাতা যাইতেছেন এবং আগামী ১৪ই আগষ্ট সিমলা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বাংলার রবার শিল্প

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বাঙ্গলার রবার শিল্পে সাধারণের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় রবার শিল্পের বিশেষ প্রসার সাধিত হইতেছে। বাঙ্গলায় একণে ১৫টি রবার কারখানা পরিচালিত হইতেছে। উহাদের ভিতর ৪ হাজার ৫০০ লোক কাজ করিতেছে। নিযুক্ত লোকদের শতকরা ৫৬ ভাগ বাঙ্গালী। আর সমস্তই বাহিরের লোক। শতকরা ৫৬ জন বাঙ্গালীর মধ্যে অধিকাংশই রবার শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিত। উহাদের মধ্যে শতকরা দশজন ভদ্রলোক শ্রেণীর লোক। কারখানায় নিযুক্ত কর্মীরা মাসে ২০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্যান্ত রোজগার করিতেছে। বাঙ্গলায় রবার শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম নিয়োগের সুযোগ রহিয়াছে। উচ্চকাঙ্খী যুবকেরা বিদেশে গিয়া রবার শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতঃ এই শিল্পে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ দেখিতে পারে।

মহীশূরে শিল্প ব্যাঙ্ক

সম্প্রতি মহীশূর সরকারের বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড কমার্সের এক সভায় মহীশূর রাজ্যের শিল্পের সাহায্যার্থে অর্থ নিয়োজিত করিবার সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় যে, মহীশূর রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া একটি শিল্প ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং ঐ মূলধনের কমপক্ষে অর্দ্ধভাগ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রদান করা সঙ্গত। প্রস্তাবটি বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে।

বিহারের সমবায় আন্দোলন

বিহার সরকার ঐ প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিটি সম্প্রতি সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহাতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে :—(১) সমবায় সমিতির সদস্যদের নিকট যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে তাহার মধ্যে ১ কোটি টাকা বাদ দিতে হইবে (২) সমবায় সমিতিতে টাকা গচ্ছিতকারীদিগকে সমবায় সমিতিসমূহের মোট ক্ষতি শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ ২৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হইবে (৩) গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে যে ১৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন তাহাছাড়া তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও ১৯ লক্ষ টাকা দিতে হইবে এবং এতদ্ব্যতীত ৪৫ লক্ষ [illegible] প্রদান [illegible] হইবে। এই সমস্ত নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীনে আছে। প্রকাশ বিহার সরকার সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে গিয়া প্রথমেই প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কটিকে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী

গত মার্চ্চ মাসে বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ৩৪টি যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

গত মে ও জুন মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদান করা হইল :—

প্রদেশ	জুন	মে
আসাম	২৩,১২৮ টন	২৬,৭৪৪ টন
বেলুচিস্থান	৯০৩ „	২,৫২৮ „
বাঙ্গলা	৫,৭২,৬৮৫ „	৬,১৫,৫৬৩৮ „
বিহার	১১,৮১,২৮৫ „	১২,২৬,৮৯১ „
উড়িষ্যা	৩,৬৫৯ „	৩,৪৭৬ „
মধ্যপ্রদেশ	১,৪৪,৮৮৮ „	১,৪৬,৩৪৭ „
পাঞ্জাব	১৭,৮৫৮ „	২০,৮০২ „

বিবাহিত ও অবিবাহিতদের উপর কর

ইংলণ্ডে বৎসরে ২৫০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট অবিবাহিত ব্যক্তিকে ৮ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেনী পরিমাণে আয়কর দিতে হয়। জার্ম্মানীতে সমপরিমাণ আয় বিশিষ্ট লোকদিগের নিকট হইতে ৪৪ পাউণ্ড ২ শিলিং আয়কর আদায় করা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার আয় বিশিষ্ট বিবাহিত হইলে ও তাহার সন্তান না থাকিলে তাহাকে ১ পা ১৩ শিলিং ৪ পেনি আয়কর দিতে হয়। জার্ম্মানীতে ঐরূপ লোককে বিবাহের পর পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ২৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং ও পাঁচ বৎসর কাল পর ৩৪ পাউণ্ড ৬ শিলিং কর দিতে হয়। ২৫০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট কোন বিবাহিত লোকের সন্তান থাকিলে ইংলণ্ডে তাহাকে কোন আয়কর দিতে হয় না। কিন্তু জার্ম্মানীতে ঐ প্রকার আয় বিশিষ্ট একটি সন্তানের জনককে ১৭ পা ৪ শিলিং ও ২টি সন্তানের জনককে ১৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং কর দিতে হয়।

কয়েদীদের বাবদ ব্যয়

গত ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েদীদের বাবদ গড়ে মাথাপিছু কি পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছিল এবং তাহারা তাহাদের শ্রমদ্বারা মাথাপিছু গাড় কি পরিমাণ রোজগার করিয়াছিল নিম্নে [illegible] হিসাব প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	মাথাপিছু রোজগার	মাথাপিছু ব্যয়
বাঙ্গলা	১২।/	১৩১/
বোম্বাই	১৮৸৵	১২৬৸৵
উড়িষ্যা	৪।/	১৩৪॥/
মধ্যপ্রদেশ	২৭।/	১৩৮/
উঃ পঃ সীমান্ত	১৫৶	১২৬।/
আসাম	৮।০	১১১৲

জামাইকা দ্বীপে কদলীর চাষ

জামাইকা দ্বীপে বিস্তর পরিমাণ কদলীর চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কদলীর এক প্রকার পোকা দেখা গিয়াছে যাহার জন্যে ঐ দেশের কদলীচাষীরা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ঐ পোকা নিবারণী সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য সম্প্রতি ৮৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

উড়িষ্যায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা

উড়িষ্যায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের সুব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রীর ভবনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা সভায় আলোচিত হয়। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে উড়িষ্যা সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন তাহা কার্য্যকরী হইলে প্রতি ইউনিটে ছয় পয়সা হিসাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে। বর্ত্তমানে উড়িষ্যায় বিদ্যুতের ইউনিটের মূল্য ছয় আনা। বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উড়িষ্যা সরকার বিশেষভাবে তাঁহাদের চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা দুইজন ইঞ্জিনীয়ারকে মাদ্রাজ হাইড্রো-ইলেকট্রিকের কাজ শিখিবার জন্য পাঠাইতেছেন।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মিঃ জি এল মেহতা গত ২৫শে জুলাই ব্রহ্ম সরকারে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ টিন টাট, আই সি এসকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে ব্রহ্ম ভারত সম্পর্ক যেরূপ হওয়া উচিৎ তৎসম্পর্কে এই সম্মিলনে আলোচনা হয়। এই সভায় যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—স্যার এস রাধাকৃষ্ণ, মিঃ এইচ বার্ণ স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ, মাননীয় মিঃ এস কে সিংহ, ডাঃ কে মাথাই, মিঃ জে মাথাই, মিঃ জে সি মুখার্জ্জি, মিঃ এল এন বিরলা, মিঃ এম এল সাহা, মিঃ আর এল নোপানী, মিঃ ডি খৈতান, মিঃ কে এম নায়ক মিঃ জে আর কে মোদী, মিঃ বি সেনগুপ্ত ও মিঃ জে এন ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ

গত ২৮শে জুলাই শুক্রবার কলিকাতার উল্টাডাঙ্গাস্থ লিলি বিস্কুট কোম্পানীর কারখানা সংলগ্ন নব-নির্ম্মিত 'প্রতাপ ভবনে' উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত ভবন পত্রপুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ও সংবাদপত্রসেবী উপস্থিত ছিলেন এবং বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের অনুজ ও উক্ত কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ শেঠ কোম্পানীর কর্ম্মী-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তৎপর উক্ত কোম্পানীর সুযোগ্য পাবলিসিটি অফিসর শ্রীযুক্ত [illegible]জেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কর্ম্মী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র শেঠের আ[illegible]ট। মূর্ত্তির আবরণ মোচনার্থ [illegible]হ্বান [illegible]ন। স[illegible] অভিভাষণে বলেন—প্র[illegible] স্বীয় জীব[illegible] অবিসংবাদিতভাবে [illegible]ছেন [illegible] গুণে ও [illegible]গতে অগ্রণী স্থান অ[illegible] করা যায়। [illegible] ও তাঁহার কর্ম্মীদের সহিত উদার ও [illegible] করণীয়। তাঁহার মত একনিষ্ঠ কর্ম্মব্রতী লোক খুব ক[illegible] দেখা যায়। প্রতাপ ছিলেন সত্যই প্রতাপ ও তাঁহার ভ্রাতা বিনয় সত্যই বিনয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের ভিতর অধ্যাপক শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীযুত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়. মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত প্রবর শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবৃন্দ সময়োচিত বক্তৃতায় প্রতাপচন্দ্রের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া তাঁহার পুণ্য আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট

আসাম গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত গেজেট প্রকাশ যে আসাম গভর্ণর ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সমস্যা মীমাংসার ভার সালিশের হাতে দিয়াছেন মিঃ কে কে হাজরা আই সি এস সালিশ নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ কে কে হাজরা আসাম অয়েল কোম্পানীও ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের নিয়োগের সময় এবং ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং উক্ত তৈল কোম্পানী ও শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে যে সকল বিরোধ রহিয়াছে, তাহার আপোষ নিষ্পত্তির উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

ভারতের প্রাচীনতম ও প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে করাচীর ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। আজ ৪৮ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানীটি বীমা ব্যবসায়ের খাঁটী সমুন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মাত্র ব্যবসা সম্প্রসারণের দিকে বেশী পরিমাণ [illegible]াক না দিয়া প্রথম হইতে সর্ব্বপ্রকার সুসঙ্গত [illegible]ত কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ ভাবে তহবিল সংরক্ষণই এই [illegible] প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের লক্ষ্য। আর সে কারণে উহা অবিলম্বে [illegible] বীমা প্রতি[illegible] পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান [illegible] বড় কোম্পানী [illegible] বৎসর বিস্তর টাকার নূতন বীমা [illegible]ন করিয়াছেন তাহা[illegible] ইণ্ডিয়ান লাইফ একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বলিয়াই বিবেচিত [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে [illegible] অর্থের নিরাপত্তার দিক দিয়া এই কোম্পানী [illegible] ন্যূন নাই। তাহা জোরের সহিতই বলা যায়।

সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুন হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসরণ করিয়া কোম্পানী এবার ডিসেম্বরে বৎসর শেষ ধরিয়াছেন। ফলে বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে কার্য্যতঃ মাত্র সাত মাস কালের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ বিবরণীতে প্রকাশ কোম্পানী আলোচ্য সাত মাসে ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১ হাজার ২৭০টী প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১ হাজার ৭৭টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ২২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন বীমার বাবদ কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় বৎসরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৫৫ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

আলোচ্য সাত মাসে প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৯৪৩ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৫০ টাকা মিলাইয়া কোম্পানীর মোট ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৯৩ টাকা আয় হয়। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৮৫৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার বাবদ ১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৫৭ টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ১০ হাজার ৭১৩ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৮১১ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। আলোচ্য সাত মাসের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮৭ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। গত ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৯০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৫৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, জীবন বীমা বাবদ ৯০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৫৫ টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছিল ১ কোটি ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—পলিসি বন্ধকে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৯১ টাকা, ভারতে জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ১২৯ টাকা, কোম্পানী কাগজ ৮৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৬২ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ২ লক্ষ টাকা, মহীশূর গবর্ণমেণ্টের ঋণ ৮ লক্ষ টাকা, করাচী মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ টাকা, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৮৬ টাকা, নিজস্ব জমিবাড়ী ৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৮ টাকা, প্রাপ্য সুদ ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৪৯ টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ২১০ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সর্ব্বথা নিরাপদ বিধি-ব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। দেশের বীমাকারীদের দিক হইতে এই কোম্পানীটি যে সর্ব্বপ্রকারে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান উহা তাহারই পরিচায়ক। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কলিকাতা ৪১ নং ষ্টীফেন হাউসে ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিস অবস্থিত।

নিউজিল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি লাহোরে নিউজিল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ পি সি ডাগল এই শাখা আফিসের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নিউজিল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানী জীবন বীমা ছাড়া অন্য সকল প্রকার বীমার কাজ করিয়া থাকে।

ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৩শে জুলাই নারায়ণগঞ্জ ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঐ শাখাটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কতিপয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ব্যাঙ্কটি ইতিমধ্যেই কলিকাতার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পাটনা, গয়া, বেনারস, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ভৈরববাজার, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, খিদিরপুর ও ভবানীপুরে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস রহিয়াছে।

পাব্লিক ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

পাব্লিক ইউনিয়ম ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড আফিস ২৫শে জুলাইতারিখ হইতে ২১নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট হইতে ৮৯নং বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৩শে জুলাই সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের সিরাজগঞ্জ শাখার এজেণ্ট মিঃ দেবেশ প্রসাদ রায় চৌধুরীর আহ্বানে ব্যাঙ্কটির স্থানীয় শুভানুধ্যায়ীগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিঃ রামনারায়ণ সাররা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাহা ছাড়া উক্ত সভায় মিঃ পি এন চৌধুরী, মিঃ নীলমাধব রায় চৌধুরী, মিঃ শিশির কুমার বসু, মিঃ শৈলজা কুমার সান্যাল ও মিঃ গিরীন্দ্র বসু প্রভৃতিও ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের কার্য্যে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

ইলেক্ট্রো কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

ইলেক্ট্রো ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন আর চৌধুরী ব্যাটারী তৈয়ার সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার অনেকগুলি রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করেন। নায়গ্রা জলপ্রপাতও দর্শন করেন। দেশীয় মালমসল্লা হইতে কিভাবে ব্যাটারী তৈয়ার করা যায় উহা ছিল তাঁহার শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়। মিঃ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইঞ্জিনীয়ার এবার তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ইলেক্ট্রো ক্যামিকেল কোম্পানীটি তিনি নিজের চেষ্টায়ই স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ঐ কোম্পানীর কারখানায় ব্যাটারী তৈয়ার বিষয়ে আধুনিক উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোঃ লিঃ

মান্দ্রাজের সুপরিচিত ডাক্তার পি রমা রাও বাঙ্গালোরের এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ঐ কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে ডিরেক্টর বোর্ডের যোগদান করিয়াছেন।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লইয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার এলাকা পূর্ব্বে বাঙ্গলা, আসাম ও বিহার প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা অবগত হইলাম বর্ত্তমানে উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশও কলিকাতা শাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ ডি আর কৃষ্ণমূর্ত্তি [illegible] কুশলতার সহিত ঐ শাখার কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার উদ্যম ও [illegible]। বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

সানলা[illegible] ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২৯শে জুন শি[illegible] [illegible] শাখা [illegible] ছে। শিব সাগরের [illegible] ও স্থানীয় [illegible] শ্রীযুত দুর্গা প্রসাদ বটঠাকুর উক্ত শাখার দ্বারো[illegible] কালি প্রসাদ কটকী মৌজাদার শিব সাগরে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। মিঃ বটঠাকুর এদেশে ব্যাঙ্কের উপকারিতা—বিশেষতঃ আসাম প্রদেশে অভাবে শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রসারতা সাধনে ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু উকিল, ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত সুখময় রায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

শ্রীশ্রীলোকনাথ কটন মিলস্ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এন কে মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট—কলিকাতা।

এসোসিয়েটেড পিক্চার্স লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ এস কে মজুমদার। ব্যবসা—ফিল্ম নির্ম্মাণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা।

ইংলণ্ড হইতে কয়লা রপ্তানী

গত ১৯৩৮ সালের জুন মাসে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে মোট ২৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০ টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে সেস্থলে ৩৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৫৯ টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। এবার ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী ও ইতালীতে অধিক পরিমাণে কয়লা ও রপ্তানী হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

কেরিয়ার লেক্‌চার্স (Career Lectures) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

গত ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টাযত্নে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থান বিষয়ে সাহায্যের জন্য একটি এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ড স্থাপন করেন। তদবধি মিঃ ভি কে সান্যালের সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার সহিত ঐ বোর্ডটি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। গত জানুয়ারী মাসে এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ডের উদ্যোগে দেশের শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা ও তাহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবিকা সংস্থানের সুযোগসুবিধা বিবৃত করিবার জন্য ধারাবাহিকভাবে ১৮টি বক্তৃতার ব্যবস্থা হ[illegible]। দ[illegible]কালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃতী ব্যবসায়ী ও মনিষী এই অ[illegible] ঐ সমস্ত বক্তৃতা প্রদা[illegible] করেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে [illegible] পুস্তকে স[illegible] করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া [illegible]লাম। এই পুস্ত[illegible] যে সব বিষয় স্থান পাইয়াছে [illegible] আচার্য্য পি, সি, রায়ের [illegible] ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালী"; মিঃ জে এ[illegible] রিচার্ডসনের "কয়লা শিল্প [illegible]"; মিঃ এ[illegible] এন্‌ মুখার্জ্জির কয়লা শি[illegible] পৃষ্ঠা [illegible] এডওয়ার্ড বেন্থলে [illegible] জীবন, মি[illegible]চন্দ্র [illegible]র চা শিল্প ও ব্যবসায়, মিঃ জে জে ঘাণ্ডির ইস্পাত শিল্প, মিঃ অখিলবন্ধু গুহের বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প, মিঃ টি চ্যাপ্‌ম্যান মর্টিমারের ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি, মিঃ জে সি সেনের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, মিঃ এ সি সেনের বীমা ব্যবসায়, মিঃ জে এম দত্তের শেয়ার বাজার, মিঃ যদুনাথ রায়ের পাট শিল্প, মিঃ জি এল মেহতার ভারতে জাহাজী ব্যবসা, মিঃ ডি পি খৈতানের শর্করা শিল্প, রায় বাহাদুর বি এম দাসের চর্ম্ম শিল্প, মিঃ এন এন রক্ষিতের ছোট ছোট শিল্প, মিঃ এস সি মিত্রের (বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর) বাঙ্গলা শিল্প ব্যবসায়ের সুযোগ সম্ভাবনা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার যে তালিকা উপরে প্রদত্ত হইল তাহা দৃষ্টে পুস্তকটির উপযোগিতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আজ দেশে যখন বেকার সমস্যা তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং দেশে শিক্ষিত যুবকেরা যখন জীবিকা সংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে সচেষ্ট হইয়া ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশের উপায় খুঁজিতেছে তখন এই সব বক্তৃতা অনেককেই যে প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই আমরা এই পুস্তকটি প্রকাশ করা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। এই পুস্তকখানি দেশের যুবক সাধারণের কর্ম্মোপজীবিকা নির্ব্বাচনে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কারেন্ট থট—ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্র। ৩০ নং চৌরঙ্গী রোড্‌ (৩নং ফ্ল্যাট) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিসংখ্যা এক টাকা।

সম্প্রতি আমরা কারেন্ট থট নামক ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যাটি (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) পাইয়াছি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশ বিদেশের গতিধারা বিশ্লেষণ এবং ঐসব বিষয়ে প্রগতিশীল মতবাদ প্রচার করিয়া এই পত্রটি ইতিমধ্যেই দেশে একটি অভাব দূর করিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত উহার যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে [illegible] দিক দিয়াই উহার ভিতর আমরা একটা বিশিষ্টা ও অভিনবত্বের ছাপ লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যাটিতে ডাঃ জে পি নিয়োগীর—কৃষিঋন ও সমবায়, মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর—প্যালেষ্টাইন সমস্যা, মিঃ বিনোদ বিশ্বাসের—আনপার্লামেণ্টোরী লেঙ্গুয়েজ, মিঃ কিরণ বসাকের—ভারতে পুষ্টিকর খাদ্যের সমস্যা—প্রভৃতি কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কয়েকটি বিভাগে দেশ বিদেশের ঘটনা প্রবাহের সংক্ষিপ্ত ত্রৈমাসিকী আলোচনা, জগতের বিভিন্ন দেশের নব প্রবর্ত্তিত আইনসমূহের সার সঙ্কলন ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পত্র সম্পাদনায় মিঃ বিমল ঘোষ যে কর্ম্মনিপুণতা ও উচ্চাঙ্গ রুচির পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি

মত ও পথ

ইংলণ্ডে বিল্ডিং সোসাইটীর কার্য্য

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সহর ও সহরতলীতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্ব বাসভবন নির্ম্মাণ করার ব্যাপারে বিল্ডিং সোসাইটী সমূহ প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করিতেছে। ইংলণ্ডে এই প্রকার ব্যবসা উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। লণ্ডনের সুবিখ্যাত "ইকনমিষ্ট" পত্র গত ১লা জুলাই তারিখের এক বিশেষ সংখ্যায় ইংলণ্ডের বিল্ডিং সোসাইটীর উপর অবস্থা ও তাহাদের বর্ত্তমান সমস্যার বিষয় আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—গত ১৯২৯ সালে ইংলণ্ডে বিলডিং সোসাইটীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৬। উহাদের শেয়ার মূলধন ২৫ কোটি পাউণ্ড, আমানতী জমার পরিমাণ ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ও জমি বাড়ীর বন্ধকে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ২৬ কোটি ৮১ লক্ষ পাউণ্ড। পরে বিলডিং সোসাইটীর সংখ্যা কিছু পরিমাণে কমিয়া যাইতে থাকে কিন্তু উহাদের শেয়ার মূলধন, দাদনী অর্থ কাজের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। ১৯৩৪ সালে বিল্ডিং সোসাইটীর সংখ্যা ১ হাজার ৭; শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪২ কোটি ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড, আমানতী জমা ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড ও জমি বাড়ী বন্ধকে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৪৭ কোটি ৬২ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৯৩৮ সালে বিল্ডিং সোসাটীর সংখ্যা ৯৭১, শেয়ার মূলধনের সংখ্যা ৫৪ কোটি ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড, আমানতী জমা ১৫ কোটি ৫৭ লক্ষ পাউণ্ড ও জমি বাড়ী বন্ধকে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়া ছিল। পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের অতুলনায় বর্ত্তমানে বিল্ডিং সোসাইটীর সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। আর যদিও বিল্ডিং সোসাইটীর মূলধন বাড়িতেছে তথাপি উহাদের সম্মুখে ক্রমেই যে নানারূপ সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে সাধারণের দিক হইতে নানারকম বাড়ীঘর নির্ম্মাণের আগ্রহ কমিয়া আসিতেছে। ১৯৩৬ সালে বিল্ডিং সোসাইটী সমূহ বাড়ীঘর বাবদ মোট ১৪ কোটি ৩ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ দাদন করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেস্থলে তাহারা দাদন করিয়াছে ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের আশঙ্কায় ইংলণ্ডের লোক ক্রমেই বিল্ডিং সোসাইটীর কার্য্য সাফল্যের উপর যে আস্থা হারাইতেছে এরূপ লক্ষণও এখন প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধ বাঁধিলে বাড়ীঘর বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব আছে। সেজন্য অদূর ভবিষ্যতে বিল্ডিং সোসাইটীগুলির বেশী পরিমাণ ক্ষতি হওয়া ও তাহাদের মুনাফা দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে। এই হেতু বিল্ডিং সোসাইটীতে অর্থ নিয়োগকারীরা এক্ষণে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে বিল্ডিং সোসইটী হইতে অংশীদারেরা ও আমানত-কারীরা তাহাদের অর্থ তুলিয়া লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আসলে বিল্ডিং সোসাইটীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তত বেশী সন্ত্রস্ত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করা যায় না। যুদ্ধ বাঁধিলে পণ্যমূল্য হার বাড়িবে আর তাহাতে বিল্ডিং সোসাইটীও নানাভাবে লাভবান হইবে। তাহাছাড়া যুদ্ধ হেতু যে বাড়ীঘর নষ্ট হইবে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট বাড়ীঘরের মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। এই অবস্থায় আশঙ্কার তেমন কারণ কিছু দেখা যায় না।

আগামী আদমসুমারী

আগামী ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে যে লোকগণনার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তৎসম্পর্কে সরকারীভাবে এখন হইতেই আয়োজন উদোগে আরম্ভ হইয়াছে। কিরূপ নীতিতে ও কিভাবে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইবে সে বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাবও করা হইয়াছে। ঐ সব প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্র গত শ্রাবণ সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছেন—আগামী সেন্সাসের ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে সেন্সাস কমিশনার প্রস্তাব করিয়াছেন যে (১)—অন্যান্য বারের ন্যায় সারা ভারতে এই তারিখে গণনা না হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখে গণনার ব্যবস্থা করা হইবে; (২)—বর্ণহিন্দুদের স্বতন্ত্রভাবে গণনার ব্যবস্থা আর তাহার মধ্যে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পৃথক গণনা হইলেও বর্ণহিন্দুদের স্বতন্ত্র শ্রেণীর উল্লেখ করা হইবে না; (৩)—অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতির পৃথক গণনা হইবে না। উপরোক্ত প্রস্তাব তিনটির মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটী কতটুকু ব্যয় সঙ্কোচে সহায়তা করিবে তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহার ফলে সংখ্যার নির্ভুলতা সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তি বাস্তব সংখ্যা ও তথ্যের উপর নির্ভর করে। আদমসুমারীতে ব্যয়সঙ্কোচের দায়ে এই বস্তুতত্ত্ব তথ্য বিলুপ্ত হইলে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। নিছক ব্যয় বাহুল্যের দিক দিয়াও বিচার করিলে দেখা যায়। ভারতে আদমসুমারী গণনার জন্য প্রতি হাজারে যেখানে ১২৷৷০ টাকা মাত্র খরচ পড়িয়াছে, সেখানে ইংলণ্ডে হাজার প্রতি খরচ ১৮৭৷৷ টাকা অর্থাৎ ভারতের প্রায় ১৫ গুণ অধিক। বয়ের কথা ছাড়িয়া আদমকুমারীর গণনায় বর্ণ বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ভেদ ও সংখ্যাবৈষম্যে ঘটাইবার এই চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের অন্তর্ণিহিত নীতিকেই সমর্থন করার আভাস পাইয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এই সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে রাজনৈতির কূটনীতির আমদানী না করিয়া পূর্ব্ববৎ আদমসুমারীর সর্ব্বজনীন প্রথাই অনুসরণ করিবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভারতের গৃহপালিত পশুসম্পদ

ভারতের বড়লাট বাহাদুরের [illegible] যত্নে ভারতীয় [illegible] যে একটি স্থায়ী পশু প্রদর্শনী [illegible] ১৮ [illegible] ২৪৫ [illegible] করিয়া [illegible] ২৮শে জুলাই তারিখে [illegible] একটি [illegible]

[illegible] পালিত পশুর [illegible] উন্নতি সাধন করা যায় তাহা বর্ত্তমানে দেশের সম্মুখে এক প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ৬৪০ গ্যালন দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোথাও এত বেশী দুগ্ধ উৎপন্ন হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ১ হাজার ৫০ কোটিগ্যালন। ভারতবর্ষে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা ইংলণ্ডের তুলনায় চারিগুণ, ডেনমার্কের তুলনায় পাঁচগুণ, অষ্ট্রেলিয়ার তুলনায় ছয়গুণ ও নিউজিল্যাণ্ডের তুলনায় সাতগুণ। ভারতবর্ষের বার্ষিক উৎপন্ন দুগ্ধের মূল্য তিনশত কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করিয়া এই পরিমাণ কোন দিক দিয়াই পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হইবে না। আমেরিকায় দৈনিক মাথাপিছু ৩৫ আউন্স দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। ভারতে উৎপন্ন-দুগ্ধের পরিমাণ সেতুলনায় খুবই কম। ভারতবর্ষে গবাদির পশুর সংখ্যা জগতের যে কোন দেশের তুলনায় অত্যধিক। কিন্তু ইহা সত্বেও এদেশে মাথাপিছু দুগ্ধ উৎপন্ন হয় খুবই কম—ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। এই দুরাবস্থার মূলে বহুবিধ কারণ নিহিত রহিয়াছে। ভারতের অগণিত গৃহপালিত পশুর মধ্যে অপকৃষ্ট ও অকর্ম্মণ্য শ্রেণীর পশুর সংখ্যার অধিক। ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ পশু রহিয়াছে। অথচ উহার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রয়োজনপযোগী প্রথম শ্রেণীর ষাঁড়ের সংখ্যা শতকরা একটির বেশী নহে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইলে ৫০ লক্ষের বদলে ১০ লক্ষ ষণ্ড দ্বারাই আজ চলিতে পারিত। উৎকৃষ্ট প্রজনন ষাঁড়ের অভাবেই এদেশের গোজাতি এর অপকৃষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। এদেশে গোজাতির উন্নতির পথ অন্য একটি কারণ। উপযুক্ত পরিমাণ ঘাসখড় প্রভৃতির অভাব। এদেশে মোট যে পরিমাণ জমির আবাদ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে শতকরা চারিভাগ মাত্র জমিতে পশুর আহাযোপযোগী ঘাস উৎপন্ন করা হয়। অথচ ইংলণ্ডে মোট আবাদি জমির শতকরা ২৫ ভাগ ও মিশরে মোট আবাদী জমির শতকরা ১৬ ভাগ পশু খাদ্যের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে। এদেশে গোমড়ক ও গোমহিষাদির নানারূপ রোগ সচরাসর বেশী পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। ঐ প্রকার রোগের জন্য এদেশের গৃহপালিত পশু শীর্ণকায় ও অনেক স্থলে তাহাদের কার্য্যকারিতা নিতান্ত কম। অথচ দেশে পশু চিকিৎসার সুব্যবস্থা আজও তেমন কিছু করা হয় নাই। এদেশে ২৫ হাজার গবাদি পশুর জন্য অন্ততঃ পক্ষে একজন করিয়া পশুচিকিৎসক নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু আসলে বর্ত্তমানে দেশে ৮০ হাজার গৃহপালিত পশুর জন্য মাত্র একজন পশু চিকিৎসক নিয়োজিত রহিয়াছে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৮শে জুলাই

এসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে একান্ত নিরুৎসাহ ভাব বজায় ছিল। কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে কল) বার্ষিক শতকরা [illegible]দের হার ছিল চারি আনা। কিন্তু ঐরূপ নিম্ন হারেও টাকা গ্রহণ করিতে [illegible]ান আগ্রহ দেখা যায় নাই। বর্ত্তমানে বাজারে টাকা খাটাইবার এই [illegible] অভাব [illegible] যাইতেছে। ব্যাঙ্কগুলির তহবিল অবিলম্বে [illegible] অবস্থায় পড়িয়া [illegible]ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের [illegible] হওয়ায় বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা কাটি[illegible]।

গত ১৫ই জুলাই ১৯৩৯-৪৪ সালে প[illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর তাহাতে বিস্তর পরি[illegible] আসিয়াছে। সাধারণতঃ কোন ক্রীত ঋণ পত্রের টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিলে তাহা নূতন ঋণ পত্র ক্রয়ে অথবা অন্য কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত করা হয় কিংবা তৎপরিবর্ত্তে ব্রিটিশ সিকিউটিকে দাদন করিবার জন্য টাকা লণ্ডনে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এবার সরকারী ঋণ পরিশোধ বাবদ আগত টাকা ব্যাঙ্কের হিসাবে গিয়াই জমা হইতেছে। আর উহার ফলে টাকার বাজারের স্বচ্ছলতাই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারি বিল বিক্রয় আরম্ভ করিয়া টাকা নিয়োগের একটা সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অনেকটা সুবিধাজনক সর্ত্তে এই ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে। গত এক পক্ষ মধ্যে ঐ বাবদ ৫ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে এক কোটি টাকা কমিয়া বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। আগামী ১৬ই আগষ্ট পূর্ব্ব ক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ দেড় কোটি টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিবে। তৎপর ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে দুই কোটি পরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিবে। বর্ত্তমানে যে হারে ট্রেজারী বিল ও ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে যদি ঐ হার বজায় থাকে তবে আশা করা যায় শেষ পর্য্যন্ত বাজারে নিষ্প্রিয় টাকার স্বচ্ছলতা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

গত ২৬শে জুলাই ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৬৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৬৩ পাই দরের শতকরা ১১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৬৵২ পাই। এসপ্তাহে ৬৵১ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১লা আগষ্টের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা আগষ্ট ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। বর্ত্তমানে ৯৯৬৯ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে। আপাততঃ ৩১ শে জুলাই পর্য্যন্ত বিক্রয়ের কাজ চলিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ গত ২১শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্‌তি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৪৩ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হয় ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাই ৩ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৭/৮ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৭/৮ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ পে
ডি এ ৪ মাস	,,	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি এ ৬ মাস	,,	১ শি ৭/৮ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০০
মার্ক	,,	৮৬১/৪
গিলডার	,,	৬৫
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৷৹
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৶৹
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬·৭২
ষ্টার্লিং-ডলার হার	,,	৪·৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২৮শে জুলাই

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ইউরোপের ও সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নূতন কোন উদ্বেগের কারণ না দেখা যাওয়ায় বাজারে অনেকটা স্থির ভাব বিরাজ করিতেছে। কোম্পানীর কাগজের বাজারে দামের ক্রমিক উন্নতি দেখা যাইতেছে। অন্যান্য বিভাগেও দামের উঠানামা হইতেছে কম।

ইউরোপ ও সুদূর প্রাচ্যের ঘটনা সমূহকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে যে আশঙ্কার ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এক্ষণে সে বিষয়ে কতকটা শান্ত-ভাব আসিয়াছে। রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের চুক্তির আলোচনা দীর্ঘদিন চলিতে থাকিবার পর নানা কারণে তাহার সুফল সম্বন্ধে একটা নিরাশার ভাব সৃষ্ট হইয়াছিল এক্ষণে পুনরায় ঐ চুক্তির আলোচনা সম্বন্ধে কিছু কিছু অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আর তাহাতে ঐ আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে বলিয়াও অনেকে আশা করিতেছেন। কিন্তু রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কোন কিছু বলিবার উপায় নাই। কোন না কোন দিক [illegible] যখন তখন [illegible] বাড়িয়াও যাইতে পারে। এই অবস্থায় দুনিয়ার প্রায় শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরাই এখন সতর্কভাবে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাহস করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ তাহাদের কম। সে কারণে একদিকে এসপ্তাহে বেচাকিনা তেমন কিছু হয় নাই এবং দামেরও উঠানামা হইয়াছে কম।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপ্তাহে দামের হার উপরের দিকে স্থির দেখা গিয়াছে। তবে আসল বেচাকিনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে কম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি জাপান সম্বন্ধে যে কড়ানীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে নূতন উৎসাহ উদ্যম সঞ্চারিত হইবার আশা রহিয়াছে। অদ্য বাজারে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬৮, পাঁচ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১৪৵ আনা ও তিন টাকা সুদের যুক্ত প্রদেশ সরকারের ঋণ (১৯৫২) ৯৯৷৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। কোন দিক দিয়া রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতা যদি বৃদ্ধি না পায় তবে কোম্পানীর কাগজের দাম আরও কিছু বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়।

কয়লার খনি

এসপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে দামের হার অনেক পরিমাণে গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। তবে বেচাকিনা হইয়াছে খুবই কম। অদ্য বাজারে এমালগেমেটেড ২৪৵ আনা, বেঙ্গল ২৯[illegible] টাকা, [illegible]রাকর ১১৷৴ [illegible] [illegible]ট। ধেমোমেইন ১১৮ আনা, [illegible]পেঞ্চভেলী ৩[illegible] আনা, রাণীগঞ্জ ২৮[illegible] দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এসপ্তাহের প্রথম[illegible] [illegible] থলের বাজারে কতকটা [illegible] ভাব [illegible] [illegible] [illegible]কলের শেয়ার মূল্য কতকটা চড়িয়াছিল। [illegible] [illegible]নীর শেয়ারের দাম ৫৩৷৵ আনা পর্য্যন্ত পৌঁ[illegible] [illegible] চট থলের বাজার [illegible] সূচিত হওয়ার ফলে দামের হারও নামিয়া যায়। শ্রমিক গোলযোগের আশঙ্কায় ও সুদূর ভবিষ্যতে পাটজাত জিনিষের ভালরকম কাটতির সম্ভাবনা না দেখিয়া এই বিভাগে অনেকটা হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫২৷৵ ও কামারহাটি ৪৬৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর উঠানামা করিয়াছে। অদ্য বাজারে ঐ কোম্পানীর দাম ১৪৷৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানী কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে জুলাই ৯৬।৴০ ৯৫৸৶০, ২২শে ৯৬।৵০ ৯৬।৴০ ৯৬।৶০ ৯৬৷০ ৯৬৷৴০ ৯৬।৵০, ২৪শে-৯৬৷০ ৯৬৷৴৬ ৯৬৷৵০ ৯৬৷০, ২৭শে- ৯৬।৵০ ৯৬।৶০ ৯৬৷০ ৯৬৷৴০ ০৬৷৵০ ৯৬৷০, ২৬শে- ৯৬৸৵০ ৯৬৸০, ২৮শে- ৯৬৸০ ৯৬৸৴০ ৯৬৷৶০ ৯৬৷৵০ ৯৬৸০, ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৬ জুলাই ৮৫৷৵০, ২৭শে- ৮৫৸০, ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২১শে জুলাই ৯৯৷৵৬, ২২শে জুলাই ৯৯৸০, ২৪শে- ৯৯৸৵০ ১০০৲, ২৬শে- ৯৯৸৵০, ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জুলাই ৯৭৷৵০ ৯৭৸০ ৯৭৷৶০, ২৪শে- ৯৭৸০, ২৫শে- ৯৭৷৶০ ৯৭৷৶৬ ৯৭৸৴৬ ৯৭৸৴০, ২৬শে- ৯৭৷৶৬ ৯৭৷৶০ ৯৭৸৵০, ২৭শে- ৯৭৸৴০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২১শে জুলাই ১১০৷৵ ১১০৸, ২৪শে ১১০৷৶ ১১০৸৵, ২৫শে ১১০৷৶, ২৬শে ১১০৷৵ ১১০৷৶ ১১০৸৴, ২৭শে ১১০৷৵, ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২১শে জুলাই ১১৩৸৶ ১১৪৴০ ১১৪৵, ২২শে ১১৪৵ ২৪শে ১১৵ ১১৩৸৶ ২৫শে ১১৩৸৶ ২৬শে ১১৪৲ ১১৩৸৶ ১১৪৶ ১১৪৴০ ২৭শে ১১৪।৴০ ৩৷ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২১শে জুলাই ১০৩৷৵ ২২শে ১০৩৸৵ ১০৩৷৶ ১০৩৷৶৬

১০৩৸৴০ ২৪শে ১০৩॥৵ ২৫শে ১০৩৸ ১০৩৸৬ ২৬শে ১০৩৸ ২৸ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৭শে জুলাই ৯৮॥৴০ ৯৮৷৵০

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ; ২১শে জুলাই ৩৪৵০ ৩৪॥৵০ , ২১শে ৩৪॥০ , ২৭শে ৩৪॥০ ৩৫৲ ৩৪৸০ , ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অর্ডি) ২৭শে ৩৭৭৲ ৩৭৫৲ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১শে জুলাই ১০৯৲ ১১০৷০ ১১০॥০ ২২শে ১০৯৲ ২৪শে ১০৯॥০ ১০৯৲ ২৫শে ১০৯৲ ১০৯॥০ ১১০॥০ ১১০৷০ ১১০॥০ ১০৯৷০ ১০৯৲ , ২৬শে ১০৮॥০ ২৭শে ১১০৲ ১১০॥ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী) ২৬শে জুলাই ১০৬৲ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ২৪শে (প্রেফ) ১৪৭৲

রেলপথ

বারাসত [illegible]সিরহাট রেলওয়ে ২১শে ৪১৲ ২২শে ৪০৲ ২৬শে ৪৫৲ এই [illegible] দামোদর ২৭শে ৯২৲ বক্তিয়াপুর বিহার রেলওয়ে ২২শে জুলাই ৪২৲ অবিলম্বে [illegible] রেলওয়ে ২২শে ১ [illegible] ১০[illegible]

কাপড়ের [illegible]

[illegible] জুলাই (এ প্রেফ) [illegible] ভিক্টোরিয়া ২৪শে জুলাই (অর্ডি) [illegible] প্রেফ ৩৷৵০ ৩॥০ ডান[illegible]

[illegible] পৃষ্ঠা [illegible]

কয়লার [illegible]

বসাকার—[illegible] জুলাই ১২৲ ১১৸৴০ [illegible] ; (প্রেফ [illegible]৪ ১৪১৲ ; ২৪শে ১১৷৶০ ১১॥০ ১২৵০ (প্রেফ) ১৪১৲ , ২৬শে ১১৷৵ ১১॥৵ ১১৷৶ ; ২৭শে ১১৲ ১১৷০ ; ইকুইটেবেল ২২শে জুলাই ৩১৲ ৩১৷০ ৩১৷৵০ ; ২৪শে জুলাই ৩১৷০ ; ২৫শে ৩১৷৵০ ৩১৲ ৩১৷০ , ২৭শে ৩১৷০ ; ২৬শে ৩১৷০ ৩১৵০ ৩৷৵০ পরাসিয়া ২২শে জুলাই ৸৴০ ॥৴০ শিবপুর ২২শে জুলাই ১৮৸০ ; বেঙ্গল ২৪শে জুলাই ৩০০৲ ; ২৬ ৩০২৲ ; ২৭শে ৩০১৲ ৩০৩৲ ৩০০৲ ৩০২৲ ; ভালগোয়া ২৪শে জুলাই ৩৸৶০ ; ধেমোমেইন ২৪শে জুলাই ১১৸০ ১২৲ ২৬শে ১১৸০ ১১॥৴০ ; ২৭শে ১১॥০ ১১॥৵০ ১১৸০ ১১৷৶০ ; কাট্রাস ঝরিয়া ২৪শে জুলাই ২৬৸৶০ ; ২৭শে ২৬॥০ ; মুগুলপুর ২৪শে জুলাই ৬৸৵০ ৭৵০; ২৫শে ৬৸৵০ ৭৵০ ২৬শে ৭৷৵০ ; নিউবীরভূম ২৪শে জুলাই ১৫৸৵ ১৬৵০ ১৬৲ ১৬৷০ ; ২৩শে জুলাই (প্রেফ) ১৫॥০ ; নর্থদামুদা ২৭শে ৪৸৵০ ৫৲ ; ৪৸৴০ সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল ২৪শে জুলাই ॥০ ॥৴০ ॥৶০ ; টালচর ২৪শে জুলাই ৸৵০ ১৲ ; রাণীগঞ্জ ২৭শে জুলাই ২৯৸০ ২৯৲ ২৮৸৵০ ২৯৸০ ; হরিলাদ্দী ২৫শে জুলাই ১১৷০ ১১॥০ ; এ্যামালগামেটেড ২৬শে ২২৸০ ২৩৲ ২৩৷৵০ ; ২৭শে ২৩৸০ ; সেণ্ট্রাল কুর্কেদ ২৬শে জুলাই ১১৷০ ১১॥০ : ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৬শে জুলাই ১৮॥৵০ ১৮৸০ ; জয়ন্তীসেণ্ট্রাল ২৬শে ১॥০ ; নাজিরা ২৬শে জুলাই ৮৵০ ; পেঞ্চভেলী ২৬শে জুলাই ৩১৷০ ; ইউনিয়ন ২৬শে জুলাই ২৮॥০ ২৮৷০, ২৭শে ২৮॥০ ২৮৸০ ২৯৵০ ২৯৴০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৬শে জুলাই ২৮॥০ ২৭॥৶০ ২৭৸০ ২৮৵০ ২৭৸০

পাটকল

বালী ২২শে জুলাই ১৮৩৲ ১৮৪৲, ২৪শে ১৮৫॥০ ১৮৩৲, ২৫শে ১৮৫॥০ ১৮৬॥, ২৬শে ১৮৪৲, ২৭শে ১৮৩৲। বরানগর ২২শে জুলাই ১৪১৲ ১৪২৲, ২৫শে ১৪৪৲ ১৪৭, ২৬শে ১৪৬৲, ২৭শে ১৪৪৲ ১৩৫৲। গৌরীপুর ২২শে জুলাই (প্রেফ) ১৩৫৲ ১৩৬৴, ২৭শে (প্রেফ) ১৩৫৲। হাওড়া ২২শে জুলাই ৫২৸৵ ৫২৸৴, ২৪শে ৫৩৴ ৫৩॥০ ৫৩॥৶, ২৫শে ৫৩৸৴ ৫৩৷৵, ২৬শে ৫৪৷ ৫৩॥৴, ২৭শে ৫৩৷৶ ৫৩৵ ৫৩৶ ৫৩৲। হুকুমচাঁদ ২২শে জুলাই ৩৸৵, ২৪শে ৩॥৶ ৩৸৴ ৩৸৵ (প্রেফ) ৫০৲, ২৫শে ৩॥৵, ২৬শে ৩৷৵ ৩॥০ ৩৷০; ২৭শে ৩৷৵ ৩৲ ২৸৵। কামারহাটী ২২শে জুলাই ৪১০৲। নিউ সেণ্ট্রাল ২৬শে ২১৯৲। প্রেসিডেন্সী ২৬শে ৩৷০ ৩৷৵। লরেন্স ২২শে জুলাই ৩৩০৲। নর্থব্রুক ২২শে জুলাই ৩০৷০ ; ২৫শে ৩১৲। এ্যাংলোইণ্ডিয়ান ২৪শে জুলাই ৩১৬৲ ৩২০৲ ; ২৫শে ৩২২৲ ৩২৪৲ ; ২৬শে ৩৩৬৲ ; ২৭শে ৩১৮৲ ৩২০৲ ৩১৫৲। ন্যাশনাল ২৪শে ২১৲ ২১৷০ ২১॥০ ; ২৫শে ২১৷৵ ২১॥০ ২১৸০। [illegible] ২৩শে জুলাই [illegible] ; ইণ্ডিয়া ২৫শে জুলাই ২৮৩৲ ; [illegible] ২৫শে জুলাই ২০[illegible] ; [illegible] ২৫শে জুলাই ২১[illegible] ; ইউনিয়ন ২৫শে জুলাই [illegible] ; ২৭শে ৩২৩৲ ৩২[illegible] ; হাওড়া [illegible] ২৬শে [illegible]।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন—২২শে জুলাই ৫৶ ৫৵ ৫৵, ২৪শে ৫৵ ৫৷৶ ৫৵ ৫৷৵ ৫৶, ২৫শে ৫৵ ৫৷৵ ৫৵, ২৬শে ৫৴ ৫৶ ৫৲ ৫৷৴ ৫৲, ২৭শে ৫৵ ৫৷৵ ৫৷০ ৫৴ ইণ্ডিয়ান কপার— ২২শে জুলাই ১॥৵, ২৪শে ১॥৵ ১৸০ ১॥৵ ২৫শে ১॥৵ ১॥৴ ১॥৵, ২৫শে ১৸০ ১॥৶ ১॥৴ ১॥৵, ২৭শে ১॥৴ ১॥৵, রোডেসিয়া কপার—২২শে জুলাই ১৵, ২৪শে ১৴ ১৵ ১৷০, ২৫শে ১৶,

সিমেণ্ট

ডালমিয়া—২২শে জুলাই (প্রেফ) ৯৭৲, ২৪শে (প্রেফ) ৯৫৲, ২৫শে জুলাই, (অর্ডি) ১১৷৵ (প্রেফ) ৯৮৲, ২৬শে (অর্ডি) ১০৸৵ ১১৵ ১০৸৵ ১০৸০ ১১৲ ১১৵ (প্রেফ) ৩৷৵, ২৬শে (অর্ডি) ১১৵ (প্রেফ) ৩॥৵, (প্রেফ) ৯৭৲ এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট—২৫শে জুলাই ১৩০॥০

আগ্রা ইলেকট্রিক ২২শে জুলাই ১১৩৲ ২৪শে ১১২৲ ১১৩৲, বেঙ্গল টেলিফোন ২৬শে জুলাই (অর্ডি) ১৭৸০ ১৮৲ (প্রেফ) ১৩॥৵০ ; ২৭সে—১৭৸৵০ (প্রেফ) ১৩॥৶০ বেরিলী ইলেকট্রিক ২৪শে ১১॥০ ১১৸০ আপার গ্যাঞ্জেস ২৭শে ১০॥৵৫ ১০৸৵০ কটক ইলেট্রিক ২৪শে জুলাই ৮॥০ জব্বলপুর ইলেট্রিক ২৪শে জুলাই ১২৷০ ১২॥০, ২৫শে—১২৷৵০ মজঃফরপুর ইলেট্রিক, ২৫শে জুলাই—১০॥৵০ রাওয়ালপিণ্ডি, ইলেট্রিক ২২৷৵০ ২২॥০ ২২৸০ , ২৬শে—২২৸০ ২৩৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পনী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল :—২২শে জুলাই ২৪৸৴০ ২৪৸৵ ২৫৵ ২৪৸৴ ; ২৪শে জুলাই ২৫৲ ২৪৸৵ ২৫৷৴০ ২৪৸৵ ২৫৵০ ২৪৸০, ২৫শে—২৪৸০, ২৪৸৵০ ২৫৵০ ২৪৸৶ ২৫৲ ২৪৸৴ ২৪॥৵০ ২৪॥৴০ ; ২৬শে ২৪৸০ ২৪॥৵, ২৪॥৵০, ২৪৸০ ২৪৸৴০ ২৫৴০ ২৪৸০ ২৪৸৴০ ২৫৴০ ২৪৸০ ; ২৭শে ২৪৸৴০ ২৫৵০ ২৪॥৵ ২৪৴ ২৪॥৶; ষ্টীল কর্পোরেশন ২২শে জুলাই ১২॥৵, ১২৸ ১২॥৴ (প্রেফ) ৯০৲ ; ২৪শে ১২॥৵ ১২৸৵ ১২॥৵ ; (প্রেফ) ৯৩৲ ; ২৫শে ১২॥৵০ ১২॥০, ১২॥৵ ১২৸৵ ১২॥৵ (প্রেফ) ৯৩৲ ৯৪৲ ৯৩॥০ ৯৪॥০ ৯৩৷০ ;২৬শে ১২॥৵ ১২॥৵ ১২৴ ; (প্রেফ) ৯৩ ৯৪৲, ২৭শে ১২॥৵ ১২॥৵ ১২৸৵ ১২॥৴ ইণ্ডিয়াণ গ্যাল ভানাইজিং ২৪শে ২০॥ ২০৸০ ২৬শে ২০॥ ২০॥৵ ২০৸০ ২১৲ ষ্টীল প্রডাক্টস ২৪শে জুলাই ২৴০ ২০৵

চা বাগান

সারুগাঁ ২২শে জুলাই ৮৷০, ২৪শে ৮৲। হাসিমারা ২৪শে জুলাই ৩৬৷০, ৩৬॥০। হাতীক্ষীরা ১৭৷০, ১৭॥০, ২৫শে ১৭৷০, ১৭॥০। এলেনবাড়ী ২৭শে ১৮১৲। জুটলীবাড়ী ২৪শে জুলাই ১৩॥০। সিঙ্গেল ২৬শে জুলাই ৬০৲ ৬১৲ পাত্রকোলা ২০শে জুলাই (প্রেফ) ১৩৩॥০। সেণ্ট্রাল কাছাড় ২৭শে জুলাই ৬১৲ ৬২৲। নাম্বর নদী ২৫শে জুলাই ৪৷০। মহীমা ২৬শে জুলাই (প্রেফ) ১০৸০। তেজপুর ২৬শে জুলাই (অর্ডি) ৫৸০। গোহপুর ২৫শে জুলাই ৪৴ ৪৵। গঙ্গারাম ২৬শে জুলাই ৩০৮৲। কোদালা ২৬শে জুলাই ১১॥৵০। হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ২৫শে জুলাই ৫৷৵ ২৬শে (অর্ডি) ৫৷৶, (প্রেফ) ১৵ ১৶, ২৭শে (অর্ডি) ৫৲ (প্রেফ) ১৵।

চিনির কল

বুল্যাণ্ড ২২শে জুলাই ১২৸০, ১৩৲ ২৪শে—১৩৴, ২৫শে ১৩৴, ২৬শে ১৩৴, ২৮শে—১২৸০, ১২৸৴০, ১৩/০, ১৩৴০। পাঞ্জাব সুগার মিল, ২২শে জুলাই ১৮১৲। কেরু এ্যাণ্ড কো: ২৭শে জুলাই (অডি) ১০।০ (প্রেফ) ১০৭৲ রেজা ২২শে জুলাই ১২৴০, ১২।৴০, ২৫শে—১২৴, ১২।৴; ২৭শে—১২৴, ১২।৴। সমস্তিপুর, ২২শে জুলাই ৬॥৴ ২৪শে—৬।০ ২৫শে—৬৲, ২৬শে ৫৸৶, ৬৲, ৬।/০। বস্তি ২৪শে ১৭২৲। সাউথ বিহার ২৫শে জুলাই (অডি) ১৮।/ ২৭শে—(অডি) ১৮।/ (প্রেফ) ৫।০, ৫॥০।

বিবিধ

বি, আই কর্পোরেশন ২২শে জুলাই (অডি) ২॥০ ২॥৴ ২॥০ (প্রেফ) ১৫০৲, ২৪শে (অডি) ২॥৴ ২॥০ (প্রেফ) ১৫০৲ ১৫১৲, ২৬শে (অডি) ২।৴ ২॥০ ২॥৴ (প্রেফ) ১৫০॥০, ২৭শে (অডি) ২॥৴ ২॥০ (প্রেফ) ১৫১৲। টাইড ওয়াটার ২২শে জুলাই ১২৴ ১২।৴, ২৭শে (অডি) ১২৴ ১২।৴। ক্যালকাটা সিল্ক ২৭শে (প্রেফ) ১০০৲। মেদিনীপুর জমিদারী ২২শে জুলাই ৫৭॥০ (প্রেফ) ১২২৲, ২৪শে ৫৮৲ (প্রেফ) ১২২৲। বরুয়া টিম্বার ২২শে ১৪॥০, ২৪শে ১৪॥০ ২৫শে ১৪৸। ক্যালকাটা আইস ২৪শে ৫৴ ৫।৴। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট ২৪শে জুলাই ৬৸৴ ৭৲ ৭।০, ২৬শে ৭॥০ ডানলপ রবার ২৪শে জুলাই (অডি) ১৭।০ (প্রেফ) ১০৩।০ ২৫শে—(অডি) ১৭॥০ ১৭৸৴ ১৭॥০ ১৮৲ (দ্বিতীয় প্রেফ) ১০৪৸০ ১০৫৸০, ২৭শে (অডি) ১৮৲ ১৮।০ ১৭৸০ ১৮৴ ১৮।৴। ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টস ২৪শে জুলাই ২২৸০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৪শে জুলাই (প্রেফ) ১২৫৲, ২৬শে (প্রেফ) ১২৫৲। বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম ২৪শে জুলাই ৩।৴ ৩॥০, ২৫শে ৩।৶ ৩॥/। টিটাগড় পেপার ২৪শে জুলাই (এ অডি) ১১॥/ ১১৸০ ১২৲ ২৬শে (এ অডি) ১১৸০ ১১৸৴ ১২৴ ১১৸/ (বি অডি) ১১৸৴ ১২৴। ওরিয়েণ্ট পেপার ২৫শে ৫॥০ ২৬শে (অডি) ৫৲ ৫।০। কলিকাতা ট্রাম ২৬শে মে (অডি) ১৬।০ ১৬॥০, ২৭শে (অডি) ১৬॥০। দার্জ্জিলিং রোপওয়ে ২৬শে জুলাই ৮।০। ক্যালকাটা সিপিং এ্যাণ্ড ল্যাণ্ডিং ২৬শে ১৪৲

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জুলাই

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের যে নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছিল এ সপ্তাহে তাহা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। গত ৩২শে জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে বাজারে পাটের দরের হার ছিল সর্ব্বোচ্চে ৩৮।৴ আনা ও ৩৭৸/ আনা। গত ২৬শে জুলাই তাহা কমিয়া যথাক্রমে ৩৭॥৴ আনা ও ৩৭ টাকা দাঁড়ায়। অন্য বাজারে দরের হার ৩৭৴ আনার উপরে যায় নাই। আর নিম্নে তাহা ৩৬।০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দরের হার উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৪শে জুলাই	(বাজার বন্ধ ছিল)		
২৫শে ”	৩৮৴০	৩৭৴	৩৭।০
২৬শে ”	৩৭॥৴	৩৭৲	৩৭॥৴০
২৭শে ”	৩৭৸০	৩৬৸০	৩৬৸০
২৮শে ”	৩৭॥৴০	৩৬॥০	৩৭৴০
২৯শে ”	৩৭৴০	৩৬।০	৩৭৴০

এসপ্তাহে বাজারে চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় এ সপ্তাহে পাটের দামের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। পাটের ভাল দর পাওয়ার আশায় বর্ত্তমানে মফঃস্বল হইতে বেশী পরিমাণে নূতন পাটের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বাজারে পাটের ক্রেতার সংখ্যা ক্রমেই কম দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ পাটকলগুলিতে আবশ্যকানুরূপ পরিমাণ পাট মজুত থাকায় পাটকলওয়ালারা বেশী দাম দিয়া নূতন পাট ক্রয় করিতে মোটেই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। গত সপ্তাহে তাহারা খুব কম পাট খরিদ করিয়াছিল। এ সপ্তাহে পাটের বেশী আমদানী লক্ষ্য করিয়া তাহারা পাটের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পড়তি দামে পাট কিনিবার জন্য প্রতিক্ষা করিয়া থাকার নীতিই অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে পাটের চাহিদা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। এবং অদূর ভবিষ্যতে ভাল রকম চাহিদা হওয়ারও আশা খুব কম দেখা যাইতেছে। ডাণ্ডিতে চালান দিবার জন্য রপ্তানী কারকেরা এ সপ্তাহে পাট একেবারেই খরিদ করে নাই। এই প্রকার অবস্থার ফলে কলটাকা বাজারে দরের হার নামিয়া যাইতেছে। বাজারের যে সব ব্যবসায়ী জুলাই ও আগষ্ট মাসে পাট চালান দেওয়ার সর্ত্তে অগ্রিম পাট বিক্রয় করিয়াছিলেন [illegible]বলমাত্র তাহারাই কিছু কিছু পাট খরিদ করিয়াছেন। ঐ অবস্থা [illegible]াবৎ নাকি থাকিলে। পাটের বাজারে হয়ত আরও বেশী মন্দার ভা[illegible] লক্ষিত হ[illegible]

আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান [illegible]ষ্ট্রিক্ট মিডল [illegible] বেচাকিনা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান [illegible] মিডল শ্রেণীর [illegible] ২৪৸৴ [illegible] উল্লেখ যোগ্যরূপ হয় [illegible] ১৮ [illegible] উহার দামের হার [illegible] নামিয়া গিয়াছে [illegible] মিডল শ্রেণীর পাটের [illegible] ৭॥৴০ [illegible] করিয়া [illegible] হা [illegible] টাকার কাছাকাছি আছে।

পাকা [illegible] হে একটা নিম্ন[illegible] ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। ক্রেতাদের দিক হইতে বাজারে পাট খরিদ সম্বন্ধে কিছু আগ্রহ দেখা যায় নাই ফলে বেচাকিনা খুবই কম হইয়াছে। গত সপ্তাহে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তেপ্রতি বেল ফাষ্ট শ্রেণীর দাম ছিল ৪৪ টাকার কাছাকাছি। এসপ্তাহে তাহা ৪২৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

গত ২২শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় মোট ৭১ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এসপ্তাহে আমদানী হইয়াছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার বেল।

থলে ও চট

বাহির হইতে চাহিদা কম থাকায় থলে ও চটের দাম পড়িয়া যাইতেছে। হং কং হইতে কিছু পরিমান থলের জন্য অর্ডার আসাতেই এই পড়তি বন্ধ হইতেছে না। গত ২১শে জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ৮৸৴ ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১১।/ আনা ছিল গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৮॥৴ ও ১১৸৶৬ পাই দাঁড়ায়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৮শে জুলাই

আমেরিকার তূলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহে অনুকূল আবহাওয়ার সংবাদে এবং আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে আশঙ্কার ভাব বলবৎ থাকিবার জন্য আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পায়। আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতি পাউণ্ডে গড়ে ১.৫ সেণ্ট সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া পরবর্ত্তী কালে সংবাদ পাইবার ফলে বোম্বাই ও লিভারপুলের বাজারে মন্দার ভাব দেখা দেয়। ব্যবসায়ীগণের বিশ্বাস আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে ঐ হারে সরকারী সাহায্য দানের ফলে চল্‌তি দরের উন্নতি হইবে। এইরূপ ধারণার জন্য অদূর ভবিষ্যতে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্য বৃদ্ধি পায় তবে বোম্বাইএর বাজারে প্রথমদিকে তুলার মূল্য হ্রাস পায়। পরে লিভারপুলের বাজারের আশানুরূপ সংবাদে বাজার শেষের দিকে মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বোরোচ এপ্রিল—মে ১৪৯।০ আনায় বন্ধ হয় এবং জুলাই আগষ্টের দর

১৫২৵ আনা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৫১॥০ আনা এবং ১৫৭৵ আনা ছিল। ওমরা ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৪১৷০ আনা স্থানে আলোচ্য সপ্তাহে উহা ১৩৯৷০ আনায় পরিণত হয়। বেঙ্গল শ্রেণী তূলার মূল্য ১১৬৵ আনা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১১৯৷০ আনা ছিল।

আবহাওয়া অনুকূল জন্য সপ্তাহের প্রথমদিকে নিউইয়র্কের বাজারে তূলার মূল্য হ্রাস পায়। শেষের তিন দিন বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। মিডলিং স্পট ৯·৬৮ সেণ্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারে উহা ৫·২৯ পেনী দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তূলার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়।

	ব্রোচ	ওমরা	বেঙ্গল
এই [illegible]	জুলাই-আগষ্ট	জুলাই	জুলাই
অবিলম্বে [illegible]	১৫৩৲	১৫০৲	১২১॥০
[illegible]	১৫২৸০	১৫০৸০	১২১॥০
,, ২১ [illegible]	১৪৯৸৵	[illegible]	১২০৲
,, ২৫	১৫০॥৵	[illegible]	[illegible]
,, ২৬	১৫২৵০	[illegible]	১১৫৲
,, ২৭	১৫৩৷৵	১৪১৷০	১১৬৷৵
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৫৩৸৵	১৪৯৷৵	১২৬৷০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	১৯৬॥০	১৯২৸০	১৫৫৸০

কাপড়

কলিকাতা ২৮শে জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারের মন্দারভাব বলবৎ ছিল। স্থানীয় বাজারের কারবার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছু নাই ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মজুদ মাল বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করাই এবং মফঃস্বলের চাহিদার অভাবের ফলে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। একমাত্র কলিকাতায় কাপড়ের বাজারেই এইরূপ মূল্য হ্রাসের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়। কাপড়ের বাজারের এইরূপ দুরবস্থা কোন দিন দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। স্থানীয় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যে কারবার হইয়াছে তাহা একরূপ সাময়িক প্রয়োজনানুরূপ মিলসমূহ মাল কাট্‌তি করিয়া দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব আছে কিন্তু তাহাদের আর মূল্য হ্রাস করিতে অক্ষম। জাপানী কাপরের বাজারে কোন অগ্রিম কারবার নিষ্পন্ন হয় নাই পরন্তু মূল্যের আরও অবনতি ঘটিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার জাত কাপড়ের বাজারে কারবার খুব অল্প হইয়াছে এবং এই শ্রেণীর কাপরের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবার ফলে মূল্য হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই। অপর পক্ষে ল্যাঙ্কাশায়ার মিল সমূহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার তামিল করিতেই বর্ত্তমানে ব্যস্ত আছে।

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহে সুতায় বাজার স্থির ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় মূল্যের কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নাই তবে কারবার খুব কম হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে চাহিদার অভাব ছিল। দেশের সর্ব্বত্র বর্ষা ভাল ভাবে দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ বর্ত্তমান মরশুমে সুতার চাহিদা কম থাকে। এমতাবস্থায় এইরূপ কারবার নিয়ন্ত্রনে আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদে জানা যায় যে, তথাকার মিল সমূহ পূর্ব্বেই সুতার মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই [illegible] আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে [illegible] বাজার সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী মজুদ মাল ধরিয়া রাখিতে অক্ষম তাহারা মূল্য হ্রাস করিয়া মাল কাটতি করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করা সত্বেও কোন কারবার [illegible] [illegible] বলিয়া প্রকাশ। উত্তর ভারতের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] সুতার কোন অবনতি দৃষ্ট নাই তবে কারবার

আশানুরূপ নহে। মধ্য ভারত এবং বাঙ্গলা দেশের সুতার বাজার বিশেষ ভাবে স্থির আছে। শেষোক্ত অঞ্চল সমূহে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। রপ্তানী বানিজ্যের কোন উন্নতি হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যের বাজার সমূহের চাহিদা মোটেই ছিল না।

বিলাতি সুতা:—এই শ্রেণীর সুতার বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার কিছু নাই। অদূর ভবিষ্যতেও যে কোন অগ্রিম কারবার বৃদ্ধি পাইবে তাহার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

জাপান ও সাংহাই সুতা:—পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই শ্রেণীর সুতার মূল্যের যে অবনতি উল্লিখিত হইয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকেও তাহা বলবৎ ছিল কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে কারবার বৃদ্ধি পাইবার ফলে মূল্যেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমদিকে মূল্য হ্রাস পাইবার জন্যে ব্যাবসায়ীগনের মধ্যে আতঙ্কের ভাব দেখা দেয় তাহাতে কারবার বিশেষ-ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবসায়ীগণের মধ্যে এই আতঙ্কের ভাব শেষটাতেও দূরীভূত হয় নাই। মারিইঙ্গ সুতার বাজারের অনিশ্চয়তার জন্য ফাটকাওয়ালাগণও কারবার নিয়ন্ত্রন করিয়া চলিয়াছে। জাপানী একচেঞ্জে সুতার মূল্যের [illegible] পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সুতা:—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং মূল্যের ও অবনতি দৃষ্ট হয়। বাজারের বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার ফলে ইটালী বা জাপানের সহিত এই শ্রেণীর সুতা সম্পর্কে কোন নূতন কারবার নিষ্পন্ন হয় নাই। বর্ত্তমানে মিভিন্ন বিলের চাহিদাও অল্প ছিল।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ২৮শে জুলাই

গত ২৪শে ও ২৫শে জুলাই ৮ নং মিশন রো কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারপযোগী চায়ের ৭ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ২১ হাজার বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে মোট ১৮ হাজার ১৯ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালে ১৯ হাজার ১৮১ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল। বর্ত্তমান নীলামে এই শ্রেণীর চায়ের গড় পড়তা মূল্য পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ের নীলামের দর অপেক্ষা এক পাই কম থাকিলেও ১৯৩৭ সালের ৷৵১১ পাই এর তুলনায় খুবই কম ছিল। আসাম জাত চা সামান্য খারাপ ধরণের হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরেরষস এই নীলামের চাইতে ভাল ছিল। দার্জ্জিলিংএর পাথেয় চাহিদা ভাল ছিল। ডুয়ার্স-জাত চা ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক প্রকার চা ভাল ধরনের ছিল।

গত দুই সপ্তাহ যাবৎ চায়ের বাজারে যে আতঙ্কের ভাব দেখাদিয়া ছিল তাহার কতকথা দূরীভূত হইয়াছে। চায়ের চাহিদা ভাল ছিল; ফলে প্রায় প্রত্যেক প্রকার চা বিক্রয় হইয়া যায়। পরিষ্কার এবং মাঝারি ধরণের

চায়ের মূল্য চড়া গিয়াছে এবং প্রতি পাউণ্ডে উহার মূল্য তিন পাই বেশী গিয়াছে। লিকার শ্রেণীর চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে সমান ছিল। টি পি জাতীয় চায়ের মূল্যের কোন স্থিরতা ছিল না। তবে উহার মূল্য কম গিয়াছে।

ভারতের ব্যবহারোপযোগী :—এই শ্রেণীর চায়ের বাজারে সবুজ চায়ের মূল্য এবং চাহিদা উভয়ই বেশী ছিল। তবে মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই পর্য্যন্ত কম গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর পাতা এবং লিকার শ্রেণীর চায়ের চাহিদা মোটামুটি ভাল গিয়াছে। এই সকল চা সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল। খারাপ ধরণের চায়ের কোন চাহিদা,ছিল না। অপরদিকে দার্জ্জিলিংএর চা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহ দেখা যায় না। ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর চায়ের যে দর দেয় তাহা পড়তা অপেক্ষাও কম ; ফলে কোন কারবার সম্ভব হয় না।

রপ্তানীযোগ্য—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	১৮,৭৪৪	১৮,০১৯	১৯১৮১
গড়পড়তা দর	ll৵৭	ll৵৬	ll৶১১

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্যজাতীয়	
	১৯৩৯,	১৯৩৮	১৯৩৯,	১৯৩৮
বিক্রী	৬,২৭২	৯,০৮১	৪,৬৭৩	৮,২৮৫
	।১	।১০	।৩	।৪

লণ্ডনের বাজার—

গত ২৪শে জুলাই লণ্ডনের চায়ের নীলামে মোট ২১ হজার ৪ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা

বাজার তেজী ছিল এবং প্রত্যেক প্রকার চা প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রয় হয়।

আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৩.৯৭ পেনীর তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে ১৩.৩৯পেনী গিয়াছে এবং দক্ষিণভারতীয় চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১২.৮৫ পেনীস্থানে ১২.৬৩ পেনী গিয়াছে। লণ্ডনের পরবর্ত্তী নিলামেও ২১ হাজার ৪ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে জানা যায়।

রপ্তানীয় পরিমাণ :—ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের প্রচার পত্র অনুসারে জানা যায় যে জুলাই মাসের প্রথমার্দ্ধে কলিকাতা বাজার হইতে ৮৮ লক্ষ ৭২ হাজার ১১৭ পাউণ্ড এবং চট্টগাম বাজার হইতে ৬৭লক্ষ ৪১হাজার ৩৮০ পাউণ্ড কাল চা রপ্তানী হইয়াছে। উক্ত সময়ে কোন প্রকার সবুজ চা রপ্তানী হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বাজার হইতে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৯৭ হাজার ৩৪০ পাউণ্ড এবং ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১২২ পাউণ্ড ছিল।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতা বাজার হইতে ২ কোটি ৪ হাজার ৭২৫ পাউণ্ড কাল চা এবং চট্টগ্রাম বাজার হইতে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯০৭ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ মোট ৪ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩২ পাউণ্ড ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৮শে জুলাই,

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে অনেকটা পূর্ব্বেকার অবস্থাই বলবৎ দেখা গিয়াছিল। পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কেই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। ফলে সোণার দামের হারও উটানামা করিয়াছে কম। লণ্ডনের বাজারে গত ২২শে জুলাই প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭ পা ৮ শিলিং ৬ পেনী। ২৪শে তাহা সামান্য কমিয়া ৫$\frac{১}{২}$ পেনী হয়। ২৫ শে জুলাই তাহা পুনরায় ৭ পা ৮ শিলিং ৬ পেনী দাঁড়ায়। ২৬ শে তাহা চড়িয়া ৭ পা ৮ শি ৬$\frac{১}{২}$ পেনী হয়। আজ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ রহিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২২শে জুলাই প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল ৩৭৶৬ পাই। ২৪শে তারিখ তাহা ৩৭৶৯ পাই হয়; ২৫শে জুলাই তাহা ৩৭৵ আনা ও ২৬শে তারিখ তাহা ৩৭৵৩ পাই পর্য্যন্ত উঠে। ২৭শে জুলাই তাহা দাঁড়ায় ৩৭৵ আনা। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২১শে জুলাই প্রতি ভরি পাকা সোণা ৩৬৸৶৬ পাই, বড়াল কর ৩৭৸৵ ও গিনি ২৩॥৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৸৶৬ পাই ও ২৩॥৵৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ে রূপার বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহেরই অনুরূপ দেখা গিয়াছে। গত ২২শে জুলাই লণ্ডনে প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ১৬$\frac{১}{৮}$ পেনী। ২৪শে তারিখ তাহা ১৬$\frac{১}{২}$$\frac{১}{৮}$ পেনী হয়। ২৫শে জুলাই তাহা ১৬$\frac{১}{৮}$ পেনী দাঁড়ায়। ২৬শে তারিখ তাহা [illegible] ১৬$\frac{৭}{৮}$ পেনী। অদ্য বাজারে ১৬$\frac{১}{২}$$\frac{১}{৮}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে। [illegible]

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২[illegible]শে জুলাই প্রতি ১০০ [illegible] রূপার [illegible] ৪৫৸০ আনা। ২৪শে তারিখ [illegible] ৪৫॥৵০ আ[illegible] তাহা কমিয় ৪৫৴০ আনা [illegible] ২৬শে জুলাই [illegible] ২৭শে তারিখ [illegible] হয়, অদ্য তাহা সাম[illegible] ৪৫৷৬ [illegible] কলিকাতা[illegible] [illegible] প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম [illegible] আনা ও [illegible] দর ৪৬৷৵[illegible] আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪৫।০ আনা ৪৫৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৮শে জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় চিনির বাজারে মন্দারভাব বলবৎ ছিল। চাহিদা মোটেই নাই। এরূপ অবস্থায় আড়তদারগণ চিনির মূল্য আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ী চিনির কারবারে বহু ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। স্থানীয় বাজার ১ লক্ষ ৬০ হাজার বস্তা বিদেশী চিনি এবং ১২ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমান হয়। দৈনন্দিন কারবারের পরিমাণ মাত্র ৩ হাজার ৫ শত বস্তা। বিগত জুন মাসে ভারতীয় বাজার সমূহে মোট ৫৮ হাজার ৫ শত টন জাভা চিনি আমদানী হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

সম্প্রতি কানপুরের চিনি ব্যবসায়ীগণের পক্ষে আগোর ইণ্ডিয়া সুগার এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান সহ এক প্রতিনিধিদল ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চিনির বাজারে বর্ত্তমানে সঙ্কটের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহারা জুলাই মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সিণ্ডিকেটের এ্যাডভাইসরী বোর্ড তদনুসারে এইরূপ কারবার সম্পর্কিত মাল প্রেরণের নির্দ্দেশদানের সময় ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। সিণ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তের ফলে চিনির বাজারের সহায়তা হইবে বলিয়া ব্যবসায়ীগনের ধারনা।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এই অ... ২য় বর্ষ
অবিলম্বে ...

কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৩৯

১৪শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ		আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৫৪-৪৬০
বাঙ্গলায় পণ্যমূল্যের অবস্থা	৪৫০	পুস্তক পরিচয়	৪৬০
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের তিনমাস	৪৫১	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪৬১-৪৬২
ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক	৪৫২-৫৩	মত ও পথ	৪৬৩
		বাজারের হালচাল	৪৬৪-৪৭০

সাময়িক প্রসঙ্গ

তৈল-শিল্পের সমস্যা

রেলওয়ে রেটস্ এডভাইসরি কমিটিতে পক্ষপাতমূলক ভাড়া নির্দ্ধারণের অভিযোগে ই বি রেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় তৈল কল সমিতি যে মামলা রুজু করিয়াছেন তাহার ফলাফল দেশবাসী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে। বাঙ্গলাদেশে এক সময়ে তৈলের কল স্থাপনের দিকে খুব ঝোঁক পড়িয়াছিল এবং প্রায় প্রত্যেক জেলাতে একাধিক তৈলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রদেশে প্রতি বৎসর যে সরিষা উৎপন্ন হয় তাহা দেশবাসীর চাহিদার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে এবং এই সরিষাও অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ধরণের। এজন্য বাঙ্গলার তৈলের কলগুলিকে সংযুক্ত প্রদেশ হইতে সরিষা আমদানী করিতে হইত। কয়েক বৎসর হইল ই বি রেল কর্ত্তৃপক্ষ সংযুক্ত প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আমদানীকৃত সরিষার ভাড়া বৃদ্ধি এবং উক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী তৈলের ভাড়া হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। ফলে একদিকে বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির পক্ষে সরিষা আমদানী করা ব্যয়বহুল হওয়ায় উহাদের উৎপন্ন তৈলের পড়তা বেশী হইতেছে এবং অন্যদিকে সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী তৈলের ভাড়া হ্রাস হেতু বাঙ্গলায় এই তৈল অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে বিক্রয় হইতেছে। এই দ্বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার ফলে বাঙ্গলায় স্থাপিত অধিকাংশ তৈলের কল উঠিয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত কলে এখনও কাজ চলিতেছে সেই সমস্ত কলেরও আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। বাঙ্গলা সরকারের প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে গত ১৯৩৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গলায় মোট ৫৫টি তৈলের কল ছিল। কিন্তু ভারত সরকার সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭ সালের শেষে বাঙ্গলায় তৈলের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০টি। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলার তৈলের কলের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকগুলি কল উঠিয়া গিয়াছিল। উহার পরবর্ত্তী দেড় বৎসর কালের মধ্যেও আরও অনেকগুলি কল উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার তৈলের কলগুলিতে এখনও দুই হাজারের মত লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে। এই সব বিষয় মনে করিলে ই বি রেল কর্ত্তৃপক্ষের ভাড়া নির্দ্ধারণ নীতির ফলে বাঙ্গলার কি প্রকার ক্ষতি হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আশা করা যায় যে রেলওয়ে রেটস্ এড্‌ভাইসরি কমিটী এই বিষয়ে যথাযথ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের রায় প্রদান করিবেন এবং ই, বি, রেলকর্ত্তৃপক্ষ কমিটীর নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া বাঙ্গলায় একটি সমৃদ্ধ শিল্পের প্রতি অবিচারের প্রতিকার করিবেন।

শর্করা শিল্প ও বাঙ্গলা

ভারতে প্রস্তুত শর্করার প্রায় ৯০ ভাগের বিক্রয় ব্যবস্থাই ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের মারফতে পরিচালিত হইয়া থাকে। 'শিল্পপ্রসার' সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে 'লাইসেন্সের' ক্ষমতা অর্পণ করিবার জন্য' জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা অনুমোদন করিয়া উক্ত সিণ্ডিকেট সম্প্রতি একটী বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে

শর্করা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে আরও চিনির কল স্থাপিত হইলে উহা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়া দেশের ক্ষতির কারণ হইবে। উক্ত বিবৃতিদ্বারা প্রকারান্তরে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহকে নূতন চিনির কল স্থাপনে বিরোধিতা করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অযথা ও অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং চাহিদার অনুপাতে অধিক উৎপাদন প্রভৃতি সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশে শর্করা শিল্প প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে 'লাইসেন্স' প্রথা দ্বারা তাহাদিগকে বঞ্চিত করারও কোন যুক্তিযুক্ততা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের কথা বলা যাইতে পারে। বাংলাতে নানাদিকদিয়াই শর্করাশিল্পের যে বিশেষ সুযোগ রহিয়া গিয়াছে একাধিক বিশেষজ্ঞ তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বাংলার চাহিদার মাত্র দশভাগের এক ভাগ চিনি এই প্রদেশের চিনির কল সমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যদি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত হইয়া এই লাইসেন্সের বলে বাংলায় শর্করা শিল্পের প্রসারে বাধা দানে অগ্রসর হন তবে তাহা এই প্রদেশের স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল স্থাপিত হইলে এই প্রদেশের ১৫।২০ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইবে এবং দরিদ্র কৃষক কুলেরও একটা নূতন আয়ের পথ সৃষ্টি হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় লাইসেন্স প্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বাংলাদেশের শর্করার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন পরিমাণ (production quota) বাঁধিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে। আমরা আশা করি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এবং বাংলা সরকার যথাসময়ে এবিষয়ে অবহিত হইবেন।

বাঙ্গলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা

বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি, বৃটীশজাত বস্ত্রের উপর শুল্কের পরিমাণ হ্রাস, জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতা, বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কলসমূহ কর্ত্তৃক সস্তাদরে বস্ত্র বিক্রয়, বাঙ্গলার জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি বহুবিধ কারণের ফলে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলিতে বর্ত্তমানে খুব মন্দা চলিয়াছে। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া 'ক্যাপিটাল' পত্র উহার গত ৩রা আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পীদিগকে কতকগুলি 'বন্ধুজনোচিত' উপদেশ দিয়াছেন। উহার মধ্যে ছোট ছোট ও অর্থসঙ্গতিহীন কলগুলিতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কলের সহিত মিলিত হইবার জন্য যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অনেকটা যৌক্তিকতা রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য যাহাতে আর কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত না হয় তজ্জন্য 'ক্যাপিটাল' পত্র যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী মাত্রেই আপত্তি উত্থাপন করিবে। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে যে কয়টী কাপড়ের কলে কাজ চলিতেছে তাহাতে বাঙ্গলার বস্ত্রের চাহিদার এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ বস্ত্রও উৎপন্ন হয় না। বর্ত্তমানে বস্ত্রশিল্পে মন্দা দেখা দিয়াছে বলিয়া এই প্রদেশে নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যদি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বস্ত্রের জন্য বাঙ্গলা দেশ চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। আপাততঃ বাঙ্গলা দেশের অবস্থা বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অনুকূল নহে বটে। কিন্তু এই অবস্থা চিরদিন একই ভাবে থাকিবে তাহা মনে করিবারও কোন হেতু নাই। ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানের প্রতিযোগিতায় অনেক বারই উহা বিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবারেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্প রাহুমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নূতন শক্তি লইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের বর্ত্তমানে যে আর্থিক দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে তাহা কতকাংশে কাটিয়া গেলে এবং যুদ্ধাদি কোন কারণে বাঙ্গলায় বৃটীশ ও জাপানী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিবে সন্দেহ নাই। সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য এখন হইতেই বাঙ্গলায় আরও কতকগুলি কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য তোড়জোড় হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বা[illegible]। নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য ইদানীং [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন 'ক্যাপি[illegible]র' উপদেশে [illegible] হইবার কোন কার[illegible] ক্যাপিটালের [illegible] [illegible]নের পৃষ্ঠপোষকতা[illegible]পারে দেশবাসীরও [illegible]দ হওয়া [illegible] কতকগুলি ঘটনাপরম্পরার ফলে বাঙ্গলার [illegible]স্ত্রশিল্পে বর্ত্তমান মন্দা উপস্থিত হইয়াছে। এই মন্দা চিরস্থায়ী হইবে না উহা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ভারতীয় সাবান শিল্প

ভারতীয় সাবান শিল্প বর্ত্তমানে যে প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে গত ১৭ই এপ্রিল তারিখের 'আর্থিকজগতে' "সাবান শিল্পের সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সাবান শিল্পী সমিতির মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান সোপ জার্ণেল" পত্রের পরিচালকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি ভোজ সভায় গত ৩০শে জুলাই তারিখে ডাঃ মেঘনাথ সাহা যে সুচিন্তিত ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ সাহা বলেন যে সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ এদেশে প্রস্তুত হয় না বলিয়া বিদেশীগণ সাবান প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে এই সব জিনিষের জন্য বরাবর চড়া মূল্য আদায় করিতেছে। মাঝে জাপান হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে এই সব রাসায়নিকদ্রব্য এদেশে আমদানী হইতে সুরু হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় রপ্তানীকারকগণ জোট বাঁধিয়া ভারতের বাজার হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিয়াছে। সাবান শিল্প সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা অল্পদিনের। এই শিল্পকে যথাযথভাবে পরিচালনা করিতে যে অর্থসঙ্গতির প্রয়োজন তাহাও অনেকের নাই। ইহার উপর দেশবাসীকে যদি সাবানের রাসায়নিক উপাদান বিদেশীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকমূল্যে ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সাবান শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার হইবে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ডাঃ সাহা আশ্বাস দিয়াছেন যে সাবান ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পের মূল উপাদান স্থানীয় রাসায়নিক শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে টাটা কেমিক্যাল কোম্পানীও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সাবান শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ দেশের ভিতরে প্রস্তুতের ব্যবস্থা না হয় ততদিন

এই শিল্পকে সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া রাখার পক্ষে দেশবাসীর বিপুল দায়িত্ব রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে দেশীয় লোকের পরিচালিত অনেকগুলি কারখানায় এরূপ ধরণের সাবান প্রস্তুত হইতেছে যাহা উৎকর্ষতা ও মূল্যের দিক হইতে কোন অংশে বিদেশী সাবানের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে। এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর পক্ষে দেশীয় সাবানের পৃষ্ঠপোষকতা না করিবার কোন হেতুই নাই। আমরা আশা করি আগামী পূজার বাজারে দেশবাসী দেশীয় সাবানের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন।

রৌপ্যের ভবিষ্যৎ

[illegible] জুন মাসের শেষ ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পার্লা- [illegible] আমেরিকান গবর্ণমেন্টের রৌপ্যক্রয় নীতির [illegible] ফলে ৩।৪ দিনের মধ্যে কলিকাতায় প্রতি [illegible] মূল্য [illegible] নামিয়া ৪৮৵০ আনায় প[illegible] হয়। এই বিষয়ে [illegible] তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম। [illegible] পরে আমেরিকান [illegible]মেণ্টের হাউস অব রিপ্রেজে[illegible]ভ ও সিনেট সভার মিলিত অধিবেশনে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আমেরিকার গবর্ণমেন্টের রৌপ্যক্রয় নীতি সমর্থিত হওয়াতে রূপার মূল্যে নিম্নগতি রুদ্ধ হয়। গত ১৭ই জুলাই তারিখে দর ছিল প্রতি ১০০ ভরিতে ৪৬৷৶০ আনা। কিন্তু এই সময়ের পর হইতে পুনরায় দর নামিয়া যাইতেছে এবং গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৫৷৴০ আনা। রৌপ্যের মূল্যের এই নিম্নগতির প্রধান কারণ দুইটী। প্রথমতঃ রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে নূতন নীতি ঘোষণা কালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অর্থ সচিব এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোন দিনে তাঁহারা রৌপ্যের মূল্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। উহাতে সর্ব্বত্র এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আগত রূপার মূল্য ক্রমে ক্রমে আরও কমাইয়া দিবেন এবং এদেশে প্রতি একশত ভরি রূপার মূল্য ৪০ টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ চীনের যে অংশ জাপান দখল করিয়াছে তাহাতে মজুদ বিপুল পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ও রৌপ্য বর্ত্তমানে জাপানের হস্তগত হইয়াছে। জাপান অদূর ভবিষ্যতে এই রৌপ্য বিক্রয় করা আরম্ভ করিবে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। যদি তাহা হয় তবে আমেরিকার গর্ণমেন্টের পক্ষে রূপার মূল্য আরও কমাইয়া দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে রূপার মূল্য আরও কমিয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভারতবর্ষ গত তিন বৎসরে প্রায় ১৯ কোটী টাকা মূল্যের রৌপ্য বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে। ভারত সরকারের হাতেও বিপুল পরিমান রৌপ্য মজুদ রহিয়াছে। অত্রাবস্থায় রৌপ্যের এই প্রকার মূল্যহ্রাস ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথা।

ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহার

পৃথিবীর অনেক দেশে এত সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের সুব্যবস্থা হইয়াছে যাহার ফলে ঐসব দেশের কলকারখানা সমূহের অধিকাংশ বর্ত্তমানে বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং দেশের জনসাধারণও আলো, পাখা, রন্ধন কার্য্য ইত্যাদির জন্য বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিতেছে। এই কারণে ঐ সব দেশে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার কমিয়া গেলে তাহা দ্বারা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে মন্দা এবং দেশের জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার একটী অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ সব দেশে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের পরিমাণ দেশের সমষ্টিগত আর্থিক অবস্থার একটী বেরোমিটার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলেই এখন পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যে সব স্থানে বিদ্যুতের কারখানা রহিয়াছে সেই সব স্থানেও বিদ্যুৎশক্তি অত্যধিক উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। ফলে এদেশের কলকারখানা সমূহের অধিকাংশ এখন পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এদেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া যে সব স্থানে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেই সব স্থানেও অধিকাংশ ব্যক্তি আলো, পাখা বা রন্ধন কার্য্যের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহার স্বল্পসংখ্যক কলকারখানা এবং মধ্যবিত্ত ও ও ধনী সমাজের অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এই অবস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহারে হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা এদেশের সমষ্টিগত আর্থিক অবস্থার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বর্ত্তমানে যে শ্রেণীর কলকারখানাতে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে এবং দেশের যে শ্রেণীর লোক গৃহস্থালীর কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছেন বিদ্যুতের ব্যবহারে হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সেই শ্রেণীর কলকারখানা এবং সেই শ্রেণীর লোকের অবস্থা অনেকটা অনুমান করা যায়। এই দিক দিয়া ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহারের হিসাব হইতে আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে মোটমাট ১৪ কোটি ৫০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গত মার্চ্চমাসে ১২ কোটি ৩ লক্ষ ২২ হাজার ইউনিটে পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার ইউনিট হইতে কমিয়া ৯৩ লক্ষ ৩০ হাজার ইউনিট, কলকারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ইউনিট হইতে কমিয়া ৮ কোটী ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ইউনিট এবং পাম্প জাতীয় ছোটখাট কলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার ইউনিট হইতে কমিয়া ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার ইউনিটে পরিণত হইয়াছে। উহাতে মনে হয় আর্থিক মন্দার জন্য দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজ বর্ত্তমানে আলো পাখা ইত্যাদিতে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাইয়া দিয়াছে এবং ব্যবসায়ের মন্দার জন্য বিদ্যুৎচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কম সময় কাজ হওয়ার দরুণ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে অনেকে বলেন যে দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে দেশে শিল্পের প্রসার হইবে না। উঁহাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে যে সব স্থানে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেই সব স্থানে উহার ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। উহা হইতে মনে হয় দেশে কলকারখানা চালাইবার জন্য সুলভ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতি ও দৃষ্টি দিতে হইবে। অবশ্য ক্রয় ক্ষমতা বাড়িলেই শিল্পের প্রসার, হইতে পারে এবং শিল্পের প্রসার হইলেই ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের ক্রয়ক্ষমতার অভাব শিল্পের প্রসারে যে ভাবে বাধা দিতেছে তাহাতে অগ্রে এই সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধান আবশ্যক।

বাঙ্গলায় পণ্যমূল্যের অবস্থা

এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। উহাদিগকে টাকার হিসাবে জমিদারের খাজানা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স এবং মহাজন ও সমবায় সমিতির নিকট হইতে গৃহীত ঋণের সুদ পরিশোধ করিতে হয়। কৃষিজাত পণ্যের যে অংশ উহাদের খাইখোরাকীর জন্য ব্যয় হয় তাহা বাদে বাকী অংশ বিক্রয় করিয়াই উহারা উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার দায় মিটাইয়া থাকে এবং এই দায় মিটাইবার পর উহাদের হাতে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা উহারা কাপড়, লবণ, কেরোসিন, গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। খাজানা, ট্যাক্স, সুদ প্রভৃতির দফায় কৃষকের যে সমস্ত দায় রহিয়াছে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা হ্রাস পায় না। ফলে যখন কৃষিজাত পণ্যের মূল্য কমিয়া যায় সেই সময়ে কৃষকসমাজকে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হয়। এই কারণে [illegible] পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেশে যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সহিত তাহাদের স্বার্থেরও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। কারণ এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে কর্ম্মচারী ও মজুরদিগের বেতন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ টাকার হিসাবে দিতে হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমিলেই সঙ্গে সঙ্গে এই বেতন ও সুদের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্ভপর হয় না। অবশ্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সস্তায় ক্রয় করা যায় বলিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচা কিছু কমিয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়েই উহা দ্বারা শিল্পদ্রব্যের মূল্য হ্রাস-জনিত ক্ষতি পোষায় না। এই কারণে কৃষকদের ন্যায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণও পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হউক—ইচ্ছা করেন। পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিলে যাহাদের টাকার হিসাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয় হইয়া থাকে—যথা মজুর চাকুরিয়া ইত্যাদি—তাহাদেরই মাত্র লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের কৃষির ও শিল্পের যদি দুরবস্থা ঘটে তাহা হইলে উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশে বেকারসমস্যা জটিল হইয়া উঠে এবং এজন্য মজুর, চাকুরীজীবি প্রভৃতি সকলেরই বেতনের পরিমাণ কমিয়া যায়। বিশেষতঃ যাহারা চাকুরীজীবি তাহাদের মধ্যে অনেকে জমিতে উৎপন্ন ফসল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে এবং কলকারখানার শেয়ারের লভ্যাংশ হিসাবে অনেকের আয় হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিয়া গেলে হস্তস্থিত ফসল অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হওয়া হেতু এবং শেয়ার ইত্যাদিতে দাদনীকৃত টাকার লভ্যাংশ কমিয়া যাওয়ার দরুণ উহাদেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। এক কথায় যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে কৃষক, জমিদার, মহাজন, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক, মজুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি উপস্থিত হইয়া থাকে। দেশে বর্ত্তমানে যে আর্থিকদুর্গতি ও তদানুসঙ্গিক নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাস তাহার একটি প্রধান কারণ।

গত ১৯২৯ সালে কলিকাতায় সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তায় যে পাইকারী মূল্য ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য ১৯৩৩ সালে তাহা শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া যায়। গত ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই দর কিছু চড়িয়াছে বটে; কিন্তু এই বৎসরেও পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ কম রহিয়াছে। কিন্তু উহা সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তা দর। বাঙ্গলাদেশ প্রধানতঃ কৃষির উপরই নির্ভরশীল এবং কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় করিয়া বাঙ্গলার কৃষক যে অর্থ উপার্জ্জন করে প্রধানতঃ তাহা হইতেই বাঙ্গলার জমিদারের খাজানা, মহাজনের সুদ, উকিলের ফি, ডাক্তারের ভিজিট, ব্যবসায়ীর লাভ ইত্যাদি আসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য কলাই, চিনি, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ, পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতির বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালের তুলনায় গত ৩ বৎসরে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা কলিকাতায় পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্যসূচি হইতে নিম্নে দেখান হইল—

	১৯২৯	১৯৩৬	১৯৩৭	[illegible]
ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য	[illegible]	৭৯	[illegible]	[illegible]
কলাই	[illegible]	৭৭	[illegible]	[illegible]
চিনি	[illegible]	১২১	[illegible]	[illegible]
[illegible] প্রভৃতি তৈলবীজ	[illegible]	১০১	[illegible]	১০৬
[illegible]	৯৫	৫০	৫৬	৪৯
তুলা	১৪৬	[illegible]	৮৯	৬৭
চামড়া	১১৩	৭০	৮১	৬৪

এই হিসাবে দেখা যায় যে গত ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ধান্য প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৪২ ভাগ, কলাই জাতীয় জিনিষের মূল্য শতকরা ৪১ ভাগ, সরিষা প্রভৃতি তৈল-বীজের মূল্য শতকরা ৩১ ভাগ, তুলার মূল্য শতকরা ৫৪ ভাগ এবং চামড়ার মূল্য শতকরা ৪১ ভাগের মত কম ছিল। ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে চিনির মূল্য শতকরা ১৯ ভাগ মাত্র কম ছিল বটে। কিন্তু গত বৎসর ইক্ষু ফসল ভালরূপ না হওয়ার দরুন মে মাস হইতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ১৯৩৮ সালে গড়পড়তায় চিনির দর অনেক বেশী গিয়াছে। এই দর গত মে মাসে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়া জুন মাস হইতে পুনরায় নামিয়া যাইতেছে। কাজেই ইক্ষু ও গুড়চিনি বিক্রয় করিয়া গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলার কৃষক গড়পড়তায় যে দর পাইয়াছিল বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালে সেই দর পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে চিনির দর শতকরা ৪৭ ভাগ কম ছিল। বর্ত্তমানে উহাই স্বাভাবিক দর বলিয়া মনে হয়। ১৯৩৮ সালে পাটের দর ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ৪৯ ভাগ কম ছিল। যে ফসল বাঙ্গলাদেশে অর্থাগমের প্রায় একমাত্র পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহার মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক দাঁড়াইবার ফলে দেশের কৃষক সমাজ ও উহাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা যে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে তাহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নাই।

যে সব পণ্যদ্রব্যের মূল বৃদ্ধির উপর বাঙ্গলাদেশের স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে সেই সব পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে অনেক কম রহিয়াছে—উহাই শেষ কথা নহে। উপরে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে ধান্যজাতীয় খাদ্যশস্যের মূল্য ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে এবং ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কলাই জাতীয় জিনিষের মূল্য ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে কিছু চড়িয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৮ সালে তাহা আবার পড়িয়া গিয়াছে। চিনির মূল্য ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে শতকরা ১৬ ভাগ কমিয়া যায়। ১৯৩৮ সালে চিনির যে মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহা স্বাভাবিক নহে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৈলবীজের মূল্য ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল—কিন্তু ১৯৩৮ সালে তাহা পুনরায় কমিয়া গিয়াছে। পাটের মূল্যেও তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তুলার মূল্য ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে সমান

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের তিনমাস

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গত জুন মাসের হিসাব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল হইতে জুন) বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টিগত হিসাব জানা গিয়াছে। উক্ত তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোটমাট ৪২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৪৪ কোটী ২ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই তিন মাসে পণ্যদ্রব্যের দফায় ভারতবর্ষের [illegible]প্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। গত এই [illegible]ই তিন [illegible] আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হওয়া দূরে অবিলম্বে [illegible] তুলনায় আমদানী ২৯ লক্ষ টাকা বেশী [illegible]ং এই দিক দিয়া বর্ত্তমান বৎসরে ভারত-[illegible] উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। তবে গত ১৯৩[illegible] এই তিন মাসে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ৮ কোটী [illegible] লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল। সেই হিসাবে [illegible] ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য উন্নতির পথে বেশীদূর [illegible] হয় নাই বলা চলে।

বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের নোট রপ্তানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী হইয়াছে। ফলে স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ধনসম্পদের দফায় এবার তিন মাসে রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা। গত বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু এবার ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমান হ্রাস হেতু এই দফায় রপ্তানীর আধিক্য হ্রাস পায় নাই। গত বৎসর এই তিন মাসে বিদেশ হইতে ৬৫ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী হইয়াছিল। এবার উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হওয়ার জন্যই এই দফায় সমষ্টিগত রপ্তানীর আধিক্য ৬৩ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

পণ্যদ্রব্য এবং স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি ধনসম্পদ—এই দুই দফা মিলিয়া এবার তিন মাসে রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা। গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং এবার ভারতবর্ষের সমষ্টিগত রপ্তানীর আধিক্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টিগত অবস্থার তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই বলা চলে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব হইতে মাত্র এই সান্ত্বনা লাভ করা যায় যে এবার স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়াও পণ্যদ্রব্য রপ্তানী দ্বারা ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ যদি বিদেশে স্বর্ণ না পাঠাইয়া আমদানীর তুলনায় ৭০।৭৫ কোটি টাকা বেশী মূল্যের পণ্য রপ্তানী করিতে পারে তাহা হইলেই ভারতবর্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। সেরূপ অবস্থা কবে আসিবে এবং কখনও [illegible] বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসের হিসাব দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইতেছে না।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জিনিষের আমদানীর হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রধান প্রধান জিনিষের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় শস্য ডাল ও ময়দার দফায় আমদানী ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের আমদানী ৪০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, ছুরি কাঁচি লৌহ নির্ম্মিত জিনিষ ও যন্ত্রপাতির আমদানী ১৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, রং ও রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ৫০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, লৌহ ও ইস্পাত এবং উহা হইতে প্রস্তুত জিনিষের আমদানী ২২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, কাগজ পেষ্টবোর্ড ও ষ্টেশনারি জিনিষের আমদানী ১৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা, মোটর ও অন্যান্য যানের আমদানী ১৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, কার্পাস বস্ত্র ও সূতার আমদানী ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা এবং কার্পাস রেশম পশম ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্র ও সূতার আমদানী ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান বৎসরের এই তিন মাসে প্রধান প্রধান জিনিষের মধ্যে উদ্ভিজ্জ খনিজ ও প্রাণীজ তৈলের আমদানী ২০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, তূলার আমদানী ১ কোটি ২৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং কলকব্জার আমদানী ১১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা হ্রাস পাইয়াছে। এবার বিদেশ হইতে তূলার আমদানী হ্রাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্পাস বস্ত্র ও সূতার আমদানী বৃদ্ধি হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলকব্জার আমদানী হ্রাসও ভারতে শিল্পের প্রসারে মন্দা সূচিত করিতেছে। তবে এই দফায় আমদানীর পরিমাণ তেমন কিছু কমে নাই। শস্য ডাল ও ময়দার দফায় যে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার আমদানী বেশী দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে চাউলের আমদানী বৃদ্ধিই ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার জন্য দায়ী। উহার মধ্যে আবার বাঙ্গলায় এবার গত বৎসরের তুলনায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের চাউল আমদানী হইয়াছে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশ এবার চাউলের জন্য গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল আমদানী হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতেই ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বড় বড় জিনিষের রপ্তানীর মধ্যে শস্য ডাল ও ময়দার দফায়

(৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছিল—কিন্তু ১৯৩৮ সালে উহা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। চামড়ার মূল্যও ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে কিছু চড়িয়া ১৯৩৮ সালে পুনরায় তাহা খুব বেশী কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং পণ্য মূল্য হ্রাস হেতু ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে যে কেবল কৃষকের দুরবস্থা ঘটিয়াছে এরূপ নহে—এই দুরবস্থা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

দুঃখের বিষয় যে দেশবাসীর এই শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়াও দেশের রাজশক্তি উদাসীন। বাঙ্গলা সরকার ইচ্ছা করিলেই বাঙ্গলার কৃষিজাত পণ্যের মূল্য চড়াইয়া উহাকে ১৯২৯ সালের অবস্থায় পৌঁছাইতে পারেন, আমরা এ কথা বলিতেছি না। কেন না, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি অনেকাংশে বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার যদি পাটের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং কৃষক যাহাতে কিছুদিন পর্য্যন্ত ফসল ধরিয়া রাখিতে পারে তাহার উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে উপরোক্ত সমস্ত প্রকার পণ্যের জন্যই কৃষক বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণ মূল্য পাইতে পারে। কিন্তু এই দিকে গভর্ণমেন্টের কোনও আন্তরিক চেষ্টার প্রমান পাওয়া যাইতেছে না। উঁহারা কৃষকদিগকে কতকগুলি আপাতঃ মনোহর ব্যবস্থা দ্বারাই ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক

গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করা হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ও তাহা পৃথক হিসাবে দেখাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ যখন ভারতের সহিত একত্রীভূত ছিল তখন ঐ দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন চুক্তি বা নিয়ম প্রণয়ণের দরকার ছিল না। ১৯৩৭ সালে ঐ দেশ পৃথক হইয়া যাওয়ার সঙ্গে ভারতের সহিত উহার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সরকারী বিধান বলবৎ করা হয়। ঐ বিধান ইন্দো-বর্ম্মা ট্রেড রেগুলেশন অর্ডার নামে পরিচিত। উক্ত বিধান অনুসারে দুই দেশের ভিতর বর্ত্তমানে অনেকটা অবাধ বাণিজ্যের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। তিন বৎসরের জন্য ইন্দো-বর্ম্মা ট্রেড্ রেগুলেশনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। আগামী ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ উহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। এই অবস্থায় আগামী বৎসর হইতে কি নীতিতে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা হইবে সে সম্বন্ধে এখন হইতেই নানারূপ আলাপ আলোচনা সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে যে ব্যবস্থা চলতি আছে ভবিষ্যতে তাহাই বজায় রাখা হইবে কিংবা পারস্পরিক সুবিধাদানমূলক নীতিতে একটি নূতন বাণিজ্যচুক্তি বিধিবদ্ধ করা হইবে তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ভাবে এ সম্পর্কে দুই দেশের গভর্ণমেন্টের ভিতর কথাবার্ত্তা চলিতে পারে সে সম্বন্ধে প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য সম্প্রতি ব্রহ্ম সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী সিমলায় আগমন করিয়া ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক কোন খবর প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই আলোচনার ফলে নাকি বিষয়টির জটিলতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

নানা কারণে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের চিরাচরিত সংযোগ ও মৈত্রীভাব বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে ছিন্ন হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আর তাহাতে ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা এদেশের পক্ষে অধিকতর অনুকূল করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য এ দেশবাসীদের তরফ হইতে একটা দাবীও উপস্থিত হইতেছে। গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ যে কেবল রাজনৈতিক সম্পর্কের দিক দিয়াই ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিল তাহা নহে। ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের সম্পর্ক সুদূর অতীতকাল হইতে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক দিয়াও অনেকটা দৃঢ়সংবদ্ধ ছিল।

ভারতীয় চেট্টি সম্প্রদায়ের লোক ব্রহ্মদেশের কৃষি, শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থ নিয়োজিত করিয়াছে। ভারতের শ্রমিক সেখানে গিয়া তাহাদের শ্রম দ্বারা কৃষি-শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশকে গড়িয়া তোলার পিছনে ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়দের এহেন সাধনা নিহিত থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশের লোক বর্ত্তমানে ক্রমেই ভারতীয়দের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। প্রবাসী ভারতীয়দিগকে লাঞ্ছিত করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর এবং ভারত হইতে যাহাতে নূতন লোক গিয়া সেখানে বসবাস করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে তাহারা ব্যস্ত। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকালব্যাপী যে দাঙ্গা চলিয়াছিল তাহার মূলে ঐ প্রকার ভারতীয় বিদ্বেষই নিহিত ছিল। ঐ দাঙ্গার ফলে অনেক ভারতীয় নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহাছাড়া অনেকে নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের দাঙ্গা সম্বন্ধে নিযুক্ত তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে ১৯২৭ সালে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যা যেরূপ ছিল ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া তাহার অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমানেও ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা ভারতীয়দের প্রতি যে বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া ভারতে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। সে কারণে বাণিজ্য ব্যাপারে ব্রহ্মদেশকে আর অহেতুক কোন সুবিধা না দিয়া একটি সম্পূর্ণ [illegible] চুক্তি বলবৎ করিবার জন্য অনেকেই ভারত গভর্ণমেন্টের উপ[illegible]ছেন।

এ সম্পর্কে ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার [illegible] বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশে[illegible]হিত ভারতের বাণিজ্য [illegible] নিয়ন্ত্রি[illegible] হইতেছে তাহা অনেক বিষয়েই ভারতের পক্ষে অনুকূল নহে। [illegible] কতিপয় বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই দেখা যায়, ব্রহ্মদেশ প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ভারতবর্ষে মালপত্র প্রেরণ করিতেছে সে তুলনায় ভারত হইতে অনেক কম পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিতেছে। ফলে ঐ বাণিজ্যে ব্রহ্মদেশের পক্ষে সমভাবে অনুকূল রপ্তানীর আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ২৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালেও ২৪ কোটি ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অথচ এই দুই বৎসর ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে যথাক্রমে মাত্র ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ২০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। বাণিজ্য ব্যাপারে ব্রহ্মদেশ যে কি পরিমাণ সুবিধা ভোগ করিতেছে এই হিসাব হইতে তাহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য ব্রহ্মদেশ ও ভারতের ভিতর মালপত্র চলাচলের কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলি যে লাভ পাইতেছে এবং ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়েরা যে অর্থ এদেশে প্রেরণ করিতেছে তাহা ভারতের অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন এবং করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক যে বহুল পরিমাণে ব্রহ্মদেশেরই অনুকূল দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চিত।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় ব্রহ্মদেশ ধান চাল, শালকাঠ, কেরোসিন এবং পেট্রোল ও অন্যান্য দফায় যে মালপত্র ভারতে রপ্তানী করিয়া থাকে তাহার পরিমাণ ঐ দেশের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগের ও বেশী। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ব্রহ্মদেশ ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার চাউল, ৪ কোটি ২২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার কেরোসিন ও ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার শালকাঠ ভারতে রপ্তানী করিয়াছে। অপরদিকে ঐ বৎসরে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার কার্পাস বস্ত্র, ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার থলে ও চট এবং ৮৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার তামাক ক্রয় করিয়াছে। অন্যান্য জিনিষ মিশাইয়া ঐ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে মোট যে পরিমাণ দ্রব্য ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহা ব্রহ্মদেশের মোট আমদানী পণ্যের শতকরা ৫০ ভাগ হইলেও ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাবে তাহা শতকরা দশ ভাগেরও কম। এ সমস্ত বিবরণ হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য ব্রহ্মদেশের পক্ষে যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা মোটেই তদ্রূপ নহে। ব্রহ্মদেশের মোট

রপ্তানীকৃত পণ্যের শতকরা ৬০ ভাগই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে হিসাবে কোন কারণে ভারতের সহিত বাণিজ্য প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলে ব্রহ্মদেশকে সেজন্য যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য যে স্থলে স্বভাবতঃই ভারতের প্রতিকূল এবং ঐ দেশে যে স্থলে ভারতের মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের শতকরা দশ ভাগের কম পরিমাণ পণ্য রপ্তানী হইতেছে সে স্থলে ব্রহ্মদেশে ও ভারতের বাণিজ্যের মধ্যে ভারতবাসীর কোন অবিচ্ছেদ্য স্বার্থ সম্পর্ক নাই। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ ধান চাউল উৎপন্ন হয় সে তুলনায় বেশী পরিমাণে ধান চাউল উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা ভারতবর্ষে রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মদেশ হইতে সস্তা চাউলের যোগান পাওয়ার সুবিধা [illegible] বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা নিরবচ্ছিন্ন [illegible] হইবে না। ব্রহ্মদেশে যে কেরোসিন [illegible] বিদেশী বণিকদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। [illegible] এদেশে ঐ সব পণ্য বেশী পরিমাণে আমদানী করিয়া থাকে ও সেজন্য ভারতবাসীর নিকট হইতে [illegible] করিয়া বেশী মূল্য আদায় করিয়া থাকে। আজ ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে কেরোসিন ও পেট্রোল ইত্যাদি খরিদ না করিয়া যদি আমেরিকা ও রুশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে তাহা খরিদের সুব্যবস্থা করে তবে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরেই কেরোসিন ও পেট্রোল ইত্যাদি পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। কাজেই ঐ সমস্ত জিনিষের দিক দিয়া ভারতবর্ষ মূলতঃ ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভরশীল নহে। উপরোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং ব্রহ্মদেশকে কোন প্রকার অহেতুক সুযোগ সুবিধা দিয়া ঐ দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার ভারতবর্ষের কিছু গরজ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে বহু সংখ্যক ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে গিয়া বাস করিত। সেজন্য তখন হয়ত বাণিজ্য ব্যাপারে একটা উদারতার ভাব দেখাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা যে স্থলে ভারতীয়দের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না সেস্থলে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বাণিজ্যের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে বলা যায় যে ঐ দেশ রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়া যেরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে ভারতের উপর নির্ভরশীল তাহাতে ঐ দেশ কখনও ভারতবর্ষের সহিত তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে না। নিজেদের পণ্যসামগ্রী ভারতের মত নিকটবর্ত্তী বিশাল দেশের হাটে বিক্রয়ের জন্য ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা অবশ্যই আগ্রহ পোষণ করিবে। এই অবস্থায় কোন চুক্তির কথা উঠিলে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রহ্মদেশের নিকট হইতে যথাসম্ভব সুবিধামূলক সর্ত্ত আদায় করিয়া লওয়ার উপরই জোর দেওয়া সঙ্গত। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ কাপড়, তামাক এবং থলে ও চট প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে তাহার তুলনায় ঐ সব সামগ্রী আরও অধিক পরিমাণে ব্রহ্মদেশ অবশ্যই ক্রয় করিতে পারে। কাজেই নূতন কোন চুক্তি হইলে সে বিষয়ে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া নূতন চুক্তিতে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণ সম্বন্ধেও যাহাতে নির্দিষ্ট ধরণের কতকগুলি বিধান [illegible] হয় সে বিষয়ে [illegible] ভারত গভর্ণমেন্টের কর্তব্য।

(ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের তিনমাস)

রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটী ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, চায়ের রপ্তানী ৩৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এবং বীজ শস্যের রপ্তানী ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে এই বৎসর তিন মাসে চামড়ার রপ্তানী ৩৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, তুলার রপ্তানী ৩ কোটী ৪১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, পাটের রপ্তানী ১ কোটী ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী ১ কোটী ৬৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং কার্পাসজাত বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবার পাট ও পাটজাত থলের রপ্তানী বৃদ্ধি বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা আশার কথা। কিন্তু বিদেশে পাট ও পাটজাত জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এবার রপ্তানী বাড়ে নাই। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে পাট ও পাটজাত জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির জন্যই এবার টাকার হিসাবে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিমাণের দিক হইতে এবার পাটের রপ্তানী কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই এবং পাটজাত জিনিষের মধ্যে কোন কোন জিনিষের রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে। তবে চামড়া ও তূলার রপ্তানী বৃদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি প্রমাণিত করিয়াছে। উহা ভারতীয় কৃষক সমাজের স্বার্থের দিক হইতে একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। ভারতীয় বস্ত্র শিল্প বর্ত্তমানে যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে তাহাতে এবার তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী যে হ্রাস না পাইয়া সামান্য কিছু বাড়িয়াছে তাহাও একটী বিশেষ সান্ত্বনার কথা। এই স্থলে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এবার তামাকের রপ্তানী গত বৎসরের তুলনায় ৩০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। উহা ভারতীয় কৃষক সমাজের ক্ষতি সূচনা করিতেছে।

(৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইটালী সরকারের বাজেট

আগামী ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ইটালী সরকারের যে নূতন বাজেট রচিত হইয়াছে তাহাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ ৩ হাজার ১২৯ কোটি ৭০ লক্ষ লিরা (৮৯ লিরা ১ পাউণ্ডের সমান) ও ব্যয়ের পরিমাণ ৩ হাজার ৬৫৩ কোটি লিরা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই আলোচ্য বৎসরে মোট ৫২৩ কোটি ৩০ লক্ষ লিরা ঘাটতি পড়ার কথা। সৈন্য বিভাগের হিসাবে এ বৎসরের জন্য ৩৪২ কোটি ৭০ লক্ষ লিরা, নৌ-বিভাগের হিসাবে ২৭৭ কোটি ৩০ লক্ষ লিরা ও বিমানপোত বিভাগের হিসাবে মোট ২১৯ কোটি লিরা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

বিদেশে ডিমের ব্যবসায়

জগতের প্রায় প্রতি দেশেই হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখীর টাট্‌কা ডিম একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিচিত। তাহাছাড়া বর্ত্তমান সময়ে মদ পরিষ্কার করিতে, ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিতে, চামড়ার চাকচিক্য বর্দ্ধন করিতে, চামড়া ট্যান করিতে, রুটি ও বিস্কুট প্রস্তুত করিতে ও ছাপাখানার কালি তৈয়ার করিতে ডিম বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ডেনমার্ক ও মার্কিন দেশ ডিমের ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডে পাখী চাষের ব্যবসায়ের সহিত পাঁচ লক্ষ লোক ও আমেরিকার পাখী চাষের ব্যবসায়ের সহিত সাড়ে এগার লক্ষ লোক সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইংলণ্ডে যত হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখী ও ডিম খরচ হয় তাহার শতকরা সাড়ে আটষট্টি ভাগ বাহির হইতে আসে। আর শতকরা সাড়ে একত্রিশ ভাগ দেশেই উৎপন্ন হয়। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে ৭৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯৯ পাউণ্ডের ডিম আমদানী হয়। আর ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭১৮ পাউণ্ড মূল্যের ডিম দেশেই উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে যে সব ডিম আমদানী হয় তাহা আসিয়া থাকে অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বাজারে কলে ডিম বাছাই, পরীক্ষা ও পরিষ্কার, খাদ্য মিশ্রণ ও ডিম ফোটা আদি কাজ হয়। ঐ সকল কল বেশ সস্তা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ অগ্রসর করিয়া দিয়া শ্রমের লাঘব করিয়া থাকে।

যুক্তপ্রদেশের তাঁতশিল্প

যুক্তপ্রদেশ সরকারের শিল্প বিভাগ সরকা[illegible] সমবায় বিভাগের সহযোগিতায় সম্প্রতি তাঁতশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে বি[illegible] হইয়াছেন। ঐ প্রদেশের তাঁত শিল্পের অবস্থা পরিদর্শনের নি[illegible] ১৫০ জন লোককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া পরিদর্শনকারীরূ[illegible] করিয়াছেন। এজন্য সরকারীভাবে ১৩ হাজার ৫৬৩ টাকা [illegible] করিয়াছেন। কাশীর সেণ্ট্রাল উইভিং ইনষ্টিটিউটে, নাজিমাবাদের মডেল উইভিং স্কুলেও দুইটী কেন্দ্রে ঐ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রায় ৪০ জন করিয়া ছাত্রকে ৯ মাস কাল তাঁতশিল্প ও সমবায় নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষাকালে প্রত্যেক ছাত্র মাসিক ছয় টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে উহাদিগকে ৪৪ টাকা বেতনে তাঁত শিল্পের পরিদর্শনকারী নিযুক্ত করা হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

সম্প্রতি একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বড়লাট ১৯৩৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা

(ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে তিনমাস)

ভারতবর্ষের সহিত যে সব দেশের বেশী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদান হয় তাহার মধ্যে গত বৎসর তিন মাসের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসর তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় সমানই দেখা যাইতেছে। কিন্তু এবার তিন মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ২ কোটি ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা বাড়িলেও ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবার জাপান হইতে ভারতে আমদানী ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে জাপানে রপ্তানী ৪৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। জার্ম্মানী হইতে এবার তিন মাসে আমদানী ৫৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মানীতে রপ্তানী ৬২ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। বড় বড় দেশের মধ্যে এবার মাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কারণ গত বৎসরের তুলনায় এবার তিন মাসে যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানী ১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে—কিন্তু এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে যুক্তরাজ্যে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ৯০ লক্ষ টাকা। উপরোক্ত বিবরণ হইতে ব্রহ্মদেশ, জাপান ও জার্ম্মানীর সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে অবিলম্বে একটা বুঝাপড়া করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। এই সব দেশ ভারতবর্ষে ক্রমেই বেশী পরিমাণে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে এবং অপরদিকে ভারতবর্ষ হইতে ক্রমেই কম পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে। এই অবস্থা বেশী দিন বরদাস্ত করা সম্ভবপর নহে।

পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৮ সালের ৭ই মে বড়লাট কেন্দ্রিয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির যে আদেশ দিয়াছিলেন ১৯৩৯ সালের ১লা অক্টোবর তাহার মেয়াদ শেষ হইবে।

রেলওয়ে সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার উন্নতি

গত ৩১শে জুলাই বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্সের অফিসে রেল বিভাগের চীফ্ কমিশনার স্যার গুঠ্রি রাসেল ও ফিনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ টি এস শঙ্কর আয়ারের সহিত উক্ত চেম্বারের কার্য্যকরী কমিটির অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। রেল লাইনে তড়িৎ সংযোজন দ্বারা ই আই রেলওয়ের বর্দ্ধমান অথবা বেণ্ডেল ষ্টেসন হইতে এবং ই বি রেলওয়ের নৈহাটি বা রাণাঘাট ষ্টেসন হইতে কলিকাতা চলাচল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক করিবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় কমিটির পক্ষ হইতে উল্লেখ করা হয়। স্যার গুঠ্রি রাসেল ব[illegible]লন [illegible] এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে; কিন্তু আয় শতকরা আটআনার বেশী বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা [illegible] য় না। কাজেই এই পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে [illegible] তে পারেন না। সম্প্রতি মাল গাড়ীতে প্রেরণযোগ্য [illegible] টব [illegible] ওজন ৭ সের নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে অথচ নিম্নতম ভাড়ার হার তদনুযায়ী হ্রাস করা হয় নাই। বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্সের কমিটি [illegible] বিষয়ে কমিশনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে স্যার গুঠ্রি রাসেল [illegible] সের ওজনের দ্রব্যের নিম্নতম ভাড়া হ্রাস করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

জলশক্তি বা জল-তড়িতের ব্যবহার

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে টার্বিনের সাহায্যে বিরাট আকারে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। তাহার ফলে জলপ্রপাতাদির সঞ্চিত শক্তির সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। পৃথিবীর কয়লা ও তৈলের ভাণ্ডার অক্ষয় নয়। কালে উহাদের সঞ্চয় ফুরাইয়া আসিবে। কিন্তু জগতে জলের অভাব কোন দিন ঘটিবে না। স্বাভাবিক জলপ্রপাতের ঐশ্বর্য্য অবশ্য সকল দেশে সমান নয়। কিন্তু কৃত্রিম জলধারা সৃষ্টি করিবার উপায় সর্ব্বত্র সকল সময়ই উন্মুখ রহিয়াছে। জল বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। এই কারণে বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ কম বেশী পরিমাণ হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি বা জল-তড়িৎ উৎপাদনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। হাইড্রোলিক টার্বিনে ডাইনামো চালাইয়া উৎপন্ন তড়িৎ শক্তিকে যেমন প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য তাপ, আলোক প্রভৃতিতে পরিণত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি নানাপ্রকার শিল্প-সামগ্রীর উৎপাদন এবং যন্ত্রাদি পরিচালনে উহার ব্যবহার চলে। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন সম্পর্কে অনেক সময়ে বাঁধ, কৃত্রিম জলাশয়, পাইপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে হয়। বাঁধ ও জলাশয় ব্যতীত হাইড্রোলিক টার্বিনে সারা বৎসর জলপ্রবাহের আবশ্যক সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

১৯৩৬ সালে সারা পৃথিবীতে ৬ কোটি ২০ লক্ষ অশ্ব-শক্তি পরিমাণ জল-তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ অশ্ব-শক্তি পরিমিত জল-তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে নরওয়ে ও সুইডেনে যথেষ্ট পরিমাণ জল তড়িৎ উৎপন্ন হইতেছে। সুইডেনের ন্যায় ইটালী ও ফ্রান্সে কয়লার অভাব, এই দুই দেশে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির চরম উন্নতি হইয়াছে। এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার উন্নতিই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য রকমের। রাশিয়া দশ বৎসরে ব্যবহার্য্য তড়িৎ সাতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং দীন দরিদ্রের ঘরেও তড়িৎ-শক্তি চলিতেছে। অষ্ট্রিয়া, নিউজিল্যাণ্ড আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, সিংহল, জাপান ঐ সকল দেশে নূতন হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির স্কীম কার্য্যকরী হইতেছে।

সিংহলে ভারতীয় মজুর

সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকগণের সিংহলে গমন নিষিদ্ধ করিয়া ভারত সরকার এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ:— ১লা আগষ্ট হইতে সিংহল সরকার সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকগণকে আর সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ভারত সরকার ভারতীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন অনুসারে নোটিশ দিতেছেন যে ১লা আগষ্ট হইতে ভারত সরকারের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত দিন-মজুরী করিবার জন্য বৃটিশ ভারত হইতে জাহাজে ও জলপথে সিংহলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। এই নোটিশের সঙ্গে আর একখানি নোটিশ [illegible] করিয়া মাদ্রাজের লেবার কমিশনারকে সিংহল গমন সম্পর্কে বিশেষ অনুমতি দানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকার নিজেও এই সম্পর্কে বিশেষ অনুমতি দিতে পারিবেন।

বিনা মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ছাত্রকে বিনা মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবে আগ্রা জিলা বোর্ডের অধনীস্থ কয়েকটি স্কুলের পাঁচ শত ছাত্রকে দৈনিক এক পাউণ্ড করিয়া জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি এই পরিকল্পনায় সুফল পাওয়া যায় এবং আগ্রা জিলার ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হয় তাহা হইলে অন্যান্য জেলা সমূহেও উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী দুধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

ডাকযোগে চা-বীজ রপ্তানী

ভারতগভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ হইতে অনুমতি পত্র ব্যতীত বৃটিশভারত হইতে ডাকযোগে চায়ের বীজ রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইণ্ডিয়ান টি লাইসেন্সিং কমিটির জয়েণ্ট কণ্ট্রোলার অনুমতি পত্র দিবেন।

বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প

গত ২৯শে জুলাই বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির (বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েসন) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে উক্ত সমিতির সভাপতি মিঃ এস এন মিত্রের এক বক্তৃতা পঠিত হয়। ঐ বক্তৃতায় বলা হয় বাজারে কাপড়ের চাহিদা না থাকায় এবং কাপড়ের কলগুলিতে মজুত

কাপড়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে কাপড়ের বাজারে বিশেষ মন্দা দেখা গিয়াছে। ফলে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলি এবং প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের অবস্থা শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে। আমদানী তূলার উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করার ফলে এবং ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে যে সমস্ত সর্ত্ত অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের কাপড়ের কলের বর্ত্তমান আর্থিক অবনতি ঘটিয়াছে। রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতে আমদানী তূলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকারের আয় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ শুল্ক বাবদ আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঐ ক্ষতিকর অতিরিক্ত শুল্ক দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা প্রয়োজন। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির সুবিধার্থে বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করাও একান্ত আবশ্যক। সম্বন্ধে যথাবিধি সাহায্য করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটিকে আমরা অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির উন্নতি করিতে হইলে বাঙ্গালীদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালীরা যদি বাঙ্গলা মিলের কাপড় বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন তবে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির অবস্থার উন্নতি হইবে। বাঙ্গলায় সম্প্রতি ৪৫টি নূতন কাপড়ের কল কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। সাধারণতঃ প্রচলিত ধরণের ধুতী, সাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়া এই নূতন কোম্পানীগুলির পক্ষে নূতন নূতন বস্ত্র প্রস্তুতেই যত্নবান হওয়া উচিং। তাহাতে ব্যবসায়ের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মজুদ স্বর্ণ

গত ১৯৩৮ সালের শেষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল এইরূপ :—ইংলণ্ড ৩৪৪ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার; ফ্রান্স ২৭৬ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার; বেলজিয়াম ৭২ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার; হল্যাণ্ড ৯৯ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার; সুইজারল্যাণ্ড ৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার; জার্ম্মাণী ২ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার; ইটালী ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১ হাজার ৬১০ কোটি ডলার ও ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার।

সিংহলে নূতন ব্যাঙ্ক

প্রকাশ, সিংহলে অদূর ভবিষ্যতে একটি সরকারী সাহায্যকৃত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। গত ১৯৩৪ সালে সিংহলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিশন বসান হইয়াছিল। ঐ কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে একটি সরকারী সাহায্যকৃত ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। তৎপর ইংলণ্ডে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্ত্তৃক ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা অনুমোদিত হয়। এক্ষণে ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার আয়োজন হইতেছে। ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হইবে ৭৫ লক্ষ টাকা। উহা ৫০ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ৫০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ২০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত হইবে। প্রেফারেন্স শেয়ারগুলি সিংহল গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন। অর্ডিনারী শেয়ার সমূহের মধ্যে প্রথমতঃ ৩০ হাজার শেয়ার সাধারণের ভিতর বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইবে। প্রথমতঃ বিক্রিত শেয়ারের শতকরা ৫০ ভাগ তোলা হইবে। গভর্ণমেণ্ট প্রতি ৫০ টাকার শেয়ারের জন্য একশত টাকা করিয়া দিবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা ব্যাঙ্কের প্রাথমিক মজুদ তহবিলরূপে ধরা হইবে। কাজেই ব্যাঙ্কটি একদিকে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা শেয়ার মূলধন ও ১৫ লক্ষ টাকা মজুত তহবিল নিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারিবে। ঐ ব্যাঙ্ক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিংএর কার্য্য করিতে পারিবে। তবে অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে লগ্নি কারবার করা উহার পক্ষে নিষিদ্ধ থাকিবে। ছয়জন ডিরেক্টর লইয়া ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড গঠিত হইবে। পাঁচজন ডিরেক্টর ব্যাঙ্কের অংশিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। একজন ডিরেক্টর সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

ভারতের শ্বেতসার শিল্প

কানপুরের ইউ, পি, মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বার অব্ কমার্স ভারত সরকারের নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়া এদেশে আমদানীকৃত বিদেশী শ্বেতসারের উপর একটি আমদানী কর বসাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার বলিতেছেন,—বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে শ্বেতসার আমদানী করিয়া এদেশের বাজারে সস্তা দরে তাহা বিক্রয় করিবার একটি অনিষ্টকর নীতি কার্য্যতঃ লক্ষিত হইতেছে। দেশে উৎপন্ন শ্বেতসারের তুলনায় বিদেশী শ্বেতসারের দাম কম বলিয়া দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের জনপ্রিয়তা তথা [illegible] বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে শ্বেতসার শিল্প গড়িয়া উঠার সঙ্গে [illegible] শ্বেতসারের দাম ক্রমেই হ্রাস করা হইতেছে। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত বিদেশী শ্বেতসারের দাম অনেকটা প্রতি হন্দর ৯॥৶ আনায় স্থির ছিল। তৎপর উহার দাম পড়িতে থাকে। বর্ত্তমানে তাহা প্রতি হন্দর ৬৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কাগজ শিল্পের সংরক্ষণ

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারত সরকারকে এদেশে উৎপন্ন প্যাক করার কাগজ ও মোড়কের কাগজ সম্পর্কে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কয়েক শ্রেণীর আমদানীকৃত কাগজের উপর রক্ষণশুল্ক বিধিবদ্ধ আছে এবং দেশে এখন পর্য্যন্ত ঐ সব শ্রেণীর কাগজই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। প্যাক করিবার ও মোড়ক হিসাবে ব্যবহার করিবার কাগজ সম্পর্কে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কোনরূপ রক্ষণশুল্ক বিনা বিদেশ হইতে প্রতি বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ শ্রেণীর মোটা কাগজ ভারতে আমদানী হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্যাক করার কাগজ ও মোড়ক দেওয়ার কাগজ ব্যবহারোপযোগী মোটা কাগজ তৈয়ারের চেষ্টা হইতেছে এবং ইতিমধ্যে একটি ভারতীয় কাগজের কল ঐ শ্রেণীর মোটা কাগজ তৈয়ার আরম্ভও করিয়াছে। মোটা কাগজ তৈয়ারের পক্ষে এদেশজাত বাঁশের মণ্ড যে একটি উপযোগী কাঁচামাল-দেরাদুন গবেষণা কেন্দ্রে এবং অন্যান্য স্থানের গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় এদেশের প্যাকিংয়ের কাজে ও মোড়ক দেওয়ার কাজে ব্যবহারের উপযোগী কাগজ তৈয়ার সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিদেশ হইতে ঐ শ্রেণীর কাগজ আমদানীর উপর যথোপযুক্ত রক্ষণ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করা ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়

১৯৩৮-৩৯ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা ও সমস্যা আলোচনা করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক বিবৃতি

প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের বিষয় আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে—আলোচ্য বৎসরে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও আন্দোলন এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ পিকেটিংয়ের ফলে ভারতীয়দের জীবন ও ধনসম্পত্তি এরূপ বিপন্ন হইয়াছিল যে প্রায় ১১ হাজার ভারতবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানী ও সরকারী সাহায্য-সমিতি কর্ত্তৃক এবং ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ভারতে আনীত হয়। দাঙ্গা সম্বন্ধীয় তদন্ত কমিটির মতে দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ মংস্থয়ে পী কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবমাননাকর বলিয়া কথিত এক পুস্তক প্রকাশ; পক্ষান্তরে উহার প্রকৃত কারণ জমির স্বত্বের অসন্তোষজনক অবস্থা ও উহার ফলে কৃষকদের বিক্ষোভ, ভারতীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যা ও তাহাদের ভবিষ্যৎ গতি, বর্ম্মী নারীদের সহিত ভারতীয় মুসলমানদের বিবাহ প্রভৃতি। কমিটির হিসাব মতে দাঙ্গায় মোট ১৬৪ জন ভারতীয় হত এবং ১৭১ জন আহত হইয়াছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী রেঙ্গুনে ও বিভিন্ন জেলায় ভারতীয়দের ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৭ লক্ষ ও ১১ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের হিসাব অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ ৩১ লক্ষ ও ২৪ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রিয় সরকারের আয়

প্রকাশ ১৯৩৮-৩৯ সালে রাজস্ব বিভাগের কয়েকটি প্রধান [illegible]তে সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা ভারত সরকারের এক কোটি টাকা বেশী আয় হইয়াছে। বাণিজ্য ও আবগারী শুল্কেই সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ৭৪ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

চীনদেশে মুদ্রামুল্য হ্রাস

সম্প্রতি চীনদেশীয় ডলারের মুদ্রা মূল্য হ্রাস পাওয়ায় চীন হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর জিনিষ সমূহের মূল্য তদনুপাতে হ্রাস পাইতেছে। উহার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের যেসব সামগ্রীর সহিত চীন দেশীয় মালের প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান তাহাদের দামও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার অব কমার্স এই বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া চীন দেশীয় ডলারের মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া রোধ করিবার জন্য উপযুক্তরূপ আমদানী শুল্কের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

জাতীয় পরিকল্পনায় সাবান শিল্পের স্থান

গত ৩০শে জুলাই অল্ ইণ্ডিয়া সোপ মেকার্স এসোসিয়েসনের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান সোপ জার্ণেলের' ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর সংবাদ পত্রে ভারতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে তাহার জবাব প্রদান করেন। ডাঃ সাহা বলেন বোম্বাইয়ে ন্যাশানেল প্লেনিং কমিটির অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাশ হয় যে, সমস্ত মৌলিক শিল্পগুলি ক্রেতাদের ও ছোটখাট শিল্পের সাহায্যার্থে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সাবান শিল্পের সহিত রাসয়নিক দ্রব্য ও তৈল উৎপাদন রূপ মৌলিক শিল্পের ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। সে হিসাবে কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবে তাহাতে সাবান শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। যে পর্য্যন্ত বিভিন্ন কাঁচামাল তৈয়ার এবং তাহা সরবরাহ করার সুব্যবস্থা না হইবে এদেশের সাবান নির্ম্মাতারা যে পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের সাবান নির্ম্মাতাদের মত সুবিধাজনকভাবে ঐ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবার সুবিধা না পাইবে, সে পর্য্যন্ত এদেশে সাবান শিল্পের সুদৃঢ় বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। সাবান তৈয়ারের কষ্টিক সোডার জন্য এদেশের সাবান নির্ম্মাতা-দিগকে বিদেশী প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সরবরাহকৃত কাঁচামালের দাম চড়া রাখিয়া থাকে। ভারতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার পাম অয়েল আফ্রিকা হইতে আমদানী হয়। উহাই বিদেশীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। এদেশের অন্য অনেক ছোট শিল্পও সাবান শিল্পের মতই ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সমস্ত মৌলিক শিল্পগুলিকে সরকারী দখলে লইয়া আসিতে হইবে। যদি ততটুক [illegible] না হয় তবে অন্ততঃ উহাদিগকে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা [illegible] হইবে।

অল্ ইণ্ডিয়া সোপ মেকার্স এসোসিয়েসন সম্প্রতি কলিকাতায় একটি কেন্দ্রিয় গবেষণার স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ডাঃ সাহা এইজন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে প্রস্তাবিত গবেষণাগারে বিভিন্ন আবশ্যক বিষয়ে গবেষণার সুব্যবস্থা হইবে এবং তাহাতে সাবান শিল্পের উন্নতির পথ সুগম হইবে। এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী মিঃ এ টি গাঙ্গুলী গবেষণাগারের জন্য এক হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দেন।

মিঃ এইচ পি ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান সোপ জার্ণেল পত্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট ও কৃতকার্য্যতার বিষয় আলোচনা করেন।

পাঞ্জাবে সেচকার্য্য বাবদ ব্যয়

পাঞ্জাব প্রদেশে সেচকার্য্য বাবদ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঞ্জাব সরকার দুই কোটি টাকার উপর ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু অন্তর্জ্জাতিক গোলযোগে টাকার বাজারের অবস্থা উৎসাহ-ব্যঞ্জক নহে বলিয়া এবং সম্প্রতি ভারত সরকারের ও মাদ্রাজ সরকারের ঋণ-গ্রহণ কার্য্য তেমন সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় পাঞ্জাব সরকার নূতন ঋণ সম্বন্ধে বিলম্ব করা স্থির করিয়াছেন।

শিল্পোপযোগী কাঁচামাল সম্পর্কে তদন্ত

মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিল্প জরীপ কমিটি এতদিন গ্রাম সমূহের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্তকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। বর্ত্তমানে গ্রাম সমূহের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে শিল্প জরীপ কমিটি মধ্যপ্রদেশের শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বিবিধ কাঁচামাল সম্পর্কে বিশেষতঃ

বনজ দ্রব্য ও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে তদন্তকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বনজ দ্রব্য, খনিজ সম্পদ, তড়িৎশক্তি উৎপাদনের কাঁচামাল ও যানবাহন বিক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিভিন্ন সাবকমিটিসমূহ নিযুক্ত হইয়াছে। এসব বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি চাহিয়া আবেদন প্রচার করা হইয়াছে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দশা

বর্ত্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ তথা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সম্মুখে যে দুর্দ্দশা ও বিপদ দেখা যাইতেছে বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্র তাহার মূলে দশটি কারণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া দেখাইয়াছেন। সেই কারণগুলি হইতেছে এই :—(১) বস্ত্রের পড়তি মূল্য (২) বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস (৩) মজুদ মালের আধিক্য (৪) জাপানী বস্ত্রের বেশী পরিমাণ প্রতিযোগিতা (৫) জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চিয়তা (৬) মজুরীর হার বাড়িবার ফলে কলের তৈয়ারী কাপড়ের গড়পড়তা উৎপাদন খরচের হার বৃদ্ধি (৭) শ্রমিক সাধারণের অবস্থা সম্পর্কে উন্নতি-বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার ফলে ঐ খরচের হার আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা (৮) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট ঐ দেশের তুলা রপ্তানীকারকদিগকে যে অর্থ সাহায্য দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতের বাজারে সস্তা দামের বিদেশী বস্ত্র আমদানীর আশঙ্কা (৯) বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট যে বিক্রয় কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার বোঝা (১০) কেন্দ্রিয় সরকার কর্ত্তৃক আমদানীকৃত বিদেশী তুলার উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা।

বোম্বাইয়ে নূতন ফিল্ম কোম্পানী

প্রকাশ বোম্বাইয়ে শীঘ্রই ফিল্ম প্রস্তুতের জন্য ন্যাশনেল ষ্টুডিও লিমিটেড নামে একটি নূতন বৃহৎ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইবে। ঐ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন হইবে ২৫ লক্ষ টাকা। স্যার ঈশ্বর দাস লক্ষ্মীদাস, মিঃ পি ভি লালজী, মিঃ এম সি ঘিয়া, মিঃ চীমানলাল দেশাই প্রমুখ ব্যক্তিগণ উহার ডিরেক্টর থাকিবেন।

বিমান-চালনা শিক্ষার জন্য বৃত্তি

বিমানপোত চালনা সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিমিটেড ও স্যার হোমি মেহতার সাহায্যে তিন জন ভারতীয় ছাত্রকে দুই বৎসরের জন্য তিনটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। মিঃ কিউ, এম, ইসমাইল; মিঃ এল, মণিল্লাম এবং মিঃ ডি, জে, দস্তুর এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থীরা ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিবেন। বৃত্তি বাবদ প্রতি বৎসরে ৩৭০ পাউণ্ড করিয়া পাইবেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন ঋণ

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য শীঘ্রই ২০ বৎসরের মিয়াদে ছয় শত কোটি রুবল (প্রায় ২৫ রুবল ১ পাউণ্ডের সমান) ঋণ গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি

আগামী ১৩ই আগষ্ট ন্যাশনেল এলাহাবাদ প্ল্যানিং কমিটির বিভিন্ন সাব কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীদের যুক্ত বৈঠক বসিবে। পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বিভিন্ন প্রদেশের অর্থসচিবদের সম্মিলন

প্রকাশ আগামী জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অর্থসচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করা সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের মতামত গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে মিউনিসিপ্যাল বিলটি পাশ হইয়াছে, প্রকাশ বাঙ্গলার গভর্ণর তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট

স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জিকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া গত জুলাই মাসে ডিগবয়ের শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে একটি সালিশ বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এক সংবাদে প্রকাশ উক্ত বোর্ড নাকি বিরোধের কোনরূপ আপোষ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না এবং শীঘ্রই নাকি উক্ত বোর্ডের কার্য্য শেষ হইবে। শুনা যায় কোম্পানীর পক্ষ হইতে এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যদি অবিলম্বে ধর্ম্মঘটের অবসান হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মঘটকারীদিগকে এক মাসের বেতন বোনাস স্বরূপ দেওয়া হইবে। এক মাসের মধ্যে বাসা ছাড়িয়া দিলে শ্রমিকগণকে এবং তাঁহাদের পরিজনকে যাওয়ার ভাড়া দেওয়া হইবে এবং এক বৎসর কালের মধ্যে শ্রমিক নিয়োগে উহাদের আবেদন অগ্রগণ্য হইবে। ডিগবয়ের শ্রমিক সমিতি নাকি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে।

সরকারী চাকুরীতে দুর্নীতি

গত ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশ সরকার সরকারী চাকুরী হইতে দুর্নীতি দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই সম্পর্কে দুইজন সহকারী সহ একজন অফিসার নিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে ঐ বিভাগে আরও ১২ জন বিভাগীয় পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ এযাবৎ দুর্নীতি দূরীকরণ বিভাগ প্রায় দুই শতটি দুর্নীতির অভিযোগ সরকার সকাশে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং সরকার এই সম্পর্কে আবশ্যকীয় আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখনও নাকি বহু অভিযোগ তদন্তাধীনে রহিয়াছে।

ভারতে জাহাজী ব্যবসা

প্রাচ্যে বৃটিশ জাহাজী কারবারের অবস্থা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটির রিপোর্ট এবং নিজেদের কারবারে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মিঃ চুণীলাল মেহতা ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট চেম্বারের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃটিশ জাহাজী কারবার বলিতে কেবল ইংলণ্ডের জাহাজী ব্যবসা বুঝায় না, বৃটিশ সাম্রাজ্যগত সমস্ত রেজেষ্টারী করা জাহাজী ব্যবসাও বুঝায়। দুঃখের বিষয় ভারতের জাহাজী কারবারের উন্নতি সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি সুনির্দ্দিষ্ট কোন প্রস্তাব করে নাই। আরও দুঃখের কথা এই যে দূরবর্ত্তী দেশসমূহের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজী কারবারের কোন অংশ নাই। ইংলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য আছে, তাহা বৃটিশ জাহাজী ব্যবসায়ের এক চেটিয়া। আমি ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁহাদের মন্তব্য দাখিল করিবার কালে তাঁহারা যেন দৃঢ়তার সহিত ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের দাবী জানাইয়া দেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ভাতা

আসাম সরকারের বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য নূতন করিয়া সফরকালীন বা ভাতার হার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই নিয়ম অনুসারে যেসব সরকারী কর্ম্মচারী এক হাজার টাকা কিংবা তদূর্দ্ধ পরিমাণ টাকা মাহিনা না পান তাহারা সফরকালে প্রতিদিনের হিসাবে ছয় টাকা করিয়া পাইবেন, যেসব কর্ম্মচারীর মাহিয়ানা ৫০০ টাকা হইতে ৯৯৯ টাকার মধ্যে তাহারা পাইবেন প্রতিদিন তিন টাকা: যেসব কর্ম্মচারীর মাহিয়ানা ২০০ টাকা হইতে ৪৯৯ টাকার মধ্যে তাহাদিগকে সফরকালে প্রতিদিনের হিসাবে দুই টাকা ভাতা দেওয়া হইবে।

জাপানের শিল্প পরিকল্পনা

জাপানে ও জাপান-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে শিল্পোপযোগী কাঁচা মালের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য জাপান সরকার একটি ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় লোহা ও ইস্পাত, তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ, মণ্ড, কল কব্জা, মোটরযান এবং পশম তৈয়ারের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া আগামী ১৯৪২ সালের বসন্তকাল মধ্যে দেশকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে জাপানকে কাঁচা মালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয় সেইজন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদন এবং বিনিময় বাজারে জাপানের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য মাঞ্চুরিয়া হইতে বিদেশে বেশী পরিমাণে কৃষিপণ্য রপ্তানীর সুব্যবস্থার উপরও জোর দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তক সমালোচনা

এন এনালিসিস অব্ নিউ ইন্সিওরেন্স ল (An Analysis of the New Insurance Law)—মিঃ এস, সি, রায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। ১/১ নং ডালহৌসী স্কোয়ারস্থ 'ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড' আফিস হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা।

গত ১লা জুলাই হইতে ভারতবর্ষে নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনের বিধিব্যবস্থাগুলি যেরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে বীমা ব্যবসায়ের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই তাহা জানিবার ও বুঝিবার একটা আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সময়ে নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে বর্ত্তমান ইংরাজী পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ায় উহা সেই সময়োচিত প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে খুব সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তিকাটির রচয়িতা মিঃ রায় বীমা বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত। তিনি ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক এবং ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। নব প্রবর্ত্তিত বীমা আইনের বিভিন্ন প্রকার বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ রায়ের নিকট পরিচয় রহিয়াছে; উহাদের যথাযথ তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। বর্ত্তমান পুস্তিকায় গ্রন্থকার যেভাবে অল্প পরিসরের ভিতর নূতন বীমা আইনটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তিকায় নূতন বীমা আইন রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বীমা আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী, কখন কোন সময়ে বিভিন্ন ধারা কার্য্যকরী হইবে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ, আইনের বিভিন্ন ধারার বিধান অমান্য করার ফলে যে দণ্ডের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন বিষয় অনুসারে আইনের ধারা ও উপধারাগুলির সংক্ষিপ্ত সূচী দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে নানাদিক দিয়া নূতন বীমা আইনের বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উহাতে বীমা, কোম্পানীসমূহের পরিচালক, এজেণ্ট ও পলিসিগ্রাহক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিক হইতে সমস্ত বিষয় আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ায় প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষেই অতি সহজে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানিয়া লওয়ার বিশেষ সুবিধা হইবে। কাজেই সুধীসমাজে ও বীমা ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর এই পুস্তিকাটির যথেষ্ট সমাদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল ইনষ্টিটিউট ম্যাগাজিন। ১৯৩৯ সালের মে সংখ্যা। ১১নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সম্প্রতি আমরা কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের প্রকাশিত ষান্মাসিক পত্রের মে সংখ্যাটি পাইয়া প্রীত হইলাম। শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি বৈশিষ্টপূর্ণ রচনায় এই সংখ্যাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। উহাতে ব্যবসায়িক-শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গলার অর্থসচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের অভিভাষণ, কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে বাঙ্গলার যৌথকোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার মিঃ এন কে মজুমদারের একটি বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদিগের ভিতর অনেকে নানা বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছেন। উহার মধ্যে নিম্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির নাম উল্লেখযোগ্য—'জলশক্তি বা জল-তড়িৎ', 'বাঙ্গলার মৎস্য ব্যবসায়', 'ব্যবসা বাণিজ্য', 'সোদপুর পরিভ্রমণ', 'স্কুল গ্রন্থাগার' 'বাঙ্গলায় কৃষকদের ঋণ সমস্যা', 'ভারতে কাপড়', 'আর্থিক সমস্যা' 'বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্য'। এই পত্রটিতে সম্পাদকীয়ভাবে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে আলোচনা ও মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাও খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।

মিনার—নূতন মাসিক পত্র। 'নবী সংখ্যা' মিঃ মৈনুদ্দীন হুসেন বি-এ সম্পাদিত, ১২।১নং সিরাঙ্গ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। নগদ মূল্য পাঁচ আনা।

আমরা এই নূতন মাসিক পত্রটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাইয়াছি। শিক্ষিত মুস্লিম সমাজ দ্বারা পরিচালিত উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র এদেশে বেশী নাই। 'মিনার পত্র' সে অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা খুবই ভরসার কথা। সম্পাদক সাহেব তাঁহার নিবেদনে বলিয়াছেন; 'মিনার' মুখ্যতঃ ও প্রধানতঃ সাহিত্য ও তাহার নানা শাখা লইয়া আলোচনা করিবে; —উহা দলগত কোন্দল কোলাহল হইতে দূরে থাকিবে; এবং যে আদর্শে সার্ব্বজনীন আবেদন আছে এবং বিশ্বের কল্যাণের ইঙ্গিত নিহিত আছে তাহাই হইবে 'মিনারের' সম্বল। এই উন্নত আদর্শ সম্মুখে লইয়া 'মিনার' গৌরবযুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা। বর্ত্তমান সংখ্যাটিতে 'সঙ্গীতচর্চ্চায় মুসলমান,' 'জীবন ও সাহিত্য' 'বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান' শীর্ষক সুপরিচিত লেখকদের কয়েকটি লেখাও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রটি সাধারণের ভিতর জনপ্রিয়তা অর্জ্জনে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী

সম্প্রতি আমরা মাদ্রাজের ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। গত ১৯০৬ সালে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে কার্য্য সুরু করিয়া পরিচালকবর্গের অসামান্য কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আজ ইহা একটি বৃহদাকার জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসরই এই কোম্পানীর কার্য্য উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসার লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত বৎসরে এই কোম্পানীর দ্রুত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৯৬ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১০ হাজার ১৮৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে কোম্পানী এবার ৮ হাজার ৩২৬টি প্রস্তাবে মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৩২৬ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। এবারের নূতন বীমা লইয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৮৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫২৭ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৯০ টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫৩৬ টাকা আয় হয়। ঐ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৮০ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৬ টাকা, জমিবাড়ী ইত্যাদির ক্ষয় পূরণ বাবদ ২৪ হাজার ২৪৯ টাকা, ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭০৮ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৫৪ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ২২২ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৮০ হাজার ১০০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ কোটি ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ২২২ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২১ হাজার ৪৬৭ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি ছিল এইরূপ:—জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ১১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০৫ টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৫৮ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৪০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬২০ টাকা, কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৯৬ হাজার ২০ টাকা, হাওড়া পুল ঋণ ২৯ হাজার ৯৫০ টাকা, রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ঋণ ১ লক্ষ ৭২ হাজার ২৮৮ টাকা, করাচী মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৯৮ হাজার ৫১২ টাকা, বোম্বাই পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৪ হাজার ৭৫০ টাকা, মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল ঋণ ৯৯ হাজার ৮৩১ টাকা, ভারতীয় রেল কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৫ হাজার ১২০ টাকা, বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬২ টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ীঘর ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৩০ টাকা, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত টাকা, হাতে ৬৬ হাজার ৬০৪ টাকা, ব্যাঙ্কে চলতি আমানত ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৯ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধি-ব্যবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টরবোর্ড গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কলিকাতা ২১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অবস্থিত। এই শাখার ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ম্মকুশলতায় বাঙ্গলায় কোম্পানীর কাজ উল্লেখযোগ্যরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে জুলাই হাজারীবাগে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার গবর্ণমেণ্টের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কৃষ্ণবল্লভ সহায় এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেড

গত ৩১শে জুলাই ৪৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে মেসার্স ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেডের নূতন ষ্টুডিওর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়, এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় শোণপুরের মহারাজা তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হারু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে মাল্যভূষিত করেন, এবং ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, মিঃ এস এম বাগাড, শ্রীযুত মাখনলাল মল্লিক প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভার শেষে নিমন্ত্রিতগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় এবং তাহার পর 'স্বামী-স্ত্রী' চিত্রের খানিকটা স্যুটিং

করিয়া ষ্টুডিওর উদ্বোধন করা হয়। শ্রীযুত সতু সেন এই ছবি খানি পরিচালনা করিতেছেন।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই জুলাই সালকিয়ায় ৩৫ নং হোরাগঞ্জ রোডে হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এন সি সেন এই শাখা অফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৪ঠা জুলাই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বর্দ্ধমানে পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত বসু শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শাখা অফিস ভবনে সমাগত হইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। শাখা অফিসটির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত বসু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন—"কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা কোন জাতি সমৃদ্ধ হইতে পারে না। অর্থ নৈতিক উন্নতি জাতির সমৃদ্ধির ভিত্তিমূল। বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিকুইডেসনে যাইবার পর বাঙ্গালীদের মধ্যে হতাশার ভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বহু ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীদের দ্বারা সুপরিচালিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক ভিন্ন শিল্পোন্নয়ন অসম্ভব। মাড়োয়াড়ীদের মত সহযোগিতা বাঙ্গালীদের শিক্ষনীয় বিষয়। কোন ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণের পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের ঐ বিষয়ে শিক্ষানবিশ করা উচিৎ।"

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার চ্যাটার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতায় পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের একটা সঙ্কীর্ণ ইতিহাস বিবৃত করেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জ্জি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর যুক্তপ্রদেশের চীফ্ এজেন্ট শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র সেন গত ৩০শে জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যোতিষবাবু প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভিতর খুব জনপ্রিয় লোক ছিলেন। বাঙ্গালীদের সর্ব্ববিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রনী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে এলাহাবাদের বাঙ্গালী মহলে গভীর শোকের ছায়া পড়িয়াছে।

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্ এসিয়া লিঃ

গত ২৮শে জুলাই কলিকাতা ৭ নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডে কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্ এসিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিসের উদ্বোধন করা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও এটর্ণী মিঃ এস সি রায় চৌধুরী উক্ত শাখা আফিসের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানান্তে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র মিত্র

গত ২৯শে জুলাই বিখ্যাত সঙ্গীত যন্ত্র নির্ম্মাতা মিঃ সুশীল চন্দ্র মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করেন। কিছুকাল হেরম্ভ এণ্ড কোং'র ম্যানেজার পদে থাকিয়া মিঃ মিত্র ১৯১২ সালে মিলার এণ্ড কোম্পানী নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

পাইওনীয়ার প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিসার্স লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতায় পাইওনীয়ার প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিসার্স লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। উহা দশ টাকা মূল্যের ৯ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ও এক টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত। মিঃ মুকুন্দ মুরারী সেনগুপ্ত, মিঃ প্রফুল্ল কুমার গুহ ঠাকুরতা, মিঃ সুশীল রঞ্জন মৈত্র এম এস সি, মিঃ যতীন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ও মিঃ অমূল্য কুমার গুপ্তকে নিয়া এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কোম্পানী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যাপক আকারে প্রিণ্টিং ও পাব্লিশিংএর কাজ চালাইবার জন্য এই কোম্পানিটি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে শিক্ষা প্রসার বিষয়ে নানাদিক দিয়া ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন চালান হইতেছে। আর ঐ সঙ্গে দেশের লোকের ভিতর নানাশ্রেণীর পুস্তকের দাবী দাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতেছে। ফলে ইতিমধ্যেই পুস্তক প্রকাশ ও অন্যান্য ধরণের মুদ্রন কার্য্য চালাইয়া লাভবান হওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভবিষ্যতে ঐ ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমানে কোম্পানী উপযুক্তরূপ মূলধন নিয়োগ করিয়াও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণ উদ্যোগী কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতায় অদূর ভবিষ্যতেই আমরা কোম্পানীটির সমূহ উন্নতি দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতেছি।

ক্যালকাটা সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

সম্প্রতি ক্যালকাটা সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসে কারবার চালাইয়া কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ২৪ হাজার ৪০৭ টাকা। ক্ষয় পূরণ বাবদ ১০ হাজার ৫৫৫ টাকা ও আয়করের মজুত তহবিল বাবদ ৫ হাজার টাকা ন্যস্ত করিয়া ঐ টাকার সহিত পূর্ব্ব মাসের জের ৩ হাজার ৮৪৯ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট বণ্টনযোগ্য তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ হাজার ২৫৬ টাকা। ঐ টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে মোট ৬ হাজার টাকা। ডিরেক্টরগণ অর্ডিনারি শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে চারি আনা হারে মোট ১২ হাজার ৫০০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। আগামী ছয়মাসের হিসাবে ৯ হাজার ৭৫৬ টাকা জের টানা হইবে।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

কালিকা কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৭ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্য রঞ্জন বসু। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা জেলা।

দেশগৌরব কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতিষচন্দ্র গুহ। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৯০ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

ইন্দো-ফ্রেন্স প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ, এন, সরকার। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবসা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

হীরালাল শঙ্করলাল লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ শঙ্করলাল ভাটিয়া। বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৭৭ নং খংড়াপট্টি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, কে, সোম এণ্ড সন্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শিশির কুমার সোম। ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

পাস্মো প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিশির কুমার সোম। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

মধুসূদন সাহা এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অশ্বিনী কুমার সেন। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, এন, মজুমদার লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২২-৩বি গালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসু এণ্ড সেন ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পুলিন বিহারী বসু। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৬০।১এ কালীঘাট রোড, কলিকাতা।

মত ও পথ

পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

সম্প্রতি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে এক বক্তৃতায় মিঃ সুরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি এদেশে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের উন্নতির ইতিহাস ও তাহাদের সার্থকতার বিষয় আলোচনা করেন। তিনি বলেন ভারতে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে বিস্তর পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইতেছে তাহা দেশের শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইলে আর্থিক দিক দিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। এই সেভিংস ব্যাঙ্ক সমূহ ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৯০-৯১ সালে এইসব সেভিংস ব্যাঙ্কে দেশের আমানতকারীদের মোট জমার পরিমান ছিল ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪০৮ টাকা। ১৯০০-১ সালে তাহা বাড়িয়া ১০ কোটি ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৬৯ টাকা দাঁড়ায়। ১৯২১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ কোটি টাকা হয়। ঐ সালে আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। ১৯৩৭ সালে আমানতকারীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ ও মোট আমানতী টাকার পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৬ সালে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক সমূহে কেবল বাঙ্গলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার লোকদের আমানতী জমার পরিমাণই ছিল প্রায় ২০ কোটি টাকা। প্রথমতঃ ঐ সব সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদ দেওয়া হইত। এক্ষণে তাহা কমাইয়া দেড় টাকা করা হইয়াছে। লোকে বিশ্বাস করিয়া অন্য দিকে তাহাদের সঞ্চিত ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ অন্য দিকে নিয়োজিত করিতে চাহে না। অল্প সুদের হারে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে ভালবাসে। দেশের গভর্ণমেণ্টের উপর লোকের যে বিশ্বাস আছে তাহাতেই তাহারা অন্যদিকে টাকা নিয়োগের সুযোগ না দেখিয়াই সোজাসুজি ঐ ভাবে টাকা ন্যস্ত করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে ইহার ফল ভাল হইতেছে বলা যায় না। পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ঐ ভাবে টাকা রাখার ব্যবস্থা দুই দিক দিয়াই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রথমতঃ উহার ফলে মফঃস্বলের ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও মহাজন শ্রেণীর হাতে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ায় মফঃস্বলের কৃষি শিল্প বিষয়ে সময়োচিত অর্থ সরবরাহ করার পথ অনেকটা বন্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে অন্য দিকে অর্থ নিয়োগ করিয়া সঞ্চয়ী ব্যক্তিরা তন্নিমিত্ত বেশী সুদ পাইত কিন্তু এক্ষণে পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখার দরুণ তাহাদের প্রাপ্য সুদের পরিমাণ কম হইতেছে। দেশে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাবে যেস্থলে শিল্প বাণিজ্যের সমূহ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না সেস্থলে সামান্য পরিমাণ সুদের বিনিময়ে এত বেশী পরিমাণ টাকা পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আটক থাকিয়া যাওয়া খুবই পরিতাপের বিষয়। পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক সমূহে যে টাকা জমা আছে তাহা কি ভাবে খাটান হয় এবং তাহা দ্বারা কোন পথে কিরূপ আয় হয় তাহা সাধারণে অবগত নহে। এসমস্ত খবর সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা হইলেই সঙ্গত কার্য্য করা হইত। পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতকৃত টাকার একটা অংশ—যথা শতকরা ২৫ ভাগ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পাট শিল্পের ইতিহাস

মৌলভী মকবুল হোসেন এম-এল-এ পত্রান্তরে পাট-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার শীর্ষক প্রবন্ধে এদেশে পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাট বাংলার একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত হস্ত চালিত তাঁত প্রস্তুত চট বাংলার একটি অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল। বস্তুতঃ পাটের কল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া কুটির শিল্প হিসাবে পাটশিল্প বাংলার বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের একটা লাভজনক ব্যবসায় ছিল। জাভা, বর্ণিও প্রভৃতি শুধু বাংলার নিকটবর্ত্তী বন্দর সমূহেই নয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও প্রচুর পরিমাণে পাটের থলিয়া ও চট রপ্তানী হইত। কাঁচা পাট অপেক্ষা পাটজাত পণ্যই রপ্তানী হইত বেশী। ১৮৫০-৫১ সালে কলিকাতা হইতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৮২ টাকার ছালা ও চট রপ্তানি হইয়াছিল আর কাঁচাপাট রপ্তানি হইয়াছিল ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৭১৫ টাকা মূল্যের। বাণিজ্য পণ্য হিসাবে সর্ব্বপ্রথম ১৮২৮ সালে ইউরোপে কাঁচা পাট রপ্তানী হয়। ইহারও অনেকপূর্ব্বে ১৭৯১ সালে ডাণ্ডিতে পাট সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য কাঁচা পাটের নমুনা প্রেরিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফল স্বরূপ ১৮৩৮ সালে ডাণ্ডিতে সর্ব্বপ্রথম পাটের কল স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতেই ডাণ্ডির পাটকলে প্রস্তুত থলিয়া ও চটের সঙ্গে বাংলার কুটির শিল্পজাত পাটের থলিয়ার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। ডাণ্ডির পাটকলের সহিত লড়াই করিয়াও বাংলার কুটির শিল্পজাত থলিয়া ও চট কিছুদিন টিকিয়া ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ সাল হইতে যখন বাংলায় বিদেশী মূলধনের সাহায্যে পাটের কল স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই বাংলার পাটের হস্তচালিত তাঁতশিল্প ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিল; পরে উহার অস্তিত্বই আর রহিল না। কিন্তু পাটের কলগুলি খুব সহজে হস্তচালিত পাটশিল্পকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। ১৮৮০-৮১ সালে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৬ হাজার ৭১৬ টাকা মূল্যের পাটজাত পণ্য এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তন্মধ্যে হস্তচালিত তাঁত প্রস্তুত পাটজাত পণ্য ছিল ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৫৩ টাকা মূল্যের। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং আমেরিকার গৃহ বিবাদের সময় হইতে মোড়াই করিবার সস্তা ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য হিসাবে পাটের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং পাটের আবাদও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৭ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে গড়ে প্রতিবৎসর ২১ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে! ১৯০৬ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮ লক্ষ [illegible] হাজার একর। ইহার পূর্ব্বে এবং পরে এত অধিক জমিতে পাটের আবাদ আর কোন বৎসরই হয় নাই। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এবং দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও বহু সংখ্যক পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে পাটকল আছে ৯৪টি। এই সকল কলে প্রায় ৬০ হাজার তাঁত চলিতেছে। সমস্ত দুনিয়ার বিভিন্ন পাটকলে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯৫৯টি তাঁত চলিতেছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে চলিতেছে ৬২ হাজার ৪০টি এবং অন্যান্য দেশে ৪৫ হাজার ৫৫৫টি তাঁত চলিতেছে।

ইংলণ্ডে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি

গত একশত বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রকোপ মন্দীভূত হইয়া ও মৃত্যু সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়া জনস্বাস্থ্যের যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া গত ৮ই জুলাই তারিখের লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' পত্র লিখিতেছেন—পূর্ব্বে সৈন্য বিভাগে লোক নেওয়ার সময় স্বাস্থ্যহীনতা ও শারীরিক অপকৃষ্টতার দরুণ প্রভূত সংখ্যক লোককে অনুপযুক্ত বলিয়া বাদ দিতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি নূতন সৈন্যদল গঠনের সময় আবেদনকারী লোকদের স্বাস্থ্য ও উপযুক্ততা পরীক্ষা করিবার পর তাহাদের শতকরা ৯০ জনই সৈন্য বিভাগে কাজ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় গত একশত বৎসর কাল যাবৎ দেশে স্বাস্থ্য প্রগতির উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে ও লোকের জীবন যাত্রার উন্নতি বিষয়ে যে চেষ্টা যত্ন নিয়োজিত করা হইয়াছে আসলে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বে কোন চালকের জন্ম হওয়ার পর সাধারণতঃ তাহার পরমায়ু মাত্র ৪০ বৎসর বলিয়া ধরা হইত। বালিকাদের ক্ষেত্রে তাহা হইত ৪২ বৎসর। বর্ত্তমানে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বালকদের স্বাভাবিক পরমায়ু ৫৮ বৎসর ও বালিকাদের পরমায়ু ৬২ বৎসর বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তাহা সন্দেহ নাই। একদিকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও অপর দিকে লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিই এই উন্নতির মূল কারণ। ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২১। বর্ত্তমানে তাহা কমিয়া হাজারে ১২ জন দাঁড়াইয়াছে। ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারে ১৫৩। বর্ত্তমানে তাহা হ্রাস পাইয়া হাজারে ৬২ দাঁড়াইয়াছে। যক্ষ্মা রোগ ও শিশুদের সংক্রামক রোগ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। আবহাওয়ায় ও বাসস্থানের উন্নতি, লোকের আয় ও জীবনযাত্রার উন্নতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিই ইহার কারণ।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহেও পূর্ব্বেকার মত স্বচ্ছলতার ভাব বর্ত্তমান ছিল। কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক সুদের হার শতকরা চারি আনা হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু এইরূপ অল্প সুদের হার বজায় থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছিল। তবে টাকার বাজারের অবস্থা এইরূপ স্বচ্ছল থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে ক্রমে টাকার ব্যবহারের সুবিধা যে বাড়িবে এ সপ্তাহে তাহার অনেকটা লক্ষণ দেখা গিয়াছে। আগামী ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯৩৬ পাই দরে ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতে থাকিবে (যদিও গভর্ণমেণ্ট দরকার বোধ করিলে যে কোন সময় উহার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন)। এ সপ্তাহে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টার-মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। কিছুদিন ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে তাহা নূতন করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করা হইয়াছে। নূতন করিয়া বিক্রয় করার পর এপর্য্যন্ত মোট ৭ কোটি টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বের মত এখনও প্রতি সপ্তাহে দেড় কোটি টাকার সাধারণ ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। কাজেই ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা নিয়োগ করিবার সুবিধা রহিয়াছে বলা চলে। তাহাছাড়া এসপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার ৩০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল খরিদ করায় ও মাদ্রাজ সরকার আগামী ৯ই আগষ্ট ৭৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল খরিদ করিবেন বলিয়া ঘোষনা করায় টাকা নিয়োগের সুবিধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার গত ৩রা আগষ্ট ৬ মাসের মিয়াদী মোট ৩০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করেন। উহাতে মোট ৪০ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া যায়। ৯৯৵৩ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৲ টাকা দরের শতকরা ৬৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টাকার সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে বার্ষিক শতকরা ১৮৵৬ পাই। মাদ্রাজ সরকার আগামী ১১ই আগষ্টের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৭৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই আগষ্ট ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ১লা আগষ্ট মঙ্গলবার ৩ মাসের মিয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করেন। তাহাতে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ৪১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার কিছু বাড়িয়াছে। গত সপ্তাহে ঐ সুদের হার ছিল ৮৵১ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ৮৵৭ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ৮ই আগষ্টের জন্য মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই আগষ্ট ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৮শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ২৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫ ২৫/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ডি এ ৬ মাস	"	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১০
মার্ক	"	৮[illegible]
গিলডার	"	৬৫[illegible]
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৹
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	[illegible]
ষ্টার্লিং ডলার হার	"	৪.৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট

সুদূর প্রাচ্য ও ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতা একেবারে কাটিয়া না গেলেও গত দুই সপ্তাহ ঐ বিষয়ে সাধারণের ভিতর একটা আশা ভরসার ভাব দেখা গিয়াছিল এবং তাহার ফলে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে আস্থার ভাব ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু এ সপ্তাহের প্রথমদিকে ডানজিগ সম্বন্ধে পুনরায় একটা আশঙ্কার ভাব সৃষ্ট হয়। আর তাহার ফলে বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারের একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতে থাকে। তৎপর ঐ সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ও অন্য অনেকে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে বৃটিশ সরকারের দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাইয়া সকলেই কতক পরিমাণ আশ্বস্ত হন। তবে উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ বিদূরিত হয় নাই বলিয়া কেহই সাহস করিয়া কোন বিষয়ে বড় একটা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। প্রতীক্ষা করিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করাই সকলে সমীচিন মনে করিতেছেন। ফলে প্রায় সকল স্থানের শেয়ারের বাজারেই বেচাকিনার মন্দা দেখা যাইতেছে। আর অধিকাংশ শেয়ার বিভাগেই দামের হার নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

ডানজিগের অবস্থা সম্পর্কে নূতন জটিলতা দেখা যাওয়ায় এসপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দামের কিছু নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছিল। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে পরে লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দাম কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর তৎসঙ্গে কলিকাতার বাজারের কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে দামের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত ২৮শে জুলাই ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। অদ্য বাজারে তাহা ৯৭।৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অদ্য বাজারে ৩৲ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯৮৵০ আনা, ৩৷৷০ টাকা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ১০৪।০ আনা ও ৫৲ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

এসপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে একটা নিরুৎসাহভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। কয়লা শিল্পের অবস্থা মোটামুটিরূপ ভালই বলা চলে। কিন্তু বাজারের অন্যান্য বিভাগে বিশেষ করিয়া পাটকল বিভাগে মন্দার ভাব বজায় থাকায় তৎসঙ্গে কয়লার খনি বিভাগেও অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে। কাজেই আসলে কয়লার খনির শেয়ার মূল্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা বোধ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ২৯৩ টাকা, বরাকর ১১৷৷০ আনা, ইকুইটেবল ৩০ টাকা, নিউ বীরভূম ১৫৸০ আনা ও রাণীগঞ্জ ২৮।৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটকল বিভাগে এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণ মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্যবসায়ীরা অদূর ভবিষ্যতে পাট শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে কোন উন্নতির সম্ভাবনা দেখিতেছেন না। দ্বিতীয়তঃ থলে ও চটের বাজার পড়তি থাকায় বাজারে ঐ কারণে একটা আশঙ্কার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পাটকলগুলিতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট বাঁধিবার সম্ভাবনা বেশী থাকায় একটি উদ্বেগের ভাব খুবই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণ আস্থাহীনতার দরুণ পাটকলের শেয়ারের দাম নামিয়া যাইতেছে। পাটকলগুলিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে যদি বিক্রয়যোগ্য মজুত থলে ও চটের পরিমাণ হ্রাস পায় তবে হয়ত পাট শিল্প সম্বন্ধে পুনরায় একটা আশা ভরসার সঞ্চার হইতে পারে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৪৭৷৷৶ আনা, হুকুমচাঁদ ২।৵ আনা, ন্যাশনেল ২০৷৷৴ আনা, নর্থব্রুক ৩০৷৷০ আনা ও প্রেসিডেন্সী ৩।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বাজারে অন্যান্য বিভাগে মন্দা চলিতে থাকার ফলে এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত ২৮শে জুলাই যখন আমরা শেয়ার বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এই তারিখে ইণ্ডিয়াণ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ২৪৸৵ আনা। অদ্য তাহা ২৩৷৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইতেছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৸০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে জুলাই ৯৬৷০ ৯৬৷৶ ৯৬৸৶ ৯৬৷; ২৯শে ৯৬৸৶ ৯৬৸৵৯৬৸৶; ৩১শে ৯৭৲ ৯৭/ ৯৭৵ ৯৭।৵ ৯৭।৶ ৯৭।; ১লা আগষ্ট ৯৭।০ ৯৭/; ২রা আগষ্ট ৯৭৵ ৯৭৶ ৯৬৷৵; ৩রা আগষ্ট ৯৬৷০ ৯৬৷৵ ৯৬৷৶ ৯৭৲ ৯৬৷৵। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে জুলাই ১১৪৲ ১১৪৶; ২রা আগষ্ট ১১৪৶ ১১৪।০ ৩রা আগষ্ট ১১১/। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৮শে জুলাই ৯৯৷৶; ১লা আগষ্ট ৯৯৷৶। ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে জুলাই ৯৭৷/ ৯৭৷৶; ১লা আগষ্ট ৯৭৷/ ৯৭৷৶ ৯৮৲; ৩রা আগষ্ট ৯৭৷/ ৯৭৷৵। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ২৯শে জুলাই ১০৩৷/ ১০৩৷৶; ২রা আগষ্ট ১০৪/। ২৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৩১শে জুলাই ৯৮।৶। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১শে জুলাই ৭৯৷/ ২রা আগষ্ট ৮৫৷৵। ৪৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩১শে জুলাই ১০৪/; ২রা আগষ্ট ১০৪৵ ১০৪।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৩রা আগষ্ট ১১০৸৵ ১১০৷/।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে জুলাই ১০৯৸০ ১১০৸০; ২৯শে ১০৯৷০ ১১০৷০; ৩১শে ১১০৲ ১১০৸০ ১০৯৲ ১০৯৸০ ১০৯৷০ ১১০৷০; ১লা আগষ্ট ১০৯৸০ ১১০৸০; ২রা আগষ্ট ১০৯৸০ ১১০৲ ১১০৸০ ১১১৲; ৩রা আগষ্ট ১১০৸০ ১০৯৸০। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ২৯শে জুলাই (প্রেফ) ১৪৭৲; ২রা আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৭৲ ১৪৮৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৯শে জুলাই ৩৪৷৵, ৩১শে ৩৪৷৵ ৩৫৵; ১লা আগষ্ট ৩৪৷০ ৩৫৲ ৩৫।০ ৩৫৷০; ২রা আগষ্ট ৩৫।০ ৩৪৷; ৩রা আগষ্ট ৩৫।০।

রেলপথ

হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ২৮শে জুলাই; ১০১৲ ১০২৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ১লা জুলাই (অর্ডি) ৬৫৲; ২রা আগষ্ট ১০৪৸০ ১০৩৲ ১০৪৲। আহম্মদপুর কাটোয়া ২রা আগষ্ট ৯২৸০। বাঁকুড়া দামোদর ২রা আগষ্ট ৯১৲ ৯২৲। কালিঘাট ফলতা ২রা আগষ্ট ৯২৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর ২৮শে জুলাই (প্রেফ) ১৩০৲ ১৩১৲। ডানবার ৩রা আগষ্ট ১৭০৲।

মুইর মিলস ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ২০৮৸০ এলগিন মিলস্ ৩রা আগষ্ট (অর্ডি) ১০৪৸০।

কয়লার খনি

এমালগ্যামাটেড ২৮শে জুলাই ২৪৵০, ২রা আগষ্ট ২৩৷৵০। বেঙ্গল ২৮শে জুলাই ২৯৮৲, ২৯শে ২৯৭৲ ২৯৮৲ ২৯৯৲, ২রা আগষ্ট ২৯৪৲ ২৯৬৲ ২৯৮৲। বরাকর ২৮শে জুলাই ১১।/০, ২৯শে ১১৶০ ১১।/০ ২রা আগষ্ট (প্রেফ) ১৪০৲, ৩রা আগষ্ট ১১।৶০ ১১৵০ (প্রেফ) ১৩০৲ ১৪১৲। ধেমো-মেইন ২৮শে জুলাই ১১৷০, ২রা আগষ্ট ১১।৶ ১১৸/০ ১১।/০। পেঞ্চভেলী ২৮শে জুলাই ৩১।০ ৩১৸০। রাণীগঞ্জ ২৮শে জুলাই ২৮৷৵, ৩১শে জুলাই ২৮৸৵০ ২৮৷৵০, ১লা আগষ্ট ২৮৸০ ২৮৷০ ২৯৲। রেওয়া ২৮শে জুলাই ২০... ২১৲ ২০।০, ১লা আগষ্ট ২০৷০, ৩রা আগষ্ট ২০৵ ২০/০ ২০৸০। সামলা ২৮শে জুলাই ১৲ ১৵ ১।০। সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল ২৮শে জুলাই ৸০, ২রা আগষ্ট ৸৵ ৸০, ৩রা আগষ্ট ৸০। ইকুইটেবল ২৯শে জুলাই ৩০... ২রা আগষ্ট ৩১৲, ৩রা আগষ্ট ৩০।৵ ৩০৸০ ৩০৸৵। মুণ্ডুলপুর ২৯শে জুলাই ৭৲, ৩১শে জুলাই ৬৷৵ ৭৵ ৬৷৶ ৬৵ ৭৲। ভালগোরা ৩১শে জুলাই ৩৷৵। বোকারো ও রামগড় ৩১শে জুলাই ১০৲ ১৩।০। সাউথ কারাণপুরা ৩রা আগষ্ট ৪৸০ ৪৷০। সেণ্ট্রাল কুর্কেণ্ড ৩১শে জুলাই ১১৲ ১১।০, ২রা আগষ্ট ১১।৵। হরিলাদী ৩১শে জুলাই ১১।০। নর্থ দামুদা ৩১শে জুলাই ৪৷/০ ৪৷৶ সেণ্ড্রা ২রা আগষ্ট ৮৸০ ৮৷০ ইউনিয়ন ২রা আগষ্ট ২৮৷০, ৩রা আগষ্ট ২৮৸০। নিউবীরভূম ৩রা আগষ্ট ১৫৸০ ১৫৸/০ ১৫৷০, শিবপুর ৩রা আগষ্ট ১৯।০। টালচার ৩রা আগষ্ট ১৲।

পাটকল

এ্যালবিয়ন—২৮শে জুলাই ১৭৮৲, ৩১শে ১৮১৲, ১লা আগষ্ট ১৮১৲ এ্যালায়ান্স—২৮শে জুলাই (প্রেফ) ১০৮৲ ১০৯৲, ৩১শে ১০৬৲, ১লা আগষ্ট ৩রা আগষ্ট ২০২৲, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৮শে জুলাই ৩১৫৲, ৩১৬, (প্রেফ) ১৪৬৲; ৩১শে ১৪৭৲ ১৪৮৲, ১লা আগষ্ট ৩১৯৲, ৩রা আগষ্ট ৩১৫৲, ৩১৬ ৩১৮৲, ৩২০৲ (প্রেফ) ১৪৭৲ চাঁপদানী—২৮শে জুলাই ১৪৪৸০, হাওড়া—২৮শে জুলাই ৫২৸৵০, ৫২৸/ ৫২।৵০, ৫২৷৶০, ৫২৸৵০, ৫২।৵০, ৫২।/০ ৫২।০ ৫২৸/০ ৫২৸৵০; ২৯শে জুলাই ৫২৸০ ৫২।৵০, ৩১শে ৫২৸/ ৫৩৵, ৫২৸৵,

১লা আগষ্ট ৫২।০ ৫২৸০ ৫১৸০ ৫১৸৵, ৫১৸৴ ৫১৸৵, ২রা আগষ্ট ৫২৸৵ ৫১৲ ৫১।০ ৫০।৶ ৪৯॥০ ৪৯॥৴০, ৪৯৲ ৪৯।০ ৪৯৴০, ৪৯৸৶, ৪৯।৴০, ৩রা আগষ্ট ৪৯।৵০ ৫০৲ ৫০।৶ ৫০॥০, ৫০।০, হুকুমচাঁদ ২৮শে জুলাই ২॥০ ২॥৵, ২॥০ প্রেফ ৩৪৲ ৩৪॥০, ৩৫৲ ৩৫॥০ ৩২৲; ২৯শে ২।৵, ২৵০ ২।৴ ২৵ ২।০, (প্রেফ) ৩১; ৩১৲; ৩১শে (অর্ডি) ২৲ ২৵, ১৸৶, ২৴ ১৸৵ ১৸০ ২৲ ২৵ (প্রেফ) ২৯॥০ ৩০৲ ২৭॥০, ১লা আগষ্ট ২।৵ ২৵ ২৸০ (প্রেফ) ২৯৲ ৩৪৲ ২রা আগষ্ট ২৸৴ ২৸৵ (প্রেফ) ৩৫৲, ৩৪; ৩রা আগষ্ট ৩৵০, ৩।০ ৩৴০ ৩৶ ২৸০, ৩৲ (প্রেফ) ৩৬॥০, ৩৯॥ ৩৮॥ কামারহাটী ২৮শে জুলাই ৪৬৪৲, ১লা আগষ্ট ৪৬২৲; ৩রা আগষ্ট ৪৫৪৲ ৪৫৬॥০ ৪৫৫৲ ৪৫॥০ ৪৫৭৲, (প্রেফ) ১৩৭৲ লরেন্স ২৮শে জুলাই ৩২৫৲, ৩১শে ৩২৫৲ ৩১শে ৩২৫ ১লা আগষ্ট ৩২৪৲ ৩২৭; ৩রা আগষ্ট ৩২২৲, ৩২৫৲

ন্যাশনাল ২৮শে জুলাই ২০৸০, ২১।০। ১লা আগষ্ট ২০৸০, ২১৲, ২রা আগষ্ট ২০॥০ ২০৸০। ৩রা আগষ্ট ২০।০, ২০॥০, ২০৸০। বরাহনগর ২৯শে জুলাই ১৪৩৲। ৩১শে জুলাই ১৪৩৲, ১৪৪৲, ১৪৫৲। ২রা আগষ্ট ১৩৮৲, ১৪১৲। ৩রা আগষ্ট ১৪২৲। বিরলা ২৯শে জুলাই (প্রেফ) ১১৪॥০। গৌরীপুর ২৯শে জুলাই ৫৩০৲। ১লা আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৫৲, ১৩৬৲। ওরিয়েণ্ট ২৯শে জুলাই ১৬৮৲। ১লা আগষ্ট ১৬৮৲। ৩রা আগষ্ট ১৬৯৲ ১৭০৲। বালী ৩১শে জুলাই (প্রেফ) ১৩৬॥০। ২রা আগষ্ট ১৮০৲। ইণ্ডিয়া ৩১শে জুলাই ২৭০৲। ১লা আগষ্ট ১৭৪৲। ২রা আগষ্ট ২৬০৲, ২৬২৲। ৩রা আগষ্ট ২৬৮॥০, ২৭০৲। ইউনিয়ন ৩১শে জুলাই ৩২২৲ ৩২৪৲। হুগলী ৩রা আগষ্ট ১৬॥৵। নিউসেণ্ট্রাল ১লা আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৪৲, ১৪৫৲। প্রেসিডেন্সী ১লা আগষ্ট ৩৶। ৩রা আগষ্ট ৩৲, ৩।০ নদীয়া ১লা আগষ্ট ৪২॥০, ৪৩৲, ৪২৸০। ২রা আগষ্ট ৪২৲, ৪১৲, ৪১॥০। ক্লাইভ ২রা আগষ্ট ২৩॥০, ২৩।০, ২৩৲। কাঁকনারা ২রা আগষ্ট ৩৪০৲। ৩রা আগষ্ট ৩৪০৲ (প্রেফ) ১৩৭। মেঘনা ২রা আগষ্ট ২১৲। এম্পায়ার ৩রা আগষ্ট ২১৸০, ২২।০।

খনি

বর্মা কার্পারেশন ২৮শে ৫৴০; ২৯শে ৫৴০, ৫৶০, ৫৴০, ৩১শে ৫।৵০, ৫৵০; ১লা আগষ্ট ৫৵০; ২রা আগষ্ট ৫৴০, ৫৵০, ৫৲ ৩রা আগষ্ট ৫।০, ৫।৴০, ৫॥৴০, ৫।৴০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৮শে জুলাই ১॥৴০, ১॥৵০, ১॥৵০, ১৸০ ১॥৵০; ২৯শে ১৸০ ১॥৵০; ৩১শে ১॥৵০ ১৸৴০, ১॥৴০, ১॥৵০; ১লা আগষ্ট ১॥৵০ ২রা আগষ্ট ১॥৴০, ১॥৵০, ১॥৴; ৩রা আগষ্ট ১॥৵০, ১॥৴০, ১॥৵০ রোডেসিয়া কপার ২৮শে জুলাই ১৴০; ২রা আগষ্ট ১৲, ১৲০; ৩রা আগষ্ট ১৴০, কনসোলিডেটেড্ টিন ৩রা আগষ্ট ৫৵০।

ইলেট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ১৭৸০ ৩১শে (প্রোফ) ১৬।৵০ ১৩॥৵০, ১৩।৵০, ১লা আগষ্ট (অর্ডি) ১৮।০। কটক ইলেট্রিক ২৮শে জুলাই ২৩।৵০। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক ২৮শে জুলাই ২৩।৵০। আপার যমুনা ২৮শে জুলাই ১০৲ ১০৴ ১০।৲ ৩১শে ৯৸৵ ১০৲। পাটনা ইলেকট্রিক ২১শে জুলাই ১৫।০। জব্বলপুর ইলেকট্রিক ১লা আগষ্ট ১২।০ ২রা আগষ্ট ১২॥০ ১২৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ষ্টীল ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ৫৲ ৫। ৪৸৶ ৪৸৵, ৩১শে জুলাই (অর্ডি) ৪৸ ৪৸৵ ৫৲, ১লা আগষ্ট (অর্ডি) ৫৲ ৫৵, ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ৫৲ ৫৵, ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ৫৲ ৫৵, ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ৪৸৵। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ২৮শে জুলাই ২৪।৴ ২৪।৶ ২৪॥৵ ২৪৸৵ ২৪।৴ ২৪॥৵ ২৯শে জুলাই ২৪॥৵ ২৪৸৵ ২৪॥৴, ৩১শে জুলাই ২৪॥৶ ২৪॥ ২৪॥৴ ২৪৸৴ ২৫৴ ২৪৸৶ ২৪৸। ১লা আগষ্ট ২৪॥৵, ২রা আগষ্ট ২৪৸৴ ২৪॥ ২৪৲ ২৪৴ ২৪৸৵ ২৩৸৴ ২৸ ২৪৵২৩৸ (প্রেফ) ৯৪৲, ৩রা আগষ্ট ২৩৸৴ ২৩৸৵ ২৪৵ ২৪। ২৪।৵ ২৪৶ মার্সালস্ ২৮শে জুলাই ১।৴ ১।৵ কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ৬৮৲ ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েল কষ্টিং ৩১শে ৭৵ ষ্টীল কর্পোরেশন ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ১২॥৴ ১২৸৴ ১২॥ ১২৸ ১২॥৵ ১২॥৶ ১২।৵ ১২॥৵ ১২৸৵ ১২॥৴ ১২॥ (প্রেফ) ৯৩৲ ৯৪৲, ২৯শে (অর্ডি) ১২॥ (প্রেফ) ৯৩॥, ৩১শে—(অর্ডি) ১২৸৴ ১২৸৵ ১২॥ ১২॥৴ (প্রেফ) ৯৩৲ ৯৩॥, ১লা আগষ্ট (অর্ডি) ১২॥ ১২৸ ১২॥৴, ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ১২।৶ ১২৶ ১২৸ ১২।৴ ১২॥৴ ১২।৴, ৩রা আগষ্ট (অর্ডি) ১২।৵ ১২॥৵ ১২।৴ ১২।৶ ১২॥৵ ১২।৶।

চিনির কল

বস্তি ২৮শে জুলাই ১৮১৲; বুল্যাণ্ড ২৮শে জুলাই ১২৸৴০, ৩১শে জুলাই ১২৸৵ ১৩৵ ১২৸৴; কেরু এ্যাণ্ড কোং ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ১০৲, ১লা আগষ্ট (অর্ডি) ১০৵, ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ১০৲ ১০।০, ৩রা আগষ্ট ১০৲ ১০।০; চম্পারন ২৮শে জুলাই ১২৲ ১২।০ ১২॥০; রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ৭।০ ৭॥০; মহাস্বস্তিকা ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ৯৪॥০; প্রতাবপুর ২৮শে জুলাই (অর্ডি) ৬॥০ ৩৸০ (প্রেফ) ১৪।৵ ১৪।০ ১৪৲; ৩১শে জুলাই (অর্ডি) ৬॥০, ১লা আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৵, ৩রা আগষ্ট (অর্ডি) ৬৸০ (প্রেফ) ১৪॥০; রেজা ২৮শে জুলাই ১২।০ ১২।৵ ১২৴ ২৯শে জুলাই ১২॥০ ১২৲, ১লা আগষ্ট ১৪৵, ৩রা আগষ্ট ১২৵; সমস্তিপুর ২৮শে জুলাই ৬।০; সাউথ বিহার ১লা আগষ্ট (অর্ডি) ১৮।৴০।

চা বাগান

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৮শে ৭।০, ১লা আগষ্ট ৭।০, ৩রা ৭॥০। সারু গাঁ ২৮শে ৮৲ ৮।০। ডিমাকুসি ২৯শে ২২৲ ২২।০। দৌড়াবেড়া ৩রা ৮৸৴। কোদালা ২৯শে ১৩॥৯। নাগলছিল ২৯শে ১০৲। বিশ্বনাথ ৩১শে ২১॥০ ২৪৸০। ৩রা আগষ্ট ২১॥০। বড় পুকুরি ৩১শে ৭।০ ৭॥০। ১লা আগষ্ট ৭।০ ৭॥০ ঢেলাখাট ৩১শে ২৩৲। ইষ্টার্ণ কাছাড় ৩১শে ৭৲ ৭।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩১শে ৭৵ ৭।৵ ৭৲। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ১লা ১৯৪৲। গঙ্গারাম ৩১শে ৩১০৲ ৩১২৲ জুটলীবাড়ী ৩১শে ১৪।৵ ১৪॥৵ টিরিয়াহয়নাথ ২রা আগষ্ট (প্রেফ) ৬৲ ৬৸০ পাত্রকোলা ৩১শে ৮২৫৲। ১লা আগষ্ট ৭৯০৲। রুপছেড়া ৩১শে ৪৸৵ টুকভার ৩১শে ৮৲। আমলকি ১লা আগষ্ট ৪৪॥০ ৪৫॥০। লুবা ১লা আগষ্ট ২।৵ ২।৴ ২।৶। মহীমা ১লা আগষ্ট (প্রেফ) ১০৸ ১১৲। রাজনগর ১লা আগষ্ট ৪৸৵ ৫৲ তেজপুর ১লা আগষ্ট (অর্ডি) ৫॥০।

বিবিধ

ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট ২৮শে ৬৸০ ৭৲; ২৯শে ৬৸০; ৩১শে ৭৲ ৭।০ রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ২৮শে (প্রেফ) ১২৬৸০ ইণ্ডো বর্মা পেট্রোলিয়ান ২৮শে (প্রেফ) ১২৬৲ টাইড্ ওয়াটার অয়েল ২৮শে ১২॥০ ২৯শে ১৩৲; ১লা আগষ্ট ১১৸০ বেঙ্গল পেপার ২৮শে ৬৯॥০ ৭০৲ ২৯শে (অর্ডি) ৬৯৲ ওরিয়েণ্ট পেপার ২৮শে অর্ডি ৪৸৴ ৪৸৵ ৩১শে ৪৸৵।

টিটাগড় পেপার ২৮শে (এ অর্ডি) ১১৸০ ১২৲ ১১॥৵ ২৯শে (এ অর্ডি) ১১॥৵ ১১৸৶ ৩১শে (২য় প্রেফ) ১০৬৲ ১০৭৲, ১লা আগষ্ট (এ অর্ডি) ১২৵, ২রা (অর্ডি) ৩৸০, ৩রা (বি অর্ডি) ১১॥৵ ১১৸০। বেঙ্গলষ্টীম সিপ ২৮শে (অর্ডি) ২৩৫৲ ২৩৬॥০। মেদিনীপুর জমিদারী ২রা আগষ্ট ৫৭৲। রাবার টিম্বার ২৬শে ১৫।০ ১৫॥০ তালে ১৫৲। ইণ্ডিয়া ২৯শে (অর্ডি) ৯০৲, ৩১শে (অর্ডি) ৮৮৲ ২রা আগষ্ট (অর্ডি) ৮৬৲। বি, আই, কর্পোরেশন ৩১শে (অর্ডি) ২॥৵ (প্রেফ) ১৫০৲ ১৫১৲, ১লা আগষ্ট ২।৵ ২॥০, ২রা আগষ্ট ২।৶ (প্রেফ) ১৪৯॥০ ১৫১৲ ১৫২৲, ৩রা আগষ্ট (অর্ডি) ২।৵ ২।৴ (প্রেফ) ১৫১৲ ১৫২।

পাটের বাজার

কলিকাতা ৫ই আগষ্ট

এ সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের একটা সুস্পষ্ট নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৯শে জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে বাজারে পাটের দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৩৭৷৶ আনা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৩৬৷৶ আনা ছিল। গত ২রা আগষ্ট তাহা যথাক্রমে ৩৬৸ আনা ও ৩৫৸৶ আনা দাঁড়ায়। ৩রা আগষ্ট দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৩৭ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অন্ত বাজারে দরের হার ৩৫৷৷/ আনার বেশী উঠে নাই। অপরদিকে তাহা নিম্নে ৩৫/০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দরের হার উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৩১শে জুলাই	৩৬৸৶	৩৬।০	৩৬৷৷৶০
১লা আগষ্ট	৩৬৸০	৩৬।০	৩৬৷৷৶০
২রা আগষ্ট	৩৬৸০	৩৫৸৶০	৩৬৶০
৩রা আগষ্ট	৩৭৲	৩৬৶০	৩৬৸৶০
৪ঠা আগষ্ট	৩৬৸০	৩৫।০	[illegible]।০
৫ই আগষ্ট	৩৫৷৷/০	৩৫/০	৩৫৵/০

এসপ্তাহে পাটের দরের হার যেরূপ নামিয়া গিয়াছে তাহাতে বাজারে খুবই নিরুৎসাহ ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারে পাটের ভালরূপ চাহিদা কিছুই দেখা যাইতেছে না। অথচ মফঃস্বল হইতে বেশী পরিমাণ পাট আমদানী হইতেছে। স্থানীয় পাটকলওয়ালারা ভবিষ্যতে কম দামে পাট কিনিবার আশায় বর্ত্তমানে পাট কিনা একরূপ বন্ধ করিয়াছে। বিদেশে রপ্তানীর জন্যও পাট তেমন কিছু খরিদ করা হইতেছে না। যেমন অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা আবশ্যক মুরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও কম দেখা যাইতেছে। এবারের উৎপন্ন নূতন পাটের পরিমাণ শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে নানাজনে নানারূপ অনুমান করিতেছেন। তবে এবার ১ কোটি ১০ লক্ষ বেল হইতে ১ কোটী ৩০ লক্ষ বেল পাট হইবে বলিয়াই সাধারণের ধারণা। এবার পাটের চাহিদা ৯৫ লক্ষ বেলের বেশী হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান যে এবার অধিক হইবে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। আর তাহার ফলে বাজারে পাটের দামও নামিয়া যাইতেছে। থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় তাহাতে কাঁচা পাটের দাম কমিয়া যাওয়ার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

এ সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হইয়াছে। আসাম প্রদেশে পূর্ব্বেই বন্যার সূচনা দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে প্রচুর বারিপাত হওয়ায় আসামে ত বটেই পূর্ব্ব বাঙ্গলার নানাস্থানেও নদীর জল অতিরিক্তরূপ বাড়িয়া গিয়া প্লাবনের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে অনেক স্থানে নূতন পাটের ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। যদি নূতন পাট কাটিবার আগে তাহা কতক পরিমাণও নষ্ট হইয়া যায় তবে এবারে পাটের মোট উৎপাদন অনুমিত পরিমাণের তুলনায় হয়ত কিছু কম হইতে পারে। এই সম্ভাবনাই এ সপ্তাহে বাজারে পাটের নিম্নগতি প্রতিরোধ করিতে কতক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। নতুবা পাটের দাম বর্ত্তমানের তুলনায় আরও নামিয়া যাইত সন্দেহ নাই।

গত ২৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বল হইতে মোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় মফঃস্বল হইতে পাট আমদানী হইয়াছিল ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল।

আলগা পাটের বাজারে দাম পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে পাট কলওয়ালারা মাত্র সামান্য পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। গত ২৮শে জুলাই বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ৭ টাকা ছিল। গতকল্য তাহা বাজারে তাহা কমিয়া ৬৸০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট ক্রয় করে নাই। গতকল্য বাজারে আগষ্ট মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দাম ৩৫৷৷ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

গত ১লা আগষ্ট হইতে পাটকলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজের সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও থলে ও চটের বাজারে নিতান্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত ২৮শে জুলাই বাজারে ৯ পোটার চটের দর ৮৷৶ ও ১১ পোটার চটের দর ১১৸৶৬ পাই ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৮৷ আনা ও ১০৷৷৶ আনা দাঁড়ায়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে তুলার বাজ একটা অনিশ্চিতভাব দেখা দিবার পর তুলার বাজারের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্য উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পায়। জাপানী কমিশন হাউস হইতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আশানুরূপ আলোচনা চলে। এতদ্ব্যতীত গুজরাট ও কাথিওয়ারের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহে অনাবৃষ্টির সংবাদেও বাজারের উন্নতির অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমেরিকার তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহেও প্রতিকূল আবহাওয়ার সংবাদে আমেরিকার বিভিন্ন কটন এক্সচেঞ্জে তুলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু বেসরকারী ভাবে এরূপ অনুমিত হইতেছে যে বর্ত্তমান বৎসরে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

বিগত কয়েকদিন হইল আমেরিকার তুলার বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। তুলার চলতি মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার বাজার সমূহে ভাল কারবার হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে অক্টোবরের দরের কিছু তারতম্য দেখা দিবার ফলে কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ ইতস্ততঃ করে। এতদ্ব্যতীত তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অপরদিকে জাপানের সহিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া স্থির হওয়াতেই বাজারে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। জাপানি তুলা রপ্তানী সম্পর্কে শুল্ক ধার্য্যের সম্ভাবনা আছে বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যান্য দেশের সহিত দ্রব্য বিনিময়ের ব্যবস্থাও হইতে পারে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নিউ-ইয়র্কের বাজারে মিডলিংস্পট ৯·৮১ সেণ্টে বাজার বন্ধ হয়। অক্টোবর এবং ডিসেম্বরের দর যথাক্রমে ৯·১৬ সেণ্ট এবং ৮·৯৭ সেণ্ট ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ৯·৬৮, ৮·৯৩ এবং ৮·৭৪ সেণ্ট ছিল। লিভার পুলের বাজারে মিডলিং স্পটের দর ৫·২৯ পেনীতে অপরিবর্ত্তিত ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

তারিখ	বোরোচ জুলাই-আগষ্ট	ওমর ডিসে-জান্নু	বেঙ্গল ডিসে-জান্নু
জুলাই ২৮	১৫৫৲	১৪৩৸৵০	১১৮৷৷০
,, ২৯	১৫৪৸৵	১৪৩৸০	১১৫৷০
,, ৩১	১৫৭৷০	১৪৩৸০	১১৯৷৵
আগষ্ট ১	—	—	—
,, ২	১৫৭৸	১৪৫৷০	১১৯৲
,, ৩	১৫৭৲	১৪৪৷০	১১৭৲
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৪৯৵	১৪৮৲	১২২৷৵
দুই বৎসর পূর্ব্বে	১৯২৲	১৮৭৲	১৫৫৸০

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কারণে সূতার বাজারে একটা অনিশ্চিতভাব বিরাজ করে। এবং এইজন্য ব্যবসায়ী এবং মিলসমূহের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে। চীন দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে চীনদেশীয় মিহিসূতার মূল্য সাংহাই এর বাজারে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। এই মূল্যে কিছু অগ্রিম কারবারও সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। জাপানী সূতার মূল্য যদিও সেরূপ হ্রাস পায় নাই তবে এরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চীনদেশীয় সূতার সহিত প্রতিযোগিতায় জাপানী সূতার মূল্য যথেষ্ট কম করিতে হইবে। সুতরাং ব্যবসায়ীগণ এবং মিলওয়ালাগণ বর্ত্তমান বাজার দরে উহাদের মজুদ সূতা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পড়তি বাজারে স্বভাবতঃই বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ক্রেতাগণ অল্প মূল্যের সূতা ক্রয় করিবার আশায় বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে মাত্র। ভারতীয় সূতার মূল্য বস্তুতঃ হ্রাস না পাইলেও কারবার বিশেষ নিয়ন্ত্রিত আছে। দক্ষিণ ভারতের সংবাদে জানা যায় উক্ত অঞ্চলের মিলসমূহ আরও মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিবারও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিক সমিতির মধ্যে সূতা এবং কাপড়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা সম্পর্কে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যে কোন উন্নতি হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে সূতার বাজার সম্পর্কে আশা ভরসার কিছু নাই।

বিলাতী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার কিছু নাই। ভারতের বিভিন্ন বাজারে বিলাতী সূতা মজুদ পরিমাণ নগণ্য। মূল্যের আধিক্য হেতু ম্যাঞ্চেষ্টার সূতার কোন নূতন কারবার সম্ভব হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—চীন দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে জাপানী সাংহাই সূতার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। চীনের কতিপয় মিল অতিশয় অল্প মূল্যে সূতা বিক্রয় করিতেছে। বাজারের অনিশ্চয়তার ফলে অল্প মূল্য সত্ত্বেও কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। একগুণ ও তিনগুণ জাপানী এবং সাংহাইএর সূতার মূল্য অসম্ভব হ্রাস পইয়াছে।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহেও এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের মূল্য অপরিবর্ত্তিত আছে। আগামী দুএক দিনের মধ্যেই কয়েকখানি জাহাজে বিস্তর পরিমাণ ইটালীয় সূতা আমদানী হইবে। জাপানী সূতার মূল্য ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে অতিশয় সতর্কতার সহিত কারবার হইবার ফলে উহার মজুদ পরিমাণ দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কাপড়

কলিকাতা, ৪ঠা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে আরও অবনতি দেখা দিয়াছে। নূতন কোন কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের যদিও কোন আগ্রহ ছিল না তবে সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টি হইবার জন্য কাপড়ের বাজারে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। স্থানীয় বাজারের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে এবং ব্যবসায়ীগণ কিছুদিনের জন্য কোন নূতন কারবার বন্ধ রাখিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। মিল সমূহ উৎপাদন হ্রাস করিয়া ব্যয় সঙ্কোচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। ইহা হইতেই কাপড়ের বাজারের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মরশুম উপযোগী কারবার বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতি সম্প্রতি এক সভায় কাপড়ের বাজারের দুরবস্থা এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালার মিল সমূহের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় সম্পর্কে উল্লেখ করিবার কিছুই নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার সরবরাহ করিতেই উক্ত স্থানের মিল সমূহ আবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করিবার ফলে এই শ্রেণীর কাপড়ের নূতন কারবার বৃদ্ধি পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। দেশী কাপড়ের বাজারে খুব সামান্য কারবার হইয়াছে। অপর পক্ষে জাপানী মিলসমূহ যে কোন দরে কাপড় আমদানী করিয়া বাজারের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী গিয়াছে। মিল সমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্য ২৷৵ হইতে ২৸০ আনা দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণি বস্তা খৈল (বস্তার মূল্য ৷০ আনা সহ) ৫৸০ হইতে ৬৲ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যেই উহার চাহিদা নিবদ্ধ আছে।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিল সমূহ এই শ্রেণীর খৈলের জন্য প্রতিমণে ১৸৵ হইতে ২৲ টাকা দর দিতেছে। আড়তদারগণ উহা প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার মূল্য ৷০ আনা ধরিয়া) ৪৷ আনা হইতে ৪৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগনের মধ্যেই উহা বিক্রয় হইতেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট

এসপ্তাহে লণ্ডণ ও বোম্বাইয়ের বাজারের সোনার দরের হার অনেকটা স্থির হারেই বলবৎ ছিল। গত ২৯শে জুলাই লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৬¼ পেনী। ৩১শে জুলাই হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্যও বাজারের ঐ হারই বজায় আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৯শে জুলাই প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল ৩৭৵৯ পাই। আজ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৮শে জুলাই প্রতি ভরি পাকা সোনার দর ৩৬৸৵৬ পাই, বড়ালবার ৩৬৷৵৬ পাই ও গিনি ২৩॥৵৯ পাই ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৷৵৬ পাই ও ২৩॥৵৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

রূপার বাজারে এসপ্তাহে নূতন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। দামের হার পূর্ব্বেই অনেকটা নিম্নে নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের হার গত সপ্তাহের দরের কাছাকাছিই উঠানামা করিয়াছে। গত ২৯শে জুলাই লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পষ্ট রূপার দাম ছিল ১৬⅞ পেনী। ৩১শে তারিখ তাহা ১৬১৫/১৬ পেনী হয়। ১লা আগষ্ট বাজার ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ২রা আগষ্ট তাহা হয় ১৬১৫/১৬ পেনী। অদ্য বাজারে তাহা ১৬১৫/১৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৯শে জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৪৫৷৴ আনা। ৩১শে তারিখ তাহা ৪৫৷৵ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২রা আগষ্ট তাহা ৪৫৷৴ আনা হয়। ৩রা তারিখ তাহা নামিয়া ৪৪৸৵ দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে তাহা পুনরায় ৪৫৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৮শে জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৪৫৷ আনা ও ঐ খুচরা দর ৪৫॥৴ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪৫৷৵ আনা ও ৪৫॥৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউলের বাজার

রেঙ্গুনের বাজার :—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর ছিল।

থানানটো :	মূল্য
সেপ্টেম্বর	২২২॥
অক্টোবর	২৩০৲
নবেম্বর	২২৯৲
ডিসেম্বর	২২২৲-২২৩৲
চল্‌তি দর	২২৯৲
আতপ :	
মোটা	২১৭৲-২২০৲
সরু	২২৭৲-২৩০৲
টেবিয়ান	২৪৭৲-২৫২৲
সুগন্ধি	২৪৭৲-২৫৫৲
মাগুালো	২৫৩৲-২৬২৲
ভাঙ্গা	১৯০৲-১৯৫৲
সিদ্ধ :	
লম্বা	২৫৫৲-২৫৫৲
মিলচর	২৫০৲-২৫০৲
সুঃ সিদ্ধ	২৪২৲-২৪৫৲
ভাঙ্গা	২০৫৲-২১০৲
ধান :	
নাসিন শ্রেণী	৯১৲-৯৩৲
মাঝারি	৯২৲-৯৪৲

গত ২৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৩৯ হাজার ৬৭০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৯ হাজার ২৬৮ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহের ৮নং নীলামে মোট ২৪ হাজার ৩২০ বাক্স রপ্তানীযোগ্য চা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে ২১ হাজার আটশত বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে যথাক্রমে ১৬ হাজার ৭১৮ বাক্স এবং ২২ হাজার ৩১৪ বাক্স চা বিক্রয় হয়। আলোচ্য নীলামে দার্জ্জিলিংএর চা আরও আমদানী হয় ইহা উহার ধরণ ভাল ছিলনা। আসাম জাত চায়ের ধরণ আরও খারাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে এবং উহার মূল্যেরও অবনতি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উন্নত ধরণের ডুয়ার্স জাত চায়ের আমদানী হইয়াছে। এই শ্রেণীর চা প্রতিযোগিতা মুলক দরে বিক্রয় হইয়াছে। টিপি শ্রেণীর চায়ের চাহিদা হ্রাস পায় এবং উহার মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পায়। কোন কোন স্থলে পাউণ্ড প্রতি চারি আনা পর্য্যন্ত মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান নীপামে পাতা চা এবং পরিস্কার গুড়া চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে। খারাপ ধরনে চায়ের কোন প্রকার চাহিদা ছিল না।

আলোচ্য নীলামে ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নীলামে সবুজ চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের হারে অপরিবর্ত্তীত ছিল। ভাল লিকার জাতীয় চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকার চায়ের তেমন চাহিদা ছিল না।

৮ নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

রপ্তানীযোগ্য

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	২১, ৮০৭	১৬,৭১৮	২২১৩৪
গড়পড়তা দর	॥৵৫	॥৵১	॥৶৯

ভারতে ব্যবহারোপযোগী

	গুড়া		অন্যান্যশ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত	৮, ১৩৭	৮,০৮৮	৫,৬৭৭	৭,২৫২
গড়পড়তাদর	।০	।৮	।১	।৫

লণ্ডনের বাজার

গত ৩১শে জুলাই লণ্ডনে ভারতীয় চায়ের যে নীলাম হয় তাহাতে মোট ২২ হাজার ৪ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। টি, পি এবং অন্যান্য ভাল শ্রেণী চায়ের চাহিদা ভাল ছিল। মূল্যও ভাল গিয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর চায়ের মুল্য চড়া গিয়াছে।

আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মুল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৩'৪৬ পেনী স্থলে ১৩'৪৭ পেনী ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য আলোচ্য নীলামে ১২'৬৩ পেনী গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১২'৮৫ পেনী ছিল।

কর্পূরতলায় নুতন চিনির কল

প্রকাশ কপুরতলার ৮ মাইল দুরবর্ত্তী হামিরা নামক স্থানে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। এই কলে দুই হাজার টন চিনি তৈয়ার করা সম্ভবপর হইবে।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৩৯ | ১৫শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৭১-৪৭২	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৭৮-৪৮২
বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ	৪৭৩	পুস্তক পরিচয়	৪৮৩
বাঙ্গলায় লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবসা	৪৭৪	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪৮৪-৪৮৫
ইংলণ্ডে জীবন বীমার ব্যবসা	৪৭৫	মত ও পথ	৪৮৬
কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন	৪৭৬-৪৭৭	বাজারের হালচাল	৪৮৭-৪৯৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

ডাঃ লাহার অভিভাষণ

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্শের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উহার সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা যে সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধেই সমধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। উহা খুবই স্বাভাবিক। কেননা ভারতবর্ষে ভারতবাসীর মূলধন ও চেষ্টায় যত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার মধ্যে বস্ত্রশিল্পের স্থান সর্ব্বোচ্চে। এই শিল্পে ভারতবাসীর সবচেয়ে অধিক পরিমাণ টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে কৃষির পরেই দেশের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক প্রতিপালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বহুবিধ ঘটনা পরম্পরায় এই শিল্পের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি কল টিকিয়া থাকিবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ লাহা বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা অতি সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সব সমস্যা সম্বন্ধে আমরাও 'আর্থিক জগতের' বিভিন্ন সংখ্যায় দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। ডাঃ লাহা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান বিপদে এই শিল্পকে যথোচিতভাবে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকারকে আহ্বান করিয়াছেন এবং কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া গেলে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বস্ত্রশিল্পের বিপদে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দাবী করিবার পেছনে আরও একটি যুক্তি রহিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রাজস্বে ৫৫ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে মনে করিয়াই ভারত সরকারের অর্থসচিব এই ক্ষতি পূরণার্থ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী তুলার উপর শুল্কের হার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সাল সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বে কোন ঘাটতি হইবে না। বর্ত্তমান ১৯৩৯-৪০ সালেও ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগে আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী দেখা যাইতেছে। অত্রাবস্থায় ভারত সরকার যদি বিদেশ হইতে আমদানী তুলার উপর বর্দ্ধিত শুল্ক উঠাইয়া দেন তাহা হইলে ভারত সরকারকে কিছুই বেগ পাইতে হইবে না—অথচ উহার স্থলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কতকটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার ডাঃ লাহার প্রস্তাবমত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে সাহায্য করিবার ব্যাপারে অগ্রসর হইবেন—উহাই আমরা আশা করিতেছি।

চিনির মূল্যের ভবিষ্যৎ

গত মে মাসে কলিকাতায় ভারতীয় চিনির পাইকারী মূল্য প্রতি মণে গড়ে ১২।৵৩ পাই পর্য্যন্ত চড়িয়া গিয়াছিল। উহার

ফলে ভারতের বাজারে জাভার চিনির আমদানী অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায় এবং এজন্য চিনির মূল্য বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে এই মূল্য আরও হ্রাস পাইবে কি না এবং হ্রাস পাইলে কতদূর পর্য্যন্ত হ্রাস পাইবে তাহা লইয়া বর্ত্তমানে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে গত বৎসর ভারতবর্ষে চিনির কলসমূহে এবং খান্দসারি প্রথায় মোটমাট ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৪৮ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার উপর জাভা হইতে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি আমদানীর জন্য ইতিমধ্যেই অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উহা ছাড়া বৎসরের প্রথমে ৭৪ হাজার ৯৩৮ টাকার চিনি মজুদ ছিল। সুতরাং এবার বাজারে ১২ লক্ষ টনের মত চিনির জোগান হইবে। কিন্তু এখনও চিনির যে প্রকার চড়া দর রহিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে দেশে ১০ লক্ষ ৫ হাজার টনের বেশী চিনির কাটতি হইবে না বলিয়া ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট মনে করেন। সুতরাং জাভা হইতে বেশী পরিমাণ চিনি আমদানীর জন্য আর যদি অর্ডার না দেওয়াও হয় তাহা হইলেও এবার চাহিদার তুলনায় চিনির জোগান বেশী হইবে। অত্রাবস্থায় ভবিষ্যতে চিনির মূল্য আরও কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য সুগার সিণ্ডিকেট বর্ত্তমানে যাহাতে বাজারে আস্তে আস্তে চিনির সরবরাহ হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু উহারা চাহিদা ও জোগানের প্রভাব কাটাইয়া চিনির মূল্যের নিম্নগতি রোধ করিতে কতটা সমর্থ হইবেন তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

টাটা কোম্পানীর বিরোধের নিষ্পত্তি

ভারতবর্ষের শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ বরাবর এরূপ অভিযোগ করিয়া আসিতেছে যে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টসমূহ শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধে শ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। সম্প্রতি টাটা কোম্পানীর সহিত উহার মজুরদের বিরোধ সম্পর্কে কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং স্বনামখ্যাত জন নায়ক পণ্ডিত জওহরলাল যে সালিশী নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার পর শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর এই ধরণের অভিযোগ করিবে না—তাহাই আমরা আশা করিতেছি। এই নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষভাবে কেবল উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাই হয় নাই—যাহাতে মালিকদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার কার্য্য না হয় তজ্জন্য শ্রমিক নেতাগণকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বরাবর একথা বলিয়া আসিতেছি যে ভারতবর্ষের মত দেশ—যেখানে এখনও শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই এবং যেখানে গবর্ণমেণ্টের নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে কোনওরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে শ্রমিকদের তরফ হইতে নানাপ্রকার অসম্ভব দাবী উপস্থিত করা এবং শ্রমিকগণকে ধর্ম্মঘটে প্ররোচিত করা দেশের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর। এই বিষয়ে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট-সমূহ বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন এবং অযথা ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের শিল্পপ্রচেষ্টা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। উহার ফলে অনেকক্ষেত্রে মালিকদের কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু এই চেষ্টাকে শ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব বলিয়া নিন্দা করিবার কোন হেতু নাই। যাহা হউক কংগ্রেস যে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনষ্ট করিতে চাহে না এবং শ্রমিক ও মালিক উভয়ের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিতে কংগ্রেস যে উৎসুক তাহা টাটা কোম্পানীর সালিশী নিষ্পত্তির মধ্য দিয়া আর একবার প্রমাণিত হইল।

পৃথিবীর বাণিজ্যের অবস্থা

রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে গত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে 'রিভিউ অব ওয়ার্লড ট্রেড' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিরাশ হইবেন। গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যত টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান হইয়াছিল ১৯৩৮ সালে তাহার তুলনায় শতকরা ১২ টাকা কম মূল্যের পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদান হইয়াছে—উহাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত। আরও আশঙ্কার কথা এই যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য টাকার হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ মাত্র হ্রাস পাইয়াছে—কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আদান প্রদানের জন্য টাকার হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ৮ ভাগ। ভারতবর্ষের পক্ষে বিশ্ববাণিজ্যের এই অবনতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাঙ্গলা দেশের পাট এবং পাটজাত থলে ও চটের কাটতি বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির উপরই নির্ভরশীল। চা, তুলা, চামড়া, তৈলবীজ প্রভৃতি অন্যান্য যে সমস্ত জিনিষের মারফতে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অর্থাগম হইয়া থাকে এবং যে সমস্ত জিনিষের বিক্রয়ের উপর ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্য নির্ভর করে সেই সব জিনিষের চাহিদাও বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এই সব জিনিষের চাহিদার উপর ভারতীয় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও নির্ভর করিতেছে এবং এই ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরই ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর। ভারতীয় রেল বিভাগ, শুল্ক বিভাগ প্রভৃতির আয়ও জগতের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং ভারতীয় কৃষি, শিল্প, সরকারী রাজস্ব—এক কথায় ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বিশ্ববাণিজ্যের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় যে ভাবে বিশ্ববাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে তাহার কুফল ভারতবর্ষের উপরও পতিত হইয়াছে। এই বৎসরের শেষ ভাগে অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের প্রথম তিন মাসে পুনরায় বিশ্ব-বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ নহে। অবশ্য বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে গত বৎসরের এই তিন মাসের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী এই উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উহা ১৯৩৮ সালের শেষভাগে বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির ফল বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে বিশ্ববাণিজ্যের যে প্রকার অবনতি দৃষ্টি গোচর হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

পাট সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতির মর্ম্ম হইতেছে যে (১) চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়া যাহাতে পাটের মূল্য কমিয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার প্রত্যেক বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের শেষে মজুদ পাট এবং আগামী বৎসরে সমগ্র জগতে পাটের সম্ভাবিত চাহিদা বিবেচনা করিয়া মোট কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির করিবেন এবং কৃষকগণ যাহাতে এই পরিমাণের বেশী পাটের চাষ করিতে না পারে তজ্জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিবেন (২) আগামী চৈত্র মাসে পাটের চাষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন (৩) আসাম ও বিহারে অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়া যাহাতে বাঙ্গলার পাটের বাজার দাবাইয়া দিতে না পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়ে উক্ত প্রদেশসমূহের গবর্ণমেন্টের সহিত একটা বুঝাপড়া করিবেন (৪) পাটের চাষ কমাইবার জন্য যে জমি খালি হইবে তাহাতে অন্য কি প্রকার অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা যায় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কৃষকগনকে উপদেশ দিবেন (৫) গবর্ণমেন্ট পাটের মাপ ও ওজনের সমতাসাধন এবং পাট বিক্রয়ের জন্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ বাজারের প্রতিষ্ঠা করিবেন (৬) প্রত্যেক বৎসরে উৎপন্ন সমগ্র পাট যাহাতে একসঙ্গে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া বাজার দাবাইয়া দিতে না পারে তজ্জন্য স্থানে স্থানে লাইসেন্স করা পাটের গুদাম প্রতিষ্ঠার বিষয়েও গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন (৭) কাঁচা পাট এবং চট বিকিকিনির জন্য কলিকাতায় যে সমস্ত ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহাদের কার্য্যকলাপ যাহাতে পাটচাষীর ক্ষতিজনকভাবে পরিচালিত না হয় তজ্জন্য বিধিব্যবস্থার পরামর্শ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন (৮) যতদিন পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থ পাটের ফাটকা বাজারসমূহে প্রতি বেল পাট যাহাতে ৩৬ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় না হইতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। চটের ফাটকা বাজারেও যাহাতে একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্যে চট বিকিকিনি হয় তজ্জন্যও গবর্ণমেন্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন (৯) মফঃস্বলেও একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্যে যাহাতে পাট বিক্রয় হইতে পারে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন।

পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। পাট তদন্ত কমিটীর সময় হইতে বহু ক্ষেত্রে বহু ব্যক্তি উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পাটের মধ্যে ইউরোপীয় বণিকদের কোটী কোটী টাকার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং বাংলার পাট চাষীগণকে পাটের জন্য নামমাত্র মূল্য দিয়া ইউরোপীয় চটকলওয়ালা এবং পাট রপ্তানীকারকগণ এতদিন পর্য্যন্ত দুই হাতে টাকা লুঠিয়াছেন। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার শাসনতন্ত্রে ইউরোপীয়দের একাধিপত্য ছিল। কাজেই তখন বাঙ্গলার পাটচাষীগণ যাহাতে উপযুক্তরূপ মূল্য পায় তৎপক্ষে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। তখন স্বেচ্ছামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ধাপ্পা দিয়াই বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার পর নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে বাঙ্গলার পাটচাষীর প্রতিনিধিদের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পিত হয়। কিন্তু গত প্রায় আড়াই বৎসর কাল ধরিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ স্থিত ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটের জোরেই বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল নিজেদের মন্ত্রীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কারণে বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট এতদিন পর্য্যন্ত পাট চাষীর ক্ষতি নিবারণার্থে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহস পান নাই। এজন্য আমরা অনেক সময়েই বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা হউক এতদিন পরে মন্ত্রীমণ্ডল সাহস অবলম্বন করিয়া পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইলেন। এজন্য বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। এই ব্যাপারে তাঁহারা দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি পাইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

বহু বৎসর ব্যাপী আন্দোলনের পর বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের নীতি মানিয়া লইয়াছেন। এই নীতি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তাহা হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রকার অসুবিধা কাটাইতে সমর্থ হইবেন উহা আমরা বিশ্বাস করি। তবে এই ব্যাপারে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের সময়ে গবর্ণমেন্ট যেন বাঙ্গলার পাট প্রধান জেলাগুলির মধ্যে কোন জেলার উপর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করেন। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বৎসর কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা হইবে তাহা যেন তাঁহারা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া স্থির করেন। পাট চাষের ব্যাপারে যদি বিশেষ বিশেষ জেলা সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে উহা লইয়া প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। আর গবর্ণমেন্ট যদি পাটচাষের জমির পরিমাণ নির্ণয়ের কালে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ করিবার ব্যবস্থায় সম্মতি দেন তাহা হইলে পাটের মূল্য উপযুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হইবে না। শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা তদ্বির করিয়া এই ব্যাপারে মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রভাবিত করতঃ বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের সুফল অনেকটা নষ্ট করিয়া দিতে পারে আশঙ্কাতেই আমরা এই কথা বলিতেছি।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বাঙ্গলা সরকার ফাটকা বাজারে পাটের যে সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন তাহার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলক হিসাবে ও প্রয়োজনানুরূপ ভাবে পাট চাষ এবং লাইসেন্স করা গুদামের সাহায্য লইয়া এই পাট আস্তে আস্তে বাজারে উপস্থিত করিবার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তখন উহার প্রভাবে এখন হইতেই বাজার কিছু চড়িবার সম্ভাবনা ছিল। উহার উপর নির্ভর না করিয়া কলিকাতায় ফাটকার দর ৩৬ টাকা নির্দ্ধারিত করাতে মফঃস্বলের পাটচাষী অপেক্ষাকৃত কম দর পাইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, বাঙ্গলা সরকারের এই নূতন ব্যবস্থার প্রভাবে কলিকাতা ও মফঃস্বলে পাটের বাজার কিরূপ ভাবে প্রভাবিত হয় তাহা আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাঙ্গলায় লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবসা

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র মোটর বাস ও মোটর লরী যোগে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ে কম করিয়া ধরিলেও বর্ত্তমানে এক কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবিকার সংস্থান হইতেছে। বাঙ্গলায় এইভাবে মোটর বাস ও মোটর লরী যোগে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসা প্রবর্ত্তিত হইবে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহ তাহা ধারণাও করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যাহা কল্পনার অতীত ছিল তাহাই এখন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে রাস্তাঘাটের প্রসারের জন্য একটা ব্যাপক চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই চেষ্টা যতই সফল হইতে থাকিবে দেশে মোটরবাস ও মোটরলরী যোগে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসার ততই প্রসার হইবে।

বাঙ্গলা দেশে স্থলপথে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসার এইভাবে উল্লেখযোগ্য প্রসার হইলেও আজ পর্য্যন্ত জলপথে এই ব্যবসা সম্বন্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বাঙ্গলায় ছোট ছোট নদনদীর কথা ছাড়িয়া দিলেও অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দুই শতাধিক নদনদী রহিয়াছে। এইসব নদনদীর মধ্যে অধিকাংশের উপর দিয়াই বারমাস নৌকা চলাচল হইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চালান দিবার পক্ষে এবং যাত্রী চলাচলের জন্য এই সব নদনদীই এখনও বাঙ্গলা দেশের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দেশীয় নৌকার মারফতেই এই সব নদীপথ দিয়া যাত্রী ও মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইয়া থাকে। বাঙ্গলার নদীপথ সমূহে বাষ্পীয় জলযানের প্রচলন এখনও একপ্রকার কিছুই হয় নাই বলা চলে। মোটরবাস ও মোটরলরীর প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে স্থলপথে যখন পাল্কী, ঘোড়ার গাড়ী গরুরগাড়ী প্রভৃতির মারফতে যাত্রী ও মালপত্র বহন করা হইত তখন স্থলপথের যে অবস্থা ছিল দেশের জলপথে এখনও সেই অবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। উহাতে সময় ও অর্থের বহুল অপব্যবহার ঘটিতেছে।

বাঙ্গলায় স্থলপথে বর্ত্তমানে যে ভাবে মোটর বাস ও মোটর লরীর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এবং অনেক অল্প ভাড়ায় যাত্রী ও মালপত্র বহন করা সম্ভবপর হইতেছে জলপথেও সেইরূপ ভাবে ছোট ছোট লঞ্চের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প খরচে যাত্রী ও মালবহনের কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশ এরূপ নদীবহুল যে এই প্রদেশে যাত্রী ও মালবহনের কাজে মোটর সার্ভিসের ন্যায় শত শত লঞ্চ সার্ভিসেরও প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে। যদি ব্যবসার ব্যাপক প্রসার হয় তাহা হইলে মোটর সার্ভিসের ন্যায় লঞ্চ সার্ভিসের মারফতেও বাঙ্গলা দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তির অন্নসংস্থান হইবে।

বাঙ্গলা দেশে অল্প মূলধনে কি ব্যবসা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার বিষয়ে আগ্রহান্বিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রায় সর্ব্বত্রই বিপুল পরিমাণ মূলধন লইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এক এক শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ জোট বাঁধিয়া বাজারে পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন। যাহারা সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা দেশে এমন দৃষ্টান্ত অনেক রহিয়াছে যেখানে বাঙ্গালীগণ অল্প মূলধনে এক একটী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং এই শিল্প সাফল্যের পথে অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় সামান্য মূলধন লইয়া কোন শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে। কিন্তু উপরে আমরা যে লঞ্চ সার্ভিসের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা খুব অল্প মূলধন সাপেক্ষ। অথচ এই ব্যবসা প্রতিযোগিতার ফলে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই যাঁহারা অল্প মূলধনে ব্যবসা চালাইতে চাহেন এই ব্যবসাটির প্রতি আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ১৫।২০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে লঞ্চের সাহায্যে যাত্রীবহনের ব্যবসা আরম্ভ করে তবে এজন্য একখানি লঞ্চ এবং একটী নৌকা ক্রয় করিতে তাহার ৭।৮ হাজার টাকার বেশী খরচ পরিবে না। এই সার্ভিসে ২৫ জন যাত্রী বহনের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং এজন্য প্রত্যহ যাতায়াতে ৫০ জন যাত্রীর ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়া যদি বার আনা করিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এই সার্ভিসে প্রত্যহ ৩০।৩৫ টাকা আয় হইতে পারে। ব্যয়ের দিকে এই সার্ভিসে লঞ্চ চালক ও তাহার সহকারীর বেতন, লঞ্চে ব্যবহৃত তৈলের মূল্য, লঞ্চ ও নৌকার মূল্যাপকর্ষ, লঞ্চ ও নৌকা বীমা করিবার জন্য প্রিমিয়াম, সার্ভিসের হেড অফিসের ও ষ্টেশনসমূহের পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদিতে প্রত্যহ খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ২০ টাকার বেশী ব্যয় হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ সার্ভিসে দৈনিক ১৫ টাকার মত লাভ হইতে পারে এবং এরূপ একটি সার্ভিসে নিয়োজিত মোট মূলধনের পরিমাণ যদি ১০ হাজার টাকাও ধরা হয় তাহা হইলেও উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক ৫০ টাকার মত লাভ দাঁড়াইতে পারে। অবশ্য যেখানে নদীর স্রোতবেগ খুব প্রবল সেইসব স্থানে এরূপ লঞ্চ সার্ভিস চালাইতে হইলে লঞ্চের মূল্য বাবদ ব্যয় কিছু বেশী পড়িবে এবং যেসব অঞ্চলে বৎসরের মধ্যে ৭।৮ মাসের বেশী সার্ভিস চালান যাইবে না, সেইসব অঞ্চলে লাভের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপরোক্ত ধরণের লঞ্চ সার্ভিস যে খুব বেশী লাভজনক হইবে তাহা উপরের হিসাব হইতে অনুমান করা যায়।

এরূপ ধরণের সার্ভিস চালাইতে যে মূলধনের হিসাব দেওয়া হইল তাহার অনেক কম মূলধনেও ব্যবসা চলিতে পারে। বর্ত্তমানে কোন কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী কিস্তিবন্দী হিসাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে টাকা আদায়ের সর্ত্তে লঞ্চ বিক্রয় করিয়া থাকেন। এরূপ সুবিধা পাইলে দুই হাজার টাকার মত প্রাথমিক মূলধন লইয়াই উক্ত ব্যবসা চালু করা হইতে পারে এবং লাভের টাকা হইতে ২।৩ বৎসরের মধ্যে লঞ্চের সাকুল্য মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে। মূলধন ছাড়া এই ব্যবসায়ে আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে লঞ্চ চালান এবং উহার ইঞ্জিন বিকল হইলে তাহা মেরামত করিবার মত শিক্ষা লাভ। যাহাদের এই বিষয় সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সার্ভিস প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র হইবে। কারণ লঞ্চের ইঞ্জিন বিগড়াইলে তাহা মেরামতের জন্য দূর দূরান্তর হইতে যদি ইঞ্জিনিয়ার আমদানী করিতে হয়, তাহা হইলে উহাতে কেবল যে অত্যধিক ব্যয় হইবে এরূপ নহে—উহার ফলে অনেক দিন পর্য্যন্ত সার্ভিস বন্ধ থাকিয়া ব্যবসার বহুল আর্থিক ক্ষতি

(৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইংলণ্ডে জীবন বীমার ব্যবসা

ভারতবর্ষে জীবন বীমার ব্যবসা অনেকটা ইংলণ্ডের অনুকরণে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কারণে ইংলণ্ডের জীবন বীমার ব্যবসার গতি ও প্রকৃতি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইংলণ্ডের জীবন বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সমস্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে উক্ত দেশে জীবন বীমার পরিমাণ সামান্য কিছু কমিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে 'ব্যাঙ্কার' পত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বড় বড় ৫৫টী জীবন বীমা কোম্পানীর মারফতে মোট ২৪ কোটী ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১৮৬ পাউণ্ড মূল্যের নূতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের তুলনায় উহা ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬১৩ পাউণ্ড কম। তবে এই বৎসর বড় বড় কোম্পানীগুলির মধ্যে সমস্ত কোম্পানীর কাজের পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। আলোচ্য ৫৫টি কোম্পানীর মধ্যে এই বৎসরে ৩০টি কোম্পানীর কাজের পরিমাণ কমিয়াছে এবং ২৪টি কোম্পানীর কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে 'ইকনমিষ্ট' পত্রের অতিরিক্ত সংখ্যায় ইংলণ্ডের বড় বড় ৪৮টি কোম্পানীর যে সমষ্টিগত হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালে সমস্ত কোম্পানীর মারফতে মোটমাট ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ২২ হাজার ১৩৯ পাউণ্ড মূল্যের নূতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০৫ পাউণ্ড। দেশবাসীর আর্থিক দুরবস্থা অথবা সঞ্চয়ের পন্থা হিসাবে বীমার প্রতি বিরাগ ইংলণ্ডে জীবন বীমা ব্যবসায়ের এই মন্দার কারণ নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর কাগজের সুদ কমাইয়া দেওয়াতে দেশের লোক একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা পাইবার সর্ত্তে বীমা করিবার দিকে খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে এবং উহার ফলে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে এই বর্দ্ধিত হার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে বলিয়াই ইংলণ্ডে নূতন বীমার পরিমাণ সামান্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে উহাদের দাদনী তহবিলে অর্জ্জিত সুদের হার হ্রাস। ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের বড় বড় বীমা কোম্পানীগুলির তহবিলের উপর অর্জ্জিত গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১ শিলিং ৫ পেনী কমিয়া যায়। ১৯৩৭ সালে উহা আরও ১শিলিং হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৩৮ সালে উহা আরও ২শিলিং ৯ পেনী কমিয়া গিয়া ৩ পাউণ্ড ১৮ শিলিং ৮ পেনীতে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ধার্য্য আয়করের পরিমাণ বৃদ্ধি উহার প্রধান কারণ বটে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিকিউরীটিতে দাদনীকৃত টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া এবং কলকারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে দাদনীকৃত টাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর দফায় ক্ষতি অনেকটা পোষাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে বৃটিশ বীমা কোম্পানী সমূহের তরফে সেরূপ কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই এবং বিভিন্ন দফায় উহাদের দাদনের পরিমাণ অনেকটা ১৯৩৭ সালের অনুরূপই রহিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ যুদ্ধের আশঙ্কার জন্যই এবার বৃটিশ কোম্পানী সমূহ কলকারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে দাদনীকৃত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সাহস করে নাই। নিম্নে গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে বৃটিশ কোম্পানী সমূহের সঞ্চিত তহবিলের কত অংশ কি ভাবে দাদন করা ছিল তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল।

	১৯৩৭	১৯৩৮
পলিসি ও অন্যান্য প্রকার বন্ধকে দাদন	২৩.০	২৩.৬
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি	১৭·৫	১৭·০
ভারতবর্ষ, কলোনী সমূহ এবং বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি	৭·৫	৭·১
বৃটিশ মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার	২·৮	২·৯
ভারতীয়, কলোনী সমূহ ও বিদেশী মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার	২·৩	২·১
কলকারখানার ডিবেঞ্চার	১৮·৭	১৮·৯
কলকারখানার প্রেফারেন্স ও গ্যারাণ্টিড শেয়ার	৯·৫	৯·৪
সাধারণ শেয়ার	৯·২	৯·২
বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি	৯·৫	৯·৮

দাদনী তহবিলে অর্জ্জিত সুদের হার হ্রাস ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের সম্মুখে আর একটি বড় রকম সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্কা সত্ত্বেও বৃটিশ বীমা কোম্পানী সমূহ এতদিন ধরিয়া কোনও প্রকার অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না লইয়া সর্ব্ব সাধারণের বীমা গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন যে যাহারা সামরিক শিক্ষালাভের জন্য রিজার্ভ অথবা অক্সিলিয়ারি সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবে তাহারা যদি একাদিক্রমে দেড় বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম না দেয় তাহা হইলেও তাহাদের বীমাপত্র সচল রাখিতে হইবে। এই আদেশের ফলে বীমা কোম্পানী সমূহ প্রত্যর্পণ মূল্য হইতে অথবা দাবী উপস্থিত হইলে পলিসির জন্য দেয় টাকা হইতে তাহাদের প্রাপ্য প্রিমিয়াম কাটিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে বটে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম বাকী থাকিবে ততদিনের সুদ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। অবশ্য এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করার ব্যাপারে আইনতঃ কোন বাধা নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যদি প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করা হয় তাহা হইলে দেশে বীমার প্রসারে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে এবং এইজন্য বীমা কোম্পানী সমূহ স্বভাবতঃই এই সম্পর্কে ইতস্ততঃ করিতেছে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ বৎসর বৎসর বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করে তাহার এক তৃতীয়াংশই বীমা কোম্পানীর মারফতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়

(৪৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন

(কে, এন, দালাল্—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে বহুপ্রকার কুটীর শিল্প দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু কালের আবর্ত্তনে এই সমস্ত শিল্প অবজ্ঞাত হইয়া বর্ত্তমানে মৃতকল্প অবস্থায় পতিত হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য এবং মূলধনের অভাবই এই হীনাবস্থার জন্য দায়ী। মোগল যুগে রাজদরবার এবং জনসাধারণের নিকট কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিশেষ আদর ছিল এবং শিল্পীগণও উপযুক্ত পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত হইত না। এই উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই কুটীরশিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছিল।

ঢাকাই মস্‌লীনের বৃত্তান্ত অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য্যবোধ এবং হস্তকৌশল কিরূপ উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল এই মস্‌লীন হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মস্‌লীনের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ছিল এবং রোম, মিশর, বাগ্দাদ প্রভৃতি অঞ্চলে উহা প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইত।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের (সপ্তদশ শতাব্দী) ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে বহুপরিমাণ তুলাজাত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এই সমস্ত বস্ত্রাদি স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও জাপান, হল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইত।

বাঙ্গলার রেশমশিল্প সম্বন্ধে বার্ণিয়ার নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—"বাঙ্গলাদেশে তুলা এবং রেশম উৎপাদনের পরিমাণ এত প্রচুর যে এই দুইটি পণ্যের জন্য কেবল হিন্দুস্থান কিম্বা মোগল সাম্রাজ্য নয়—পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত রাজ্যসমূহ এমন কি, ইউরোপকেও একমাত্র এই দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।" মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, মালদহ, রংপুর প্রভৃতি রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে বার্ষিক ৮৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম মুর্শিদাবাদাস্থিত রাজকীয় শুল্ক বিভাগের মারফতে বিদেশে রপ্তানী হইত।

বাঙ্গলার খেল্‌না শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে কৃষ্ণনগরের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল অতি উচ্চাঙ্গের চারুকলার পরিচয় দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জার্ম্মানী এবং জাপানের খেল্‌না আমাদের বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক এই শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে।

হস্তচালিত-তাঁতশিল্প, ইহার মূলধন সমস্যা এবং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কি ভাবে ইহার সহায়তা করিতে পারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ ইহাই আমার আলোচ্য।

হস্তচালিত-তাঁতশিল্পের ইতিহাস গৌরবময়। বিগত আদম-সুমারীতে দেখা যায়, ইহাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক জেলাতেই হস্ত-চালিত তাঁতের প্রচলন আছে। নদীয়া জেলায় শান্তিপুর এবং নোয়াখালীর চৌমুহনী প্রভৃতি স্থানের প্রায় সমস্ত অধিবাসিরই জীবিকার প্রধান উপায় এই তাঁতশিল্প এবং তাহাদের প্রায় সকলেই কোন না কোন ভাবে এই কুটীরশিল্পে নিয়োজিত আছে। মান্ধাতার আমলের অল্প মূল্যের ২১৲টি যন্ত্রপাতি নিয়াও শিল্পিগণ অপূর্ব্ব কলাকৌশল এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেছে।

বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও মফঃস্বলের লোন আফিস সমূহ এই শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিত। কিন্তু লোন আফিসের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা প্রকৃত ব্যাঙ্কিংএর পর্য্যায়ে আসে না। কোন জামীন না নিয়াই লোন অফিস সমূহ উচ্চসুদে তন্তুবায়গণকে টাকা ধার দিত। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বস্ত্রবয়নই এই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের জীবিকার একমাত্র পথ নয়। কৃষিই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। বয়ন কিংবা সুতাকাটা তাহাদের অবসর সময়ের কাজ। কাজেই ফসল মারা গেলে তাহাদের পক্ষে ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় থাকিত না এবং উহার জন্যই লোন অফিস তাহাদের নিকট চড়া সুদ দাবী করিত।

নিয়মিতভাবে সুতা পাওয়ার পক্ষে তন্তুবায়গণের যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে। কাপড়ের কল এবং তন্তুবায়গণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হইলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেক জেলাতে একটি করিয়া জেলা সমিতি স্থাপন করা উচিত। কাপড়ের কলসমূহ এই জেলা সমিতির মারফৎ সস্তা দরে তন্তুবায়দিগকে সুতা সরবরাহ করিবে। প্রথমতঃ এই জেলাসমিতি কোন ব্যাঙ্কের নিকট সুতা চাহিয়া পাঠাইবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাঙ্কই কোন না কোন একটি কাপড়ের কলের সহিত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত আছে। জেলাসমিতির আবেদনে ব্যাঙ্ক উক্ত সমিতির নিকট সুতা পাঠাইবার জন্য কাপড়ের কলের উপর নির্দ্দেশ দিবে এবং সমিতি এই সুতা তন্তুবায়দিগের মধ্যে বিতরণ করিবে।

এই প্রস্তাব কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের সাহায্যেই কার্য্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব। ব্যাঙ্কই অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে সুতা সরবরাহ করিতে কাপড়ের কলকে সম্মত করাইতে সক্ষম হইবে। জেলাসমিতির সাধারণ তহবিলে তন্তুবায়গণ চাঁদা দিবে এবং সমিতির নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে এই জেলাসমিতির শাখা থাকিবে। গুদামজাত সুতার জামীনে ব্যাঙ্ক এই সমস্ত শাখাসমিতিকে অগ্রিম টাকা দিতে সম্মত থাকিবে। অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে বিক্রীত হইলে সুতার জন্য খরিদ্দারের অভাব কখনই হইবে না। জেলা সমিতির জামীনে সুতার জন্য শাখাসমিতি সমূহকে বিল্ করিয়া সাময়িক ঋণদান সম্ভবপর হইবে। ব্যাঙ্ক এই বিল ডিস্কাউন্ট করিয়া তন্তুবায়-দিগকে অল্পকালের মেয়াদে টাকা দিতে পারিবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন এই সমস্ত কার্য্যাবলী সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসার গণ্ডী

উল্লঙ্ঘন না করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ এই দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে পারে।

সুতার জামীনে টাকা ধার দেওয়ার অনুরূপ মজুদ তৈয়ারী বস্ত্রাদির জামীনেও ব্যাঙ্ক সমূহ নিরাপত্তার সহিত দাদন করিতে পারে। তন্তুবায় সম্প্রদায় এবং কাপড়ের কলের ভিতর যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহা দূরীভূত না করিলে ইহার ফলে খুবই খারাপ হইবে। 'বাঙ্গলার কলের সূতা ব্যবহার করিব' তন্তুবায়গণ এইরূপ নিশ্চয়তা দিবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে কলওয়ালাগণেরও অঙ্গীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত হয় এরূপ বস্ত্রাদি উৎপাদন করিবেন না। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়া কলিকাতায় একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। এই কমিটি তৈয়ারী মালের বিক্রয় ব্যবস্থার জন্যও দায়ী থাকিবেন। তন্তুবায়গণকে রঞ্জন (Dyeing) পদ্ধতি শিক্ষা দিলে বিদেশেও তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রসমূহের চাহিদা হইবে। রঞ্জন শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার সমবায় বিভাগের শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাইতে পারেন। হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রাদির চাহিদা বৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন নূতন ডিজাইন প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। নিয়তই ফ্যাসানের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তন্তুবায়গণকে এই ফ্যাসানের অনুরূপ করিয়া তাহাদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার মত শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। উপরিউক্ত কমিটি হইতে জনকয়েক ডিজাইন বিশেষজ্ঞকে পল্লীঅঞ্চলে প্রেরণ করা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য এই কমিটির তত্ত্বাবধানে বাঙ্গলার বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে ডিপো স্থাপনের আবশ্যকতা আছে। লক্ষ্ণৌর আর্টস্ এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ এম্পোরিয়াম এবং বোম্বাইয়ের স্বদেশী ষ্টোর্সের দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রদেশের অনুসরণীয়। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ সরকারও হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় একটি এম্পোরিয়াম খুলিয়াছেন। কলিকাতাস্থ কমিটি বিজ্ঞাপনের সাহায্যে দেশজাত এই সমস্ত দ্রব্যাদি বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। এই প্রকার বিক্রয় ব্যবস্থায় গবর্ণমেন্টের সহানুভূতি এবং কার্য্যকরী উৎসাহ থাকিলে হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রাদির চাহিদা যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্প্রতি কিছুদিন যাবত স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দেশের লোকের বিশেষ আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং ইহাতে এই সমস্ত দ্রব্যাদির উৎকর্ষতাই প্রমাণিত হয়। গবর্ণমেন্টের ষ্টোর্স-পার্চেজ পলিসির মারফতেও সরকার এই সমস্ত শিল্পকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। জাপানে শিল্পীদের বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য কিছুই ভাবিতে হয় না। মিলে প্রস্তুত হওয়া মাত্র সেলডিপো সমূহ উপযুক্ত মূল্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া নেয়। সুইজারল্যাণ্ডের বিরাট ঘড়িশিল্প কুটির শিল্পেরই ক্রমোন্নতি। শিল্পীগণ অবসর সময়ে বাড়ীতে বসিয়াই ঘড়ির ছোটখাট কলকব্জা সমূহ প্রস্তুত করিত এবং কালক্রমে ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বর্ত্তমানের বিরাট ঘড়ির কারখানা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের প্রস্তাবিত কমিটি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এবং নূতন নূতন ডিজাইন প্রভৃতিতে তন্তুবায়গণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে কাপড়ের কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও হস্তচালিত তাঁতশিল্প অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে।

(ইংলণ্ডে জীবন বীমার ব্যবসা)

বীমার প্রসারে বিঘ্ন উপস্থিত করা হইলে জাতীয় সঞ্চয়ে বাধা দেওয়া হইবে। বীমা কোম্পানী সমূহ জাতির এই ক্ষতি সাধন করিতেও আগ্রহান্বিত নহে। মোটের উপর যুদ্ধের আশঙ্কার ফলে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহ বর্ত্তমানে এক অভূতপূর্ব্ব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই বিষয়ে উহারা গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে কি ভাবে সাহায্য পাইতে পারে তাহা লইয়া ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে নানাবিধ প্রস্তাবের আলোচনা হইতেছে।

ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে কতকগুলি কোম্পানী প্রতি বৎসরে, কতকগুলি ২ বৎসর ও ৩ বৎসর পর পর এবং কতকগুলি ৫ বৎসর পর পর উহাদের ভেলুয়েশন করাইয়া থাকে। গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বড় বড় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ১৬টি কোম্পানীর ভেলুয়েশন ফল জানা গিয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে দাদনী তহবিলের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ কোম্পানী উহাদের দেয় বোনাসের হার পূর্ব্ব হারে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। উহার প্রধান কারণ এই যে পূর্ব্বে কোম্পানী সমূহের হস্তস্থিত সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধির সময়ে উহারা উহার কোন সুযোগ গ্রহণ করিয়া বোনাসের হার বর্দ্ধিত করে নাই। ফলে উহাদের মজুদ তহবিলের যে অংশ "গুপ্ত ভাবে" সংরক্ষিত ছিল তাহা দ্বারাই বর্ত্তমানের ক্ষতি পোষাইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ যে সময়ে এদেশে কোম্পানীর কাগজের মূল্য এক প্রকার চরম সীমায় রহিয়াছে সেই সময়েও অনেক বীমা কোম্পানী হস্তস্থিত সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বোনাসের হার বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই সব কোম্পানী বৃটিশ বীমা কোম্পানীর আদর্শ গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে অনেক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

লণ্ডনে শিল্প প্রদর্শনী

আগামী ১৯৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত লণ্ডনে একটি বিরাট রকমের বৃটিশ শিল্প প্রদর্শনী চালাইবার আয়োজন হইতেছে। প্রকাশ যে লণ্ডনস্থিত ইণ্ডিয়ান ট্রেড পাব্লিসিটি অফিসার ঐ প্রদর্শনীতে ভারতে উৎপন্ন কতিপয় শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইংলণ্ডে যেসব বিশেষ শ্রেণীর ভারতীয় শিল্প-দ্রব্যের কাটতির সুবিধা ও সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইসব শ্রেণীর দ্রব্যই ঐ উদ্দেশ্যে লওয়া হইবে। ভারতবর্ষ হইতে যাহারা শিল্পদ্রব্য উপস্থিত করিতে চান তাহাদিগকে আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে তাহাদের সঙ্কল্প লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান ট্রেড পাব্লিসিটি অফিসারকে ইণ্ডিয়া হাউস—এল্ডউইচ্‌, লণ্ডন ডব্লিউ, সি, ই এই ঠিকানায় জ্ঞাপন করিতে হইবে।

নূতন ধরণের চিনি

সম্প্রতি বোম্বাই সরকারের শিল্প গবেষণাগারে নারিকেল গাছের রস শুকাইয়া চিনি উৎপাদন করা হইতেছে। প্রকাশ এই চিনি খুব সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত এবং মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করার কাজে তাহা ব্যবহার করা যাইবে।

১৯৩৮-৩৯ সালে চা'এর রপ্তানী ও ব্যবহার

ইণ্টারন্যাশনেল টি কমিটির প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালে জগতে যেস্থলে ৮৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬২ হাজার পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল ১৯৩৮-৩৯ সে স্থলে মোট ৮৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে চা-রপ্তানীকারী দেশসমূহ হইতে মোট ৮৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ঐ রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৯২ কোটি ৭১ লক্ষ ৪৯ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

উন্নত শ্রেণীর আলুর চাষ

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগ ও সমবায় বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদের বৈঠকে যুক্তপ্রদেশের উপত্যকা অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর আলুচাষের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কার্য্যনীতি স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ দেশী শ্রেণীর আলুর বদলে ডানবার কেভেলিয়ার এবং ম্যাজেষ্টিক প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ আলুচাষীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সমবায় প্রণালীতে উৎপন্ন আলুর বিক্রয় ব্যবস্থা হইবে।

জাপানে নূতন আয়কর

জাপান সরকার তাহাদের আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ বাৎসরিক ৫০ কোটি ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েন ৭৮৷৵০ আনার সমান) পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এক নূতন আয়কর নির্দ্ধারণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে যাহাদের বাৎসরিক আয় ৫ শত ইয়েনের বেশী তাহাদিগকেই আয়কর দিতে হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজী ব্যবসা

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ আর জি মেঞ্জিস্ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে গভর্ণমেণ্ট অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজী ব্যবসায়কে সরকারীভাবে সাহায্যের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। এই প্রস্তাবে ১০০ টন হইতে ১ হাজার ৫ শত টন পরিমিত দেশীয় জাহাজসমূহকে ৫০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইবে। ঐ প্রস্তাব দ্বারা বিদেশী জাহাজের উপর আমদানী করের হার শতকরা ১৫ ভাগ হারে ও ব্রিটিশ জাহাজের উপর আমদানী করের হার সম্পূর্ণ হ্রাস করিয়া দিবার জন্যও নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের পরিমাণ

বর্ত্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ স্বর্ণ রহিয়াছে পাউণ্ডের হিসাবে (১ পাউণ্ড—১৩ টাকা পাঁচ আনা) তাহার বরাদ্দকৃত মূল্য দেওয়া হইল :—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ২৬০ কোটি পাউণ্ড, ইংলণ্ড ৫৪ কোটি পাউণ্ড, ফ্রান্স ৪৮ কোটি পাউণ্ড, হল্যাণ্ড ২০ কোটি পাউণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, স্পেন ১০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, বেলজিয়াম ১০ কোটি পাউণ্ড, আর্জ্জেণ্টাইন ৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, সুইডেন ৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, ব্রিটিশ ভারত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, জাপান ৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ইটালী ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ক্যানাডা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, রুমানিয়া ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, নরওয়ে ২ কোটি পাউণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, জাভা ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, ব্রেজিল ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ও জার্ম্মানী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

কর্পূরতলায় নূতন চিনির কল

প্রকাশ যে কর্পূরতলার ৮ মাইল দূরবর্ত্তী হামিরা নানক স্থানে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। এই কলে দুই হাজার টন চিনি তৈয়ার করা সম্ভবপর হইবে।

ফ্রান্সের বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের ৪৭টি জীবন বীমা কোম্পানী মোট ১ হাজার ১৩৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৬২ ফ্রাঙ্কের নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে নূতন বীমার পরিমাণ ২০০ কোটি ফ্রাঙ্ক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের কয়েকটি অগ্নি বীমা কোম্পানীকে বেশী রকম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জাঞ্জিবারের লবঙ্গ

জাঞ্জিবার দ্বীপ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দশ সহস্র টন লবঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত লবঙ্গের ৮০ ভাগই জাঞ্জিবার হইতে আমদানী হয়। পৃথিবীর ৫টি মহাদেশের সর্ব্বত্রই জাঞ্জিবারের লবঙ্গ রপ্তানী হয়। আমেরিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানের বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্যপোত সমূহ নিয়মিতরূপে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বহন করিয়া নেয়। ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী হয়। দশ হাজার টন লবঙ্গের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার টনই ভারতে আমদানী হয়। পর্ত্তুগীজ ইষ্ট ইণ্ডিসেও প্রায় ঐ পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী হয়। ইহারা লবঙ্গ দ্বারা 'ক্রিটিক' নামে এক প্রকার সিগারেট তৈয়ার করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় আড়াই হাজার টন লবঙ্গ আমদানী হয়; ডিষ্টিলিশনের সহায়তা করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। লবঙ্গ হইতে যে তৈল নিষ্কাশিত হয় তাহা প্রসাধন, কনফেকসনারী ও ঔষধ প্রভৃতির প্রস্তুতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে সকল লবঙ্গ বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা লবঙ্গ বৃক্ষের অবিকশিত কুঁড়ি। একটা লবঙ্গ বৃক্ষ সাধারণতঃ উচ্চতায় ৬০ হইতে ৭০ ফুট পর্য্যন্ত পৌছে। পত্রগুচ্ছের মধ্যে যে ফুলের কুঁড়ি দেখা দেয় অবিকশিত অবস্থায় তাহা আহরণ করা হয়। শুকাইবার পর ইহাই লবঙ্গ নামে আখ্যাত হয়। বর্ষার পরেই সাধারণতঃ দুইবারে লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর পর্য্যন্ত লবঙ্গ উৎপন্ন হয়। জাঞ্জিবারের অন্যতম প্রধান সম্পদ নারিকেল বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে রোপণ করা হইলেও লবঙ্গবৃক্ষ সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা হয়। লবঙ্গ গাছ হইতে কুঁড়িগুলি আহরণ করার পর তাহা শুকাইতে দেওয়া হয়। চারি পাচ দিনেই কুঁড়িগুলি শুকাইয়া লবঙ্গের আকার ধারণ করে।

ফ্রান্সে জন্মহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা

ফ্রান্সে জন্মের হার বৃদ্ধির জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি ডিক্রিজারী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই ডিক্রিতে জন্মহার বৃদ্ধিকল্পে নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ থাকিবে। প্রকাশ, পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইবে। ঐরূপ খরচের অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রথমতঃ ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অবিবাহিতদের উপর ও বিবাহের দুই বৎসর পরও সন্তান হয় নাই এমন দম্পতিদের উপর অতিরিক্ত আয়কর বসাইবেন। সন্তানহীনা বিধবা; বিপত্নীক পুরুষ ও বিবাহ বিচ্ছেদকৃত নারীদের উপরও অতিরিক্ত কর বসিবে। অবিবাহিত, বিপত্নীক ও বিধবা-দিগের আয়ের শতকরা ৩ ভাগ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত এবং সন্তানহীন দম্পতিকে তাহাদের আয়ের শতকরা ২ ভাগ হইতে ১৪ ভাগ পর্য্যন্ত কর দিতে হইবে।

বেলুচিস্থানে ফলের চাষ

বেলুচিস্থানে নানাপ্রকার ফল প্রচুর জন্মায়। বেলুচিস্থানের উপত্যকা ভূমির জমি খুব ভাল, মাটি মিহি ও বালুময়। ফলের বাগানসমূহে আপেল, পিচ, কুল, বাদাম, ডুমুর, আতা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম ফলের অসংখ্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ফলের রোগ সম্বন্ধে পরীক্ষা কার্য্য চালানো হইয়াছিল। ফলের রোগ নাশের জন্য বর্ত্তমানে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা হইতেছে। বেলুচিস্থানের জলবায়ু আর্দ্রতাহীন এবং শীতল, সেইজন্যই ফলচাষের পক্ষে তাহা খুব উপযোগী। কোয়েটা সমুদ্রতল হইতে ৫ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ঐ স্থানের উত্তাপ সময় সময় ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত চড়ে, আবার শীতকালে সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। অনেক সময় পশ্চিম দিক হইতে বাতাস বহিয়া আর্দ্রতা এত বেশী পরিমাণ হ্রাস পায় ফলের বাগানে গরম বাতাস আটকাইবার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন হয়। কাঁদামাটির দেওয়াল দ্বারা ফলের বাগান সংরক্ষিত হইয়া থাকে। কাঁদার দেওয়াল ছাড়া নানারকম বড় বড় গাছ বাগানের চারিপাশে লাগাইয়া বাতাস আটকাইবার ব্যবস্থা করা হয়। লতান গাছ লাগাইয়া ফলের গাছের উপর ছায়া বিছাইবারও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মাটির মধ্যে খাদ কাটিয়া তাহাতে দ্রাক্ষালতা রোপণ করা হয় এবং এইভাবে গরম বাতাসের আক্রমণ হইতে গাছগুলি রক্ষা পায়।

যুক্তপ্রদেশে শিল্প মিউজিয়াম

যুক্তপ্রদেশে একটি শিল্প মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া কানপুরের ইউ পি মার্চেণ্ট চেম্বার সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার বলিতেছেন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রচেষ্টায় দেশের লোকের ভিতর শিল্প সাধনা বিষয়ে ক্রমে এক নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হইতেছে। এই সময়ে যদি গভর্ণমেণ্ট একটি সমস্ত প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের জন্য একটি বড় রকমের শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন তবে যুক্তপ্রদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে খুবই সহায়ক হইবে।

বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি

সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির এক সভায় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতি, বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্ব্বাচন এবং শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষা সমস্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। ঐ সভায় ডাঃ জন মাথাই, ডাঃ বি সি রায়, ডাঃ এস কে মিত্র, মিঃ এ এল ওঝা, ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ এস সি মিত্র, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ জে পি

৩

নিয়োগী প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ যে শিল্প জরীপ কমিটি মিঃ এস ডাব্লিউ রেডক্লিফের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ বিষয়ক পরামর্শদাতা (এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসর) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে দন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ সম্ভাবনা আলোচনা করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমানে দন্ত চিকিৎসা ব্যবসায় আদৌ জন-বহুল নহে। যদিও কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত বড় সহরে বহু সংখ্যক দন্ত চিকিৎসক আছে কিন্তু এমন বহু জেলা, সদর মহকুমা এবং মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল আছে যেখানে একজনও দন্ত চিকিৎসক নাই। যদি কেহ সেই সকল স্থানে বসে এবং উক্ত অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায় চালায় তবে তাহার বেশ ভালভাবেই চলিতে পারে। সুশিক্ষিত দন্ত চিকিৎসকগণই অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ সুবিধা বেশী পাইবেন। হাঁসপাতাল এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ একমাত্র শিক্ষিত রেজিষ্টার্ড দন্ত চিকিৎসকদের নিকটই উন্মুক্ত থাকিবে। ভারতবর্ষে দুইটি সরকারী দন্তচিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে একটি হইতেছে লাহোরের ডি মন্টমোরেন্সী ডেণ্টাল কলেজ এবং দ্বিতীয়টি বোম্বাইয়ের স্যার করিমভাই ইব্রাহিম ডেন্টাল স্কুল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাস্থ ১১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের ক্যালকাটা ডেণ্টাল কলেজ এবং বোম্বায়ের নেয়ার হস্পিটাল কলেজ নামে দুইটি প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে। বিদেশে গমন করিলে দন্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং কানাডায় ত্রিশটির অধিক প্রথম শ্রেণীর দন্ত চিকিৎসা সম্পর্কিত কলেজ আছে। তাহা ছাড়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ ছাত্র ইংলণ্ডে গিয়া এল ডি এস এবং ডি ডি এস উপাধি লাভের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। এল ডি এস কোর্স ৪ হইতে ৪॥ বৎসরে এবং ডি ডি এস কোর্স ৫ হইতে ৬ বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিল্প শিক্ষায় সরকারী বৃত্তি

বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষভাবে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থিগণকে বর্ত্তমান বৎসরে উনত্রিশটি বৃত্তি প্রদান করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার মধ্যে ৪টি বৃত্তি মাসিক ৪০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। প্রথমতঃ পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে খেলার সরঞ্জামাদি প্রস্তুতের কার্য্য শিক্ষার জন্য দ্বিতীয়তঃ মোরাদাবাদ জয়পুরের মিনার ঝাড় এবং তৃতীয়তঃ যুক্তপ্রদেশের আলীগড়ে তালা প্রস্তুত কার্য্য শিক্ষার জন্যই উক্ত চারিটি বৃত্তি প্রদান করা হইবে। ঐ চারিটি বৃত্তির মধ্যে ২টি মুসলমানদের জন্য, ১টি তপশীলভুক্ত ও আর ১টি বর্ণহিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৫টি বৃত্তি মাসিক ২০ টাকা হিসাবে একবৎসরের জন্য বাঙ্গলা দেশে (১) চামড়ার জিনিষাদি প্রস্তুত (২) ছুরি কাঁচি প্রস্তুত (৩) তামা-পিতলের বাসন প্রস্তুত (৪) রং ও বার্ণিস প্রস্তুত (৫) সাবান প্রস্তুত (৬) নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প প্রস্তুত (৭) রেশম বয়ন এবং (৮) কলে কাপড় প্রস্তুত কার্য্য শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে। উহার মধ্যে ১৫টি মুসলমানদের জন্য, ৬টি তপশীলভুক্ত ও ৪টি বৃত্তি বর্ণহিন্দুদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ

গত ৫ই আগষ্ট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের বাঙ্গলা শাখার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটস্থ নূতন বিপণীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রথমে বাঙ্গলা শাখার সেক্রেটারী মিঃ অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী এক বক্তৃতায় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের কার্য্যধারা ও এদেশে খাদি শিল্পের পরম সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—গত ১৯২১ সাল হইতে খাদি শিল্পের প্রসারের আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বেও এদেশে খাদির প্রচলন ছিল। শিখগুরুদের আমলে পাঞ্জাবে হাতের তৈয়ারী সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। মুঘলদের শাসনকালে খাদির ব্যবসা করিয়া হায়দ্রাবাদে অনেক ব্যবসায়ী বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। রাজপুতনার মরুভূমি অঞ্চলে লোকে খাদি ছাড়া অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিত না। কোন নারী যতই দারিদ্র্য পীড়িতা হউক না কেন সততার সহিত খাদির উপর নির্ভর করিলে সসম্মানে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নারী চরকার সাহায্যে জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে তাহার হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে নারী সধবাই হউক বা বিধবাই হউক, পতি পরিত্যক্তা হউক বা দুঃখিনীই হউক অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদের পক্ষে অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভবপর।

সৈন্য বিভাগের ব্যয় হ্রাস

সম্প্রতি সেনাবিভাগ ভারতীয় করণ কমিটির অন্যতম সভ্য স্যার এ পি পাত্র এক বিবৃতিতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্যয় হ্রাস করার পরিবর্ত্তে ভারতের দেশরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। কেন্দ্রিয় পরিষদের কংগ্রেসী দলের সম্পাদক মিঃ এম আসফ আলী তদুত্তরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—সেনা বিভাগ ভারতীয় করন কমিটির কতিপয় সদস্য স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশরক্ষার পক্ষে উপযুক্ত নৌ-বাহিনী কিম্বা বিমান বাহিনী—ভারতে নাই এবং সৈন্য বিভাগের ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন সত্বেও কেন্দ্রিয় পরিষদের কংগ্রেসী দল দেশরক্ষা সম্পর্কিত ব্যয় হ্রাসের জন্য মোটা বেতনের গোরা সৈন্যদের স্থলে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, উক্ত প্রণালী অনুসরণ করিলে একটি সুসজ্জিত বিমান বাহিনী গঠন এবং মিকানাইজেসনের জন্য টাকা দিলেও বার্ষিক কয়েক

কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। শান্তির সময়েও কতকগুলি অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত নীতিতে ৯০ বৎসরে প্রায় চারি শত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই অসঙ্গত ব্যয় যে আর কতদিন চলিবে তাহা বলা যায় না। এই সকল তথ্য বিবেচনা করিলে সেনা বিভাগের ব্যয় হ্রাস যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। স্যার জেমস্ গীগও স্বীকার করিয়াছেন যে গোরা সৈন্যদের স্থলে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করিলে বার্ষিক প্রায় আট কোটি টাকা বাঁচিবে। ভারতের ন্যায় দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এই টাকাটা কি কম ?

পাঞ্জাবের পশু প্রজনন কেন্দ্র

পাঞ্জাব প্রদেশের হিসার নামক স্থানে উন্নত শ্রেণীর গবাদি পশু প্রজননের জন্য একটি সরকারী ফার্ম্ম রহিয়াছে। উহার মত এত বৃহৎ পশু প্রজনন কেন্দ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই ফার্ম্মটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ৪০ হাজার একর স্থান নিয়া ঐ ফার্ম্মটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ ফার্ম্মে এক্ষণে ১০ হাজার সংখ্যক গো-মহিষাদি পশু রহিয়াছে। এই কেন্দ্রের একটি বিশেষত্ব যে এখানে উন্নত শ্রেণীর প্রজনন বৃষ গড়িয়া তুলিয়া তাহা বিক্রয় করা হয়। বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ৬ শত সংখ্যক বৃষ বিক্রয় করা হইতেছে। এইসব বৃষ বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হওয়ায় গো-জাতির উৎকর্ষতা বিধানে বিস্তর সাহায্য করিতেছে। হিসার কেন্দ্রে বর্ত্তমানে উন্নত প্রণালীতে ২ হাজার সংখ্যক গাভীও পালিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডের প্রধান ৪৮টি বীমা কোম্পানী সমষ্টিগত ভাবে মোট ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ২২ হাজার ১৩৯ পাউণ্ডের (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এসিউরেন্স ব্যতীত) নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে তাহাদের মোট বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০৫ পাউণ্ড।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের আমদানী

গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত দশ মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৭ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড চা আমদানী হইয়াছে গত দশ বৎসরের মধ্যে এত কম পরিমাণ চা আর কোন বৎসরই আমদানী হয় নাই।

পাঞ্জাবের কৃষি

পাঞ্জাব সরকারের নিযুক্ত আর্থিক তদন্ত বোর্ড দশটি গ্রামের মোট ২৫টি কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিবরণ পাঠে জানা যায় যে ১৯৩৬-৩৭ সালে উপরোক্ত ২৫টি কৃষিক্ষেত্রের মোট পরিসর ছিল ১ হাজার ৩৮০ একর। উহার মধ্যে একটি ক্ষেত্রের পরিসরই ৭৪৮ একর। লায়ালপুরের নিকটবর্ত্তী রাইসেলওয়া স্থানের ঐ বৃহৎ ক্ষেত্রটী সরকারের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। উহাতে নানা শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করিয়া নানাদিকে চালান দেওয়া হয়। অপর ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যেগুলিতে সেচের সুবিধা আছে তাহা চাষ করিয়া প্রতি কৃষক ৩০ টাকা রোজগার করিয়া থাকে। ১৯৩৬-৩৭ সালে উপরোক্ত কৃষিক্ষেত্র সমূহে কাজ করিয়া কৃষি শ্রমিকেরা গড়ে প্রতিদিনের হিসাবে মাথাপিছু চারি আনা ৮ পাই করিয়া পাইয়াছে। যেসব জমিতে বলদ দ্বারা 'পাসিয়ান হুইল' টানাইয়া সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে ঐ বাবদ আড়াই টাকার মত খরচ হইয়াছে। অপরদিকে যেস্থলে বৈদ্যুতিক পাম্প দ্বারা সেচ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ঐ বাবদ চারি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভারতীয় মাখনের বিক্রয় ব্যবস্থা

প্রকাশ, কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের উপদেষ্টা (মার্কেটিং অফিসার) সম্প্রতি ভারতীয় মাখনের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে মোটমাট ভারতীয় মাখনের তিনশত নমুনা সংগহ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে কারখানায় প্রস্তুত ও দেশীয় প্রথায় পল্লী অঞ্চলে প্রস্তুত এই উভয় জাতীয় মাখনই রহিয়াছে। তাহাছাড়া তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য কয়েকশ্রেণীর আমদানীকৃত মাখনও সংগ্রহ করা হইয়াছে। কানপুরের 'হারকোর্ট বাটলার টেক্রোলজিকেল লেবরেটরী'তে পূর্ব্বেই এইসব মাখনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট মার্কেটিং অফিসরের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মার্কেটিং অফিসর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ভারতীয় মাখনের শ্রেণী নির্দ্দেশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতবর্ষে অন্ধের সংখ্যা

ভারতবর্ষে প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্ধের সংখ্যা হইতেছে ১৭২ জন। জগতের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষে যেস্থলে মোট অন্ধ লোকের সংখ্যা হইতেছে ৬ লক্ষ ১ হাজার ৩৭০ সেস্থলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অন্ধের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৫৬৭, জার্ম্মাণীতে ৩৪ হাজার ৭০৩, ইংলণ্ডে ৪৬ হাজার ৮৮২, এবং ফ্রান্সে ২৮ হাজার ৯৪৫। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে এ দেশের লোকের ভিতর যে অন্ধত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই তাহা প্রতিকার যোগ্য।

কৃষি আয়কর আইন

আসামের ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার যুক্ত অধিবেশনে কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর নির্দ্ধারক বিলটি ৬৫—৫৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। আসামের গভর্ণরও ইতিমধ্যে ঐ বিলে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

নিখিলভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ২৯শে ও ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) এলাহাবাদে নিখিলভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতি .

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ নির্ব্বাচিত হইয়াছে :— (১) অর্থনীতি চর্চ্চার সুযোগ ও প্রণালী (২) আধুনিক মুদ্রানীতি (৩) শ্রমিক সমস্যা ও শ্রমিকদের সম্পর্কীয় আইন কানুন (৪) অন্যান্য চলতি সমস্যা। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইনষ্টিটিউটের যেসব সদস্য ঐ অধিবেশনের জন্য প্রবন্ধাদি উপস্থিত করিতে চান তাহাদিগকে ঐ প্রকার প্রবন্ধ আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে ইনষ্টিটিউটের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মুদ্রিত প্রবন্ধাদি প্রেরণের শেষ তারিখ ১লা ডিসেম্বর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক তুলা সম্মেলন

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে জগতের দশটি তুলা রপ্তানীকারক দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইবে। ঐ সম্মেলনে তুলার বাণিজ্য সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। মিশর, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো, পেরু, সুদান, রাশিয়া, আর্জেন্টাইন এবং ব্রেজিল দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন। নিউইয়র্কস্থিত ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার মিঃ এইচ এস্ মালিক ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বৈঠকে যোগদান করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিদ্যা বিভাগ

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিদ্যা বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে ঢাকা-মণিপুরের কৃষি-বিদ্যালয় এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এই বিভাগ হইতে যথারীতি উপাধি বিতরণ করা হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার ১৯৪০-৪১ সাল হইতে বার্ষিক অতিরিক্ত পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গবেষণাগার নির্ম্মাণ ও সাজাইবার জন্যও ১৯৪০-৪১ সালে এককালীন ২৫ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে।

তিসি গাছের আঁশ ও তাহার ব্যবহার

পাটের মত তিসি গাছের আঁশও কিভাবে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে ঢাকা-মণিপুরের কৃষি-গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতেছে। সৌখীন শ্রেণীর মাদুর ও লিনেন তৈয়ার করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তিসির আঁশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতে তিষি চাযের জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর; পৃথিবীর বিভিন্ন তিসি-আবাদকারী দেশ সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় স্থান অধিকার করিতেছে। প্রথম স্থান ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে যথাক্রমে আর্জ্জেণ্টাইন ও রাশিয়া। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিহারের নীল চাষীরা যখন তাহাদের কারবার বন্ধ করে তখন সর্ব্বপ্রথম তিসি গাছের আঁশ কাজে লাগাইবার চেষ্টা হয়। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আয়ারের অন্তর্গত আলষ্টার হইতে এতৎসম্পর্কে ভারতের বাজারে খোঁজ লওয়া হয়। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ অবিলম্বে এই বিষয়ে অগ্রণী হন এবং তাঁহাদের তৈয়ারী তিসির আঁশ ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞগণের অনুমোদন লাভ করে। এই গবেষণার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ হইতে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। ফলে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে যাহা দরিদ্র কৃষকগণেও ব্যবহার করিতে পারে। তিন বৎসরের নিমিত্ত ৪০ হাজার টাকা মূলধন লইয়া রংপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধায় একশত বিঘা জমিতে শীঘ্রই পরীক্ষামূলক-ভাবে এতৎসম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ হইবে। কলিকাতার মিল মালিকগণও এই ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। নারায়ণগঞ্জের সোস্কানদা বেইলিং কোম্পানীর মিঃ ডোনাও তিসির আঁশ হইতে কিছু কার্পেট ও গালিচা তৈয়ার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ

গত জুলাই মাসে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির বোম্বাই বৈঠকে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল রেলওয়েসমূহের চীফ্ কমিশনার ও ফিনান্সিয়াল কমিশনার সফর হইতে সিমলা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইবে। ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত একটি কারখানা স্থাপনের ব্যয় বরাদ্দ করিবার জন্য একজন মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও একজন হিসাব বিশেষজ্ঞের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইবে। তাঁহারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও তাহার অংশ বিশেষের বাজার মূল্য অনুসারে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যয়বরাদ্দ তৈয়ার করিবেন। এই সকল বরাদ্দ আগামী বৎসরের প্রথম দিকে কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির নিকট দাখিল করা হইবে। বর্ত্তমানে বোম্বে-বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের আজমীড় ওয়ার্কসপে মিটারগজ রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইতেছে। উক্ত কারখানায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে হইতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণর জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

চীন দেশের তুলা ফসল

গত ১৯৩৮ সালে চীন দেশের (মাঞ্চুরিয়া সহ) প্রায় ২২ লক্ষ বেল (৫০০ পাউণ্ড—১ বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৯ সালে শেষ পর্য্যন্ত চীনদেশে প্রায় ১৪ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এ বৎসর উত্তর চীনে বারিপাতের অভাবে ফসল নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। তাহাছাড়া চীন সৈন্যরা নাকি রেলওয়ে লাইন হইতে দূরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের কৃষকদিগকে তুলা চাষ করিতে বারণ করিতেছে।

পুস্তক পরিচয়

ভাবিবার কথা—মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে—বীমা বিষয়ক পুস্তিকা। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির পাবলিসিটি অফিসার শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ভারতের জনসাধারণের ভিতর বীমার বাণী ও সুমহান নীতিবাদ আজ ক্রমেই বেশী পরিমাণ প্রচারিত হইতেছে। আর তাহাতে এদেশে বীমা ব্যবসায়েরও দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে বীমার জনপ্রিয়তা এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের ভিতর বীমা ইস্‌লাম ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া একটা ধারণা রহিয়াছে। ফলে ঐ সম্প্রদায়ের ভিতর অদ্যাপি বীমার বিশেষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই সময়ে জীবন বীমা সম্বন্ধে মুস্লিম সমাজের অমূলক সংস্কার দূর করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। ধর্ম্মনৈতিক দিক দিয়া বীমা সম্বন্ধে মুসলমানদের উপর কোন নিষেধ প্রযুক্ত নাই। প্রকৃতপক্ষে তুরস্ক, মিশর, পারস্য ও ইরাক প্রভৃতি মুসলমান দেশে বীমা ব্যবসা বর্ত্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারও লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে পবিত্র কোরাণের কয়েকটী বয়েৎ আলোচনা করিয়া ঐ ধর্ম্মগ্রন্থে প্রচারিত নীতিবাদ যে কোন দিক দিয়া বীমার মূল নীতি ও আদর্শের পরিপন্থি নহে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া উহার সমর্থন হিসাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ এম এ আনসারী ও মাননীয় আগা খাঁ প্রমুখ মুস্লিম নেতৃবৃন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তিকাটিতে যেরূপ নিপুণতার সহিত সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে এদেশের মুসলমান সমাজের ভিতর উহা বিশেষ সমাদৃত হইবে এবং জীবন বীমা সম্বন্ধে তাহাদের ভিতর সময়োচিত আগ্রহ সঞ্চারে সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

(বাঙ্গলায় লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবসা)

হইবে এবং এই ব্যবসা সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবসায়ে মূলধন অপেক্ষাও লঞ্চ পরিচালনা ও উহা মেরামত করিবার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীর সহিত আমাদের আলোচনা হইয়াছিল। ইনি এলেপ্পির কতকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিঃ এ ভি টমাস। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উহার অনেকগুলি রবারের বাগান, চায়ের বাগান এবং রবারজাত দ্রব্য প্রস্তুতের একটি কারখানা রহিয়াছে। ইনি একটি ম্যাচ কারখানারও মালিক। এতদ্ব্যতীত উহার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রহিয়াছে। এই কারখানায় প্রস্তুত বহু লঞ্চ ও ছোট ছোট ষ্টীমার ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এবং কোচিন বন্দরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সমুদ্র পথে নিয়মিতভাবে যাত্রী ও মাল বহন করিতেছে। উক্ত কারখানায় প্রস্তুত অনেক লঞ্চ মান্দ্রাজ সরকার ক্রয় করিয়াছেন এবং সম্প্রতি বোম্বাই সরকার ও এই কারখানাতে লঞ্চের অর্ডার দিয়াছেন। মিঃ টমাস বাঙ্গলা দেশকে লঞ্চ সার্ভিস প্রবর্ত্তনের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গলার যুবকগণ যদি দুই হাজার টাকার মত মূলধন লইয়া লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার নিজের কারখানায় লঞ্চ পরিচালনা ও মেরামত সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে এবং কিস্তিবন্দীভাবে মূল্য আদায়ের সর্ত্তে তাহাদিগকে লঞ্চ সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। বাঙ্গলা দেশে যদি কেহ এই ব্যবসায়ে আগ্রহান্বিত থাকেন তবে তিনি "A. V. Thomas & Co. Ltd. Alleppy, South India"—এই ঠিকানায় মিষ্টার টমাসের সহিত পত্রব্যবহার করিতে পারেন। আমরা আশা করি মিঃ টমাস বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকদের সমক্ষে একটি নূতন ও লাভজনক ব্যবসায় সম্বন্ধে যে সুযোগ সুবিধা উপস্থিত করিয়াছেন বাঙ্গলার যুবকবৃন্দ তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

শতকরা দশ টাকা লভ্যাংশ

ঢাকেশ্বরী কটন মিল বাঙ্গালীর শিল্প সাফল্যের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অংশীদারগণকে নিয়মিত ভাবে শতকরা দশ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ট প্রদান করিয়া ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবর্গ বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গালীর যোগ্যতা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং দেশে নূতন নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদ ভাজন।

আমরা সম্প্রতি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বৎসরের প্রথমে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৬৬ টাকা মূল্যের কাপড়, সুতা ইত্যাদি মজুদ ছিল এবং উক্ত বৎসরে কলে আরও ৩৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৫৭ টাকা মূল্যের কাপড় সুতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই ৪৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৩ টাকা মূল্যের কাপড় সুতা ইত্যাদির মধ্যে উক্ত বৎসরে মোট ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৮২ টাকা মূল্যের কাপড় সুতা ইত্যাদি বিক্রয় হয় এবং বৎসরের শেষে কলে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭৪১ টাকা মূল্যের কাপড় সুতা ইত্যাদি মজুদ থাকে।

এই বৎসরে ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবৃন্দ ২নং মিলের জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে কলের আয় হইতে শেয়ার বিক্রয় করিবার বাবদ প্রদর্শিত ১২ হাজার ২০৭ টাকার সম্পত্তি এবং কলের উন্নতি বিধানের জন্য ব্যয়িত ৮০ হাজার ৩০৮ টাকার সম্পত্তি নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও এই বৎসরে কলের পরিচালনা ব্যয়, কলের প্রয়োজনীয় তুলা কয়লা ইত্যাদি ক্রয়, কমিশন, সুদ, মেরামতী খরচ, কলকব্জা ও বাড়ীঘরের মূল্যাপকর্ষ, আয়কর ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বাদে নিট ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৫০ টাকা লাভ হইয়াছে। তবে এই লাভের হিসাবে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া কলের যে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ২১৯ টাকা আয় হইয়াছিল তাহা হইতে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭২৬ টাকা যোগ করা হইয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমান বৎসরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের যে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৫০ টাকা লাভ হইয়াছে তাহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লভ্যের জের হিসাবে সঞ্চিত ৩ হাজার ৩৯২ টাকা যোগ দিয়া যে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৮২ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে শতকরা বাষিক দশ টাকা হিসাবে কলের অংশীদারগণকে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬২৩ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে, ৭৩ হাজার ২৯০ টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং ১৩ হাজার ৯২৯ টাকা বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ঢাকেশ্বরীর লাভের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় তুলার মূল্য বেশী ছিল কিন্তু কাপড়ের ও সুতার মূল্য কম ছিল। দ্বিতীয়তঃ অনেক দুরবস্থার জন্য ১৯৩৮ সালে বস্ত্রের চাহিদা অনেক কম গিয়াছে। তৃতীয়তঃ এই বৎসর বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। চতুর্থতঃ এই বৎসরে কলের পরিচালকগণ ২নং মিলের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সব সত্ত্বেও ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবর্গ ১৯৩৮ সালে যে উপরোক্ত পরিমাণে লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়া অংশীদারগণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা। ১৯৩৮ সালে বস্ত্রশিল্পে যে প্রকার মন্দা গিয়াছে এবং দুইটি কলের উন্নতির জন্য কলের কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রকার ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বৎসরের লভ্যাংশের পরিমাণ কমিয়া গেলেও তাহা দোষের কিছু হইত না। ঢাকেশ্বরীর ব্যালেন্স শীটে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালের শেষে কলের শেয়ার অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় বাবদ আয়ের হিসাবে ৭৫ হাজার ৪৯২ টাকা, মজুদ তহবিলে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৭১ টাকা এবং লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মজুদ ছিল। এইসব হিসাব কলের সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের প্রতীক এবং উহা হইতে মনে হয় যে বর্ত্তমান বৎসর কলের লাভের পরিমাণ যদি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া না যায়, তাহা হইলে উহার অংশীদারগণকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্যও শতকরা দশ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভবপর হইবে।

ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবৃন্দ ২নং কল স্থাপনের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করার ফলে ১৯৩৮ সালের হিসাবে কলের ঋণের বাবদ অনেক টাকা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর সমস্ত প্রকার দায়ের বদলে ২টি কলের জমি ও বাড়ী, কলকব্জা, বিদ্যুৎ সরবরাহের কল, আসবাব পত্র ইত্যাদিতে যে সমস্ত সম্পত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা উহার দায়ের পক্ষে খুবই পর্য্যাপ্ত। মোটের উপর ঢাকেশ্বরীর আর্থিক অবস্থা খুব সন্তোষজনক। এই সকলের জন্য আমরা ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই আগষ্ট সালকিয়ায় ৩৫নং হরগঞ্জ রোডে হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথ চন্দ্র সেন ঐ শাখা আফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—আধুনিক ধরণের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি না হইলে কোন দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে। বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলির যত উন্নতি হইবে বাঙ্গলা শিল্প বিষয়ে ততই উন্নত হইবে। হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড ঐ বিষয়ে গৌরবময়

দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি হাওড়ার ব্যবসায় কেন্দ্রে একটি শাখা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া অতি সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। আমি আশা করি এই ব্যাঙ্ক অচিরেই বাঙ্গলায় শিল্পের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবে এবং অন্যান্য দেশের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিবে। আশাকরি সর্ব্বসাধারণ ঐ ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিয়া ভবিষ্যতে উহার আরও উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিবেন।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মিঃ এস কে মুখার্জ্জি সালকিয়া অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে ঐ শাখা আফিস স্থাপনে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলেন যে ঐ ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল। কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে এম দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বর্ত্তমান ব্যাঙ্কটির সুপরিচালনার জন্য উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও মিঃ পি ব্যানার্জ্জি এম এল এ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। মেয়র এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি বলেন যে দেশে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও স্বদেশী ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতির সুবিধা রহিয়াছে। তিনি নিজে জনসাধারণের নিকট হইতে যে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছেন তাহা ঐ বিষয়ে বিশেষ আশাপ্রদ বলা যায়।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ঢাকায় বাঙ্গালোরের এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর একটি সাব্ অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ তারকেশ্বর ভৌমিক ঐ আফিসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ভৌমিক ১৯৩৪ সালে সাধারণ এজেন্ট হিসাবে এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে উন্নতি করিয়া আজ তিনি এই পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় ঢাকা সাব আফিসের কাজ দ্রুত সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

টাটা আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোং লিঃ

টাটা আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানী তাঁহাদের সিট উৎপাদন বাড়াইয়া বৎসর মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন করিবার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে কোম্পানী তিনটি রোলিং মিলের যন্ত্রপাতির জন্য পিটস্বার্গের (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) ব্ল্যাকনক্স কোম্পানীতে অর্ডার দিয়াছেন। উক্ত রোলিং মিল সমূহ অতি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান সম্মত হইবে।

বাটা সু কোং লিঃ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ৭ই আগষ্ট সোমবার বাটানগর পরিদর্শন করেন। বাটানগরের মহিলাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও একটি ফুলের তোড়া উপহার প্রদান করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জন বার্টোস বাটা সু কোম্পানী ও বাটানগরের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্তা নাইডু উহার উত্তরে একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। অতঃপর তাঁহাকে রবার ও চামড়ার কারখানার বিভিন্ন বিভাগ, কর্ম্মীদের কলোনী, ক্লাব ভবন, আফিস, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। মিঃ বার্টোস তাঁহার নিকট বাটা কোম্পানীর সমস্ত কার্য্যকলাপ বিবৃত করেন। শ্রীযুক্তা নাইডু শ্রমিকদের এক সভায় উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন।

হিন্দুস্থান কেমিকেল এণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কস্

হিন্দুস্থান কেমিক্যাল এণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কস্ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গন্ধদ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রশংসনীয় ব্যবসায়িক উদ্যম দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের ১৩২ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড—কলিকাতাস্থ কারখানায় উৎপাদিত কেশোলিন হেয়ার অয়েল, লাবনী লাইমজুস ও নিভালিন এসেন্স বর্ত্তমানে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কেশোলিন হেয়ার অয়েল বাজার চলতি সাধারণ তেলের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে। যাহারা মানসিক শ্রম করেন তাঁহারা উহা ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। এই কোম্পানীর তৈয়ারী গন্ধ দ্রব্য প্রসাধন সামগ্রী সমাদর পাওয়ার যোগ্য। বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর উদ্যোগে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স কোং

সম্প্রতি ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর গৌহাটী শাখার সেক্রেটারী মিঃ এম আর মুখার্জ্জি উক্ত কোম্পানীর বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্স এর চেয়ারম্যান স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ও আসামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ বার্দ্দলইকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য একটি প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—জীবন বীমা ব্যবসায় দেশের জাতি গঠন মূলক ব্যবসায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুনিয়ার সভ্য দেশ সমূহের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের লোকের মাথা পিছু বীমার পরিমাণই সবচেয়ে কম। অতঃপর তিনি ব্যাঙ্কের উপযোগিতা বিষয়ে মূল্যবান কথা বলেন এবং আসামের প্রধান মন্ত্রীকে পল্লী ও সহর অঞ্চলে ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের দরিদ্র চাষীদিগকে সাহায্য করিতে পরামর্শ দেন। তৎপর প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ বার্দ্দলই একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন।

ন্যাশনেল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রভিডেণ্ড এসিওরেন্স কোং লিঃ

লাহোরের ন্যাশনেল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রভিডেণ্ট এসিওরেন্স কোম্পানীর অংশীদারগণ ঐ কোম্পানীর কারবার গুটাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কামারহাটী কোং লিঃ

কামারহাটী কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে প্রতি অর্ডিনারি শেয়ারের উপর শতকরা ৩৮০ আনা হারে ও প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

মত ও পথ

বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার স্পেশাল অফিসর খানসাহেব আব্দুল হামিদ এম-এ (ক্যাণ্টাব) বাঙ্গলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সমস্যা আলোচনা করিয়া পত্রান্তরে লিখিতেছেন—মানুষের সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার কেবল প্রগতিশীল দেশেই স্বীকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষেও উহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এদেশে আজ পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার দাবী ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হওয়া ব্যতীত আর বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। ঐ বাবদ অর্থসংস্থানের ব্যাপার আজও অমীমাংসিতই রহিয়াছে। ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনপ্রণেতাগণ এই সমস্যা সমাধানের একটা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং ইহাও আশা করা গিয়াছিল যে আইনটি কার্য্যকরী হইবার পর দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক দশ বৎসর প্রায় অতীত হইয়া গেল কিন্তু উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। শিক্ষাকর ব্যতীত প্রাইমারী শিক্ষা এদেশে সম্ভপর নয়। যদি মনে করা যায় যে কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্ট হইতে কিছু টাকা সম্ভবতঃ পাওয়া যাইবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষ কর ধার্য্য করিয়াও কিছু টাকা হয়ত দিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও শিক্ষা কর ছাড়া দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যৌক্তিকতার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয় না। ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনে শিক্ষাকর ধার্য্য করার ব্যবস্থা আছে। যে প্রজা বাৎসরিক ১০ টাকা খাজনা দেয় তাহাকে প্রায় ৷৵০ শিক্ষা কর দিতে হইবে। এই হিসাবমত আদায় হইলে সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষা করের পরিমাণ হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে যে পরিমান টাকা ব্যয় করা হয়, শিক্ষাকর বাবদে মোট টাকার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইলেও উহা বাঙ্গলা দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয়ের পক্ষে অতি সামান্য। বাঙ্গলা দেশের পল্লী অঞ্চলে লোকসংখ্যার পরিমাণ ৫ কোটিরও অধিক এবং স্কুলে পড়ার উপযুক্ত বালক কলিকাতার (যাহাদের বয়স ৬ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে) সংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একজন শিক্ষক ৩০টি শিশুকে ভালমত শিক্ষা দিতে পারেন তাহা লইলে এই ৫৫ লক্ষ বালক বালিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। যদি প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ২০।২৫ টাকা বেতন দেওয়া যায় তাহা হইলে শুধু শিক্ষকের বেতনের জন্যই বৎসরে ৫।৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। কাজেই মনে হয় বাঙ্গলায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্তরূপ শিক্ষাকর ধার্য্য করা অপরিহার্য্য, নতুবা এই শিক্ষা ব্যবস্থা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে।

বীমা আইন ও পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ

নব প্রবর্ত্তিত বীমা আইনে বীমা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদিগকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কলিকাতার ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফিনান্স পত্র গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—"পূর্ব্বকার বীমা আইনে পলিসি গ্রাহকদিগকে কোম্পানীর কার্য্যবিবরণী ও হিসাবপত্র পাওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া কোন কোম্পানী নিয়মানুগ প্রণালীতে কারবার না করিলে পলিসিগ্রাহকগণকে সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করিতে বলা হইয়াছিল। পুরাতন আইনের ঐসব ব্যবস্থার তুলনায় নূতন আইনে পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থ অনেক কিছু বিধান করা হইয়াছে। নূতন আইনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্সের নিকট কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকরণ, জীবন বীমা কোম্পানী-গুলির পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে ২ লক্ষ টাকা প্রাথমিক জমার ব্যবস্থা, জমা মজুদ রাখিবার বিধান (আইনের ৮নং ধারা) সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ দাদনের নির্দ্দেশ, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি যেসব বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সমস্তই ঐ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু নূতন আইনের ৩৩নং ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে কোন কোম্পানীতে একত্রে ৫০ হাজার টাকার পলিসি (যেসব পলিসি ৩ বৎসর যাবৎ চলতি আছে) আছে এরূপ ৫০ জন বীমাকারী ঐ কোম্পানীর কার্য্য সম্পর্কে তদন্ত দাবী করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স এর নিকট দাবী উপস্থিত করিতে পারিবেন। এসমস্ত ছাড়া অন্যান্য দিক দিয়া পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থ যে সব বিধান নূতন আইনে দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটির সংরক্ষিত মর্ম্ম এইরূপ :—(১) দুই বৎসর পলিসি চলিবার পর কোন পলিসির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোম্পানী কোন উচ্চবাচ্য করিতে পারিবেন না। এখন হইতে পুরাতন বীমার পলিসি সম্পর্কেও এই নিয়ম চলিবে। (২) বীমাকারী যথাসময়ে কৃত বীমার প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে উক্ত বীমা সম্পর্কে মতামত জানাইবার জন্য কোম্পানী ৩ মাসের মধ্যে বীমাকারীকে নোটীশ দিতে বাধ্য থাকিবে (৩) বৃটিশ ভারতে কোন বীমা কোম্পানীর যে পলিসি বিক্রয় হইবে ব্রিটিশ ভারতের আইন দ্বারাই তাহা নিয়ন্ত্রিত হইবে (৪) এখন হইতে বীমাকারীরা যে কোন ব্যক্তিকে দাবীর টাকার গ্রহীতা মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বীমার মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে বীমার টাকা পাইতে কোন ওরারিশান সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না (৫) পলিসি অন্ততঃ তিন বৎসর চলিবার পর যদি প্রিমিয়াম বাকী পড়ে তবে আপনা হইতেই উহা পেড-আপ হইয়া যাইবে। অথবা স্বতঃচালিত পদ্ধতিতে উহাকে চালু রাখিতে হইবে (৬) নূতন আইন প্রবর্ত্তনের সময় হইতে অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকগণ মোট ডিরেক্টর সংখ্যার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী হইবেন। এই সমস্ত দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বলা যায় যে নূতন আইনে পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিশেষ বিধান সমূহই বলবৎ করা হইয়াছে। এই বিধানগুলি বিবেচনা সহকারে কার্য্যে খাটান হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

খাদি ও জনসাধারণ

গত ৫ই আগষ্ট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের বাঙ্গলা শাখার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটস্থ নূতন বিপনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ঐ উপলক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙ্গলা শাখার সেক্রেটারী মিঃ অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী বলেন—এই দেশের লোকেরা প্রতিবৎসর কয়েক কোটি টাকার রেশমবস্ত্র, পশমী কাপড় এবং কার্পাস বস্ত্র খরিদ করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত খরিদ করিবার সময় কয়জন লোক খাটি স্বদেশী বস্ত্র দেখিয়া লইবার গরজ বোধ করে? তাহারা হয়ত জানেন না যে প্রতি একশত টাকা মূল্যের রেশম বস্ত্রের ভিতর সূতার দাম বাবদই ৬০ টাকা কাটিয়া যায়। কাজেই যদি বিদেশী সূতায় তৈয়ারী রেশমবস্ত্র কেহ খরিদ করেন তবে সেই বস্ত্রকে শতকরা ৪০ ভাগের বেশী স্বদেশী বলা যায় না। তাহা ছাড়া খরিদ্দারেরা ইহাও অনেক সময়ই ভাবিয়া দেখেন না যে খাদি না কিনিয়া অন্য দেশী ও বিদেশী মিলের তৈয়ারী যে কাপড় তাহারা ক্রয় করেন তাহাতে এদেশের আর্থিক উন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ দেশের সহস্র সহস্র কাটুনী ও তাঁতি কর্ম্মহীন হইয়া পরম দুর্দ্দশায় উপনীত হয়। খাদির দাম অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া অনেক খরিদ্দার উহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, যে পর্য্যন্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট অন্য প্রয়োজনীয় শিল্পের মত খাদি শিল্পকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিতেছেন সে পর্য্যন্ত দামের দিক দিয়া উহার এই পার্থক্য সম্পূর্ণ ঘুচিবার নহে। সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়াই এদেশে অনেক প্রধান প্রধান শিল্প দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এদেশের কাগজের কলগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের লোককে রক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থার দরুণ শতকরা ২৫ ভাগ বেশী মূল্য দিয়া কাগজ কিনিতে হইতেছে। প্রতি হন্দর চিনি উপর ৭।০ আনা রক্ষণ শুল্ক বলবৎ থাকায় দেশবাসী শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়া চিনি খরিদ করিতেছে। রক্ষণ শুল্কের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার সাহায্য দিয়াই দেশবাসী টাটা কোম্পানীর উন্নতি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছে। এদেশের কাপড়ের কলগুলির জন্য এখনও বিদেশী কর্পাস সূতার উপর শতকরা ২৫।৩০ ভাগ রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য রহিয়াছে। আর দেশবাসীকে দেশীয় মিল বস্ত্রের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়া তাহা পোষাইয়া নিতে হইতেছে। কিন্তু খাদি শিল্পকে সেই ভাবে সাহায্য করিবার চেষ্টা কোথায়?

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১১ই আগষ্ট

এ সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক সুদের হার শতকরা চারি আনা হারে বলবৎ ছিল। বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা এখনও বর্ত্তমান আছে তবে ঐ স্বচ্ছলতা কিছুদিন পূর্ব্বেকার তুলনায় কতকটা কম বলিয়াই মনে হয়। ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রচুর টাকা জমিয়া গিয়াছিল এবং লাভজনকভাবে উহা খাটাইবার সুবিধা না থাকায় তাহা অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে টাকা নিয়োগ করিবার নূতন সুযোগ কিছু না আসিলেও ট্রেজারী বিল খরিদ বিষয়ে টাকা নিয়োজিত করিবার সুবিধা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ পাচ সপ্তাহ যাবৎ নূতন করিয়া ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রর হইতেছে। উহার সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে দেড়কোটি টাকার সাধারণ ট্রেজারী বিলও বিক্রয় হইতেছে। উহাতে ট্রেজারী বিলে বেশী পরিমাণ টাকা খাটাইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার বাড়িয়া যাওয়ায় ঐবিষয়ে একটা নূতন আকর্ষণও সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন করিয়া ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় আরম্ভ হওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার, দ্বিতীয় সপ্তাহে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার, তৃতীয় সপ্তাহে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার, এবং চতুর্থ সপ্তাহে ৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। সমস্ত মিলাইয়া চারি সপ্তাহে মোট ৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া ৬ কোটি টাকার সাধারণ ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। কাজেই বাজার হইতে মোটমাট অনেক পরিমাণ টাকাই যে ঐ বাবদে চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি ট্রেজারী বিলে এইরূপ বেশী পরিমাণ টাকা খাটাইবার সুবিধা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে তবে টাকার বাজারের বর্ত্তমান স্বচ্ছলতা কতকটা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

গত ৮ই আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা ৩৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৸৵৭ পাই। এসপ্তাহে তাহা বাড়াইয়া ৸৶৩ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৫ই আগষ্টের জন্য ৩ মাসের মেয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৮ই আগষ্ট ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। আপাততঃ আগামী ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ ৪ঠা আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৬৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬৭ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে তাহা ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে দরের হার চড়ার দিকে ছিল। অন্য বাজারে নিম্নরূপ হার দাঁড়াইয়াছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫২৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১ শি ৬১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	”	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি এ ৬ মাস	”	১ শি ৬৫/৬৪ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১০
মার্ক	”	৮৬৫/৮
সিলভার	”	৬৫
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট

কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে নানাদিক দিয়া কিছু কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। তবে বেচাকিনার পরিমাণ তেমন বাড়ে নাই। ইউরোপে ও সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে যে জটিলতার ভাব দেখা যাইতেছিল এ সপ্তাহে তৎসম্পর্কে নূতন কোন আশঙ্কা বা উদ্বেগের কারণ ঘটে নাই। বরং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ সব সমস্যা সম্পর্কে যে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন তাহাতে মোটামুটিভাবে একটা আস্থার ভাবই ফিরিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া এ সপ্তাহে বিদেশের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা কোন কোন দিক দিয়া উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃ কলিকাতার বাজারে লোকের ভিতর একটা আশা ও ভরসার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। আর তাহাতে কয়েকটি বিভাগে দামের হার সম্পর্কেও কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। তবে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নূতন গোলযোগের সম্ভাবনা একেবারে বিদূরিত না হওয়ায় লোকে সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন কিছু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আর সে জন্যই বেচাকিনার পরিমাণও কম হইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের হার গত সপ্তাহের প্রথম দিকে চড়া থাকিয়া শেষ দিকে কিছু নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহে দামের হার আবার চড়াহারে বলবৎ হইয়াছে। এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারে একটা ঝোঁক দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও দামের হার চড়া রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অদ্য বাজারে ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭।৶ আনা, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯৭।/ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১১০৷৶ আনা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১৩৷৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

এসপ্তাহের কয়লার খনি বিভাগে একটা নিরুৎসাহভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। বেচাকিনার পরিমাণও কম হইয়াছে। দামের হারও প্রথমদিকে নিম্ন ছিল। তবে শেষদিকে মূল্যের হার সম্পর্কে কিছু উন্নতি হইয়াছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ২৯৬॥০ আনা, ইকুটেবল ৩০৫০ আনা, হরিলাদী ১০।৶ আনা, রেওয়া ২০॥০ আনা ও ইউনিয়ন ৩৯।৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

গত সপ্তাহের শেষদিকে বাজারে পাটকল শেয়ারের দাম কিছু নামিয়া গিয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথমদিকে দামের হার বৃদ্ধি পায়। ৯ই তারিখ হাওড়া কোম্পানীর শেয়ার মূল্য ৪৯॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে শেষদিকে দামের হার পুনরায় কিছু নামিয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহে কাঁচা পাটের দর চড়ার সঙ্গে থলে ও চটের বাজার সম্পর্কে কিছু উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু কাঁচা পাটের দাম যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় থলে ও চটের দাম সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। তাহা ছাড়া থলে ও চটের বর্দ্ধিত মূল্যের হার শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বজায় রহে নাই। অদ্য বাজারে হাওড়া ৪৮৶ আনা, হুকুমচাঁদ ১॥০ আনা, ইণ্ডিয়া ২৬৩॥০ আনা, এম্পায়ার ২২/ আনা ও হুগলী ১৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে প্রথমদিকে কতকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে উন্নতি সম্পূর্ণ বজায় রহে নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে ভালরূপ লভ্যাংশ ঘোষনা করার সম্ভাবনা আছে বলিয়া জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হওয়ায় এই কোম্পানীর শেয়ার মূল্য ৮ই আগষ্ট তারিখে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে ঐ রকম দামে বেশী পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেওয়ার একটা ঝোঁক দেখা যাওয়ায় দামের হার কিছু নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৪।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার সম্বন্ধে এসপ্তাহে বাজারে কোন আগ্রহের ভাব লক্ষিত হয় নাই। অদ্য বাজারে তাহা (অডিনারি) ১২৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিভিন্ন বিভাগে শেয়ারের দাম নিম্নরূপ ছিল :—

কোম্পানীর কাগজ

২৷০ আনা সুদের ঋণ—৭ই আগষ্ট ৯৮॥০ ; ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)—৪ঠা আগষ্ট ৯৮/, ৮ই ৯৭॥৶, ৯৭॥৶ ৯৭৷০ ৯৭৷৶, ৯ই ৯৭॥৶ ৯৮৷০ ; ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৪ঠা আগষ্ট ৯৭৶ ৯৭।০ ৯৭॥০ ৯৭।/ ৯৭।৶ ৯৭।০ ৯৭।/ ৯৭।৶ ৯৭৶ ৯৭৲, ৫ই ৯৭৶ ৯৬৷৶ ৯৭৲ ; ৭ই ৯৬৷/ ৯৭৶ ৯৬৷৶, ৮ই ৯৭৲ ৯৭/ ৯৭/৬ ৯৭৶৬ ৯৭/, ৯ই ৯৭॥৶ ৯৭।০ ৯৭।৶ ৯৭।/ ৯৭।৶, ১০ই ৯৭/ ; ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)—৪ঠা আগষ্ট ১০৪।০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—৪ঠা আগষ্ট ১১৪৲ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—৭ই আগষ্ট ১১০৷০, ৯ই ১১০॥৶, ১০ই ১১০॥/ ১১০॥৶ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—৭ই আগষ্ট ১১৩৷৶, ৮ই ১১৩৷৶।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক—(সঃ আঃ) ৪ঠা আগষ্ট ১৫২৫৲ ; ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক—(কণ্টি) ৭ই আগষ্ট ৩৭৫৲, ৩৭৬॥০ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৪ঠা আগষ্ট ১১০॥০ ৫ই ১০৯॥০ ১১০॥০ ; ৭ই আগষ্ট ১০৯॥০ ১০৯৲ ; ৮ই ১০৯৲ ১০৯।০ ১১০।০ ; ১০ই ১০৯।০ ১০৯॥০ ১১০॥০ ; সেণ্ট্রালব্যাঙ্ক—৭ই আগষ্ট ৩৫৲ ; ১০ই ৩৪॥৶।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান—৭ই আগষ্ট ৬৮৲ ; ঐ (প্রেফ) ১০ই আগষ্ট ১০২৲।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল—৭ই আগষ্ট ৩৶ ৩।০ ; এলগিন মিলস্—(অডি) ৫ই আগষ্ট ১০২৲ ১০৩৲ ১০৪৲ ; বাসন্তী মিল—৯ই আগষ্ট ৪॥৶ ৪॥৶ ৪৷৶ ১০ই ৪॥০ ; স্বদেশী মিল—(৬৲ সুদের প্রেফ) ৯ই আগষ্ট ১২৮৲ ১২৯৲ ; ১০ই ১৬০৲ ১৬১৲।

কয়লার খনি

এম্যালগেমেটেড ৫ই আগষ্ট ২৩॥৵ ২৩৸৵ ১০ই ২৪৲; বেঙ্গল—৪ঠা আগষ্ট ২৯৩৲ ২৯৬॥০ ২৯৩৲ ৭ই ২৯৪৲ ২৯৫॥০ ২৯১॥০ ২৯২৲; ৯ই ২৯৬৲ ২৯৭॥০ ২৯৭৲ ২৯৮॥০; বরাকর—৪ঠা আগষ্ট ১১৵ ১১।৵ ১১৶ ১১।৶ ১১॥০; ৯ই ১০৸০; বেকোরো ও রামগড়—৯ই আগষ্ট ১৬।৵; ভুলনবাড়ী—৯ই আগষ্ট ৬৸৶ ৭৶; সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ—৪ঠা আগষ্ট ১১॥০; ৯ই আগষ্ট ১১॥/; চুরুলিয়া—৭ই আগষ্ট ১॥৵; ১০ই ১।৵; ইষ্ট ইণ্ডিয়া—৭ই আগষ্ট ১৮॥৵ ১৮৸৵; ইকুইটেবল—৪ঠা আগষ্ট ৩০।৵ ৩০৲; ৭ই ২৯৸৵ ৩০৲; ৯ই ৩০॥০; ১০ই ৩০॥৵; হরিলাদী—৭ই আগষ্ট ১০॥৵; ৯ই ১০।৶ ১০॥৶ ১০৸০; কাট্রাস ঝরিয়া—৪ঠা আগষ্ট ২৫৲; লাকুর্কা—৭ই আগষ্ট ৬।০ ৭৸৵; ৮ই ৭॥৵; ৯ই ৭॥০ ৭৸০; মুণ্ডুলপুর—৪ঠা আগষ্ট ৭৲; নিউ বীরভূম—৪ঠা আগষ্ট ১৫।৵ ১৫॥৵ ১৫॥০ ১৫৸০; নর্থ দামুদা—৪ঠা আগষ্ট ৪॥০; নিউ মানভূম—৮ই আগষ্ট ২৭৲; বালীগঞ্জ—৪ঠা আগষ্ট ২৮।৵; ৫ই ২৮॥০; ৭ই ২৭৸০; রেওয়া—৪ঠা আগষ্ট ২০॥০; ৭ই ২০॥০; শিয়ার সোল—৮ই আগষ্ট ৩৸০; শিবপুর—৯ই আগষ্ট ১৯৲।

পাটকল

আদমজী—(অডি) ৪ঠা আগষ্ট ১।৵; বরানগর—৪ঠা আগষ্ট ১৩৮৲ ৭ই ১৪০॥০ ১৪১॥০; ৮ই ১৪১॥০ ১৪০৲; ৯ই ১৪২৲ ১৪৩৲। গৌরীপুর—৪ঠা আগষ্ট ৫২৫৲। হাওড়া—৪ঠা আগষ্ট ৪৯।০ ৪৯৲ ৪৮॥০ ৪৮৸০ ৪৯৲ ৪৮॥৵ ৪৮।০ ৪৮॥০ ৪৮/০ ৪৭॥০ ৪৭॥৵ ৪৭॥/০ ৪৭৶ ৪৭॥৶; ৫ই ৪৭।৵ ৪৭॥৵ ৪৭৸৵ ৪৮/০ ৪৮৶ ৪৮/; ৭ই ৪৮৶ ৪৭৸৵; ৮ই ৪৮/ ৪৮॥০ ৪৮॥/; ৯ই ৪৮।/ ৪৮॥৵ ৪৯।০ ৪৯॥০ ৪৮৸৵ ৪৯৲; ১০ই ৪৮॥৶ ৪৮৸৶ ৪৮৸/ ৪৮।৶ ৪৮।৵। হুকুমচাঁদ—৪ঠা আগষ্ট ২৸০ ২৸৵ ২॥৵ ২॥৶ ২৸/ ২৸৶ ২॥/ ২।৶ ২।৵ ২॥০ ২।৵; ৫ই ২॥/ ২।৵ ২।৶ ২॥০; ৭ই ২৵ ২।০ ২।৵ ২৵; ৮ই ২৲ ২।০ ২।৵ ২৵ ২।৶ ২/ ২।০ ২।৵; ৯ই ২৶ ২।/ ১॥৵ ১৸/ ২৲ ১৸৵ ১৸৶ ১॥৵; ১০ই ১॥৵ ১৸০ ১॥৶ ১৸/ ১।৶ ১॥৵ ১৸ ১॥৶ ১৸/। ঐ (প্রেফ্) ৪ঠা আগষ্ট ৩৭৲ ৩৬৲ ৩৬॥০ ৩৭॥০ ৩৮৲ ৩২৲ ৩৩৲ ৩৩॥০; ৫ই ৩৩৲; ৭ই ৩১৲ ৩০॥০ ৩১॥০ ৩২৲; ৯ই ২৮॥০ ২৫৲ ২৭॥০ ২৭৲ ২৮৲ ২৩৲ ২৪৲; ১০ই ২১৲ ২১॥০ ২২॥০ ২০৲ ২৩৲ ২২৲ ১৯৲। ন্যাশানাল—৪ঠা আগষ্ট ২০৲ ২০।০ ২০॥০ ২০॥/; ৭ই ২০৲ ২০।০; ৮ই ২০৵০ ২০।০ ২০॥০; ৯ই ২০।৵ ২০॥৵, ১০ই ২০॥৵ ২০৸৵। নর্থব্রুক—৪ঠা আগষ্ট ৩০৶। নদীয়া—৪ঠা আগষ্ট ৪০॥০; ৮ই ৪০॥০ ৪১৲। প্রেসিডেন্সী—৪ঠা আগষ্ট ৬।০ এংলো ইণ্ডিয়া—৫ই আগষ্ট ৩০৬/; ৯ই ৩০৯৲ ৩১২৲ ৩১৪৲ ৩১৮৲; ১০ই ৩১৫৲। কামারহাটী—৫ই আগষ্ট ৪৪৭॥০ ৪৫০৲; ৭ই ৪৫০৲; ১০ই ৪৫৫॥০ ৪৫৩৲ ৪৫২৲; ঐ (প্রেফ্) ৫ই আগষ্ট ১২৫॥০। বিরলা—৭ই আগষ্ট ১৪।০; ১০ই ১৫৲ ১৫।০। হুগ্‌লী—৯ই আগষ্ট ৪৪৲। হুগ্‌লী—(প্রেফ্) ৭ই আগষ্ট ১৬।০।

খনি

বর্ম্মা করর্পোরেসন—৪ঠা আগষ্ট ৫।/ ৫।৶ ৫।০ ৫।৵ ৫॥০ ৫।০। ৫ই, ৫।/ ৫॥/ ৫।০। ৭ই, ৫।/ ৫॥/ ৫।০ ৫॥০ ৫।/। ৮ই, ৫।/ ৫॥/ ৫।/। ৯ই, ৫।৵ ৫॥৵ ৫।/। ১০ই, ৫।/ ৫॥/ ৫।/। ইণ্ডিয়ান কপার—৪ঠা আগষ্ট, ১॥৵ ১॥/ ১॥৵। ৫ই, ১॥/ ১॥/। ৭ই, ১॥/ ১৸০ ১॥/। ৮ই, ১॥৵ ১৸০ ১॥৶ ১॥/। ৯ই, ১॥৵। ১০ই ১॥৵ ১॥/ ১॥৵ ১॥/। রোডেসিয়া কপার ৪ঠা আগষ্ট, ১/ ১৶। ৫ই, ১৶ ১/। ৮ই ১/ ১৵। ৯ই, ১/ ১৵।

সিমেণ্ট

বেঙ্গল পটারীজ—৪ঠা আগষ্ট, ৫৸০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অডি) ৪ঠা আগষ্ট, ১০॥৵ ১০৸৵। ৫ই, ১০॥০ ১০৸৵। ৭ই, ১০।৵ ১০॥৵ ১০॥৶ ১০।/ ১০॥/ ১০।৶ ১০॥৶ ১০।০। ৮ই, ১০।৵ ১০॥৵ ১০॥৶ ১০৶ ১০৸০ ১০॥/ ১০৸/। ৯ই ১০।৶ ১০॥৶ ১০৸০। ১০ই, ১০৵ ১০।৶ ১০॥৶। ঐ (প্রেফ) ৪ঠা আগষ্ট, ৯৬৲ ৯৭৲। ৭ই, ৯৫৲ ৯৬॥০। ৮ই, ৯৫৲। ৯ই, ৯৬৲। ১০ই, ৯৫৲ ৯৪৲। এসোসিয়েটেড্ সিমেণ্ট—৭ই আগষ্ট, ১২৬৲।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

বেরেলী ইলেঃ—৪ঠা আগষ্ট ১১৸০; জোরহাট ইলেঃ—অডি ১০।০; ঐ (প্রেফ্)—৪ঠা আগষ্ট ১০০॥০; বেঙ্গল টেলিফোন—৭ই আগষ্ট (অর্ডি) ১৭৸০, ১৮৲; ৯ই—১৮৲; মজঃফরপুর ইলেঃ—৭ই আগষ্ট ১০॥৵০; বারাকপুর ইলেঃ—৯ই আগষ্ট ১৫৯৲; ঢাকা ইলেঃ—১০ই আগষ্ট ১৬৸/০, ১৬৸/০; আপার গেঞ্জেস ইলেঃ—১০ই আগষ্ট ১০॥৵০ ১০৸৵০।

ইঞ্জিনীয়ারিং

হুকুমচাঁদ ষ্টীল—(ডেফ্) ৪ঠা আগষ্ট ১৲ ১৵; ৭ই ১৲ ৸৶; ৯ই ১৲; ঐ (অডি) ৭ই আগষ্ট ৪৸ ৪৸৵; ৮ই ৪॥৶ ৪৸৶ ৫॥; ৯ই ৫৶ ৫।০ ৫।/ ৫।৵ ৫॥৵ ৫।৶; ১০ই ৫।/ ৫।৶; ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং—৪ঠা আগষ্ট ২১॥ ২১৵; ৭ই ২১৸৵ ২১॥; ৯ই ২১। ২১॥; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—৪ঠা আগষ্ট ২৩৸/ ২৪৵ ২৪৶ ২৪৲ ২৪। ২৩॥৶ ২৩৸৵; ৫ই ২৩॥৶ ২৩৸৶ ২৩৸ ২৪৲ ২৩॥ ২৩৸৵ ২৪৲ ২৩৸৶; ৭ই ২৩৸/ ২৩৸ ২৩৸৵ ২৪৵ ২৩৸৶; ৮ই ২৩৸৶ ২৪৶ ২৪॥৵ ২৪॥৵; ৯ই ২৪॥৶ ২৪৸/, ১০ই ২৪॥৶ ২৪॥ ২৫৲ ২৪৸৵ ২৪।৶ ২৪৸ ২৪।৵; ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগন—৪ঠা আগষ্ট (অর্ডি) ৪৬৲; ৮ই ৪৬৲; ষ্টীল করপোরেশন—(অডি) ৪ঠা আগষ্ট ১২।/ ১২॥ ১২।৵ ১২৵ ১২৶ ১২।/; ৫ই ১২। ১১।/ ১১৸৵ ১২৵ ১১৸৶ ১১৶ ১১৸/ ১২৲; ৭ই ১২৲ ১২। ১২।/ ১১৸৵ ১২/; ৮ই ১২৲ ১২/ ১২।/ ১২।৶ ১২।; ৯ই ১২।৵ ১২॥৵ ১২।/ ১২॥/ ১২। ১২।; ১০ই ১২৵ ১২।০ ১২॥ ১২৶ ১২।৶ ১২৵; ঐ (প্রেফ) ৪ঠা আগষ্ট ৯৩৲ ৯৪৲; ৫ই ৯২॥ ৯৩॥ ৯৩৲ ৯৪৲; ৭ই ৯৩॥ ৯৩৲ ৯৪৲; ১০ই ৯৪৲।

চা বাগান

বাঁশ মাটিয়া—৪ঠা আগষ্ট ১২৲ ১২।; বিশ্বনাথ—৪ঠা আগষ্ট ২১৸ ২২৲; দুনাবাতি—৪ঠা আগষ্ট ৩৩০৲; ৮ই ৩৪০৲ ৩৪২৲; হাস্কু—৪ঠা আগষ্ট ৮/ ৮।৵; সারুগাঁও—৪ঠা আগষ্ট ৮৵; মহিমা—৫ই আগষ্ট (প্রেফ) ১০৸৵; তেঙ্গপানী—৭ই ১৩৲ ১৩।; ১৩।০, ১৩।৶ ১৩॥৶; ছামঙ্গ—৯ই আগষ্ট ৯৲; ইষ্ট ইণ্ডিয়া—৯ই আগষ্ট ৭৸; তেজপুর—৯ই আগষ্ট ৫৵; গিয়েলি—১০ই আগষ্ট ৯। ৯॥; স্থবা—১০ই আগষ্ট ২।০; নাগাহিল ১০ই আগষ্ট ১০। ১০॥।

চিনির কল

বলরামপুর ৪ঠা আগষ্ট—৮৲ ৮।০ ৮৲; বুলান্দ—৪ঠা আগষ্ট ১২৸০; চাম্পারন—৪ঠা আগষ্ট ১১৸০, ১১৸০, ১২৲; রাজা—৪ঠা আগষ্ট ১১৸৵০; ভারত সুগার—৭ই আগষ্ট ৭।০, ৭॥০।

বিবিধ

বি আই করপোরেন—(অর্ডি) ৪ঠা আগষ্ট ২॥৵০; ৮ই—২॥/০, ২॥৵০ ১০ই ২॥০, ২।৶, ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ৪ঠা আগষ্ট ৭৲, ৭।০; ৫ই—৬॥০, ৬৸০; ডানলপ রবার (অর্ডি) ৪ঠা আগষ্ট ১৭৸০, ১৭৸৶; ৭ই—১৭৸০, ১৭৸৵, ১৮৵০, ৮ই—১৭৸৶০ ৯ই ১৮৶০, ১৭৸/, ১৭৸০ ১০ই—১৮৶০, ঐ (২য় প্রেফ্) রোটাস্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৪ঠা আগষ্ট—২০৲, ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট—৪ঠা আগষ্ট ৸৶, বেঙ্গল পেপার—৪ঠা আগষ্ট ৬৭৲ ৬৮৲, ৭ই ৬৮॥০ ৮ই ৬৮॥০, টিটাগড় পেপার (এ, অর্ডি) ৪ঠা আগষ্ট ১১॥০, ১১।৵০, ৫ই—১১॥০, ৭ই—১১৸/০, ১০ই—১১৸৶ ১১॥৵০, মেদিনীপুর জমিদারী—(প্রেফ) ৪ঠা আগষ্ট ১২২৲, বেঙ্গল ক্যামিকেল—(অর্ডি) ৯ই আগষ্ট ৩৩২৲ ৩৩৮৲—১০ই—১১৪৲ বৃটানিয়া বিস্কুট—৭ই আগষ্ট ৭।০, কলিকাতা—ট্রাম ৯ই আগষ্ট ১৬।০, ১৬।৵০, ১৬॥৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে দামের একটা সুস্পষ্ট নিম্নগতি দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে সোমবার ও মঙ্গলবার বাজারে দামের হার অনেক পরিমাণে সেই নিম্নস্তরেই বিরাজিত ছিল। পরে ৯ই আগষ্ট হইতে ঐ সম্পর্কে একটা উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। যদিও অদ্য পুনরায় ঐ উন্নতি কিছু পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত ৭ই আগষ্ট সোমবার ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৩৬৵০ আনা ও সর্ব্ব-নিম্নে ৩৫।০ আনা ছিল। ৯ই তারিখ তাহা চড়িয়া যথাক্রমে ৩৮৲ টাকা ও ৩৬৸০ আনা দাঁড়ায়। ১১ই আগষ্ট তাহা যথাক্রমে ৩৯৵ আনা ও ৩৭৸৵ পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য বাজারে পাটের দামের হার সর্ব্বোচ্চে ৩৮/০ আনা ও নিম্নে ৩৭।৶ আনা হইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল।

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্নদর	বাজার বন্ধের দর
৭ই আগষ্ট	৩৬৵০	৩৫।০	৩৫৸৵০
৮ " "	৩৬৸৵০	৩৬৵০	৩৬৸৵০
৯ " "	৩৮৲	৩৬৸০	৩৭৸৵০
১০ " "	৩৮৸০	৩৭।৵০	৩৭৸৵০
১১ " "	৩৯৵০	৩৭৸৵০	৩৮॥৵০
১২ " "	৩৮/০	৩৭।৶০	৩৭৸/০

একদিকে থলে ও চটের বাজারে মন্দা চলিতে থাকায় এবং অপরদিকে মফঃস্বল হইতে বেশী পরিমাণ পাট আমদানী হওয়ায় গত সপ্তাহে ব্যবসায়ীরা অধিক মাত্রায় পাট বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে ফাটকা বাজারে পাটের দর পড়িয়া যাইতে থাকে। এ সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট পাটের দর নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াও অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা পাটের দরের যুক্তিযুক্ত হার বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবেন জানাইয়া এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ঐ ইস্তাহারে পাট উৎপাদকদিগকে সুদিনের জন্য পাট ধরিয়া রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ঐরূপ সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাটকা বাজারে পাটের দরের একটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে শেষ পর্য্যন্ত পাটের যোগানের তুলনায় পাটের উপযুক্তরূপ চাহিদার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা অদ্য আবার দামের হার কমাইয়া দিয়াছে।

পাটের বাজার সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে অদ্যকার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বাঙ্গলা সরকারের নূতন ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে বাঙ্গলা সরকার পাট সম্পর্কে তাঁহাদের কর্ম্মনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই ইস্তাহার পাঠে জানা যায় বাঙ্গলা সরকার পাট চাষ উপযুক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বাধ্যকরী নীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আগামী মরশুমে এই নীতি কার্য্যতঃ বলবৎ করিবার জন্য তাঁহারা যথাযোগ্য আইন প্রণয়নের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি যাহাতে সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা ঐ বিষয়ে আসাম ও বিহার প্রদেশের সহযোগিতা লাভের জন্যও সচেষ্ট হইবেন। পাটকলগুলির মজুত চটের পরিমাণ ও বিদেশের বাজারে পাটের চাহিদা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাট চাষের উর্দ্ধতম হার বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। পাটের পরিবর্ত্তে অন্য লাভজনক ফসল চাষ সম্বন্ধেও কৃষকদিগকে সময়োচিত পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। পাটের ফাটকা বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতার বর্ত্তমান ফাটকা বাজারে এবার পাটের দরের হার যাহাতে প্রতিবেল ৩৬ টাকার নিম্নে না যায় তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথোপযুক্ত বিধান করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের এই ইস্তাহার মোটামুটি সন্তোষজনক। উহার ফলে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পাট চাষীরা কতক পরিমাণে অন্ততঃ আশ্বস্ত হইতে পারিবে ইহা সুখের বিষয়।

গত ৫ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বল হইতে মোট ৮১ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে পাট আম-দানী হইয়াছিল এক লক্ষ ৪১ হাজার বেল।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চটকলওয়ালারা ভাল রকম পাট ক্রয় করিয়াছে। গত ৪ঠা আগষ্ট বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিল ৬৸০ আনা। এ সপ্তাহে বাজারে সামান্য কমবেশী পরিমাণে ঐ হারই বলবৎ ছিল।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে দামের বেশ উঠানামা হইয়াছে। ফাষ্ট পাটের দাম প্রতি বেল ৩৫৯/ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়া পুনরায় ৩৭৯/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

থলে ও চট

এ সপ্তাহের শেষভাগে কাঁচা পাটের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে থলে ও চটের বাজারেও মূল্যের হার সম্পর্কে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ৪ঠা আগষ্ট বাজারে ৯ পোটার চটের দর ৮।০ আনা ও ১১ পোটার চটের দর ১০॥০/ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৮॥ আনা ১০৸০/ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথমভাগে আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আনীত বিল পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহন করাতে আমেরিকার তুলার বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তুলা প্রধান অঞ্চলে আবহাওয়া তুলা চাষের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে এই মন্দার ভাব কাটিয়া যায়। উহার পর আমেরিকার সিনেট সভা প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক আনীত বিল পাশ করেন এবং ফলে বাজার তেজী হইয়া উঠে। আমেরিকান বুরো উক্ত দেশে তুলা উৎপাদন সম্বন্ধে এরূপ বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে এবার ১ কোটী ১৪ লক্ষ ১২ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে। কিন্তু উহা অপেক্ষাও বেশী তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া এতদিন ব্যবসায়ী মহলের ধারণা ছিল। তুলার বাজার তেজী হইবার উহাও অন্যতম কারণ।

আমেরিকার তুলার মূল্য হ্রাসের সংবাদ আসাতে সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের বাজারেও তুলার দর কিছু কমিয়া গিয়াছিল। উহার পর কাথিয়াবার ও অন্যান্য অঞ্চলের আবহাওয়া তুলা ফসলের প্রতিকূল বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে বাজার একটু তেজী হয়। বর্ত্তমান সপ্তাহে ভারতীয় তুলা ক্রয় করিবার জন্য বিদেশ হইতে বিশেষ কিছু খোঁজ খবর হয় নাই। তবে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহ পূর্ব্বের তুলনায় বেশী তুলা ক্রয় করিয়াছে।

সপ্তাহের প্রথমে এপ্রিল, মে মাসে ডেলিভারি দিবার সর্ত্তে বরোচ তুলা ১৫৫।০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। পরে বিদেশ হইতে প্রতিকূল সংবাদ আসাতে সপ্তাহের শেষে উহা ১৫৪।৵ আনায় বিক্রয় হয়। জুলাই, আগষ্টের তুলার বাজার ১৫৭।০ আনায় বন্ধ হইয়াছে। ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে ডেলিভারী দিবার সময় বেঙ্গল তুলা ১১৮৸০ আনায় এবং ওমরা ১৪৫৮ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

লিভারপুল বাজারে মিডলিং শ্রেণীর তুলা ৮·২৯ পেনী হইতে বাড়িয়া ৮·৩০ পেনীতে বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিউইয়র্কের দর ৯·৮১ সেণ্ট হইতে কমিয়া ৯·৪৭ সেণ্টে দাঁড়ায়। অক্টোবরের দর ৯·১৬ সেণ্টের স্থলে ৮·৮৭ সেণ্ট এবং ডিসেম্বরের দর ৮·৬৭ সেণ্টে দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে নিম্নলিখিতমত বিকিকিনি হইয়াছে।

তারিখ	বোরোচ জুলাই-আগষ্ট	ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী	বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী
৪ঠা আগষ্ট	১৫৬৸৵	১৪৪॥৵	১১৮॥০
৫ই ...	১৫৬৵	১৪৩৸০	১১৭৸০
৭ই ...	১৫৭॥০	১৪৫।৵	১১৯৲
৮ই ...	১৫৭॥০	১৪৫॥০	১১৮৸০
৯ই ...	১৫৭।০	১৪৫৸০	১১৮৸০
১০ই ...	১৫৮।৵	১৪৬৸০	১১৯৲
১ বৎসর পূর্ব্বে	১৪৪॥৵	১৪০৲	১১৮৲
২ বৎসর পূর্ব্বে	১৮৬॥০	১৮৩॥০	১৪৯।০

কাপড়

গত সপ্তাহে কাপড়ের বাজার আরও কমিয়া গিয়াছে। উহার কারণ এই যে নূতন মাল বাজারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন মাল খালাস করিবার আগ্রহে পড়তার দিকে লক্ষ্য না করিয়া সকলেই কম মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতেছে। বর্ত্তমান বস্ত্র শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্য জনক। এখন যে অল্প মাল বিক্রয় হইতেছে এবং যে পরিমাণ মাল বাজারে মজুদ রহিয়াছে তাহাতে অবস্থার শীঘ্র উন্নতি হইবার আশা নাই।

দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ বিদেশী কাপড়ের মূল্য হ্রাসের ফলে সঙ্গে সঙ্গে এই সপ্তাহে মূল্য কমাইতে বাধ্য হইয়াছে।

সূতা

এই সপ্তাহে সূতার বাজারেও একটা নৈরাশ্যপ্রদ অবস্থা দেখা গিয়াছে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন সূতার চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু এই আশা ফলবতী হয় নাই। কতিপয় ভারতীয় কল সূতা বিক্রয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকাতে এই সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম দরে ৪০ নং সূতা কতক বিক্রয় হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের স্পিনিং মিলগুলির বিশেষতঃ কোয়েম্বাটুর অঞ্চলের মিলগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বিলাতী সূতা—মূল্যের তারতম্যের দরুণ এই শ্রেণীর সূতার আলোচ্য সপ্তাহে কোন কারবার হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সমুদয় সূতারই মূল্য সামান্য গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। শীঘ্রই বহুল পরিমাণে এই শ্রেণীর সূতার আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও মূল্যের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে মার্সেরাইজ সূতার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সূতা:—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিল্কিকেটের দরের কোন তারতম্য হয় নাই। উন্নত শ্রেণীর জাপানী সূতার দর অপেক্ষাকৃত কম থাকায় শিল্পসমূহ জাপানী সূতার দিকেই অধিকতর আগ্রহশীল। এই শ্রেণীর সূতার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত কর।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২৸ আনা হইতে ২৸৵ পর্য্যন্ত দর হইতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তার (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) মূল্য ৬৲ টাকা হইতে ৬।০ আনা দাবী করিতেছে।

সরিষার খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন চাহিদা ছিলনা। মিল সমূহ প্রতি মণের মূল্য ২৸ আনা হইতে ২৸৵ আনা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ ২ মণী বস্তার জন্য (বস্তার দর ।০ আনা সমেত) ৪৲ টাকা হইতে ৪। আনা পর্য্যন্ত মূল্য দাবী করিতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১১ই আগষ্ট

লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহে সোণার দরের হার অনেকটা স্থির হারেই বলবৎ ছিল। গত ৫ই আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৭ পা ৮শি ৬½ পেনী। ৮ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ ছিল। ৯ই আগষ্ট তাহা সামান্য কমিয়া ৭পা ৮শি ৬পেনি হয়। ১০ই তারিখ তাহা আবার ৭পা ৮শি ৬½ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৫ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল ৩৭৵৯ পাই। ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১০ই আগষ্ট বাজারে তাহা ৩৭৵৬ পাই হয়। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৪ঠা আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৵৬ পাই ছিল। বড়ালবার ৩৬৸৵৬ পাই ও গিনি ২৩৷৷৵৬ পাই ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৸৵৬ পাই ও ২৩৷৷৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

রূপা ক্রয় সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে বাজারে এখনও নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। আর তাহা দ্বারা বাজারে রূপার দরের হার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। গত ৫ই আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ১৬$\frac{3}{16}$ পেনী। ৭ই তারিখ তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ৮ই আগষ্ট বাজারে তাহা কমিয়া ১৬⅛ পেনী হয়। ৯ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য বাজারে তাহা ১৬$\frac{3}{16}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৫ই আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৪৫।৵০ আনা। গত ৭ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ৪৫৷৷৵০ আনা হয়। ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত বাজার ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ১০ই আগষ্ট তাহা ৪৫৸৵০ আনা হয়। অদ্য তাহা ৪৬৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

কলিকাতার বাজারে গত ৪ঠা আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৪৫।৵০ আনা ঐ খুচরা দর ৪৫৷৷৵০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪৬৵০ আনা আনা ও ৪৬।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউল

রেঙ্গুনের বাজারঃ—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের চালের বাজার মূল্যের অবনতি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ভারত হইতে চাহিদাও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। অন্যান্য স্থান হইতেও এ সপ্তাহে বিশেষ কোন চাহিদা হয় নাই এজন্য রেঙ্গুনের চালের বাজারে এখন মন্দা দেখা যাইতেছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

খানানটো	মূল্য
সেপ্টেম্বর	২২৮৲
অক্টোবর	২২৯৲
নভেম্বর	২৩০৵
ডিসেম্বর	২২৭৷৷০
আতপ	মূল্য
মোটা	২২২৲—২২৫৲
সরু	২৩০৲—২৩৩৲
টেবিয়ান	২৫২৲—২৫৮৲
সুগন্ধি	২৫৫৲—২৬৩৲
ভাঙ্গা	২১০৲—২১৫৲

গত ১লা জানুয়ারী হইতে এই আগষ্ট পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে মোট ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৪৭ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উপরোক্ত সময় হইতে পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯৮ টন।

কলিকাতার বাজারঃ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চাউলের বাজার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট

গত ৭ই ও ৮ই আগষ্ট তারিখে রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৯নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—এই নীলামে মোট ২০ হাজার ৪ শত বাক্স চা উপস্থিত করা হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে ১৮,৫০৫ বাক্স বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৩৯ ও ১৯৩৮ সালে যথাক্রমে ১৫,৫৪৬ বাক্স ও ১৫,৭৯৯ বাক্স বিক্রয় হইয়াছিল। ডুয়ার্স শ্রেণীর উৎকৃষ্ট প্রকার চায়ের দিকে এই নীলামে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছে। এবং এই শ্রেণীর চায়ের মূল্যও আশানুরূপ ছিল। টি পি শ্রেণীর চায়ের কোনরূপ চাহিদা ছিল না।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—এই নীলামে সবুজ শ্রেণীর চায়ের বিশেষরূপ চাহিদা ছিল এবং পূর্ব্বের দরেই যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর গুড়া চা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের সন্তোষজনক চাহিদাছিল; অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের সম্পর্কে এই নীলামের কোন উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

আলোচ্য নীলামে বিভিন্ন প্রকার চায়ের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

রপ্তানী যোগ্য—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত—	১৮,৫০৫	১৫,৮৪৬	১৫,৭৯৯
গড়পড়তা দর—	৷৷৵৪	৷৷৵১	৷৷৶৬

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত—	৮,০১৫	৮,০৭৩	৪,৯২০	৭,৭৭৪
গড়পড়তা দর—	।১	।৫	।০	।৪

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৩৯ | ১৬শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৯৩-৪৯৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫০০-৫০৫
মাদক বর্জ্জনের সমস্যা	৪৯৬	পুস্তক পরিচয়	৫০৫
পাটের মূল্য নির্দ্ধারণে গুদামের আবশ্যকতা	৪৯৭	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫০৬-৫০৭
শর্করা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ	৪৯৮-৪৯৯	মত ও পথ	৫০৮
		বাজারের হালচাল	৫০৯-৫১৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরলোকে সুবোধচন্দ্র মিত্র

বাসন্তী কটন মিলের সুবোধচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অকালে এবং আকস্মিকভাবে পরলোকগমনের সংবাদ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় বাঙ্গলা দেশে একটী অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে তাঁহার ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই কারণে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এবং তাঁহার সমশ্রেণীয় আরও কয়েকজন বাঙ্গালী যখন বাসন্তী কটন মিল স্থাপনে অগ্রসর হন সেই সময়ে আমরা উহাঁকে বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। সুবোধ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলার বনিয়াদী ঘরের ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়ত: ভীত হইবেন। যদি তাহা হয় তাহা হইলে উহা বাঙ্গলা দেশের পক্ষে তথা বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে খুবই ক্ষতিজনক হইবে সন্দেহ নাই। এই কারণে সুবোধ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুকে আমরা একটা জাতীয় ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। আমরা তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের প্রতি আন্তরিক গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বস্ত্রশিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও বাঙ্গলা

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্প্রতি যে দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের কলওয়ালা সমিতি আলোচনা চালাইতেছেন। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যোগদান সঙ্গত কিনা তাহা গত ২৯শে জুনের 'আর্থিক জগতে' আমরা আলোচনা করিয়াছি। কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গলার পক্ষে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত হইবে না বলিয়াই আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুত মতিলাল দাম গত ১৭ই আগষ্টের 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' এই সম্পর্কে বাঙ্গলার বিশেষ অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গলায় তুলার চাষ পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া বোম্বাই অঞ্চল হইতে উচ্চ ভাড়া দিয়া তুলা আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে বেশীর ভাগই বিদেশী তুলা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন কলে ব্যবহৃত তুলার শতকরা ৭০।৮০ ভাগ তুলাই বিদেশী। বৈদেশিক তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি বাঙ্গলার পক্ষেই বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। তুলার জীবাণু শোধনের যন্ত্র বোম্বাইয়ে আছে—কিন্তু কলিকাতা বন্দরে নাই। তজ্জন্য বাংলার কলসমূহের জন্য সমস্ত বৈদেশিক তুলাই বোম্বাই বন্দরের মারফত আসিয়া থাকে এবং উহার ফলে বাঙ্গলার কলগুলিকে অতিরিক্ত রেল ভাড়া বহন করিতে হয়। বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে উচ্চতর পদ সমূহের জন্য এখনও বেশী বেতন দিয়া ভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক সংগ্রহ করিতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় মূলধন এবং ব্যাঙ্কের সহায়তারও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। অতঃপর বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিক্রয়

করের (Sales Tax) ফলে এই দুই প্রদেশের বস্ত্র প্রভূত পরিমাণে বাঙ্গলা দেশে আমদানী হইবে। শ্রীযুক্ত দাম বলেন যে এই সমস্ত কারণে বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহে উৎপাদনব্যয় অত্যধিক এবং উপরি উক্ত চুক্তিতে বাঙ্গলাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে সর্ত্তহিসাবে এই সমস্ত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গলার জন্য একটি পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিঃ দামের এই প্রস্তাব বোম্বাই ও আমেদবাদের কলওয়ালাগণ মানিয়া লইতে রাজী হইবেন কিনা জানি না। যদি বাঙ্গলার এই ন্যায্য দাবী গৃহীত না হয় তবে বাঙ্গলার পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ না করাই বিধেয়।

ভারতে বিদেশী মূলধনের নিয়ন্ত্রণ

ভারতে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর সংরক্ষিত শিল্প-সমূহের সহিত ভারতবর্ষের বাজারে বিদেশাগত শিল্প দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে বটে এবং ভবিষ্যতে ভারতের বাজারে বিদেশী দ্রব্যাদির প্রবেশাধিকার যে বিশেষ কঠিন হইবে বৈদেশিক শিল্পপতিগণের মনে সে আশঙ্কাও জাগরিত হইয়াছে। ইহার ফলে গত কয়েক বৎসর যাবত বিদেশী-বিশেষতঃ বৃটিশ মূলধনে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হইতেছে এবং ইহাদের অবৈধ প্রতিযোগিতা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে যে প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ যাহাতে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারে তজ্জন্য এই সমস্ত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে দাবীও জানান হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম যে কেন্দ্রীয় আইন সভার আগামী সিমলা অধিবেশনে কোন বেসরকারী সদস্য এই সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করিবেন এবং সদস্যদিগকে এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করার জন্য ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী ভারতে বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে তথ্যাদি পূর্ণ একখানি পুস্তিকা প্রণয়ণ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রের ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে তথ্যতালিকা সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। জনমত বিরোধী ভারত সরকার দেশের স্বার্থের প্রতিকূল আচরণে অভ্যস্ত এবং কখনও বৃটীশ স্বার্থের খাতিরে ভারতের স্বার্থ বলি দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে যে রক্ষাকবচের বিধান রহিয়াছে তাহার ফলে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যে আলোচনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তবে ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টা যে দৃঢ় জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা সুনিশ্চিত এবং ইহা দ্বারা যদি আমাদের শাসকবর্গের কিছুমাত্রও চৈতন্য হয় তবে ফেডারেশনের এই শ্রম সার্থক হইবে।

সামরিক বিভাগের ব্যয়

ভারতবর্ষে সামরিক বিভাগের ব্যয় গত বৎসরের তুলনায় এবার ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার মত বৃদ্ধি করিয়া ৫৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকায় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। সামরিক বিভাগের এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য এবার ভারত সরকারের বাজেটে যে ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহা নিবারণার্থ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী তুলার উপর শুল্কের হার দ্বিগুণ করা হইয়াছে। ইদানীং ভারতবর্ষ হইতে কয়েকটী সৈন্যদল এডেন, মিশর, পিনাং ও সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করাতে সংবাদপত্রে এরূপ জল্পনা কল্পনা হইতেছিল যে বর্ত্তমান বৎসরে সামরিক বিভাগের ব্যয় অনুমিত ব্যয়ের তুলনায় দেড় কোটি টাকার মত কম হইবে। এই যুক্তি অবলম্বনে অনেকে বিদেশ হইতে আমদানী তুলার উপর শুল্কের বর্দ্ধিত হার কমাইয়া উহাকে পূর্ব্ব অবস্থায় পরিণত করিবার জন্যও দাবী করিতেছিলেন। কিন্তু সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে ইংলণ্ডের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যদল স্থানান্তরিত হইলেও উহাদের বেতন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় ভারত সরকারকেই বহন করিতে হইবে। এই সব সৈন্যদল বিদেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে মাত্র তাহাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন। যাহারা ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় সৈন্যদল বিদেশে স্থানান্তরিত হওয়াতে সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস হইবে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এই সংবাদে তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। তবে আমরা এই সংবাদের উপর কোন দিনই গুরুত্ব দেই নাই। যেখানে ৯০ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে ৫৪ কোটি টাকাই সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয়িত হয় সেখানে সাময়িকভাবে এক কোটি দেড় কোটী টাকা ব্যয় কমিলেই কি—আর বাড়িলেই কি ? সামরিক বিভাগের ব্যয় অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিমাণে হ্রাস করাই ভারতবাসীর উদ্দেশ্য। কাজেই এক কোটি দেড়কোটী টাকার জন্য মাথা ঘামান সময়ের অপব্যয় মাত্র।

আসামে কৃষিজাত আয়ের উপর কর

সম্প্রতি আসাম ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার যুক্ত অধিবেশনে কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারক বিলটি গৃহীত হইয়াছে। বিরুদ্ধ দলের সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করিয়া এতদিনে আসাম মন্ত্রীসভা এই বিলটি চূড়ান্তভাবে পাশ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন—ইহা সুখের বিষয়। নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ও জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অনেক স্থলেই জাতি গঠনমূলক কার্য্যে বেশী পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করিতেছেন। প্রজা সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কয়েকটি প্রদেশে ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি মকুব করিতে হইয়াছে। অপরদিকে কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার মাদক বর্জ্জনের কার্য্যও অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহের বর্ত্তমান প্রাপ্তব্য রাজস্বের পরিমাণ প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে সামান্য। তাহার উপর এই সকল কার্য্যনীতি অবলম্বিত হওয়ায় এক্ষণে প্রায় প্রদেশের বাজেটেই আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্বভাবতঃই অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিয়া নূতন কর নির্দ্ধারণে বাধ্য হইতেছেন। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে আসাম সরকারের বর্ত্তমান প্রচেষ্টা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা ঐ প্রদেশের দুঃস্থ কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব কল্পে প্রভূত পরিমাণে রাজস্ব মকুবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিবসাগর ও ডিব্রুগড় জিলায় তাঁহারা যে মাদক বর্জ্জনের নীতি

অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা পরিমাণে রাজস্ব হ্রাস পাইবে। তাহা ছাড়া জাতিগঠন মূলক কার্য্যের জন্য নূতন ব্যয়বরাদ্দও তাঁহাদিগকে করিতে হইতেছে। ফলে আসাম সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের বাজেটে ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কাজেই আয়বৃদ্ধি ও ঘাটতি পূরণের উপায় হিসাবে আসাম সরকার কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণের জন্য বর্ত্তমান বিলটি পাশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা কৃষি হইতে ৩ হাজার টাকার উপর আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে একটি আয় কর আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাশ, এই আয়কর বাবদ আসাম সরকারের আদায়ী রাজস্ব বাৎসরিক ১৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

আর্থিক অস্বচ্ছলতা মিটাইবার জন্য যে অবস্থায় আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা নূতন কর নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের কার্য্য সকলেরই সমর্থনযোগ্য। নীতি-বাদের দিক দিয়াও কৃষিজাত আয়ের উপর উপরোক্তরূপ কর ধার্য্য করা সম্পর্কে কোন অসঙ্গতি কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। চাকুরী বা ব্যবসা উপলক্ষে যাহাদের আয় বৎসরে দুই হাজার টাকা তাহাদের উপর বর্ত্তমানে আয়কর নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। কিন্তু কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজে যাহাদের আয় বৎসরে ১০।১৫ হাজার টাকা তাহারাও আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। তজ্জন্য সাইমন কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া স্যার অটো নিমেয়ার পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বিহার প্রদেশেও এই সম্পর্কে একটি আইন রচিত হইয়াছে। কাজেই আসাম সরকার বর্ত্তমান বিলটিকে আইনে পরিণত করিয়া লোকের প্রকৃত আয় সত্যাসত্যরূপ নির্দ্ধারণ করতঃ যদি ৩ হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ পরিমাণ কৃষিজাত আয়ের উপর কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন তবে সাধারণের পক্ষ হইতে তাহা সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত।

ভারতীয় মুদ্রানীতি ও রাজস্বব্যবস্থা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে সম্প্রতি ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত বৎসরে পৃথিবীর বড় বড় দেশের আর্থিক অবস্থা, ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য, ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানী, ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়হার, কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের আর্থিক অবস্থা, গবর্ণমেণ্টের হস্তে মজুদ অর্থের পরিমাণ, সরকারী ঋণ, টাকার সুদ ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার অবস্থা, দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানিতে চাহেন তাঁহাদের কাছে এই রিপোর্টটি বিশেষ মূল্যবান সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সর্ব্বদা খোঁজখবর করেন তাঁহাদের কাছে এই রিপোর্টে উল্লিখিত অনেক বিবরণই নূতন বলিয়া মনে হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতবর্ষে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসেই সকলে জানিতে পরিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের মোটামুটি বিবরণ এবং এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানীর মোটামুটি বিবরণও গত এপ্রিল মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের মার্চ্চ মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানা গিয়াছে। উহা সত্ত্বেও সাধারণের নিকট উক্ত রিপোর্টে প্রকাশিত অনেক বিবরণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইবে। উহার মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের রাজস্বের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। উক্ত বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সমষ্টিগতভাবে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে উদ্বৃত্ত দূরে থাকুক ১ কোটি ১১ লক্ষ ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে এবং বর্ত্তমান ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট অনুসারে সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই বিষয় হইতে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারত-বর্ষের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের রাজস্বের সমষ্টিগত অবস্থা দিন দিন কি প্রকার শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে গত ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে আয়কর, পাট রপ্তানী শুল্ক এবং নগদ সাহায্য হিসাবে ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে ৭ কোটি টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান ১৯৩৯-৪০ সালেও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা পাইবেন—এরূপ বরাদ্দ হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশিত আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ট্রেজারি বিলের সুদের হার বৃদ্ধি। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ট্রেজারি বিলের জন্য প্রদত্ত সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ১॥৯ পাই। যে মাস হইতে এই সুদের হার কমিয়া আগষ্ট মাসের শেষে উহা ॥/৮ পাইয়ে পরিণত হয়। কিন্তু এই সময়ে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হওয়াতে সুদের হার বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২॥/৮ পাই। তবে মার্চ্চ মাসের শেষে উহা পুনরায় কমিয়া ২।/৩ পাইয়ে পরিণত হইয়াছিল। ট্রেজারি বিলের সুদের হার এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমান বৎসর টাকার বাজারে কিছু টান পড়িয়াছে বুঝা যায়। এই বৎসরে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, মাদ্রাজ, আসাম এবং সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও ট্রেজারি বিল বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং এজন্য বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন হারে সুদ দিতে হইয়াছিল। তবে এই সুদের হার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুদের তুলনায় শতকরা বার্ষিক ৩।৪ আনা বেশী ছিল। এই বৎসরের রিপোর্টে ভারতবর্ষের ৮টি ক্লিয়ারিং হাউসের মারফতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চেকের আদান প্রদানের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে মোট ২ হাজার ১২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার চেক বিনিময় হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫১ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। উহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের ভিতরে পরস্পরের মধ্যে টাকার লেনদেন কমিয়া গিয়াছিল। দেশের ভিতরে চলতি নোটের হিসাব হইতেও উহা প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে দেশের ভিতরে গড়ে ১৮৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকার নোট চলতি ছিল—কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮০ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা। আরও একদিক হইতে এই তথ্য উপলব্ধি করা যায়—১৯৩৭-৩৮ সালে নোট এবং রৌপ্য মুদ্রায় দেশের ভিতরে যত টাকা চলতি ছিল, ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহার পরিমাণ ৯ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রিপোর্টে এই ধরণের আরও অনেক চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সব বিষয়ে তত্ত্বান্বেষী তাঁহারা উহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

মাদক বর্জ্জনের সমস্যা

মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের সমস্যা একটি নৈতিক সমস্যা। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে—যেখানে কৃষক ও মজুর শ্রেণীর কোটী কোটী লোক নিজে অর্দ্ধভুক্ত ও অর্দ্ধনগ্ন থাকিয়া এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবারের অতি সামান্য ধরণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও উপেক্ষা করিয়া মদ গাঁজার জন্য তাহাদের আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের অপব্যয় করে সেখানে মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। এদেশে রাজশক্তি বরাবর দেশের লোকের মধ্যে মাদকদ্রব্যের প্রসারের ব্যাপারে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য উহার বিরুদ্ধে দেশবাসী একবাক্যে প্রতিবাদও জানাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আবগারি বিভাগের আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের একটি প্রধান অবলম্বন বলিয়া গবর্ণমেন্ট দেশের লোকের প্রতিবাদে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। পরাধীন জাতিকে নেশার ভিতর যত বেশী ডুবাইয়া রাখা যায় শাসকশক্তির পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা—এরূপ একটা মনোভাবও যে রাজশক্তির ছিল না তাহা হলপ করিয়া বলা যায় না।

ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য একটা আন্তরিক চেষ্টা দেখা যাইতেছে এবং এই ব্যাপারে বোম্বাই সরকারই সবচেয়ে বেশী অগ্রণী হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই নৈতিক সমস্যাটী বর্ত্তমানে একটী দলগত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা কংগ্রেসকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না তাঁহারা তো এই ব্যাপার লইয়া বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ করিতে কসুর করিতেছেনই না—কংগ্রেসের মধ্যেও যাহারা বর্ত্তমানে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একমত নহেন তাঁহারাও মাদকদ্রব্য বর্জ্জন লইয়া বোম্বাই গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। ফলে কংগ্রেসী শাসনের আমলে একটী অতি প্রশংসনীয় উদ্যম পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বোম্বাই গভর্ণমেন্টকে যাঁহারা মাদকদ্রব্য বর্জ্জনমূলক কর্ম্মপন্থা লইয়া আক্রমণ করিতেছেন তাঁহাদের যুক্তি অত্যন্ত অসাড়। উঁহাদের প্রধান কথা এই যে মাদকদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিলে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইবে এবং বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের রাজস্বের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় তাহাতে কোন গভর্ণমেন্টের পক্ষে এরূপ কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে। সত্য বটে—বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের আবগারি বিভাগের মারফতে বৎসরে ১৫ কোটী টাকার মত আয় হইতেছে এবং দেশ হইতে মাদক দ্রব্যের উচ্ছেদসাধন করিলে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ এই আয় হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু দেশের লোককে মদ গাঁজা খাওয়াইয়া তাহার আয় দ্বারা যদি শাসনকার্য্য চালাইতে হয়, তাহা হইলে দেশের ভিতরে অরাজকতা বরং ভাল। মাদকদ্রব্য যখন দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তখন যেভাবেই হউক উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে এবং ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াই হউক অথবা নূতন ট্যাক্স বসাইয়াই হউক উহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে উহার বিরুদ্ধে দেশবাসীর এতদিনের প্রতিবাদের কোন অর্থ ই হয় না।

মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি এই যে, উহার ফলে দেশের বহুসংখ্যক লোক বেকার হইবে। কিন্তু এদেশে যত প্রকার দুর্নীতিমূলক কাজ রহিয়াছে তাহার যে কোন একটি বন্ধ করিতে গেলেই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারে। জালিয়াতি, জুয়াচুরি, পকেটমারা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার দুর্নীতিমূলক ব্যাপারের আশ্রয়েই এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে। এই সব দুর্নীতি বন্ধ করিলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া উপরোক্ত শ্রেণীর কাজের সমর্থন করা যায় না। প্রাচীন ভারতে যাহারা মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিত তাহাদিগকে সমাজে অস্পৃশ্য ও পতিত করিয়া রাখা হইত। বর্ত্তমান কালে এই শ্রেণীর লোকের জন্যই সহানুভূতির বান ডাকিতেছে। যাহারা দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের সর্ব্বনাশের পক্ষে সহায়ক হইতেছে তাহারা কি কোনও প্রকার সহানুভূতির যোগ্য?

কিন্তু মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের দিক হইতে সমষ্টিগতভাবে সরকারী রাজস্বের ক্ষতি অথবা দেশের বেকার সমস্যার জটীলতা বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই। ভারতবর্ষের জনসাধারণ বর্ত্তমানে মদ্যপানের জন্যই বৎসরে ১০০ কোটি টাকার মত ব্যয় করিয়া থাকে। মাদকদ্রব্য ব্যবহারে সুবিধা না পাইলে দেশের জনসাধারণ এই ১০০ কোটি টাকা আহার্য্যদ্রব্য ও পরিচ্ছদ ক্রয়, উন্নততর বাসভবন নির্ম্মাণ, রেলে বাসে ও ষ্টিমারে ভ্রমণ, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করিবে। উহার ফলে ভারত সরকারের শুল্কবিভাগ, রেল-বিভাগ, ডাক ও তার-বিভাগ, আয়করবিভাগ ইত্যাদির আয় বৃদ্ধি পাইবে। উহাতে দেশের পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা ও যানবাহনের ব্যবসার উন্নতি হইবে এবং দেশের লোকের সঞ্চিত অর্থ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমৃদ্ধ করিবে। সুতরাং মাদক বর্জ্জনের ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ একদিকে যাহা হারাইবেন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট অন্যদিকে তাহা লাভ করিবেন এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় হইতে যাহারা বেকার হইবে, সরকারী ও বেসরকারী অফিসাদিতে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী লোক চাকুরী পাইবে। মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের ফলে দেশের বেকার সমস্যা যে জটিলতর হয় না এবং দেশের রাজশক্তি যে পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন মাদ্রাজের অভিজ্ঞতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মিঃ টমাসের ন্যায় ব্যক্তিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের ফলে যে আর্থিক ক্ষতির কথা বলা হইতেছে তাহা কাল্পনিক। অবশ্য এই ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের আর্থিক ক্ষতি হইবে—কিন্তু উহার ফলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উহা অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে। এই অবস্থায় মাদক বর্জ্জনের ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্যের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। দেশবাসী যদি মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের ফলে আর্থিক ক্ষতির বিভীষিকা না দেখিয়া একবাক্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এই ব্যাপারে সাহায্যের দাবী উপস্থিত করে তাহা হইলেই দেশে মাদক বর্জ্জননীতি সফল হইয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

পাটের মূল্য নির্দ্ধারণে গুদামের আবশ্যকতা

আগামী বৎসর হইতে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার যে বিবৃতিপত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার একস্থানে তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন যে গুদাম (ware-house) সম্পর্কে কি প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার সম্ভাবনা আছে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে পাটের যে উপযুক্তরূপ মূল্য হইতেছে না, চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়া তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। খান বাহাদুর আজিজুল হক তাঁহার নব প্রকাশিত "মেন বিহাইণ্ড দি প্লাউ" নামক পুস্তকে গত ১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরে পাটের উৎপাদন এবং খরচ সম্বন্ধে যে হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসরে গড়পরতায় ৯৪৷১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর গড়পরতায় ৯৫৷ বেল পাট খরচ হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন বৎসরে, চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও সমষ্টিগতভাবে গত ১৫ বৎসরে চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই। এই অবস্থায় পাটের মূল্য এত হ্রাস পাইবার কারণ কি? অবশ্য পৃথিবীব্যাপী মন্দার জন্য সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে পাটের মূল্যও কতকটা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পাট বাঙ্গলা, বিহার ও আসামের প্রায় একচেটিয়া সম্পদ। বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য টাকার হিসাবে বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইয়াছে পণ্যদ্রব্যের পরিমাণের দিক হইতে তাহা ততটা হ্রাস পায় নাই। অত্রাবস্থায় 'জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের মোড়ক' স্থানীয় পাটের মূল্য এত হ্রাস পাইবার কোনই কারণ ছিল না। উহা সত্ত্বেও যে পাটের মূল্য এত কম হইতেছে তাহার কারণ চটকলসমূহে কয়েক মাস খরচ চালাইবার উপযুক্ত পাট সব সময়ে মজুদ থাকা এবং কৃষকের পক্ষে কিছু দিন পর্য্যন্ত পাট ধরিয়া রাখিবার অক্ষমতা। উহার মধ্যে শেষোক্ত পরিস্থিতিই পাটের মূল্য হ্রাসের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ। চটকল সমূহের হাতে সব সময়ে সম পরিমাণ পাট মজুদ থাকে না। কোন বৎসরের শেষে তাহাদের হাতে ৮।৯ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট এবং কোন বৎসরের শেষে মাত্র ৩।৪ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ থাকে। কিন্তু মজুদ পাটের অবস্থা যাহাই হউক না কেন তাহারা জানে যে কৃষকের অভাব এত বেশী যাহার ফলে পাট উৎপন্ন হওয়ার পর ২।৩ মাসের মধ্যে তাহারা উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮০।৮৫ ভাগ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে। এই অবস্থার সুযোগে তাহারা হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ কমিয়া গেলেও নূতন পাট ক্রয়ের জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখায় না। উহার ফলে চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক প্রভাবের ফলে পাটের যেরূপ মূল্য হওয়া উচিত পাটের মরশুমের মুখে মূল্য তাহা অপেক্ষাও অনেক কমিয়া যায়। তখন চটকল-ওয়ালারা আস্তে আস্তে বাজার হইতে পাট ক্রয় করিয়া তাহাদের হস্তস্থিত মজুদ মালের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া দেয় এবং এই মজুদ মালের জোরে বৎসরের বাকী সময়েও তাহারা ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহ চটকলগুলিকে অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলা সরকার যদি চাহিদার অনুপাতে বাধ্যতামূলকভাবে পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে বাধ্যতামূলক পাটচাষ দ্বারাও কৃষকের বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। কারণ তখনও একসঙ্গে প্রায় সমস্ত পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হওয়ার দরুণ পাটের মরশুমের মুখে পাটের দর অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে গত ১৫ বৎসরে গড়পরতায় পাটের উৎপাদন এই কয় বৎসরের গড়পরতা চাহিদার তুলনায় বেশী হয় নাই। তাহা সত্বেও পাটের দর অস্বাভাবিক-রূপে নামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে।

বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র যদি লাইসেন্স করা গুদামের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কৃষকগণ পাটের মরশুমে এইসব গুদামে পাট মজুদ করিয়া উহার জামীনে কতক টাকা পাইবার যদি সুযোগ পায় তাহা হইলে পাটের মরশুমে একসঙ্গে সমস্ত পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। কৃষককে এই সুবিধা দিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান—সকলের সহযোগিতা আবশ্যক। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক-সমূহ কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে গত ১০ই জুলাই তারিখের 'আর্থিক জগতে' নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল "গুদাম-জাত মালের জামীনে দাদন" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা না পাইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে কৃষকগণকে যথোপযুক্তভাবে সাহায্য করা সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাটচাষীকে উপযুক্তরূপ মূল্য প্রদানে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তখন লাইসেন্স করা গুদাম সম্বন্ধে অবিলম্বে একটি আইন প্রণয়ন করা তাহাদের উচিত হইবে। বর্ত্তমানে অবশ্য বহুলোক নিজেদের গুদাম স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে পাটের আড়তদারীর ব্যবসা করিয়া থাকে। কিন্তু উহা দ্বারা কৃষকের কোন লাভ হয় না। ভবিষ্যতে কৃষকের উৎপাদিত পাট মজুদ করিবার জন্য দেশের লোক যাহাতে গুদাম প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হয় এবং গুদামের মালিক কৃষকের নিকট হইতে পাট মজুদ করিয়া তাহাকে যে রসিদ দিবে সেই রসিদের জামীনে ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে পাটের অনুমিত মূল্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ

(৪৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শর্করা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ

সংরক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতের যে কয়েকটি শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে তন্মধ্যে শর্করাশিল্পের স্থান সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লৌহ ও ইস্পাত এবং বস্ত্রশিল্প অপেক্ষাও ইহার অগ্রগতি বেশী হইয়াছে। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচ বৎসরের উন্নতি পর্য্যালোচনা করিলেই অল্পকাল মধ্যেই শর্করা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। দশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শর্করা আমদানীকারক দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান শর্করা উৎপাদনকারী দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতে চিনির কল ছিল মাত্র ৩২টি, উৎপাদন পরিমাণ ছিল ৪½ লক্ষ টনের কিছু উপর এবং ঐ বৎসরে ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৩১৯ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে দেড়শতের উপর। উৎপাদন পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ২০ হাজার টনেরও কম দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ১৫½ কোটি টাকা দেশের ভিতর থাকিয়া যাইতেছে। শর্করাশিল্পে বর্ত্তমানে দেড় লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে এবং ইহাদের বার্ষিক মজুরীর পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা। শর্করাশিল্পের প্রসারের ফলে কৃষক সম্প্রদায় এবং গভর্ণমেণ্টেরও যথাক্রমে ৯ কোটি এবং ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হইতেছে।

শর্করাশিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতিতে দেশবাসী মাত্রই গৌরব বোধ করেন এবং ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইতে অত্যুৎপাদনের ধূঁয়া তুলিয়া চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য জনমত গঠনের যে প্রয়াস পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহাতে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিক্ দিয়া শর্করাশিল্পের ভবিষ্যত উন্নতি সম্বন্ধে আমরা আশঙ্কা বোধ করিতেছি এবং এই ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশের যে বিশেষ স্বার্থ জড়িত আছে তাহাও 'আর্থিক জগতের' পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাসমূহে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। চাহিদার অনুপাতে শর্করা উৎপাদন পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে বেশী কি না এই সম্পর্কে তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা উচিত। অন্যান্য দেশে মাথা পিছু চিনির যে চাহিদা আছে সেই তুলনায় আমাদের উৎপাদন পরিমাণ খুবই কম। আমাদের দেশে মাথাপিছু বার্ষিক শর্করার চাহিদা ৭ পাউণ্ডেরও কম। মাথাপিছু চিনির চাহিদা ডেনমার্কে ১২৩.৩ পাউণ্ড, নিউজিলাণ্ডে ১২১.৩ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১০৫.৪ পাউণ্ড, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ১০৫.৮ পাউণ্ড। আমাদের দারিদ্র্য ও অল্পক্রয়ক্ষমতার কথা ভাবিলে বর্ত্তমান উৎপাদন পরিমাণ দেশের চাহিদা অনুপাতে যে বেশী তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই অজুহাতে শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া এবং বাঙ্গলার মত প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত করিয়া এই উন্নতির অংশ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইতে না দেওয়ার যুক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারি না। নিয়ন্ত্রণ সকলেরই সমর্থনযোগ্য। নিয়ন্ত্রণের অভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়া এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে এই দেশেই আমরা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বৈষম্যমূলক তাহার ফল আরও বিষময়। একমাত্র বিহার ও যুক্তপ্রদেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি ভারতীয় শর্করাশিল্প নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে উহা তীব্র প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করিবে। এই সম্পর্কে কানপুরস্থিত ইম্পিরিয়েল সুগার টেক্নোলজিকেল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ মিঃ আর, সি শ্রীবাস্তবের একটি পরিকল্পনা বিগত ১২ই আগষ্টের 'কমার্স' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা নানাভাবে বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশের স্বার্থের দিক দিয়া প্রণিধানযোগ্য। পরিকল্পনাটি প্রধানতঃ বিহার এবং যুক্ত প্রদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও ইহার ব্যাপকতা সর্ব্বভারতীয়। চিনির মূল্যের স্থিরতা সাধনই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিকল্পনাটী মোটামুটি এইরূপ :—প্রথমতঃ সমগ্র ভারতের জন্য একটি উৎপাদন পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এই উৎপাদন পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ টনের মত হইবে। বার্ষিক কাট্‌তির জন্য ১১½ লক্ষ টন (খান্দসারী প্রথায় প্রস্তুত চিনি এবং গুড় সহ), পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য মজুদ ১ লক্ষ টন এবং কোন আকস্মিক কারণে উৎপাদন কম হইলে তাহার প্রতিবিধানকল্পে আরও ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টন এই পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সফল করিতে হইলে ইক্ষু উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই উদ্দেশ্যে উক্ত পরিকল্পনায় বিভিন্নপ্রদেশে ইক্ষুচাষ নিয়ন্ত্রণেরও প্রস্তাব রহিয়াছে। প্রদেশসমূহের বর্ত্তমান উৎপাদন পরিমাণের অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া হইবে এবং এই প্রাদেশিক পরিমাণ প্রত্যেক প্রদেশের ফ্যাক্টরীসমূহের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। পরিশেষে একটী কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্ত্তৃক চিনির একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। মিলমালিক, কৃষক, শর্করা ব্যবসায়ী, কারখানাসমূহের শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীসমূহের প্রতিনিধি দ্বারা এই কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হইবে। পরিকল্পনাটী এই দেশের পক্ষে অভিনব সন্দেহ নাই এবং ইহা কার্য্যকরী করিবার পক্ষে যে সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাও অতিক্রম করা সহজ হইবে না। ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা কার্য্যকরী হইলে বাঙ্গলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহাই আমাদের আলোচ্য। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে কায়েমী করিয়া বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যই প্রকাশ পায়। উক্ত দুইটি প্রদেশ ভারতীয় শর্করার শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং এই অনুপাতেই উৎপাদন পরিমাণ ধার্য্য করা হইবে। ইহাতে উক্ত দুইটি প্রদেশের উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। বর্ত্তমান অবস্থা চিরস্থায়ী করিলে এই দুইটি প্রদেশের ভবিষ্যতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। কারণ শর্করাশিল্পে বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ফ্যাক্টরীর সংখ্যা

(৪৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(পাটের মূল্য নির্দ্ধারণে গুদামের আবশ্যকতা)

অগ্রিম হিসাবে কৃষককে প্রদান করিতে অগ্রসর হয় তজ্জন্য উক্ত আইনে নানাবিধ বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে। এই আইনে গুদামের মালিক গচ্ছিত মালের জন্য কিরূপ ভাড়া গ্রহণ করিবে, যে ব্যক্তি মাল মজুদ করিবে তাহাকে গুদাম হইতে কি ভাবে রসিদ দিতে হইবে, ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই রসিদের জামীনে কৃষককে টাকা ধার দিবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল বিক্রয় না হইলে বন্ধকী মাল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক কিরূপ অধিকার পাইবে ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। এরূপ কোন আইন যতদিন পাশ না হয় ততদিন পাট মজুদ করিবার জন্য গুদাম নির্ম্মাণে কোন ব্যক্তি যে অর্থব্যয় করিবে এবং এই ধরণের গুদাম স্থাপিত হইলেও উহাতে মজুদ মালের জামীনে কোন ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার দিবে তাহার সম্ভাবনা কম। মোটের উপর নূতন আইনে গুদামরক্ষক, মাল মজুদকারী কৃষক এবং মালের জামীনে টাকা প্রদানকারী ব্যাঙ্ক-উহাদের সকলেরই অধিকার ও দাবীর পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের আরও একটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ গুদামজাত মালের জামীনে যে টাকা ধার দিবে প্রয়োজন হইলে সেই মালের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেও ব্যাঙ্কসমূহকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পাইলে এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে কৃষকগণকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করা অসম্ভব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য করিতে তৎপর হয় তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষদের উপরও বাঙ্গলা সরকারকে চাপ দিতে হইবে।

আমরা এই বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। আগামী বৎসরে যদি বাধ্যতামূলকভাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে পাটচাষীর বর্ত্তমানে বৎসরে যে ১৫ কোটি টাকার মত ক্ষতি হইতেছে তাহার কতক ক্ষতি নিবারিত হইবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স করা গুদামের মারফতে আস্তে আস্তে বাজারে পাট বিক্রয়ের যদি ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার সুফল বহুলাংশে পণ্ড হইবে। কৃষককে এই ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে বাঙ্গলা সরকারের আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নহে।

জাপানে সমবায়ের প্রসার

১৯৩৮ সালের শেষভাগে জাপানে মাত্র ২৫টি গ্রাম সমবায় সমিতির বহির্ভূত ছিল। ১৯৩৭ সালের পর এক বৎসরের সমবায় সমিতির সংখ্যা শতকরা ৫·৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,৩২৮ হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে আদায়ী মূলধন ১ কোটি ২০ ইয়েন বর্দ্ধিত হইয়া ২৮ কোটি ১০ লক্ষ ইয়েনে দাঁড়াইয়াছে। এবং এই এক বৎসরে ঋণদান সমিতি-সমূহের দাদনের পরিমাণ ২ কোটি ইয়েন হ্রাস পাইয়াছে।

ঢাকা জিলার ইউনিয়ন বোর্ড

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ঢাকা জিলায় মোট ৩১৬টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। এইসব বোর্ডের মোট বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা বোর্ডগুলির পক্ষ হইতে ব্যয় করা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ চৌকিদার-দফাদার সংরক্ষণের জন্য ও শতকরা ৩০ ভাগ পল্লীর স্থানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, স্কুল পরিচালনা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত হয়।

পাঞ্জাবের রেশম শিল্প

পাঞ্জাব প্রদেশে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাব সরকার রেশম বস্ত্রের দিক দিয়া ঐ প্রদেশকে স্বাবলম্বী করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেজন্য তুঁত চাষ, গুটি পোকা পালন ও সূতা কাটার ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

(শর্করা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ)

বৃদ্ধি করিলে আরও নানা জটিলতার সৃষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশসমূহের আশা আকাঙ্খা একেবারে লুপ্ত হইবে। ইহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর সংখ্যা কিংবা ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি করার উপায় থাকিবে না। বাঙ্গলার চাহিদার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ চিনি এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বাঙ্গলাকে প্রয়োজনীয় শতকরা ৯০ ভাগ চিনির জন্যই বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও জাভার মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। বাঙ্গলার জলমাটী ইক্ষু চাষের পক্ষে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষাও অনুকূল ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ক্রমশই ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনামত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গৃহীত হইলে কারখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে না এবং ইক্ষুচাষে যে উৎসাহ, উদ্যম দেখা দিয়াছে তাহাও ব্যাহত হইয়া কৃষকের একটী ভবিষ্যৎ আয়ের পথ রুদ্ধ হইবে। মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাও বাঙ্গলার স্বার্থবিরোধী। সুযোগ সুবিধা সত্বেও শর্করার জন্য বাঙ্গালী উচ্চমূল্য দিতে বাধ্য হইবে। পরিশেষে যে কেন্দ্রীয় বোর্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ সদস্যই হইবে অবাঙ্গালী। প্রতিনিধি সংখ্যায় শতকরা ৮০ জনই আসিবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে এবং এই বোর্ড বাঙ্গলার ন্যায্য আশা আকাঙ্খা পূরণে স্বীকৃত হইয়া সুবিচার করিতে সক্ষম হইবে কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। এই অবস্থায় মিঃ শ্রীবাস্তবের পরিকল্পনার প্রতিবাদ করা আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই পরিকল্পনায় বাঙ্গলাদেশ কোনও প্রকার সহযোগিতা করিবে—এরূপ যদি তিনি আশা করেন তাহা হইলে নিতান্ত ভুল করা হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। যে পরিকল্পনাতে বাঙ্গলা দেশকে শর্করা শিল্পে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া, এই শিল্পে তাহার যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে সুযোগ দেওয়া না হইবে, সেরূপ পরিকল্পনা বাঙ্গলাদেশ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে খাদির প্রসার

১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের অধীনে খাদী উৎপাদনের জন্য ১০ হাজার ২৮০টি গ্রাম্য কেন্দ্র ছিল। ১৯৩৮ সালে ঐরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়া ১৩ হাজার হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭২ লক্ষ গজ খাদি প্রস্তুত হয়। ১৯৩৮ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ গজ পরিমাণ খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে কাটুনীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাজার ও তন্তুবায়ের সংখ্যা ১৩ হাজার ছিল। ১৯৩৮ সালে তাহা যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ও ১৮ হাজার দাঁড়াইয়াছে। কাটুনী ও তন্তুবায়দের পারিশ্রমিক স্বরূপ ১৯৩৮ সালে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা

গত ১০ই জুলাই ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪২৪ জন। গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক হ্রাস পাইয়াছে। গত ১০ই জুলাই ইংলণ্ডে কর্ম্মনিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যা গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার বেশী হইয়াছে।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

বৃটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে গত ২০শে মার্চ্চ যে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা গত ১৫ই আগষ্ট হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্টও ঐ তারিখ সম্বন্ধে সম্মতি দিয়াছেন।

বিভিন্ন দেশে টেলিফোনের সংখ্যা

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ টেলিফোন ব্যবহৃত হইতেছে এবং কোন দেশে প্রতি একশত লোক পিছু টেলিফোনের সংখ্যা কত নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশ	টেলিফোনের মোট সংখ্যা	প্রতি ১০০ জনে টেলিফোনের সংখ্যা
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১,৮৫,০০,০০০	১৪·০৪
জার্ম্মানী	২৭,৯১,০০০	৫·০৮
ইংলণ্ড	৩১,১৬,৬৫২	৬·৫৩
ক্যানাডা	১২,৬৬,০০০	১১·৪৮
অষ্ট্রেলিয়া	৫,৬৩,০০০	৮·৩১
নিউজিল্যাণ্ড	১,৭৯,০০০	১১·২৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,৭০,০০০	১·৭৫
সুইডেন	৬,৮৮,০০০	১০·৯৭
ডেনমার্ক	৪,০৯,০০০	১০·৮৯
ফ্রান্স	১৪,৮২,০০০	৩·৫১
ইটালী	৫,৬১,০০০	১·৩১
রাশিয়া	৯,৫০,০০০	·৫৫
জাপান	১১,৯৭,০০০	১·৭০
আর্জ্জেণ্টাইন	৩,৮৪,০০০	২·৭৭
ব্রেজিল	২,২২,০০০	·৪৫
গ্রীস	৩৮,০০০	·৫৫
আয়ার	৩৮,০০০	১·৩০
ভারতবর্ষ	৭৪,০০০	·০২
সুইজারল্যাণ্ড	৪,১২,০০০	৯·৮৫
পোলাণ্ড	২,১৫,০০০	·৭১

আমেরিকার তুলা ফসল

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ বরাদ্দ করিতেছেন, এবৎসর যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ১৪ লক্ষ ১২ হাজার বেল (১ বেল—৫০০ পাউণ্ড) তুলা উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল ও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

বাংলায় পশু চিকিৎসা

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের পশু চিকিৎসা বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী পাঠে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে মফঃস্বলে ১৩১ জন পশু চিকিৎসক (এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন) কাজ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১১ জনের উপর ডিস্পেন্সারীর ভার ছিল এবং ১২০ জন নানাস্থানে ঘুরিয়া পশু চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কর্ম্মচারী টীকা ও ইনজেকসন দেওয়া ছাড়া ২১ হাজার ৯৪২ খানি গ্রামে যাইয়া ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪১৮টি পশুর চিকিৎসা করেন। আলোচ্য বর্ষে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৯৭টি পশুকে পশুচিকিৎসালয়ে চিকিৎসা করা হইয়াছিল। এবৎসর ভাওয়াল জয়দেবপুরে একটি নূতন পশুচিকিৎসালয় খোলা হয়। দিনাজপুর জিলার ঠাকুরগাঁওয়ে একটি চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইতেছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বেঙ্গল ভেটার্নারি কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল, মালয় ও ইরাক হইতে আগত প্রবেশার্থীর সংখ্যা বেশী দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে কলেজের রেজিষ্টারে ২১৪ জন ছাত্রের নাম ছিল। তন্মধ্যে ২০৭ জন শেষ পর্য্যন্ত ছিল। আর্থিক কারণে ৭ জন কলেজ ছাড়িয়া যায়। মোট ২০৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১০৭ জন হিন্দু, ৭৩ জন মুসলমান, ১৮ জন খৃষ্টান, ১১ জন বৌদ্ধ, ৪ জন শিখ, ১ জন ইহুদী এবং ৩ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল।

কলিকাতায় রিক্সাওয়ালার সংখ্যা

কলিকাতা সহরে বর্ত্তমানে প্রায় ৬ হাজার রিক্সা ও ১৫ হাজার রিক্সাওয়ালা রহিয়াছে। রিক্সাওয়ালাদের ভিতর বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি সামান্য। বিহার প্রদেশের, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং আরা জিলা হইতে আগত লোকেই বেশী সংখ্যায় রিক্সাওয়ালার কাজ করিতেছে। রিক্সাওয়ালারা গড়ে প্রতিজনে দৈনিক ১ টাকার মত রোজগার করে বলিয়া ধরা যায়। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান হইতে রিক্সা আমদানী করা হইত কিন্তু এক্ষণে স্থানীয়ভাবেও রিক্সা তৈয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র

গত ১৯৩৭ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৩০ লক্ষ মিটার (১ মিটার=৩৯.৩৭ ইঞ্চি) পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছিল। ঐ বস্ত্রের মূল্য আনুমানিক মূল্য ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল; এবং উহা তৈয়ার সম্পর্কে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার খরচার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড।

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব

বিমানপোত চালনা শিক্ষা ও বিমানপোত চালনা অভ্যাস করিবার জন্য বাঙ্গলায় যে ক্লাব রহিয়াছে বর্ত্তমানে তাহাতে ১৩১ জন ভারতীয় ও ৭২ জন ইউরোপীয় সভ্য রহিয়াছেন। গত বৎসর ৯৯৬ ঘণ্টা সময় ক্লাবের বিমানপোতসমূহ চালনা করা হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশ সরকারের নূতন ঋণ

যুক্তপ্রদেশ সরকার শীঘ্রই ২ কোটি টাকা পরিমাণ নূতন ঋণ গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, ঐ ঋণের টাকা হইতে ৩০ লক্ষ টাকা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে এবং আরও ৩০ লক্ষ টাকা সেচ ব্যবস্থার উন্নতিমূলক কাজে ব্যয় করা হইবে।

ভারতের বন্দরসমূহে মাল চলাচল

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন বন্দর দিয়া মোট ৭ হাজার ৩০০ বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করিয়াছিল। এই সকল বাণিজ্য জাহাজের মারফতে সর্ব্বসমেত ২ কোটি টন মাল চলাচল হইয়াছিল। উপরোক্ত পরিমাণ মালের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের বন্দরের অংশ ছিল এইরূপ :—কলিকাতা শতকরা ৪৬ ভাগ, বোম্বাই শতকরা ৩০.৫ ভাগ, করাচী ১০.৫ ভাগ, মাদ্রাজ ৫.৫ ভাগ, ভিজগাপট্টম শতকরা ৫.৩ ভাগ, চট্টগ্রাম শতকরা ২.২ ভাগ।

পরলোকে সুবোধচন্দ্র মিত্র

গত ১১ই আগষ্ট মিঃ সুবোধচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় স্যার বি সি মিত্রের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। গত ১৯২২ সালে কলিকাতা হইতে পদার্থ বিদ্যায় বি এস্ সি পাশ করিয়া তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ড গমন করেন ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বি এস্ সি উপাধি লাভ করেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার উৎসাহ উদ্যমেই বর্ত্তমান বাসন্তী কটন মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাযত্নেই ঐ মিলটি এত দ্রুত উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর হইয়াছিল। মিঃ মিত্রের এই অকাল মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নতম পক্ষে চারি আনা জমা দিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। নিম্নতম পক্ষে চারি আনা জমা থাকিলে ঐ হিসাব চলিতে থাকে কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য একটি প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য জমা টাকার শতকরা ৪ ভাগ ব্যয়িত হয়। অথচ টাকা জমা রাখিয়া লাভ করা সম্ভবপর হয় খুব সামান্য। আমানতী ক্ষুদ্র পরিমাণ টাকার জন্য অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা সামান্য পরিমাণে লাভ করার সুবিধাও তেমন কিছু নাই। পোষ্টাফিস সমূহে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক বিভাগ পরিচালনার জন্য বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর গভর্ণমেণ্টকে গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা করিয়া দিতে হইতেছে। এই অবস্থায় সেভিংস ব্যাঙ্কের নিম্নতম আমানতী জমার পরিমাণ এক টাকা কিংবা দেড়টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

বিহারের জনস্বাস্থ্য

বিহার সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ গত ১৯৩৭ সালে বিহার প্রদেশে জন্মসংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৫৭ ও মৃত্যুসংখ্যা ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৫৪ দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে তাহা ছিল যথাক্রমে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮ ও ৭ লক্ষ ১ হাজার ৮১৪। গত ১৯৩৬ সালে বিহারে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ১১৮। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া হাজারে ১১৫.৯ দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে কলেরা রোগে বিহারে ৬ হাজার ৭০ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ১৩ হাজার ৯৪৯ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৬ সালে বসন্ত রোগে বিহার প্রদেশে ২২ হাজার ৮৬৩ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া ৭ হাজার ৫৮৫ দাঁড়াইয়াছে।

ফিজি দ্বীপের মৎস্যশিল্প

ফিজি দ্বীপের গভর্ণমেণ্ট ঐ দ্বীপের মৎস্য শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মাদ্রাজের সরকারী মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে হর্ণেলকে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ হর্ণেল বর্ত্তমান মাসে ফিজি রওনা হইবেন ও ঐ দ্বীপে ২।৩ মাস অবস্থান করিয়া মৎস্য শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। তিনি পূর্ব্বে মাণ্টা ও সিরালিয়নেও উপরোক্তরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ফিজি দ্বীপে ব্যাপক আকারে মৎস্য ব্যবসায় চালাইবার স্বাভাবিক সুবিধা সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু ঐ ব্যবসায়কে উন্নত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা

অদ্যাপি কিছু হয় নাই। আশা করা যায় মিঃ হর্ণেল মাছ ধরার সুবন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবং মৎস্যের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে সুপরামর্শ দিয়া ঐ দ্বীপের মৎস্য শিল্পের উন্নতি বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন।

রেলওয়ে চাকুরীর সুযোগ

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ বিষয়ক পরামর্শদাতা (এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসর) সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে রেলওয়েতে বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলাপ্রদেশে যে সকল রেলওয়ে লাইন আছে (যথা—ই, আই, আর ; ই, বি, আর ; বি, এন, আর ; এ, বি, আর ;) তাহাতে নানা দিক দিয়া চাকুরীর সুযোগ রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা এ পর্য্যন্ত ট্রেন্সপোর্টেসন (পাওয়ার), লোকোমেটিভ, মেকানিক্যাল ও ট্রেডওয়ার্কশপ প্রভৃতি বিভাগের চাকুরীর প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। কতকগুলি বিভাগে, যেমন ট্রেন্সপোর্টেশন (ট্রেফিক) কমার্শিয়াল ও জেনারেল আফিস বিভাগে অবশ্য বহুসংখ্যক বাঙ্গালী নিযুক্ত আছে। ট্রেন্সপোর্টেশন (পাওয়ার), লোকোমোটিভ, মেকানিক্যাল ও ট্রেডওয়ার্কশপ বিভাগে ভাল ভাল চাকুরীর সুযোগ আছে, তবে সেজন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষালাভ বা শিক্ষানবিশী করা দরকার। ট্রেন্সপোর্টেশন (পাওয়ার), লোকোমেটিভ বিভাগের বড় বড় চাকুরীগুলি নিখিলভারত প্রতিযোগিতা দ্বারা পূর্ণ করা হয়। সিগন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রার্থীদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় ভাল পারদর্শিতা থাকা দরকার। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে প্রাইম মুভার্স, হাইড্রলিক্স, সার্ভেইং, ইলেক্‌ট্রীক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। বেতনের স্কেল ৩৫০৲-২৫-৪৫০৲ টাকা। তাহা ছাড়া কতকগুলি পদ আছে সেগুলির বেতন ৭৫০ টাকা হইতে ১৩০০ টাকা পর্য্যন্ত। অপরদিকে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও ট্রেন্সপোর্টেশন বিভাগে চাকুরী প্রার্থীদিগকে যে কোন অনুমোদিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্ট, বিজ্ঞান, কৃষি অথবা ইঞ্জিনীয়ারিংএ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই হয়। তবে নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগকে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত হাতে কলমে এবং পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ঐসব বিভাগের বেতনের হারও অনেকটা সিগন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অনুরূপ। নিম্নপদস্থ চাকুরীর মধ্যে ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, স্থায়ী ওয়েষ্টাফ, সিগন্যাল ও ইণ্টারলকিং ষ্টাফ এবং ওয়াকস্‌ ও ব্রিজ ইনস্পেক্টারের পদ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কার্য্যের জন্য দীর্ঘকাল ব্যবহারিক শিক্ষালাভ প্রয়োজন। সকল রেলওয়েতেই এপ্রেণ্টিস্‌ মিক্যানিক ও ট্রেড এপ্রেণ্টিস ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ বৎসরে একবার এইরূপ লোক লওয়া হয়।

পশম শিল্পের উন্নতি

যুক্তপ্রদেশে পশম শিল্পের উন্নতির জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মরভি রাজ্যে নূতন কাপড়ের কল

সম্প্রতি মরভি রাজ্যে নিউ লাকাধর্ষি স্পিনিং উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৯ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৭ লক্ষ টাকার শেয়ার বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। মরভি রাজ্যের সরকার এই কাপড়ের কলের জন্য যেসব সুবিধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহার পরিমাণ বাৎসরিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কম হইবে না। কোম্পানী ১৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত সূতা ও কাপড় বিক্রয়ের এক চেটিয়া অধিকার ভোগ করিবে, অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইবে, প্রতি একরে মাত্র ৫ টাকা ভাড়া দিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জমি লিজ পাইবে। বিনা মূল্যে জলের যোগান লাভ করিবে এবং কম ভাড়ায় মাল চলাচল করিবার সুবিধা পাইবে। কোম্পানীর লাভের উপর কোন আয়কর বা সুপারট্যাক্স বসান হইবে না। মিলের শ্রমিকদের বসবাসের জন্য সরকার ২৫০টি যুক্ত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

আমেরিকার জাতীয় ঋণ

গত ১৯৩৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ২৫৩ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। গত ১৯৩৫ সালে তাহা ২ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার ছিল। ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ হাজার ৭১৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সালে তাহার অনুমিত পরিমাণ হইবে ৪ হাজার ১১৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সঙ্কট

এদেশীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতি সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমার্স সম্প্রতি ভারতসরকারের নিকট একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটি বলিতেছেন—ইঙ্গ ভারত বাণিজ্যচুক্তির ফলে এবং তুলার উপর আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ করায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ইতিপূর্ব্বেই বিপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানী সূতা ও কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের বস্ত্রশিল্প আরও মারাত্মক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। গত বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল উহা পূরণ করার উদ্দেশ্য লইয়াই ভারত সরকারের অর্থসচিব আমদানী তুলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের যে আয় হইয়াছে উহার পরিমাণ সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা অনেক বেশী। চলতি বৎসরে শুল্ক বাবদ যে আয়

হইতেছে উহার পরিমাণ ও বাজেটে যে বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক। চলতি বৎসরে চিনি হইতে সাড়ে চার কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত আয় প্রায় ২ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। অপর পক্ষে আমদানী তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিলে আয় বাড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ৩ মাসে ঐ আয়ের পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় তুলার আমদানী শুল্ক অন্ততঃপক্ষে পূর্ব্বকার হারে হ্রাস করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থা কতক পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য।

দোকান কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশার প্রতিকার

পাঞ্জাব সরকারের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী স্যার ছটুরাম দোকানকর্ম্মচারীদের কার্য্যের সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য এবং তাহাদের ছুটি, বেতন ও চাকুরীর সর্ত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন। ঐ বিলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে—(১) ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকদের কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে না। (২) কর্ম্মচারীদিগকে সপ্তাহে ৬১ ঘণ্টার বেশী খাটান যাইবে না। (৩) রবিবার ও ছুটির দিন দোকান বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া বিলে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, দোকান কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে কোন জরিমানা আদায় হইলে তাহা একটি ভাণ্ডারের মারফতে কর্ম্মচারীদের মঙ্গল জনক কাজে নিযুক্ত হইবে।

ফিনল্যাণ্ডে দুগ্ধ সমবায় সমিতি

গত ৩০ বৎসরে ফিনল্যাণ্ডে অনেকগুলি দুগ্ধ সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার জিলা দুগ্ধ সমিতিগুলি দুধের ব্যবসা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া প্রশংসনীয় কৃতকার্য্যতা দেখাইতেছে। ঐ দেশের দুগ্ধ বিক্রয়কারিগণ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভ্যালিয়া নামে বিশেষ একটি সমিতি গঠন করে। ফিনল্যাণ্ড হইতে রপ্তানীকৃত মোট মাখনের শতকরা ৯৩ ভাগ ও রপ্তানীকৃত পনীরের শতকরা ৫৮ ভাগ এই সমিতির মারফতে প্রেরিত হইয়া থাকে। দুগ্ধ বিক্রয় কারিগণের নিকট হইতে মাখন ও পনীর আনাইয়া এই সমিতি তাহা সুদূর আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে চালান দিতেছে। স্বদেশে ইহারা তরল দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং গ্রীষ্মকালে আইসক্রীম বিক্রয় করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই সমিতি নানাবিষয়ে উন্নত ধরণের ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ গবেষনার ফলে দেশে গো-পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে সমূহ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ এই সমিতি দুধের কারখানাগুলিকে ও কৃষকদিগকে সময়োচিত পরামর্শ প্রদান করিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। এইজন্য স্থানে স্থানে এই সমিতির ২০ জন পরামর্শদাতা কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সমিতি গোশালা পরিচালনা সম্বন্ধে যুবকদিগকে শিক্ষা প্রদান করে। তাহাছাড়া পশু প্রজনন ও পশুপালন বিষয়ক দুইখানি সাময়িক পত্রও এই সমিতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের কৃষি

গত জুন মাসে সরকারীভাবে কৃষি বিষয়ক যে সংখ্যা বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৮৯ লক্ষ ২৬ হাজার একর। গত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছিল। পরে ঐ সম্পর্কে কিছু বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু ১৯৩৫ সাল হইতে আবার তাহা কমিয়া যাইতে থাকে। এবার আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ ৪৮ হাজার একর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মালয় দ্বীপপুঞ্জে ধানের চাষ বৃদ্ধি

মালয় রাজ্যের লোকেরা বর্ত্তমান যে চাউল ব্যবহার করে তাহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র সেখানে উৎপাদিত হয়। বাকী প্রয়োজনীয় ধান চাউল ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীন হইতে আমদানী হয়। খাদ্য শস্যের দিক দিয়া এই পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার জন্য ধানের চাষ বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রস্তাব উঠিয়াছে। যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলে মালয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ও চীনা উপনিবেশিক আমদানী করা প্রয়োজন হইবে।

ডেয়রী পরিচালনা শিক্ষা

বেঙ্গালোরের ইম্পিরিয়াল ডেয়রী ইনষ্টিটিউটে এ বৎসর একদল শিক্ষার্থী লওয়া হইবে। আগামী নভেম্বর মাসে শিক্ষাপ্রদান কার্য্য আরম্ভ হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় গো, মহিষ ও হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন। ডিম ও দুগ্ধজাত জিনিষ উৎপাদন এবং সাধারণ ডেয়রীসমূহ পরিচালনা সম্পর্কে দুই বৎসরকাল ব্যাপিয়া ঐ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। বেঙ্গালোর ইম্পিরিয়াল ডেয়রী ইনষ্টিটিউটে একবৎসর অন্তর একদল শিক্ষার্থী লওয়া হয়।

ভীক্ষাজীবিদের জন্য উপনিবেশ

করাচী সহরের ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণকল্পে করাচীর মেয়র মিঃ আর কে সিদ্ধের আহ্বানে গত ৯ই আগষ্ট একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে করাচীর ২ হাজার ভীক্ষাজীবিদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হয়।

কোচীন রাজ্যে সিঙ্কোনার চাষ

কোচীন রাজ্যের সরকারী কৃষি বিভাগ ঐ রাজ্যে সিঙ্কোনা চাষের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঐ তদন্তের ফলে উত্তর কোচীনের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ২ হাজার একর পরিমিত স্থান সিঙ্কোনা চাষের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কোচীন সরকার শীঘ্রই ঐ অঞ্চলে সিঙ্কোনা চাষের বিধিব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

লণ্ডনে ফলের প্রদর্শনী

আগামী ১৫ই নভেম্বর হইতে ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত লণ্ডনে টাটকা এবং শুক্‌না ফলের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। টাট্‌কা ও শুক্‌না ফলের ব্যবসায়ীদের নিকট এই প্রদর্শনীর যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

গত ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি মাইলে গড়ে জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল ও শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশে প্রতি মাইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল নিম্নে তাহার সংখ্যা বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	প্রতি মাইলে জন্মহার	প্রতি মাইলে মৃত্যুহার	প্রতি মাইলে জন সংখ্যার বৃদ্ধি
পাঞ্জাব	৪১·৮৪	২১·৩৪	২০·৫০
বোম্বাই	৪০·৬৮	২৭·৫০	১৩·১৮
মধ্যপ্রদেশ	৪০·৬৫	৩২·৬৩	৮·০২
মাদ্রাজ	৩৮·৭২	২৩·৯৯	১৪·৭৩
যুক্তপ্রদেশ	৩৫·৯২	২১·৩৮	১৪·৫৪
উড়িষ্যা	৩৪·৬৫	২৮·৬৩	৬·৫০
বাঙ্গলা	৩৪·২০	৪·৭০	৯·৫০
বিহার	৩৪·১৩	২২·৫৩	১১·৬০
আসাম	৩১·৩১	২২·২১	৯·১০
উঃ পঃ সীমান্ত	৩০·৭৪	২১·২৭	৯·৪৭
সিন্ধু	১৯·৯৬	১২·০৯	৭·৮৭

চাউলের শ্রেণী বিভাগ

বিহার সরকারের মার্কেটিং বোর্ড সম্প্রতি চাউলের শ্রেণীবিভাগ কল্পে পাটনায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে বর্ত্তমানে কেবল 'কলমদান' চাউলের শ্রেণীবিভাগ করা হইবে। এই শ্রেণীর চাউল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিকট খুব জনপ্রিয়।

আর্থিক উপদেষ্টা নিয়োগ

যুক্তপ্রদেশ সরকার একজন সরকারী আর্থিক উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ঐ প্রদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ঐ প্রকার অর্থ সাহায্যের ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যেরূপ অগ্রগতি সাধিত হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং শিল্প বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক দায়িত্ব বিবেচনা করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ উপদেষ্টার সহায়তা প্রয়োজন।

মোটা কাগজ তৈয়ারের পরিকল্পনা

ইন্দোর রাজ্যের বারোয়া নামক স্থানে মোড়কের কাগজ, কাডবোড ও অন্যান্য শ্রেণীর মোটা কাগজ তৈয়ারীর উপযোগী একটি কল স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অনুসন্ধান করা হইতেছে। কাডবোড তৈয়ারের উপযোগী ঘাস ঐ অঞ্চলে প্রচুর রহিয়াছে। জার্ম্মানীতে ঘাস হইতে কার্ডবোর্ড তৈয়ারের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা ইন্দোর রাজ্যেও সহজেই চলিতে পারে বলিয়া অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে। বারোয়ায় বৎসরে ২০ হাজার টন পরিমিত উপযোগী শ্রেণীর ঘাস পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে। অথচ ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৈনিক ১৫ টন কাডবোড উৎপাদনের উপযোগী একটি কল চালাইতে বৎসরে মাত্র ৮ হাজার টন ঘাসের প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। প্রকাশ, শীঘ্রই কার্ডবোর্ড শ্রেণীর স্থূল কাগজ উৎপাদনের জন্য শীঘ্রই কল স্থাপনের কার্য্যকরী উদ্যোগ আরম্ভ হইবে। ঐ বিষয়ে বিদেশী মূলধন আকর্ষণ বিষয়েও চেষ্টা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কার্য্য সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা গত বৎসরের মতই ১১৮টি ছিল। তবে মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাদের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর যেস্থলে ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৫৪ জন ছিল এ বৎসর সেস্থলে তাহা ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৩ জন দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে কর বাবদ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে মোট ৭৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে এইরূপ আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৯লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসর মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসীদের মাথাপিছু করের পরিমাণ ছিল ৩৷৴০ আনা, এ বৎসর তাহার পরিমাণ ৩৷৵৪ পাই দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত প্রকার আয় মিলাইয়া গত ১৯৩৬-৩৭ সালে মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের মোট আয় হইয়াছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা (প্রাথমিক নগদ তহবিল সহ) ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে তাহারা ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ শিক্ষা বাবদ ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শিক্ষা বাবদ ব্যয় হইয়াছে মোট ৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।

ঔষধের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ

ইণ্ডিয়ান ক্যামিকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া তাঁহারা দেশীয় ঔষধের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিল উপস্থিত করা বিষয়ে বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের আয়

বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয়ের বর্ত্তমান হার অক্ষুণ্ণ থাকিলে চলতি বৎসরে কেন্দ্রিয় সরকারের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন বৎসর অপেক্ষা অধিক অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে। চলতি বৎসরের বাজেটে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয় গত বৎসরের অপেক্ষা ১২ লক্ষ টাকা অধিক হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। কিন্তু গত চারি মাসেই গত বৎসরের প্রথম চারি মাস অপেক্ষা ৩ কোটি টাকা অধিক আয় হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকমাস কোনরূপ বিপর্য্যয় না ঘটিলে সারা বৎসরে বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয় ৪৬ কোটি টাকার অধিক হইবে। বাজেটে ঐ আয় ৪০ কোটি ধরা হইয়াছে। শুল্ক বাবদ আয় অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধির কারণ চিনি ও মোটর স্পিরিটের অত্যধিক আমদানী। তুলার উপর আমদানী শুল্কের ফল নিরাশজনক। উহা আয় বৃদ্ধিকর না হইয়া সংরক্ষণ শুল্কের কাজ করিতেছে।

বাঙ্গলার কল কারখানা

বাঙ্গলার কারখানা সমূহের (ফ্যাক্টরী আইনের নিয়মাবলী প্রয়োগ করার পর) অবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৩৮ সালের যে সরকারী বিবিরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে ফ্যাক্টরী আইনের রেজেষ্ট্রীতে মোট ১ হাজার ৭৩৫টি কারখানা তালিকাভুক্ত ছিল। গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ৪৭টি বেশী। ইহাদের মধ্যে ১ হাজার ৩৪৮টি স্থায়ী এবং ৩৮৭ টিতে সাময়িকভাবে কাজ হইয়া থাকে। স্থায়ী কারখানাতে দৈনিক ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬৬ এবং সাময়িকভাবে কার্য্যকরী কারখানাসমূহে ৩৬ হাজার ৫২৫ জন শ্রমিক কার্য্য করে। এই বৎসর ৫৯ হাজার ৮৫৯ জন স্ত্রীশ্রমিক কাজ করে। পূর্ব্ব বৎসর স্ত্রীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার ৬০১। কারখানাসমূহের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪৭৪ জন। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ৬২ জন বেশী শিশু শ্রমিক কাজ করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া মোট ৩১৫ খানি দরখাস্ত পাওয়া যায়। তাহাদের প্রায় সমস্তগুলি সম্পর্কেই তদন্ত করা হয়।

ফলচাষীদের সমবায় সমিতি

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলের ফলচাষীরা ভাওয়ালীতে এক সভায় সমবেত হইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ সরকারের মার্কেটিং অফিসর মিঃ জন এ মনস্বর ঐ সভায় এক বক্তৃতায় বলেন যে উৎপন্ন ফল পরীক্ষামূলকভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া ও তাহা বাক্সবন্দী অবস্থায় চালান দিয়া সাধারণভাবে বিক্রীত ফলের তুলনায় একশতগুণ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ফলচাষীদের সমবায় সমিতি গঠিত হইলে তাহার মারফতে ফলের বিক্রয় সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হইবে; অধিকন্তু সমবায় সমিতির মারফতে মালভাড়া হ্রাসের জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকটও বিশেষভাবে আবেদন উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

জাহাজ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনেল মার্কেন্টাইল মেরিন কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ পি,এ, এস ফ্র্যাঙ্কলিন সম্প্রতি ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন প্রথমে সামান্য চাপরাশীর কার্য্যে ইন্টারন্যাশনেল মার্কেন্টাইল কোম্পানীতে যোগদান করেন ও পরে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করেন।

পুস্তক পরিচয়

সিল্ড গাইড ১৯৩৯। ৮সি নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রিমিয়ার পাব্লিসিটি সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত।

সম্প্রতি আমরা 'সিল্ড গাইড' নামক ১৯৩৯ সালের ক্রীড়া বার্ষিকী পুস্তকের একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। এই পুস্তকটিতে চলতি বৎসরের ফুটবল খেলা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ফুটবল খেলার আর্ট ও নীতি বিষয়ক অনেক তথ্যপূর্ণ আলোচনা উহাতে রহিয়াছে। ফুটবল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ রেমন, মিঃ গোষ্ঠ পাল ও মিঃ পি এন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহাতে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। 'সেলিব্রিটিশ ইন ফুটবল' শীর্ষক অধ্যায়ে এদেশের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাক্তন ও বর্ত্তমান খেলোয়াড়দের খেলার বিশেষত্ব ও আর্ট সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লীগ খেলা ও আই এফ এ শিল্ড খেলা সম্বন্ধে উহাতে প্রদত্ত বিবরণ সকল দিক দিয়াই বিশেষ উপভোগ্য। এই পুস্তকটি আগাগোড়া সুন্দর রঙ্গীন কাগজে ছাপা হইয়াছে। নামকরা খেলোয়াড়দের ছবি ও বিভিন্ন বিষয়ক ব্যঙ্গচিত্র উহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এইরূপ একটি সুদৃশ্য ও সৌষ্ঠবপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের জন্য আমরা উহার উদ্যোক্তাদের উন্নত রুচি ও নিপুণতার প্রশংসা করিতেছি। পুস্তকটি ক্রীড়ামোদীদিগকে বিশেষ ভাবে আনন্দ দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভুলের ফসল—দেশের বর্ত্তমান সমস্যা-সমাধানমূলক পুস্তক। রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত।

বাঙ্গলা সরকারের স্পেশ্যাল জুট রেষ্ট্রিকসন অফিসার কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত ভুলের ফসল পুস্তকখানা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। একটি সুন্দর কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকে বাঙ্গলার কৃষি তথা জমি চাষাবাদের বর্ত্তমান গলদ ও তৎপ্রতিকারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রামের আবহাওয়ায় এই পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তুটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আর কৃষিকার্য বিষয়ে বর্ত্তমানে পল্লীর উন্নয়ন প্রচেষ্টা ইহাতে রূপবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাষের জমিতে উন্নত শ্রেণীর তামাক, ইক্ষু ও চিনাবাদাম আবাদ করিয়া কি ভাবে সোণার ফসলে দেশ ভরিয়া তুলা যায়, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু ও উন্নত ধরণের হাঁস মুরগী প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে কৃষকদের বেশী আয় সম্ভবপর হইতে পারে তাহা ঐ কাহিনীর মারফতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। উপযুক্তরূপ চিত্রাদি দ্বারা পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীর একটি সুন্দর চিত্রনাট্যও ফিল্মের সাহায্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুরের এই প্রকার প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি।

বৃটিশ ভারতীয় বীমা আইন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল বি-এ প্রণীত এবং ৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীভূপতিমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

গত ১লা জুলাই হইতে ভারতবর্ষে নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনে নানাদিক দিয়া যেসব নূতন বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহা একটী বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত করিবে বলিয়াও আশা করা যাইতেছে। কাজেই এদেশে যাঁহারা বীমা কোম্পানীর সহিত পরিচালক, অংশিদার, এজেণ্ট ও বীমাকারীরূপে যুক্ত রহিয়াছেন নূতন বীমা আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ সঠিকভাবে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্প্রতি ঐ বিষয়ে লোকের ভিতর যথেষ্ট আগ্রহও দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়, নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত হইলেও ঐ বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ বড় একটা দেখা যায় না। এই অবস্থায় সম্প্রতি বৃটিশ ভারতীয় বীমা-আইন পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় যে অভাব আজ পূরণ হইতে চলিল ইহা সুখের বিষয়। এই পুস্তকে নূতন বীমা আইনের বিধিব্যবস্থা সম্বলিত সমস্ত ধারা ও উপধারা সমূহ নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। সমস্ত বিষয়বস্তু ইংরাজি হইতে অনুদিত হইলেও তাহা ভাষার গুণে ও বর্ণনা নৈপুণ্যে উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বিষয় যেরূপ সুন্দরভাবে ও বোধ্যগম্য উপায়ে বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহাতে উহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকও সহজে বীমা আইনের বিধিব্যবস্থাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা কুমিল্লার নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই ব্যাঙ্কটী গত ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমানতকারীদের স্বার্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনার গুণে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কটী উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশাকরা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গালীর পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে।

গত ১৯৩৮ সালের শেষে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৬৪৭ টাকা এবং মজুদ তহবিলের পরিমাণ ১৭ হাজার টাকা ছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে উহার মূলধন ও মজুদ তহবিলের সমষ্টিগত পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশী হওয়াতে ব্যাঙ্কটী বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের শেষে ব্যাঙ্কে স্থায়ী ও চলতি হিসাবে সাধারণের ২৬ লক্ষ ৪ হাজার ৬০৪ টাকা আমানত ছিল এবং এই আমানত, আদায়ী মূলধন, মজুদ তহবিল ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৪৩ টাকা। বৎসরের শেষে এই টাকা যে ভাবে নিয়োজিত ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুদ ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৮ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও ডিবেঞ্চার ৪ লক্ষ ২৯৮ টাকা, দাদন ওভারড্রাফট বিল ডিসকাউণ্ট ইত্যাদি ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৩০ টাকা, ব্যাঙ্কের জমি ও বাড়ী ৯৭ হাজার ২১৩ টাকা। এই হিসাব হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ আমানত-কারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে সমস্ত খরচা বাদে উহার নিট ১৮ হাজার ৪১৯ টাকা লাভ হইয়াছে এবং এই লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭॥ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের স্বনাম-খ্যাত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি দত্ত এম-এল-সি। তিনি এখনও এই ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর রহিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মিঃ বি কে দত্ত বি-কম এই ব্যাঙ্কের পরিচালক। পিতার অনন্যসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত এই ব্যাঙ্কটীর পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার পরিচালনাগুণে এবং মিঃ এন সি দত্ত ও কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যাঙ্কটী যে ক্রমেই দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাঙ্কের ৯টী শাখা অফিস রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা আসাম এবং বাঙ্গলা ও আসামের বাহিরে ব্যাঙ্কের অনেকগুলি এজেন্সী অফিস রহিয়াছে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গত ১৮ই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মে সরকারী ঘোষণা বাহির হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিমিটেড

প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিঃর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ সম্প্রতি যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—"আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সম্প্রতি আমরা জুট মিলের যন্ত্রপাতি অর্ডার দিতে সমর্থ হইয়াছি। নানারূপ অনিবার্য্য বাধাবিঘ্নের দরুণ আমরা এতদিন নূতন শেয়ার বিক্রয় বন্ধ রাখিয়াছিলাম ও পুরাতন এলটমেণ্টের প্রথম কিস্তির টাকার জন্য তাগিদ বা নূতন কল করি নাই। অতঃপর আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য পুরাতন অংশীদারগণকে তাঁহাদের দেয় বাকী টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবার জন্য এবং নূতন অংশ খরিদ করিবার জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আগামী ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে মিলের কার্য্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আড়াই লক্ষ টাকার বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা ডিভিডেণ্ডের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বপ্রথম আমাদের অংশীদারগণের নিকট নিবেদন জানাইতেছি। তাঁহারা এই সুযোগ গ্রহণের জন্য এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের নাম রেজেষ্টারী না করিলে আমরা উহা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিব। বাংলার ৯০টি জুট-মিলের মধ্যে বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় চলিতেছে মাত্র তিনটি। প্রবর্ত্তক জুটমিল বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের সাহায্য করিবে। বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবে। তাই বাঙ্গালীর ভাই বোনদের সহৃদয় সহানুভূতি আমরা নিঃসঙ্কোচে প্রার্থনা করি"। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা সমাধানে যেরূপ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান যেরূপ গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশা করি বাংলার জনসাধারণ তাঁহাদের এই আবেদনে যথোপযুক্ত সাড়া দিবে।

মাইকা মাইনিং এণ্ড্ ট্রেডিং কোং অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। উহা দশ টাকা মূল্যের বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা সুদের ২০০ প্রেফারেন্স শেয়ার, ২৫ টাকা মূল্যের ৩ হাজার ১২০টি অর্ডিনারী শেয়ার এবং আড়াই টাকা মূল্যের ৮০০ ডেফার্ড শেয়ারে

বিভক্ত। ঐ সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। খনি হইতে অভ্র উত্তোলন করিবার ও বিদেশে অভ্র রপ্তানী করিবার ব্যাপক কারবার চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে। হাজারীবাগ জিলার তিস্রী নামক স্থানে এই কোম্পানী অভ্রের খনি সংগ্রহে যত্নপর হইয়াছেন। গিরিডি হইতে ৪০ মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। গিরিডি হইতে ঐ স্থান পর্য্যন্ত মোটর লরী চলাচলের সুবিধা আছে। বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলে অভ্র সম্পর্কীয় কাজে অভিজ্ঞ কুলীও যথেষ্ট রহিয়াছে। কোম্পানী ইতিমধ্যে অভ্রের খনি পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানী যথাযথরূপ কার্য্য সুরু করিতে পারিবেন। মিঃ পরেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, মিঃ তারাকিশোর বর্দ্ধন, মিঃ নিত্যরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, মিঃ ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ও মিঃ নিখিল রঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড গঠিত হইয়াছে ও মেসার্স মার্চেন্টস্ ইউনিয়ন এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের অনেকেই অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের কর্ম্ম তৎপরতায় বর্ত্তমান কোম্পানীটি ব্যবসায়ে দ্রুত অগ্রগতি সাধনে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কলিকাতা ২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত রহিয়াছে

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মিঃ এস আর রাহা বি-এল আসাম পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। গত ১৭ই আগষ্ট তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আসামে কোম্পানীর কার্য্য প্রসারের সুবিধা সুযোগ বাড়াইবার জন্য তিনি গৌহাটী, শিলং, নওগাঁ ও ধুবড়ী ভ্রমণ করেন। শিলংয়ে তিনি আসাম সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ বার্দ্দলই, অর্থসচিব মিঃ ফাক্রউদ্দীন আহম্মদ, বিচার বিভাগের মন্ত্রী মিঃ কে কে সেন এবং এডভোকেট জেনারেল মিঃ পি সি দত্তের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। তাঁহারা সকলেই কোম্পানীর কার্য্য প্রসারে সহযোগিতা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আসাম প্রদেশে শিলচর ও গৌহাটীতে ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল কোম্পানীর দুইটী শাখা আফিস রহিয়াছে। ধুবড়ীতে একটি সাব্ আফিস ও আছে। আসামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই সকল আফিসের মারফতে অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর কার্য্য বিশেষভাবে প্রসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল লিঃ

সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রদেশের সম্বলপুরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলএর একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঐ নূতন শাখা আফিসটির শুভকামনা করেন। ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যে তাঁহারা সহযোগিতা করিবেন বলিয়াও আশ্বাস দেন।

বাগেরহাট কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন লিঃ

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাগেরহাট কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্বনামখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচালনায় এই কাপড়ের কলের কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ খুব উৎসাহের সহিত মিলের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মতৎপরতায় মিলটির দ্রুত উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ন্যাশনেল কটন মিলস্ লিঃ

চট্টগ্রামে ন্যাশনেল কটন মিলস্ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিবার জন্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিঃ কে কে সেন, রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায়, সেখ অফিউদ্দীন সিদ্দিকী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রভূত চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতেছেন। এই মিল স্থাপিত হইলে অন্ততঃপক্ষে ৩ হাজার বেকার যুবকের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হইবে। প্রকাশ, উদ্যোক্তারা অংশিদারগণের পোষ্যবর্গ হইতে কতক পরিমাণ কর্ম্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্রই এই কোম্পানীর উদ্যোক্তারা মিলের অন্যান্য যাবতীয় প্রারম্ভিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

আসানসোল ও বর্দ্ধমানে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দুইটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। প্রকাশ, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ঐ শাখা আফিস দুইটি খোলা হইবে।

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ভিতর মোট ৫২ লক্ষ টাকা বোনাস হিসাবে প্রদান করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ এর বিজ্ঞাপনে উহার হেড আফিস মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই কোম্পানীর হেড্ আফিস বর্ত্তমানে ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত আছে। আমরা এই ত্রুটীর জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি এম বিরলা। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস—কলিকাতা।

ভারতী টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন এম চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১নং ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন ইলেক্ট্রীক সাপ্লাই কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস আর দাস। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৩১১ নং সাদার্ণ এভিনিউ—কলিকাতা।

সোপ এণ্ড্ ক্যামিকেল প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ বি মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৫।১৬ নং পদ্মপুকুর রোড—কলিকাতা।

এসিয়া ইলেক্ট্রীক ল্যাম্প কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস কে সাহা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৫ নং দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

অল্ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড্ ডেয়ারী ফার্ম্ম লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড্ ইলেক্ট্রীক কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন টি উইলিয়াম। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ হেয়ার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মত ও পথ

চরকা ও বস্ত্র-স্বাবলম্বন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য স্বনামখ্যাত কর্ম্মী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ নবপ্রকাশিত মাসিকপত্র 'খাদির কথা'য় 'চরকা ও বস্ত্র-স্বাবলম্বন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখিতেছেন—ভারতবর্ষের লোক বর্ত্তমানে মাথাপিছু ১৬ বর্গ গজ কাপড় ব্যবহার করে। এই সমস্ত কাপড় চরকার সূতায় তৈরী হইতে পারে কি না এই প্রশ্ন অনেকেই করেন—অবশ্য হাতের তাঁতে যে তৈরী হতে পারে সে বিষয়ে খুব অল্প লোকই সন্দেহ করেন। পরিবার পিছু ৫ জন লোক, এই হিসাবে প্রত্যেক পরিবারের গড়ে ৮০ বর্গ গজ কাপড়ের প্রয়োজন। ১৬নং এর সূতার প্রায় ৩ হাজার গজে ১ বর্গ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়; অতএব প্রত্যেক পরিবারের বৎসরে ২ লক্ষ ৪০ হাজার গজ সূতা কাটা প্রয়োজন। কিছুদিন অভ্যাস করিলে ১৬ নম্বরের সূতা ঘণ্টায় ৪০০ গজ সকলেই কাটিতে পারেন। তাহলে এক পরিবারে একটি চরকা যদি বৎসরে ৬০০ ঘণ্টা চলে তবেই সমস্ত সূতা প্রস্তুত হয়ে যায়। অর্থাৎ দৈনিক পৌণে দুই ঘণ্টা একটি চরকা চললেই হতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন, অসুখ ইত্যাদির জন্য দুইমাস বাদ দিলেও দৈনিক দুই ঘণ্টার বেশী চরকা চালান প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে বৎসরে ৩০০ দিন দুই ঘণ্টা করে একটি চরকা চালান মোটেই শক্ত কাজ নয়। বাড়ীর পুরুষদের বাদ দিলেও শুধু মেয়েদের দ্বারাই এ কাজ সম্ভবপর। পুরুষরা যদি সহায়তা করে ১৬ বর্গ গজের স্থানে ২৪ বর্গ গজ কাপড়ের সূতাও উৎপন্ন হতে পারে। গ্রামের যে সমস্ত লোক কংগ্রেসের প্রতিনিধি হন তাদের অনেকের পক্ষেই বর্ত্তমান মূল্য দিয়ে খদ্দর খরিদ করা শক্ত। কিন্তু প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা তিন পোয়া ঘণ্টা সূতা কাটা মোটেই শক্ত নয়। দৈনিক এক ঘণ্টা করে ৩০০ দিন সূতা কাটলে ৪০ বর্গ গজ কাপড় তৈরী হতে পারে। আমাদের গ্রামের কংগ্রেস-সেবীদের অধিকাংশই ৪০ গজ কাপড় ব্যবহার করতে পায় না। একখানা ৪০ ইঞ্চি বহরের ৮ হাত কাপড়ের জন্য ৮০ আনার পাঁজ যথেষ্ট। ঐ কাপড় বুনাবার মজুরী ।৵ আনা। তাহলে ১৵০ আনায় একখানা কাপড় হয়। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের বাংলা শাখা যাঁরা শুধু নিজের কাপড়ের জন্য সূতা কাটেন তাঁদের প্রতি বর্গ গজে এক আনা করে সংরক্ষণবৃত্তি (Bounty) স্বরূপ দিবে বলে ঘোষণা করেছে—তাহলে প্রত্যেকখানা কাপড়ের দর ৮/০—৸৵০ আনার বেশী হয় না। অবশ্য তদুপরি নিজের পরিশ্রমটা রয়েছে। কংগ্রেস কর্ম্মীরা যদি নিজেরা দৈনিক এক ঘণ্টা সূতা কাটেন এবং লোককে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেন তবে অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি

জেনেভার জাতিসঙ্ঘ আফিস হইতে সম্প্রতি ১৯৩৮ সালের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি আলোচনা করিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ পুস্তকে বলা হইয়াছে—১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে জগতে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে একটা উন্নতি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে পুনরায় কতকটা মন্দার ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একথা সত্য যে ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগে বাণিজ্যের অবস্থা কিছু পরিমাণ ভাল বলিয়াই মনে হইয়াছিল এবং পণ্যমূল্যের পড়তিও কতকটা প্রতিহত হইয়াছিল কিন্তু আলোচ্য বর্ষের শেষদিকে ও ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে আবার মন্দার ভাবই প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। সমরাতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৩৮ সালে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা অবসাদের ভাব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। সে কারণে উহার গতিও ছিল অনিশ্চিত। যুদ্ধাস্ত্র ও গুলি বারুদ প্রভৃতির আমদানী রপ্তানী ঐ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু উহা আসলে বাণিজ্য প্রসার বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিতে পারে নাই। ১৯৩৮ সালের বাণিজ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় ঐ বৎসরে সমরোপকরণ নির্ম্মাণের কাঁচা মাল কিছু বাড়িয়াছে এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া মজুত করিয়া রাখিবার একটা চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে সাধারণভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন কোন অগ্রগতি সম্ভবপর না হইলেও উহার ফলে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের তেমন কোন অবনতি হইতে পারে নাই তাহা সত্য। সমরোপযোগী কাঁচা মালের চাহিদা ও পণ্য সামগ্রী মজুত রাখিবার চেষ্টা যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বিষয়ে অধিকতর সহায়ক হয় নাই তাহার কারণ বিভিন্ন দেশ প্রধানতঃ কেবল নিজেদের বাজার হইতে ঐ সব মাল ক্রয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। অধিকন্তু অনেক সময় তাহারা অন্যদিকে খরচপত্র বাঁচাইয়াই ঐরূপ সমরোপযোগী ও মজুত করার উপযোগী মাল খরিদের উপর জোর দিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে বিশ্ব-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অপর একটি উল্লেখযোগ্য গতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে একদিকে সাম্রাজ্যগত দেশগুলির ভিতরও মুদ্রানীতির দিক দিয়া সমতা রহিয়াছে এরূপ দেশগুলির ভিতর দলবদ্ধভাবে পণ্য আদান প্রদান করা বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা। ইংলণ্ড এইভাবে সাম্রাজ্যগত দেশগুলির সহিত ত' বটেই ষ্টালিং মুদ্রাবলম্বী দেশ সহিত তাহার বাণিজ্য সঙ্কট প্রসারিত করিয়াছে। জাপান ইয়েন মুদ্রাবলম্বী দেশগুলির সহিত ও জার্ম্মানী দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত এইভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই প্রকার নীতি কার্য্যতঃ বলবৎ হওয়ার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে কতিপয় দেশের সুবিধা সুযোগ কিছু বাড়িয়াছে। অপরদিকে যেসব দেশ অন্য কোন দেশের সহিত দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই বাণিজ্য ব্যাপারে তাহাদের সম্মুখে নানা অন্তরায় দেখা দিয়াছে।

পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ সমস্যা

বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ এইচ্ এইচ্ বার্ণ সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাঙ্গলা সরকার যেসব পরিকল্পনায় বাধ্যকরীভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা কার্য্যতঃ সফল হইবার নহে। ইহার উত্তরে মিঃ এইচ্ পি বাগরিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—মিঃ বার্ণ বলিয়াছেন পাট সর্ব্বোতভাবে বাংলার এক চেটিয়া সম্পদ নহে। আসাম ও বিহার প্রদেশ যদি বাঙ্গলার সহিত একযোগে কার্য্যনীতি অবলম্বন না করে তবে কেবল এ প্রদেশে আইন প্রণয়ণ করিয়া কোন লাভ হইবে না। এ বিষয়ে আমি বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের ইস্তাহারে বিহার ও আসামের সহযোগিতা পাইবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন তৎপ্রতি মিঃ বার্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তথাপি যদি আসাম ও বিহার বাঙ্গলার সহিত সহযোগিতা করিবে না বলিয়াই ধরা যায় তবু পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সমস্যা পাটকলের চট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সমস্যার চেয়ে কোন অংশে কঠিন মনে হইবে না ভারতীয় চটকলগুলি সমস্ত উৎপন্ন পাটের শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ ব্যবহার করিয়া থাকে। বাকী ৪০ ভাগ বিদেশে ব্যবহৃত হয় নাই। অপর দিকে সমস্ত উৎপন্ন পাটের শতকরা ৯০ ভাগ বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ পাট ভারতীয় পাটকগুলিতে ব্যবহৃত হয় দেখিয়াও মিঃ বার্ণ ও ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েসন কখনও চট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি গ্রহণে বিরত হন নাই। অধিকন্তু তাঁহারা পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করিয়া একটি চটকল অর্ডিনান্সও জারী করাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ পাট উৎপাদন করিতেছে সেখানে সর্ব্বতোভাবে এক চেটিয়া সম্পদ নয় এই অজুহাতে মিঃ বার্ণ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিতে চাহেন কোন যুক্তিতে? মিঃ বার্ণ যদি মনে করেন যে বাঙ্গলাদেশে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিলে আসাম ও বিহার প্রদেশে বেশী পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনা ব্যাহত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বিদেশ হইতে অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার আশঙ্কা চট নিয়ন্ত্রণের বেলায় তাঁহাদিগের সমক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। ইহা কি তাঁহাদের অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় নহে? মিঃ বার্ণ পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কেও জোরালোভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পাটের মূল্য বেশী রকম বৃদ্ধি পাইবে আশঙ্কায়ই যে তিনি বিচলিত হইয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট প্রথমে পাটের চাষ আবশ্যকানুরূপ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবেন ও তৎপর পাটের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। পাট ব্যবহারকারীরা পাট খরিদ করিতে না পারিয়া পাটকল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। পাটের দর অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়া সেরূপ কোন অবস্থা সৃষ্টি করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। এই অবস্থায় পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করা কেন যে সম্ভবপর নহে এবং পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হইলেও কেন যে তাহা পরিণামে পাটচাষীদের পক্ষে হিতকর হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মিঃ বার্ণ মিশরে তুলার মূল্য নির্দ্ধারণ নীতির ব্যর্থতা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আর্জেণ্টাইনে তিষির নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন কেন?

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহেও বিশেষ স্বচ্ছলতার ভাব বর্ত্তমান ছিল। তবে কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার চারি আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আট আনা দাঁড়াইয়াছে। যদিও বাজারে এখনও চারি আনা সুদের হারেও কিছু কিছু কারবার হইতেছে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে বর্ত্তমানে টাকার দাবী দাওয়া বেশী কিছু হইতেছে না। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ বেশী পরিমাণে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হওয়ায় ঐ বাবদ কিছু অধিক পরিমাণে টাকা নিয়োগ করার সুবিধা হইয়াছিল। আর তাহাতে টাকার নিষ্ক্রিয় স্বচ্ছলতাও কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইতেছিল। কিন্তু এসপ্তাহ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও সাধারণ ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ঐ সঙ্গে দেড় কোটি টাকা হইতে দুই কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় টাকার বাজারে একটী অবসাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদন গুলির মধ্যে ৯৯৸৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা ৪০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নদরের সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছুকাল ট্রেজারী বিলের সুদের হার প্রায় প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু হ্রাস পাইয়া গত সপ্তাহ হইতে তাহা আবার চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার চড়িয়া ৮৶৩ পাই হইয়াছিল। এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৮৶৮ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ২২শে আগষ্টের জন্য ৩ মাসের মিয়াদি মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ২৫শে আগষ্ট ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। গত ৯ই আগষ্ট হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ২ কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছিল।

এ সপ্তাহে টাকার বাজারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নূতন ঋণ। গত ১৬ই আগষ্ট তাঁহারা আড়াই কোটি টাকার নূতন ঋণের জন্য আবেদন গ্রহণ করেন। অল্প সময় মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ আবেদন পাওয়ায় সকাল ১১ টার মধ্যে ঋণ গ্রহণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শতকরা ৯৮ টাকা দরে ঋণপত্র বিক্রয় হয়, গৃহীত ঋণের সুদ স্থির হইয়াছে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ১১ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭০ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭১ কোটি ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬৭ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রক্ষিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারেও পূর্ব্বাপর একটা চড়াভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। অন্য বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ দেখা গিয়াছে।

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫২৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫২৩/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি এ ৬ মাস	"	১ শি ৬৫/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১৪
মার্ক	"	৮৬৩/৪
সিলভার	"	৬৪৭/৮
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন্	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৶০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬·৭০
ফ্রাঙ্ক ডলার হার	"	৪·৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ ছিল। বেচাকিনার পরিমাণ খুব কম দাঁড়াইয়াছিল। শেয়ারের কোন কোন দিক দিয়া দামের হারও কিছু নামিয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় যে উদ্বেগ আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে দামের ঐ সামান্য নিম্নগতি তেমন বিস্ময়কর কিছু নহে। ডানজিগককে কেন্দ্র করিয়া জার্ম্মাণী ও পোলাণ্ডের ভিতর একটা সঙ্ঘর্ষভাব ক্রমেই পাকিয়া উঠিতেছে। ডানজিগ সীমান্তে ছোটখাট ধরণের সংগ্রামও চলিতেছে। জার্ম্মাণী ও পোলাণ্ড উভয় দেশেই সৈন্য সমাবেশের ঘনঘটা দেখা যাইতেছে। রাজনৈতিক আবহাওয়া যেরূপ আতঙ্কপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে হঠাৎ দুই দেশের ভিতর একটা সংগ্রাম বাঁধিয়া যাওয়ার খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারে একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে। কোথাও ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন কিছু অগ্রসর হইতেছেন না। প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করাই অনেকে সমীচিন বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতার শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদের ভিতরও ঐ ভাবই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের হার অনেক পরিমাণে স্থির ছিল। কোন কোন দিক দিয়া মূল্যের সামান্য পড়তি দেখা গিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতায় দামের হার ইহার চেয়ে বেশী নামিয়া গেলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। দামের হার দৃষ্টে কোম্পানীর কাগজ অবস্থার বিরূপ প্রতিঘাত অনেকটা প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অদ্য বাজারে ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৸৶ আনা, ২৸ সুদের (১৯৪৮-৫২) ঋণ ৯৮। আনা, ৩ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯৭।/, ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৫ টাকা, ৩॥ টাকা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ১০৪৶ আনা ও ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১১০॥৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে পূর্ব্বেকার মতই মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। বেচাকিনা বেশী কিছু হয় নাই। তবে দামের হার অনেক পরিমাণে স্থির আছে। অদ্য বাজারে বরাকর ১১॥৶ আনা, ইকুইটেবল ৩০॥ আনা, মুণ্ডুলপুর ৭।৵ আনা, নিউ বীরভূম ১৫॥৶ আনা পেঞ্চভেলী ৩১ টাকা, রাণীগঞ্জ ২৮৸৵ আনা ও তালচর ৸৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে পাটকল শেয়ার বিভাগে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি থলে ও চটের বাজারে দামের যে উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহাই পাটকলের শেয়ার সম্বন্ধে নূতন আশা ভরসার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে দামের হারও কিছু বাড়িয়াছে। তবে ঐ ভাব স্থায়ী হইবে কিনা সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। অদ্য বাজারে আদমজী ১০৸৵, হাওড়া ৪৯৶ আনা, হুকুমচাঁদ ১৸০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩১৪ টাকা, গৌরীপুর ১৩৭ টাকা, ন্যাশনেল ২০।০ আনা, নিউ সেণ্ট্রাল ২৭৭ টাকা ও রিলায়েন্স ৫৪॥৵ আনা আনা দাঁড়াইয়াছে। এসপ্তাহে হুকুমচাঁদ কোম্পানীর অর্ডিনারি শেয়ার ও প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্য সম্বন্ধে খুবই উঠতি পড়তি হইয়াছে। এই কোম্পানীর পরিচালনা সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছে। নানা কারণে বর্ত্তমানে ঐ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

বিবিধ

এসপ্তাহে বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম চড়ার দিকে ছিল। এই কোম্পানী ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে ভালরূপ লভ্যাংশ

ঘোষণা করিবে বলিয়া বাজারে একটা জনরব উঠিয়াছে। সেকারণেই দামের চড়া ভাব লক্ষিত হইতেছে। অদ্য বাজারে তাহা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তবে শেষ পর্য্যন্ত ২৪৷৶৹ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। গত সপ্তাহে (১১ই আগষ্ট) ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম ১২৶৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অদ্য তাহা ১১৸৶৹ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)—১১ই আগষ্ট ৯৭৷/; ১৪ই আগষ্ট ৯৭৷/; ১৫ই ৯৭৷/, ৯৭৷৶; ৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১১ই আগষ্ট ৯৭৶; ১২ই ৯৭৶, ৯৭৷৹, ৯৭৷/, ৯৭৷৶, ৯৭৷/; ১৪ই আগষ্ট ৯৭৹, ৯৭৶, ৯৭৶/, ৯৭৷৶, ৯৭৶/; ১৫ই আগষ্ট ৯৭৶/, ৯৭৹; ১৬ই আগষ্ট ৯৭৷/, ৯৭৶/; ১৭ই আগষ্ট ৯৭৸৹, ৯৭৸/ (রেডি), ৯৭৹; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—১১ই আগষ্ট ১১০৷৶/, ১১০৸/, ১১০৸৶, ১২ই আগষ্ট ১১০৸৶/, ১৫ই আগষ্ট ১১০৷৶, ১৭ই আগষ্ট ১১০৷৶; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—১১ই আগষ্ট ১১৪৲, ১১৪৶, ১১৩৸৶; ১২ই আগষ্ট ১১৭৲, ১১৪৶; ১৬ই আগষ্ট ১১৪/; ২৸৹ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)—১৪ই আগষ্ট ৯৮৷/; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ১৪ই আগষ্ট ১০৩৸/; ৩৲ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৬১-৬৬)—১৪ই আগষ্ট ৯৭৷৹ ৯৭৷৶; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪)—১৬ই আগষ্ট ৯৯৸/; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৬ই আগষ্ট ৮৫৷৹; ৩৷৹ সুদের ঋণ—(১৯৪৭-৫০)—১৬ই আগষ্ট ১০৪/৹; ৪৷৹ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)—১৭ই আগষ্ট ১১৬/।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১১ই আগষ্ট ১০৯৲; ১২ই আগষ্ট ১০৯৲; ১৪ই আগষ্ট ১০৯৲, ১১০৲, ১০৯৷৹, ১১০৷৹; ১৫ই আগষ্ট ১০৯৷৹, ১১০৷৹; ১৬ই আগষ্ট ১০৯৲; ১৭ই আগষ্ট ১১০৷৹; সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক—১১ই আগষ্ট ৩৫৶; ১৬ই আগষ্ট ৩৪৷৹; ১৭ই আগষ্ট ৩৪৸৹; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)—১৪ই আগষ্ট ১,৫৪৭৲, ১,৫৩৮৲; ১৫ই আগষ্ট ১,৫৫০৲, ১,৫৪৬৲; ১৬ই আগষ্ট ১,৫৪৫৲; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্টি)—১৫ই আগষ্ট ৩৮০৲, ৩৮২৲, ৩৮০৷৹ ৩৮২৷৹; পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)—১৭ই আগষ্ট ১০৩৲ (কন্টি), ৩৬৲।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল—১১ই আগষ্ট ৩৷৶; নিউ ভিক্টোরিয়া—১২ই আগষ্ট (অর্ডি) ৷৶; মুইর মিলস—১৪ই আগষ্ট (প্রেফ) ৬৬৲; কেশোরাম কটন (প্রেফ) ১৬ই আগষ্ট ১১৫৲; বাউরিয়া (প্রেফ) ১৬৩৲।

রেলপথ

বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে—১৪ই আগষ্ট ৯১৷৹; ১৭ই আগষ্ট ৯১৲, ৯২৲; চাঁপার মুখ শিলঘাট রেলওয়ে—১৪ই আগষ্ট ৯১৷৹; কালিঘট ফলতা রেলওয়ে ১৪ই আগষ্ট ৯১৷৹; বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে—১৫ই আগষ্ট ৪০৲; সাহদরা (দিল্লী) সাহারাণপুর—১৫ই আগষ্ট ১৩৯৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—১১ই আগষ্ট ২৯৫৲ ২৯৬৷৹; ১৪ই আগষ্ট ২৯৬৲; ১৬ই আগষ্ট ২৯৫৲, ২৯৬৷৹; ১৭ই আগষ্ট ২৯৫৷৹; বোকারো ও রামগড়—১১ই আগষ্ট ১৩৲; ১৬ই আগষ্ট ১৩।৹; বড়ধেমো—১১ই আগষ্ট; ইকুইটেবল—১১ই আগষ্ট ৩৩৸৹; ১৪ই আগষ্ট ৩০৷৶; ১৫ই আগষ্ট ৩৩৸৹; হরিলাদী—১১ই আগষ্ট ১০৶/, ১০।৶/; ১৪ই আগষ্ট ১০৲, ১০।৹, ১০৶, ১০।৶; ১৫ই আগষ্ট ১০৲, ১০।৹, ১০৶, ১০।৶; ১৬ই আগষ্ট ১০৶, ১০।৹, ১০৷৹, ১০।৶, ১০৷৶, ১৭ই আগষ্ট ১০।৶ ১৷৹ ১।৶ ১০৷৶/; বেওয়া—১১ই আগষ্ট ২০৷৹; ইউনিয়ন—১১ই আগষ্ট ২৮৷৹, ২৮।৶, ২৮।৶/, ২৮৷৶/; ১৬ই আগষ্ট ২৮।৹ সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল—১১ই আগষ্ট ৷/; এ্যামালগামেটেড—১২ই আগষ্ট ২৩৸৹; ১৭ই আগষ্ট ২৩৷৹, ২৩৸৹; ঝরিয়া ১৪ই আগষ্ট (প্রেফ) ১১৮৲, ১১৯৲; ১৫ই আগষ্ট (প্রেফ) ১২০৲,১২১৲,১১৯৲; ১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১১৯৲ ১২০৲; পেঞ্চভেলী—১৪ই আগষ্ট ৩০৷৶; ওয়েষ্ট জামুরিয়া; ১৪ই আগষ্ট ২৭৸৹; ১৫ই আগষ্ট ২৭৷৹, ২৭৸৹,২৭৸৶,২৮৲,২৮।৹; ১৬ই আগষ্ট ২৮।৶ ২৮৷৶ ২৮৷৹ ২৮৸৹; মুগুলপুর—১৫ই আগষ্ট ৬৸৶, ৭৶, ৬৸৶/, ৭৶/, ৬৸/; ১৬ই ৬৸৶, ৭৶, ৭৷/; ভুলানবাড়ী—১৬ই আগষ্ট ৭৷/, ৭৲, ৭৶, ৭।৹; ১৭ই আগষ্ট ৭৶; বরাকর—১৬ই আগষ্ট ১১।৶; ১৭ই আগষ্ট (অর্ডি) ১১।/, ১১৷/, ১১৷৶ (প্রেফ), ১৪১৲; ধেমোমেইন—১৬ই আগষ্ট ১১৸৹, ১১৸৶, ১২৶; ১৭ই আগষ্ট ১২৶/, ১২।৹, ১১৸৶/,১২৷/,১২।৹; রাণীগঞ্জ—১৭ই আগষ্ট ২৮৷৹; সেণ্ট্রা—১৭ই আগষ্ট ৮।৹।

পাটকল

এম্পায়ার—১১ই আগষ্ট ২১৸৹, ২১৸/; হুগলী—১১ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৬৲, ১৬।৹, হাওড়া—১১ই আগষ্ট ৪৮৷৹, ৪৮/, ৪৮৶; ১২ই ৪৭৷৶, ৪৭৲, ৪৭৶/ ৪৭৷/, ৪৭৸/, ৪৭৸৹; ১৪ই আগষ্ট ৪৮।/, ৪৮/, ৪৮।৹, ৪৮৸৶, ৪৮৷৶/, ৪৮৸৶/, ৪৮৸৶/ (৭৲ সুদের প্রেফ), ১৫৩৲, ১৫৪৲, ১৫৬৲; ১৫ই আগষ্ট ৪৮৷/, ৪৮৷৶, ৪৮৸৶, ৪৮৷/৹, ৪৯৲, ৪৮৷/, ৪৮৸৶, ৪৮৸৶/, ৪৮৸, ৪৯৲, ৪৯।৹, ৪৯৷৹, ৪৮৷৶/; ১৭ই আগষ্ট ৪৮৸৹ ৪৯।৹ ৪৮৸৶/; হুকুমচাঁদ—১১ই আগষ্ট ১৷৶, ২৲, ১।৶, ১।৹ (প্রেফ), ১৯৷৹, ২৩৲, ১৮৲; ১২ই আগষ্ট ১।৶, ১৸/, ১৸৹ (প্রেফ), ১৯৲, ১৯৷৹, ১৭।৹, ১৯৲; ১৪ই আগষ্ট ১৸৹, ২৶/, ১৸৶ (প্রেফ), ২৫৲, ২৭৲ ২৪৲; ১৫ই আগষ্ট ২৲ ১৷/ ১৷ (প্রেফ) ২২৲ ২৩৲ ২১৷৹, ১৬ই আগষ্ট ১৷৶ ২/৹ ১৸/ (প্রেফ) ২৩৲, ১৭ই আগষ্ট (প্রেফ) ২৪৷৹ ৩২৲; ইণ্ডিয়া—১১ই আগষ্ট ২৬৩৷৹; ১৬ই আগষ্ট ২৬৩৷৹; নিউসেণ্ট্রাল—১১ই আগষ্ট ২৭৭৲; বালী—১১ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৭৷৹; ১৪ই আগষ্ট ১৮০৲ ১৮৩৲, ১৫ই আগষ্ট ১৮৩৲; ডালহৌসী—১১ই আগষ্ট ২২৪৲; ফোর্ট গ্লোসেষ্টার—১১ই আগষ্ট ৪২৭৷৹; ১৫ই আগষ্ট ২২১৲; প্রেসীডেন্সী—১২ই ২৮৶/ ৩৲; ১৬ই আগষ্ট ৩৲ ৩/ ৩৶/ ৩।৹ ৩৲ ৩৶; ১৭ই আগষ্ট ৩৶/ ৩।৹।

আগরপাড়া—১৪ই আগষ্ট ১৪৸০, ১৬ই আগষ্ট ১৪৸০। বিরলা—১৪ই আগষ্ট ১৫৲ (প্রেফ) ১১৫৲ ১১৬৲। কামারহাটী—১৪ই আগষ্ট ৪৫৫৲, ১৬ই আগষ্ট ৪৪৮৷৷০। রিলায়ান্স—১৪ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৫৩৷৷০ ১৫৪৷৷০। আদমজী—১৫ই আগষ্ট (প্রেফ) ১২৬৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—১৫ই আগষ্ট ৩১০৲। ১৬ই আগষ্ট ৩১০৲ (প্রেফ) ১৫০৲ ১৫১৲। ১৭ই আগষ্ট ৩১৫৲। কাঁকনাড়া—১৫ই আগষ্ট ৩৪৪৲। ১৬ই আগষ্ট ৩৩৮৲, ১৭ই ৩৪১৲। ওরিয়েণ্ট—১৫ই আগষ্ট ১৬৮৲। বরানগর—১৬ই আগষ্ট ১৩৮৲ ১৩৭৷৷০ ১৩৯৲। বজবজ—১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৮৲ ১৪৯৲ ক্লাইভ—১৬ই আগষ্ট ২১৸০ ২২৲। ল্যান্সডাউন—১৬ই আগষ্ট ১৩৮৲ লরেন্স—১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১২৯৲। বেলভেডিয়ার—১৭ই আগষ্ট ৩৪৩৲। সিভিয়ট—১৭ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৯৲ ১৪০৲। থরদহ—১৭ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৫৲ ১৩৬৲। ন্যাশনাল—১৭ই আগষ্ট ২০।০ ২০৷৷৵।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১১ই আগষ্ট ৫।৴ ৫৷৷৴ ৫।৵, ১২ই আগষ্ট ৫।৴ ৫৷৷৴ ৫।৵ ৫।৵, ১৫ই আগষ্ট ৫।৴ ৫।৵, ১৬ই আগষ্ট ৫।৵ ৫।৶ ৫।৵, ১৭ই আগষ্ট ৫।৵ ৫৷৷৴ ৫।৴; বিসরা ষ্টোন লাইন—১১ই আগষ্ট ৯০৲ ৯০৷৷০; ইণ্ডিয়ান কপার—১১ই আগষ্ট ১৷৷৴, ১২ই আগষ্ট ১৷৷৵ ১৸০ ১৷৷৴, ১৪ই আগষ্ট ১৷৷৵ ১৫ই আগষ্ট ১৷৷৵, ১৬ই আগষ্ট ১৷৷৵ ১৸০ ১৷৷৵, ১৭ই আগষ্ট ১৷৷৵ ১৸০ ১৷৷৵; টেভয় টীন—১২ই আগষ্ট ১৴ ৸৵ ৸৶; রোডেসিয়া কপার—১৪ই আগষ্ট ১৴; ১৭ই আগষ্ট ১৵।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ১১ই আগষ্ট (অডি) ১০৷৷০ ১০৸০ (প্রেফ) ৯৪৲; ১৪ই আগষ্ট (অডি) ১০৷৷৵ (ডেফ) ৩৴ ৩৶ ৩৵; ১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৩৲; ১৭ই আগষ্ট (অডি) ১০।৴০ ১০৷৷৴ (প্রেফ) ২৷৷৵ ২৸। রিলায়ান্স ফায়ার ব্রিকস্ ১১ই আগষ্ট ৬।০। বেঙ্গল পটারিজ ১৫ই আগষ্ট ৫৷৷০।

ইলেকটিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ১১ই আগষ্ট (অডি) ১৭৸ ১৮৲; ১৭ই আগষ্ট (অডি) ১৭৸ ১৮৲। ঢাকা ইলেকটিক ১৪ই আগষ্ট ১৬৷৷৵; ১৬ই আগষ্ট ১৬।০। জোরহাট ইলেকট্রিক ১৫ই আগষ্ট (অডি) ১০।০ (প্রেফ) ১০০৷৷০।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাদ ষ্টীল—১১ই আগষ্ট (অডি) ৫।৴ ৫৷৷৴ ৫৷৷৵, ১৪ই আগষ্ট (অডি) ৫।৵ ৫।৶ (ডেফ) ১০ ১।৴, ১৫ই আগষ্ট (অডি) ৫৷৷০ ৫৸৵ ৫৷৷৴ ৫৷৷৵ (ডেফ) ১।৴ ১।৵; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১১ই আগষ্ট ২৪।৵ ২৪৸৵ ২৪৷৷৴ ২৪৸৴ ২৪।৵, ১২ই আগষ্ট ২৪।০ ২৪৶ ২৪৷৷০ ২৪৸৶ ২৪৸৵, ১৪ই আগষ্ট ২৫৴ ২৫৵ ২৫।০ ২৫৲ ২৪৸৵ ২৪৸৶ ২৪৸৵, ১৫ই আগষ্ট ২৪৸৴ ২৪৸০ ২৪৸৵ ২৫৵ ২৪৷৷৶ ২৪৸৴ ২৪৷৷৶, ১৬ই আগষ্ট ২৪৸৴ ২৫৵ ২৪৸০, ১৭ই আগষ্ট ২৪৷৷৶ ২৪৸০ ২৫৴ ২৪৸০; ষ্টীল কর্পোরেশন—১১ই আগষ্ট (অডি) ১২।০ ১২।৴ ১২৷৷৴ ১২৶, ১২ই আগষ্ট (অডি) ১২৴ ১২৵ ১২।৵ ১২।৴, ১৪ই আগষ্ট (অডি) ১২।০ ১২৶ ১২।০ (প্রেফ) ৯৩৲ ৯৩৷৷০ ৯৪৷৷০, ১৫ই আগষ্ট (অডি) ১২৶ ১২।০ ১২৷৷০ ১২৲, ১৬ই আগষ্ট (অডি) ১২৴ ১২৵ ১২।৵ ১২৶ ১২।৵ ১২৲ ১২।০ ১২।৴ ১২৵ ১২৲ (প্রেফ) ৯৩৷৷০, ১৭ই আগষ্ট (অডি) ১১৸৶ ১২৴ ১২।৴ ১২।০ ১২৲ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲ ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—১৬ই আগষ্ট (অডি) ২৸৶ ৩৴ ৩৲ ৩৵।

চা বাগান

মুরফুলানী—১১ই আগষ্ট (অডি) ২।০, ১৪ই আগষ্ট ৩৵ ৩।০। নিউডুয়ার্স—১১ই আগষ্ট ৮১৫৲। ১২ই আগষ্ট ৮১০৲ ৮১৪৷৷০, ১৪ই ৮১২৷৷০ ৮১৭৲ ৮১৫৲। এথেলবাড়ী—১৬ই আগষ্ট ৭৲ ৭।০। লুবা—১৭ই আগষ্ট ২৷৷০। নাম্বুর নদী—১১ই আগষ্ট ৪৲। হাঁসিরাম—১৫ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৫০৲ ১৫১৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া—১২ই আগষ্ট ৭৷৷০, হাতীক্ষীরা—১৫ই আগষ্ট ১৭৷৷০। পাত্রকোলা—১২ই আগষ্ট (অডি) ৮০৪৷৷০ (প্রেফ) ১৩৪৲ ১৩৫৲। নিউ টেরাই—১৪ই আগষ্ট ৮৷৷০। মহীমা—১৫ই আগষ্ট ৭।০। তুমকুং—১৭ই আগষ্ট ৮।০ ৮৷৷০।

চিনির কল

চম্পারণ—১২ই আগষ্ট ১১৸০, ১৪ই ১১৸৵ ১২৵। বুল্যাণ্ড—১৪ই আগষ্ট ১৩।৵। রেজা—১৪ই আগষ্ট ১২।০, ১৬ই ১২৷৷০। অপার গ্যাঞ্জেস সুগার—১৭ই আগষ্ট (অডি) ১১৷৷০।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—১১ই আগষ্ট ২।৶ ২৷৷৴ ২৷৷০, ১২ই আগষ্ট (অডি) ২৷৷০, ১৫ই আগষ্ট ২৷৷৴, ১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৫০৷৷০, ১৭ই আগষ্ট ২৷৷৴ (প্রেফ) ১৫০৷৷০ ১৫১৷৷০; ক্যালকাটা ট্রাম—১১ই আগষ্ট ১৬।৵ ১৬৷৷৵; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ—১১ই আগষ্ট (অডি) ১৯৷৷৵ ২০৲, ১৪ই আগষ্ট ১২৬৲; বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—১১ই আগষ্ট ৩৵ ৩।০ ৩।৵, ১৪ই আগষ্ট ৩।০ ৩।৵ ৩৶, ১৭ই আগষ্ট ৩৶ ৩।৴; বেঙ্গল পেপার—১১ই আগষ্ট (অডি) ৬৯৲, ১৫ই আগষ্ট ৬৬৲, ১৬ই আগষ্ট ৬৭৲; ওরিয়েণ্ট পেপার—১১ই আগষ্ট ৪৸০ আসাম সজ—১১ই আগষ্ট ১৴, ১২ই আগষ্ট ১৵ ১।০, ১৫ই আগষ্ট ১৵ ১।০; বেঙ্গল টিম্বার—১১ই আগষ্ট ১৫৭৲; বরুয়া টিম্বার—১১ই আগষ্ট ১৩।০ ১৩৷৷০ ১৩৷৷৴ ১৩৸৴ ১৩৷৷০ ১৩৸০, ১৪ই আগষ্ট ১৩৸০, ১৫ই আগষ্ট ১৩৷৷০ ১৩৸৵০।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট

রপ্তানী যোগ্য—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর মোট ১৮ হাজার ৫ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়; তন্মধ্যে ১৬ হাজার ৫৫৮ বাক্স চা বিক্রয় হয়। উহার গড়পড়তা দর প্রতি পাউণ্ডে ৷৷৵ আনা গিয়াছে। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে ১৯ হাজার ৯৬১ বাক্স চাবিক্রয় হয় এবং উহার গড়পড়তা দর ৷৷৵২ পাই ছিল; ১৯৩৭ সালের এই নীলামে ২১ হাজার ৭৭০ বাক্স চা গড়পড়তা দর ৷৷৵১১ পাই হিসাবে বিক্রয় হয়। সমস্ত প্রকার পরিষ্কার এবং প্রয়োজনীয় ধরণের চায়ের ভাল চাহিদা ছিল এবং পুর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল। বর্ত্তমান নীলামে খুব উৎকৃষ্ট ধরনের পাতা চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় এবং উহার মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই বেশী যায়। ইরানী ব্যবসায়ীগণ চা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। টিপি শ্রেণীর চায়ের দর ভাল গিয়াছে। সাধারণ এবং মাঝারি ধরনের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—বর্ত্তমান নীলামে এই শ্রেণীর সবুজ চায়ের চাহিদা ছিল। সকল প্রকার গুড়া চায়ের চাহিদার পরিমাণ ভাল গিয়াছে। মূল্যও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই অধিক ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূল্য এক পাই হইতে তিন পাই পর্য্যন্ত বেশী যায়। খারাপ ধরণের চায়ের প্রতি কেহই কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনা। বর্ত্তমান নীলামে এই শ্রেণীর গুড়া চায়ের গড়পড়তা দর ।৶ পাই এবং অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের দর ১ পাই গিয়াছে। এই নীলামে মোট ৭ হাজার ৪৩৯ বাক্স গুড়া চা এবং ৫ হাজার ৫৮১ বাক্স অন্যান্য শ্রেণীর চা বিক্রয় হয়।

পাটের বাজার

কলিকাতা ১৯শে আগষ্ট

বাঙ্গলা সরকার একটা উচ্চ হারে পাটের মূল্য বাঁধিয়া দিবেন আশায় গত ১১ই আগষ্ট কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের মূল্য ৩৯৵ চড়িয়া গিয়াছিল। ১২ই আগষ্ট এক সরকারী ইস্তাহারে বাঙ্গলা সরকার পাট সম্পর্কে তাঁহাদের কার্য্যনীতি ঘোষণা করেন। ইস্তাহারে বলা হয় পাটচাষ উপযুক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার বাধ্যকরী নীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন এবং আগামী মরশুমে এই নীতি কার্য্যতঃ বলবৎ করিবার জন্য তাঁহারা যথাযোগ্য আইন প্রণয়ণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। পাটের ফাটকা বাজার সম্বন্ধে ইস্তাহারে বলা হয় যে গভর্ণমেণ্ট ঐ বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতার বর্ত্তমান ফাটকা বাজারে এবার পাটের দর যাহাতে প্রতি বেল ৩৬ টাকার নিম্নে না যায় তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথোপযুক্ত বিধান করিবেন বলিয়াও জানান। ইস্তাহারে বর্ণিত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি মোটামুটি ভাবে সন্তোষ জনক বলিয়াই বিবেচিত হয়। তবে গভর্ণমেণ্ট এবৎসর ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম মূল্য ৩৬ টাকার বেশী হারে নির্দ্ধারিত করিবেন না জানিয়া ১১ই আগষ্টের তুলনায় ১২ই আগষ্ট বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দামের হার এক টাকার মত নামিয়া যায়। যাহা হউক পরে এসপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট সোমবার আবার দাম সম্বন্ধে কতকটা উন্নতি সাধিত হয় এবং সর্ব্বোচ্চ দামের হার ৩৮৸৹ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। আজ পর্য্যন্ত দামের হার কম বেশী পরিমাণে উপরোক্ত হারের কাছাকাছিই উঠানামা করিয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৪ই আগষ্ট	৩৮৸৹	৩৭৸৹	৩৮৷৹
১৫ই "	৩৮৷৹	৩৭৸৶৹	৩৮।৹
১৬ই "	৩৮৷৹	৩৭৸৹	৩৮৶৹
১৭ই "	৩৮৸৹	৩৮৶৹	৩৮৷৹
১৮ই "	৩৮৸৶৹	৩৮।৹	৩৮৷৹
১৯শে "	৩৮৷৵৹	৩৮।৵৹	৩৮৷৵৹

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টই বোঝা যায় এসপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার মোটামুটি উপরের দিকেই স্থির ছিল। গত সপ্তাহে ৭ই আগষ্ট তারিখে পাটের দর নিম্নে ৩৫।৹ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। সে হিসাবে এসপ্তাহে দামের হার ৩৭৸৹ আনার নীচে যায় নাই ইহা সুখের বিষয়ই বটে। সরকারী ইস্তাহারে পাট সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কর্ম্মনীতি ঘোষিত হওয়ায় এবং বিশেষভাবে ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম দর নির্দ্ধারিত করা সম্বন্ধে অর্ডিনান্স জারীর সম্ভাবনা প্রকাশ পাওয়াই যে এই সুফল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই;

তবে ফাটকা বাজারে দামের হার কতকটা উচ্চহারে বলবৎ থাকিলেও আসলে ঐ দরে পাটের বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। পাট বিক্রেতারা চড়া দর পাওয়ার আশায় রহিয়াছে। আর পাট ক্রেতারা দাম পড়িয়া যাওয়ারই প্রতীক্ষা করিতেছে। পাটের বর্ত্তমান দর আরও নামিয়া যাইতে বাধ্য বলিয়াই পাটকলওয়ালাদের বিশ্বাস। যতদূর বোঝা যাইতেছে ঐ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ভবিষ্যৎ সুদিনেরই অপেক্ষা করিতেছে। গত ১২ই আগষ্টে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বল হইতে মোট ১ লক্ষ ১৪ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে মোট পাট আমদানী হইয়াছিল ১ লক্ষ ৯৯ হাজার বেল।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে বেশী কিছু বেচাকিনা হয় নাই। তবে দামের হার কিছু পড়িয়াছে। গত ১১ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতি মণ ৬৸৹ আনা। গত কল্য বাজারে তাহা ৭ টাকা দাঁড়ায়।

পাকা বেল বিভাগে—এসপ্তাহে রপ্তানী কারকদের দিক হইতে পাট ক্রয় বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। তবে দামের হার চড়া আছে। গত ১১ই আগষ্ট মাল ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৩৭৸৹ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। গতকল্য বাজারে তাহা ৩৮৸৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। এই উন্নতি মোটেই আশানুরূপ নহে। তাহা ছাড়া উহাও যে স্থায়ী হইবে সে ভরসা কম। গত ১১ই আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ৮৷৹ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১০৸৶৹ আনা ছিল। গতকল্য তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৮৷৶৹ আনা ও ১১৵৹ আনা দাঁড়ায়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে বিদেশের বাজারের মন্দার সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের তুলার বাজার তেজীভাব বজায় ছিল। কাথিওয়ার ও মধ্যপ্রদেশের কতিপয় জিলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদই এইরূপ তেজী ভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কারবার ও রপ্তানী কারবার বিশেষ নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। ফাটকাওয়ালারা খুব আগ্রহের সহিত কারবার করে। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান বৎসরে তুলা ফসলের বিস্তর ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে। এপর্য্যন্ত যেসকল অঞ্চলে বৃষ্টি হয় নাই সেকল স্থানে সম্প্রতি বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আবার তুলার মূল্য হ্রাস পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের তুলার মূল্য সামান্য নিম্নে ছিল।

বোরোচ এপ্রিল-মে বাজার বন্ধের সময় ১৫৪৵ দাঁড়ায়; সর্ব্বোচ্চ দর ১৫৬৷৹ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। জুলাই-আগষ্ট ১৬১৸৹ পর্য্যন্ত উঠিয়া বাজার বন্ধের সময় উহা ১৫৮৸৹ আনায় দাঁড়ায়। বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১১৯৷৹ আনায় বাজার বন্ধ হয়। ওমরা ডিসেম্বর—জানুয়ারীর দর ১৪৪৵৹ আনায় দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে আমেরিকার কটন এক্সচেঞ্জে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। এলাবামা এবং অন্যান্য তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহে বৃষ্টি হইবার ফলে তুলা ফসলের যথেষ্ট সুফল হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নূতন শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চিত অবস্থার ফলে তুলার মূল্য আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। নিউ ইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৯'৪৭ স্থলে ৯'২৯ সেণ্ট দাঁড়ায়। অক্টোবর ৮'৮৭ সেণ্ট স্থলে ৮'৭৪ সেণ্ট এবং ডিসেম্বর ৮'৬৭ সেণ্ট স্থলে ৮'৬০ সেণ্ট দাঁড়ায়। প্রকাশ অদূর ভবিষ্যতের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্যরূপ মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৫'৩০ পেনী স্থলে ৫'১৪ পেনী দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

তারিখ	বোরোচ জুলাই-আগষ্ট	ওমরা ডিসে-জানু	বেঙ্গল ডিসে-জানু
আগষ্ট ১১	১৫৯৷৵	১৪৭৵	১১৯।০
" ১২	১৬০।৵	১৪৮।০	১২০৷।০
" ১৪	১৫৯৷৵	১৪৭৲	১২০।০
" ১৫	১৫৯৸০	১৪৬৸০	১২০।০
" ১৬	১৫৮৸০	১৪৪৵০	১১৯৷০
" ১৭	১৫৭৷০	১৪২৸০	১১৮।০
১ বৎসর পূর্ব্বে	১৪২।০	১৩৯৲	১১৮৲
২ বৎসর পূর্ব্বে	১৮৬৲	১৮২৲	১৫০৷০

কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট

বর্ত্তমানে স্থানীয় কাপড়ের বাজারের অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যে জাপানী এবং ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহ মূল্য হ্রাস করার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা ত্যাগ করিবে না। মূল্যাপকর্ষতা এবং কারবারের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় বহুলাংশে দর হ্রাস করিয়া অগ্রিম কারবার করিতে হইতেছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের আগ্রহ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত অদূর ভবিষ্যতে বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসায়ীগণ পূজার বাজারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং এতৎসম্পর্কে কারবার বৃদ্ধি পায় কিনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। জাপানী এবং দেশী কাপড়ের মূল্যাল্পতা হেতু ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা অতিশয় নৈরাশ্যজনক। সূতার মূল্যের নিম্নগতি প্রত্যেক কেন্দ্রেই পরিলক্ষিত হইতেছে। বোম্বের মিলসমূহ কোন উল্লেখযোগ্য কারবার করিতে সক্ষম হয় নাই। সূতার মূল্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের আস্থা নাই; তাহাদের ধারণা উহা আরও হ্রাস পাইবে। এরূপ অবস্থায় মিলসমূহ বর্ত্তমান বাজার দরে সূতা বিক্রয় করিয়া মুনাফা দূরের কথা কার্য্যকরী ব্যয় সঙ্কুলান করিতেও অসমর্থ। বিভিন্ন কেন্দ্রে বৃষ্টিপাতের সংবাদও সন্তোষজনক নহে। সূতার বাজারের ভবিষ্যত সম্পর্কে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীই তাহাদের মজুদ সূতা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু বর্ত্তমান বাজার দরে উহা কাটতি করা বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে প্রত্যেক কেন্দ্রের মিল সমূহ সূতার উৎপাদন হ্রাস করিতেছে। ইহার ফলে কোন কোন অঞ্চলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটেরও আশঙ্কা করা যাইতেছে। রপ্তানী কারবার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই উহার প্রধান কারণ। জাপানী ও সাংহাই এর সূতার দ্রুত মূল্য হ্রাসও অন্যতম কারণ বলিয়া ধরা যায়। চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে যে সূতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা যায় না।

বিলাতী সূতা—জাপানী ও সাংহাই এবং দেশী সূতার প্রতিযোগীতার ফলে বিলাতী সূতার কোন প্রকার অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় না।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী এবং সাংহাই শ্রেণীর সূতার মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর সূতার মূল্যাল্পতার দরুণ প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রেই উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাংহাই এর সূতা সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে নূতন অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কারবার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূল্যের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। শীঘ্রই বহু পরিমাণ সূতা আমদানী হইবে বলিয়া জানা যায়। মার্সিরাইজ সূতা সম্পর্কে ফাটকাওয়ালাগণের আগ্রহ বেশী দেখা যায়; তাহাদের ধারণা যে বর্ত্তমান বাজার দর অতিশয় অল্প। এই শ্রেণীর সূতার মূল্যের অনিশ্চয়তার জন্য নূতন অগ্রিম কারবার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই প্রকার সূতার বিশেষতঃ 'সি' ও ও 'বি' শ্রেণীর চাহিদা আরও হ্রাস পাইয়াছে।

প্রকাশ, অগ্রিম কারবার সম্পর্কে জাপানী সূতার মূল্য আরও হ্রাস করা হইয়াছে এবং আলোচ্য সপ্তাহে কতিপয় মিল জাপানের সহিত এই শ্রেণীর সূতার অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নহে। নিম্নশ্রেণীর ইটালীয় সূতা সম্পর্কে চাহিদা একরূপ ভাল ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৮ই আগষ্ট

অদূর ভবিষ্যতে পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কে কিছু অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকায় এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে সোনার দামের হার কিছু চড়িয়াছে। ঐ সঙ্গে বোম্বাইয়ের বাজারেও সোণার দামের একটা স্থিরভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ১২ই আগষ্ট লণ্ডণে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী। ১৪ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ৭ পা ৮ শি ৭½ পেনী পর্য্যন্ত উঠে। ১৫ই আগষ্ট তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৭ পেনী। অদ্য ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৪ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল ৩৭৵৬ পাই। ১৫ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ ছিল। ১৬ই তারিখ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৵৯ পাই দাঁড়ায়। ১৭ই আগষ্ট তাহা হয় ৩৭৵৬ পাই। অদ্য বাজারে তাহা ৩৭৶৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১১ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৬৸৶৬ পাই, বড়াল বার—৩৬৸৵৬ ও গিনি ২৩৷৶৹ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৭৸৵৬ পাই ও ২৩৷৵৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় রূপার দরের কিছু চড়তি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১২ই আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৭ ১/৮ পেনী। ১৪ই আগষ্ট তাহা দাঁড়ায় ১৭ ৫/১৬ পেনী। ১৫ই তারিখ তাহা ১৭ ৩/১৬ পেনী হয়। ১৬ই আগষ্ট তাহা কমিয়া ১৭ ৩/১৬ পেনী দাঁড়ায়। ১৭ই তারিখ তাহা ১৭ পেনী হয়। অদ্য ১৮ই আগষ্ট তাহা আবার ১৭ ১/১৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১২ই আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৪৫৸৶৹ আনা। ১৪ই তারিখ তাহা ৪৬৷৹ আনা হয়। ১৫ই আগষ্ট তাহা ৪৬৸৵৹ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ১৬ই তারিখ তাহা ৪৬৶৹ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ১৭ই আগষ্ট তাহা ৪৬৶৹ হয়। অদ্য তাহা ৪৬ টাকা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১১ই আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৪৬৶ আনা ও ঐ খুচরা দর ৪৬৷৶ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪৬॥ ও ৪৬৸৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চল্তি দর প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জাভা-চিনির আমদানীকারকগণ চিনির সর্ব্বনিম্ন মূল্য ১০৷৵৹ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে ছোট ছোট আড়তদারগণ এই মূল্যাপেক্ষা ১ আনা হইতে দেড় আনা কমেও চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে চিনির চাহিদা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে তবে উহা স্বাভাবিক চাহিদা অপেক্ষা অল্প। পুজা এবং দিপালী উপলক্ষে চিনির বাজারের উন্নতি আশা করা যাইতেছে। স্থানীয় বাজারে ১ লক্ষ ৮২ হাজার বস্তা জাভা চিনি মজুদ আছে এবং আরও ১৫ হাজার বস্তা জাভা চিনি শীঘ্রই আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ৬ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়।

কানপুর

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজারে চিনির মূল্যের যে উন্নতি দেখা দেয় তাহা বজায় আছে। মূল্য প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চাহিদার পরিমান খুচরা ব্যবসায়ীগণের মধ্যে স্বাভাবিকের কিছু বেশী আছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ মজুদ চিনি আছে তাহা বড় বড় কেন্দ্রের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। কারবারের উন্নতি হইবার ফলে কার্য্যতঃ কানপুরের বাজারে আশা উৎসাহের ভাব দেখা দিয়াছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কেও প্রতিমণে তিন আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোম্বাই

আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে জাভা চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শ্রেণীর চলতি দর প্রতি মনে ছয় আনা এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে দর আট আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াই এইরূপ মূল্য বৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। জাভা চিনির চলতি দরের বর্ত্তমান হারই অল্প-বেশী বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বোম্বাইয়ের বাজারে জাভাচিনির মজুদ পরিমাণ ২ লক্ষ ৩২ হাজার বস্তা বলিরা অনুমিত হয়।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট

লণ্ডনের বাজারে চাহিদার অভাবে আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে খুব অল্প কারবার হয়। লবনাক্ত চামড়ার মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্যাপেক্ষা ৩ পাই কম ছিল। ছাগলের চামড়ার বাজারের কারবার মোটামুটি ভাল গিয়াছে। মূল্য কম বেশী অপরিবর্ত্তিত ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৫০ হাজার ৭ শত টুকরা ৫৫৲-৭০৲ হিঃ, ঢাকা-দিনাজপুর ৩৩ হাজার ২ শত টুকরা ৭০৲-১০০৲ হিঃ, লবণাক্ত ৪১ হাজার ১ শত টুকরা ৫০৲-৯৫৲ হিঃ।

গরুর চামড়া—রাঁচি সাধারণ ১ শত টুকরা ৪৲ হিঃ, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৩ শত টুকরা ৪৲ হিঃ, দার্জ্জিলিং-নেপাল সাধারণ ১ হাজার ১ শত টুকরা ৩৸৹-৪৲ হিঃ, ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ২ হাজার ৬ শত টুকরা ৩৸৹ হিঃ, লবণাক্ত ১১ হাজার ২ শত টুকরা ৶৬ পাই হইতে ।৹ আনা হিঃ।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে মজুদ ছাগলের চামড়ার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল :—পাটনা—১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫ শত টুকরা; ঢাকা-দিনাজপুর—১ লক্ষ ১২ হাজার টুকরা; লবণাক্ত ৯ হাজার ৩ শত টুকরা।

মজুদ গরুর চামড়া নিম্নরূপ ছিল :—ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৪ হাজার ১৫০ টুকরা; আগ্রা আর্সেনিক ১ হাজার ৪ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা-বেণারস-গয়া-রাঁচি ১ হাজার ২ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৩ হাজার ৬ শত টুকরা; নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ ৯ শত টুকরা; বেনারস—গোরক্ষপুর সাধারণ ৪ শত টুকরা; লবণাক্ত ২৬ হাজার ৫ শত টুকরা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট

রেড়ির তৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিল সমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈলের জন্য ২৸৶৹ হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ বস্তার দর চারি আনা সহ ২ মনী বস্তা ৬৷৹ হইতে ৬॥৹ আনা দরে উহা বিক্রয় করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খৈল বাজারে মজুদ আছে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যেই উহার একমাত্র চাহিদা।

সরিষার খৈল—স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারও তেজী ছিল। মিল সমূহ প্রতিমণ খৈল সম্পর্ক ১৸৶৹ হইতে ২৲ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার মূল্য ।৹ আনা সহ) ৪৷৹ আনা হইতে ৪॥৹ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহের রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

খানানটো	মূল্য
সেপ্টেম্বর	২২৩॥০
অক্টোবর	২২৪৲
নভেম্বর	২২৪॥০
ডিসেম্বর	২২৪৲
চল্‌তিদর	২২২॥০
আতপ	মূল্য
মোটা	২১৭৲—২১৮৲
সরু	২২৫৲—২২৮৲
সুগন্ধি	২৫০৲—২৫৭৲
টেবিয়ান	২৫০৲—২৫৫৲
মাণ্ডালো	২৬৫৲—২৭৫৷
সিদ্ধ	
লম্বা	২৬০৲—২৬৫৲
সিলচর	২৫০৲—২৫৫৲
খঃ সিদ্ধ	২৪০৲—২৪৮৲
ভাঙ্গা	২১০৲—২১৫৲
ধান	
নাশিন শ্রেণী	৯৪৲—৯৬৲
মঝারি	৯৪৲—৯৬

গত ১২ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ২৬ হাজার ২৫৬ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সমস্ত উহার পরিমাণ ১২ হাজার ১৬৫ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

ধান (নূতন	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২।৫, ২।১০
ওড়াশাল	২৶০, ২৶১০
গোসাবা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২॥১০, ২॥৴০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২।৴১০, ২।৵০
দাদশাল	২॥৴০, ২॥৴১০
চিনি আতপ	২৸৵০, ২৸৵১০
রূপশাল	২॥৴১০, ২॥৵০
সাধারণ পাটনাই	২।১০, ২।৴০
কাটারী ভোগ	২৸০, ২৸১০
হামাই	২॥৵০, ২৸০
হোগলা	২।৵০—২।৶০
চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৵০
রূপশাল (ঢেঁকী)	৪।৵০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৪৶১০, ৪।০
বাঁকতুলসী (ঢেঁকি)	৪॥০
আতপ	৪॥৵০
কামিনী আতপ	৪॥৶০
নূঃ কাটারী ভোগ	৫৴০
	প্রতি মণ
চিনি কামিনী (ঢেঁকী)	৫৵০
জটা বাশফুল (ঢেঁকী)	৪৸০
দাদখানী	৪॥০—৪॥৵০
কমলভোগ (ঢেঁকী)	৪৶০
চামরমনী "	৪॥৵০
ইক্ষু গুড়	৬।০—৬৸০

গত ১২ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১ হাজার ৬১১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ৫ হাজার ৭০৭ টন ছিল।

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১১৲, ১৩॥০, ১৬৲
জিরা	১৭৲, ২০৲, ২২৲
মরিচ	১২॥০, ১৩, ১৩।০
ধনে	৬॥০, ৭।০, ৮৲,
লঙ্কা	১০॥০৲, ১৩৲, ১৫৲
সরিষা	৫৸০, ৬৲, ৬॥০
মেথী	৪৸০, ৫৲, ৫॥০
কালজিরা	৭॥০, ৮৲, ৮॥০
পোস্তদানা	৯৸০, ১০॥০, ১১৲
দেশী সুপারী	১১।০, ১২৲, ১০॥০
জাহাজ কাটা সুপারী	৯৸০, ১০৸, ১১৲
ঐ গোঃ সুপারী	৯৲, ৯॥০, ১০৲
পিনাং কেশুয়া	৫৴০, ৫।০, ৫॥০
পাল কেশুয়া	৬৲, ৬।০, ৬॥০
জাভা কেশুয়া	৭৲, ৭॥০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫॥০, ৬॥০, ৭৲
ছোট এলাচ	২৸০, ৩৸০, ৪৸০ সের
বড় এলাচ	৩৪৲, ৩৭৲
দারুচিনি	১৯॥, ২১॥০
লবঙ্গ	৪৫৲, ৪৬৲
মৌরী	৯৲, ১০৲, ১১॥০
গুটী খয়ের	১৪৲, ১৬৲, ১৭৲,
কাগজী বাদাম	৪৬৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১১৲, ১২৲, ১৩৲
কিসমিস	১৪॥০, ১৫৲,
হিং	২৲, ৩৲, ৫৲ সের
কর্পূর	৩॥৵০, ৩৸০ সের
সাবান বাগমারি	৭॥০, ৮॥০, ৯॥০
মধু	১৩৲, ১৪৲,
ধুনা	৭॥০, ৮॥০, ৯৲

ডাইলের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট

গোটা মুশুর	৪৲, ৪।০
মুশুর ডাল	৪৸০, ৫৵০
খাড় মুশুর	৫॥০, ৫৸৵০
ছোলার ডাল	৩৸৵০, ৪।০
মটর ডাল	৪৲, ৬৵০
অড়হর ডাল	৫॥০, ৮৲
ভাজা মুগ ডাল	৮।০, ১২॥০
বিউলি ডাল	৫।০, ৫॥০
সোনা মুগ	৫।০, ৬॥০
হালিমুগ	৬।০, ৬॥০
গোটা ছোলা	৩৸৵০, ৪।০
সাদা মটর	৩৸০, ৪৲

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ২৮শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৩৯ | ১৭শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫১৭-৫১৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫২৪-৫৩০
বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর উত্থানপতন	৫২০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫৩১-৫৩২
পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ	৫২১	মত ও পথ	৫৩৩
ভারত সরকারের মুদ্রাসঙ্কোচ নীতি	৫২২-৫২৩	বাজারের হালচাল	৫৩৪-৫৪০

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্লানিং কমিটি ও বাঙ্গলা সরকার

কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং অনেকগুলি বড় বড় দেশীয় রাজ্য যোগদান করিলেও বাঙ্গলা সরকার উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন না বলিয়া গত ৩রা ও ১০ই জুলাইয়ের 'আর্থিক জগতে' আমরা বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে কতকগুলি অপ্রিয় মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সম্প্রতি আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে বাঙ্গলা সরকার এক্ষণে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটির কার্য্যে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহারা অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় উক্ত কমিটির কার্য্য নির্ব্বাহ বাবদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে এবং বিভিন্ন সাবকমিটির কার্য্যে সহযোগিতার জন্য অফিসার প্রেরণ করিতেও সম্মত হইয়াছেন। কতকটা বিলম্বে হইলেও বাঙ্গলা সরকারের ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত যে অনেক পরিমাণে তাহাদের প্রশংসনীয় মনোভাবের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিয়া কংগ্রেস বর্ত্তমান ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়াছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার অব্যবস্থার প্রতিকার এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও কর্ম্মশক্তি সহায়ে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের সমূহ অগ্রগতি সাধন সম্পর্কে সময়োচিত বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়াই ঐ কমিটির প্রধান লক্ষ্য। দেশের বিশিষ্ট জননায়ক, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদ্ ও কৃতী বৈজ্ঞানিকদের সমবেত সাহায্য ও সংযোগের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে ঐ কমিটির কার্য্য সুরু হইয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া যেভাবে তাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে এই কমিটির কার্য্য দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কাজেই বাঙ্গলা সরকার ঐ কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়া একদিকে ভারতের আর্থিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করিলেন ও অপরদিকে সমস্ত দেশের সমক্ষে বাঙ্গলা প্রদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন বলা চলে।

বাঙ্গলায় পুষ্করিণীর সংস্কার

বাঙ্গলাদেশে যে সমস্ত পুষ্করিণী উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে ভরাট ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে তাহার সংস্কার সম্বন্ধে গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরখানায় কতিপয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের পুকুর সমূহের সংস্কার বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই একটি আইন প্রনয়ণ করিতেছেন। এই আইনের মূলনীতি স্থির করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত বৈঠক আহুত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলাদেশের পক্ষে বিষয়টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র অগণিত পুষ্করিণী কেবল অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে নাই—অনেকস্থানে উহা ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব পুষ্করিণীর মালিকগণ উপযুক্ত অর্থাভাবে উহার সংস্কার সাধন করিতে না পারিলেও এমন লোক অনেক রহিয়াছে যাহারা পুষ্করিণীর আয় হইতে

পুষ্করিনীর সংস্কারের জন্য ব্যয়িত টাকা কিছু লাভসহ ফিরিয়া পাইবে —এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে উহার সংস্কারের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু কুসংস্কার ও অজ্ঞতাবশতঃ মালিকগণই এই ধরণের প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উহার ফলে দেশের জনসাধারণ কেবল পানীয় জল হইতে বঞ্চিত এবং আবর্জ্জনাবহুল ও দূষিত পুকুরের জন্য স্বাস্থ্যহীন হইতেছে—এরূপ নহে—উহার ফলে মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কতিপয় জেলাতে আবাদী জমি সমূহে জল সিঞ্চনের পক্ষেও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের দপ্তরখানাতে যে বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে এই শেষোক্ত বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুষ্করিণীর সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ এবং উহার দ্বারা যাহাতে দেশের স্বাস্থ্যহানি হইতে না পারে তাহার প্রতিকারার্থ বিধিব্যবস্থার সমস্যাও উপেক্ষনীয় নহে। এই জন্য আমাদের মনে হয় যে পুষ্করিণী সংস্কার সম্বন্ধীয় নূতন আইনে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ প্রবর্ত্তিত করা উচিত—(১) যে সমস্ত পুকুর আশপাশের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার মলিকগণকে ঐ সব পুকুর সংস্কার করিতে বাধ্য করা (২) মালিক যদি উপযুক্তরূপ অর্থব্যয়ে অসমর্থ হয় তবে অন্য ব্যক্তিকে এই কাজ হাতে নিবার সুযোগ দেওয়া (৩) যাহারা পুষ্করিণী সংস্কারে অর্থব্যয় করিবে তাহারা যাহাতে পুষ্করিণীর আয় হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহার জন্য ব্যয়িত টাকা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইতে পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করা (৪) নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে পুষ্করিণীর মালিককে তাহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা (৫) এই কাজের জন্য গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কিছু কিছু মূলধন সরবরাহ করা। উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কাজ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার সমস্ত ভরাট, আবর্জ্জনাপূর্ণ পুকুরের সংস্কার হইয়া দেশে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হইবে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে, মাছের চাষের একটা নূতন ব্যবসা গড়িয়া উঠিবে এবং আবাদী জমিতে জল সিঞ্চনের সুবিধা হইবে।

চটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ

পাটের ন্যায় চটেরও ফাটকা বাজারে একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দিয়া বাঙ্গলা সরকার একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আমরা যেসব কথা বলিয়াছি চট সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের চটকলসমূহে যে চট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র দেশের অভ্যন্তরে খরচ হয় এবং বাকী ৯৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা, বিভিন্ন দেশে মজুদ চট প্রভৃতির দ্বারাই চটের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। চটের একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দিলেই বিদেশী ক্রেতাগণ ঐ মূল্যে চট ক্রয় করিবে তাহা মনে করা ভুল। ফাটকা বাজারে যে মূল্যই বলবৎ থাকুক না কেন পাটের ও চটের চাহিদা ও জোগান এবং জগতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা দ্বারাই চটের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। বর্ত্তমানে অনেক সময়েই চটের মূল্যের অনুপাতে কৃষকগণ কাঁচা পাটের মূল্য পায় না। এই অবস্থার প্রতিকার করাই বাঙ্গলা সরকারের সমক্ষে একমাত্র সমস্যা। সে দিক হইতে বিবেচনা করিলে চট অর্ডিন্যান্স দ্বারা বাঙ্গলার কৃষকের কোন সাহায্যই হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্যার জন এণ্ডারসনের আমলে চটকল সমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কাজ করিবার সিদ্ধান্তের ফলে চটের মূল্য যখন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেই সময়ে কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক উহা আরও কমিয়া যায়। সেই অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

সমবায়ের নূতন ধারা

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশে যত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কোন সমবায় সমিতির মারফতে ঋণদানের ব্যবস্থা হইতেছে, কোন সমিতি শিল্পে সাহায্য করিতেছে, কোনটি কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে এবং কোনটি সেচ কার্য্যের সাহায্য করিতেছে। এই ভাবের এক উদ্দেশ্যমূলক সমবায় সমিতি গঠনের ফলে পল্লীবাসীর পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটিতেছে। কারণ উহার ফলে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহায্য লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির সদস্য হইতে হইতেছে। এজন্য বহু উদ্দেশ্যমূলক সমবায় সমিতি গঠন করিয়া একই সমিতির মারফতে কৃষিঋণ সরবরাহ, কৃষিজাত পণ্যবিক্রয়, ছোটখাট শিল্পে সাহায্য, সেচকার্য্য, কৃষকের স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করার যৌক্তিকতা বিষয়ে কিছুদিন যাবৎ দেশে আন্দোলন চলিতেছে। বড়ই সুখের বিষয় যে বর্ত্তমানে বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশে এই ধরণের সমিতি স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সংযুক্ত প্রদেশেও এই বিষয়ে তোড়জোড় হইতেছে। বোম্বাইয়ের এক একটি স্থানে এই ধরণের সমিতি স্থাপন করিয়া উহার মারফতে উহার চতুর্দ্দিকের ৫ মাইল স্থানের অধিবাসী কৃষকদের সমস্ত প্রকার প্রয়োজনে সাহায্য করা হইবে স্থির হইয়াছে। বোম্বাই সরকারের এই নূতন পরিকল্পনা কিরূপ সাফল্য লাভ করে তৎসম্বন্ধে দেশের সর্ব্বত্রই বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রচেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে দেশে সমবায়ের প্রসার দ্রুততর হইবে।

শ্রমিক সমস্যায় মিঃ মেটা

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ জি এল মেটা ভারতবর্ষে শ্রমিক শান্তি সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ১৫০টি করিয়া ধর্ম্মঘট হইয়াছে, এইসব ধর্ম্মঘটে গড়ে প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ করিয়া মজুর যোগদান করিয়াছে এবং তজ্জন্য বৎসরে গড়ে ৬০ লক্ষ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালেও মজুর ধর্ম্মঘটের জন্য ৯০ লক্ষ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। এইভাবে ধর্ম্মঘটের জন্য বেতন হিসাবে মজুরদের তো বিপুল ক্ষতি হইয়াছেই—অধিকন্তু এজন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও অপরিমিত ক্ষতি হইয়াছে। মিঃ মেটা বলেন যে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের যদি কোন প্রকারেই প্রতিকার না হয় তাহা হইলে ধর্ম্মঘট করা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই বটে, কিন্তু অভাবঅভিযোগের প্রতিকারের জন্য অন্য সমস্ত পন্থার শেষ না দেখিয়া শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করা উচিত নহে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশীর প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে কোনওরূপে

আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে। অধিকন্তু দেশের রাজশক্তিও দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নানাভাবে ট্যাক্সভার চাপাইতেছেন। এই অবস্থায় এক একটী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রমিকদের সুখসুবিধার জন্য অর্থব্যয় করিবার ক্ষমতা কিরূপ তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা উচিত। দুঃখের বিষয় যে এদেশে যাহারা শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহারা এইসব বিষয় স্মরণ রাখেন না। শ্রমিকগণও নিরক্ষর বলিয়া নেতাদের সমস্ত যুক্তি মানিয়া লইয়া নিজেদের ও দেশের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। মিঃ মেটা এই সম্পর্কে কলকারখানার পরিচালকগণকেও কতকগুলি হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—দেশের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে কলকারখানার পরিচালকগণকে তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে শ্রমশক্তি একটা পণ্যদ্রব্যের মত নহে এবং শ্রমিকগণও কলকারখানার অংশীদার স্থানীয়। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া কলকারখানার পরিচালকগণকে শ্রমিকদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আসিতে হইবে। মিঃ মেটা শ্রমিক ও মালিকদিগকে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিয়া যদি কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারিত করেন তাহা হইলে দেশের শ্রমিক বিক্ষোভের বহুলাংশে অবসান ঘটিবে। কাজেই তাঁহার এই সমস্ত প্রস্তাবের সহিত দেশের জনসাধারণ যে সম্পূর্ণ একমত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে উহার শেয়ার যাহাতে দেশের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির করায়ত্ত হইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন—এই ৫টি কেন্দ্রে বিভক্ত কযিয়া এক একটি কেন্দ্রে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করা হইয়াছিল। এই সব কেন্দ্রেও যাহাতে একই ব্যক্তি বহু সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমেই বেশী পরিমাণে বোম্বাই কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির করতলগত হইতেছে। গত ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা কালে বোম্বাই কেন্দ্রে ১ কোটি ৪০ লক্ষ শেয়ার বিক্রয় করা হয় এবং ঐ সময়ে উক্ত কেন্দ্রে শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার। কিন্তু ১৯৩৮ সালের শেষে উক্ত কেন্দ্রে শেয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৮ শত টাকা এবং শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ২০ হাজার ৭৬৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা, দিল্লী মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন—এই ৪টি কেন্দ্রের প্রত্যেক কেন্দ্রেই শেয়ারের পরিমাণ ও শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই ভাবে চলিলে আর কয়েক বৎসর পরে বোম্বাই প্রদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য দেশের ব্যাঙ্ক সমূহের সাহায্য, দেশের কৃষিঋণ সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ পর্য্যন্ত কিছুই করে নাই। কিন্তু যে ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতির উপর দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রভৃতির ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে তাহাতে ভারতবর্ষের একটি মাত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের যদি একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উহা দেশের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। গত বৎসর এই দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছিল এবং এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য একটি আইন রচিত হইবার কথাও শুনা গিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। এই সমস্যার প্রতি গবর্ণমেন্টের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ

ভারতীয় রেলপথসমূহে ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ৬ কোটি টাকার মূল্যের ইঞ্জিন ও অন্য সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হইতেছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রধানতঃ কেবল রেলের ইঞ্জিনই আমদানী করা হইয়াছিল ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকার। বৎসর বৎসর এত বেশী টাকা ব্যয়ে বিদেশ হইতে রেলের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা এই দরিদ্র দেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকর বলিয়া রেলের ইঞ্জিন ইত্যাদি এ দেশেই তৈয়ারের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘকাল যাবৎ ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়া আসিতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও এ সম্পর্কে বারবার দাবী উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে সরকার নিযুক্ত টেরিফ্ বোর্ড বিষয়টি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এ দেশের জাতীয় স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের একটি কারখানা গড়িয়া তোলার চেষ্টা প্রয়োজন। ঐরূপ কারখানায় কাজ করিবার মত উপযুক্ত শ্রেণীর শ্রমিক যথেষ্টই রহিয়াছে। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইঞ্জিন ইত্যাদি নির্ম্মানের গড়পড়তা খরচও বেশী পড়িবে না। তবে সেজন্য যে কাঁচা মাল প্রয়োজন তাহার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী দেশে পাওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন। টেরিফ্ বোর্ডের ঐ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ হওয়ার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বেশী পরিমাণে কাঁচা মালের যোগান পাওয়ার পক্ষে যে অসুবিধা ছিল তাহা এখন অনেকটা বিদূরিতও হইয়াছে। তাহা ছাড়া বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ের আজমীড়ের কারখানায় ছোটখাট ধরণের ইঞ্জিন তৈয়ারের কাজ আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য সুফলও পাওয়া গিয়াছে। আজমীড়ের কারখানায় নির্ম্মিত মিটার গজ রেলপথে চালাইবার উপযোগী ইঞ্জিনসমূহের কার্যকারিতা কোন অংশে বিদেশী ইঞ্জিনের তুলনায় ন্যূন নহে। এই সব দেখিয়া প্যাসিফিক্ লোকোমোটিভ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এই কারখানার কার্য্য সম্বন্ধে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহারা রেলওয়ে বোর্ডকে এই কারখানার বিস্তার সাধন করিয়া কিংবা অন্যত্র নূতন সুপরিকল্পিত কারখানা স্থাপন করিয়া ব্রড্গজ রেলপথের উপযোগী ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই অবস্থায় রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষে অবিলম্বে উপরোক্তরূপ কারখানা স্থাপনে কার্য্যকরীভাবে প্রবৃত্ত হওয়া খুবই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর তাহা করা হইলে এদেশে একটি বৃহদাকার মৌলিক শিল্প গড়িয়া উঠায় একদিকে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইবে ও অপর দিকে দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

এদেশে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে দাবী উপস্থিত করা হইলেই রেলওয়ে বোর্ড মামুলিভাবে বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখিবেন বলিয়া ভরসা দিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া এতদিন তাঁহারা ঐ বিষয়ে কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। সম্প্রতি আমরা জানিয়া সুখী হইলাম রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির নির্দ্দেশে রেলওয়ে বোর্ড ইঞ্জিন নির্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যয় বরাদ্দ করিবার জন্য একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও একজন হিসাব বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ ইঁহারা ভারতীয় কারখানার ইঞ্জিন নির্ম্মাণের সম্ভাবিত ব্যয় ও অন্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে একটি বিবরণ তৈয়ার করিয়া কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহা রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির নিকট পেশ করিবেন। বিষয়টির গুরুত্ব স্মরণ রাখিয়া রেলওয়ে বোর্ড আর অযথা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করুন—ইহাই জনসাধারণের দাবী। দেশে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের মত একটি মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য রেলওয়ে বোর্ডকে যদি আপাততঃ বেশী রকম অর্থব্যয় করিতেও হয় তথাপি দেশের লোক কখনও তাহার বিরোধিতা করিবে না।

বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর উত্থানপতন

প্রাচীনকালে প্রায় সমস্ত প্রকার ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পারিবারিক মূলধন দ্বারা পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যৌথ কোম্পানীর মারফতে বহু ব্যক্তির নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করতঃ তাহাদের সম্পত্তি হিসাবে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কলকারখানা এবং অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণে প্রায় সকলদেশেই যৌথ কোম্পানীর উত্থান পতনের দ্বারা দেশের ব্যবসা ও শিল্পগত প্রচেষ্টার উন্নতি-অবনতির বিচার করা হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার এক প্রকার কিছুই প্রয়াস দেখা যায় নাই। এই সময়ে বাঙ্গলায় যে মুষ্টিমেয় যৌথ কোম্পানী ছিল তাহার অধিকাংশই বাঙ্গলার বহিরের লোক এবং বিদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত হইত। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানী স্থাপনের একটা বিপুল উৎসাহ উদ্যম দৃষ্টিগোচর হয়। উহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় সহস্র সহস্র যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে কতগুলি কোম্পানী কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে, কতগুলি কোম্পানী কিছুদিন কাজ করিবার পর ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে, এই সব কোম্পানীর পতনের ফলে দেশবাসীর প্রদত্ত মোট কি পরিমাণ মূলধন বিনষ্ট হইয়াছে, কোম্পানীর পতনের কারণ কি, বর্ত্তমানে কতগুলি কোম্পানী নিয়মিতভাবে অংশীদার-গণকে লভ্যাংশ দিতেছে, এই লভ্যাংশের পরিমাণ কিরূপ, বিভিন্ন শ্রেণীর কোম্পানী কিরূপ পরিমাণ মূলধন লইয়া কাজ করিতেছে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। অথচ দেশে যৌথ কোম্পানীর সাফল্য তথা দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে এইসব বিষয় জানা এবং পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ত্রুটিবিচ্যুতি এড়াইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সুখের বিষয় বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের তরফ হইতে একখানা পুস্তক (Report on the growth of joint-stock companies in Bengal, April 1939) প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা হইতে বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর উত্থান পতন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তকে বাঙ্গলায় বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ কোম্পানী সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই সম্পর্কে প্রথমেই বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর প্রসারের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত ১৯০১ সালে বাঙ্গলায় পাবলিক ও প্রাইভেট—এই উভয় শ্রেণীর লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯৮ এবং উহাদের সকলের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা। ১৯৩৫-৩৬ সালে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৯১৬ এবং উহাদের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এত অধিক সংখ্যক যৌথ কোম্পানী এবং এত অধিক পরিমাণ আদায়ী মূলধন নাই।

কিন্তু উপরোক্ত পুস্তকে বাঙ্গলাদেশে যৌথ কোম্পানীর পতন সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাই সবচেয়ে অধিক লক্ষ্য করিবার বিষয়। উক্ত পুস্তকে প্রকাশ যে গত ১৯০৫-৬ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মোট ২১২৫টি যৌথ কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এবং উহাদের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। বাঙ্গলা দেশের লোক ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহে না বলিয়া একটা অভিযোগ রহিয়াছে। কিন্তু গত ৩০ বৎসরে যৌথ কোম্পানীর পতনের জন্য বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের এবং বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের শেয়ার বাবদই প্রায় ৪১ কোটী টাকা বিনষ্ট হইয়াছে। উহা চিন্তা করিলে ব্যবসা বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগে অনিচ্ছার একটি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীর লাভক্ষতি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও বাঙ্গলা দেশের লোকের উপরোক্তরূপ মনোভাবের আর একটী যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণে গত ১৯১৩-১৪ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের রেজেষ্ট্রীকৃত ৪০০টি যৌথ কোম্পানীর এবং ১৯২৪-২৫ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে রেজেষ্টরীকৃত ৪৪০টি যৌথ কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রথোমোক্ত ৪০০টি কোম্পানীর মধ্যে ৭৬টি কোম্পানী লিকুইডেশনে গিয়াছে, ৬৯টি কোম্পানী আজ পর্য্যন্ত অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিতে পারে নাই এবং বাকী কোম্পানীর মধ্যে ১০৫টি কোম্পানী অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়াছে। শেষোক্ত ৪৪০টি কোম্পানীর মধ্যে ৭৭টি লিকুইডেশনে গিয়াছে, ৭১টি কোন লভ্যাংশ দিতে পারে নাই এবং বাকী কোম্পানীর মধ্যে ১২৭টি কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়াছে। মোটের উপর বাঙ্গলায় ইদানীং যত যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে শতকরা ২৬১২৭টি কোম্পানী মাত্র অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গলা দেশে যৌথ কোম্পানীর পতন এবং যৌথ কোম্পানী-সমূহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কারণ সম্বন্ধেও এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে পরিচালকগণের অনভিজ্ঞতা, অসাধুতা ও লোভ যৌথ কোম্পানীর পতনের কারণ হইলেও উপযুক্তরূপ মূলধনের অভাবই বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর পতনের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ বলিয়া মনে হয়। বোম্বাইয়ে গত ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রত্যেকটি যৌথ কোম্পানীর গড়পড়তা মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কিন্তু ঐ বৎসরে বাঙ্গলায় প্রত্যেকটি যৌথ কোম্পানীর গড়পড়তা মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এইভাবে অল্প মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভের পর ঋণগ্রস্ত হইয়া বাঙ্গলার যে কত যৌথ কোম্পানী বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ উপযুক্তরূপ প্রাথমিক মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইবেন তত দিন এই প্রদেশে যৌথ কোম্পানীর পতনের হার হ্রাস পাইবে না।

আমরা উক্ত পুস্তকের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলাম। পুস্তকখানিতে আরও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য রহিয়াছে। এত দিন এই ধরণের একখানা পুস্তকের খুবই অভাব ছিল। বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশিত হইবার ফলে বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর উত্থান পতন সম্বন্ধে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের এসিষ্টান্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনটেলিজেন্স অফিসার মিঃ ডি ঘোষ এই পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার শ্রম বিশেষভাবে সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানী সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইবে।

পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ

বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া গত ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলা সরকার যে ঘোষণা প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহারা এরূপ জানাইয়াছিলেন যে ফাটকাওয়ালারা পাটের মূল্য দাবাইয়া দিয়া মফঃস্বলে যাহাতে পাটের মূল্য কমাইতে না পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কলিকাতাস্থ পাট ও চটের ফাটকা বাজারে একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্যের নীচে পাট ও চট বিক্রয় হইতে দিবেন না এবং মফঃস্বলেও যাহাতে একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্যের নীচে পাট বিক্রয় না হয় তাহার বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে গত ২১শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলা সরকার একটী অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। উক্ত অর্ডিনান্সের মর্ম্ম এই যে কলিকাতাস্থ কোন ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাট ৩৬ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে না এবং কেহ যদি উহার কম মূল্যে পাট ক্রয় করে তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত জেল অথবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা—এই উভয় প্রকার শাস্তি হইবে। ফাটকা বাজারে বিক্রয়যোগ্য বেলবন্দী পাট সম্বন্ধেই এই অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে। চট সম্বন্ধে অথবা মফঃস্বলে আলগা পাটের বিকিকিনির ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার এখনও সর্ব্বনিম্ন মূল্য ধার্য্য করিয়া কোন আদেশ জারী করেন নাই। বাঙ্গলাদেশে পাটের একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্য অনেকদিন ধরিয়াই আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের ফলেই যে বাঙ্গলা সরকার পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই ব্যাপারটী অত্যন্ত সহজ মনে হইলেও অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে এই ব্যবস্থা কতদূর কার্য্যকরী হইবে তৎসম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তজ্জন্য বিষয়টী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

একথা বলাই বাহুল্য যে পাটচাষী কৃষক যাহাতে পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতে পারে তদুদ্দেশ্যেই বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দিলেই মফঃস্বলস্থ কৃষক কি ভাবে পাটের জন্য অতিরিক্ত মূল্য পাইবে তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। সত্য বটে যে, কলিকাতার ফাটকা বাজারে যে দর বলবৎ থাকে তাহা দ্বারা মফঃস্বলের দর প্রভাবিত হয় এবং ফাটকা বাজারে দর চড়িলে মফঃস্বলে পাটের দর চড়ে ও ফাটকা বাজারে দর কমিলে মফঃস্বলে দর কমিয়া যায়। কিন্তু ফাটকা বাজারে সময় সময় মুষ্টিমেয় লোক কৃত্রিম উপায়ে দর কমাইয়া দিয়া মফঃস্বলে পাটের দর দাবাইয়া দিলেও এই বাজারে মোটামুটিভাবে চাহিদাও জোগানের তারতম্য অনুযায়ী পাটের যেরূপ দর থাকা উচিত সেরূপ দরেই পাটের বিকিকিনি হইয়া থাকে। অন্ততঃ মফঃস্বলে ফড়িয়া, আড়তদার, ব্যাপারী প্রভৃতি যাহারা কৃষকদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করে তাহাদের উহাই ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মফঃস্বলস্থ পাটক্রেতাগণ এতদিন পর্য্যন্ত ফাটকা বাজারের দর লক্ষ্য করিয়া মফঃস্বল হইতে পাট ক্রয় করিত। কিন্তু এখন বাঙ্গলা সরকার যখন জবরদস্তিমূলকভাবে ফাটকা বাজারে একটা সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিলেন তখন পাটের প্রকৃত বিকিকিনির মধ্যে ফাটকা বাজারের কোন প্রভাব থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যাহারা বিদেশে পাট চালান দেয় এবং চটকলসমূহে যাহারা পাট বিক্রয় করে এখন হইতে তাহাদের নির্দ্দেশেই মফঃস্বলে পাটের দর নির্দ্ধারিত হইবে। ফাটকা বাজারে সব সময়েই একদল লোক থাকে তাঁহারা পাটের মূল্য চড়াইয়া দিয়া কিছু লাভ করিতে চাহে। উহাদের প্রভাবে অনেক সময়ে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার ফলে মফঃস্বলস্থ পাট বিক্রেতাগণ উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশে পাট রপ্তানীকারক এবং চটকলে পাট সরবরাহকারী—এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পাটের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষপাতী লোক না থাকাই স্বাভাবিক। উহাদের নির্দ্দেশ দ্বারা যদি মফঃস্বলে পাটের দর প্রভাবিত হয় তাহা হইলে উহা আরও কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী। অবশ্য ফাটকা বাজারে ৩৬ টাকা দরে বেলবন্দী পাট বিক্রয় করিয়া যদি লাভের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বেলারগণ এই দরের অনুপাত অনুযায়ী দরে মফঃস্বলে পাট ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু যতদিন পৃথিবীর চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী প্রতি বেল পাটের দর ৩৬ টাকা বা উহার উর্দ্ধে থাকিবে ততদিনই বেলারগণ এই অনুপাত অনুযায়ী দরে পাট ক্রয় করিবে। যদি চাহিদার অভাব অথবা অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু পাটের স্বাভাবিক দর প্রতিবেলে ৩৬ টাকার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ফাটকা বাজারে এই দরে একজন ক্রেতাও পাওয়া যাইবে না। তখন এই বাজার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তখন বাঙ্গলার পাটচাষী সম্পূর্ণভাবে বিদেশে পাট রপ্তানীকারক এবং চটকলওয়ালাদের করতলগত হইবে। এইসব বিষয় চিন্তা করিয়াই আমরা বলিতে চাই যে, ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর সাব্যস্ত করিয়া দেওয়ার ফলে পাটচাষীর উপকার না হইয়া বরং অপকার হওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

অবশ্য বাঙ্গলা সরকার যদি মফঃস্বলে আলগা পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে এবং এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের ইস্তাহারে ঘোষণাও করিয়াছেন। কিন্তু মফঃস্বলে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর স্থির করিয়া দেওয়ার বহুবিধ অসুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ পাটের বহু প্রকার শ্রেণীভেদ রহিয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের জন্য বিভিন্ন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ একই প্রকার পাটের সকল স্থানে এক প্রকার মূল্য হইতে পারে না। কলিকাতা এবং চট্টগ্রামে পাট চালান দিতে যে ব্যয় পড়ে তাহার উপর পাটের দরের তারতম্য হইয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জে যে পাট প্রতি মণ ৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে নারায়ণগঞ্জ হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত পল্লীগ্রামে সেই পাটের দর মণকরা অন্ততঃ চার আনা কম হইবে। অত্রাবস্থায় বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যদি পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হয় তবে সহর ও পল্লী অঞ্চলে বহুবিধ শ্রেণীর পাটের জন্য বহুবিধ প্রকার দর সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে। উহা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ বাঙ্গলা সরকার যদি সব সময়ে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন দরে পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল হইবে কি না সন্দেহ। বাঙ্গলার কৃষক যে প্রকার দরিদ্র তাহাতে ৪।৫ মাস পাট ধরিয়া রাখা তাহাদের শক্তির অতীত। অগ্নিকাণ্ড, চোরের ভয়, ইন্দুর প্রভৃতি উৎপাৎ হইতে নিরাপদে পাট রক্ষা করিবার মত স্থানও তাহার ঘরে নাই। পক্ষান্তরে পাটের যাহারা প্রধান ক্রেতা তাহাদের হাতে সব সময়েই ৪।৫ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ থাকে। উহারা যদি গভর্ণমেণ্টকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে ২।৪ মাস পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখে তাহা হইলে কৃষককে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত দরের অপেক্ষা কম দরে খরিদ্দারদের নিকট পাট বিক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত দরের সমপরিমাণ টাকা পাইয়াছে বলিয়া রসিদ দিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে পাট ক্রেতাদের পক্ষে আইনতঃ নির্দ্ধারিত শাস্তি

(৫২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত সরকারের মুদ্রা-সঙ্কোচ নীতি

মুদ্রা বলিতে আমরা প্রধানতঃ রৌপ্য নির্ম্মিত টাকা এবং কাগজে মুদ্রিত নোটই বুঝিয়া থাকি। অবশ্য মুদ্রা বলিতে আধুলী, সিকি, দুয়ানি, এক আনি, পয়সা এবং আধা ও পাই পয়সাও বুঝায়। কিন্তু উহার পরিমাণ বেশী নহে। এজন্য বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা এক টাকার নিম্ন মূল্যের মুদ্রার কথা ছাড়িয়া দিতেছি।

গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে ভারত সরকারই রৌপ্যমুদ্রা ও নোট প্রস্তুত করিতেন। ঐ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে নোট ছাপাইবার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইয়াছে বটে, কিন্তু টাকা নির্ম্মানের ভার এখনও ভারত সরকারের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে—যাহা হউক, টাকা ও নোট প্রস্তুতের ব্যাপারে এখনও ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে। উহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। দেশের লোক এই সব জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে না। করিলে তজ্জন্য গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

গবর্ণমেণ্ট নিজে টাকা তৈয়ার করিয়া এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে নোট ছাপাইয়া তাহা নিজের ঘরে আবদ্ধ রাখেন না। ভারত সরকারের রেলবিভাগ ও সাধারণ বিভাগ সমূহ এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বৎসর সমষ্টিগতভাবে ৩০০ কোটী টাকার মত ব্যয় হইয়া থাকে। এই ৩০০কোটী টাকা ব্যয়ের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন এবং গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতেই অধিকাংশ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এই টাকার প্রায় সাকুল্য অংশ দেশের লোকের মধ্যেই নানাভাবে ছড়াইয়া পড়ে। অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বাড়ী নির্ম্মাণ, মোটরগাড়ী ক্রয় ইত্যাদি কাজের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির সময়ে গবর্ণমেণ্ট কখনও কখনও দেশের জনসাধারণকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন এবং টাকা ধার দিয়া থাকেন। সরকারী ঋণের সুদ বাবদও গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসর দেশের লোককে কোটী কোটী টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। এইভাবে গভর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত টাকা ও নোট দেশের লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু দেশের লোকও এই টাকা নিজ হস্তে রাখিতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স, রেলভাড়া, ডাকখরচ ইত্যাদি হিসাবে তাহারা প্রত্যেক বৎসর ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে ৩০০ কোটী টাকার মত ফিরাইয়া দিয়া থাকে। অনেক সময়ে দেশের লোক কোম্পানীর কাগজ, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট, পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা ইত্যাদি হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিয়া থাকে। এইভাবে গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি সমূহ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার মারফতে গবর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত টাকা একবার দেশের লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পুনরায় তাহা নানাভাবে গবর্ণমেণ্টের হাতে ফিরিয়া যাইতেছে।

এখন কথা হইতেছে যে কোন দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বেতন, গবর্ণমেণ্টকে সরবরাহকৃত সাজ সরঞ্জামের মূল্য, ঋণ, সাহায্য এবং গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত ঋণের সুদ ইত্যাদির দফায় নোট ও রৌপ্যমুদ্রায় মিলিয়া যে টাকা পায় তাহার তুলনায় তাহারা বেশী পরিমাণ টাকা যদি গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স ইত্যাদি হিসাবে প্রদান করে তাহা হইলে দেশের লোকের হাতে সমষ্টিগতভাবে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে টাকা পায় তাহার তুলনায় কম পরিমাণ টাকা যদি গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করে তাহা হইলে তাহাদের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথমোক্ত ব্যাপার সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে গত ১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যত রৌপ্য মুদ্রা পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা ১৩০ কোটী ৫৫ লক্ষ বেশী রৌপ্য মুদ্রা গবর্ণমেণ্টের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছে। তবে এই সময়ের মধ্যে দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যত টাকার নোট পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকার কম নোট গবর্ণমেণ্টের নিকট ফিরিয়া গিয়াছে। কাজেই রৌপ্যমুদ্রা ও নোট মিলিয়া এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের হাতে টাকার পরিমাণ ৭৮ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে দেশের মধ্যে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৯ কোটী ১০ লক্ষ টাকা। এই সময়ে দেশের লোকের হাতে রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ কত ছিল তাহার কোন সঠিক হিসাব নাই। তবে হিলটন-ইয়ং কারেন্সী কমিশনে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে বিবৃতি পেশ করা হয় তদনুসারে গত ১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে জনসাধারণের হাতে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ছিল ২৩৪ কোটী টাকা। উহার পরবর্ত্তী ১৫ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের হাতে নিট ১১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ফিরিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক রৌপ্যমুদ্রা আফগানীস্থান ও ইরাকে চলিয়া গিয়াছে, অনেক রৌপ্য মুদ্রা বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনেক রৌপ্য মুদ্রা গলাইয়া তাহা দ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বর্ত্তমানে দেশের লোকের হাতে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ১০০ কোটী টাকার বেশী হইবে না এবং নোট ও রৌপ্যমুদ্রা মিলিয়া দেশের লোকের হাতে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ হইবে ২৮৯ কোটী টাকা। সেই হিসাবে ২০ বৎসরের মধ্যে দেশের লোকের হাতে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ সাড়ে ৭৮ কোটী টাকা সঙ্কুচিত হওয়া একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দেশের লোকের হাতে এইভাবে মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কুচিত হওয়ার দুইটী প্রধান কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ দেশের লোক প্রতিবৎসর তাহাদের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা তাহাদের খাইখোরাকী চালাইয়া অবশিষ্ট অংশ দ্বারা টাকার হিসাবে যাহা অর্জ্জন করে তাহা অপেক্ষা ট্যাক্সের পরিমাণ যদি বেশী হয়—অথবা গবর্ণমেণ্টকে ঋণদানের ব্যাপারে দেশের লোক যদি বেশী টাকা ন্যস্ত করে তাহা হইলে তাহাদের হস্তস্থিত টাকার পরিমাণ কমিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের লোকের হস্তস্থিত টাকা টানিয়া লইতে পারেন। ভারতবর্ষে এই উভয় অবস্থাই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থাই মুদ্রাসঙ্কোচের জন্য অধিকতর দায়ী। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই ভাবে দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কুচিত করিয়া দিবার ফলে দেশের সবচেয়ে বড় অনিষ্ট হইতেছে এই যে,দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িতেছে না। জনসাধারণের হাতে টাকার প্রাচুর্য্য থাকিলে সকলেই বেশী পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং তজ্জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়ে। পক্ষান্তরে লোকের হাতে টাকা না থাকিলে কেহই উপযুক্ত পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে না এবং তজ্জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য পড়িয়া যায়। পল্লীগ্রামের অতি নিরক্ষর ব্যক্তিও অভিজ্ঞতা হইতে উহা উপলব্ধি করিতে পারে। ভারত—

বর্ষে বর্ত্তমানে যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িতেছে না গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেশের লোকের নিকট হইতে ৭৮॥ কোটী টাকা টানিয়া লওয়াই তাহার প্রধান কারণ। গত ১৯২৯ সালে যখন মন্দা আরম্ভ হয় সেই সময়ের তুলনায় গত মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য শতকরা ১৫ ভাগ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শতকরা ১৯ ভাগ কম ছিল। এই সময়ে জাপানে পণ্য দ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ বেশী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময়ে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ৩২ ভাগ কম ছিল। দেশে প্রচলিত মুদ্রা সঙ্কোচের জন্যই পণ্যমূল্যের দিক হইতে ভারতবর্ষের দুরবস্থা এখনও কাটিতেছে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতবর্ষে এই ভাবে মুদ্রা সঙ্কোচ করার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ কি? ইহার উত্তর এই যে মুদ্রা সঙ্কোচের মধ্যে ভারত সরকারের তেমন স্বার্থ না থাকিলেও উহার মধ্যে ইংলণ্ডের বিশেষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ডের মূল্য ১৩·৩ টাকা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। উহার ফলে ভারতবর্ষের লোক ১৩·৩ টাকা মূল্যের মালপত্রের বিনিময়ে ইংলণ্ড হইতে এক পাউণ্ড মূল্যের জিনিষপত্র পাইতেছে। যদি পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য কমিয়া প্রতি পাউণ্ডের বিনিময় হার ১৫ টাকা বা উহা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীকে ১৫ টাকা মূল্যের জিনিষের বিনিময়ে ইংলণ্ড হইতে এক পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ কিনিতে হইবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় ভারতের বাজারে ইংলণ্ডজাত জিনিষ পত্রের মূল্য চড়িয়া যাইবে। উহার ফলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডজাত জিনিষের কাটতি কমার আশঙ্কা আছে। এই কারণে বর্ত্তমানে ভারতে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য নিম্নাভিমুখী হইলেও ইংলণ্ডের স্বার্থের খাতিরে ভারত সরকার কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য চড়া রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। ভারতে মুদ্রাসঙ্কোচ নীতি অনুসৃত হইবার উহাই কারণ। যে জিনিষের অভাব ঘটে অথবা কৃত্রিম উপায়ে যে জিনিষের অভাব সৃষ্টি করা হয় তাহার মূল্য উর্দ্ধাভিমুখী হইয়া থাকে—উহা সকলেই জানেন। টাকার সম্বন্ধেও উহা সত্য কথা।

ভারতবর্ষে অনেক দিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের এই মুদ্রাসঙ্কোচ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলিতেছে। গভর্ণমেণ্ট যদি বর্ত্তমানে রেলপথ নির্ম্মাণ, সেচকার্য্য ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যাপকভাব আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে দেশের ভিতরে অনেক টাকা ছড়াইয়া পড়িবে এবং উহার ফলে দেশে মুদ্রা সঙ্কোচ না হইয়া উহার প্রসার হইবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে পণ্যদ্রব্যের মূল্যও চড়িবে। কিন্তু ইংলণ্ডের স্বার্থের খাতিরে গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না এবং তাঁহারা দেশের লোকের হাত হইতে ক্রমেই বেশী পরিমাণ টাকা টানিয়া লইতেছেন। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে নোট ও রৌপ্য মুদ্রায় মিলিয়া দেশে ২৩ কোটী ৪ লক্ষ টাকার মুদ্রার প্রসার হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ২৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মুদ্রা সঙ্কুচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই অনিষ্টকর নীতির কবে অবসান হয় তাহা তাঁহারাই জানেন। যে সময়ে টাকার অভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার অবস্থায় আছে সেই সময়ে ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ভারত সরকার দেশে কৃত্রিম উপায়ে টাকার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতেছেন। উহাকে নিন্দা করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

(পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ)

এড়াইয়া চলা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি সব সময়ে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত দরে পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে বহু অর্থব্যয়ে নানাস্থানে গুদাম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং পাট ক্রয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। বাঙ্গলায় প্রত্যেক বৎসর গড়ে পৌনে পাঁচ কোটি মণের মত পাট উৎপন্ন হইতেছে। বাঙ্গলা সরকারকে যদি উহার এক তৃতীয়াংশ পাটও ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে উহার ক্রয়মূল্য এবং উহা কিছু দিনের জন্য মজুদ করিয়া রাখিতে গুদাম নির্ম্মাণের জন্য ৬।৭ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে। বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের পক্ষে এত টাকা মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর কিনা এবং এই প্রকার বিপুল আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন কিনা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাওয়ার পক্ষে বাঙ্গলার পাটচাষীর যে ন্যায্য দাবী রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করার উদ্দেশ্যে আমরা এত কথা বলিতেছি না। পাটের একটা দর বাঁধিয়া দিলে কার্য্যক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বৎসরে যাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন না

(৫২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পাঞ্জাবে ইক্ষুর চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে মোট ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল এবার সে তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ বেশী জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মোট ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০০ একর জমির মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭০০ একর জমিতে সেচের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে পাঞ্জাব প্রদেশে ইক্ষু চাষের জমি বৃটিশ ভারতের মোট ইক্ষু জমির শতকরা ১২.৪ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

নারিকেলের ছোবড়ার ব্যবহার

কুটীর শিল্প প্রসারের চেষ্টায় বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট খুবই সফলতা লাভ করিয়াছেন। একটা কুটীরশিল্প সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিবাসীদের উপজিবীকার কিছু নূতন ব্যবস্থা করিতে ইঁহারা যত্নবান হইয়াছেন। সমুদ্রোপকূলে হোনাভান নামক স্থানে অনেক নারিকেল বাগান আছে। এইসকল নারিকেলের ছোবড়াগুলি পূর্ব্বে নষ্ট হইত। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বহু প্রচলিত ছোবড়া ব্যবহারের পদ্ধতি এখানে প্রবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া নারিকেল ছোবড়া পিটিয়া আঁশ বাহির করিতে হয়, কি করিয়া উহা পাকাইয়া দড়ি করিয়া তাহা দ্বারা নানারকম জাজিম বুনিতে ও রঙ্গাইতে হয় তাহা লোকেরা অল্প সময়েই শিখিয়া লইয়াছে।

মহীশূর রাজ্যের শিল্প

আর্থিক প্রগতি ও শিল্প সাধনার দিক দিয়া মহীশূর রাজ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী স্থান অধিকার করিয়াছে। সুদূর অতীত হইতে মহীশূর চন্দন কাষ্ঠের উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সরকারী কারখানায় চন্দন হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। মহীশূরের চন্দন তৈল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা উচ্চশ্রেণীর গন্ধদ্রব্য এবং সাবানের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনে মহীশূরের একজন ট্রেড কমিশনার আছেন। তিনি ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় চন্দন প্রভৃতি বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তাহার নিকটে এই সকল দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে। মহীশূর সরকারের একটি উৎকৃষ্ট সাবানের কারখানা আছে। চীনামাটির বাসনের সরকারী কারখানায় উচ্চশ্রেণীর ইন্সুলেটর প্রস্তুত হয় এবং তাহা রাজ্য মধ্যে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বিদ্যুৎ যোগে সংবাদ প্রেরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত সেনিটারি পাইপ, মৃৎপাত্র, পাথরের নানা প্রকার দ্রব্যও বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ম্যাণ্ডিয়াতে সরকারী অর্থ সাহায্যে যে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে দৈনিক ১ হাজার ৪০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। মহীশূরের কাফি স্বাদ ও গন্ধের জন্য বিখ্যাত এবং উহা প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে। মহীশূর রেশম উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র। জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ১৯৩২ সালে মহীশূরে আধুনিক পদ্ধতিতে রেশম প্রস্তুত ও রঞ্জনের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানায় প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র, রুমাল ও শাড়ী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রাজ্যের প্রায় অষ্টমাংশ লোক রেশম চাষ করিয়া থাকে। মহীশূর লৌহ কারখানায় কৃষি ও শিল্পকার্য্যে ব্যবহার্য্য লৌহজাত নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। ভদ্রাবতীতে কাগজের কল, সিমেণ্টের কারখানা ও কাষ্ঠ পরিশ্রুত কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ)

হয় তৎপক্ষে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিতে বাঙ্গলা সরকার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিয়া একসঙ্গে যাহাতে সমস্ত পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের সর্ব্বত্র লাইসেন্স করা গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করেন এবং এইসব গুদামে মজুদ পাটের জামীনে দেশের ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কৃষকগণকে যাহাতে টাকা ধার দিবার কাজে অগ্রসর হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট যদি অনুকূল অবহাওয়ার সৃষ্টি করেন তাহা হইলেই বাঙ্গলার কৃষক পাটের জন্য উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সেই হিসাবে পাটের একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ অপ্রয়োজনীয়। যাহার কোন প্রয়োজন নাই সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া বিপুল দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। বাঙ্গলা সরকার এইসব বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। পাট সম্বন্ধে তাঁহারা যে সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা ইতিপূর্ব্বে অভিনন্দিত করিয়াছি। কিন্তু সমালোচনার মুখ বন্ধ করিতে যাইয়া একটা অসম্ভব কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলে মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে—এ কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি

মাদ্রাজ সরকার ঐ প্রদেশের গ্রামসমূহে (গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজারের উপর) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্থাপন বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে তাহাদের প্রধানতঃ দুইটি কাজ হইবে। প্রথমতঃ উপযুক্ত সংখ্যক ডিস্পেন্সারী স্থাপন ও চিকিৎসক নিয়োগ এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রামে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত যাবতীয় বিধিব্যবস্থা করা। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য নলকূপ খনন, আবর্জ্জনা পরিষ্কার, জলনিকাশ প্রভৃতির সুব্যবস্থাই বিশেষভাবে প্রয়োজন হইবে। প্রকাশ, প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবে আটটি সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্থাপন করিবেন। পাঁচ মাইল ব্যাপী এলাকা নিয়া ঐ সব সমিতি কার্য্য আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক পরিবারের একজন প্রতিনিধি সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। প্রতি সদস্যকে বার্ষিক দেড় টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে। আশা করা যাইতেছে ঐরূপ সমিতি স্থাপিত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই অন্ততঃপক্ষে তাহার ৫০০ জন সদস্য হইবে। দেড় টাকা চাঁদা দিয়া যাহারা সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন সমিতি বা সমিতির ডিস্পেন্সারী হইতে ঔষধের প্রকৃত ক্রয়মূল্যে অসুখ বিসুখের সময় তাহাদিগকে ঔষধ সরবরাহ করা হইবে। অধিকন্তু ডিস্পেন্সারীর চিকিৎসক কোন প্রকার ফি না লইয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবেন ও ঔষধ ব্যবস্থা দিবেন। সমিতিগুলির প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক সমবায় সমিতি ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে। দরকার হইলে গভর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবেও এ বিষয়ে উপযুক্তরূপ অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতে তুলার চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চায হইয়াছে এবং শেষ পয্যন্ত কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে শেষ সরকারী পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	আবাদী জমি	অনুমিত উৎপাদন
পাঞ্জাব	১,১০,২০,০০০ একর	৩৬,৭৭,০০০ টন
যুক্তপ্রদেশ	৮৪,৭৭,০০০ „	২৬,৬৩,০০০ „
মধ্যপ্রদেশ	৩৪,৬২,০০০ „	৬,৮৬,০০০ „
বোম্বাই	২২,৮৭,০০০ „	৪,৫৪,০০০ „
বিহার	১০,৯৩,০০০ „	৩,৮৫,০০০ „
সিন্ধু	১২,৭৮,০০০ „	৩,৯০,০০০ „
উঃ পঃ সীমান্ত	৯,৮২,০০০ „	২,৫২,০০০ „
বাঙ্গলা	১,৭৪,০০০ „	৪৪,০০০ „
দিল্লী	৩৬,০০০ „	১৪,০০০ „
আজমীড়	১০,০০০ „	৩,০০০ „
উড়িষ্যা	৪,০০০ „	১,০০০ „
মধ্যভারত	২২,৪৪,০০০ „	৪,১৫,০০০ „
গোয়ালিয়র	১৫,৭৫,০০০ „	৩,৯,০০০ „
রাজপুতনা	১৩,১৯,০০০ „	৩,৫৬,০০০ „
হায়দরাবাদ	১২,৫০,০০০ „	১,৭২,০০০ „
বরোদা	৭৬,০০০ „	২২,০০০ „
মহীশূর	২,০০০ „	১,০০০ „
মোট	৩,৫২,৮৯,০০০ একর	৯৯,২৭,০০০ টন

পূজা কনসেশন টিকিট

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী পূজা উপলক্ষে নিম্নতম ৬৬ মাইলের জন্য প্রত্যেক শ্রেণীতে যাতায়াত সম্পর্কে কনসেসন টিকিট দেওয়া হইবে। নিম্নতম দূরত্বের অধিক যে কোন দূরত্বের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীতে যাতায়াত সম্পর্কে ১⅓ অংশ ভাড়া লওয়া হইবে; অপর পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দেড়শত মাইল পর্য্যন্ত ১⅓ অংশ এবং দেড়শত মাইলের অধিক দূরত্বের জন্য ১½ অংশ ভাড়া গ্রহণ করা হইবে। আগামী ৪ঠা অক্টোবর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এইরূপ টিকেট দেওয়া হইবে এবং ৪৫ দিন উহার মেয়াদ থাকিবে; তবে ১১ই ডিসেম্বর সোমবারের পর এইরূপ টিকেট কোন প্রকারেই ব্যবহার করা যাইবে না। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বের ন্যায় আগামী ২৮শে অক্টোবর হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ১৫ দিনের জন্য "ট্রাভেল এ্যাজ-ইউ-লাইক" টিকিটও ইস্যু করা হইবে। এই টিকিট দ্বারা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সর্ব্বত্র যতবার ইচ্ছা যাতায়াত করা চলিবে।

বিহারে পল্লী পুনর্গঠণ কার্য্য

বর্ত্তমান মাসের শেষ দিকে জিলা পরিদর্শক ও সংগঠনকারীদের ট্রেনিং লাভ শেষ হইলে বিহার সরকার আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ব্যাপকভাবে সমস্ত প্রদেশে গ্রামোন্নতি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কর্ম্মীগণ প্রথমতঃ স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েৎ সমবায় সমিতি ও কুটীর শিল্প সম্পর্কে গঠনকার্য্য আরম্ভ করিবেন।

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়

কংগ্রেস সদস্য মিঃ এন, ভি গ্যাড্‌গিল কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ এবং অপরাপর দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়কে যথোপযুক্ত অংশ দেওয়া সম্পর্কে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত কে কে মালব্য হজযাত্রীদের ভাড়া সম্পর্কে অবৈধ প্রতিযোগিতা রোধকল্পে অবিলম্বে আইন প্রণয়নের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় চা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্ত্তন সম্পর্কেও এক প্রস্তাব করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে পরিষদে অভারতীয়দিগকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দান না করা সম্পর্কে মিঃ গ্যাডগিল দিল্লী অধিবেশনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা চলিতেছে।

রাঁচি বিজ্ঞান কলেজ

ছোটনাগপুরে বহু পরিমাণ খনিজ এবং বনজ সম্পদ রহিয়াছে। উহার যথোপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা ঐ অঞ্চলের শিল্পোন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সম্প্রতি রাঁচিতে একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাঁচি জিলা স্কুল সম্প্রসারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বলদেব সহায়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়; উক্ত কমিটি উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের রেলওয়ের আয়

গত ১০ই আগষ্ট যে সপ্তাহশেষ হইয়াছে সেই পর্যন্ত দশদিনে দেশীয় রাজ্য সমূহের রেলওয়ের আনুমানিক মোট ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে যে আয় হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা উহা ৪ লক্ষ টাকা কম। গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সকল রেলওয়ের আনুমানিক মোট আয় ৩৭কোটি ৯ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। উহা গত বৎসরের এই সময়ের আয় অপেক্ষা ৪৬লক্ষ টাকা কম।

কাটুনী ও তাঁতিগণের পারিশ্রমিক

প্রকাশ কাটুনী ও তাঁতিগণ যাহাতে দৈনিক নিম্নতম চারি আনা হারে পারিশ্রমিক পাইতে পারে তজ্জন্য নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘকে অর্থসাহায্য দেওয়ার বিষয় আসাম সরকার বিবেচনা করিতেছেন। কাগজ প্রস্তুত শিল্প ট্যানিং এবং মৃৎশিল্প প্রভৃতি স্থানীয় শিল্প সমূহকে অর্থসাহায্য দেওয়া সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়।

চাউল ও গমের পুষ্টিকারিতার তারতম্য

সম্প্রতি ভিজিগাপট্টমের (মাদ্রাজ) জেলা হেলথ অফিসার ডাঃ রঙ্গস্বামী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় চাউল ও গমের পুষ্টিকারিতার তারতম্য বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন—যোগ্য শ্রেণীর চাউল বাছাই করিয়া লইলে তাহা গমের চেয়ে উৎকৃষ্টতর খাদ্য হয়। গমের খাদ্যপ্রাণ যেস্থলে ৬৭, চাউলের খাদ্যপ্রাণ সেস্থলে ৮৬। চাউলে প্রচুর ফসফরাস আছে। ভাতের ক্যালসিয়াম অংশও সব্জী ও দুগ্ধযোগে সমধিক পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু চাউল কাঠের ঢেঁকি-ছাটা হওয়া চাই। কলের-ছাঁটা চাউলের উপরোক্ত ধরণের পুষ্টি-কারিতা কম। ঢেঁকি-ছাটা চাউল আর্থিক দিক দিয়া এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যে অপেক্ষাকৃত উপকারী তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ঢেঁকি দ্বারা মাড়া হইলে ২০ কাঁচ্চা ধান হইতে ১২ কাঁচ্চা চাউল পাওয়া যায়। খাইতে কলের ছাঁটা চাউলের তুলনায় উহার পরিমাণ তুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কম লাগিবে। সুতরাং খরচও তদনুপাতে অল্পতর। ঢেঁকি-ছাটা মোট চাউল সমধিক পুষ্টিকারী। ইহাতে লবণের অংশ বেশী বলিয়া উহা অধিক সহজপাচ্য। ঢেঁকি-ছাটা চাউলের মধ্যে চর্ব্বির ভাগ বেশী বলিয়া উহা যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। গমের চেয়ে ঢেঁকি-ছাটা চাউলের আরোগ্যজনক মূল্য সমধিক। তাই রুটির চেয়ে ঢেঁকি-ছাটা চাউলের ভাত সহজপাচ্য উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া গণ্য হওয়ার উপযোগী।

কৃষি-বিষয়ক গবেষণা

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের পরিচালক বোর্ড তাহাদের গত ২২শে জুলাই তারিখের সভায় কৃষি-বিষয়ক নূতন গবেষণামূলক কার্য্য চালাইবার জন্য ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও পশুপক্ষী ও কীট পতঙ্গ বিষয়ে নূতন গবেষণামূলক কার্য্য চালাইবার জন্য মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। কৃষি বিষয়ক নূতন গবেষণা কার্য্যের জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকা নিম্নলিখিত ধরণের পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে :— বিনা জলে ক্ষেত্র চাষ বিষয়ে পুস্তিকা প্রনয়ণ, অধ্যাপক পি সি মহলানবীশের লেবরেটরীতে সংখ্যাতত্ত্ব বিষয় বর্ণনা প্রস্তুত, মধ্যপ্রদেশে উন্নতশ্রেণীর গমের বীজ উৎপাদন, ঘাসজমির উন্নতি বিধান সম্পর্কে একজন অফিসারের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, বরোদায় এবং কাশ্মীরে ধান সম্বন্ধে গবেষণা; ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ সায়েন্সের পরিচালনাধীনে গবেষণা। সিন্ধুদেশে জমির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত, লয়েড্ বেরেজের অন্তর্গত তুলা চাষের ভূমিসম্পর্কে গবেষণার জন্য তদন্ত। পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গ সম্পর্কে যে ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে তাহা নিম্ন পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে :—চিল্কা হ্রদের মৎস্য সম্পর্কে তদন্ত; নাগপুর ও অন্য কয়েকটি স্থানে ক্রিমি কীট সম্বন্ধে গবেষণা, মহীশূর, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বোম্বাই, উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে হাঁস ও মুরগী প্রভৃতির রোগ সম্বন্ধে তদন্ত; মহীশূর ও কাশ্মীরে মেষ পালন সম্বন্ধে গবেষণা; বোম্বাই পশম সম্বন্ধে গবেষণা। বিদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত পশু চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্র হইতে বিভিন্ন বিবরণ সঙ্কলন ও প্রকাশের ব্যবস্থা; পাঞ্জাবের গবাদি পশু সম্বন্ধে বংশবৃত্তান্ত প্রণয়ণ।

সস্তাদরের মোটর

জার্ম্মানীতে বর্ত্তমানে নূতন রকমের ও সস্তাদামের প্রভূত সংখ্যক মোটরযান নির্ম্মিত হইতেছে। অনেক পরিবারই যাহাতে এইরূপ একটি মোটর ক্রয় করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঐ মোটর নির্ম্মিত হইতেছে এবং তাহার দামও মাত্র ৮৩ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রকাশ; ইতিমধ্যেই জার্ম্মানীর ২ লক্ষ ৫৩ হাজার লোক ঐ মোটর ক্রয় করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে মাসিক ৮ শি ৩ পেনী হারে কিস্তি দেওয়া আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায় আগামী ১৯৪০ সালে ঐ শ্রেণীর প্রায় ১ লক্ষ মোটর জার্ম্মানীতে চলতি হইবে।

কোয়েম্বেটোরে মৎস্য শিল্প

সম্প্রতি কৃষি ও পল্লীউন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ মুন্নিস্বামী পিলাই মেটোরে একটি মৎস্য শিল্পাগারের উদ্বোধন করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে মৎস্য শিল্প বিভাগ মৎস্য সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।


লক্ষ্মীর
ক্রম-বিকাশ
১৯২৪
যতটাকার বীমা পত্র
দেওয়া হইয়াছে
২২,৬৭,৭৫০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৫০০৲
১৯২৮
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
৩৩,২৯,৫০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৬,২৯০০০৲
১৯৩২
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
৭০,৮৮,৭৫০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
২৯,৫৪,২৭৩৲
১৯৩৬
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
১,৪০,০০,০০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৬৯,৬৪,৪০০৲
১৯৩৮
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
১,৬১,০০,০০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
১,০১,৭১,৬৯৬৲
দি
লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স
কোং লি:
(হেড অফিস:-লাহোর)
কলিকাতা ব্রাঞ্চ
"লক্ষ্মী বিল্ডিং"
৭নং এসপ্লানেড ইষ্ট

আমেরিকায় চায়ের ব্যবহার

বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮টি পরিবারের ভিতর ৭টি পরিবারেই চায়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। স্বামীদের ভিতর শতকরা ৫৩·২ জন ও স্ত্রীদের ভিতর শতকরা ৬৪·৯ জন চা পানে অভ্যস্থ। ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক লোকদের শতকরা ৫৪·৬ জনের ও ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা নারীদের শতকরা ৬৬ জনের চা পানের অভ্যাস আছে। ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক বালকদের ভিতর শতকরা ৩৮ জন ও ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকাদের ভিতর শতকরা ৩৮·৭ জন রীতিমত চা পান করিয়া থাকে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত জুলাই মাসে বৃটিশ ভারত হইতে মোট ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। অপরদিকে ঐ মাসে বিদেশ হইতে মোট ১৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মালপত্র এদেশে আমদানী হইয়াছে। জুলাই মাসে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ প্রভৃতি ধনরত্ন রপ্তানী হইয়াছে মোট ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার। মালপত্র ও ধনরত্ন লইয়া গত জুলাই মাসে বৃটিশ ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে মোট ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে।

ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ এন আর ধর ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে যে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন তাহা জগতের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ কালিফোর্ণিয়া ও পেলেষ্টাইনে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ ধর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে জমিতে ক্ষার কমিয়া উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া গিয়াছে সেইসব জমিতে ঝোলা গুড় প্রয়োগ করিলে ঐ সব জমি পুনরায় উর্ব্বর হইয়া উঠে। সাধারণ জমিতে উহা প্রয়োগ করার ফলেও উৎপাদিকা শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে ডাঃ ধরের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া ক্যালিফোর্ণিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ফাটকা বাজার ও বাঙ্গলা সরকার

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম দর প্রতি বেল ৩৬ টাকা হারে ধার্য্য করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম-এল-এ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম দর কোন হিসাবে ৩৬৲ টাকা ধার্য্য করিলেন তাহা লইয়া নানা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। মফঃস্বলে আলগা পাটের বর্ত্তমান দর 'বটম' প্রতি মণ ৫।০ আনা ও মিডল প্রতি মণ ৬৲ টাকা, প্যাকিং, ইন্সিওরেন্স এবং ভাড়া বাবদে ইহার সহিত মণ করা ১৲ টাকা খরচ যোগ করিলে কলিকাতায় পাটের গড়পড়তা দর দাঁড়ায়—বটম ৬।০ আনা ও মিডল্ ৭৲টাকা। ফাটকা বাজারে পাকা গাঁইট পাটের ভিত্তিতেই সমুদয় লেনদেন হয়, পাকা গাঁইট মিডল শ্রেণীর পাট দ্বারাই বাঁধা হয়। ১নং পাকা গাঁটের প্রত্যেকটিতে ৬ মণ মিডল শ্রেণীর পাট দরকার হয়। এই হিসাবে কলিকাতায় প্রতি গাঁইট পাটের দর ৪২৲ টাকা হওয়া উচিত। কলিকাতায় প্রত্তিটি গাঁইট বাঁধিবার জন্য ৪৲ টাকা হিসাবে খরচা পড়ে। কিন্তু ৫ মণ ওজনের একটি গাঁট হইতে ১ মণ কাটিং বা টুকরা পাট পাওয়া যায়। ইহার জন্য ৪৲ টাকা পাওয়া যায়। কাজেই গাঁট বাঁধিবার খরচ বাদ দিলে কলিকাতায় পাকা গাঁটের সাধারণ দর ৪২৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম দর ৩৬৲ টাকা ধার্য্য হওয়ায় কলিকাতায় মিডল পাটের মণকরা দর হইবে ৬৲ টাকা। এই হিসাবে মফঃস্বলে 'মিডল' পাটের দর ৫৲ টাকা এবং বটম পাটের দর ৪।০ আনা হইতে বাধ্য। বাঙ্গলায় উৎপন্ন পাটের আধাআধির বেশীর ভাগই বটম শ্রেণীর পাট। প্রকৃতপক্ষে ইহা শতকরা ৪৫ ভাগ হইতে শতকরা ৫৫ ভাগের মধ্যে হয়। বাঙ্গলার পাটচাষীরা মণকরা ৪।০ আনা হিসাবে পাট বিক্রয় করুক বাঙ্গলা সরকার কি ইহাই চাহেন? আমরা বিশেষভাবে এই দিকে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তুলা চাষীদের হিতার্থে অবলম্বনীয় বিধান

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট তুলার রপ্তানীকারকগণকে প্রতি পাউণ্ড তুলার জন্য দেড় সেণ্ট করিয়া মোটমাট ১০০ কোটি টাকা পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার ফলে ভারতীয় তুলা চাষীদের বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন :—(১) ভারতবর্ষে জাপান ও ইংলণ্ড হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণ বস্ত্র আমদানী হইতে না পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ৪নং ধারা ও ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ১৫নং ধারা প্রয়োগ করা। (২) ভারতবর্ষে আমদানীকৃত সূতার উপর উচ্চহারে শুল্ক নির্দ্ধারণ করা (৩) এদেশে আমদানীকৃত রেশম বস্ত্র ও রেশম সূতার উপর যথোপযুক্ত শুল্ক ধার্য্য করা (৪) ইংলণ্ড যাহাতে যুদ্ধকালের জন্য মজুদ রাখিবার নিমিত্ত একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তুলা ক্রয় করে তাহার ব্যবস্থা করা (৫) জাপান যাহাতে প্রথম হইতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ক্রয়যোগ্য তুলা সমভাবে ও রীতিমতভাবে গ্রহণ করে তৎবিষয়ে জাপানের সহিত সর্ত্ত করা।

বাঙ্গলায় চট অর্ডিনান্স

গত ২৫শে আগষ্ট কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বাঙ্গলার গবর্ণর চটের ফাটকা বাজারে নিম্নতম মূল্যের হার ৮৮৵ আনা ধার্য্য করিয়া একটি চট অর্ডিনান্স (Bengal Hessian Cloth Futures Ordinance, 1939) জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্স লঙ্ঘন করিলে এক বৎসর কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই অর্ডিনান্স বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রযোজ্য এবং উহা ঘোষণার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। এই অর্ডিনান্সের প্রধান সর্ত্ত এই যে, ৪০ ইঞ্চি বহরের ও আট আউন্স ওজনের একশত গজ চটের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে এইরূপ চুক্তি বুঝাইবে যে উহা ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়া হইবে এবং চুক্তিতে উল্লিখিত হারে এবং পরবর্ত্তী তারিখে প্রচলিত হারের মধ্যে যে তারতম্য থাকিবে সেই টাকা প্রদান বা ফেরৎ দেওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকিবে। চুক্তি অনুযায়ী ধার্য্য হার এবং চুক্তিতে উল্লিখিত পরবর্ত্তী তারিখে প্রচলিত হারের মধ্যে যে তারতম্য থাকিবে তাহা দেয় বলিয়া গণ্য হইবে। এই অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইবার পর কেহ ৮৮৵ আনার কম চটের ফাটকা মূল্যের হার ধরিয়া চুক্তি করিতে পারিবে না অথবা এই হারের নিম্নে কোন লেনদেন হইতে পারিবে না : কয়েকদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম দর ৩৬ টাকা ধার্য্য করিয়া অপর একটি অর্ডিনান্সও জারী করিয়াছেন।

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে এই হিসাবে প্রতি বারে অর্থ জমা ও উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কে বর্ত্তমানে সর্ব্ব নিম্ন হার বৃদ্ধি করার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমানে জমা দিবার সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ চারি আনা ধার্য্য আছে; উহা এক টাকা কিংবা দেড় টাকা হারে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

পাটের রপ্তানী বাণিজ্য

গত জুলাই মাসে বাঙ্গলা হইতে মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৯২৬ বেল পাট (১ বেলে ৪০০ পাউণ্ড) বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৪৩ বেল কলিকাতা হইতে ও ২ হাজার ৬৮৩ বেল চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সাল ও ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮০৯ বেল ও ২ লক্ষ ৪০ হাজার বেল পাট বাঙ্গলা হইতে বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে।

পেন্সন বাবদ বৃটিশ সরকারের ব্যয়

১৯৩৯-৪০ সালে বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে মোট ৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড বার্দ্ধক্যজনিত পেন্সন বাবদ ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তাহা ছাড়া স্বামীহীনা নারী ও অনাথ শিশু প্রভৃতির জন্য অর্থ সংস্থান বাবদ আরও ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। কাজেই পেন্সন ইত্যাদি বাবদ ১৯৩৯-৪০ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মোটমাট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

গত এপ্রিল মাসে বাঙ্গলা দেশে ৩৩টি নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

জার্ম্মানীতে কয়লার কাটতি বৃদ্ধি

গত ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানীতে মোট ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে। গত ১৯৩২ সালের তুলনায় কয়লার ব্যবহার শতকরা ৭৫ ভাগ বেশী হইয়াছে। জার্ম্মানীর চতুর্বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনার ফলে শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই কয়লার কাটতি এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লা হইতে তৈল উৎপাদন আরম্ভ হওয়ায় ও কয়লার কাটতি বাড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহার সমবায় কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারীর নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের আর্থিক জীবনে সমবায় আন্দোলন ক্রমশঃ নিবিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ মানবতার চরম সত্য উহাতে নিহিত আছে। ঐক্যের ভিতর দিয়া মানুষ তাহার প্রকৃত সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা শক্তির সমন্বয়ের ফলেই একমাত্র এই সম্পদ লাভ করা সহজ। মানুষ যখন এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে তখনই ধনবাদের প্রাধান্য লোপ পাইবে। পরস্পরের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ব্যক্তিগত স্বার্থের সমন্বয় সাধনের উপরই সত্যিকার সমবায় আন্দোলন গঠিত হইতে পারে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করা বর্ব্বরোচিত। উহাতে হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি পায়; অবৈধ প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং একের ক্ষতিতে অন্যের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শক্তি ঔষধালয়

আমাদের দেশে প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কবিরাজী ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই ঔষধ কবিরাজগণই তৈয়ার করিয়া লইতেন এবং এই ব্যাপারে কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইত না। বিগত ১৯০১ সালে শক্তি ঔষধালয়ের বর্ত্তমান পরিচালক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাত্র ৫ শত টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই এই ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক। বর্ত্তমানে এই ব্যাপারে তিনি কি প্রকার বিস্ময়কর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে শতাধিক শাখা আফিসের মারফতে শক্তি ঔষধালয়ের প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহ বিক্রয় হইতেছে এবং এই বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারফতে শত শত ব্যক্তি প্রতিপালিত হইতেছে।

মথুরবাবুর অনন্যসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠা, সততা ও ব্যবসাবুদ্ধি শক্তি ঔষধালয়ের উন্নতির মূল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে অধ্যক্ষ মথুরবাবু উঁহার কর্ম্মীদের সম্বন্ধে যে প্রকার উদার ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বিধিব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন আজিকার এইরূপ বিক্ষোভের দিনে তাহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে শক্তি ঔষধালয়ের প্রতি বৎসর যে লাভ হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক দাতব্য তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়া থাকে এবং বাকী অর্দ্ধেক উঁহার মালিকগণ পাইয়া থাকেন। উহা হইতে বৎসর বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য সৃষ্ট তহবিলে ন্যস্ত করা হয়।

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানাতে যাহাতে অধিক সংখ্যক লোক কাজ পাইতে পারে তজ্জন্য এখানে কোন কলকব্জার সাহায্যে কাজ চালান হয় নাই। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও ভৃত্যাদি এই তিন ধরণের কর্ম্মী রহিয়াছে। উহার মধ্যে শিক্ষিত কর্ম্মিগণ ২০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা, অশিক্ষিত কর্ম্মিগণ ১৩ টাকা হইতে ২৮ টাকা এবং ভৃত্য শ্রেণীর কর্ম্মীগণ ১০ টাকা হইতে ১৭ টাকা বেতন পাইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে বৎসরে ৩৪½ দিন ছুটী দেওয়া হইয়া থাকে। এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদে প্রত্যেক কর্ম্মীকে পূরা বেতন সহ এক মাসের ছুটী দেওয়া হয়। যদি কোন কর্ম্মী ছুটী না লয় তবে এজন্য সে অতিরিক্ত হিসাবে পূরা বেতন পাইয়া থাকে। কোন কর্ম্মীকেই সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টার অধিক খাটান হয় না। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে শক্তি ঔষধালয়ের ৩।৪ জনের বেশী কর্ম্মী কার্য্য হইতে বরখাস্ত হয় নাই। উহা হইতে কর্ম্মীদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ উদার মনোভাব পোষণ করেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ম্মীদের মধ্যে যাহারা ঔষধ জ্বাল দিবার কাজে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে দুগ্ধপানের এলাউন্স হিসাবে মাসে ২ টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত শক্তি ঔষধালয়ের কারখানাতে শ্রমিকদের কাজের সময়ে জলযোগের জন্য অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম, চাকুরীর জন্য যথারীতি নিয়োগ পত্র প্রদান, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দান, অতিরিক্ত সময়ে কাজ করিলে তজ্জন্য অতিরিক্ত মজুরী প্রদান, কারখানায় অবস্থিত মজুরদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান, বাহিরের কর্ম্মীগণকে শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ঔষধ প্রদান, যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দিকেই শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের কথা শুনা যাইতেছে। অনেক স্থলে মালিকদের অদূরদর্শিতা এজন্য দায়ী। কিন্তু শক্তি ঔষধালয়ের কর্ম্মীদের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ মথুর বাবু অনেকদিন হইতেই এরূপ উদার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে এখানে শ্রমিক বিক্ষোভের কোন সমস্যা উঠিতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায় না। বাঙ্গালী পরিচালিত একটি বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যে কর্ম্মীদের ব্যাপারে এরূপ উদারতা ও দূরদৃষ্টি সহকারে কাজ করিতেছেন তাহা শুনিয়া আমরা সত্য সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের কার্য্য-বিবরণী

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী আজ দেশে বিশেষ মর্য্যাদার আসন লাভ করিয়াছে। ব্যাপক আকারে জেনারেল ইন্সিওরেন্সের ব্যবসা চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া ১৯১৯ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপুল পরিমাণ মূলধন লইয়া এই কোম্পানী মোটর বীমা, অগ্নি বীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি বিভাগ খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। উপরোক্ত শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে এতদিন ভারতবর্ষে বিদেশী কোম্পানী সমূহেরই একচেটীয়া অধিকার লক্ষিত হইত। নিউ ইণ্ডিয়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সেই একচেটিয়া অধিকার অনেকটা ক্ষুন্ন হইতে থাকে এবং নূতন দিক দিয়া দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের বিস্তৃতির পথ প্রশস্ত হয়। গত ১৯২৯ সালে এই কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ স্থাপিত হয়। এই বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে জেনারেল ইন্সিওরেন্স বিভাগের সঙ্গে ঐ বিভাগের দিক দিয়াও কোম্পানীর দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে এ বৎসরে কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পর্কে সন্তোষজনক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর অগ্নি বীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ ৩২ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৬৪ টাকা ও সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮৯ টাকা আয় হয়। এবৎসর দাবীর পরিমাণ ১২ লক্ষ ৫২ হাজার ৫২০ টাকা দাঁড়ায়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় হয় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ টাকা। বৎসরের প্রথমে অগ্নি বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬১২ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৮৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

নৌবীমা বিভাগে এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৫২ টাকা ও সুদ ইত্যাদির বাবদ ৮৪ হাজার ৩৮৯ টাকা আয় হয়। এবৎসর দাবীর পরিমাণ ২২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৮২ টাকা দাঁড়ায়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩১৪ টাকা। বৎসরের শেষে নৌবীমা তহবিলের মোট পরিমাণ ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

দুর্ঘটনা বীমা বিভাগে আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬২২ টাকা ও সুদ ইত্যাদি বাবদ ৩৪ হাজার ৬৩১ টাকা আয় হয়। এবৎসর দাবীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ২৯৯ টাকা। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৩ টাকা ব্যয় হয়। বৎসরের প্রথমে

দুর্ঘটনা বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭০ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৪৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত ১৯৩৮ সালে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার জন্য মোট ৮৬৬৯টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৬ হাজার ৮৯৬ টি প্রস্তাবে মোট ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৬৭ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৩৯ লক্ষ ১ হাজার ৩৬০ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪ লক্ষ ৪৩৭ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া জীবনবীমা বিভাগের মোট আয় হয় ৪২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ঐ প্রকার আয় হইতে মৃত্যুদাবী বাবদ ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৩৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১১ হাজার ৫৮২ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫৬ হাজার ৭২১ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০২ টাকা ব্যয় করা হয়। অন্যান্য খরচপত্র বাদে ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৭৫ টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। ফলে উক্ত তহবিলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া বর্ত্তমানে ৯৯ লক্ষ ২৫ হাজার ১০০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে 'নিউ ইণ্ডিয়া' কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। উহার বদলে ঐ তারিখে জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ, পোর্ট ট্র্যাষ্ট বণ্ড, রেলওয়ে কোম্পানী ও বিবিধ কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদিতে ৮৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৮৮ টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৬ টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২৮৩ টাকা; প্রাপ্য প্রিমিয়াম ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫৪ টাকা। ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদজনক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। সে হিসাবে ঐ কোম্পানীকে দেশের বীমাকারীদের পক্ষে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ঐ কোম্পানীর কলিকাতার অফিস অবস্থিত।

দশন রুচি

কলিকাতা, ১৩৯-এ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটস্থ রায় এণ্ড চৌধুরী রসায়নাগার হইতে প্রস্তুত 'দশন রুচির' এক শিশি নমুনা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা উহা ব্যবহার করিয়া বস্তুতঃই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদির সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে কেহ ইহা ব্যবহার করিলে সন্তোষ লাভ করিবেন। ইহা দাঁতের পক্ষে পরম উপকারী। আমরা 'দশন রুচি'র বহুল প্রচার কামনা করি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

এই ব্যাঙ্কটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এতদিন পর্য্যন্ত উহার কার্য্যক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে নূতন পরিচালনায় এবং নূতন ডিরেক্টর বোর্ডের অধীনে উহাকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কসমূহ যে ধরণের কাজ করিয়া থাকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সেইসব কাজ ছাড়াও ষ্টক ও শেয়ার, হেসিয়ান, ডেলিভারি অর্ডার ও গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোটের জামিনে টাকা ধার দিবে। ব্যাঙ্ক বিলের টাকা আদায়, হুণ্ডি, ডিসকাউণ্ট প্রভৃতির কাজও করিবে। এতদ্ব্যতীত ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহে এবং কৃষিজাত পণ্যের জামীনে টাকা ধার দিয়া কৃষক সমাজকে সাহায্য করাও ব্যাঙ্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে উহাকে একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য উহার মঞ্জুরীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছেন।

আমরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পরিচালকদের উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করিতেছি। ১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, কমার্সিয়াল বিল্ডিং, কলিকাতা এই ঠিকানায় ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত। বরিশালে উহার একটি শাখা অফিস রহিয়াছে

দাস ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি দাস ব্যাঙ্ক লিমিটেড নামে একটি ব্যাঙ্ক রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন এক কোটি টাকা। স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী ও সুবিখ্যাত দাস ব্রাদার্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস এই নূতন প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা ৩০ নং ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস অবস্থিত।

শৈলশ্রী ট্রেডিং কোম্পানী

তিন বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি শিক্ষিত ও উৎসাহী যুবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শৈলশ্রী ট্রেডিং কোম্পানী ব্লক তৈয়ার, কালার প্রিন্টিং ও সাধারণ ছাপার কার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের লাইন, হাফটোন প্রভৃতি ব্লক ও নানা শ্রেণীর মনোরম ক্যালেণ্ডার বাজারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকারের চেষ্টায় ইহার দ্রুত উন্নতি হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। কলিকাতা ৮নং তারক প্রামাণিক রোডে ইহার কার্য্যালয় অবস্থিত আছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি শিলংএ কুমিল্লার পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ বিনয়েন্দ্র দত্ত ঐ শাখা আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানী ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট ৫০ হাজার টাকার উপর কোম্পানীর কাগজ আমানত করিয়াছেন।

ফরওয়ার্ড এসিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ এন এন বসু মল্লিক বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জন্য ফরওয়ার্ড এসিওরেন্স কোম্পানীর অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বার্ম্মা কর্পোরেশন লিঃ

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে বার্ম্মা কর্পোরেশন লিমিটেড প্রতি শেয়ারে মোট ৷৵ আনা অর্থাৎ শতকরা ৬৷০ আনা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বিবেকানন্দ কটন মিলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২।৩ কাঙ্কুলিয়া রোড, বালীগঞ্জ কলিকাতা।

দুবলাবাড়া মাইনিং কোম্পানী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে লেসলি। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মত ও পথ

পাট ও বাঙ্গলা সরকার

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিয়াছি যে বাধ্যতা মূলক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কতকগুলি প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা জানি যে ৪।৫ বৎসর পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করিবার পরেই সাফল্য সম্ভব। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে তাহাই চলিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে ইহা মোটেই কার্য্যকরী নয়। বাধ্যতামূলক যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত বাংলা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া এই সম্পর্কে ইহাও আমরা বলিতে চাই যে ফাটকা বাজারে পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা আসল সমস্যার সমাধান হইবে না। আগামী বৎসর পাটের চাষ বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে এই প্রকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদত্ত না হইলে কৃষকগণ এই বৎসরও পাটের ন্যায্য মূল্য পাইবে না। মফঃস্বলে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে যে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে সরকার তাহা পারিবেন কিনা আমি জানিনা। বাধ্যতামূলক ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেই মফঃস্বলে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। যদি সে অবস্থায়ও সর্ব্বনিম্ন দর রক্ষা সম্ভবপর না হয় তবে মফঃস্বলে সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্ধারণের বিষয় তখন বিবেচনা করা যাইবে। ইহাও সম্ভবপর যে কারবারের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া হইলে ভবিষ্যতে কতকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান মফঃস্বলে অতিরিক্ত পাট মজুত রাখা বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। বর্ত্তমানে ফাটকার দর সম্পর্কে যে অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এখনই চূড়ান্ত মত প্রদান করা সঙ্গত নহে। সেজন্য বাঙ্গলা সরকারের অন্যান্য প্রস্তাব কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত।

—**ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা**

আমরা জানি যে সর্ব্বনিম্ন দরই সর্ব্বোচ্চ দর হইয়া উঠে এবং ফাটকার দরই সর্ব্বোচ্চ দর। সুতরাং যদি এই অর্ডিনান্স কার্য্যকরী হয় তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাট কলিকাতায় ৩৬ টাকা দরে বিক্রিত হইবে। প্রশ্ন এই, চাষী কি পাইবে? বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কৃষক প্রজাদল পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ১০ টাকা রূপে ধার্য্য করিয়া দিবার জন্য দাবী জানাইয়াছে। বহু ব্যবসায়ীও স্বীকার করিয়াছেন যে, পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ৮ টাকা ধার্য্য হইলে পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষের ব্যবহার আরম্ভ করিবার কারণ নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মফঃস্বলের পাটচাষীগণ মাত্র মণ প্রতি ৪।৷০ টাকা পাইবে। অথচ পাটের উৎপাদন খরচ গড়ে প্রতিমণে ৫ টাকা। কাজেই বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পাটচাষীরা পাটের উৎপাদন খরচও পাইবেনা। পাটচাষীদিগকে প্রতিমণ পাটে ৭ টাকা দিতে হইলে ফাটকা বাজারে পাটের মূল্য প্রতি বেল ৪৭৷৷০ টাকা স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্ডিনান্স দ্বারা যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে কৃষকদের অনশনে দিনযাপন ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। এই অর্ডিনান্সের দ্বারা কয়েকদিনের জন্য কৃষকদিগকে সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ইহার চূড়ান্ত অসারতা বুঝিতে কৃষকদের পক্ষে বিলম্ব হইবে না।

—**শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ**

পাটের নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন দর মফঃস্বলের বাজার সম্পর্কে প্রযোজ্য না হইলে, ইহাদ্বারা কৃষক সমাজের কোনও সাহায্য করা হইবে কি? মন্ত্রিমণ্ডল মফঃস্বলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া সর্ব্বনিম্নদর ধার্য্য করা সম্ভবপর নহে যদি বলে তবে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে না। প্রথমতঃ গত বৎসরের বন্যায় ও এবারের প্রবল বারিপাতে পাটচাষ যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আর অপরদিকে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সমরাতঙ্কের ভাব চলিতে থাকার ফলে পাট ও পাটের নির্ম্মিত জিনিষের চাহিদা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় দেশে পাটের নিম্নতম মূল্য ধার্য্য করা যাইতে পারে।

—**অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর**

পাট সম্বন্ধে কোন উন্নতি মূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বাধ্যকরী ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাঙ্গলা সরকার পূর্ব্বে বাধ্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরোধী থাকিয়া এতদিন পরে উহার সার্থকতা বুঝিয়াছেন ও কার্য্যতঃ প্রতিফলিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহা খুবই সন্তোষের বিষয়। একথা অনেকেই বলিতেছেন যে আসাম ও বিহারে গবর্ণমেণ্ট যদি একযোগে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বাধ্যকরী নীতি অবলম্বন না করেন তবে বাঙ্গলায় বাধ্যকরী ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া সুফল পাওয়া যাইবে না। এবিষয়ে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাঙ্গলা সরকার নিজেরাও ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিহার ও আসামের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় বিহার ও যুক্তপ্রদেশ যেভাবে চিনি শিল্পের ব্যাপারে সমভাবে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন পাট সম্বন্ধে বাঙ্গলা বিহার ও আসাম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এবারেও সেইরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন এবং তাহাতে বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হইবে।

—**ইণ্ডিয়ান ফিনান্স**

বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া নানাকারণে ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করা কার্য্যতঃ সম্ভবপর কিনা সেবিষয়েও সন্দেহ আছে। এপ্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিম্নতম মূল্য ধার্য্য হইলেও তাহা কার্য্যে এড়াইয়া চলার সুযোগ যথেষ্টই থাকিবে। পাটের মূল্য উচ্চস্তরে নির্দ্ধারিত করিলে তাহা পাটশিল্পের পক্ষেও খুব অনিষ্টকর হইবে। পাটের নিম্নতম মূল্য প্রতিমণ দশ টাকা করার জন্য আন্দোলন হইতেছে। যদি সেরূপ উচ্চ হারে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে পাটের তৈয়ারী জিনিষের মূল্য চড়িয়া যাইবে। আর তাহার ফলে পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য জুড়িদার জিনিষের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হইবে। ফলে কাঁচা পাটের চাহিদাও শেষ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইবে। অপরদিকে পাটকলওয়ালারা উচ্চদরে পাট কিনিয়া যদি তৈয়ারী থলে ও চটের দাম সে অনুপাতে বৃদ্ধি না করেন তবে কলগুলির যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হইতে থাকিবে ও পরিণামে অনেক কলই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কাজেই দেখা যায় পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে তাহার ফলে পাটের চাহিদা কমিয়া গিয়া কৃষকদিগের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে; অপরদিকে পাটকল বন্ধ হইয়া বহু সংখ্যক শ্রমিক বেকার হওয়ার আশঙ্কাও রহিয়াছে। তবে পাটচাষ যে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর তাহা আমরা বিশ্বাস করি। ঐ বিষয়ে একমাত্র অসুবিধা যে এখন সে বিষয়ে প্রাথমিক আয়োজন তেমন কিছুই হয় নাই। যদি সমস্ত প্রকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় তবে তাহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ন্যায়সঙ্গত দর রক্ষা করা সম্ভব হইবে। পাট গুদামজাত করিবার পরিকল্পনা অবলম্বনে দাম ঠিক রাখিবার কোন চেষ্টার আবশ্যকতা তখন থাকিবে না।

—**ক্যাপিটেল**

ফাটকা বাজারে পাটের দর বাঁধিয়া দিয়া একটি অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে এবং পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অর্ডিনান্স প্রস্তুত হইতেছে। ক্যাপিটেলের মতে পাটের দর বাড়িলে চট ও থলিয়ার মূল্য বাড়িবে এবং তাহার ফলে চাষীর অবস্থা ভাল না হইয়া খারাপই হইবে। তাহাদের হিসাবে পাট উৎপাদনের ব্যয় গড়ে মণপ্রতি ২।৵১০ পাই। অতএব পাটের দর কম থাকিলেও চাষীরা বেশ লাভ করিতে পারে। এবম্প্রকার 'বিমাতাসুলভ' প্রীতিও তাহারা প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই। পাটের দাম বাড়িলে চটের মূল্যের সমতা রক্ষা করিবার জন্য চটকলের মোটা বেতনের শ্বেতাঙ্গ দুলালদের বেতন কমাইতে হয়, বোনাস, লভ্যাংশ, ডিরেক্টরের ফি প্রভৃতিতে হাত পড়ে। শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা ইহা করিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই ইহারই নাম হইয়াছে চটশিল্পের স্বার্থ এবং ব্যবস্থা পরিষদে শ্বেতাঙ্গ সমর্থনের বিনিময় মূল্যেই এ স্বার্থ বজায় রাখিবার দাবীই তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন। কৃষক পাট ঘরে তুলিবার সময় ফাটকা বাজারের স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা নানাবিধ ধাপ্পাবাজী দ্বারা প্রমাণ করে যে পাটের চাহিদা মোটেই নাই এবং কৃষকের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখিবার শক্তিহীনতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে অতি অল্পমূল্যে উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। গত বৎসরও ফসল ঘরে উঠিবার সময় ফাটকা বাজারে পাটের দর ছিল ৩০ টাকা হইতে ৩৫ টাকা এবং সমস্ত কাঁচা পাট কেনা হইয়া গেলে উহার দাম উঠে ৬৪ টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতেই প্রমাণিত হয় চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন বেশী হয় নাই। ইহার সবটা লাভই যথারীতি ফাটকা বাজারের দালাল ও কলওয়ালাদের পকেটে যায়। প্রথমেই ইহারা চাহিদার তুলনায় পাট বেশী হইয়াছে বলিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে। বৈদেশিক চাহিদা ৪০ লক্ষ বেলের কথা বেমালুম চাপিয়া যায়। তাহার পর বড় বড় দালাল ও কলওয়ালারা এমনভাবে পাগলের মত পাট বেচিতে আরম্ভ করে যে কৃষকেরা ঘাবড়াইয়া গিয়া মনে করে সত্যই বুঝি এবার আর পাটের চাহিদা নাই। কেন্দ্রিয় পাট কমিটিও নানাবিধ সাবষ্টিটিউটের ভয় দেখাইয়া ধোঁয়ার গন্ধ দিতে ছাড়েন না। এ বৎসরও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৫শে আগষ্ট

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল সম্বন্ধে অনেক দিক দিয়া পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই আরও দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই জটিল হইয়া উঠায় সকল দিক দিয়াই এখন একটা অনিশ্চিত ভাব বিরাজ করিতেছে। আর তাহার ফলে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাঙ্কসমূহ বিল ইত্যাদির ডিস্কাউণ্ট হার চড়াইয়া দিতেছে। গত সোমবার পর্য্যন্ত স্থানীয় ডিসকাউণ্ট হার সাধারণ হারেই বলবৎ ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার দিবস ব্যাঙ্কসমূহ রাশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর চুক্তি সম্পর্কীয় খবর পায়। আর রাজনৈতিক অবস্থার গুরুতর পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া তাহারা রপ্তানী শিল্পের ডিসকাউণ্ট হার ১/১৬ পেনী পরিমাণেবাড়াইয়া দেয়। এই সঙ্গে তাহারা ইহাও জানাইয়া দেয় যে এখন তাহারা দুই মাসের চেয়ে বেশী সময়ের মিয়াদী কোন বিল গ্রহণ করিবে না। উহার ফলে রপ্তানীকারকদের মহলে একটা সন্ত্রস্তভাব লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির ঐ কার্য্য বিস্ময়কর বলা যায় না। লণ্ডনে গত সোমবার ৩ মাসের বিলের ডিস্কাউণ্ট হার ছিল শতকরা ১/২ ভাগ হইতে ১১/৪ ভাগ। মঙ্গলবার দিবস রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অপরদিকে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড তাহাদের হার দ্বিগুণ হারে চড়াইয়া দেওয়ায় বাজারে সাধারণ ৩ মাসের বিলের ডিস্কাউণ্ট হার চড়িয়া শতকরা ৩১/২ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ৬ মাসের মিয়াদী বিলের ডিস্কাউণ্ট হার দাঁড়ায় শতকরা ৪১/২ ভাগ হইতে ৫ ভাগ। এ সপ্তাহে পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় স্থিরভাবে বলবৎ আছে।

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে পূর্ব্বাপর একটা স্বচ্ছলতার ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার চারি আনা হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু এইরূপ অল্প সুদের হারেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণপ্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। ব্যাঙ্কগুলির হাতে বর্ত্তমানে বহু টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া টাকার চাহিদা তেমন কিছু হইতেছে না। শেয়ার বাজার ইত্যাদিতে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় ঐ দিক দিয়াও টাকার দাবীদাওয়া কম থাকায় কাজেই বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা ঘটিতেছে না।

এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় দশ পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের হার ছিল ৸৵৮ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ১৶৬ পাই দাঁড়াইয়াছে। গত ২২শে আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মিয়াদী মোট দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। ৯৯৮ আনা ৭ তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৶৯ পাই দরের শতকরা ৪১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭০ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৩ কেটি ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দাঁড়ায়। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের আমানতী জমার পরিমাণ যথাক্রমে ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫২৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি এ ৪ মাস	”	১ শি ৬৩/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	”	১ শি ৬১/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১৪
মার্ক	”	৮৭১/৪
সিলভার	”	৬৪৫/৮
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৬·৭২
ফ্রাঙ্ক ডলার হার	”	৪·৬৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট

এ সপ্তাহে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই আতঙ্কজনক হইয়া উঠায় দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারসমূহে একটা অবসাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক মাস যাবৎ ডানজিগের উপর জার্ম্মানীর লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পোলাণ্ড জার্ম্মানীকে উহা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত না থাকায় এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ঐ বিষয়ে পোলাণ্ডের পক্ষাবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জার্ম্মাণী কার্য্যতঃ ডানজিগ অধিকারে সাহস পায় নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁহাদের পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রাশিয়ার সহিত এতদিন একটা চুক্তি করিবার জন্য স্বচেষ্ট ছিল। উহাতেও জার্ম্মাণী অনেকটা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চুক্তি আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে ও তৎপরিবর্ত্তে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার ভিতর একটা অনাক্রমণ চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই নূতন চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে ইউরোপে জার্ম্মানীর ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। রাশিয়া পোলাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া হিটলার এখন বাহ্যতঃ ডানজিগ অধিকারের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। জার্ম্মানীতে সৈন্য সমাবেশের তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই অবস্থায়ও পোলাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া তাঁহাদের সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছেন। ডানজিগ তথা পোলাণ্ড আক্রমণ করিলে একটা মহাসমর বাঁধিয়া যাইবে বলিয়া ইংলণ্ড হিটলারকে সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন। কিন্তু হিটলার তাহার সঙ্কল্প সম্বন্ধে যেরূপ অটলভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ডানজিগকে কেন্দ্র করিয়া একটি যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। শেষ মুহূর্ত্তে নূতন কোন অনুকূল অবস্থার সূচনা না হইলে ইউরোপের ভবিষ্যৎ খুব ঘনঘটা পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইবারই আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমানে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই একটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আর তাহার ফলে শেয়ার বাজারসমূহে কাজকর্ম্মের মন্দা লক্ষিত হইতেছে। কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে বেচাকিনার পরিমাণ কম হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা কোন বিষয়ে বিশেষ কিছু অগ্রসর না হইয়া রাজনিতিক অবস্থার গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

কোম্পানীর কাগজ

সমরাতঙ্কের ফলে এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের উল্লেখযোগ্য পড়তি লক্ষিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে দামে ঐরূপ পড়তি লক্ষ্য করিয়া ক্যালকাটা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসন মেম্বারদের একটি সভা আহ্বান করিয়াছেন। প্রকাশ, ঐ সভায় কোম্পানীর কাগজের দামের নিম্নতম হার নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার বিষয় বিবেচিত হইবে। এই সংবাদে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দামের নিম্নগতি কতকটা প্রতিহত হইয়াছে। অদ্য বাজারে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪।৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

বাঙ্গলার খনি বিভাগের অবস্থা অনেক পরিমাণে গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। যুদ্ধ বাঁধিলে এদেশ হইতে বিদেশে কয়লা রপ্তানী বাড়িয়া যাইবার ও তাহার ফলে কয়লা শিল্পের সুদিন দেখা যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে হিসাবে কয়লা কোম্পানীর শেয়ারের উপরে এখন ব্যবসায়ীদের অবস্থা কিছু বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। অদ্য বাজারে ঐ কোম্পানীর ১৯৩৮-৩৯ সালের লভ্যাংশ সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৩৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। ইকুইটেবল ৩০৲ টাকা, বরাকর ১১॥৴০ আনা ও ধেমো মেইন ১১॥৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহের প্রথম দিকে পাটকল বিভাগে দামের হার নিম্নস্তরে ছিল। গত বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কে একটা উন্নতি লক্ষিত হয়। চটের নিম্নতম মূল্য সম্পর্কে অর্ডিনান্স জারী হওয়ায় পাটশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে কিছু উন্নতির আশা রহিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিলে বিদেশী পাটের জিনিষ রপ্তানী করিবার সুযোগ সুবিধা কিরূপ পাওয়া যাইবে তদ্বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। গতকল্য বাজারে হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দাম চড়ার দিকে ছিল। কিন্তু তাহা আবার ৪৭৴০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দর এ সপ্তাহে নিম্নস্তরে রহিয়াছে। ঐ কোম্পানীর ১৯৩৮-৩৯ সালের লভ্যাংশ



সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৩৮ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানী কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ১৮ই আগষ্ট—৯৮।/, ৯৮।৶, ৯৮।০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে আগষ্ট—৮৩৲, ২৪শে ৮৩৲ ; ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৮ই আগষ্ট ৯৭।০, ৯৭/০, ৯৭৶৬, ৯৭৶, ৯৭।০, ৯৬৸৶ ; ১৯শে ৯৭৲, ৯৭৵ ; ২১শে ৯৬৸, ৯৬॥৶৬, ৯৬।৵, ৯৬৸, ৯৬৸/, ৯৬॥৶, ৯৬৲, ৯৫৸৵, ৯৬৵, ৯৬৶, ৯৬৲ ; ২২শে ৯৬।৵, ৯৫॥০, ৯৫॥৬, ৯৫৸, ৯৬৲, ৯৫৸, ৯৫৸/, ৯৫৸৵, ৯৫৸৶, ৯৫॥৵, ৯৫।৵, ৯৫৲' ৯৪৸৵, ৯৫৲, ৯৫৶ ; ২৩শে আগষ্ট ৯৫৸৶, ৯৫৸/, ৯৬/৬, ৯৬/ ; ২৪শে আগষ্ট ৯৫৸/, ৯৫॥৵, ৯৫॥০, ৯৬।৶, ৯৫॥০, ৯৫॥/, ৯৫॥৶ ; ৩॥০ সুদের ঋণ—(১৯৪৭-৫০) ১৮ই আগষ্ট ১০৪/০ ; ২১শে ১০৩৸/ ; ৩৲ সুদের ঋণ—(১৯৫১-৫৪) ১৯শে আগষ্ট ৯৯॥০ ; ২২শে আগষ্ট ৯৯।৵ ; ২৩শে ৯৯।/ ; ২৪শে ৯৯॥০। ৪৲ সুদের ঋণ—(১৯৬০-৭০) ১১০॥৶ ; ২১শে ১১০।৵ ; ২২শে আগষ্ট ১১০৲ ; ২৪শে আগষ্ট ১০৯৸৶, ১১০৲ ; ৩৲ সুদের নূতন ঋণ—(১৯৬৩-৬৫) ২১শে আগষ্ট ৯৭।/ ; ২২শে আগষ্ট ৯৬৸৵, ৯৬৸ ; ২৩শে ৯৬৸৵, ৯৭৵, ৯৬৸/৬, ৯৬৸/ ; ৩৲ সুদের ঋণ—(১৯৪১) ২১শে আগষ্ট ১০২৵ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২১শে আগষ্ট ১১৩৸৵, ১১৪৲, ১১৩৸/, ১১৩৸৶, ১১৩॥৶, ১১১৸/ ; ২২শে আগষ্ট ১১৩॥০, ১১৩॥৵ ; ২৩শে ১১৩৸০, ১১৩।৵ ১১৩৵ ; ২৪শে আগষ্ট ১১৩।০, ১১৩।৵ ; ৫ সুদের ঋণ—(১৯৪০-৪৩) ২৩শে আগষ্ট ১০৩॥০।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২১শে আগষ্ট ৩৪৸০ ; ২৪শে ৩৪৸০ ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—১৮ই আগষ্ট (সঃ আদায়ী) ১৫৩৮, ১৫৪৬, ১৫৪৭ (কণ্টি) ৩৮০৲, ৩৮২৲ ; ২১শে (সঃ আদায়ী) ১৫৪৩ ; ২২শে আগষ্ট (সঃ আদায়ী) ১৫৩৮ ; ২৩শে (কণ্টি) ৩৭৯৲, ৩৮১৲, ৩৮০৲ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৮ই আগষ্ট ১০৯৲ ; ১৯শে আগষ্ট ১০৯৲, ১১০৲ ; ২১শে আগষ্ট ১০৮॥০, ১১০৲, ১০৯॥০ ; ২২শে ১০৮৲, ১০৯৲, ১১০৲, ১০৮॥০, ১০৯॥০, ১০৯৲, ১০৮৲ ; ২৩শে আগষ্ট ১০৮৲, ১০৯॥০, ১০৯৲ ; ২৪শে আগষ্ট ১০৭॥০, ১০৮।০, ১০৯।০, ১০৭৲, ১০৮৲, ১০৯॥০।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া—১৮ই আগষ্ট (অডি) ॥/, ॥৵ ; ২৩শে (অডি) ৸০ ; বঙ্গলক্ষ্মী—২৩শে আগষ্ট ৪০৲, ৪১৲ ; মোহিনী মিল্‌স—(সঃ আদায়ী) ২১শে আগষ্ট ১০॥০ ; কেশোরাম—২২শে আগষ্ট ৪৵, ডানবার—২৪শে আগষ্ট ১১৯৲, ১২০৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে—১৯শে আগষ্ট (অডি) ৬৯৲ ; হাওড়া আমতা রেলওয়ে—২২শে আগষ্ট—১০০৲ ; ময়মনসিংহ ভৈরব বাজার রেলওয়ে—২৩শে ৯৮॥০ ; ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে ২৪শে ৭২৲।

কয়লার খনি

বরাকর—১৮ই আগষ্ট ১১।/, ১১।৵, ১১।৶, ১১॥৶ ; ১৯শে ১১।৶, ১১॥৵ ; ২১শে ১১ ; ২২শে ১০॥৵ ; চুরুলিয়া—১৮ই আগষ্ট ১।৵, ১॥০ ; সেণ্ট্রাল কুকেন্দ—১৮ই আগষ্ট ১১।০, ১১।৵, ১১॥৵ ; দেউলী—১৮ই ৬॥৵ ; ধেমো মেইন—১৮ই ১২।০, ১২॥০ ; ইকুইটেবল—১৮ই ৩০॥০ ; ২১শে ৩১৲, ৩১৵ ; হরিলাদি—১৮ই ১০৸০ ; ২১শে ১০।৵, ১০॥৵ ; মুণ্ডুলপুর—১৮ই আগষ্ট ৬৸/, ৭।০, ৭।৵ ; ২২শে ৬৸৵ ; ২৩শে ৭৲, ৭।০ ; নিউ বীরভূম—১৮ই আগষ্ট ১৫৸০, ১৫॥৵, ১৫৸৵, ১৬৵, ১৬।০, ১৫॥/, ১৫॥৶ ; ১৯শে ১৬৲ ; ২২শে ১৫৲, ১৫।০ ; ২৪শে ১৫৸০ ; নর্থ দামুদা—১৮ই আগষ্ট ৪॥/, ৪॥৵ ; ২১শে ৪।৵, ৪।৶, ৪॥০ ; পেঞ্চভেলী—১৮ই আগষ্ট ৩০৸০, ৩১৲ ; রাণীগঞ্জ—১৮ই আগষ্ট ২৮৸৵, টালচর—১৮ই ৸৵ ; ২১শে ৸০, ৸/, ৸৵ ; ২৩শে ৸০ ; শিবপুর—১৯শে আগষ্ট ১৯।০ ; বেঙ্গল—২১শে ২৯২৲ ; ২২শে ২৯৪৲, ২৯৫৲ ; ২৪শে ২৯৫৲, ২৯৬৲, ২৯৭৲। ভালগোরা—২১শে ৩॥০। বারয়া—২১ ৸৵ ; ২৩শে (প্রেফ) ১১৯৲, ১২০৲ ; কাট্রাস ঝরিয়া—২১শে ২৬৲, ২৬।০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া—২১শে ২৮।০, ২৮॥০ ; এ্যামালগামেটেড্—২৩শে ২৩।৵, ২৩॥৶। ভুলানবাড়ী—২৩শে ৭৲, ৭।০ ; বোকারো ও রামগড়—২৩শে ১২৸৵, ১৩/০

পাটকল

গৌরীপুর—১৮ই আগষ্ট ৫৪৪৲, (প্রেফ) ৫৩৬৲, ৫৩৭৲ ; ১৯শে ৫৪৪৲ (প্রেফ) ৫৩৬৲, ৫৩৭৲ ; ২২শে ৫৩৬৲, ৫৩২৲ ; হাওড়া—১৮ই আগষ্ট ৪৯।৶, ৫৯।৵, ৪৯।০ ৪৯৵, ৪৯৶ ; ১৯শে ৪৮।/, ৪৮/, ৪৮৸৶, ৪৮৸৵, ৪৮॥/, ৪৮॥৵, ৪৮/, ৪৮৸৵, ৪৮৸৶, ৪৮৸০, ৪৯॥০, ৪৮॥৶, ৪৮৸০, ৪৯।০, ৪৮৸৶, ৪৯।৶, ৪৯৵, ৪৯৶, (৭৲ সুদের প্রেফ) ১৫৩৲ ১৫৬৲ ; ২১শে আগষ্ট ৪৯৵ ৪৮॥/, ৪৮॥৵, ৪৮।৶ ; ২২শে ৪৭॥৶, ৪৮।০, ৪৭॥৵ ; ২৩শে ৪৮।৶, ৪৮৸০, ৪৯৲, ৪৮৸৵, ৪৯৵, ৪৮৸/, ৪৮৸৶, ৪৯৲, ৪৮॥৵ ; ২৪শে ৪৮৵, ৪৭৸৵, ৪৭৸৶, ৪৮৲, ৪৮॥০, ৪৮।০ ; হুকুমচাঁদ—১৮ই আগষ্ট ২৵, ১৸৵, ২/, ১৸০ (প্রেফ) ৩২॥০, ৩৩॥০, ২৮॥০, ৩৪৲, ৩১৲ ; ১৯শে ১৸০, ২৶, ১৸০, ১॥/, ২৲, ১॥৵, ১৸০ (প্রেফ) ২৫৲, ২৭৲, ২২৲. ২৫৲, ২৩৲, ৩২৲, ২৮৲, ৩৪৲, ৩১৲ ; ২১শে (অডি) ১॥/, ১৸/, ১॥৶, (প্রেফ) ৩০৲, ৩০॥০, ২৮৲ ; ২২শে ১॥৵ ১॥০, ১॥৶, (প্রেফ) ২৭৲, ২৭॥০ ২৮॥০ ; ২৩শে ১॥০, ১।৵, ৸৵, (প্রেফ) ২৭॥০, ২৫৸০ ; ২৪শে ১।০, ১৵, ১।৵, (প্রেফ) ২১৲, ১৮॥০ ; কাঁকনাড়া—১৮ই আগষ্ট ৩৪৪৲ ; ১৯শে ৩৩৮৲, ৩৪১৲ ; ২১শে ৩৩৭৲ ; ন্যাশনাল—

১৮ই আগষ্ট ২০৷০; ১৯শে ২০৷৷, ২০৷; ২২শে ১৯৷৵, ১৯৷৷০, ২০৲; ২৩শে ১৯৷৷৵; নিউ সেণ্ট্রাল—১৮ই আগষ্ট ২০৯৲; ১৯শে ২১৯৲; রিলায়ান্স—১৮ই আগষ্ট ৫৪৲, ৫৪৷৷০, ৫৪৷৷৵; ১৯শে (প্রেফ) ১৫৩৷৷০, ১৫৪৷৷০; (অর্ডি) ৫৪৲, ৫৪৷৷৵; ২১শে ৫৪৲ ৫৪৵; ২৩শে ৫৪৲, ৫৪৷৷০। আগড়পাড়া—১৯শে ১৪৸০; এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—১৯শে (অর্ডি) ৩১০৲, ৩১৪৲; ২১শে (প্রেফ) ১৪৯৷৷০; ২২শে ৩০৭৲, ৩০২৲; ২৩শে ৩০৫৲, ৩০৮৲, (প্রেফ) ১৪৯৷৷০, ১৫০৷৷০; বালী ১৯শে (অর্ডি) ১৮০৲, ১৮৩৲; ২৩শে ১৭৪৲, ১৭৫৲; বিরলা—১৯শে আগষ্ট ১৫৲ (প্রেফ) ১১৫৲, ১১৬৲; বজবজ—১৯শে (প্রেফ) ১৪৮৲, ১৪৯৲; সিডিমট—১৯শে (প্রেফ) ১৩৯৲, ১৪০৲; ক্লাইভ—১৯শে ২১৸০, ২২৲, ২২৷৴, ২১৸৵, ২১৸০, ২১৷০; বরানগর—২২শে ১৩২৲, ১৩৩৲, ১৩৪৲; ইণ্ডিয়া—১৯শে ২৬৩৷৷০; কামারহাটী—১৯শে ৪৫৫৲, ৪৪৮৷৷০; ২৩শে ৪৩৯৲, ৪৪৩৲, ৪৪০৲; বড়দহ—১৯শে (প্রেফ) ১৩৫৲, ১৩৬৲; ষ্ট্যাণ্ডার্ড—২২শে ১৩৯৲, ১৪০৷৷০; ওরিয়েণ্ট—১৯শে ১৬৮৲; ২৩শে ১৬০৲, ১৬৪৲ ১৬৫৲; প্রেসিডেন্সী—১৯শে ৩৲, ৩৷০; ২১শে ৩৵০; ২৩শে ৩৶; ইউনিয়ন—১৯শে ৩২৩৲; চাঁপদানী—২১শে ১৪১৲, ২২শে ১৪২৷৷০। হুগলী—২১শে ৪৩৷৷০, ৪৩৲; ২২শে (প্রেফ) ১৬৸০ ১৭৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১৮ই আগষ্ট ৫৷৴, ৫৷৷৴, ৫৷৷৵; ১৯শে আগষ্ট ৫৷৴, ৫৷৷৵; ২১শে আগষ্ট ৫৷৴, ৫৷৷৴, ৫৷০; ২২শে আগষ্ট ৫৷০, ৫৵, ৫৷৷০, ৫৶; ২৩শে আগষ্ট ৪৸৶; ইণ্ডিয়ান কপার—১৮ই আগষ্ট ১৷৷৵, ১৷৷৴, ১৷৷৵; ১৯শে আগষ্ট ১৷৷৵, ১৷৷৴, ১৷৷৵; ২১শে আগষ্ট ১৷৷৵, ১৸০, ১৷৷৶, ১৷৷৴; ২৩শে আগষ্ট ১৷৷৴, ১৸০, ১৷৷৴; ২৪শে আগষ্ট ১৷৷৵, ১৷৷৴; রোডেসিয়া কপার—১৯শে আগষ্ট ১৴০, ১৵; ২১শে আগষ্ট ১৵, ১৴০, ১৶; ২৩শে আগষ্ট ১৴০, ১৶; টেভয় টিন—২১শে আগষ্ট ১৲; ১৴০। কনসোলিডেটেড টিন—২২শে আগষ্ট ৫৲।

কেমিক্যাল

বেঙ্গল কেমিক্যাল—১৮ই আগষ্ট ৩২৫৲; (প্রেফ) ১৬৷০; আলকালি ও কেমিক্যাল—২১শে আগষ্ট (প্রেফ) ১১৮৲, ২১৮৷৷০, ১১৯৷৷০; ২৪শে আগষ্ট ১১৮৷৷০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেনারেস ইলেকট্রিক—১৮ই আগষ্ট ১২৸০, ১৩৲; ১৯শে আগষ্ট ১২৸০, ১৩৲; বেঙ্গল টেলিফোন—১৮ই আগষ্ট (অর্ডি) ১৮৵ (প্রেফ) ১৩৷৷৴; ১৯শে আগষ্ট ১৭৸০, ১৮৲, ১৮৵, (প্রেফ) ১৩৷৷৴; ২১শে আগষ্ট (অর্ডি) ১৮৲; ২৪শে আগষ্ট ১৭৸৵, ১৮৵; ভাগলপুর ইলেকট্রিক—১৮ই আগষ্ট ৮৷৵, ৮৷৷০; ১৯শে আগষ্ট ৮৷৵, ৮৷৷০; ২১শে আগষ্ট ৮৵, ৮৷৵; ঢাকা ইলেকট্রিক—১৯শে আগষ্ট ১৬৷৷৵, ১৬৷০; জোড়হাট ইলেকট্রিক—১৯শে আগষ্ট (অর্ডি) ১০৷০, (প্রেফ) ১০০৷৷০; ২১শে (প্রেফ) ১০৬৲। জব্বলপুর ইলেকট্রিক—২১শে আগষ্ট ১২৸০; ২২শে আগষ্ট ১৩৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—১৮ই আগষ্ট ২৪৸৴, ২৪৸, ২৫৲, ২৪৸৴০, ২৪৷৷৵, ২৪৷৷৶, ২৪৷৶; ১৯শে আগষ্ট ২৫৴, ২৫৷০, ২৪৸৵, ২৪৸৶, ২৪৸৴, ২৪৸, ২৫৵, ২৪৷৷৶, ২৪৸৴, ২৫৵, ২৪৸০, ২৪৷৷৶, ২৫৴০, ২৪৸০, ২৪৸৴, ২৪৸০, ২৫৲, ২৪৷৷৵, ২৪৷৷৶, ২৪৷৶; ২১শে আগষ্ট ২৪৷৴, ২৪৷৵, ২৪৷৷৵; ২২শে আগষ্ট ২৩৷৷৵, ২২৷৷৴, ২৩৸০, ২৪৲, ২৩৷৷৶; ২৩শে আগষ্ট ২৪৵, ২৪৷৵, ২৪৶, ২৪৷৶, ২৪৲; ২৪শে আগষ্ট ২৩৸৴, ২৩৷৷৴, ২৩৷৷৵, ২৩৷৵, ২৩৷৷০, ২৩৷৷৴, ২৪৵, ২৪৷৵, ২৩৸৶, ২৪৲; ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—১৮ই আগষ্ট (অর্ডি) ৭৲, (প্রেফ) ২৵; ১৯শে (অর্ডি) ৭৲, (প্রেফ) ২৵; ষ্টীল কর্পোরেশন—১৮ই আগষ্ট (অর্ডি) ১২৲, ১২৵, ১১৸৵, (প্রেফ) ৯৫৲; ১৯শে আগষ্ট ১২৷০, ১২৶, ১২৷০, ১২৶, ১২৷৷০, ১২৲, ১২৴০, ১২৷৶, ১২৲, ১২৷৴, ১২৲, ১১৸৶, ১২৷৴, ১২৲, ১২৵, ১১৸৵, (প্রেফ) ৯৩৷৷০, ৯৪৷৷০, ৯৪৲, ৯৫৲; ২১শে আগষ্ট (অর্ডি) ১১৷৷৶, ১২৲, ১১৸৶, ১১৷৷৴, ১১৸৴, ১১৶; ২২শে আগষ্ট ১১৴০, ১১৷৶, ১১৵, (প্রেফ) ৯৩৷৷০, ৯৪৷৷০; ২৩শে আগষ্ট ১১৷৵, ১১৷৷৵, ১১৶, ১১৷০, ১১৷৴; ২৪শে আগষ্ট ১১৵, ১১৷৵, ১১৷৷০, ১১৴৭, ১১৲ ১০৸৶, ১১৷৵, ১১৷৷০, ১১৸, ১১৷৴, ১১৷৷০; হুকুমচাঁদ—২১শে আগষ্ট (অর্ডি) ৫৷৵; (প্রেফ) ১৶; ২২শে আগষ্ট (অর্ডি) ৫৷০, ৫৴০, ৫৷৶; ২৪শে আগষ্ট (অর্ডি) ৫৲।

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন—১৮ই আগষ্ট (অর্ডি) ২৷৷০, ২৷৷৵; ২৪শে আগষ্ট (অর্ডি) ২৷৵, ২৷৷৴; ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট—১৮ই আগষ্ট ৭৴০; ১৯শে আগষ্ট ৭৴০; বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম—১৮ই আগষ্ট ৩৴০; ২১শে আগষ্ট ৩৶, ৩৷৴, ৩৵, ৩৷০, ৩৷৵; ২৪শে আগষ্ট ৩৷০, ৩৷৵; বেঙ্গল টিম্বার—১৮ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৬৭৲; বরুয়া টিম্বার—২১শে আগষ্ট ১৩৷৵; মেদিনীপুর জমিদারী—২২শে আগষ্ট ৫৬৲; ২৩শে আগষ্ট ৫৬৷৷০; ২৪শে আগষ্ট ৫৬৷৷০।

চা বাগান

পাত্রকোলা—১৮ই আগষ্ট ১৩৪৲, ১৩৫৲; বিশ্বনাথ—১৯শে আগষ্ট ২২৲, ২২৷০; ইষ্ট ইণ্ডিয়া—১৯শে আগষ্ট ৭৷৷০; ২১শে আগষ্ট ৭৷৷০, এথেল বাড়ী—১৯শে ৭৲, ৭৷০, হাসিমারা—১৯শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৫০৲, ১৫১৲, হাতীকীরা—১৯শে আগষ্ট ১৭৷৷০, লুনা—১৯শে আগষ্ট ২৷৷০, মহীমা—১৯শে আগষ্ট ৭৷০; ২১শে আগষ্ট ৭৷০ ৭৷৷০, মুড়ফুলানী—১৯শে আগষ্ট ৩৵ ৩৷০, নিউডুয়ার্স—১৯শে ৮১০৲, ৮১২৷৷০, পাণ্ডবোলা—১৯শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৪৲, ১৩৫৲; ২১শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩২৲, তুমসুং—১৯শে আগষ্ট ৮৷০, ৮৷৷০, সাপয়—২১শে আগষ্ট ৮৷০, ডিলফুলি—২৪শে আগষ্ট ২০৲, চণ্ডীপুর—২২শে আগষ্ট ৫৫৲, রুটেমা—২৪শে আগষ্ট ৭৲, সুংমা টাইরুণ—২২শে আগষ্ট ৯৸৵, ১০৲; ২৪শে আগষ্ট ১০৷০, ১০৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা ২৬শে আগষ্ট

এ সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৯শে আগষ্ট যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ফাটকা বাজারে পাটের দরের সর্ব্বোচ্চ হার ৩৮॥৶ আনা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৩৮।৶ ছিল। গত ২৩শে তারিখ তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৩৯।৶০ আনা ও ৩৮॥ আনা দাঁড়ায়। ২৪শে আগষ্ট তাহা ৩৯৸ আনা ও ৩৮৸০ পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য দামের হার উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৪০৸৶ আনা পর্য্যন্ত হইয়া ৪০॥৴ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২১শে আগষ্ট	৩৮৸০	৩৮৶০	৩৮।৶
২২ " "	৩৮॥৶	৩৮।০	৩৮।৶
২৩ " "	৩৯।৶	৩৮॥০	৩৯।০
২৪ " "	৩৯৸০	৩৮৸০	৩৯৸০
২৫ " "	৩৯৸০	৩৯৲	৩৯৶
২৬ " "	৪০৸৶০	৩৯৸০	৪০॥৴

গত ২১শে আগষ্ট বাঙ্গালা সরকার ফাটকা বাজারের নিম্নতম দরের হার ৩৬ টাকা হারে ধার্য্য করিয়া একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্স জারী হওয়ার পূর্ব্বে গত ১৯শে তারিখ ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দরের হার ছিল ৩৮৸০ আনা। অর্ডিনান্স জারী হওয়ার পর দিন অর্থাৎ ২২শে আগষ্ট তাহা কমিয়া ৩৮॥৶ আনা দাঁড়ায়। কাজেই ঐ অর্ডিনান্স পাটের দর বৃদ্ধির সহায়ক হয় নাই বলা চলে। কিন্তু ২২শে আগষ্ট বাজারে নানাদিক দিয়া পাটের দর বৃদ্ধির পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে দামের হারও চড়িতে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার পাট সম্পর্কে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মনীতির আভাষ প্রদান কালে আগামী মরশুমে বাধ্যকরীভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু এই ঘোষণা সত্ত্বেও বাজারে আগামী মরশুমে পাটচাষ বাধ্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ হইবে কি না তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। গত ২৩শে আগষ্ট এই মর্ম্মে এক খবর প্রকাশিত হয় যে বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে বাধ্যকরীভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অর্ডিনান্স জারী করিতেছেন। পরে ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ঐ বিষয়ে একটি আইনও পাশ করা হইবে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে পাটের বাজারে দরের একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে একদিকে মফঃস্বল অঞ্চলে পাটের দাম অনেকটা চড়া রহিয়াছে এবং অপরদিকে বাজারের পাটব্যবসায়ীরা সুদিনের অবস্থায় বর্ত্তমান চড়া দামেও বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয় করিতেছেন না। এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকার জন্যও পাটের দাম চড়িয়া যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে দামের হার হয়ত আরও বেশী পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইত। রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অনিশ্চিত গতি লক্ষ্য করিয়া চটকলওয়ালারা বর্ত্তমানে পাট বেশী কিছুই খরিদ করিতেছে না।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চটকলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই। তবে দামের হার চড়া আছে। ইণ্ডিয়ানজাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ এ প্তাহে ৭৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

পাকা বেল বিভাগে রাশিয়ার জন্য এ সপ্তাহে কিছু বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করা হইয়াছে। গত ১৮ই আগষ্ট বাজারে প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দাম ছিল ৩৮৸০ আনা। গতকল্য বাজারে তাহা বাড়িয়া ৩৯।০ আনা দাঁড়ায়।

থলে ও চট

প্রথমদিকে চটের নিম্নতম মূল্য সম্পর্কে অর্ডিনান্স জারী হওয়ার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকায় ও শেষদিকে উক্তরূপ অর্ডিনান্স জারী হওয়ার ফলে এ সপ্তাহে থলে ও চটের দাম কিছু চড়িয়াছে। গত ১৯শে আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ৮।৶ ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১১৴০ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৮৸৶ আনা ১১।০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে আগষ্ট

গত ২১শে ও ২২শে আগষ্ট ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী এবং রপ্তানীযোগ্য চায়ের ১১নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর মোট ২৭ হাজার ৩৪০ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে ২৪ হাজার ৯৬৭ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে। উহার গড় পড়তা দর ॥৶৫ পাই গিয়াছে। প্রত্যেক ধরণের চায়েরই ভাল চাহিদা ছিল। খারাপ ধরণের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না। টি, পি এবং পাতা চায়ের চাহিদা ছিল এবং উহার মূল্যও বেশী গিয়াছে। সাধারণ পরিষ্কার চায়ের বাজার তেজী ছিল এবং উহার মূল্যও চড়া গিয়াছে।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—সবুজ চা এবং গুড়া চায়ের ভাল চাহিদা ছিল তবে মূল্যের কোন স্থিরতা দেখা যায় না। দার্জ্জিলিং এর চা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের ভাল কারবার হইয়াছে। ভাল পাতা চা এবং পরিষ্কার ট্রোকেন জাতীয় চায়ের প্রতি খুব আগ্রহ দেখা যায় এবং উহার মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

১১নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল :—

রপ্তানীযোগ্য

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	২৪,৯৬৭	২২,৮৭৯	২১,১২৪
গড়পড়তাদর	॥৶৫	॥৴৯	॥৶৭

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত ...	১২,৪৪৬	১১,২৮৬	৭৪০১	৯৩৫৮
গড়পড়তা দর ...	।৩	।২	।৫	।১

লণ্ডনের বাজার

গত ১৬ই আগষ্ট লণ্ডনের চায়ের নীলামে ২১ হাজার ২ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৬·৪৬ পেনী এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১২·৭৮ পেনী গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৪·৮৯ পেনী এবং ১২·৭৮ পেনী ছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘনঘটা এবং ইঙ্গ-জাপান চুক্তির আলোচনা সম্পর্কে বিরূপ সংবাদের ফলে স্থানীয় তুলার বাজারে মন্দার ভাব দেখা দেয়। অপর দিকে রুশো-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির সম্ভাবনার ফলেও বাজারে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তবে বোম্বাইএর তুলার বাজার তেজী ছিল। বোম্বাইএর তুলা ব্যবসায়ীদের ধারণা যে ডানজিগ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং তাহার ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ না-ও হইতে পারে। বোম্বাইএর বাজারে কারবার খুব বৃদ্ধি না পাইবার জন্য মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। বোরোচ এপ্রিল-মে ১৫৩৸৵০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। জুলাই আগষ্ট ১৫৮৸৵০ আনায় দাঁড়ায়। বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়ারী ১২১৸০ এবং ওমরা ১৪৪৷৷০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

তুলা ফসল সম্পর্কে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ হওয়াতে বাজারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। গত বৎসরের এই সময়ের পূর্ব্বাভাষের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে তুলা চাষের পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ কম হইয়াছে।

বিদেশের বাজারে খুব অল্প কারবার হইয়াছে। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট ৯·২৭ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার ৯·২৯ সেণ্ট ছিল। বাহিরের বাজার হইতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত দর বৃদ্ধি পায়। লিভারপুলের বাজারে মজুদ তুলার পরিমাণ খুব অল্প এবং তজ্জন্য মূল্যও খুব চড়া যায়। মিডলিং স্পট ৫·২৭ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫·১৪ পেনী ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়।

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	জুলাই-আগষ্ট	ডিসে-জানু	ডিসে-জানু
আগষ্ট ১৩	১৫৭৷৷৵	১৪৩৷৷০	১১৮৷৷৵
„ ২১	১৫৬৷৷৵	১৪২৵	১১৭৸০
„ ২২	১৫৭৷৵	১৪৩৸০	১১৮৸৵
„ ২৩	১৫৮৸৵	১৪৪৷৷০	১১৯৸০
„ ২৪	১৫৯৷০	১৪৫৷৷০	১২০৷০
১ বৎসর পূর্ব্বে	১৪১৷৷০	১৩৭৲	১১৬৲
বসর পূর্ব্বে	১৭৮৷৷০	১৭৫৷৷০	১৪৬৷০

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহেও কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব. একই ভাবে বলবৎ ছিল। চাহিদার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত না হওয়ায় কারবার মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। পূজার বাজার উপলক্ষে মফঃস্বলের ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সামান্য কারবার হয় বটে তবে উহা মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ন্যায় কিছু নহে। অপর দিকে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগীতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার জামার কাপড় ও ধুতি সম্পর্কে খুব অল্প দরে জাপানের সহিত নূতন অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

দেশী কাপড়ের বাজারে খুচরা কারবার অল্পই হইয়াছে। সুতরাং মজুদ কাপড় একই অবস্থায় পড়িয়া আছে। কাপড় উৎপাদন নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে আর কোন প্রস্তাব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজারে মন্দা গিয়াছে। ভারতীয় সুতার মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। এই শ্রেণীর সুতার কারবার নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। কাথিওয়ার ও মধ্যপ্রদেশের বাজারে সুতার কাটতি বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। উত্তর ভারতের বাজারে কিছু কারবারের কথাবার্ত্তা হয় বটে কিন্তু মূল্য এত অল্প হইতেছে যে মিল সমূহ উহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। উত্তর ভারতের মিল সমূহ যেরূপ সস্তা দর দিতেছে তাহাতে বোম্বাইয়ের বাজারে সুতার কারবার বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। দক্ষিণ ভারতের বাজার হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাও নিরুৎসাহজনক। সাংহাই ও জাপানী সুতার আমদানী বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে সুতার বাজারের ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ নহে।

বিলাতী সুতা—মাঞ্চেষ্টার সুতার মূল্যাধিক্য বশতঃ কোন কারবার সম্ভব হয় নাই। অপর দিকে এই জাতীয় দেশী ও জাপানী সুতার প্রতিযোগীতা অত্যধিক বলিয়া দৃষ্ট হয়।

জাপানী ও সাংহাই সুতা—আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর সুতার মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। কারবারও অতিশয় নিয়মিত ভাবে চলে। প্রায় সকল কেন্দ্র হইতেই এই শ্রেণীর সুতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য বস্তুতঃ উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। সাংহাই একচেঞ্জের দরের অনিশ্চয়তার ফলে এই শ্রেণীর সুতার মূল্য আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া ব্যবসায়ীগণ আশঙ্কা করিতেছে। জাপানী একচেঞ্জে সুতার মূল্য অপরিবর্ত্তিত আছে; তবে এই শ্রেণীর সুতা শীঘ্রই বহুল পরিমাণে আমদানী হইবে বলিয়া মূল্য হ্রাসের দিকে যাইতেছে।

কৃত্রিম রেশমীসুতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় কৃত্রিম রেশমী সুতার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। জাপানী সুতার অগ্রিম কারবারের সম্পর্কে মূল্য হ্রাস পাইবার ফলেই ইটালীয় সুতার বাজারে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ যে সর্ব্বত্র মজুদ সুতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অপর দিকে কারবার হ্রাস পাইতেছে। ব্যবসায়ী এবং তাঁতিগণ প্রয়োজনানুরূপ সুতা ক্রয় করিতেছে মাত্র।

খৈলের বাজার

রেড়ির খৈল—এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ রেড়ীর খৈলের জন্য ২৸৵ হইতে ৩৲ পর্য্যন্ত দর দিতেছে; অপর পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার দর চারি আনা সহ) ৬৷০ হইতে ৬৷৷০ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিতেছে। মজুদ রেড়ির খৈলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। স্থানীয় খরিদ্দারদের মধ্যেই উহার চাহিদা বেশী।

সরিষার খৈল—স্থানীয় বাজারে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ সরিষার মিলের জন্য ১৵ হইতে ১৸৵ দর হইতেছে। আড়তদারগণ প্রতি মণী বস্তা (বস্তার মূল্য চারি আনা সহ) ৪৵ হইতে ৪৷৵ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর খৈল অল্প পরিমাণে ক্রয় করিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২৫শে আগষ্ট

ইউরোপে সমরাতঙ্কের ভাব বর্ত্তমান থাকায় এসপ্তাহের প্রথম দিকে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হার কিছু চড়ার দিকে ছিল। ২৫শে আগষ্ট তারিখে ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য বেশী পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় উভয় স্থানের বাজারেই সোনার দাম অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গত ২১শে আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৭ পা ৮ শি ৭ পেনী পর্য্যন্ত উঠে। ২২শে তারিখ তাহা ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী দাঁড়ায়। ২৩শে আগষ্ট বাজারে তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ২৪শে তারিখ তাহা কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৭ পা ১০ শি ৬ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল ৩৭৵ আনা। গত ২২শে আগষ্ট তাহা ৩৭৵৯ পাই পর্য্যন্ত উঠে। ২৩শে তারিখ তাহা ৩৭৵ আনা হয়। ২৪শে আগষ্ট তাহা কমিয়া ৩৬৸৶৯ পাই দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে তাহা ৩৭।৶৯ পাই হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৮ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৭৸/৬ পাই, বড়ালবার ৩৬৸/৬ পাই ও গিনি ২৩৸৵ আনা ছিল, গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸/ আনা, ৩৬৸ আনা ও ২৩৸৶ আনা দাঁড়ায়।

রূপা

একদিকে সমরাতঙ্কের ভাব বজায় থাকায় ও অপর দিকে বাজারে বিক্রয় যোগ্য রূপার পরিমাণ কম থাকায় এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দামের সমূহ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৯শে আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৭ ১/৮ পেনী ২১শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ১৭ ৫/১৬ পেনী হয়। ২২শে তারিখ ১৮ ৭/১৬ পেনী দাঁড়ায়। ২৩শে তারিখ তাহা ১৮ ২/১৬ পেনী পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে তাহা ২০ ১/১৬ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২১শে আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৪৬৸৵ আনা। ২২শে তারিখ তাহা ৪৮।৵ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২৩শে তারিখ তাহা ৪৭৸৵ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ২৪শে আগষ্ট তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০॥ আনা হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৫০।৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৮ই আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৪৬॥ ও ঐ খুচরা দর ৪৬৸ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫০৸/ আনা ও ৫১/ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট

জাভাচিনির আমদানীকারকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চিনির সর্ব্বনিম্ন দর ১০।৶০ আনা ধার্য্য করিয়া এক চুক্তি করিয়াছিল কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে তাহারা উক্ত হারে কারবার করিতে অসমর্থ হইয়া উহা প্রতি মণে দুই আনা হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে চিনির চাহিদা স্বাভাবিক অপেক্ষা কম আছে। ব্যবসায়ীগণের হাতে এখনও বহুপরিমাণ অবিক্রীত চিনি মজুদ পড়িয়া আছে। আড়তদার এবং খুচরা ব্যবসায়ীগণ পূজার বাজারের অপেক্ষা করিতেছে। বর্ষার জন্য মজুদ চিনির ঘাটতি আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ী ও আড়তদারগণ চিনি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। এই প্রকার মজুদ চিনি ক্রয় মূল্যাপেক্ষা প্রতি মণে প্রায় তিন আনা লোকসান দিয়াও বিক্রয় করা হইতেছে। গত ১৬ই আগষ্ট ফ্যাক্টরী সমূহ অবিক্রীত চিনি কাটতি করিবার প্রয়াস পায় কিন্তু চাহিদার অভাবে উহা কাটতি করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বস্তা। মজুদ দেশী চিনির পরিমাণ ৫ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়।

কানপুর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কানপুরের চিনির বাজারে চিনির চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক পরিমাণের দ্বিগুণ কারবার হয়। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে চাহিদা ও মূল্যের হার উভয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কারবারও খুব কম হয়। যে সকল ব্যবসায়ীর চিনির প্রয়োজন ছিল তাহারও কয়েকদিন পর সস্তাদরে পাইবার আশায় কারবার স্থগিত রাখে। এপর্য্যন্ত কানপুরের বাজারে জাভা চিনির আমদানী হয় নাই। কানপুর দেশী চিনি বিক্রয়ের সব চাইতে ভাল বাজার বলিয়া সকলের অভিমত।

বোম্বাই

বোম্বাইএর বাজারে জাভা চিনির চল্‌তি দর প্রতি হন্দরে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় প্রায় চারি আনা হ্রাস পায়। অদূর ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণ জাভা চিনি আমদানী হইবে ধারণায় কারবার হ্রাস পায়। বোম্বাইএর বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহের রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে।

গত ১৯শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৪১ হাজার ৩০৮ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৪ হাজার ৫৭ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

	মূল্য প্রতিমণ
বাঁকতুলসী (ঢেঁকি)	৪॥০
বাঁকতুলসী (আতপ)	৪॥৵০
চামরমনী (ঢেকি)	৪॥৵০
কমলভোগ (ঢেঁকী)	৪৶০
চিনি কামিনী (ঢেঁকী)	৫৵০
কাটারী ভোগ („)	৫/০
পাটনাই („)	৪৲
রূপশাল (ঢেঁকি)	৪।৵৬
দাদখনী („)	৪॥০—৪॥৵০

গত ১৯শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৩০৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ৩৪৯ টন ছিল।

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৩৯ | ১৮শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৪১-৫৪৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৪৮-৫৫৪
অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	৫৪৪	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫৫৫-৫৫৭
জাহাজী ব্যবসায়ে সরকারী সাহায্য	৫৪৫-৫৪৬	মত ও পথ	৫৫৮
বাংলায় টাকার বাজার	৫৪৭	বাজারের হালচাল	৫৫৯-৫৬৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলায় তুলার চাষ

বাঙ্গলা দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লম্বা আঁশযুক্ত তুলা বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হয় না বলিয়া এপ্রদেশের কাপড়ের কলগুলিকে উপযুক্ত ধরণের তুলার জন্য বাহিরের আমদানীর উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই অসুবিধা ও শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার জন্য বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি ও বাঙ্গলা সরকার সমবেতভাবে এ প্রদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে গত এক বৎসর বাঙ্গলা প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর তুলার চাষ সম্পর্কে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ চেষ্টা কার্য্যতঃ কতকটা সফলও হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন কয়েকটি কারণ দেখা গিয়াছে যে জন্য এই পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী করা ও তাহা দ্বারা বেশী পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে উহার উদ্যোক্তাদের অনেকে অসুবিধা বোধ করিতেছেন। বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে যখন পরিকল্পনাটি গঠিত হয় তখন উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ দ্বারা উহা ভালরূপ পরীক্ষিত করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হয় তাহাও ছিল প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে সামান্য। উদ্যোক্তারা আশা করিয়াছিলেন যে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি ঐ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে কার্য্যে পরিণত করা বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত লোক ও অর্থ দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি কার্য্যতঃ ঐরূপ কোন সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই অবস্থায় বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির একদল প্রতিনিধি শ্রীযুত গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাঙ্গলা সরকার যাহাতে বাঙ্গলায় উন্নত শ্রেণীর তুলা চাষ সম্পর্কে উপযুক্তরূপ সাহায্য প্রদানের জন্য ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটির উপর চাপ দেন সেজন্য তাঁহারা অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি মন্ত্রী ঐরূপ অনুরোধ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এবং ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি কিংবা পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট একজন তুলা বিশেষজ্ঞ চাহিয়া পাঠাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এ বিষয়ে কার্য্যতঃ কতদূর কি হয় তাহা আমরা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিব। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটি যে বাঙ্গলায় তুলা চাষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হন নাই, তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই গর্হিত কাজ হইয়াছে। ভারতবর্ষে উন্নত শ্রেণীর তুলা প্রবর্ত্তনের জন্য উক্ত কমিটি এ পর্য্যন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যয়িত টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বাঙ্গলা দেশকে যোগাইতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিটি বাঙ্গলায় তুলা চাষের উন্নতি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত মোটেই কিছু করেন নাই। যে প্রদেশে পূর্ব্বে মস্‌লিনের মত সুবিখ্যাত শ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী তুলা উৎপন্ন হইত সেই প্রদেশ সম্বন্ধে এই প্রকার উপেক্ষামূলক নীতি খুবই নিন্দনীয় এবং অচিরে তাহার একটা প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

চাউলের উপর আমদানী শুল্ক

বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের খাদ্য এবং বীজশস্য হিসাবে বৎসর বৎসর যে পরিমাণ ধানের প্রয়োজন হয় তাহা বাঙ্গলায় উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলায় প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ চা'লের ঘাটতি পড়ে তাহার কতকাংশ ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হয়। বাকী অংশের কোন সংস্থান হয় না বলিয়া বাঙ্গলার বহু লোক সারা বৎসর ধরিয়া দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে না। বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক তদন্ত বোর্ডের একটি রিপোর্ট হইতে আমরা ইতি-পূর্ব্বে এই সব কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি রেঙ্গুন হইতে ভারতে আমদানী চা'লের উপর একটা আমদানী শুল্ক বসাইবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধান্য তদন্ত কমিটিতে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিগণও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটি সমর্থনের পূর্ব্বে কতকগুলি বিষয় চিন্তা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রথমতঃ বাঙ্গলা দেশ যখন চা'লের জন্য বিদেশীর উপর আংশিক ভাবে নির্ভরশীল তখন বিদেশী চা'লের উপর আমদানী শুল্ক বসিলে বাঙ্গলার দরিদ্র জনসাধারণের উপর একটা পরোক্ষ কর-ভার বসিবে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনীয় ধান চাউলের শতকরা ৯২ ভাগ বাঙ্গলায় উৎপন্ন হইলেও ধানের জমি সমভাবে বন্টিত না থাকার দরুণ শতকরা ৫০ জন কৃষকও চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। যে সমস্ত কৃষক বৎসরে ২, ৪ বা ৬ মাস চা'ল কিনিয়া খায় আমদানী শুল্ক বসাইয়া চা'লের মূল্য বৃদ্ধি করিলে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের বহু ব্যক্তি এবং দিন মজুর ও শ্রমিকগণকে সারা বৎসর ধরিয়াই চা'ল কিনিয়া খাইতে হয়। রেঙ্গুনের সস্তা চা'ল না পাইলে উহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি এতদিনে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এরূপ অবস্থায় দেশের স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান কৃষক—যাহারা খাইখোরাকীর অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন করে তাহাদের সুবিধার জন্য বিদেশাগত চা'লের উপর শুল্ক বসাইয়া অন্য সকলকে অনাহারে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দেওয়া কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। যাহারা বিদেশী চা'লের উপর আমদানী শুল্কের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে রেঙ্গুন চা'লের মূল্য চড়াইয়া দিলে বাঙ্গলার কৃষক ধানের চাষে অধিকতর মনোনিবেশ করিবে এবং উহার ফলে ধান চা'লের ব্যাপারে বাঙ্গলা স্বাবলম্বী হইবে। উহাদের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উহারা যে কর্ম্মপন্থা সমর্থন করিতেছেন তাহা দেশের কোটী কোটী লোকের পক্ষে মারণাস্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। যাহারা বিদেশী চা'লের উপর আমদানী শুল্ক বসাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

বেরারে সমবায়ের দুরবস্থা

বেরার প্রদেশে সমবায় আন্দোলন এক অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। উক্ত প্রদেশের সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহ প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের নিকট যে টাকা দাদন করিয়াছিল তাহা আদায় হইতেছে না এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহ উহাদের প্রাপ্য টাকার বদলে ৫৪ হাজার একর পরিমিত জমি নিজ দখলে আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু অজন্মা ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে এই জমির আয় হইতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহ লাভ করা দূরে থাকুক জমির খাজানাই শোধ করিতে পারিতেছে না। উহার ফলে বেরারের ১২টি সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১টি ব্যাঙ্কই আমানতকারীদের দাবী শোধ করা বন্ধ করিয়াছে। এই সব সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে সাধারণের ৬৭ লক্ষ টাকা আমানত ছিল এবং উহার মধ্যে সরকারী পেন্সনভোগীদের দ্বারা ১০ লক্ষ টাকা, নাবালকদের তরফ হইতে ৬ লক্ষ টাকা এবং বিধবাদের দ্বারা ৬ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। কাজেই এই সব ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করাতে দুঃস্থ ব্যক্তিদের কি প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনামতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত জমি উহার পূর্ব্বতন মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া বাকী ঋণ ২০ বৎসরের কিস্তিতে আদায় করার ব্যবস্থা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণও তদনুপাতে কমাইয়া দেওয়া হইবে। উহার পর আমানতকারীদের যে টাকা প্রাপ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহার কতকাংশ একসঙ্গে আমানতকারীদিগকে দিয়া দেওয়া হইবে এবং বাকী অংশের জন্য আমানতকারীগণকে ডিবেঞ্চার প্রদান করা হইবে। এই ডিবেঞ্চারে ন্যায়সঙ্গত হারে একটা সুদ প্রদানের জন্য মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট জামীন থাকিবেন। এই সব প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে একটি আইনের খসড়া সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের অবস্থা বেরারের ব্যাঙ্ক সমূহের মত শোচনীয় না হইলেও বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক সমূহেরও যে অনেক টাকা অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং এই সব ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীদের দাবী যথাসময়ে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না তাহা সত্য। উহার ফলে বাঙ্গলারও বহু নাবালক শিশু এবং অনাথা বিধবার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বাঙ্গলার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের প্রাপ্য টাকার মধ্যে শতকরা কত অংশ আদায়যোগ্য তাহা আমরা অবগত নহি। যদি দেখা যায় যে একসঙ্গে না হউক ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে এই টাকার প্রায় সাকুল্য অংশ আদায় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বাঙ্গলা সরকারও আমানতকারীদের প্রাপ্য কতক টাকা একসঙ্গে প্রদান করিয়া বাকী টাকার জন্য ডিবেঞ্চার প্রদান করিতে পারেন। উহার ফলে বাঙ্গলা সরকারের কিছু আর্থিক ক্ষতি হইলেও সমবায় আন্দোলন সাধারণের বিরাগ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আর যদি দেখা যায় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের প্রাপ্য টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ তদনুপাতে হ্রাস করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় যে এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার কোন প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা অবলম্বন না করিয়া একপ্রকার নিরপেক্ষ দর্শকের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। ফলে একদিকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের অবস্থা দিন দিন শোচনীয়তর হইতেছে এবং অন্যদিকে সমবায় আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর বিরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে। "সমবায়

আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে দেশের উন্নতির সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইবে”—এই সারগর্ভ উক্তি স্মরণ করিয়া বাঙ্গলা সরকার কি দেশের সমবায় সমিতিগুলিকে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা স্থির করিতে পারেন না ?

প্যাক করিবার কাগজ

ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস্ এসোসিয়েসন সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারত সরকারকে এদেশে আমদানীকৃত প্যাক করিবার ও মোড়ক দেওয়ার কাগজের উপর রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করা সম্বন্ধে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতীয় কাগজ শিল্পের আসন্ন সঙ্কট বিবেচনা করিয়া অনেকেই এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স ও এই ধরণের একটি প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিদেশের আমদানীকৃত লেখার কাজে ব্যবহারোপযোগী কাগজের উপর প্রতি পাউণ্ডে ৯ পাই হারে রক্ষণ শুল্ক আদায় করা হইতেছে। ফলে দেশীয় কাগজের কলগুলি এক্ষণে কেবল ঐ শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত করার উপরই জোর দিতেছে এবং তাহাতে বর্ত্তমানে অতি উৎপাদন দেখা দিয়া দেশীয় কাগজ শিল্পের সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে এদেশে গড়ে প্রতি বৎসরে লেখার কাগজ ব্যবহৃত হয় প্রায় ৬২ হাজার টন। সেস্থলে এদেশে স্থাপিত কাগজের কলগুলির প্রায় ৮৬ হাজার টন পরিমিত কাগজ উৎপাদনের সামর্থ্য রহিয়াছে। চাহিদার তুলনায় এইরূপ অতিরিক্ত পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হইলে তাহা কাটতির কি ব্যবস্থা হইবে ভাবিয়া স্বভাবতঃ অনেকেই আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় দেশীয় কাগজের কলসমূহের উন্নতি অব্যাহত রাখিবার জন্য ঐসব কলে অন্ততঃ কতক পরিমাণে অন্য ধরণের কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আর সে বিষয়ে প্যাকিং ও মোড়কের কাজে ব্যবহৃত কাগজের কথা এস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশে এই শ্রেণীর কাগজের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে। দেশীয় কলে উহা উৎপন্ন না হওয়ার দরুণ বর্ত্তমানে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২০ হাজার টন পরিমিত ঐ শ্রেণীর কাগজ ভারতে আমদানী হইতেছে। এ দেশের প্রাপ্তব্য বাঁশের মণ্ড ঐরূপ স্থূল কাগজ উৎপাদনের পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী। সে হিসাবে এদেশের কলে তাহা প্রস্তুত করাও সম্ভবপর। দুই একটি ভারতীয় কাগজের কলে ইতিমধ্যে উহা উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্যাক কবিবার ও মোড়করূপে ব্যবহার করিবার কাগজ সম্বন্ধে দেশে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় ঐ বিষয়ে দেশীয় কলগুলি অদ্যাপি তেমন কোন অগ্রগতি দেখাইতে পারিতেছে না। ভারতীয় কাগজ শিল্পের হিতকল্পে এই অসুবিধা দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

কাগজ শিল্প বিষয়ে তদন্তের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে যে টেরিফ্ বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে মোড়ক ও প্যাকিংয়ের কাগজ তৈয়ারের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান চালাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। উহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন বিধানই অবলম্বন করিতেছেন না—ইহা পরিতাপের বিষয়। ইণ্ডিয়ান ফিস্‌ক্যাল কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে দেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক সুযোগ দেখা গেলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তজ্জন্য প্রয়োজনমত সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়েই কার্য্যতঃ এই নীতি পালন করিতেছেন না। কোন শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কোন সংরক্ষণ দাবী যথাযথ বিবেচনা করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফলে দেশে অনেক নূতন শিল্প স্থাপনের উপযোগী কাঁচা মাল থাকা সত্ত্বেও বিদেশীয় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া অনেকে ঐসব শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থ নিয়োগ করিতে স্বতঃই দ্বিধা বোধ করেন। এদেশে ব্যাপকভাবে প্যাকিং ও মোড়কের কাগজ তৈয়ার আরম্ভ করা বিষয়েও বর্ত্তমানে ঐ অসুবিধাই লক্ষিত হইতেছে। ঐ অসুবিধা দূর করিতে অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত।

সরকারী পরিচালনায় টেলিফোন

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে বর্ত্তমানে টেলিফোনের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা এক একটি কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে এবং টেলিফোনের এই ব্যবসায়ে যে লাভ হয় তাহা কোম্পানীর পরিচালক ও অংশীদারগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইসব কোম্পানীর অংশীদারের মধ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা খুব সামান্য। কাজেই টেলিফোন কোম্পানীসমূহ ভারতবর্ষের শোষণের একটি বড় রকম পন্থা হইয়া আছে। টেলিফোন কোম্পানী দেশ হইতে কি পরিমাণ টাকা শোষণ করে তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে একমাত্র কলিকাতাস্থ বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনেরই বৎসরে ১৮।১৯ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই কোম্পানীর ইউরোপীয় পরিচালক ও কর্ম্মচারীবৃন্দ বৎসরে পারিশ্রমিক হিসাবে যে টাকা গ্রহণ করেন তাহার পরিমাণও কম নহে। টেলিফোন কোম্পানীর এই লাভ বিদেশীর হস্তগত হওয়াতে দেশের যে কেবল আর্থিক ক্ষতি হইতেছে এরূপ নহে। সংবাদ আদান প্রদানের একটি অন্যতম প্রধান ব্যবস্থা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকা দেশবাসীর সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের দিক হইতেও একটা নিরাপদ ব্যাপার নহে। এইসব কারণে টেলিফোন কোম্পানীসমূহের সহিত ভারত সরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ভারত সরকার যাহাতে এইসব কোম্পানীর পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তজ্জন্য অনেক দিন ধরিয়া দেশে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু বৃটিশ পরিচালিত রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে ভারত সরকার অনেক সময়েই যে প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে বৃটিশ পরিচালিত টেলিফোন কোম্পানীগুলিকে স্বহস্তে গ্রহণ করার ব্যাপারে ভারত সরকার উৎসাহী হইবেন কি না তদ্বিষয়ে দেশবাসীর মনে বিশেষ সন্দেহ ছিল। সম্প্রতি প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের প্রতিনিধিদের সহিত কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত টেলিফোন কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং এই বৈঠকে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জি ভি বিয়ুরও উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ যে এই বৈঠকে আগামী ১৯৪৩ সালে এইসব কোম্পানীর সহিত ভারত সরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ভারত সরকার স্বয়ং এই তিনটি কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আপাততঃ স্থির হইয়াছে। এই সংবাদে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। তবে দেশবাসী স্বভাবতঃই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সংবাদ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবে। এই বিষয়ে একটা আনন্দের কথা এই যে ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার বিয়ুর একজন ভারতবাসী এবং তাঁহার চেষ্টাতেই ভারত সরকার কর্ত্তৃক টেলিফোন কোম্পানীগুলির পরিচালনাভার গ্রহণ করিবার প্রস্তাব এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে বর্ত্তমানের অস্থায়ী সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত রূপ দিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

গত শুক্রবার মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জনসাধারণের ধারণা ছিল না। ঐ দিন প্রভাতী সংবাদপত্র সমূহে ইউরোপীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে ধরণের সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। উহার ফলে ঐ দিন শতকরা ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪।০ আনা হইতে চড়িয়া ৯৫॥৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু অপরাহ্ণকালে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংখ্যায় যখন জার্ম্মান সৈন্যদলের প্রতি হের হিটলারের ঘোষণা বাণী প্রকাশিত হইল তখন যুদ্ধ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। উহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানীর কাগজের দর নামিয়া ৯২॥৵০ আনায় পরিণত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখার সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন সংবাদ এদেশে পৌঁছে নাই। তবে শীঘ্রই এই ধরণের সংবাদ এদেশে পৌঁছিবে বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিতেছেন। যাহা হউক, যুদ্ধের আশঙ্কায় কোম্পানীর কাগজের অন্যান্য দিকেও বিপুল প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারত সরকার শতকরা বার্ষিক এক টাকার সামান্য কিছু বেশী সুদে ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদন করিলেও তাঁহারা বাজার হইতে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার বেশী টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং উহার জন্য তাঁহাদিগকে শতকরা বার্ষিক পৌনে তিন টাকারও কিছু বেশী হারে সুদ দিতে হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই হার আরও বাড়িবে সন্দেহ নাই।

যুদ্ধের আশঙ্কায় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের শেয়ারের মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। গত শুক্রবার পাট, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, খনি, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, কাগজ, রবার, চিনি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যই চড়িয়াছে। একমাত্র চায়ের শেয়ারে তেমন কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। যদিও যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বৃটিশ সরকার ভারতীয় চা বাগান হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত চা ক্রয় করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন তথাপি তাঁহারা কি দরে চা ক্রয় করিবেন তাহা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে জানান নাই। চায়ের শেয়ারের বাজারে মন্দার উহাই কারণ।

পণ্য দ্রব্যের মধ্যে গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের মূল্য ৩৮৸৵০ আনা হইতে চড়িয়া ৩৯/৬ পাইয়ে পরিণত হইয়াছে। রৌপ্যের প্রতি ১০০ ভরির মূল্য ৫০ টাকা হইতে ৫০।৵০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ দিন লৌহজাত জিনিষের মূল্য শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। অন্যান্য ধাতুদ্রব্যের মূল্যও ঐ দিন উল্লেখযোগ্য ভাবে চড়িয়াছে। তূলা, বীজশস্য ও খাদ্যশস্যের মূল্যও বর্ত্তমানে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপড় ও সূতার মধ্যে বিদেশী কাপড় ও সূতার মূল্য কিছু চড়িয়াছে। তবে ভারতীয় কাপড় বাজারে খুব বেশী পরিমাণে মজুদ থাকাতে উহার মূল্য এখনও চড়ে নাই। রং ও রঞ্জন দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, চিনি, মশল্লা, লবণ প্রভৃতির বাজারেও বেশ তেজী ভাব দেখা দিয়াছে। রাজনীতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য গত শুক্রবারে চটকল ওয়ালাগণ বাজার হইতে পাট ক্রয় করে নাই। ফলে ঐ দিন ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৭॥০ আনা ছিল। তবে শুক্রবার চটের দর ভালরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১১ পোর্টার চট দর ১২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

পাটের কথা একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ বাঙ্গলার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পাটের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাটের মূল্য স্থায়ীভাবে চড়িবে কিনা উহা অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে বাজারে নানা মতভেদ দেখা যাইতেছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পাটের মূল্য উল্লেখযোগ্যরূপে কমিয়া গিয়াছিল। কারণ যুদ্ধের জন্য বিদেশে পাট ও পাটজাত থলে ও চট চালান দেওয়া খুব কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে এবার পাটের মূল্য আরও বেশী কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু এবার যুদ্ধের মধ্যে বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষণের আশঙ্কা খুব বেশী। এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ায় জন্য কোটী কোটী থলের প্রয়োজন হইবে। অত্রাবস্থায় যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে থলে রপ্তানী খুব কষ্টকর হইলেও ইরাক, প্যালেষ্টাইন, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে কোটী কোটী থলের রপ্তানী হইবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থার জন্য অগণিত থলের প্রয়োজন হইবে। সেই হিসাবে এবার যুদ্ধের সময়ে পাটের মূল্য উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের এই মূল্যবৃদ্ধি বর্ত্তমানে অনেকটা উত্তেজনা-প্রসূত এবং ফাটকাওয়ালারাও কৃত্রিম উপায়ে দর চড়াইয়া দিতেছে। কাজেই পণ্য মূল্যের বর্ত্তমান গতি অনেকটা অস্বাভাবিক। তবে যুদ্ধের ফলে সকল শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যই যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা আমাদের দেশের পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ। কারণ পণ্যমূল্য হ্রাসের ফলে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইতেছে এবং ইতিপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। তবে যুদ্ধের ফল স্বরূপ যতদিন পর্য্যন্ত টাকার হিসাবে দেশের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না পাইবে ততদিন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশের লোকের দুঃখদুর্দ্দশা খুব বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় কতদূর সফল হয় তাহা দেখিবার বিষয়।

পণ্যমূল্য ছাড়া দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থার উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে উহার ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ছাড়া অবনতি ঘটিবে না। ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মূল্য বর্ত্তমানে যে ভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহাতে আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশের সহিত ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রতিযোগিতা করা অনেক সহজ হইবে। ইংলণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইলে বর্ত্তমানে যে সমস্ত ভারতীয় শিল্প ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় জীবন্মৃত হইয়া আছে সেই সব শিল্প মাথানাড়া দিয়া উঠিতে পারিবে। যুদ্ধের ফলে ভারতের বাজারে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতাও বিলুপ্ত হইবে। মোটের উপর ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, রসায়ন শিল্প, সাবান শিল্প, ইস্পাত শিল্প ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প—যাহা ভারতের বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে এই যুদ্ধে তাহার উন্নতির খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিগত ১৯১৪ সালে যে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার ফলে ভারতে বহুসংখ্যক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, পুরাতন অনেক শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। দেশবাসী বর্ত্তমান সুযোগে যদি নিশ্চেষ্ট না থাকে তাহা হইলে এবারও দেশের শিল্প বাণিজ্যের সমূহ উন্নতি ঘটিবে সন্দেহ নাই।

জাহাজী ব্যবসায়ে সরকারী সাহায্য

ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে সমুদ্রপথে প্রত্যেক বৎসরে ৫০ লক্ষ টন ওজনের মাল-পত্র আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর বিদেশে যে মালপত্র রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে মালপত্র আমদানী হয় তাহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। এই এক কোটি সত্তর লক্ষ টন ওজনের মালপত্র বহনের কাজে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর স্থান অতি নগণ্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে যে মালপত্র আদানপ্রদান হইতেছে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ এবং বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে মালপত্রের আদান-প্রদান হইতেছে তাহার শতকরা মাত্র ২ ভাগ ভারতীয় জাহাজসমূহ বহন করিয়া থাকে। এই বিপুল ব্যবসায়ে জাহাজ ভাড়া হিসাবে ভারতবাসী প্রত্যেক বৎসর ৫৭ কোটি টাকার মত প্রদান করিয়া থাকে এবং উহার মধ্যে ৫০ কোটি টাকাই বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহের হস্তগত হয়। মালবহন ছাড়া ভারতবর্ষ হইতে এবং ভারতবর্ষে যাত্রী বহন করিয়াও জাহাজ কোম্পানী সমূহের বহু টাকা আয় হইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর স্থান একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইদানীং সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে জেড্ডা পর্য্যন্ত হজ যাত্রী বহনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহ এই ব্যাপারে সিন্ধিয়া কোম্পানীর সহিত যে প্রকার অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া কোম্পানী এই ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিবে কিনা সন্দেহ।

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর এই পশ্চাৎপদতা এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের বৎসর বৎসর ৫০ কোটি টাকা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকা ক্ষতির কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বহু ক্ষেত্রে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে জাহাজ কোম্পানী স্থাপন করিয়া যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসা পরিচালিত করিবার জন্য গত ৪০ বৎসর ধরিয়া ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে এবং এই ব্যবসায়ে দেশের বহু ধনীব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের উপকূল বাণিজ্য এবং বহির্ব্বাণিজ্য শক্তিশালী বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ পূর্ব্ব হইতেই এরূপভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে যে ভারতীয় কোন জাহাজ কোম্পানী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র উহারা যাত্রী ও মালের ভাড়া অসম্ভবরূপ কমাইয়া দিয়া ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে ধ্বংস অথবা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। এই ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলিকে বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সরকারী ভার বহন ও অন্যান্য কাজে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করিয়া এই ব্যাপারে ভারত সরকারও বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলিকে কম সাহায্য করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহায্য করা দূরে থাকুক শক্তিশালী বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহ যখন অবৈধ প্রতিযোগিতার দ্বারা ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির অপরিসীম ক্ষতি সাধন করিয়াছে তখন ভারত সরকার নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইয়া অথবা যথোপযুক্তভাবে আইন প্রণয়ণ করিয়া ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীকে একটু সাহায্য করা পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট যদি এই ব্যাপারে এরূপ নির্ব্বিকার ভাব অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষ জাহাজী ব্যবসায়ে সমুন্নত হইয়া উঠিত, এই ব্যবসায়ের মারফতে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ৫০ কোটি টাকা বাহির হইয়া যাইত না এবং জাহাজী ব্যবসায় ও জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের পথ হইত। ইংলণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশ জাহাজ ভাড়া বাবদ বিদেশকে তো কিছু দেয়ই না—অধিকন্তু ঐ বাবদ বিদেশ হইতে ইংলণ্ডের বৎসর বৎসর ৭॥ কোটি হইতে ১২॥ কোটি পাউণ্ড আয় হইয়া থাকে। ঐ দেশে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ভাবেই আড়াই লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে। এই সব কথা বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষে জাহাজী ব্যবসায় ও জাহাজ শিল্পের মারফতে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাহা হউক ভারতীয় জাহাজী ব্যবসাকে ধ্বংস করিবার জন্য বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ পূর্ব্বাপর যে অপচেষ্টা করিয়া আসিয়াছে বর্ত্তমানে তাহার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত জাভা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত যে মালপত্রের আদান প্রদান হইত তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত বৃটিশ জাহাজ সমূহের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু ইদানীং জাপানী জাহাজ কোম্পানী সমূহ এই লাভজনক ব্যবসা হইতে বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহকে অনেক ক্ষেত্রে বিতাড়িত করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিতাড়িত করিবার উপক্রম করিয়াছে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৮৯-৯০ সাল) জাপান যখন প্রথম কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তুলা ক্রয় করা আরম্ভ করে সেই সময়ে জাপান জাহাজী ব্যবসায়ে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ঐ সময়ে পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজযোগে ভারতীয় তুলা জাপানে রপ্তানী হইত এবং পি এণ্ড ও কোম্পানী প্রতি টন তুলার জন্য ১৭ টাকা ভাড়া আদায় করিত। এই ভাড়া অত্যধিক দেখিয়া টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত মিঃ জে, এন, টাটা জাপানীদের সহযোগে ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে একটি জাহাজ কোম্পানী স্থাপন করেন। উহা দেখিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানী তুলার ভাড়া ১৭ টাকা হইতে কমাইয়া ১॥ টাকায় পরিণত করে। ফলে জে, এন, টাটার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনি এই কোম্পানীর স্বত্বস্বামীত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে জাপানীদের হাতে ছাড়িয়া দেন। এই সময় জাপানী গবর্ণমেন্ট কোম্পানীকে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন এবং পি এণ্ড ও কোম্পানী অবৈধ প্রতিযোগিতা দ্বারা কোম্পানীকে ধ্বংস করা অসম্ভব মনে করিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এই ভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ে জাপানী জাহাজ কোম্পানীর প্রবেশাধিকার

লাভ ঘটে। বর্ত্তমানে জাপানী গবর্ণমেণ্টই যে কেবল নানাভাবে জাপানী জাহাজ কোম্পানী গুলিকে অর্থসাহায্য করিতেছেন এমন নহে—জাপানে বর্ত্তমানে সমস্ত জাহাজ কোম্পানীকে একত্রীভূত করিয়া উহাদিগকে অশেষ শক্তিশালী করা হইয়াছে। অধিকন্তু জাপানে যে সমস্ত ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে মাল আমদানী ও বিদেশে মাল রপ্তানী করে তাহারাও জাহাজ কোম্পানীগুলিকে সাহায্য করিতেছে। জাপান হইতে বর্ত্তমানে কোন মাল কিনিতে গেলে তজ্জন্য মালের মূল্য, মালের বীমার প্রিমিয়াম এবং মাল চালান দিতে যে জাহাজ ভাড়া পড়ে তাহা একত্রে হিসাব করিয়া মূল্য সাব্যস্ত করিতে হয়। পক্ষান্তরে জাপানে কোন মাল রপ্তানী করিতে হইলে জাপানী ক্রেতাগণ মালের মূল্য এবং রপ্তানীকারী দেশের বন্দর পর্য্যন্ত মাল পৌঁছাইতে যে ব্যয় পড়ে তাহা একত্রে হিসাব করিয়া মূল্য সাব্যস্ত করে। এরূপ ব্যবস্থার ফলে জাপানী জাহাজ কোম্পানী ছাড়া অন্য জাহাজে মাল আদান প্রদান এবং জাপানী বীমা কোম্পানী ছাড়া অন্য কোম্পানীতে মালের বীমা করা সম্ভবপর হয় না। এই সব কার্য্যনীতি এবং জাপানের সহজাত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ইত্যাদির জন্য প্রাচ্য দেশ সমূহে বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহের টিকিয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাজেই এখন বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর স্বার্থের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যজাত জাহাজী ব্যবসায়ের স্বার্থের রব উঠিয়াছে। কারণ ইংলণ্ড এখন দেখিতেছে যে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি যদি একযোগে জাপানের জাহাজ কোম্পানীগুলিকে বাধা না দেয় তাহা হইলে একা ইংলণ্ডের পক্ষে প্রাচ্য দেশের জাহাজী ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকা অসম্ভব। এজন্য প্রাচ্যদেশ সমূহে জাহাজী ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি নামে যে একটি তদন্ত কমিটি বসান তাহারা প্রাচ্য দেশের জাহাজী ব্যবসায়ে বৃটিশ কোম্পানী সমূহ যাহাতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যজাত দেশের সহিত বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা না করিয়া সহযোগিতা ও সদ্ভাবের সহিত কাজ করে তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। অধিকন্তু ভারতবর্ষ ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজ নিজ দেশের জাহাজী ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য ও অন্যবিধ পৃষ্ঠপোষকতা করেন তজ্জন্যও তাঁহারা পরামর্শ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কমিটি উহাও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বৃটীশ ও ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হউক এবং প্রাচ্যদেশ সমূহে জাহাজী ব্যবসায়ে অবলম্বনীয় নীতি ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হউক। জাপানে আমদানী ও রপ্তানীকারকগণ যে ভাবে জাপানী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে সাহায্য করিতেছে প্রাচ্যের বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ সমূহের আমদানী ও রপ্তানীকারকগণকেও যাহাতে তদনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করান যায় তজ্জন্যও ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

জাপানী প্রতিযোগিতার সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি এতদিন পরে যে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী ও অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আসন্ন বিপদ দেখিয়াও এবং আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের মধ্যেও বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহ ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটির সুচিন্তিত ও দূরদর্শিতামূলক উপদেশ মানিয়া লইয়া ভারতের উপকূল বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহের ন্যায্য দাবী এবং অধিকার মানিয়া লইবার কোন মনোভাব দেখাইতেছে না। ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত ভারত সরকারেরও কোন আগ্রহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। মানুষ স্বার্থান্ধ হইলে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় এবং ধ্বংসের পথ বাছিয়া লয়। কাজেই বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহের বর্ত্তমান মনোভাবের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারত সরকার কেন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এই বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহের প্রতিনিধি সভা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ষ্টিমসিপ ওনার্স এসোসিয়েশন কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কি উত্তর দেন তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। জাতির স্বার্থের পরিপোষক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বহুদিন পর্য্যন্ত অমার্জ্জনীয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটির উপদেশে কি তাঁহাদের একটু চৈতন্য সম্পাদিত হইবে না?

বাংলায় টাকার বাজার

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু)

বাংলায় চাষীখাতক আইন প্রচলিত হওয়ায়, পল্লী অঞ্চলের লেন্-দেন একদম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহাদের হিতার্থে এই আইন পাশ করা হইয়াছিল, মহাজন দাদন বন্ধ করায়, তাহাদের অনেক জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। যে সমস্ত চাষী অতি কষ্টে জমীতে ধানের বীজ ছড়াইয়াছিল, অতিরিক্ত বর্ষা ও বন্যার ফলে তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাংলার মহাজন সম্প্রদায় যদি হাত গুটাইয়া না বসিতেন, তাহা হইলে চাষীরা তাহাদের নিকট টাকা দাদন লইয়া, বিভিন্ন স্থান হইতে ধানের চারা খরিদ করিয়া রোপন করিতে পারিত। তাহাতে যদি ফসল ষোল আনা নাও জন্মিত, বার চৌদ্দ আনার কম হইত না। সুতরাং চাষীখাতক আইনের সুফল এখন কৃষক সম্প্রদায় বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেছে। তদুপরি শালিসী বোর্ড কর্ত্তৃক এতদিন যে সমস্ত ঋণের কিস্তি হইয়াছে, তাহা আদায়ের জন্য এই সময় সার্টিফিকেট জারী চলিতেছে। অর্থাভাবে যদি চাষীর জমিজমা চাষ আবাদ বন্ধ থাকে তবে বোর্ড কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত স্বল্প-কিস্তিব টাকাই বা কি প্রকারে শোধ হইবে? গত ১২ই শ্রাবণ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মাননীয় সদস্য শ্রীযুত অদ্বৈতকুমার মাঝি "বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষক দরদ" সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঋণশালিসী আইনে চাষী সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থার বিষয় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ইহার উপর আবার মহাজনী আইন পাশ করিয়া সোনায় সোহাগা হইয়াছে। টাকার বাজার ঠাণ্ডা করিবার যেটুকু বাকী ছিল, তাহা চরমে পৌঁছিয়াছে। মহাজনের টাকা না হইলে চাষীর জমী চাষ-আবাদ হয় না, পেটে অন্ন জোটেনা, মধ্যবিত্ত ও জমিদার সম্প্রদায়ের সম্পত্তি রক্ষা হয় না, ব্যবসায়ীদেরও ব্যবসা চলে না। বাংলার তরুণ শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

বাংলার চাষীখাতকের হিতার্থে যে আইন পাশ করা হইয়াছিল তাহার ফলে আজ বাংলার অনেক জমীজমা পতিত অবস্থায়। চাষীদের যদি বছরের একটি ফসল মারা যায়, তবে শালিসী বোর্ড কর্ত্তৃক তাহারা ঋণের যে সুবিধা পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর সার্টিফিকেট জারীর ফলে আজ তাহারা ভিটাহারা পর্য্যন্ত হইতে বসিয়াছে। জমিদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, প্রজার নিকট কর আদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ কিস্তির নির্দ্দিষ্ট দিনে গবর্ণমেণ্ট 'রেভিনিউ' দাখিল না করিলে সম্পত্তি থাকেনা। এ অবস্থায় পূর্ব্বে তাঁহারা মহাজনের টাকার সাহায্যে কিছুদিন ঠেকাইতে পারিতেন, এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ সম্প্রদায়ও আজ ধ্বংসের পথে।

বাংলার ব্যবসায়ীরা মহাজনের টাকার সাহায্যে চিরকালই ব্যবসা চালায়। কিন্তু মহাজনী আইনে ব্যবসা সংক্রান্ত দাদন বাদ দেওয়া হইলেও, তাহার মধ্যে যে সমস্ত বাঁধন কষণ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে মহাজনেরা আর কাহাকেও একটি টাকা ধার দিতেছে না। সুতরাং ব্যবসায়ীরা গণেশ উল্টাইতে সুরু করিয়াছে।

বাংলার তরুণশিল্পগুলি মহাজনের টাকার ভরসায়, কল-কারখানা ফাঁদিয়া কাজে ঝাঁপ দিয়াছিল। আজ মাঝ দরিয়ায় তাহাদের ভরা বান্‌চাল্ হইল। এক্ষণে উক্ত শিল্প-কারখানা হয় অবাঙ্গালীর হাতে যাইবে—না হয় মেসিনারী ও যন্ত্রপাতি মল্লিক বাজারের ভাঙ্গাইওয়ালাদের দোকানে গিয়া পৌঁছিবে।

বর্ত্তমানে মহাজন সম্প্রদায়ের কি প্রকার মনোভাব দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নের বিবরণে বেশ স্পষ্ট অনুমান হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক খ্যাতনামা উকিল তাঁহার এক প্রতিবাসী বন্ধুর একটি শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য, ত্রিশহাজার টাকা মূল্যের একখানি বাড়ী বন্ধক রাখিয়া জনৈক বিখ্যাত ধনী মহাজনকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিতে চিঠির দ্বারা অনুরোধ করেন। তদুত্তরে উক্ত মহাজন জানান যে,—"মহাজনী আইনের একটা শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও টাকা ধার দিতে রাজী নহি। বর্ত্তমানে আমরা বাংলায় লেন-দেন বন্ধ করিয়া দিয়া 'ফরেন ডিবেঞ্চারে' টাকা খাটাইতেছি। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় দুঃখিত।"

বাংলার চাষী সম্প্রদায় ফসল উৎপাদনকালে মহাজনের নিকট হইতে টাকা ও খোরাকীর ধান ধার লইত। তদ্দ্বারা তাহারা জমীর চাষ আবাদ করিত এবং মালিকের বাকী খাজনাও কতকটা শোধ দিত। পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা চাষীদের অভাব অভিযোগের সময় ধারে মাল দেয়। মহাজনের নিকট টাকা

(৫৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলার ইউনিয়ন বোর্ড

গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা দেশে মোট ৪ হাজার ৮৯৫টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৫ হাজার ৪৪টিতে দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ১৪৯টি নূতন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১০০টি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৪৪ লক্ষ ৪২ হাজার দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের আয় বাড়িয়া ৯৮ লক্ষ ৩ হাজার টাকার স্থলে ১ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। খরচের পরিমাণ ৯৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার স্থলে বাড়িয়া ১ কোটি ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যয়িত মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৯·২৫ ভাগ চৌকিদার ও দফাদারের বাবদই ব্যয় হইয়াছে। এবৎসর ইউনিয়ন বোর্ড সমূহ গ্রাম্য রাস্তা ঘাট ইত্যাদির জন্য ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে। জল সরবরাহ কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া নর্দ্দমা ও নালা প্রভৃতির জন্য ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

(বাঙ্গলায় টাকার বাজার)

ধার লইয়া তাহারা ঐ দেনাও পরিশোধ করিয়া থাকে। কারণ অভাবের সময় ব্যবসায়ীদের দ্বারা তাহারা ধারবাকীর অনেক সাহায্য পায়। কিন্তু বর্ত্তমানে মহাজন হাত গুটানোর ফলে তাহাদের চাষ আবাদ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাকী খাজনায় জমীজমাও নীলামে উঠিতেছে। ব্যবসায়ীদের দেনা পরিশোধ করিতে না পারায়, চাল ডাল অভাবে উনুনে হাঁড়ি চড়াও এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও চাষীদের নিকট হইতে ধারবাকী আদায় করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইতেছে। মালিকগণের খাজনা আদায় না হওয়ায় সম্পত্তি নীলামে উঠিতেছে। আজ যদি বাজারে মহাজনের টাকার 'রোলিং' চলিত, তাহা হইলে খাতক সম্প্রদায় হয়তো আরও কিছুদিন যুঝিতে পারিতেন। এখন মহাজন সম্প্রদায় বাজার হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সুতরাং বাংলার টাকার বাজারে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে টাকার বাজারের এই অবস্থা দৃষ্টে একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। একদিন প্রবল ঝড়ের সময় এক বৃদ্ধকে যেদিকে বায়ুর গতি ঘরের সেই দিকে ঠিকা দিতে দেখিয়া, তাহার জনৈক প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হাওয়ার বিপরীত দিকে ঠিকা না দিয়া, ঘরখানি রক্ষার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন কেন? প্রতিবাসীর কথায় বৃদ্ধ উত্তর দিলেন যে,—আমার ঘরখানি পড়িয়া যাক্, ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন একটি ঠিকা দিয়া বরং তাঁহার উদ্দেশ্যের কিছু সাহায্য করিয়া দিলাম।" আমাদের বাংলার অবস্থাও তাই। হক্ মন্ত্রীমণ্ডলী আইনের ঠেলায় বাংলায় টাকার লেন-দেন ঠাণ্ডা করিয়াছেন, তদুপরি ভগবান বর্ষা ও বন্যার ঠিকায় কাঁচা পাকা ফসলগুলি পচাইয়া দিয়া আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তবে সুবিধার মধ্যে যা এইটুকু দেখা যায় যে, সম্প্রতি তামাকের উপর ধার্য্য কর উঠিয়া গিয়াছে। এখন বাংলার খাতক সম্প্রদায় প্রেমানন্দে হুক্কা চুষিবে, আর আইন প্রণেতাদের গুণ কীর্ত্তন করিবে। ফাঁকে মহাজনের টাকা 'গবর্ণমেণ্ট পেপারে' ও বিদেশী 'ডিবেঞ্চারে' চলিয়া যাইবে।

মেষ পালকের বৃত্তি

মহীশূর রাজ্যে কুরুবা নামক এক শ্রেণীর লোক মেষ পালকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। রাজ-সরকার হইতে মেষ চারণের জন্য প্রত্যেক গ্রামে সুবিস্তৃত নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানীয় মেষের পশম মোটা রকমের ছিল। এই পশম দ্বারা মোটা কম্বল প্রস্তুত হইত। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে মহীশূরের কৃষি বিভাগ পশমের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য স্বচেষ্ট হন। স্থানীয় মেষগুলির উৎকর্ষতা বিধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিশুদ্ধ মেরিণো জাতীয় মেষ আমদানী করা হয়। ইহাদের সহিত দেশীয় মেষের সংমিশ্রণে যে জাতীয় মেষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের পশম খাঁটি মেরিণো পশমের প্রায় সমকক্ষ বলা চলে। পূর্ব্বে দেশীয় মেষ হইতে আধ পাউণ্ডের অধিক পশম পাওয়া যাইত না এবং তাহা চারি আনা কি পাচ আনা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইত। কিন্তু মেরিণো জাতীয় মেষের সহিত দেশীয় মেষের সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রত্যেক মেষ হইতে অন্যূন ৩ পাউণ্ড পশম পাওয়া যায় এবং ইহার প্রতি পাউণ্ড বার আনা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৯২৩ সালে কোলার জিলায় একটি মেষোৎপাদক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। মেষপালকেরা তাহাদিগের ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনপূর্ব্বক যাহাতে আর্থিক উন্নতি করিতে পারে সে উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির নিয়ন্ত্রনাধীনে ১০ হাজার মেষ আছে, তন্মধ্যে ১২ শত সঙ্কর এবং ৪ হাজার সাদা চামড়া বিশিষ্ট। পশম বিক্রয়ের জন্যও সমবায় পদ্ধতিতে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। পশমের উৎকর্ষতার তারতম্য অনুসারে উহা শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিক্রয় আরম্ভ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য পাওয়া যাইতেছে। কোটের কাপড়, রাগ, কার্পেট প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট পশম দ্বারা প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৯৩৬ সালে মহীশূর হইতে ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭৬ টাকা মূল্যের পশমী কাপড় ও সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

সিগারেট বিক্রয়ের উপর কর

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, বিহার সরকার সিগারেট বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করা বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। সিগারেট বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য ও কর আদায়ের জন্য একটি বিল গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে রহিয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই এইরূপ দুইটি বিল পাশ করিয়াছেন। যথা—মাদ্রাজ তামাক আইন (১৯৩৯) ও সীমান্ত প্রদেশ তামাক বিক্রয় কর আইন (১৯৩৮)। বাঙ্গলা তামাক আইন (১৯৩৫) নামে বাঙ্গলা সরকারও এইরূপ একটি আইন পাশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন দেশের তুলা ফসল

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে জগতের বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অনুমিত বরাদ্দ নিম্নে দেওয়া হইল (ঐ বরাদ্দে ৫০০ পাউণ্ডে বেল ধরা হইয়াছে) :—

দেশ	১৯৩৭-৩৮		১৯৩৮-৩৯	
যুক্তরাষ্ট্র	২,০৭,৬৫,০০০	বেল	১,৩৪,৪৩,০০০	বেল
মেক্সিকো	৩,৪০,০০০	„	২,২৫,০০০	„
ব্রেজিল	২০,৭৫,০০০	„	১৮,৭৭,০০০	„
আর্জেণ্টাইন	২,৩৭,০০০	„	৩,৫০,০০০	„
দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ	১,২৮,০০০	„	১,৩০,০০০	„
ভারতবর্ষ	৫৭,৭৯,০০০	„	৫১,২০,০০০	„
চীন	৩০,৮৩,০০০	„	২২,০০,০০০	„
জাপান ও কোরিয়া	৩,০৩,০০০	„	২,৬৭,০০০	„
পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	১৭,০০০	„	১৭,০০০	„
রাশিয়া	৩৭,৮২,০০০	„	৩৮,৫১,০০০	„
পারস্য	১,৫০,০০০	„	১,৫০,০০০	„
ইরাক ও সিংহল	১৬,০০০	„	১৬,০০০	„
এসিয়া মাইনর	৪,৫৩,০০০	„	৫,৫৫,০০০	„
মিশর	২২,০২,০০০	„	১৬,৬৮,০০০	„
সুদান	২,৬৫,০০০	„	২,৬৫,০০০	„
পূর্ব্ব আফ্রিকা	৪,০১,০০০	„	৩,২০,০০০	„
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,০০০	„	২,০০০	„
পশ্চিম আফ্রিকা	২৪,০০০	„	২৫,০০০	„
আফ্রিকার অন্যান্য স্থান	৩,০০,০০০	„	৩,০০,০০০	„
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	২১,০০০	„	২০,০০০	„
অষ্ট্রেলিয়া	১০,০০০	„	১০,০০০	„
অন্যান্য দেশ	৪,২৯,০০০	„	৩,০৪,০০০	„
মোট	৪,০৭,৮১,০০০	বেল	৩,১১,১৫,০০০	বেল

খেলনা শিল্প

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও প্রাচ্যের চীন ও জাপান দেশে যন্ত্র শিল্প ও তাহার পরিপূরকরূপে কুটির শিল্প হিসাবে খেলনা তৈয়ার হইয়া থাকে। ঐ সকল দেশে খেলনা একটি বাণিজ্যোপকরণ দ্রব্য। প্রতি বৎসর কোটি কোটি খেলনা ঐ সকল দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। জার্ম্মাণী ও জাপান ঐ বিষয়ে অগ্রগণ্য। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে খেলনা তৈয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানাপ্রকার স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। গবেষণাগারে শিল্পোকরণ পরীক্ষা নির্ব্বাচন ও বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা আছে। কোন দেশের কেমন রুচি তাহারও হিসাব রাখা হয়। ছাত্রদের কেবল শিল্পকৌশলই শিক্ষা দেওয়া হয় না—শিশু মনস্তত্ত্বও শিক্ষা দেওয়া হয়। ওসব দেশে খেলনা শিল্প বিষয়ক বহু মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ মাটি, চীনামাটি, কাঁচ, বাঁশ, কাগজ, শোলা, কাগজখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড, ধাতু প্রস্তর, কাপড়, পশম, সেলুলয়েড, আইভরি, মোম প্রভৃতি দ্বারা খেলনা তৈয়ার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে আজও খেলনা তৈয়ারের শিল্প সম্বন্ধে কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ টাকার খেলনা বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৯৪ টাকার খেলনা দ্রব্য (Toys, dolls and other requisites of games) আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৮৯ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালেও ৪৪ লক্ষ ৫ হাজার ১৫৯ টাকার খেলনা দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছে।

অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ময়মনসিংহ এ, এম, কলেজের অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এস সি, রসায়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯২৮ সালে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে অনার্স সহ বি, এস সি পরীক্ষায় এবং তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রসায়নে প্রথম শ্রেণীর এম, এস, সি, ডিগ্রী লাভ করেন। উহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিক্যাল লেবরেটারীতে রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করেন। গত মে মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি ডিগ্রীর জন্য গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ দাখিল করেন। উহাতে তিনি থর্প ও ইনগোল্ডের মত খণ্ডন করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। পরীক্ষক মণ্ডলী তাঁহার প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পোপ এফ-আর-এস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মর্গ্যান এফ-আর-এস এবং ফ্রান্সের ন্যান্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোরাবের এন, এলকে লইয়া উক্ত পরীক্ষকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এম, কুদরত-ই—খোদার সহকর্ম্মীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়র। ডাঃ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ জিলার ইকরাটিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান।

বিহারে সামরিক বিদ্যালয়

সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে বিহার গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কতিপয় বিষয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই আপত্তির প্রধান কারন এই যে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন কিন্তু স্থানীয় মন্ত্রীমণ্ডলী উক্ত যুক্তি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে ভারত শাসন আইন অনুসারে দেশরক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। কিন্তু দেশরক্ষা সম্পর্কে সামরিক শিক্ষাদান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে নহে। তাঁহারা এতদ্বিষয় একমত নন যে, শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ ও নির্দ্দেশ দান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার আছে বটে কিন্তু শিক্ষাদান সম্পর্কে কোন কর্তৃত্ব নাই। অধিকন্তু আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যে পরিকল্পনাটি করা হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র সামরিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ব্যায়াম চর্চ্চাই প্রধান বিষয়। অপর পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পরিষদে অনুসাশনের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উহাতে বিহারের তদানীন্তন গবর্ণর স্যার মরিস হ্যালেটের যে পূর্ণ সমর্থন ছিল তাহা বর্ত্তমানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আগামী অক্টোবর মাসের শেষ দিকে উক্ত সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনের শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার এতৎসম্পর্কে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিতে পারেন মাত্র।

ট্রামওয়েতে চাকুরী সংস্থানের সুযোগ

বাঙ্গলাপ্রদেশে একমাত্র কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীই ট্রাম চালাইতেছে। এই কোম্পানীর বিভিন্ন কাজে প্রায় ৬ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৫০০ শত লোক বাঙ্গলাদেশের অধিবাসী। বাকী সমস্তই বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবের লোক। ট্রাম কোম্পানীতে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। যথা (১) ট্রাফিক্ বিভাগ (২) ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও (৩) হেড অফিস বিভাগ। ট্রাফিক বিভাগে ৩ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে শতকরা ৩৭½ ভাগ বাঙ্গালী। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ বিভাগে নিযুক্ত লোকদের শতকরা ৫৪ ভাগ বাঙ্গালী। ট্র্যাফিক বিভাগে অধিক সংখ্যক লোক হইল কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার, ইনস্পেক্টর, ষ্টার্টার ও টাইমকিপার। এই সব কাজের জন্য আবেদনকারীদের বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। যাহারা সামান্য রকম লেখাপড়া জানে সে রকম লোকই যোগাড় করার চেষ্টা করা হয়। তাহাদিগকে দুই মাস পর্য্যন্ত টালিগঞ্জস্থ কোম্পানীর ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাধীনে থাকিতে হয়। কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভারের বেতন ২৪ টাকা হইতে সুরু হয় এবং গ্রেড অনুসারে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত হয়। উহাদের ভিতর হইতে জুনিয়ার সুপারভাইজার বাছাই করা হয়। ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন মাসিক ১৬৭ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই গ্রেডের উপরে ট্রাফিক্ এসিষ্ট্যান্টের পদ। সেই পদে বেতন সুরু হয় ১৭৪ টাকা হইতে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধিকাংশ লোক মিস্ত্রীর কাজ করে। উহাদের মধ্যে অনেকে যন্ত্র গড়িবার ও যন্ত্র সন্নিবেশ করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। বেতন মাসিক ৫০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত। এই বিভাগে তিন ভাগে অল্পসংখ্যক শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হয়। তৎপর হেড আফিসের পরিচালক ও কর্ম্মচারীবৃন্দও আছেন।

রাশিয়া ও জার্ম্মানীর ভিতর বাণিজ্যচুক্তি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে গত ১৯শে আগষ্ট বার্লিনে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার ভিতর একটি বাণিজ্য ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তিতে সোভিয়েট রাশিয়াকে দুই বৎসরের মধ্যে ২০ কোটি মার্কের (প্রতি ১০০ টাকায় ৮৬½ মার্ক) জিনিষ কিনিবার সর্ত্তে শতকরা পাঁচ টাকা সুদে ৭ বৎসরের জন্য ঐ পরিমাণ ঋণ দেওয়া স্থির হইয়াছে। চুক্তিতে রাশিয়াকেও ২ বৎসর কালের মধ্যে জার্ম্মানীতে ১৮ কোটি মার্ক মূল্যের জিনিষ বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ও শ্রমিক সমস্যা

গত ২৫শে ও ২৬শে আগষ্ট বোম্বাইয়ে মিঃ এম এন যোশীর সভাপতিত্বে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির শ্রমিক সাব কমিটির অধিবেশন হয়। মিঃ এন, এম, যোশী, শ্রীমতী অনুসূয়া বেন, মিঃ ভি আর কলপ্পা, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এবং মিঃ গুলজারিলাল নন্দ এই কমিটির সদস্য। বোম্বাইয়ের সভায় কমিটি নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ:—ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা প্রভৃতিতে কর্ম্মনিয়োগের ব্যবস্থা ও সর্ত্ত, প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় ব্যয় ও শ্রমিক মজুরীর হার, মজুরদের আর্থিক অবস্থা; মজুরী দেওয়া সম্পর্কে প্রচলিত রীতি ও নিয়ম কানুন, মজুরদের বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা; রোগ ও বার্দ্ধক্যের জন্য শ্রমিক সাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা; শ্রমিক বিক্ষোভের কারণ ও প্রতিকার।

আলু বিক্রয় সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা

১৯২৯ সালের পর ইংলণ্ডে কৃষিপণ্যের মূল্য অসম্ভব রকম পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালে একটি মার্কেটিং এ্যাক্ট পাশ করেন এবং ১৯৩৩ সালে আর একটি আইনও প্রবর্ত্তিত হয়। ঐসব আইনের ফলে বিভিন্ন পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্কেটিং বোর্ড সমূহ গঠিত হয়। উহার মধ্যে আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত মার্কেটিং বোর্ড আলুর বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও আলুর মূল্য নির্দ্ধারিত রাখা সম্বন্ধে সমধিক কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। মার্কেটিং বোর্ড প্রথমতঃ আলুর আমদানী প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখিয়া, দ্বিতীয়তঃ আলু উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়ম বলবৎ করিয়া ও তৃতীয়তঃ আলুর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জোর দিয়া সর্ব্বপ্রকারে আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে মোটরযানের ব্যবহার

গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে প্রতি মাইল রাস্তার হিসাবে ১৪.৬টি মোটরযান ব্যবহৃত হইয়াছিল। জগতে আর কোন দেশে মোটরের এত বেশী ব্যবহার হইতে দেখা যায় না। ইংলণ্ডের পরে এ বিষয়ে বেলজিয়ামই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে। সেখানে প্রতি মাইল রাস্তার হিসাবে ব্যবহৃত মোটরের সংখ্যা ১০'৫। ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৫ সালে ইংলণ্ডে মোটর যানের সংখ্যা শতকরা ৩৬'৬ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মোটরযান বৃদ্ধির সঙ্গে ইংলণ্ডে মোটর চলাচলজনিত আকস্মিক বিপদাপদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে রাস্তা চলাচলকালীন আকস্মিক বিপদে ইংলণ্ডে মোট ৬ হাজার ৬৪৮ জন নিহত ও ২ লক্ষ ২৬ হাজার জন আহত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আর কোন বৎসরে এত বেশী পরিমাণ আকস্মিক বিপদে ঘটে নাই। ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ হাজার মোটরযানে ১৩'৪ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সে তুলনায় ঐ বৎসরে ইংলণ্ডে প্রতি ১০ হাজার মোটরযানে ২৭'২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। উহাতে রাস্তা ঘাটের অধিকতর উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মোটরযানের উপর কর আদায় করিয়া যে আয় হইতেছে তাহাও রাস্তা ঘাটের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইতেছে না। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে মোটর ট্যাক্স বাবদ মোট ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ২৩ হাজার পাউণ্ড (মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগ) আয় হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসর রাস্তা ঘাট বাবদ ব্যয় করা হইয়াছে মাত্র ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড।



এখন থামার পালা



কয়েক মিনিট কাজ থামিয়ে আপনার মজুরদের এক এক পেয়ালা চা দিয়ে দেখুন না! একটানা কাজের মাঝখানে তাদের একটুখানি বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা দিলে আপনার সময় কিম্বা অর্থের কোনোই অপব্যবহার হবে না; কারণ এর পরে তা'রা তাজা শরীরে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে ফিরে যাবে; আর তার ফল হবে এই যে আপনার কারখানার উৎপাদন আশাতীত বেড়ে যাবে।

আমাদের সচিত্র পুস্তিকা

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করলে যে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে **"একটু জিরিয়ে এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্"** নামক আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে যদি একখানি পুস্তিকা পেতে চান তা'হলে এই বিজ্ঞাপনটি কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা জানিয়ে, কমিশনার ফর্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড, পোঃ বক্স ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।



একটুখানি জিরিয়ে এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত IK 122

কুটীর শিল্পে সরকারী সাহায্য

সংযুক্ত প্রাদেশিক সরকার ৩০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি কোন এক বিশেষ শিল্প সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারা যাহাতে উক্ত শিল্প ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে তজ্জন্য এবং এইরূপ শিল্প ব্যবসায় যাহারা পরিচালনা করিতেছে তাহারা যাহাতে উহার প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে তজ্জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সাহায্য বরাদ্দ করিয়াছেন। শিল্প ব্যবসায়ে উদ্যোগী সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহকেই বিশেষ সুবিধা দান করা হইবে বলিয়া জানা যায়। সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ এক হাজার টাকার অধিক হইবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উহার পরিমাণ দেড় হাজার হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কুটীর শিল্প ও অন্যান্য ছোটখাটো শিল্পকে বিশেষ ভাবে সুবিধা দান করা হইবে।

টাটা কোম্পানী কর্ত্তৃক বোনাস ঘোষণা

টাটা আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য যে ডিভিডেণ্ড (লভ্যাংশ) ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তদনুযায়ী কর্ম্মচারীগণ লাভের অংশস্বরূপ সাড়ে তিন মাসের বেতন বোনাস পাইবেন। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর কোম্পানীর অংশিদারদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ডিরেক্টারগণ যে হারে ডিভিডেণ্ড দিবার সুপারিশ করিয়াছেন সভায় তাহা গৃহীত হইলে অল্পদিন মধ্যেই কর্ম্মচারীদিগকে উপরোক্ত হারে বোনাস দেওয়া হইবে।

পূজা কন্সেসন টিকিট

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও পূজা উপলক্ষে কনসেসন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ১০০ মাইলের অধিক যে কোন স্থানের জন্য ১¼ ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হইবে। মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা ২০১ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী যে কোন স্থানের জন্য ১¼ ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ২০১ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী যে কোন স্থানের জন্য ১¼ ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হইবে। আগামী ৪ঠা অক্টোবর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ঐ টিকিট বিক্রয় করা হইবে। ৪৫ দিনের ভিতর যাতায়াতের কাজ সমাধা করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের মজুদ স্বর্ণ

এরূপ অনুমান করা হইতেছে যে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড ও এক্‌চেঞ্জ অব্ ইকুয়েলাইজেসন ফণ্ডের (বিনিময় সমীকরণ তহবিল) মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৪৫ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। স্বর্ণের এই কমতি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে বেশী পরিমাণে স্বর্ণ যাহাতে বিদেশে চলিয়া যাইতে না পারে সেজন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নানারূপ আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারদের সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিগণ ঐ সম্মেলনে যোগদান করিবেন। সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে কিছুদিন পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টেসমূহ ঐ সম্মেলনে যোগদান করা সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সম্মেলনে আলোচনার জন্য ইতিমধ্যেই ৬০টি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

বস্ত্রশিল্পে নিয়ন্ত্রণ নীতি

বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলমালিক সমিতি গত জুলাই মাসে কাপড়ের কলে কাজ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করিয়া বিভিন্ন কলের মালিকদের নিকট ইস্তাহার পাঠাইয়াছিলেন। প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশের অনেক কল মালিকই এপর্য্যন্ত তাহার কোন জবাব দেন নাই। আমেদাবাদের কাপড়ের কলের মালিকদের মধ্যে শতকরা [illegible] ভাগ ও বোম্বাইয়ের কলমালিকদের শতকরা ৪৫ ভাগ এখনও কোন মতামত প্রেরণ করিতেছেন না। যে সব জবাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও অন্যরকম প্রস্তাবসমূহ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যাহারা এখনও জবাব দেন নাই বোম্বাইয়ের কল মালিক সমিতি তাহাদিগের নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। যখন শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে ৮০ ভাগ কাপড়ের কলের মালিকের নিকট হইতে জবাব পাওয়া যাইবে তখন বোম্বাই ও আমেদাবাদ কলমালিক সমিতি দুইটি যুক্ত সভায় উত্থাপিত নূতন প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করা হইবে।

ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ রপ্তানী নিষিদ্ধ

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে শুল্ক বিভাগের কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত এখন হইতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে নিম্নলিখিত ১৬টি শ্রেণীর জিনিষ রপ্তানী করা যাইবে না:—(১) আগ্নেয়াস্ত্র, গুলী ও বিস্ফোরক দ্রব্য (২) চক্ষু চিকিৎসা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি (৩) অস্ত্রোপচারের ও পশু চিকিৎসার যন্ত্রাদি (৪) অব্যবহৃত ফটোগ্রাফিক প্লেট ও ফিল্ম ইত্যাদি (৫) শণ (কাঁচা) (৬) কর্প্পর (৭) গন্ধক (৮) ব্লিচিং পাউডার ও ক্লোরিণ (৯) পারদ ও তৎসংমিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (১০) সালফিউরিক এসিড (১১) সোডিয়াম কার্ব্বোনিক (সাজীমাটী সহ) (১২) সোডিয়াম বাইকার্ব্বোনেড (১৩) কষ্টিক সোডা (১৪) পটাসিয়াম কার্ব্বোনেড (১৫) কষ্টিক পটাশ (১৬) টি ট্রাইথাল লীড।

চা ক্রয় সম্বন্ধে চুক্তি

যুদ্ধ বাঁধিলে এদেশ হইতে ইংলণ্ডে একটি চুক্তি অনুযায়ী চা রপ্তানী করার ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ত্তমানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ভিতর আলোচনা হইতেছে। চা কি দরে বিক্রয় করা হইবে ও চা উৎপাদকদের ভিতর কি হারে চা যোগান দেওয়ার রক্ষা করা হইবে, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান টি লাইসেন্সিং কমিটির সেক্রেটারী উত্তর ভারতের চা বাগিচার মালিকদের নিকট এসম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি জানিতে চাহিয়া এবং চুক্তি হইলে কিভাবে চায়ের গড়পড়তা দামের হার স্থির করা উচিৎ তৎসম্পর্কে প্রস্তাব আহ্বান করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

প্রকাশ, ইংলণ্ড বা ভারতে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে চা বিক্রয় করিয়া গড়ে যে মূল্য পাওয়া গিয়াছে বৃটিশ সরকারের সহিত চা বিক্রয় সম্বন্ধে চুক্তি হইলে সেই অনুসারে চায়ের দাম নির্দ্ধারিত করার কথা উঠিয়াছে।

সুরাসার প্রস্তুতের শিল্প

প্রকাশ আসাম গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। পেট্রোলের সহিত শতকরা ২০ ভাগ হারে সুরাসার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়নেরও প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে চিনির উৎপাদনের সময় আনুসঙ্গিকভাবে বর্ত্তমানে আসাম প্রদেশে যে মাৎগুড় উৎপন্ন হইতেছে তাহার শতকরা ১২ ভাগ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইবে।

ভারতে মোটর আমদানী

গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোটরের আমদানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে জার্ম্মানী হইতে ১২০টি মোটর এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ২ হাজার ৯৭টি হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা কমিয়া ১ হাজার ২৪৩টি দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে মোট ১১ হাজার ৫৮টি মোটর আমদানী হয়। তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৫ হাজার ১১৭টি ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৩ হাজার ১৭৭টি আসিয়াছিল।

পণ্য সরবরাহ বিভাগ

যুদ্ধের আশঙ্কায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে একটি স্বতন্ত্র পণ্য সরবরাহ বিভাগ গঠন করিয়াছেন। এই বিভাগ আইন সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁয়ের অধীন থাকিবে এবং মিঃ ডাউ উহার সেক্রেটারী হইবেন। যুদ্ধ বাঁধিলে দেশের জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের আবশ্যক সমস্ত জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে পায় তজ্জন্য ও সৈন্য বিভাগের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য যথাপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা নিবারণের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ ব্যবসায়ীরা যাহাতে অত্যধিক লাভের জন্য ঝুঁকিদারী কারবার চালাইতে না পারে সে বন্দোবস্তও করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

রাশিয়ার শিল্পোন্নতি

গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের এক সভায় ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটীর অন্যতম সভ্য মিঃ এ কে সাহা রাশিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন গত মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার শিল্পজগতে এক অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মহাযুদ্ধে দেশের যে বিপুল অর্থক্ষয় হয় তাহা পূরনের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট শিল্প উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনায় তাঁহারা অনেক পরিমাণে বিদেশে অনুসৃত শিল্পের উন্নততর উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ প্রণালী অনুকরণ করেন।

১৯৩২ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাশিয়া গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা সংযোজিত করেন। উৎপন্ন সামগ্রীর প্রসার কল্পে গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য চালাইতেন। ফলে অল্প দিনের ভিতর দেশের মৃতপ্রায় শিল্পগুলি নবজীবন লাভ করে। অতঃপর তৃতীয় পরিকল্পনা বলবৎ হয়। ঐ পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনা এখনও বলবৎ আছে। গত ২৫ বৎসরের সাধনার ফলে রাশিয়া শিল্পের উৎকর্ষতা বিধানে সমর্থ হইয়াছে। ইদানীং রাশিয়া সভ্য জীবন যাপনের উপযোগী প্রায় সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া পাশ্চাত্যের শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অন্যতম হইতে পারিয়াছে। রাশিয়ার কৃষিপ্রধান পল্লীগুলি বর্ত্তমানে প্রধান প্রধান শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

জীবিকা অর্জ্জন ক্ষেত্রে নারী

জাপানী নারীরা বর্ত্তমানে জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে অনেকটা পুরুষদের সমতালে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩০ সালের আদমসুমারীতে জাপানে নারীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৪৪। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক। ঐ সালে জাপানে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা নিম্নরূপ ছিলঃ— কৃষি ৬৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪২, মৎস্য ব্যবসায় ৪৫ হাজার ৫৪০, খনিশিল্প ৪১ হাজার ৪৬, বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ারের শিল্প ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৩০, যানবাহন ৭৮ হাজার ৯৭৯, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪৮, গৃহস্থালী কাজ (চাকুরী হিসাবে) ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ১১৬ ও অন্যান্য ৮২ হাজার ১০৮।

পাটের পূর্ব্বাভাষ

আগামী ১৯শে, ২০শে, ২১শে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর বেলা চারি ঘটিকার সময় এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা বার ঘটিকার সময় রাইটার্স বিল্ডিংএ বাংলার বিভিন্ন জেলা সমূহের এবারকার পাট ফসলের আবাদী জমি সম্পর্কে সর্ব্বশেষ সরকারী বরাদ্দ ঘোষণা করা হইবে।

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা বার ঘটিকার সময় বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের পাট ফসল সম্পর্কে শেষ সরকারী বরাদ্দ ঘোষণা করা হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

অর্দ্ধ বাৎসরিক রিপোর্ট

আমরা বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গত ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বৎসরের কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ভারতবাসীর প্রতিষ্ঠিত যে কয়টী যৌথ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাহার অন্যতম।

গত ৩০শে জুন তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কে স্থায়ী, চলতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ২২ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৫৭ টাকা। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা এবং উহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মজুদ ছিল। সমস্ত মিলিয়া ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৬৮ টাকা।

ব্যাঙ্কের স্থিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের মধ্যে ক্যাশ ক্রেডিট, চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে দাদন, সাময়িক দাদন এবং বিলের জামীনে মোট ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৪৬ টাকা; স্বর্ণ, কোম্পানীর কাগজ, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, পোর্ট ট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল বণ্ড এবং জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ও শেয়ারে ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৪৩ টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার ট্রেজারী বিলে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ন্যস্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ হিসাবে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৭৭ টাকা মজুদ ছিল। এই সব হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃ প্রতীতি হয় যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির খুব বেশী অংশ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য ছয় মাসে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচপত্র ও আয়কর বাদে নিট ৯ লক্ষ ২৪৬ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৩৫ টাকা যোগ দিয়া যে ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৮২ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে অংশীদারগণকে আয়করহীন-ভাবে শতকরা বার্ষিক ১১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৮২ টাকা চলতি ছয় মাসের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

মূলধনের প্রাচুর্য্য, নগদ তহবিলের স্বচ্ছলতা, নিরাপদ দাদন, অপেক্ষাকৃত অল্পসুদে আমানত গ্রহণ প্রভৃতি যে দিক দিয়াই ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে বিচার করা হউক না কেন উহা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতেছে বলা চলে। যে কোন দেশের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ যে কোন ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

আমরা ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃর গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্টে কোম্পানীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কোম্পানী লবণ প্রস্তুতের জন্য ক্যানিং বন্দরের নিকটবর্ত্তী মাতলা ও পিলাই নদীর সঙ্গমস্থলে সুধীরগঞ্জ নামক স্থানে প্রথমে ৫ শত বিঘা জমি ইজারা লইয়া তৎপর উহার নিকটবর্ত্তী আরও ৫ শত বিঘা জমি ইজারা গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা আরও ১২ শত বিঘা জমি ইজারা লইবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। এই জমি গ্রহণ করার পর কোম্পানী উহার ১৮ শত বিঘা পরিমিত স্থানে লবণ জল ঘনীভূত করিবার উপযোগী বিধিব্যবস্থা করিবেন এবং উহার ফলে কোম্পানীর কারখানায় বৎসরে ৩ লক্ষ মণ লবন প্রস্তুত হইতে পারিবে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী লোনা জল আটকাইবার জন্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং দেড়শত বিঘা পরিমিত জমিতে লবণজল ঘনীভূত করার জন্য বিধিব্যবস্থা করিতে ২৭ হাজার ৫১৫ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। উহা ছাড়া এই বৎসরে কারখানায় বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের জন্যও ৫ হাজার টাকার উপর ব্যয়িত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয় যে কোম্পানী লবন প্রস্তুতের জন্য একটি বিরাট কারখানা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী পরীক্ষামূলক-ভাবে মাত্র ৩৩৫ মণ লবণ এবং ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট ও ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন বটে। কিন্তু কারখানা নির্ম্মাণ, লবন জল ঘনীভূত করার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কোম্পানী যেরূপভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর চেষ্টায় বহুল পরিমাণে লবণ ও লবণজাত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইবে এবং অংশীদারদের দিক হইতে কোম্পানী একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে উহা খুবই আশা করা যায়।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এন চাটার্জ্জির আকস্মিক মৃত্যুতে উহার অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। তিনি যখন কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে বাঙ্গলার লাভজনক পন্থায় লবণের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া সরকারী ও আধা সরকারীভাবে একটা প্রচারকার্য্য চলিতেছিল। এজন্য তাঁহাকে কোম্পানীর কার্য্যারম্ভের জন্য উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে চূড়ান্ত রকম অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রথম হইতে তিনি যদি উপযুক্ত

মূলধন পাইতেন তাহা হইলে তিনি জীবদ্দশাতেই উহার অংশীদারগণকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিয়া যাইতে পারিতেন। যাহা হউক অদম্য অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা এবং কোম্পানী হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উহাকে উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও কোম্পানীর পরিচালনা ভার সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হইয়াছে। উহারা মিঃ চাটার্জ্জির আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বাঙ্গলার একটি বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে এবং অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবেন উহা আমরা খুবই আশা করিতেছি। কোম্পানীর হেড অফিস ১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতায় অবস্থিত এবং মডার্ণ ওয়ার্কাস্ লিঃ উহার পরিচালক।

দি কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ

আমরা দি কলিকাতা ল্যাণ্ডট্রাষ্ট লিমিটেডের ১৯৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ও ব্যালেন্সসিট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উহা ১৯৩১ সালে রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে; বিল্ডিং সোসাইটী এবং ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহা পরিচালিত হইতেছে। শেষোক্ত ব্যবসায়ে উহা বাংলার পথপ্রদর্শক বলা চলে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (J. C. Mukherjee) ইহার পরিচালক। ১৯৩২ সালে ব্যবসায়ের আরম্ভ হইতেই এই ট্রাষ্ট অংশীদারদিগকে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে।

এই ট্রাষ্ট হইতে ৩২নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে (বহুবাজার জংসনের দক্ষিণ মোড়ের মুখে) ট্রাষ্ট হাউস নামক একটী বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। ব্যালেন্সসিটে বাড়ী তৈয়ার করার মত অর্থের সংস্থান দেখা যায় না; তবে যোগেশ বাবু যেমন তাঁহার অপরাপর ব্যবসায়ে নিজের অর্থে প্রথমে ব্যবসায় পত্তন করিয়া কয়েক বৎসর সুপরিচালনার পর জনসাধারণকে শেয়ার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—এক্ষেত্রেও সেই একই নীতি অনুসৃত হইতে দেখিতে পাইতেছি। যাহারা অল্প—কিন্তু নিশ্চিতলাভে সন্তুষ্ট তাহারা নির্ভয়ে এই ট্রাষ্টের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

ইহার অনুমোদিত মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা। বিক্রীত মূলধন ২৮,৮৫০৲, আদায়ীকৃত মূলধন ১০,৬৩৫৲, আমানত প্রভৃতিতে জমা ২৬,৯০৫৲ এবং অবণ্টিত লাভ ৩,৩৬৭৲। আলোচ্য বর্ষেও ইন্‌কম্ ট্যাক্স ফ্রি শতকরা ৫৲ হিসাবে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই ট্রাষ্ট যে কলিকাতার আর্থিক ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত ধারণা রহিয়াছে।

দি কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোরস্ লিঃ

আমরা এই কোম্পানীর ঊনবিংশ বর্ষের (১৯৩৮ সালের) বার্ষিক বিবরণ সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এরূপ একখানা ব্যালেন্স্ সিট্ পাইয়া আমাদের প্রকৃতই আনন্দ বোধ হইতেছে। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯২০সালে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানী আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা মোট ১১২॥ ভাগ ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত উহার প্রদত্ত মূলধন ৮২৭৮০৲ টাকার পেছনে ৫৭৯৫৮৲ টাকার রিজার্ভ ফণ্ড গঠিত হইয়াছে। ইহা প্রদত্ত মূলধনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। ১৮ বৎসরের একটী কোম্পানীর পক্ষে ১১২½°/০ ডিভিডেণ্ড দিয়া ৭০ পার্সেণ্ট রিজার্ভ ফণ্ডে ন্যস্ত করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। আলোচ্য বর্ষেও কোম্পানী ১৬৭৬৬॥৶০ লাভ করিয়াছেন এবং শতকরা ৭॥০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিয়া বাকী টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে নিয়াছেন। ইহাকে একটি আদর্শ কোম্পানী বলিতে আমাদের কোন প্রকার দ্বিধা নাই। ইহার সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার পরিচালনায় ইহা আরও উন্নতি লাভ করুক—ইহাই আমাদের কামনা।

ভারত জুট মিলস্ লিঃ

আমরা ভারত জুট মিলস্ লিঃর গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর দ্বিতীয় বর্ষের রিপোর্ট।

আলোচ্য বৎসরে ভারত জুট মিল উহাদের প্রস্তুত ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৩০ টাকা মূল্যের চট বিক্রয় করিয়াছেন এবং বৎসরের শেষে কলে উৎপন্ন চট, পাট ইত্যাদিতে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা মূল্যের জিনিষ মজুদ ছিল।

এই বৎসরে সমস্ত প্রকার খরচা বাদে কলের মোট ৫০ হাজার ৮৩৬ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লভ্যাংশের জের ৮ হাজার ২৪০ টাকা যোগ দিয়া এবং উহা হইতে আয়করের দফায় ১৭ হাজার ৬৭৯ টাকা বাদ দিয়া যে ৪১ হাজার ৩৯৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে কলের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারত জুট মিল বাঙ্গালীর স্থাপিত দ্বিতীয় চটকল। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ এই কলের কর্ণধার। তাহার অসামান্য কার্য্যশক্তির গুণে এই মিলটী স্থাপিত হইবার পর প্রথম বৎসরেই অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হয়। গত বৎসর অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য বাঙ্গলার চটকল সমূহে যে প্রকার মন্দা গিয়াছে এবং এই মন্দার জন্য বড় বড় চটকলগুলি যেভাবে টাল সামলাইতে অসমর্থ হইতেছে তাহাতে ভারত জুট মিল যে উপযুক্তরূপ লাভ দেখাইয়া উহার সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা খুবই কৃতিত্বের কথা। আলামোহনের পরিচালনাগুণেই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা মিলটির উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করিতেছি।

বেঙ্গল ষ্টোর্স

মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য বিভিন্ন প্রকার জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য আমাদের দেশে খুচরা বিপনীর অভাব না থাকিলেও এতদিন পর্য্যন্ত একই বিপনীর বিভিন্ন বিভাগের মারফতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য এদেশে তেমন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই শ্রেণীর বিপনী প্রচুর মূলধনসাপেক্ষ বলিয়াই এদেশবাসী এতদিন পর্য্যন্ত উহাতে আত্মনিয়োগ করে নাই। কলিকাতার ৮।এ চৌরঙ্গী প্লেসে একটী বিভাগীয় বিপনী হিসাবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল ষ্টোর্স প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভারতীয় ক্রেতাদের দিক হইতে একটা বড় রকম অভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং উহার পরে কলিকাতা সহরে ভারতবাসীর উদ্যোগে অনুরূপ আরও কতিপয় বিপণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেঙ্গল ষ্টোর্স যে এই একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তজ্জন্য তাহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ। স্বদেশী শিল্পের সহায়তা করাই উহাদের মূল উদ্দেশ্য। বেঙ্গল ষ্টোর্সে মধ্যবিত্ত ও সৌখীন শ্রেণীর প্রয়োজনীয় আধুনিক ডিজাইন ও রুচিসঙ্গত প্রায় সমস্ত প্রকার জিনিষই পাওয়া যায়। উহাকে বিপণী না বলিয়া স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী বলাও চলে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষরূপ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত সপ্তাহে দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশকে উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমরা পরে অবগত হইলাম যে মিঃ দাশ উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নহেন—তিনি ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতিরূপে এই ব্যাঙ্কটীকে পরিচালনা করিবেন।

কালিকা কটন মিলস লিঃ

সম্প্রতি কালিকা কটন মিলস্ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ২৫ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ও ২৫ টাকা মূল্যের ১০ হাজার প্রেফারেন্স (Cumulative) শেয়ারে বিভক্ত। মিঃ যজ্ঞেশ্বর ঘটক, মিঃ জ্যোতিষ রঞ্জন সেন, মিঃ ভুবনমোহন সেনগুপ্ত, মিঃ হরিদাস ব্যানর্জ্জি, মিঃ যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, মিঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিঃ শিবরঞ্জন মজুমদার ও মিঃ গয়াপ্রসাদ গুপ্ত এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। মেসার্স বেঙ্গল কটন সিণ্ডিকেট এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের ভিতর অনেকেই অভিজ্ঞকর্ম্মী ও উদ্যোগী ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত। ইহাদের চেষ্টাযত্নে কোম্পানীটি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ

উন্নত ধরণের গেঞ্জী, মোজা, আণ্ডারওয়ার ও পুলওভার প্রভৃতি প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিয়া গত ১৯৩৩ সালে গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দুই বৎসরে নানাকারণে এই কোম্পানীর কার্য্য বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। ১৯৩৫ সালে এই কোম্পানীর অন্যতম উদ্যোক্তা মিঃ বি ব্যানর্জ্জি ম্যানেজিং এজেন্টসরূপে ঐ কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। আর ঐ সময় হইতে সকল দিক দিয়া কোম্পানীর দ্রুত উন্নতির সূচনা হয়। গত বৎসর আগষ্ট মাসে হাওড়া সালিকায় এই কোম্পানী একটি কারখানা স্থাপন করেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম ঐখানে বর্ত্তমানে উন্নত ধরণের সুন্দর গেঞ্জী ও মোজা তৈয়ার হইতেছে। তাহা ছাড়া ফরিদপুর জেলায় সূর্য্যনগর নামক স্থানে ৬০ বিঘা জমি নিয়া একটি স্থায়ী কারখানা স্থাপিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলা দেশে গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি জিনিষের চাহিদা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে এই প্রদেশে যে পরিমাণ ঐ সমস্ত জিনিষ ব্যবহৃত হয় তাহার বারো ভাগের এক ভাগ মাত্র এপ্রদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপযুক্ত শ্রেণীর গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি নির্ম্মান করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ও তদ্দারা লাভবান হওয়ার সুযোগ বাঙ্গলাদেশে খুব কমই অছে বলা চলে। গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড এপর্য্যন্ত যে উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন তাহাতে উহাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। ২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ওরিয়েণ্টাল প্ল্যাণ্টার্স এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর এন মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

ভৈরব ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাসবিহারী দে। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ভৈরব, জিঃ—ময়মনসিংহ।

শ্রীসীতারাম রাইস্ অয়েল এণ্ড ডাল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ তারাচাঁদ আগরওয়ালা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস কুমারপাড়া, লিলুয়া।

ন্যাশনেল টার প্রডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ—ডিরেক্টর ডাঃ এস দাসগুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন দেড় লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বেঙ্গল কার্ডবোর্ডস্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড প্রিণ্টার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম এন মিত্র, অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৫নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্ ইণ্ডিয়া আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি সোম। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—স্বামীবাগ, ঢাকা।

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গোষ্ঠ বিহারী দে। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মত ও পথ

টাকার বাজার

সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল করিয়া দেওয়ায় ও ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যে অবস্থার সূচনা দেখা গিয়াছে ভারতের উপর সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া গত ২৮শে আগষ্ট তারিখের ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট পত্র সম্পাদকীয় ভাবে লিখিতেছেন—স্পষ্টতঃই লক্ষিত হইতেছে ইলণ্ডে এখন মুদ্রা সপ্রসারণের অবস্থাই বলবৎ হইয়াছে। যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ নাও হয় তথাপি সমরায়োজনের তোড়জোড় কমিবার আশা নাই। কাজেই অস্ত্রসস্ত্র ও গুলিবারুদের জন্য যে ব্যয় বাহুল্য করা হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবার নহে। এই অবস্থার পর যখন শান্তির অবস্থা ফিরিয়া আসিবে তখন ষ্টার্লিংএর মুদ্রামূল্য নিম্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা বরং বেশী পরিমাণে দেখা দিবে। ষ্টার্লিংএর সহিত ভারতীয় টাকার মূল্যের একটা বিধিবদ্ধ সংযোগ রহিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের অবস্থা কম বা বেশী পরিমাণে ইংলণ্ডেরই অনুরূপ হইবে। কেবল তফাৎ এইটুকু হইতে পারে যে দেশের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয় ক্ষমতা হয়ত বাহিরে উহার ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় তত নামিয়া যাইবে না। ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্য ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের তুলনায় আয়তনে বেশী এবং ইংলণ্ডের মত এদেশে সমরায়োজনের জন্য বেশী পরিমাণ খরচপত্রের সম্ভাবনাও কম। কাজেই কিছুকাল বাহিরে টাকার ক্রয় ক্ষমতার সহিত দেশের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয় ক্ষমতার একটা সমতা নাও সাধিত হইতে পারে। কাজেই এই সময়ে দেশীয় শিল্পের ও কাঁচা মালের বিশেষতঃ যেসব শিল্প দ্রব্য সমরায়োজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহার কাটতির সুবিধা হইবে। দেশ এতদিন ঐরূপ সুবিধাই চাহিতেছিল। কাজেই উহাতে এদেশের খুবই উপকার হইবে। বর্ত্তমান অবস্থার অধিক সুবিধা এই পাওয়া যাইবে যে ইংলণ্ড ও অন্য ষ্টার্লিং মুদ্রা অবলম্বী দেশগুলি অন্য দিকে ব্যস্ত থাকার দরুন শিল্প বাণিজ্যে ভারতীয় শিল্পের সহিত তেমন প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না। কাজেই বলা যায় যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের টাকার বাজারের অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে।

শ্রমিকদের হিতকল্পে আইন প্রণয়ন

আগামী নভেম্বর মাসে সিমলায় প্রাদেশিক শ্রমমন্ত্রী ও কেন্দ্রিয় সরকারের শ্রম বিভাগের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্র টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া সম্প্রতি এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বিষয়ে সমন্বয় ও সমতা সাধন করা। ঐ প্রকার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে দেশে যে খুবই বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কারখানা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে, শ্রমিক বিরোধের প্রতিকার সম্পর্কে এবং শ্রমিকদের বেতন, ছুটি প্রভৃতি সম্পর্কে আইন প্রণয়ণে উদ্যোগী হইয়াছেন, এই সময়ে উক্তরূপ সম্মেলন বসাইয়া সময়োচিত আলাপ অলোচনায় শ্রমিক আইন বিষয়ে একটা সুচিন্তিত কার্য্যধারা স্থির করা খুবই সঙ্গত। বোম্বাই সরকার গত বৎসর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপুট এ্যাক্ট প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রমিক বিরোধের মীমাংসা সাধ্য বিষয়ে প্রদেশগুলির সমক্ষে এ কার্য্যনীতির একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া উহার অনুকরণে যুক্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজ ও অনুরূপ আইন প্রণয়ণের ব্যবস্থা হইতেছে। কোন কোন প্রদেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমিটী বসান হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঐ সব কমিটীর রিপোর্ট পেশ করার কথা। ঐ সব রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে তদনুযায়ী উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইবে। মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কতিপয় ধরণের শ্রমিক আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ পরিকল্পনায় বাধ্যকরীভাবে বেকার বীমার প্রবর্ত্তন বিষয়ে একটি প্রস্তাবও আছে। এই প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় একটি বেকার বীমার স্কীম গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বলা হইয়াছে যে বেকার বীমার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হইবে। আর কলকারখার মালিকদিগের নিকট হইতে ও কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে আধাআধিভাবে এই তহবিলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ লওয়া হইবে। এই প্রকার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এই অবস্থায় সিমলা সম্মেলন যদি সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বিবেচনা সম্মত উপায়ে অগ্রগতির পথ নির্ণয় করেন তবে তাহা সুখের বিষয় হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১লা সেপ্টেম্বর

পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপে মহাসমরের সূচনা দেখা গিয়াছে। আর সে জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় সর্ব্বত্রই টাকার বাজারের গতি খুবই অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথম দিক হইতে বাজারে যুদ্ধ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। ফলে কাজকর্ম্ম বিষয়ে ও অন্য কোন কোন দিক দিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনও সাধিত হইতে থাকে। এক্ষণে জার্ম্মানী কার্য্যতঃ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করায় এইরূপ পরিবর্ত্তন তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সুদের হার বাড়িয়া ইতিমধ্যে ২ টাকা হইতে ৪ টাকা হইয়াছে। ভারতের টাকার বাজারে এখনও টাকার টান পড়ে নাই। ফলে ব্যাঙ্কেরই সুদের হার তত চড়ে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হারও এখন পর্য্যন্ত তিন টাকা হারেই বলবৎ আছে। তবে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যবসায়ীরা যে এখন আর বেশী দিনের মেয়াদে কোন দিকে টাকা দাদন করিতে প্রস্তুত নয় সেরূপ লক্ষণ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। আর তাহা ট্রেজারী বিল খরিদের ব্যাপার স্পষ্টতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ১৬ পয়সা। এ সপ্তাহে তাহা চড়িয়া ২৸৯ পাই পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সুদের হারের এই চড়তি খুবই অপ্রত্যাশিত। কেবল যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই যে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে এই সপ্তাহে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও ট্রেজারী বিলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ আবেদন পাওয়া যায় নাই। গত ২৮শে আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদি মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯।৴ আনা ও তদূর্দ্ধদরের সমস্ত এবং ৯৯।৯ পাই দরের শতকরা ৯৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এবার সর্ব্বসমেত মাত্র দেড় কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে।

আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা সরকার ৬ মাসের মিয়াদী ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ২৫শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ১৬৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬৩ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬১ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকায় ১ শি ৫২৩/৩২ পেনী দরে মোট ২৯ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং ক্রয় করিয়াছে।

বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে কাজ কর্ম্ম বেশী কিছু হয় নাই। রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার জন্য ব্যাঙ্কসমূহ ২ মাসের বেশী মিয়াদী রপ্তানী বিলের ডিসকাউণ্ট হার ঘোষণা করিতেছে না। ডিসকাউণ্ট হার বেশী পরিমাণে চড়িয়া যাইবে আশঙ্কায় কাজ কর্ম্ম হইতেছে কম।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫২৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫২৩/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬১৫/১৬ পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬২৩/৩২ পে
ডি এ ৬ মাস	„	১ শি ৬১/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০০
মার্ক	„	৮২
সিলভার	„	৫৯
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩২৯৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৸০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	৪·২৮
ষ্টার্লিং ডলার হার	„	১৭৫·২৮

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর।

ইউরোপে মহাযুদ্ধের রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। অদ্য জার্ম্মানী পোলাণ্ড আক্রমন করিয়াছে। জার্ম্মানীর বিমান বাহিনী পোলাণ্ডের তিনদিক দিয়া ধ্বংসলীলা সুরু করিয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোলাণ্ডকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এক্ষণে পোলাণ্ডে জার্ম্মাণীর অভিযান সুরু হওয়ায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতি অনুসারে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। এই অবস্থায় মহাসমরের একটা সম্ভাবনা খুব বেশী বলিয়াই মনে হইতেছে। আর সেজন্য দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ যেরূপ অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারেও আপাততঃ একটা অবসাদের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষভাগে যুদ্ধের আসন্ন সম্ভাবনা সম্বন্ধে বেশী রকম জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা বেশী পরিমাণে শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। পরে বৃটীশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট পোলাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করায় ও জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের দিক হইতে শান্তি স্থাপনের কয়েকটি সর্ত্ত উপস্থিত হওয়ায় অনেকে যুদ্ধ বাধিবে না বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করেন। ফলে বাজারে সাধারণভাবে একটা আশাভরসার ভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু গতকল্য হইতে পুনরায় একটা সমরাতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয় ও তাহাতে বাজারেও বিশেষ মন্দা দেখা দেয়। এক্ষণে কার্য্যতঃ পোলাণ্ডের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ চলিতে থাকায় অবস্থা খুবই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গতকল্যের তুলনায় বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম যথেষ্ট পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। পোলাণ্ড হইতে সৈন্য উঠাইয়া নেওয়ার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সৈন্য উঠাইয়া না নিলে ইংলণ্ড পোলাণ্ড সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে অগ্রসর হইবে বলিয়াও জানানো হইয়াছে। এখন এই অবস্থার পরিণতি কোন দিকে কতদূর পর্য্যন্ত গড়ায় তাহাই দেখিবার বিষয়। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা অধীরভাবে অবস্থার গতি লক্ষ্য করিতেছেন। মহাসমর বাধিয়া যাওয়া না যাওয়ার উপর কলিকাতা শেয়ারের বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ভর করিতেছে। মহাসমর বাধিলে অদূর ভবিষ্যতে শেয়ার বাজার অন্ততঃ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

কোম্পানীর কাগজ

প্রথমদিকে যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কায় ও শেষ দিকে পোলাণ্ডে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারই বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। গত ২৬শে আগষ্ট বাজারে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৫ টাকা। ২৮শে তারিখে তাহা পড়িয়া গিয়া ৯৪৷৴ আনা দাঁড়ায়। ৩০শে আগষ্ট তাহা বাড়িয়া সাময়িকভাবে ৯৫৷৵ আনা এমন কি ৯৫৸৴ আনা পর্য্যন্ত উঠে। গতকল্য তাহা কমিয়া ৯৫৷০ আনা দাঁড়ায়। অদ্য পোলাণ্ড আক্রমণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় উহা ৯২৸৵ পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। যদি ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে কোম্পানীর কাগজের দাম কমিয়া যাওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাকিনা একরূপ হয় নাই বলাচলে। তবে দামের হার অনেকটা স্থির রহিয়াছে। এ সপ্তাহে ম্যাকনীল কোম্পানীর পরিচালনাধীন কোম্পানীসমূহের গত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় তাহা অনেকটা সন্তোষজনকই বলা যায়। অদ্য বাজারে ইকুইটেবল ৩০৸৵ আনা ও বেঙ্গল ৩০১৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকল বিভাগে অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন কিছু লক্ষিত হয় নাই। হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহের গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু চড়া হারে বলবৎ রহিয়াছে। অদ্য দামের হার ৪৮৸৶ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে চট রপ্তানীর পক্ষে কিছু বিঘ্ন হইতে পারে বলিয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া তেমন কিছু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম প্রথম দিকে বেশী রকম লভ্যাংশ ঘোষিত হওয়ার আশায় ২৪॥৵ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে প্রতি শেয়ারে মাত্র দেড় টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষিত হওয়ার সংবাদে কিছু নিরাশা সঞ্চারিত হইলেও বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৪॥৵ আনাই আছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে আগষ্ট ৯৬৷০, ৯৮॥০, ৯৬॥৵০। ২৮শে আগষ্ট, ৯৬৶০, ৯৫৷৴০, ৯৬৷০, ৯৬৶৬। ৩০শে আগষ্ট, ৯৬৷৴০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ:—২৫শে আগষ্ট ৯৪৷৵০, ৯৪৷০, ৯৪৶০, ৯৪৵, ৯৪৷৶, ৯৪॥০, ৯৪৸৴০, ৯৪৸৵০, ৯৪৶, ৯৪৷০, ৯৪৷৵০, ২৬শে আগষ্ট ৯৫৵০, ৯৪৸৶০, ৯৫৲। ২৮শে আগষ্ট ৯৪॥৵৬, ৯৪॥৴০, ৯৪৸৴০, ৯৪॥০, ৯৪৷৴০, ৯৪৷৶০। ৩০শে আগষ্ট ৯৫৷৬, ৯৫৷৴৬, ৯৫৷৴০, ৯৫৷৵, ৯৫॥৴, ৯৫৷০, ৯৫৸০, ৯৫৷৵০। ৩১শে আগষ্ট ৯৫৷০, ৯৫৷৴৬, ৯৫॥০, ৯৫৷০, ১লা সেপ্টেম্বর ৯২৷৵০, ৯২৸৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৫শে আগষ্ট ১১২॥৵। ২৮শে আগষ্ট ১১২৲, ১১২৵০। ৩০শে আগষ্ট ১১১৸৴, ১১২৷০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০২৸৶। ৩১শে আগষ্ট ১০২৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-

১০৮॥০। ৩০শে আগষ্ট ১০৮॥৵০। ৩১শে আগষ্ট ১০৮॥৴। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১শে আগষ্ট ৮২৴০। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৬১-৬৬) ৯৫৸৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫শে আগষ্ট, ১০৭॥০, ১০৭৸০, ১০৮৸০। ২৬শে আগষ্ট, ১০৮৲, ১০৯৲। ২৮শে আগষ্ট, ১০৮৲, ১০৯৲, ১০৭॥০, ১০৮॥০। ৩০শে আগষ্ট, ১০৭॥০, ১০৮॥০, ১০৮৲, ১০৯৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২৮শে আগষ্ট, (সঃ আদায়ী) ১,৫২২৲, ১,৫৩০৲, ১,৫২০৲। ৩০শে আগষ্ট, (সঃ আদায়ী) ১,৫২০৲ (কণ্টি) ২৭৫৲, ৩৭৭৲। ৩১শে আগষ্ট, ৩৭৮৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৩১শে আগষ্ট, ৩২॥৵০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেল, ২৫শে (অডি) ৬৮৲, ৬৯৲। সারা সিরাজগঞ্জ রেল, ২৫শে আগষ্ট, ১০২৲, ১০৩৲। ৩১শে আগষ্ট ১০২৲। ময়মনসিংহ ভৈরব বাজার রেল ২৬শে আগষ্ট ৯৭৲। ৩০শে আগষ্ট ৯৮৲। হোসিয়ারপুর দোয়াব রেল, ৩১শে আগষ্ট, ১০২৲।

কাপড়ের কল

কেশোরাম ২৮শে আগষ্ট ৪৵০, ৪।০, ৪।৵০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২৮শে আগষ্ট (অডি) ॥৵০।

কয়লার খনি

বরাকর ২৫শে আগষ্ট ১১॥৴০; ২৬শে (প্রেফ) ১৩৯৲, ১৪০৲; ৩১শে আগষ্ট ১১।০; দেমো মেইন ২৫শে আগষ্ট ১১॥৵০; ইকুইটেবল ২৫শে আগষ্ট ৩০৲; ২৮শে আগষ্ট ৩০॥৴০; ৩০শে আগষ্ট ২৯৸৵০; ৩১শে ৩০॥৵০, ৩০৸৵০; নর্থওয়েষ্ট ২৫শে আগষ্ট (সঃ আদায়ী) ১১॥৴০; ভুস্বানবাড়ী ২৬শে আগষ্ট ৭৴০; ৩০শে আগষ্ট ৭৵০, ৭।৵০; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৬শে আগষ্ট ২৭॥৵; বেঙ্গল ২৮শে আগষ্ট ২৯৬৲; ৩১শে আগষ্ট ২৯৯৲, ৩০০॥০, ৩০০৲, ৩০২৲; ঝরিয়া ২৮শে আগষ্ট (প্রেফ) ১১৯৲, ১২০৲; বোকারো ও রামগড় ২৮শে আগষ্ট ৸৴; জয়ন্তী-সেণ্ট্রাল ২৮শে আগষ্ট ১।৴, ১।৵; কাট্রাস ঝরিয়া ২৮শে আগষ্ট ২৫৲; হরিলাদী ৩০শে আগষ্ট ১০॥৴, ১০৸৴; ৩১শে আগষ্ট ১০॥৵; মুণ্ডলপুর ৩০শে আগষ্ট ৭৵, সাত পুকুরিয়া ও আসানসোল ৩০শে ॥০, ॥৵০; চুরুলিয়া ৩১শে আগষ্ট ১॥০; লাজ্জিরা ৩১শে আগষ্ট ৭।০, ৭॥০; ইউনিয়ন ৩১শে আগষ্ট ২৮॥৵০।

পাটকল

বালী—২৫শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৫৲; ২৮শে আগষ্ট ১৭০৲, ১৭১৲, ১৬৮৲; ৩০শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৪৲, ১৩৫৲; বরানগর—২৫শে আগষ্ট ১২৭৲, ১২৮৲, ১৩০৲, ১৩১৲; ২৬শে আগষ্ট ১৩২॥০, ১৩০৲; ২৮শে আগষ্ট ১২৮॥০, ১২৯॥০, ১৩০৲। হুগলী—২৫শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৬॥৴, ১৬৸৴। হাওড়া—২৫শে আগষ্ট ৪৭॥৵, ৪৭॥০, ৪৭৸৴, ৪৮৲, ৪৭৴; ২৬শে আগষ্ট ৪৮৴, ৪৮॥৴, ৪৮৸৴, ৪৮।৴; ২৮শে আগষ্ট ৪৮৵, ৪৮৸৵, (ও প্রেফ) ১৩৫৲; ৩০শে আগষ্ট ৪৮৲, ৪৮৴, ৪৮।০, ৪৮॥৵; ৩১শে আগষ্ট ৪৮॥০, ৪৮।৴। হুকুমচাঁদ—২৫শে আগষ্ট ১৴, ১।৴, ১৲; (প্রেফ) ২০॥০, ১৫॥৺; ২৬শে আগষ্ট (অর্ডি) ৸৴, ৸৴; (প্রেফ) ১৬৲, ১৭॥০; ৩০শে আগষ্ট ১৴, ১।৴; (প্রেফ) ২৩৲, ২০॥০, ২১৲; ৩১শে আগষ্ট ১।০, ১॥৵, ১॥৴; (প্রেফ) ২৬॥০, ২৯৲। বজবজ—২৬শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৫৲; ২৮শে আগষ্ট ২৫৬॥০, ২৬৭৲; ৩০শে আগষ্ট ২৫৮৲, ২৬০৲; ৩১শে আগষ্ট ২৬৮৲, ২৬৯॥০। ডালহৌসী—২৬শে আগষ্ট ২৮৫৲। নৌহাটী—২৬শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৪১৲। ন্যাশন্যাল—২৬শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৬৲; ২৮শে আগষ্ট (অডি) ১৯॥০, ১৯৸; ৩০শে আগষ্ট ১৯॥৵, ১৯৸৵। প্রেসিডেন্সী—২৬শে আগষ্ট ৩৵। ওরিয়েণ্ট—৩১শে আগষ্ট ১৬৯৲। চাঁপদানী—২৮শে আগষ্ট ১৪৩৲। নদীয়া—৩১শে আগষ্ট ৪০৲। আগড় পাড়া—৩০শে আগষ্ট ১৪৲। নিউসেণ্ট্রাল—৩১শে আগষ্ট ২৬৮৲; গৌরীপুর—৩০শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৩৲। কিনিসন—৩০শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৭৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—২৫শে আগষ্ট ৫৲; ২৬শে আগষ্ট ৫৵, ৫৴, ৫।৵, ৫।০, ৫॥৴, ৫।৭; ২৮শে আগষ্ট ৫।০, ৫॥০, ৫।০; ৩০শে আগষ্ট ৫।৴, ৫।০; ৩১শে ৫।৴, ৫॥৴; কনসোলিডেটেড টিন—২৫শে আগষ্ট ৪৸৴, ৫৲, ৫।০; ২৬শে আগষ্ট ৪৸৴০; ইণ্ডিয়ান কপার—২৫শে আগষ্ট ১॥৵, ১৸০, ১॥৵; ২৬শে আগষ্ট ১॥৵, ১৸৵, ১৸৴; ২৮শে আগষ্ট ১৸০, ১৸৴, ১৸০; ৩০শে আগষ্ট ১৸০, ১৸৵, ১৸০; ৩১শে আগষ্ট ১৸০; রোডেসিয়া কপার—২৫শে আগষ্ট ১৲; ২৮শে আগষ্ট ১৵; টেভয় টীন—২৫শে আগষ্ট ১৵; ২৬শে আগষ্ট ১৴, ১৵।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক—২৫শে আগষ্ট ২২৸৵০, ২৩৴০। আপার যমুনা—২৫শে আগষ্ট ৯॥০, ৯৸০। বেঙ্গল টেলিফোন—৩০শে আগষ্ট ১৭৸৵, ১৮৲, ১৮।০। বেনারস ইলেকট্রিক—৩১শে আগষ্ট ১২৸৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ষ্টীল—২৫শে আগষ্ট (অডি), ৪৸৵০। ২৮শে আগষ্ট ৪৸৵০। ৩০শে আগষ্ট (অডি) ৪৸৵০, ৪৸৴০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২৫শে ২৩॥৴০, ২৩॥৴০, ২৩॥৵০, ২৪৵, ২৩॥৴, ২৩॥৵, ২৩৸০। ২৬শে আগষ্ট, ২৪।৵, ২৪॥৴, ২৪।৵, ২৪।৴। ২৮শে আগষ্ট, ২৪।০, ২৪।৵, ২৪৸৵। ৩০শে আগষ্ট ২৪৲, ২৪৵০। ৩১শে আগষ্ট ২৩৸০, ২৪৲, ২৩॥৴০, ২৪৲, ২৪।০, ২৩৸৴০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২৫শে আগষ্ট (অডি) ১১॥৴০, ১১।৵, ১১।৴০, (প্রেফ) ৯৪।০, ৯৩৲। ২৬শে আগষ্ট, ১১॥০, ১১।৵, ১১॥৵, ১১৸৵ ১২৲, ১১৸৴, ১১৸০; ২৮শে আগষ্ট, (অডি) ১১৸০, ১১॥৴০, ১১৸০, ১২৲, ১১॥৴০। ৩০শে আগষ্ট (অডি), ১১॥৴, ১১৸৵, ১২৵, ১১৸০; ৩১শে আগষ্ট (অডি) ১২৲, ১১৸৴০, ১১৸০, ১২৲, ১১॥৴। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—২৮শে আগষ্ট (অডি), ২॥০। মার্সালস ৩০শে আগষ্ট ১।০, ১।৵।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং—২৫শে আগষ্ট (প্রেফ) ১০৭৲; ৩০শে আগষ্ট (অডি) ১০৲; ৩১শে (প্রেফ) ১০৬৲; বলরামপুর—৩১শে আগষ্ট ৭।০; চম্পারন—২৬শে আগষ্ট ১১॥০; ২৮শে আগষ্ট ১২।০; ৩১শে আগষ্ট ১২।০। নিউসোভন—২৬শে আগষ্ট ৫॥০; ২৮শে আগষ্ট ৬।০, ৬॥০; মুরে ক্রয়ারী—২৮শে আগষ্ট ৮৸০, ৯৲, ৯।০, ৯।৵; মহাস্বস্তিকা—৩০শে আগষ্ট (অডি) ৯৪৲; ৩১শে আগষ্ট (অডি) ৯৩॥০; রাজা—২৮শে ১২।০; আপার গ্যাঞ্জেস্—৩০শে আগষ্ট ১৩॥০, ১৩৸০; সমস্তিপুর—২৮শে ৬।০; ৩০শে আগষ্ট ৫৸৴, ৬৵, ৬॥০।

চা বাগান

বেতেলী—২৫শে আগষ্ট ২৸৵, ৩৲; বিশ্বনাথ ২৫শে আগষ্ট ২১৸০; ২৮শে ২০৸০, ২১৲; ৩০শে আগষ্ট ২১৲, লাকতুরা—২৫শে আগষ্ট ১১।৵; কানপুর—২৮শে আগষ্ট ১৩।০; সাপয়—২৫শে আগষ্ট ৮।০; তুমসুং—২৫শে আগষ্ট ৮।০; ৮॥০; নাম্বুর নদী—২৬শে আগষ্ট ৪।৵, ৪॥০; হাতীক্ষীরা—৩১শে আগষ্ট ১৮৲, ১৭।০।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—২৫শে আগষ্ট (অডি) ২॥০, ২।৴ ; ২৮শে আগষ্ট (অডি) ২।৶, ২॥৴ ; (প্রেফ) ১৫১৲ ; ৩১শে আগষ্ট (অডি) ২॥০, ২॥৵ ; বৃটিশ বর্ম্মাপেট্রোলিয়াম—২৫শে আগষ্ট ৩।৶ ; ২৬শে আগষ্ট ৩।৶ ; ২৮শে আগষ্ট ৩॥৴ ; ৩০শে আগষ্ট ৩॥০ ; টাইড ওয়াটার অয়েল—২৫শে আগষ্ট ১২৵, ১২।৵ ; ক্যালকাটা আইস—৩১শে আগষ্ট ৫।০, ৫॥০, ৫॥৴, ৫৸৴ ; টিটাগড় পেপার—২৫শে (প্রেফার্ড অডি) ৩॥৶, ৩৸৴০ ; ৩১শে আগষ্ট ('এ' অডি) ১১॥৵, ১১৸০, ১২৲ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট—৩১শে আগষ্ট ১।৶ ; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ—৩১শে আগষ্ট (প্রেফ) ১২৫৲, ১২৬৲ ; বেঙ্গল টিম্বার—২৬শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৬৩৲ ; ৩০শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৬৬৲ ; মেদিনীপুর জমিদারী—২৮শে আগষ্ট ৫৬৲ ; ৩১শে আগষ্ট ৫৭৲ ; ডিগওয়ারা—২৮শে আগষ্ট ৩৸০, ৩৸৵ ; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ—৩০শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩॥০ ; বরুয়া টিম্বার—৩০শে আগষ্ট ১৩॥, ১৩৸০ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন—৩০শে আগষ্ট (অডি) ৮৫॥০, (প্রেফ) ১৪০॥০, ১৪১॥০ ।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ১লা সেপ্টেম্বর

গত ২৮শে ও ২৯শে আগষ্ট ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য চায়ের ১২নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে।

রপ্তানী যোগ্য :—এই নীলামে মোট ২৩১০০ বাক্স চা নীলামের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে মোট ২১৫১১ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে এবং বিক্রীত দরের গড়পরতা দর দাঁড়াইয়াছে ॥৵৩ পাই। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে গড়পরতা ॥৴৬ পাই দরে ২১৯৫৫ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালের উপরোক্ত নীলাম মোট ২১০৩৭ বাক্স চা ॥৶৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নীলামে ডুয়ার্সজাত চায়ের দর অব্যাহত ছিল তবে আসাম শ্রেণীর দরের নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। পিকো এবং ব্রোকেন পিকোর দর প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাতা চা এবং টিপি চায়ের তেমন কোন চাহিদা ছিল না। দার্জ্জিলিং চায়ের কোন উল্লেখযোগ্য চাহিদা পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—এই নীলামে সবুজ চায়ের বিশেষ আদর ছিল এবং মূল্যেরও উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গুড়া চায়েরও উন্নতি দেখা গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে লিকারযুক্ত চায়ের বিশেষ চাহিদা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কোটা (Quota)—রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ রপ্তানীর মূল্যের বিশেষ অবনতি দেখা গিয়াছে। অদ্য বাজার দর প্রতি পাউণ্ডে ।৬ আনা হইতে ।৴ আনা মাত্র। ১২নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল :—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
রপ্তানীযোগ্য	২১,৫১১	২১,৯৫৫	২১,০৩৭
গড়পরতা দর	॥৵৩	॥৴৬	॥৶৬

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
বিক্রীত	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
	১০,০১৭	১২,১১২	৭,৫৩৪	৮,৬৬৮
গড়পরতা দর	।২	।২	।৪	।০

লণ্ডনের বাজার

জাভা চা—গত ২৪শে আগষ্টের লণ্ডনের বাজারে চায়ের যে নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে মোট ২৮,৭০০ বাক্স জাভা চা বিক্রীত হইয়াছে। টিপি চায়ের বিশেষ আদর ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর তেমন কোন চাহিদা ছিল না।

ভারতীয় চা—গত ২৮শে আগষ্টের নীলামে লণ্ডনে মোট ২৮,৭০০ বাক্স ভারতীয় চা উপস্থিত করা হইয়াছিল। রপ্তানীযোগ্য ব্যতীত অন্যান্য চায়ের বিশেষ চাহিদা ছিল। কিন্তু কন্টিনেণ্টের কোন চাহিদা না থাকায় রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোন চাহিদা দেখা যায় নাই। গত আগষ্ট মাসের প্রথমার্দ্ধে নিম্নলিখিত পরিমাণ চা কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হইয়াছে :—

কলিকাতা	কালো	১১,৩০৯,৭২৩ পাঃ
	সবুজ	
চট্টগ্রাম	কালো	৬৪,১৮,৫৪৫ পাঃ

১লা এপ্রিল হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ৭১,৮৩৩,৯৯৬ পাঃ চা রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ঐ সময় রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪৩, ৭২২, ৭৩১ পাঃ।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২রা সেপ্টেম্বর

সমরাতঙ্কের জন্য এ সপ্তাহের প্রথমদিকে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দাম চড়ার দিকে ছিল। সোণার দিকে জার্ম্মানী কার্য্যতঃ পোলাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে দামের হার বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার নমুনা দেখা গিয়াছে। গত ২৬শে আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দাম ছিল ৭ পাউণ্ড ১৫ শিলিং। গত ২৭শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ৮ পাউণ্ড ১ শিলিং হয়। ৩০শে তারিখ তাহা ৭ পাউণ্ড ১৮ শি ৬ পেনী দাঁড়ায়। ৩১শে আগষ্ট তাহা ৭ পাউণ্ড ১৯ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৮ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল ৩৮॥০ আনা। ২৬শে তারিখ তাহা ৩৮॥৶ আনা হয়। ৩০শে আগষ্ট তাহা ৩৮॥৴ আনা দাঁড়ায়। ৩১শে তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা ৩৯৴৬ পাই পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৬৸৴ আনা, বড়ালবার ৩৬৸০ আনা ও গিনি ২৩॥৶ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৮।৵ আনা, ৩৮।৴ আনা ও ২৪॥৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

গত বৎসরের তুলনায় এসপ্তাহের লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দামের কিছু পড়তি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৬শে আগষ্ট লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০$\frac{১}{১৬}$ পেনী। ২৮শে তারিখ তাহা কমিরা ১৯$\frac{৭}{৮}$ পেনী হয়। ২৯শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় ১৯$\frac{১}{২}$ পেনী। ৩০শে আগষ্ট তাহা ১৯$\frac{১}{১৬}$ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ১৯$\frac{৩}{৪}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫১৶ আনা। ২৮শে তারিখ তাহা ৫১ টাকা হয়। ৩০শে আগষ্ট তাহা ৫০।৴ আনা দাঁড়ায় ৩১শে তারিখ তাহা ৪৯৵ আনায় নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে তাহা ৫০ টাকা হইয়াছে।

কলিকাতা বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৫০৸৴ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫১৴ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ৫০৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২রা সেপ্টেম্বর

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরে যে তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছিল এসপ্তাহে তাহা মোটামুটি রহিয়াছে। গত ২৬শে আগষ্ট আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখ ফাটকা বাজারে পাটের দরে সর্ব্বোচ্চ হার ৪১ টাকা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৩৯৵ আনা ছিল। গত ২৮শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১ টাকা ও ৪০৵ আনা ৩০শে আগষ্ট তাহা ৪০৸০ আনা ও ৪০ টাকা দাঁড়ায়। গতকল্য তাহা ৪০॥৵ আনা ও ৩৯॥৵ আনা হয়। অদ্য বাজারে তাহা পাটের দাম সর্ব্বোচ্চ ৪১৵ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৪০৸৴ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৮শে আগষ্ট	৪১৲	৪০৵০	৪০৵০
২৯ "		(বাজার বন্ধ ছিল)	
৩০ "	৪০৸০	৪০৲	৪০॥৵০
৩১ "	৪১৲	৪০।০	৪০॥৵০
১লা সেপ্টেম্বর	৪০॥৵০	৩৯॥৵০	৪০৵০
২রা "	৪১৵০	৪০৸৵০	৪০৸৵০

গত ২৩শে আগষ্ট এইরূপ একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে বাধ্যকরীভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যে কাযানীতির আভাষ দিয়াছিলেন শীঘ্রই তাঁহারা অডিনান্স বলে তাহা কার্য্যকরী করিবেন। ইহাও প্রকাশিত হয় যে আগামী মরশুমের জন্য পাটের চাষ শতকরা ২৫ ভাগ হারে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। এই সংবাদে বাজারে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই খুব আশ্বাস বোধ করিতে আরম্ভ করেন। ফলে ফাটকা বাজারে দামের হারও বাড়িয়া চলে। আগামী মরশুমে পাটের চাষ বাধ্যকরী ভাবে ও উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হইলে আজ না হউক কাল এবৎসরের পাটের বেশী চাহিদা হওয়া নিশ্চিত। কাজেই এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে বাস্তবিক পক্ষে পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিয়াই মনে হইবে। এই অবস্থায় এসপ্তাহে পাটের দর অপেক্ষাকৃত বেশী চড়িয়া যাওয়ায় আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু সমরাতঙ্কের জন্য জন্য ততটুকু উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। এসপ্তাহের প্রথম দিক হইতে যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে জল্পনা কল্পনা হইতে ছিল। গতকল্য জার্ম্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করার যুদ্ধ কার্য্যতঃ বাধিয়া গিয়াছে। এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের প্রতিশ্রুতি যথার্থ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে মহাসমর একরূপ আসন্ন বলা চলে। এইরূপ যুদ্ধ চলিবে পাটের ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যুদ্ধের সময় পাট রপ্তানীর রাস্তা বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠিবে আর তাহার ফলে পাটের রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে পাট রপ্তানীর বীমার হার চড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহা ছাড়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বন্দর ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের বন্দরে পাট রপ্তানী না করার জন্যও নির্দ্দেশ প্রচারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীরা বাহিরের বাজারে পাট বিক্রয়ের ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সম্যক আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া কোন বিষয় সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কাজেই দামের চড়তিও অনেকটা সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে।

গত ২৬শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার বেল পাট মফঃস্বল হইতে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ লক্ষ বেল।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চট কলওয়ালারা বেশী কিছু পাট ক্রয় করে নাই। দামের হারও নিম্নদিকে উঠানামা করিয়াছে। গত ২৫শে আগষ্ট বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭৸০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা ৭॥০ আনা দাঁড়ায়।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকের কিছু কিছু পাট খরিদ করিয়াছে। গত ২৫শে আগষ্ট বাজারে প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দাম ছিল ৩৯।০ আনা। গতকল্য তাহা বাড়িয়া ৩৯॥০ আনা দাঁড়ায়।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের শেষের দিকে চটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার ফলে থলে ও চটের দাম কিছু বাড়িয়াছে। গত ২৫শে আগষ্ট বাজারে ৯ পোটার চটের দাম ৮৸৵ আনা ও ১১ পোটার চটের দাম ১১। আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৯॥৵ আনা ১১৸৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইএর তুলার বাজারে একটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করে। কতিপয় তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সংবাদেই বাজারে এরূপ অবসাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরে যুদ্ধের সংবাদেও কারবার নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস পাওয়াতে একটা চড়াভাব দেখা দেয়। লিভারপুলের বাজারে মূল্যের উন্নতির সংবাদেও বোম্বাই বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বোরোচ এপ্রিল মে ১৬১॥০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া বাজার বন্ধের সময় উহা ১৫৮৸০ আনায় দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৩।৵ ছিল। বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য ১২২৸০ আনা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১১৯৸০ ছিল। ওমরা ডিসেম্বর জানুয়ারী পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৪৪॥০ আনা স্থলে ১৪৭৸০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

কাপড়

কলিকাতা ১লা সেপ্টেম্বর

স্থানীয় কাপড়ের বাজারে যুদ্ধাশঙ্কায় এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। কেবল মাত্র যে কাপড়ের মূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু কতিপয় শ্রেণীর বিশেষতঃ জাপানী কাপড়ের মূল্য উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কোন অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে আগামী পূজা উপলক্ষে বাজারে

কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড় সম্পর্কে কোন কারবার হয় নাই। এই শ্রেণীর কাপড়ের মূল্য অধিক দাঁড়াইয়াছে বলিয়াও ব্যবসায়ীগণ কারবার করিতে অক্ষম। মজুদ দেশী কাপড়ের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীগণ বিশেষতঃ মিল সমূহ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু ইউরোপের বিরাট যুদ্ধাশঙ্কায় বর্ত্তমান সপ্তাহে এই শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে একটা আশা আকাঙ্খার সৃষ্টি হইয়াছে এবং মজুদ কাপড়ের কাটতি আরম্ভ হইয়াছে।

সূতা

তুলার বাজারে চড়াভাব দেখা দিবার ফলে সূতার বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিগত কয়েক মাস যাবৎ সূতার বাজারে যেরূপ একটা নিরুৎসাহ ভাব দেখা দিয়াছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপের সমরাঙ্গনের ফলে কতকটা দূরীভূত হইয়া আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছে সংবাদে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও পোল্যাণ্ডের সাহায্যকল্পে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে সম্ভাবনায় সূতার বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়; তবে মূল্যের দিক দিয়া কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। তবে বর্ত্তমানে ক্রেতাগণের মধ্যে যেরূপ চাহিদা দেখা দিয়াছে তাহা বজায় থাকিলে সূতার মূল্যের উন্নতি আশা করা যায়। মোটের উপর যুদ্ধের সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে বাজার সম্পর্কে কোনরূপ সঠিক ইঙ্গিত করা সম্ভব নহে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে স্থানীয় চিনির বাজারে বিভিন্ন কেন্দ্রের কোনরূপ চাহিদা পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে ইউরোপের সমরাতঙ্কের ফলে এবং বস্তুতঃ জার্ম্মানী পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে নামিয়াছে সংবাদে চিনির বাজারেও একটা তেজীভাব দেখা দিয়াছে। তদুপরি পূজা উপলক্ষে চিনির বাজারে উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া ব্যবসায়ীগণ বহুদিন হইল প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যুদ্ধের সংবাদে তাহাদের এই আশা আকাঙ্খা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফাটকা'ওয়ালাদের মধ্যে বিশেষভাবে কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল আড়তদার বহু পরিমাণ চিনি মজুদ রাখিয়াছে বর্ত্তমানে তাহারা চিনির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করিতেছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজারে একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে জাভা চিনি পাওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ দেশী চিনি সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে। কলিকাতার মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। মজুদ দেশী চিনির পরিমাণ ৩ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমান হয়।

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট গত ২০শে আগষ্ট যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বিভিন্ন মিলের নিম্নোক্ত পরিমাণ চিনির হিসাব দেওয়া হইয়াছে। (১) ১৯৩৮-৩৯ সালের সদস্য শ্রেণীভুক্ত কলসমূহে চিনির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪১ মণ। (২) ১৯৩৯ সালে ২০শে পর্য্যন্ত বিক্রীত চিনির পরিমাণ ৯১ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৭১ মণ। (৩) উপরোক্ত পরিমাণে চিনির মধ্যে ৬২ হাজার ৩৮৮ মণ চিনি এপর্য্যন্ত ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই। (৪) এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মোট অগ্রিম কারবারের পরিমাণ ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৫২ মন। (৫) উক্ত কারবার সম্পর্কিত চিনির মধ্যে ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই এরূপ চিনির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৯০৪ মন। (৬) অবিক্রীত চিনির পরিমাণ ২২ লক্ষ ৬ হাজার ১৬০ মন। (৭) অবিক্রীত এবং ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই এরূপ চিনির পরিমাণ ২৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৫২ মণ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে মন্দা গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ছাগলের চামড়ার মোটামুটি ভাল কারবার হয়। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া ঃ—পাটনা ৩২ হাজার ৯ শত টুকরা ৫০৲—৬৫৲ হিঃ ঢাকা-দিনাজপুর ১৯ হাজার ৩ শত টুকরা ৭০৲—১০৫৲ হিঃ—লবণাক্ত ৩১ হাজার ৩ শত টুকরা ৫০৲—৭০৲ হিঃ।

গরুর চামড়া :—দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ শত টুকরা ৪৵০ হিঃ নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ শত টুকরা ৪৲ হিঃ লবণাক্ত ১৮ হাজার ২ শত টুকরা ৫০৲—৭৭॥০ হিঃ (প্রতি কুড়ি) ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত মহিষের চামড়া ৩০ হাজার টুকরা ২।০ হিঃ বিক্রীত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নোক্ত পরিমাণ গরুর এবং ছাগলের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

ছাগলের চামড়া :—পাটনা ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫ শত টুকরা; ঢাকা-দিনাজপুর ১লক্ষ ২৪হাজার ৩শত টুকরা; লবণাক্ত ৩৩হাজার ৯শত টুকরা।

গরুর চামড়া :—ঢাকা দিনাজপুর ৩ হাজার ২ শত; আগ্রা আর্সেনিক ১ হাজার ৫ শত; দ্বারভাঙ্গা বেনারেস গয়া-রাঁচি ১ হাজার ২ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া ৪হাজার ২ শত টুকরা; লবণাক্ত ২৫ হাজার ৯ শত টুকরা।

গমের বাজার

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর

গমের অত্যুৎপাদনের ফলে ভারতের বাজারে এই ফসল সম্পর্কে একটা ভীষণ নিরুৎসাহের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপে রণ দামামা বাজিয়া উঠিবার ফলে গমের মূল্য অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফাটকা ওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কর্ম্মোৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। করাচির বাজারে ফাটকা ওয়ালাদের কারবার উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশের বাজার হইতে আশানুরূপ সংবাদ লাভই উহার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। জুন মাসের পর গমের বর্ত্তমান যে মূল্য দাঁড়াইতেছে তাহাই সর্ব্বোচ্চ। করাচিতে বর্ত্তমানে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন গম মজুদ আছে। স্থানীয় গমের বাজার তেজা। কানপুর ও পাঞ্জাব শ্রেণীর গমের চলতি মূল্য ৩৵৬ পাই দাঁড়াইয়াছে। সেপ্টেম্বর ও মের অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত মূল্য যথাক্রমে ৩॥৵৩ পাই এবং ৩॥৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বাজারের যে সকল দর এবং সংবাদ সন্নিবেশিত হইল তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু অবধারিত করা সম্ভব নহে। ইউরোপের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আশঙ্কায় বাজারের অবস্থা বিশেষ অনিশ্চিত ভাব ধারণ করিয়াছে। অদ্য শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত বিদেশী জিনিষের মূল্য গুরুতর ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশী জিনিষের উপরও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাজারে লবনের দর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি না পাইলেও উহার মজুদ পরিমাণ যথেষ্ট নহে। চাহিদার অনুপাতে উহা এক চতুর্থাংশ মাত্র বলিয়া ব্যবসায়ীগণের অনুমান। এতদ্ব্যতীত লবণের অগ্রিম কারবার বন্ধ আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিলে লবণের মূল্য দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—অবশ্য ভারত সরকার যদি হস্তক্ষেপ না করেন। লৌহ, ঢেউটিন ইত্যাদি জিনিষের সঠিক দর উল্লেখ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লৌহ হার্ডওয়ার যুদ্ধের আশঙ্কায় অনিশ্চিতরূপ বর্দ্ধিত হারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। বাজারের এই অনিশ্চিত অবস্থায় অনেকস্থলে ব্যবসায়ীগণ উহার কি দর দিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিভিন্ন প্রকার মশল্লার দর শতকরা ১৫৲ হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৩৯ | ১৯শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৬৫-৫৬৭	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৭২-৫৭৯
স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ	৫৬৮	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫৮০-৫৮১
বস্ত্র শিল্পের সুযোগ	৫৬৯	মত ও পথ	৫৮২
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব	৫৭০-৫৭১	বাজারের হালচাল	৫৮৩-৫৮৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের মূল্য বৃদ্ধি

গত সপ্তাহে পাটের উল্লেখযোগ্যরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং শনিবারে ফাটকার দর ৫৫৸৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের বাজারে একটা অনিশ্চিত ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারের ধারণা জন্মে যে এবারকার যুদ্ধে পাটের খুব বেশী চাহিদা হইবে এবং বিদেশে পাট এবং থলে ও চট রপ্তানীর ব্যাপারে তেমন বেগ পাইতে হইবে না। উহার ফলে ফাটকাওয়ালারা দর চড়াইয়া দিতে থাকে। সপ্তাহের শেষের দিকে কলিকাতায় সংবাদ আসে যে সামরিক প্রয়োজনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় চটকল সমূহ হইতে ৬ কোটী থলে ক্রয় করিবেন। উহার ফলেই গত শনিবার ফাটকার দর ৫৫ এর কোঠা ছাড়াইয়াছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহে দর আরও চড়িবে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার পাটের এইভাবে দর বৃদ্ধির প্রভাবে মফঃস্বলেও যদি পাটের দর যথাযথ ভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমরা খুবই সুখী হইব। এবার এখন পর্য্যন্ত কৃষক তাহার উৎপাদিত পাট প্রায় কিছুই বিক্রয় করে নাই। এই সময়ে দর যদি চড়ে তবে কৃষক তাহার ফল প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারিবে এবং উহার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার সমূহ উন্নতি ঘটিবে।

যুদ্ধ ও বৈদেশিক বীমা কোম্পানী

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সর্ব্বত্র জার্ম্মান অধিবাসীদিগকে আটক করা হইয়াছে এবং জার্ম্মাণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়া শুল্কবিভাগের কালেক্টরের আয়ত্তে আনা হইয়াছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ, এলায়ান্‌জ্ উণ্ড ষ্টাটগাটার নামক বিশিষ্ট জার্ম্মাণ বীমা কোম্পানীরও অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীর বীমাকারীদিগকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই সংবাদ উক্ত কোম্পানীর ভারতীয় বীমাকারীদের মধ্যে যে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষে যদি এদেশের বীমাকারীগণের দাবী মিটাইবার মত সম্পত্তি কোম্পানীর থাকিয়া থাকে তবে বীমাকারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না। কিন্তু এদেশে উক্ত বীমা কোম্পানীর এরূপ কোন সম্পত্তি না থাকিলে কত লোকের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার এই অসুবিধার কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তবুও দেশবাসী যে কেন এই বৈদেশিক মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় কোন জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত দীর্ঘ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া স্বতঃই বিপদসঙ্কুল ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু তবুও এদেশের অনেকে জার্ম্মাণ কোম্পানীতে বীমা করিয়াছিলেন। উহাদের ক্ষতি একটা দুঃখের বিষয় হইলেও তজ্জন্য বীমাকারীদের অদূরদর্শিতাই দায়ী। যাহা হইক ভবিষ্যতে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিয়া দেশবাসী যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে তজ্জন্য সরকারীভাবে প্রতিকার পন্থা অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে ইদানীং কিছুদিন যাবত যে ধর্ম্মঘট চলিতেছে তৎসম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র একটি খুব সময়োচিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের বস্ত্রশিল্প এখনও শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব হেতু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়ও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি চূড়ান্ত রকম অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে। এই অবস্থায় এখানে যদি কাপড়ের কলে কথায় কথায় ধর্ম্মঘট হইতে থাকে তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না। আচার্য্য দেব বলেন যে, "কুষ্টিয়ায় যাহারা ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন তাঁহাদের বুদ্ধির ও সদিচ্ছার প্রশংসা করা চলে না। এই ধরণের ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের পথ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গলার শিল্পের এই শৈশবকালে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করা দেশ-দ্রোহিতারই নামান্তর। কারণ ইহাতে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের গড়িয়া উঠিবার প্রক্কালে উহাকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এদেশের শ্রমিক আন্দোলন যেভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে অনেক সময়েই দেখা যায় যে শ্রমিকদের কল্যাণ কামনা অপেক্ষা দল বিশেষের প্রভাব বিস্তার করাই এখন ধর্ম্মঘটের মূল কারণ।" মোহিনী মিল সম্পর্কে আচার্য্যদেব যে অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন এ দেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে ইতি-পূর্ব্বে একাধিকবার এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছি। বর্ত্তমানে তাঁহার ন্যায় একজন সর্ব্বজনশ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করাতে উহা শ্রমিকদের হৃদয় স্পর্শ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। আচার্য্যদেব নিজে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। কারণ আলোচ্য বিবৃতিরই এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে শ্রমিকদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য আন্দোলন ও সংগঠন হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি চান যে কলমালিকদের সহিত আলাপ আলোচনা দ্বারা নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে ব্যর্থকাম হইলে যথোপযুক্ত নোটীশ দিয়া শেষ অস্ত্র হিসাবে ধর্ম্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রমিকদের উচিত। বর্ত্তমানে যেভাবে তুচ্ছ কারণে ধর্ম্মঘট হইতেছে তাহাতে আচার্য্য দেবের এই উপদেশের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। মোহিনী মিলের শ্রমিকগণ তাঁহার এই উপদেশ গ্রহণ করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

ভারতে বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান

বিদেশীর অর্থে ভারতবর্ষে যে সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গে গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে এই প্রস্তাবটি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই যে ভারতবর্ষে বিদেশীর মূলধন ও পরিচালনায় যে সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহা-দিগকে সংরক্ষণ নীতির সমস্ত প্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হউক। পরিষদে কংগ্রেস কর্ম্মীর সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য প্রস্তাবটি পাশ হয় নাই বটে কিন্তু যে অবস্থায় প্রস্তাবটি পরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা হুবহু পাশ হওয়া সমীচীন কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষে রেলপথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিদেশীর মূলধনে স্থাপিত হইয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠান দেশের শোষণের একটা বড় রকম পন্থা হইয়া দাঁড়াইলেও উহাদের মারফতে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। বর্ত্তমানে এইসব প্রতিষ্ঠানকে যদি সংরক্ষণ নীতির সমস্ত প্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়া দেশের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিবে। খুব সম্ভবতঃ উহা চিন্তা করিয়াই ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জীর ন্যায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সংরক্ষণ নীতি বলবৎ হইবার পর হইতে এদেশে বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর পরিচালিত অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত অবৈধভাবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে মূলধনের বেশীর ভাগ ও ডিরেক্টরদের মধ্যে অধিকাংশ ডিরেক্টরকে ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ না করিয়া দেশে যাহাতে কোন বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে না পারে এবং বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহারা যাহাতে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবৈধ প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তাহাই এই সম্পর্কে বড় সমস্যা। পরিষদে যাহারা উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া-ছিলেন তাঁহারা এই দিকে নজর দিলে ভাল হয়।

পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধের বাজারে অপরিমিত মুনাফা করিবার আগ্রহাতিশয্যে যে সব ব্যবসায়ী ও দোকানদার জিনিষ পত্রের দাম অত্যধিক হারে বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন গত মঙ্গলবার দিবস বাঙ্গলা সরকার তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। উহার পরে অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়। ইতিমধ্যে ভারত রক্ষা অর্ডিনান্স অনুসারে একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ পত্র, জ্বালানী দ্রব্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ে ব্যবসায়ীদের অধিক লাভ আদায়ের মনোবৃত্তি তাঁহারা সহ্য করিবেন না। যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত শ্রেণীর দ্রব্যের যে বাজার মূল্য ছিল এক্ষণে কোন ব্যবসায়ী তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য দাবী করিলে সেজন্য দণ্ডনীয় হইবেন। এই ব্যবস্থায় অনেক জিনিষের দরই পূর্ব্বেকার হারে ফিরিয়া আসিয়াছে। ফলে সাধারণ খরিদ্দারেরাও আপাততঃ একটা বড় রকমের সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

একথা স্বীকার্য্য যে, ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃই খুব বেশী। পণ্যমূল্যের উপর উহার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবও ক্রমে ক্রমে অনুভূত হওয়ার কথা। গত মহাযুদ্ধের সময় তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করাও গিয়াছিল। তবে ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক দিক দিয়া মোড় ঘুরিয়াছে বলা চলে। সে জন্য ১৯১৪-১৮ সালের অনুরূপভাবে এবার তত বেশী পরিমাণে অবস্থার অদল বদল ঘটিবার সম্ভাবনা কম। গত মহাযুদ্ধের সময় বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, সাবান, সিগারেট, দিয়াশলাই, লবণ প্রভৃতি শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী ছিল। এক্ষণে দেশে ঐ সব শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়াছে এবং দেশের চাহিদা মিটাইবার উপযুক্তরূপভাবে উৎপাদনও বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই

যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী কমিয়া গেলেই তাহার প্রতিক্রিয়ায় এদেশে ঐসব জিনিষের মূল্য অচিরে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা নহে। এদেশে খাদ্যশস্য বেশী পরিমাণে উৎপাদনের সুবিধা আছে এবং কার্য্যতঃ তাহা একরূপ হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং খাদ্যশস্য বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করা সুরু না হইলে তাহার কমতি ঘটিয়া অচিরে মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা কম। রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ ও শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত যে সমস্ত জিনিষের দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখনও বেশী পরিমাণে পর-নির্ভরশীল তাহার মূল্য সহজে বাড়িয়া যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে সত্য। কিন্তু বাজারে বর্ত্তমানে ঐসব জিনিষ যে পরিমাণে মজুদ রহিয়াছে তাহাতে উহার দাম আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক হারে বজায় রাখা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। কাজেই এদেশের বাজারে সাধারণভাবে এখনই অতিরিক্ত হারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নাই বলা চলে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোভ পরবশ ব্যবসায়ী অপরিমিত মুনাফা করিবার সুযোগ আসিয়াছে বুঝিয়া যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিষপত্রের দাম চড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে। অনেকস্থলে পণ্য উৎপাদক ও পণ্য সরবরাহকারী সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপ যোগ না রাখিয়াই খুচরা ব্যবসায়ীরা মূল্যের হার ঐরূপ বৃদ্ধি করে। পরে পণ্য উৎপাদনকারী ও পণ্য সরবরাহকারীদের কেহ কেহ বর্দ্ধিত মূল্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় তাহা সুস্পষ্ট-ভাবেই ধরা পড়ে। এই অবস্থায় অতিলোভী ব্যবসায়ীদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সজাগ হইয়াছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কারণে কোন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইলে তাহার সমীচীনতা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু যুদ্ধের সুযোগে সাধারণকে ক্ষতি-গ্রস্ত করিয়া নিজের মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা যে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে নিন্দনীয়।

ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মধ্যে ঔষধের মূল্যবৃদ্ধিই জনসাধারণের পক্ষে সমধিক পীড়া-দায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে বহু ব্যক্তি ঔষধের মূল্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া এক প্রকার অচিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অবস্থায় হঠাৎ ঔষধের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি দেশের পক্ষে কতদূর মারাত্মক ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গলা দেশে ঔষধের ব্যবসার সহিত দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে এদেশে প্রস্তুত ঔষধের পর্য্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি করতঃ মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের এই কলঙ্ক সহজে মুছিবার নহে। যাহা হউক, ঔষধের মূল্যবৃদ্ধির জন্য নামজাদা কতিপয় ঔষধ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হওয়াতে বর্ত্তমানে এই অপচেষ্টা তিরোহিত হইয়াছে বটে। কিন্তু আমরা অবগত হইলাম যে এখনও অনেক ঔষধ ব্যবসায়ী মাল ঘরে রাখিয়াও ভবিষ্যতের লাভের আশায় তাহা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছেন না। উহাদিগকে সংযত করিতে অবিলম্বে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা বাঙ্গলা সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। যাহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মরণের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

ভারতবর্ষে চিনির উৎপাদন

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের আধুনিক ধরণের চিনির কলসমূহে আখ হইতে চিনির উৎপাদন সম্বন্ধে কানপুরস্থ ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজির ডিরেক্টর মিঃ আর সি, শ্রীবাস্তব সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই শিল্প সম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইবেন। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষের ১৩৭টি চিনির কলে ১১,৯১১ হাজার ৪ শত টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৩৬টি কলে কাজ চলে এবং এই বৎসরে সমস্ত কলে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত টন চিনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩৯টি চিনির কলে কাজ চলিলেও মিঃ শ্রীবাস্তবের বরাদ্দ অনুসারে এই বৎসরে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত টনের বেশী চিনি উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ দুই বৎসরের মধ্যে ভারতে চিনির উৎপাদন শতকরা ৪২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। উহার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের বাজারে বিদেশী চিনির আমদানী অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গিয়াছে এবং গত বৎসর এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসে যে স্থলে বিদেশ হইতে ভারতে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার চিনি আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার এই তিন মাসে ৯৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে।

মিঃ শ্রীবাস্তব বলিতেছেন যে ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদিত না হওয়ার দরুণই ভারতে চিনির উৎপাদন এত কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে যেই ভারতের উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ১০ লক্ষ টন ছাড়াইয়া গেল অমনি তিনি এবং চিনির কলের মালিকগণ ভারতে চাহিদার তুলনায় বেশী পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া যে ভাবে চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ উপরোক্ত ভাবে হ্রাস পাওয়ার মধ্যে কলওয়ালাদের কোন ষড়যন্ত্র রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এদেশে শর্করা শিল্প যে ভাবে রক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইয়াছে আর কোন শিল্প সেরূপ সুবিধা পায় নাই। উহা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়াছে, বিদেশী চিনির আমদানী অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতেছে এবং দেশের লোককে চতুর্গুণ বেশী মূল্য দিয়া চিনি খাইতে হইতেছে। উহার পর দেশবাসী এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলাদেশ যদি শর্করা শিল্পের উপর রক্ষণশুল্ক উঠাইয়া দিবার দাবী করে তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি

ভারতবর্ষে সামরিক বিভাগের বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে চ্যাটফিল্ড কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতীয় করদাতাদের উপর সোয়া এগার কোটি টাকা ঋণের বোঝা পড়িল। কমিটির নির্দ্দেশমত ভারতীয় সৈন্য দলকে পুনর্গঠিত ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। উহার তিন চতুর্থাংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন এবং এক চতুর্থাংশ ভারতবর্ষকে দিতে হইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা ভারত-বর্ষের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটা উদারতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু উহা সর্ব্বজনবিদিত যে ভারতবর্ষে যে সৈন্যদল রহিয়াছে তাহা বৃটিশ সৈন্যদলেরই একটা অংশ এবং ভারতবর্ষকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা ইংলণ্ডের বিপদের সময়ে উহাকে সাহায্য করার মনোভাব লইয়াই এই সৈন্যদল মোতায়েন রাখা হইয়াছে। অবশ্য ভারতবর্ষের নিজের গরজে কোন সৈন্যদলের প্রয়োজন নাই—একথা আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু এজন্য বৎসর বৎসর ভারতবর্ষের ৫০ কোটি টাকা করিয়া ব্যয় করিবার কোন হেতুই নাই। ইংলণ্ডের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ এই পর্য্যন্ত সৈন্য বিভাগের জন্য যে প্রকার অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত পুরা ৪৫ কোটি টাকা প্রদান করিলেই ইংলণ্ডের পক্ষে শোভন হইত।

স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

ভারতবর্ষে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে একটী গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের নানাবিধ চাঞ্চল্যকর সংবাদের মধ্যে এই সংবাদটি তেমনভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। সংবাদটির মর্ম্ম এই যে এখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স ব্যতীত কেহ ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে অথবা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানী করিতে পারিবে না। তবে ব্রহ্মদেশকে এই বিধি-নিষেধের আমলে ফেলা হয় নাই।

ভারতবর্ষে স্বর্ণখনি থাকিলেও উহা হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে। এই স্বর্ণের বহুলাংশ বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা সময় সময় লুণ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে যে পরিমাণ স্বর্ণ রহিয়াছে তাহা বিদেশীদের একটা ঈর্ষ্যার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে গত ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত ৩১ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৫৪৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮ কোটী ৯২ লক্ষ ৪৪ হাজার আউন্স (এক আউন্স প্রায় আড়াই ভরির সমান) স্বর্ণ আমদানী হয়। কিন্তু গত ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণ মান পরিত্যাগ করাতে ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া যায়। এদিকে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য দেশের জন সাধারণেরও বিশেষ আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হয়। উহার ফলে ১৯৩১-৩২ সাল হইতে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী আরম্ভ হয় এবং এই ভাবে গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে দেশ হইতে ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৮ হাজার আউন্স স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর সঞ্চিত স্বর্ণ লইয়া এখনও ভারতবর্ষে স্বর্ণের বর্ত্তমান মূল্য অনুযায়ী ৭।৮ শত কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

যাহা হউক গত ১৯৩১-৩২ সালে যখন ভারতের স্বর্ণ বিদেশাভিমুখী হইতে থাকে সেই সময় হইতে ভারতবাসী বরাবরই বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিলে বাট্টার হার স্থির রাখা এবং ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর ঋণের সুদ, ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় ইত্যাদিতে ইংলণ্ডে যে ৫০।৬০ কোটি টাকা করিয়া পাঠাইতে হয় তাহা পরিশোধ করা যায় না দেখিয়া ভারত সরকার এই আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। উহার ফলে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ৩১ বৎসরে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে স্বর্ণ আমদানী হইয়াছিল পরবর্ত্তী ৮ বৎসরের মধ্যে তাহার শতকরা ৪৪ ভাগ স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বর্ত্তমানে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ হইবে কিনা এবং এই ইস্তাহারের জন্য ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে কিনা তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দুঃখের বিষয় যে, সরকারী ইস্তাহার হইতে এরূপ কিছু বুঝা যায় না যে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ হইবে। ইস্তাহারে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন হইতে রপ্তানীর জন্য লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন কিনা এবং লাইসেন্স দিলে কি অবস্থায় কি পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতে দিবেন তাহা জানা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে যে এখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক মনোনীত কতিপয় ব্যক্তি একমাত্র ইংলণ্ডে স্বর্ণ রপ্তানীর অধিকার লাভ করিবে তাহা হইলে ভারতবাসীর স্বার্থের দিক হইতে এই ইস্তাহারের কোন মূল্যই নাই বলা চলে। বরং উহার ফলে ভারতবাসীর ক্ষতি হইতে পারে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিকট স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ যে মূল্য পাইতেছে ইংলণ্ডের নিকট স্বর্ণ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলে সেরূপ মূল্য পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ আছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কাজেই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানীর সমস্যা এখন বড় সমস্যা নহে। কিন্তু সরকারী ইস্তাহারে স্বর্ণ রপ্তানীর ন্যায় স্বর্ণ আমদানী সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে লাইসেন্স না লইয়া কেহ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানী করিতে পারিবে না। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বর্ত্তমান সময়ে সরকারী ইস্তাহারের উপরোক্ত বিধানের জন্য ভারতবাসীর শঙ্কিত হইবার কারণ রহিয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য আমদানী—এই উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে ততই ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ প্রসারিত হইতে থাকে। উহার ফলে যে স্থলে গত ১৯১৪-১৫ সালে পণ্যদ্রব্যের দফায় ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য ছিল ৩৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা—সেই স্থলে ১৯১৬-১৭ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭ কোটি ১২লক্ষ টাকা। আমদানীর তুলনায় রপ্তানী এইভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে যুদ্ধের কয় বৎসরে বিদেশের নিকট ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা পাওনা হয় এবং এই পাওনার বদলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানীর পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু ভারত সরকার যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানী বন্ধ করিয়া দেন। উহার ফলে যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানীর যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ভারতবর্ষ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধেও এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ বিদেশে যে পরিমাণ বেশী পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষের বিদেশী

বস্ত্র শিল্পের সুযোগ

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান মন্দা অনেকটা কাটিয়া যাইবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে উহার সুযোগে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কেবল বর্ত্তমান মন্দা কাটিয়া উঠিতেই সমর্থ হইবে না—উহার ফলে এই শিল্পের সমূহ উন্নতি ঘটিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতেছে।

একথা অনেকেই অবগত আছেন যে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯২৯-৩০ সালে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে ২৪১ কোটি ৯১ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে (১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে) ৪২৬ কোটী ৭৬ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণও ১৯১ কোটী ৯৪ লক্ষ গজ হইতে কমিয়া ৬৪ কোটী ৭৩ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সমস্ত কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে যে বিদেশ হইতে পৌণে পয়ষট্টি কোটি গজ কাপড় আমদানী হইতেছে তাহার কারণ ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটিশজাত কাপড়ের উপর শুল্কহ্রাস এবং জাপানে ভারতীয় তুলা বিক্রয়ের জন্য জাপানকে ভারতের বাজারে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় আমদানী করিবার অধিকার দান। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের বিরুদ্ধে এই দুইটী বিধান বলবৎ না হইলে এতদিনে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র উৎপাদিত হইয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র আমদানী বন্ধ হইয়া যাইত এবং ভারতীয় কাপড়ের কলে উৎপন্ন বস্ত্র বর্ত্তমানের তুলনায় আরও অধিক পরিমাণে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হইত।

যাহা হউক বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে তাহা যদি বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প মন্দা কাটাইয়া উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের এবং ভারতের আশপাশের দেশ সমূহের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে প্রধানতঃ ইংলণ্ড এবং জাপান এই দুই দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কাজ করিতে হইতেছে। ইংলণ্ড যদি দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহা হইলে বৃটিশজাত বস্ত্রের প্রতিযোগিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৩—১৪ সালে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে মোটমাট ১১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে বস্ত্র ও সুতার আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি টাকার উপর। যুদ্ধের সময় সমরোপকরণ প্রস্তুতের ব্যাপারে ইংলণ্ডের কলকারখানাসমূহ ব্যস্ত থাকাতে এবং ভারতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এই আমদানীর পরিমাণ কমিয়া ১৯১৮—১৯ সালে যথাক্রমে ৭৭ কোটি টাকা এবং ৫১ কোটি টাকার মত দাঁড়ায়। এই বিবরণ হইতে যুদ্ধের সময়ে ভারতের বাজারে বৃটিশজাত পণ্য এবং বিশেষভাবে বস্ত্রের আমদানী কি ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধও যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতা যে খুব কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং এবার এরূপ সম্ভাবনা আরও বেশী রহিয়াছে। কারণ বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পণ্যদ্রব্য চালান দিবার পক্ষে ভূমধ্যসাগর যত নিরাপদ ছিল এবার শেষ পর্য্যন্ত তাহা ততটা নিরাপদ রহিবে বলিয়া মনে হয় না।

এবারকার যুদ্ধের সময়ে ভারতের বাজারে জাপানের প্রতি-যোগিতাও তীব্র আকার ধারণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। জাপান ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান না করিলেও চীন যুদ্ধে বিশেষ বিব্রত রহিয়াছে। এই জন্য ভারতবর্ষের বাজারে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর দিকে জাপান তেমন ভাবে মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে জাপান হইতে সিমলায় যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে আমাদের এই উক্তি সমর্থিত হয়। প্রকাশ যে, জাপানের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি (Japan cotton spinners' Association) সম্প্রতি এই সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেন্টের নিকট একটি বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জাপান চীন-জাপান যুদ্ধে এত বিব্রত যে এখন তাহারা ভারতবর্ষের দাবীমত ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে ১০ লক্ষ বেল করিয়া তুলা ক্রয় করিতে পারিবে না এবং এজন্য জাপান ভারতবর্ষকেও উক্ত দেশ হইতে বেশী পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতে বলিবে না। আরও প্রকাশ যে ১৯৩৮-৩৯ সালে জাপান ভারতের বাজারে যে পরিমাণ বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় করিয়াছে সেই পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইবে। এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে ভারতের বাজারে বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের ব্যবসা সম্প্রসারিত করিবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য জাপানের নাই। উহা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে একটা খুব সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

সুতরাং আপাততঃ উহা খুবই আশা করা যাইতেছে যে যতদিন যুদ্ধ স্থায়ী থাকিবে তত দিন ভারতের বাজারে জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতার, তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইবে। এদিকে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের হাতে অধিক অর্থাগম হেতু ভারতে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ারও বিশেষ

(৫৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেনা শোধ হয় না এবং কতকটা এই কারণেই ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধ যদি কিছু বেশীদিন ধরিয়া চলে তাহা হইলে গত যুদ্ধের ন্যায় এবারও ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর আধিক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানীর পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি কাহাকেও স্বর্ণ আমদানীর জন্য লাইসেন্স না দেন তাহা হইলে গতবারের ন্যায় এবারও ভারতবর্ষ যুদ্ধের একটা বড় রকম সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে।

মোটের উপর স্বর্ণ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের ভরসা অপেক্ষা ভয়ের কারণ বেশী। গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে একদিকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়া অন্যদিকে যদি তাহাদিগকে যুদ্ধের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে উহা অত্যন্ত অযৌক্তিক কাজ হইবে। কাজেই স্বর্ণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তৃততর বিবরণ প্রকাশ করিয়া এই সম্পর্কে দেশবাসীর আশঙ্কা বিদূরিত করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর কি প্রকার প্রভাব পড়িবে তৎসম্বন্ধে অনেকে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত অংশীদার, আমানতকারী, খাতক প্রভৃতি হিসাবে যাহারা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন তাঁহাদের মনে এরূপ চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উহারা সকলেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

যাহারা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে জানান আবশ্যক যে যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে কোন কোন দিকে অসুবিধা সৃষ্টি হইলেও চরমে ব্যাঙ্কসমূহের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশী। অন্ততঃ বিগত ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে একথা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানতের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। গত ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কসমূহ (তখনও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই), জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহ এবং একচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহে সমষ্টিগত আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৭ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা। ১৯১৮ সালে এই আমানতের পরিমাণ দাড়ায় ১৬৩ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় কাপড়ের কল ও চট কলগুলি অপরিমিত লাভ করে এবং উহাদের এই লাভের টাকা ব্যাঙ্কসমূহে জমা হয়। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কসমূহ সমর ঋণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া গভর্ণমেন্টকে বিপুল পরিমাণ টাকা ধার দেয়। গবর্ণমেণ্ট আবার যুদ্ধ সরঞ্জাম হিসাবে ক্রীত মালপত্রের মূল্য হিসাবে এই টাকা দেশের লোককে প্রদান করেন। দেশের লোকও এই টাকা ব্যাঙ্কসমূহে জমা দেয়। এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা ধার দিয়াছিল তাহার প্রায় সম পরিমাণ টাকা আমনত হিসাবে পাইয়াছিল। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কসমূহ জনসাধারণকেও সমর ঋণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয় করিবার জন্য টাকা ধার দেয় এবং এই টাকা ব্যাঙ্কসমূহে আমানত হিসাবে ফিরিয়া আসে। এইসব কারণেই যুদ্ধের কয় বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধও যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ এবারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

যুদ্ধের ফলে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধিরও খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে ইতিমধ্যেই ট্রেজারী বিলে প্রাপ্য সুদের পরিমাণ তিনগুণ বাড়িয়া-গিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্রাস হেতু উহাতে প্রাপ্য সুদের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ যদি কিছু বেশী দিন ধরিয়া চলে তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে সামরিক ও আধাসামরিক কাজে লক্ষ লক্ষ লোককে নিয়োগ করিতে হইবে এবং দেশ হইতে যুদ্ধসরঞ্জাম হিসাবে কোটি কোটি টাকার মালপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ঋণ গ্রহণ না করিয়া এই ব্যয় সঙ্কুলান করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আর গবর্ণমেণ্টকে যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয় তাহা হইলে যতই দিন যাইবে ঋণের জন্য তাঁহাদিগকে ততই বেশী হারে সুদ দিতে হইবে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে অধিকতর লাভজনক পন্থায় কোম্পানীর কাগজে টাকা দাদন করা সহজ হইবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ বেশী দিন ধরিয়া চলিলে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমেই চড়িতে থাকিবে এবং ব্যবসায়ে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের ফলে দেশের বর্ত্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যের প্রসার এবং নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইসব কাজে টাকা দাদন করিয়াও ব্যাঙ্কসমূহ অধিকতর পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে—উহা খুবই আশা করা যাইতেছে। অবশ্য টাকার বাজার চড়িলে ব্যাঙ্কসমূহকে আমানতকারী দিগকেও বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী হারে সুদ দিতে হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ নিরাপদ দাদনে যদি বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা বার্ষিক তিন টাকা বেশী সুদ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আমানতকারী গণকে বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা বার্ষিক দুই কি আড়াই টাকা বেশী সুদ দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কসমূহ এইভাবে অধিকতর পরিমাণে লাভ করিয়া অংশীদারগণকে অধিকতর হারে

ভ্যাংশ দিয়াছিল। এবারও ব্যাঙ্কসমূহের লাভের পরিমাণ অনুরূপভাবে বৃদ্ধি না হওয়ার কোন কারণ নাই।

সুতরাং একটু দূরদৃষ্টি সহকারে চিন্তা করিলে বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থার বহুল উন্নতি ঘটিবে বলিয়াই মনে হয়। তবে আপাততঃ অল্প সময়ের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে সমস্ত লোকই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহে আমানতী টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমানতকারীগণের মনে ভয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের উপর আমানতী টাকা উঠাইয়া লওয়ার একটু অতিরিক্ত চাপ পড়িতে পারে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যবসাগত প্রয়োজনেও ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা অন্যক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের উপর উহার ফল খুব ক্ষণস্থায়ী হইবে। কারণ যুদ্ধের সময়ে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি যে প্রকার বিপন্ন হইয়া উঠে তাহাতে আমানতকারীগণ ভীত হইয়া টাকা উঠাইয়া লইলেও উহা বেশী দিন ঘরে রাখিতে সাহস পাইবে না এবং উহা পুনরায় ব্যাঙ্কে জমা দিতে বাধ্য হইবে। ব্যবসাগত প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা স্থানান্তরিত হইবে তাহাও একজন না একজনের হিসাবে পুনরায় ব্যাঙ্কেই ফিরিয়া আসিবে। তবে একটা সুখের বিষয় যে গত এক সপ্তাহ ধরিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও আমানতকারীদের মধ্যে কোন আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করা যায় নাই। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্যাঙ্কসমূহের উপর ছোটখাট রকমের 'রান' হইয়াছিল। এবার সেরূপ অবস্থা কিছুই দেখা যায় নাই। উহাতে মনে হয় যে আমাদের দেশের আমানতকারীগণ বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী বিচারবুদ্ধি সহকারে কাজ করিতে শিখিয়াছে। আমানতকারীগণ একথা এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্রাসের ফলে অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী কোম্পানীর কাগজেই ক্রয় করিয়া থাকে। এইসব কোম্পানীর কাগজের বাজারমূল্য যাহাই হউক না কেন ব্যাঙ্কসমূহ উহার উপর গবর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুত হারে সুদ পাইবে এবং ৫, ৭ কি ১০ বৎসর অন্তে এইসব কোম্পানীর কাগজের জন্য গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্কসমূহকে পুরাপুরিভাবে আসল টাকা প্রদান করিবেন। অবশ্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসল টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতিহীন কোম্পানীর কাগজও অনেক ব্যাঙ্কের সম্পত্তির মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু আমানতকারীদের অত্যধিক দাবীর জন্য ব্যাঙ্কসমূহকে যদি এই কোম্পানীর কাগজ এখনই বাজারে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না হয় তাহা হইলে এই শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজের বর্ত্তমান মূল্যহ্রাস হেতু ব্যাঙ্কসমূহের কোন ক্ষতিরই কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে ব্যাঙ্কসমূহ মালের জামিনে যে টাকা ধার দিয়া রাখিয়াছে বর্ত্তমানে তাহার মূল্যবৃদ্ধি হেতু ব্যাঙ্কের টাকার নিরাপত্তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ ট্রেজারী বিল ও অন্যান্য শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজ এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন করিয়া এখন হইতে অধিকতর পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোটকথা যুদ্ধের ফলে দেশের ব্যাঙ্কসমূহের সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। বরং যুদ্ধের জন্য দেশের ব্যাঙ্কসমূহ অধিকতর সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। আমানতকারীগণও যে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই প্রকার মতই পোষণ করিতেছেন তাহা তাঁহাদের ভাব হইতে বুঝা যাইতেছে। আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতেও তাঁহারা অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসার ক্ষতি সাধন করিবেন না।

সম্ভাবনা আছে। তারপর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট অর্থসাহায্য দিয়া বিদেশে সস্তাদরে তুলা রপ্তানীর যে ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং যাহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সমক্ষে এক নূতন সঙ্কটের আবির্ভাব হইয়াছিল ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের—তথা ভারতীয় টাকার বহুল পরিমাণে মূল্যহ্রাস হেতু তাহাও কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের মুদ্রা ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত নহে সেই সব দেশের মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় টাকার বহুল পরিমানে মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে। উহা কেবল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে নহে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রকার শিল্পের পক্ষেই সুবিধার কথা। উহাতে ভারতের বাজারে এবং ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন দেশে ভারতের বস্ত্রশিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা খুব সহজ হইবে।

বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই শিল্পে ভারতবাসীর সবচেয়ে বেশী পরিমাণ টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে ভারতের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধে এই শিল্পের মন্দা কাটিবার এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহা খুবই আনন্দের বিষয়। বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সমসময়ে এই শিল্পে প্রবেশ করিলেও বোম্বাই ও আহম্মদবাদের তুলনায় এমন কি, মাদ্রাজের তুলনাতেও বাঙ্গলা পশ্চাৎপদ। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ বোম্বাই প্রদেশ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই এই শিল্পে বোম্বাই আজ এত উন্নত। বর্ত্তমানে এই দিকে বাঙ্গলা দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাঙ্গলা দেশ যদি বর্ত্তমানের এই সুবর্ণ সুযোগ প্রত্যাখান করে তাহা হইলে পুনরায় এরূপ সুযোগ পাইতে বহু বৎসর অপেক্ষা করা প্রয়োজন হইতে পারে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে তিলের চাষ

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার তিলের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শিল্পোপযোগী কাঁচামাল সম্পর্কে তদন্ত

প্রকাশ উড়িষ্যায় শিল্পোপযোগী বিভিন্ন কাঁচা মাল ও বনজাত দ্রব্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাটনগর সম্প্রতি কটকে গমন করেন। সেখানে সরকারী মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের সহিত তাহার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। আগামী আক্টোবর মাসে অধ্যাপক ভাটনগর আবার উড়িষ্যা গমন করিবেন ও সেখানে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

জাপানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বীমার ব্যবসায়

গত ১৯৩৬ সালে সরকারীভাবে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বীমা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে জাপানে ঐ শ্রেণীর বীমার সমধিক প্রসার সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বীমা পলিসি বলবৎ আছে। বর্ত্তমানে জাপানে প্রত্যেক ১ হাজার লোকের মধ্যে ৪০৩ জন ঐ শ্রেণীর পলিসি গ্রাহক।

১৯৩৮ সালে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প

সম্প্রতি বোম্বাই কল মালিক সমিতির গত ১৯৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায় গত ১৯৩৭ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে যেস্থলে ৩৫৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৯ গজ কাপড় ও ২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯২ বেল সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল ১৯৩৮ সালে সেস্থলে ৪০৮ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৬৫ গজ কাপড় ও ২৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮১ বেল সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ে মোট মজুদ সূতা ও মজুদ বস্ত্রের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ হাজার বেল ও ৬৫ হাজার বেল গত জানুয়ারী (১৯৩৯) মাসে সে তুলনায় মজুত সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ দ্বিগুণের চেয়েও বেশী দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে মোট ৮৪ লক্ষ ৪১ হাজার ১টি টাকু কার্য্যকরী ছিল। ১৯৩৮ সালে উঁহার সংখ্যা বাড়িয়া ৮৯ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৫ টি দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালে কাপড়ের কল সমূহে মোট ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮১০ টি তাঁত চলতি ছিল। ১৯৩৮ সালে ঐ সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬৮ দাঁড়ায়। গত ১৯৩৭ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলি মোট ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৫২ বেল তুলা ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেস্থলে তাহারা ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৪৮ বেল তুলা ব্যবহার করিয়াছে। গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে মোট ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ২৭৬ লোক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৮ সালে কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৯০।

ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ

প্রকাশ, পেসিফিক লোকোমোটিভ কমিটি ই আই রেলওয়ের জামালপুর কারখানায় রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মানের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে যে সুপারিস করিয়াছেন রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন এবং রেলওয়ে বোর্ড এসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা আরম্ভ করা স্থির করিয়াছেন। ইঞ্জিন তৈয়ারের উপযোগী যন্ত্রপাতি বসাইতে ২৫ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

আসামে পাটের মুল্য হ্রাস

আসাম প্রদেশে পাটের দাম আকস্মিক ভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করায় সম্প্রতি সাধারণের পক্ষ হইতে আসাম গভর্ণমেণ্টের নিকট পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রকাশ ঐ প্রস্তাব কার্য্যকরী করা বিষয়ে আসাম সরকার বাঙ্গলা সরকারের সহিত পরামর্শ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শত্রুপক্ষীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

কলিকাতার শুল্ক বিভাগের কালেক্টরের ইস্তাহারে জানা যায় যে, মিঃ ডব্লিউ আর ট্যাপার কলিকাতায় শত্রুপক্ষীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ক্লাইভ বিল্ডিংয়ের এ-৩নং ঘরে তাঁহার অফিস অবস্থিত। (ফোন নং—কলিকাতা ৭০১৮)।

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত জার্ম্মান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি শুল্ক বিভাগের অধীনে আনীত হইয়াছে।

আগফা ফটো কোম্পানী লিমিটেড, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ বিল্ডিংস, সেণ্ট্রাল এভিনিউ; বেয়ারস রেমিডিস লিমিটেড, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ বিল্ডিংস; কেমডাইস লিমিটেড্, ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট; সিমেন্স (ইণ্ডিয়া লিমিটেড্), ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া লাইফ বিল্ডিংস; আডেয়ার ডাট এণ্ড কোং লিমিটেড্, ৫নং ডালহৌসী স্কোয়ার, শেরিং (ইণ্ডিয়া লিমিটেড্), ৪নং ডালহৌসী স্কোয়ার, এ, আর, জি, ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কোং লিঃ, এভেনিউ হাউস; চৌরঙ্গী স্কোয়ার। সুলে এফ, এইচ (ইণ্ডিয়া) লিঃ ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট; হেরম্যান এ্যাণ্ড হাম (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, এ-৩ ক্লাইভ বিল্ডিংস; সিমেল, এ, জি, এ্যাণ্ড কোং, ৫৭নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, ক্রুপ ইণ্ডিয়ান ট্রেডিং কোং, ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট; হেলার এ্যাণ্ড কোং, ২৪০-ই লোয়ার সার্কুলার রোড; হানসা (ইণ্ডিয়া) ট্রেডিং কোং লিঃ, ৫৬ ষ্টীফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার; এ্যালায়াঞ্জ উণ্ড ষ্টাটগার্টার লাইফ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ, এসপ্লানেড ইষ্ট।

উল্লিখিত তালিকা সম্পূর্ণ নহে; তদন্ত শেষ হইলে আরও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।



ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট

গত ২৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হলে ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের ঢাকা শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকা শাখার ম্যানেজার মিঃ বি, ভি দাসগুপ্ত তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায় ঐ সভায় নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে একটি সময়োচিত ও সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন সন্ধ্যায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির ঢাকা শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ বি সি রায় একটি চা পান সভায় মিঃ এস সি রায়কে আপ্যায়িত করেন। এই সভায় সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

সরকারী শিল্প মিউজিয়াম

গত ২রা সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্রের আহ্বানে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ কলিকাতা ২১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে স্থাপিত সরকারী শিল্প মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। এই মিউজিয়ামটি গত মার্চ্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মিউজিয়ামে দেশের নূতন ও পুরাতন বহুবিধ শিল্পদ্রব্য, শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির দিক দিয়া দেশের স্থান কোথায় তাহা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা উহাতে রহিয়াছে। পরিচালকবর্গের কর্ম্মকুশলতা ও উদ্যোগ তৎপরতার ফলে দিন দিনই মিউজিয়ামটির বৈচিত্র্য ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সমবেত সাংবাদিগণকে মিউজিয়ামের যাবতীয় জিনিষ দেখানো হইলে তাঁহারা উহার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হন। মিঃ এস সি মিত্রের উপস্থিতিতে সমবেত সাংবাদিকগণকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়।

উড়িষ্যার চর্ম্মশিল্প

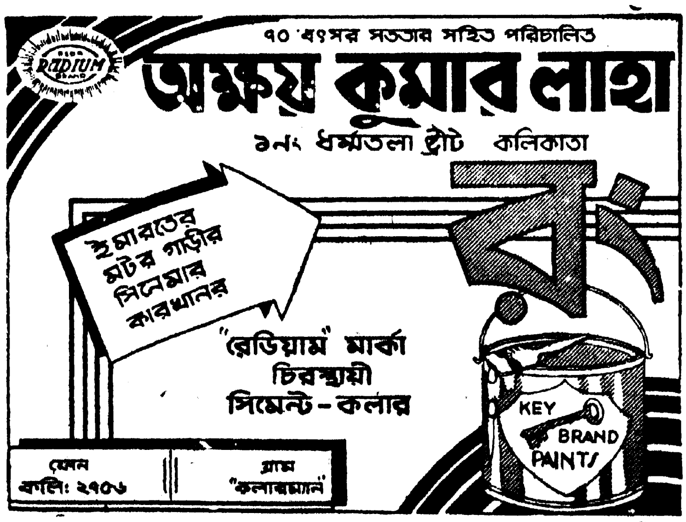
উড়িষ্যায় সরকারের উন্নয়ন বিভাগ সম্প্রতি উড়িষ্যার চর্ম্মশিল্প বিশেষতঃ পাদুকা নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। বর্ত্তমানে উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে গড়ে প্রতিবৎসরে ১৭ লক্ষ টাকার চামড়া বাহিরে রপ্তানী হইতেছে। যদি চর্ম্মশিল্পকে যথাযথ ভাবে পুনর্জ্জীবিত করা যায় তবে ঐ প্রদেশের হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের আর্থিক উন্নতির বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। উন্নয়ণ বিভাগ মৃত পশুর চামড়া ছাড়ান ও ঐ চামড়া পাকা করা সম্বন্ধে উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করার জন্য স্থানে স্থানে প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। ইতিমধ্যে দুই একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ঐ কেন্দ্রে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ পাকা করা হইতেছে এবং ঐ চামড়া দ্বারা উন্নত প্রণালীতে জুতা নির্ম্মিত হইতেছে। প্রদর্শনী কেন্দ্রের লোকদের নিকট হইতে উন্নত প্রণালী শিক্ষা করিয়া গ্রাম্য মুচিরা চর্ম্মশিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহিত হইতেছে।

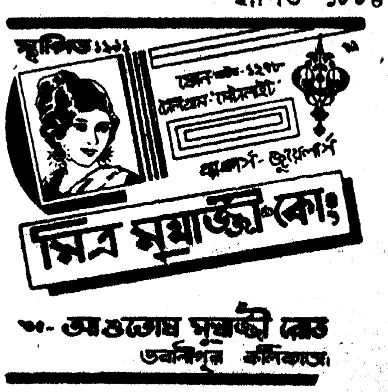
বোম্বাইয়ে বস্ত্রের উৎপাদন

গত মে মাসে বোম্বাই সহরের কাপড়ের কলগুলিতে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯৮ হাজার পাউণ্ড সূতা এবং ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ঐ মাসে আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে সূতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউণ্ড ও ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৬ হাজার পাউণ্ড। মে মাসে বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত কাপড়ের কলগুলিতে সূতা ও বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড ও ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৮ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়।

আমেরিকার বিদেশীদের দাদন

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারী সেক্রেটারী যে বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীদের নানাভাবে মোট দাদনের পরিমাণ ৮০০ কোটি ডলার। অপর দিকে বিদেশে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের যে টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ১ হাজার ১৫০ কোটি ডলার হইবে।





ভারতে তুলার চাষ

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রাথমিক সরকারী পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ বৎসর মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ১৩ ভাগ পরিমাণে তুলার কম আবাদ হইয়াছে। এবার বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার মধ্যে বেঙ্গল তুলা ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার একর ও ওমরা ৫২ লক্ষ ১ হাজার একর জমি আবাদ করা হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব জাপানের স্বর্ণ তহবিল

ব্যাঙ্ক অব্ জাপানের স্বর্ণ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য জাপানের সম্রাজ্ঞী সম্প্রতি তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার ঐ ব্যাঙ্ককে প্রদান করিয়াছেন। ঐ অলঙ্কারসমূহ গলাইয়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে রাখা হইয়াছে।

সংবাদপত্রের আয়তন হ্রাস

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় কাগজের যোগান হ্রাস পাওয়ায় ও কাগজের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া যাওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার ফলে লণ্ডনে ও প্যারিসে সংবাদপত্রের আয়তন অর্দ্ধেক পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। অন্যত্রও ঐ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

চীন দেশের রৌপ্য

প্রকাশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট চীন দেশ হইতে ৭০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য ক্রয় করার জন্য চীন গভর্ণমেণ্টের সহিত একটি চুক্তি করিয়াছেন।

জাহাজী ব্যবসায়ে জাপান

গত এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত জাপানের মোট রেজিষ্ট্রীকৃত জাহাজ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২২ হাজার ৯৮১। ১৯৩৮ সালে তাহার মোট পরিমাণ ছিল ৬৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৬০ টন।

জগতে চাউলের উৎপাদন ও ব্যবসা

জগতে চাউলের উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কমিটি সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৩২-৩৩ সালে জগতে যেস্থলে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ১৯৩৪-৩৫ সালে সেস্থলে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। ঐ সালে চীন, জাপান এবং ব্রহ্মদেশে ধান কম হওয়াতেই চাউলের উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে আবার চাউলের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে চাউলের উৎপাদন মোটামুটি মন্দ হয় নাই বলা চলে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যগত দেশগুলিতে ৯ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে ও বিদেশে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া সাময়িকভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে চীন দেশেই বর্ত্তমানে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদিও চীন দেশে ভারতের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কম জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে ৩ কোটি টন চাউল অর্থাৎ পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন চাউলের শতকরা ৩০ ভাগ চাউল উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ১২ ভাগ কম পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ দুনিয়ার চাউল রপ্তানীকারী দেশসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশে যে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে সেরূপ বেশী পরিমাণ চাউল ১৯৩১-৩২ সালের পর আর কখনও ঐ দেশে উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে বাহিরে যে চাউল রপ্তানী হইয়াছিল তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকই ভারতবর্ষে গিয়াছিল।

সরকারী প্রয়োজনে মাল ক্রয়

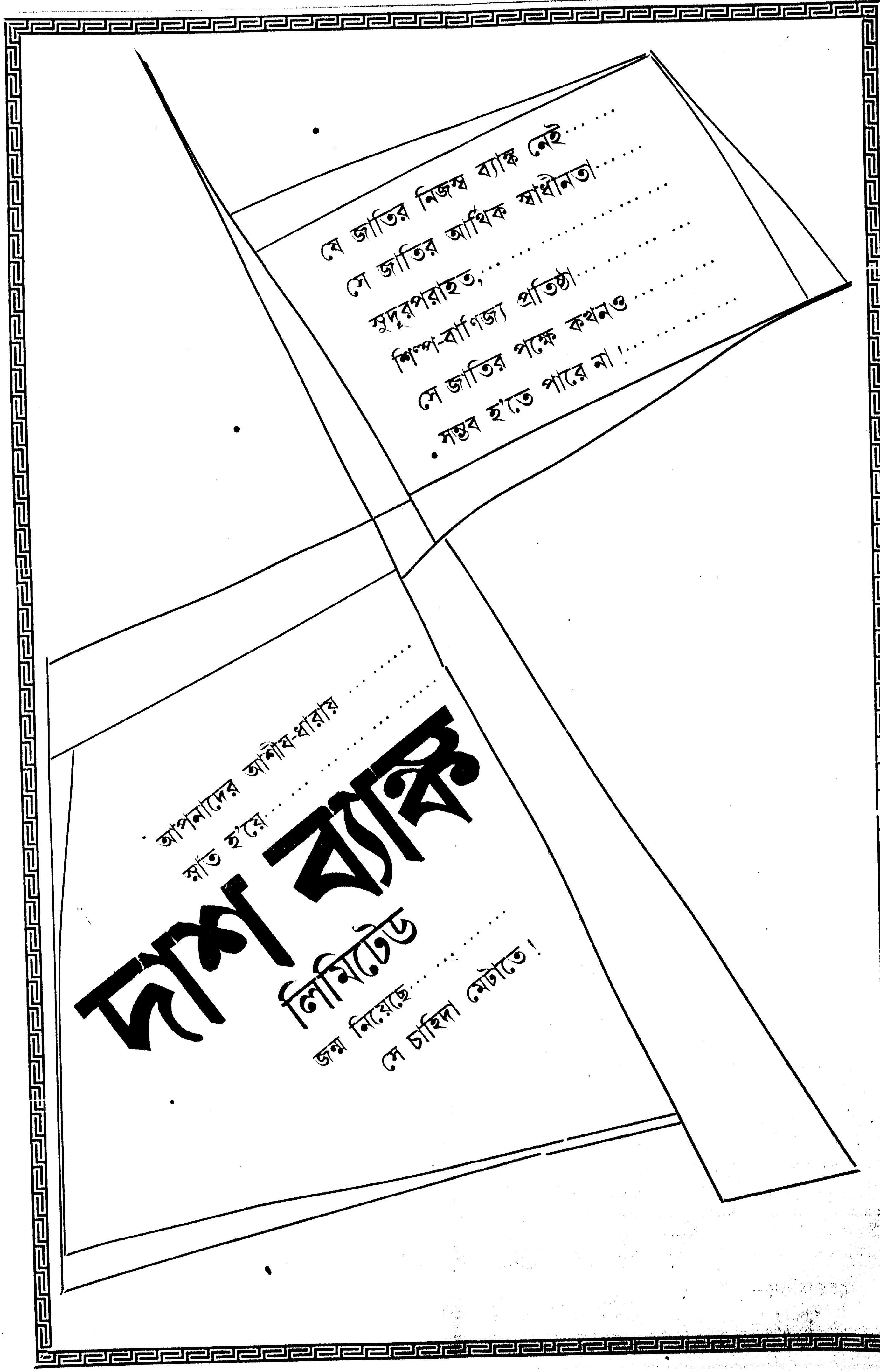
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট মোট ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৭৮ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১১ হাজার ৪১৫ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালে সৈন্য বিভাগের জন্য ও সৈন্য বিভাগ ও দেশ রক্ষা বিভাগের জন্য ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৪০ টাকার, কেন্দ্রিয় সরকারের সাধারণ বিভাগের জন্য ৫৬ লক্ষ ৮০ হাজার ২৮৪ টাকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের জন্য ৭৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬০১ টাকার এবং রেল বিভাগের জন্য ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭২৪ টাকার মাল ক্রয় করা হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজার ২১৪ টাকার মালের জন্য চুক্তি করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেই স্থলে ৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮১ হাজার ১৩৭ টাকার মালপত্র ক্রয়ের চুক্তি করা হয়।

সুইডেনের বীমা ব্যবসায়

অর্জ্জিত সুদের হার ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ার ফলে সুইডেনস্থ দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহ নিজ দেশে বোনাস ঘোষণা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিদেশে সুইডেন দেশীয় কোম্পানীগুলির ব্যবসায়ের ইহাতে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। কারণ সেখানে তাহারা উচ্চ হারে সুদ অর্জ্জন করিতেছে এবং বোনাসের প্রতিযোগিতা ঠিক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতে রেডিওর প্রসার

বিগত জুলাই মাসে ভারতবর্ষে রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট ৬ হাজার ৩শত ৯০টি লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২ হাজার ৬৭৮টি নূতন লাইসেন্স। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত মোট ৭৮ হাজার ৩৩৬টি লাইসেন্স বলবৎ ছিল; ১৯৩৮ সালের এই সময় পর্য্যন্ত উহার সংখ্যা ৫৬ হাজার ৫৭১টি ছিল। ঢাকায় বেতার ষ্টেশন স্থাপনের কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়াছে এবং আগামী ১৬ই ডিসেম্বর হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।


যে জাতির নিজস্ব ব্যাঙ্ক নেই......
সে জাতির আর্থিক স্বাধীনতা......
সুদূরপরাহত,......
শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা......
সে জাতির পক্ষে কখনও......
সম্ভব হ'তে পারে না !......
আপনাদের আশীষ-ধারায়......
স্নাত হ'য়ে......
দাশ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
জন্ম নিয়েছে......
সে চাহিদা মেটাতে!

কৃষকদের হিতকল্পে বীমা

কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং তাহাদিগকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি বীমার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার বিষয় যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মিঃ ই ভি এস মনিয়াম সম্প্রতি উক্ত প্রদেশের আর্থিক জরীপ কার্য্য শেষ করিয়াছেন। ঐ জরীপ কার্য্যের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। দৈব দুর্ব্বিপাকের ফলে শস্য, গৃহপালিত পশু এমন কি বহু মানুষ ধ্বংসের কবলে নিমজ্জিত হয় এবং সরকার রাজস্ব মুকুব করিতে বাধ্য হন। ঐসব দৈব দুর্ব্বিপাকের শোচনীয় পরিণতি হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই বীমার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া বর্ত্তমানের প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক কানাডায় প্রচলিত পদ্ধতিকে ভারতের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুসৃত অর্থ-নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা, সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ কৃষিপদ্ধতি, ডেনমার্কের সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবলম্বিত বিধিব্যবস্থা, লীগ অব নেশনসএর স্থায়ী কৃষি সমিতির কর্ম্মনির্দ্দেশ এবং ইংলণ্ডের কৃষি সম্বন্ধীয় আইনসমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাঁশ হইতে রেশম তৈয়ার

বোম্বাই প্রদেশের কারওয়ার জিলায় বাঁশ হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। এই প্রস্তাবিত কারখানা সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মিঃ কস্তুরীবাই লক্ষ্মীভাইকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতে জীবনযাত্রার উন্নতি

কানপুরের ইউ পি চেম্বার অব্ কমার্স ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন—পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশের তুলনায় যুক্তপ্রদেশের লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী অপেক্ষাকৃত নিম্ন। চেম্বারের মতে এদেশে লোকের জীবন যাত্রার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করিতে গেলে আমাদিগকে লোকের মাথাপিছু নিম্নতম আয় মাসিক ১২ টাকা করিয়া ধরা আবশ্যক।

পাট সম্পর্কিত বিবরণ

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির প্রদত্ত বিবরণ পাঠে জানা যায় গত ১লা জুলাই হইতে পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে কলিকাতায় ও কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ পাটকলসমূহে মোট ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার গাঁইট কাঁচা পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার গাঁইট আমদানী হইয়াছিল। উভয় বৎসরের হিসাবেই এই সময়ে পাট রপ্তানি হইয়াছে ২ লক্ষ ২৮ হাজার গাঁইট। ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপন্ন পাট প্রয়োজনাতিরিক্ত হইবে বলিয়া রিপোর্ট আসায় বাজারে আগষ্ট মাসে কাঁচা পাটের দর ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছিল। পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র থলে ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদির রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানি থলের মধ্যে অধিকাংশই বালুর বস্তা এবং উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত পাটকলগুলিতে জুন মাসে মোট ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৭৪ টন পাটজাত দ্রব্য মজুদ ছিল। জুলাই মাসে উহার পরিমাণ কমিয়া ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২০ টন দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সমস্ত পাটকলের মজুদ পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ এখনও অতিরিক্ত রহিয়াছে বলা চলে। ঐ মজুদ মাল দুই মাসেরও অধিককালের উৎপন্ন দ্রব্যের সমান।

আমেরিকায় চট রপ্তানি

১৯৩৯ সালের প্রথম চারি মাসে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৯ হাজার ৩৯ টন চট ও থলে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ১৪ হাজার ১ টন পরিমিত মাল রপ্তানি হইয়াছিল। অনুমিত হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট কার্পাস তুলা মিশ্রিত থলের মূল্য হ্রাসের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন্য এবং প্রস্তাবিত "কুলমার কটন বিলের" জন্য আমেরিকায় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে।

পাটের নূতন রকম ব্যবহার

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি তাহাদের এক ইস্তাহারে বলিতেছেন যে আফ্রিকায় অদূর ভবিষ্যতে পাটের নূতন রকম ব্যবহারের একটা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মেষ পালক মেষের লোমের উপর আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহার পালিত কতকগুলি মেষের শরীর চটের আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে। তারপর মেষের লোম ছাড়াইবার সময় দেখা যায় যেসব মেষের শরীর চট দ্বারা ঢাকা হইয়াছে তাহাদের লোম অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য ও উৎকৃষ্ট, এই উৎকৃষ্ট পশম বিক্রয় করিয়া সাধারণ পশমের তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে সোয়া এক পেনী পরিমাণে বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক স্থানে বই ইত্যাদি বাঁধানোর কাজেও পাটের ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

১৯৩৮-৩৯ সালের শর্করা শিল্প

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায়, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পৃথিবীতে মোট ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন পরিমিত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে জগতে মোট ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫৭ হাজার লক্ষ টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ১০ লক্ষ ৫ হাজার টন (অনুমিত) চিনি ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে চিনির কলসমূহে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৪০ টন পরিমিত মাৎগুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে মাৎগুড় উৎপন্ন হয় ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫ টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে ১৩৫টি চিনির কল চলতি ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে চলতি কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩২।

কাপড় কাচা সাবান

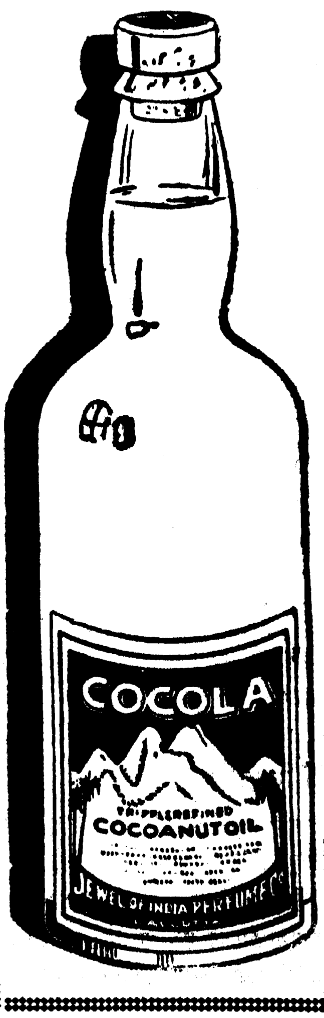
আসাম সরকার সম্প্রতি আসামের বিভিন্ন স্থানে সাবান তৈয়ারের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ভালরূপ বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শিলংয়ে বর্ত্তমানে সাবান শিল্প বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগকে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। শিলংয়ে এক্ষণে বেশী পরিমাণ কাপড়কাচা সাবান তৈয়ার হইতেছে। আসাম প্রদেশে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাপড় কাচা সাবান বিক্রয় হয়। ঐ সাবান প্রধানতঃ ঢাকা হইতে আসিয়া থাকে। প্রকাশ, বর্ত্তমানে শিলংয়ে যে সাবান প্রস্তুত হইতেছে তাহা ঢাকার সাবানের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে।

ভারতের ইক্ষু

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালে যেস্থলে ভারতে ৩৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল সেস্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ৩১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে এদেশের চিনির কলগুলিতে ৯৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৬১ টন ইক্ষু মাড়ান হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৩৪ টন ইক্ষু মাড়ান হইয়াছে।

মটর শিল্পের মালমসল্লা

মোটরযান নির্ম্মাণের শিল্পে যেসব মাল মসল্লা ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে ইস্পাত, গেসোলিন, কাচ, নিকেল, আঙ্গোরা ছাগের লোম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কম সংখ্যক মোটরযান নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জগতের সমস্ত উৎপাদিত ইস্পাতের শতকরা ১৭ ভাগই মোটর নির্ম্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত সমস্ত আঙ্গোরা ছাগের লোমের শতকরা ৪০ ভাগ, উৎপাদিত কাচের পাত শতকরা ৬৯ ভাগ, উৎপন্ন সীসার শতকরা ৩৫ ভাগ, মোটরযান নির্ম্মাণ কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাছাড়া ৫ লক্ষ বেল তুলা, ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পশম, ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টন চামড়া ও বহুল পরিমাণ সয়াবীনও ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে জগতে মোটরযান রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৯৭টি। আর কোন বৎসর এত বেশী সংখ্যক মোটরযান রেজেষ্ট্রীকৃত হয় নাই।



বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারী মিঃ মর্গেনথো সম্প্রতি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, গত ১৯৩৮ সালে জগতের বিভিন্ন দেশের অনুমিত সামরিক ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ২৮৭ টাকার মত)। ১৯৩৯ সালে মোট ২ হাজার কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। নিম্নে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ছয়টি প্রধান রাষ্ট্রশক্তির অনুমিত সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রদর্শিত হইল :—

দেশ	১৯৩৯	১৯৩৮
ইংলণ্ড	৩৫০ কোটি ডলার	১৬৯ কোটি ডলার
ফ্রান্স	১৮০ " "	১০৯ " "
জার্ম্মানী	৪৫০ " "	৪৪০ " "
ইটালী	৫৫ " "	৫২ " "
জাপান	১৮০ " "	১৭৫ " "
রাশিয়া	৫৪০ "	৭৩০ " "

বিভিন্ন দেশের নূতন সামরিক জাহাজ

গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান ও ফ্রান্সে কত টন পরিমিত সামরিক জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশ	১৯৩৮	১৯৩৭
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১,১৬,০০০ টন	৪৫,০০০ টন
ইংলণ্ড	৭৯,০০০ "	৬৭,০০০ "
জার্ম্মানী	৭৩,০০০ "	১৪,০০০ "
ইটালী	৩৩,০০০ "	৩২,০০০ "
জাপান	১৬.০০০ "	৫০,০০০ "
ফ্রান্স	৮,০০০ "	৩৫,০০০ "

জাপ ভারত বাণিজ্য চুক্তি

কি ভাবে নূতন জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করা সঙ্গত তদ্বিষয়ে জাপান কটন স্পিনার্স এসোসিয়েসন সম্প্রতি জাপান গভর্ণমেণ্টের নিকট এক বিবৃতি উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে তাঁহারা ভারতের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করার কালে জাপান গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ তিনটি বিষয় হইতেছে এইরূপ :— (১) ভারতবর্ষের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের উপর যে আমদানী কর ধার্য্য থাকিবে জাপানী বস্ত্রের উপর সে তুলনায় শতকরা ২০০ ভাগের বেশী আমদানী কর নির্দ্ধারণ করা যাইবে না। (২) যেহেতু জাপান এখন চীনযুদ্ধে ব্যাপৃত সেজন্য জাপান এক্ষণে ভারত হইতে ১০ লক্ষ বেলের মত বেশী পরিমাণ তুলা ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবে না। কাজেই জাপানের পক্ষে এক্ষণে ভারতবর্ষকে বেশী পরিমাণে জাপানী বস্ত্র ক্রয় করিতেও বলিতে পারে না ; সুতরাং ভারত ও জাপানের ভিতর আমদানী রপ্তানীর বর্ত্তমান গড় পরিমাণ দৃষ্টেই ভারত হইতে তুলা ক্রয় ও ভারতে বস্ত্র বিক্রয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা সঙ্গত (৩)। ভারতের সহিত বর্ত্তমানে যে বাণিজ্য চুক্তি রহিয়াছে তাহাতে ভারতে জাপানী ধোলাই ও ছাপা কাপড় বিক্রয় হয় কম। অথচ ভারতে ঐসব শ্রেণীর বস্ত্রের চাহিদা যথেষ্ট বেশী। নূতন চুক্তি প্রণয়ন কালে ঐ শ্রেণীর কাপড় বেশী পরিমাণে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

মাদক বর্জ্জনের ফলে বেকার

গত আগষ্ট মাসে মাদক বর্জ্জনের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে মদের দোকানের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ২২ জন। তাহাদের মধ্যে ৩ হাজার ৪৪১ জন হিন্দু, ১ হাজার ৭৬ জন খ্রীষ্টান ও ৫০৫ জন ছিল পার্শী। ঐসব লোকের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৫৬০ জন গবর্ণমেণ্টের নিকট চাকুরীর জন্য আবেদন করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ১২০ জনকে চাকুরী দিয়াছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই কার্য্য বিবরণী বিভিন্ন দিক দিয়া কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক।

বাঙ্গলা প্রদেশে এই কোম্পানীটিই সর্ব্বপ্রথম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। এই কোম্পানী শিশিরগঞ্জে তের শত বিঘা জমি ইজারা লইয়া কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে লবণ প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম বসান হইয়াছে। লোণা জল আটকাইবার জন্য কোম্পানী একটি বিরাট বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লবণ জল ঘনীভূত করিবার জন্যও কোম্পানীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। উপরোক্ত কারখানার সংলগ্ন আরও ২ হাজার বিঘা পরিমাণ জমি লওয়ার জন্য কোম্পানী বর্ত্তমানে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগ মধ্যে ঐ জমি কোম্পানীর হাতে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উপরোক্ত বিধি ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের কার্য্য চালাইবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন কোম্পানী তাহা নিপুণভাবে সমাধা করিতেছেন। বর্ত্তমানে বাজারে পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর প্রস্তুত লবণ বিক্রয় হইতেছে। আলোচ্য বৎসরের হিসাবে কোম্পানী ৮০৩ টাকার লবণ বিক্রয় করিয়াছেন। বৎসরের শেষে অবিক্রীত মজুদ লবণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট ও ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে যত্নচেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে মণ প্রতি আট আনা খরচে ঐসব জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ও পরে প্রতিমণ সাড়ে তিন টাকা হারে বিক্রয় করিয়া কোম্পানী ঐ দিক দিয়া লাভ দেখাইতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেরূপ উৎসাহ উদ্যোগের সহিত কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। গত বৎসর এই কোম্পানী অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দিয়াছিলেন। এবৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে—ইহা খুবই সুখের বিষয়।

পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স বি কে মিত্র এণ্ড কোম্পানী কোম্পানীর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি বিধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিতেছেন। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় রাখিয়া ব্যাপকভাবে কাজ চালাইবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্তব্য পারিশ্রমিক হইতে ১৩ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাইওনীয়ার সল্ট কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই আমাদের কামনা।

গ্লোব নার্সারি

গত ২৭শে আগষ্ট বাঙ্গলার কৃষিমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ গ্লোব নার্সারীর গৌরীপুরস্থ (দমদম) বাগান পরিদর্শন করেন। গ্লোব নার্সারীর সত্বাধিকারী মিঃ এ এন রায় তাঁহাকে বাগানের সমস্ত প্রদর্শন করেন। বাগানের হাঁস, মুরগী প্রভৃতির পালনের ব্যবস্থা ও ধান্য চাষের ব্যবস্থা দেখিয়া মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ প্রীত হন। মিঃ তামিজুদ্দীন খাঁয়ের সঙ্গে স্পেশ্যাল জুট রেষ্ট্রিকশন অফিসার রায় ডি এন মিত্র বাহাদুর, ২৪ পরগণা জিলার হেলথ অফিসার মিঃ ডি রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও ঐ দিন গ্লোব নার্সারীর বাগান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

ভারতের উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির ভিতর বাঙ্গালোরের এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কোম্পানীর বিশেষত্ব বাঞ্ছক বীমার স্কীমসমূহ ও অর্থ দাদন বিষয়ে অনুসৃত কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার নিরাপত্তামূলক নীতি কোম্পানীটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা এই এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা অনেক বিষয়েই উহার উন্নতির পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ৩২ লক্ষ ২১ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ২ হাজার ৯৫৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৩২২টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ২০৮ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪৪ হাজার ৮৫০ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৫ লক্ষ ২১ হাজার ১৪৬ টাকা। ঐরূপ আয় হইতে কোম্পানী এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৭৬ হাজার ৮৭ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৩৫ হাজার ৯৮৪ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১২ হাজার ৬৬৪ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৩৫ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫০৪ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিভিন্ন দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজে ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৮৩৪ টাকা, মহীশূর সরকারের ঋণপত্র ৩৩ হাজার ৩৮৭ টাকা, কোচিন সরকারের ঋণপত্র ৫১ হাজার ৭২৫ টাকা, মাদ্রাজ কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য ডিবেঞ্চার ৭৯ হাজার ৪৭৮ টাকা, বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৪৬ হাজার ৫৭৫ টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৮০ হাজার ২১ টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৮৯ টাকা, কোম্পানীর জমিবাড়ী ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬২৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৭৪ হাজার ৩৬৫ টাকা। ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে কোম্পানীর তহবিল খুব নিরাপদ মূলক বিধিব্যবস্থাই সংরক্ষিত রহিয়াছে। সেজন্য এই কোম্পানী বীমাকারীদের পক্ষে খুবই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কলিকাতা ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর শাখা আফিস অবস্থিত। উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের উপর এই অফিসের কর্ম্মভার ন্যস্ত থাকায় বাংলায় 'এসিয়াটিক' ক্রমেই বেশী পরিমাণ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

জবাকুসুম তৈল

মেসার্স সি কে সেন এণ্ড কোম্পানীর আবিষ্কৃত জবাকুসুম তৈল বিগত অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া দেশের সৌখীন ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রসাধন সামগ্রী এবং শিরোরোগ প্রভৃতির প্রতিষেধক হিসাবে উহার সমকক্ষ আর কিছু নাই। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরেও বহুদেশে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে এই তৈল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। জবাকুসুম উহার নিজস্ব উৎকর্ষতার গুণে চলে বলিয়া উহা কি প্রকার শিশিতে ভর্ত্তি করা হয়, উহার প্যাকিং কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে কেহ কোনওরূপ চিন্তাও করেন নাই। কিন্তু মেসার্স সি কে সেন কোম্পানী সম্প্রতি এই দিকেও মনোযোগ দিয়াছেন। ইদানীং এই তৈল সোনালী রঙ্গের কাগজের বাক্সে প্যাকিং করিয়া পূর্ব্ব মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। অধিকন্ত যাহারা বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে জবাকুসুম তৈলকে উপহার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করিবেন তাঁহাদের জন্য একটী সুদৃশ্য কাসকেটের ভিতর পুরিয়া এই তৈল বিক্রয় করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এজন্য গ্রাহকগণকে মাত্র চার আনা অধিক মূল্য দিতে হইবে। যদিও জবাকুসুমের ন্যায় বহু প্রসংশিত তৈলের প্যাকিংয়ের উন্নতি বিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না তথাপি সি কে সেন এণ্ড কোম্পানী যে গ্রাহকদের মনোরঞ্জনের জন্য নূতন প্যাকিংয়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর হাওড়া সহরে ৬৩নং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ বরদাপ্রসন্ন পাইন এই শাখা অফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

জুবিলী ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

দেশের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রয়োজনে উপযুক্ত জামীনে অর্থ নিয়োগের উদ্দেশ্য লইয়া জুবিলী ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে ঐ ব্যাঙ্কের হেড্ আফিস অবস্থিত। বর্ত্তমানে ঢাকায় ও কলিকাতার শ্যামবাজার ও ভবানীপুরে ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ শাখা আফিসগুলির মারফতে ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমানতকারীদের নিকট হইতে জমা গ্রহণ করিয়া তাহা লাভজনকভাবে খাটানই এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের লক্ষ্য। এই ব্যাঙ্কে সাধারণের নিকট হইতে খুব অল্প পরিমাণ টাকাও আমানত হিসাবে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। মিঃ জে বি মুখার্জ্জি ম্যানেজাররূপে মিঃ এ এম এ জামান এম এল এ অর্গেনাইজিং সেক্রেটারীরূপে এই ব্যাঙ্কের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ লিঃ

সম্প্রতি বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে কারবার চালাইয়া যাবতীয় খরচপত্র বাদে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ২০৫ টাকা। ঐ টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড মজুদ তহবিলে ২৯ হাজার ৮১০ টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা, অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য মজুদ তহবিলে ২০ হাজার টাকা, সুপার ট্যাক্সের জন্য ৫০ হাজার টাকা, কমিশন বাবদ ২৩ হাজার ২২৯ টাকা, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে ২০ হাজার ৬৪৮ টাকা নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। তাহাছাড়া প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৭৷৷০ টাকা হারে মোট ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা, মেডিকেল অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা ১৫ টাকা হারে মোট ১৫ হাজার ৬৪৪ টাকা, ও অর্ডিনারি শেয়ারের উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী ২ লক্ষ ৯ হাজার ৩৭৩ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে।

লাইট অব্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ঢাকায় লাইট অব্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পূর্ব্ববঙ্গের চীফ্ এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে। এই আফিস ১৫নং, কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট্ ঢাকায় অবস্থিত।

সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২৫শে আগষ্ট দমদমে সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিসের উদ্বোধন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কুমার বিশ্বনাথ রায় ঐ শাখা আফিসের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে কুমার বিশ্বনাথ রায় বলেন যে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ছোট ছোট ব্যাঙ্কের খুবই প্রয়োজন। অতঃপর তিনি ব্যাঙ্কের পরিচালনার বিশেষ সুখ্যাতি করেন। অনুষ্ঠান শেষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মিঃ মদনমোহন বর্ম্মণ, মিঃ নিতাইচরণ পাল, মিঃ মৃগেন্দ্রকুমার মজুমদার, মিঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রায় বাহাদুর ফণিভূষণ ব্যানার্জ্জি ও মিঃ সুকুমার দত্ত প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বনাথ টী কোং লিঃ

গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে বিশ্বনাথ টী কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ শতকরা মোট ১৭৷৷ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ

গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার হিসাবে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ কোম্পানী শতকরা দশ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

এসোসিয়েটেড ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সদানন্দ দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, কলিকাতা।

ভবানীপুর ব্যানার্জ্জি ফ্যামিলি সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হেমনাথ ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৬০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—খুলনা।

মত ও পথ

যুদ্ধ ও তাহার আর্থিক প্রতিক্রিয়া

সম্প্রতি ইউরোপে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে জগতের ও ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান ফিনান্স গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাসমরের ফলে কয়েকটি বিষয়ে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা আশা করা যায়। ঐ সময়ায় যুদ্ধরত দেশগুলি বিশেষভাবে কেবল সামরিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে। যান বাহনের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখা দিবে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য নানারূপ অভিনব বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা আবশ্যক হইবে। আর এসমস্তের ফলে বিভিন্ন দেশের ভিতর আর্থিক এবং বাণিজ্যগত সম্পর্ক অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। গত মহা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি দেনাদার দেশ হইতে পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে। জাপান শিল্পের দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে চিনি শিল্পের প্রসার সাধিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের কয়লা শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। গত মহাসমরের সময় ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ প্রসারিত ও বেশী পরিমাণ হইয়াছিল। যদিও ভারত গভর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি ও বিনিময়নীতির গলদের জন্য এদেশ তাহা দ্বারা তেমন উপকৃত হয় নাই। বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে তাহা পূর্ব্বেকার যুদ্ধের মতই নানা পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। তবে ১৯১৪ সালের তুলনায় এবার যুদ্ধরত দেশগুলির অবস্থার যে পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। এবার জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণীর সম্ভবপর পক্ষাবলম্বী দেশগুলি গত কতিপয় বৎসর যাবৎ অর্থনৈতিক দিক দিয়া নিজদিগকে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কাজেই গত যুদ্ধে উহাদের যে আর্থিক দুরবস্থা লক্ষিত হইয়াছিল এবার সহজে তাহা লক্ষিত হইবার কথা নহে। মহাসমর চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার, আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার ও সমরায়োজনের প্রয়োজনে এদেশে কতকগুলি শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যুদ্ধ ও ভারতীয় বীমাকোম্পানী

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের আর্থিক সংস্থান কিরূপ দাঁড়াইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া 'ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড' পত্র গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িয়া গিয়া বীমা কোম্পানীগুলির কিছু অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নাই। অনেক বীমা কোম্পানীকে নূতন কোম্পানীর কাগজ কিনিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কিছু নাই। গত ১৯৩৬ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতীয় কোম্পানীসমূহের জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল সোয়া চল্লিশ কোটি টাকা। উহার মধ্যে সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকা কোম্পানীর কাগজে দাদনকৃত ছিল। উহার মধ্যে আবার বিশ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজই ছিল দুইটি প্রধান বীমা কোম্পানীর সম্পত্তি। বাকী কোম্পানীগুলির কোম্পানীর কাগজে দাদনের পরিমাণ ছিল সোয়া এগার কোটি টাকা। এই অবস্থায় ব্যবস্থা করিতে পারিলে সমস্যা সহজভাবে সমাধান করিবার সুযোগ রহিয়াছে বলা যায়। কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির মূল্য কতক পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা গত মহাসমরের দৃষ্টান্ত হইতে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারি। গত ১৯১৪ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৬ টাকা। পরে দামের হার ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯১৮ সালে দাম ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। ১৯২১ সালে নানা কারণে তাহা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত পৌছে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর কাগজের দামের পড়তির দুইটি দিক আছে। একদিকে কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাসের ফলে যেমন কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় এবং অপর দিকে কোম্পানীর কাগজ বাবদ প্রাপ্তব্য সুদের হার বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে দায়ের পরিমাণও কমিয়া আসে। মহাসমরের কালে বীমা কোম্পানীসমূহের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা দাঁড়াইবে এবং তাহা সমাধান করিবার ব্যবস্থাও প্রয়োজন হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ভরসার ভাব হারাইবার কোন কারণ নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৮ই সেপ্টেম্বর

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার বিনিময় বাজার বন্ধ ছিল। অবশ্য ব্যাঙ্কসমূহ যুদ্ধের জন্য বন্ধ না থাকিলেও তাহারা বিনিময়ের কাজ করে নাই। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণের খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই বিনিময় বাজারে সমরাতঙ্কের ভাব বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রপ্তানী বিলের ডিসকাউণ্ট হার যথেষ্ট পরিমাণে চড়িয়া গিয়াছিল এবং ব্যাঙ্কগুলি দুই মাস কালের চেয়ে বেশী সময়ের মিয়াদী কোন বিল গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছিল। গত ৭ই সেপ্টেম্বর বিনিময় বাজার খুলিবার সঙ্গে কিছু চড়িয়া যায়। যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় বেশী রকম জল্পনা কল্পনা ও তদ্দরুণ বিনিময় হারের অত্যধিক উঠানামার সম্ভাবনা থাকায় বিনিময় বাজারের কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এ সপ্তাহে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা রচিত হইয়াছ। স্থির হইয়াছে ব্যাঙ্কগুলি এখন ২ মাসের বেশী সময়ের মিয়াদী টেলিঃ হুণ্ডি গ্রহণ করিবে না। এক মাসের জন্য টেলিঃ হুণ্ডির হার ১ শি ৫ ৩১/৩২ পেনী ও দুই মাসের জন্য ১ শি ৫ ৩১/৩২ পেনী নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ২ মাসের ডি এ বিলের জন্য ১ শি ৬ ১/৮ পেনী হার ধার্য্য হইয়াছে। এইসব বিধান প্রযুক্ত হওয়ায় বিনিময় বাজার কিছুদিন পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আমদানী রপ্তানীর কারবার সম্বন্ধে বাধা সৃষ্টির জন্য ঐসব বিধিব্যবস্থা করা হয়। প্রধানতঃ বিদেশীয় মুদ্রা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা বন্ধ করিবার জন্যই ঐ সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সূচনায় ১৯১৪ সালে বিনিময় বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবারের ব্যবস্থাগুলি সেরূপ বাড়াবাড়ি নহে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সপ্তাহের শেষদিকে কলিকাতার বাজারে টাকার কিছু টান দেখা গিয়াছে। চারিদিক দিয়া টাকার দাবী দাওয়া বেশ বাড়িতেছে কিন্তু ঋণ প্রদাতার সংখ্যা বাজারে বেশী দেখা যাইতেছে না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বুঝিয়া টাকা নগদ অবস্থায় রাখিবার দিকে একটা ঝোঁক যাইতেছে। এই অবস্থায় কলটাকার সুদের হার গত বৃহস্পতিবার ১ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। অদ্য তাহা ১॥০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার এ সপ্তাহে আরও দুই পাই পরিমাণে বাড়িয়াছে। গত সপ্তাহে সুদের হার ছিল ২৮৯ পাই। এ সপ্তাহে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ২৮১১ পাই। বর্ত্তমান সময়ে সুদের হারের এই চড়তি খুবই অপ্রত্যাশিত। কেবল যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই যে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৴০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯৷৯ পাই দরের শতকরা ৯৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১লা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ১০ কোটি ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকার)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১২৯০
…লডার	„	৪৬
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	[illegible]
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	[illegible]

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর

দীর্ঘ দিনের মন্দা ও একটানা অবসাদের পর এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে অনেক দিক দিয়া দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর তাহার ফলে ইউরোপে এক নূতন মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। বর্ত্তমানে ফ্রান্সের সৈন্য বাহিনী ফ্রান্কো—জার্ম্মাণ সীমান্তে ও বৃটিশ সৈন্য বাহিনী জার্ম্মানীর উত্তর সাগর সীমান্তে যুদ্ধ চালাইতেছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐ যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। এতদিন যুদ্ধ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল আর তাহার ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়েই তেমন অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এক্ষণে যুদ্ধ চলিতে থাকা অবধারিতই জানিয়া ব্যবসায়ীরা অনেক পরিমাণে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন। এখন যতদূর দেখা যাইতেছে একমাত্র কোম্পানীর কাগজ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ আশা ভরসার ভাব পোষণ করিতেছেন। পাটকল কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী ও কয়লা কোম্পানী প্রভৃতির শেয়ার মূল্য এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন শেয়ার বিশেষ দামের হার অপ্রত্যাশিতরূপ চড়া দেখা যাইতেছে। রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেলে কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই যে উহার সব চেয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। সে হিসাবে এ সপ্তাহে যে কোম্পানীর কাগজের দাম বিশেষ নামিয়া গিয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বরং উহা যে আরও বেশী নিম্নস্তরে পড়িয়া যায় নাই তাহাতে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ভারতে অধিকাংশ শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, বরং যুদ্ধরত দেশগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার দরুণ দেশীয় শিল্প প্রসারের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই সাধারণের ধারণা জন্মিয়াছে। এই অবস্থায় কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন শিল্প কোম্পানীর শেয়ার মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। কাজকর্ম্মের দিক দিয়া ও মূল্য বৃদ্ধির দিক দিয়া বাজারে এই কর্ম্মচাঞ্চল্য যুদ্ধ চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেও বজায় থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে যুদ্ধজনিত আতঙ্ক সৃষ্ট হওয়ায় বেশী পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারে একটা ঝোক দেখা গিয়াছে। দামও বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। তবে বেচাকিনা আসলে বেশী কিছু হয় নাই। বোম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের সভাপতি বোম্বাইয়ের বাজারে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে সরকারী সিকিউরিটির বেচাকিনা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় এবং কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কমিটি বাজারে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের বেচাকিনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বর্ত্তমানে দামের কতকটা স্থিরতা সাধিত হইয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর বাজারে ৩॥০ টাকা টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম হইয়াছিল সর্ব্বনিম্নে ৮৮৮০ আনা। ৫ই সেপ্টেম্বর তাহা ৮৭ টাকা পর্য্যন্ত পৌছে। অদ্য বাজার কিছু চড়িয়া দামের হার ৮৮৶০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ও অন্য নানা কারণে চট ও থলের বাজার ভালরূপে চড়িবার আশা রহিয়াছে। সেজন্য পাটকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবসায়ীরা খুব আস্থাবভাব পোষণ করিতেছেন। ফলে পাটকল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৪৮।৶ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা ৬০।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কয়লার খনি

বাজারের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কয়লার খনি বিভাগেও এ সপ্তাহে দামের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলেও প্রাচ্য ভূখণ্ডে কয়লা রপ্তানীর অসুবিধা ঘটিবে না, তাহা ছাড়া শিল্প প্রচেষ্টা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশায় কয়লার খনির শেয়ার সম্বন্ধে অনেকেই উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩৪৪ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৬॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ অণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ২৪॥৶ আনা। অদ্য বাজারে তাহা ৩৫৸৶ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বেশী দাম হওয়ায় ঐ শেয়ার অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১লা সেপ্টেম্বর ৯৪।৶৬, ৯৪॥০, ৯৪॥৴, ৯৪৲, ৯৩৸৶, ৯৩॥৶, ৯৩॥০, ৯৩।৶, ৯৩।০, ৯৩৲, ৯২॥৶, ৯২৸৶, ৯৩।০, ৯৩৶, ৯২৸৶ ; ২রা সেপ্টেম্বর—৯৪॥৶৬, ৯৪।৴, ৯৪।৶, ৯৪॥৶, ৯৪।৬, ৯৫।৬, ৯৫॥৴, ৯৫॥০, ৯৫৴, ৯৫।৶ ৯৫।০, ৯৫।৴৬, ৯৫।০, ৯৪।৶৬, ৯৪॥৴৬, ৯২॥৶, ৯৩।০, ৯২৸৶ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—৮৮॥০, ৮৮৸০, ৮৮৸৴, ৮৮॥০, ৮৮।৶, ৮৭॥০ ; ৫ই সেপ্টেম্বর—৮৭।৶, ৮৭॥০, ৮৭।৴, ৮৭৲। ৫৲ সুদের ঋণ—(১৯৪০-৪৩) ১লা সেপ্টেম্বর—১০২৸৴ ; ২রা সেপ্টেম্বর—১০২৸৴। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২রা সেপ্টেম্বর ৮২৲, ৮২৴। ৩৲ সুদের ঋণ—(১৯৬৩-৬৫) ২রা সেপ্টেম্বর—৯৬৶, ৯৯।৴, ৯৬৶৬, ৯৬।৶ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—৯৩৸০, ৯৩৲ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ৯১৲। ৩৲ সুদের ঋণ—(১৯৫১-৫৪) ২রা সেপ্টেম্বর—৯৮৸৶।

৩॥০ সুদের ঋণ—(১৯৪৭-৫০) ২রা সেপ্টেম্বর—১০২৸৶, ১০২।০। ৪৲ সুদের ঋণ—(১৯৬০-৭০) ২রা সেপ্টেম্বর—১০৮।৵; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—১০৭॥০; ৫ই সেপ্টেম্বর—৯৮॥০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১লা সেপ্টেম্বর ১০৮৲, ১০৬৲, ১০৭৲; ২রা সেপ্টেম্বর ১০৮৲, ১০৯৲, ১০৭॥০, ১০৮॥০, ১০৮৲; ১০৯৲, ১০৮৲, ১০৬৲, ১০৭৲, ১০১॥০, ১০০৲; ৫ই সেপ্টেম্বর—৯৫৲, ৯৬৲, ৯৪৲, ৯৫৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২রা সেপ্টেম্বর—৩২৸৵, ৩৩৵; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—৩০৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—২রা সেপ্টেম্বর (সঃ আদায়ী) ১,৫২২৲, ১,৫২০, (কণ্টি) ৩৭৫৲, ৩৭৭৲।

কাপড়ের কল

কেশোরাম—২রা সেপ্টেম্বর ৪৵, ৪।৵; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৬৸০, ৭৲; ৫ই সেপ্টেম্বর—৬।৵, ৬॥৶, ৬৶। মুইর মিলস—২রা সেপ্টেম্বর—২০৬॥০। কানপুর টেক্সটাইল—৪টা সেপ্টেম্বর—৪৲, ৩৸০, ৩৸৵; ৫ই সেপ্টেম্বর—৪৲, ৪৵, ৪/, ৪৵। নিউ ভিক্টোরিয়া—২রা সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ॥৵, ৸০; ৪টা সেপ্টেম্বর—১৵, ১।০; ৫ই সেপ্টেম্বর—৸৶।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—১লা সেপ্টেম্বর—২৯৬॥০, ৩০০৲, ৩০২৲, ৩০১৲; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—৩২৪৲, ৩২৬৲, ৩২৯৲, ৩৩৫৲, ৩৩৭৲, ৩২৮৲, ৩৩০; ৫ই সেপ্টেম্বর—৩৩০৲, ৩৩৫৲, ৩৩৪৲। ভালগোরা ৫ই সেপ্টেম্বর—৪৵০, ৪।০। বরাকর ১লা সেপ্টেম্বর—১১॥০; ৫ই সেপ্টেম্বর—১৩৸০, ১৪৲, ১৩॥০। ধেমো মেইন—২রা সেপ্টেম্বর—১২৵০, ১২।৵০; ৫ই সেপ্টেম্বর—১৩।০, ১৩৶০, ১২॥৵০, ১২॥৶। বোকারো ও রামগড় ১লা সেপ্টেম্বর—১৩॥০, ১৩৸০; ২রা সেপ্টেম্বর—১৩॥০, ১৩॥০; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৪৸০, ১৫৲, ১৫।০, ১৫॥০, ১৫।০, ১৫।৵। দেউলী ১লা সেপ্টেম্বর—৬৸৵০, ৭৲। বরাকর ৪ঠা সেপ্টেম্বর—১২৸০, ১৩৲, ১৩৵, ১৩।৵, ১৩॥০, ১৩৸০, ১৪৵, ১৪।০, ১৩৸৵। ইকুইটেবল—১লা সেপ্টেম্বর—৩০॥০, ৩০॥৵, ৩১৲, ৩১।০; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—৩৪।০, ৩৪৸০, ৩৫৲, ৩৬৸০; ৫ই সেপ্টেম্বর—৩৫।০, ৩৪৸০। নাজিরা ১লা সেপ্টেম্বর—৭।৵, ৭।০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৩২॥০, ৩৪৸০, ৩২॥; ৫ই সেপ্টেম্বর—৩২॥০, ৩৩।০, ৩১॥০। নর্থওয়েষ্ট (সঃ আদায়ী)—১লা সেপ্টেম্বর ১২।০, ১২॥০। নিউ বীরভূম—৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৬৸/, ১৭৸০, ১৮৲, ১৭॥০। ৫ই সেপ্টেম্বর—১৬৸০, ১৭৲, ১৭॥৵। নর্থ দামুদা—১লা সেপ্টেম্বর ৪৸০; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৫।০, ৫।৵, ৫৵; ৫ই সেপ্টেম্বর—৫৵, ৫।৵। রাণীগঞ্জ—৪ঠা সেপ্টেম্বর—৩১।০, ৩২।০, ৩৬৲, ৩৪॥০; ৫ই সেপ্টেম্বর—৩৪৲। সেণ্ড্রা—১লা সেপ্টেম্বর—৮৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড—১লা ২১॥০। হরিলাদী—৪ঠা সেপ্টেম্বর—১২॥০, ১২৸০, ১৩৵, ১৩।০, ১২॥৶; ৫ই সেপ্টেম্বর—১২।৶, ১২॥৶। মুগুলপুর—৪ঠা ৮॥৵, ৯।০; ৫ই সেপ্টেম্বর—৮॥৵, ৮৸৵।

পাটকল

হাওড়া—১লা সেপ্টেম্বর ৪৮।৵, ৪৭॥৵, ৪৯৲, ৪৮৸৶; ২রা সেপ্টেম্বর ৪৮৵, ৪৯৲, ৪৮৸৶, ঐ (প্রেফ) ১৩৫৲; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৫৭।০, ৫৮।০, ৫৩৸৵, ৫৬॥/, ৫৫৲; ৫ই সেপ্টেম্বর ৫৬।৵, ৫৫॥০। হুকুমচাঁদ—১লা সেপ্টেম্বর ১।৶, ১॥/, ১॥৶, (প্রেফ) ২৮৲, ৩৩৲, ৩২৲; ২রা সেপ্টেম্বর ১/০, ১॥৵, ১॥৶, (প্রেফ) ২২৲, ৩৩৲, ৩১৲, ৩২৲; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২৵, ২৸৵, ২।/, (প্রেফ) ৪১৲, ৪৫৲, ৩৮৲; ৫ই সেপ্টেম্বর ২॥০, ২।০। ন্যাশনাল—১লা সেপ্টেম্বর ১৯॥৵, ২০৵, ২০।৵; ২রা ১৯॥০, ২০৵, ২০।৵; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২২॥০, ২৪৸০, ২৩৸০; ৫ই সেপ্টেম্বর ২৩।০, ২৩।৵, ২৩।০। ওরিয়েণ্ট—২রা সেপ্টেম্বর ১৬৯৲; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৫॥০; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১লা সেপ্টেম্বর ২৩৸৵, ২৫৶, ২৪॥৵; ২রা সেপ্টেম্বর ২৪।০, ২৫৶, ২৪॥৶; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৩৪৸৶, ৩৬৲, ৩৩৲; ৫ই

সেপ্টেম্বর ৩৪।৶, ৩৫॥০, ৩৪/০। ষ্টীল কর্পোরেশন—১লা সেপ্টেম্বর ১১৸০ ১২৶, ১১৸৶ (প্রেফ) ৯৪৲, ৯৩।০৲ ; ২রা সেপ্টেম্বর—১১৸০ ১২৵০, ১১৸৵০ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৫৸০, ১৬৲, ১৫৲, ১৪॥৶০, (প্রেফ) ৯৪৲, ৯৫৲; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৫।৵, ১৫।০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—২রা সেপ্টেম্বর ২০৸০ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২৩৲, ২২৸০। মার্সালস—২রা সেপ্টেম্বর ১।০, ১।৵ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১॥৵, ১৸৵, ২৲ ১/, ১৸/ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৸/, ২/, ২৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১লা সেপ্টেম্বর ৫।০, ৫॥০ ; ২রা সেপ্টেম্বর ৫।০, ৫॥/, ৫।/ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৭৸৵, ৮৵, ৭৵ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ৭॥/, ৮॥, ৭।০। ইণ্ডিয়ান কপার—১লা সেপ্টেম্বর ১৸০, ১৸/ ; ২রা সেপ্টেম্বর ১৸০, ১৸৵, ১৸/ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৩।৵, ৩॥৶, ২৸০। রোডেসিয়া কপার—১লা সেপ্টেম্বর ১৶; ২রা সেপ্টেম্বর ১৶ ; ৪ঠা ১॥৵, ১৸০ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ১॥৵, ১৸০, । কনসোলিডেটেড টিন—৫ই সেপ্টেম্বর ৬॥৵, ৬৸০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—১লা সেপ্টেম্বর (অডি) ১৮৲, ১৮।০ ; ২রা সেপ্টেম্বর ১৭৸৵ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮।০ ; রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক—১লা সেপ্টেম্বর ২২৸৵, ২৩৵, ২২৸০ ; ২রা সেপ্টেম্বর ২২৸৵, ২৩৵, ২২৸০।

চিনির কল

চা বাগান—১লা সেপ্টেম্বর ১২।০ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৪৲ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৪৸, ১৫৵। সমস্তিপুর—১লা সেপ্টেম্বর ৬৲। রিয়াম সুগার—২রা সেপ্টেম্বর ১৪৲। বলরামপুর—৪ঠা সেপ্টেম্বর ৮।/, ৮॥০।

চা বাগান

বেলগাছী—১লা সেপ্টেম্বর ৭।০। ইষ্টার্ণ কাছাড়—২রা সেপ্টেম্বর ৭।০। বেতেলী—৫ই সেপ্টেম্বর ৩।০, ৩।৵। দফলাগড়—৫ই সেপ্টেম্বর—১০৸০। জুটলীবাড়ী—৫ই সেপ্টেম্বর ১৫॥০। লুবা—৫ই সেপ্টেম্বর ৩৵, ৩॥০। পাত্রাকোলা ৫ই সেপ্টেম্বর (প্রেফ) ১৩০৲, ১৩১৲।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—১লা সেপ্টেম্বর ২।৶, ২॥/, ২॥৶ ; ২রা সেপ্টেম্বর ২।৶, ২॥৵, ২॥৶ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৪৵, ৪।৵, ৩॥৵ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ৪৲, ৪/, ৩৸০। কলিকাতা ট্রামওয়েজ—১লা সেপ্টেম্বর ১৭/, ২রা সেপ্টেম্বর ১৩।০, ১৩॥০। বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম—১লা সেপ্টেম্বর ৩৸,৩৸/,৩৸৶; ৪ঠা সেপ্টেম্বর —৪।৵, ৫৸/, ৫/ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ৫৵, ৫।০, ৫॥০, ৫৶। টিটাগড় পেপার—১লা সেপ্টেম্বর ('এ' অডি) ১১॥৵, ১২৲ ; ২রা সেপ্টেম্বর ১১॥৵, ১২৲ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৫৲, ১৪৲, ১৪।০ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৪।৵, ১৫॥০, (বি অডি) ১৪॥০, ১৫।৵, ১৫।০। বরুয়া টিম্বার—২রা সেপ্টেম্বর ১৩॥০, ১৩৸০। মেদিনীপুর জমিদারী—২রা সেপ্টেম্বর ৫৭৲ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ৬০৲। ওরিয়েণ্ট পেপার—৪ঠা সেপ্টেম্বর ৬৸০, ৭৲ ; ৫ই সেপ্টেম্বর ৭।০, ৭॥০।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেম্বর

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য চায়ের ১৩নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নে উহার বিবরণ দেওয়া গেল।

রপ্তানীযোগ্য—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর মোট ২১ হাজার ২৫২ বাক্স চা গড়ে ॥৵২ পাই দরে বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সপ্তাহে উহার পরিমাণ ২২ হাজার ১৬১ বাক্স ছিল এবং দর ॥/৮ পাই ছিল। ১৯৩৭ সালে এই নীলামে ২৫ হাজার ৫৪২ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল এবং উহার গড়পড়তা মূল্য ॥৶৫ পাই ছিল। যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার ফলে ইংলণ্ড হইতে কোন অর্ডার আসে নাই; তবে বর্ত্তমান শুল্কে চা আমদানী করিবার জন্য অন্যান্য দেশ সমূহ আগ্রহ প্রকাশ করে। কানাডা এবং আমেরিকার রপ্তানীযোগ্য চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং উহার জোগানও আশানুরূপ ছিল। টি,পি চায়ের কারবার ভাল হইয়াছে তবে ইংলণ্ডেরর বাজারে প্রতিযোগিতার অভাবে উহার মূল্য হ্রাস পায়। ফ্যানিংস জাতীয় চায়ের কোন চাহিদা ছিল না এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা পরিত্যক্ত হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী :—আলোচ্য নীলামে অপরিষ্কৃত চায়ের চাহিদা ছিল তবে পরিষ্কৃত চা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হয়। গুড়া চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় ৩ পাই হইতে ৯ পাই পর্য্যন্ত কম গিয়াছে। এইরূপ মূল্যাল্পতার জন্য উহা বিক্রয় করা হয় না। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূল্যও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য অপেক্ষা কম গিয়াছে। বিক্রেতাগণকে প্রায় ৩ পাই কম দরে চা বিক্রয় করিতে হইয়াছে। বাজায় বন্ধের দিকেও মূল্যের হার একই প্রকার ছিল।

আলোচ্য নীলামের নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য—

	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৭
বিক্রীত	২১,২৫২	২২,১৬১	২৫,৫৪২
গড়পড়তা দর	॥৵২	॥/৮	॥৶৫

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৯	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৩৮
বিক্রীত	৮,৫৯৬	৭,৩২৬	৭,০৯৫	৮,৮৭৮
গড়পরতা দর	৶১১	।২	।১	।১

পাটের বাজার

কলিকাতা ৮ই সেপ্টেম্বর

কলিকাতার ফাটকা বাজারে এ সপ্তাহে পাটের দরের অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের দরের সর্ব্বোচ্চ হার ছিল ৪১৵০ আনা। তৎপর ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সর্ব্বোচ্চ দরের হার ৪৪ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। ৫ই তারিখ তাহা সামান্য নামিয়া গিয়া ৭ই তারিখ তাহা আবার ৪৫।৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গতকল্য ৮ই সেপ্টেম্বর সমরায়োজনের জন্য বড়লাটের মারফতে ইংলণ্ড হইতে ছয় কোটি পাটের থলের জন্য অর্ডার আসার সংবাদে ফাটকার বাজারে পাটের দরের হার হঠাৎ চড়িয়া গিয়া ৪৮৸০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। অদ্য বাজারে দরের হার উচ্চে ৫৫৶ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫৪ ৸৵০ আনা দরে বাজার বন্ধ হয়।

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্নদর	বাজার বন্ধের দর
৪ঠা সেপ্টেম্বর	৪৪৲	৪২।৵০	৪৩॥০
৫ই "	৪৩৸০	৪২।৵০	৪২৸৵০
৬ই "		(জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল)	
৭ই "	৪৫।৵০	৪২।৵০	৪৫৲
৮ই "	৪৮৸০	৪৪৸৵০	৪৮।০
৯ই "	৫৫৶০	৪৯৸০	৫৪৸৵০

অদ্য ফাটকা বাজারে পাটের দরের যে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে তাহা সকল দিক দিয়াই খুব সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ জনিত অনুকূল অবস্থার ধারণাই যে এইরূপ বাড়তি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাট সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পিত কার্য্য নীতি অনেক দিক দিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি বাজারে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিশেষ আস্থার ভাব দেখা যাইতেছিল। আর সে কারণে গত দুই সপ্তাহ দরের হারও চড়ার দিকে ছিল। যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকিলেও যুদ্ধকালে পাট ও পাটশিল্পের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সম্যক বুঝা না যাওয়ায় গত সপ্তাহে ঐ বাবদ পাটের দরের কোন চড়তি হয় নাই। কিন্তু গত ৩রা সেপ্টেম্বর কার্য্যতঃ যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সঙ্গে সকলেই উৎসাহের সঙ্গে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন। ঐ আলোচনার ফলে ক্রমে ক্রমে অনেকেই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পাট শিল্পের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করেন। আর তাহাতে ৭ই সেপ্টেম্বর ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৪৫।৵ আনা পর্য্যন্ত উঠে। তৎপর দিন বাজারে এইরূপ একটি খবর প্রচারিত হয় যে বড়লাট ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ পি এস ম্যাকডোনাল্ডকে ডাকিয়া নিয়া সমরায়োজনের জন্য ছয় কোটি থলের অর্ডার দিয়াছেন এবং দুই মাস মধ্যে ঐ পরিমাণ থলের যোগান দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে (অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবর হইতে জানা যায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইতিমধ্যে বিভিন্ন চটকলগুলির উপর হারাহারিভাবে ঐ থলে নির্ম্মাণের ভার দিয়াছেন) ঐরূপ খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে গতকল্য বাজারে পাটের দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৪৮৸ আনা হয়। অদ্য দরের হার অত্যাধিকরূপ বাড়িয়া ৫৫৶ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

গত কতিপয় বৎসর যাবৎ পাটের বাজারে সমভাবে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে অসময়ে যদি বা পাটের দর সামান্য কিছু বাড়িয়াছে প্রথমদিকে পাট বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হওয়ার দরুণ পাটচাষীরা তাহা দ্বারা মোটেই উপকৃত হয় নাই। এবার নূতন বৎসরের পাট সবেমাত্র বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় এখন পাটের দর বেশ একটু চড়িয়া যাওয়াতে পাটচাষীরা ভালরূপ দরে পাট বিক্রয় করিবার সুবিধা পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বেচাকিনা কিছুই হয় নাই। যুদ্ধের জন্য বিনিময় সংক্রান্তে গোলযোগ ও জাহাজ চলাচলের হাঙ্গামা উপলব্ধি করিয়া রপ্তানীর জন্য পাট খরিদ বন্ধ ছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর বাজারে কাট

পাটের দর ছিল প্রতি বেল ৩৯॥ আনা। নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকার ফলে গতকল্য তাহা ৪৫॥ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

আলগা পাটের বাজারে পাটকল ওয়ালারা এসপ্তাহে বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর বাজারে আলগা পাটের দর ছিল প্রতি মন ৭॥ আনা। গতকল্য তাহা প্রতি মন ৮॥ আনা দাঁড়ায়।

থলে ও চট

যুদ্ধের দরুণ বেশী পরিমাণে চট ও থলে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার খুব চড়িয়া গিয়াছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯॥৵ আনা ও ১১ পোর্টার পাটের দর ১১৸৶ আনা ছিল। গত কল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে দাঁড়ায় ১২৵ আনা ও ১৪৸৵০ আনা।

কাপড়

কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেম্বর

যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার ফলে কাপড়ের বাজারে একটা অপ্রত্যাশিত এবং সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইবার ফলে স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের বিশেষ সুযোগ আসিয়াছে সন্দেহ নাই, তবে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবার কোন কারণ বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে না। ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বটে এবং উহাতে বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে সত্য; তবে অপরদিকে জাপানী বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার পক্ষে দেশী বস্ত্রশিল্পের অনেক সুবিধাও হইবে তদুপরি গবর্ণমেণ্টকে বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের কাটতি বৃদ্ধি পাইবে আশায় কোয়েম্বাটরের মিলসমূহ ইতিপূর্ব্বে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে। তুলার মূল্য হঠাৎ চড়িয়া যাইবার ফলেও কাপড়ের বাজারে উহার সম্যক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। স্বাভাবিকভাবে পূজা উপলক্ষে কাপড়ের বাজারের উন্নতি দেখা দিবে সকলেই আশা করিতেছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মিলসমূহ তাহাদের মজুদ মাল উচ্চ দরে বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলেও উহা আশানুরূপভাবে কাটতি করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ আশা করিতেছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে তাহারা উচ্চমূল্য দাবী করিতেছে এবং ব্যবসায়ীগণ এইরূপ দরেও কারবার করিতে বাধ্য হইতেছে। মফঃস্বলের ব্যবসায়ীগণ বাজারের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে; তাহারা কখনও মনে করেন নাই যে কাপড়ের মূল্য এইভাবে হঠাৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগকে ক্ষতি দিয়া কারবার করিতে হইরাছে। বর্ত্তমানে কাপড়ের বাজারে যে দর যাইতেছে তাহাতে ব্যবসায়ীগণ ভালরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

সূতা

স্থানীয় সূতার বাজারে কাপড়ের বাজার অপেক্ষা কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। খাবাপ ধরণের সূতা সম্পর্কে কারবার মোটামুটি ভাল হইয়াছে। জাপানী সূতারও চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।

ধান ও চাউল

রেঙ্গুনের বাজার—

কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে ১ ঝুড়ি) ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

খানানটো—সেপ্টেম্বরের দর উল্লিখিত হয় নাই। নবেম্বর এবং অক্টোবরের দর ২৫১৲ ছিল।

আতপ—মোটা ২৫২॥০-২৫৩॥০; নাসিন—২৬২॥০-২৬৫৲; স্পেশাল—২৭০৲-২৭২॥০; মাঝারি—২৬২॥০-২৬৫৲; পেনাং—২৮৫৲-২৮৭॥০ আনা।

সিদ্ধ—লম্বা—৩১০-৩২০৲; মিলচর—৩০৫৲-৩১৫৲; ভাঙ্গা—২০০৲-২১২॥০; নাশিন—২৮০৲-২৯০৲।

গত ২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৩৩ হাজার ৩৬৬ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২০ হাজার ১২৬ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ গিয়াছে।

চাউল—রূপশাল (ঢেকি) ৪॥৵ আনা; রূপশাল ৪॥৵; গোসাবা ২৩ নং পাটনাই ৪।৶৬ ৪॥; জাত বাঁশফুল (ঢেকি) ৪৸৵ দাদখানি (ঢেকি) ৪॥৴—৪॥৵ পাটনাই (ঢেকি) ৪৵ কামিনী আতপ ৪৸০ আনা।

ধান—গোসাবা ২৸০—২৸৴০; হোগলা ২॥০—২॥৴০ রূপশাল ২৸৴০ দাদশাল ২৸৴০, চিনি আতপ—৩।৶০ হামাই ২৸০-২৸৴০ সাদা মোটা ২।৶০ ২॥০; সাধারণ পাটনাই ২।৶০-২॥০ মাঝারি পাটনাই ২॥৴০-২॥৵০; কাটারী-ভোগ ২৸৶০-২৸৶৬ পাই।

গত ২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১ হাজার ৮৮৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই উহার পরিমাণ ২ হাজার ৭০৩ টন ছিল।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর

এ সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে সোনার দরের হার সরকারীভাবে ৮ পা ৮ শিলিং নির্দ্ধারিত হওয়ায় দামের বিশেষ উঠানামা হইতে পারে নাই। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দরের হার ৮ পা ৮ শিলিং ছিল। অদ্যও বাজারে তাহাই বলবৎ আছে। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহে সোনার দরের হার চড়ার দিকে সামান্য গণ্ডির ভিতর উঠানামা করিয়াছে। তবে অধিকাংশ দিনই বাজার বন্ধ ছিল বলিয়া বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। অদ্য বোম্বাইএ প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়াইয়াছে ৪০।০ আনা। কলিকাতার বাজারে গত ১লা সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৮৵। আনা, বড়ালবার ৩৮।৴ আনা ও গিনি ২৪॥৶ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৯॥৵ আনা। ৩৯॥৴ আনা ও ২৬৸৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দর অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০⅛ পেনী। ৬ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ২১$\frac{5}{16}$ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ২১$\frac{5}{16}$ পেনী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে এসপ্তাহে অধিকাংশ দিনই বাজার বন্ধ ছিল। গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫৩৸৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা ৫৭৸ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে। কলিকাতার বাজারে গত ১লা সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৫০ টাকা ও ঐ খুচরা দর ৫০৴ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫৭॥ আনা ও ৫৭৸ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বাজার বন্ধের দিকেও উহার তেজীভাব বজায় ছিল। আড়তদারগণ আরও অধিক মূল্যের আশায় মজুদ চিনি ধরিয়া রাখিতেছে। স্থানীয় বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। দেশী চিনির পরিমাণ আনুমানিক ৩ হাজার বস্তা মাত্র।

বিভিন্ন প্রকার চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—লোহাট ১১॥৵; সাকরি ১১॥৵, সগৌলি ১১।৵, নার্কাটিয়া ১১৲, আড়হোরা ১১।৶ বসন্তপুর ১১।; শীতলপুর ১১।৴; দেশী চিনি ১১৲ ১১।; জাভা চিনি (সেপ্টেম্বর) ১১। আনা।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৩৯ | ২০শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৮৯-৫৯১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৯৬-৬০৩
পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা	৫৯২	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬০৪-৬০৫
কোম্পানী কাগজের ভবিষ্যৎ	৫৯৩	মত ও পথ	৬০৬
বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে দেশীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য	৫৯৪-৫৯৫	বাজারের হালচাল	৬০৭-৬১২

সাময়িক প্রসঙ্গ

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা

যুদ্ধের জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইল বলিয়া বড়লাট যে ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় এমন কিছু আভাষ দেন নাই যাহাতে মনে হইতে পারে যে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের দাবী অনুসারে পরিবর্ত্তিত করা হইবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিবার অব্যবহিত পরেই বড়লাট উপরোক্তরূপ ঘোষণা করাতে অনেকে মনে করিতেছেন যে পুনরায় যখন যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে তোড়জোড় আরম্ভ হইবে তখন এই সম্পর্কে অনেক রদবদল করিয়া ভারতীয় জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। সিমলার সরকারী মহলেও নাকি এইরূপ ধারণাই সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা খুব সুখীই হইব। কিন্তু বড়লাট কি তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এই বিষয়ে একটুও ইঙ্গিত দিতে পারিতেন না? এই বিষয়ে তিনি যদি একটা কিছু আভাষ দিতেন তাহা হইলে ভারতবাসীর মনোভাবের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিত। বড়লাট এই বিষয়ে কিছু আভাষ দেন নাই বলিয়াই কি ভারতবর্ষ সম্পর্কিত নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী করা হইয়াছে?

পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ

বর্ত্তমানে দেশে পাটের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সুখের বিষয় তাহাতে পাটের দরের হারও বৃদ্ধি পাইতেছে। এবার উৎপাদিত পাটের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ কম হইবে বলিয়া প্রথম দিকে বাজারে একটা আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। ফলে পাটের দাম সম্বন্ধে কম বেশী পরিমাণে একটা মন্দার ভাবও বলবৎ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার সঙ্গে অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আধুনিক কালে যুদ্ধের সময় ব্যাপক ভাবে বিমান আক্রমণ চলিয়া থাকে। আর সেই আক্রমণ হইতে অট্টালিকা ও প্রাসাদ প্রভৃতি রক্ষার জন্য খুব বেশী পরিমাণে বালুপূর্ণ পাটের থলের ব্যবহার হয়। এই কারণে গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় সমরায়োজনের জন্য ইংলণ্ড হইতে এদেশে ২ কোটি পরিমাণ পাটের থলের অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে আরও ৬ কোটি পাটের থলে ও ২০ লক্ষ গজ চটের অর্ডার আসিয়াছে। আশা করা যাইতেছে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সমররত দেশগুলি ক্রমেই বেশী পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে এবং সে কারণে ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের অসুবিধা হইলেও তাহারা এদেশ হইতে বেশী পরিমাণে পাটের থলে নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। যুদ্ধজনিত চাহিদা বৃদ্ধির দিক ছাড়া বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি বাধ্যকরী ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতেও পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিশেষ আশা ভরসার সৃষ্টি হইয়াছে। পাটকলগুলিও বর্ত্তমানে আবার পুরাদমে কাজ সুরু করিয়াছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমানে পাটের মূল্য বেশী পরিমাণে চড়িয়া যাওয়ায়

খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। এ বৎসর সবেমাত্র বাজারে নূতন পাট বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে দেশের কৃষকেরা তাহাদ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। ইহা খুবই সুখের বিষয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা জানিয়া বিশেষ আশঙ্কিত হইলাম যে পাটের মূল্যের হার ভালরূপ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া পাট কলওয়ালারা ঐ দর নামাইয়া দেওয়ার জন্য একটা অপচেষ্টা সুরু করিয়াছে। পাটকলওয়ালাদের হাতে সর্ব্বদাই কলে কাজ চালাইবার উপযোগী কিছু পরিমাণ পাট মজুদ থাকে। বর্ত্তমানেও তাহাদের হাতে ২।৩ মাসের পাট মজুদ রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাহারা পাটের দর নিম্নস্তরে নামাইয়া দেওয়ার ফন্দিতে বর্ত্তমানে বিশেষ কিছুই পাট খরিদ করিতেছে না। সে জন্যই বাজারে পাটের দরের হার তেজী হইয়া উঠিয়াও সম্পূর্ণ উচ্চস্তরে বলবৎ থাকিতে পারিতেছে না। দেশের পাটচাষী কৃষকদের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এইরূপ চেষ্টা খুবই নিন্দনীয় মনে হইবে। আমরা পাটকলওয়ালাদের এই প্রকার অপচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতেই সজাগ হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

যুদ্ধ ও শিল্পোন্নতি

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈদেশিক আমদানী হ্রাস, যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে সরকারী সহায়তা এবং পণ্যমূল্য, মজুরী ও চাকুরিয়াদের বেতনাদি বৃদ্ধি হেতু ব্যবসায়ী, জনসাধারণ এবং ব্যাঙ্কের প্রভূত অর্থাগম হওয়াতেই শিল্পপ্রসারের পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি কয়েকটি সর্ব্ব-ভারতীয় শিল্পের উন্নতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাঝারী এবং ছোটখাট শিল্পসমূহ যুদ্ধের এই সুযোগ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধ কতকাল স্থায়ী হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণান্তে এই যুদ্ধ অন্ততঃ তিন বৎসর কাল চলিবে এইরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। তিন বৎসর কিংবা ততোধিক কাল এই যুদ্ধ স্থায়ী হইলে বিদেশী পণ্যের আমদানী হ্রাস প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সুযোগসমূহ উপস্থিত হইবেই এবং ইতিমধ্যেই তাহার সূচনা দেখা গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই সুযোগে তাহা কার্য্যকরী করিতে প্রচেষ্ট হন তবে মাঝারী এবং ছোটখাট শিল্পসমূহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে। বিগত যুদ্ধের সময় বাঙ্গলা সরকার বিখ্যাত সিভিলিয়ান মিঃ সোয়ানকে দেশীয় শিল্পসমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ শিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভবপর তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেন। যাঁহাদের মূলধন আছে এবং যাঁহারা এই মূলধন খাটাইবার মত উৎসাহ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভারও মিঃ সোয়ানের উপর দেওয়া হয়। ঐ সময়ে মিঃ সোয়ানের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই বটে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শিল্পব্যবসায়ের প্রতি জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশে কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরও অভাব নাই। এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার যদি জনকয়েক বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলার কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া যথাসম্ভব সত্বর রিপোর্ট প্রদানের ভার দেন এবং শিল্প বিভাগের মারফতে তাঁহাদের প্রস্তাব সত্বর কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন তাহা হইলে ইহা বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একটি মহান্ কল্যাণকর কার্য্য হইবে। বাঙ্গলা সরকার একটি শিল্প জরীপ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কমিটির কার্য্যক্রম যেরূপ মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করতঃ তাহার সুফল ভোগ করিবার পূর্ব্বে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া সম্পূর্ণ নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে। সুতরাং এই বিষয়ে যদি কিছু করিতে হয় তবে কালবিলম্ব না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

শর্করাশিল্পে নূতন বিপদ

সম্প্রতি কানপুরে ইণ্ডিয়ান সুগার মিল্‌স্ এসোসিয়েসনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি স্যার আব্দুল্লা হারুণের বক্তৃতায় প্রকাশ যে ফরমোজা দ্বীপে শর্করাশিল্পের প্রসারের জন্য জাপান আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। জাপান এবং চীনদেশকে শর্করার জন্য যাহাতে জাভার উপর নির্ভর করিতে না হয় তজ্জন্যই এই বিরাট প্রচেষ্টা। জাপান এবং ফরমোজার শর্করার মোট চাহিদা ১২ লক্ষ টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপান ও ফরমোসায় উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৭০ হাজার টন এবং গত বৎসর ইহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১৬½ লক্ষ টন হইয়াছে। এই উন্নতি অব্যাহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে জাভার চিনি চীন ও জাপানে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং ইহার ফলে উৎপাদনের অপেক্ষাও কম দরে ভারতের বাজারে জাভার চিনির বিক্রয় আরম্ভ হইবে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বীমার প্রিমিয়াম এবং জাহাজের ভাড়া দিয়াও বোম্বাইয়ে জাভা-চিনির পড়তা পড়ে মণ প্রতি মাত্র ২।৵০ আনা। এতদপেক্ষাও কম দরে জাভার প্রস্তুত শর্করা ভারতের বাজারে আমদানী আরম্ভ হইলে ভারতীয় শর্করাশিল্পের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমানে প্রতি হন্দরে ৬৷০ আনা (মণ প্রতি প্রায় ৫৲ টাকা) রক্ষণশুল্কের সাহায্যেও জাভাচিনির আমদানী রোধ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত সাত বৎসর যাবৎ রক্ষণশুল্কের আওতায় থাকিয়াও ভারতীয় শর্করাশিল্প রক্ষণশুল্কের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার এবং প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই। মণপ্রতি ১৩৷১৪ টাকা বিক্রয়মূল্য পাইয়াও ভারতীয় চিনির কলের মালিকগণ শর্করাশিল্প দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে বলিয়া একযোগে ঘোষণা করিতেছেন এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও যাহাতে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় শর্করাশিল্প এই নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলে যে সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের পথ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট সম্বন্ধে একটী বিষয় উল্লেখ করিতে চাই। যুদ্ধের সুযোগে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যেরূপ পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দাও মারিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন সেইরূপ আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী নিজেদের নিষ্কাম মনোভাব জাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্প্রতি উহারা ইস্তাহার দিয়াছেন যে যুদ্ধের সুযোগে তাঁহারা

চিনির দর বাড়ান নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে বাড়াইবারও তাঁহাদের কোন ইচ্ছা নাই। ভবিষ্যতে বেশী লাভের আশায় তাঁহারা হাতে চিনি মজুদ রাখিতেছেন না—উহাও তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছেন। চিনির মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে সুগার সিণ্ডিকেটের যদি কোন সুযোগ থাকিত তাহা হইলেই উপরোক্ত ব্যবস্থার জন্য দেশবাসী তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিত। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে চিনির মূল্য চড়াইতে গিয়া সুগার সিণ্ডিকেট ভারতের বাজারে পুনরায় জাভাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে গত বৎসর এই তিন মাসের তুলনায় ভারতের বাজারে জাভা হইতে ২৩ গুণ বেশী চিনি আমদানী হইয়াছে। আর দুই এক মাসের মধ্যে জাভা হইতে আমদানী বিপুল পরিমাণে চিনি ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিবে। এই অবস্থায় সুগার সিণ্ডিকেট এখন যদি চিনির মূল্য বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে কেহই এই চিনি ক্রয় করিবে না। যেখানে মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা লাভবান হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই বরং ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী সেখানে মূল্যবৃদ্ধি করিলাম না বলিয়া বাহবা লইবার প্রয়াস কেন?

ভারত সরকারের রাজস্বের অবস্থা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে ভারত সরকারের রাজস্বে কিছু ঘাটতি হইবে আশঙ্কা করিয়া উহা পূরণের জন্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী তূলার উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। উহার পরে চলতি বৎসরের ২।৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে শুল্ক বিভাগে ভারত সরকারের আয় গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী হইতেছে। উহাতে অনেকে আমদানী তূলার উপর বর্দ্ধিত শুল্ক বাতিল করিবার জন্য দাবী জানাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গত এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে শুল্ক বিভাগের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে এবার গত বৎসরের এই ৫ মাসের তুলনায় উক্ত বিভাগে আয়ের পরিমাণ ২ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। উহাতে তূলার উপর বর্দ্ধিত শুল্ক বাতিল করিরার দাবী পূর্ণভাবে সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু উক্ত ৫ মাসে শুল্ক বিভাগের যে আয় হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের উপর শুল্ক বাবদই ১৮ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমান অনেক কম হইতেছে। যুদ্ধ বেশী দিন ধরিয়া চলিলে আমদানীর পরিমাণ ক্রমে সঙ্কুচিত হইবে সন্দেহ নাই। অত্রাবস্থায় বর্ত্তমান মাস হইতে আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত শুল্ক বিভাগের দফায় ভারত সরকারের আয় গত বৎসরের তুলনায় বেশী হওয়া দূরে থাকুক কয়েক কোটী টাকা কম হইবে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের ব্যয় যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে শুল্ক বিভাগে উল্লেখযোগ্যভাবে আয়হ্রাস ঘটিলে গবর্ণমেণ্টের একটা অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। উহার অপরিহার্য্য ফল ইহাই হইবে যে তূলার উপর আমদানী শুল্ক তো হ্রাস হইবেই না—বরং দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার আপতিত হইবে। বর্ত্তমানে নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেভাবে চড়িয়া যাইতেছে তাহার উপর যদি ট্যাক্সভার বাড়িয়া যায় তাহা হইলে টাকার হিসাবে নির্দ্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট চাকুরীজীবী, শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণীর যে কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

জনবৃদ্ধি ও খাদ্যসমস্যা

সম্প্রতি ভারতের জনস্বাস্থ্য ও লোকসংখ্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের হেলথ কমিশনারের ১৯৩৭ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায় ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে ভারতের (ব্রহ্মদেশকে বাদ দিয়া) জনসংখ্যা ৩১ লক্ষ ৭৬ হাজার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বৃটিশ ভারতের হাজার করা জন্মের হার ৩৪.৫ ও মৃত্যুর হার ২২.৪ দাঁড়াইয়াছিল। গত ১৯৩১ সালে ব্রহ্মদেশ বাদে ব্রিটিশ ভারতের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ। ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে এই সংখ্যা ৫ কোটি পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৩৮ কোটির কাছাকাছি পৌঁছিবে বলিয়া সরকারী হেলথ কমিশনার অনুমান করিতেছেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভিতর বর্ত্তমানে যে দুঃখদারিদ্র্য ও অভাব অনটনের শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হইতেছে তাহাতে জনবৃদ্ধির এই অপরিমিত গতি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আশঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তদুপযোগী ধনসম্পদ ও আহার্য্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। কোন দেশের লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমি ও ধনসম্পদ অর্জ্জনের সংস্থান যদি বৃদ্ধি পায় তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু সেদিক দিয়া কোনরূপ সামঞ্জস্য না রাখিয়া দেশের জনসংখ্যা যদি ক্রমান্বয়ে অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া যাইতে থাকে তবে ঐ ক্রমবর্দ্ধমান লোক সংখ্যার ভরণ পোষণের সমস্যা খুব জটিল হইয়া উঠিবার কথা। সে হিসাবে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বর্ত্তমানে যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ১৯৪১ সালে তাহা যে সীমায় পৌঁছিবে তাহাতে আশঙ্কা ও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বরাদ্দ করিয়া থাকেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য সংস্থানের জন্য নিম্নতম পক্ষে তাহার ভাগে ১.২ একর পরিমিত আহার্য্যদ্রব্য উৎপাদনোপযোগী জমি প্রয়োজন। ভারত সরকারের হেলথ কমিশনারের গত ১৯৩৪ সালের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় ঐ সালে ব্রিটিশ ভারতে মোট ২০ কোটি ৬৫ লক্ষ একর জমিতে ধান গম ও আন্যান্য খাদ্য শস্যের চাষ হইয়াছিল। উহাতে ঐ সালে খাদ্যশস্যের জন্য নিয়োজিত মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ০.৭২ একর। গত ১৯৩৬ সালে ঐ হার সামান্য কিছু বাড়িয়াছিল। গত ১৯৩৭ সালে তাহা আবার হ্রাস পাইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই খুব ভাবনার কথা। যদি দেশের শিল্প বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত তবে বিদেশে রপ্তানী মালের বিনিময়ে বিদেশ হইতে আহার্য্য দ্রব্য আমদানীর হয়ত একটা সুবিধা হইত। জাপান ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জনপ্রতি আবাদী জমির পরিমাণ কম। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া সে সব দেশ বিশেষ উন্নত থাকায় বিদেশে প্রেরিত বিপুল শিল্পসম্ভারের বিনিময়ে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিবার সুবিধা পায়। ভারতবর্ষ শিল্প বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ থাকায় সেরূপ ভাবে আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহের সুবিধা তাহার বিশেষ কিছুই হইতেছে না। এই অবস্থায় জনবৃদ্ধির সঙ্গে এদেশে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি সম্বন্ধে যদি সময়োচিত বিধিব্যবস্থা না করা হয় তবে জনসাধারণের জীবনযাত্রা বর্ত্তমানের তুলনায় যে আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

যুদ্ধের ফলে খুচরা ব্যবসায়ীগণ এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারীসমূহ জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য বহুবিধ জিনিষের মূল্য চড়াইয়া দেওয়াতে বাংলা সরকার ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেকার দরের তুলনায় বেশী দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহা আইনতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। উহার পর ভারত সরকার এরূপ নির্দ্দেশ দেন যে ব্যবসায়ীগণ ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের দরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ পর্য্যন্ত বেশী দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত সংশোধন করিয়া ভারত সরকারের অনুরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধ যদি বেশী দিন ধরিয়া চলে তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া অপরিহার্য্য। কেননা এ দেশে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে অনেক পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। দেশের ভিতরে যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহারও অনেক উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। যুদ্ধের ফলে বিদেশস্থ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীগণ তাঁহাদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিবেন—উহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে জাহাজ ভাড়া এবং বীমার খরচও বেশী পড়িবে। বাট্টার হারের পরিবর্ত্তনের ফলেও অনেক পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় ভারতসরকার ও বাঙ্গলাসরকার ব্যবসায়ীগণকে পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা দশ টাকা বেশী মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার অধিকার দিয়া যে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা নীতির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য। ব্যবসায়ীগণকে যদি বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী মূল্য দিয়া বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে যদি অপেক্ষাকৃত অধিক পড়তায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তদনুপাতে বেশী মূল্য দিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেই হইবে। অন্যথায় কাহারও পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভবপর হইবে না। যদি শেষোক্ত অবস্থা ঘটে তাহা হইলে যে পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারী জনসাধারণের স্বার্থের জন্য গবর্ণমেণ্ট পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাদেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইবে।

কিন্তু এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বনে গবর্ণমেণ্ট কাজ করিবেন—উহাই আমরা প্রত্যাশা করিতেছি। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীগণকে শতকরা দশ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন· তাহার সুযোগ তাঁহারা পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের ফলপ্রসূত বিবিধ কারণে পণ্যদ্রব্যের পড়তা যদি শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জনসাধারণকে প্রকারান্তরে শতকরা দশ টাকা বেশী মূল্য দিবার জন্য বাধ্য করা হইবে কেন? পক্ষান্তরে যুদ্ধের ফলে পণ্যদ্রবের পড়তা যদি শতকরা ২০ কি ৩০ ভাগ বাড়িয়া যায় তাহা হইলে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ বেশী মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় কারী ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণ আত্মরক্ষা করিবেন কিরূপে? সুতরাং শতকরা ১০ কি ১৫ ভাগ মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাঁধাধরা নিয়ম না করিয়া পণ্যদ্রব্যের পড়তার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উহার সর্ব্বোচ্চ মূল্যের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক। একমাত্র এই ব্যবস্থাতেই পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীগণ অনাবশ্যকরূপ উচ্চ মূল্য হইতে রেহাই পাইবে এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপরিচালকগণ ন্যায্য লাভে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই একজন প্রাইস কনট্রোলার নিয়োগ করিয়াছেন। উহা যে খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহঁ নাই। কিন্তু প্রাইস কনট্রোলার যদি পণ্যদ্রব্যের পড়তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যথেচ্ছভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন তাহা হইলে উহার ফলে কোন সময়ে পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারী এবং কোন সময়ে ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। উহাতে ব্যবসা বাণিজ্যে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং পণ্যদ্রব্যের পড়তা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যথোপযুক্তভাবে পণ্যমূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে প্রাইস কনট্রোলারকে উপদেশ দিবার জন্য অবিলম্বে একটি কমিটি গঠিত হওয়া আবশ্যক। শিল্প পরিচালক, ব্যবসায়ী এবং পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারী—এই সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশ্বাসভাজন ও প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এই কমিটি গঠন করিলে পণ্যমূল্য সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকেরই অভাব অভিযোগের বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হইতে পারিবে এবং কাহারও উপর কোনও প্রকার অবিচার হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা এই কমিটি গঠিত হয় তাহা হইলে কাঁচা মাল ও শিল্পদ্রব্যের উপাদানস্থানীয় জিনিষের মূল্য, এইসব জিনিষের আমদানী ও বীমার খরচা, ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকদের ন্যায়সঙ্গত লাভ ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচিত হইয়া কোন সময়ে পণ্য দ্রব্যের কিরূপ দর হওয়া উচিত এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন কঠিন ব্যাপার হইবে না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের তরফে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সুচিন্তিত বিবৃতিপত্র প্রেরিত হইতেছে তাহা হইতে কমিটি তাঁহাদের অবলম্বনীয় নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

যুদ্ধের জন্য হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারে বাঙ্গলা সরকার যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ফলে ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছিল এবং অনেক স্থলে বিকিকিনি বন্ধ হইয়া একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে অনেক সময়েই ৪।৬ মাস পরে তাঁহারা যে মাল বাজারে বিক্রয় করিবেন তাহার জন্য ৪।৬ মাস পূর্ব্ব হইতেই কাঁচা মাল ও অন্যান্য উপাদানের জন্য অর্ডার দিতে হয় এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু পণ্যমূল্য সম্বন্ধে ২।১ মাস পরে গবর্ণমেণ্ট কি নীতি অবলম্বন করিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে অনেকেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যুদ্ধের ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার ন্যায়সঙ্গত হেতু রহিয়াছে—বর্ত্তমানে ভারত

কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ

ইউরোপে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর কাগজের মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ—যাহার আসল টাকা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি নাই, তাহার প্রতি একশত টাকার কাগজের মূল্য একশত টাকার উপরে উঠিয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালেও উহার মূল্য ৯০ টাকার নীচে নামে নাই। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও উহার মূল্য ৯৬ টাকার কাছাকাছি ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল্য কমিয়া গত শুক্রবারে ৮৫৲ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এদেশে বহু ব্যক্তি নিজের এবং পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন প্রকারে দাদন না করিয়া উহার প্রায় ষোল আনা কোম্পানীর কাগজে দাদন করিয়া রাখিয়াছেন। কোম্পানীর কাগজে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা দ্বারাই তাঁহাদের সংসারযাত্রা চলিয়া থাকে। অনেক দাতব্য ও ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত অর্থও কোম্পানীর কাগজে দাদন করা রহিয়াছে এবং উহার সুদ দ্বারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম ও দেবসেবা চলিয়া থাকে। এদেশের বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ মজুদ তহবিলও কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে উহার অস্বাভাবিকরূপ মূল্য হ্রাস হওয়াতে উপরোক্ত শ্রেণীর সকলেরই মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় যে কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্রাসের ফলে বর্ত্তমানে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকটা কল্পনাপ্রসূত এবং দূরদৃষ্টি সহকারে চিন্তা করিলে এজন্য ভীত হইবার তেমন কোন কারণ নাই। প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে কোম্পানীর কাগজের বাজারমূল্য যাহাই হউক না কেন তজ্জন্য উহার জন্য প্রতিশ্রুত সুদের হারে কোন তারতম্য হয় না। গত ১৯৩১-৩২ সালে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য নামিয়া যখন ৫১ টাকায় পরিণত হয় তখনও উহার প্রতি ১০০ টাকার কাগজের জন্য বার্ষিক ৩॥০ টাকাই সুদ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবেই হউক অথবা দাতব্য বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হিসাবেই হউক কোম্পানীর কাগজে যাঁহারা অর্থ বিনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের আয়হ্রাস ঘটিবার কোন কারণ নাই। শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মজুদ তহবিলের যে অংশ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে তাহার সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে বীমা কোম্পানীর তহবিলের যে অংশ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহার মূল্য হ্রাসহেতু ভেলুয়েশনের সময়ে তহবিলের পরিমাণ অনেক কম বলিয়া প্রতিভাত হইবে। কিন্তু অনেক বীমা কোম্পানীই কোম্পানীর কাগজের মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অতিরিক্ত মূল্যের সাকুল্য অংশ কোম্পানীর তহবিলের সামিল বলিয়া গণ্য না করিয়া উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে দাদনী তহবিলের ঘাটতি নিবারণের জন্য পৃথক ভাবে সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্রাসের ফলে এই তহবিল সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত বীমা কোম্পানীসমূহের ভেলুয়েশনের সময়ে কোন প্রকারই বেগ পাইতে হইবে না। যে সব কোম্পানী দাদনী তহবিলের ঘাটতি পূরণের জন্য পর্য্যাপ্তরূপে কোন তহবিল সৃষ্টি করেন নাই তাহাদেরও ক্ষতি অন্য দিক দিয়া পোষাইয়া যাইবে। কারণ কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্রাসের ফলে হস্তস্থিত সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাসহেতু প্রত্যেক কোম্পানীরই মোট সম্পত্তির উপর গড়পড়তা অর্জ্জিত সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ভেলুয়েশনের সময়ে প্রত্যেক কোম্পানীই তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদের হার বেশী করিয়া ধরিতে পারিবেন। যে সব কোম্পানীর কাগজের আসল টাকা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি নাই সেই সব কোম্পানীর কাগজসম্বন্ধে এই সব মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। "টারমিনেল" অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে আসল টাকা প্রত্যর্পণের সর্ত্তে গৃহীত সরকারী ঋণ সম্পর্কিত সমস্যা আরও সহজ। কারণ যে কোম্পানীর কাগজের আসল টাকা ৪।৬ বৎসর মধ্যে ফিরিয়া পাইবার প্রতিশ্রুতি আছে যুদ্ধের ফলে সেই সব কোম্পানীর কাগজের মূল্য তেমন ভাবে হ্রাস পাইবে না। আর হ্রাস পাইলেও কয়েক বৎসরের মধ্যেই যখন আসল টাকা পুরাপুরিভাবে ফিরাইয়া পাইবার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তখন বর্ত্তমান মূল্যহ্রাসের জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাসের ফলে মাত্র তাহাদেরই ক্ষতি হইবে—যাহারা দায়ে পড়িয়া কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করতঃ নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইবেন। তবে এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী নহে।

মোটের উপর যাহারা মাত্র সুদের আশায় পারিবারিক বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সম্পত্তি কোম্পানীর কাগজে দাদন করিয়া রাখিয়াছেন কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাস হেতু আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের তাহা বিক্রয় করিয়া দিবার কোন হেতু নাই। যদি দেখা যাইত যে বর্ত্তমান দরে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিলে আসল টাকা নিরাপদ থাকিবে এবং নিয়োজিত অর্থের উপর কোম্পানীর কাগজের তুলনায় বেশী সুদ পাওয়া যাইবে তাহা হইলে বরং কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দিবার একটা হেতু পাওয়া যাইত। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর কাগজ এবং কল কারখানার শেয়ার—উভয়েরই মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। তারপর দেশে মুদ্রার

(৫৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সরকার ও বাঙ্গলা সরকার তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়াতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপরিচালকগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের পড়তা বাড়িয়া গেলে তাহা ১০, ২০, বা ৩০ যে হারেই হউক না কেন তদনুপাতে শিল্প পরিচালক ও ব্যবসায়ীগণকেও বর্দ্ধিত মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারিবেন না। এই ধরণের একটা কিছু জানাইয়া দেওয়া এবং সকল শ্রেণীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা একটি এডভাইসরী কমিটি গঠন দ্বারাই শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে। দেশের শিল্পবাণিজ্য এবং জনসাধারণের সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে দেশীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য

(শ্রীতরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট—ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ)

ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিটেন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াতে ভারতের উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবেই উপলব্ধি হইবে। বিশেষ করিয়া ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও মূলধন নিয়োগ ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের প্রভাব খুবই বিস্তৃত হইবে। শীঘ্র যে যুদ্ধ শেষ হইবে তাহার কোন লক্ষণ এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। বরং যতদূর মনে হয়, অন্যান্য নিরপেক্ষ শক্তিও ভবিষ্যতে যোগ দিয়া যুদ্ধের ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা বাড়াইয়া তুলিবে। এই অবস্থায় ভারতীয় সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেই সুচিন্তিত পন্থায় কর্ম্মধারা পরিচালনা করিতে হইবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান-সমূহেরও এখন হইতেই বিশেষ বিবেচনা করিয়া দাদন নীতি পরিচালনা করা দরকার; যাহাতে জনসাধারণ ও দেশীয় শিল্প উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়, অথচ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত নিরাপত্তা নষ্ট না হয় তাহার জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় একটা বিশেষ কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক।

যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে, ততই ক্রমে ক্রমে পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এই বৃদ্ধি কতকটা স্বাভাবিক কারণে এবং কতকটা গভর্ণমেন্টের মুদ্রা-প্রসারণ নীতি অবলম্বনের ফলে সাধিত হইবে। বহু দেশীয় ব্যাঙ্কের দাদনী টাকার একটা অংশ পণ্য মূল্যের জামীনে ধার দেওয়া হয়। এই সকল পণ্যদ্রব্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে কিংবা রেল ষ্টীমার কোম্পানীর গুদামে থাকে। যখন এই সকল পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে আরম্ভ করিবে, তখন ব্যবসায়ীদের নীতি হইবে—ব্যাঙ্কের উপর এই সকল দ্রব্য মজুদ রাখিবার ব্যয় ও বিপদ কিছু দিনের জন্য চাপাইয়া রাখা এবং ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে মূল্য চড়িলে মাল ছাড়াইয়া লইয়া বিক্রয় করা। ইহা ছাড়া যতই তাহারা মালের জামীনে নগদ টাকা পাইয়া মাল বিলম্বে খালাস করিতে সুবিধা পাইবে, ততই তাহাদের ভিতর "অধিক ব্যবসার" (Over trading) প্রবৃত্তি জাগিবে। ব্যবসায়ীদের এই কর্ম্ম প্রণালী তাহাদের স্বার্থের অনুকূল হইলেও ব্যাঙ্কের দিক দিয়া এবং জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়া ইহা সমূহ বিপজ্জনক। দেশের অনিশ্চিত অবস্থায়, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন অধিক পরিমাণে "সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য" অবস্থায় রাখা দরকার। সুতরাং ব্যাঙ্কসমূহের ব্যবসায়ীদিগকে এই অতিরিক্ত সুবিধা দান বর্ত্তমান অবস্থায় কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নহে। ব্যাঙ্ক-সমূহের কর্ত্তব্য হইবে, ব্যবসায়ীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল খালাস না করিলে, খোলা বাজারে মাল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা। চড়তি বাজারে এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কেরও বেশ লাভ থাকিবে; অধিকন্তু এই নীতিতে চলিলে ব্যাঙ্কের টাকা অধিক দিনের জন্য আটক পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিত হইবে। পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপরও ব্যাঙ্কের এই নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। কেন না, ব্যবসায়ীরা বেশী দিন মাল ধরিয়া রাখার সুযোগ না পাওয়াতে মালের মূল্য হঠাৎ চড়িতে পারিবে না; এবং বাজারে প্রায় এক ধরণেই মাল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতে থাকিলে, তাহা মূল্যের সমতা রক্ষা করিতেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী টাকার উপরও একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হওয়া সম্ভব। প্রায় সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী আমানতকারী বা সেভিংস আমানতকারী সমস্ত লোকই সাধারণ মধ্যবিত্ত স্তরের। ইহাদের অধিকাংশের আয় টাকার হিসাবে নির্দ্দিষ্ট। কাজেই পণ্যমূল্য চড়িতে থাকিলে, ইহাদের নিকট হইতে শুধু যে নূতন আমানত কমিয়া যাইবে তাহা নহে, ইহাদিগকে সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জমান টাকার উপরও কিছু পরিমাণে হাত দিতে হইবে। সুতরাং দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী ও সেভিংস হিসাবে আমানতের পরিমাণ কমিয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের চলতি হিসাবে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে; কেন না মুদ্রার মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতের টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং চলতি হিসাবের মধ্য দিয়া বেশী টাকার লেন দেন হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী টাকার মোট পরিমাণ প্রায় সমানই থাকিবে। কিন্তু তাহাদের কার্য্যকরী মূলধনের একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এই হইবে যে, চলতি হিসাবে রক্ষিত টাকার উপরেই তাহাদিগকে বেশী নির্ভর করিতে হইবে। এ অবস্থায়, ব্যাঙ্কের মূলধন যতটা সম্ভব "সহজে আদায়যোগ্য" রাখার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। কাজেই মূলধন নিয়োগের সময় মূলধনের নিরাপত্তা ও "সহজে আদায়যোগ্যতা" সম্বন্ধে ব্যাঙ্কসমূহের এক্ষণে বিশেষ অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। অথচ দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের উপর একটি গুরু দায়িত্ব আসিয়া চাপিবে। বর্ত্তমানে যে সকল বিদেশী বিশেষতঃ বিলাতি ব্যাঙ্ক এ দেশে কাজ করিতেছে, যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্পত্তির বেশীর ভাগ স্বদেশে নিয়োজিত করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় তাহাদের মূলধন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সমর-ঋণ কিম্বা ভারতের সমর-ঋণের প্রয়োজনে ন্যস্ত হইবে। এই ভাবে যুদ্ধরত দেশের মূলধন যোগাইতে গিয়া কিম্বা যুদ্ধ-ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে গিয়া এই

সকল ব্যাঙ্ক ইহাদের উপর নির্ভরশীল দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যসমূহকে মূলধন সরবরাহ হয়ত বন্ধ করিয়া দিবে। কাজেই আমাদের দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার একটী পথ দীর্ঘকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যকে স্বল্পকালব্যাপী কিম্বা দীর্ঘকালব্যাপী সাহায্যের জন্য সকল সময়েই অধিক পরিমাণে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। ইহাতে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের ব্যবসার গুরুতর পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। অবশ্য দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ কি পরিমাণে শিল্প বাণিজ্যকে অধিকতর আর্থিক সহায়তা করিতে পারিবে তাহা তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ এবং গঠনের (Composition) উপর নির্ভর করিবে। যে পরিমাণ বিত্ত জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কের হস্তে নস্ত হইবে, ঠিক সেই অনুপাতেই ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের মুখাপেক্ষী শিল্প-বাণিজ্যকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বে যদিও বলা হইয়াছে যে, পণ্য মূল্য বৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে কিয়ৎ পরিমাণে গচ্ছিত টাকা তুলিয়া লইতে হইবে, তথাপি দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ব্যাঙ্কের উপর কোন গুরুতর চাপ দেখা যাইবে না। বিশেষতঃ প্রায় সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সমরাশঙ্কায় তাহাদের সম্পত্তি পূর্ব্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে নগদ ও নগদে পরিবর্ত্তন যোগ্য অবস্থায় পরিণত করিয়া রাখিবার বাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

যুদ্ধ বেশী দিন চলিলে জনসাধারণের পক্ষে টাকা দাদন করিবার একটী নূতন লাভজনক পথ দেখা দিবে। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক সমর-ঋণ গ্রহণ আরম্ভ হইবে। যুদ্ধের বণ্ড সম্ভবতঃ বেশ উঁচু সুদে বাজারে চালান হইবে। সে সময় ব্যাঙ্কসমূহ কি পরিমাণে জনসাধারণের তহবিল (Funds) আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা ভবিষ্যতই মাত্র বলিতে পারে। তবে এ কথা ঠিক, যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দীর্ঘকালের জন্য সঞ্চিত অর্থ কোন কিছুতে আবদ্ধ করিয়া রাখা মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ীদের অনেকেই সমীচীন মনে করিবেন না। তাহাদের অনেকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপরিচালিত ব্যাঙ্কে তাহাদের অর্থ গচ্ছিত রাখিবে। কারণ সঞ্চিত অর্থের নিয়োগ ব্যাপারে লোকে সাধারণতঃ লাভ হইতে নিরাপত্তার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেয়—বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এই সঙ্কটময় অবস্থায়। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ এক দিকে দেশের শিল্প বাণিজ্যের খাতিরে ও অন্য দিকে নিজেদের স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার জন্য তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকার একটা বড় অংশ দেশীয় ব্যাঙ্কের হাতে রাখিতে দ্বিধা করিবে না।

দেশী ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কর্ম্মক্ষেত্র সাধারণতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি অন্তর্ব্বাণিজ্যে টাকা দাদন করে কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ ও মূলধন নিয়োগ করে। যুদ্ধ যদি কিছুদিন স্থায়ী হয় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং বিদেশী আমদানী কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইবে; ফলে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কর্ম্মক্ষেত্র যেমন সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে দেশীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষেত্র তেমন প্রসার লাভ করিবে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির উন্নতি ও প্রসার বিশেষভাবে জড়িত। কাজেই আমাদের দেশীয় সুপরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি এই সময় যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। অবশ্য এই সময় আমাদের ব্যাঙ্কগুলির দায়িত্বও অনেক বেশী। তাহাদের পক্ষে সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া যতটা সম্ভব "সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য" (Liquid) অবস্থায় মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে। সুপরিচালনা ও দূরদর্শীতার সহিত চলিলে যুদ্ধের শেষে দেশীয় শিল্প আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়—সমস্তই দৃঢ় অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতে পারে।

(কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ)

প্রসার ও অন্যান্য কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু যখন কল কারখানার লাভের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে সেই সময়ে কল কারখানার শেয়ারের মূল্য কোম্পানীর কাগজের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা যখন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কাটাইয়া স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে তখন কলকারখানার শেয়ারের তুলনায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় শতকরা বার্ষিক ৩৷৷ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ১৯২০-২১ সালে ৫২ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। তৎপর উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৭-২৮ সালে ৮০ টাকায় পরিণত হয়। উহার পর পুনরায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩১-৩২ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য উহার মূল্য ৫১ টাকায় নামিয়া যায়। অতঃপর পুনরায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা ১০০ টাকা ছাড়াইয়া যায়। যুদ্ধের সময় হইতে কলকারখানার শেয়ার সমূহের মূল্যেও অনেকটা উপরোক্ত ভাবে উঠতি পড়তি হয়। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে কোম্পানীর কাগজের মূল্য যতদূর উঁচুতে উঠিয়াছিল কলকারখানার শেয়ার কোন দিনই ততটা উঁচুতে উঠে নাই। এই অভিজ্ঞতা হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধে কোম্পানীর কাগজ সম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি। অবশ্য বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া বিবেচনা সহকারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিলে তাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই—একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কলকারখানার শেয়ার ক্রয় করতঃ কিছুদিন পর সময় বুঝিয়া তাহা যদি বিক্রয় করিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। এরূপ বিবেচনা সহকারে কাজ করিতে পারেন—সাধারণের মধ্যে তেমন লোক খুব কমই আছেন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সরকারী রেলপথ সমুহের আয়

গত ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে ভারতের সরকারী রেল পথসমূহের মোট ৩৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহা গত ১৯৩৭-৩৮ সালের এই সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় ৫৫ লক্ষ টাকা ও গত বৎসর এই সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় ২৯ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

হাতে সুতা কাটার শিল্প

আগামী আর্থিক বৎসরের প্রথম হইতে মধ্য প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে হাতে সুতা কাটার শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের সভাপতি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকাশ, এই পরিকল্পনাটি মধ্যপ্রদেশ সরকারের বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

ভারতে তিলের চাষ

গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রথম সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৩৯-৪০		১৯৩৮-৩৯	
মাদ্রাজ	৩,৬৬,০০০	একর	৩,৩৯,০০০	একর
বোম্বাই	৩,৯৭,০০০	,,	২,৬৪,০০০	,,
মধ্যপ্রদেশ	৪,৫০,০০০	,,	৫,১২,০০০	,,
বাঙ্গলা	১,৩৫,০০০	,,	১,৪৩,০০০	,,
উড়িষ্যা	৪১,০০০	,,	৪১,০০০	,,
বিহার	১,১৪,০০০	,,	১,১১,০০০	,,
পাঞ্জাব	৯২,০০০	,,	৮৭,০০০	,,
সিন্ধু	৩,০০০	,,	১২,০০০	,,
আজমীড়	১,০০০	,,	৫,০০০	,,
হায়দারাবাদ	৭৬,০০০	,,	৭০,০০০	,,
ভূপাল	৭,০০০	,,	৭,০০০	,,
বরোদা	২৪,০০০	,,	৩৮,০০০	,,
কোটা (রাজপুতনা)	৫১,০০০	,,	৪১,০০০	,,
যুক্তপ্রদেশ	(বরাদ্দ এখনও পাওয়া যায় নাই)			
মোট	১৭,৫৭,০০০	একর	১৬,৭০,০০০	একর

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা

প্রকাশ, সরকারী বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্যার এলেন লয়েড আগামী ২রা অক্টোবর দিল্লী পৌছিবেন এবং তখন হইতে জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে। ঐ আলোচনা বিষয়ে ভারতে জাপানের কনসাল জেনারেলকে সাহায্য করিবার জন্য ওসাকার জাপানীজ কটন পিসগুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েসনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কাওয়াই সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে ভারতে পৌছিবেন। তাঁহার সহিত জাপান হইতে তিনজন ব্যবসায়ীও আসিবেন।

ভারতে বিদেশীয় লোকের সংখ্যা

গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ৯ হাজার ২৪১ জন বিদেশীয়ের নাম রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে জার্ম্মানের সংখ্যা হইতেছে ১ হাজার ৫২০, ইতালীয় ৭৪০, পোলাণ্ড দেশীয় ৬৩, রুমানিয়া দেশীয় ২৪, রুষীয় ১৭৩, স্পেন দেশীয় ১৮৪, হাঙ্গারীয় ১০৪, জুগোশ্লেভীয় ৩৪, বুলগেরীয় ২, আমেরিকান ১ হাজার ৯০৩, ফরাসী ৬৮৪, জাপানী ৮৯১। বোম্বাই, বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশে যথাক্রমে ৬৪১, ২৫৪ ও ১৮৯ জন জার্ম্মান রহিয়াছে। মাদ্রাজ, বাঙ্গলা ও বোম্বাইয়ে ইতালীয়ের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ২২৩, ১৯৩ ও ১২৭ জন। বোম্বাই ও বাঙ্গলা প্রদেশে জার্ম্মানদের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৩৫০ ও ২১৫ জন।

পোলাণ্ডের কৃষি ও শিল্প সম্পদ

খনিজ দ্রব্য, কার্পাস জাত দ্রব্য, ধাতুর কাজ, চিনি, প্রধান প্রধান শিল্প এবং কৃষিকার্য্য ও বনজ সম্পদ পোলাণ্ডের প্রধান সম্পত্তি। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রাই, গম, বালি, গোল আলু এবং ইক্ষু প্রধান। পশ্বাদির মধ্যে ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উত্তর পোলাণ্ডে কয়লার খনি রহিয়াছে। লোহা, দস্তা, পটাসিয়াম, লবণ প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ঐ দেশের বিশেষত্ব। গোলসিয়াতে সুপ্রসিদ্ধ তৈলের খনি রহিয়াছে। সমগ্র পোলাণ্ডে লোক সংখ্যা প্রায় সোওয়া তিন কোটি।

জার্ম্মানী ও ভারতের বাণিজ্য

বর্ত্তমানে জার্ম্মানী ও ভারতের বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে এই দুই দেশের গত ছয় মাসের বাণিজ্য আলোচনা করিয়া দেখিবার একটা সার্থকতা আছে। জার্ম্মানীর হামবুর্গস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের রিপোর্টে প্রকাশ, গত জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে জার্ম্মানী ভারতবর্ষ হইতে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার মার্কের (যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে টাকার সহিত মার্কের বিনিময় হার ছিল প্রতি ১০০ টাকায়—৮২ মার্ক) মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল। গত ১৯৩৮ সালের ঐ সময়ে জার্ম্মানীর মোট ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৯ হাজার মার্ক। অপর দিকে ১৯৩৯ সালের প্রথম ছয় মাসে জার্ম্মানী ভারতবর্ষে ৭ কোটি ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার মার্কের মালপত্র রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ঐ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ২৪ লক্ষ ২ হাজার মার্ক। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে জার্ম্মানী ও ভারতের বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৭ হাজার মার্ক।

কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি

সম্প্রতি কলিকাতার কয়লা ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া রেলওয়ে বোর্ডের চীফ কমিশনার স্যার গুঠরী রাসেল জানাইয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ শীঘ্রই হয়ত ভারতীয় রেলপথে গতিবিধির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে'। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে যাহাতে কয়লার কোন অভাব না হয় তজ্জন্য কয়েকটি রেলওয়েকে বর্ত্তমান মাসে এবং অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কয়লা মজুত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। মালগাড়ীর চলাচল বাড়িয়া যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচলের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই জন্যই এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেসকল রেলওয়েকে কয়লা মজুদ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম—ই বি আর, ই আই আর, এন ডব্লিউ আর, এ বি আর, বি এন আর, বি বি এ্যাণ্ড সি আই আর, বি এণ্ড এন ডাব্লিউ আর। চীফ কমিশনার মহোদয় কয়লা ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছেন যে কয়লার এই চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাদের সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। কয়লা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে সহযোগিতার কোন সাড়া না পাইলে অবশেষে বাধ্য হইয়াই রেল কোম্পানীর অধীনস্থ খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের চেষ্টা করিতে হইবে।

রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তির অর্থ নৈতিক দিক

সম্প্রতি রাশিয়ার সহিত জার্ম্মানীর যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে জার্ম্মানী যুদ্ধকালে রাশিয়া হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র আনিবার সুবিধা পাইবে বলিয়া কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রে এক প্রবন্ধে নানাদিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে রাশিয়ার নিকট হইতে জার্ম্মানীর সেরূপ সাহায্য পাওয়ার বেশী কিছু আশা নাই। রাশিয়ার বর্ত্তমানে দেশকে কাঁচা মালের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে খুব কম বৎসরেই তাহার উৎপাদিত কাঁচামাল নিজ প্রয়োজনের অনুপাতে বেশী হইয়া থাকে। যুদ্ধ চলিতে থাকার কালে জার্ম্মানী প্রধানতঃ ধাতুদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানী দ্রব্য, পেট্রোল ও তেলের বেশী পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে। কিন্তু রাশিয়া হইতে কখনও ধাতুদ্রব্যের রপ্তানী হয় না। বলশেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে রাশিয়া হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হইত। এক্ষণে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ায় গম, বালি ও সর্ষপ প্রভৃতির উৎপাদন হইতেছে বটে কিন্তু উহাদের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। খাদ্য শস্যের দিক দিয়া রাশিয়া জগতে কোন উল্লেখযোগ্য রপ্তানীকারক দেশ নহে। অপরদিকে গত দশ বৎসর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকবার রাশিয়ায় খাদ্য শস্যের এমন নিদারুণ অভাবও দেখা গিয়াছে যখন রাশিয়াকে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছে। রীতিমত ফসল হইলে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মানী হয়ত রাশিয়া হইতে কিছু পরিমাণ গমের যোগান পাইতে পারে। কিন্তু অন্য কোন খাদ্যশস্য জার্ম্মানীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চালান হওয়ার আশা একেবারেই কম।' আলু, চিনি প্রভৃতির দিক দিয়া রাশিয়ার স্বাভাবিক যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপর্য্যাপ্ত, কাজেই এ সমস্ত জার্ম্মানীতে চালান করিবার কথাই উঠে না। জ্বালানী দ্রব্য—বিশেষ করিয়া পেট্রোল ও তৈলের দিক দিয়া জার্ম্মানী রাশিয়ায় কতক পরিমাণে যোগান পাইবার আশা করিতে পারে। তবে যদিও রাশিয়ায় গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বেশী পরিমাণে পেট্রোল ও তৈল উৎপাদন হইতেছে তথাপি ঐ দেশের যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে তাহার আবশ্যকতাও খুব বেশী রহিয়াছে। কাজেই সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রাশিয়া হইতে জার্ম্মানী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির যোগান যে আশানুরূপ পাইবে না ইহা অনেকটা নিশ্চিতই বলা যায়।

আন্তর্জ্জাতিক তুলা সম্মেলন

সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন সহরে আন্তর্জ্জাতিক তুলা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঐ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট তুলার রপ্তানী বিষয়ে একটি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি বলবৎ করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটি আলোচনার পর সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বর্ত্তমানে ইউরোপে যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় এই ধরণের কোন চুক্তি কার্য্যকরী করা যাইতে পারে না।

আলুর শ্রেণীবিভাগ

পাটনার নিকটবর্ত্তী বিহার শেরিফ নামক স্থানে সম্প্রতি বীজ হিসাবে ব্যবহারোপযোগী আলুর জন্য একটি শ্রেণীবিভাগ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। বিহার সরকারের মার্কেটিং বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই কেন্দ্রের কাজ পরিচালিত হইবে।

ব্রহ্মদেশে বিদেশীয়দের সম্পর্কে বিধান

ভারতের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও বিদেশীয়দের রেজেষ্ট্রীকরণ সম্পর্কীয় বিল করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে পরে এ সম্বন্ধে একটি রেগুলেশন বলবৎ করা হইবে। ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দিগকে উহার প্রয়োগ হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

১৯৪০ সালে সরকারী ছুটির দিন

বাঙ্গলা সরকার ১৯৪০ সালের নিম্নলিখিত দিনগুলি সরকারী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা (নিগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে) করিয়াছেন :— ২২শে জানুয়ারী—ইদুজ্জোহা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীপঞ্চমী, ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহরম, ২৩শে মার্চ্চ—দোলযাত্রা, ২৫শে মার্চ্চ—ইষ্টার মনডে, ১৩ই এপ্রিল—চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩ই জুন—সম্রাটের জন্মদিন, ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের ষান্মাসিক হিসাব নিকাশ, ২৬শে আগষ্ট জন্মাষ্টমী, ১লা অক্টোবর—মহালয়া, ৭ই, ৮ই, ৯ইও ১০ই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা, ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর কালীপূজা, ১লা ও ২রা নভেম্বর—ইদলফেতর, ৮ই নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজা, ২৪শে ও ২৬শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস, ৩১শে ডিসেম্বর—বৎসরের শেষ দিন।

বঙ্গীয় তাঁতশিল্প প্রদর্শনী

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে, বঙ্গীয় তাঁত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্তের পরিচালনাধীন বঙ্গীয় বয়ন শিল্প সমিতির উদ্যোগে উক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী বক্তৃতায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন যে উপযুক্ত গঠনমূলক ব্যবস্থার অভাবে পল্লী অঞ্চলের তাঁতিগণ বর্ত্তমান দুঃখদুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। গঠনমূলক কার্য্যের ফলে তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা অনেকাংশে লাঘব হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার ন্যায় একজন ধনী এবং বিদ্বান ব্যক্তি এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জি, খান-বাহাদুর আজিজুল হক, মিঃ গুরুসদয় দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন তাঁতশিল্পের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা বাঙ্গলার তাঁতশিল্পের অতীত গৌরব হইতে আরম্ভ করিয়া উহার বর্ত্তমান হীনাবস্থার একটা ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন বর্ত্তমানে এই শিল্প সম্পর্কে প্রধান দুইটি সমস্যা এই যে, প্রথমতঃ তাঁতিদের অর্থের অভাব ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে উপস্থিত করিবার নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় তাঁতিগণকে সুসংবদ্ধ করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

সরোজ নলিনী নারী সমিতি, শ্রীনিকেতন ক্রাফ্‌টস্‌, ব্রতচারী পল্লী শিল্প-বিতান, ভারতী বিদ্যালয়, টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীতে তাহাদের শিল্পদ্রব্য উপস্থিত করিয়াছে।

লণ্ডনে চায়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি লণ্ডনের বাজারে চায়ের মূল্য সাময়িক ভাবে ধার্য্য করিয়া আদেশ জারী করা হইয়াছে এবং চায়ের সমস্ত আমদানী বাণিজ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছে।

সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে বীমা

ডেনমার্কে সমাজ জীবনের উন্নতি কল্পে নানারূপ বীমার রীতি প্রচলিত আছে, আর সে বিষয়ে দেশের গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ডেনমার্কের মোট জাতীয় আয় বৎসরে ৯০ কোটি ডলার (১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড) উহার মধ্যে ৯ কোটি পাউণ্ডই সমাজ জীবনের উন্নতিমূলক বীমা ও অন্যান্য কয়েকটি ধরণের হিতকর বিধিব্যবস্থায় ব্যয়িত হয়। নানারূপ রোগের বীমা, অকর্ম্মন্যতার বীমা, বিপদাপদের বীমা, বার্দ্ধক্য বীমা, বেকার বীমা প্রভৃতি শ্রেণীর সামাজিক হিতকর বীমার জন্যই ঐরূপ ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৬৮ ভাগ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার নিয়োজিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগই ডেনমার্ক গভর্ণমেণ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

রোগের সময় চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিবার জন্য ডেনমার্কে সিক্‌ক্লাব (Sick Club) সমূহ রহিয়াছে। যাহারা এইসব ক্লাবের মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হয় তাহাদিগকে রোগের সময় ক্লাব হইতে চিকিৎসা করা হয়।

কাঁচের কারখানায় কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতার এক ইস্তাহারে জানা যায় যে, বাঙ্গলাদেশে ১০টি কাঁচের ফ্যাক্টরী আছে এবং তাহাতে দুই সহস্রের অধিক সংখ্যক লোক কাজ করে ; তন্মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫ জন বাঙ্গালী এবং অবশিষ্ট ৮৫ জন অবাঙ্গালী। এইসকল কর্ম্মচারীগণকে কার্য্যক্রমে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (ক) অফিসার এবং বিশেষজ্ঞ (খ) শ্রমশিল্পী (গ) ভৃত্য ও অন্যান্য মজুর। কাঁচশিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উচ্চপদে এবং বিশেষজ্ঞের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কাঁচ প্রস্তুত সম্পর্কে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীও তাহাদের জানা আবশ্যক। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, চেকো-শ্লোভোলিয়া অথবা জাপানের গ্লাস ফ্যাক্টরীতে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। উক্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা কেবলমাত্র কাঁচ প্রস্তুতের কতকগুলি প্রণালীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। ইঁহাদের মাসিক বেতন ১৫০৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা। শ্রমশিল্পীদের কাজের বিভিন্ন প্রকার বিভাগ রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই মাসিক বেতনে কাজ করিয়া থাকে এবং বেতনের হার ২০৲ হইতে ৬০৲ পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত ভৃত্য এবং মজুরদের বেতন মাসিক ১০৲ হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত পড়ে। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে প্যাকার এবং সাধারণ কুলীর সংখ্যাই বেশী।

প্রকৃতপক্ষে কাঁচ প্রস্তুত সম্পর্কে বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ নাই। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় দুইটি গ্লাস ফ্যাক্টরী দুইজন জার্ম্মান (অষ্ট্রিয়াবাসী) বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীন ছিল। বি, এস, সি, পাশ বাঙ্গালী যুবকগণ যদি এই শিল্প সম্পর্কে যত্নবান হয় তাহা হইলে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন হইতে পারে।

বাঙ্গালী শ্রমিকগণ কষ্টসহিষ্ণু নহে বলিয়া শ্রমশিল্পীদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অত্যল্প। অথচ নিরক্ষর অবাঙ্গালী শ্রমশিল্পীগণ এই সকল ফ্যাক্টরীতে কাজ করিয়া মাসিক ২০৲ হইতে ৬০৲ পর্য্যন্ত উপায় করিতেছে। এমতাবস্থায় স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যবান যুবকগণের পক্ষে এইরূপ কাজের সুযোগ গ্রহণ না করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

জাপানীবীমা কোম্পানীগুলির সমস্যা

চীনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জাপান সরকার জাপানের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহকে অধিক পরিমাণে সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছেন। গত বৎসর এইরূপ বিধান করা হয় যে বীমা কোম্পানী সমূহকে তাহাদের চলতি মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ ও নূতন বীমা তহবিলের শতকরা এক তৃতীয়াংশ সরকারী বণ্ডে দাদন করিতে হইবে। সম্প্রতি ঐরূপ নির্দ্ধারিত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় জাপানের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ গবর্ণমেণ্টকে উহা বৃদ্ধি না করার জন্য অনুরোধ করিয়া সরকারী বাণিজ্য বিভাগের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিয়াছেন।

ভারতের শর্করা শিল্প

হাজী স্যার আব্দুল্লা হারুণের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কানপুরে ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েসনের সপ্তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—(১) ভারতবর্ষের শর্করা শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য এবং এদেশের এই শিল্প যাহাতে অন্যান্য দেশের শর্করা শিল্পের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হয় সেজন্য দেশে ইক্ষু চাষের সমধিক উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। সেজন্য কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে চিনি শুল্ক বাবদ আয় হইতে ইক্ষু সম্বন্ধে ভালরূপ গবেষণার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, ইক্ষু চাষের উন্নতি সাধনের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষেও বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত (২) দেশের বর্ত্তমান চিনির কলগুলিতে যে চিনি উৎপন্ন হইতেছে তাহা দেশের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী বলিয়া বর্ত্তমান সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, দেশীয় শর্করা শিল্পের স্বার্থের খাতিরে নূতন কল স্থাপন ও বর্ত্তমানে যেসমস্ত কল আছে তাহাদের সম্প্রসারণ নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। অবশ্য যেসমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য শর্করা শিল্পের অনুকূল সেই সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে কিছু পরিমাণ অধিকতর সুবিধা দিতে হইবে। (৩) ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া ভারত সরকার টেরিফ বোর্ডের শর্করা সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করিতে বিলম্ব করায় এই সভা ভারত সরকারের কার্য্যের নিন্দা করিতেছেন (৪) বিহার ও যুক্ত প্রদেশে মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভিতর দিয়া চিনি ও আখ লইয়া যাওয়ার সময় চিনি ও আখের জন্য যে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায় করা হইয়া থাকে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য এই সভা উক্ত গভর্ণমেণ্ট দিগকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্যালেষ্টাইনে ফল রপ্তানী ব্যবসা

ইম্পিরিয়েল ইকনমিক কমিটী ইংলণ্ডের ফলসরবাহ সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, গত ১৯৩২-৩৩ সালের তুলনায় প্যালেষ্টাইন হইতে কমলানেবুর রপ্তানী তিনগুণ এবং আঙ্গুর জাতীয় ফলের রপ্তানী আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্যালেষ্টাইন হইতে মোট ফল রপ্তানীর শতকরা ৬০ ভাগ ইংলণ্ডে গিয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসরে আবহাওয়ার দুর্য্যোগ এবং আমেরিকার প্রতিযোগিতা বশতঃ ইংলণ্ডের বাজারে প্যালেষ্টাইন জাত ফলের কাটতি বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। ফল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানীযোগ্য ফলের উৎকর্ষতা বিধানের জন্য প্যালেষ্টাইনে একটি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব আলোচনাধীন আছে। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে গত বৎসর পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন হইতে ফল রপ্তানীর পরিমাণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(৭০ পাউণ্ডের বাক্স)

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
কমলালেবু				
মোট রপ্তানী	৪২২৫০০০	৯১৬৭০০০	৯৫১৩০০০	১২৮১১০০০
ইংলণ্ডে রপ্তানী	৩০২২০০০	৬৫৯৫০০০	৬০১০০০০	৭৮৬৬০০০
আঙ্গুর জাতীয় ফল				
মোট রপ্তানী	২৬২০০০	১৫৪২০০০	১৮০৬০০০	২০৮৭০০০
ইংলণ্ডে রপ্তানী	১৯৩০০০	১১০০০০০	১০২৫০০০	১০৪৭০০০
অন্যান্য প্রকার লেবু জাতীয় ফল				
মোট রপ্তানী	২০,০০০	৬১০০০	৯৩০০০	১৮৬০০০
ইংলণ্ডে রপ্তানী	৮০০০	৪৫০০০	২৭০০০	৭৭০০০

৪

ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা

সম্প্রতি পাব্লিক হেলথ কমিশনার স্যার জন মেগা ১৯৩৭ সালের যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বিগত ১৮৯১ সাল হইতে বৃটিশ ভারতে জন্ম সংখ্যার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; অপর পক্ষে মৃত্যু সংখ্যা ১৯২১ সাল হইতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২১-৩০ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ বিশ লক্ষের সামান্য কম দাঁড়াইয়াছে। পরবর্ত্তী ৭ বৎসরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিল না বলিয়া উহাতে গড়ে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯২১-৩১ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জনসংখ্যার পরিমাণ আনুমানিক ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ১৯৩১-৪১ পর্য্যন্ত উহা সম্ভবতঃ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৫ কোটি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয়। গত ১৯৩৬ সালের তুলনায় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের চাষের পরিমাণ অনেক প্রদেশে হ্রাস পাইয়াছে। কেবলমাত্র বাঙ্গলা, বোম্বাই ও আজমিঢ় মাড়োয়ার প্রদেশে খাদ্যশস্যের এবং দিল্লী, উড়িষ্যা, কুর্গ আজমীঢ়, মাড়োয়ার প্রদেশে অপরাপর ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিশেষে স্যার জন মেগা ভারতীয়দের বর্ত্তমান নিম্নতম জীবনযাত্রার প্রণালী ও ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার উল্লেখ করিয়া এই সমস্যার সমাধানকল্পে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন।

পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ, চিকিৎসার দ্রব্যাদি, লবণ, কেরোসিন তৈল এবং অল্প মূল্যের বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট একজন কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উক্ত কণ্ট্রোলার ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জনসাধারণ এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এডভাইসরী কাউন্সিলের সহিত পরামর্শ করিয়া পণ্যমূল্য নির্দ্ধারণ, প্রয়োজনমত পণ্যদ্রব্যের রদবদল এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি করিবেন। পাইকারী এবং খুচরা মাল বিক্রেতাদিগকে মজুদ মাল গোপন করিয়া রাখা, তালিকাভুক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জনসাধারণের নিকট উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয়ে অস্বীকার করা নিষিদ্ধ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। গোপন করিয়া রাখা মজুদ মাল গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। অনুমোদিত সর্ব্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবী করিলে ভারতরক্ষা বিষয়ক আইনের ৪১ (৪) বিধি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। যে সমস্ত দ্রব্য তালিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই সেইসকল দ্রব্য সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণকে আর্থিক অবস্থার অনুপোযোগী মূল্য দাবী না করিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে দ্রব্য তালিকা এইরূপ:—(১) চাউল (২) ডাল (৩) ময়দা (৪) গম (৫) গুড় (৬) চিনি (৭) মাছ (৮) ছাগমাংশ, মেষমাংস এবং গোমাংস (৯) দুগ্ধ (১০) ঘি ও মাখন (১১) লবণ (১২) লঙ্কা, হলুদ, পেঁয়াজ ও মসল্লা, (১৩) দেশীয় শাকসব্জী (১৪) নারিকেল তৈল ও সরিষার তৈল (১৫) কেরোসিন তৈল (১৬) ভারতে প্রস্তুত সাধারণ লুঙ্গি (১৭) সাধারণ ধুতি (১৮) সাধারণ শাড়ী (১৯) সাধারণ জামার কাপড় (২০) গামছা ও (২১) ঔষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব

ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান স্বর্গীয় শশীভূষণ বসুর পুত্র শ্রীমান কান্তিভূষণ বসু বি এস-সি (কলিকাতা), এম এস-সি কোর্স (ম্যানচেষ্টার), পি এইচ সি (লণ্ডন), এফ সি এন (লণ্ডন) এম্-পি-এস্ (গ্রেট-বৃটেন) কলিকাতা হইতে বি-এস্ সি পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া ১৯৩২ সালে উত্তমরূপে ঔষধ-বিদ্যা (Pharmaceutical Chemistry) শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় তিনি উল্লিখিত উপাধি গুলি লাভ করেন এবং রাসায়নিক কারখানায় কার্য্যকরী বিদ্যালাভ করেন। তিনি ইংলণ্ডে ঔষধ তৈয়ারীর বিভিন্ন প্রণালী, তাহাদের কার্য্যকরী ব্যবস্থা এবং বিক্রয় প্রণালী দর্শন করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনি এই উপাধি লাভ করেন। তিনি কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত মেসার্স ক্লাইড্ ক্র্যান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ সত্যভূষণ বসুর ভ্রাতা।

ইক্ষুর প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে নিম্নে তদ্বিষয়ে সরকারী প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	১৯৩৯-৪০		১৯৩৮-৩৯	
যুক্তপ্রদেশ	২০,৬২,০০০	একর	১৮,২৬,০০০	একর
পাঞ্জাব	৪,২৮,০০০	"	৪,৬৮,০০০	"
বিহার	৪,৬৬,০০০	"	৩,৭৪,০০০	"
বাঙ্গলা	৩,১৯,০০০	"	৩,০২,০০০	"
বোম্বাই	১,১৪,০০০	"	১,০২,০০০	"
মাদ্রাজ	১,০৩,০০০	"	৭৬,০০০	"
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৭১,০০০	"	৬৫,০০০	"
আসাম	৩৬,০০০	"	৩৫,০০০	"
উড়িষ্যা	৩২,০০০	"	৩২,০০০	"
মধ্য প্রদেশ	৩০,০০০	"	৩২,০০০	"
সিন্ধু	৬,০০০	"	৭,০০০	"
দিল্লী	১,০০০	"	৩,০০০	"
হায়দারাবাদ	২৯,০০০	"	২৬,০০০	"
ভূপাল	৫,০০০	"	৫,০০০	"
বরোদা	২,০০০	"	২,০০০	"
মোট	২৭,০৪,০০০	একর	৩৩,৫৫,০০০	একর

ভারতে অন্ধ লোকের সংখ্যা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে ১৫ লক্ষ অন্ধ লোক রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অংশতঃ অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা হইতেছে ৩০ লক্ষ। অন্ধদের চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের জন্য এদেশে বর্ত্তমানে ২০টি প্রতিষ্ঠান আছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশেরই ১২ হইতে ২৪ জনের বেশী অন্ধ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবার সঙ্গতি নাই।


কাজে যখন মন বসে না
বিকেলের মুখে যে কর্মক্লান্তি দেখা দেয় তা' দুর করবার জন্য কয়েকদিন আপনার আপিসের লোকজনদের চা দিয়ে দেখুন না! অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তটিকে সজীবতায় পূর্ণ করে তুলবে—চা। সামান্য খরচায় চায়ের মত এমন চমৎকার পানীয় দিয়ে লোকজনদের চতুর আর চটপটে রাখতে কোন্ ব্যবসাদার না চায়?
আমাদের সচিত্র পুস্তিকা
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করলে যে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে "একটু জিরিয়ে এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্" নামক আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে যদি একখানি পুস্তিকা পেতে চান তাহ'লে এই বিজ্ঞাপনটি কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা জানিয়ে, কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড, পোঃ বক্স ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।
চাই
একটু বিশ্রাম আর এক পেয়ালা চা
ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 123

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর পরিচালিত যে কয়টী বৃহদাকার ব্যাঙ্ক রহিয়াছে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তাহার অন্যতম। সম্প্রতি আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের গত ১৩৪৫ সালের (ইংরাজী ১৯৩৮-৩৯ সালের) মুদ্রিত রিপোর্ট পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্ট হইতে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির সকল দিক হইতেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৎসরে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ২৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। উহাতে ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের দ্রুত এবং ক্রমবর্দ্ধমান আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৎসরে ব্যাঙ্কের মঞ্জুরীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করিয়া উহা হইতে প্রতি ৫০ টাকা মূল্যের শেয়ার ৬০ টাকা মূল্যে ২০ হাজার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। উহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে বর্দ্ধিত মূল্যে ৬৬৯৪টী শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং এজন্য ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৯০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরের শেষে উহা ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ১২৫ টাকায় পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে মনে হয় যে, আমানতকারীদের ন্যায় ব্যাঙ্কের শেয়ারে টাকা দাদন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরও কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের উপর খুব আস্থা রহিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের যে ৬৬ হাজার ৯৪০ টাকা লাভ হয় তাহার সম্পূর্ণাংশ মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৯৯ টাকা। ব্যাঙ্কের পক্ষে উহাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ব্যাঙ্কের তহবিল যেভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে মোট তহবিলের মধ্যে ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার ৬ শত টাকা নগদ ও কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে। মোট আমানতের উহা শতকরা ৪০ ভাগ। সুতরাং ব্যাঙ্কের নগদ টাকার স্বচ্ছলতা যে খুবই সন্তোষজনক তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচপত্র বাদে নিট ৭০ হাজার ২৯৩ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ১২ হাজার ৩২৬ টাকা যোগ দিয়া যে ৮২ হাজার ৬১৯ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী টাকার মধ্যে ৫ হাজার ৯৭৫ টাকা দান, দাতব্য, বোনাস ইত্যাদিতে ব্যয় করিয়া ২৭ হাজার ৬৬৩ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি, নিরাপদ উপায়ে এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া দাদননীতি পরিচালনা, মজুদ তহবিল, অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্ক ব্যবসার অত্যুচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া উহার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের তিনটি নূতন শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে উহার কার্য্যক্ষেত্রের যে আরও প্রসার হইবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ আর এন গগ্গর এম-এ, বি-কম, বি-এল গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোম্পানীর কর্ম্মী ও এজেন্টদের সহিত এক প্রীতি সম্মিলনীতে মিলিত হন। মিঃ গগ্গর এক সময়োচিত বক্তৃতায় বীমা কর্ম্মীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করেন এবং নূতন বীমা আইনের বিধানসমূহের কথা উল্লেখ করেন।

ইউনিক এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে ডিসেম্বর মাসে বৎসর শেষ করিতে হওয়ায় বর্ত্তমান রিপোর্টে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৯ মাসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় অলোচ্য ৯ মাসে কোম্পানী ১১ লক্ষ ৫ হাজার ১৯১ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১ হাজার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৭৬৫ টি প্রস্তাবে এবার মোট ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ১৪০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য ৯ মাসে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১৫ হাজার ৯৭৫ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৫ টাকা আয় হয়। এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৩৭ হাজার ৪৫৪ টাকা ও দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ মোট ৩৬ হাজার ৯৪৪ টাকা লইয়া মোট দাবীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৪ হাজার ৪৪২ টাকা। তাহা ছাড়া কোম্পানী প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ হাজার ৬ টাকা, আসবাবপত্রের ক্ষয় পূরণ বাবদ ১ হাজার ৭৯ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ মোট ৮৯ হাজার ৯৮১ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ২০৮ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৩৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৩৭ টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৭২ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭২৭ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর কাগজ ২ লক্ষ টাকা, নূতন হাওড়া ব্রীজ্ ঋণ ৫ হাজার টাকা, রিজার্ভ ব্যঙ্কের শেয়ার ৫ শত টাকা, জমি বাবদ দাদন ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯০ টাকা, বিভিন্ন দিকে প্রদত্ত ঋণ ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার

৬৮৬ টাকা, আসবাবপত্র ১০ হাজার ৪৫১ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২৭ হাজার ৫০১ টাকা।

ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী কিছুকাল যাবৎ বেহালায় একটি হাউসিং স্কীম অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরিয়াদের বাসোপযোগী ভবন নির্ম্মাণের সুবিধার জন্য কোম্পানী বেহালায় বিস্তর জমি খরিদ করিয়াছেন। নানা বিধিব্যবস্থায় ঐ অঞ্চলটিকে উন্নত করিয়া উপযুক্ত কিস্তিতে টাকা দেওয়ার সর্ত্তে ঐ জমি সাধারণের নিকট বিক্রয় ও বিলি করা হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম ইতিমধ্যেই এই জমি ক্রয়ের জন্য সাধারণের দিক হইতে বেশী চাহিদা হইতেছে। কাজেই এই স্কীম দ্বারা কোম্পানী বিশেষ লাভবান হইবেন বলিয়াই মনে হইতেছে। আমরা ইউনিক কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি। কলিকাতায় ১এ, ভ্যান্সিটার্ট রো'তে এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি কোয়েম্বাটোরে ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর সি এস রত্নসভাপতি মুদালিয়ার এই শাখা অফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন; কোয়েম্বাটোর, নীলগিরি ও মালাবার এই তিন জিলায় বর্ত্তমান শাখা আফিসটির এলাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মিঃ বি সুন্দরম এই শাখা আফিসটির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইউনিভার্সেল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি নাগপুরে ইউনিভার্সেল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। নাগপুরের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পলিসি হোল্ডার্স এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ৭নং লালবাজার ষ্ট্রীটে পলিসি হোল্ডার্স এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েসন লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েসন লিমিটেডের একটি চীফ এজেন্সী অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিস ১২নং ডালহৌসী স্কোয়ারে (ইষ্ট) স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

টাটা আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোং লিঃ

গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী প্রতি অর্ডিনারি শেয়ারে ১৮৲ টাকা, প্রতি ডেফার্ড শেয়ারে ৯৩॥৵৫ পাই, প্রতি ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারে ৬৲ টাকা, প্রতি সেকেণ্ড প্রেফারেন্স শেয়ারে ৭॥০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় লায়ন্স রেঞ্জে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রথমে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ জে কে মুখার্জ্জি এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। তৎপর মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার শাখা আফিসটির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ সরকার বলেন—ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনটি আজ ৪০ বৎসর যাবৎ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘকালের ভিতর উহাকে অনেক বিপদ কাটাইতে হইয়াছে। আমি যতদূর জানি সর্ব্ববিষয়ে নিরাপদমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াই এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে। ঐকান্তিক চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিয়া যে ক্রমে ক্রমে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় উহা তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন। এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে এই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ ভবেশচন্দ্র সেনের কৃতকার্য্যতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

সোসিয়েল থিয়েটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম এল চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—হস্পিটল রোড—হালদার বিল্ডিংস্—জলপাইগুড়ি।

সেণ্ট্রাল লেবরেটরী অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি সি মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০ বি, রাসবিহারী এভিনিউ—কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল টার প্রডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস দাসগুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মহাবীর হোসিয়ারী মিলস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ অমরচাঁদ বাকলীওয়াল। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪২ বেনারস রোড—সালকিয়া, হাওড়া।

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠ বিহারী দে। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীসীতারাম রাইস্ অয়েল এণ্ড ডাল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ তারাচাঁদ আগরওয়ালা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমার পাড়া—লিলুয়া—জেলা হাওড়া।

চন্দননগর ইলেকট্রিক সাপ্লাই লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শ্রীদামচন্দ্র ভড়। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কলিকাতা।

রাধাগোবিন্দ রায় এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর জি রায়। অনুমোদিত মূলধন—৪০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০৩৪ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

ডানহিল ষ্টোর্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস এন আজাদ। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭ বি ডায়মণ্ড হারবার রোড—কলিকাতা।

সিলভার ওয়ার্কস লিঃ—মিঃ আর কে জৈন। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৮নং বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

ট্রেডার্স ইনষ্টিটিউট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি চন্দ্রা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড—কলিকাতা।

বিজনবাড়ী ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন সি গোয়েঙ্কা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা—রেজিষ্টার্ড অফিস—কার্শিয়াং।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নানাদিক দিয়া যে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল এ সপ্তাহে তাহা পুরাপুরি বজায় রহিয়াছে অধিকন্তু এবার কোন কোন দিক দিয়া দামের হার অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল কোম্পানীর কাগজ বিভাগে পূর্ব্ববৎ দামের মন্দা লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা নিয়া অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বাজারে অনেকের মনেই এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ভারতে অধিকাংশ শিল্পেরই কোন ক্ষতি হইবে না এবং দেশীয় শিল্প প্রসারের পক্ষে নূতন রকম সুবিধা সুযোগ আসিবে। এই ধারণা জন্মিবার ফলে ব্যবসায়ীরা এক্ষণে সাহস করিয়া কাজকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছে। আর তাহার ফলে সকল দিক দিয়াই কর্ম্মচাঞ্চল্য সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের যে গতি বর্ত্তমানে লক্ষিত হইতেছে তাহাতে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। তিন বৎসর কাল সমভাবে যুদ্ধ চলিবে ধরিয়া নিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সেই ভাবেই প্রস্তুত হইতেছেন। জার্ম্মান সৈন্যবাহিনী চারিদিক দিয়া পোলাণ্ডের উপর তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়াছে। কিন্তু পোলাণ্ড বীরদর্পে শত্রুকে প্রতিরোধ করিয়াই চলিয়াছে। স্পষ্টতঃই মনে হইতেছে জার্ম্মাণী যত সত্বর পোলাণ্ডকে কাবু করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল তত সত্বর পোলাণ্ড কাবু হইবার নহে। জার্ম্মাণীর সৈন্য ওয়ারসএর কাছাকাছি পৌছিয়া পরে তথা হইতে পিছাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে চারিদিক দিয়া ওয়ারস সহরকে ঘেরাও করাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে জার্ম্মাণ সৈন্যদের লক্ষ্য। আর তাহারা বস্তুতঃ সে চেষ্টাই করিতেছে। এদিকে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সীমান্তে ফরাসী সৈন্যবাহিনী তাহাদের সামরিক অস্ত্র শস্ত্রের বহর নিয়া জার্ম্মাণীর সীগ্‌ফ্রাইড্‌ লাইনের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। ঐ সীমান্তে জার্ম্মাণী যেরূপ সুরক্ষিত তাহাতে হঠাৎ ফরাসী সৈন্যদের বেশীরকম অগ্রগতি আশা করা যায় না। শত্রুপক্ষকে ক্রমে ক্রমে বিধ্বস্ত করিয়াই সেদিক দিয়া ক্রমিক অগ্রগতি সাধিত হইবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের দৃঢ়সঙ্কল্পের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ক্রমেই বেশী প্রবলভাবে ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ সীমান্তে আক্রমণ চলিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই অবস্থায় শেয়ার বাজারে অদূর ভবিষ্যতে সজীবতার ভাব বলবৎ থাকিবারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজে এ সপ্তাহে সকল দিক দিয়াই মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। কেনাবেচা সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ বিশেষ ছিল না। দামের হার অধিকাংশ দিনই গত সপ্তাহের ন্যায় একটা সামান্য গণ্ডির ভিতরই উঠানামা করিয়াছিল। তবে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ অল্প একটু বেশী পরিমাণ নামিয়া গিয়া ৮৫ টাকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। অন্য বাজারে ৩ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৮৮৷৵ আনা, ৩ টাকা সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৯১৷৵ আনা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১০৪৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটকল বিভাগে এ সপ্তাহে দামের বিশেষ তেজীভাব দেখা গিয়াছে। থলে ও চটের বাজারে দামের হার চড়িয়া যাওয়ায় ও পাটকলগুলিতে বর্ত্তমানে আবার বেশী সময় কাজের রেওয়াজ চলতি হওয়ায় পাটকলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাজারে একটা বিশেষ আশা ভরসার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে দামের হারও চড়িয়া যাইতেছে। অন্য বাজারে হাওড়া ৬৪।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কামারহাটী ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের দাম যথাক্রমে ৫৭০ টাকা ও ৩৮৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

গত সপ্তাহে বাজারের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কয়লার খনি বিভাগেও দামের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দামের ঐ তেজীভাব মোটামুটিরূপ বলবৎ রহিয়াছে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে প্রত্যেক ভূখণ্ডে

মত ও পথ

সমর ও সরকারী অর্থনীতি

ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা ও তাঁহাদের মুদ্রানীতির উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্র গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন :—বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারিত সীমায় বলবৎ রাখিবার পক্ষে ভারত সরকারকে কোন বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই ঐ সম্পর্কে নিরুদ্বেগ হইয়াই ভারত সরকার পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া তাঁহাদের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। যুদ্ধের ফলে দেশে পণ্য উৎপাদন বিষয়ে একটা প্রেরণা সঞ্চারিত হইবে, লোকের আয়ও বাড়িবে। উহার ফলে স্বতঃই দেশের ভিতর অর্থ প্রসারণ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। এই সঙ্গে যদি পণ্য মূল্য বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তবে দেশে বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক পরিমাণ মুদ্রার প্রচলনের আবশ্যকতা দেখা দিবে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা বিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে সুযোগ দিতে হইলে এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা প্রসারণ নীতি অলবম্বন না করিয়া পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার উপর যুদ্ধের সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলা যায় যে যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী কমিয়া গিয়া আমদানী শুল্ক দফায় কিছু ঘাটতি হইতে পারে। তবে দেশের ভিতর শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে বিশেষ করিয়া সমরায়োজনের জন্য ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে উৎপাদন শুল্ক বাবদ আয় বাড়িয়া যাইবে। কাজেই সরকারী বাজেট সম্পর্কে কোনরূপ বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

শিল্প ব্যবসায়ে জাপান ও ভারত

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ট্রুমেরো ক্লাবের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ টি কুরুজ (Mr. T. Kurose) শিল্প ব্যবসায়ে জাপান ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন শিল্প ব্যবসায়ের প্রথমতঃ স্বাভাবিক কাঁচামাল, দ্বিতীয়তঃ মূলধন ও তৃতীয়তঃ শ্রমিক প্রয়োজন। ভারতবর্ষে কাঁচামালের স্বাভাবিক যোগান খুব বেশী, উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পাওয়ার সুবিধাও এখানে যথেষ্ট, শিল্প গড়িয়া তোলার পক্ষে দেশে মূলধনেরও তেমন অভাব নাই। ঐ সমস্ত দিক দিয়া জাপানের অবস্থা ভারতের সহিত তুলনায় খুবই প্রতিকূল। তথাপি কি ভাবে জাপান শিল্পের দিক দিয়া এত বেশী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাই বিবেচ্য। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ স্বভাবতঃই কম বলিয়া জাপানীরা রাসায়নিক সার প্রভৃতি দ্বারা দেশে কাঁচা মালের যোগান বৃদ্ধি দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা তথা কাঁচামাল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। সে কারণে রাসয়নিক সার প্রস্তুতের শিল্পও খুব ভালরকম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে জাপানে ২৪ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইয়াছিল। জাপানে বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপক বন্দোবস্ত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে, বনজসম্পদ আহরণ বিষয়ে ও মৎস্য-শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। তড়িৎ শক্তি উৎপাদন বিষয়ে জাপান সব দিক দিয়া অভাবনীয় ব্যবস্থা করিয়াছে। এ দিকে কাঁচামাল ও অপরদিকে বিদ্যুৎ শক্তি সহায়ে জাপানে শিল্প প্রচেষ্টার সমূহ অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকে এখনও শিল্প ব্যবসায়ে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে চায় না। কিন্তু জাপানে শিল্পের প্রয়োজনে মূলধন সরবরাহ বিষয়ে সকলেই খুব আগ্রহ দেখাইয়া থাকে। গত সালে ভারতবর্ষের তুলনায় জাপানে শিল্প ব্যবসায়ের জন্য বেশী পরিমাণে যৌথ কোম্পানী স্থাপন সম্ভবপর হইতেছে। গত ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার সেই স্থলে ঐ সালে জাপানে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ৮৭ হাজার অর্থাৎ আটগুণ বেশী দাঁড়াইয়াছিল। ভারতীয় কোম্পানীসমূহের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল যেস্থলে ৩০০ কোটি টাকা জাপানের যৌথ কোম্পানীগুলির আদায়ী মূলধন ছিল সেস্থলে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের শ্রমিকদের তুলনায় ত বটেই এমন কি ইংলণ্ডের শ্রমিকদের তুলনায়ও জাপানের শ্রমিকেরা অধিকতর পরিশ্রমী ও কৌশলী। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডে প্রতি ১০ লক্ষ টাকুতে ৭০ হাজার বেল তূলা ব্যবহৃত হইয়াছিল ; কিন্তু জাপানে প্রতি ১০ লক্ষ টাকুতে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার বেল তূলার ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছিল। শিল্প ব্যবসায়ে উন্নত বিধিব্যবস্থা দ্বারা জাপান তাহার বিরাট রপ্তানী বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। আর সেই রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে ভারতের মত বিশাল দেশের তুলনায়ও বেশী।

অর্থ নৈতিক যুদ্ধ

বর্ত্তমানে ইউরোপে যে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহার স্বরূপ আলোচনা করিয়া 'ক্যাপিটেল' পত্র গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—গত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবার যুদ্ধে গুলি বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে যুদ্ধরত দেশগুলির ভিতর অর্থনৈতিক সজ্ঘাতই বেশী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আর সে বিষয়ে মিত্র শক্তিদেরই বেশী জোর রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রায় এক পক্ষকাল পূর্ব্বে ব্রিটিশ বোর্ড অব্ ট্রেড্ অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। জার্ম্মাণ বণিকেরা লণ্ডনে বেশী পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবার পরই এইরূপ আদেশ জারী করা হয়। তবে জার্ম্মানীর ক্রীত ঐসব মালের পরিমাণ ইংলণ্ডের মজুত মালের তুলনায় এবং জার্ম্মানীর প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অল্প ছিল। গত আগষ্ট মাসে জার্ম্মানী ইংলণ্ড হইতে ১০ হাজার টন তামা, এর চেয়ে কিছু কম পরিমাণ রবার এবং ২ হাজার টন গলানো লাক্ষা ক্রয় করিয়াছিল। এ সমস্ত যুদ্ধকালে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। দেশের প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির যোগান সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী, দরকার মত তাড়াতাড়ি করিয়া অনেক কিছু সংগ্রহ করিবার সুবিধাও আছে। একথা হয়ত সত্য যে আসন্ন প্রয়োজন মিটাইবার মত জিনিষ পত্রের যোগান পাইবার ব্যবস্থা ও সুবিধা বর্ত্তমানে জার্ম্মানীরও রহিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঐ প্রকার যোগান একবার কমিয়া আসিলে তাহা নূতন করিয়া বৃদ্ধি করিবার সুযোগ সে দেশের তেমন কিছু নাই। জার্ম্মানীর বাণিজ্য জাহাজগুলির চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় সেদিকটা বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া কোন দেশের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের মনোভাবও বিবেচনা করিবার বিষয়। যুদ্ধ বাঁধিবার সঙ্গে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ নিরপেক্ষ থাকিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশ নিরপেক্ষ থাকিবে। কিন্তু জার্ম্মাণ যদি নির্ব্বিচারে জাহাজ ডুবাইবার নীতি কার্য্যতঃ অনুসরণ করে তবে জার্ম্মানী অন্য দেশের আর্থিক সাহায্য ত পাইবেই না যুক্তরাষ্ট্র হয়ত বিরুদ্ধ নীতি অবলম্বন করিতেই বাধ্য হইবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পিছনে সাম্রাজ্যগত দেশগুলির জোর রহিয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহার মূল্য খুব বেশী। কিন্তু জার্ম্মানীর সেরূপ কোন সাহায্য পাওয়ার সুবিধা নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর

যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় বেশী রকম জল্পনা কল্পনা ও তদ্দরুণ বিনিময় হারের অত্যধিক উঠানামার সম্ভাবনা থাকায় বিনিময় বাজারের কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে এখন ২ মাসের মিয়াদী টেলিঃ হুণ্ডি গ্রহণ করার কাজ একরূপ বন্ধ রহিয়াছে। এক মাসের টেলিঃ হুণ্ডির হার ১ শি ৫ ২৯/৩২ পেনী এবং দুই মাসের মিয়াদী টেলিঃ হুণ্ডির হার ১ শি ৫ ১৫/১৬ পেনী হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২ মাসের ডি, এ বিলের হার ১ শি ৫ ৭/৮ পেনী ধার্য্য হইয়াছে। এ সপ্তাহে ঐ প্রকার বিধিব্যবস্থা অনুসারেই বিনিময় বাজারে বেচাকিনা হইয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে রপ্তানী বিলের বেশ প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলি সম্পর্কেই বেশী পরিমাণ বিল উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের উপস্থিত বিলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম দেখা গিয়াছিল। প্রকাশ, রপ্তানীকারকেরা বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ মালপত্রের অর্ডার পাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধ হেতু মাল চলাচলের ভাড়া সম্বন্ধে ও বিনিময় বাজার সম্পর্কে অনেকটা অনিশ্চিত অবস্থা বলবৎ থাকায় তাহারা সাহস করিয়া তত বেশী পরিমাণে রপ্তানীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। অনেক অর্ডারও সেজন্য বাতিল হইয়া যাইতেছে।

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে টাকার বেশ দাবী দাওয়া দেখা গিয়াছিল। লেনদেনের কাজও বেশ ভাল রকমই হইয়াছিল। ইণ্টার ব্যাঙ্ক কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সোয়া এক টাকা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছিল। যুদ্ধের জন্য সকল বিষয়েই কতকটা অনিশ্চিত অবস্থা দেখিয়া বর্ত্তমানে টাকা নগদ অবস্থায় রাখিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ফলে টাকার সুদের হারও চড়িতেছে। তাহাছাড়া সম্প্রতি ট্রেজারী বিলের সুদের হার চড়িয়া যাওয়াতেও বাজারে টাকার সুদের হার চড়িবার কারণ সৃষ্টি হইয়াছে।

ট্রেজারী বিল খরিদ সম্পর্কে এ সপ্তাহেও আবেদন পাওয়া গিয়াছিল খুব কম। গত ১২ই সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯।৴ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯।৯ পাই দরের শতকরা ৯৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল ২৮১১ পাই। এ সপ্তাহে ঐ হারই বলবৎ আছে।

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯৯।৴ আনা দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বাজারে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ১৭২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৩১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ১০ কোটি ৭০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫ ২৯/৩২ পে
ডি, এ ৩ মাস	„	১ শি ৬ ২১/৩২ পে
ডি, এ ৪ মাস	„	১ শি ৬ ১৫/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১২৯৫
গিলডার	„	৫৫
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৪৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৯
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ড)	৪·০৪
ষ্টার্লিং-ডলার হার	„	১৭৭

কয়লার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে তাহাছাড়া শিল্প-প্রচেষ্টা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে দেশেও কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশায় কয়লার খনির শেয়ার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অনেকটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩৬৮ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৭৷৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দামের হার এ সপ্তাহে চড়া হারেরই বলবৎ ছিল। অদ্য উহার দর ৩৬৷৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৩৫৷৹ আনা হারে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় টাকার বাজারে বিভিন্ন প্রকার টাকার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৮ই সেপ্টেম্বর ৮৮/, ৮৮৷/, ৮৮৵; ৯ই সেপ্টেম্বর ৮৮৷৹, ৮৮৷৹, ৮৮৷৵; ১১ই সেপ্টেম্বর ৮৮৷৵, ৮৯৷৹, ৮৯৵; ১২ই সেপ্টেম্বর ৮৮৶/, ৮৮৶৵; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৮৮৷৵, ৮৭৷৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৭৷৹, ৮৬৷৹, ৮৬৷৹। ৪৷৹ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)—৮ই সেপ্টেম্বর ১০২৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ১০২৲। ৫৲ সুদের ঋণ ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৫-৫৫) ১০৪৵; ১১ই সেপ্টেম্বর ১০৪৲, ১০৪৷৵; ১২ই সেপ্টেম্বর ১০৫৶৹, ১০৫৶৵; ১৩ই সেপ্টেম্বর ১০৫৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ১০৫৷৹। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—১১ই সেপ্টেম্বর ৯৯৷৹, ৯৯৷৵; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৯৯৶/; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৯৯৷৵।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৮ই সেপ্টেম্বর ৯১৲, ৯৬৲, ৯৪৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ৯২৷৹, ৯৩৷৹, ৯২৲; ১১ই সেপ্টেম্বর ৯২৷৹, ৯৫৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ৯৫৲, ৯৬৲, ৯৫৷৹; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৯৫৲, ৯৬৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৯৬৲ ৯৫৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল কানপুর—৮ই সেপ্টেম্বর ১১৲, ১৩৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ১৩৲, ১২৶৵, ১৩৵; ১২-১৩ই সেপ্টেম্বর ১৩৷৹; ১৪ই সেপ্টেম্বর ১২৷৵, ১২৶৵। কানপুর টেক্সটাইল—৮ই সেপ্টেম্বর ৪৵, ৪৷/; ১২ই সেপ্টেম্বর ৪৵, ৪৷৹; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৪৲, ৪৵। কেশোরাম—৮ই সেপ্টেম্বর ৬৷৶/, ৭৲; ১১ই সেপ্টেম্বর ৬৷৵, ৬৶৵, ৬৷৹; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬৷/; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬/, ৬৷৹।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—৮ই সেপ্টেম্বর ৩৪৪৲, ৩৪৮৲, ৩৪৪৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৪১৲, ৩৪৪৲; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৪২৲, ৩৪৬৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৫০৲, ৩৪৮৲, ৩৫১৲, ৩৫০৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩৫৩৲, ৩৪৮৲, ৩৫৬৲। বড়ধেমো—৮ই সেপ্টেম্বর ৫৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৪৷৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৪৵, ৪৷৹। ইকুইটেবল—৮ই সেপ্টেম্বর ৩৬৷৹, ৩৬৷৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৬৵, ৩৫৶৶/, ৩৬৶/; ১১ই সেপ্টেম্বর ১২৶৹, ১৩৷৹, ১৩৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৬৷৹, ৩৬৷৹, ৩৭৷৹; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৬৲, ৩৬৷৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩৬৲, ৩৬৷৹। হরিলাদী—৮ই সেপ্টেম্বর ১৩৷৹, ১৩৷৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ১৩৲, ১৩৶৹; ১১ই সেপ্টেম্বর ১২৶৹, ১৩৷৹, ১৩৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ১৩৷৵, ১৩৶৵; ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৩৷৵। কুতুলপুর—৮ই সেপ্টেম্বর ৯৲, ৯৷৹, ৮৶৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৶৵, ৯৵, ৯৷৹। রাণীগঞ্জ—৮ই সেপ্টেম্বর ৩৩৶৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৪৲, ৩৪৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৩৶৹, ৩৪৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৩৷৹, ৩৪৲। সামলা—৮ই সেপ্টেম্বর ২৶/, ২৷৵, ২৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ২৲, ২৷৹। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৮ই সেপ্টেম্বর ৩২৷৹, ৩৩৷৹; ১১ই সেপ্টেম্বর ৩২৶৵, ৩২৷৵; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৩৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩২৲, ৩২৷৹।

পাটকল

বালী—৮ই সেপ্টেম্বর ২১৫৲, ২১৪৲, ২০৯৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ২১০৲, ২১২৲; ১১ই সেপ্টেম্বর ২০৫৲, ২০৬৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ২০৭৲, ২০৮৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ২১৫৲, ২২০৷৹, ২১৫৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ২১৮৲, ২২৯৲। বিরলা—৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৷৹, ১৯৷/৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৷৵, ১৯৷৵, ২০৷৹; ১১ই সেপ্টেম্বর ২০৷৵, ২০৷৹; ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৶৹, ২০৷৹। এম্পায়ার—৮ই সেপ্টেম্বর ২৬৷৹; ২৮৷৹, ২৮৶৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ২৯৷৵, ২০৷৹; ১১ই সেপ্টেম্বর ২৮৶৹, ২৯৵; ১২ই সেপ্টেম্বর ২৮৶৹, ২৯৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৯৷৵, ২৯৶৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৯৲, ৩০৷৹। হাওড়া—৮ই সেপ্টেম্বর ৫৯৲, ৬০৷৹, ৫৯৷৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ৬০৷৹, ৬০৷/, ৫৯৷৹; ১১ই সেপ্টেম্বর ৬০৷৹, ৬১/, ৫৯৷৶/; ১২ই সেপ্টেম্বর ৫৯৶৵, ৬০৷৹, ৬০৶/; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬১৶৹, ৬২৷৵, ৬১৷৹; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬১৷৵, ৬৩৲, ৬২৶৹; কামারহাটী—৮ই সেপ্টেম্বর ৫৩০৲, ৫৫০৲, ৫৩৫৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ৫৪০৲; ১১ই সেপ্টেম্বর ৫৪৮৲, ৫৪৪৲; ১২ই সেপ্টেম্বর ৫৫৪৲, ৫৫২৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৫৬০৲, ৫৭৪৲, ৫৬২৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৫৬০৲, ৫৭৩৲, ৫৭০৲। ন্যাশন্যাল—৭ই সেপ্টেম্বর ২৪৷৹, ২৬৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ২৫৷৹, ২৬৵, ২৫৶৵; ১১ই সেপ্টেম্বর ২৫৶৹, ২৬৷৹, ২৪৶৵; ১২ই সেপ্টেম্বর ২৫৶; ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৫৷৵, ২৬৷৵, ২৬৷৹; ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৬৲, ২৭৷৵, ২৭৲। নদীয়া—৮ই সেপ্টেম্বর ৪৯৷৹, ৫১৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ৪৯৶৹, ৫০৷৹; ১১ই সেপ্টেম্বর ৪৯৲, ৪৮৷৹; ১২ই সেপ্টেম্বর ৫১৷৹, ৫০৷৹; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৫১৲, ৫২৷৹, ৫০৷; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৫০৷৹, ৫৩৷৹। ওরিয়েণ্ট—৮ই সেপ্টেম্বর ২০৫৲, ২১৭৲, ২১০৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ২১২৷৹, ২১৫৲; ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৲, ২০৩৲; ১৩ই সেপ্টের ২১১৲, ২১৭৷৹, ২১২৲; ১৪ই সেপ্টেম্বর ২১৪৲, ২২২৲। ষ্টাণ্ডার্ড ৮ই সেপ্টেম্বর ৩০০৲; ৯ই সেপ্টেম্বর ২৯৯৲। ১১ই সেপ্টম্বর ২৮৫৲; ১৩ই সেপ্টম্বর ৩০০।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—৮ই সেপ্টেম্বর ৭৶৵, ৮৲, ৭৷৶/; ৯ই সেপ্টেম্বর ৭৷৹, ৭৷৹, ৭৶/; ১১ই সেপ্টেম্বর ৭৲, ৭৷/, ৬৶৵; ১২ই সেপ্টেম্বর ৬৶৶/, ৭৷/, ৭৲; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৭৲, ৭৷/, ৬৶/; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬৶৹, ৬৶৵, ৬৶/। কনসলিডেটেড টিন—৮ই সেপ্টেম্বর ৬৷৹; ৯ই সেপ্টেম্বর ৬৷, ৬৷৵, ৬৷৵। ইণ্ডিয়ান কপার—৮ই সেপ্টেম্বর ৩৲, ২৶৶/, ২৶/; ৯ই সেপ্টেম্বর ২৶/, ২৶৶/, ২৶৵; ১১ই সেপ্টেম্বর ২৷৵, ২৶/, ২৷/; ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৶৶/, ২৶৵, ২৷৵; ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৷৵, ২৷৶/, ২৷৵।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ১১৲, ১১।০ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ১৭॥ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৭৸।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—৮ই সেপ্টেম্বর ৩৬।৵, ৩৬॥, ৩৫॥৵ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৫॥৵, ৩৫৸/, ৩৫৵ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৩৪॥৵, ৩৫।৵, ৩৪॥৴/ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৬৵, ৩৬।/, ৩৫॥৴/, ৩৫৸ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৬।০, ৩৪৸৴/, ৩৫৴/ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩৫।/, ৩৫৸০ ; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড ওয়্যার প্রডাক্টস—৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪০॥ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৩৯৲ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৯॥, ৪০॥ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর (প্রেফ) ৩৩॥, ৩৩৸ ; কুমারধুবী—৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪৵, ৩৸৵ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৪৵ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৩॥/, (প্রেফ) ৭৫৲ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৸৵, ৪৵, ৩৸ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৪৵, ৪।৵, ৪/ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৪/, ৪।৵ ; মার্শালস-৮ই সেপ্টেম্বর ২৲, ২৴/ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ২৲, ২৵ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ১৸০, ১৸৵ . ষ্টীল কর্পোরেশন—৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ১৬৸০, ১৭।/, ১৬॥৴/ (প্রেফ) ৯২॥, ৯৩॥ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ১৬৸/, ১৬।৵৵, ১৬॥ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ১৬॥৵, ১৬।৵ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৬৸/, ১৭৵, ১৬॥/, (প্রেফ) ৯০৲, ৮৯৲ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৬৸/, ১৬।৵, ১৬।৴/ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৬॥০, ১৭৴/, ১৬॥/ ।

বিবিধ

বি, আই কর্পোরেশন—৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪৲, ৩৸৵ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৸, ৪৲ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩॥/ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৸৵, ৩৸৴/, ৩৸/ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩॥৴/, ৩৸৴/, ৩৸০ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩৸/, ৩৸৵, ৩৸০ ; বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম—৮ই সেপ্টেম্বর ৫৸০, ৫৸/ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৫।৵, ৫৸০, ৫॥/ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৪৸৵, ৫।৴/, ৪৸/ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ৫/ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৫৴/, ৫।৵, ৫৲ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৫৲ ; বেঙ্গল পেপার—৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪৲ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৯৫৲ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৯৬॥, ৯৪॥ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৯৫৲ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৯৪৲ ; ষ্টার পেপার—৮ই সেপ্টেম্বর ৬৲, ৬।০ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৬।৴/, ৬॥ ; মেদিনীপুর জমিদারী—৮ই সেপ্টেম্বর ৬০॥০, ৬২৲ ; ৯ই সেপ্টেম্বর ৬৩॥ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬৪।০ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬৫৲, ৬৬॥০, ৬৭৲ ; কলিকাতা ট্রামওয়েজ—৯ই সেপ্টেম্বর ১৬৸০ ; ক্যালকাটা সেফ্‌ ডিপজিট—১২ই সেপ্টেম্বর ৬৸৵ ।

চা বাগান

বেতেলী—৮ই সেপ্টেম্বর ৩৵ ; বিশ্বনাথ—১১ই সেপ্টেম্বর ২০৸০ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ২০৸০ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর ২১৸০ ; গঙ্গারাম—৯ই সেপ্টেম্বর ৩২০৲ ; মহীমা—৮ই সেপ্টেম্বর ৮৵ ; ১১ই সেপ্টেম্বর ৮।০ ; নাম্বর নদী—৮ই সেপ্টেম্বর ৪।০ ; দৌড়াছেড়া—১৪ই সেপ্টেম্বর ৯।৵ ; পাত্রকোলা—৮ই সেপ্টেম্বর ৮০৫॥, ৮১০৲ ; ১২ই সেপ্টেম্বর (প্রেফ) ১২৮৲ ; লুবা—৯ই সেপ্টেম্বর ৩॥, ৩॥৵ ; হাটোগাড়া ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৯৭৲, ২৯৯৲ ; হাঁসিমারা—১১ই সেপ্টেম্বর ৩৭৲, ৩৭।০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা ১৬ই সেপ্টেম্বর

গত সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছিল। এসপ্তাহের সর্ব্বোচ্চ দামের হার সে তুলনায় আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বাজারে দামের সেই তেজীভাব অনেক পরিমাণে বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত ৯ইসেপ্টেম্বর আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ হার ৫৫৴/ আনা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৪৯৸০ আনা ছিল। ১১ই তারিখ তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৫৭॥ আনা ও ৫৩ টাকা দাঁড়ায়। ১৫ই সেপ্টেম্বর দামের হার সর্ব্বোচ্চে ৬২॥ আনা ও সর্ব্বনিম্ন ৫৭ টাকা হয়। অদ্য ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬০॥ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫৯॥৵ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দরের হার দেওয়া হইল।

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১১ই সেপ্টেম্বর	৫৭॥০	৫৩৲	৫৩৵০
১২ই "	৫৬।০	৫২৸৵০	৫৫।৵০
১৩ই "	৫৮৲	৫৩॥০	৫৩॥৵০
১৪ই "	৫৭৸৵০	৫২॥০	৫৭।৵০
১৫ই "	৬২॥০	৫৭৲	৫৮৲
১৬ই "	৬০॥০	৫৭৸০	৫৯॥৵০

এ বৎসর নূতন পাট বিক্রয় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে বাজারে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছিল যে এবার যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে সে তুলনায় পাটের মোট চাহিদা হইবে অনেক কম। তবে দামের হারও প্রথমদিকে তেমন চড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে পাটের বাজার সম্বন্ধে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে আর তাহার প্রভাবে পাটের দরও দ্রুত চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমতঃ পাট সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার এখন নানা দিক দিয়া একটা নির্ভিক কার্য্যনীতি অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছেন। আগামী মরশুমে পাট চাষ নিয়ন্ত্রনের জন্য বাধ্যকরী নীতি প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত বস্তুতঃ তাহারা এখন হইতেই কিছু কিছু তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে পাট ক্রেতারা আগামী মরশুমে কম দামে পাট পাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া এ মরশুমে অপেক্ষাকৃত বেশী পাট কিনিবার গরজ বোধ করিবেন বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে যুদ্ধ চলিতে থাকার দরুণও বর্ত্তমানে পাটের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ চলিতে থাকিবার কালে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়া পাট ও পাটজাত জিনিষ রপ্তানী সম্বন্ধে বিঘ্ন হইতে পারে মনে করিয়া অনেকে প্রথমতঃ পাটের চাহিদা বৃদ্ধি হইবে না বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। কিন্তু এখন ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে তবে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশগুলি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বেশী পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে এবং সেজন্য চলাচলের অসুবিধা ঘটিলেও নিজেদের দায়িত্বে তাহারা পাটের থলে ইত্যাদি অবশ্যই নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের জন্য ৬ কোটি থলের অর্ডার আসিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ঐরূপ অর্ডার আরও আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ৬ কোটি

থলের অর্ডার পাইয়া পাটকলগুলি আবার সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হারে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। উহার ফলে পাট কলগুলিতে পাটের ব্যবহার অন্ততঃ পক্ষে ৭ লক্ষ বেল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থায় সকল দিক দিয়াই চাহিদার অবস্থা পাটের বেশী রকম মূল্য বৃদ্ধির অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলা চলে।

মফঃস্বলে এখনও পাট কাটা শেষ হয় নাই। উপযুক্তরূপ জলের অভাবেই কৃষকেরা এবিষয়ে বিলম্ব করিতেছে। যাহা হউক পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবার সঙ্গে এখন ক্রমেই তাহারা এসম্বন্ধে গরজ বোধ করিবে ইহা নিশ্চিত। এ বৎসর পাট বিক্রয় আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিতকাল মধ্যেই পাটের দর উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িতে থাকায় মফঃস্বলের পাট চাষীরা বিশেষ উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাটকলগুলি কিছু পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম ছিল ৮॥০ আনা এসপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৯।০ আনার মত দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট ক্রয় করে নাই। তথাপি নানারূপ জল্পনা কল্পনার ফলে এই বিভাগে ফাষ্ট পাটের দাম উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে ফাষ্ট পাটের দর প্রতি বেল ৪৫॥০ আনায় মত ছিল। এসপ্তাহে তাহা চড়িয়া ৫৫ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

সমরায়োজনের জন্য নূতন থলের অর্ডার আসিবার কালে থলে ও চটের বাজার বিশেষভাবে চড়িয়া উঠিয়াছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর বাজারে ৯ পোটার চটে দাম ১২৶ আনা ও ১১ পোটার চটের দাম ১৪৸৶ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ১৪॥৶ আনা ও ১৮।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের তূলার বাজারে বিশেষ কোন কার্য্যোদ্যম পরিলক্ষিত হয় না। মূল্যেরও বিশেষ কোন তারতম্য হয় না। সপ্তাহের প্রথম ভাগে আমেরিকার বাজারের মন্দার সংবাদে বোম্বাইএর বাজারে যে অনিশ্চয়তার ভাব ছিল তাহা কাটিয়া যায়। সপ্তাহের শেষে ডলারের সহিত ষ্টার্লিংএর বিনিময় হার হ্রাস পাইবার ফলে তূলার মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ২১১॥০ আনা ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২০০৸ আনা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বরে ১৬২৸ আনা দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বিদেশের বাজারসমূহে কিছু কারবার হয় এবং বাজার বন্ধের দিকে তেজীভাব আত্ম প্রকাশ করে। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিংস্পট ৯·৫৮ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৯·২৫ সেণ্ট ছিল। অক্টোবরের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৮·৭৫ সেণ্টের তুলনায় ৯·২৮ সেণ্টে বাজার বন্ধ হয়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পট ৭·১৯ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৬·৮৮ পেনী ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বায়ের তূলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

তারিখ		বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমার ডিসে-জানু	বেঙ্গল ডিসে-জানু
সেপ্টেম্বর		১৮৭৲	১৭২৸	১৪৩॥
”	১২	১৮৯৲	১৭৫॥	১৪৪॥
”	১৩	১৮৮॥	১৭৫৸	১৪২॥
”	১৪	১৯৪॥	১৮২।	১৪৮৲
”	১৫	২১১॥	২০০৸	১৬২৸
এক বৎসর পূর্ব্বে		১৫১।	১৩৪।৶	১১৩৶
দুই বৎসর পূর্ব্বে		১৮২৸	১৬৩৲	১৩৯৸

কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে বিশেষ কর্ম্মোৎসাহ লক্ষিত হয়। কাপড়ের মূল্য বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যেই এইরূপ কারবার নিবদ্ধ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের প্রায় অধিকাংশ দিবস তূলার মূল্যের কোন উন্নতি দৃষ্ট না হইবার ফলে বাজারের অবস্থা বুঝিয়া উঠা কঠিন দাঁড়ায়; কারণ বিগত কয়েক মাসে মিলসমূহে বহু পরিমাণ কাপড় মজুদ হইয়াছে এবং সেই হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে বাজারে কাপড়ের অভাব পড়িবার কোন কারণ নাই। এরূপ অবস্থায় তূলার মূল্য বৃদ্ধি না পাইলে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। গত সপ্তাহে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের ব্যবসায়ীগণের আগ্রহাতিশয্যই দায়ী। পূজা উপলক্ষে স্বভাবতঃই কাপড়ের

চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার কথা কিন্তু উক্ত প্রদেশসমূহ ব্যবসায়ীগণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে মূল্যেরও দ্রুত উন্নতি হয়। বোম্বাইএর মিলসমূহ প্রচুর কারবার করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। জাপানী মিলসমূহ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে কোন দর দিতে বর্ত্তমানে অস্বীকার করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষে বাজার বন্ধের দিকে তুলার মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কাপড়ের বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে।

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের মিলসমূহের সহিত কারবার উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মাঝারি সুতার চাহিদা ছিল এবং এই শ্রেণীর সুতার কারবারও সন্তোষজনক হইয়াছে। বর্ত্তমানে মজুদ সুতা অত্যধিক নহে। সুতার বাজারের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর

গত ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ১৪নং নীলাম সম্পন্ন হয়। নিম্নে উক্ত নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

রপ্তানীযোগ্য—এই শ্রেণীর মোট ২৮ হাজার ৭২০ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়; তন্মধ্যে গড়ে ॥৵৬ পাই দরে ২৬ হাজার ২০৯ বাক্স চা বিক্রয় হয়। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে ২৫ হাজার ৩৬১ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালে ২১ হাজার ৪৯৮ বাক্স চা যথাক্রমে ॥৴৫ পাই এবং ॥৴৫ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য নীলামে বিদেশের বাজারের জন্য কারবার বৃদ্ধি পায় এবং আমেরিকা কানাডা প্রভৃতির জন্য পাতা চা, ব্রোকেন পিকো, সুসং শ্রেণীর চাহিদা উল্লেখযোগ্যরূপ ছিল। এই সকল চা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় উহার মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই হইতে ৯ পাই পর্য্যন্ত বেশী গিয়াছে। ইরাণী ব্যবসায়ীগণ ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো অরেঞ্জ ফ্যানিংস জাতীয় চায়ের প্রতি বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উহার মূল্যও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় অধিক দাঁড়ায়। লণ্ডনের ক্রেতা গণের মধ্যে চাহিদার অভাবে সাধারণ ফ্যানিংস জাতীয় চায়ের কোন চাহিদা ছিল না।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের আলোচ্য সপ্তাহেও এই নীলামে পরিষ্কার ধরণের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না; অথচ অপরিষ্কার চায়ের চাহিদা ভাল ছিল। গুঁড়া চায়ের চাহিদা এবং মূল্য উভয়ই ভাল গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের চাহিদা ছিল। পরিষ্কার চায়ের মূল্য সামান্য বেশী ছিল। আলোচ্য নীলামে মোট ১২ হাজার ২৫৮ বাক্স গুঁড়া চা গড়পড়তায় ।২ পাই দরে বিক্রয় হয়। অন্যান্য শ্রেণীর চা মোট ৮ হাজার ৪৬ বাক্স গড়ে ।২ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৩ হাজার ৭৪৯ বাক্স এবং ৯ হাজার ৫০৫ বাক্স ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে ফাটকাওয়ালাদের মধ্যে বিস্তর কারবার হয় এবং উহার ফলে জাভাচিনি এবং দেশীচিনির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পরে বাজারের অবস্থা অনিশ্চিত দাঁড়ায় এবং মূল্যের উল্লেখযোগ্যরূপ তারতম্য দৃষ্ট হয়। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনান্স অনুসারে কলিকাতার দুইজন বিশিষ্ট চিনি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হইবার ফলে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে একটা সংযতভাব ফিরিয়া আসে। কিরূপ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে পারিবে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত না জানা পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীগণ কারবার স্থগিত রাখিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার বস্তা এবং দেশী চিনির মূল্য ৩ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর

ইউরোপে যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইবার ফলে ছাগলের চামড়ার বাজারে কারবার বৃদ্ধি পায় তবে মূল্যের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। গরুর চামড়ার বাজারে সামান্য কারবার হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নোক্ত পরিমাণ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৭০ হাজার ৭ শত টুকরা—৫৫৲-৬৫৲ টাকা হিঃ, ঢাকা দিনাজপুর ১৭ হাজার টুকরা—৬৫৲-৮০৲ টাকা হিঃ; লবণাক্ত ৪৬ হাজার ১৫০ টুকরা—৪৫৲-৬৫৲ টাকা হিঃ।

গরুর চামড়া—দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া সাধারণ ১২০ টুকরা—৪৷০ হিঃ লবণাক্ত ৪ হাজার ৫৩০ টুকরা ২৷৶০, ৩৷৵ হিঃ।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর

এসপ্তাহের শেষদিকে ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য বেশী পরিমাণ নামিয়া যাওয়ায় সোনার বাজারে বেশী রকম চড়াভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। লণ্ডনের বাজারে সোনার দরের হার সরকারীভাবে ৮ পা ৮ শিলিংয়ে নির্দ্ধারিত থাকায় দামের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে বোম্বাইয়ের বাজারে দরের বাড়তি ঘটিয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৯৸৵ আনা। ১২ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ৪০৵ আনা হয়। ১৩ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৪ই তারিখ তাহা ৪০৸৵ পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য তাহা বাড়িয়া ৪২৷ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি সোনার দর ৩৯৷৵ আনা, বড়ালবার ৩৯॥৴ আনা ও গিনি ২৬৸৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪০॥ আনা, ৪০৷৵ আনা ও ২৬৮ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

লণ্ডন ও বোম্বাই এই উভয় স্থানের বাজারেই এসপ্তাহে রূপার দর মোটামুটি চড়া ছিল। গত ১১ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০$\frac{3}{16}$ পেনী। ১২ই তারিখ তাহা ২০$\frac{1}{8}$ পেনী দাঁড়ায়। ১৩ই সেপ্টেম্বর তাহা ২১$\frac{5}{16}$ পেনী পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য বাজারে তাহা ২২$\frac{1}{8}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫৬৷০ আনা। ১২ই তারিখ তাহা ৫৭ টাকা হয়। ১৩ই তারিখ তাহা পড়িয়া গিয়া ৫৬৷০ আনা হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাহা ৫৮॥ আনা পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য ১৫ই তারিখ তাহা ৬০৷০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৫৯॥ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫৯৸০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৬১॥ আনা ও ৬১৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজরে কোন, সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৩৬ হাজার ৫৩০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৭ হাজার ১৭৮ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল—

ধান—গোসাবা ২৩নং পাটনাই ২৸৴৬-২৸৵ আনা মাঝারি পাটনাই ২॥৶-২॥৵; সাধারণ পাটনাই ২৷০-২॥৴; চিনি আতপ ৩৲; সাদামোটা ২৷০-২॥৴; রূপসাল ২৸৴-২৸৶।

চাউল—দাদখানি—৪॥৴০, ৪॥৴৬; রূপসাল—৪৸৴; কমিনী আতপ ৪৮ আনা। দাদশাল—২৸৶; হোগলা—২॥৶০, ২॥৵০, কাটারীভোগ—২৸৵৬, ৩৲।

গত ৯ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১ হাজার ৬৭২ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৩ হাজার ১৫৬ টন ছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর

রেড়ির খৈল:—এই শ্রেণীর খৈলের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে স্থির ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল সম্পর্কে ৩৵ হইতে ৩৷ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার ২ মনি বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৬৬ হইতে ৭৲ দরে বিক্রয় করিতেছে।

সরিষার খৈল:— এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী গিয়াছে। মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের ২৷ হইতে ২৷৵ পর্য্যন্ত দর দিতেছে। আড়তদারগণ প্রতি ২ মনি বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ সহ) ৫৲ হইতে ৫৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে। সরিষার খৈলের মূল্য বর্ত্তমানে স্বাভাবিক দাঁড়াইয়াছে।

ফোন—কলিকাতা ৬১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৩৯ | ২১শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬১৩-৬১৫	আর্থিক তুনিয়ার খবরাখবর	৬২০-৬২৬
পাটের সমস্যা	৬১৬	পুস্তক পরিচয়	৬২৭
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাব	৬১৭	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬২৮-৬২৯
জীবন যাত্রার আদর্শের উন্নতি	৬১৮-৬১৯	মত ও পথ	৬৩০
		বাজারের হালচাল	৬৩১-৬৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

বস্ত্রশিল্পের দাবী

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যকরী সমিতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের তরফ হইতে বাঙ্গলা সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী এবং সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে তুলার মূল্য শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ এবং কাপড়ের কলে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও মাড় দিবার উপাদান ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ বেশী ছিল। অথচ উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কাপড়ের মূল্য শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। অত্রাবস্থায় গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কাপড়ের যে মূল্য ছিল তাহা ভিত্তি করিয়া যদি উহার মূল্য শতকরা ১০ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। এজন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স প্রস্তাব করিয়াছেন যে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের তুলনায় বস্ত্রের মূল্য যতদিন পর্য্যন্ত শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ পর্য্যন্ত না চড়ে ততদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যেন এই ব্যাপারে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন। এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স বোম্বাই সরকারের নজীর উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে উক্ত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই।

বস্ত্র জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য ও অপরিহার্য্য জিনিষ। উহার মূল্যবৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট থাকুন—উহা আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু উহা স্বীকার্য্য যে নানা প্রতিকূল অবস্থার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বস্ত্রের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছিল যে অনেক কাপড়ের কলে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের ফলে বস্ত্র উৎপাদনের খরচা আরও বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি যাহাতে ন্যায্যমত লাভ করিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্টের কোন বাঁধা দেওয়া উচিত নহে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একটি সংরক্ষিত শিল্প। এই শিল্পের উন্নতির জন্য দেশবাসী স্বেচ্ছায় অনেক দিন ধরিয়া পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা বহন করিয়া আসিয়াছে। এখন যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই এই শিল্প দেশবাসীর সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। এই সময়ে দেশবাসী যদি উক্ত শিল্পকে উপযুক্তরূপ পৃষ্ঠপোষকতা না করে তাহা হইলে বস্ত্রের ব্যাপারে এদেশ পুনরায় বিদেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া উঠিবে এবং দেশের সহস্র সহস্র লোক বেকার হইবে। উহা কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাজেই ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের উপরোক্ত দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

লবণের মূল্য

যুদ্ধের সুযোগে সকলেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিতেছে দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার অন্যান্য অনেক পণ্যদ্রব্যের ন্যায় লবণেরও পাইকারী ও খুচরা মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের এই নির্দ্ধারণে লবণ ব্যবসায়ীদের তরফ হইতে প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে। উহারা বলিতেছেন যে যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিতে জাহাজের ভাড়া এবং বীমার খরচা

অনেক বেশী হইবে। কাজেই লবণের দর বেশী করিয়া ধার্য্য করা উচিত। আমরা লবণ ব্যবসায়ীদের এই দাবীর প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বস্ত্রের মূল্য যেভাবে কমিয়া গিয়াছিল লবণের মূল্য সেরূপ কিছু কমে নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় যে লবণ ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর ভাগই এডেন এবং বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমদানী হইয়া থাকে। গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ ৫৬ হাজার টন এবং এডেন ও ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে ১ কোটী ৫৪ হাজার টন লবণ আমদানী হইয়াছে। দেশীয় লবণের মধ্যে এডেন হইতে আমদানী হইয়াছিল ৪৫ লক্ষ ৩৩ হাজার মণ এবং বাকী লবণ বোম্বাই, ওখা, করাচী, নবলক্ষ্মী, জাম নগর ও কচ্ছ হইতে আমদানী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যদি জাহাজের ভাড়া ও বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু বিদেশ ও এডেন হইতে লবণ আমদানীর খরচা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে উহা ভারতীয় লবণের কারখানাগুলির পক্ষে সুবিধারই কথা। যাহারা এতদিন ধরিয়া লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক পুনঃ বহাল করিবার এবং এডেনকে রক্ষণশুল্কের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন তাঁহারাই এখন যদি বিদেশী লবণের পড়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া নিজেদের প্রস্তুত লবণের মূল্য অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করিবার জন্য দাবী করেন তাহা হইলে ভারতীয় লবণ শিল্পের সংরক্ষণের দাবীর কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। লবণ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও অপরিহার্য্য ও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ। যুদ্ধের সুযোগে উহার দর কৃত্রিমভাবে চড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টার প্রতি কাহারও কোন সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

ভারতবর্ষে জার্ম্মানীর পণ্যদ্রব্য

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মানীর এবং ভারতবর্ষস্থিত জার্ম্মান ফার্ম্মসমূহের সহিত বাণিজ্য নিষেধ করিয়া ভারত সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মানীতে যে সমস্ত মালপত্রের জন্য অর্ডার গিয়াছিল এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের উপকূলে পৌঁছিয়াছিল সেই সমস্ত মাল সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। বর্ত্তমানে জার্ম্মানাগত বহু মালপত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ গুদামসমূহে রহিয়াছে। বিভিন্ন বন্দরে কর্ত্তৃপক্ষের হেপাজতেও জার্ম্মানীর অনেক মালপত্র রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত জার্ম্মান জাহাজ যুদ্ধের সংবাদ জানিয়া ভারতবর্ষস্থিত নিরপেক্ষ দেশের অধিকৃত অঞ্চলের গোয়া প্রভৃতি বন্দরে আশ্রয় লইয়াছে সেইসব জাহাজেও অনেক জার্ম্মান মালপত্র রহিয়াছে। ব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমানে এই সমস্ত মাল খালাস করিতে না পারায় বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানও এজন্য বিপন্ন হইয়াছে। এই কারণে সাউথ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে জার্ম্মানী হইতে আগত যে সমস্ত মালপত্র রহিয়াছে তাহা মালপত্রের আমদানীকারকগণকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হউক। উক্ত বণিক সভা বলেন যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই সব মালপত্র ক্রয় করিয়াছেন তখন উহার উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিবার কোন হেতু নাই। দক্ষিণ ভারত বণিক সভার এই আবেদন সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। শত্রুকে যত প্রকারে পারা যায় জব্দ করা উচিত বটে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শত্রুর কোনই ক্ষতি হইবে না—অথচ ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্পের সমূহ অসুবিধা ঘটিবে সেই ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থার কোন সার্থকতাই দেখা যায় না। এই বিষয়ে ভারত সরকার কি সিদ্ধান্ত করেন তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী বিশেষ উদগ্রীব আছে।

জার্ম্মান বীমা কোম্পানীর বীমা

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ব্যবসা রত এলিয়ানজ উণ্ড ষ্টাটগার্টার নামক জার্ম্মাণ বীমা কোম্পানীতে প্রিমিয়াম দেওয়া নিষেধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন। উহার কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে উক্ত কোম্পানীর ভারতীয় বীমাকারীগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে নিজ নিজ প্রিমিয়াম জমা দিতে পারেন। উহাতে বীমাকারীগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ বলবৎ থাকার সময়ে উক্ত কোম্পানীর উপর বীমাকারী বা তাঁহাদের ওয়ারিশদের তরফ হইতে যে সমস্ত দাবী হইবে তাহা পরিশোধ করিবার এবং যুদ্ধের ফলে এই কোম্পানী যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে বীমাকারীদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা না জানা পর্য্যন্ত বীমাকারীগণ নিশ্চিন্ত হইবেন না। যুদ্ধের সময়ে এই কোম্পানীর উপর যাহাদের দাবী উপস্থিত হইবে তাহা যদি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রিমিয়ামের টাকা হইতে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাতে বীমাকারীদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উক্ত কোম্পানী উঠিয়া গেলে বীমাকারীগণকে যদি প্রত্যর্পণ মূল্য হিসাবে অথবা কোম্পানীর ভারবর্ষস্থিত সম্পত্তির একটা অংশ হিসাবে কিছু টাকা লইয়া দাবী পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই কোম্পানীর ভারতীয় বীমাকারীদের দায়িত্ব যদি অন্য কোন কোম্পানীর দ্বারা গ্রহণ করানো যায় তাহা হইলেই বীমাকারীগণ ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। ভারত সরকার স্থায়ীভাবে না হউক অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে ততদিনের জন্য যদি সাময়িকভাবে এইরূপ কোন ব্যবস্থায় অগ্রসর হন তবে তাঁহারা দেশের বহু ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। এই কোম্পানীতে ৫।৭ বৎসর প্রিমিয়াম দিবার পর রুগ্ন হওয়ার ফলে যাহাদের অন্য কোন কোম্পানীতে বীমা করিবার উপায় নাই এবং রুগ্ন না হইলেও এখন নূতনভাবে বীমা করিতে যাহাদিগকে বয়সবৃদ্ধির জন্য পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী হারে প্রিমিয়াম দিতে হইবে তাঁহাদের ক্ষতি একমাত্র উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারাই বারিত হইতে পারে। ভারত সরকার উদ্যোগী হইলে অনায়াসেই বীমাকারীদের এই ক্ষতি নিবারণ করিতে পারেন।

বাঙ্গলায় কৃষির দুরবস্থা

বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় কৃষির উপর অধিকতর পরিমাণে নির্ভরশীল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গলার কৃষককে তাহার অপরিহার্য্য প্রয়োজন হিসাবে কাপড়, লবণ, চিনি, কেরোসিন, ঢেউটীন, সুপারি, সরিষার তৈল, তামাক প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষ পূর্ব্বের তুলনায় বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দ্বারাই এই ক্ষতি পোষাইয়া যাইতে পারে এবং ইতিমধ্যে পাট প্রভৃতি কোন কোন পণ্যের মূল্য বাড়িয়াছেও বটে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে এই সময়ে বাঙ্গলার কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনের

পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় বিভিন্ন ফসলের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই আমরা এই কথা বলিতেছি। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় ধান, গম, তিসি, তিল সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ফসলের উৎপাদনই কম হইয়াছে। এই বৎসরে প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে মাত্র ডাল এবং তামাকের উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যে ধানের উপর বাঙ্গলার কৃষকের সমষ্টিগত স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করে তাহার উৎপাদন ১৯৩৮-৩৯ সালে ভয়াবহভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলায় স্বাভাবিক উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ৭৯ ভাগ হৈমন্তিক ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৫৭ ভাগ মাত্র ধান উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে শীতকালীন ধান্যের উৎপাদন শতকরা ৮৮ ভাগ হইতে ৭৫ ভাগে, গমের উৎপাদন ৮১ হইতে ৭৫ ভাগে, তিসির উৎপাদন ৭৩ হইতে ৬২ ভাগে, তিলের উৎপাদন ৯৬ হইতে ৬৮ ভাগে, সরিষার উৎপাদন ৭৭ হইতে ৭২ ভাগে এবং আখের উৎপাদন ১২০ হইতে ১০৮ ভাগে পরিণত হইয়াছে। এইসব বিবরণ হইতে গত বৎসরে বাঙ্গলার কৃষির শোচনীয় অবনতিই প্রকাশিত হয়। যে সময়ে যুদ্ধের ফলে কৃষকের ব্যবহার্য্য শিল্প-দ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িয়া যাইতেছে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলায় প্রায় সমস্ত প্রকার প্রধান প্রধান ফসলের এইরূপ হারে উৎপাদন হ্রাস বাস্তবিকই নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

যুদ্ধ ও জাতীয় পরিকল্পনা

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কার্য্য বিশেষ ব্যাহত হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছিলেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেকে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু কমিটির সাধারণ সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের এই আশঙ্কা বহুলাংশে বিদূরিত হইবে। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় মূল কমিটি কিংবা উহার বিভিন্ন সাব কমিটির কার্য্যে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে দেওয়া উচিত নয়। সহকর্ম্মীদিগকে স্বাভাবিকভাবে কমিটীর কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতে এবং যথাসম্ভব সত্বর উহা শেষ করিতে উপদেশ দিয়া পণ্ডিতজী ইহাও বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময়েই জাতীয় পরিকল্পনার সমধিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে যুদ্ধের ফলে বহুপ্রকার বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইবে এবং কতক কতক একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কমিটির পক্ষে এই সুযোগ উপেক্ষণীয় নহে। এই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান করতঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া দেশে যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রকার শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য পরিকল্পনা কমিটির অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

কালকাতায় শিল্প-সম্মেলন

নূতন আয়কর সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের আফিসে শীঘ্রই বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের এক সম্মেলন হইবে। প্রকাশ, এই উপলক্ষে সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্যগণ যুদ্ধের সুযোগে ভারতে কি কি উপায়ে কোন্ কোন্ শিল্প প্রবর্ত্তন করা সম্ভব, সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে কি ভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলা যাইতে পারে এবং যুদ্ধোপলক্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কি উপায়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে পারেন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন। কলকারখানার মালিকগণ কিভাবে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইবেন ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু নূতন নূতন শিল্প প্রবর্ত্তন সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়টী সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা বলিবার আছে। ভারতে শিল্পপ্রচেষ্টা এ যাবৎ অনেকটা গতানুগতিকতার পন্থাতেই চলিয়াছে। বস্ত্রশিল্পে সংরক্ষণ নীতির সুবিধা দেওয়ার পর আতঙ্কের ফলে মূলধন বিনিয়োগ করাই শিল্পপতিগণের একমাত্র লক্ষ্যস্বরূপ হইয়াছিল। শর্করাশিল্পেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। চারিদিকের লক্ষ্য না রাখিয়া এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া স্থান কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে—এই প্রকার মূলধন বিনিয়োগের ফলে আমাদের শিল্পক্ষেত্রে যে কেবল অসামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে—ইহার ফলে শিল্পব্যবসায়ে যে উন্নতি ঘটিতে পারিত তাহাও ব্যাহত হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বহু জিনিষের ব্যবহারে পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ ইহার নির্ম্মমতা আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। একমাত্র কলিকাতা সহর হইতে প্রায় ৪শত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং কোন কোন কাগজের দৈনিক বিক্রয় সংখ্যা ৬০।৭০ হাজার হইবে। কিন্তু ইহা সত্বেও সংবাদ পত্রের কাগজ আমদানী করিতে হয় সুদূর সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে। রাসায়নিক শিল্পের অবস্থাও এইরূপ শুনা যাইতেছে। বিদেশী আমদানী বন্ধ হওয়ায় ব্লিচিং পাউডার, সাজীমাটী, সোডা, কার্ব্ব প্রভৃতিও ক্রয় করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজের মত প্রতিষ্ঠানও ব্লিচিং পাউডারের কোন দর দিতেছেন না। কলকব্জা শিল্পের কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপন না করাই ভুল।

আমরা আশা করি উপরোক্ত শিল্প সম্মেলনে এই অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই ভবিষ্যত কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হইবে।

ভারতীয় শর্করা শিল্পের সমস্যা

জানা গিয়াছে ভারত সরকার আগামী নভেম্বর মাসে এদেশীয় শর্করা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিবেন। ঐ সম্মেলনে শর্করা শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে এবং সেণ্ট্রাল কটন কমিটির অনুরূপভাবে চিনি শিল্পের জন্যও একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করার বিষয় বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শর্করা শিল্পের সম্মুখে এমন কতকগুলি জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে যাহার যথাযথ সমাধানের উপর শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। সে হিসাবে বর্ত্তমানে উপরোক্ত ধরণের একটি সম্মেলন বসাইবার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিগত ১৯৩২ সালে ভারতে বিদেশাগত চিনির উপর উচ্চহারে রক্ষণশুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ার পর এদেশে শর্করা শিল্পের সমূহ অগ্রগতি দেখা যাইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত দুই বৎসরে দেশের চিনির কলগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৪২ ভাগ হারে হ্রাস পাইয়া সেই উন্নতি প্রতিহত হওয়ার লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেশে উৎপন্ন চিনি দ্বারা দেশের চাহিদা মিটিতেছে না। সেজন্য বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে এদেশে পুনরায় বিস্তর পরিমাণে চিনির আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক চাপাইয়া তাহারই সুযোগে আবশ্যকীয় চিনির দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশের চিনির কলে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক হারে হ্রাস পাওয়ার একটা কারণ এই যে এদেশে পরিপূর্ণ সময় কল চালাইবার উপযোগী ইক্ষুর যোগান পাওয়া যাইতেছে না। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে এদেশে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেস্থলে দেশে মাত্র ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে সরকারী পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় এবার আরও কম জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। দেশে ইক্ষুর চাষ যদি এইভাবে কমিয়া যাইতে থাকে তবে ভারতীয় শর্করাশিল্পের পক্ষে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা। আমরা আশা করি প্রস্তাবিত শর্করা সম্মেলন এই বিষয়টি যথাযথ বিবেচনা করিবেন এবং দেশের চিনির কলগুলি যাহাতে পূর্ণ সময় কাজ করিবার উপযোগী পরিমাণ ইক্ষু স্থানীয় ভাবেই সংগ্রহ করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সুনিশ্চিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।

পাটের সমস্যা

যুদ্ধের সহিত পাটের সম্পর্ক যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সেরূপ আর কোন পণ্যদ্রব্যের আছে কিনা সন্দেহ। বিগত শতাব্দীতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে শণের পরিবর্ত্তে পাটের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে উক্ত দেশ হইতে তূলার রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে সমগ্র জগতে পাটের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। উহার পর প্রত্যেকটি যুদ্ধেই পাট যে কত জরুরী জিনিষ তাহা প্রমাণিত হয়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিমানপোত হইতে বোমাবর্ষণের তেমনভাবে প্রচলন হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ সময়ে বিমানপোত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে পাটের চাহিদা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদের অবসর নাই।

বর্ত্তমান বৎসরে মোট কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে সরকারী বরাদ্দ এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু গত শুক্রবার পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সরকারী বিবরণে উল্লিখিত অঞ্চলে গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৪২ ভাগ বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু গত জুন মাসের শেষে অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরের পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় চটকলওয়ালাদের হাতে মজুদ পাট ৬ লক্ষ বেল, বিদেশে মজুদ পাট ২॥ লক্ষ বেল এবং বাজার, প্রেস হাউস ও জাহাজে ভর্ত্তি পাটের পরিমাণ ৩ লক্ষ বেল কম ছিল। এবার গত এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পাটের দর যে প্রকার চড়া ছিল তাহাতে মফঃস্বলে কৃষকদের হাতেও যে কিছুই পাট অবশিষ্ট ছিল না তাহা মনে করা যাইতে পারে। অত্রাবস্থায় গত বৎসরের তুলনায় এবার বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও এবার বাজারে পাটের জোগান সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু চাহিদার পরিমাণ এবার গত বৎসরের তুলনায় বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে পূর্ব্বে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোলাণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে যে পাট রপ্তানী হইত তাহা এবার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু যুদ্ধরত দেশগুলিতে পাটের চাহিদা বাড়িবে। যুদ্ধের আশঙ্কাতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় চটকলসমূহের নিকট হইতে ২০ কোটী থলে ক্রয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে দুই দফায় আরও ২২ কোটি থলে এবং ২০ লক্ষ গজ চটের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাই শেষ অর্ডার বলিয়া কেহ মনে করেন না। যুদ্ধ স্থায়ী হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মোটমাট ১০০ কোটি থলের অর্ডার পাওয়া যাইবে এরূপ ব্যবসায়ী মহলের ধারণা। ইংলণ্ড ছাড়া মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহ হইতেও থলের অর্ডার পাওয়া যাইতে পারে। এদিকে বিমানপোত আক্রমণের সতর্কতা হিসাবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী পাটের প্রয়োজন হইবে আশা করা যাইতেছে। সুতরাং চাহিদা ও জোগানের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই এবার পাটের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িবার হেতু রহিয়াছে। ইহার উপর বাঙ্গলা সরকার যদি আগামী বৎসর হইতে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন এবং বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে ২০ হইতে ২৫ ভাগ জমিতে পাটের চাষ কমাইয়া দেন তাহা হইলে তাহার প্রভাবেও বর্ত্তমান বৎসরে পাটের মূল্য বিশেষভাবে চড়িবার হেতু রহিয়াছে।

কিন্তু উপরোক্ত বিবিধ কারণে পাটের মূল্য কতকটা চড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিম উপায়ে তাহা দাবাইয়া দিবার জন্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কৃষকের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া চটকলওয়ালারা ইতিপূর্ব্বে বাজার হইতে পাট ক্রয় এক প্রকার বন্ধ করিয়া দেওয়াতে পাটের বাজার কিভাবে নামিয়া গিয়াছিল তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে চটকলওয়ালারা ইউরোপীয়ান মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মন ৯॥০ আনা, ইউরোপীয়ান বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মন ৮৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান জাত মিডল প্রতি মণ ৯।০, ইণ্ডিয়ান জাত বটম প্রতিমন ৮॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট মিডল প্রতি মন ৯৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮।০ আনার বেশী দরে ক্রয় করিবে না স্থির করিয়াছে। উহাদের মধ্যে নাকি ঘরোয়াভাবে এরূপও চুক্তি হইয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত বাজারের অবস্থা আরও "স্থায়ী" ভাব ধারণ না করে ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পাট ক্রয় করিবে না। চটকলওয়ালারা যদি এই ধরণের ক্রয়নীতি পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে পাটের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবার শত প্রকার কারণ থাকিলেও তাহা উপযুক্তভাবে কিছুতেই বৃদ্ধি পাইবে না। উহার ফলে বাঙ্গলার পাটচাষী কৃষক তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবে।

চটকলওয়ালাদের এই অপচেষ্টার প্রতিকার করিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীর বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমরা গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তো এই বিষয়ে কোন প্রতিকার করেন নাই অধিকন্তু শুনা যাইতেছে যে চটকলওয়ালাগণ কর্ত্তৃক পাটের অধিক মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার সম্মতি দিয়াছেন। উহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীর বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। বর্ত্তমানে চটের যেরূপ মূল্য রহিয়াছে তাহাতে মফঃস্বলে অনায়াসে প্রতি মণ পাটের ১৫৲ টাকা মূল্য হইতে পারে। কিন্তু চটকলওয়ালাদের ক্রয়নীতির জন্য কৃষক ৮৷৯ টাকার বেশী মূল্য পাইতেছে না। সেই হিসাবে ধরিলে বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার কৃষকের অন্ততঃ ২০ কোটী টাকা ক্ষতির ব্যাপারে সহায়তা করিতেছেন। আমরা এই বিষয়ে পাটচাষীর তরফ হইতে বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটা সদুত্তর দাবী করিতেছি। আশা করি শীঘ্রই উহা পাওয়া যাইবে। যুদ্ধের সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে থলে ও চট ক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য পাটচাষীকে যদি স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে চটকলওয়ালারাও সমভাবে স্বার্থত্যাগ করিবে না কেন? বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য চটকলওয়ালারা কি কলের পরিচালনা ব্যয় এবং লাভের পরিমাণ কমাইতে রাজী আছে? এই সব বিষয়ে, বাঙ্গলা সরকারের অভিমত কি তাহা আমরা জানিতে চাই। বর্ত্তমানে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা আর ২ মাস স্থায়ী হইলে বাঙ্গলার পাটচাষীর কোটী কোটী টাকা ক্ষতি হইবে এবং তজ্জন্য দেশবাসী বাঙ্গলা সরকারকেই দায়ী করিবে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাব

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গত আগষ্ট মাসের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশ হইতে যে পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে এদেশে যে পণ্যদ্রব্য আমদানী হয় তৎসম্বন্ধে ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতেই বিকি-কিনির চুক্তি হইয়া থাকে। কাজেই আগষ্ট মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের উপর যুদ্ধের অথবা যুদ্ধের আশঙ্কার কোন প্রভাব পতিত হয় নাই বলা চলে। বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে জাহাজ চলাচলে তথা পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই মাস হইতে জার্ম্মাণী শক্রপক্ষীয় দেশ বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে এই দেশের সহিত পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ভারতের বাহির্ব্বাণিজ্যে যুদ্ধের কি প্রকার প্রভাব পতিত হইবে সেপ্টেম্বর মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হইলে তাহা কতকটা উপলব্ধি করা যাইবে।

যাহা হউক, বহির্ব্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। বিগত ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই কয় বৎসরে এবং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইতেছে। এই হিসাবে মাত্র পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর বিষয়ই উল্লেখ করা হইতেছে। কারণ বিগত যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে স্বর্ণরৌপ্য আমদানী সম্বন্ধে এরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল যে ঐ সমস্তের আমদানী রপ্তানী হইতে কোন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন বৎসরে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর হিসাব—

সাল	আমদানী (লক্ষ টাকা)	রপ্তানী (লক্ষ টাকা)
১৯১৩-১৪	১৯,১৩০	২৪,৯০০
১৯১৪-১৫	১৪,৪৯৩	১৮,২১৭
১৯১৫-১৬	১৩,৮১৬	১৯,৯৫৬
১৯১৬-১৭	১৬,০২৪	২৪,৭৩৭
১৯১৭-১৮	১৬,৪৩৫	২৪,৪৯০
১৯১৮-১৯	১৮,৮৫৬	২৫,৫৩০

এই হিসাবে দেখা যায় যে ১৯১৪-১৫ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দরুণ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী—এই উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইবার পর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে উক্ত বৎসরের আমদানী ও রপ্তানীর উপর যুদ্ধের প্রভাব পূর্ণভাবে পতিত হইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ সালের বহির্ব্বাণিজ্যে সারা বৎসর ধরিয়াই যুদ্ধের প্রভাব আপতিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বৎসর বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনাতে অনেক কমিয়া গেলেও ভারতবর্ষ হইতে এই বৎসরে রপ্তানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী হয়। ১৯১৬-১৭ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী—এই উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী যেভাবে বৃদ্ধি পায় সেই তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী আরও বেশী হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৭-১৮ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে আমদানী ও রপ্তানীর বিশেষ কিছু তারতম্য হয় নাই। পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ ১৯১৮-১৯ সালে পুনরায় আমদানী ও রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে এই সময়ে আমদানী যেভাবে বাড়ে সেই ভাবে রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নাই। অবশ্য এই বৎসরের প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়া তৎপর যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছিল।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের এইরূপ উত্থান পতনের কারণও সুস্পষ্ট। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি হইতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়া যায় এবং শত্রুপক্ষীয় দেশগুলি হইতে আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৩১ কোটী টাকা কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে যুদ্ধের সময়ে সমুদ্রপথে মাল চালান দিবার অসুবিধা এবং শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত কারবার বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ যুদ্ধের প্রথম বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ১৯১৩-১৪ সালের তুলনায় ৬৭ কোটি টাকা কমিয়া গেলেও যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহ এবং বিশেষ-ভাবে পশ্চিম এশিয়াস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ হেতু ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের বহুল উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৯১৫-১৬ সালের তুলনায় এই বৎসরে ১৭ কোটি টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯১৬-১৭ এবং ১৯১৭-১৮ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, ইউরোপে যুদ্ধের সুযোগে এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি হইতে ভারতের বাজারে বিপুল পরিমাণ পণ্যসম্ভার আমদানী হইতে থাকে। কিন্তু এই দুই বৎসরে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ হেতু ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যেরও খুব বেশী উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৯১৫-১৬ সালের তুলনায় ১৯১৬-১৭ ও ১৯১৭-১৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যথাক্রমে ৪৮ কোটি ও ৪৫ কোটি টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হয়। ১৯১৮-১৯ সালের প্রায় ৮ মাস অতিক্রম হইবার পরই যুদ্ধবিরতি ঘটে। কাজেই এই বৎসরে বিদেশ হইতে ভরেতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা বাড়িয়া যাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। তবে এই বৎসরে ১৯১৭-১৮ সালের তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণও ১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিল্পের প্রয়োজনে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপান ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করাতেই এই বৎসরে ভারতবর্ষের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ১৯১৪ সালের তুলনায় অবস্থার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ এবার চীন যুদ্ধে জাপান বিব্রত থাকার দরুন ভারতের বাজারে এই দেশ যুদ্ধের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ গত যুদ্ধের সময়ে শিল্পদ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষ যে প্রকার পরমুখাপেক্ষী ছিল এবার ভারতবর্ষ সেরূপ পরমুখাপেক্ষী নহে। উহা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম অবস্থাতে এবারও ভারতবর্ষের আমদানী রপ্তানী উভয়ই সঙ্কুচিত হইবে আশঙ্কা করা যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধ যদি কিছু বেশী দিন ধরিয়া চলে তাহা হইলে যুদ্ধসরঞ্জাম হিসাবে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা করা যায়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে গত ১৯১৩-১৪ সালে পণ্যদ্রব্যের দফায় ভারতের রপ্তানীর আধিক্য ছিল প্রায় ৫৮ কোটি টাকা। যুদ্ধের ফলে ১৯১৪-১৫ সালে উহা কমিয়া ৩৭ কোটি টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু ১৯১৫-১৭ সালে উহা বাড়িয়া ৮৭ কোটি টাকায় পৌঁছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যদি দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে এবারও ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের অনুরূপ উন্নতি হইবে বলিয়া খুবই আশা করা যায়।

জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি

জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী আজ পর্য্যন্ত খুবই নিম্নস্তরে রহিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশের লোকে গড়ে বৎসরে যে পরিমাণ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে, যেরূপ বেশী পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে সে তুলনায় এদেশের লোক অনেক কম পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খায় এবং অনেক কম পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যান্য বহুদেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বাসভবন সম্পর্কীয় ব্যবস্থাও অনেকটা অপকৃষ্ট শ্রেণীর। তাহা ছাড়া এদেশে লোকের আমোদ প্রমোদের জন্য মাথা পিছু ব্যয়ের হারও অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি সামান্য। এই সমস্তের সমষ্টিগত ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে এদেশের অধিকাংশ লোকই মনুষ্যোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমানে নিতান্ত দুঃখ দুর্দ্দশায় দিনাতিপাত করিতেছে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের মোট জনসমষ্টির শতকরা ৭৫ ভাগই জীবিকা সংস্থানের জন্য সাক্ষাৎভাবে কৃষি উপর নির্ভরশীল। বাকী জনসমষ্টির ভিতর যাহারা কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ বৃত্তি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদিগকেও পরোক্ষভাবে কৃষক কুলের আয়ের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু এক-দিকে কৃষি বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার অব্যবস্থা বলবৎ থাকার দরুণ ও অপরদিকে দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে দেশের আবাদী জমির পরিমাণ কম থাকার দরুণ এদেশের কৃষি দ্বারা সাধারণের আর্থিক উন্নতির বিশেষ সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক তাহা দ্বারা দেশের লোকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহার্য্য সংস্থানেরও ব্যবস্থা হইতেছে না। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এদেশে প্রত্যেক লোকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংস্থানের নিমিত্ত মাথাপিছু ১ একর পরিমাণ খাদ্যশস্যের আবাদযোগ্য জমি প্রয়োজন। কিন্তু দেশের লোকের মাথাপিছু সে তুলনায় জমি রহিয়াছে খুবই সামান্য। ১৯১১ সালে বৃটিশ ভারতে প্রতি লোক পিছু আবাদী খাদ্যশস্যের জমি ছিল ০·৮২ একর। ১৯২১ সালে তাহা কমিয়া ০·৮৭ একর হয়। ১৯৩১ সালে তাহা দাঁড়ায় ০·৭৯ একর। গত ১৯৩৪ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া ০·৭২ একরে পরিণত হইয়াছে। ফলে এদেশে লোকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে না। ভারতবর্ষে লোক পিছু গড়ে দৈনিক ২ হাজার ৮০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক। সেই স্থলে ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিক দিয়া গড়ে প্রতি লোক মাত্র ২ হাজার ৩৩৭ ক্যালরি পরিমিত খাদ্য পাইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়া ছিল ৩৭ কোটী ৭০ লক্ষের উপর। ঐ লোক সংখ্যার অনুপাতে দেশে সারা বৎসরে ৩২ হাজার ১৫০ কোটী ক্যালরি পরিমিত খাদ্যের যোগান প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালে দেশে সর্ব্বসমেত মাত্র ২৮ হাজার ৪০ কোটী ক্যালরি খাদ্যের যোগান পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এদেশের অধীবাসীগণ যে বর্ত্তমানে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাইতেছে না তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। আহার্য্য দ্রব্যের দিক দিয়া বর্ত্তমানে দেশের লোক যেরূপ অভাব ভোগ করিতেছে পরিচ্ছদ বস্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ অভাবই কম বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু গড়ে প্রতি বৎসর ৬৪ গজ, হল্যাণ্ডে ৫৯ গজ, কানাডায় ৩৭·৭ গজ এবং ইংলণ্ডে ৩৫ গজ বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রতি বৎসর ১৬·১ গজ মাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষে জনসাধারণের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা যে কতদূর নিম্নস্তরে রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসম্পদ নিয়োগের সুবিধা থাকিলে দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভোজ্য বস্তু ও পরিচ্ছদ দ্রব্য উৎপাদিত না হইলেও অন্যান্য দেশ হইতে তাহা আমদানী করিয়া দেশের অভাব মিটান যাইতে পারে। কিন্তু এদেশের শিল্প বাণিজ্য অদ্যাপি মোটেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই, আর সে কারণে দেশের জাতীয় আয়ও খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মাথা পিছু লোকের আয় বিশেষ কম বলিয়া ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অভাব পূরণে তাহা কোন দিক দিয়াই তেমন কিছু সহায়ক হইতেছে না। ১৯২৫-২৯ সালে ভারতবর্ষে মাথা পিছু লোকের বাৎসরিক আয় ছিল ৭৭ টাকার মত। আর তাহারই সমসাময়িক কালে প্রতি লোকের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় ছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার ৫৩ টাকা, ইংলণ্ডে ১ হাজার ৯২ টাকা, কানাডায় ১ হাজার ২৬৮ টাকা, ফ্রান্সে ৬৩৬ টাকা ও জাপানে ২৭১ টাকা। ১৯২৯ সালের পর এদেশের পণ্যমূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় এক্ষণে ভারতবর্ষের লোকের মাথা পিছু বার্ষিক আয়ের পরিমাণ যে ৭৭ টাকার চেয়েও অনেক কম দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের লোকের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ এইরূপ কম থাকায় স্বভাবতঃই তাহারা কোন বিষয়ে যথোচিত জীবন-

যাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। আর তাহার ফলে খাদ্যাভাব, বেকার সমস্যা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাবে লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার এই যে শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে সম্প্রতি বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্সের সভাপতি ডাঃ জে সি ঘোষ এক সময়োচিত বক্তৃতায় তদ্বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদের সমক্ষে বর্ত্তমানে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত কিভাবে দেশের সমস্ত লোকের উপযুক্ত আহার্য্য সংস্থান হইতে পারে, কিভাবে দেশের প্রতি লোক বৎসরে কমপক্ষে ৩০ বর্গ গজ পরিমিত বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে এবং কিভাবে প্রত্যেক লোক ১০০ ঘন ফুট পরিমিত আলো বাতাসযুক্ত বাসভবন পাইতে পারে। আর সে জন্য বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণগুলি কিভাবে দূর করিতে হইবে তাহা তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

ডাঃ ঘোষের মতে ভারতের লোকের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও নিম্ন জীবনযাত্রার একটি মূলগত কারণ এই যে এদেশের লোক জীবন ধারনোপযোগী অন্য লাভজনক বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া অত্যধিক পরিমাণ কৃষির উপরই নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে যেরূপ অনুন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে কৃষি দ্বারা লোকের বেশী কিছু আয় সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু এই অবস্থাতেও লোকে কেবল কৃষির উপরই জোর দিতেছে। দেশের লোক-সংখ্যা প্রতিবৎসর অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে আর ঐ বৰ্দ্ধিত জন সংখ্যা অন্যদিকে জীবনোপায় বিধানের কোন সুযোগসুবিধার সন্ধান না করিয়া গতানুগতিকভাবে কৃষির উপরই চাপিয়া বসিতেছে। এইজন্যই দেখা যায় ১৮৮১ সালে যেস্থলে এদেশের মোট জনসমষ্টির মাত্র শতকরা ৫৮ ভাগ মুখ্যতঃ কৃষি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত সেস্থলে বর্ত্তমানে কৃষিই দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোকের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য ও কাঁচামালের মূল সংস্থান হিসাবে কৃষির উপর আমাদের মনোযোগ রাখিতে হইবে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানের ন্যায় এত বেশী পরিমাণে লোক কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত রাখিবার কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কৃষিকার্য্যে বর্ত্তমানেই প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যখন সকল দিক দিয়া উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থায় কৃষিকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে তখন স্বভাবতঃই কৃষিকার্য্যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ লোক প্রয়োজন হইবে। কাজেই দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোকের পক্ষে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কোন আবশ্যকতা বা সঙ্গতি কিছুই থাকিবে না।

ডাঃ ঘোষ বলিতেছেন দেশের অগণিত জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার ও সমগ্রভাবে দেশের আর্থিক অগ্রগতির জন্য বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে শিল্পোন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলাই দেশবাসীর সমক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। শিল্পোন্নতি ছাড়া দেশের আয়ের সংস্থান বাড়িবার, বেকার সমস্যা সমাধান হওয়ার ও সাধারণভাবে এই বিরাট দেশে জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধিত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছু হইতে পারে না। কৃষির তুলনায় শিল্প ব্যবসায়ে আয়ের সুবিধা স্বভাবতঃই বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে শিল্প সাধনার উপযোগী বিস্তর কাঁচামাল, সুলভ মজুরী ও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সুবিধা থাকা স্বত্বেও এতদিন লোকে লাভজনক বৃত্তি হিসাবে বেশী পরিমাণে শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে নাই। এদেশ হইতে অল্প মূল্যে কাঁচামাল নিয়া ও তাহা হইতে উন্নত শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জগতের শিল্পোন্নত দেশসমূহ আমাদের দেশে তাহা অনেকগুণ বেশী-মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। আর সেই মূল্য দিতে গিয়া আমরা দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছি। এই অবস্থায় ডাঃ ঘোষের মত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ লোককে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়া বাকী লোকদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের এই মত সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এদেশে ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের পক্ষে এতদিন দেশের গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতাজনিত একটা অসুবিধা সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে প্রকৃত সফলতার সহিত উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিতে হইলে দেশের গবর্ণমেণ্টের শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি যানবাহননীতি, করনির্দ্ধারণনীতি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া শিল্পের মূলধন সংগ্রহ ও শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে ঐসব বিষয়ে সরকারী উৎসাহ তৎপরতা বিশেষ কিছু নিয়োজিত হইতেছে না বলিয়া ঐ কারণেও শিল্প প্রসার বিষয়ে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে একটা মহাসমরের সূচনা হওয়ায় ঐসব বিষয়ে এদেশে সরকারী নীতির একটা সময়োচিত পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহা খুবই সম্ভব যে ব্যাপকভাবে একটা বড় রকম যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের লোকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের জন্য তাহাদিগকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের বেশী পরিমাণ ক্ষমতা দিবেন। যদি সেরূপ ক্ষমতা বাস্তবিকপক্ষেই দেশের লোকের আয়ত্বে আসে তবে শিল্পোন্নতি বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করার পক্ষে তখন সকল দিক দিয়াই একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এই সময়ে ডাঃ ঘোষ দেশবাসীকে শিল্পোন্নতির একান্ত আবশ্যকতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া খুব সময়োচিত কাজই করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতীয় ইস্পাত শিল্প

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের (Department of supply) এক বিবৃতিতে প্রকাশ—গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের সভাপতিত্বে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি এবং ভারতীয় ইস্পাত শিল্প কারখানার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার এ দালাল, টেক্নিক্যাল ডিরেক্টর—মি: আর ম্যাথার, জেনারেল ম্যানেজার মি: জে জে ঘাণ্ডি, সেলস্ ম্যানেজার মি: জে সি মাহিন্দ্র এবং বেঙ্গল ষ্টীল কর্পোরেশনের সেলস্ ম্যানেজার মি: ই জি স্পুনার এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ইস্পাত কারখানাসমূহের উৎপন্ন মাল দ্বারা সাধারণের চাহিদা মিটাইয়াও কি উপায়ে যুদ্ধের প্রয়োজন মিটান যায় তৎসম্পর্কে ঐ সম্মেলনে আলোচনা হয় এবং পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

আসাম প্রদেশের চা-বাগিচা

আসাম প্রদেশের মধ্যে ডিব্রুগড় জিলায় চা-বাগানের সংখ্যা খুব অধিক এবং ঐ জেলার চা-ই অত্যুৎকৃষ্ট। শতকরা ৮০টি বাগানের মালিক স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডবাসী। বাকী ২০টির মালিক বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ও আসামীয়া। ভারতীয়দের চা বাগিচার আয়তন সাধারণত: ৬০, ৭০ বা ১০০ একর। চার পাচশত একর বিশিষ্ট বাগানও আছে। তবে তাহা অতি অল্প সংখ্যক। ইউরোপীয়দের বাগানের আয়তন নিম্নপক্ষে ৭।৮ শত একর। শতকরা ২০টি বাগানের আয়তনই প্রায় এক হাজার বা এগারশত একর। আসাম প্রদেশে ছোট বড় মোট ৮ শতের উপর চা বাগান আছে এবং বাগানের কুলীর সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষের মত। শতকরা ৬০ জন কুলী উড়িষ্যার আর শতকরা ৪০ জন মাদ্রাজ, বিহার ও বাংলার (মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া)। ৮ লক্ষ কুলীর মধ্যে আসামের লোক একেবারেই নাই। এতদিন কেরানীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী। এখন তাহাদের সংখ্যা আসামীদের তুলনায় অনেক অল্প। মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে যে সকল বাঙ্গালী রহিয়াছেন কয়েক বৎসর মধ্যে তাহাদিগকেও হটিয়া আসিতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

সাবান প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান

বাঙ্গলা সরকারের প্রেস অফিসারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ—বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগ বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের বেকার সমস্যা লাঘবার্থে নূতন একদল ছাত্রকে বিনা বেতনে কাপড়কাচা সাবান প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ছয় মাস কাল ঐ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। বাঙ্গলার যে সমস্ত বেকার যুবক এই শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে বাঙ্গলার শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের (৭ নং কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা) নিকট ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতে প্রসুতি ও শিশুমৃত্যুর হার

ভারতের সরকারী জনস্বাস্থ্য কমিশনারের ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে অন্ততঃ ২ লক্ষ জন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব কালীন রোগে বা যন্ত্রনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৩৭ সালে অনধিক এক বৎসর বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুহার মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ২৪·৮ ভাগ এবং অনধিক পাচ বৎসর বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর হার মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ১৮·৬ ভাগ দাঁড়াইয়াছিল। রিপোর্টে প্রকাশ গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা সহরেই প্রসবকালীন মৃত্যুসংখ্যা বেশী দেখা যায়। কোন কোন দিক দিয়া সহর অঞ্চলের বিধিব্যবস্থার ফল ভাল হইলেও অত্যধিক জনতা, সূর্য্যালোক ও মুক্ত বায়ুর অভাব জনিত কুফল অনেক বেশী। এদেশে অত্যধিক প্রসুতি ও শিশু মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কেন্দ্রিয় পরামর্শদাতা বোর্ড ১৯৩৭ সালে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কমিটি সম্প্রতি শিশু এবং মাতৃ-মঙ্গল সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট রচনা শেষ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ছোটনাগপুরের খনিজ সম্পদ

ভারতের মধ্যে ছোট নাগপুরের খনিজ সম্পদের দিক দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ। ছোটনাগপুরের অনেক জায়গায় বিস্তর লৌহ প্রস্তরের খনি রহিয়াছে। পালামৌএর জঙ্গলে এমন লৌহ প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে যাহাতে শতকরা ৮৫ ভাগ লৌহ আছে। ডালটনগঞ্জের অপর পারে জনৈক বাঙ্গালী কয়লার খনির মালিকের ৪০ বর্গ মাইল বিস্তৃত লৌহ প্রস্তরের খনিযুক্ত জঙ্গলের ইজারা রহিয়াছে। ছোট নাগপুরে অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, কয়লা প্রভৃতির প্রচুর যোগান রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে এইসব জিনিষের চাহিদা বাড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৩৭ সালে গিরিডি ও কোদারমা হইতে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার অভ্র রপ্তানী হইয়াছিল। বারুদ প্রভৃতি তৈয়ারের জন্য অভ্রের প্রয়োজন এখন বিশেষ বাড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

খনিজ সম্পদ ছাড়া লাক্ষাও ছোটনাগপুরের একটি বিশেষ সম্পদ। গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য গলানো লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি মানভূম জিলার ঝালদায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে বিহার সরকারের শিক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী ডা: সৈয়দ মাহমুদ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে আমেরিকার লোকেরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কৃত্রিম লাক্ষা পছন্দ করে না। ভাল লাক্ষা পাওয়ার সুবিধা হইলে ছোট নাগপুর হইতে তাহারা লাক্ষা নিতে প্রস্তুত আছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড ছাড়া অন্যান্য ধরণের কতকগুলি জিনিষ তৈয়ারের জন্যও আমেরিকায় লাক্ষার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই ভালরূপ লাক্ষা বেশী পরিমাণে যোগান দিতে পারিলে ছোটনাগপুরের ধনাগমের পথ বাড়িবে সন্দেহ নাই।

তিব্বতে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

তিব্বতে ভারতের কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের অপেক্ষা অধিক ব্যাপকভাবে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের কার্য্য অরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লাসা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, যব হইতে প্রস্তুত 'চাং' নামক বহুল প্রচলিত এক প্রকার নেশাকর পানীয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন জারী হইয়াছে। উহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, খাদ্য হিসাবে যবের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ আইনে তামাক বিক্রয় এবং সেবনও নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য প্রগতির চেষ্টা

সম্প্রতি ভারত সরকারের হেলথ কমিশনারের ১৯৩৭ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে—কয়েক বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছেন। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় বহুল ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নহে। কারণ ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা খুব বেশী এবং ভারতবর্ষ খুব বড় দেশ। এইজন্য প্রথমে কয়েকটি স্থানের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ৪১টি প্রদেশে 'রকফেলার ফাউণ্ডেসনে'র অর্থ সাহায্যে হেলথ ইউনিট গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে রোগোৎপত্তি ও চিকিৎসা সম্পর্কে, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহের ব্যাধি সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ গবেষণা হইতেছে। ১৮৭৭ সালে ভ্যানডাইক কার্টার জ্বর সম্পর্কে গবেষণা করেন। পরে রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন। ভারতীয় প্লেগ কমিশন প্লেগ সম্পর্কে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমানে প্লেগ দমনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষে গবেষকগণের চেষ্টায় কালাজ্বরের এমন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে পূর্ব্বে যেস্থলে কালাজ্বরে শতকরা ৯৫ জন রোগী মারা যাইত, এখন সেইস্থলে ৯৫ জন রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছে। সম্প্রতি কলেরা সম্পর্কে যে গবেষণা হইয়াছে প্যারিশের আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য সমিতি পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। সরকারী সাহায্যে পরিচালিত গবেষণা সমিতিসমূহ, ভারত গবর্ণমেণ্টের মেডিকেল রিসার্চ্চ বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফণ্ড এসোসিয়েসনের চেষ্টায় ভারতবর্ষ ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণায় এইরূপ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফ্যাণ্ড এসোসিয়েন বৎসরে ৭ লক্ষ হইতে ১২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত গবেষণা বাবদ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। এই এসোসিয়েসন বহু ভারতীয় যুবককে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

ভারতে মোটর আমদানী

গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে কোন বৎসরের হিসাবে কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ মোটর ভারতে আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। ১৯৩৫-৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৬-৩৭ সালে আমদানী সম্পর্কে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কম, সেজন্য ১৯৩৬-৩৭ সালের বিবরণ দেওয়া হইল না।

দেশ	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
ইংলণ্ড	৬,৩১১	৬,৭৪৪	৬,৪১৯	৫,১১৭
যুক্তরাষ্ট্র	৫,৫৬৪	৩,৮৫১	৪,৮৭৬	৩,১৭০
ক্যানাডা	২,০৫৭	২,৩২৮	১,৬১২	৯১২
ইটালী	২৬৭	২১০	২৮১	১৩২
অন্যান্য দেশ	২৩৫	৪৫৭	২,৫০৯	১,৫৬৭
মোট	১৪,৪৩৪	১৩,৫৯০	১৫,৬৯৭	১১,০৫৮

বরোদা রাজ্যের কৃষি

বরোদা গবর্ণমেণ্ট পাটন, হারিজ, চনসমা, কাদি ও কানার তালুকের কৃষি ও কৃষকদের আর্থিক অবস্থার স্থায়ী উন্নতি বিধানের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট সকাশে পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টে সেচ ব্যবস্থা, গোচারণভূমি সংরক্ষণ, গো মেষাদি পালন ও কৃষক দিগকে ঋণ প্রদান ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ সুপারিশ রহিয়াছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা

এক সরকারী বিবরণে প্রকাশ ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ নিকোবর দ্বীপের অধিবাসীগণকে লইয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৬৬৬। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্দামানে বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ১৫৩। আন্দামানে বসবাস স্থাপন করিবার পর ১ হাজার ৩০১ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আন্দামানে একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী আট আনা ও দশ আনা। সেটেলমেণ্ট ও জেল বিভাগে শুধু কয়েদিগণকেই লওয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য বিভাগে সাধারণ ব্যক্তি ও কয়েদিগণকে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। আন্দামানে গেজেটেড অফিসার সমেত সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২ হাজার ৯৪১ জন হইবে।

বাঙ্গালায় তুলার চাষ

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে তুলা ফসল সম্বন্ধে যে পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ৮৪ হাজার ৩০৫ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর মোট ৮৭ হাজার ৩৭৯ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তুলা চাষ করার সময়ে অনাবৃষ্টিই এবার কম তুলার চাষ হওয়ার একটি প্রধান কারণ। গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে বৎসরে বাঙ্গলায় বৃটিশ ভারতের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। বাঙ্গলায় চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল, ত্রিপুরা রাজ্য ও ময়মনসিংহ জেলায় তুলা অনেকটা আগে ফলে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে তুলা হয় দেরীতে।

ট্রেড মার্ক সংক্রান্ত বিল

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ট্রেডমার্ক রেজেষ্ট্রিকরণ ও ট্রেডমার্কের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে অধিকতর কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল পেশ করেন। বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষে ট্রেডমার্ক রেজেষ্ট্রিকরণের জন্য ভারত সরকার ১৮৭৯ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক বিল পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমর্থনের অভাবে ঐ বিল অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তাহার পর বিভিন্ন সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হেতু গত ১০ বৎসরের মধ্যে আইন প্রণয়নের দাবী উঠিয়াছে। এক্ষণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ উপলব্ধি করিয়াছেন যে আইনের দ্বারা রেজেষ্ট্রিকরণের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত না হইলে ট্রেডমার্কের উদ্দেশ্য যথোচিত ভাবে রক্ষিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিলটি ইংলণ্ডে প্রচলিত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে।

গোয়ালিয়র ট্যারিফ কমিশন

আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর বর্ত্তমানে যে হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে শিল্প বাণিজ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিবার জন্য ও নূতন প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দেওয়ার জন্য গোয়ালিয়র সরকার সম্প্রতি একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ মন্থ সুবেদার এম-এল-এ (সেণ্ট্রাল) উহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুটীর শিল্প হিসাবে তৈল প্রস্তুত

যুক্তপ্রদেশের পল্লী অঞ্চলে তৈল প্রস্তুতের শিল্প প্রসারের জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা সীতাপুর ও গোরক্ষপুরে দুইটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ঐ কেন্দ্রে প্রদর্শনীদল রাখা হইতেছে। তাহারা পল্লীবাসীদিগকে তৈল প্রস্তুতের শিল্প শিক্ষা দিয়া ব্যাপকভাবে তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে নিয়োগ করাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। হার কোর্ট টেক্নোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে বর্ত্তমান ৪০ জন কর্ম্মীকে তৈল প্রস্তুত বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। উহারা ২৫টি জেলায় তৈল প্রস্তুতের শিল্প সম্বন্ধে প্রদর্শনকারীর কাজ করিবে।

যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, ঝাঁন্সি ও রুহিলখণ্ড বিভাগে তৈল শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্প্রতি জরীপের কার্য্য শেষ করিয়াছে। এলাহাবাদ বিভাগে ঐরূপ জরীপ কার্য্য বর্ত্তমানে চালান হইতেছে।

ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে বস্ত্র রপ্তানী

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিভিন্নদেশে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে বস্ত্র রপ্তানীর যে গতি লক্ষিত হইত মহাযুদ্ধের পর তৎসম্বন্ধে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। মোট রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে; তাহাছাড়া বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে রপ্তানীর হ্রাস বৃদ্ধিও খুব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা নিম্নে ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের মোট রপ্তানীকৃত বস্ত্রের শতকরা কত ভাগ কোন দেশে (ও ভূভাগে) গিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত হইল।

দেশ ও ভূভাগ	মোট রপ্তানীর শতকরা অংশ	
	১৯১৩	১৯৩৮
ভারতবর্ষ	৪৩'২	১৮'৬
চীন ও জাপান	১০'৯	০'৭
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজ ও সিংহল	৭'৬	৭'১
দক্ষিণ আমেরিকা	৮'২	১৩'৬
মেক্সিকো ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	২'৪	৩'৯
যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা	২'২	৫'০
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	৩'০	১৩'০
ইউরোপ	[illegible]	১৫'০
বলকান অঞ্চল	৬'৮	৩'৮
উত্তর আমেরিকা	৫'১	৩'৪
পশ্চিম আফ্রিকা	৬'৪	৬'৫
দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা	১'৭	১১'৮
মোট	১০০'০ ভাগ	১০০'০ ভাগ


লক্ষীর
ক্রম-
শ
১৯২৪
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
২২,৬৭,৭৫০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৫০০৲
১৯২৮
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
৩৩,২৯,৫০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৩,২৯০০০৲
১৯৩২
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
৭০,৮৮,৭৫০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
২৯,৫৪,২৭৩৲
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
১,৪০,০০,০০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
৬৯,৬৪,৪০০৲
১৯৩৮
যতটাকার বীমা-পত্র
দেওয়া হইয়াছে
১,৬১,০০,০০০৲
জীবন-বীমা ভাণ্ডার
১,০১,৭১,৬৯৬৲
দি
লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স
কোং লিঃ
(হেডআফিসঃ-লাহোর)
কলিকাতা ব্রাঞ্চ
"লক্ষ্মী বিল্ডিং"
৭নং এসপ্লানেড ইষ্ট

বাঙ্গলা দেশ হইতে পাটের রপ্তানী

গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা হইতে মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৫২ বেল (১ বেল ৪০০ পাউণ্ড) পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ লক্ষ ২ হাজার ৬১৪ বেল কলিকাতা বন্দর হইতে এবং ৪ হাজার ৮৩৮ বেল চট্টগ্রাম বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাস ও ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা হইতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০৮ বেল ও ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৭ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

উত্তর ইউরোপের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দরুণ জার্ম্মানীর হামবুর্গস্থিত ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনারের পদটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে মিঃ এইচ এম্ প্যাটেল ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তাহার চেষ্টায় বেলজিয়াম হল্যাণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল। ঐসব অঞ্চলে কোন একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া নূতন একটি ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের পদ সৃষ্টি করিবার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির আলোচনা

অক্টোবর মাসে নয়া দিল্লীতে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে। ভারতে নব নিযুক্ত জাপানী কনসাল মিঃ ওয়াকামাৎসু জাপান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ আলোচনা চালাইবেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন পরামর্শদাতা জাপান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। তাহা ছাড়া ভারতস্থিত জাপানী ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে মিঃ ওয়াকামাৎসুকে সাহায্য করিবেন।

ভারতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি আশা করেন আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে বোম্বাইয়ে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির এক বৈঠক হইবে। এই বৈঠকে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

ভারত হইতে পাটের থলে ক্রয়

কিছু দিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ এসোসিয়েশন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের মারফতে ৬ কোটি পাটের থলের অর্ডার পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি আরও ১৫ কোটি ২০ লক্ষ পাটের থলের জন্য অর্ডার আসিয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাস মধ্যে এই অর্ডার অনুযায়ী থলে সরবরাহের কাজ শেষ করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্ডারের দরেই সমুদয় মাল সরবরাহ করা হইবে।

শুল্ক বিভাগের আয়

গত আগষ্ট মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের মোট ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত জুলাই মাসে ও গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে ঐ প্রকার আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে শুল্ক বিভাগের মোট ২২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ঐ পাঁচমাসে শুল্ক বিভাগের মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল ২০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। এবার আমদানী শুল্ক বাবদ ১৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, উৎপাদন শুল্ক বাবদ ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য দফায় ২৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত পাঁচ মাসের তুলনায় ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত পাঁচ মাসে চিনি, পেট্রোল, কেরোসিন, রূপা, তামাক, কৃত্রিম রেশম, সূতা ও বস্ত্র, লোহা ও ইস্পাত মোটরযান, কার্পাস বস্ত্র, বেতার যন্ত্র প্রভৃতির আমদানী শুল্ক এবং দিয়াশলাইএর উৎপাদন শুল্ক বাবদ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে কাঁচা তুলা, রেশমবস্ত্র, বিভিন্ন ধাতু (লোহা ও ইস্পাত ব্যতীত), যন্ত্রপাতি, রেলের ইঞ্জিন, সুপারী, মদ, কাঠের মণ্ড ও মসলা প্রভৃতির আমদানী শুল্ক ও পাটের রপ্তানী শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস পাইয়াছে।

চা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ ওয়াই এন সুখথাঙ্কর আই সি এসকে সম্প্রতি কলিকাতায় "কণ্ট্রোলার অব টি" পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি এদেশীয় চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পরিদর্শক ও নিয়ন্ত্রণকারীর কাজ করিবেন।

ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ

সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে এদেশে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ বিষয়ে একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। গত ২০শে সেপ্টেম্বর প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

ভারতে বেতারের প্রসার

গত এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভারতবর্ষে বেতারের সমধিক প্রসার সাধিত হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতবর্ষে আমদানীকৃত বেতার যন্ত্রের শুল্ক বাবদ সরকারী শুল্ক বিভাগের ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেশে বেতারের লাইসেন্স ফি বাবদ ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৩২ টাকা আদায় হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসে ঐরূপ আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫২০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের বাজেট

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দার সন্তসিংহের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের দেশ রক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ও কে বেরো জানান যে এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে যে বৃটিশ সৈন্য বৃটিশ সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের অধীনে কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে তৎ বাবদ ভারত সরকারের দেশ রক্ষা বিভাগের হিসাবে বার্ষিক মোট ২ কোটি ১ লক্ষ টাকার মত খরচ বাঁচিয়া যাইবে। ঐ টাকা ভারতীয় সৈন্যদলকে পুনর্গঠিত ও আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করার কাজে ব্যয়িত হইবে।

পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট

গত আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে ও গত ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছিল।

মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন এদেশে মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা ও পেট্রোলের সহিত সুরাসার মিশাইয়া ব্যবহার করা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে ঐ প্রকারের প্রস্তাবের যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। পেট্রোলের যোগান স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ, তাহার উপর পেট্রোল সরবরাহকারী কোম্পানীগুলি অদূর ভবিষ্যতে সামরিক প্রয়োজনে বেশী পরিমাণ পেট্রোলের প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া এখন হইতেই পেট্রোল মজুদ রাখিতেছে। সে কারণে সাধারণ ব্যবহারের জন্য পেট্রোলের যোগান কম হইতেছে। এই অবস্থায় যদি আজ দেশে মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠে এবং যদি পেট্রোলের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারের রীতি দেশে প্রচলিত হয় তবে চিনির কারখানাগুলিত উপকৃত হইবেই অধিকন্তু দেশে পেট্রোলের যোগান হ্রাস পাইলেও তজ্জন্য বেগ পাইতে হইবে না।

যুক্তপ্রদেশ সরকার মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য বিধিব্যবস্থা করিতেছেন। বিহার গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে যুক্তপ্রদেশ সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। এদেশে সুরাসার প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠিলে বিদেশ হইতে পেট্রোল আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া সরকারী রাজস্বের দিক দিয়া কিছু ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক প্রবর্ত্তন করিয়া তাহা পোষাইয়া নিতে পারিবেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট

প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়ার ফ্রান্সে জন্মহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই উদ্দেশ্যে একটী আইন করা হইতেছে। আইনটী নিম্নলিখিত রূপ :—প্রত্যেক নব বিবাহিত দম্পতিকে সরকার হইতে শতকরা বার্ষিক ২ ফ্রাঁ সুদে ২০ হাজার ফ্রাঁ ধার দেওয়া হইবে। প্রথম সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত ২০ হাজার ফ্রাঁ হইতে ৩ হাজার ফ্রাঁ ঋণ মকুব হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তানের জন্মের পরও প্রত্যেকবার ৫ হাজার ফ্রাঁ দম্পতির সাকুল্য ঋণ হইতে বাদ দেওয়া হইবে এবং চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই দম্পতিকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ

১৯৩৯ সালের নূতন মরশুমে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ও অন্যান্য প্রদেশে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তৎসম্পর্কে শেষ সরকারী পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কয়েকটি জিলার বিবরণ এখনও প্রকাশ হয় নাই।

জেলা বা প্রদেশ	আবাদী জমি (একর)	অনুমিত পাট (বেল-৪০০ পাউণ্ড)
আসাম	২,৮১,১০০	৫,৫৭,৩০০
উড়িষ্যা	২২,৫০০	৪৭,৩০০
বিহার	২,৬৫,৫০০	৭;২০,৫০০
ত্রিপুরা রাজ্য	১৩,০০০	২৮,৭০০
কুচবিহার	৩২,৮০০	৬০,৯৫০
হুগলী	১৬,২০০	৪৮,০০০
হাওড়া	৩,২০০	৭,২০০
বগুড়া	৯৫,০০০	৩,০৫,৯০০
ফরিদপুর	২,০৫,০০০	৬,৬১,৬০০
পাবনা	৮০,৮০০	২,৪২,৪০০
ঢাকা	৩,১৯,০০০	১১,৬৭,৬০০
চট্টগ্রাম	২০০	৬০০
২৪ পরগনা	৩০,০০০	৭০,০০০
নদীয়া	৫৭,৮০০	১,৫৮,৮০০
দিনাজপুর	৭১,০০০	২,৩০,৭৫০
দার্জ্জিলিং	৮০০	২,৪০০
রংপুর	৩,১০,০০০	৯,৩০,০০০
নোয়াখালী	৪৫১,৬০০	১,৯০,৯০০

পুস্তক পরিচয়

হ্যাণ্ডবুক অন এভেনিউজ অব এম্প্লয়মেণ্ট—১ম খণ্ড। বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ বিষয়ক পরামর্শ দাতা ডাঃ নবগোপাল দাস পি এইচ ডি, আই সি এস্ কর্তৃক রচিত এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর হইতে প্রকাশিত। দাম—আট আনা।

বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত যুবকদের সমক্ষে বর্ত্তমানে উপযুক্ত বৃত্তি ও চাকুরীর সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। একেত দেশে কর্ম্ম-সংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ তাহার উপর আবার নানাদিকে চাকুরীর যেটুকু সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে বাঙ্গালী যুবকেরা তৎসম্বন্ধে আবশ্যকীয় খবরাখবর তেমন কিছুই রাখে না। এই সময়ে বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা ডাঃ নবগোপাল দাস বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর সুযোগ ও চাকুরীয়া লওয়ার নিয়ম কানুন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সম্প্রতি যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে বলা চলে। এই পুস্তকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস্ সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পোলিস সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য বিবরণ; সামরিক বিভাগের বিভিন্ন দিকে লোক লওয়ার প্রচলিত রীতি; কেন্দ্রিয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ, বেতার বিভাগ প্রভৃতিতে চাকুরিয়া নিয়োগের নিয়ম ও বাঙ্গলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী প্রদানের নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে অতীব নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু রেলওয়ে, পোর্ট ট্রাষ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকুরীর সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। আজ দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যখন বেকার সমস্যার তীব্রতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন এবং তাহাদের অভিভাবকেরাও যখন তাহাদের জন্য কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে সচেষ্ট তখন এই পুস্তকটি যে বিভিন্ন সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর যথাযথ অবস্থা ও সুযোগ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষভাবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কর্ম্মোপজীবিকা নির্ব্বাচনের সুযোগ সুবিধা বর্ণনা করিয়া শীঘ্রই উহার একটি দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইবে। আমরা এই প্রকার পুস্তকপ্রকাশ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি।

বাংলায় ধনবিজ্ঞান—২য় খণ্ড। বাঙ্গলার ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—১৫নং কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা। দাম—৩৲ টাকা।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনা সভায় পঠিত ও উক্ত পরিষদের 'আর্থিক উন্নতি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলায় ধন বিজ্ঞান' নামক পুস্তকের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে রচিত বা আলোচিত হইয়াছিল। উহাদের ভিতর দেশ বিদেশের বিচিত্র আর্থিক সমস্যা ও তাহার তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রহিয়াছে। পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে যেসব প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের—'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূলসূত্র', 'বিশ্বসঙ্কটের অর্থশাস্ত্র, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার 'প্রাদেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ', শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষের 'ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচনে সতর্কতা', শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাসের 'যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ঋণ সমস্যা', শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্তার 'গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের আর্থিক কথা', অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'মাপ ও ওজন', শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'লাক্ষা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী' ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায়ের 'ব্যবসা বুদ্ধির ভবিষ্য-গণনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক বিষয়ে আবশ্যকীয় তথ্য ও বিবরণ জানিবার জন্য এ প্রদেশে লোকের আগ্রহ বর্ত্তমানে ক্রমেই বাড়িতেছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমান পুস্তকটি জনসাধারণের সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

গত ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গশ্রী কটন মিল রেজেষ্টিকৃত হয় এবং ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে সোদপুরে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ১২০ খানা তাঁত লইয়া এই মিলের কাজ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমরা উক্ত মিলের ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বৎসরেও মে মাস পর্য্যন্ত উক্ত মিলে সূতা কাটার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই মাস হইতে মিলে ৪৮৮০টী টাকু বসান হয় এবং উহা হইতে প্রস্তুত সূতায় কাপড় বয়ন আরম্ভ করা হয়। নূতন ব্যবস্থার ফলে আলোচ্য বৎসরে মিলের ৭১ হাজার ৫৯ টাকা লাভ হইয়াছে। উহা হইতে ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে মিলের যে ৪০ হাজার ৩৮০ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করা হইয়াছে এবং প্রেফারেন্স শেয়ার বাবদ ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত অংশীদারদের যে ২৯ হাজার ৬৮৪ টাকা পাওনা ছিল তাহা প্রদান করা হইয়াছে। বাকী ৯৯৪ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

বঙ্গশ্রী কটন মিলের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত মিলের পরিচালকগণ ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬ শত টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম যে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিক্রীত শেয়ারের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার উপর উঠিয়াছে। মিলের পক্ষে উহা একটী খুব উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ কাপড়ের কলই উপযুক্ত পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে উক্ত সুদে টাকা ধার করতঃ তদ্দ্বারা কাজ চালাইতেছে। কিন্তু বঙ্গশ্রীর পরিচালকগণ শেয়ার বিক্রয় লব্ধ অর্থদ্বারাই মিলের কাজ চালাইতে সমর্থ হইতেছেন। উহা কেবল উহার পরিচালকদের কার্য্য তৎপরতার পরিচায়ক নহে—কলের অংশীদারদের স্বার্থের পক্ষেও উহা একটা বিশেষ শুভলক্ষণ।

আলোচ্য বৎসরে মিলের পরিচালকগণ উহার বাড়ীঘর নির্ম্মাণে ৭৪ হাজার ৫৪০ টাকা, কলকব্জা ক্রয়ে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ২১০ টাকা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য ১৭ হাজার ৪৫৩ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। উহার ফলে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ভাগ হইতে কলে ২১৬টী তাঁত এবং ৭৭৯৬টী টাকুতে কাজ চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে উহাতে আরও ৬০টি তাঁত এবং ২৯৩২টি টাকুতে কাজ আরম্ভ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত কলের পরিচালকগণ আরও ১০০টি তাঁত এবং ৫ হাজার টাকুর জন্য অর্ডার দিয়াছেন। এই সমস্ত তাঁত ও টাকুতে কাজ চলিলে কলটি যে একটী বিশেষ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেসার্স সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং এই কলের সেক্রেটারিজ ও এজেণ্টস হিসাবে কলটিকে পরিচালনা করিতেছেন। উহাদের কর্ম্মতৎপরতার ফলেই কলের এত অধিক পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং কলটি উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গশ্রী বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর পরিচালিত বৃহদাকার কাপড়ের কলের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উহার অংশীদারগণ নিয়মিতভাবে ভালরূপ লভ্যাংশ পাইবেন উহাই আমরা আশা করিতেছি। ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতায় কলের হেড আফিস অবস্থিত।

লাইট অব্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা লাইট অব এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের একখণ্ড মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ঐ কোম্পানী আলোচ্য বর্ষে মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে কোম্পানী মোট ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। নূতন বীমা আইন অনুসারে বীমা কোম্পানীসমূহের সরকারী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে যে কড়া বিধান বলবৎ হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে অনেক ছোটখাট কোম্পানীকেই নানা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। খুবই সুখের বিষয় লাইট অব্ এসিয়া ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা জমা দিয়া ঐ বিষয়ে তাহার প্রকৃত যোগ্যতা ও কৃতকার্য্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২৭ হাজার ৩৬৯ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ হাজার ৪৮৯ টাকা ও অন্যান্য দফার আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৩২ হাজার ৫৩১ টাকা আয় হয়। এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৫ হাজার ৩৩০ টাকা ও দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১৭ হাজার ৩১৮ টাকা লইয়া মোট ২২ হাজার ৬৪৮ টাকা দাবী হয়। তাহা ছাড়া কোম্পানী প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১৬ টাকা, অর্গেনাইজেসন বাবদ ৬ হাজার ১১৮ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৯ হাজার ৭০৫ টাকা ব্যয় করেন। কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ হাজার ৮০০ টাকা।

গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৩৬ হাজার ৭৫০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৮০ হাজার ৮০০ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৩০ টাকা দায় দাঁড়াইয়াছিল। উহার বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে তহবিল ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—পলিসি বন্ধকে দাদন ৭ হাজার ২২৭ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২৪১ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৫ হাজার ৭৩০ টাকা, আসবাব পত্র ২ হাজার ৫০৬ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ২ হাজার ৪৫৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ হাজার ৩৩৬ টাকা।

স্বর্গীয় দানবীর রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় লাইট অব্ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা দিক দিয়া উহাকে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল উহার উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য। অনেক প্রকারের বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া উঠিয়া এই কোম্পানীটি বর্ত্তমানে সেই আদর্শের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। কলিকাতায় ২নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে এই কোম্পানীর হেড্ আফিস অবস্থিত।

স্বদেশী হ্যারিকেন লণ্ঠন

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এদেশে হ্যারিকেন লণ্ঠনের খুব প্রচলন হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির গৃহেও এই লণ্ঠন অপরিহার্য্য প্রয়োজন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে এই ধরণের লণ্ঠন প্রস্তুতের জন্য সর্ব্বপ্রথম বোম্বাইয়ে একটা কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ কারখানা উন্নতির পথে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেসার্স সি, কে, সেন এণ্ড কোম্পানীর স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র সেনের উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত আগড়পাড়ায় হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হয় এবং বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন উহার উদ্বোধন করেন। বড়ই সুখের বিষয় যে মিঃ সেনের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। উপরোক্ত কারখানায় প্রস্তুত হ্যারিকেন লণ্ঠন আমেরিকা, জার্ম্মাণী বা চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে আমদানী 'ডিজ' লণ্ঠনের তুলনায় কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে অথচ ঐসব দেশের তুলনায় উহা অধিকতর সুদৃশ্য। সম্প্রতি এই কারখানার পরিচালকগণ আলোক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মশক বিতাড়ণের উপযোগী 'দীপ্তি' নামধেয় এক প্রকার অভিনব ধরণের হ্যারিকেন লণ্ঠন আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাদের প্রস্তুত এই নূতন ধরণের হ্যারিকেনের উপরে একটি বাটীতে 'মারমচ্ছর' নামক একটি ঔষধ রাখার ব্যবস্থা আছে এবং আলোর তাপে ঔষধ হইতে যে সুগন্ধী বাষ্প নির্গত হয় তাহাতে মশককুল বিতাড়িত হয়। অথচ এই বাষ্পে মানুষের উপকার ভিন্ন কোন অপকার হয় না। ম্যালেরিয়ার আকর এই বাঙ্গালা দেশে উপরোক্ত লণ্ঠনের যে খুবই আদর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশে একটী অত্যাবশ্যকীয় নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাতে সাফল্য অর্জ্জন করা এবং গৃহ আলোকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য অভিনব ব্যবস্থা করার জন্য কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ সত্য সত্যই দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় কারখানার হেড-অফিসে খোঁজখবর করিতে পারেন।

সান অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি বাঙ্গলা প্রদেশে সান অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ নামে একটি নূতন বীমা কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। উহা ১০০ টাকা মূল্যের চারি হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ও ২০০ টাকা মূল্যের এক হাজার প্রেফারেন্স শেয়ারে (Cumulative and Redeemable) বিভক্ত। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জ্জি, মিঃ অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এল-এ (সেণ্ট্রাল), পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টর ইন চার্জ্জ মিঃ রাখাল চন্দ্র দত্ত, কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইটিং সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ বি,সি রায় ও প্রবর্ত্তক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ কে পি চ্যাটার্জ্জিকে নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

এদেশে সম্প্রতি বীমা ব্যবসায়ের কতকটা উন্নতি দেখা গেলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দেশের লোকের ভিতর বীমার সত্যিকার প্রসারের দিক দিয়া ভারতবর্ষ আজ সমস্ত জগতের অন্য অনেক দেশের তুলনায়ই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। এই অবস্থায় দেশে উপযুক্ত শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বাড়াইবার যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনই বিবেচনা সম্মত উপায়ে সুপরিচালনার ব্যবস্থা হইলে নূতন কোন কোম্পানীর পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে বলা চলে। যে সব ব্যক্তিকে লইয়া সান অব ইণ্ডিয়ার পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের উদ্যোগ তৎপরতা যথাযথভাবে কার্য্যে নিয়োজিত হইলে নূতন কোম্পানীটি অদূর ভবিষ্যতেই কার্য্য সুরু করিয়া প্রকৃত সফলতার পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। বর্ত্তমান কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কোম্পানীটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত। কার্য্যারম্ভের প্রথম বৎসরেই এক কোটি টাকার কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার আশা ভরসা কার্য্যে পরিণত হইয়া কোম্পানীটি শ্রীবৃদ্ধিমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

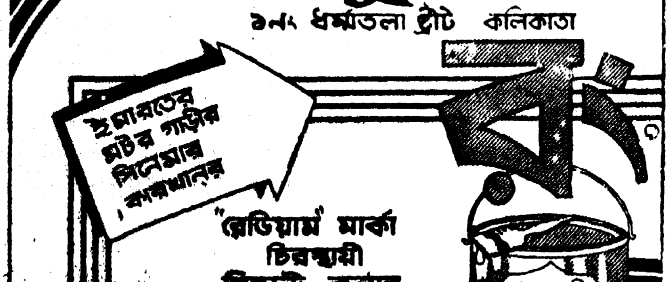
১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতায় এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস অবস্থিত।

সেণ্টিনেল এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সেণ্টিনেল এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী আলোচ্য বৎসরের হিসাবে মোট ১১ লক্ষ ২৯ হাজার ৩০০ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪০২ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২ হাজার ৮৮০ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৪০৫ টাকা আয় হয়। ঐ প্রকার আয় হইতে কোম্পানীমৃত্যু দাবী বাবদ ১৩ হাজার ৪৫২ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২৫১ টাকা, অর্গেনাইজেসন ব্যয় বাবদ ৪ হাজার ৬০০ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে কোম্পানী মোট ২৯ হাজার ১৮৯ টাকা বীমা তহবিলে ন্যস্ত করেন। ফলে বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া ৫৮ হাজার ২৯১ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানী এ বৎসর কার্য্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যয়ের হার অনেকটা উচ্চ বলা যাইতে পারে। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ঐ হার অদূর ভবিষ্যতে বিশেষভাবে হ্রাস করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়।

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর আসামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার সৈয়দ সাদুল্লা এম-এল-এ ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস পরিদর্শন করিতে গমন করেন। স্যার সাদুল্লা অফিস ভবনে সমাগত হইলে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও ডিরেক্টরবর্গ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি অফিসের সমস্ত বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। সর্ব্ববিষয়ে উন্নত বিধিব্যবস্থায়, কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া অল্প সময়ের ভিতর কোম্পানীটি প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছে দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং উহার উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।



মত ও পথ

ভারত ও ইংলণ্ডের কৃষক

ভারত ও ইংলণ্ডের কৃষক এবং কৃষিব্যবস্থার যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া মিঃ এম, মানসিং 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "একজন ইংরেজ কৃষকের সঙ্গে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন "ইংলণ্ডের কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভারতবর্ষের এবং ইংলণ্ডের কৃষকের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান তাহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডে চাষী আছে কিন্তু কৃষককুল বলিতে একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে আমরা ভারতীয়েরা যাহা বুঝিয়া থাকি সেরূপ কিছু নাই। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কোটী কোটী লোক জীবন ধারণের জন্য একমাত্র চাষবাসের উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছে। কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কিছু করিবার মত চিন্তা করার ক্ষমতাও ইহাদের নাই। পরিশ্রমের মজুরী পোষায় বা না পোষায় তাহাতে কিছু আসে যায় না—ভূমির সহিত ইহাদের জীবনের অচ্ছেদ্যবন্ধন স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাটীর সহিত চিরতরে আবদ্ধ এরূপ একটী বিশিষ্ট জাতির সন্ধান ইংলণ্ডে পাওয়া যায় না। কৃষিকার্য্য নানাবিধ পেশার অন্যতম এবং ইহা লাভজনক মনে করিলেই কোন ইংরেজ জীবিকার জন্য চাষবাসে মন দিয়া থাকে। তথায় কৃষিকার্য্য পুরুষানুক্রমিক কিংবা বাধ্যতামূলক নহে। কাজেই কৃষক সম্প্রদায় অফিসের কেরাণী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা দোকানদারের মতই (পেশা) পরিবর্ত্তনশীল। যতদিন পর্য্যন্ত কৃষি দ্বারা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায় ঠিক ততদিনই ইংরেজ কৃষক কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ভারতের কৃষকের মত চিরকালের জন্য অস্থায়ীভাবে মাটীর সহিত জড়িত হইয়া থাকিবার পাত্র সে নয়।

উভয়ের মধ্যে আরও একটী মস্ত ব্যবধান বর্ত্তমান। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ৩ শত হইতে ৬ শত একর পর্য্যন্ত এক একটি খামার (Farm) দেখা যায় এবং কোন কৃষকেরই জমীর পরিমাণ, সম্ভবত ৬০ একরের কম নহে। সেইস্থলে ভারতের একজন কৃষকের গড়ে ৫ একরের বেশী জমি নাই। জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা (Primogeniture) বর্ত্তমান থাকাতেই ইংলণ্ডের কৃষিব্যবস্থা এইরূপ হইতে পারিয়াছে। বড় বড় কৃষিক্ষেত্র থাকার দরুণ বিলাতের কৃষকগণ নূতন নূতন অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা, ফসলের আবর্ত্তন (Rotation), গো-মহিষাদি পালন এবং তৎসঙ্গে শস্য উৎপাদনও করিতে পারে। জাতিভেদ প্রথা যেমন আমাদের মধ্যে ভাগ বিভাগের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসমাপ্ত অংশে পরিণত করিয়াছে তেমনি ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমিও খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া অতি ক্ষুদ্রকারের রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে।

কিন্তু উপরোক্ত নানারূপ সুবিধা সত্বেও ইংলণ্ডের কৃষির কি অবস্থা? ইহা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক। জনসাধারণ কৃষিকার্য্যে বীতরাগ হইয়া বেশী আয় এবং আরামপ্রদ জীবন যাপনের জন্যসহরবাসী হইতেছে এবং পল্লী অঞ্চলসমূহ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের সহর এবং গ্রামাঞ্চলে ২০ লক্ষ লোক একেবারে বেকার বসিয়া আছে। ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্যে লাভবান হওয়া দুরূহ এবং এই জন্যই জনসাধারণ সহরবাসী হইয়া যাইতেছে। ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি এত কম যে ইহাতে দেশের লোকের ৩ মাসের খোরাকিও হয় না। কৃষিজাত পণ্য এতই দুর্ম্মূল্য যে লক্ষ লোকেরই ইহা ক্রয় করিবার মত সামর্থ্য নাই।

পাটের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

পাটের স্বাভাবিক চাহিদা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে হ্রাস পাইতেছে এবং বর্ত্তমানে উহার যে চড়া মূল্য দেখা গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ যে বালুকা পূর্ণ পাটের থলের অসম্ভব চাহিদা—এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বিলাতের জুট রিভিউ পত্র গত আগষ্ট সংখ্যায় লিখিয়াছেন "একটি বিষয় বহুসংখ্যক পাটব্যবসায়ীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ইহা পাটের স্বাভাবিক চাহিদার হ্রাস এবং এই চাহিদা হ্রাসের বিশাল (Enormous) পরিমাণে বালুর থলের চাহিদা হইতে বাদ দিতে হইবে। পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যে যে পাটের প্রয়োজন হয় এবং বিগত ১৮ মাসে এই প্রয়োজনীয়তার কতটুকু হ্রাস পাইয়াছে তাহার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই স্বাভাবিক চাহিদা হ্রাসের পরিমাণ বালুকাপূর্ণ থলের চাহিদা হইতে অনেক বেশী। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে ৯০ লক্ষ বেলের মত অল্প উৎপাদনই আজ ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এস্থলে ব্যবসা বাণিজ্য এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, যেহেতু অনেক দেশেই বহু মজুদ পাট রহিয়া গিয়াছে এবং শিল্পের মারফত এখন পর্য্যন্তও ইহার ব্যয় নাই।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ১লা সেপ্টেম্বর

পয়েলা সেপ্টেম্বরের বিবিধ পণ্যদ্রব্যের মূল্য ভিত্তি রাখিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে গত ১৬ই সেপ্টেম্বরের কমার্স পত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—আমাদের মতে ১লা সেপ্টেম্বরের পণ্যমূল্যকে স্বাভাবিক মূল্য বলা চলে না; কারণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কায় ঐ তারিখের পূর্ব্ব হইতেই পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল। মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার এই তারিখ কেন নির্দ্ধারণ করিয়া নিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইংলণ্ডের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তথায় গত ২৫শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের গড়পড়তা মূল্যকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। একই প্রকার পন্থা ভারতের বেলায় কেন অবলম্বিত হইল না তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞাত। বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক চল্‌তি দর ছিল এই উপায়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হইত।

বেকারসমস্যা ও শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতি দ্বারাই যে ভারতে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব ইহা আলোচনা করিয়া মহীশূর ইকনমিক জার্নেলের গত জুলাই সংখ্যায় উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখিতেছেন, "দ্রুততার সহিত ভারতে শিল্পপ্রসারের প্রশ্ন এবং বেকার সমস্যা যে ওতঃপ্রোত জড়িত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার সমাধান করা ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি। জনমতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকিলে এবং নির্ব্বিঘ্নে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে হইলে শিল্পোন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সম্পূর্ণ নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নীতির অর্থ বর্ত্তমানের বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (Discrimination Protection) পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দেশের জন্য পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা। কোন কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায় হয়ত এই পন্থা অনুমোদন করিবে না। কিন্তু তাহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে এই নূতন নীতি গ্রহণে তাহাদের ভীত হইবার কারণ নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হইবে এবং অন্যান্যস্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের অন্যপ্রকার উপায়ও রহিয়াছে। যাই হউক, ভারতের শিল্পোন্নতি ও বেকারসমস্যাকে যে পৃথক করিয়া দেখা যায়না ইহা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিজ্ঞাপনে কলাকৌশলের অভাব

আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণের প্রচারকার্য্য ও বিজ্ঞাপনে যে কত দোষ রহিয়া গিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজের "বাণিজ্য বার্ষিকীতে" শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী লিখিতেছেন "আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের কদর বাড়িয়াছে বটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার কলাকৌশল এখনও আমাদের আয়ত্ত হয় নাই। সিনেমা দেখিতে গিয়া এখনও আমরা চাউল বা তেলের বিজ্ঞাপন দেখি এবং Share market এর কাগজে এসেন্সের বিজ্ঞাপন দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই না। জায়গা বিশেষে যদি বিশেষ বিশেষ জিনিষের বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় তবে তাহার কিছুই ফল হয় না।

আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনের দু'একটি নমুনা এখানে দিলাম। "চুল উঠা ও চুলের অকালপকতা নিবারণের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ তৈল! দগ্ধস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়"—চুল উঠা দগ্ধ স্থানের জ্বালা দু'কথা একত্রে চিন্তা করিলেই মাথার চুল আরও উঠিয়া যায় না কি? আমাদের দেশের খবরের কাগজে চৈত্রমাসের ফুটিফাটা রৌদ্রের সময়ও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়—"শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন"—বড়দিনের ছুটির সময়ও "পূজা আসিয়া পড়িল সস্তার চূড়ান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি"। এইসব বিজ্ঞাপন দ্বারা বুঝা যায় যে মালিকের বিজ্ঞাপনের দিকে অত লক্ষ্য করিবার অবসর নাই—বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার, দেওয়া হইল—তাহার তাৎপর্য্য রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। এইসব কারণেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ প্রচারকার্য্য করিয়া এখনও আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না। অযথা টাকা খরচ হইতেছে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২২শে সেপ্টেম্বর

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে টাকার বেশ দাবী দাওয়া দেখা গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ট্রেজারী বিলের সুদের হার খুব চড়া বলিয়া ঐদিকে লাভজনক ভাবে অর্থনিয়োগের সুযোগ হইয়াছে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনেও টাকার চাহিদা বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় বাজারে এখন আর বেশী পরিমাণে টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া নাই। এসপ্তাহে বার্ষিক শতকরা এক টাকা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) আদান প্রদান হইয়াছে। এইরূপ বেশী সুদেও বাজারে শেষ পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল।

এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার অনেকটা পূর্ব্বের হারেই বলবৎ ছিল। তবে এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদনের পরিমাণ বেশ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহবান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৯৯।/০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯ পাই দরের শতকরা ৭১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিম ২৸১১ পাই। এসপ্তাহে তাহা ২৸১০ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

যাহাদের টেণ্ডারগৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। আসাম গভর্ণমেণ্ট ৩ মাসের মিয়াদে মোট ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী ২৭শে সেপ্টম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কলিকাতা আফিসে ঐ জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে সেপ্টম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় অদ্য হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৭১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার বিক্রয় হইয়াছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৯ কোটি ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৭০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ১৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২১ কোটি ৯৭ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিনিময়ের বাজারে এসপ্তাহে হার সম্বন্ধে একটা স্থিরতার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডনের বিনিময় বাজারের হারে বিভিন্ন দিক দিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মুদ্রামূল্য বিশেষভাবে নামিয়া যাইতেছিল এক্ষণে সেই বিষয়েও কিছু উন্নতির সূচনা দেখা যাইতেছে। কলিকাতার বিনিময় বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে রপ্তানী বিলের সংখ্যা কম দেখা গিয়াছিল। প্রধানতঃ কেবল পাট ও চায়ের কতকগুলি রপ্তানী বিল উপস্থিত হইয়াছিল।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ দেখা গিয়াছে।

ষ্টার্লিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫ ২৯/৩২ পে
ডি, এ ৩ মাস	„	১ শি ৬ ২১/৩২ পে
ডি, এ ৪ মাস	„	১ শি ৬ ১৫/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১২৯০
গিলডার	„	৫২½
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৪০৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৯৲
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ড)	১৭৭
ষ্টার্লিং-ডলার হার	„	৪·০৪

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২২শে সেপ্টেম্বর

গত দুই সপ্তাহ কলিকাতার শেয়ার বাজারে অবস্থার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হওয়ার পর এসপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে পুনরায় অবসাদের ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু পরে এই অবস্থা কাটিয়া বাজার পুনরায় তেজী হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সহিত জাপানের চুক্তি হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয় ও ১৭ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী পোলাণ্ড প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই দুইটি ঘটনাই অনেকটা আকস্মিক ভাবে সংঘটিত হয়। আর তাহার ফলে যুদ্ধের গতি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিলিত অভিযানের বিরুদ্ধে যাইতেছে বলিয়া অনেকেই ধারণা করিতে আরম্ভ করেন। ঐরূপ ধারণার ফলে নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব সূচিত হয়। কলিকাতার শেয়ার বাজারেও ব্যবসায়ীদের ভিতর একটা আতঙ্কের ভাব সঞ্চারিত হয়। ঐরূপ আতঙ্কের ফলে বাজারে সোমবার দিবস ইঞ্জিনীয়ারীং কোম্পানীর শেয়ার ও পাটকলের শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু পরে রাশিয়ার প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে বাজারের একটা আশা ভরশার ভাব সৃষ্টি হয়। অনেকেই ইহা মনে করিতে আরম্ভ করিল যে রাশিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে মুখ্যতঃ তাহার নিজের স্বার্থের জন্য—জার্ম্মানীকে কোন দিক দিয়া সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে সাহায্য করা রাশিয়ার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ ধারণা সঞ্চারিত হওয়ার ফলে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে পুনরায় উন্নতি দেখা যাইতে থাকে। কলিকাতার বাজারে যদিও দামের হার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্বানুরূপ চড়া হইয়া উঠে নাই তথাপি বাজারের তেজী ভাব এখন সকল দিক দিয়াই সুস্পষ্ট।

কোম্পানীর কাগজ

যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের দাম পূর্ব্বেই নিম্নস্তরে ছিল। রাশিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করায় মিত্র শক্তির জোর অনেকটা কমিবার আশঙ্কা রহিয়াছে ধারণায় এসপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় পড়িয়া যাইতে থাকে। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাজারে ৩॥ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৮৫ টাকার মত। ১৯শে সেপ্টেম্বরের পর্য্যন্ত তাহা ৮১॥ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। কিন্তু পরে রাশিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা আশ্বাসের ভাব সঞ্চারিত হয়। আর তাহাতে দামের হারও পুনরায় কিছু বাড়িতে আরম্ভ করে। অদ্য বাজারে ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৮৩৵ আনা,৩॥ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ৯৪॥৵ আনা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫০) ঋণ ১০৫। আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এ সপ্তাহে তেমন কোন বিরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই। দামের হারও মোটামুটি তেজী আছে। নানাদিক দিয়াই কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ মনে হইতেছে। সেকারণে কয়লা কোম্পানীর শেয়ারের উপর লোকের আস্থার ভাব অপেক্ষাকৃত বাড়িবার কথা। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩৫৮ টাকায় ও ইকুইটেবল ৩৭৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটের থলে ও চটের দাম কমিয়া যাওয়ায় এসপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে পাটকলের শেয়ারের দাম কিছু নামিয়া গিয়াছিল কিন্তু পরে চটের দাম পুনরায় বাড়িয়া যাওয়ার জন্য ও পাটকলের বন্দের সময় বৃদ্ধির ফলে পাটকল শেয়ারের দামও আবার কিছু বাড়িয়াছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৬২॥৵ আনা, কামারহাটী,৫৬৭ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৭৯ টাকা, ন্যাশনেল ২৬৮ আনা ও ও নদীয়া ৬৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

রাশিয়ার সহিত জাপানের চুক্তি ও রাশিয়া কর্ত্তৃক পোলাণ্ড আক্রমনের সংবাদে এসপ্তাহের প্রথমদিকে ইণ্ডিয়াণ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৩০॥০ আনা পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। পরে ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে দামের হার আবার কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ৩৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৫ই সেপ্টেম্বর ৮৬।০, ৮৫৸০, ৮৫৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৮৮॥৵০, ৮৯।০, ৮৯৶০, ৮৯৵০, ৮৮৸৴০, ৮৮৸৵০, ৮৮৸৴০, ৮৮।৵০, ৮৮৲, ৮৮।৶০, ৮৭॥৵০, ৮৭।০, ৮৬।০, ৮৬॥০, ৮৬।০, ৮৫৲, ৮৪।০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৮৩৵০, ৮২॥০, ৮৩৵০, ৮২৸০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮১॥০, ৮২৲, ৮২॥০, ৮২॥৵০, ৮২৸০, ৮২৸৵০, ৮৩৶০, ৮৩।০, ৮৩।৵০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৮৩৵০, ৮৩।০, ৮৩।৴০ ৮৩৶০, ৮৩॥৵০, ৮৩।০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৮৩।৵০, ৮৪৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৮৯॥৶০, ৯০৲, ৮৯৸০, ৮৮॥০, ৮৮॥৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৯॥০, ৯৯॥৴০, ৯৯।৵০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৯৫৸০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৯৫।৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ১০০৸৶০, ১০০৸৵৬ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১০০৸০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ১০১।০, ১০১।৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১০৪॥৵০, ১০৫৸০, ১০৫৸৵০ ১০৫৵০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১০৩॥০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১০৩।৵০, ১০৪॥০, ১০৪।৴০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১০৪।০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে সেপ্টেম্বর ৯৩৸০, ৯৪৲ ৯৪।৵, ৯৪॥০, ৯৪॥৵, ৯৪॥৶০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৯৪॥৴০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৫ই সেপ্টেম্বর ৯৭৲, ৯৫৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৯২॥০, ৯৫॥০, ৯৭৲, ৯৫৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪৲, ৯৫৲, ৯০৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৯২৲, ৯৫॥০ ;

২০শে ৯৫৲, ৯৬৲ ; ২১শে ৯৫৷৷০, ৯৬৷৷০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (আদায়ী) ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৩০৮৲, ১৩১৫৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১২৯৫৲, ১২৯২৲ ১২৯৮৷৷০ ; ২০শে (কণ্টি) ৩১০৲, ৩১২৲, ৩১৬৲ ; (সঃ আদায়ী) ১২৯৬৷৷০, ১৩০৬৷৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর (সঃ আদায়ী) ১৩০০৲, ১৩০৬৷৷০ ।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল—১৫ই সেপ্টেম্বর ৪৶০, ৪৷০, ৪৷৷৶ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৪৶, ৪৷০, ৪৷৷৶ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৪৸০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৪৷৶, ৪৸০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৪৷৷৶, ৪৸/, ৪৸৶, ৫৲। ডানবার—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৬১৲, ১৬৩৲ ; ১৬ই ১৬২৲, ১৬৩৲। মোহিনী মিলস—২০শে সেপ্টেম্বর ৯৲। কেশোরাম—১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৶, ৬৷০, ৬৷৶ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬৷৶০, ৬৷/০, ৬৸৶, ৬৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৷০ ।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৭০৲, ৩৬৮৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৪২৲, ৩৬৮৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৩৫৪৲, ৩৫০৲, ৩৫৫৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর [illegible], ৩৫২৲, ৩৪৯৲, ৩৪৭৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৩৫৭৲ ৩৫৬৲ ; ২১শে। ইকুইটেবল—১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৬৸০, ৩৭৲, ৩৭৷৷০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৫৷৷৶, ৩৭৷০, ৩৭৷৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৩৬৲, ৩৫৷৷০, ৩৬৷৶ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩৫৸৶, ৩৬৷০, ৩৫৷৷৶, ৩৫৸০ ৩৬৶ ; ২০শে। হরিলাদী—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৩৶, ১৩৷০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ১২৸০, ১৩৷৷৶, ১৩৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১২৸৶, ১৩৷৶ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১২৷০, ১২৷৶, ১৩৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৩৷৶০। রাণীগঞ্জ—১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৪৷৷০, ৩৪৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৩৸০, ৩৪৷৷০, ৩৪৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩৪৲, ৩৩৲, ৩৩৷০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৩৩৷৷০, ৩৪৲। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—১৫ই সেপ্টেম্বর ৩২৶, ৩৩৲, ৩২৷০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩১৷৷০, ৩১৸০, ৩১৸/, ৩১৲। মুণ্ডুলপুর—১৫ই সেপ্টেম্বর ৯৲, ৯৷০, ৯/, ৯৷৷০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৮৸৶, ৯৷৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৮৸০, ৯৲, ৮৷৷০। নিউ বীরভূম—১৫ই সেপ্টেম্বর ২০৷০, ১৯৷৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৸/, ১৯৷০। ধেমো মেইন—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৩৷০, ১৩৷৷০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৩৷০, ১২৸০, ১৩৷৷০, ১৩৷৶ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৩৷৷০, ১৩৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১২৸০, ১৩৲, ১২৸৶, ১৩৶ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১২৸০, ১৩৷০, ১৩৶ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ১৩৷০, ১২৸০, ১২৸৶, ১৩৲। জয়ন্তীসেণ্ট্রাল—১৫ই সেপ্টেম্বর ২৶, ২৷০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৸৶, ২৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ২৶। বারকর—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৲, ১৫৷০, ১৪৷৷৶, ১৪৷৷০, (প্রেফ) ১৩১৲, ১৩২৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৪৷০, ১৪৸০, ১৫৲, ১৫৷০, ১৪৷৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৩৸০, ১৪৷০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৪৶, ১৪৷০, ১৪৷৷০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৪৷৷০, ১৪৸০, ১৪৷৷৶।

পাটকল

বালী—১৫ই সেপ্টেম্বর ২২৮৲, ২৩০৲, ২২৬৲, ২২৮৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০৪৲, ২৩১৲, ২২৮৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ২১২৲, ২০৬৲, ২১০৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০৩৲, ২১১৲, ২১০৲, ২১২৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ২১৮৲, ২২০৲, ২২১৷৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ২১৯৲, ২২২৲। বিড়লা—১৫ই সেপ্টেম্বর ২০৷৷০, ২০৸০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০৷৶, ১৯৷৷৶, ২০৸০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৷৷০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৷০, ১৯৷৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৶, ১৯৸০, ২০৲। গৌরীপুর—১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৬৫৲, ৬৭৫৲, ৬৭০৲ (প্রেফ) ১২৪৲, ১২৫৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২০৲, ৬৭৬৷৷০, ৬৭০৲, (প্রেফ) ১২০৲, ১২৫৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৩৫৷৷০, ৬৩২৲ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৬৫০৲, ৬৪৫৲, ৬৫০৷৷০। হাওড়া—১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৩৸৶, ৬৪৲, ৬৪৷৷০, ৬২৷৷৶ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬০৷০, ৬৪৷৷০, ৬৩৷৷০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৬১৶, ৬০৸০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৫৯৷৷০, ৬০৷৷০, ৫৯৸৶, ২০শে সেপ্টেম্বর ৬১৷৶, ৬২৸০, ৬১৷৶ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৬১৶, ৬১৸৶, ৬১৷৶, ৬১৸/। হুকুমচাঁদ—১৫ই সেপ্টেম্বর ৪৸৶, ৪৷৶, (প্রেফ) ৫২৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর (প্রেফ) ৫৩৲, ৪৭৲, ৫২৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৪৲, ৪৷৶, ৪৷৶, ৩৸৶, ৪৷০, (প্রেফ) ৫০৲, ৪৯৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪৲, ৪৶, ৪৷/, ৪৷০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৪৶, ৪৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৪৷০, ৪/, ৪৷/। কামার হাটি—১৫ই সেপ্টেম্বর ৫৮১৲, ৫৮০৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৫৪২৲, ৫৮১৲, ৫৭০৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৫৫২৲, ৫৫০৲ ; ১৮শে সেপ্টেম্বর ৫৫৩৲, ৫৪০৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৫৫৩৲, ৫৬১৲, ৫৫৫৲ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৫৬০৲ ; ন্যাশানাল—১৫ই সেপ্টেম্বর ২৬৸৶, ২৭৷৷০, ২৬৸০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ২৫৸০, ২৭৷৷০, ২৬৸০ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ২৫৷৷০, ২৫৷০, ২৪৸৶০, ২৫৷৷/ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ২৫৷০, ২৪৷৶০, ২৪৸৶০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ২৫৸০, ২৬৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ২৫৷৷৶, ২৫৸৶, ২৫৸৶, ২৬৷০ ; নদীয়া—১৫ই সেপ্টেম্বর ৫১৲, ৫৩৷৷০, ৫২৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৪৯৲, ৫৩৷৷০, ৫২৲ ; ১৮ই ৪৭৷৷০, ৪৮৷৷০, ৪৯৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪৮৸০, ৪৭৲ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৫১৷৷০ ৫২৲, ৫৩৲, ৫২৲। রিলায়ান্স—৬৮৸০, ৬৯৷০, ৬৮৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬৪৷৷০, ৬৮৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৭৸০, ৬৭৷৷০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৬৮৲, ৬৮৷৷০ ৬৭৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৬৮৷৷০, ৬৮৸০, ৬৮৲ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১৫ সেপ্টেম্বর ৬৷৷৶, ৬৸০, ৭৲, ৬৷৷৶ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৭৲, ৬৸০, ৭৷/, ৬৷৷৶ , ১৮ই সেপ্টেম্বর ৬৷৶, ৬৷৷/, ৬৸০, ৬৶ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৲, ৫৸৶, ৬৷৶, ৬/০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৬৶, ৬৷৶, ৬৷৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৬৷৶, ৬৷৷০, ৬৸০, ৬৷৷/০। কনসোলিডেটেড টীন—১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৫৷৷০, ৬৷০। ইণ্ডিয়ান কপার—১৫ই সেপ্টেম্বর ২৷৷৶, ২৸/, ২৷৷৶ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ২৷৷৶, ২৸৶, ২৷৷০, ২৷৶ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ২৷০, ২৷৶, ২৷৷০, ২৷৶ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ২৷৶, ২৷৷/, ২৷৷৶, ২৷৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ২৷৶, ২৷৷/, ২৷৷৶, ২৷৷/। রোডেসিয়া কপার—১৬ই সেপ্টেম্বর ১৷৷০, ১৷৶, ১৷৷০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৷৷০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ১৶, ১৷০ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৬/, ৩৬৷৶, ৩৬৶, ৩৫৷৷০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৪৷৷৶, ৩৭৲, ৩৬৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৩২৷৷০, ৩১৷০, ৩২৷৷৶ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩০৸৶, ৩০৷৷০, ৩১৸৶, ৩২/, ৩১৸০ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৩২৷৷৶, ৩৩৷৷৶, ৩২৸০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৩২৸০, ৩৩৲, ৩৩৷/, ৩৩৷৷, ৩৩৶, ৩৩৷০। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—১৫ই সেপ্টেম্বর (অডি) ৮৷৷০, ৮৸০ , ১৬ই

সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৮॥/, ৮৸৵, ৮৸৹ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮॥৹, ৮৸৹ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৮৸৹। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস—১৫ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪১৲, ৪২৷৹ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৯৲, ৪২৷৹ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩৩॥৹ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৩৩৲, ৩৩॥৹ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৪৩৸৵, ৪৪৲, ৪৪৸৹। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—১৫ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪৷৹, ৪৷৵ ; (প্রেফ) ৯৪৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩॥/, ৪৷৵ ; ২৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪৷৵, ৪॥৹ ; (প্রেফ) ৮৪৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪৵ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৪/, ৪৵, ৪৷৹, ৪৶ ৪৷/ ; ২১শে সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪/, ৪৲, ৪৷৹ ; (প্রেফ) ৮৪৲। ষ্টীল কর্পোরেশন—১৫ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ১৬॥/, ১৬৸৵, ১৬॥৹ ; (প্রেফ) ১৩৮৲, ১৩৯৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৬॥৵, ১৭৸৵, (প্রেফ) ৯১৲, ৮৮৲, ৯০৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ১৬৸৹, ১৬/, ১৭৷৹ ১৭৵ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ১৬৷৵, ১৬৸৹, ১৩৸৶, ১৭৷৵, ১৭॥৹, ১৬৸৶, (প্রেফ) ৮৬৲, ৮৭৲; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৭৲, ১৮৷৹, ১৬৸৵, ১৬৸৶, ১৭৵, ১৬॥৵, ১৬৸৹ ১৭৲ ; (প্রেফ) ৮৭৲, ৮৮৲, ৮৬৲, ৮৫৲ ; ২১শে ১৬৸৶, ১৭৷৵, ১৬৸৵, ১৭॥/, ১৭৷৹।

বিবিধ

বি আই, কর্পোরেশন—১৫ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৩৸/, ৩৸৶, (প্রেফ) ১৩৮৲, ১৩৯৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩৸৶, ৩৸৶, (প্রেফ) ১৪০৲, ১৩৮৲, ১৩৯৲ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩৸ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩৷৶, (প্রেফ) ১৭৩৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩॥৶, ৩॥/ ; ২১শে ৩॥৹, ৩॥৵, ৩৸, ৩॥/, ৩॥৶, ৩॥/, (প্রেফ) ১৩৭৲, ১৩৮৲, ১৩৯॥৹। বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—১৫ই সেপ্টেম্বর ৪৸৵, ৫৲ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৪৸৵, ৫৷৶, ৫৲ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪॥৵, ৪৸৵ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৪॥৵, ৪৸৵, ৪৸/ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৪৸৹। মেদিনীপুর জমিদারী—১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৭, ৬৫॥৹, ৬৬॥৹ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬৪৷৹, ৬৭॥৹, ৬৬॥৹ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৬৲ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ৬৬৲। বেঙ্গল পেপার—১৬ই সেপ্টেম্বর ৯৩॥৹, ৯৪৲। বেঙ্গল কেমিকাল—১৬ই ৩৫৮৲, ৩৬০৲, ৩৫৭৲ ; ১৮ই ৩৫৫৲। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ—(প্রেফ) ১॥৵।

চিনির কল

বলরামপুর—১৫ই সেপ্টেম্বর ১০। ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ৮৷৹, ৮॥৹, ৮॥/ ; ২০শে সেপ্টেম্বর ১০৲ ; ২১শে ৯॥৵, ৯৸৵। কানপুর—১৫ই ২১৷৹, ২১॥৹ ; ১৮ই ২০৷৹, ২১৲ ; ১৯শে ২০৸৹, ২১৲ ; ২১শে ২০৷৵৹, ২১৲, ২০৸৹। চম্পারণ—১৫ই ১৫৲ ; ১৯শে ১৫৷৹ ; ২০শে ১৪॥৹ ; ২১শে ১৫৲ ১৫৷৹। নিউ সাভন—১৫ই ৯৵, ৯৷৵, ৯॥ ; ২১শে ৮৸৹। রেজা—১৫ই ১৪৵, ১৪॥৹ ; ২০শে ১৪৷৹, ১৪॥৹, ১৪৵। সমস্তিপুর—১৫ই ৮৲ ; ১৮ই ৮৸৵ ; ১৯শে ৮৵ ; ২০শে ৮৵, ৮৷৵, ৮৷৶ ; ২১শে ৮৲, ৮৷৹, ৮৷৵।

পাটের বাজার

কলিকাতা ২৩শে সেপ্টেম্বর

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের বিশেষ তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ফলে দামের হারও সর্ব্বোচ্চ ৬২॥ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। এসপ্তাহে সে তুলনায় বাজারে দরের হার কতকটা নিম্ন দেখা গিয়াছে। চটের বাজারে মন্দা দেখা যাওয়ায় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৫৭৷৵ আনার বেশী উঠে নাই। ৩০শে তারিখ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৫ কোটি থলের অর্ডার পাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। আর তাহার ফলে দামের হার চড়িয়া উর্দ্ধে ৫৯৸৵ আনা হয়। কিন্তু পরদিন হইতে তাহা আবার কিছু কিছু করিয়া নামিয়া যাইতে থাকে। গতকল্য বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর মাত্র ৫৭৸৵ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অদ্য ৫৭৸৵ আনায় বাজার খুলিয়া ও দরের হার নিম্নে ৫৬৷৵ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫৭৷ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৮ই সেপ্টেম্বর	(হিন্দু পর্ব্ব উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল)		
১৯শে „	৫৭৷৵	৫৪৵	৫৫৵৹
২০শে „	৫৯৸৵	৫৫৵	৫৭৸৵
২১শে „	৫৮৵	৫৫৵	৫৬॥৵
২২শে „	৫৭৸৵	৫৬৷৹	৫৭॥৵
২৩শে „	৫৭৸৵	৫৬৷৵	৫৭৷৹

এসপ্তাহে প্রধানতঃ দুইটি কারণে পাটের দরের তেজীভাব প্রতিহত হইয়াছে। প্রথমতঃ পাটকলওয়ালারা পাটের দরের হার উর্দ্ধাভিমুখী দেখিয়া বর্ত্তমানে জোট বন্দীভাবে পাটের দর হ্রাসের একটা ফন্দী অবলম্বন করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পাট সর্ব্বোচ্চে কি দরে ক্রয় করা হইবে ইতিমধ্যেই তাঁহারা তৎবিষয়ে একটা রফা করিয়া লইয়াছে এবং সেইরূপ স্থিরীকৃত দরের চেয়ে বেশী দরে পাট কিনা তাঁহারা একরূপ বন্ধ করিয়াছে। উহাদের এই কারসাজির ফলে পাটের দর যেরূপ চড়া উচিৎ কার্য্যতঃ সেরূপ চড়িতেছে না। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা সরকার এবারের পাট ফসল সম্পর্কে যে শেষ পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিতেছেন তাহার ফলও নানা কারণে পাটের দর বৃদ্ধির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত কল্য পর্য্যন্ত যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৪২ ভাগ পরিমাণে বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অনুমান করিতেছেন। এবার কিছু বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া বাজারের একটা ধারণা থাকিলেও তাহা যে এত বেশী হইবে তাহা কেহই মনে করিতে পারে নাই। কাজেই

সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইতে থাকার সঙ্গে বাজারেও একটা অবসাদের ভাব সৃষ্টি হইতেছে।

পাট সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের শেষ পূর্ব্বাভাস এখনও সমস্ত প্রকাশিত হয় নাই। কাজেই এসম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবারও সময় আসে নাই। তবে এপ্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে যেরূপভাবে বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর পাটের পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে সরকারী বরাদ্দের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারা যায় না। গত কতিপয় বৎসর যাবৎ প্রায় প্রতিবৎসরই গভর্ণমেণ্ট সমভাবে পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে প্রথমে একটি বড় রকম ধারণা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন আর শেষ পর্যান্ত তাহা প্রকৃত উৎপাদনের তুলনায় অত্যধিক বলিয়াই প্রমানিত হইতেছে। এবৎসর গত বৎসরের তুলনায় কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। কিন্তু কম জমিতে পাটের চাষ হইলেও বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট বরাদ্দ করিতেছেন। এই অনুমান শেষ পর্য্যন্ত কতদূর পরিমাণ সত্যে পরিণত হইবে তাহাই দেখিবার বিষয়।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে বেশী কিছু বিকিকিনি হয় নাই। পাটের সর্ব্বোচ্চ দাম সম্বন্ধে পাটকলওয়ালাদের ভিতর একটা রফা হইয়াছে আর সে অনুসারে মাত্র সামান্য পরিমাণ পাট বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে রপ্তানী কারকেরা রপ্তানী সম্বন্ধীয় অসুবিধার জন্য বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই। তবে দামের হার চড়া আছে। গতকল্য বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দাম দাঁড়াইয়াছিল প্রতি বেল ৫৩৸০ আনা।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ৯ পোর্টার চটের দাম ১৪॥৵০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৮৷০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ছিল ১৪৲ টাকা ও ১৭৷০ আনা।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২২শে সেপ্টেম্বর

এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে সোনার দামের হার প্রতি আউন্স ৮ পা৹ ৮শিলিং হারেই (সরকারীভাবে স্থিরিকৃত) বলবৎ ছিল। তবে যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত থামিয়া যাইতে পারে বলিয়া জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকায় বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নামিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল ৪২ টাকা। ১৮শে তারিখ তাহা নামিয়া ৪১৵০ আনা হয়। ২১শে তারিখ তাহা চড়িয়া ৪২।৵ আনা দাঁড়ায়। অদ্য ২২শে সেপ্টেম্বর তাহা ৪১৴০ আনা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি সোণার দর ৪০॥০ আনা, বড়ালবার ৪০।৵, গিনি ২৬৸০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪১ টাকা, ৪০৸৵ আনা ও ২৭৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় ও বাজারে জল্পনা কল্পনার ভাব বলবৎ থাকায় লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহে রূপার দর বেশ চড়া ছিল। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২২-৯/১৬ পেনী। ১৯শে তারিখ তাহা ২৩-৯/১৬ পেনী হয়। ২০শে তারিখ তাহা ২৩½ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে তাহা ২৩¼ পেনী হারে বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৬০॥ আনা। ১৮শে তারিখ তাহা ৫৭॥ আনা হয়। ২০শে তারিখ তাহা আবার ৬০॥ আনা দাঁড়ায়। [illegible] সেপ্টেম্বর তাহা হয় ৬৩৲ টাকা। অদ্য বাজারে ঐ হারেই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম [illegible] আনা [illegible] ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে [illegible] টাকা [illegible]

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষ দিকে বাজার বন্ধের সময় ডলারের সহিত ষ্টার্লিংএর বিনিময় হার হ্রাস পাইবার ফলে তূলার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তৎপর পুনরায় ষ্টার্লিংএর বিনিময় হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবার ফলে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে ভারতে তূলার কাটতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনায় এবং জাপানে তূলা রপ্তানীর বাণিজ্যও বলবৎ থাকিবে আশায় বোম্বাইএর বাজারে তেজী ভাব বজায় ছিল। বোম্বের এপ্রিল মে ২১৪৲ টাকায় বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৮৭৷৷০ ছিল। তাহার ডিসেম্বর জানুয়ারী পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৭২৷৶০ আনার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে উহার মূল্য ২০১৲ টাকা দাঁড়ায়। বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য ১৬০৲ দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৪৩৷৷০ আনা ছিল।

বিদেশের বাজারসমূহে মন্দা গিয়াছে। লিভার পুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৯·৭৩ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৭·১৯ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিংস্পট ৯০৩ সেণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৮·৮৪ সেণ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত অক্টোবর ও ডিসেম্বরের দর যথাক্রমে ৮·৯৪ এবং ৮·৭৯ টাকা ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বায়ের বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

তারিখ		বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা ডিসে-জানু	বেঙ্গল ডিসে-জানু
সেপ্টেম্বর	১৫	২১১৷৷০	২০০৸০	১৬২৸০
,,	১৬	২১৫।০	২০৪৲	১৬৪।০
,,	১৮	২১১৲	১৯৮৲	১৫৭৷৷০
,,	১৯	২০৩৷৷০	১৯১৲	১৫০৷৷০
,,	২০	২১৪৲	২০১৲	১৫৯৲
,,	২১	১১৬৲	২০১৷৷০	১৬০৲
এক বৎসর পূর্ব্বে		১৫১।	১৩৪।৶	১১৩৶
দুই বৎসর পূর্ব্বে		১৮৩৷৷০	১৪০৷৷	১৬৪৷৷

কাপড়

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে অধিকতর আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। তূলার মূল্য বৃদ্ধি এবং জাপান ও ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত অগ্রিম কারবারে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবার ফলে কাপড়ের ব্যবসায়ীগণ ভালরূপ লাভের আশা করিতেছে। তূলা, রঞ্জন দ্রব্য এবং মিলের অন্যান্য যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি পাইবার জন্য দেশী মিলসমূহ বেশী দর দাবী করিতেছে। পূজা উপলক্ষে কাপড়ের কাটতি স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে। এতদ্ব্যতীত জাপানের কাপড়ের প্রতিযোগিতার বৃদ্ধি পাইবার কোন আশঙ্কা নাই। দেশী কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবার ফলে মিলসমূহের লাভের পরিমাণ খুব বেশী দাঁড়াইবে না, তবে বস্ত্রশিল্পের যে উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল মিলের এবং ব্যবসায়ীদের হাতে মজুদ বেশী আছে তাহাদের পক্ষে অধিক লাভ পাইবার আশা রহিয়াছে।

সুতা

কলিকাতা ২১শে সেপ্টেম্বর

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রায় সমস্ত প্রকার সুতার মূল্যই বৃদ্ধি পায়। ফাটকাওয়ালাগণ এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ মূল্যের নিম্নগতি দৃষ্টে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। অপর পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের তাঁতিগণ বর্ত্তমানে উচ্চমূল্যে সুতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ ভবিষ্যতে লাভের আশায় কতিপয় শ্রেণীর সুতা ক্রয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁহাদের ধারণা এই যে যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে লাভবান হইতে পারিবে। মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিরতি হইবে এই গুজবে আবার সুতার বাজারে কর্ম্মোৎসাহ হ্রাস পায়। মোটের উপর বর্ত্তমানে অনিশ্চিত অবস্থায় তাঁতিগণ বা প্রত্যেক ব্যবসায়ীগণ সুতা ক্রয় সম্পর্কে কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছে না।

হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে যথেষ্ট কথাবার্ত্তা চলিতেছে তবে ভারতীয় মিলসমূহ অত্যধিক মূল্য দাবী করিতেছে বলিয়া কার্য্যতঃ কোন কারবার সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তা, ভাড়ার এবং যুদ্ধজনিত বীমা প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে।

জাপানী ও সাংহাই সুতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই দুই শ্রেণীর সুতার মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় প্রতি ঘণ্টায় উহার হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। জাপানী তাঁতিগণ তূলা পাওয়ার অসুবিধায় ভাড়ার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে অধিক মূল্য দাবী করিতেছে এবং তাহারা উৎপাদনের পরিমানও শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র ফাটকা ওয়ালা এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে।

কৃত্রিম রেশম সুতা—ইটালীয় সিণ্ডিকেট এই শ্রেণীর সুতা বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে নাই জন্য আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করে। স্থানীয় মিল সমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে জাপানী সুতার মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্দ্ধিত ভারার হার, জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে নূতন কোন অগ্রিম কারবার প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বিশেষ প্রয়োজনীয় ধরণের সুতা অধিক মূল্যেও বিক্রিত হইয়াছে। মোটের উপর সুতার বাজারের ভবিষ্যত আশাপ্রদ।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর

গত ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য চায়ের ১৫ নং নীলাম সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য—আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর মোট ৩৩ হাজার ৩ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৯ হাজার ৩৪৮ বাক্স চা গড়ে ৷৷৵৫ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত ১৯৩৮ সালের এই নীলামে প্রতি পাউণ্ড ৷৷/৫ পাই দরে ২৪ হাজার ৪০২ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে ৷৷৶৬ পাই দরে ২৪ হাজার ৭৫৯ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য নীলামে বিদেশের বাজারের জন্য চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ইরানী ব্যবসায়ীগণ অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে টি, পি শ্রেণীর চায়ের মূল্য ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে চায়ের বাজার বেশ তেজী ছিল। ফ্যানিংস ৷৷৴০ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—সবুজ ধরণের চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের চড়া মূল্য এ সপ্তাহেও বজায় ছিল। গুড়া এবং অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের প্রতি ব্যবসায়ীগণ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উহা চড়া মূল্যেও বিক্রয় হয়। আলোচ্য সপ্তাহে গুড়া চা ১৪ হাজার ৩৩৫ বাক্স এবং অন্যান্য শ্রেণীর চা ৯ হাজার ৩৪১ বাক্স বিক্রয় হয়। উহার মূল্য যথাক্রমে গড়ে।২ পাই এবং।১ পাই ছিল।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

ধান—সাদা মোটা ২৷৷০-২৷৷/ গোমারা ২৩নং পাটনাই ২৸৶-২৸৶১০ মাঝারি ২৷৷৶০; দাদশাল ২৸৶০-৩৲ চিনি আতপ ৩৲; রূপশাল ২৸৶; সাধারণ পাটনাই ২৷৷/; কাটারীভোগ ২৸৶১০-৩৲; হামাই ২৸৶:৩৲; হোগলা ২৷৷০-২৷৷/।

চাউল—রূপশাল (কল) ৪৸/১০; জটা বাঁশফুল ৪৸৶; দাদখানী ৪৷৷৶; ২৩নং পাটনাই ৪৸১০-৪৸/০।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ২৫২ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমান ২ হাজার ১৩৭ টন ছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৯৫ হাজার ৩৭১ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে এই সময়ে উহার পরিমান ৭৯ হাজাজার ৮২১ টন ছিল।

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮ কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ২রা অক্টোবর সোমবার ১৯৩৯ | ২২শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৩৭-৬৩৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৪৪-৬৫১
পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ	৬৪০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬৫২-৬৫৩
বাংলায় লবণ শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা	৬৪১	মত ও পথ	৬৫৪
ভারতের রসায়ন শিল্পের সুযোগ	৬৪২-৬৪৩	বাজারের হালচাল	৬৫৫-৬৬২

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে যে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন তাহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে এবং উহাতে বিপুল পরিমাণ লোকবল ও অর্থবল বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। ভারতবর্ষ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে এই লোকবল ও অর্থবল দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে। এই জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা গান্ধীকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। গত সপ্তাহে বড়লাট পুনরায় মহাত্মাজিকে ডাকিয়া নিয়া সলাপরামর্শ করিয়াছেন। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজির আলাপ আলোচনা ও কংগ্রেসের প্রস্তাবের ফলে দেশবাসীর ধারণা জন্মিয়াছিল যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে এবং কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ও সম্মতিক্রমে সমগ্র দেশ অর্থ ও লোকবল দিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে সিমলায় এরূপ গুজবও রটিয়াছিল যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মিলিতভাবে যে দাবী পেশ করিবেন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহাই মানিয়া লইবেন বলিয়া বড়লাট মহাত্মাজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আর একটা গুজব প্রকাশ পায় যে আপাততঃ শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারিয়কে প্রধান মন্ত্রী করিয়া একটী অস্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। [illegible] এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বিরোধের একটা স্থায়ী মীমাংসা হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছিল। কিন্তু লর্ড সভায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতি পাঠ করিয়া অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। যাহা হউক আমরা আশা করি—যে উচ্চ আদর্শ লইয়া ইংলণ্ড বর্ত্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষেও প্রযুক্ত হইবে এবং ভারতবাসী স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকতার সহিত অর্থ ও লোকবল দিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডকে সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হইতে পারিবে।

পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ

বর্ত্তমান বৎসরে পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে সরকারীভাবে যে বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এবার ৯৬৷৷০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর শেষ বরাদ্দে ৬৬ লক্ষ ৯৬½ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। এবার তাহা সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে গত বৎসর ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই গত বৎসরের তুলনায় এবার ২৮ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপন্ন হইবে—উহাই সরকারী সিদ্ধান্ত। কিন্তু চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে বলা হইতেছে যে গত বৎসর অন্ততঃ ৮০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এবার ১ কোটি ৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কাজেই তাঁহাদের মতে গত বৎসরের তুলনায় এবার ২৫ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্ট যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে বলা হইতেছে যে এবার গত বৎসরের তুলনায় ২৮ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। যাহারা [illegible] পাটের অবস্থা [illegible] দেখিয়াছেন তাঁহাদের ধারণা যে

এবার গত বৎসরের তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও তাহা ২৮ লক্ষ বেলের মত বেশী হইবে না। চটকলওয়ালাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের হিসাব হইতেও তাহা কতকটা সমর্থিত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যে বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান বৎসরে উৎপাদনযোগ্য পাটের পরিমাণ অনাবশ্যকরূপে ফাঁপাইয়া তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। চটকলসমূহ পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া দিয়া পাটচাষীর যে ক্ষতি করিতেছেন তাহাতে কার্য্যতঃ সায় দিয়া বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীর বিশেষ ক্ষতিসাধন করিতেছেন। ইহার উপর পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে ভ্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া তাঁহারা পাটচাষীর আরও ক্ষতির কারণ হইলেন।

বস্ত্র ও লবণের নিয়ন্ত্রণ

গত সপ্তাহে আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে নানা কারণে ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল—কাজেই গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের দরকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমানে বস্ত্রের মূল্য যদি শতকরা মাত্র দশ টাকা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতি অবিচার করা হইবে। কিন্তু লবণের মূল্য বৃদ্ধির জন্য লবণের কারখানার মালিকগণ যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার কোন যুক্তিযুক্ততা নাই বলিয়া আমরা মত প্রকাশ করি। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের প্রাইস কনট্রোলার কতিপয় পণ্যদ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার মধ্যে বস্ত্র ও লবণের দরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধে প্রাইস কনট্রোলার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে ১৬নং পর্য্যন্ত সূতার প্রস্তুত বস্ত্র গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের দরের তুলনায় শতকরা ১৫৲ টাকা এবং ১৬ নম্বরের অধিক হইতে ২০নং পর্য্যন্ত সূতার প্রস্তুত বস্ত্রে রমূল্য শতকরা ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি করা চলিবে। উহা অপেক্ষা মিহি বস্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। বস্ত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পরিচালকগণের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে প্রাইস কনট্রোলার যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে দেশের জনসাধারণের তরফ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইবে বলিয়া মনে হয়। ইতি পূর্ব্বে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ লবনের প্রতি ১০০ মণের মূল্য ৭০ টাকা এবং খুচরা লবণের মূল্য প্রতি সের পাঁচ পয়সা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এডেন ও ভারতীয় লবণের পাইকারী মূল্য প্রতি ১০০ মণে ১০৭ টাকা এবং বিদেশী লবণের মূল্য ১২২ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতীয় ও এডেনের লবণের খুচরা মূল্য ও প্রতি সের অনুর্দ্ধ ছয় পয়সা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লবণের এইভাবে মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে প্রাইস কনট্রোলারের যুক্তি কি তাহা দেশবাসী অবগত নহে। তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য যে এডভাইসরি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ডাঃ এইচ এল দে, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানাবিশ প্রমুখ এরূপ কয়েকজন রহিয়াছেন যাঁহারা কোন পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। উহারা পণ্যমূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে দেশের পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কাজ করিবেন উহাই আমরা আশা করি। লবণের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে উঁহাদের অভিমত কি এবং এইভাবে মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে যথোপযুক্ত কি কারণ রহিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

পণ্য মূল্যের গতি

যুদ্ধের ফলে এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি ভাবে চড়িতেছে তৎসম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বেকার দরের সহিত গত সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার পণ্য-দ্রব্যের মূল্যের তুলনা করিলে এই সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বেকার দরের সহিত বর্ত্তমান দরের তুলনার উদ্দেশ্য এই যে যুদ্ধের আশঙ্কায় সপ্তাহখানেক পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের দর চড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। কাজেই যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দর কতটা চড়িয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহখানেক পূর্ব্বেকার দরের সহিত বর্ত্তমান দরের তুলনা করা উচিত। এই সম্পর্কে গত ২৩শে আগষ্ট তারিখের দরকে আমরা যুদ্ধের পূর্ব্বেকার স্বাভাবিক দর বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ঐ তারিখে কলিকাতার ফার্ষ্ট শ্রেণীর রেডি পাটের দর ছিল ৩৮॥০ আনা এবং ফাটকা বাজারের দর ছিল ৩৮।✓০ আনা। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই উভয় শ্রেণীর পাটের দর দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৫৩।০ আনা ও ৫৬৸০ আনা। ২৩শে আগষ্ট তারিখে ৯ পোর্টার রেডি চটের দাম ৮॥✓০ আনা এবং ১১ পোর্টার চটের দাম ১১৲ টাকা ছিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই উভয় শ্রেণীর চটের দর দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪।০ আনা ও ১৭৸০ আনা। ২৩শে আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল তূলার মূল্য ১১৮৸✓০ আনা, বরোচের মূল্য ১৫৭।✓০ আনা এবং ওমরার মূল্য ১৪৩৸০ আনা ছিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই তিন শ্রেণীর তূলার মূল্য দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৪৮।০, ১৯৮৸০, এবং ১৮৫।০ আনা। এই উভয় তারিখের মধ্যে অন্যান্য শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যে কিরূপ তারতম্য হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল—জাপানী কোরা সার্টিং (এ এইচ এম মার্কা) ৬৸৶—৭।/০ ; ইংলণ্ডের কোরা ধূতি (৫৪০০নং) ২।৬ পাই—২॥/০ আনা ; সাদা সার্টিং ৯৮নং রেলী ১২॥০—১৩৲ টাকা ; ভারতীয় কোরা সার্টিং ৩৫৩নং এডস্থু আহম্মদাবাদ ৬॥✓০—৭।✓০ ; তামা প্রতি মণ ৩১॥✓০—৫৫॥০ ; সীসা প্রতি হন্দর ১৬৲—২৪৲ ; পিনাং টীন প্রতি হন্দর ১৮০৲-২৫০৲ ; টীন প্লেট ১৫৲-১৬৲ ; চা আসাম পিকো মিডিয়াম রপ্তানীযোগ্য প্রতি পাউণ্ড ॥৶৬ পাই—॥৶৯ পাই ; ভারতীয় সিমেন্ট প্রতি টন ৩৩৲-৩৬৲ ; ছাগ চর্ম্ম প্রতি ১০০টী ৫০৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা—৭০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা ; গম প্রতি মণ ৩।৶/০-৩৸/০ ; রেঙ্গুন চাউল ৩✓০-৩॥০ আনা ; চাউল (সীতা) ৪৸✓০-৫।✓০ ; ময়দা ৫৶/০-৬✓০ ; লাক্ষা প্রতি মণ ১৪৲-২৪৲ ; ঘৃত ৪৮৲-৫০৲ ; সরিষা ১৸✓০-২৶/০ ; লবণ (জাহাজ হইতে) ৩৫৲-৭০৲ টাকা। এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে এক মাসের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর পণ্য-দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেল বিভাগের অবস্থা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেল বিভাগের বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট পেশ করা হয় সেই সময়ে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালে রেল বিভাগের আয় ১০ লক্ষ টাকা বেশী ধরিয়া মোট আয়ের পরিমাণ ৯৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু চলতি বৎসরের প্রথম হইতেই রেল বিভাগের আয় গত বৎসরের তুলনায় কম

হইতে থাকে এবং গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত আয়ের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় ৪৬ লক্ষ টাকা কম হয়। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে সুদের হার হ্রাস হেতু রেল বিভাগের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় ৩২ লক্ষ টাকা কম হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা দৃষ্টে এই আশাও ফলবতী হইবে বলিয়া তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইসব কারণে রেলওয়ে রাজস্বের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুখের বিষয় যে উপরোক্ত ১০ই আগষ্ট তারিখের পর হইতে রেলওয়ে রাজস্বের অবস্থার অনেকটা উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান বৎসরে রেল বিভাগের গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে রেল বিভাগের আয় গত বৎসরের তুলনায় ২৬ লক্ষ টাকা কম আছে। এই এক বৎসরের মধ্যে বড় বড় রেলপথগুলির মধ্যে বি বি সি আই, ই আই, জি আই পি এবং এন ডব্লিউ ছাড়া আর সমস্ত রেলপথেই আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়াছে। রেল বিভাগের সহিত ভারতসরকার ও প্রাদেশিক গবমেণ্টসমূহের রাজস্বের অবস্থা যে ভাবে জড়িত তাহাতে রেলবিভাগের রাজস্বের এই উন্নতিতে সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে রেলবিভাগের রাজস্বের এই উন্নতি অব্যাহত থাকিবে কি না তাহাতে বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে রেলপথ-সমূহে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি হেতু এবার রেলের ব্যয়ের পরিমাণও খুব বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি ও ভারত সরকার

ভারতের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিয়া কংগ্রেস বর্ত্তমানে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়াছেন। কংগ্রেসের এই মহান উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্টেই বর্ত্তমানে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন—দেশের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনও উহার পিছনে রহিয়াছে। কিন্তু এদেশের আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা করিতে হইলে ভারত সরকারের পরিপূর্ণ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ তেমন কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। তবে ইতিমধ্যে ভারতসরকার একটা বিষয়ে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির সম্বন্ধে এমন একটা আচরণ দেখাইয়াছেন যাহা সত্য হইলে খুবই দুঃখের কথা বলিতে হইবে। প্রকাশ, ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি তাঁহাদের সাব কমিটিসমূহের কার্য্য সম্বন্ধে কতিপয় সরকারী বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা চাহিয়া ভারত সরকারের নিকট একটি আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারত সরকার তদুত্তরে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষে সরকারী বিশেষজ্ঞগণকে কমিটিতে কার্য্য করিতে দেওয়া অসুবিধাজনক। কমিটি যদি কোন বিষয়ে কোন তথ্যাদি জানিতে চান তবে তাঁহারা সোজাসোজি কোন সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে তাহা পাইবেন না। তবে সাক্ষাৎভাবে ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইলে সে অনুসারে ভারতসরকার তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকারের ঐরূপ নির্দ্দেশের ভিতর ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির প্রতি তাঁহাদের কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে কমিটির কাজে সর্ব্বোতভাবে সাহায্য করা বিষয়ে তাঁহাদের একটা অহেতুক দ্বিধা সঙ্কোচের ভাবই প্রকটিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে জাতীয় উন্নতি বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। সেইসব দেশে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির [illegible] সরকারী মুদ্রানীতি, শুল্কনীতি ও বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট নি সেরূপ কার্য্যতৎপরতা যেখানে কিছু দেখাইতেছেন না সেখানে অন্ততঃপক্ষে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা গঠনে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির কাজে তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী ও বিশেষজ্ঞদিগকে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিতে দিবেন এরূপ আশা কি দেশবাসী করিতে পারে না?

সংবাদপত্রের বিপদ

যুদ্ধের ফলে প্রায় সকল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সংবাদপত্র শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত সংবাদপত্র রোটারী মেশিনে মুদ্রিত হয় সেই সমস্ত সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় রীলের কাগজ ভারতীয় কোন কাগজের কলে প্রস্তুত হয় না এবং এই জন্য বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টন রীলের কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজের মূল্য প্রায় তিনগুণ চড়িয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। বর্ত্তমানে সংবাদপত্র-সমূহ কানাডা প্রভৃতি দেশে যে কাগজের অর্ডার দিয়াছেন তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভারতে পৌঁছিতে পারিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের হাতে বর্ত্তমানে যে কাগজ মজুদ রহিয়াছে আগামী ৩।৪ মাসের মধ্যে তাহা নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে বিদেশ হইতে যদি কাগজ আসিয়া না পৌঁছায় তাহা হইলে দেশের সংবাদপত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ ভারতীয় কাগজের কলগুলিতে রোটারি মেশিনে ছাপার উপযোগী রীলের কাগজ প্রস্তুতের জন্য উপদেশ দিতেছেন কিন্তু কাগজের কলগুলি বর্ত্তমানে ভারতসরকারের সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে মালের অর্ডার পাইয়াছে তাহা লইয়া ব্যস্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ রোটারী মেশিনে ব্যবহৃত কাগজ ছাড়া অন্য বহুবিধ প্রয়োজনে দেশে যে কাগজ ব্যবহৃত হয় কাগজের কলগুলি তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যেরও উহারা অভাব বোধ করিতেছে। আর কাগজের কলগুলি এখন যদি রীলের কাগজ প্রস্তুতে মনোনিবেশ করে তাহা হইলেও উহারা সংবাদপত্র-সমূহের যুদ্ধকালীন ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না। এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতীয় সংবাদপত্র শিল্পে একটা বড় রকম সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্কটে সংবাদপত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। অন্যান্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতীয় কাগজের কল-গুলিতে যদি প্রয়োজনীয় কতকাংশ কাগজও প্রস্তুত হওয়ার সুবিধা থাকে তাহা হইলে তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিতে পারেন। কানাডা হইতে যাহাতে ভারতের বাজারে নিরাপদে কাগজ পৌঁছিতে পারে তদ্বিষয়েও ভারত সরকার কতকটা সাহায্য করিতে পারেন। উহাতে এই দেশে সংবাদপত্র ছাপিবার জন্য কাগজের অভাব হওয়ার আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। আর কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য সংবাদপত্রগুলির যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ভারত সরকার এই শ্রেণীর কাগজের উপর আদায়ী শুল্ক বাতিল করিয়া দিয়া তাহার বহুলাংশে প্রতিকার করিতে পারেন। উহাতে প্রতি টন কাগজের জন্য সংবাদপত্রসমূহের ৩০।৩৫ টাকা করিয়া বাঁচিয়া যাইবে। এজন্য ভারতীয় কাগজের কলগুলির দিক হইতেও কোন আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। আমরা আশা করি ভারতসরকার আমাদের এই প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলে ভারত সরকারের আয় বৎসরে ১৫।২০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে। সংবাদপত্রসমূহ যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে যেভাবে সাহায্য করিতেছে তাহাতে সাময়িকভাবে এই সমস্ত ক্ষতির জন্য ভারত সরকারের ভয় পাওয়া উচিত নহে।

পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ

নানাদিক দিয়া দ্রুত চাহিদা বৃদ্ধির ফলে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পাটের দরের একটা তেজীভাব লক্ষিত হইতেছিল। আর বর্তমান অনুকূল অবস্থায় দরের এই চড়তি অন্ততঃ কিছুকাল বজায় থাকিবে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছিলেন। এ বৎসর সবেমাত্র নূতন পাট বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় কৃষকেরা পাট হাত ছাড়া করিতে গিয়া ক্রমেই বেশী মূল্য পাইবে ও তাহা দ্বারা বিশেষরূপ উপকৃত হইবে এরূপ আশাও খুবই করা যাইতেছিল। কিন্তু স্থানীয় চটকলওয়ালারা জোটবন্দীভাবে কলিকাতার বাজারে শ্রেণীভেদে ৮৷৹ হইতে ৯৷৹ টাকার ঊর্দ্ধমূল্যে পাট খরিদ করিবেন না বলিয়া স্থির করায় সে আশা ভরসা যে কিরূপভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে গত সপ্তাহে এক প্রবন্ধে তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ঐ প্রকার আচরণের জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক চটকলওয়ালারা নানারকম অদ্ভুত ও অবান্তর যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ারই চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উহাদের ঐ প্রকার অনিষ্টকর মনোভাব ও যুক্তিবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইব।

সম্প্রতি ভারতীয় চটকল সমিতির সভাপতি মিঃ পি এস ম্যাকডোনাল্ড এক বক্তৃতায় ইহা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে তাঁহারা বর্ত্তমানে পাটের যে সর্ব্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া লইয়াছেন তাহাতে এদেশের কৃষক প্রতি মণ পাটের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৭৷৷৹ টাকা পাইবে। প্রতি মণ পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকের ৩ টাকার মত ব্যয় হইয়া থাকে। সে হিসাবে উপরোক্তরূপ ব্যবস্থায় পাট বেচিয়া তাহাদের যথেষ্ট লাভ হইবে। কাজেই এর চেয়ে বেশী মূল্য প্রত্যাশা করা তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ঐ প্রকার স্বার্থমূলক যুক্তি অনেককেই যে বিস্মিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বলা যায় তিনি যে পাটের উৎপাদন খরচ প্রতি মণে মাত্র ৩ টাকা সাব্যস্থ করিয়াছেন তাহা খুবই ভ্রান্তিমূলক। পাটের গড়পড়তা উৎপাদন খরচ প্রতি মণে ৫ টাকার উপর বলিয়াই সাধারণের ধারণা এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কমিটিও তাহাই বরাদ্দ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রতিমণ পাটের জন্য ৭৷৷৹ টাকার মত মূল্য পাইলেই যে কৃষকেরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইবে এরূপ ধারণা খুবই ভ্রমাত্মক। তাহাছাড়া তর্কের খাতিরে পাটের উৎপাদন খরচ যদি ৩ টাকা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি কৃষকেরা প্রতিমণ পাটের জন্য ৭৷৷৹ টাকার বেশী মূল্য ন্যায্যতঃ কেন আশা করিবে না তাহা আমরা বুঝিলাম না। মাত্র ৮ টাকা ব্যয়ে ১০০ গজ চট তৈয়ার করিয়া চটকলওয়ালারা তাহা বর্ত্তমানে সাড়ে চৌদ্দ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছেন। আর উহাতে তাঁহারা শতকরা ৮০ ভাগ মুনাফা পাইতেছেন। এইরূপ বেশী লাভ আদায় করিতে যাওয়া যদি ধনী চটকলওয়ালাদের পক্ষে অসঙ্গত না হয় তবে দরিদ্র কৃষকেরা পাট বেচিয়া দুই পয়সা বেশী পাইবে আশঙ্কায় এত গাত্র দাহ উপস্থিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? ভারতীয় চটকল সমিতি সাধারণের নিকট ইহার জবাব দিবেন কি?

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তথা ভারতীয় পাটকল সমিতি পাটের মূল্য বৃদ্ধিতে এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছেন যে তাঁহারা বর্ত্তমানে ফাটকা বাজারের পাটের মূল্য বৃদ্ধির অনুকূল কার্য্যধারাও বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। পাটের ভবিষ্যৎ দাবী দাওয়া সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া ফাটকা বাজারের ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমানে পাটের বাজার চড়া রাখিবার একটা স্বাভাবিক গরজ বোধ করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় চটকল সমিতি উহার পিছনে তাহাদের অসঙ্গত জল্পনা কল্পনা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করিতেছেন না। ফলে তাঁহারা ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় চটকল সমিতির স্বার্থপর একদশাতার অন্যতম নমুনা বলা যাইতে পারে। ফাটকা বাজারে যেভাবে কারবার হয় এবং পাটের দর সম্পর্কে যেভাবে সেখানে জল্পনা কল্পনা চলে তাহা অনেক সময়ই দেশের কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল হয় না বলিয়া বহুদিন যাবৎ একটা অভিযোগ চলিয়া আসিতেছে। পাটের দর চড়িবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্বেও অনেক সময় ফাটকা বাজারে দরের হার নামাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সেকারণে এতদিন চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখা যায় নাই। এই অবস্থায় আজ কেবল পাটের দর তেজী থাকার দরুণই যে চটকলওয়ালারা ফাটকা বাজার বন্ধ রাখিবার দাবী করিতেছেন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ভারতীয় চটকল সমিতির নির্লজ্জ স্বার্থপরতার সংগ্রাম এতদূর পর্য্যন্ত গিয়াও শেষ হয় নাই। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে বর্ত্তমানে যে থলের অর্ডার আসিতেছে তজ্জন্য বেশী মূল্য আদায়ের চেষ্টা সঙ্গত নহে। বর্ত্তমানে কাঁচা পাটের দাম যথাসম্ভব কম রাখিয়া পাটকলগুলিকে উপযুক্ত মূল্যে থলে সরবরাহ করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এই যুক্তির মূলেও কোন সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হইবে না। সম্প্রতি ২১ কোটি থলের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। কিছু দিনের মধ্যে নূতন অর্ডার আসিয়া অর্ডারী থলের পরিমাণ যদি ২৫ কোটিও দাঁড়ায় তথাপি তাহার জন্য ২ লক্ষ বেলের বেশী পাট দরকার হইবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কম মূল্যে থলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়া যদি পাটের দাম কমাইয়া রাখা হয় তবে এদেশের পাটচাষী যে কেবল ২ লক্ষ বেল পাটের জন্যই ভালরূপ মূল্যলাভে বঞ্চিত হইবে তাহা নহে বাকী সমস্ত পাটের জন্যও (যাহার পরিমাণ ৯৫ লক্ষ বেলের কম হইবে না) তাহাদিগকে কম মূল্য পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কাজেই উপরোক্তরূপ কোন ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে হইলে দেশের দরিদ্র কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণটাও বিচার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় চটকল সমিতি সকল দিক দিয়া কেবল তাহাদের লাভের সুযোগই দেখিতেছেন দেশের কৃষকদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থায় তাহাদের সুখ সুবিধা কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না।

আমরা চটকল ওয়ালাদের এইরূপ দুরভিসন্ধিপূর্ণ মনোভাবের কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে বাঙ্গালা সরকারের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এবার পাটের চাহিদা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে কোন দিক দিয়া আহতুক কোন প্রতিবন্ধকতা না হইলে পাটের দর প্রতি মণ ১৫ টাকা হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। আজ ভারতীয় পাটকল সমিতি পাটের ঐরূপ মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য যেসব কারসাজি অবলম্বন করিতেছেন দেশের দরিদ্র কৃষকদের অনুকূলে তাহা ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হওয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের সুযোগ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে রাজনীতিক ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে লবণ শিল্পে বাংলাদেশ অত্যন্ত উন্নত ছিল। ঐ সময় বাঙ্গলায় প্রস্তুত লবণ কেবল বাঙ্গলা দেশেরই অভাব মিটাইত না—ঐ লবণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও রপ্তানী হইয়া বাঙ্গলায় অর্থাগম হইত। রাজনীতিক ক্ষমতা লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ এবং পরে এদেশে লিভার-পুলের লবণের আমদানীর সুবিধার্থ লবণের কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া দিবার ফলেই বাঙ্গলার এই সমৃদ্ধ শিল্পটী বিনষ্ট হয় এবং লবণের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে।

আধুনিক কালে বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রথম অবস্থায় এই শিল্পে সাহায্য দানের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা এবং এই ব্যাপারে অনেক দিন পর্য্যন্ত বিরুদ্ধাচরণের ফলে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ লবণ শিল্পের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। গত ১৯৩৮-৩৯ সালেও বাঙ্গলা দেশে বাহির হইতে প্রায় দেড় কোটি মণ লবণ আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ এবং এডেন ও বিভিন্ন ভারতীয় বন্দর হইতে ১ কোটি ৫৪ হাজার মণ লবণ আমদানী হইয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার হিসাব এখনও জানা যায় নাই। তবে বাঙ্গলা সরকারের রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলায় ১৯৩৭-৩৮ সালে মাত্র ৫॥ হাজার মণের মত লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

লবণ শিল্পে বাঙ্গলা দেশের এই পরাধীনতার ফলে বাঙ্গলা দেশ হইতে বৎসর বৎসর বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। কেবল তাহাই নহে বাঙ্গলার অসহায় অবস্থার সুযোগে যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে—এমন কি শান্তির সময়েও বিদেশী লবণ প্রস্তুতকারকগণ জোট বাঁধিয়া লবণের মূল্য চড়াইয়া দিয়া বাঙ্গলা দেশকে নির্ম্মমভাবে শোষণ করিতেছে। লবণ শিল্প সম্বন্ধে টেরিফ্ বোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ যে গত ১৯১১ সালে বাঙ্গলার বাজারে এডেনজাত লবণ আমদানী হওয়ার পূর্ব্বে লিভারপুল, হামবুর্গ প্রভৃতি স্থানের লবণ প্রস্তুতকারকগণ জোট বাঁধিয়া প্রতি এক শত মণ লবণ ৬৯ টাকায় বিক্রয় করিত। কিন্তু এডেনের লবণ বাঙ্গলায় আমদানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা এই লবণের মূল্য কমাইয়া প্রতি এক শত মণের মূল্য ৩০ টাকায় পরিণত করে। গত ১৯২৭ সালেও বিদেশী লবণ প্রস্তুতকারকগণ জোট বাঁধিয়া লবণের প্রতি এক শত মণের মূল্য প্রথমে ৬৫৲ টাকা হইতে ১১৮৲ টাকায় এবং তৎপর ১২২৲ টাকায় পরিণত করে। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থা বলবৎ থাকে। অবশেষে বাঙ্গলার বাজারে রুমানিয়া হইতে লবণ আমদানী হইতে আরম্ভ হওয়ায় লিভারপুল ও অন্যান্য স্থানের লবণ প্রস্তুত কারকগণ প্রতি ১০০ মণের মূল্য ২৮৲ টাকা কমাইয়া দেয়। ফলে লিভারপুল হামবুর্গ প্রভৃতি স্থানের লবণ প্রস্তুত কারকগণের জোট ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে লবণের জন্য বাঙ্গলা দেশকে এক কোটী টাকা অধিক মূল্য দিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে বাঙ্গলার বাজারে লবণের মূল্য পুনরায় চড়িয়া যাইবার সমূহ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে বাঙ্গলা সরকার লবণের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার ফলে [illegible] লবণের মূল্য খুব বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ যদি বেশী দিন ধরিয়া চলে তাহা হইলে পূর্ব্ব আফ্রিকা ও এডেন হইতে বাঙ্গলার বাজারে লবণ আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ভারতীয় বন্দর-সমূহ হইতে বাঙ্গলায় যে লবণ আমদানী হয় তাহা বন্ধ হইবার মত আশঙ্কা আপাততঃ নাই বটে। কিন্তু এখন হইতে লবণ আমদানীর জন্য জাহাজভাড়া ও ষ্টীমার খরচা যে ক্রমেই বাড়িবে তাহার খুব আশঙ্কা আছে। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে বাঙ্গলা সরকার কার্য্যকরীভাবে লবণের মূল্য বৃদ্ধিতে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। লবণ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ। এদেশে 'ডালভাত' অপেক্ষাও 'নূন-ভাত' অধিকতর অপরিহার্য্য। এরূপ অবস্থায় লবণের জন্য বাঙ্গলার এই অনিশ্চয়তা ও পরমুখাপেক্ষিতা বাস্তবিকই একটা শোচনীয় ব্যাপার।

বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠার যদি তেমন সুবিধা সুযোগ না থাকিত তাহা হইলে এই পরমুখাপেক্ষিতার জন্য আমাদের তত দুঃখ হইত না। কিন্তু লবণ শিল্পের পক্ষে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে প্রকার অনুকূল সেরূপ আর কোন শিল্পের পক্ষে আছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে তুলার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। চিনির কল পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় আখ বাঙ্গলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলায় যে সমস্ত সাবানের কারখানা রহিয়াছে তাহার পরিচালক-গণকে সাবান প্রস্তুতের বহুবিধ উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলার উপকূলবর্ত্তী শত শত মাইল ব্যাপিয়া লবণ প্রস্তুতের উপাদানস্বরূপ লোনা জলের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। লবণ জল জ্বাল দিবার জন্য সুন্দরবনে অফুরন্ত কাঠের সংস্থান রহিয়াছে। এই কাজের জন্য মজুরেরও কোন অভাব নাই। তাহা অপেক্ষাও বড় কথা এই যে বাঙ্গলার প্রত্যেক পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তির লবণ না হইলে চলে না। মোটের উপর কোন স্থানে একটি শিল্পের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যত প্রকার অনুকূল অবস্থা থাকিতে পারে লবণ শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গলায় তাহার কোনটিরই অভাব নাই।

বাঙ্গলা দেশে এহেন একটি শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশের রাজশক্তি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের এবং বিশেষভাবে যাহারা অর্থবান তাঁহাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে কতিপয় লবণ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহারা লবণ প্রস্তুতের জন্য স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইজারা লইয়া তাহাতে লবণ প্রস্তুতের উপযোগী কতক সাজ সরঞ্জামও বসাইয়াছেন। কিন্তু যে পরিমাণ মূলধন পাইলে উহারা ব্যাপক-ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে পারেন সেরূপ সঙ্গতি উহাদের কাহারও নাই। এই জন্যই লবণের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ আজ পর্য্যন্ত স্বাবলম্বী হইবার পক্ষে তেমনভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলার লবণ শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এই সুযোগ দেশের ধনীব্যক্তিগণ গ্রহণ করিলে কেবল তাঁহারা নিজেরাই লাভবান হইবেন না, দেশেও একটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। যাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছু মূলধন বিনিয়োগে সমর্থ ও আগ্রহবান তাঁহারা এই সুযোগে দেশের লবণ কোম্পানীগুলির সহিত যোগদান করেন—উহাই আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ। বর্ত্তমানের সুযোগ উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহা কোন দিন পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

ভারতে রসায়ন শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা

বিভিন্ন শিল্পস্থাপনে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার অপরিহার্য্য লিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে যেমন একটি মৌলিক শিল্প Key Industry) হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে বিজ্ঞানের ন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশিল্পও জাতীয়জীবনে তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ।ধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা লিতেছে তাহাতে রসায়নশিল্পের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথোচিত ।ক্ষ্য রাখা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, কাগজ-শল্প, কাঁচশিল্প, সাবানশিল্প ও চর্ম্মশিল্প রসায়নশিল্পের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভরশীল। এই সমস্ত শিল্পসমূহে বিবিধ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও জনসাধারণের প্রয়োজনে সাজীমাটী, গন্ধক, বিভিন্ন শ্রেণীর এসিড্, চক্, ব্লিচিং পাউডার, কারবাইড্, সোহাগা, ন্যাপথলিন ও জীবাণু-শোধক দ্রব্য, সিন্দুর, বেকেলাইট হইতে প্রস্তুত জিনিষ, সফেদা, এমোনিয়া প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে এবং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে গড়ে ৯০ লক্ষ টাকার রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী হইত। ১৯৩৫-৩৬ সালে এই আমদানীর মূল্য দাঁড়ায় ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ২ কোটী ৫৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮ হাজার টাকার রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়াছিল। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যতীত ঔষধ এবং ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান হিসাবেও নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। রং ও বার্ণিশ, কৃত্রিম রেশম, কয়লা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার তৈল, তন্তু এবং গ্যাস প্রভৃতি উৎপাদনও রসায়নশিল্পের অন্তর্গত এবং অদূর ভবিষ্যতেই ভারতে এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্টিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা সামরিক বিভাগ ভারতীয় করণের জন্য আন্দোলন করিয়া থাকি। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিভিন্ন বিস্ফোরক, কামান বন্দুকের গোলা, বোমা প্রভৃতি যুদ্ধের যাবতীয় আবশ্যকীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত করা রসায়নশিল্পের উন্নতি সাধন ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষের পক্ষে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতে অচিরেই মনোযোগ দেওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

বিগত যুদ্ধের সময় হইতেই বাংলা দেশে কয়েকটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান সাল্‌ফিউরিক এসিড্, হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ এবং নাইট্রিক্ এসিড্ প্রভৃতি কয়েকটি ভারী রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy chemicals) উৎপাদন আরম্ভ করে। কিন্তু ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ কোম্পানী ক্রমাগত মূল্যহ্রাস করিয়া দিয়া দেশীয় উদ্যম প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ বর্ত্তমানে উক্ত কোম্পানীরই একচেটিয়া অধিকার বলা চলে' এবং ইহারা অত্যুচ্চহারে মূল্য নেওয়ার দরুণ আমাদের সাবানশিল্প ও কাঁচ শিল্প অন্যান্য প্রকার সুবিধা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। আনন্দের বিষয় যে বর্ত্তমানে বিখ্যাত টাটা কোম্পানী এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং কয়েক কোটি টাকা মূলধন নিয়া বরোদা রাজ্যে ওখা বন্দরের সন্নিকটে রসায়ন শিল্পের একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতেছেন। দেশবাসী সকলেই এই আশা পোষণ করে যে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে তাঁহারা যে উন্নতিলাভ করিয়া ভারতের গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন রসায়ন শিল্পেও তাঁহারা তদ্রূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।

ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণী হইতেই বেশীরভাগ রাসায়নিক দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় জার্ম্মাণীর আমদানী একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইংলণ্ডের আমদানীও বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে রঞ্জনদ্রব্য আমদানী বন্ধের ফলে বস্ত্রশিল্পের পক্ষে মহা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। ঔষধ এবং ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে প্রয়োজন হয় এমন অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য অপ্রত্যাশিতভাবে চড়িয়া গিয়াছে এবং কোন কোন দ্রব্য সংগ্রহ করাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যেই কুইনাইন সাল্‌ফ্ এবং কুইনাইন হাইড্রোক্লোরের মূল্য যথাক্রমে শতকরা ১৫৲ টাকা ও ২০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এসেটিক এসিড্ গ্লেসিয়েলের দাম শতকরা ১৪০৲ টাকা, এস্পিরিণ ৩০৲ টাকা, গ্লুকোজ ৯০৲ ষ্টার্চ্চ শতকরা ১০০৲ কর্পূর ১৫০৲ এবং

> "আমাদের সমর্থ হ'তে হবে—সক্ষম হ'তে হবে, মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয় মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃপা পাত্র আর কেউ নেই.........
>
> বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্ত ভাবে সেই কাপড়ই বাঙ্গালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা"...
>
> —রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

কাঁচের টিউব (glass tubings) শতকরা ১০০৲ টাকা মূল্যে বৃদ্ধি হইয়াছে। ইম্পিরিয়েল কেমিক্যালের মত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানও নাকি ২॥ টন গ্লিসারিণ সরবরাহ করিতে অক্ষম। আরও প্রকাশ যে উক্ত কোম্পানী সাজীমাটি এবং ব্লিচিং পাউডারের বর্ত্তমানে কোন দর দিতেছে না।

রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়াতেই ভারতবর্ষ যে এই অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে বর্ত্তমান সময়েই আমরা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

রসায়নশিল্পস্থাপণে যেসকল সুযোগ সুবিধা থাকা আবশ্যক ভারতবর্ষে তাহার প্রায় সমস্তই আছে। ১৯২৯ সালে টেরিফ্ বোর্ড এবং উক্ত বোর্ডের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া জিয়োলজিকেল সার্ভেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। জাতীয় জীবনে রসায়নশিল্পের যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া টেরিফ্ বোর্ড রসায়নশিল্পে সংরক্ষণ মূলক নীতির স্বপক্ষেও অভিমত দিয়াছেন। ভারতে বিভিন্ন প্রকার ধাতুদ্রব্যের অভাব নাই। বাংলা ও বিহারে অফুরন্ত কয়লা রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে হাইড্রোইলেকট্রিক্ যন্ত্রের সাহায্য বিস্তৃতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতি হইবে আশা করা যায়। দেশে বৈজ্ঞানিক এবং রসায়নশিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যাও কম নহে। একমাত্র প্রশ্ন রসায়নশিল্পের কলকব্জা। দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যারও অন্তত কতকটা সমাধান হইবে। গত মহাযুদ্ধের ফলে দেশে রসায়নশিল্পের প্রতি সামান্য উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞের অভাব, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এবং গতানুগতিক পন্থায় বস্ত্রশিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ফলে রসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রেরণা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই সুযোগে শিল্পপতিগণ রসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতে মন দিলে তাঁহারাই যে বিশেষ লাভবান হইবেন কেবল তাহা নহে, ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে দেশের একটী বিশেষ অভাবও দূর করা হইবে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে। ভারতে রসায়নশিল্প স্থাপনের কল্পনা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর মস্তিষ্কেই অভ্যুদয় হয় এবং স্যার পি, সি, রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে রসায়ন শিল্পে সারা ভারতে বাঙ্গালা দেশেই এপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম দক্ষিণ বাংলা কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার। ছোটনাগপুর ও বিহারের খনিজসমূহও অল্পায়াসেই বাঙ্গলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। বাঙ্গলায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে রসায়নশিল্পের উন্নতি সাধনে গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যবসায়ীগণের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী রসায়নশিল্প সম্পর্কে একটি পৃথক কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর কার্য্যাবলী দেশবাসী আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিবে। বাঙ্গলা সরকারও একটী শিল্পজরীপ কমিটী স্থাপন করিয়াছেন। আমরা যতদূর অবগত আছি উক্ত শিল্প-জরীপ কমিটী বাঙ্গলাদেশে রসায়নশিল্প স্থাপন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন আলোচনা কিংবা মতামত পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। আশা করি বাঙ্গলার সুযোগ সুবিধার বিষয় আলোচনা করিয়া উক্ত কমিটী বাঙ্গলা দেশে যাহাতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত বিস্তার লাভ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিবেন।

পরিশেষে ইংলণ্ডের রসায়নশিল্পের ইতিহাস ও উন্নতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংলণ্ডে রসায়ন-শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে গত মহাযুদ্ধের পর হইতে। এবং এই বিশ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করিয়াছে। ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সালফিউরিক এসিড্ ইত্যাদি কয়েকটী ভারী রাসায়নিক দ্রব্যই (Heavy chemicals) উৎপন্ন হইত। নানা প্রকার রঞ্জন পদার্থ (Dye stuffs) এবং সূক্ষ্ম (fine) রাসায়নিক দ্রব্য জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতেই আমদানী হইত। ১৯১৩ সালেও রঞ্জনের শতকরা ৮০ ভাগ রং আসিত বিদেশ হইতে। ধাতুজ ঔষধের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্তও ঔষধের জন্য ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী ছিল। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ কেমিকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের ডিরেক্টরীতে ১৮ শত সূক্ষ্ম (fine) রাসায়নিকদ্রব্য তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৩৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৩৫০০ এবং বর্ত্তমানে ৪ হাজার সূক্ষ্ম রসায়ণশিল্পজাত দ্রব্য উক্ত তালিকাতে স্থান পাইয়াছে। মহাযুদ্ধে বৈদেশিক আমদানী বন্ধ হওয়াই ইংলণ্ডে রসায়নশিল্পের উন্নতির কারণ (··· war, when the cessation of imports from enemy countries led to a serious shortage of many chemical materials of national importance. This scarcity became a great stimulus to the home production of essential chemicals—Sir. G. T. Morgan, O. B. E, D. Sc., Ph. D., LL. D. F. R. S. Director, Chemical Research Laboratory, Teddington—in the Journal of Royal Society of Arts, Aug 25, 1939.)

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পসমূহে যে রঞ্জনদ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই দেশের ভিতর উৎপন্ন হইয়া থাকে। রঞ্জনদ্রব্যের উৎপাদন ইংলণ্ডে কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে উহা প্রতীয়মান হইবে।

মোট রঞ্জনদ্রব্য (টন হিসাবে)

১৯১৩	১৯২৫	১৯২৯	১৯৩৫	১৯৩৬
৪০৬৯	১৪,৫৯২	২৪,৯১১	২৬,২২১	২৭,৩৩২

ইংলণ্ডের রসায়নশিল্পের এই দ্রুত উন্নতিতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রসায়নশিল্পে গবেষণার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯১৭ সালে 'বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণা বিভাগের' নিকট ১০ লক্ষ পাউণ্ড অর্পণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া রসায়নশিল্পে গবেষণা কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাতীয় পরিকল্পনা ও ভারত সরকার

প্রকাশ, ন্যাশানেল প্ল্যানিং কমিটি বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে সরকারের পক্ষে সরকারী বিশেষজ্ঞগণকে কমিটিতে কার্য্য করিতে দেওয়া অসুবিধাজনক। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী বা উহার কোন সাবকমিটি কোনরূপ সংবাদ জানিতে চাহিলে তাহারা যাহাতে উহা পাইতে পারেন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকারের নীতিগত কোন আপত্তি নাই। সুতরাং পরিকল্পনা কমিটিকে সর্ব্বপ্রথম সরকারের নিকট তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে হইবে এবং সরকার উহার পর কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে আবশ্যকীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে সোজা পরিকল্পনা কমিটির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে দেওয়া হইবে না।

ভারতে রাস্তাঘাটের উন্নতি

সম্প্রতি সিমলায় রাস্তা সম্পর্কিত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভা হয়। এই সভা মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধুপ্রদেশে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কয়েকটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। তাহা ছাড়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ইণ্ডিয়ান রোড্ কংগ্রেসের জন্য বার্ষিক ৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন এবং পাঞ্জাব সেচ গবেষণা কেন্দ্রে রাস্তা নির্ম্মাণ সম্পর্কে ভূমি বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ৬৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

ভারতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর সংখ্যা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে নানা রকমের প্রায় ২২৫ ভাষা প্রচলিত আছে। নিম্নে এদেশের প্রধান কয়েকটি ভাষা ও ঐ সব ভাষায় যাহারা কথা বলে তাহাদের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

ভাষা	ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা
হিন্দি	৭ কোটি ১০ লক্ষ
বাংলা	৫ „ ৪০ „
বিহারী	২ „ ৮০ „
তেলেগু	২ „ ৬০ „
মারাঠি	২ „ ১ „
তামিল	২ „ —
পাঞ্জাবী	১ „ ৬০ „
রাজস্থানী	১ „ ৩৯ „

ফ্রান্সে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন ও ব্যবহার

গত ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে ৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৮ কোটি ৯১ লক্ষ ৩২ হাজার পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। গত ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে মোট ৭ কোটি ২১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩০০ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেস্থলে ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪ শত পাউণ্ড পরিমিত কৃত্রিম রেশম ব্যবহৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারত

মিঃ মান্নু সুবেদার সম্প্রতি গোয়ালিয়রে এক বক্তৃতায় বলেন—মোটামুটিভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের দৈনিক আড়াই কোটি পাউণ্ড (১ পাউণ্ড ১৩।/৪ পাইয়ের সমান) ব্যয় হইবে। গত মহাসমরে দৈনিক দশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষ আইনতঃ যুদ্ধে জড়িত হইলেও আপাততঃ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। কারণ ভারতের ভৌগলিক অবস্থান এরূপ যে তাহার নিরাপত্তা বিপন্ন হয় নাই। কিন্তু ইতালী নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিলে ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ ঘটিতে পারে। কারণ ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কারণ হইবে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড। উহা বোম্বাই হইতে মাত্র ৮ শত মাইল দূরে অবস্থিত।

তিনি আরও বলেন যে যুদ্ধের ফলে সমস্ত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। পণ্য মূল্য বৃদ্ধি বিশেষতঃ কৃষিজাত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার এবং সাধারণভাবে শিল্পের উন্নতি হইবে। যুদ্ধের ফলে সুদের হারও বাড়িবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের আগামী ঋণের সুদের হার সম্ভবতঃ শতকরা সাড়ে চারি টাকা হইবে। যুদ্ধের ফলে বহু জিনিষ নষ্ট হইবে। যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করা আবশ্যক হইবে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের দিক দিয়াও সংগ্রাম চলিবে। কর বৃদ্ধি কিংবা নূতন কর ধার্য্য করিয়া যুদ্ধকালীন সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর নহে। কানাডার পার্লামেণ্টে সম্প্রতি যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঋণ না করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যুদ্ধে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তাহা বিবেচনা করিলে ইহা অসম্ভব। আধুনিক যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় অনেক গবর্ণমেণ্টের তাহা এক বৎসরে আয় হয় না।

জাহাজ শিল্প সম্বন্ধে সরকারী সাহায্য

সম্প্রতি বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মিঃ এল এম পাটেল জানান যে বোম্বাই প্রদেশে যদি কেহ আধুনিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া জাহাজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হন এবং ঐ বিষয়ে সরকারের সাহায্য চান তবে সরকার সাধ্যমত সেবিষয়ে সাহায্য করিবেন।

ভারতের যানবাহন ব্যবস্থা

সম্প্রতি রেলপথ ও রাস্তা বিস্তারের দিক দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের তুলনা করিয়া লণ্ডনের 'ষ্ট্যাটিষ্ট' পত্র লিখিতেছেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে ২৩ কোটি একর ব্যাপী আবাদী জমি রহিয়াছে। সেইস্থলে ইংলণ্ডে আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর। এই অবস্থায় লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয় ভারতে যে রেলপথসমূহ রহিয়াছে তাহার বিস্তৃতি ইংলণ্ডের রেলপথের দ্বিগুণের চেয়ে কম। ভারতে রেলের বিস্তৃতি ৪২ হাজার মাইল হইতে ৪৩ হাজার মাইল। অনেক রেলপথই আবার দেশের ব্যবসা বাণিজ্যগত ব্যাপক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্ম্মিত হয় নাই। মোটরযান চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তার পরিমাণ ৪০ হাজার মাইলের বেশী নহে। ইংলণ্ডের মোটর চলাচলোপযোগী রাস্তার ব্যাপকতার তুলনায় উহা মাত্র এক তৃতীয় ভাগ।

মাল আমদানী সম্পর্কে সরকারী সাহায্য

ভারত সরকারের প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের দরুণ যে সমস্ত জিনিষপত্রের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত জিনিষ আমদানী করার জন্য সাহায্য করিবেন। যন্ত্রপাতি এবং রণসম্ভার নির্ম্মাণোপযোগী জিনিষপত্র আমদানী করার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাওয়া হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন। যে সমস্ত জিনিষ ভারতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

কর্পোরেশনে লোক নিয়োগের নূতন ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে লোক নিয়োগের জন্য যে নূতন পরিকল্পনা হইয়াছিল তদনুসারে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আগামী নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। জানা গিয়াছে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সমূহে প্রবেশার্থীদের বয়সের দিকটা সম্পর্কে কর্পোরেশন যতদূর সম্ভব উদার নীতি অবলম্বন করিবেন। নভেম্বর মাসে বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আলো (লাইটিং) বিভাগ ও ওয়াটার ওয়ার্কস্ বিভাগগুলিতে এবং অন্যান্য বিভাগে মাত্র কেরাণী লওয়ার জন্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে। হাতে কলমে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ এবং সাধারণ বিষয়সমূহে ঐ পরীক্ষা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

হায়দরাবাদ রাজ্যের শিল্প

হায়দরাবাদ রাজ্যে গাওরানী তুলা উৎপন্ন হয়। ভারতীয় তুলার মধ্যে এই তুলার আঁশই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। কিছু দিন হইল এই রাজ্যে কার্পাসজাত বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং উহার ভবিষ্যৎ প্রসারের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হায়দরাবাদ রাজ্যেই প্রচুর পরিমাণে রেড়ী উৎপন্ন হয়। সুতরাং তৈল শিল্পের সম্ভাবনাও এখানে খুব বেশী। বর্ত্তমানে যে সকল শিল্প এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে বীজ হইতে তুলা ছাড়ান, তুলা বস্তাবন্দী করা, তুলাজাত শিল্প, সিমেণ্ট, কয়লা উত্তোলন, তৈল নিষ্কাষণ এবং তামাক শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টালী নির্ম্মাণ, চর্ম্মশিল্প, ধাতুশিল্প, দিয়াশলাই, কাঁচ, রং, বার্ণিশ, চাউলের কল, বিস্কুট তৈয়ার প্রভৃতি শিল্প সামান্য রকম চলিতেছে। কুটির শিল্পের মধ্যে হস্ত চালিত বয়ন শিল্পের সংশ্লিষ্টরূপে রঙের কাজও চলিতেছে। বয়ন শিল্প এবং অন্যান্য কুটির শিল্পের উন্নতি বিধানের দিকে নিজাম সরকারের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্পেট বয়ন ও খেলনা প্রস্তুতের শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রেল পথের আয়

গত ১লা এপ্রিল হইতে গত ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মোট ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৮৮ টাকা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মোট ৮ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৩৯ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত সময়ে ঐ দুই কোম্পানীর যথাক্রমে ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৯ হাজার ৪২১ টাকা ও ৯ কোটি ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৭৫ টাকা আয় হইয়াছিল।

যুদ্ধ ও বেকার

ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় কোন কোন দিক দিয়া কর্ম্ম সংস্থানের নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোন কোন দিক দিয়া নানারূপ প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব্বেকার কর্ম্মনিযুক্তদের ভিতর কিছু পরিমাণে কর্ম্ম-হীনতা দেখা যাওয়ার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এবিষয়ে অবস্থার গতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে যুদ্ধ লাগিবার সময়ে পুরুষদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আগষ্ট মাসের তুলনায় ৭৬ হাজার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। তবে আগষ্ট মাসে বেকার নারীর যে সংখ্যা ছিল এক্ষণে তাহা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক নারী যুদ্ধের জন্য চাকুরী ছাড়িয়া সহর ত্যাগ করিয়াছে। আবার কিছু সংখ্যক নারী চাকুরী ছাড়িয়া যুদ্ধ কালীন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। "আনএমপ্লয়মেণ্ট এসিষ্ট্যান্স বোর্ড" হইতে সাহায্য লইয়া দিন চলে এরূপ লোকের সংখ্যা আগষ্ট মাসের তুলনায় ৮০ হাজার পরিমাণ কমিয়া গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মোট ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। তবে উক্ত বোর্ড যুদ্ধজনিত অবস্থায় নানাভাবে বিপন্নদের জন্য যে সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সে অনুসারে ৬৩ হাজার জন নূতন লোককে সাহায্য দিতে হইতেছে।

ঘৃতের উৎপাদন ও ব্যবসায়

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকার ঘৃত উৎপন্ন ও বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট যে মূল্য পাওয়া যায় উহা তাহার এক তৃতীয়াংশ। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৭০ কোটি মণ দুধ উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে প্রায় ৩৬ কোটি মণ দুধই ঘি তৈয়ারে ব্যবহৃত হয় এবং তাহার ফলে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মণ ঘি তৈয়ার হয়। এদেশে বর্ত্তমানে দুধের সহিত টক মিশাইয়া দধি তৈয়ার করা হয় এবং উহা মন্থনে যে মাখন উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ঘি প্রস্তুত করা হয়। এইরূপ প্রথায় ঘি তৈয়ার হওয়ার দরুণ অনেকটা দুধ নষ্ট হয়। ঘিও হয় বেশীরভাগই নিকৃষ্ট ধরণের। এই অবস্থায় একদিকে ঘি তৈয়ারে অপচয়ের পরিমাণ কমাইবার জন্য এবং অপরদিকে ঘি এর উৎকর্ষতা বাড়াইবার জন্য বাঙ্গালোরের ইম্পিরিয়াল ডেয়রী ইনষ্টিটিউট সামান্য কয়েক ফোটা সাইট্রিক এসিড দ্বারা দুধ হইতে মাখন তৈয়ার করিয়া ঘি প্রস্তুতের সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহারা মাখন তৈয়ায় না করিয়া শুধু দুধ হইতে সাক্ষাৎভাবে ঘি তৈয়ার করিবার একটা প্রণালীও আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সব প্রণালী দেশে প্রচলন করা হইলে ঘি উৎপাদনের ব্যবসা অধিকতর লাভজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বিভিন্ন দেশের বিমান-শক্তি

সম্প্রতি মার্শেল ভরোশিলভের প্রদত্ত বক্তৃতায় বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের হাতে গত ১৯৩৪ সালে ও ১৯৩৮ সালে যুদ্ধে ব্যবহার যোগ্য কি সংখ্যক বিমানপোত ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

দেশ	বিমান পোতের সংখ্যা ১৯৩৪	১৯৩৮
ইংলণ্ড	১,০৭২	২,২৩৮
জার্ম্মানী	৬২০	৪,০২০
ফ্রান্স	১,৫৭০	৪,০০০
ইতালী	৯৩১	২,১৬১
পোল্যাণ্ড	৬৩৪	১,১০১
জাপান	২,০৫০	৩,০০৫

লণ্ডনে বিভিন্ন দেশীয় ছাত্র

যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান এবং সাম্রাজ্যের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ৩ হাজার ২০৮ জন ছাত্র লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল। এশিয়া মহাদেশের ১,২৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে [illegible] জনই ছিল ভারতীয়। অন্য ছাত্রদের মধ্যে [illegible] জন আমেরিকার [illegible] অষ্ট্রেলিয়ার ও [illegible] জন ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছিল।

বিভিন্ন দেশের জন্ম ও মৃত্যুহার

গত ১৯৩৭ সালে কয়েকটি দেশে প্রতি ১ হাজার অধিবাসী পিছু জন্ম ও মৃত্যুহার কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

দেশ	প্রতি হাজার জন্ম হার	প্রতি হাজার মৃত্যুহার
ব্রিটিশ ভারত	৩৪·৫	২২·৪
ইংলণ্ড	১৪·৯	১২·৪
মালয় দ্বীপপুঞ্জ	৩৭·৪	১৯·৯
পেলেষ্টাইন	৪১·৬	১৮·৯
ইষ্ট ইণ্ডিজ	২৮·৩	১৮·৮
মিশর (১৯৩৬)	৪৪·২	২৮·৯
জাপান (১৯৩৬)	২৯·৯	১৭·৫

ভারতে তামাকের চাষ

ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের চাষ ও ভালরকম শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগ সম্প্রতি বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী উৎকৃষ্ট তামাকপাতা চাষের ব্যবস্থা হইয়াছিল। হায়দরাবাদের সরকারী কৃষি বিভাগ দেশী শ্রেণীর তামাকপাতা সিগারেট নির্ম্মাণে ব্যবহার করা যায় কিনা তৎবিষয়ে পরীক্ষা চালাইতেছেন। সিন্ধু হইতে আনীত তামাকপাতা ঠাণ্ডা গুদামে রাখিয়া পুনরায় ঐ প্রকার গবেষণা চালান হইতেছে।

জার্ম্মানীর আমদানী বাণিজ্য

গত ১৯৩৬ সালে জার্ম্মানী বাহির হইতে মোট ৭৪ হাজার ১০০ মেট্রিক টন পরিমিত গম আমদানী করিয়াছিল। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে উহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১২ লক্ষ ১৯ হাজার মেট্রিক টন ও ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন দাঁড়ায়। (এক মেট্রিক টন = ২১·৭৯ মণ) ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর জার্ম্মানীতে ১৮ কোটি ৩৪ লক্ষ বুসেল গম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৯২,৩০০ টন গম আমদানী হইয়াছিল। ধাতু দ্রব্যের দিক দিয়া জার্ম্মানী অন্যান্য দেশের উপর বেশী পরিমাণ নির্ভরশীল। গত ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানী যেসব প্রধান প্রধান ধাতুদ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল নিম্নে মেট্রিক টনের হিসাবে তাহার পরিমাণ দেওয়া হইল :—লোহা ২,১৯,২৭,৫০০ ম্যাঙ্গানীজযুক্ত লোহা ১৬,৮৫,৩০০, ম্যাঙ্গানীজ ৪,২৫,৮০০, তামা ৬,৫৩,৯০০, সীসা ১,৪১,৩০০ দস্তা ১,৮৫,০০০, নিকেল ৩৪,২০০, ঢালাই লোহা ৪,৪৭,২০০, পুরাতন লোহা ১১,৬৪,১০০, এলুমিনিয়াম ১৮,৮০০, পুরাতন তামা ৩,৫৮,৪০০ মেট্রিক টন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া হইতে জার্ম্মানীতে আমদানীকৃত গম, তৈলবীজ, তুলা, লোহা, সীসা দস্তা প্রভৃতির ৪০ হইতে ৫০ ভাগ আসিয়াছিল। বাকী ধাতু দ্রব্যের শতকরা ৭৫ হইতে ৯৬ ভাগও ঐসব দেশেই সরবরাহ করিয়াছিল।

সাবান শিল্পের কাঁচামাল

এদেশে সাবান শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। সিংহল হইতে নারিকেল তৈল, প্রধানতঃ ইংলণ্ড হইতে কষ্টিক সোডা ও সোডিয়াম সিলিকেট, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে চর্বি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে রজন এবং মধ্য ইউরোপ হইতে নানা রকম তেল এবং গন্ধ দ্রব্যাদি আমদানী হয়। এদেশেও চর্বি পাওয়া যায় কিন্তু তাহা অতি নিকৃষ্ট জাতীয় এবং চাহিদার অনুরূপ পরিমাণও পাওয়া যায় না। এখন ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ও টাটা কোম্পানীর কারখানায় কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হইতেছে। কয়েক প্রকারের অত্যাবশ্যকীয় তৈলও এদেশে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এদেশীয় জিনিষগুলির মধ্যে চন্দন তৈলই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট প্রসাধন-সাবান তৈয়ার করিতে হইলে যেরূপ উৎকৃষ্ট চন্দন তৈলের প্রয়োজন তাহা এদেশে প্রস্তুত হয় না।

পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ

১৯৩৯ সালের নূতন মরশুমে বাংলার বিভিন্ন জিলায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তৎসম্পর্কে শেষ সরকারী পূর্ব্বাভাষের প্রথমাংশ গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে উহার বাকী অংশ প্রকাশিত হইল :—

জেলা	আবাদী জমি (একর)	অনুমিত পাট (বেল ৪০০ পাউণ্ড)
ময়মনসিংহ	৬,৯০,৬০০	২৪,১৭,১০০
মুরশিদাবাদ	৪৫,৬০০	১,০৪,২০০
খুলনা	২৭,৪০০	৮৪,৭০০
বর্দ্ধমান	১,৪০০	৩,০০০
মেদিনীপুর	৩,৪০০	৮,০০০
মালদহ	২৭,১০০	৮৫,১০০
যশোহর	৭৭,৫০০	১,৮৬,০০০
রাজসাহী	৭৫,৯০০	২,২০,৯০০
জলপাইগুড়ি	২৫,৩০০	৪৬,৯০০
ত্রিপুরা	২,৪০,০০০	৯,১২,০০০
বাখরগঞ্জ	৪৯,০০০	১,৪৭,৫০০

ভারতে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুহার

ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য কমিশনারের ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ ঐ বৎসরে ভারতে ৬০ লক্ষেরও অধিক লোকের মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩০ লক্ষাধিক লোক (অর্থাৎ মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ) শুধু জ্বররোগে মারা গিয়াছে। নানাবিধ জ্বরের মধ্যে একমাত্র ম্যালেরিয়া জ্বরেই দশ লক্ষেরও অধিক লোকের মৃত্যু হয়। টাইফয়েড জ্বর ও ক্ষয়রোগজনিত জ্বরে যে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণিত হয় নাই। শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধিগুলির মধ্যে নিমোনিয়া রোগেই অধিক সংখ্যক মৃত্যু হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধিতে যত লোক মারা গিয়াছে তাহার মধ্যে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু সংখ্যাই ৫৬·২ ভাগ। উপরোক্ত ব্যাধিগুলির তুলনায় কলেরা, বসন্ত এবং প্লেগ রোগে মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। অথচ সাধারণের ধারণা এই যে এই তিনটি ব্যাধিই অতীব মারাত্মক। বস্তুতঃ ১৯২৫ সালে হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই তিনটি ব্যাধিতে একত্রিত মৃত্যু সংখ্যা কোন বৎসরেই মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের অতিরিক্ত হয় নাই। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ ভারতে মোট যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তন্মধ্যে কলেরা, বসন্ত এবং প্লেগে যথাক্রমে শতকরা ১·৬ জন ০·৫ জন ও ০·৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

পাট সম্পর্কিত বিবরণ

পাট সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই হইতে ২রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার গাঁইট আলগা পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ের মধ্যে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার গাঁইট আলগা পাট রপ্তানি হইয়াছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে ২৭ কোটি ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার মোটা চটের থলে, ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৩ হাজার মিহি চটের থলে, ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৭৮ হাজার গজ ছালার কাপড় এবং ১০৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৩ হাজার গজ চট রপ্তানি হইয়াছিল। গত আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষের চটকল সমূহে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৬ হাজার মোটা চটের থলে, ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৮ হাজার মিহি চটের থলে, ৫৮ লক্ষ ৮১ হাজার গজ ছালার কাপড় এবং ১১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৭ হাজার গজ চটের কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতীয় কল সমূহে ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ গজ ছালা এবং ৩৬ কোটি ৬৩ লক্ষ গজ চট মজুদ ছিল। গত বৎসর ঐ সময়ে ২২ কোটি ৫৭ লক্ষ গজ ছালা এবং ৪৬ কোটি ৫৪ লক্ষ গজ চট মজুত ছিল। গত ২০শে জুন পর্য্যন্ত চটকলসমূহে মোট আলগা পাটের মজুতের পরিমাণ ছিল [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড)। গত বৎসর ঐ সময়ে মোট মজুত [illegible]

সরকারী রেলপথ সমুহের আয়

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে ভারতের সরকারী রেলপথ সমুহের মোট ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় উহা ১ লক্ষ টাকা বেশী।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে ভারতের সরকারী রেলপথ সমুহের মোট ৪০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরের প্রকৃত আয়ের তুলনায় উহা ২৬ লক্ষ টাকা কম। ১৯৩৭-৩৮ সালের এই সময়ের তুলনায় উহা ৩৭ লক্ষ টাকা কম।

শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণ

সম্প্রতি রাষ্ট্রিয় পরিষদে মিঃ ভি ভি কালিকর এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতীয় শ্বেতসার শিল্পের বিরুদ্ধে যে বিদেশী প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে এই দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে এক্ষণে শ্বেতসার তৈয়ারের মোট চারিটি কারখানা রহিয়াছে। ঐ কারখানাসমূহ ভারতীয় চাহিদার শতকরা ২০ ভাগ শ্বেতসার সরবরাহ করিতেছে। এই অবস্থায় ভারতীয় শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রতি হন্দরে ২ টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বসান কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া মিঃ হুসেন ইমাম বলেন যে যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বিদেশী শ্বেতসারের প্রতিযোগীতা কমিয়া আসিতেছে। জার্ম্মানী হইতে এখন আর কোন শ্বেতসার আসিতে পারে না। বিনিময়ের বর্ত্তমান অসুবিধায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এখন আর এদেশে তেমন কমদামে বেশী পরিমাণ শ্বেতসার চালান দিতে পারিবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার এলান লয়েড বলেন যে গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভারতে বিদেশী শ্বেতসারের অনুচিৎ প্রতিযোগীতা সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ উঠিয়াছে তাহা অমূলক। বর্ত্তমানে যুদ্ধ কালীন অবস্থায় বিষয়টি কোন টেরিফ বোর্ড দ্বারা তদন্ত করাইবার ব্যবস্থা এখন করা যায় না। তাহা ছাড়া শ্বেতসার শিল্প সম্বন্ধে রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা হইলে বস্ত্র শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের উপর তাহার কি রূপ প্রতিক্রিয়ায় দাঁড়াইবে তাহাও বিবেচনার বিষয়। বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে নিযুক্ত প্রথম টেরিফ বোর্ড শ্বেতসারের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করার বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন। স্যার এলান লয়েডের বক্তৃতার পর প্রস্তাবটি তুলিয়া লওয়া হয়।

সুইডেনের কাগজ

প্রকাশ, জার্ম্মান সাবমেরণের আক্রমণ হইতে কাগজবাহী জাহাজকে সংরক্ষিত রাখিবার জন্য সুইডেনের কাগজের কলের মালিকেরা এখন হইতে প্রথমতঃ নরওয়ের বন্দরসমূহে কাগজ প্রেরণ করিয়া ও পরে তথা হইতে কাগজ জাহাজবন্দী করিয়া বিদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় সরকারী উদ্যান

সরকারী উদ্যান সমূহের ১৯৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে শিবপুরের রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন, কলিকাতার ইডেন গার্ডেন, ডালহৌসী স্কোয়ার এবং দার্জ্জিলিংএর লয়েড গার্ডেন গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের স্বার্থ ও তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। শিবপুর গার্ডেনের আকর্ষণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য হ্রদ গুলির ঢালুপ্রান্তে কলাকৌশলপূর্ণ নানা রংয়ের পুষ্পশয্যা রচনা করা হইয়াছে। অধিকতর সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ মূল্যবান অর্থকরী বৃক্ষের এবং যেসব গাছ হইতে অগুরু প্রস্তুত হয়, তাহার আবাদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ৫,৭৯১টি বৃক্ষ বিতরণ করা হইয়াছে। এবং তৎপরিবর্ত্তে ১,৬৫২টি বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে। এবৎসর ৯ শত বীজপূর্ণ থলিয়া এবং ১৭ পাউণ্ড বীজ বিতরণ করা হইয়াছে। এই সকল বীজ শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নহে, পরন্তু ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা, হনলুলু, মিশর, পারস্য, হংকং, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে ৫০০ থলিয়া বীজ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও ৯টি দেশের সঙ্গে বীজের আদান প্রদান হইয়াছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানী

গত আগষ্ট মাসে বিদেশ হইতে মোট ১৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধনরত্ন আমদানী হইয়াছিল। ঐ মাসে ভারত হইতে মোট ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

পশু চিকিৎসার দেশীয় প্রণালী

গৃহপালিত পশুর রোগ প্রতিকারার্থ এদেশে যেসব প্রণালী প্রচলিত আছে তৎসম্পর্কে গবেষণা করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ ডাঃ এ কৃষ্ণস্বামীকে, নিয়োগ করিয়াছেন। ডাঃ কৃষ্ণস্বামী সম্প্রতি উড়িষ্যায় পৌছিয়াছেন। সেখানে তিনি পশু চিকিৎসার প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। ডাঃ কৃষ্ণস্বামী ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন যাহাতে পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তাঞ্জোরের পাঠাগারে হস্তী ও অশ্বের বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনাপূর্ণ একটি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। কটকের রেভেনশ কলেজের পাঠাগারে ৫ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি হাতে লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পশুরোগ ও তাহার প্রতিকারোপায় বর্ণিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি

আগামী ৭ই অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (এ আই সি সি) অধিবেশন ওয়ার্দ্ধায় হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়াছে। নব-ভারত বিদ্যালয় গৃহে উক্ত অধিবেশন হইবে।

মাঞ্চুকুয়োর কয়লা সম্পদ

মাঞ্চুকুয়োর প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত যে সম্মিলিত জাপ-মাঞ্চুকুয়ো কমিটী নিযুক্ত তাহার "কয়লা বিভাগ" প্রকাশ করিয়াছে যে, মাঞ্চুকুয়োতে প্রায়—১১,০০০,০০০,০০০ টন কয়লা সঞ্চিত আছে।

ইংলণ্ডের সামরিক বাজেট

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চান্সেলার অব্ এক্সেকার স্যার জন সাইমন কমনস সভায় অতিরিক্ত সামরিক বাজেট পেশ করেন। গত এপ্রিল মাসে বাজেট পেশ করার সময় চলতি বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ১৩২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সেই সময় ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে দেশ রক্ষা বাবদ ৬৩ কোটি পাউণ্ড ধরা হইয়াছিল। আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল মোট ৯৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। কাজেই চলতি বৎসরে ৩৮ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ধরা হয়। তৎপর গত ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ৫০ কোটি মুদ্রা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইবে কি না বলা যায় না। হয়ত আরও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করার প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে মোট প্রায় দুইশত কোটি মুদ্রা নানাভাবে নিয়োজিত করার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। এখন অর্থ সংস্থানের দুইটি মাত্র পথ আছে। একটি হইল কর বৃদ্ধি করিয়া আয় বাড়ান এবং অপরটি হইল ঋণ গ্রহণ। ইতিপূর্ব্বে আয়কর পাউণ্ড প্রতি ৫ শি ৬ পেনী করায় সাধারণকে উচ্চহারে কর দিতে হইতেছে। এখন হইতে উহা আরও বাড়াইয়া ৭ শি ৬ পেনী আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। তবে বর্ত্তমান বৎসরে গড়ে প্রতি পাউণ্ডে সাত শিলিং এর বেশী আয়কর আদায় করা হইবে না। ২ হাজার পাউণ্ড আয়বিশিষ্টদের উপর ১ শি ৩ পেনী হারে সার চার্জ্জ ধরিয়া ও ক্রম-বর্দ্ধমান হারে ৩০ হাজার পাউণ্ডের উপর আয় বিশিষ্টদের উপর তাহা ৯ শি ৬ পেনী পর্য্যন্ত ধরিয়া বৎসরে সার চার্জ্জ বাবদ ৮০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা হইবে। সম্পত্তির উপর আদায়ী করের হার ৫০ হাজার পাউণ্ডের নিম্ন আয় স্থলে শতকরা দশভাগ ও বেশী আয় স্থলে শতকরা ২৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাতে বৎসরে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত আয় হইবে। প্রত্যেক পাইণ্ট বীয়ারের (মদ জাতীয়) করের মাত্রা ১ পেনী হারে বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাতে বৎসরে ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত আয় হইবে। অন্যান্য মদের করও বৃদ্ধি করা হইবে। সাদা চিনির কর পাউণ্ড প্রতি ১ পেনী করিয়া ও তামাকের কর প্রতি পাউণ্ডে ২ শিলিং হারে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যান্য পরিকল্পনা লইয়া কর বৃদ্ধির জন্য যে সমগ্র পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে বৎসরে ২২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে আয় বাড়িবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্টবেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত ১৯২১ সালে ময়মনসিংহ সহরে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়। তদবধি উহার পরিচালকগণ উহার সমধিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ঢাকা, ভৈরব ও সেরপুরে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে মিঃ অমরবন্ধু গুহ বার-এট-ল এর পরিচালনাধীনে কলিকাতায়ও এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। এইসকল শাখা আফিসের মারফতে ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বিশেষভাবে প্রসারিত হইতেছে। আর তাহাতে উহার ক্রমিক অগ্রগতির পথও প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে। মফঃস্বলে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ কৃতকার্য্যতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসর ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭৫ হাজার ৩৬৭ টাকা। এ বৎসরের (১৯৩৮) শেষে তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৫৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। উক্তপ্রকার আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী জমার ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৩৮ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া এ বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৮৬ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে এই সময়ে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে ৫৫ হাজার ৭৫৭ টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৭৩ হাজার ৮৭১ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্য যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৫ হাজার ৬৪৯ টাকা, জমিবাড়ী ১ লক্ষ ৬২ হাজার ১৭১ টাকা, ঋণ, ওভারড্রাফ্ট, ক্যাস ক্রেডিট ইত্যাদি ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৫২ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ৪৫ হাজার ৩১৫ টাকা। ঐ সমস্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় যে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি ভালভাবেই নিয়োজিত রহিয়াছে।

মিঃ হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী, মিঃ অঘোর বন্ধু গুহ, মিঃ বিজয় ভূষণ নাগ, মিঃ দীনেশ চন্দ্র গুহ, মিঃ ডি পি চৌধুরী ও মিঃ অমর বন্ধু গুহ পরিচালকরূপে ঐ ব্যাঙ্কটির সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকুশলতা নিয়োজিত হইয়া ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

যুক্তপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের লক্ষ্ণৌ শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রথমে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পত্নী মিসেস দত্ত একটি বৈদিক প্রার্থনা করেন। অতঃপর মিঃ এস দত্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) সংক্ষেপে ব্যাঙ্কের উন্নতি বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্যাঙ্কের উন্নতি কামনা করিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত মোহন লাল সাকসেনা, শ্রীযুক্ত মোহন লাল গৌতম, মিঃ বি কে মুখার্জ্জি, মিঃ সি বি গুপ্ত, মিঃ এইচ কে ঘোষ এবং মিসেস জশোয়াল ও মিঃ আর কে ক্ষেণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ

গত ২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহাতে ট্রামে যাত্রী বহন করিয়া কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৭৭ টাকা আয় হইয়াছিল। ২রা হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ও ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে যথাক্রমে কোম্পানীর ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৯ টাকা ও ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮৬ টাকা আয় হইয়াছে।

হিন্দুস্থান কটন মিলস্ লিঃ

বাঙ্গলা প্রদেশে বহুসংখ্যক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও এ প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়। এ প্রদেশের লোক সাধারণতঃ মাথাপিছু গড়ে বৎসরে ১৫·৫ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। সে হিসাবে বাঙ্গলার মোট জনসমষ্টির জন্য বৎসরে কাপড়ের প্রয়োজন হয় ৬৫ কোটি গজ। অথচ এ প্রদেশে বর্ত্তমানে যে ২৫টি কাপড়ের কল চলিতেছে সারা বৎসরে তাহাদের উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ১৭ কোটি গজের বেশী নহে। কাজেই বাঙ্গলার লোককে আবশ্যকীয় বস্ত্রের জন্য এখনও বিশেষভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের আমদানীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে। এই শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিতে হইলে বাঙ্গলায় যে আরও অনেকগুলি কাপড়ের কল গড়িয়া তোলা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা প্রদেশে নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়া যথাযথভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে হিন্দুস্থান কটন মিলস্ লিমিটেডের অন্যতম। এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে আমরা উহার কার্য্যধারা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে আমরা অবগত হইলাম এই কোম্পানী কলিকাতার অন্তঃপাতি বেলঘরিয়ায় মিলবাটি নির্ম্মাণের প্রাথমিক আয়োজন উদ্যোগ সমাধা করিয়াছেন। সুপরিচিত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস পি ধর বি এস সি (ইঙ্গ লণ্ডন) কোম্পানীর মিলবাটী নির্ম্মাণের চুক্তি লইয়াছেন এবং এ বিষয়ে কাজকর্ম্মও যথারীতি আরম্ভ করা হইয়াছে। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দিয়াছেন। জাপান প্রত্যাগত ও বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ আই এন রায় কাপড়ের কলটিকে যথোচিতভাবে গড়িয়া তোলার ভার লইয়াছেন। ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্ এম ভট্টাচার্য্য হিন্দুস্থান কটন মিলস্ কোম্পানীর চেয়ারম্যানরূপে উহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দুস্থান কটন মিলস্ লিমিটেড দিন দিন প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

১৪।৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ডিব্রুগড়ে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট রায় বাহাদুর এইচ পি বড়ুয়া এই শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি একটি নাতি দীর্ঘ বক্তৃতায় বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে এই ক্রম প্রসারিত কার্য্যধারার কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি মহোদয় ভারতে শিল্পোন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া একটি সুনিশ্চিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এ কথাও বুঝাইয়া দেন যে ইউরোপীয় সমরের ফলে এদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উন্নতিতে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। অতঃপর ব্যাঙ্কে জমা গ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়। শাখা অফিসটি উদ্বোধিত হইবার পরই উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী টাকা জমা দিয়া একাউণ্টস্ খুলিতে থাকেন। উদ্বোধন উৎসবান্তে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্য জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়। স্থানীয় এজেণ্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় অতিথিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

ফেডারেশন ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তনের সূচনা হইতে দিল্লীর ফেডারেশন ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী নিজেকে বিশেষভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম ঐ প্রকার চেষ্টার ফলে কোম্পানীটির আর্থিক সংস্থান উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহা উত্তরোত্তর প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঐ কোম্পানী জাতীয় কল্যাণ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীকে একত্রিকৃত করিয়া লইয়াছে। (জাতীয় কল্যাণ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীতে পূর্ব্বেই গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল)। বর্ত্তমানে লাহোরের ইউনিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও সেণ্ট্রাল লাইফ এণ্ড জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানীকে ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একীভূত করিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, কোম্পানী আরও কয়েকটি কোম্পানীকে ঐরূপভাবে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কোম্পানী লাহোরের গ্রেট ওরিয়েণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও উহার সাবসিডিয়ারী কোম্পানী—যথা গ্লোরি অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও প্রভিডেন্সিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সমস্ত ব্যবসা একচুয়ারী দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ফলে ফেডারেশন ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ বর্ত্তমানে অনেক দূর বিস্তৃত হইয়াছে। কোম্পানীর সরকারী সিকিউরিটির পরিমাণ বর্ত্তমানে দুই লক্ষ টাকারও বেশী দাঁড়াইয়াছে। বীমা আইনে যে পরিমাণ প্রাথমিক জমার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সে তুলনায় সরকারী সিকিউরিটির পরিমাণ বেশী হওয়ায় ফলে আর্থিক সংস্থানের দিক দিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সাধারণের সমক্ষে বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকেরা যেরূপ কুশলতার সহিত উহার কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাতে এই কোম্পানীর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

আগামী ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতায় ৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ এণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগের অষ্টম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতার মেয়র মিঃ এন সি সেন উহাতে পৌরহিত্য করিবেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত মতিলাল রায় দেশের বর্ত্তমান সমস্যা আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

নূতন একচুয়ারী

একচুয়ারী মিঃ এইচ কে সেনের অন্যতম এসিষ্টাণ্ট মিঃ প্রভাত কুমার ঘোষাল এম এস্‌সি সম্প্রতি লণ্ডনের এসোসিয়েটসিপ অব দি ইনষ্টিটিউট অব একচুয়ারীজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা বাঙ্গলার এই নূতন একচুয়ারীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে

গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর মোট ৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৫১ টাকা আয় হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত পাঁচ মাসে কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০১ টাকা।

ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতার ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোম্পানী ও ইষ্টার্ণ এসিওরেন্স কোম্পানী শীঘ্রই একত্রীকৃত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ

আগামী ২৯শে অক্টোবর পুণার কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর নূতন হেড আফিস ভবনের উদ্বোধন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতসরকারের ভূতপূর্ব্ব আইন সচিব স্যার এন এন সরকার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অংশিদারদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় মেসার্স পোদ্দার সন্স লিমিটেড সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ভার লইয়া কোম্পানীর চীফ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

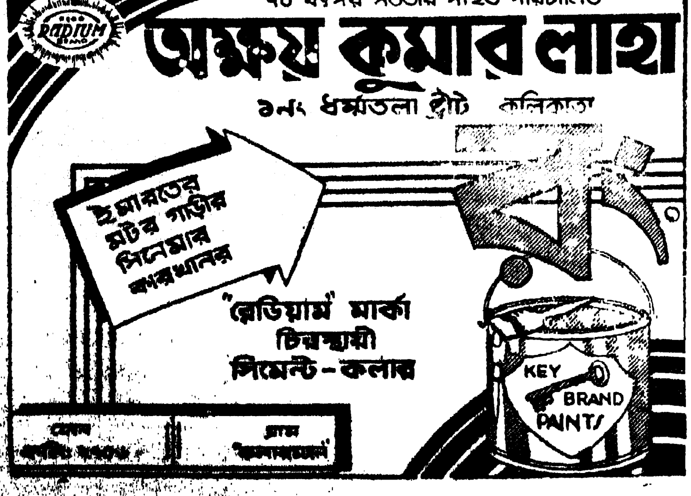
ভারত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্য। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৯ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

গুপ্ত ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে সি গুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জি এস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হিমাদ্রি সেন। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮৫ নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

টুরিষ্ট এণ্ড রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ব্রজেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জ্জি। এজেণ্ট ও দালালের ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহম্মদ আমিন ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মহম্মদ আমিন। চামড়া আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫৪ নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



মত ও পথ

পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের অযৌক্তিকতা

পাটকল সমিতি ঘরোয়া বৈঠকে বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের সর্ব্বোচ্চ ক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এরূপ গুজবও প্রবল যে ভারত সরকার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। ভারতসরকারের এই কার্য্য যে কিরূপ নীতি বিগর্হিত এবং বাঙ্গলার কৃষকের স্বার্থবিরোধী হইবে তাহা আলোচনা করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' লিখিতেছেন "গবর্ণমেণ্টের ১০০ কোটি থলের প্রয়োজন হইলেও উহার জন্য মাত্র ১২ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন হইবে। প্রতি বেলে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ৩০ টাকা করিয়া বেশী দিতে হইলেও ইহা মাত্র ৪ কোটী টাকার মত বেশী মূল্য দেওয়ার প্রশ্ন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে মাত্র ৪ কোটী টাকা ব্যয় হ্রাস করিবার সুবিধা দিতে গিয়া অন্যান্য দেশ হইতে উহার বহুগুণ টাকা যে কৃষক সম্প্রদায় পাইতে পারিত তাহা হইতে ভারত সরকার যে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে যাইতেছেন তাহা আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। অধিকন্তু ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে 'ওয়ার অফিসের' অর্ডার নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই সরবরাহ হইবে। কিন্তু বাঙ্গলার কৃষকের স্বার্থক্ষুণ্ণ করিয়া আমেরিকার লোকের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের আয় ২০ কোটী টাকা বৃদ্ধি করিয়া হক্ মন্ত্রিমণ্ডল একটা সময়োচিত এবং প্রশংসাজনক কাজ করিয়াছেন। পাট এবং চটের দাম সমুদ্রের ঢেউএর মত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বাঙ্গলা সরকার এই অগ্রগতিতে রাজা কেনিউটের ভূমিকা অভিনয় করিয়া নিশ্চয়ই তাহাদের প্রশংসনীয় কলঙ্ক লেপন করিবেন না। সুদৃঢ় ভিত্তি এবং শৃঙ্খলার অধীনেই যে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাধ্যমত অন্দোলন করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা উচিত, পাট ও পাটজাত দ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করিলে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি এবং এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পাটের যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে তাহার বিরোধিতাই করা হইবে।

জাপানী মাল সস্তা কেন?

জাপানী শিল্প দ্রব্য সস্তাদরে বিক্রী হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া সুবিখ্যাত মার্কিণ লেখক মিঃ জন গুন্থার তাঁহার "এসিয়ার অভ্যন্তরে" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "জাপানীরা কি কারণে এত সস্তা দরে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়? জাপানে মজুরির হার যে খুব অল্প তাহা একটা কারণ বটে। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। কারণ ভারতীয় মজুরীর হার জাপানের মজুরী অপেক্ষাও কম। এই প্রশ্নের সদুত্তর বিশেষ জটীলতাপূর্ণ। এক সময়ে জাপানী মুদ্রা ইয়েনের মূল্য হ্রাস একটা কারণ বলিয়া ধরা হইত। এবং এই কারণে বিদেশে জাপানের রপ্তানীপণ্য খুবই সস্তায় বিক্রী হইত। বর্ত্তমানে ইহা জাপানের স্বার্থবিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ অল্প মূল্যের ইয়েন দ্বারা বিদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানী করা জাপানের পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্ম কুশলতা (Efficiency) আর একটা কারণ। জাপানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কলকব্জাসমূহ আধুনিক ধরণের। জাপানীরা শিল্প বিজ্ঞানের অতি আধুনিক কলা কৌশলসমূহের সহিত পরিচিত। একটী বালিকা নূতন টোয়াডা তাঁতে (Toyada Looms) একাই ২০ জন ভারতীয় শ্রমিকের সমান কাজ করিতে পারে। কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বাণিজ্যপোত বহরও অপর একটী কারণ। আরও একটা বিশেষ কারণ এই যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সততা। জাপানের কারখানা-সমূহে কোনওরূপ দুর্নীতি নাই এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যস্থানে সরদার প্রথারও সন্ধান মিলে না। পরিশেষে এবং ইহাই মূল কথা যে অধিকাংশ জাপানীর মধ্যেই জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা আছে এবং ইহার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ মজুরীর জন্যই যে শুধু কাজ করে তাহা নয় ইহা কতকটা স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণাও বটে। জাপানের ব্যবসা বাণিজ্যে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, ফরাসী দেশের ন্যায়, দেশবাসীর মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য একতার পরিচয় মিলে। জাপানীরা নিজেদিগকে একটী বিরাট যন্ত্রের এক একটী ক্ষুদ্র অঙ্গ বলিয়া মনে করে।

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা

কৃত্রিম উপায়ে জন্মহার হ্রাস দ্বারা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের অযৌক্তিকতা এবং কৃষি শিল্পের উন্নতি দ্বারাই যে এই সমস্যার সমাধান করা বাঞ্ছনীয় তাহা আলোচনা করিয়া বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বরের "কমার্স" পত্র লিখিতেছেন, "ভারতের বর্ত্তমান্ আর্থিক অবস্থার অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উপর যেরূপ গুরুত্ব দেওয়া যাইতে পারে আমরা তদ্রূপ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি না। ম্যাল্থাসের বিরুদ্ধবাদীগণ বলিতেন যে আহারের জন্য বেশী সংখ্যক মুখ থাকিলে কাজের জন্যও অধিক সংখ্যক হস্ত থাকিবে। ভারতের আর্থিক সম্পদের সামান্যই ব্যবহারে আনা হইয়াছে এবং এদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রচুর ক্ষেত্র রহিয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়া অনুচিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে অধিকতর তৎপর হওয়াই কর্ত্তব্য। এই উপায়েই বর্দ্ধিত লোক সংখ্যার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শিল্পোন্নতির বিস্তৃর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন অতি অল্প। ইহাও বর্দ্ধিত করা অসাধ্য নয়। কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত জমীর পরিমাণও কম নহে।

আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রচুর সম্ভাবনা সত্বেও এদিকে নজর না দিয়া আমরা যদি জন্মহার হ্রাস করার উপরেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি তাহা হইলে মূল সমস্যার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়া আমরা ভারতের আর্থিকোন্নতির পক্ষেই বাধা সৃষ্টি করার কারণ স্বরূপ হইব।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৯শে সেপ্টেম্বর

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে খুবই মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থিত হয় নাই। এক দিকে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কসমূহ ২ মাসের বেশী সময়ের মিয়াদী বিল গ্রহণ করিতেছে না। আর অপরদিকে যুদ্ধের জন্য জাহাজের ভাড়া সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত অবস্থা বলবৎ থাকায় রপ্তানীর কাজও তেমন কিছু হইতে পারিতেছে না। ফলে স্বভাবতঃই বাজারে উৎসাহের অভাব লক্ষিত হইতেছে। এ সপ্তাহের বিনিময় বাজার সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড তাহাদের সুদের হার কমাইয়া শতকরা ৪ ভাগ স্থলে কমাইয়া শতকরা ৩ ভাগ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানের জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় সুদের হারের ঐ প্রকার কমতি খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সামরিক বাজেট উপস্থাপিত হইবার পরই সুদের হার এইরূপভাবে হ্রাস পাওয়ায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট টাকার বাজারে একটা স্বচ্ছল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। টাকার সুদের হার চড়া থাকিলে সামরিক প্রয়োজনে ঋণ তুলিতে গিয়া গভর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। সেজন্য সুদের হার কমাইয়া দিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের অবস্থার অনুরূপহারে বলবৎ করাই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সুদের হার ঐরূপভাবে হ্রাস করাতে স্থানীয় বিনিময় বাজারের হার সম্পর্কেও একটা পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের কার্য্যধারার অনুকরণে এখানেও বিলের হার ৩/৩২ পেনী হারে হ্রাস করা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাহে শতকরা বার্ষিক এক টাকা সুদে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকা (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) আদান প্রদান হইয়াছে। বাজারে টাকার দাবী দাওয়া মোটমুটী ভালরূপই দেখা গিয়াছে।

বাজারে ট্রেজারী বিলের আবেদনের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়াছে। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়া ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৵২ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৵ আনা দরের শতকরা ৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু কমিয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৸১০ পাই এ সপ্তাহে তাহা কমিয়া ২৷৶৫ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ৩রা অক্টোবরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোটে দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই অক্টোবর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ২২শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮৬ কোটি ৭ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে সাময়িক ধার দেওয়া [illegible] হইয়াছিল ১ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে [illegible] টাকা। গত সপ্তাহে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানত পরিমাণ [illegible] ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। [illegible]

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ২৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫ ২৫/৩২ পে
ডি, এ ৩ মাস	„	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ডি, এ ৪ মাস	„	১ শি ৬ ৭/৬৪ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়	১২৬০
গিলডার	„	৫২½
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৮৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৯৲
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ড)	১৭৭
ষ্টার্লিং-ডলার হার	„	৪·০৪

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২৯শে সেপ্টেম্বর

পূর্ব্ব কয়েক সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত অবসাদের ভাব মূর্ত্ত দেখা গিয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতর পরিস্থিতিই উহার কারণ। বাহ্যতঃ রাশিয়ার মনোভাব ও কার্য্যধারা ক্রমেই বেশী পরিমাণ মিত্রশক্তিদের বিহিত স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর তাহার ফলে বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিলিত অভিযানের বিরুদ্ধে যাইতেছে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন রিবেন্‌ট্রপের মস্কো গমনের ফলে রাশিয়ার সহিত জার্ম্মানীর মিত্রতামূলক চুক্তি আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রিবেন্‌ট্রপ মলোটভের আলোচনার শেষে অদ্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে দুই দেশের গবর্ণমেণ্টের মিলিত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে—পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রসত্তা হইবার পর যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল সেগুলির মীমাংসা করিয়া জার্ম্মাণ ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। উভয় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন যে, জার্ম্মানী বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটানোতে সমস্ত জাতিরই প্রকৃত স্বার্থ আছে। যত শীঘ্র সম্ভব ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্ট মিলিতভাবে চেষ্টা করিবেন। যদি যুদ্ধ চলে তাহা হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্পর্কে জার্ম্মান ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিবেন। এই ইস্তাহার দৃষ্টে ইহাই বুঝা যায় যে, দরকার হইলে রাশিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গিয়া জার্ম্মানীকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। এইরূপ নূতন পরিস্থিতি সূচিত হওয়ায় বর্ত্তমানে সকলেই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে কতকটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সেজন্য দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের গতিও পুনরায় বেশী পরিমাণে অনিশ্চিতকর মনে হইতেছে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই শেয়ার বাজারে কাজ কর্ম্মের উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে। ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া দামের হার নামিয়া যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বেচাকিনা খুব কম হইয়াছে। দামের হারও গত সপ্তাহের তুলনায় নামিয়া গিয়াছে। রাশিয়ার উগ্র মনোভাবের জন্য ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বাড়িয়া যাওয়াতেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে অধিকতর মন্দা লক্ষিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তাহাদের সুদের শতকরা ৪ ভাগ হইতে শতকরা ৩ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সময় ঋণ গ্রহণ করিবেন তাহার জন্য বাজারে একটা স্বচ্ছল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। যদি যুদ্ধের অবস্থা অনুকূল থাকে আর বাজারে স্বচ্ছল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে পুনরায় উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। অদ্য বাজারে ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৮১৸৴ আনা। ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৮২৷৶ আনা ও ৩৷৷০ টাকা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ৯২৷৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কয়লার দাম বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ এ সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের দাম বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩৫৭৲ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৭৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটের নির্ম্মিত থলে ও চটের দাম কিছু পরিমাণে নামিয়া যাওয়ায় এ সপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বাজারে তাঁহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে পাট কলগুলিতে কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে চটের উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ যুদ্ধের জন্য জাহাজে চট রপ্তানীর সুবিধা সুযোগ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় পাটকলগুলির ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে সকলে জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। অদ্য বাজারে হাওড়া ৬০৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কিছু চড়িয়া ছিল। কিন্তু পরে তাহা আবার কিছু নামিয়া গিয়াছে। অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৩২৷৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২২শে সেপ্টেম্বর ৮৪৷, ৮৪৷৷, ৮৩৸৴, ৮৩৸৶, ৮৩৸ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৩৶, ৮৩৷, ৮২৸, ৮১৷৷, ৮৩৷৶, ৮৩৶, ৮৩৷৷, ৮৩৷৷৶, ৮৩৷, ৮৩৷৶, ৮৪৲, ৮৪৷, ৮৪৷৷, ৮৩৸, ৮৩৸৶, ৮৩৸, ৮৩৷৷৶ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর—৮৩৴, ৮৩৶, ৮৩৵, ৮২৸, ৮২৸৵, ৮২৸ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর—৮২৷৷, ৮২৷৷৴, ৮২৷৷ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর—৮২৷৶, ৮২৷ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৮১৷৷৶, ৮০৷৷, ৮১৴। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২২শে সেপ্টেম্বর—১০৪৸ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—১০৩৷৷, ১০৪৸৵, ১০৩৷৶, ১০৩৷৷, ১০৪৷৴, ১০৪৸ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর—১০৪৷ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর—১০৪৷৷৶ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর—১০৫৷ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর—১০৪৸০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৮৸০, ৮৯৷০, ৮৮৷৶, ৮৮৷৷০ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর—৮৬৸৶, ৮৬৷৶। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৫৸৶, ৮৫৷৷০, ৮৫৸০, ৮৪৸৶ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর—৮৩৸০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৩শে সেপ্টেম্বর—৯৩৸০,



৯৪॥৶, ৯৪॥/০ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর—৯২॥০ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর—৯২।০, ৯২॥০ । ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৩শে সেপ্টেম্বর—৯৯॥০ ।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২২শে সেপ্টেম্বর—২৮॥০ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—২৮॥০ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর—২৮।০, ২৮॥০ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২২শে সেপ্টেম্বর—৯৫৲, ৯৬৲ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—৯৪৲, ৯৩॥০, ৯৪॥০, ৯২৲, ৯৫৲, ৯৩৲, ৯২৲, ৯৫॥০, ৯৫৲, ৯৬৲, ৯৬॥০, ৯৫৲, ৯৬৲ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর—৯৬॥০, ৯৫॥০, ৯৬৲, ৯৭৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর—৯৭৲, ৯৫॥০ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর—৯৬৲, ৯৫৲, ৯৭৲, ৯৬॥০ ।

কাপড়ের কল

কানপুর—২২শে সেপ্টেম্বর—৪৸৶ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—৪৸০, ৪।৵, ৪৸, ৪॥৶, ৪৸৵০ । কেশোরাম—২২শে সেপ্টেম্বর—৬৶, ৬৲ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—৬৶, ৬৲ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর—৫৸/, ৫॥৶, ৫৸৶ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর—৫॥৵০ । মুইর মিলস—২২শে সেপ্টেম্বর—(অডি) ২৪৬॥০, ২৫০৲ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—২৪৬॥, ২৫০৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর—২৫১॥০ ; মোহিনী মিলস—২৩শে সেপ্টেম্বর—৯৲ । বঙ্গলক্ষ্মী—২৬শে সেপ্টেম্বর—৪১॥০ ।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—২২শে সেপ্টেম্বর—৩৫৮৲ ; ২৩শে—৩৫৪৲, ৩৫০৲, ৩৫৭৲, ৩৫৮৲ ; ২৬শে—৩৬০৲ ; ২৭শে—৩৫৫৲, ৩৫২৲ ; ২৮শে—৩৫৩৲, ৩৫৭৲ । বরাকর—২২শে—১৪।০, ১৪।/, ১৪॥৵, ১৪৸০ ; ২৩শে—১৩৸০, ১৪॥০, ১৪৸০, ১৪।০, ১৪৸০ ; ২৬শে—১৪॥৵ ; ২৭শে—১৪৸০ । ইকুইটেবল—২২শে ৩৭।০, ৩৬৸৵, ৩৭৵ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর—৩৬৲, ৩৬৸০, ৩৬৸৵, ৩৭৵ ; ২৫শে ৩৬৸৵, ৩৭।০, ৩৬৸/ ; ২৬শে—৩৭৲, ৩৭॥০, ৩৭।৵ ; ২৭শে—৩৭৲ ; ২৮শে—৩৬৸০, ৩৭৲ । জয়ন্তী সেণ্ট্রাল—২২শে সেপ্টেম্বর—২৲ ; ২৩শে ২৵, ১৸৶, ২৲ ; ২৫শে—২৲, ২/, ২৶ ; ২৭শে—২/, ২৶, ১৸৶ ; ২৮শে ১৸৵০ । নিউ মানভূম—২২শে—৩৩৲ ; ২৩শে—৩২৸৵, ৩৩৲ ; ২৫শে ৩৩৲, ৩৩॥০ ; ২৬শে ৩৫৲, ৩৫।০ ; ২৭শে—৩৫৲ । নর্থ দামুদা—২২শে ৬৵ ; ২৩শে—৬৵০ । কুতুল পুঃ—২৮শের—৮৸৵, ৯৵০ । রাণীগঞ্জ—২২শে ৩৩৸৵, ৩৪৲ ; ২৩শে—৩৪৲, ৩৩৲, ৩৩৸৵, ৩৪৲ ; ২৬শে ৩৩।০ । সাউথ কারানপুরা—২২শে ৫।০ ; ২৩শে ৫৵, ৪৸/, ৫।০ ৫৵, ৫।০ ; ২৬শে ৪৸৵, ৫৵ ; ২৭শে ৫৵, ৫।০ । ইউনিয়ন ২২শে ৩০৲, ৩০। ৩০৵, ৩০।৵ ; ২৩শে ২৯৸০, ৩০৲, ৩০।৵০ ।

পাটকল

আগরপাড়া—২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৲, ১৯৸০, ২০৲ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৵, ১৮॥০, ২০৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০৸০, ২১৲, ২১।০ । এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—২২শে সেপ্টেম্বর ৩৭৬৲, ৩৮০৲, ৩৭৫৲, ৩৭৯ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৩৪৫৲, ৩৮২৲, [illegible] ; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৩৭৫৲, ৩৭৭৲, ৩৮০৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৩৭৬৲, [illegible] ; [illegible] সেপ্টেম্বর ৩৭৪২, [illegible] ; ২৮শে সেপ্টেম্বর [illegible], ৩৬৯৲, ৩৭৬৲ । বালী—২২শে সেপ্টেম্বর ২২১॥০, ২২৭৲, ২২৩৲ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর ২১২৲, ২০৬৲, ২২৭৲, ২২৩৲ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর ২১৭৲, ২১৮৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর ২১৯৲, ২২২৲ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ২১২৲, ২২৯॥০ । বরানগর—২২শে সেপ্টেম্বর ১৬৭৲, ১৬৮৲, ১৬৫৲, ১৬৭॥০, ১৬৬৲, ১৬৪॥০ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৬০৲, ১৫১৲, ১৬২॥০ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৬৫৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর [illegible] ; ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৬১৲, ১৬২৲ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৫[illegible]৲, ১৫৬৲ । বিড়লা—২২শে সেপ্টেম্বর ২০।০, ২০৲ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯॥০, ২০।০, ২০৲ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯॥০ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯।০ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯।০ । হুগলী—২২শে সেপ্টেম্বর ৬২॥০ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২॥০ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর [illegible] । হাওড়া—২২শে সেপ্টেম্বর ৬২।০, ৬৩৲, ৬৩৵, ৬২৲, [illegible] ; ২৩শে সেপ্টেম্বর [illegible], ৬২।৶ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর [illegible], ৬১।০, [illegible] ; ২৬শে সেপ্টেম্বর [illegible] [illegible]

৫৬৭৲, ৫৬৯৲, ৫৭০৲, ৫৬৩॥০, ৫৬৫৲, ৫৬৭৲ ২৩শে সেপ্টেম্বর ৫৫২৲,৫৪০৲, ৫৭০৲, ৫৫৫৲; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৫৫২৲, ৫৫৯৲; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৫৫৫৲, ৫৫০৲: ২৭শে সেপ্টেম্বর ৫৫৪৲, ৫৪৫৲; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৫৪০৲, ৫৪৮৲। ন্যাশনাল—২২শে সেপ্টেম্বর ২৬॥০, ২৬৸০, ২৬৷৵, ২৬॥৵, ২৬৸০; ২৩শে সেপ্টেম্বর ২৫॥০, ২৪৷৶, ২৬৸০; ২শে সেপ্টেম্বর ২৫॥৵, ২৬৷০, ২৫৸৵; ২৬শে সেপ্টেম্বর ২৫৸৵, ২৬॥০; ২৭শে সেপ্টেম্বর ২৬৲, ২৬৷০। ২৮শে ২৫৸, ২৬৷৵ নদীয়া—২২শে সেপ্টেম্বর ৫৪৲, ৫২৲, ৫২॥০, ৫৪৲, ৫৩৲; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৪৭॥০, ৫৪৲, ৫৩৲, ২৫শে সেপ্টেম্বর ৫২৲, ৫২॥৵; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৫২॥০, ৫৩॥০, ৫২৸৵; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৫৩৲: ২৮শে সেপ্টেম্বর ৫২॥০, ২৫৩॥০। ষ্টাণ্ডার্ড—২২শে সেপ্টেম্বর ৩১০৲, ৩১২৲, ৩১৪৲; ২৩শে সেপ্টেম্বর ২৯৫৲, ৩১০৲, ৩১৪৲; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৩০৬৲। ইউনিয়ন—২২শে সেপ্টেম্বর ৪১৩৲; ২৩শে সেপ্টম্বর ৪০০৲; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৪১০৲; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৪১৭॥০, ৪১২৲; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৪১৩॥০।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—২২শে সেপ্টেম্বর ৬॥৵, ৬৷৵, ৬॥৵, ৬৷৵, ৬॥৵, ৬॥/, ৬৷/, ৬৷৵, ৬॥০; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬৷৶, ৬৲, ৬৸০, ৬৷৵; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৬৷০, ৬॥/, ৬৷০; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৬৷০, ৬॥/, ৬৷/; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬॥৵, ৬৷০; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৬৷০; ৬॥০, ৬৷০। ইণ্ডিয়ান কপার—২২শে সেপ্টেম্বর ২॥৵, ২৸০, ২॥/; ২৩শে সেপ্টেম্বর ১॥০, ১৶, ১৷/; ২৬শে সেপ্টেম্বর ২৷৶, ২॥/, ২৷৵, ২৷৶; ২৭শে সেপ্টেম্বর ২৷৵, ২৷৶, ২৷৵; ২৮শে সেপ্টেম্বর ২৷৶, ২৷৵। রোডেসিয়া কপার—২২শে সেপ্টেম্বর ১৶, ১৷০, ১৷/; ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৷/,; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৶, ১৷/।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২২শে সেপ্টেম্বর ৩৩৸০, ৩৪৲, ৩৩॥৶, ৩৩॥/, ৩৩৷০, ৩৩॥০, ৩৩৸০, ৩৩৷৶, ৩৩৸০; ২৩শে ৩৩॥০, ৩০৸০, ৩৪৲, ৩৩॥০; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৩৩৷/, ৩৩॥৵, ৩৩৲, ৩৩/; ২৬শে ৩৩৲, ৩২৵, ৩৩৵, ৩৩৵; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৩৩॥০, ৩৩৸৶, ৩৪৲, ৩৩৵; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৩২॥৵, ৩৩৶। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—২২শে সেপ্টেম্বর ৮॥০, ৮৸০; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৮॥, ৮৸, ২৭শে সেপ্টেম্বর ৮॥০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২২শে সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ১৭৸/, ১৭৸০, ১৮৲, ১৭॥৶, ১৭৸৶, ১৭৷০, ১৭॥০, ১৭॥/,১৭৷/, ১৭॥৵, ১৭৷৶, ১৭॥০ ১৭৷৵, ১৭৸৶, ১৮/, ১৭৸০, ১৭৷৶, ১৭॥৵; ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৬৸০, ১৬৷৵, ১৮৲, ১৭৸৶; ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৭৷৶, ১৭॥/, ১৭৸/, ১৭॥০; ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৭৷৶, ১৭৸৵, ১৭॥/; ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৭॥০, ১৭৸/, ১৭৷/, ১৭৷৶; ২৮শে ১৭৷/, ১৭৷০, ১৭৶, ১৭॥৵, ১৭॥/। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২৬শে সেপ্টেম্বর ৪৷৵, ৪॥০, ৪৷/; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৪॥০, ৪॥৵।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—২২শে সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৩৸/, ৩॥৵, ৩॥৶, ৩॥/, ৩॥৵, ৩৸০ ৩॥/; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩৷৵, ৩৸/, ৩॥/; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩৸/, ৩॥৶; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৩॥৵, ৩৸০, ৩॥/; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৩॥/, ৩৸৶, ৪৵, ৩৸/; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৩৸/, ৩৸৶, ৩৸০। বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—২২শে সেপ্টেম্বর ৪৸৵; ২৩শে সেপ্টেম্বর ৪॥৵, ৪৸৵; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৪৸/, ৪॥৵, ৪৸৶; ২৬শে সেপ্টেম্বর ৪॥৵, ৪৸/; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৪৸৵; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৪॥০, ৪॥৶, ৪৸/, ৪৸৵। ওরিয়েণ্ট পেপার—২২শে সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৭৸০; ২৩শে সেপ্টেম্বর (প্রেফ) ৭৭৲, ৭৮৲। বেঙ্গল পেপার—২৬শে সেপ্টেম্বর ৭৲ টাকা স্থদের (প্রেফ) ৫০৲, (সঃ আদায়ী) ৬৮৲। মেদিনীপুর জমিদারী—২২শে সেপ্টেম্বর ৬৪৲, ৬৫৲; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৬৫৲; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬৫॥০, ৬৬॥০; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৮/, ৮॥০; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৬৪৲। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট—২৩শে সেপ্টেম্বর ৭৷০; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৭৲।

চিনির কল

কানপুর—২২শে সেপ্টেম্বর ২০॥০, ২১৲; ২৫শে (প্রেফ) ১৪৪৲, ১৪৫৲। নাগারন—২২শে সেপ্টেম্বর ১৫৷৵, ১৫৷০, ১৫৸০, ১৬৲; ২৭শে ১৫॥০, ১৫৸৵। সমস্তিপুর—২২শে সেপ্টেম্বর ৮॥০; ২৫শে ৮॥০: ২৬শে ৮৷৵, ৮॥৵; ২৭শে ৮/, ৮॥০; ২৮শে ৮৶, ৮৷৶, ৮॥০।

চা বাগান

বেতেলী—২২শে সেপ্টেম্বর ৩৷/, ৩॥০; ২৬শে ৩॥৵, ৩৸০; ২৭শে ৩৸০, ৩৸৵। হাপকান পর্ব্বত—২২শে সেপ্টেম্বর ৸৵, ১৲; তেজপুর—২২শে সেপ্টেম্বর ৫৷৵; ২৫শে ৫৸০, ৫৸৵; ২৭শে ৬৲, ৬॥০। চোঙ্গানী—২২শে সেপ্টেম্বর ২৷০, ২৷৵, ২॥০। হাঁসিমারা—২৬শে সেপ্টেম্বর ৩৭৷০, ৩৬॥৵, ৩৭॥০, ৩৭৸০; ২৭শে ৩৮৲, ৩৮৷০। বিশ্বনাথ—২৬শে সেপ্টেম্বর ২২৲, ২২৵, ২২৷৵; ২৭শে ২২॥০,, ২৩৲; ২৮শে ২৩৲, ২৩৷০, ২২৸৵। সাপয়—২৬শে সেপ্টেম্বর ৮॥০, ৮৸০; ২৭শে ৮৸০, ৯৲। হাতীক্ষীরা—২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৷০, ১৮॥০; ২৭শে ১৯৲; ২৮শে ১৯॥০, ১৯৸০, ২০৲।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে মন্দা গিয়াছে। কারবারের অভাবে আড়তদারগণ এখন বাধ্য হইয়া ক্রমশঃ মূল্য হ্রাস করিতেছেন কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ এই হারেও চিনি ক্রয় করিতে সাহস পাইতেছে না। কাটতি বৃদ্ধি না পাইলে চিনির মূল্য আরও হ্রাস পাইবে। স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ অধিক আছে; ইহার উপর আবার শীঘ্রই জাভা চিনির আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ ১ লক্ষ ৩০ হাজার বস্তা। অপর পক্ষে দেশী চিনির পরিমাণ মাত্র দেড় হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর

তুলার মূল্যের অত্যধিক পরিমাণ তারতম্যের ফলে বাজারে একটা সঙ্কট দেখা দিতে পারে আশঙ্কায় সম্প্রতি বোম্বাই এর তুলার বাজারে ফাটকা নিষিদ্ধ করিয়া অর্ডিনান্স জারী করাতে এবং আমেরিকায় অধিক পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইবে সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর বাজার স্থির ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোরোচ এপ্রিল-মের দর সর্ব্ব নিম্নে ১৯৭৷৷০ দাঁড়ায়। ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দর ১৪৮৷০ আনা, পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। বেঙ্গল ডিসে-জানু ১৪৮৷০ আনায় দাঁড়ায়। গত বুধবার বাজারে পুনরায় চড়াভাব আত্ম প্রকাশ করিবার ফলে বোরোজ ২০৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বাজার-বন্দের সময় উহা পুনরায় ২০১৷৷০ পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। ওমরা ১৫০৲ টাকায় বাজার বন্ধ হয়।

বিদেশের তুলার বাজার মন্দা গিয়াছে এবং আরও সামান্য মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লিভার পুলের বাজারে মিডলিংপট ৬·৭০ পেনী অক্টোবর ৫·৯২ পেনী এবং নবেম্বর ৫·৮২ পেনীতে বাজার বন্ধ হয়। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিংপট ৯·১১ সেন্ট এবং অক্টোবর ও ডিসেম্বর যথাক্রমে ৯·৯০ এবং ৮·৭৬ সেন্ট দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বায়ের তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

তারিখ		বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা ডিসে-জানু	বেঙ্গল ডিসে-জানু
সেপ্টেম্বর	২২	২১১৷০	১৯৭৲	১৫৫৷৷০
,,	২৩	২০৫৷৷০	১৯১৲	১৫১৷৷০
,,	২৫	২০২৷৵০	১৮৮৷৵০	১৪৯৷৵০
,,	২৬	১৯২৷৵০	১৮৫৷০	১৪৮৷০
,,	২৭	২০১৷৷০	১৮৮৲	১৫০৲
,,	২৮	২০৩৷০	১৮৯৲	১৫০৷০
এক বৎসর পূর্ব্বে		—	—	—
দুই বৎসর পূর্ব্বে		১৭৫৷০	১৫৫৲	১৩৪৷০

কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে। বর্ত্তমানে পূজার মরশুম পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের বাজারের চাহিদা সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ীর হাতে মজুত কাপড় আছে তাহাদের কারবার খুব বেশী হইতেছে। কাপড়ের বর্ত্তমান মূল্য লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং কারবার প্রথমতঃ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ব্যবসায়ীগণ এখন অধিক মজুদ কাপড় না রাখায় অনুশোচনা করিয়াছে। জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তার ফলে অগ্রিম কারবার অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে। জাপানী কুলওয়ালার অগ্রিম মূল্য দাবী করা সত্ত্বেও কিছু অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে। দেশী মিলসমূহে কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশায় এই সকল মিল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর

রপ্তানী যোগ্য—

আলোচ্য ১৩নং নীলামে এই শ্রেণীর মোট ২৪ হাজার ৭৮০ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়; তন্মধ্যে ২৪ হাজার ২৮৬ বাক্স চা গড়ে ৷৵৩ পাই দরে বিক্রয় হয়। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে যথাক্রমে ২১ হাজার ২৫৩ এবং ২০ হাজার [illegible] বাক্স চা বিক্রয় হয় এবং উহার দরও যথাক্রমে [illegible] পাই এবং [illegible] পাই ছিল। [illegible]

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

এই শ্রেণীর চায়ের বাজারে বিশেষ কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা যায়। সবুজ চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে এবং মূল্যও চড়া ছিল। গুড়া চায়েরও ভাল চাহিদা ছিল এবং মূল্যও ব্যবসায়ীগণের পক্ষে লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ফ্যানিংস ব্যতীত অন্যান্য ধরণের চায়ের মূল্য প্রায় ।৬ পাই বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য নীলামে ১১ হাজার ৮৪৮ বাক্স চা এবং ৮ হাজার ২৩৩ বাক্স চা বিক্রয় হয়। ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ১৩ হাজার ৫৯ এবং ১১ হাজার বাক্স ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২৯শে সেপ্টেম্বর

এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে সোনার দামের হার প্রতি আউন্স ৮ পা ৮ শিলিং হারেই (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত) বলবৎ ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে উহার দর চড়া দেখা গিয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দাম ৪১৸৵ আনা ছিল। ২৫শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ৪১৴০ আনা হয়। ২৬শে তারিখ তাহা ৪১৶ আনা দাঁড়ায়। ২৭শে সেপ্‌টেম্বর তাহা ৪১৷৹ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২৮শে সেপ্‌টেম্বর তাহা নামিয়া ৪১।৹ আনা হয়।

কলিকাতার বাজারে গত ২২শে সেপ্‌টেম্বর প্রতি ভরি সোনার দাম ৪১ টাকা, বড়ালবার ৪০৸৶ আনা ও গিনি ২৭৸৹ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪১৲, ৪০৸৶, আনা ও ২৭৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

লণ্ডনের বাজারে এসপ্তাহে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর পূর্ব্বাপর ২৩½ পেনী হারে বলবৎ ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে তুলার বাজারের মন্দার জন্য প্রথমদিকে রূপার দাম পড়তির দিকে ছিল। তবে শেষদিকে সে বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৩শে সেপ্‌টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৬১৸৵ আনা ছিল। ২৫শে তারিখ তাহা ৬০৷৵ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ২৬শে তারিখ তাহা ৬০৸৹ আনা হয়। ২৭শে সেপ্‌টেম্বর তাহা বাড়িয়া ৬১।৹ আনা দাঁড়ায়। গতকল্য তাহা ৬১।৵ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

কলিকাতার বাজারে গত ২২শে সেপ্‌টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৬২৸৹ আনা ও ঐ খুচরা দর ৬৩ টাকা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৬০৶ আনা ও ৬০৸ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে ছাগলের চামড়া খুব তেজী গিয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর চামড়ার মূল্য ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য নীলামে মাদ্রাজী মুচিগণের মধ্যেই চাহিদা বেশী ছিল। আমদানীর পরিমাণ আশানুরূপ নহে। ফলে মজুদ চামড়ার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। লবণাক্ত চামড়া ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার গরুর চামড়ার কোন চাহিদা ছিল না। মার্কিন ব্যবসায়ীগণ মহিষের চামড়া সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

আলোচ্য সপ্তাহে চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়:—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৭৫ হাজার একশত টুকরা ৭০৲—৯৫৲ হিঃ—ঢাকা দিনাজপুর ৮ হাজার ৫ শত টুকরা ৮৫৲—১১৫৲ হিঃ—লবণাক্ত ৩০ হাজার ১ শত টুকরা ৭৫৲—১২৫৲ হিঃ। এতদ্ব্যতীত পাটনা ৪৩ হাজার ৫ শত টুকরা। ঢাকা দিনাজপুর ৮৮ হাজার টুকরা এবং লবণাক্ত ৮ হাজার ২ শত টুকরা মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—লবণাক্ত ১৫ হাজার ৯ শত টুকরা ৵৯ পাই হইতে ।৩ পাই। এতদ্ব্যতীত ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩৲ হিঃ ১ হাজার ৭ শত টুকরা বিক্রয় হয়।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে। (প্রতি ১ শত ঝুড়ি)।

খানানটো—অক্টোবর ২৮২৲; নবেম্বর ২৮৫৲; ডিসেম্বর ২৮৫৲; জানুয়ারী ২৫২৷৹, চলতি দর ২৮০৲।

আতপ—মোটা ২৬৭৲—২৭০৲; সরু ২৮০৲—২৮৩৲; টেবিয়ান ৩০০৲-৩০৫৲; সুগন্ধি ৩০০৲,—৩০৫৲, মাগুালো ৩১০৲—৩২০৲; ভাঙ্গা ২১০৲-২২৫৲।

সিদ্ধ—লম্বা ৩২০৲—৩২৫৲; মিলচর ৩১০৲—৩২০৲; অঃ-সিদ্ধ ২৯০৲—৩০০৲; ভাঙ্গা ২২০৲—২২৫৲।

ধান—নাসিন শ্রেণী ১১২৲—১১৪৲; মাঝারি ১১২৲—১১৪৲।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্ম দেশ হইতে মোট ২৪ হাজার ৯৪২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৫ হাজার ৩২২ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে:—

ধান—বাঁকতুলসী ৩৲; সাদা মোটা ২৷৵০ ২৷৵১০ সোমরা ২৩নং ২৸৶০ ২৸৶১০, মাঝারি ২৷৶০ ২৸০ রূপশাল ৩৲; দাদশাল ২৸৶ ৩৲; চিনি আতপ ৩৲: সাধারণ পাটনাই ২৷৴১০ ২৷৵; হামাই ২৸৵০ ২৸৶১০; হোগলা ২৷৵০।

চাউল—রূপশাল ৪৸৵; গোমরা ২৩নং ৪৸৴১০; জটাবাঁশফুল ৪৸৶০; কামিনী আতপ ৪৸৵০।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৭৫০ টন চাউল কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১ হাজার ৬৯৭ টন ছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের অপেক্ষাকৃত মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের দরের সর্ব্বোচ্চ হার ছিল ৫৭৸৵ আনা। এসপ্তাহে ২৫শে সেপ্টেম্বর বাজার খোলার দিন তাহা কমিয়া ৫৭।০ আনা দাঁড়ায়। ২৮শে তারিখ তাহা আরও কমিয়া ৫৬ টাকা হয়। গতকল্য তাহা দাঁড়ায় ৫৫৸৵ আনা। অন্ত বাজারে পাটের দরের হার নিম্নে ৫২৸০ আনায় নামিয়া ও উর্দ্ধে ৫৪৸০ আনায় উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫৩॥৵ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৫শে সেপ্টেম্বর	৫৭।০	৫৫॥০	৫৬।৵০
২৬শে „	৫৭।০	৫৬।০	৫৬৸০
২৭শে „	(বাজার বন্ধ ছিল)		
২৮শে „	৫৬৲	৫৫৲	৫৫৸০
২৯শে „	৫৫৸৵	৫৩৸৵	৫৪।৵০
৩০শে „	৫৪৸০	৫২৸০	৫৩॥৶০

বর্ত্তমানে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজারে পাটের দাম পড়িয়া যাইতেছে। উহার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমে ভারতীয় চট কলওয়ালা সমিতির কারসাজির কথাই উল্লেখ করিতে হয়। চটকল ওয়ালারা স্থির করিয়া লইয়াছেন তাহারা কলিকাতার বাজারে ইউরোপীয়ান মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৯৷৷০ টাকা, ইউরোপীয় বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান জাত মিডল প্রতি মণ ৯।০ আনায় ইণ্ডিয়ান জাত বটম প্রতি মণ ৮॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট মিডল প্রতি মণ ৯ টাকা ও ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮।০ আনার বেশী দরে ক্রয় করিবেন না। বর্ত্তমানে চটকলওয়ালারা জোটবন্দী ভাবে এই কার্য্যনীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া এক্ষণে পাট বিক্রয় করার দিকে সাধারণের ঝোঁক খুব বেশী। কাজেই চটকলওয়ালারা তাহাদের নির্দ্ধারিত দরেই পাট ক্রয় করার সুবিধা পাইতেছেন। দরের হার সমুচিত ভাবে বাড়িতে পারিতেছে না। পূজার পরে যখন পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ঝোঁক অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইবে তখন চটকলওয়ালারা কতদূর পরিমাণে পাটের দরের হার তাহাদের নির্দ্ধারিত সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

এসপ্তাহে পাটের থলে ও চটের বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দা দেখা যাওয়ায় সে কারণেও পাটের দাম পড়িয়া যাইতেছে। তবে চটের বাজারের মন্দা সাময়িক মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু চটকলওয়ালারা অন্যায় রকম কারসাজি অবলম্বন করিয়া যেভাবে পাটের দাম দাবাইয়া রাখিতেছে বাংলার পাটচাষীদের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সময়োচিত প্রতিকার একান্ত আবশ্যক বলিয়াই আমরা মনে করি। বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি পাট চাষীদের উপকারার্থে পাট সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ সুবিবেচিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। চটকলওয়ালাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্য্যনীতি ব্যর্থ করিবার জন্য এই সময়ে তাঁহারা উপযুক্ত কোন কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা কি জনসাধারণ করিতে পারে না? আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে চটকলওয়ালাদের নির্দ্ধারিত হারের মধ্যে বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয় [illegible] বলিয়া জানা গিয়াছে। পাকাবেল বিভাগে গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা অধিক পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। তবে এসপ্তাহে কাঁচা পাটের দাম নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত ২২শে সেপ্টেম্বর বাজারে কাঁচা পাটের দর ছিল প্রতি বেল [illegible] আনা। [illegible]

থলে ও চট

চটকলসমূহে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হারে কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত হওয়ায় এসপ্তাহে চট ও থলের বাজারে কতকটা মন্দা সূচিত হইয়াছে। গত ২২শে সেপ্টেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৪ টাকা ও ১০ পোর্টার চটের দর ১৭।০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৩।৵ আনা ও ১৬৸৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্ ম্যাকডোনাল্ড সম্প্রতি এক বক্তৃতায় পাটের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ্ পি বাগারিয়া তদুত্তরে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে মিঃ বাগারিয়া বলিতেছেন—আমেরিকায় চটের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি চটের দর খুব বাড়িয়াছে। আর ঐ সঙ্গে কাঁচা পাটের দামও ন্যায্যতঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাঁচা পাটের দর বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া সম্প্রতি পাটকলওয়ালারা জোটবন্দীভাবে পাটের একটা সর্ব্বোচ্চ দরের হার স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং সঙ্কল্প করিয়াছেন ঐ দামের উপরে তাহারা পাট খরিদ করিবেন না। উহা কৃষকদিগকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের স্বার্থসাধনের ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাহার বক্তৃতায় উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পাট উৎপন্ন করিতে মণ প্রতি কৃষকের ব্যয় হইয়া থাকে ৩ টাকা কাজেই প্রতি মণ পাট সাড়ে সাত টাকা হইলে তাহাতেই কৃষকদের যথেষ্ট লাভ থাকিবে। কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ড কি করিয়া যে গড়পড়তা খরচের হার ধরিলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটি পাট উৎপাদনের খরচের হার মণ প্রতি ৫ টাকা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এখন জিনিষপত্রের দর বাড়িয়া গিয়া জীবন ধারণের জন্য ব্যয়ের হার কমপক্ষে শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া এবৎসর কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পাট নষ্ট হইয়াছে। কাজেই এসমস্ত বিবেচনা করিলে পাটের দর আরও অধিক না বাড়িলে তাহা কৃষকদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়া উঠিবেনা বলা যায়। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিতে চান যুদ্ধের সময়ে সমরায়োজনের জন্য যে থলের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য এদেশবাসীদের পক্ষে বেশী মূল্য আদায় করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কম মূল্যে থলে পাইতে পারে সেজন্য এদেশের গবর্ণমেণ্ট কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া দেন ইহাই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া কৃষকদের পক্ষে অনিষ্টকর সেরূপ কোন নীতি অবলম্বন করিবেন না বলিয়াই আশা করি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পাটের থলের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে ২৫ কোটি থলের অর্ডার পাওয়া গেলেও সে বাবদ মাত্র ২ লক্ষ বেল পাট সুবিধাজনক মূল্যে পাওয়ার জন্য যদি গবর্ণমেণ্ট সাধারণভাবে পাটের মূল্য রোধ করিতে অগ্রসর হন তবে বাকী ৯৫ লক্ষ বেল পাট সম্বন্ধেও পাটচাষীরা অযথাভাবে উপযুক্তরূপ চড়ামূল্য লাভে বঞ্চিত হইবে।

বরোদা রাজ্যের শিল্প

গত দশ বৎসরে বরোদা রাজ্যে শিল্প বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বরোদা রাজ্যে ১৬টি কাপড়ের কল, ১টি পশমের কল এবং ১১৯টি তুলার বীজ নিষ্কাশন ও গাঁট বাঁধার কারখানা আছে। যদিও এই রাজ্যের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ·৬৬ ভাগ মাত্র তথাপি এই রাজ্যে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৩ ভাগ এবং শতকরা ৩½ ভাগ সুতা উৎপন্ন হয়। দ্বারকায় যে সিমেণ্টের কারখানা আছে তাহা ভারতের বৃহত্তম সিমেণ্ট কারখানাগুলির অন্যতম। ইহা পূর্ব্বে ওখা সিমেণ্ট কোম্পানীর পরিচালনাধীনে ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে এই কারখানায় ৮১,৮৪০ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। ইহা সমগ্র ভারতে উৎপন্ন সিমেণ্টের শতকরা ৮ ভাগ পরিমিত। রাজ্যমধ্যে বর্ত্তমানে দুইটি রাসায়নিক কারখানা আছে। উভয় কারখানায়ই নানাপ্রকার ঔষধ ও স্পিরিট মিশ্রিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। নবসারিস্থিত বরোদা কেমিক্যাল ওয়ার্কসে সালফিউরিক এসিড ও তজ্জাত নাইট্রিক ও হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ওখা সল্ট ওয়ার্কসে সাধারণ লবণ প্রস্তুত হয়; অধিকন্তু এপ্‌সম সল্ট, পটাসিয়াম ক্লোরাইড্ এবং ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইডও প্রস্তুত হয়। ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইডের অধিকাংশই ইউরোপে রপ্তানী হয়। রাজ্যের সরকার এই কারখানায় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বরোদা রাজ্যে দুইটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা আছে। ইহা ব্যতীত নবসারি, বিলিমোরা ও অন্যান্য সহরে কতকগুলি পিত্তলের কারখানা আছে। চাউল ও কলাইয়ের কলের উপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য নবসারি জিলার অন্তর্গত কারণ নামক স্থানে একটি কারখানা আছে।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

'ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক'
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ | কলিকাতা, ৯ই অক্টোবর সোমবার ১৯৩৯ | ২৩শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৬৩-৬৬৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৭০-৬৭৫
শত্রুপক্ষীয় দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য	৬৬৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬৭৬-৬৭৭
ভারতে জীবন বীমার ব্যবসা	৬৬৭	মত ও পথ	৬৭৮
ভারতীয় শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	৬৬৮-৬৬৯	বাজারের হালচাল	৬৭৯-৬৮৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা

গত সপ্তাহে দিল্লীতে বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্না প্রমুখ বিভিন্ন দলপতিগণের যে আলাপ আলোচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত ভিতরের খবর কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। তবে ভাব দেখিয়া মনে হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যের জন্য কংগ্রেসকে রাজী করার উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে নূতন শাসনতন্ত্রে পরিকল্পিত ক্ষমতা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিবার বিষয়ে বড়লাট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে ভারতের সাম্প্রদায়িক অসন্তাব একটি বড় রকম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় মুসলীম লীগের নেতা মিঃ জিন্নার সহিত একটা বুঝাপড়া না করিয়া যদি ভারতবর্ষকে অধিকতর রাজনীতিক অধিকার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে মুসলীম লীগ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসিতে পারে এবং উহার ফলে যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইতেছে তাহা পণ্ড হইতে পারে। এই জন্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা আপোষরফা করিবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা হইতেছে। দিল্লী হইতে এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যতদূর সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে অবস্থা খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মিঃ জিন্নার [illegible] কার্য্যনীতি যে প্রকার [illegible] ও [illegible] দিল্লীতে ৩৫ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্যচক্র লইয়া যে খেলা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে মিঃ জিন্না কি প্রকার ভূমিকার অভিনয় করেন তাহা জানিবার জন্য দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মুখ হইয়া আছে।

স্বর্ণের মূল্য

ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের সব চেয়ে বড় আড়ৎ এবং বোম্বাইয়ে স্বর্ণের যে মূল্য থাকে তাহা দ্বারাই সমগ্র ভারতে স্বর্ণের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য ছিল ৩৭৵০ আনা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে উহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৪১৲ টাকা। গত মঙ্গলবারে ষ্টেটসম্যান পত্রে রয়টারের প্রেরিত এই মর্ম্মের একটী সংবাদ বাহির হয় যে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১১৬ শিলিং বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য দাঁড়ায় ৩২ টাকার কাছাকাছি। উপরোক্ত সংবাদে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্বর্ণ বিক্রয় আরম্ভ করে। পরে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ষ্টেটসম্যানে মুদ্রিত উপরোক্ত সংবাদ সত্য নহে। যাহা হউক যুদ্ধের ফলে স্বর্ণের মূল্য বর্ত্তমানে যে ভাবে চড়িয়াছে তাহাতে অদূরভবিষ্যতে এই মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে—না উহা কমিয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে সংবাদ জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক। তাঁহাদের অবগতির জন্য [illegible] যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য [illegible] এবং ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার বিনিময়

হার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও এই হার দ্বারাই স্বর্ণের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ডলারের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন। কাজেই ডলারের হিসাবে পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য কমিলে পাউণ্ডের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া যায় এবং যেহেতু ভারতীয় টাকার সহিত পাউণ্ডের বিনিময় হার আইন অনুসারে সুনির্দ্দিষ্ট এজন্য পাউণ্ডের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য চড়িলে টাকার হিসাবেও স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড আমেরিকার ৪'৬৮ ডলারের সমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার উপর সকলের আস্থা কমিয়া যাওয়াতে এখন ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড আমেরিকার ৪'০২ ডলারের সমান হইয়াছে। এই কারণেই ইংলণ্ডে স্বর্ণের মূল্য চড়িয়াছে এবং ভারতবর্ষেও উহা প্রতি ভরি ৩৭৵ আনা হইতে ৪১ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও পাউণ্ড এবং ডলারের বিনিময় হারের উপরই ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য নির্ভর করিতেছে। অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বাট্টার হার সমীকরণ তহবিলের সাহায্যে পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার ৪ ডলারের কাছাকাছি রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যুদ্ধের পরিণতির ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এই হার বজায় রাখিতে অসমর্থ হন এবং পাউণ্ডের মূল্য যদি আরও কমিয়া যায় তাহা হইলে তদনুপাতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য বাড়িবে। আর যদি এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে জার্ম্মাণীর বড় রকম পরাজয় ঘটিতেছে—অথবা একটা সন্ধির আশা হইয়াছে তাহা হইলে ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য চড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইবে। সাধারণ পাঠক যদি এই কথাগুলি স্মরণ রাখেন তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণের মূল্যে উঠতি পড়তি সম্বন্ধে তাঁহারা একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

"আর্থিক জগৎ" পত্রিকার ২৪শ সংখ্যা শারদীয় সংখ্যারূপে আগামী ১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। শারদীয় অবকাশের জন্য পরবর্ত্তী তুই সপ্তাহ 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবে না। আর্থিক জগতের পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ৬ই নবেম্বর প্রকাশিত হইবে। ম্যানেজার—আর্থিক জগৎ

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণকল্পে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে একটী আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত জুলাই মাসে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই আইন হুবহু পাশ হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের কি প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইবে ঐ প্রসঙ্গে তাহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। গত তুই তিন মাসের মধ্যে এই আইন সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এই সম্বন্ধে একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে যুদ্ধের অস্বাভাবিক মুহূর্ত্তে ব্যাঙ্ক আইনের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ জানা গিয়াছে যে বর্ত্তমান মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধিবেশনেই এই আইন সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে। প্রকাশ যে, যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্য প্রণালীর উপর দৃষ্টি রাখা অধিকতর প্রয়োজন মনে করিয়া এই আইন যত সত্বর পাশ হয় তৎপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া হইবে। আমরা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। দেশের ভিতরে যাহাতে ব্যাঙ্ক সমূহ বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে পরিচালিত হয় এবং দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তৎপক্ষে ব্যবস্থার জন্য একটি ব্যাঙ্ক আইন খুবই প্রয়োজন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে ভাবে ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া যে ভাবে উহা দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে আমরা তাহার সমর্থক নহি। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। প্রস্তাবিত আইন পাশ হইতে বহু বিলম্ব রহিয়াছে এবং উহা পাশ নাও হইতে পারে মনে করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাপারে এক প্রকার উদাসীন রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অথচ যেরূপ সংবাদ জানা যাইতেছে তাহাতে ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুব ত্বরান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। বাঙ্গলার সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মিলিয়া এই বিষয়ে এখনই যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ না করেন তাহা হইলে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কে তাঁহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় যথাযথভাবে বিবেচিত না হওয়ার আশঙ্কা আছে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধের প্রভাবে কাঁচা পাটের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহ বাঙ্গলা সরকারকে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ সঙ্কোচের নীতি পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। উহাদের যুক্তি এই যে, বর্ত্তমান বৎসরে চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই এবং উহার ফলে পাটের মূল্য খুব উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এখন আর বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষ সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহের এই যুক্তি হাস্যাস্পদ এবং তুরভিসন্ধিমূলক। ইতিপূর্ব্বে অনেক বার দেখা গিয়াছে যে এক বৎসর পাটের মূল্য কিছু বাড়িবার পরই পর বৎসরে কৃষক অত্যধিক পরিমাণে পাটের চাষ করিয়াছে এবং উহার ফলে প্রথম বৎসরে কৃষকের যাহা লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় পরবর্ত্তী বৎসরে ক্ষতি হইয়াছে অনেক বেশী। আমাদের সুদৃঢ় অভিমত এই যে আগামী চৈত্র মাসে পাটের চাষের সময়ে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাই সব চেয়ে বেশী। কেননা বর্ত্তমান বৎসরে পাটের যেরূপ মূল্য দেখা যাইতেছে তাহাতে কৃষক প্রলুব্ধ হইয়া আগামী বৎসরে যে অনেক বেশী পরিমাণে পাটচাষ করিবার চেষ্টা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অর্থে আমরা কেবল পাটের চাষ কমানই বুঝি না। বর্ত্তমান বৎসরে যোগানের তুলনায় যদি বেশী পাট খরচ হয় তাহা হইলে আগামী বৎসর কৃষকদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী পাটের চাষ করার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু পাটের চাষের ব্যাপারে কৃষকের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করার আমরা পক্ষপাতী নহি। এখন হইতে গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক বৎসর সম্ভাবিত চাহিদা ও মজুদ পাটের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া তদনুসারে কৃষককে বেশী বা কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। একমাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই কৃষক পাটের জন্য বরাবর ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরে পাটের কিছু বেশী মূল্য হইয়াছে দেখিয়াই গবর্ণমেণ্ট যদি পাটচাষে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার নীতি পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আগামী বৎসরে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়া কৃষকের সমূহ ক্ষতি হইবে। শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহ চটকলওয়ালাদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়াই বাঙ্গলা সরকারকে বাধ্যতামূলক নীতি পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেছে। বাঙ্গলা সরকার উঁহাদের অনুরোধে যদি তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে উহা দ্বারা চট কলওয়ালাদেরই পকেট ভর্ত্তি করা হইবে এবং পাটচাষীর সমূহ অনিষ্টের পথ প্রশস্ত হইবে।

ব্যবসায়ে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা

ফরিদপুরে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিলে ব্যবসায়ী সমাজ নানাদিকেই উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীযুত সরকার এই সম্পর্কে যে একটি বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা খুব প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অভ্যন্তরে পাইকারী হিসাবে যে কোটী কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হয় তাহাতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের কোন স্থান নাই বলিলেই চলে। উহার কারণ এই যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ অর্থসঙ্গতিহীন এবং তাঁহারা পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক অথবা পণ্যদ্রব্য আমদানী কারকের নিকট একসঙ্গে বহুল পরিমাণ মালের অর্ডার দিতে সমর্থ নহেন। এজন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণকে মধ্যব্যবসায়ী হিসাবে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পাইকারী হিসাবে মাল কিনিয়া তাহা খুচরা হিসাবে সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিতে হয়। উহার ফলে ব্যবসায়ে লাভের মোটা অংশ অবাঙ্গালীদেরই হস্তগত হইয়া থাকে। শ্রীযুত সরকার বলেন যে ব্যবসায়ীগণ যদি সর্ব্বত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে বহুল পরিমাণ মালের ক্রয় বিক্রয়ের অর্ডার দিতে পারেন তাহা হইলে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যে পাইকারী ব্যবসা ও উহার লাভও তাঁহাদের হস্তগত হইবে। বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী এবং বাঙ্গলা হইতে বিদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানী লইয়া বৎসরে মোটমাট ২০০ কোটী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় এবং উহাতে মধ্যব্যবসায়ীদের বৎসরে ২০ কোটী টাকার মত লাভ হইয়া থাকে। উহা স্মরণ করিলে শ্রীযুত সরকারের প্রস্তাবের গুরুত্ব কত অধিক তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভারতে প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসা

ভারতবর্ষে জীবন বীমার ব্যবসা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সংখ্যায় যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে স্থানাভাব বশতঃ প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসা সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ করা হয় নাই। বীমা বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্ত্তমানে জীবন বীমা কোম্পানী ছাড়া এদেশে ৫২৮টী প্রভিডেণ্ট কোম্পানী রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে ২৮৫টীই বাঙ্গলাদেশে রেজেষ্টরীকৃত। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে প্রায় ১২ শত প্রভিডেণ্ট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেইসব কোম্পানীর মধ্যে বর্ত্তমানে অধিকাংশ কোম্পানীরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে যে পাঁচ শতাধিক প্রভিডেণ্ট কোম্পানী রহিয়াছে সেইগুলির মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানীই গত ৭।৮ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন অনুসারে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলিকে এই আইন বলবৎ হওয়ার এক বৎসর কালের মধ্যে ৫ হাজার টাকা গভর্ণমেন্টের নিকট আমানত করিতে হইবে এবং উহার পরে প্রত্যেক বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ জমা দিয়া আমানতের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকায় পরিণত করিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশে যে ২৮৫টী প্রভিডেণ্ট কোম্পানী রহিয়াছে তাহার মধ্যে কতগুলি কোম্পানী এক বৎসরের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে সমর্থ হইবে তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ ১৫।২০টী কোম্পানী ছাড়া অধিকাংশ প্রভিডেণ্ট কোম্পানীরই কিছুমাত্র অর্থসঙ্গতি নাই। যাহা হউক নূতন বীমা আইনের ফলে বাঙ্গলার প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির উপর কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় তাহা [illegible]

[illegible]

[illegible]

রিপোর্ট হইতে সেচব্যবস্থার ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা কি প্রকার শোচনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে সিন্ধু প্রদেশের মোট আবাদী জমির শতকরা ৮৬.০২ ভাগ, পাঞ্জাবের শতকরা ৩৬.৫০ ভাগ, মাদ্রাজের ২০.০২ ভাগ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৭.০৪ ভাগ, ব্রহ্মদেশের ১১.৮৫ ভাগ এবং সংযুক্ত প্রদেশের ১০.৮০ ভাগ জমিতে নিয়মিতভাবে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই বৎসরে বাঙ্গলার আবাদী জমির শতকরা ০.৬৮ ভাগ মাত্র জমিতে সেচ ব্যবস্থার মারফতে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা ছিল। গত ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতসরকার সেচব্যবস্থার জন্য মোটমাট ১৫৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। উহার মধ্যে মাদ্রাজে ১৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, সংযুক্ত প্রদেশে ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবে ৩৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং সিন্ধুতে ২৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় ব্যয়িত হইয়াছে মাত্র ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। কর্ত্তৃপক্ষের একটা ধারণা রহিয়াছে যে বাঙ্গলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় বলিয়া সেচব্যবস্থা দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আবাদী জমিতে জলসেচনের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু পশ্চিম, উত্তর ও মধ্যবঙ্গে জলাভাবে কত জমি পতিত থাকে, কত জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হয় না এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে জলাভাব ও কোন স্থানে জলপ্লাবনের ফলে কত ফসল বিনষ্ট হয় কর্ত্তৃপক্ষের তাহা ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। এতদিন বাঙ্গলা দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর বাঙ্গলার জনসাধারণের কোন প্রভাব ছিল না। এই কারণে সেচকার্য্যের ব্যাপারে ভারতসরকারের একদেশদর্শিতামূলক নীতিতে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। এখন বাঙ্গলায় অনেকটা জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। সেচকার্য্যের ব্যাপারে ভারত সরকার বাঙ্গলার উপরে যে অবিচার করিতেছেন তাহার প্রতিবাদে উহারা কি করিতেছেন তাহা দেশবাসী জানিতে চাহে।

ভারতে জনমতের পরিবর্ত্তন

'আর্থিক জগতে'র সূত্রপাত হইতে আমরা বলিয়া আসিতেছি যে যতদিন পর্য্যন্ত দেশে একটা বিচারবুদ্ধি সম্মত জনমত সৃষ্টি না হইবে ততদিন দেশের ব্যবসাবাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই ক্ষেত্রে আইন বা অন্য প্রকার সরকারী বিধি-নিষেধ যে বিশেষ কিছুই সাহায্য করিতে পারে না তাহাও আমরা একাধিকবার বলিয়াছি। এই জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমানে একটা বিচারবুদ্ধি সম্মত মনোভাবের প্রমাণ পাইয়া আমরা অত্যন্ত অনন্দিত হইয়াছি। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্কসমূহ হইতে অনেক টাকা তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এবার যুদ্ধের পরে আমানতকারীদের দিক হইতে এরূপ মনোভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দেশের জনসাধারণ যে বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে শিখিয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিগত ১৯১৪ সালে যখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত নোটের কোন মূল্য থাকিবে না আশঙ্কা করিয়া দেশের লোক ৭।৮ মাসের মধ্যে গবর্ণমেন্টকে প্রায় ১০ কোটী টাকার নোট ফেরৎ দিয়া তাহার বদলে রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করে। কিন্তু এবার সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বরং এবার ২৫শে আগষ্ট তারিখ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এক মাসে দেশের লোকের হাতে চলতি নোটের পরিমাণ ২২ কোটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই। নোটের উপর বর্ত্তমান যুদ্ধে জনসাধারণের দিক হইতে অযথা অহেতুক আতঙ্কের কোন প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে না। উহা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির

শত্রুপক্ষীয় দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উপর উহার কি প্রকার প্রভাব পড়িতে পারে তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়াতে সমষ্টিগত-ভাবে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে উহার প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একমাত্র জার্ম্মানীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং উহার সহিত ভারতের কোনও প্রকার অর্থনীতিক সম্পর্ক রাখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রীয়া জার্ম্মানীর কবলিত হয়। উহার পরে পোলাণ্ডেরও অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী জার্ম্মানীর অধিকারে আসিয়াছে। পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়া রুষিয়া যে অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে রুষিয়ার সহিতও ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ অবস্থায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের দিক হইতে আপাততঃ জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং রুষিয়াকে শত্রুপক্ষীয় দেশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে এই সব দেশে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য কতটা সঙ্কুচিত হইবে, এইসব দেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ কি ভাবে কমিবে এবং সমষ্টিগতভাবে ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের উপর উহার কিরূপ প্রভাব পড়িবে তাহাই বিবেচ্য। এই সম্পর্কে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের এবং বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসের হিসাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে এই বিষয়ে একটি তালিকা উদ্ধৃত হইল—

ভারতে বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী এবং
বিভিন্ন দেশে ভারতের রপ্তানী

১৯৩৮-৩৯ সাল

	আমদানী	রপ্তানী
জার্ম্মানী	১২৯৩৬১৮২৩৲	৭৫৮৪৮০৮৩৲
অষ্ট্রিয়া	৪৮৪৩০৫৬৲	২৫৫৫১৫৲
চেকোশ্লোভাকিয়া	১০৩২৫০৬৪৲	১৩১৫৭৩৪১৲
রুষিয়া	২০০৩৭১৯৲	২৪৭১৯২০৲
	১৪৬৫৩৩৬৬২৲	৯১৭৩২৮৫৯৲

১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট

	আমদানী	রপ্তানী
জার্ম্মানী	৬২৮৩০১৪৯৲	১৭৭৮৯৬৭২৲
অষ্ট্রিয়া	৯০৬৫৮৬৲	৫১৫০৲
চেকোশ্লোভাকিয়া	৪৭১৫২০২৲	৫৭৩৬০০৲
রুষিয়া	৬৫৭৮৫১৲	৮৭৯৮৲
	৬৯১০৯৭৮৮৲	১৮৩৭৭২২০৲

এই তালিকার মধ্যে পোলাণ্ডের কথা উল্লিখিত হয় নাই। কারণ পোলাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ এত কম যে ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ঐ দেশ হইতে আমদানী এবং ঐ দেশে রপ্তানী মালের কোন পৃথক হিসাব দেওয়া হয় না। উক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উপরোক্ত ৪টি দেশের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুশিয়া ভারতবর্ষে যত টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে সামান্য কিছু বেশী টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক বেশী টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছে। অধিকন্তু সমষ্টিগতভাবে ঐ বৎসরে উপরোক্ত ৪টি দেশ ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার বেশী মাল বিক্রয় করিয়াছে। বর্ত্তমান ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম পাঁচ মাসে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। এবার পাঁচ মাসে গত বৎসরের এই পাঁচ মাসের তুলনায় উপরোক্ত ৪টি দেশই প্রায় সমপরিমাণ পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে উহারা কিছুই পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নাই। ফলে এবার ৫ মাসেই সমষ্টিগতভাবে উপরোক্ত ৪টি দেশ হইতে ভারতের আমদানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

ঐ বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধের ফলে এই সমস্ত শত্রুপক্ষীয় দেশের সহিত ভাবতবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ভারতবর্ষের ক্ষতির কোন কারণ নাই। একথা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, বিদেশে গৃহীত ঋণের সুদ ইত্যাদিতে ৫০।৬০ কোটি টাকা করিয়া বিদেশে পাঠাইতে হয়। ভারতবর্ষ যদি বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় বিদেশে প্রতি বৎসর ৫০।৬০ কোটি টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিতে পারে তাহা হইলেই ভারতের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে উপরোক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য হওয়া দূরে থাকুক উল্টা আমদানীরই আধিক্য হইতেছে। এরূপ অবস্থায় উহাদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়া ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অবশ্য এই সম্বন্ধে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উপরোক্ত দেশগুলি ভারতবর্ষ হইতে ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসেও ভারতবর্ষ হইতে এই সব দেশে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। এখন যুদ্ধের ফলে এই সব দেশে ভারতবর্ষের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় যখন নিষিদ্ধ হইয়াছে ও হইবার উপক্রম হইতেছে তখন ভারতবর্ষ এই পণ্যদ্রব্য কোথায় বিক্রয় করিবে? কিন্তু এজন্য ভীত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মাণী ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ কাঁচা তুলা, পাট, চীনা বাদাম ও চামড়াই বেশী পরিমাণে ক্রয় করিত। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণী ভারতবর্ষে প্রধানতঃ রং ও রঞ্জন দ্রব্য, লৌহ নির্ম্মিত জিনিষ, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, ঔষধ ইত্যাদি জিনিষ বিক্রয় করিত। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী হইতে এই সব জিনিষের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষ এই সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। উহার ফলে অন্য দেশে ভারতবর্ষের কাঁচা মাল অধিকতর পরিমাণে রপ্তানী হইবে। তারপর ভারতবর্ষ হইতে বৎসর বৎসর যে পরিমাণ পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয় জার্ম্মাণী তাহার খুব সামান্য অংশই ক্রয় করিয়া থাকে। আরও একটি কথা-এই যে যুদ্ধের জন্য সমররত দেশগুলিতে পাট চামড়া প্রভৃতি জিনিষ অনেক বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হইবে। এরূপ অবস্থায় জার্ম্মাণীতে এই সব জিনিষ রপ্তানী বন্ধ হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের ভীত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। মোটের উপর জার্ম্মাণী ও উহার অঙ্গীভূত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় ফলে কি রপ্তানীর দিক, কি রপ্তানীর আধিক্যের দিক কোন দিক হইতেই ভারতবর্ষের ক্ষতির কোন আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। বরং রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে।

ভারতে জীবন বীমার ব্যবসা

ভারতীয় বীমা ব্যবসার অবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৩৮ সালের সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন অনুসারে নিযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইনসিউরেন্স মিঃ টমাসের রচিত উহাই প্রথম রিপোর্ট। গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় যে ১৮০টী বীমা কোম্পানীর রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হইয়াছে তাহার সমষ্টিগত বিবরণ এবং ১৯৩৮ সালে যে ৮৮টি বীমা কোম্পানীর রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহার বিবরণ উক্ত সরকারী রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কতকগুলি চিত্তাকর্ষক পরিণতি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে নূতন বীমা আইন প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনায় এই বৎসরে ভারতবর্ষে মাত্র দুইটি নূতন জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ গত ১৯৩৫ সালে এদেশে ২০টি এবং ১৯৩৬ সালে ৪টি নূতন বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে মোটমাট ২০০টি ভারতীয় এবং ২৬টি বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানী ভারতবর্ষে জীবন বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষে দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানীর মারফতে মোটমাট ৪৮½ কোটি টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদত্ত হয়। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের মারফতে ৩৯ কোটি টাকার এবং বাকী বীমাপত্র বিদেশী বীমা কোম্পানীর মারফতে প্রদত্ত হয়। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ ৩৬ কোটি টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সেই হিসাবে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের নূতন বীমার পরিমাণ ৪½ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই হিসাবে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কোম্পানীর মারফতে বীমার প্রসার কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তনের সাপক্ষে ঐ বৎসরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ততটা আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই বলিয়াই বীমার প্রসার কিছু মন্দীভূত হওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির মারফতে ১০¾ কোটি টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে এই সব কোম্পানীর মারফতে ৯⅓ কোটি টাকার বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির নূতন কাজের পরিমাণ ১ কোটি টাকা অপেক্ষা বেশী হ্রাস পাইয়াছে। সেই স্থলে এই সময়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির কাজের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়া কম কথা নহে। চলতি বীমার দিক হইতেও এই বৎসরে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের তুলনায় ভারতীয় কোম্পানীগুলির উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়। গত ১৯৩৬ সালের শেষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিতে চলতি বীমার পরিমাণ ১৬৮ কোটি টাকা এবং বিদেশী বীমা কোম্পানীতে ৯৩ কোটি টাকা ছিল। ১৯৩৭ সালের শেষে বিদেশী কোম্পানীতে চলতি বীমার পরিমাণ ৯৩ কোটি টাকাই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে চলতি বীমার পরিমাণ বাড়িয়া ১৮৪ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরে আরও এক দিক দিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় অনেক জীবনবীমা কোম্পানী [illegible] পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল, মালয়, [illegible] বীমাব্যবসা চালাইয়া থাকে। গত ১৯৩৬ [illegible] বীমা কোম্পানীসমূহ এই সব দেশে [illegible]

কোটি টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল এবং ঐ বৎসরের শেষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিতে উপরোক্ত শ্রেণীর চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কোম্পানী-গুলির ঐ শ্রেণীর কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২⅓ কোটী টাকা এবং চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২½ কোটী টাকা। নিম্নে গত ৫ বৎসরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের দেশে ও বিদেশে নূতন কাজ, বীমা কোম্পানী সমূহে চলতি বীমা এবং উহাদের আয়ের পরিমাণ দেখান হইল। তবে এই হিসাবে ২০০ ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ১৮০টি কোম্পানীর হিসাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে:—

বৎসর	নূতন বীমা (কোটী টাকা)	চলতি বীমা (কোটী টাকা)	আয় (কোটী টাকা)
১৯৩৩	২৪.৮৩	১১৯	৮.১৫
১৯৩৪	২৮.৯২	১৩৭	৮.৩৪
১৯৩৫	৩২.৮১	১৫২	৯.৩৩
১৯৩৬	৩৭.৮০	১৭৫	১১.৩৫
১৯৩৭	৪১.৭৪	১৯৭	১২.০২

১৯৩৭ সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের আয়-ব্যয়ের সমষ্টিগত হিসাব পর্য্যালোচনা করিলেও কতকগুলি চিত্তাকর্ষক বিষয় ধরা পড়ে। গত ১৯৩৬ সালে বীমা কোম্পানীসমূহের মোট আয়ের শতকরা ৭৪.৪ ভাগ প্রিমিয়াম হইতে, ১৫.২ ভাগ দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি হইতে এবং শতকরা ১০.২ ভাগ বিবিধ দফায় আয় হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে প্রিমিয়ামের দফায় আয়ের হার শতকরা ৮১.৭ ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিবিধ দফায় আয়ের ভাগ হ্রাস পাইয়া ১.৮ ভাগে পরিণত হইয়াছে। উহাতে মনে হয় যে আলোচ্য বৎসরে বীমা কোম্পানীসমূহে বাতিল পলিসির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই বৎসর দাদনী তহবিলের আয়ের পরিমাণ ১৫.২ ভাগ হইতে ১৬.৫ ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিপোর্টে বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের উপর গড়পরতায় অর্জ্জিত সুদের যে হার উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেও দেখা যায় যে ১৯৩৬ সালে যে স্থলে গড়পরতায় সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৪.৬৯ টাকা— সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে তাহা ৪.৭৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে এই হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৫.৪২ টাকা। দেশের সর্ব্বত্র টাকার সুদের হার হ্রাস পাওয়া হেতু উহা ক্রমশঃ কমিয়া ১৯৩৬ সালে ৪.৬৯ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ছয় বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে এই নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে। উহা একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৯৩৭ সালে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের বিভিন্ন দফায় খরচের হার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ১৯৩৬ সালে মৃত্যুদাবী বাবদ যে স্থলে বীমা কোম্পানীসমূহের আয়ের শতকরা ১৩.৬ ভাগ ব্যয়িত হইয়াছিল—সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে ১৩.২ ভাগ ব্যয়িত হইয়াছে। উহাতে মনে হয় যে বীমাকারী নির্ব্বাচনে ভারতীয় বীমাকোম্পানী-সমূহ ক্রমেই অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে ভারতীয় বীমাকারীদের মধ্যে মৃত্যুহার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। তবে ১৯৩৬ সালে সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত বীমাকোম্পানী যে স্থলে উহার আয়ের শতকরা ২৪.১ ভাগ অফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছিল সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে শতকরা ২৬.৩ ভাগ এই দফায় ব্যয়িত হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই যে স্থলে ১৯৩৬ সালে বীমাকোম্পানী-সমূহ উহাদের আয়ের শতকরা ৪২.৯ ভাগ জীবন বীমা তহবিলে [illegible] সমর্থ হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে তাহাদের

([illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

(মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ)

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহাই সংক্ষেপে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনার প্রারম্ভে বিগত মহাযুদ্ধের সময় যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা দৃষ্টি পথে রাখা প্রয়োজন। বিগত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষকে আধুনিক সভ্যতার কতিপয় গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং তৎসম্পর্কে সাধ্যানুসারে সময়োপযোগী কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময় ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এই সকল সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তুত ছিল না।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনী হয় এবং উহার ফলে ধনিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যুদ্ধজনিত লাভের আশা অতিশয় উত্তেজনামূলক। এই সময় প্রায়ই লোকে নানা প্রকার ঝুঁকিদারী কাজে আত্মনিয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে এবং দূরদৃষ্টি লইয়া কোন বিষয় বিচার করিয়া দেখে না। সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এইরূপ একটা উত্তেজনার পর স্বতঃই মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পরের অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেও উহা প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধ বিগ্রহে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রসার কার্য্য সাধন দ্বারা উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করাই একান্ত প্রয়োজন।

বিগত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিসমূহের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণ কাঁচা মাল সরবরাহ হয়। প্রায় ৩০ লক্ষ টন গম রপ্তানী হয় এবং যুদ্ধের চারি বৎসর কালে প্রায় ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পাট এবং পাটজাত থলে, চট রপ্তানীর ফলে পাটের মূল্য প্রতি মণ ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ল্যাঙ্কাসায়ারজাত বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাইবার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অন্তর্ব্বাণিজ্য সমধিক প্রসার লাভ করে। ভারতীয় মিলসমূহে প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত সম্ভব না হওয়াতে ভারতের বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্যের জাপানী বস্ত্র আমদানী হইতে থাকে। বিগত ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে তিন কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তৈলবীজ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত প্রভূত পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত মেসোপটোমিয়ায় প্রেরিত হয়। মোটের উপর ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শিল্পসমূহের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয় এবং অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং বহির্ব্বাণিজ্যের তুলনায় উহা ভারতের অনুকূলে দাঁড়ায়।

ভারতের এই অনুকূল বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া বিনিময় হারেও প্রতিফলিত হয়। এই সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনে ষ্টার্লিং বিল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিলে যুদ্ধকালে উহার মূল্য বৃদ্ধি পায়। গত ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার মূল্য চড়া ছিল। মিত্র শক্তি গবর্ণমেণ্ট সমূহের পক্ষে তাহাদের প্রভূত পরিমিত ক্রয়লব্ধ জিনিষের মূল্য প্রদান সম্পর্কে ভারতীয় মুদ্রার প্রয়োজন দাঁড়ায়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের পক্ষে ভারতসরকার কর্ত্তৃক ব্যয়িত অর্থ এবং উপনিবেশসমূহের পক্ষে ক্রয়লব্ধ জিনিষের মূল্য প্রদান সম্পর্কে কাউন্সিল বিলের অভূতপূর্ব্ব চাহিদা দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে উহার বিশেষ টান পড়ে।

বর্ত্তমানেও বিগত মহাযুদ্ধের উপরোক্ত অবস্থার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে; অবশ্য যদি উহা অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় চটকলসমূহের নিকট হইতে ২০ কোটি থলে ক্রয় করেন; সম্প্রতি আরও ২২ কোটি থলের অর্ডার দিয়াছেন। এইরূপ থলে ক্রয়ের পরিমাণ ১০০ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয়। যুদ্ধজনিত চাহিদার ফলে পাটের মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে চট শিল্প অতীতের মন্দা কাটিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনুমানিক সাড়ে চারি কোটি মণ ধরা যায়। চলতি বাজার দর হিসাবে প্রতি মণ পাটের মূল্য ৮৷৷৲ ধরিলেও প্রায় ৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। গত বৎসরের তুলনায় উহা প্রায় ২০ কোটি টাকার অধিক। যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে পাটের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই এবং তজ্জনিত প্রাপ্ত অর্থের

পরিমাণ ৪০ কোটিরও অধিক দাঁড়াইতে পারে। এইরূপে জনসাধারণের হাতে যে অর্থ আসিবে তাহা বিভিন্ন প্রকারে আদান প্রদানের ফলে টাকার অধিকতর প্রচলন হইবে। স্বভাবতঃ ব্যাঙ্কসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যগত আমানতী অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের সুদিন দেখা দিবে।

কাপড়ের মূল্য বর্ত্তমানে বৃদ্ধির দিকে এবং ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিও অল্পবিস্তর সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর হইল বস্ত্রশিল্পে যেরূপ মন্দা দেখা দিয়াছিল, অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মিলগুলির ভরসা ছিল না। বর্ত্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের আমদানী ব্যাহত হইবে এবং ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি উহার স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারজাত এবং জাপানী কাপড়ের খাতে প্রতি বৎসর আনুমানিক যে ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত তাহার অধিকাংশ পরিমাণ অর্থ দেশের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষেও সুদিন উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ বিগ্রহে এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য এবং উহার চাহিদা সর্ব্বাধিক। গত মহাযুদ্ধের সময় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ সুবিধা দেখা দিবার ফলে উহার সমৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধেও এই শিল্পের যে যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের শেয়ারের মূল্য অপ্রত্যাশিতরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের অনুকূল বাণিজ্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং যে অর্থ এতদিন বিদেশে চলিয়া যাইত তাহার গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া উহা দেশের ভিতরই থাকিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত বিদেশের অর্থও ভারতবর্ষে আসিবে। এই উভয়বিধ অর্থাগমের ফলে দেশের মধ্যে অর্থের প্রচলন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। বিভিন্ন প্রকার জিনিষ এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে জন সাধারণের ক্রয় শক্তিও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শিল্প বাণিজ্যের অত্যধিক উন্নতির ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েরও প্রসার সুনিশ্চিত।

বাহিরের প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পাওয়াতে শিল্প বাণিজ্যের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির উপরই মূলতঃ ব্যাঙ্কের উন্নতি নির্ভর করে। কৃষি ও শিল্প প্রচেষ্টা দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ লাভজনকভাবে অর্থ দাদন করিতে সক্ষম হইবে। শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গুদামজাত মালের জামিনে অর্থ-দাদনের বহু আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মপদ্ধতি প্রসার লাভ করিবে। জনসাধারণের হাতে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবার ফলে সঞ্চয়ের দিকে এবং লাভজনকভাবে উহা নিয়োজিত করিবার পক্ষে তাহাদের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী তহবিল বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এইস্থলে বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, ১৯১৪ সালে যে স্থলে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানতী অর্থের পরিমাণ ৯৭½ কোটি টাকা ছিল সেই স্থলে ১৯১৮ সালে উহার পরিমাণ ১৬৩ কোটি ৩২ লক্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে বহু দেশী ব্যাঙ্কের [illegible] সম্ভব হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে উহার বহুমুখী [illegible] এবং সমৃদ্ধি আশা করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় [illegible] ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ক্রমোন্নতির যে [illegible] উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কোন [illegible]

(ভারতে জীবন বীমার ব্যবসা)

পক্ষে শতকরা ৪০.৪ ভাগের বেশী এই তহবিলে ন্যস্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের এই দিকটি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১৯৩৭ সালের শেষে ভারতীয় বীমাকোম্পানীসমূহের হস্তে মজুদ জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটী ৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সময়ে জীবনবীমা তহবিল লইয়া সমস্ত কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৫ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা। এই টাকা নিম্নলিখিতভাবে নিয়োজিত ছিল—

সম্পত্তি বন্ধকে দাদন	২	কোটী	১০	লক্ষ	টাকা
পলিসী বন্ধকে দাদন	৪	,,	[illegible]	,,	,,
শেয়ার বন্ধকে দাদন		[illegible]	১৮	,,	,,
কোম্পানীর কাগজ	২৮	,,	২৩	,,	,,
দেশীয় রাজ্যের সিকিউরিটী		,,	৫৭	,,	,,
বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ কলোনী. ও বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটী	,,	,,	৬১	,,	,,
মিউনিসিপ্যালিটী, পোর্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সিকিউরিটী	৫	,,	২৫	,,	,,
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার	৪	,,	১০	,,	,,
বাড়ী ও জমী	৩	,,	২৮	,,	,,
এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য, বাকী প্রিমিয়াম, ও বাকী সুদ	২	,,	৪৮	,,	,,
আমানত, নগদ টাকা ও ষ্টাম্প	২	,,	২৯	,,	,,
বিবিধ সম্পত্তি	১	,,	৬৫	,,	,,

এই হিসাব হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল খুব নিরাপদভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

(৬৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে বেতার যন্ত্র প্রস্তুত

ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ শিশির কুমার মিত্র ভারতবর্ষে বেতার-যন্ত্র ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত করা সম্পর্কে যথাক্রমে দুইটী পরিকল্পনা গঠন করিয়া তাহা বাঙ্গলা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত বোর্ড কিছুকাল পূর্ব্বে এই শিল্পোন্নয়নমূলক গবেষণা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কেবল-মাত্র দুই বৎসরের জন্য উপরোক্ত বোর্ডটি গঠন করা হইয়াছে। ডাঃ সাহা ও ডাঃ মিত্র যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বোর্ড বেতার যন্ত্র ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত করা সম্পর্কে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। কেবলমাত্র 'ভালব' ব্যতীত বেতার যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশই এদেশে প্রস্তুত করা যায়। রেফ্রিজারেটর সম্পর্কেও বলা যায় যে, দুই একটি বিশিষ্ট অংশ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেকটি জিনিষই এখানে স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(ভারতে জীবন বীমার ব্যবসা)

আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টে ভারতীয় বীমাকোম্পানীসমূহের মধ্যে ১০৩টী বীমাকোম্পানীর সর্ব্বশেষ ভেলুয়েসন রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। এই ১০৩টী রিপোর্টে উল্লিখিত চলতি বীমার পরিমাণ ১৭২ কোটী টাকা এবং জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ৩৯ কোটী টাকা ছিল। এই সব রিপোর্টের মধ্যে ২১টী কোম্পানীর রিপোর্টে ঘাটতি প্রমাণিত হইয়াছে এবং বাকী ৮২টী কোম্পানীর রিপোর্টে মোটমাট ৪ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। যে ২১টী কোম্পানীর রিপোর্টে ঘাটতি দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে ১৭টী কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ঘাটতির তুলনায় বেশী বিধায় এইসব কোম্পানীর সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। বাকী ৪টী কোম্পানী রিপোর্ট রচিত হইবার সময়ে অন্য কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত হইবার চেষ্টায় ছিল। রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, ১৯৩৭ সালে ৭টী ভারতীয় বীমাকোম্পানী অন্য বীমাকোম্পানীর সহিত একত্রীভূত হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের রিপোর্টে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে প্রায় সকল দিক হইতেই উহার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট হইতে উহাও নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় যে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বীমা ব্যবসা সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। উহা সত্ত্বেও এখনও যে বহু ভারতবাসী বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া থাকে তাহা বাস্তবিকই একটা দুঃখের বিষয়।

বঙ্গীয় শিল্প-জরীপ কমিটি

প্রকাশ, কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিস্‌টিকসের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ জন মাথাই বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক কয়েক মাস পূর্ব্বে নিযুক্ত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধকালে দিল্লীতে তাঁহার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করায় তিনি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বিশ্বস্ত মহলের ধারণা যে বাঙ্গলা সরকার খান বাহাদুর অজিজুল হককে ডাঃ মাথাইয়ের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবেন।

পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ

গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে ৪৫ হাজার ৮০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। অপর দিকে এবার গত বারের তুলনায় ২৮ লক্ষ ২ হাজার ৭৫০ বেল পরিমিত বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশের হিসাবে সরকারী বরাদ্দ দেওয়া হইল :—

পাটের আবাদী জমি

প্রদেশ	১৯৩৮ (একর)	১৯৩৯ (একর)
বাঙ্গলা	২৫,২১,৫০০	২৫,৪৯,৬০০
বিহার	৩,১৫,৫০০	২,৬৫,৫০০
উড়িষ্যা	২৪,৯০০	২২,৫০০
আসাম	৩,০২,৬০০	২,৮১,১০০
মোট	৩১,৬৪,৫০০	৩১,১৮,৭০০

পাটের অনুমিত উৎপাদন

প্রদেশ	১৯৩৮ (বেল)	১৯৩৯ (বেল)
বাঙ্গলা	৫৭,৫৫,৪৫০	৮৩,২১,২০০
বিহার	৪,৬০,৬০০	৭,২০,৫০০
উড়িষ্যা	৫৭,৭০০	৪৭,৩০০
আসাম	৫,৬৯,৮০০	৫,৫৭,৩০০
মোট	৬৮,৪৩,৫৩০ বেল	৯৬,৪৬,৩০০ বেল

পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট

আগামী ১লা নভেম্বর হইতে ২০ টাকা মূল্যের ৫ বৎসরের মিয়াদী পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

জাপানের কৃত্রিম রেশম

গত ১৯২৮ সালে জাপান দুনিয়ার হাট বাজারে ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৩৯ ইয়েন (১০০ ইয়েন ৭৯ টাকার সমান) মূল্যের মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গগজ কৃত্রিম রেশম রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৫৫ ইয়েন মূল্যের ২৬ কোটি বর্গ গজ দাঁড়ায়। ১৯৩৫ সালে তাহা ১২ কোটি ৮২ লক্ষ ৬০ হাজার ইয়েনের ৪২ কোটি ৪১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৯৬ বর্গ গজ হয়। ১৯৩৭ সালে জাপান ১৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৮৪ ইয়েন মূল্যের মোট ৪৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২৮ হাজার বর্গগজ পরিমাণ কৃত্রিম রেশম বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে।

১৯২৮ সালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ জাপানী কৃত্রিম রেশমের তৃতীয় প্রধান খরিদ্দার ছিল। ১৯৩৩ সাল হইতে ভারতবর্ষ জাপানী কৃত্রিম রেশমের সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষ জাপান হইতে ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৪২ ইয়েন মূল্যের মোট ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গগজ পরিমাণ কৃত্রিম রেশম খরিদ করিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ ঐ দেশ হইতে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ইয়েনের ৬ কোটি ২০ লক্ষ বর্গগজ কৃত্রিম রেশম ক্রয় করে। ১৯৩৭ সালেও ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষ জাপান হইতে যথাক্রমে মোট ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ইয়েন ও ২ কোটি ৬২ লক্ষ ২০ হাজার ইয়েন মূল্যের কৃত্রিম রেশম ক্রয় করিয়াছে।

বিহারে খাদির প্রসার

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের ১৯৩৮ সালের সম্পূর্ণ বিবরণে দেখা গিয়াছে যে ঐ সালে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছিল ও ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২১৮ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছিল। কারিগরের সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ১৩৫। মজুরী বাবদ ধুনচী ও কাটুনীদিগকে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ২০৬ টাকা ও তাঁতিদিগকে ৯৪ হাজার ৫৩ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিহারে চরকা সঙ্ঘের উৎপাদন কেন্দ্র, ২৩টি বিক্রয় কেন্দ্রএবং ২টি শিক্ষা কেন্দ্র আছে।

ভারতে চায়ের ব্যাপক ব্যবহার

ভারতে চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি কল্পে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানস বোর্ড নানা আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থায় বর্ত্তমান অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

রেল চলাচল হেতু আকস্মিক বিপদ

গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে রেল চলাচলের সময় আকস্মিক বিপদাপদে পড়িয়া সর্ব্বসুদ্ধ ২৬৯ জন লোক হত ও ৮ হাজার ২১৩ জন লোক আহত হইয়াছিল।

ইটালীতে জন্মহার বৃদ্ধির চেষ্টা

ইটালীতে জন্মহার বৃদ্ধি কল্পে ইটালী সরকার বর্ত্তমানে যথেষ্ট উৎসাহ তৎপরতা দেখাইতেছেন। গত চারি বৎসরে ইটালী সরকার নানাভাবে ঐ বাবদ ৩৭ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী ব্যয় করিয়াছেন। ঐ সময়ে ৪২ হাজার ৮২৮টি বিবাহে বোনাস দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ঐ বোনাসের জন্য মোট ১০ কোটি ১০ লক্ষ লিরা (৯২ লিরা—১ পাউণ্ডের সমান), শিশুদের জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৭২১টি ক্ষেত্রে বোনাস দেওয়া হইয়াছে। উহাতে ২২ কোটি লিরা ব্যয়িত হইয়াছে। তাহা ছাড়া জমজ শিশু প্রভৃতিদের জন্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ লিরা পরিমাণে অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে গত ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ইটালীতে জন্মহার উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে ইটালীর ১২টি প্রদেশে জন্মহারের সংখ্যা ছিল হাজারকরা ১৫এর চেয়েও কম। এক্ষণে মাত্র ৭টি প্রদেশে ঐরূপ কম জন্মহার বলবৎ রহিয়াছে।

ভারত সরকারের আয়

গত এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত চারি মাসে বিভিন্ন প্রকারের শুল্ক বাবদ ১৭ কোটি ১১ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা, কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ [illegible] ৯ হাজার টাকা, আয়কর বাবদ ১ কোটি [illegible] টাকা, [illegible] ৩ কোটি [illegible] টাকা ও আফিমের [illegible] হাজার টাকা [illegible]

দেশীয় রেশম শিল্প

বাঙ্গালার রেশম শিল্প এককালে খুবই উন্নত ছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্রমেই তাহা অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের প্রকাশিত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ১৯২৮-২৯ সালে এই প্রদেশে ১৭ হাজার ৫৪৯ একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইয়াছিল এবং ১ লক্ষ ৫৭ হাজার লোক গুটিপোকা পালনে ব্যাপৃত ছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালে সেস্থলে মাত্র ৯ হাজার ২৪৭ একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইয়াছিল ও মাত্র ৭৮ হাজার ৭০০ লোক গুটিপোকা পালনে ব্যাপৃত ছিল। এই অবস্থার ফলে দেশে বিদেশী কৃত্রিম রেশমের আমদানী ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ৩ কোটি ১[illegible] লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছিল। [illegible]৯৩৬-৩৭ সাল ও ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ [illegible]৯ হাজার টাকা [illegible]৯৩৭-৩৮ সালে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার বিদেশী কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৮৫ লক্ষ টাকার বিদেশী রেশম সূতা ও ৮৯ লক্ষ টাকার বিদেশী রেশম বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। এদেশে উৎপন্ন রেশম বস্ত্রে এক্ষণে, ব্যাপকভাবে বিদেশী রেশম [illegible]াই ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্যানাডার মজুদ চিনি

অটোয়ার ৩রা অক্টোবর তারিখের খবরে প্রকাশ ক্যানাডায় বর্ত্তমানে ৫ কোটি পাউণ্ড চিনি মজুত রহিয়াছে। ঐ প্রকার চিনি পনর দিনের জন্য পর্য্যাপ্ত বলা যাইতে পারে। শীঘ্রই আরও চিনির যোগানও পাওয়া যাইবে। এই অবস্থায় দেশের লোকের ব্যবহারে জন্য শীঘ্র উপযুক্ত পরিমাণ চিনির অভাব ঘটিবে বলিয়া ক্যানাডা সরকার মনে করেন না।

সিরাজগঞ্জের পাটের বাজার

সিরাজগঞ্জের ২রা অক্টোবর তারিখের এক খবরে প্রকাশ গত সপ্তাহে সিরাজগঞ্জ বাজারে পাটের দর প্রতি মণ ৭৸০ আনা হইতে ৮।০ আনা পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে পাটের দর প্রতি মণ ৮৲ টাকা হইতে ৯।০ আনা ছিল। তোষা পাটের দর সাধারণ পাটের তুলনায় ১ টাকা বেশী দরে বিক্রয় হইতেছে। কম জলে পাট ধোয়ার জন্য পাটের উৎকৃষ্টতার কিছু হানি ঘটিতেছে।

মিশরের তুলা

জার্ম্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভেকিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মিশরের তুলা কাটতির পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐসব দেশে যে মিশরীয় তুলা রপ্তানি হইত তাহা এক্ষণে অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে। এই বিপুল পরিমাণ তুলা কোথায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় মিশর গভর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ এই সমস্যা সমাধান বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন।

পোল্যাণ্ড অধিকারে আর্থিক লাভ

জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার ভিতর পোল্যাণ্ডের ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে আপাততঃ যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে লজ্ ও বিলস্কো সহরের বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্রসমূহ এবং ওয়ারস, লজ, ব্রোমবার্গ এবং পোজনানের ধাতুদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানাসমূহ জার্ম্মাণীর হাতে আসিবে। লজ ও বিলস্কোর বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রে গত ১৯৩৭ সালে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ টাকু এবং ৪৭ হাজার ৪০০ তাঁত এবং পশম বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০০ টাকু চলতি ছিল। সাইলেসিয়া ও ক্রিস্কো অঞ্চল ছাড়া ডোমব্রোভা অঞ্চলটিও জার্ম্মাণীর অধিকারে আসিবে। ডোমব্রোভা অঞ্চলটি কয়লার খনি ও লৌহখনিতে বিশেষরূপ সমৃদ্ধ। ১৯৩৮ সালে ঐসব খনিতে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৪ হাজার মেট্রিক টন (এক মেট্রিক টন-২১·৭৯ মণের সমান) পরিমিত কয়লা, ৯৫ লক্ষ টন পরিমিত লিগনাইট, ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার পরিমিত লৌহ এবং ২ লক্ষ ৮ হাজার টন পিরিমিত জিঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে পোল্যাণ্ড অধিকারে সবচেয়ে লাভ হইয়াছে রাশিয়ার। পোল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান তৈল উৎপাদন কেন্দ্রগুলি রাশিয়ার ভাগে পড়িয়াছে। বরিস্লো নামক কেন্দ্রের উৎপাদিত তৈল হইতে পোল্যাণ্ড ১৯৩৫ সালে তাহার ব্যবহৃত মোট তৈলের শতকরা ৭০ ভাগ যোগান পাইয়াছিল। উহা রাশিয়ার অধীনে যাইবে।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

প্রকাশ, আগামী ২০শে অক্টোবর নূতন দিল্লীতে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে। জাপানী কনসাল জেনারেল এজন্য নূতন দিল্লীতে পৌছিতেছেন। আলোচনা সম্পর্কে কনসাল জেনারেলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাপান হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞও আসিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন

গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নে টন হিসাবে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	জুলাই	আগষ্ট
আসাম	২১,৯৩৪ টন	২২,৭৯৭ টন
বেলুচিস্থান	৮৯৪ „	২,০৭৯ „
বাঙ্গলা	৫,৮৪,৫৮২ „	৬,০৬৩৬,১৪ „
বিহার	১১,২৯,৯৩২ „	১২,১৬,৪৬৪ „
উড়িষ্যা	৪,২৫৫ „	৪,৭৮৩ „
মধ্যপ্রদেশ	১,৪৪,২০১ „	১,৩৭,৬৯১ „
পাঞ্জাব	৮,৫১৬ „	৭,৯৫২ „
মোট	১৮,৯৪,৩১৪ টন	১৯,৯৮,৩৮০ টন

ভারতে ঔষধাদি প্রস্তুতের সুযোগ

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত এস এন বসের সভাপতিত্বে বেঙ্গল ফার্মাসিউটিকেল এসোসিয়েসনের ঔষধ প্রস্তুত সাবকমিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় এদেশে ঔষধ প্রস্তুতের সুযোগ সম্ভাবনা ও ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থার বিষয় আলোচিত হয়। বিশেষজ্ঞগণের মত এই যে, ছয় মাস কাল অনবরত যুদ্ধ চলিতে থাকিলে কুইনাইন, গ্লুকোজ, আইওডাইন, গন্ধক, গ্লিসারিণ, কষ্টিক সোডা, কর্ক, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিশেষ পাওয়া যাইবে না। কারণ এইগুলি বিদেশ হইতে আসে। ইহাদের পরিবর্ত্তে অপর কয়েকটি জিনিষ ভারতে পাওয়া গেলেও সালফারিক এসিড, ব্লিচিং পাউডার, শ্বেতসার দ্রাবক পদার্থ প্রভৃতি পাওয়া যায় না বলিয়া উপরোক্ত পদার্থগুলি ব্যবহার করা যায় না। কমিটি এই ধরণের সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে খাদি উৎপাদন

১৯৩৮ সালে ভারতের কোন প্রদেশে কত মূল্যের কি পরিমাণ খাদি উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব প্রদান করা হইল :—

প্রদেশ	উৎপন্ন খাদির পরিমাণ (বর্গগজ)	উৎপন্ন খাদির মূল্য (টাকা)
অন্ধ্র	১০,১৭,৯০০	৪,৬০,৫৫১
আসাম	৫,০২১	১,৪৭৭
বিহার	১৭,২৪,৬৩৫	৬,১৩,০৫৬
বাংলা	৬,৮০,১৫৯	২,৪৬,৩৯৪
মধ্যপ্রদেশ (মহারাষ্ট্র সহ)	১১,৪৭,৫০২	৫,৭৫,৮৫৯
গুজরাট	৩৮,১২২	২৩,৩৬১
কর্ণাটক	৪,১৫,৯৮৬	২,০৯,৪০৫
কাশ্মীর	১,৩০,৯৮৬	২,৩১,০৯৭
কেরল	২,৬২,৪১১	১,১১,৯০৪
পাঞ্জাব	৮,৩৬,৩১৯	৩,১১,৫৪৬
রাজস্থান	[illegible]	২,০৫,৯১৮
সিন্ধু	১০,৭৬৩	১২,১০২
তামিলনাড়	৬৩,০৪,৫৭৩	১৬,৫৭,৪৭২
যুক্তপ্রদেশ	[illegible]	[illegible]
উৎকল	১,২৪,৭২৬	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]

যুক্তপ্রদেশে লবণের মূল্য

সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তপ্রদেশে লবণের পাইকারী এবং খুচ্‌রা মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেওয়া হইবে না। রাজপুতনার অন্তর্গত সম্বর হ্রদ হইতে যুক্তপ্রদেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত লবণ সরবরাহ হইয়া থাকে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এক বৎসরের প্রয়োজনীয় লবণ গবর্ণমেণ্টের নিকট মজুদ আছে এবং আগামী বৎসরেও যথেষ্ট পরিমাণ 'সম্বর লবণ' পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উৎপাদন শুল্ক বাদে সম্বর হ্রদের লবণের মূল্য প্রতি মণ চারি আনা ছয় পাই।

ভারতে লোকসংখ্যা গণনার ব্যয়

১৯৩১ সালে ভারতে আদমসুমারির জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। আগামী ১৯৪১ সালে যে লোক গণনা হইবে তাহাতে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। ইহাতে জনপ্রতি এক পয়সারও কম ব্যয় হইবে।

বরোদা রাজ্যে পল্লী উন্নয়ন

বর্ত্তমানে একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বরোদা রাজ্যে পল্লী উন্নয়নের কার্য্য চলিতেছে। প্রথমতঃ ঐ পরিকল্পনা অনুসারে রাজ্যে পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র, বীজের গোলা কার্পাস ও অন্যান্য শস্যসম্পর্কিত গবেষণাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ নানারূপ কুটির শিল্প পরিচালনা ও উদ্যান রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষকেরা যাহাতে কৃষিকার্য্যের সঙ্গে শাক-সব্জী উৎপাদন এবং পাখী ও মৌমাছি পালন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পেরও অনুষ্ঠান করিয়া আয় বাড়াইতে পারে তাহাই ঐ প্রকার চেষ্টার উদ্দেশ্য। বরোদা রাজ্যে বর্ত্তমানে লাক্ষা, বার্ণিশ, ধাতুজাতদ্রব্যাদি ও ব্লক নির্ম্মাণ কৌশল প্রদর্শন করিয়া লোকদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা আরম্ভ হইয়াছে। উন্নত প্রণালীতে চর্ম্মশোধনের কৌশলও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষতঃ কোশম্বীর আদর্শ পল্লী সংগঠন কেন্দ্রে কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্যের আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্য ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উন্নত ধরণের যন্ত্রাদি সহযোগে কার্পাসের বীজ নিষ্কাসন, কার্পাস আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করণ ও সুতাকাটার প্রণালী প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ কৃষকদিগকে কৃষিজাত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে সাহায্য দান করিবার ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। পল্লী উন্নয়ন কার্য্য সফল করিয়া তুলিবার নিমিত্ত পল্লীবাসীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময়োচিত ঋণ পাওয়ার সুবিধা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ-সরকার সমবায় ঋণদান সমিতি সমূহের বিস্তার সাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। পরলোকগত গাইকওয়ার ১৯৩৬ সালে এক কোটি টাকা লইয়া ডায়মণ্ড জুবিলী ট্রাষ্ট নামক যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন তাহা পল্লী উন্নয়ন কার্য্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়াছে।

বিহারে পল্লী উন্নয়ন

বিহার সরকার মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২রা অক্টোবর বিহারে ১৬টি নূতন পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এইসব কেন্দ্রে মোট ২৪৬ জন কর্ম্মী নিয়োগ করা হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ৪টি বিভাগে ৪টি কেন্দ্র খোলা হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীনে ২০ হইতে ৩০টি পর্য্যন্ত গ্রাম আছে। সকল স্থানে চরকায় সুতা কাটা, ঘানিতে তেল ভাঙ্গা, রাস্তা নির্ম্মাণ, ঔষধ বিতরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ চলিতেছে। গত জানুয়ারী মাসে ফুলওয়ার শরীফে ২১০ জন গ্রাম সংগঠনকারককে শিক্ষা দান আরম্ভ করা হয়। ১৬ জন জেলা ইন্সপেক্টরকে জেলার ১৬টি নূতন কেন্দ্রে নিয়োগ করা হইয়াছে। কৃষি, পশু চিকিৎসা, সমবায় ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানকে এই কার্য্যে সহযোগিতার নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। সরকারী পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, যেসকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পল্লীর উন্নতিজনক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে দুই লক্ষ, এক হাজার সাত শত দশ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

বিদ্যাসাগর কলেজ কমার্স এনুয়েল—ডাঃ বি বি ঘোষ পি এইচ ডি সম্পাদিত।

সম্প্রতি আমরা ১৯৩৯ সালের বিদ্যাসাগর কলেজ কমার্স এনুয়েলখানা পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বিদ্যাসাগর কলেজের কমার্স বিভাগের ছাত্রগণ উদ্যোগী হইয়া এই বার্ষিকীটি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থ নৈতিক বিষয়ক আলোচনার সুযোগ সুবিধা বাড়ানো ও নিজেদের ভিতর স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা যোগানোই এই পত্রটি পরিচালনার উদ্দেশ্য। এই প্রকার উদ্দেশ্য খুবই মহান সন্দেহ নাই এবং বর্ত্তমান সংখ্যাটি দৃষ্টে আমরা সে বিষয়ে একটা সার্থক অগ্রগতিরও পরিচয় পাইয়াছি।

শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি বৈশিষ্টপূর্ণ প্রবন্ধে বর্ত্তমান বার্ষিকীটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। কমার্স বিভাগের ছাত্রগণই ইংরাজী ও বাঙ্গলায় এইসব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্নে এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ ও তাহাদের লেখকদের নাম উদ্ধৃত করা হইল—জাহাজ শিল্প—মিঃ সুধীর সেনগুপ্ত, ভার্সেলিস সন্ধি ও তাহার পর—মিঃ শশাঙ্ক ব্যানার্জ্জি, জীবনবীমা কি?—মিঃ সুকুমার ঘোষ, কলিকাতার শেয়ার বাজার মিঃ—পি বি জেকব, মিশরে ব্রিটিশ বাণিজ্য—মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র মুখার্জ্জি, নদী ও জলপথ—মিঃ বৈদ্যনাথ ঠাকুর, বাঙ্গলায় মৎস্য শিল্পের সুযোগ—মিঃ বিভূতি ভূষণ দাস, ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রভাব—মিঃ নির্ম্মল কুমার রায় চৌধুরী, পাট এবং বাংলার কৃষক—মিঃ নরেশচন্দ্র গুপ্ত, বাঙ্গালী ও তাহার অর্থ নৈতিক চিন্তা—মিঃ নীলরতন দাস। এ সমস্ত ছাড়া বর্ত্তমান বার্ষীকিটিতে কতকগুলি কবিতা ও বিভিন্ন বিষয়ে কতিপয় সুলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা ঐরূপ একটি সুন্দর বার্ষিকী প্রকাশ বিষয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের কমার্স বিভাগের ছাত্রদের উদ্যোগ প্রচেষ্টার প্রশংসা করিতেছি।

বাঙ্গলায় শিক্ষার প্রসার

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ সালে বাঙ্গলা দেশে আর্টস্ কলেজের সংখ্যা ছিল ৫০টি। তন্মধ্যে ৪৩টি ছিল ছাত্রদের এবং ৭টি ছিল ছাত্রীদিগের কলেজ। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে মোট ২৭ হাজার ৯৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। ছাত্রদের কলেজগুলির মধ্যে ১০টি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত, ২০টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং ১৩টি কোন প্রকার সাহায্য পায় না। সরকারী আর্টস্ কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়া মোট ৩ হাজার ৮৪২জন দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্ত কলেজের পরিচালন ব্যয়ও হ্রাস পাইয়া ১৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৩৩ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩২২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে বৎসরের তুলনায় এবার বাংলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ১ হাজার ২০২টি হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যাও ৩ লক্ষ ২ হাজার ৯৮৬ জন হইতে বাড়িয়া ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ১১৭ জন হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে মোট ২৬ হাজার ২০৪ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিল তন্মধ্যে ২০ হাজার ৫৮২ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, এবং স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হাইজিন এই তিনটি কলেজে উচ্চ ডাক্তারী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। এই তিনটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মোট ১ হাজার ৫২১ জন ছিল। বাংলায় মোট ৯টি মেডিকেল স্কুল ছিল। উহাদের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ২ হাজার ৫২৫ জন।

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ যশোহর জিলায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী বৎসরে ঐ কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। কৃষি বিভাগ বাঁকুড়া জিলায় চিনাবাদাম চাষের বহুল প্রচলনের জন্য গত বৎসর ৪ হাজার টাকার চিনাবাদামের বীজ কৃষকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কৃষকেরা ফসল উৎপন্নের পরে দ্বিগুণ বীজ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল; ঐ পরিমাণ বীজ আদায় হইলে বর্ত্তমান বৎসরেও গভর্ণমেণ্ট ঐ সর্ত্তে পুনরায় বীজ বিতরণ করিবেন। তিসির পরীক্ষামূলক চাষ প্রবর্ত্তন জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ রংপুর জিলায় বিশেষতঃ উহার গাইবান্ধা মহকুমার এলাকা মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূমি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। উহার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে; বৃষ্টি পাত হইলেই চাষ আবাদের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কমনওয়েলথ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট

একটি বিশেষ উন্নতিশীল নূতন বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর নাম আজ সুপরিচিত। গত ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়া ইহার অর্থাগমে ক্রমিক অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা এই কোম্পানীর গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা ঐ প্রকার উন্নতিরই পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী মোট ৫৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এবার মোট ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৫২ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৫৬ হাজার ৭৪১ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৮২ টাকা আয় হয়। ঐ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী উপস্থিত দাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১৮ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৭ হাজার ৬৪ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৬৬৬ টাকা নিয়োগ করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৭ হাজার ২০১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার ২৭০ টাকা দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৯৯ হাজার ৭২৫ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৩৫ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—সরকারি সিকিউরিটি ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৩৩ টাকা; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে শেয়ার ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৯৭ টাকা; পলিসি বন্ধকে ঋণ ৯৬ হাজার ১৩২ টাকা; জমি বাড়ী প্রভৃতি বন্ধকে ঋণ ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৪১৩ টাকা; নিজস্ব জমিবাড়ী ৩ লক্ষ ২ হাজার ৬৯৪ টাকা, আসবাব পত্র ২০ হাজার ১৪ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৭৫ হাজার ২৯৭ টাকা; আদায়যোগ্য সুদ ১৫ হাজার ৭৬০ টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালভাবেই সংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতায় পি ২৯ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে 'কমনওয়েলথের' কলিকাতা শাখা অফিস অবস্থিত। সুযোগ্য ব্যক্তিদের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত থাকায় বাঙ্গালায় ঐ কোম্পানীর কাজ ভালরূপে সম্প্রসারিত হইতেছে।

জলপাইগুড়ি ইলেক্টীক সাপ্লাই কোং লিঃ

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর কলিকাতায় ২নং চার্চ্চ লেনস্থ হেড অফিসে উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী গৃহীত হয়। এবৎসর বিভিন্ন দিক দিয়া কোম্পানীর কার্য্য উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসারিত হইয়াছে। এবার কোম্পানী অংশিদারদিগকে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। উক্ত সভায় রায় বাহাদুর বি এম দাস, মিঃ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এল সি, মিঃ নলিনীরঞ্জন ঘোষ ও মিঃ বি এন দাগা কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

জুবিলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা জুবিলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। উহা ব্যাঙ্কটির দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট। ঐ ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে উহার পরিচালকগণ উহার কার্য্যধারা প্রসার কল্পে যে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন উহা খুবই সুখের বিষয়। বর্ত্তমান রিপোর্টে সেই যত্ন চেষ্টার সুফল লক্ষ্য করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের প্রথম বৎসরে ব্যাঙ্কের আমানতী জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ হাজার ১০৯ টাকা। এবৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৭ হাজার ৭০৯ টাকা হইয়াছে। আমানতী জমা বাবদ উক্ত ৭ হাজার ৭০৯ টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৩ হাজার ৬৬০ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১৩ হাজার ১৭৫ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—বীমা পলিসির জামিনে ঋণ ৬৭৬ টাকা,অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে দান ৩ হাজার ৬৪ টাকা, অলঙ্কার বন্ধকে দাদন ৪৬০ টাকা, আদায় যোগ্য সুদ ২৭৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৩৭ টাকা।

এবৎসর দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ১ হাজার ৫৮২ টাকা ও বিবিধ দফায় ২০০ টাকা আয় লইয়া জুবিলী ব্যাঙ্কের মোট আয় মোট ১ হাজার ৭৮২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ঐ প্রকার আয় হইতে ব্যাঙ্ক এবার বিভিন্ন দিকে মোট ১ হাজার ৪০৬ টাকা ব্যয় করেন। ফলে বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ৩৭৬ টাকা।

জুবলী ব্যাঙ্ক লিঃ কয়েকটি নূতন ধরণের ডিপজিট স্কীম লইয়া কার্য্য সুরু করিয়াছেন। ঐ স্কীম অনুসারে মাসিক হারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর কিম্বা ২০ বৎসর অন্তর আমানতকারী ভালরূপ লাভসহ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ফিরিয়া পাইতে পারেন। এই স্কীম জুবিলী ডিপজিট স্কীম নামে পরিচিত। এই ধরণের স্কীমসমূহ সাধারণের নিকট সমাদৃত হইলে ব্যাঙ্কটির শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। ১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের হেড্ অফিস অবস্থিত।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ

সম্প্রতি ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৪০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ৬·৬৮ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া যে প্রতিকূল অবস্থার সূচনা দেখা গিয়াছিল তাহাতে কোম্পানীর নূতন কাজের এই বৃদ্ধি সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৬২ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি ৫৭ হাজার ১১৩ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৬০ টাকা। এ বৎসর কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৫৫ হাজার ২৮৮ টাকা এবং দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১২ হাজার ৬১৯ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৩৬ টাকা, আয়কর বাবদ ৯ হাজার ৪২৮ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার ১১২ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪০৪ টাকা। উহার মধ্যে সরকারী সিকিউরিটির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৮১১ টাকা। আমরা কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ সুকুমার চ্যাটার্জ্জি যুক্ত প্রদেশের জন্য ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি পূর্ব্বে ক্যানাডার দুইটি জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বীমা ব্যবসায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

সেণ্টিনেল এসওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি সেণ্টিনেল এসওরেন্স কোম্পানীর প্রথম চারি বৎসরের ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভেলুয়েশন রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশ অনুসারে কোম্পানীর আজীবন বীমা স্থলে ১০ টাকা হারে ও অন্যান্য ধরণের বীমাস্থলে ৮ টাকা হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে।

আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

লাহোরের সান্‌লাইট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এবং পাটনার প্রিমিয়ার জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বর্ত্তমানে আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একীভূত হইয়াছে।

নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

মিঃ ডি বি রায় নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের কলিকাতা শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেঙ্গল ষ্টোরস্ লিঃ

৮৬এ, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ বিভাগীয় বিপণি "বেঙ্গল ষ্টোরস্" এবার পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন দ্রব্য সম্ভারের বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। স্বদেশজাত আধুনিক [illegible] নানা প্রকার [illegible] প্রাচুর্য্যেই যেমন [illegible] [illegible]

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

গত ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কলিকাতা অর্থকেন্দ্রের অষ্টম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এন সি সেন এই সভায় পৌরহিত্য করেন। প্রথমে শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী উপস্থাপিত করিতে গিয়া বলেন, গত ১৯১৪ সালে সঙ্ঘের প্রথম যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থাপিত বিভিন্ন যৌথ কারবারের মারফতে অন্ততঃ পক্ষে ষোল শত পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে। সঙ্ঘ বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়া অর্থকেন্দ্রের কার্য্যধারা আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করিতেছেন। একমাত্র কলিকাতায়ই বর্ত্তমানে সাঙ্ঘর অর্থকেন্দ্রে ৩০০ যুবক কর্ম্মনিযুক্ত রহিয়াছে। সঙ্ঘ কুটীর শিল্প ও যন্ত্র শিল্পের মধ্যে সমন্বয়ের ভাব বজায় রাখিয়া শিল্পোন্নতি সম্ভবপর বলিয়াই মনে করেন। আর আদর্শে [illegible] দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সঙ্ঘ বর্ত্তমানে তাহাদের লক্ষ্যধারা নিয়ন্ত্রণ করি[illegible]ছেন। একটি পাটকল স্থাপনের দিকে সঙ্ঘ বর্ত্তমানে তাহাদের উদ্যো[illegible] প্রচেষ্টা নিয়োজি[illegible] করিতেছেন।

শ্রীযুত মতিলাল রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দুদের সমাজ বিজ্ঞান [illegible] কথা উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চতুঃবর্ণের ভিত্তিতে কিরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া হিন্দু ঋষিগণ দেশের সামাজিক ও আর্থিক প্রচেষ্টা সুনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া[illegible]ন তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—'দেশের বেকার সমস্যা আজ বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তাহার অর্থনৈতিক সাধনা দ্বারা ঐ সমস্যা সমাধানের উপায় ও প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বশীল জীবনের কর্ম্মপ্রবণতার দৃষ্টান্ত দেশের লোককে কর্ম্মসাধনার পথে অনুপ্রেরিত করিবে।' উক্ত সভায় শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু, রাজা ক্ষিতিন্দ্র দেবরায় মহাশয়, অধ্যাপক এম এম বসু, শ্রীযুত মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীযুত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, অধ্যাপক বি বি দত্ত, মিঃ জে কে সেন, ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

জন্মভূমি কটন মিলস্ লিঃ। ডিরেক্টর মিঃ চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন। ব্যবসা—কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা।

মত ও পথ

শিল্পোন্নতির মালমসল্লা কোথায় ?

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্যের আমদানী রুদ্ধ হইয়াছে। এই সুযোগে সংযুক্তপ্রদেশসরকার ক্ষিপ্রতার সহিত শিল্পোন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাইসাইকেল এবং গ্রামোফোনের রেকর্ডশিল্পে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। হারিকেন লণ্ঠন এবং ঘড়ি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। সংযুক্তপ্রদেশসরকারের এই তৎপরতার সমালোচনা করিয়া গত [illegible] সেপ্টেম্বরের "ইণ্ডিয়ান ফিনান্স" লিখিয়াছেন, "সংযুক্তপ্রদেশসরকারের উদ্যম এবং অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। কিন্তু যে সমস্ত শিল্পে কৌশলই (Technical skill) মূল [illegible] সেই সমস্ত শিল্পপ্রবর্ত্তন করিতে গিয়া কলকব্জার অভাব এবং অভিজ্ঞ লোকের যে সমস্যা রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত শিল্পের কলকব্জা সংগ্রহ করা সহজ নয়। [illegible] দেশেই নূতন নূতন শিল্পপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু [illegible] চক্রে যুদ্ধ বন্ধ হইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা উদ্ভবের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং এই সমস্ত শিল্প স্থাপনে যে মালমসল্লার সমস্যা রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই বলিলেই চলে। সমস্যাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের সমাধান করিয়া গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং ব্যবসায়ীগণের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।"

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধের ফলে ভারতের রপ্তানীযোগ্য কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের যে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা আলোচনা করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের মাদ্রাজের কাগজ 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড' লিখিতেছেন, "ভারতের কাঁচামাল স্বতঃই লাভজনক মূল্যে বিক্রয় হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাঁচামালের কতক কতক যুদ্ধক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইবে। এবং পাট ও চায়ের মত কয়েকটী পণ্যের ব্যবহারও অপরিহার্য্য। মূল্যনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের অতিরিক্ত লাভের লালসা দাবাইয়া রাখিলে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া বিদেশে রপ্তানীযোগ্য কৃষিজাত পণ্যের মূল্য কৃত্রিম উপায়ে হ্রাস করিয়া দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই জন্যই বাঙ্গলা সরকার পাটের রপ্তানী মূল্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া সমুচিত মনে করেন নাই।

গত ১৯২০ সালে বিনিময়ে (Exchange) ধাপ্পাবাজি দিয়া কৃষককে বঞ্চনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই প্রকার অঘটনের জন্য সতর্ক হওয়া সমধিক প্রয়োজন। ১৯২০ সালে টাকার মূল্য ২ শিলিংএ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় এবং অপরিমিতভাবে যে 'রিভার্স কাউন্সিলস্' বিক্রী আরম্ভ হয় তাহাও রোধ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। ফলে 'যুদ্ধের লাভ' (War Profits) হইতে ভারতের কৃষককুল বঞ্চিত হইল। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে আমাদের অধিকতর সতর্কতা নেওয়া দরকার এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে ন্যায্য লাভের আশা আছে তাহা হইতে যাহাতে আমরা বঞ্চিত না হই তৎপ্রতি রাখাও কর্ত্তব্য।

পাটের ফাটকা বাজারের প্রয়োজনীয়তা

পাটকল সমিতির সভাপতি মিঃ পি, এস্, ম্যাকডোনাল্ড্ প্রমুখ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ফাট্‌কা বাজার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য যে আন্দোলন করিতেছেন তৎসম্বন্ধে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'কমার্স' লিখিতেছেন "কাঁচা পাটের জন্য ফাট্‌কা বাজারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সমালোচনার পর তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার আবশ্যকতা আছে। সকল প্রকার পণ্যেরই ফাট্‌কা বাজার রহিয়াছে। পাটের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা না থাকার কোন অন্তর্নিহিত কারণ নাই। বিধিসঙ্গত উপায়ে কার্য্যাবলী পরিচালিত হইলে ফাট্‌কাবাজার পণ্যমূল্যের সমতা রক্ষা করে, অনাগত কারণসমূহের পূর্ব্বাভাষ দিয়া পণ্যমূল্য হ্রাসবৃদ্ধির উদ্দামতা নিবারণ করে এবং এই উপায়ে ক্রমশ পণ্যমূল্যে শৃঙ্খলারক্ষা করিয়া থাকে। এই কারণেই ফাট্‌কা বাজার একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের মত বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক ফাট্‌কা বাজারেই ঝুঁকিদার ব্যবসায়ীগণ (Speculators) ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপ্রণালী দ্বারা যে অবস্থার প্রতিরোধ করা ফাট্‌কা বাজারের উদ্দেশ্য তাহাই আনয়ন করিয়া থাকে। এই জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঝুঁকিদার ব্যবসায়কে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। যুদ্ধের সুযোগে বর্ত্তমানে প্রত্যেক ফাট্‌কা বাজারেই অন্যায় এবং অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ায় ব্যবসা চলিতেছে এবং কোন কোন স্থানে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও হইয়াছে। সোনারূপার বাজারে কিছুকালের জন্য রূপার ভবিষ্যৎ সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং তুলার বাজারে 'অপসন ডিলিং' (Option dealings) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও কোন ফাট্‌কা বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই।

ব্যবসায়ে অসাফল্যের কারণ

গতানুগতিক পন্থায় মূলধন বিনিয়োগ এবং পরিশ্রম করিলেই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জ্জন করা যায় না। ব্যবসায়ে চিন্তাশক্তি এবং মৌলিকত্বেরও যে প্রয়োজন বিখ্যাত পোর্সিলেন নির্ম্মাতা জোসিয়া ওয়েজউডের জীবনী প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিয়া ভাদ্রমাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" লিখিতেছেন ব্যবসায়ে মৌলিকত্ব, বিজ্ঞাপনে মৌলিকত্ব, কার্য্যকর্ম্মে মৌলিকত্ব থাকা চাই, তবে এই প্রতিদ্বন্দিতার বাজারে কিছু করিতে পারা যায়। এদেশে এমন ব্যবসায়ী, এমন কারিকর, কিংবা এমন বিজ্ঞান দাতা ক'জন আছে ? এই সকল কথা ভাবেই বা কে, শুনেই বা কে, বলেই বা কাহাকে ? Originality যে ব্যবসায়ে সাফল্যের এক প্রধান সূত্র তাহা এদেশের ব্যবসায়ীর জ্ঞানই নাই। এদেশের লোকেদের মধ্যে ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সততা, সদাশয়তা, উদ্যমশীলতা, সাহস প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের অভাব ; কেমন করিয়া তবে এদেশের ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে পারে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া ভাবুন দেখি ! আমরা অনুকরণ করিয়াই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই। বাজারে অসংখ্য মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান, মাথার তেল, জুতার কালি, সাবান, পমেটম, ডাক্তারখানা প্রভৃতি থাকিতেও কিছু মূলধন পাইলে এইসব কাজেই লাগিয়া যাই। শেষে প্রতিদ্বন্দিতাতে হাবুডুবু খাইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হই। এইত আমাদের ব্যবসার প্রণালী। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া সমস্ত পুঁজিপাটা বিসর্জ্জন দিয়া বসি। প্রকৃত ব্যবসায় বুদ্ধি নাই, কোন মৌলিকত্ব নাই, শুধু ঘরের টাকা বাহির করিয়া অনুকরণে ব্যবসায় করিতে সাধ, এইসকল দায়িত্বজ্ঞানশূন্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হওয়াতেই বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ে এত অধিক সংখ্যায় ফেল পড়ে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৬ই অক্টোবর

যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালের জাহাজ ভাড়া সম্পর্কে একটা অনিশ্চিত অবস্থা বলবৎ থাকায় বর্ত্তমানে রপ্তানীর কারবার ভালরূপ চলিতে পারিতেছে না। ফলে স্বভাবতঃই বিনিময় বাজারে বিলের ক্রয় বিক্রয় হইতেছে খুব কম। এই সপ্তাহে বিনিময় বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার দুইটি নূতন কার্য্যনীতির ঘোষণা। প্রথমতঃ তাহারা ঘোষনা করিয়াছে যে তাহারা এখন হইতে সাক্ষাৎভাবে বিনিময় বিল (টেলি: হুণ্ডি) খরিদ করিবেন। তিন মাসের মিয়াদী বিল গ্রহণ করিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা ঐরূপ বিল খরিদের হার চড়াইয়া ১শিলিং ৬ পেনী পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঐ দুই বিষয়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতির নূতনত্ব দেখা যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঐ প্রকার কার্য্যনীতির ফলে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে সব ব্যাঙ্ক অগ্রিম বিল খরিদ করিয়া তাহা বিক্রয় করা সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিতেছিল। এক্ষণে তাহাদের ঐ বিষয়ে অনেকখানি সুবিধা হইয়াছে। গত সপ্তাহে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড তাঁহাদের সুদের হার শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ হ্রাস করায় স্থানীয় বিনিময় ব্যাঙ্কগুলিও তাহাদের ডিস্‌কাউণ্ট হার ১/১৬ পেনী পরিমাণে নামাইয়া দিয়াছিলেন এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতি লক্ষ্য করিয়া ডিস্‌কাউণ্ট হার পুনরায় চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সুদের হার সামান্য পরিমাণ নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহে বাজারে শতকরা এক টাকা হইতে দেড় টাকা সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছিল। এসপ্তাহে সুদের হার ১৷০ আনার বেশী উঠে নাই। বাজারে চাহিদার অনুপাতে টাকার অভাব না দেখা যাওয়াতেই সুদের হার চড়িতে পারে নাই। পূজাবকাশের ঠিক পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া কিছু বাড়িবে। ঐ সঙ্গে সুদের হারও চড়িতে পারিবে।

ট্রেজারী বিলের সুদের হার এসপ্তাহে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ট্রেজারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাণ বাড়ে নাই। গত ৩রা অক্টোবর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ছিল। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৴ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৯ পাই দরের শতকরা ৯৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী আবেদনগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৷৵৫ পাই। এসপ্তাহে তাহা ২৮ আনা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১০ই অক্টোবরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই অক্টোবর ঐজন্য টাকা জমা দিতে হইবে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৯শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৯২ কোটি [illegible] লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৯১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ৮৯ লক্ষ টাকা [illegible] ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ১২ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলি হুণ্ডি	(প্রতি টাকা)	১ শি ৫৩২পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫৩/৩২পে
ডি, এ, ৩ মাস	”	১ শি ৬১/৩২পে
ডি, এ, ৪ মাস	”	১ শি ৬[illegible]
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৭৫
গিল্ডার	”	৪[illegible]
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	[illegible]৫[illegible]
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৶০
ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্লিং হার	(প্রতি পাউণ্ডে)	১৭৭
ষ্টার্লিং-ডলার হার	”	৪.০৪

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৬ই অক্টোবর

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর কলিকাতার শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদের ভিতর ক্রমে ক্রমে এইরূপ একটা ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করে যে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সাধারণভাবে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের তেমন কোন ক্ষতি হইবে না। বরং নানাদিক দিয়া তাহার সমূহ উন্নতির পথই প্রশস্ত হইবে। এই ধারণা জন্মিবার ফলে গত কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের বিভিন্ন শিল্প কোম্পানীর শেয়ার বিভাগে একটা বিশেষ উন্নতির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু [illegible] এবং [illegible] হইতে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপনের কথা উঠায় এক্ষণে যুদ্ধ বিরতির যে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে পুনরায় একটা বিশেষ অনিশ্চিত ভাব সূচিত হইয়াছে। [illegible] ব্যবসায়ীরাও কাজকর্ম্মে খুব কম উৎসাহ দেখাইতেছেন। গত সপ্তাহে [illegible] কারণে কয়েকটি বিভাগে শেয়ারের দাম [illegible] পড়িয়া গিয়াছিল। এ সপ্তাহে দামের হার তদাপেক্ষাও আরও নামিয়া গিয়াছে। অদ্য হের হিটলার জার্ম্মান রাইখষ্টাগে এক বক্তৃতায় শান্তি সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি শান্তির জন্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের এক সম্মেলনের প্রস্তাব করিবেন। তাহার পূর্ব্বে কোন না কোন আকারে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক যাহাতে জবরদস্তির ভীতি দূর হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন দাবী নাই। উপনিবেশের দাবী সমূহ ছাড়া আর সমস্ত দাবীই তিনি ত্যাগ করিতেছেন। অবশ্য উপনিবেশের দাবী সমূহ চরমপত্র স্বরূপ গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে না। অধিকন্তু তিনি বলেন যে জার্ম্মানী ও রাশিয়া পোল্যাণ্ডে কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না। হের হিটলারের ঐ প্রকার উক্তিতে শান্তি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার অনুকূল একটি ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে সত্য কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিটলারের বর্ত্তমান মনোভাব শান্তি স্থাপনের পক্ষে কতদূর পরিমাণে সহায়ক হইবে তাহাই বিবেচ্য। হিটলারের বক্তৃতা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত লণ্ডনে ও প্যারিসে যেসব আলোচনা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকারী মহল উক্ত বক্তৃতাটি শান্তির পক্ষে তত সহায়ক বলিয়া মনে করেন না। এখন কার্য্যক্ষেত্রে শান্তির আলোচনা কতদূর অগ্রসর হয় তাহাই দেখিবার বিষয়। শান্তি স্থাপনের জল্পনা কল্পনা কোন দিকে কোন নির্দ্দিষ্ট গতি লাভ না করা পর্য্যন্ত শেয়ারের বাজারে তেমন কোন উন্নতি দেখা যাওয়ার আশা কম।

কোম্পানীর কাগজ

শান্তি স্থাপনের জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকায় এ সপ্তাহে স্বাভাবিক ভাবেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। শান্তি স্থাপিত হইলে কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে মনে করিয়া এসপ্তাহে অনেকে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিষয়ে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ফলে দামের হারও গত সপ্তাহের তুলনায় চড়িয়াছে। অদ্য বাজারে ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৮৩।৵ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ৯৩॥০ টাকা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১০৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

বাজারের অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের মন্দা এসপ্তাহে কয়লাখনির শেয়ার বিভাগে কিছু পরিমাণে অবসাদের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে দামের হারও কিছু নামিয়া গিয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ মোটামুটিভাবে উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩৪৪ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৬॥ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাট নির্ম্মিত থলে ও চটের দাম নিম্নস্তরে থাকায় পাটকলের শেয়ার বাজারে তাহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। ফলে দামের হারও কিছু নামিয়া গিয়াছে। যদিও অদ্য বাজারের অবস্থা কতকটা চড়ার দিকেই দেখা যাইতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৬০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।